কালিদাসের গ্রন্থাবলী

(মূল ও বঙ্গানুবাদ ।)

প্রকাশক,

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

প্রথম সংস্করণ ।

কলিকাতা,

২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে,"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২২ ।

মূল্য [illegible] টাকা ।

নিবেদন।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় কালিদাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত ইল। কিছু দিন পূর্ব্বে কালিদাসের গ্রন্থাবলীর একটি মনোজ্ঞ সংস্করণ াকাশ করিবার জন্য কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি এই কার্য্যে স্তক্ষেপ করি। সংসারের অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া গ্রাহক-ণের সমীপে কালিদাসের গ্রন্থাবলী লইয়া উপস্থিত হইতে সক্ষম হই-াছি। এক্ষণে এই সংস্করণ পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ সন্তুষ্টি লাভ করিলে ামার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব। মানুষের পদে পদে ়ল; মানুষের ভুল না ঘটিলে মানুষ দেবতা হইত। কালিদাসের এই ংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে ভ্রমপ্রমাদ-ারিশূন্য করিবার জন্য সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি হয় নাই। সহৃদয় পাঠকবর্গ াই সংস্করণে কোন ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়া আমাদিগকে জানাইলে চিরকৃতজ্ঞ াকিব এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া দিব।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল, জন্মস্থল, কোন্ কুলে জন্ম, কোন্ ভাগ্য-ান্ তাঁহার পিতা, কালিদাসের পরিণয়, দেবীর বরে বিদ্যার্জ্জন প্রভৃতি কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া নানা লোকে নানা ভাবে প্রকাশ ়রিয়াছেন বটে; কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। ফল কথা, ালিদাসের আবির্ভাবকাল নিরূপণ করা নিতান্ত কঠিন; উহা অতীতের ়ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন। উক্ত মহাত্মার জীবনী লিখিতে যাওয়া আর অন্ধকারময় রত্নাকরে ঝম্প প্রদান করা উভয়ই তুল্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ-ংলগ্ন "কবিজীবনীর আভাষ" লিখিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমি উক্ত াহাত্মার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রকাশক।

কবি-প্রতিভা।

প্রতিভা সকল দেশে ও সকল সময়ে পূজিতা হইয়া থাকেন। সময়-ক্রমে জাতি হীনাবস্থায় বা উন্নতাবস্থায় সমাসীন হইতে পারেন; প্রতিভা কিন্তু উচ্চ বেদীতে অবস্থান করিয়া হীনকে উন্নত আর উন্নত যাহাতে অবনত না হন, সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। সেইজন্য কালিদাসের প্রতিভা আমাদের সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও ব্যসনে, উৎসাহ ও অবসাদের সময় মন্ত্র-মহৌষধির ন্যায় অবলম্বনীয়। আমরা দুরবস্থায় পতিত হইলেও স্বদেশবাসী মহাপুরুষদিগের অমৃতস্যন্দিনী বাণী আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে বল-সঞ্চার করিয়া থাকে। আমরা ছোট নহি, আমরা হীন নহি, আমরা অকর্ম্মণ্য নহি। আমাদেরই একজন যখন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন আর যখন তিনি 'যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর' মনুষ্য-সমাজের বরেণ্য হইয়া থাকিবেন, তখন আমাদের আশা কখন নৈরাশ্যপ্রদ হইতে পারে না। সেইজন্যই বলি, মহাভাগ কালিদাসের গ্রন্থ আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, এই অমূল্য সম্পত্তির সুপ্রচার—আর আমাদের এই পূর্ব্বজের অপূর্ব্ব রত্নরাজী জনসাধারণের অনায়াস-লভ্য হউক।

কালিদাস শুধু আমাদের কেন, তিনি মনুষ্য-সমাজের সাধারণ সম্পত্তি। সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কোন প্রান্তিক ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ভারতের কোন্ দেশের প্রথম আলোক তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না। যখন তিনি "প্রচণ্ড সূর্য্যে"র কথা লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাঁহাকে উত্তর-ভারতের লোক, আবার যখন তিনি মেঘ মহাশয়কে মালওয়া প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া তৃপ্তি লাভ করেন, তখন তাঁহাকে মালববাসী বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে। ভারত তাঁহার জন্মভূমি, ভারতের বন-উপবন, সাগর-সরিৎ পর্ব্বত-উপত্যকা প্রত্যেকের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এই সকল নদ-নদী, পর্ব্বত-কান্তার, বন-উপবনের সহিত যেন কবি প্রাণের আলাপ

করিয়া প্রীতি লাভ করিতেন। আমাদের ভারতকে এমন করিয়া প্রাণের সহিত আর কোনও কবি ভালবাসিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ভারতের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহার হৃদয়খানি যেন বিজড়িত ছিল। কালিদাস আমাদের জাতীয় কবি, সেইজন্য কি প্রত্যেক জাতি তাঁহাকে স্বদেশবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন ?

বাঙ্গালা, মিথিলা, উড়িষ্যা, তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে কালিদাস সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ,—তিনি প্রথম জীবনে অসাধারণ মূর্খ ছিলেন, তার পর দেবীর বরে তাঁহার জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হয়। আমরা ভারতবাসী সকল বিষয়েই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। যথার্থ বড়কে শ্রেষ্ঠ পদ দিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি না। কালিদাস অসাধারণ পুরুষ, তিনি ভগবতীর বরপুত্র, সে বিষয়ে আমরা কোন সন্দেহ করি না।

কালিদাস যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় ভারত ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব সময়। কালিদাস তাঁহার গ্রন্থে সেই সময়ের যে ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভারতবাসীর মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক। তখন ভারতবাসী ভারতের চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকিতে যেন তৃপ্তি বোধ করিতেন না—সম্প্রসারণের জন্য—হাত পা খেলাইবার জন্য—পৃথিবীতে নিজেদের সত্তা সংস্থাপন জন্য—সমস্ত ভারতবাসীকে এক সম্রাটের অধীনে রাখিয়া, তাঁহার পতাকামূলে অবস্থান করিয়া, সমস্ত বসুন্ধরা বিজয় করিবার জন্য যেন কবি সকলকে সমবেত হইতে আদেশ করিতেছেন ! সে সময় আমরা দেখিতে পাই, ভারতশত্রু হূণ, কাম্বোজ, পারসীক, যবন, পাশ্চাত্য প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া ভারতের প্রাধান্য সংস্থাপন করিবার জন্য কবি যেন রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনচ্ছলে দেশবাসীকে জাগরিত, উত্তেজিত ও আশান্বিত করিতেছেন। ইহা কোন্ সময়ের কথা ? পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা ও ডাক্তার ব্লক স্থির করিয়াছেন যে, ইহা অপর কোন সময়ের কথা নহে, যে সময় গুপ্ত সম্রাটেরা সমস্ত ভারতকে একচ্ছত্রাধীন করিয়াছিলেন—যে সময় তাঁহারা বৌদ্ধপ্রভাব হইতে দেশবাসীকে বিমুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন [illegible]

পরিপূর্ণ হয়, সেই সময় মহাভাগ কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবি প্রকারান্তরে বলিলেন—"আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্"।

ইহাতে সমুদ্র গুপ্তের কথা অবগত হওয়া যায়।
"তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ"।
"অন্বাস্ত গোপ্তা গৃহিণীসহায়ঃ।"
"তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা"
"প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব্বরী"
"ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্।
আকুমারকথোদ্‌ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ"॥

ইত্যাদি শ্লোকাংশে আমরা সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের নাম অবগত হই। প্রয়াগস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে বিজয়কীর্ত্তি খোদিত আছে, তাহার সহিত রঘুর দিগ্বিজয়ের বেশ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস সাম্রাজ্যবাদীর ন্যায় রঘুর বিজয়কাহিনী অতি নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটেরা বিদ্যাপ্রচারের জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন, যাগ-যজ্ঞে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া স্বদেশবাসীকে সমৃদ্ধি ও সদাচার-সম্পন্ন, অজর ও বলবীর্য্য-সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কালিদাস তাঁহার কাব্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়কে আপন আপন বর্ণোচিত নিয়ম পালন করিয়া ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ হইবার জন্য, ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে বৈশ্য আর শূদ্রকে শূদ্র হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কেহই এই সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না বলিয়া সে সময় দেশবাসী সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং ভুজবলে সকলের আদর্শ হইয়াছিলেন।

কালিদাসের সময় আমরা দেখিতে পাই, ভারতবাসী বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। এ বাণিজ্য ভারতের বাহিরে, জলপথে ও স্থলপথে উভয় পথেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বিদেশে মৃত বণিকের উত্তরাধিকারি-নির্ণয়ে কালিদাস নিজের অভিজ্ঞতা বেশ দেখাইয়াছেন। বস্ত্রশিল্প, চিত্রশিল্প, ভাস্কর কার্য্যে আমাদের দেশবাসী যথেষ্ট নিপুণতা দেখাইয়াছেন, ইহা আমরা কবির গ্রন্থে সুন্দররূপে অবগত হই।

গুপ্ত সম্রাটের সময় শৈব সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কালিদাস শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি তাঁহার কাব্যে গীতা, সাংখ্য, বেদান্তের মত ব্যক্ত করিয়া পরব্রহ্মের স্তুতি করিয়াছেন। "পরতোঽপি পরশ্চাসি" (কুমার ২য় ১৪) "অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে" (রঘু ১০ম ৩১) "প্রলয়স্থিতিসর্গানামেকঃ কারণতাং গতঃ" (কুমার) "ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীম্।" (কুমার)

মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে যে যে কারণে উন্নতি বা অবনতি লাভ করিয়া থাকে, সমাজও সেই সেই কারণে উন্নত বা অবনত হয়; ব্যক্তিগত ভাবে যে মানুষ শৈশবে অভ্যস্তবিদ্য, যৌবনে অর্থশালী এবং বার্দ্ধক্যে ক্ষুদ্র সংসার-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভূতমাত্রের কল্যাণকামনায় যোগনিমগ্ন হন, সেই মনুষ্যই যথার্থ আদর্শ পুরুষ। যে সমাজে এরূপ শ্রেণীর পুরুষের সংখ্যা অধিক, সে সমাজ সকলের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। বর্ত্তমানযুগে আমাদের মধ্যে অশন-বসন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয়েই ব্যভি-চার উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এ যুগে কালিদাসের বর্ণিত সদাচার যুবকদের মধ্যে অনুকৃত হউক, আবার পুরাকালের তেজস্বিতা, মহানু-ভাবুকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আমাদের স্বদেশবাসীর স্বভাবজ হইয়া ভারতের কল্যাণকর হউক।

মহাভাগ সার উইলিয়ম জোন্স পাশ্চাত্য দেশবাসীর মধ্যে কালিদাসকে আবিষ্কার করিয়া পতিত ভারতের মহদুপকার-সাধন করিয়াছেন। কালি-দাসের কবিতা-কলাপ পাঠ করিয়া জর্ম্মনী, ফরাসী প্রভৃতি প্রদেশের বিদ্বন্মণ্ডলী ভারতের উপর অনুরক্ত হইয়াছেন; ভারতবাসীকে স্নেহের চক্ষে, পূজার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। আক্ষেপের বিষয়, আমরা এখনও কালিদাসকে চিনিতে পারি নাই, কালিদাসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই।

মিহিজাম।
ই,—আই,—আর।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী

সূচীপত্র।

কুমারসম্ভবম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য, স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১ ॥
যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং, মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ, পৃথুপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥ ২ ॥
অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য, হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥
যশ্চাপ্সরোবিভ্রমমণ্ডনানাং, সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্ত্তি।
বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগামকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্॥ ৪ ॥
আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং, ছায়ামধঃসানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে, শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৫ ॥

. উত্তরদিকে দেবতাধিষ্ঠিত হিমালয়-নামক এক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। ঐ
ারিরাজের প্রান্তদ্বয় পূর্ব্বসাগর ও পশ্চিমসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক (নিমগ্ন
কায়) পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১ ॥ অপরাপর পর্ব্বত
কল ঐ হিমাচলকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া, দোহনদক্ষ সুমেরু-গিরির
ক্ষাতে পৃথুরাজের আজ্ঞানুসারে গোরূপধারিণী ধরিত্রী হইতে দ্যুতিমান্ রত্ন
ওষধিরাজি দোহন করিয়াছিল ॥ ২ ॥ তুষার অনন্ত রত্নের আকর হিমালয়ের
ৌন্দর্য্য বিলোপ করিতে সমর্থ হয় নাই। কেন না, চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন চন্দ্রমার
ণজালে বিলীন থাকে, তদ্রূপ একমাত্র দোষ অনন্ত গুণরাজিতে লয় প্রাপ্ত
॥ ৩ ॥ ঐ গিরিশৃঙ্গে নানারূপ গৈরিকাদি ধাতু বিদ্যমান থাকায় তৎসমস্ত
তুর শোণিতাভা মেঘমালায় প্রতিফলিত হইয়া অকালসন্ধ্যার ন্যায় বোধ হওয়াতে
সরাসকল বিলাসোচিত ভূষণধারণে সমুদ্যত হইতেছে ॥ ৪ ॥ সিদ্ধবৃন্দ (পর্ব্বতের)
তম্বপ্রদেশ যাবৎ সঞ্চারিণী জলদমালার অধোভাগে শৃঙ্গপ্রদেশব্যাপিনী ছায়াতে
স্থিতি করেন; কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা উদ্বেজিত হইলে এই পর্ব্বতের আতপতপ্ত সানু-

পদং তুষারস্রুতিধৌতরক্তং, যস্মিন্নদৃষ্ট্বাপি হতদ্বিপানাম্।
বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈর্মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতাঃ ॥ ৬ ॥
ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র, ভূর্জ্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণামনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্ ॥ ৭ ॥
যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্, দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ॥ ৮ ॥
কপোলকণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং, বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ, সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি ॥ ৯ ॥
বনেচরাণাং বনিতাসখানাং, দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ ॥ ১০ ॥
উদ্বেজয়ত্যঙ্গুলিপার্ষ্ণিভাগান্, মার্গে শিলীভূতহিমেঽপি যত্র।
ন দুর্ব্বহশ্রোণিপয়োধরার্ত্তা, ভিন্দন্তি মন্দাং গতিমশ্বমুখ্যঃ ॥ ১১ ॥

সকল আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ এই পর্ব্বতে ব্যাধেরা বারণহন্তা মৃগরাজগণের শোণিতরঞ্জিত চরণচিহ্ন দেখিতে পায় না; কারণ, তুষারপাতে রুধিরবিন্দুসকল ধৌত হইয়া গিয়াছে; তথাপি তাহারা (সিংহের) নখরন্ধ্রভ্রষ্ট গজমুক্তা দর্শনে তাহাদের গতিপথ পরিজ্ঞাত হয় ॥ ৬ ॥ এই হিমালয়ে ধাতুরস (সিন্দুরাদি) দ্বারা ন্যস্তাক্ষর (লিখিতবর্ণ বা চিত্রিত) করিদেহজাত (পদ্মক-নামক) বিন্দুপটলবৎ লোহিতবর্ণ ভূর্জ্জত্বক্ সকল বিদ্যাধরীগণের কামব্যঞ্জক পত্রলেখন-কার্য্যে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে অর্থাৎ এই পর্ব্বত বিদ্যাধরীগণের বিহারযোগ্য; তাহাঁরা বিচিত্রিত রক্তবর্ণ ভূর্জ্জবল্কলে কামব্যঞ্জক পত্রিকা রচনা করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ গুহা-মুখোত্থিত সমীরণে বংশরন্ধ্র পরিপূরিত হইয়া শব্দ উত্থিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, এই হিমাচল উচ্চনাদে সঙ্গীতকারী কিন্নরবৃন্দের সঙ্গীতে তান দিবার জন্যই বাসনা করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ এই গিরিবরে করিবৃন্দ গণ্ডকণ্ডূ-বিদূরণার্থ দেবদারু-বৃক্ষে গণ্ড ঘর্ষণ করাতে বৃক্ষ-বিগলিত নির্য্যাসের সুরভিগন্ধে তটভূমিসকল আমোদিত হয় ॥ ৯ ॥ এই পর্ব্বতে ওষধিরাজি দরীগৃহমধ্যে জ্যোতির্বিস্তার পূর্ব্বক (রজনী-যোগে) বনিতাসহচর কিরাতদিগের বিনা তৈলে সুরতকালীন প্রদীপের কার্য্য সম্পাদন করে ॥ ১০ ॥ এই হিমাচলে তুষারাচ্ছন্নমার্গে (গমনকালে হিমানীস্পর্শে) অঙ্গুলি ও গুল্ফদেশে তীব্র যাতনা বোধ করিলেও কিন্নরীবৃন্দ নিজ নিজ নিতম্ব

দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু, লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্ ।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে, মমত্বমুচ্চৈঃশিরসাং সতীব ॥ ১২ ॥
লাঙ্গূলবিক্ষেপবিসর্পিশোভৈরিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগৌরৈঃ ।
তস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং, কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ ॥ ১৩ ॥
যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং, যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্ ।
দরীগৃহদ্বারবিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥
ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং, বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ ॥ ১৫ ॥
সপ্তর্ষিহস্তাবচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ ।
পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি, প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ময়ূখৈঃ ॥ ১৬ ॥
যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য, সারং ধরিত্রীধরণক্ষমঞ্চ ।
প্রজাপতিঃ কল্পিতযজ্ঞভাগং, শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১৭ ॥

ও পয়োধরের গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া মন্থরগতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১ ॥ এই হিমাদ্রি যেন দিবাভীত গুহামধ্যে বিলীন তিমির-সকলকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। (ফল কথা,) নীচজনও উন্নতব্যক্তির শরণ গ্রহণ করিলে তৎপ্রতি সজ্জনোচিত মমতার উদয় হয় ॥ ১২ ॥ চমরীরা এই হিমালয়ের সমন্তাৎ পুচ্ছসঞ্চালন পূর্ব্বক শোভাবিস্তারচ্ছলে জ্যোৎস্নাসদৃশ শ্বেতবর্ণ চামর ব্যজন পূর্ব্বক ইহাঁর 'গিরিরাজ' নাম সার্থক করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ এই পর্ব্বতের কন্দর-গৃহাভ্যন্তরে বিহারকালে কিন্নরীকুল বসনত্যাগ হেতু লজ্জিত হইলে জলদ-জাল যবনিকাবৎ লম্বিত হইয়া গৃহদ্বারের সম্মুখে অবস্থিতি পূর্ব্বক তাহাদিগের লজ্জা নিবারণ করে ॥ ১৪ ॥ এই প্রদেশে মৃগানুসন্ধিৎসু কিরাতবৃন্দ ভাগীরথী-নির্ঝর-স্রোত-সলিলকণাবাহী, মুহুর্ম্মুহুঃ দেবদারু-বিকম্পী, ময়ূরপুচ্ছ-বিশ্লেষণকারী বায়ু সেবা করে ॥ ১৫ ॥ ভাস্করদেব (হিমালয়ের উন্নত শৃঙ্গ পর্য্যন্ত উত্থিত হন না,) এই গিরিরাজের শিখরাধোভাগে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখ রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া (দিবাকরমণ্ডলাতীত উন্নত) শিখরপ্রদেশস্থ সরোবরে সঞ্জাত, সপ্তর্ষি কর্ত্তৃক চয়নাবশিষ্ট কমলসমূহ বিকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ এই হিমালয়ের সোম-লতাদি যজ্ঞীয়দ্রব্যোৎপাদনে শক্তি ও ধরাধারণোপযোগিনী সারবত্তা দর্শনে বিধাতা স্বয়ং ইহাঁর যজ্ঞীয়ভাগ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইহাঁকে নগাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

স মানসীং মেরুসখঃ পিতৄণাং, কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ।
মেনাং মুনীনামপি মাননীয়ামাত্মানুরূপাং বিধিনোপযেমে ॥ ১৮ ॥
কালক্রমেণাথ তয়োঃ প্রবৃত্তে, স্বরূপযোগ্যে সুরতপ্রসঙ্গে।
মনোরমং যৌবনমুদ্বহন্ত্যা, গর্ভোঽভবদ্ভূধররাজপত্ন্যাঃ ॥ ১৯ ॥
অসূত সা নাগবধূপভোগ্যং, মৈনাকমম্ভোনিধিবদ্ধসখ্যম্।
ক্রুদ্ধেঽপি পক্ষচ্ছিদি বৃত্রশত্রাববেদনাজ্ঞং কুলিশক্ষতানাম্ ॥ ২০ ॥
অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা, দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা, তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে ॥ ২১ ॥
সা ভূধরাণামধিপেন তস্যাং, সমাধিমত্যামুদপাদি ভব্যা।
সম্যক্ প্রয়োগাদপরিক্ষতায়াং, নীতাবিবোৎসাহগুণেন সম্পৎ ॥ ২২ ॥
প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং, শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টিঃ।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং, সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব ॥ ২৩ ॥

সুমেরুসখা মর্য্যাদাভিজ্ঞ এই হিমাচল পিতৃগণের মানসজাতা, মুনিবৃন্দেরও মাননীয়া, আত্মানুরূপা, মেনানাম্নী কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর যথাকালে মেনা ও হিমাদ্রি যথাযথ রতিসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে মনোরম-যৌবনবতী মেনকা গর্ভধারণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর মেনকা (যথাকালে) নাগবধূপভোগ্য (নাগকন্যাপরিণেতা) মৈনাকনামা পুত্র প্রসব করিলেন। (পুরাকালে পর্ব্বতসমূহের পক্ষ ছিল; দেবরাজ তৎসমস্ত ছেদন করেন।) পক্ষচ্ছেদনোদ্যত বৃত্রহন্তা সুরপতি ক্রুদ্ধ হইলেও মহাসাগরের সহিত সৌহার্দ্দ নিবন্ধন এই পুত্র মৈনাক দেবরাজের অশনিপ্রহারজন্য বেদনা বোধ করেন নাই। (ইনি পক্ষচ্ছেদনভয়ে সখা জলনিধির গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছেন।) ২০॥ তদনন্তর ভূতভাবন মহেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব সহধর্ম্মিণী, পতিপরায়ণা, দক্ষদুহিতা সতী দেবী পিতৃকৃত অবমাননা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করত পুনর্জ্জন্মলাভবাসনায় এই হিমাচলমহিষী মেনকার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥ উৎসাহগুণ যেমন যথাবিধি প্রযুক্ত রাজনীতিতে সম্পৎ উৎপাদন করে, তদ্রূপ অদ্রিরাজ হিমালয় বিশুদ্ধচারিণী মহিষী সেই মেনকার গর্ভে ঐ মঙ্গলময়ীকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ দিক্-সমূহ প্রসন্ন, ধূলিবিরহিত মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত, শঙ্খশব্দ সমুত্থিত ও তৎপরে কুসুমবর্ষণ

তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী, স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাদুদ্‌ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব ॥ ২৪ ॥
দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা, লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্, জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥ ২৫
তাং পার্ব্বতীত্যাভিজনেন নাম্না, বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা, পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥ ২৬ ॥
মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে, দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা ॥ ২৭ ॥
প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপস্ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্য মার্গঃ।
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী, তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥ ২৮ ॥
মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ, সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং, ক্রীড়ারসং নির্ব্বিশতীব বাল্যে ॥ ২৯ ॥

হওয়াতে সেই কল্যাণীর জন্মদিন স্থাবর জঙ্গম উভয়েরই আনন্দের কারণ হই ছিল ॥ ২৩ ॥ নবজলধর-গর্জ্জনান্তে আবির্ভূত সমুজ্জ্বলকান্তি রত্নরাজি দ্বারা পর্ব্ব প্রান্তভূমি যেমন শোভা পায়, দীপ্তিমৎ-কান্তিমতী কন্যকা দ্বারা জননী মেনক সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ নবোদিতা চান্দ্রমসী কলা যেরূপ দি দিনে নব নব জ্যোৎস্নাময়ী কলাসংযোগে সংবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, নবজাতকন্য সেইরূপ দিন দিন লাবণ্যপূরিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোগে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হই লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ আত্মীয়বন্ধুগণ বন্ধুজনবল্লভা সেই কন্যাকে গোত্র ও উপাধি অ সারে 'পার্ব্বতী' নামে সম্বোধন করিতেন ; তৎপরে মেনকা 'উ' (বৎসে !) ' (তপস্যা করিও না) এই বাক্যে তপশ্চরণে নিষেধ করিলে সেই সুমুখী "উম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ হিমাদ্রির অনেকগুলি সন্তান থাকিলেও এ কন্যাকে দেখিয়া তিনি লোচনদ্বয়ের (পূর্ণ) তৃপ্তি বোধ করিতেন না। (ফল কথ বসন্তঋতুতে নানারূপ পুষ্প বিকশিত হইলেও অলিকুল সহকারমুকুলেই একা অনুরক্ত হয় ॥ ২৭ ॥ অত্যুজ্জ্বল শিখা দ্বারা যেমন প্রদীপ, ত্রিপথবাহিনী সুরধুনী দ্বা যেমন স্বর্গপথ এবং সংস্কারবিশুদ্ধ বাক্য দ্বারা যেমন মনীষীব্যক্তি পূত ও বিভূষি হয়, এই কন্যকা দ্বারা গিরিরাজও তদ্রূপ পবিত্র ও বিভূষিত হইয়াছিলেন ॥ ২৮

এই কন্যা শৈশবে ক্রীড়ারস উপভোগের জন্যই যেন সখীজনপরিবৃতা হই

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং, মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে, প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥ ৩০॥
অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং, বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে॥ ৩১॥
উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং, সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি, বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন॥ ৩২॥
অত্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভির্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং, স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্॥ ৩৩॥
সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী, গতিষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈরাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি॥ ৩৪॥

ন মন্দাকিনী-সৈকতে বেদী রচনা পূর্ব্বক, কখন বা কন্দুক লইয়া, কখন পুত্তলিকার সহিত ক্রীড়া করিতেন॥ ২৯॥ শরৎকালে যেরূপ হংসমালা াপনা হইতেই) গঙ্গাতে আসিয়া সমবেত হয়, যামিনীযোগে মহৌষধিতে আপ-ই যেমন জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ বিদ্যাভ্যাসকালে সেই স্থিরোপ-শা (মেধাবিনী) পার্ব্বতীর গতজন্মাভ্যস্ত বিদ্যা (বিনা উপদেশে) তদীয় অন্তরে সিয়া বিরাজিত হইল॥ ৩০॥ শৈশবানন্তর যে কাল দেহযষ্টির অকৃত্রিম বিভূষণ-প,যাহা 'আসব' নাম ধারণ না করিয়াও মত্ততার কারণ এবং যাহা কুসুম না য়াও পঞ্চশরের অস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করে,* অতঃপর পর্ব্বতনন্দিনী সেই যৌবন-লে সমুপস্থিত হইলেন॥ ৩১॥ নবযৌবনোদয় নিবন্ধন তৎকালোচিত দেহ লিকাচিত্রিত চিত্রের ন্যায় এবং ভানুকিরণ-স্পর্শে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় চতুরস্র-ভী (সর্ব্বাঙ্গসুন্দর) হইয়া উঠিল॥ ৩২॥ তদীয় পদদ্বয় ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলে াঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের নখকান্তি দেখিয়া বোধ হইত যেন, তদন্তর্গত লোহিতবর্ণ বহির্নিঃসৃত তেছে; তৎকালে সেই পদদ্বয় ধরাতলে সঞ্চারিণী স্থলকমলিনীর শোভা ধারণ রত॥ ৩৩॥ রাজহংসকুল (উমার নিকট হইতে) নূপুরধ্বনিবৎ কূজন-শিক্ষার নাতেই যেন প্রত্যুপদেশপ্রাপ্তির অভিপ্রায়ে কুচভরসন্নতাঙ্গী পার্ব্বতীকে বিলাস-

---

*মদনের পঞ্চবাণ যথা ——

"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥"

অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, নীলোৎপল এই পাঁচটি মদনের পঞ্চ শর।

বৃত্তানুপূর্ব্বে চ ন চাতিদীর্ঘে, জঙ্ঘে শুভে সৃষ্টবতস্তদীয়ে।
শেষাঙ্গনির্ম্মাণবিধৌ বিধাতুর্লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ॥ ৩৫॥
নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ।
লব্ধ্বাপি লোকে পরিণাহিরূপং, জাতাস্তদূর্ব্বোরুপমানবাহ্যাঃ॥ ৩
এতাবতা নম্বনুমেয়শোভি, কাঞ্চীগুণস্থানমনিন্দিতায়াঃ।
আরোপিতং যদ্‌গিরিশেন পশ্চাদনন্যনারী-কমনীয়মঙ্কম্॥ ৩৭॥
তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং, ররাজ তন্বী নবরোমরাজিঃ।
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য, তন্মেখলামধ্যমণেরিবার্চ্চিঃ॥ ৩৮॥
মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা, বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।
আরোহণার্থং নবযৌবনেন, কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম্॥ ৩৯॥
অন্যোন্যমুৎপীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাঃ, স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম্।
মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য তস্য, মৃণালসূত্রান্তরমপ্যলভ্যম্॥ ৪০॥
শিরীষপুষ্পাধিক-সৌকুমার্য্যৌ, বাহূ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য, যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন॥ ৪১॥

সুন্দর চরণবিন্যাস শিক্ষা দিয়াছিল॥ ৩৪॥ তাঁহার বৃত্তাকার, গোপুচ্ছাকৃ নাতিদীর্ঘ, মনোরম উরুদ্বয় নির্ম্মাণের পর (সমস্ত লাবণ্য উহাতেই নিঃশে হওয়াতে) অবশিষ্ট অঙ্গ-নির্ম্মাণার্থ বিধাতাকে নূতন লাবণ্য উৎপাদনে যত্নব হইতে হইয়াছিল॥ ৩৫॥ ঐরাবতশুণ্ড ত্বক্ কর্কশ, রামরম্ভাতরুও যার পর ন শীতল; সুতরাং উহারা অসীম-সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইলেও পার্ব্বতীর উরুর উপ নহে॥ ৩৬॥ পর্ব্বতনন্দিনীর নবোদিত সূক্ষ্ম রোমরাজি বসনগ্রন্থি ভেদ পূর্ব্বক তদ গভীর নাভিবিবরে প্রবেশ করাতে উহা কাঞ্চী-দামের (চন্দ্রহারের) মধ্য ইন্দ্রনীলমণির কান্তির ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ৩৮॥ যজ্ঞবেদীবৎ কৃশম সেই পর্ব্বতনন্দিনী আপনার কটিপ্রদেশে মদনের আরোহণার্থই যেন নবযৌব গঠিত সোপানবৎ মনোহর ত্রিবলি ধারণ করিয়াছিলেন॥ ৩৯॥ সেই কম লোচনার পরস্পর-পীড়নকারী (ঘনসন্নিবিষ্ট) পাণ্ডুবর্ণ কুচযুগল ঈদৃশ পুষ্টিলা করিয়াছিল যে, কৃষ্ণচুচুকশোভী সেই পয়োধরযুগলের মধ্যভাগে অতিসূক্ষ্ম মৃণা তন্তুরও কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হওয়া যাইত না॥ ৪০॥ ইঁহার বাহুযুগল শিরীষপুষ্প পেক্ষাও সুকোমল বলিয়া অনুমিত হয়। কেন না, কামদেব পরাভূত হইয়া

কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তনবন্ধুরস্য, মুক্তাকলাপস্য চ নিস্তলস্য।
অন্যোন্যশোভাজননাদ্‌বভূব, সাধারণো ভূষণভূষ্যভাবঃ॥ ৪২॥
চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙ্‌ক্তে, পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা, দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ॥ ৪৩॥
পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্য্যাদ্বিশদস্য তস্যাস্তাম্রৌষ্ঠপর্য্যস্তরুচঃ স্মিতস্য॥ ৪৪॥
স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব, প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা, শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা॥ ৪৫॥
প্রবাতনীলোৎপলনির্ব্বিশেষমধীরবিপ্রোক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥ ৪৬॥

সেই বাহুদ্বয় মদনদহনকারী শিবের কণ্ঠপাশে পরিণত করিয়াছিলেন॥ ৪১॥ তাহার কুচদ্বয়ের দ্বারা উন্নতানত কণ্ঠপ্রদেশ এবং (কণ্ঠবিলম্বিত) সুবৃত্ত মুক্তামালা পরস্পর পরস্পরের শোভাসংবর্দ্ধন করাতে তাহাদের ভূষণ ও ভূষ্যভাব তুল্য হইয়াছিল অর্থাৎ মুক্তামালা কণ্ঠস্থলের ও কণ্ঠপ্রদেশ মুক্তামালার শোভা সমুৎপাদন করিয়াছিল॥ ৪২॥ সৌন্দর্য্যাধিষ্ঠাত্রী চপলা কমলা যৎকালে শশধরে অধিষ্ঠিত হন, তৎকালে পদ্মের সৌগন্ধ্যাদি অনুভব করিতে সমর্থ হন না, আবার যৎকালে শতদলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন চন্দ্রমাসম্বন্ধীয় সুধাসদৃশী প্রীতিদায়িনী শোভা অনুভব করিতে সক্ষম হন না; কিন্তু তিনি গিরিনন্দিনীর বদনমণ্ডল আশ্রয় করিয়া সেই দুই প্রকার আনন্দই ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন॥ ৪৩॥ নবপল্লবের উপরিভাগে যদি পুণ্ডরীকাদি কুসুম সংস্থাপিত হইত এবং প্রবালোপরি যদি মুক্তাফল সন্নিবিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে ঐ দুইটি বস্তু গিরিনন্দিনীর সেই লোহিতবর্ণ ওষ্ঠোপরি বিস্ফুরিত কান্তিসম্পন্ন শ্বেতবর্ণ হাস্যের অনুকরণ করিতে সমর্থ হইত॥ ৪৪॥ মধুরভাষিণী পর্ব্বতনন্দিনী যৎকালে স্বকীয় অমৃতস্রাবী স্বরে বাক্যোচ্চারণ করিতেন, তখন কোকিলাগণের কণ্ঠধ্বনি বিষমবদ্ধা বীণার কর্কশশব্দের ন্যায় শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণকঠোর বলিয়া অনুমিত হইত॥ ৪৫॥ আয়তাক্ষী গিরিবালা পবনবিকম্পিত নীলপদ্মবৎ স্বীয় চঞ্চল দৃষ্টিপাত কি মৃগাঙ্গনাদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন অথবা মৃগাঙ্গনারা তৎসকাশে উহা শিক্ষা করিয়াছিল? ৪৬॥

তস্যাঃ শলাকাঞ্জননির্ম্মিতেব, কান্তির্ভ্রুবোরায়তলেখয়োর্যা ।
তাং বীক্ষ্য লোলাং চতুরামনঙ্গঃ, স্বচাপসৌন্দর্য্যমদং মুমোচ ॥ ৪৭
লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাদসংশয়ং পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যু র্বালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন, যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন ।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব ॥ ৪৯ ॥
তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ, কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে
সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং, প্রেম্না শরীরার্দ্ধহরাং হরস্য ॥ ৫০ ॥
গুরুঃ প্রগল্ভেঽপি বয়স্যতোঽস্যাস্তস্থৌ নিবৃত্তান্যবরাভিলাষঃ ।
ঋতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূতমর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্ ॥ ৫১ ॥
অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক ।
অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে ॥ ৫২ ॥

তাহার আয়ত রেখাবিশিষ্ট ভ্রূদ্বয়ের কান্তি দর্শনে বোধ হয় যেন, তুলিকাসহক
অঞ্জন দ্বারা উহা বিলিখিত হইয়াছে। ভ্রূদ্বয়ের সেই বিলাসসুভগ মনোরম কা
দর্শনে মদনদেব আপনার ধনুঃ-শরের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ॥ ৪
তির্য্যগ্‌জাতির চিত্তে লজ্জাবোধ থাকিলে নিশ্চয়ই চমরীবৃন্দ পর্ব্বতনন্দিনীর কেশপ
দর্শন পূর্ব্বক আপনাদিগের (পুচ্ছদেশস্থ) বালপ্রিয়ত্ব শিথিল করিত স
নাই ॥ ৪৮ ॥ বস্তুতঃ একাধারে নিখিল সৌন্দর্য্য দেখিবার অভিপ্রায়েই বিধা
কমল ও চন্দ্রমাদি সমস্ত উপমাবস্তু যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সবিশেষ যত্নসহকা
পর্ব্বতনন্দিনীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

একদা কামচারী নারদ (হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া) পিতৃসকাশে পার্ব্বতী
দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, 'ইনি প্রেম দ্বারা মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গহারিণী একমাত্র জা
হইবেন॥'৫০॥ এই হেতু (নারদের বচনানুসারে) কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা ও যৌবনাবস্থ
উপস্থিতা হইলেও হিমাদ্রি অপর জামাতৃ অন্বেষণে নিরস্ত রহিলেন। (বস্তুতঃ
মন্ত্রপূত হবিঃ বহ্নি ব্যতীত অন্য তেজঃপদার্থে প্রক্ষিপ্ত হয় না ॥ ৫১ ॥ মহে
স্বয়ং প্রার্থনা করে নাই বলিয়া পর্ব্বতপতি কন্যাদান করিতে সাহসী হইলেন ন
কারণ, সাধুগণ প্রার্থনাভঙ্গভয়ে বাঞ্ছিত বিষয়েও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন ॥ ৫

যদৈব পূর্ব্বে জননে শরীরং, সা দক্ষরোষাৎ সুদতী সসর্জ্জ।
তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ, পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ ॥ ৫৩ ॥
স কৃত্তিবাসাস্তপসে যতাত্মা, গঙ্গাপ্রবাহোক্ষিতদেবদারু।
প্রস্থং হিমাদ্রের্ম্মৃগনাভিগন্ধি, কিঞ্চিৎ ক্বণৎকিন্নরমধ্যুবাস ॥ ৫৪ ॥
গণা নমেরুপ্রসবাবতংসা, ভূর্জ্জত্বচঃ স্পর্শবতীর্দধানাঃ।
মনঃশিলাবিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ, শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু ॥ ৫৫ ॥
তুষারসংঘাতশিলাঃ খুরাগ্রৈঃ, সমুল্লিখন্ দর্পকলঃ ককুদ্মান্।
দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্গবয়ৈর্বিবিগ্নৈরসোঢ়সিংহধ্বনিরুন্ননাদ ॥ ৫৬ ॥
তত্রাগ্নিমাধায় সমিৎসমিদ্ধং, স্বমেব মূর্ত্ত্যন্তরমষ্টমূর্ত্তিঃ।
স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং, কেনাপি কামেন তপশ্চচার ॥ ৫৭ ॥
অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ, স্বর্গৌকসামর্চ্চিতমর্চ্চয়িত্বা।
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং, সমাদিদেশ প্রয়তাং তনূজাম্ ॥ ৫৮ ॥

সুদতী উমা গত জন্মে যখন দক্ষ প্রজাপতির প্রতি রোষনিবন্ধন শরীর-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, মহেশ্বর তদবধি বিষয়স্পৃহা ত্যাগ করিয়া পরিগ্রহশূন্য অবস্থায় রহিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥ হিমালয়ে যেখানে দেবদারু-তরুরাজি জাহ্নবীসলিলে সিক্ত, কস্তুরীর গন্ধে সুবাসিত, যে স্থান কিন্নরবৃন্দের সঙ্গীতনাদে নিনাদিত, চর্ম্মাম্বরধারী সংযতমনা মহাদেব তপশ্চরণার্থ তাদৃশ কোন এক শৃঙ্গদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥ প্রমথবৃন্দ সুরপুন্নাগ-কুসুমরচিত মস্তকালঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয়া সুকোমল ভূর্জ্জত্বক্ পরিধান ও অঙ্গে মনঃশিলা লেপন করত সুরভি ওষধি-বিকীর্ণ শিলাপট্টে সমুপবিষ্ট হইল ॥ ৫৫ ॥ ককুদ্বিরাজিত গর্ব্বিত বৃষরাজ সিংহধ্বনি সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া খুরাগ্রভাগ দ্বারা তুষাররাশি বিদারণ করত উচ্চনাদ করিয়া উঠিল এবং গবয়াকার মৃগকুল ভীতিচকিতলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ যিনি স্বয়ং তপঃফলের বিধাতা, সেই অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব তথায় আপনারই মূর্ত্ত্যন্তর সমিৎসমিদ্ধ অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক কোনও ফলকামনা না করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ অদ্রিরাজ হিমালয় পাদ্যাদি দ্বারা সেই অনর্ঘ্য (অমূল্য, অসীমমহিমান্বিত) সুরগণার্চ্চিত মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া সখীযুগল সমভিব্যাহারে স্বীয় পবিত্র দুহিতাকে তদীয় আরাধনার্থ অনুমতি

প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ, শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥৫৯
অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা, নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী, নিয়মিতপরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ।

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ উমোৎপত্তির্নাম প্রথমঃ সর্গঃ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ।
তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ ॥ ১ ॥
তেষামাবিরভূদ্‌ব্রহ্মা পরিম্লানমুখশ্রিয়াম্।
সরসাং সুপ্তপদ্মানাং প্রাতর্দ্দীধিতিমানিব ॥ ২ ॥

প্রদান করিলেন॥ ৫৮॥ গিরিনন্দিনীকে সমাধির বিঘ্নীভূতা জানিয়াও পশুপতি তাঁহাকে সেবা করিতে নিবারণ করিলেন না। কারণ, মনোবিকারের হেতু বিদ্যমানেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় ॥ ৫৯॥ সুকেশী পর্ব্বতনন্দিনী (মহেশ্বরের) অর্চ্চনার্থ কুসুমচয়ন, হোমবেদিকা সম্মার্জ্জন ও নিত্যকর্ম্মোপযোগী কুশজলাদি আহরণ করত মহেশের ভালতটস্থ চন্দ্রমার রশ্মিজালে আপনার শরীরক্লান্তি নিবারণ পূর্ব্বক প্রতিদিন তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন॥ ৬০ ॥

এই সময়ে সুরবৃন্দ তারকাসুর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ব্রহ্মধামে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ সুপ্তপদ্মমণ্ডিত সরোবরের অভিমুখে প্রাতঃকালে যেমন দিবাকর প্রাদুর্ভূত হন, কমলযোনি তদ্রূপ পরিম্লানমুখ সুরবৃন্দের সমক্ষে

অথ সর্ব্বস্য ধাতারং তে সর্ব্বে সর্ব্বতোমুখম্।
বাগীশং বাগ্ভিরর্থ্যাভিঃ প্রণিপত্যোপতস্থিরে ॥ ৩ ॥
নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে ॥ ৪ ॥
যদমোঘমপামন্তরুপ্তং বীজমজ ত্বয়া।
অতশ্চরাচরং বিশ্বং প্রভবস্তস্য গীয়সে ॥ ৫ ॥
তিসৃভিস্ত্বমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্।
প্রলয়স্থিতিসর্গাণামেকঃ কারণতাং গতঃ ॥ ৬ ॥
স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া।
প্রসূতিভাজং সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥
স্বকালপরিমাণেন ব্যস্তরাত্রিন্দিবস্য তে।
যৌ তু স্বপ্নাববোধৌ তৌ ভূতানাং প্রলয়োদয়ৌ ॥ ৮ ॥

আবির্ভূত হইলেন ॥ ২ ॥ অতঃপর দেবগণ সর্ব্বতোমুখ, বাগীশ্বর, সকলের বিধাতা, চতুরানন ব্রহ্মাকে প্রণতিপূর্ব্বক অর্থযুক্ত বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

(দেবগণ কহিলেন,) হে ভগবন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আপনিই বিদ্যমান ছিলেন; তৎপরে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে বিভক্ত হইয়া আপনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন; অতএব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) ত্রিমূর্ত্তিবিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ হে অজ! আপনি সলিলগর্ভে যে অমোঘ বীজ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে; আপনিই এই বিশ্বের উদ্ভবহেতু বলিয়া অভিহিত ॥ ৫ ॥ আপনিই একমাত্র ব্রহ্মরূপী; হরি, হর ও ব্রহ্মা এই অবস্থাত্রয়ে স্বকীয় শক্তি প্রকটন পূর্ব্বক আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের নিদানরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ সৃষ্টি করিবার বাসনায় আপনি যে আপনার মূর্ত্তিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন, সেই স্ত্রী-পুরুষ আপনারই অংশ; তাঁহারাই নিখিল সৃষ্টপদার্থের জনক-জননী বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৭ ॥ আপনি নিজের কালমানানুসারে অহোরাত্রি বিভাগ করিয়া যৎকালে প্রসুপ্ত থাকেন, তখনই জীবকুলের মৃত্যু হয় আর

জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ ।
জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥
আত্মানমাত্মনা বেৎসি সৃজস্যাত্মানমাত্মনা ।
আত্মনা কৃতিনা চ ত্বমাত্মন্যেব প্রলীয়সে ॥ ১০ ॥
দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ ।
ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু ॥ ১১ ॥
উদ্‌ঘাতঃ প্রণবো যাসাং ন্যায়ৈস্ত্রিভিরুদীরণম্ ।
কর্ম্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বর্গস্তাসাং ত্বং প্রভবো গিরাম্ ॥ ১২ ॥
ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীম্ ।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
ত্বং পিতৃণামপি পিতা দেবানামপি দেবতা ।
পরতোঽপি পরশ্চাসি বিধাতা বেধসামপি ॥ ১৪ ॥

যখন জাগরিতাবস্থায় অবস্থিত থাকেন, তৎকালেই তাহাদের সৃষ্টি হ থাকে ॥ ৮ ॥ আপনি ব্রহ্মাণ্ডের হেতু (সৃষ্টিকর্ত্তা), (কিন্তু) আপনার ((সৃষ্টিকর্ত্তা) কেহ নাই। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের সংহর্ত্তা, কিন্তু আপনার সং কেহ নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বেও আপনি বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং আ অনাদি। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, কিন্তু আপনার নিয়ন্তা কেহ নাই ॥ (হে ভগবন্!) আপনি আপনার সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আত্মা দ্বারা আপন পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, আপনিই আপনার স্রষ্টা এবং আপনিই আপন বিলীন হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ (হে ব্রহ্মন্!) আপনি দ্রব, আপনি ঘন, আ কঠিন, আপনি স্থূল, আপনি সূক্ষ্ম, আপনি লঘু, আপনি গুরু, আপনি ব ও আপনিই কারণ। (অণিমাদি) বিভূতি আপনার বাসনার উপর নি রহিয়াছে ॥ ১১ ॥ যাহাদের প্রথমে ও শেষে প্রণব বিদ্যমান, তিনটি স্বর-সংযো যাহাদের উচ্চারণ হয়, * যাগযজ্ঞ প্রভৃতি যাহাদের প্রতিপাদ্য এবং অপবর্গপ্র যাহাদের ফল, আপনি সেই বেদসকলের কারণ ॥ ১২ ॥ সুধীগণ আপনা পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং আপনিই তদ্দর্শী (প্রকৃতিক দর্শী) উদাসীন (কূটস্থ) পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ১৩ ॥ আপনি পিতৃপুরুষগ

* তিনটি স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত।

ত্বমেব হব্যং হোতা চ ভোজ্যং ভোক্তা চ শাশ্বতঃ।
বেদ্যঞ্চ বেদিতা চাসি ধ্যাতা ধ্যেয়ঞ্চ যৎপরম্॥১৫॥
ইতি তেভ্যঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা যথার্থা হৃদয়ঙ্গমাঃ।
প্রসাদাভিমুখো বেধাঃ প্রত্যুবাচ দিবৌকসঃ॥ ১৬॥
পুরাণস্য কবেস্তস্য চতুর্মুখসমীরিতা।
প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী॥ ১৭॥
স্বাগতং স্বানধীকারান্ প্রভাবৈরবলম্ব্য বঃ।
যুগপদ্যুগবাহুভ্যঃ প্রাপ্তেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ॥ ১৮॥
কিমিদং দ্যুতিমাত্মীয়াং ন বিভ্রতি যথা পুরা।
হিমক্লিষ্টপ্রকাশানি জ্যোতীংষীব মুখানি বঃ॥ ১৯॥
প্রশমাদর্চ্চিষামেতদনুদ্গীর্ণসুরায়ুধম্।
বৃত্রস্য হন্তুঃ কুলিশং কুণ্ঠিতাশ্রীব লক্ষ্যতে॥ ২০॥

পিতা, দেবগণের দেবতা, পর হইতেও পর অর্থাৎ সকলের প্রধান এবং আপনিই দক্ষপ্রজাপতি প্রভৃতি সকলের স্রষ্টা॥ ১৪॥ (হে ব্রহ্মন্!) আপনি শাশ্বত (নিত্য) পুরুষ, আপনিই হবনীয়, হোতা, ভোজ্য, ভোক্তা, দর্শনীয়, দর্শক, ধ্যানকরিবার বস্তু ও ধ্যানকর্তা॥ ১৫॥

দেববৃন্দের মুখে এই সকল সত্য ও হৃদয়ঙ্গম (চিত্তাকর্ষক) স্তব শ্রবণ করিয়া চতুর্মুখ পদ্মযোনি প্রসন্নমুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৬॥ পুরাতন কবি বিধাতার চতুর্মুখ হইতে দ্রব্যগুণাদি-চতুরবয়ববিশিষ্ট শব্দের প্রবৃত্তি বিনির্গত হইয়া সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ১৭॥

(ব্রহ্মা বলিলেন,) হে প্রভূত পরাক্রমশালী সুরবৃন্দ! তোমরা যুগ সদৃশ দীর্ঘ বাহু, তোমরা সকলে এখানে সমাগত হইয়াছ, তোমাদিগের কুশল ত? তোমরা নিজ নিজ শক্তিবলে আপনাদিগের অধিকারে অবস্থিত আছ ত? ১৮॥ হিমক্লিষ্ট নক্ষত্ররাজি যেমন পূর্ব্ববৎ স্বীয় সমুজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করে না, তদ্রূপ তোমাদিগের মুখমণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায় সমুদ্দীপ্ত শোভা ধারণ করিতেছে না কেন? ১৯॥ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বিনীল হওয়াতে বৃত্রারি দেবরাজের বজ্র কুণ্ঠিত কোটীবৎ বোধ হইতেছে, উহা আর বিচিত্র বর্ণময়ী শোভা বিকীরণ করিতে পারিতেছে না॥ ২০॥

কিঞ্চায়মরিদুর্ব্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ
মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥
কুবেরস্য মনঃশল্যং শংসতীব পরাভবম্।
অপবিদ্ধগদো বাহুর্ভগ্নশাখ ইব দ্রুমঃ ॥ ২২ ॥
যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা।
কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্ব্বাণালাতলাঘবম্ ॥ ২৩ ॥
অমী চ কথমাদিত্যাঃ প্রতাপক্ষতিশীতলাঃ।
চিত্রন্যস্তা ইব গতাঃ প্রকামালোকনীয়তাম্ ॥ ২৪ ॥
পর্য্যাকুলত্বান্মরুতাং বেগভঙ্গোঽনুমীয়তে।
অম্ভসামোঘসংরোধঃ প্রতীপগমনাদিব ॥ ২৫ ॥
আবর্জ্জিতজটামৌলিবিলম্বিশশিকোটয়ঃ।
রুদ্রাণামপি মূর্দ্ধানং ক্ষতহুঙ্কারশংসিনঃ ॥ ২৬ ॥

বরুণদেবের পাশাস্ত্রই বা কেন তাঁহার হস্তে মন্ত্রবলে হতবীর্য্য ভুজঙ্গে ন্যায় দীনভাবাপন্ন হইয়াছে? ২১ ॥ ভগ্নশাখ বৃক্ষের ন্যায় কুবেরের গদাবিহীন হ তাহার যন্ত্রণাদায়ক পরিভব প্রকাশ করিতেছে ॥ ২২ ॥ যমরাজও আপনা তেজোবিরহিত দণ্ড দ্বারা ভূতলে কি বিলিখন করিতেছেন এবং লো নির্ব্বাপিত অঙ্গারের যেরূপ ব্যবহার করে, তিনিও ঐ অব্যর্থ দণ্ডের সেই রূপ ব্যবহার করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ কেনই বা এই দ্বাদশাদিত্য তেজোক্ষয় হে শীতল হওয়াতে চিত্রলিখিত-সূর্য্যবৎ দর্শনযোগ্য হইয়াছেন? (দিবাকর স্বত প্রচণ্ড-তেজঃশালী, সুতরাং তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সকলেই অক্ষম; কি অধুনা তেজোহ্রাস হওয়াতে অনায়াসে উঁহাকে দর্শন করা যাইতেছে, ইহার বা হেতু কি?) ॥ ২৪ ॥ যেরূপ জল গতিপথ ত্যাগ করিয়া বিপরীতগামী হইলে উহার প্রবাহরোধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এই ঊনপঞ্চাশৎসংখ্য সমী রণের স্খলিতগতি-দর্শনে বোধ হইতেছে, উঁহারাও রুদ্ধবেগ হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ২৫ পরিভবদুঃখ নিবন্ধন একাদশ রুদ্রের * শীর্ষস্থিত জটাজুট আনত হইয়া পড়ি য়াছে, উহাতে চন্দ্রকলা-সকলও লম্বিত দেখা যাইতেছে; সুতরাং বিবেচনা হয়

---

* একাদশ রুদ্র যথা—অজ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর।

লব্ধপ্রতিষ্ঠাঃ প্রথমং যূয়ং কিং বলবত্তরৈঃ।
অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ কৃতব্যাবৃত্তয়ঃ পরৈঃ ॥ ২৭ ॥
তদ্ব্রূত বৎসাঃ কিমিতঃ প্রার্থয়ধ্বং সমাগতাঃ।
ময়ি সৃষ্টির্হি লোকানাং রক্ষা যুষ্মাস্ববস্থিতা ॥ ২৮ ॥
ততো মন্দানিলোদ্ধূতকমলাকরশোভিনা।
গুরুং সহস্রনেত্রেণ নোদয়ামাস বাসবঃ ॥ ২৯ ॥
স দ্বিনেত্রং হরেশ্চক্ষুঃ সহস্রনয়নাধিকম্।
বাচস্পতিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্জলজাসনম্ ॥ ৩০ ॥
এবং যদাত্থ ভগবন্নামৃষ্টং নঃ পরৈঃ পদম্।
প্রত্যেকং বিনিযুক্তাত্মা কথং ন জ্ঞাস্যসি প্রভো ॥ ৩১ ॥
ভবল্লব্ধবরোদীর্ণস্তারকাখ্যো মহাসুরঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ ॥ ৩২ ॥
পুরে তাবন্তমেবাস্য তনোতি রবিরাতপম্।
দীর্ঘিকাকমলোন্মেষো যাবন্মাত্রেণ সাধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যেন, উহাঁদের (পূর্ব্ববৎ) হুঙ্কারধ্বনি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬ ॥ বিশেষবিধি দ্বারা যেরূপ সামান্যবিধি স্থানভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ তোমরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও কি কোন বলবান্ বৈরী দ্বারা পদভ্রষ্ট হইয়াছ ? ২৭ ॥ হে বৎসবৃন্দ ! তোমরা কি প্রার্থনায় মৎসকাশে উপস্থিত হইয়াছ, বল। তোমরা ত জান, সৃষ্টি আমার কর্ম্ম, কিন্তু সেই সৃষ্টি-রক্ষার ভার তোমাদিগের উপর বিন্যস্ত আছে ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর দেবরাজ মন্দানিলবিকম্পিত-কমলবৎ শোভাসম্পন্ন স্বকীয় সহস্র লোচনের সঙ্কেত দ্বারা গীষ্পতিকে প্রত্যুত্তর-প্রদানে ইঙ্গিত করিলেন ॥ ২৯ ॥

দেবেন্দ্রের সহস্রচক্ষু হইতেও অধিকদূরদর্শী দ্বিনেত্রবান্ চক্ষুঃস্বরূপ বৃহস্পতি করপুট হইয়া বিধাতাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩০॥ হে ভগবন্ ! আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য ; আমরা বৈরী কর্তৃক নিজ নিজ অধিকার হইতে স্খলিত হইয়াছি। হে প্রভো ! আপনি যখন প্রত্যেকের অন্তর্য্যামী, তখন এ বিষয় জ্ঞাত না হইবেন কেন ? ৩১ ॥ তারকনামে মহাসুর আপনার নিকট বর লাভ করিয়া তৎ প্রভাবে উদ্দৃপ্ত হইয়া ধূমকেতুর ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড-বিনাশে আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ তাহার দীর্ঘিকাসংস্থিত কমল-সকল প্রস্ফুটিত হইবার জন্য যে পরিমাণ কিরণ

সর্ব্বাভিঃ সর্ব্বদা চন্দ্রস্তং কলাভির্নিষেবতে ।
নাদত্তে কেবলাং লেখাং হরচূড়ামণীকৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥
ব্যাবৃত্তগতিরুদ্যানে কুসুমস্তেয়সাধ্বসাৎ ।
ন বাতি বায়ুস্তৎপার্শ্বে তালবৃন্তানিলাধিকম্ ॥ ৩৫ ॥
পর্য্যায়সেবামুৎসৃজ্য পুষ্পসম্ভারতৎপরাঃ ।
উদ্যানপালসামান্যমৃতবস্তমুপাসতে ॥ ৩৬ ॥
তস্যোপায়নযোগ্যানি রত্নানি সরিতাং পতিঃ ।
কথমপ্যম্ভসামন্তরানিষ্পত্তেঃ প্রতীক্ষতে ॥ ৩৭ ॥
জ্বলন্মণিশিখাশ্চৈনং বাসুকিপ্রমুখা নিশি ।
স্থিরপ্রদীপতামেত্য ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৩৮ ॥
তৎকৃতানুগ্রহাপেক্ষী তং মুহুর্দূতহারিতৈঃ ।
অনুকূলয়তীন্দ্রোঽপি কল্পদ্রুমবিভূষণৈঃ ॥ ৩৯ ॥
ইত্থমারাধ্যমানোঽপি ক্লিশ্নাতি ভুবনত্রয়ম্ ।
শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ ॥ ৪০ ॥

স্বেচ্ছায় তাহার পুরীতে তদধিক কিরণ বিকীরণ করিতে পারেন না ॥ ৩৩ ॥ শ পূর্ণকলায় বিরাজিত হইয়া সর্ব্বদা (শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষে) সেই অসুররাজের করিতেছেন ; কেবল মহাদেবের শিরোভূষণস্বরূপ কলাটি গ্রহণ করেন নাই ॥ পুষ্পহরণ অপরাধ-ভয়ে সমীরণ তাহার উদ্যানে সঞ্চরণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অসুর-পার্শ্বে তালবৃন্তসঞ্চালনজনিত মৃদুমন্দ-বেগ অপেক্ষা সমধিকবেগে প্রবাহিত না ॥৩৫॥ বসন্তাদি ছয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে সেবা না করিয়া,সকলে কুসুমসংগ্রহে ব্যগ্র হ উদ্যানরক্ষকের ন্যায় সেই অসুরের সেবা করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ সাগর সেই অসুরপা উপহারোচিত রত্নসমূহের জন্য সলিলগর্ভে ঐ সকল (রত্ন) যাবৎ পক্বতা প্রাপ্ত না তাবৎ সমুৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ যাহাদিগের মস্তক উ মণি-মাণিক্যে বিরাজিত, সেই বাসুকি প্রভৃতি ভুজঙ্গমগণ যামিনীযোগে অনির্ব্ব শীল প্রদীপের কার্য্য করিয়া সেই অসুরের শুশ্রূষা করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ অধিক দেবরাজও তারকাসুরের অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া নিরন্তর দূতগণ দ্বারা কল্পতরুজ পুষ্পভার প্রেরণ পূর্ব্বক তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯॥ এই প্রকা

তেনামরবধূহস্তৈঃ সদয়ালূনপল্লবা।
অভিজ্ঞাশ্ছেদপাতানাং ক্রিয়ন্তে নন্দনদ্রুমাঃ ॥ ৪১ ॥
বীজ্যতে স হি সংসুপ্তঃ শ্বাসসাধারণানিলৈঃ।
চামরৈঃ সুরবন্দীনাং বাষ্পশীকরবর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥
উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি ক্ষুণ্ণানি হরিতাং খুরৈঃ।
আক্রীড়পর্ব্বতাস্তেন কল্পিতাঃ স্বেষু বেশ্মসু ॥ ৪৩ ॥
মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃশেষং দিগ্‌বারণমদাবিলম্‌।
হেমাম্ভোরুহশস্যানাং তদ্বাপ্যো ধাম সাম্প্রতম্‌ ॥ ৪৪ ॥
ভুবনালোকনপ্রীতিঃ স্বর্গিভির্নানুভূয়তে।
খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি ॥ ৪৫ ॥
যজ্বভিঃ সংভৃতং হব্যং বিততেষ্বধ্বরেষু সঃ।
জাতবেদোমুখান্মায়ী মিষতামাচ্ছিনত্তি নঃ ॥ ৪৬ ॥

আরাধিত হইয়াও সেই তারকাসুর ত্রিলোকের উপর উৎপীড়ন করিতেছে। ল কথা, দুষ্টব্যক্তি উপকার দ্বারা শান্ত হয় না, পরন্তু অপকার দ্বারাই প্রশান্ত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ দেববালারা যে সমস্ত নন্দনতরুর পল্লবসমূহ সদয়ভাবে (অতি বিধানে) চয়ন করিতেন, ঐ অসুর সেই সমস্ত তরুকে ছেদন ও পাতনের ক্লেশ দান করিতেছে ॥ ৪১ ॥ যখন সেই অসুর শয়ন করে, তখন বন্দিনী দেব-বালারা তাঁহাদের অশ্রুশীকরসিক্ত চামর দ্বারা নিশ্বাসবায়ুসদৃশ মৃদুমন্দভাবে তাহাকে জন করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ দিবাকরের তুরঙ্গরাজির খুরপ্রহারে চূর্ণীকৃত সুমেরুশৃঙ্গ কল সমুৎপাটন পূর্ব্বক সেই অসুরপতি আপনার প্রাসাদে তদ্দ্বারা ক্রীড়াপর্ব্বত র্ম্মাণ করিয়াছে ॥৪৩॥ সম্প্রতি মন্দাকিনীতে দিগ্‌গজবৃন্দের মদবারিকলুষিত সলিল-ত্র অবশিষ্ট আছে। তারকাসুরের সরোবর সকল ঐ দেবনদীর স্বর্ণকমলরাজির ধারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে ॥৪৪॥ অধিক কি, সেই দুর্ব্বৃত্তের গমনাগমনভয়ে স্বর্গীয় ন-যাতায়াতের পথ সকল জনসমাগম-বিরহিত হইয়া পড়িয়াছে, সুরবৃন্দ আর বন-দর্শনজাত সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪৫ ॥ যাজ্ঞিকবৃন্দ কর্তৃক বিস্তৃত জ্ঞে (আমাদিগের উদ্দেশে) যে হবিঃ প্রদত্ত হয়, সেই মায়াবী বহ্নিরূপ মুখ হইতে াহা হরণ করিয়া লয়; আমরা কেবল তাহা দর্শন করি ॥ ৪৬ ॥ সেই অসুর

উচ্চৈরুচ্চৈঃশ্রবাস্তেন হয়রত্নমহারি চ।
দেহবন্ধমিবেন্দ্রস্য চিরকালার্জ্জিতং যশঃ ॥ ৪৭ ॥
তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহতক্রিয়াঃ।
বীর্য্যবন্ত্যোষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে ॥ ৪৮ ॥
জয়াশা যত্র চাস্মাকং প্রতিঘাতোত্থিতার্চ্চিষা।
হরিচক্রেণ তেনাস্য কণ্ঠে নিষ্কমিবার্পিতম্ ॥ ৪৯ ॥
তদীয়াস্তোয়দেষ্বদ্য পুষ্করাবর্ত্তকাদিষু।
অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং নির্জ্জিতৈরাবতা গজাঃ ॥ ৫০ ॥
তদিচ্ছামো বিভো স্রষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে।
কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ ॥ ৫১ ॥
গোপ্তারং সুরসৈন্যানাং যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিৎ।
প্রত্যানেষ্যতি শত্রুভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫২ ॥
বচস্যবসিতে তস্মিন্ সসর্জ্জ গিরমাত্মভূঃ।
গর্জ্জিতানন্তরাং বৃষ্টিং সৌভাগ্যেন জিগায় সা ॥ ৫৩ ॥

সুরপতির চিরকালার্জ্জিত মূর্ত্তিমান্ কীর্ত্তিরাশিতুল্য অত্যুচ্চ উচ্চৈঃশ্রবা-নামব রত্ন হরণ করিয়ছে ॥ ৪৭ ॥ বীর্য্যবান্ ঔষধ সকল যেমন সান্নিপাতিক বিকারে [illegible] হয়, তদ্রূপ আমরা তৎপ্রতি (প্রতীকারার্থ) যে যে উপায় অবলম্বন করি[illegible] তৎসমস্তই সে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে ॥ ৪৮ ॥ যাহার উপর আমাদের জয়াশা [illegible] করিত, সেই বিষ্ণুচক্রও সেই অসুরপতির বক্ষে পতিত হইয়া বহ্নিকণা উদ্গীরণ [illegible] প্রতিহত হইয়াছে; অধিকন্তু তদ্দ্বারা যেন তদীয় কণ্ঠভূষণ বিরচিত হইয়াছিল অধুনা ঐ অসুরের করিবৃন্দ ঐরাবতকে পরাভূত করিয়া পুষ্করাবর্ত্তক প্রভৃতি [illegible] পংক্তিতে বপ্রক্রীড়ার অনুষ্ঠান করে ॥৫০॥ যেরূপ মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ যাহাতে পুনঃ সংসারে আসিতে না হয়, এ জন্য কর্ম্মবন্ধননাশন ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, আ[illegible] সেইরূপ দুরাচারের সংহারার্থ এক সেনানায়ক-সৃষ্টির বাসনা করি ॥৫১॥ বন্দীকৃ[illegible] [illegible]নীকে শত্রু-হস্ত হইতে পুনরানয়নের ন্যায়, সেই সেনানায়ককে সুরসৈন্যের রক্ষক পুরোবর্ত্তী করিয়া দেবরাজ জয়লক্ষ্মীকে পুনরায় ত্রিদিবধামে আনয়ন করিবেন।

সুরগুরুর বাক্য শেষ হইলে ভগবান্ আত্মযোনি প্রত্যুত্তরে যাহা কহি[illegible] তাহা জলদগর্জ্জনানন্তর বৃষ্টিপাত অপেক্ষাও শ্রবণমধুর হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥ বি[illegible]

সম্পৎস্যতে বঃ কামোঽয়ং কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
ন ত্বস্য সিদ্ধৌ যাস্যামি সর্গব্যাপারমাত্মনা ॥ ৫৪ ॥
ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ ॥ ৫৫ ॥
বৃতং তেনেদমেব প্রাক্ ময়া চাস্মৈ প্রতিশ্রুতম্।
বরেণ শমিতং লোকানলং দগ্ধুং হি তত্তপঃ ॥ ৫৬ ॥
সংযুগে সাংযুগীনং তমুদ্যন্তং প্রসহেত কঃ।
অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীললোহিতরেতসঃ ॥ ৫৭ ॥
স হি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃপারে ব্যবস্থিতম্।
পরিচ্ছিন্নপ্রভাবর্দ্ধির্ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা ॥ ৫৮ ॥
উমারূপেণ তে যূয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুং অয়স্কান্তেন লোহবৎ॥ ৫৯ ॥
উভে এব ক্ষমে বোঢ়ুমুভয়োর্বীজমাহিতম্।
সা বা শম্ভোস্তদীয়া বা মূর্ত্তির্জলময়ী মম ॥ ৬০ ॥

বলেন, দেবগণ! কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর, তোমাদিগের বাসনা পূর্ণ হইবে; কিন্তু তোমাদিগের এই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমি স্বয়ং সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইব না ॥৫৪॥ সেই অসুর আমার নিকট হইতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, সুতরাং আমা দ্বারা তাহার সংহারসাধন বিধেয় নহে। কেন না, বিষবৃক্ষকেও যত্নসহকারে সংবর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং ছেদন করা অসঙ্গত ॥ ৫৫ ॥ সেই দৈত্য ইতিপূর্ব্বে 'দেবতাদিগের হস্তে মৃত্যু হইবে না' বর প্রার্থনা করিয়াছিল, আমিও প্রতিশ্রুতিমত তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়াছি; ঐরূপ বরপ্রদান করায় তাহার ত্রিলোক দগ্ধ করিতে সক্ষম তপস্যা প্রশমিত হইয়াছে ॥৫৬॥ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ তারকাসুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে মহেশ্বরের ঔরসজাত সন্তান ভিন্ন অন্য কে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে ॥৫৭॥ সেই মহেশ্বর তমোগুণাতীত পরমাত্মস্বরূপ; কি আমি, কি বিষ্ণু, কেহই তাঁহার অসীম মহিমা নির্ণয় করিতে সক্ষম নহি ॥৫৮॥ অয়স্কান্তমণি দ্বারা যেরূপ লৌহ আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পার্ব্বতীর রূপলাবণ্য দ্বারা তোমরা নীললোহিতের সমাধি-মগ্ন চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে যত্নবান্ হও ॥৫৯॥ মহেশ্বরের শুক্রপাত সহ্য করিতে একমাত্র পার্ব্বতী এবং আমার শুক্র ধারণ করিতে একমাত্র অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের সলিলময়ী মূর্ত্তিই সক্ষম ॥ ৬০ ॥

তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈন্যাপত্যমুপেত্য বঃ।
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীবীর্য্যবিভূতিভিঃ ॥ ৬১ ॥
ইতি ব্যাহৃত্য বিবুধান্ বিশ্বযোনিস্তিরোদধে।
মনস্যাহিতকর্ত্তব্যাস্তেঽপি দেবা দিবং যযুঃ ॥ ৬২ ॥
তত্র নিশ্চিত্য কন্দর্পমগমৎ পাকশাসনঃ।
মনসা কার্য্যসংসিদ্ধিত্বরাদ্বিগুণরংহসা ॥ ৬৩ ॥
অথ স ললিতযোষিৎ-ভ্রূলতাচারুশৃঙ্গং, রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।
সহচরবধূহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ, শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ
ব্রহ্মাভিগমনো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

সেই মহেশ্বরনন্দন তোমাদিগের সেনানায়ক হইয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে বন্দীভূতা দেববালাগণের বেণী-বিমোচন করিবে ॥ ৬১ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা সুরবৃন্দকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; দেববৃন্দও মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক ত্রিদিবধামে গমন করিলেন ॥ ৬২ ॥ (অনন্তর) সুররাজ মদনদেবকে শিবচিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত পাত্র বোধে মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। এই সময় দেবরাজের মনের গতি কার্য্যসাধনের আশায় দ্বিগুণ বেগ ধারণ করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥ স্মরণ করিবামাত্র কামদেব করযোড়ে দেবরাজের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রতিদেবীর বলয়-চিহ্নে চিহ্নিত তাঁহার কণ্ঠদেশে রূপবতী রমণীর ভ্রূলতাবৎ মনোরম ও কুটিল পুষ্পধনু বিলম্বিত রহিয়াছে; পার্শ্বদেশে চুতাঙ্কুরাস্ত্র-হস্তে তাঁহার সহচর বসন্ত বিরাজমান ॥ ৬৪ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

—*—

তস্মিন্ মঘোনস্ত্রিদশান্ বিহায়, সহস্রমক্ষ্ণাং যুগপৎ পপাত।
প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং, প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু॥ ১॥
স বাসবেনাসনসন্নিকৃষ্টমিতো নিষীদেতি বিসৃষ্টভূমিঃ।
ভর্ত্তুঃ প্রসাদং প্রতিনন্দ্য মূর্দ্ধ্না, বক্তুং মিথঃ প্রাক্রমতৈবমেনম্॥ ২॥
আজ্ঞাপয় জ্ঞাতবিশেষ! পুংসাং, লোকেষু যত্তে করণীয়মস্তি।
অনুগ্রহং সংস্মরণপ্রবৃত্তমিচ্ছামি সংবর্দ্ধিতমাজ্ঞয়া তে॥ ৩॥
কেনাভ্যসূয়া পদকাঙ্ক্ষিণা তে, নিতান্তদীর্ঘৈর্জনিতা তপোভিঃ।
যাবদ্ভবত্যাহিতসায়কস্য, মৎকার্ম্মুকস্যাস্য নিদেশবর্ত্তী॥ ৪॥
অসম্মতঃ কস্তব মুক্তিমার্গং, পুনর্ভবক্লেশভয়াৎ প্রপন্নঃ।
বদ্ধশ্চিরং তিষ্ঠতু সুন্দরীণামারেচিতভ্রূচতুরৈঃ কটাক্ষৈঃ॥ ৫॥
অধ্যাপিতস্যোশনসাপি নীতিং, প্রযুক্তরাগপ্রণিধির্দ্বিষস্তে।
কস্যার্থধর্ম্মৌ বদ পীড়য়ামি, সিন্ধোস্তটাবোঘ ইব প্রবৃদ্ধঃ॥ ৬॥

দেবরাজের সহস্রলোচন সুরবৃন্দকে ত্যাগ করিয়া সেই কন্দর্পদেবের উপরেই নিপতিত হইল। কেন না, প্রভুরা প্রয়োজনানুসারে সেবকগণের উপর তাঁহাদের আদরের হ্রাসবৃদ্ধি প্রদর্শন করেন॥ ১॥ 'এই স্থানে উপবেশন কর' বলিয়া সুরপতি স্বীয় সিংহাসন-সন্নিধানে আসন প্রদান করিলে কামদেব প্রভুর সেই অনুগ্রহ শিরোধার্য্য করিয়া নির্জ্জনে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২॥ হে সকল-লোকতত্ত্বজ্ঞ! জগতে আমাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, অনুমতি করুন। আমাকে স্মরণ করিয়া আপনি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কোন কর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়া তাহা বর্দ্ধিত করুন, ইহাই আমার বাসনা॥৩॥ স্বর্গরাজ্য লাভ করিবার জন্য কোন্ ব্যক্তি বহুকালব্যাপিনী তপস্যা করিয়া আপনার ঈর্ষা জন্মাইয়াছে, বলুন। আমি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া 'কার্ম্মুকে শর-সন্ধান পূর্ব্বক আপনার আজ্ঞা-পালনে (তাহাকে) বাধ্য করিতেছি॥৪॥ আপনার আদেশ ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি পুনরায় জন্ম-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার আশায় মুক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছে? সে এখনই সুন্দরীবৃন্দের বিলোলকটাক্ষপাশে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হইবে॥৫॥ তরঙ্গমালা যেমন

কামেকপত্নীব্রতদুঃখশীলাং, লোলং মনশ্চারুতয়া প্রবিষ্টাম্।
নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্তলজ্জাং, কণ্ঠে স্বয়ং গ্রাহনিষক্তবাহুম্॥ ৭ ॥
কয়াসি কামিন্! সুরতাপরাধাৎ, পাদানতঃ কোপনয়াবধূতঃ।
তস্যাঃ করিষ্যামি দৃঢ়ানুতাপং, প্রবালশয্যাশরণং শরীরম্॥ ৮ ॥
প্রসীদ বিশ্রাম্যতু বীর! বজ্রং, শরৈর্ম্মদীয়ৈঃ কতমঃ সুরারিঃ।
বিভেতু মোঘীকৃতবাহুবীর্য্যঃ, স্ত্রীভ্যোঽপি কোপস্ফুরিতাধরাভ্যঃ॥ ৯॥
তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি, সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্বা।
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে॥ ১০॥
অথোরুদেশাদবতার্য্য পাদমাক্রান্তিসম্ভাবিতপাদপীঠম্।
সংকল্পিতার্থে বিবৃতাত্মশক্তিমাখণ্ডলঃ কামমিদং বভাষে॥ ১১ ॥

সাগরের তটদেশ ভগ্ন করে, তদ্রূপ আমি অনুরাগরূপ দূত প্রেরণ করিয়া আপনার কোন্ শত্রুর ধর্ম্মার্থ-বিলোপ করিব, অনুমতি করুন। শুক্রাচার্য্যের নিকট তাহার নীতিশাস্ত্রাধ্যয়ন হইলেও পরিত্রাণ নাই॥ ৬॥ মনোহারিণী বলিয়া আপনার চপলচিত্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে অথচ পতিপরায়ণা বলিয়া আপনার অনুকূলবর্ত্তিনী নহে, ঈদৃশী কোন্ রূপবতী রমণী লজ্জাবিসর্জ্জন পূর্ব্বক বাহুপাশে আপনার কণ্ঠদেশ বেষ্টিত করিবে, আদেশ করুন॥ ৭॥ হে কামিন্! আপনি সুরতাপরাধে অপরাধী হইয়া চরণাবনত হইলেও কোন্ কোপনস্বভাবা রমণী আপনাকে তিরস্কার করিয়াছে? আজ্ঞা করুন, আমি এখনই তাহার দেহ মদনতাপে সন্তপ্ত করিয়া পল্লবশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করাইব॥ ৮॥ হে বীর! প্রসন্ন হউন, আপনার বজ্রাস্ত্র বিশ্রাম লাভ করুক্। কোন্ দেবশত্রু আমার শরসন্ধানে হৃতবীর্য্য হইয়া ক্রোধশীলা কামিনীর স্ফুরিতাধর-দর্শনে ভীতি-কম্পিতদেহ হইবে, আদেশ করুন॥ ৯॥ আমি কুসুমধন্বা হইলেও একমাত্র বসন্তের সহায়তায় আপনার প্রসাদে অন্য ধনুর্দ্ধারীর কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং পিনাকপাণি মহেশ্বরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে সমর্থ হই॥ ১০॥

তদনন্তর সুররাজ স্বীয় উরুদেশ হইতে পদদ্বয় অবতারণ পূর্ব্বক পাদপীঠে সংস্থাপন করিলেন; তাহাতে পাদপীঠ যেন অনুগৃহীত হইল। তৎপরে তিনি রতিপতিকে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে উৎসাহ ও সামর্থ্য প্রকাশ করিতে

সর্ব্বং সখে! ত্বয্যুপপন্নমেতদুভে মমাস্ত্রে কুলিশং ভবাংশ্চ।
বজ্রং তপোবীর্য্যমহৎসু কুণ্ঠং, ত্বং সর্ব্বতোগামি চ সাধকঞ্চ ॥ ১২ ॥
অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাং, কার্য্যে গুরুণ্যাত্মসমং নিযোক্ষ্যে।
ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য, কৃষ্ণেন দেহোদ্বহনায় শেষঃ ॥ ১৩ ॥
আশংসতা বাণগতিং বৃষাঙ্কে, কার্য্যং ত্বয়া নঃ প্রতিপন্নকল্পম্।
নিবোধ যজ্ঞাংশভুজামিদানীমুচ্চৈর্দ্বিষামীপ্সিতমেতদেব ॥ ১৪ ॥
অমী হি বীর্য্যপ্রভবং ভবস্য, জয়ায় সেনান্যমুশন্তি দেবাঃ।
স চ ত্বদেকেষুনিপাতসাধ্যো, ব্রহ্মাঙ্গভূর্ব্রহ্মণি যোজিতাত্মা ॥ ১৫ ॥
তস্মৈ হিমাদ্রেঃ প্রয়তাং তনূজাং, যতাত্মনে রোচয়িতুং যতস্ব।
যোষিৎসু তদ্বীর্য্যনিষেকভূমিঃ, সৈব ক্ষমেত্যাত্মভুবোপদিষ্টম্ ॥ ১৬ ॥
গুরোর্নিয়োগাচ্চ নগেন্দ্রকন্যা, স্থাণুং তপস্যন্তমধিত্যকায়াম্।
অন্বাস্ত ইত্যপ্সরসাং মুখেভ্যঃ, শ্রুতং ময়া মৎপ্রণিধিঃ স বর্গঃ ॥ ১৭ ॥

দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥ সখে! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই তোমাতে সম্ভবে। বজ্র ও তুমি, এই উভয়ই আমার অস্ত্র; তপোবীর্য্যসম্পন্ন প্রবলের নিকট বজ্র কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু তুমি সর্ব্বতোগামী ও সাধক (অব্যর্থলক্ষ্য) ॥১২॥ আমি তোমার বল অবগত আছি, এই জন্যই আপনার তুল্য আত্মজন মনে করিয়া তোমাকে গুরুকার্য্যে নিযুক্ত করিব। অনন্তনাগকে ভূ-ভার-বহনে সক্ষম দেখিয়াই (ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণ আত্মদেহবহনার্থ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ বৃষকেতন মহেশ্বরের প্রতিও তোমার শরের শক্তি আছে বলায় আমাদের কার্য্যভারগ্রহণে তোমার সম্মতি প্রকাশ করা হইয়াছে। অধুনা প্রচণ্ড-শত্রুপ্রপীড়িত যজ্ঞাংশভোজী অমরবৃন্দের ইহাই অভিপ্রেত জানিও ॥ ১৪ ॥ এই দেবগণ জয়লাভার্থ মহেশ্বরের ঔরসজাত সেনানী কামনা করিতেছেন। ব্রহ্মে সংযতচিত্ত সদ্যোজাতাদি মন্ত্রের ও হৃদয়াদি মন্ত্রের একমাত্র আস্পদ (কৃতমন্ত্রন্যাস) সেই যোগীশ্বর মহেশ্বর একমাত্র তোমার শরসন্ধানেই বশীভূত হইবেন ॥১৫॥ পুণ্যবতী হিমাদ্রিনন্দিনী যাহাতে সেই যতাত্মা মহাদেবের চিত্তহারিণী হন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। আত্মযোনি ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যোষিদ্গণের মধ্যে একমাত্র পার্ব্বতীই মহেশের বীর্য্যধারণে সমর্থ ॥১৬॥ অপ্সরোবৃন্দের মুখে শুনিয়াছি, গিরিনন্দিনীও পিতার আদেশে হিমাচলের অধিত্যকায় তপোরত পিনাকীর আরাধনা করিতেছেন। ঐ সকল অপ্সরা

তদ্গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যং, অর্থোঽয়মর্থান্তরভাব্য এব।
অপেক্ষতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাং, বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাম্ভঃ॥ ১৮॥
তস্মিন্ সুরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে, তবৈব নামাস্ত্রগতিঃ কৃতী ত্বম্।
অপ্যপ্রসিদ্ধং যশসে হি পুংসামনন্যসাধারণমেব কর্ম্ম ॥ ১৯॥
সুরাঃ সমভ্যর্থয়িতার এতে, কার্য্যং ত্রয়াণামপি পিষ্টপানাম্।
চাপেন তে কর্ম্ম ন চাতিহিংস্রমহো বতাসি স্পৃহণীয়বীর্য্যঃ॥ ২০॥
মধুশ্চ তে মন্মথ! সাহচার্য্যাদসাবনুক্তোঽপি সহায় এব।
সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি, ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য॥ ২১॥
তথেতি শেষামিব ভর্ত্তুরাজ্ঞামাদায় মূর্দ্ধ্না মদনঃ প্রতস্থে।
ঐরাবতাস্ফালনকর্কশেন, হস্তেন পস্পর্শ তদঙ্গমিন্দ্রঃ॥ ২২॥
স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা, রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ।
অঙ্গব্যয়প্রার্থিতকার্য্যসিদ্ধিঃ, স্থাণ্বাশ্রমং হৈমবতং জগাম॥ ২৩॥

আমারই প্রতিনিধি (গুপ্তচর)॥ ১৭॥ অতএব কার্য্যসাধনোদ্দেশে যাত্রা ক দেবকার্য্য সাধন কর। যেমন অঙ্কুর বীজ হইতে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জলে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ এই কার্য্য অন্যকারণসাধ্য হইলেও প্রধান কারণ তোম অপেক্ষায় আছে॥ ১৮॥ দেববৃন্দের বিজয়লাভের উপায়স্বরূপ সেই মহেশে প্রতি অস্ত্রসন্ধান কেবল তোমারই সাধ্যায়ত্ত; সুতরাং তুমি কৃতী। সামা কর্ম্মও আবার সাধারণে সাধন করিতে না পারিলে কার্য্যকারীর যশের হেতু হই থাকে॥১৯॥ এই অমরগণ তোমার নিকট প্রার্থী; কার্য্যটি ত্রিলোকের মঙ্গলকর এ কার্য্য তোমারই কার্ম্মুকের সাধ্যায়ত্ত; উহাতে হিংসারও লেশ নাই। অহো তোমার বিক্রম কি বিচিত্র!২০॥ হে মন্মথ! বসন্ত চিরসহচরত্ব হে অযাচিত হইয়াও তোমার সহায় হইবেন। 'বহ্নির সহায় হও' সমীরণকে এ কথা কে বলিয়া দিয়া থাকে? ২১॥

(তখন) মদনদেব 'তথাস্তু' বলিয়া প্রভুপ্রসাদদত্ত মালার ন্যায় সেই আজ্ঞ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; ইন্দ্রও ঐরাবতাড়নজন্য কর্কশ কর দ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন॥ ২২॥ "দেহপাত করিয়াও কার্য্যসিদ্ধি করিব," এই প্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া মদনদেব হিমাচলস্থিত শিবাশ্রমে যাত্রা করিলেন; তাঁহার অভিমতসখা বসন্ত ও রতিও সাশঙ্কচিত্তে তদীয় অনুসরণ করিলেন॥ ২৩॥

তস্মিন্ বনে সংযমিনাং মুনীনাং, তপঃসমাধেঃ প্রতিকূলবর্ত্তী।
সংকল্পযোনেরভিমানভূতমাত্মানমাধায় মধুর্জজৃম্ভে ॥ ২৪ ॥
কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ, গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন, ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ্জ ॥ ২৫ ॥
অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ, স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং, সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ ॥ ২৬ ॥
সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপত্রে, নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্, নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥ ২৭ ॥
বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং, দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং, পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৮ ॥
বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্‌বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং, নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্ ॥ ২৯ ॥

তপশ্চরণে সংযতাত্মা মুনিবৃন্দের তপঃসমাধির প্রতিকূলবর্ত্তী বসন্ত সেই বনে (রুদ্রাশ্রমে) (উপস্থিত হইয়া) কামদেবের গর্ব্বের নিদানস্বরূপ নিজ রূপ প্রকাশিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২৪ ॥ তখন উষ্ণরশ্মি দিবাকর নিয়মিত সময় লঙ্ঘন করিয়া (অকালে) কুবেররক্ষিত (উত্তর) দিক্ আশ্রয় করিলে দক্ষিণদিগ্বধূ স্বীয় বদন হইতে বিষাদোত্থ দীর্ঘনিশ্বাসতুল্য বায়ু ত্যাগ (প্রবর্ত্তিত) করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥ অশোকবৃক্ষ সমগ্র স্কন্ধস্থল পর্য্যন্ত সপল্লব পুষ্পরাশি প্রসব করিতে লাগিল। তখন আর উহা সুন্দরীগণের সশব্দ নূপুররাজিত পাদস্পর্শের প্রতীক্ষা করিল না ॥ ২৬ ॥ বসন্ত আশু নবপল্লবাঙ্কুররূপ পত্রে বিরাজিত নবসহকার-মুকুলরূপ শর নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি ভ্রমর সকল সংযোজিত করিলেন। বোধ হইল যেন, কন্দর্পের নামাক্ষরসকল বিন্যস্ত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ কর্ণিকার-কুসুমের বর্ণ উত্তম, কিন্তু উহা গন্ধহীন ; এই হেতু লোকের মন সন্তপ্ত হইয়াছিল। (বস্তুতঃ) বিশ্বস্রষ্টার প্রবৃত্তি প্রায়শঃ গুণরাজির পূর্ণতাবিধানে পরাঙ্মুখী হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ (তৎকালে) মুকুলাবস্থা হেতু নবশশিকলার ন্যায় বক্র, অতি লোহিতবর্ণ পলাশ-কুসুম বসন্তের সহিত মিলিতা বনস্থলীর অঙ্গে সদ্যঃকৃত নখক্ষতবৎ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ বসন্তোদয়ে তিলকপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমরগণ তাহার উপর

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং, মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণকোমলেন, চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার ॥ ৩০ ॥
মৃগাঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং, রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ।
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্বনস্থলীর্মর্ম্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥
চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ, পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং, তদেব জাতং বচনং স্মরস্য ॥ ৩২ ॥
হিমব্যপায়াদ্বিশদাধরাণামাপাণ্ডুরীভূতমুখচ্ছবীনাম্।
স্বেদোদ্গমঃ কিম্পুরুষাঙ্গনানাং, চক্রে পদং পত্রবিশেষকেষু ॥ ৩৩ ॥
তপস্বিনঃ স্থাণুবনৌকসস্তামাকালিকীং বীক্ষ্য মধুপ্রবৃত্তিম্।
প্রযত্নসংস্তম্ভিতবিক্রিয়াণাং, কথঞ্চিদীশা মনসাং বভূবুঃ ॥ ৩৪ ॥
তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে, রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে।
কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং, দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ ॥ ৩৫ ॥

পবিষ্ট হওয়াতে কজ্জলরচনার ন্যায় বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল; বোধ হইল যেন সন্তলক্ষ্মীর মুখে তিলক বিরচিত হইয়াছে। সহকারপল্লব যেন তাঁহার ওষ্ঠরূপে বকসিত হইল; বসন্তলক্ষ্মী তরুণ অরুণের কোমল প্রভায় সেই ওষ্ঠ অলঙ্ক রিলেন ॥ ৩০ ॥ পিয়ালতরুর পরাগপুঞ্জ চক্ষুতে সংলগ্ন হওয়ায় বিঘ্নপ্রাপ্ত হই দগর্ব্বিত মৃগকুল, যে স্থানে নীরস পত্ররাজি মর্ম্মর-শব্দে পতিত হইতেছে, সে নস্থলীর উপর পবনাভিমুখে সঞ্চরণ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন নবসহকার কুলভক্ষণে লোহিতকণ্ঠ পুংস্কোকিলবৃন্দ যে মধুর শব্দ করিতে লাগিল, সে কাকিলধ্বনি যেন প্রণয়কোপনা রমণীগণের মানভঞ্জন-দক্ষ কন্দর্পের অনুজ্ঞা াক্যস্বরূপ (বোধ) হইল ॥ ৩২ ॥ বসন্তঋতুর অবসানে কিন্নরীকুলের অধরো বশদ ও বদনকান্তি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল এবং স্বেদোদ্গম তাহাদিগের পত্ররচনা ান প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৩ ॥ তৎকালে রুদ্রাশ্রমসমীপবাসী তাপসকুল অকালে সন্তের অভ্যুদয় দেখিয়া, অতিকষ্টে চিত্তবিকার দমন করিয়া কোন প্রকারে নকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ কুসুমধন্বা কামদেব পুষ্পধনুতে জ্যাসংযোজন পূর্ব্বক প্রিয়তমার সহিত সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলে প্রত্যেক মিথুনই ক্রিয়া দ্বারা উৎকর্ষগতরসান্বিত প্রেমভাব প্রদর্শন করিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥ ভ্রমর

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে, পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং, মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥ ৩৬॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি, গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং, সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥ ৩৭॥
গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ, কিঞ্চিৎ সমুচ্ছাসিতপত্রলেখম্।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি, প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে॥ ৩৮॥
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ, স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥ ৩৯॥
শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্, হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব।
আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ, সমাধিভেদপ্রভবা ভবন্তি॥ ৪০॥
লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব, মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥ ৪১॥

নিজ প্রণয়িনীর অনুকরণ পূর্ব্বক (প্রণয়িনী অগ্রে পান করিলে সেই) একটি কুসুমপাত্রে (তদুচ্ছিষ্ট) মধু পান করিল এবং কৃষ্ণসার স্পর্শসুখে মুদিতনয়না মৃগীকে শৃঙ্গ দ্বারা কণ্ডূয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল॥৩৬॥ করিণী অনুরাগভরে পঙ্কজ-পরাগ-সুগন্ধি গণ্ডূষজল লইয়া (প্রিয়তম) হস্তীকে প্রদান করিল এবং চক্রবাক অর্দ্ধোপ-ভুক্ত মৃণালখণ্ড প্রিয়তমাকে ভোজন করাইল॥ ৩৭॥ শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু দ্বারা প্রণয়িনীর যে বদনমণ্ডলের পত্ররচনা বিশ্লিষ্ট হইতেছিল এবং কুসুমমধুপানবশে নেত্র বিঘূর্ণিত হওয়াতে যাহা অতীব সুন্দর দৃষ্ট হইতেছিল, কিন্নর সঙ্গীতকালে মধ্যে মধ্যে প্রিয়তমার সেই মুখে চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল॥ ৩৮॥ অধিক কি, তরুরাজিও পুষ্পস্তবকরূপ-স্তনবিশিষ্ট নবপল্লবরূপ ওষ্ঠবিভূষিতা লতাবধূদিগের প্রসারিত শাখাবাহুকৃত আলিঙ্গনে সংবদ্ধ হইল॥ ৩৯॥

এই সময়ে মহেশ্বর অপ্সরাদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াও ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন। (ফল কথা,) বিঘ্নরাশি জিতেন্দ্রিয় পুরুষের সমাধিভঙ্গ করিতে কোন মতেই সক্ষম হয় না॥ ৪০॥ (সেই রুদ্রাশ্রমে) নন্দিকেশ্বর লতাগৃহের দ্বারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বামকরে সুবর্ণ-বেত্র ধারণপূর্ব্বক বদন-বিন্যস্ত-অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রমথগণকে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন॥ ৪১॥ বৃক্ষরাজি নিষ্কম্প, ভ্রমরকুল নিশ্চল ও

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং, মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং, চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥ ৪২ ॥
দৃষ্টিপ্রপাতং প্রতিহৃত্য তস্য, কামঃ পুরঃ শুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং, ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥ ৪৩ ॥
স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং, শার্দ্দূলচর্ম্মব্যবধানবত্যাম্।
আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৪৪ ॥
পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ, প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ ৪৫ ॥
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং, কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলং, কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬ ॥
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ ॥ ৪৭ ॥

পক্ষি-সরীসৃপাদি নীরব হইল এবং মৃগকুল ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া প্রশান্তভাবে অবস্থিত রহিল। অধিক কি, নন্দিকেশ্বরের শাসনে নিখিল বনভূভাগই চিত্র-লিখিতবৎ অধিষ্ঠিত হইল ॥ ৪২ ॥ যাত্রাকালে যেমন শুক্রগ্রহাশ্রিত দিক্ পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ কামদেব নন্দিকেশ্বরের দৃষ্টিবিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর-সংসৃষ্ট সুরপুন্নাগ-পরিবৃত রুদ্রসমাধিস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৩ ॥ আসন্নমৃত্যু মীনকেতন দেখিলেন, শার্দ্দূলচর্ম্মাস্তৃত দেবদারুদ্রুমবেষ্টিত বেদীর উপর ত্রিলোচন সমাধি-যোগে সমাসীন রহিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ বীরাসনে অধ্যাসীন থাকাতে মহাদেবের দেহের উত্তরার্দ্ধ নিশ্চল, শরীরযষ্টি ঋজু ও বিস্তৃত, অংসযুগল অবনমিত এবং করদ্বয় উত্তানভাবে সংস্থিত থাকায় বোধ হইতেছিল যেন, ক্রোড়মধ্যে কমল-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ তদীয় জটাজুট ভুজঙ্গ দ্বারা সংবদ্ধ, অক্ষমালা দ্বিগুণিতভাবে শ্রুতিমূলে বিলম্বিত এবং গ্রন্থিবিশিষ্ট কৃষ্ণাজিন স্কন্ধপ্রদেশে সংন্যস্ত হওয়াতে উহার বর্ণ নীলকণ্ঠের কণ্ঠনীলিমা-সম্পর্কে অধিকতর নীলবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ৪৬ ॥ তদীয় লোচনমধ্যগত তারকা ঈষৎ বিকসিত, নিস্পন্দ এবং ভ্রূবিক্ষেপে নিতান্ত উদাসীন, নিশ্চলপক্ষ্মরাজি-রাজিত, অধোবিক্ষিপ্তজ্যোতিঃ নয়ন-ত্রয় তাঁহার নাসাপ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া সংস্থিত ॥ ৪৭ ॥ তিনি দেহমধ্যগত বায়ু

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ ৪৮॥
কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্য্যাং, বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ॥ ৪৯॥
মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি, হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥ ৫০॥
স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং, পশ্যন্নদূরাৎ মনসাপ্যধৃষ্যম্।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ, স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ॥ ৫১॥
নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং, সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা॥ ৫২॥
অশোকনির্ভৎর্সিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং, বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥ ৫৩॥

নিরোধ পূর্ব্বক উপবিষ্ট ছিলেন; সুতরাং বর্ষণাড়ম্বরবিরহিত মেঘ, তরঙ্গবিরহিত সরোবর ও নির্ব্বাতস্থলস্থ নিস্পন্দ প্রদীপবৎ শোভা পাইতেছিলেন॥ ৪৮॥ যে জ্যোতিঃপ্রবাহ তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া ভালতটস্থ নেত্রবিবর দ্বারা বহির্গত হইতেছিল, তাহা তাঁহার ললাটস্থ মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সুকোমল চন্দ্র-কলার জ্যোতিকে মলিন করিয়া দিয়াছিল॥ ৪৯॥ তিনি মনকে নবদ্বারের দিকে গমনাগমনরহিত, সমাধি দ্বারা বশীভূত ও হৃদয়নামক স্থানে স্থাপিত করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে অবিনাশী বলে, সেই পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে দর্শন করিতেছিলেন॥ ৫০॥ কামদেব মনের অগোচর তদবস্থ ত্রিলোচনকে অনতিদূর হইতে দেখিয়া ভয়ে শিথিলহস্ত হইলেন; তাঁহার হস্ত হইতে শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না॥ ৫১॥

অনন্তর গিরিরাজনন্দিনী দেহসৌন্দর্য্যে কামদেবের নির্ব্বাণপ্রায় বীর্য্য পুন-রুদ্দীপিত করিয়াই যেন (সখীভূত) বনদেবীদ্বয় সহ তথায় উপস্থিত হইলেন॥ ৫২॥ তৎকালে তিনি বসন্তকালীন পুষ্পের আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন। অশোকপুষ্প দ্বারা পদ্মরাগমণি তিরস্কৃত, কর্ণিকারপুষ্প দ্বারা স্বর্ণাভরণকান্তি আকৃষ্ট এবং সিন্ধুবারপুষ্প দ্বারা মুক্তামালা অনুকৃত হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি পদ্মরাগমণির

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং, বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ ৫৪ ॥
স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা, পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ, মৌর্ব্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্মুকস্য ॥ ৫৫ ।
সুগন্ধিনিশ্বাসবিবৃদ্ধতৃষ্ণং, বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৫৬ ॥
তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং, রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ, স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস ॥ ৫৭ ॥
ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ, সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং, দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম ॥ ৫৮

্যানে অশোকপুষ্প, স্বর্ণাভরণস্থানে কর্ণিকার-কুসুম এবং মুক্তামালার স্থানে িন্দুবারপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ স্তনভারে কিঞ্চিৎ অবনতা ়ুণ অরুণবর্ণ (লোহিতবর্ণ) বসনধারিণী পার্ব্বতীকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, র্য্যাপ্তপরিমাণ পুষ্পভারে অবনতা একটি পল্লবিনী লতা (ইতস্ততঃ) সঞ্চরণ িরিতেছে ॥ ৫৪ ॥ তাঁহার নিতম্বদেশ হইতে পুনঃ পুনঃ বকুলদামকাঞ্চী (বকুল- ্লের চন্দ্রহার) স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, তিনি বার বার তাহা ধরিয়া রাখিতে- ছিলেন ; তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন, স্থানবিৎ কামদেব নিজ কার্ম্মুকের দ্বিতীয় কটি মৌর্ব্বী (জ্যা বা ছিলা) ঐ স্থানে গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ াহার সুগন্ধি নিশ্বাসে তৃষ্ণার্ত্ত (পুষ্পসৌরভ মনে করিয়া ব্যাকুল) হইয়া যে মরটি বিম্বাধর-সমীপে বিচরণ করিতেছিল, তিনি চপল-চকিতদৃষ্টিতে লীলাকমল ঞ্চালন করিয়া প্রতিক্ষণ তাহাকে নিবারণ করিতেছিলেন ॥ ৫৬ ॥ যিনি সৌন্দর্য্যে) রতিকেও লজ্জা প্রদান করেন, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পার্ব্বতীকে দেখিয়া ুষ্পধন্বা কামদেব জিতেন্দ্রিয় শূলপাণির নিকট পুনরায় স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির আশা িরিলেন। (পার্ব্বতী শিবের চিত্তজয় করিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন বলিয়া াহার আশা হইল) ॥ ৫৭ ॥ উমা যখন ভাবী পতি মহেশ্বরের দ্বারদেশে উপস্থিত ইলেন, তখন মহাদেব অন্তরে পরমাত্মনামক পরমজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যান ইতে বিরত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ তখন শম্ভু শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্বনিরুদ্ধ বায়ু ত্যাগ

ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈরধঃ কথঞ্চিদ্ধৃতভূমিভাগঃ।
শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ, পর্য্যঙ্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ ॥ ৫৯ ॥
তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী, শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্ত্তুরেনাং, ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্ ॥ ৬০ ॥
তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং, স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।
ব্যকীর্য্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে, পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ ॥ ৬১ ॥
উমাপি নীলালকমধ্যশোভি, বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন, মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২ ॥
অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি, সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ, পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩ ॥
কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য, পতঙ্গবদ্‌বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ, শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥ ৬৪ ॥

করিতে লাগিলেন এবং দৃঢ়বদ্ধ বীরাসন শিথিল করিলেন; তিনি যে ভূভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, (বায়ুত্যাগ করায় দেহের গুরুভার হেতু) সর্পরাজ (অনন্তদেব) অতি কষ্টে তদধোভাগ ফণাগ্র দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর নন্দী (আসিয়া) প্রণতি পুরঃসর নিবেদন করিলেন, শৈলনন্দিনী শুশ্রূষা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রভুর ভ্রূভঙ্গীর ইঙ্গিতে প্রবেশানুমতি পাইয়া গিরিনন্দিনীকে (আশ্রমমধ্যে) প্রবেশ করাইলেন ॥ ৬০ ॥ তাঁহার সখী-দ্বয় (মহাদেবকে) প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বহস্তসঞ্চিত পল্লবখণ্ডসংযুক্ত বাসন্তিক পুষ্প-রাশি ত্রিলোচনের পাদমূলে নিক্ষেপ করিল ॥ ৬১ ॥ উমাও মস্তক নত করিয়া বৃষধ্বজকে প্রণাম করিলেন; তৎকালে তাঁহার নীল-বর্ণ অলকমধ্যে শোভমান নবকর্ণিকারপুষ্প ও কর্ণস্থিত পল্লব স্খলিত হইয়া পড়িল ॥ ৬২ ॥ "অনন্যাসক্ত (অন্য কামিনীতে আসক্ত নয়) পতি লাভ কর," এই বলিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই আশীর্ব্বাদ (পরিণামে) সফল হইয়াছিল। মহা-পুরুষের বাক্য জগতে কদাচ বিপরীত ফল প্রদান করে না ॥ ৬৩ ॥

(ইত্যবসরে) কন্দর্পও শরসন্ধানের উপযুক্ত অবসর দেখিয়া পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশের বাসনায় উমার সাক্ষাতে শিবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ শরাসনের জ্যা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী, তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্ ॥ ৬৫ ॥
প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ, ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা, ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥ ৬৬ ॥
হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে, ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭ ॥
বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ, মুখেন পর্য্যস্তবিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥
অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ, পুনর্বশিত্বাদ্বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯ ॥
স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং, নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং, প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্ ॥ ৭০ ॥
তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥ ৭১ ॥

অতঃপর গৌরী তাম্রবর্ণ করে সূর্য্যকিরণে বিশুষ্ক মন্দাকিনীজাত পদ্মবীজ দ্বারা রচিত মালা লইয়া তপোনিরত মহেশ্বরকে প্রদান করিলেন ॥ ৬৫ ॥

প্রার্থীর প্রতি বাৎসল্যবশে ত্রিলোচন যেমন সেই মালাগ্রহণে উদ্যত হইলেন, অমনই পুষ্পধন্বা মদন শরাসনে সম্মোহন-নামক অব্যর্থ বাণ সন্ধান করিলেন ॥৬৬॥ চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র যেমন চঞ্চল হয়, মহেশ্বরও তেমনই চঞ্চল হইয়া উমার বিম্বফলবৎ অধরোষ্ঠবিরাজিত মুখের দিকে নেত্রপাত করিলেন ॥ ৬৭ ॥ শৈলনন্দিনীও নববিকসিত কদম্বপুষ্পের ন্যায় পুলকিতাঙ্গী হইয়া প্রেমভাব প্রকাশ পূর্ব্বক সলজ্জিতনয়নশোভিত চারুতর বদন কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৬৮ ॥

তদনন্তর ত্রিলোচন জিতেন্দ্রিয়ত্বপ্রভাবে ইন্দ্রিয়বিকার সবলে নিগৃহীত করিয়া স্বীয় মনোবিকারের হেতু জানিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥ তিনি দেখিলেন,আত্মযোনি কন্দর্প দক্ষিণ অপাঙ্গে মুষ্টি স্থাপিত, বামস্কন্ধ আনত, বামচরণ আকুঞ্চিত এবং মনোহর শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া (তাঁহাকে) প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৭০ ॥ তপোভঙ্গহেতু ক্রুদ্ধ শিবের বদন ভ্রূকুটিবশে দুর্নিরীক্ষ্য হইল এবং তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে অকস্মাৎ

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি, যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা, ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥ ৭২॥
তীব্রাভিষঙ্গপ্রভবেণ বৃত্তিং, মোহেন সংস্তম্ভয়তেন্দ্রিয়াণাম্।
অজ্ঞাতভর্তৃব্যসনা মুহূর্ত্তং, কৃতোপকারেব রতির্বভূব॥ ৭৩॥
তমাশু বিঘ্নং তপসস্তপস্বী, বনস্পতিং বজ্র ইবাবভজ্য।
স্ত্রীসন্নিকর্ষং পরিহাতুমিচ্ছন্নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ॥ ৭৪॥
শৈলাত্মজাপি পিতুরুচ্ছিরসোঽভিলাষং,ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা,শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ॥৭৫
সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং,প্রতিপথগতিরাসীদ্‌বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ॥৭৬

ইতিশ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ মদনদহনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥

প্রদীপ্ত ঊর্দ্ধশিখাবিশিষ্ট বহ্নি নিষ্ক্রান্ত হইল॥ ৭১॥ "প্রভো! ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন," নভোমার্গে দেবগণের এই বাক্য যখনই সমুত্থিত হইল,তখনই শিবনেত্রগত অগ্নি মদনদেবকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল॥ ৭২॥

দারুণ বিপৎপাতজাত মূর্চ্ছা (আসিয়া) রতিদেবীর ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া রোধ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে পতিবিরহবেদনা জানিতে দিল না; রতি তাহাতে উপকারই বোধ করিয়াছিলেন॥ ৭৩॥ বজ্র যেরূপ বৃক্ষকে ভগ্ন করে, তপোনিষ্ঠ ভূতপতি সেইরূপ তপস্যার বিঘ্নভূত মদনকে ভস্মসাৎ করিয়া নারীসন্নিধান পরিত্যাগবাসনায় প্রমথবৃন্দের সহিত তিরোহিত হইলেন॥ ৭৪॥ শৈলনন্দিনীও উচ্চশিরাঃ পিতার মনোরথ ও স্বীয় মনোহর দেহসৌন্দর্য্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া, (বিশেষতঃ) সখীদ্বয়ের সমক্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে অধিকতর লজ্জিতা হইয়া শূন্যহৃদয়ে অতি কষ্টে ভবনাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন॥ ৭৫॥ (এ দিকে) সেই মুহূর্ত্তে হিমাচল (তথায় আগমন পূর্ব্বক) শিবকোপভয়ে মুদিতাক্ষী কৃপাপাত্রী তনয়াকে বাহুযুগল দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক, সুরগজ যেমন পদ্মিনীকে দন্ত দ্বারা ধরিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ ত্বরিতপাদক্ষেপে সবেগে দেহ-বিস্তার-সহকারে গন্তব্যমার্গে প্রস্থান করিলেন॥৭৬॥

চতুর্থঃ সর্গঃ।

অথ মোহপরায়ণা সতী, বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা।
বিধিনা প্রতিপাদয়িষ্যতা, নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্॥ ১॥
অবধানপরে চকার সা, প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে।
ন বিবেদ তয়োরতৃপ্তয়োঃ, প্রিয়মত্যন্তবিলুপ্তদর্শনম্॥ ২॥
অয়ি জীবিতনাথ! জীবসীত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ।
দদৃশে পুরুষাকৃতি ক্ষিতৌ, হরকোপানলভস্ম কেবলম্॥ ৩॥
অথ সা পুনরেব বিহ্বলা, বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা, সমদুঃখামিব কুর্ব্বতী স্থলীম্॥ ৪॥
উপমানমভূদ্বিলাসিনাং, করণং যৎ তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং, ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ॥ ৫॥
ক্ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং, বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো, জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥ ৬॥

তদনন্তর বিধাতা মোহপ্রাপ্তা বিবশা পতিপরায়ণা কামবধূ রতিকে দুঃসহ ন- বৈধব্যবেদনা ভোগ করাইবার জন্য সুচেতন করিয়া দিলেন॥ ১॥ মূর্চ্ছা দূর হইে রতিদেবী নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক (স্বামিদর্শনার্থ) নয়নদ্বয়কে অবহিত করিলেন (তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন)। যাঁহাকে দেখিয়া নয়নদ্বয় তৃপ্ত হই না, সেই প্রিয়তমের দর্শনলাভ যে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা তি বুঝিতে পারিলেন না॥ ২॥ "অয়ি জীবিতনাথ! তুমি কি জীবিত আছ?" এ বলিয়া রতি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিলেন, ভূতলে কেবলমাত্র পুরুষাকৃতি হ কোপানলভস্ম নিপতিত রহিয়াছে॥ ৩॥ অতঃপর শোকবিহ্বলা আলুলায়িত কুন্তলা রতি ভূলুণ্ঠন পূর্ব্বক ধূলিধূসরস্তনা হইয়া যেন বনস্থলীকে সমদুঃখে দুঃখি করিয়াই বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪॥ (হা জীবিতনাথ!) তোমার দে কান্তিমত্তা হেতু বিলাসীজনের উপমাস্থল ছিল, সেই দেহের ঈদৃশী দশা উপস্থি দেখিয়াও আমি বিদীর্ণ হইতেছি না! অহো! স্ত্রীজাতি কি কঠিন॥ ৫॥ জলে চ্ছাস যেমন সেতুবন্ধন ভগ্ন করিয়া (জলগতপ্রাণা) নলিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্ব

কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে, প্রতিকূলং ন চ তে ময়া কৃতম্।
কিমকারণমেব দর্শনং, বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে ॥ ৭ ॥
স্মরসি স্মর ! মেখলাগুণৈরুত গোত্রস্খলিতেষু বন্ধনম্।
চ্যুতকেশরদূষিতেক্ষণান্যবতংসোৎপলতাড়নানি বা ॥ ৮ ॥
হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং, যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্ ।
উপচারপদং ন চেদিদং, ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতিঃ ॥ ৯ ॥
পরলোকনবপ্রবাসিনঃ, প্রতিপৎস্যে পদবীমহং তব।
বিধিনা জন এষ বঞ্চিতস্ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্ ॥ ১০ ॥
রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে, পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবা।
বসতিং প্রিয় ! কামিনাং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

পলায়ন করে, তদ্রূপ তুমি মুহূর্ত্তমধ্যে প্রণয়বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক ত্বদ্‌গতপ্রাণা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিলে ? ॥ ৬ ॥ তুমি কখনও আমার অপ্রিয়াচরণ কর নাই, আমিও কদাচ তোমার প্রতিকূলাচরণ করি নাই ; তবে কেন অকারণে এই রোরুদ্যমানা রতিকে দর্শন প্রদান করিতেছ না ? ৭ ॥ হে স্মর ! (একদা আমাকে সম্বোধন করিতে গিয়া ভ্রমবশে মিশ্রকেশীর নাম উচ্চারণ করিয়াছিলে ;) নামোচ্চারণের ব্যতিক্রম হওয়াতে আমি তোমাকে কাঞ্চীদাম দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহা স্মরণ করিয়া প্রস্থান করিলে ? অথবা সেই সময়ে কর্ণালঙ্কারভূত কমল দ্বারা তোমাকে প্রহার করাতে পদ্ম-কেশর স্খলিত হইয়া তোমার নয়নের ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া কি প্রস্থান করিলে ? ৮ ॥ "তুমি আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আছ," আমার প্রীতিকর এই যে কথা তুমি বলিতে, বুঝিলাম, তাহা ছলনামাত্র। যদি এই কথা অপরের তুষ্টিসাধনার্থ ছলনামাত্র না হইবে, তবে তুমি অনঙ্গ (মৃত) হইলে, কিন্তু আমি অক্ষত (জীবিত) রহিলাম কেন ? ৯ ॥ 'তুমি ক্ষণমাত্র পরলোকে প্রস্থান করিয়াছ ; আমি তোমার পদবীর অনুসরণ করিব। হায় ! দেহিগণ বিধি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইল ! কারণ, দেহীদিগের (সমস্ত) সুখই একমাত্র তোমার অধীন ॥ ১০ ॥ হে প্রিয় ! নৈশতিমিরাবৃত রাজমার্গে জলদগর্জ্জন-শ্রবণে ভীতা (অভিসারিকা) নারীগণকে তুমি ব্যতিরেকে আর কে ঈপ্সিতজনের গৃহে লইয়া যাইবে ? ১১ ॥

নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্, বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ, প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা ॥ ১২ ॥
অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ, প্রিয়বন্ধোস্তব নিষ্ফলোদয়ঃ।
বহুলেঽপি গতে নিশাকরস্তনুতাং দুঃখমনঙ্গ! মোক্ষ্যতি ॥ ১৩ ॥
হরিতারুণচারুবন্ধনঃ, কলপুংস্কোকিলশব্দসূচিতঃ।
বদ সম্প্রতি কস্য বাণতাং, নবচূতপ্রসবো গমিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
অলিপঙ্ক্তিরনেকশস্ত্বয়া, গুণকৃত্যে ধনুষো নিয়োজিতা।
বিরুতৈঃ করুণস্বনৈরিয়ং, গুরুশোকামনুরোদিতীব মাম্ ॥ ১৫ ॥
প্রতিপদ্য মনোহরং বপুঃ, পুনরপ্যাদিশ তাবদুত্থিতঃ।
রতিদূতিপদেষু কোকিলাং, মধুরালাপনিসর্গপণ্ডিতাম্ ॥ ১৬ ॥
শিরসা প্রণিপত্য যাচিতান্যুপগূঢ়ানি সবেপথূনি চ।
সুরতানি চ তানি তে রহঃ, স্মর! সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥ ১৭ ॥

যে বারুণী-মদ্য রমণীদিগের লোহিতবর্ণ চক্ষু বিঘূর্ণিত করে এবং পদে পদে বাক্-প্রয়োগের বিপর্য্যয় ঘটায়, তোমার অভাবে তাহা অধুনা তাহাদিগের পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র হইবে॥ ১২॥ হে অনঙ্গ! প্রিয়সখা তোমার দেহ (এখন) কেবলমাত্র কথাবশিষ্ট হইল, ইহা জানিয়া শশধর (আর উদিত হওয়া বিফল-বোধে) কৃষ্ণপক্ষাবসানেও অতি কষ্টে দেহের ক্ষীণতা বিসর্জ্জন করিবেন॥ ১৩॥ (হে জীবিতনাথ!) যাহার বৃন্ত হরিত ও অরুণবর্ণের সংমিশ্রণে মনোহরদৃশ্য এবং শ্রুতিসুখকর পুংস্কোকিল-কূজন যাহার উৎপত্তি সূচনা করে, বল দেখি, সেই নব-সহকারপুষ্প অধুনা কাহার শরণ গ্রহণ করিবে? ১৪॥ তুমি অনেকবার যাহা-দিগকে শরাসনের মৌর্ব্বীরূপে ব্যবহার করিয়াছ, সেই এই অলিরাজি আমাকে নিরতিশয় শোকবিহ্বলা দর্শনে যেন করুণস্বরে আমার ন্যায় (দুঃখভাগী হইয়াই) রোদন করিতেছে॥ ১৫॥ (নাথ!) তুমি পুনরায় মনোহর বপু লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করত স্বভাবতঃ মধুর-ভাষিণী কোকিলাকে রতি-দৌত্যকার্য্যে আদেশ প্রদান কর॥ ১৬॥ হে স্মর! তুমি অবনতমস্তকে প্রণিপাত করিয়া (রতি) প্রার্থনা করিলে (তৎকালে) আমার দেহ কম্পিত হইত; (তৎকালীন) আলিঙ্গন ও বিরলে সুরতব্যাপার স্মরণ করিয়া আমার শান্তি লাভ হইতেছে না॥ ১৭॥

রচিতং রতিপণ্ডিত! ত্বয়া, স্বয়মঙ্গেষু মমেদমার্ত্তবম্।
ধ্রিয়তে কুসুমপ্রসাধনং, তব তচ্চারু বপুর্ন দৃশ্যতে॥ ১৮॥
বিবুধৈরসি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্ম্মণি স্মৃতঃ।
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং, চরণং নির্ম্মিতরাগমেহি মে॥ ১৯॥
অহমেত্য পতঙ্গবর্ত্মনা, পুনরঙ্কাশ্রয়ণী ভবামি তে।
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ, প্রিয়! যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি॥ ২০॥
মদননে বিনাকৃতা রতিঃ, ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং, রমণ! ত্বামনুযামি যদ্যপি॥ ২১॥
ক্রিয়তাং কথমন্ত্যমণ্ডনং, পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া।
সমমেব গতোঽস্যতর্কিতাং, গতিমঙ্গেন চ জীবিতেন চ॥ ২২॥
ঋজুতাং নয়তঃ স্মরামি তে, শরমুৎসঙ্গনিষঙ্গধন্বনঃ।
মধুনা সহ সস্মিতাং কথাং, নয়নোপান্তবিলোকিতঞ্চ যৎ॥ ২৩॥

হে রতিপণ্ডিত! তুমি যে বাসন্তীপুষ্পাভরণ রচনা করিয়াছিলে, তাহা এখনও আমার অঙ্গে বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু তোমার সেই মনোহর বপু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না॥১৮॥ আমার যে বামপদের প্রসাধনক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই ক্রূর অমরবৃন্দ তোমাকে স্মরণ করিয়াছিল, অধুনা আসিয়া সেই চরণ রাগরঞ্জিত কর॥ ১৯॥ হে প্রিয়! তুমি চতুরা সুরকামিনীগণ কর্ত্তৃক ত্রিদিবধামে প্রলুব্ধ হইবার অগ্রেই আমি পতঙ্গবৃত্তি অনুসরণ পূর্ব্বক (বহ্নিপ্রবেশ করিয়া) পুনরায় তোমার অঙ্কশায়িনী হইব॥ ২০॥ হে রমণ! যদিও আমি তোমার অনুগামিনী হই, তথাপি "মদনবিরহিত হইয়া রতি ক্ষণমাত্রও জীবিতা ছিল," আমার এই অপবাদ (চিরদিনই) বিদ্যমান থাকিবে॥ ২১॥ তুমি পরলোকে প্রস্থান করিলে, কিন্তু তোমার চরমকালীন বেশভূষার ব্যবস্থা করিবার অবসরও আমি পাইলাম না; তোমার দেহ ও জীবন যুগপৎ অতর্কিত গতি (লয়) প্রাপ্ত হইল॥ ২২॥ তুমি ক্রোড়প্রদেশে শরাসন রাখিয়া শরের ঋজুতা সম্পাদন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বসন্তের সহিত যে কথোপকথন করিতে এবং ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে কটাক্ষপাত করিতে, তৎসমস্তই আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে॥ ২৩॥

ক নু তে হৃদয়ঙ্গমঃ সখা, কুসুমাযোজিতকার্ম্মুকো মধুঃ।
ন খলূগ্ররুষা পিনাকিনা, গমিতঃ সোঽপি সুহৃদ্গতাং গতিম্॥ ২৪ ॥
অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈঃ, হৃদয়ে দিগ্ধশরৈরিবাহতঃ।
রতিমভ্যুপপত্তুমাতুরাং, মধুরাত্মানমদর্শয়ৎ পুরঃ॥ ২৫ ॥
তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং, স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ।
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো, বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে॥ ২৬ ॥
ইতি চৈনমুবাচ দুঃখিতা, সুহৃদঃ পশ্য বসন্ত! কিং স্থিতম্।
তদিদং কণশো বিকীর্য্যতে, পবনৈর্ভস্ম কপোতকর্ব্বুরম্॥ ২৭ ॥
অয়ি সম্প্রতি দেহি দর্শনং, স্মর! পর্য্যুৎসুক এষ মাধবঃ।
দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং, ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে॥ ২৮ ॥
অমুনা ননু পার্শ্ববর্ত্তিনা, জগদাজ্ঞাং সসুরাসুরং তব।
বিসতন্তুগুণস্য কারিতং, ধনুষঃ পেলবপুষ্পপত্রিণঃ॥ ২৯ ॥

(হে নাথ!) পুষ্পশরাসননির্ম্মাতা তোমার সহৃদয় সখা বসন্ত কোথায়? ...াক্রোধী শিব কর্ত্তৃক তিনিও কি বন্ধুর ন্যায় গতি প্রাপ্ত হইলেন? ২৪ ॥ তদনন্তর এইরূপ বিলাপবচন শ্রবণ পূর্ব্বক বিষদিগ্ধ শর দ্বারা হৃদয়ে আহত ...ইয়াই যেন বসন্ত শোকবিহ্বলা রতিকে আশ্বাসপ্রদানার্থ তাঁহার পুরোভাগে ...বির্ভূত হইলেন॥ ২৫ ॥ তাঁহাকে দর্শনমাত্র রতিদেবী অধিকতর রোদন ...রিতে আরম্ভ করিলেন এবং বক্ষঃস্থলে এরূপ প্রহার করিতে লাগিলেন যে, ...হার কুচযুগল ব্যথিত হইল। (বস্তুতঃ) আত্মীয়জনের সমক্ষে শোকাবেগ যেন ...দয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া উদ্বেল হইয়া উঠে॥ ২৬ ॥ তখন দুঃখকাতরা রতি ...সন্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বসন্ত! দেখ, তোমার সুহৃদের কি অবস্থা ...টিয়াছে। ঐ দেখ, সমীরণ (প্রবাহিত হইয়া) তোমার সখার কপোতসদৃশ ...সরবর্ণ ভস্মরাশি কণা কণা করিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে॥ ২৭॥ অয়ি ...র! অধুনা দর্শন প্রদান কর, বসন্ত তোমার দর্শনার্থ উৎসুক; পুরুষের প্রেম ...রীর উপর চঞ্চল হইতে পারে, কিন্তু সুহৃজ্জনে তাহা অচঞ্চলই থাকে, ইহা ...নিশ্চয়॥ ২৮॥ এই মাধবই (বসন্তই) তোমার পার্শ্ববর্ত্তী (সহায়) থাকিয়া ...সুরাসুর জগৎকে তোমার মৃণালতন্তুময়-গুণশোভিত কোমল পুষ্পশরান্বিত ধনুর ...াদেশানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন॥ ২৯ ॥ (হে বসন্ত!) তোমার সখা সমীরণ-

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে, স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিষহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্॥ ৩০॥
বিধিনা কৃতমর্দ্ধবৈশসং, ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা।
অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে, গজভগ্নে পতনায় বল্লরী॥ ৩১॥
তদিদং ক্রিয়তামনন্তরং, ভবতা বন্ধুজনপ্রয়োজনম্।
বিধুরাং জ্বলনাতিসর্জ্জনান্ননু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকম্॥ ৩২॥
শশিনা সহ যাতি কৌমুদী, সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি, প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥ ৩৩॥
অমুনৈব কষায়িতস্তনী, সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা।
নবপল্লবসংস্তরে যথা, রচয়িষ্যামি তনুং বিভাবসৌ॥ ৩৪॥
কুসুমাস্তরণে সহায়তাং, বহুশঃ সৌম্য! গতস্ত্বমাবয়োঃ।
কুরু সম্প্রতি তাদবদাশু মে, প্রণিপাতাঞ্জলিযাচিতশ্চিতাম্॥ ৩৫॥

তাড়িত দীপবৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছেন; আর প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না; আমি সেই প্রদীপের দশারূপে বিদ্যমান রহিয়াছি। এই দেখ, (কামবিয়োগজাত) অসহনীয় শোকে আমি প্রধূমিত হইতেছি॥ ৩০॥ (হে মাধব!) আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্দর্পদেবকে বিনাশ করাতে বিধাতৃকৃত ঘাতুকব্যাপার নিশ্চয়ই অর্দ্ধ-নিষ্পন্ন হইয়াছে। লতিকা কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা নাই বলিয়া যে বৃক্ষে আশ্রিতা হয়, সেই বৃক্ষ গজভগ্ন হইলে লতিকার পতন অবশ্যম্ভাবী॥ ৩১॥ অতএব হে মাধব! অতঃপর তুমি সুহৃজ্জনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর; শোকবিধুরা আমাকে চিতানলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পতিসমীপে পাঠাইয়া দেও॥ ৩২॥ শশধর অস্তগত হইলে কৌমুদী তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তিরোধান প্রাপ্ত হয়, মেঘের সঙ্গেই বিদ্যুল্লতা বিলীন হইয়া থাকে। দেখ, নারীজনের যে পতিপথানুসারিণী হওয়াই কর্ত্তব্য, বিচেতন পদার্থেরাও তাহা অবগত আছে॥ ৩৩॥ আমি এই (পুরোভাগস্থ) সুশোভন স্বামিদেহভস্ম দ্বারা রঞ্জিতস্তনী হইয়া নবপল্লবগঠিত শয্যার ন্যায় হুতাশনশয্যায় দেহ শায়িত করিব॥ ৩৪॥ হে সৌম্য! তুমি বহুবার আমাদের কুসুমশয্যাবিরচনে সহায়তা করিয়াছ, অধুনা প্রণতিপুরঃসর করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আশু আমার চিতাসজ্জা প্রস্তুত কর॥ ৩৫॥

তদনু জ্বলনং মদর্পিতং, ত্বরয়েদ্দক্ষিণবাতবীজনৈঃ ।
বিদিতং খলু তে যথা স্মরঃ, ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা ॥ ৩৬ ॥
ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং, সলিলস্যাঞ্জলিরেক এব নৌ ।
অবিভজ্য পরত্র তং ময়া, সহিতঃ পাস্যতি তে স বান্ধবঃ ॥ ৩৭ ॥
পরলোকবিধৌ চ মাধব ! স্মরমুদ্দিশ্য বিলোলপল্লবাঃ ।
নিবপেঃ সহকারমঞ্জরীঃ, প্রিয়চূতপ্রসবো হি তে সখা ॥ ৩৮ ॥
ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং, রতিমাকাশভবা সরস্বতী ।
শফরীং হ্রদশোষবিক্লবাং, প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
কুসুমায়ুধপত্নি ! দুর্লভস্তব ভর্ত্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি ।
শৃণু যেন স কর্ম্মণা গতঃ, শলভত্বং হরলোচনার্চ্চিষি ॥ ৪০ ॥
অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ, স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ ॥ ৪১ ॥

(হে বসন্ত !) তৎপরে মলয়সমীর সঞ্চালন করিয়া আমার দেহার্পিত অগ্নি
রও প্রজ্বলিত করিয়া দেও। মীনকেতন আমার অদর্শনে ক্ষণমাত্রও আনন্দলাভ
তে পারেন না, ইহা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ ॥ ৩৬ ॥ আর এক কথা, এই
রে দহনক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক আমাদিগকে এক অঞ্জলি জল প্রদান করিও।
লোকে তোমার সখা আমার সহিত একত্রে সেই জল পান করিবেন ॥ ৩৭ ॥
মাধব ! (আর একটি কার্য্য করিও), পিণ্ডোদকাদি পারত্রিক কার্য্য-সম্পাদন-
ল মদনদেবের উদ্দেশে চপলপল্লবসমন্বিত সহকারমুকুল প্রদান করিও।
না, তোমার সখা সহকারমুকুল বড় ভালবাসিতেন ॥ ৩৮ ॥
(রতিদেবী এইরূপে বিলাপ করিতেছেন,) ইত্যবসরে প্রথম জলবর্ষণ যেমন
বরের বারিশোষ বশতঃ কাতর শফরীকে অনুগ্রহ করে, তদ্রূপ এক অশরী-
আকাশবাণী দেহবিসর্জ্জনে স্থিরসঙ্কল্পা রতিকে অনুগৃহীত করিল ॥ ৩৯ ॥
কুসুমায়ুধপত্নি ! তোমার পতি চিরকাল দুর্লভ থাকিবেন না। যে কর্ম্মফলে
নেত্রোত্থ হুতাশনে তিনি পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥
ন সময়ে প্রজাপতি বিধাতা (কামবশে) বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় কন্যার
তি অনুরাগী হইয়াছিলেন। পরে তিনি ইন্দ্রিয়বিকাররোধ পূর্ব্বক মদনের
তি শাপ প্রদান করেন ; সেই কারণেই মদন স্বীয় কর্ম্মফলে এই (দারুণ)

পরিণেষ্যতি পার্ব্বতীং যদা, তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।
উপলব্ধসুখস্তদা স্মরং, বপুষা স্বেন নিযোজয়িষ্যতি ॥ ৪২ ॥
ইতি চাহ স ধর্ম্মযাচিতঃ, স্মরশাপাবধিদাং সরস্বতীম্।
অশনেরমৃতস্য চোভয়োর্ব্বশিনশ্চাম্বুধরাশ্চ যোনয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ (যুগ্মক
তদিদং পরিরক্ষ শোভনে! ভবিতব্যপ্রিয়সঙ্গমং বপুঃ।
রবিপীতজলা তপাত্যয়ে, পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী ॥ ৪৪ ॥
ইত্থং রতেঃ কিমপি ভূতমদৃশ্যরূপং, মন্দীচকার মরণব্যবসায়বুদ্ধিম্।
তৎপ্রত্যয়াচ্চ কুসুমায়ুধবন্ধুরেনামাশ্বাসয়ৎ সুচরিতার্থপদৈর্ব্বচোভিঃ॥
তথ মদনবধূরুপপ্লবান্তং, ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব।
শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা, কিরণপরিক্ষয়ধূসরা প্রদোষম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রতিবিলাপো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥ কামদেবের শাপনিবৃত্তিসম্বন্ধিনী এই কথাও নির্দি
আছে যে, 'যৎকালে পশুপতি পার্ব্বতীর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিব
করিবেন, তখন তিনি পরম আনন্দিত হইয়া অনঙ্গদেবকে পুনরায় অঙ্গবান্ ক
বেন,' ধর্ম্মাখ্য প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পিতামহ মদনের শাপাবসানসম্বন্ধি
এই কথা বলিয়াছিলেন। মেঘ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ উভয়েই বজ্র ও অমৃতের উৎ
পাদক অর্থাৎ মেঘ যেরূপ বজ্র ও অমৃত উভয়েরই জনক, তদ্রূপ জিতেন্দ্রিয় পুরুষে
রাও রোষ ও ক্ষমা উভয়েরই উৎপাদক ॥৪২-৪৩॥ * হে শোভনে! তুমি তোমা
এই শরীর রক্ষা কর, পুনর্ব্বার স্বামীর সহিত তোমার মিলন ঘটিবে। সূর্য্যদে
কর্ত্তৃক স্রোতস্বতী বিশোষিতা হইলেও বর্ষাকালে পুনর্ব্বার প্রবাহসমন্বিতা হয়" ॥৪৪
এইরূপে কোন অদৃশ্য প্রাণী রতিদেবীর মৃত্যুসঙ্কল্প নিবারণ করিল এবং সে
বাক্যে বিশ্বাসবশে মদনসখা বসন্ত নানারূপ সুপ্রযুক্ত অর্থপদসমন্বিত বাক্যে রতি
দেবীকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ অতঃপর দিবাভাগে চন্দ্রে
কিরণক্ষয় হেতু ম্লানকলা যেরূপ রজনীর প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ ব্যসনকৃশা মদনপ
বিপদবসানকালের প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

---

*এই দুইটি শ্লোক যুগ্মক। একত্র দুইটি শ্লোকের অন্বয় ও অর্থ হইলে তাহার নাম যুগ্ম
তিনটি শ্লোকে হইলে বিশেষক, চারিটি শ্লোকে হইলে কলাপক এবং তদূর্দ্ধ শ্লোকে হই
তাহার নাম কুলক।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং, পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েণ পার্ব্বতী, প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥ ১॥
ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং, সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং, তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ ২ ॥
নিশম্য চৈনাং তপসে কৃতোদ্যমাং, সুতাং গিরিশপ্রতিসক্তমানসাম্।
উবাচ মেনা পরিরভ্য বক্ষসা, নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্রতাৎ ॥ ৩ ॥
মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাস্তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং, শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪ ॥
ইতি ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সুতাং, শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ।
ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥ ৫ ॥

পার্ব্বতী এইরূপে প্রত্যক্ষে মদনদহনকারী পশুপতি কর্ত্তৃক ভগ্নমনোরথ হইয়া মনে আপনার রূপের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কারণ, যে রূপ পতির লাভ করে, তাহাই প্রকৃত রূপ বলিয়া গণ্য ॥ ১ ॥ তখন তিনি সমাধি ম্বন পূর্ব্বক তপশ্চরণ দ্বারা শূলপাণিকে বশীকরণ-রূপ আত্মসৌন্দর্য্যের কতাসম্পাদনের বাসনা করিলেন। বস্তুতঃ সেরূপ না করিলে তাদৃশ প্রেম ও শ্বররূপ অনন্যসুলভ পতি এই দুইটি কিরূপে লাভ করা যায়? ২ ॥
মেনকা কন্যাকে গিরিশের প্রতি আসক্তচিত্ত ও তপশ্চরণে উদ্যত শুনিয়া াকে বক্ষে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুদুশ্চর মুনিব্রতানুষ্ঠান হইতে নিবারণ করিয়া তে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ 'বৎসে! তোমার অভীপ্সিত দেবতা গৃহেই মান আছেন। তপস্যাই বা কোথায় আর তোমার এই (কোমল) দেহই কাথায়? অর্থাৎ তোমার দেহ যেরূপ কোমল, তাহাতে কঠোর তপস্যা ইহার যুক্ত নহে। (বিবেচনা করিয়া দেখ,) সুকুমার শিরীষকুসুম ভ্রমরের চরণ-সহ্য করিতে পারে; কিন্তু পক্ষীর পদভর সহ্য করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪ ॥' এই ারে মেনকা উপদেশ দিয়াও দৃঢ়সংকল্পা কন্যাকে তপশ্চরণোদ্যম হইতে নিবৃত্ত াতে সমর্থ হইলেন না। অভীপ্সিতপদার্থপ্রাপ্তিবিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প মন ও নিম্নগামী কে নিরুদ্ধ করিতে কে সমর্থ হয়? ৫ ॥

কদাচিদাসন্নসখীমুখেন সা, মনোরথজ্ঞং পিতরং মনস্বিনী।
অযাচতারণ্যনিবাসমাত্মনঃ, ফলোদয়ান্তায় তপঃসমাধয়ে ॥ ৬ ॥
অথানুরূপাভিনিবেশতোষিণা, কৃতাভ্যনুজ্ঞা গুরুণা গরীয়সা।
প্রজাসু পশ্চাৎ প্রথিতং তদাখ্যয়া, জগাম গৌরীশিখরং শিখণ্ডিমৎ ॥৭
বিমুচ্য সা হারমহার্য্যনিশ্চয়া, বিলোলযষ্টিপ্রবিলুপ্তচন্দনম্।
ববন্ধ বালারুণবভ্রু বল্কলং, পয়োধরোৎসেধবিশীর্ণসংহতি ॥ ৮ ॥
যথা প্রসিদ্ধৈর্ম্মধুরং শিরোরুহৈর্জ্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্।
ন ষট্পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং, সশৈবালসঙ্গমপি প্রকাশতে ॥ ৯ ॥
প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিয়াং, ব্রতায় মৌঞ্জীং ত্রিগুণাং বভার যাম্
অকারি তৎপূর্ব্বনিবদ্ধয়া তয়া, সরাগমস্যা রশনাগুণাস্পদম্ ॥ ১০ ॥
বিসৃষ্টরাগাদধরান্নিবর্ত্তিতঃ, স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ।
কুশাঙ্কুরাদানপরিক্ষতাঙ্গুলিঃ, কৃতোঽক্ষসূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ ॥ ১১।

একদিন মনস্বিনী (স্থিরচিত্তা) উমা বিশ্বস্ত সখী দ্বারা অভিলাষাভিজ্ঞ পিতা হিমাদ্রির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, যাবৎ অভীষ্টফলপ্রাপ্তি না ঘটে, তাবৎকাল তপশ্চরণার্থ কাননবাস আশ্রয় করিবেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর গৌরী অনুরূপ পাত্রে অনুরাগদর্শনে সন্তুষ্ট, আরাধ্যতম পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যে স্থান পরিণামে তাঁহার নামেই (ধরাতলে) প্রথিত হইয়াছিল, সেই ময়ুররাজিত সানুপ্রদেশে (গৌরীশিখরে) প্রস্থান করিলেন ॥ ৭ ॥ যে হারযষ্টি লম্বিত হইয়া কুচযুগলমধ্যস্থ চন্দন মুছিয়া ফেলিত, স্থিরসঙ্কল্পা গৌরী সেই মুক্তাহার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বালভানুবৎ পিঙ্গলবর্ণ বল্কল উত্তরীয়রূপে ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার বর্দ্ধনশীল স্তনযুগল বল্কল ভেদ করিয়া লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥ বিভূষিত কেশপাশ দ্বারা তাঁহার বদনমণ্ডল যেরূপ সুদৃশ্য ছিল, জটাতেও তদ্রূপ মনোজ্ঞ হইয়া উঠিল। পদ্ম কেবল ভ্রমর-সহযোগেই শোভা পায় না, শৈবালসংযোগেও শোভিত হয় ॥ ৯ ॥ তিনি তপস্যা করিবার জন্য ত্রিগুণীকৃতা মুঞ্জময়ী মেখলা ধারণ করিলেন; সর্ব্বপ্রথম উহা ধারণ করায় (উহার কাঠিন্য হেতু) ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ জন্মিতে লাগিল এবং তাঁহার জঘনদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১০ ॥ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে হস্ত অধরে লাক্ষারসবিলেপনে ও স্তনরাগরঞ্জিত কন্দুকক্রীড়ায় নিরত থাকিত, এখন ঐ সকল কার্য্য হইতে নিবারিত

মহার্হশয্যাপরিবর্ত্তনচ্যুতৈঃ, স্বকেশপুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে।
অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী, নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে॥ ১২
পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া, দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং, বিলোলদৃষ্টিং হরিণাঙ্গনাসু॥ ১৩॥
অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্, ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং, ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥১
অরণ্যবীজাঞ্জলিদানলালিতাস্তথা চ তস্যাং হরিণা বিশশ্বসুঃ।
যথা তদীয়ৈর্নয়নৈঃ কুতুহলাৎ, পুরঃ সখীনামমিমীত লোচনে॥ ১৫
কৃতাভিষেকাং হুতজাতবেদসং, ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীমধীতিনীম্।
দিদৃক্ষবস্তামৃষয়োঽভ্যুপাগমন্, ন ধর্ম্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে॥ ১৬॥

হওয়াতে সেই হস্ত কুশাঙ্কুরচ্ছেদনে ক্ষতাঙ্গুলি হইয়া অক্ষমালার সহচর হ
অর্থাৎ এখন তিনি সেই হস্ত দ্বারা মালাগণনায় নিযুক্ত হইলেন॥ ১১॥ মহ
শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে কেশপাশভ্রষ্ট পুষ্পস্পর্শেও যিনি কষ্ট বোধ করিতে
সেই পর্ব্বতনন্দিনী এখন কেবলমাত্র (আস্তরণশূন্য) ভূমিতলে ভুজলতা উ
ধান করিয়াই শয়ন ও উপবেশন করিতে লাগিলেন॥ ১২॥ তিনি নিয়মবতী হই
পুনরায় (প্রয়োজনকালে) গ্রহণ করিবেন বলিয়াই যেন কৃশাঙ্গী লতিকার নি
আপনার বিলাসবিভ্রম এবং মৃগাঙ্গনাগণের নিকট চপলদৃষ্টি গচ্ছিতস্বরূপ র
করিলেন॥ ১৩॥ তিনি আলস্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঘটরূপ পয়োধরবিগলিত জ
সিঞ্চন দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুগুলিকে সংবর্দ্ধিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (পরিণা
কার্ত্তিকেয়ও অগ্রজতুল্য সেই সমস্ত তরুরাজির প্রতি উমার পুত্রবাৎসল্য হ্র
করিতে সমর্থ হন নাই॥ ১৪॥ পার্ব্বতী আরণ্য নীবারাঞ্জলি ভোজন করাই
যে সমস্ত মৃগকুলকে প্রতিপালিত করিতে লাগিলেন, তাহারা তাঁহা
এ প্রকার বিশ্বাস করিত যে, তিনি কুতূহলবশে সখীবৃন্দের সাক্ষাতে স্ব
লোচনের সহিত তাহাদের নয়নের তারতম্যের পরিমাণ করিতেন॥ ১
তিনি (যথাকালে) স্নান, অগ্নিতে আহুতি দান, বল্কল ধারণ ও স্তুতিপাঠা
করিতেন; তাঁহাকে দর্শন করিবার বাসনায় মুনিবৃন্দ তথায় আগমন করি
আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মবৃদ্ধগণের মধ্যে বয়সের তারতম্য বিচারিত হয় না॥ ১৬

বিরোধিসত্ত্বোজ্‌ঝিতপূর্ব্বমৎসরং, দ্রুমৈরভীষ্টপ্রসবার্চ্চিতাতিথি।
নবোটজাভ্যান্তরসম্ভৃতানলং, তপোবনং তচ্চ বভূব পাবনম্॥ ১৭॥
যদা ফলং পূর্ব্বতপঃসমাধিনা, ন তাবতা লভ্যমমংস্ত কাঙ্ক্ষিতম্।
তদানপেক্ষ্য স্বশরীরমার্দ্দবং, তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে॥ ১৮॥
ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা, তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যত।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং, মৃদুঃ প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ॥ ১৯॥
শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা, হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত॥ ২০॥
তথাতিতপ্তং সবিতুর্গভস্তিভির্মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ।
অপাঙ্গয়োঃ কেবলমস্য দীর্ঘয়োঃ, শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম্॥২১॥
অযাচিতোপস্থিতমম্বু কেবলং, রসাত্মকস্যোড়ুপতেশ্চ রশ্ময়ঃ।
বভূব তস্যাঃ কিল পারণাবিধির্ন বৃক্ষবৃত্তিব্যতিরিক্তসাধনঃ॥ ২২॥

সেই তপোবনে পরস্পর-বিরোধী জন্তুগণ পূর্ব্ববৎ মৎসরভাব বিসর্জ্জন করিল, বৃক্ষসকল অভীষ্ট ফল প্রসব করিয়া অতিথিবৃন্দের সৎকার করিতে লাগিল এবং তত্রত্য নবনির্ম্মিত পর্ণকুটীরমধ্যে নিরন্তর বহ্নি প্রজ্বলিত রহিল। বস্তুতঃ সেই আশ্রম পবিত্রতাসাধক হইয়া উঠিল॥ ১৭॥ পার্ব্বতী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পূর্ব্ববৎ তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার বাঞ্ছিত-ফললাভের আশা নাই, তখন তিনি আপনার দেহের কোমলতা গণনা না করিয়া কঠোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হই-লেন॥ ১৮॥ কন্দুকক্রীড়াতেও যাঁহার কষ্ট বোধ হইত, সেই উমা অধুনা ঋষিগণের আচরিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, তাঁহার দেহ নিশ্চয় স্বর্ণপদ্মে গঠিত; সুতরাং স্বভাবতঃ সুকুমার অথচ সারবান্॥ ১৯॥ কৃশোদরী মৃদুমন্দহাসিনী উমা গ্রীষ্মকালে প্রদীপ্ত বহ্নিচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া দৃষ্টিপ্রতিঘাতী সৌরতেজকে গ্রাহ্য না করিয়া অনন্যদৃষ্টিতে সূর্য্যাভিমুখে চাহিয়া থাকিতেন॥ ২০॥ এইরূপে সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হওয়ায় তাঁহার বদনমণ্ডল পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল; কেবল তাঁহার আয়তনয়নোপ্রান্তে শনৈঃ শনৈঃ কালিমা স্থানপ্রাপ্ত হইল॥ ২১॥ কেবল অযাচিতভাবে উপস্থিত বৃষ্টিসলিল এবং অমৃতময় চন্দ্রমার কিরণই তাঁহার পারণাক্রিয়া সম্পাদন করিত। বস্তুতঃ বৃক্ষের প্রাণধারণবৃত্তির সহিত তাঁহার জীবনধারণবৃত্তির কোন প্রভেদ রহিল না॥২২॥

নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা, নভশ্চরেণেন্ধনসম্ভৃতেন সা।
তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতা নবৈর্ভুবা সহোষ্মাণমমুঞ্চদূর্দ্ধগম্ ॥ ২৩।
স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ, পয়োধরোৎসেধনিপাতচূর্ণিতা:
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে, চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥
শিলাশয়াস্তামনিকেতবাসিনীং, নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিসু।
ব্যলোয়কন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈর্মহাতপঃসাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥
নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ, সহস্যরাত্রীরুদবাসতৎপরা।
পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ, পুরোবিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥:
মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি, প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসম্পদাং, সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্ ॥ ২৭ ॥
স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা, পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং, বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥ ২৮

গ্রীষ্মাবসানে নবজলপাতে অভিষিক্তা হইয়া ধরাতল যেমন বাষ্প উদ্গীরণ ক
সেইরূপ তিনিও সূর্য্যসঞ্জাত ও কাষ্ঠসম্ভূত বিবিধ অগ্নিতেজে নিরতিশয় সন্তপ্ত হ
বাষ্প উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ বৃষ্টিজলশীকর প্রথমে তাঁহার নয়নের রে
পংক্তির উপর কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক অধরদেশ ব্যথিত করিয়া স্তনদ্বয়ো
নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল, পরে ত্রিবলিতে পতিত হইয়া অনতিবিলম্বে তাঁ
নাভিবিবরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৪ ॥ প্রবল ঝঞ্ঝাসমন্বিত অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির সময় নি
অনাবৃত স্থানে শিলাতলে শয়ন করিলে তপস্যার সাক্ষিস্বরূপিণী রজনীরা ত
ল্লতারূপ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ (বর্ষাবসানে হে
কালে) তিনি সম্মুখস্থ পরস্পর বিলপমান চক্রবাকমিথুনের প্রতি দয়ার্দ্র হ
জলগর্ভে অবস্থান পূর্ব্বক নিরতিশয় তুষারবর্ষি-বায়ুসমন্বিত রজনী অতিবা
করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ যামিনীযোগে নীহারপাত-বশতঃ জলের পদ্ম
সম্পত্তি বিনষ্ট হইলেও তিনি যেন কমলগন্ধি কম্পমান অধরপল্লবরাজিত বদন দ্বা
সেই জলকে পঙ্কজসম্পৎশালী করিয়া তুলিলেন ॥ ২৭ ॥ বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতি
শুষ্ক পত্র দ্বারা জীবন ধারণ করাই তপস্যার চরম উৎকর্ষ; কিন্তু পার্ব্বতী সে
পর্ণাহারও বিসর্জ্জন করিলেন। এই হেতুই পুরাণশাস্ত্রবিদ্গণ সেই প্রিয়ংবদা
নাম “অপর্ণা” রাখিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ তিনি স্বীয় মৃণালসুকুমার শরীরে অহর্নি

মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভির্ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহর্নিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জ্জিতং, তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা॥ ২৯॥
অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্, জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং, শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥ ৩০॥
তমাতিথেয়ী বহুমানপূর্ব্বয়া, সপর্য্যয়া প্রত্যুদিয়ায় পার্ব্বতী।
ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাং,বপুর্বিশেষেম্বতিগৌরবাঃ ক্রিয়াঃ॥৩১॥
বিধিপ্রযুক্তাং পরিগৃহ্য সৎক্রিয়াং, পরিশ্রমং নাম বিনীয় চ ক্ষণম্।
উমাং স পশ্যন্ ঋজুনৈব চক্ষুষা, প্রচক্রমে বক্তুমনুজ্‌ঝিতক্রমঃ॥ ৩২॥
অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং, জলান্যপি স্নানবিধিক্ষমাণি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্॥ ৩৩॥
অপি ত্বদাবর্জ্জিতবারিসম্ভৃতং, প্রবালমাসামনুবন্ধি বীরুধাম্।
চিরোজ্‌ঝিতালক্তকপাটলেন তে, তুলাং যদারোহতি দন্তবাসসা॥৩৪॥

...ষ্ট সহ্য করিয়া এইরূপে সুদুশ্চর নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক যে তপস্যা করিয়াছিলেন, ...পস্বিগণের কঠিন দেহার্জ্জিত তপস্যাও তদ্দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল॥ ২৯॥

তদনন্তর (একদা) বচনচতুর, জটাবিভূষিত, অজিনপরিহিত, দণ্ডধারী এক ব্রহ্ম...রী ব্রহ্মতেজে সমুদ্‌ভাসিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ন্যায় সেই (পার্ব্বতীর) ...শ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৩০॥ অতিথিসৎকারপরায়ণা পার্ব্বতী বহু সম্মান...হকারে তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন; অভ্যাগত ব্যক্তি সমান অবস্থার লোক ...ইলেও প্রশান্তচেতা মহাত্মারা ব্যক্তিবিশেষে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন॥ ৩১॥ ...ই ব্রহ্মচারী পার্ব্বতী কর্ত্তৃক যথাবিধি দত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রাম ...রিয়া সরলদৃষ্টিতে তৎপ্রতি নেত্রপাত পুরঃসর সমুচিত রীতি অনুসারে বলিতে ...রম্ভ করিলেন॥ ৩২॥ (ব্রহ্মচারী বলিলেন,) অয়ি! তোমার হোমাদিকর্ম্ম...পাদনের জন্য সমিৎকুশাদি এখানে ত সুলভ? এখানকার জলে তোমার ...নাদিক্রিয়া ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়? তুমি স্বীয় শক্তি অনুসারে ত তপস্যা ...রিয়া থাক? কারণ, শরীরই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধন॥ ৩৩॥ যে সকল ...পল্লব বহুদিনাবধি অলক্তরাগরঞ্জিত না হইলেও স্বভাবতঃ পাটলবর্ণ তোমার ...রোষ্ঠের তুল্য; পুরোবর্ত্তিনী এই সকল লতিকারা ত তোমার জলসেকে ...তুন পল্লব প্রসব করে? ৩৪॥

অপি প্রসন্নং হরিণেষু তে মনঃ, করস্থদর্ভপ্রণয়াপহারিষু।
য উৎপলাক্ষি! প্রচলৈর্বিলোচনৈস্তবাক্ষিসাদৃশ্যমিব প্রযুঞ্জতে॥ ৩৫॥
যদুচ্যতে পার্ব্বতি! পাপবৃত্তয়ে, ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি তে শীলমুদারদর্শনে! তপস্বিনামপ্যুপদেশতাং গতম্॥ ৩৬॥
বিকীর্ণসপ্তর্ষিবলিপ্রহাসিভিস্তথা ন গাঙ্গৈঃ সলিলৈর্দিবশ্চ্যুতৈঃ।
যথা ত্বদীয়ৈশ্চরিতৈরনাবিলৈর্মহীধরঃ পাবিত এষ সান্বয়ঃ॥ ৩৭॥
অনেন ধর্ম্মঃ সবিশেষমদ্য মে, ত্রিবর্গসারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি!
ত্বয়া মনোনির্ব্বিষয়ার্থকাময়া, যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেব্যতে॥ ৩৮॥
প্রযুক্তসৎকারবিশেষমাত্মনা, ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তুমর্হসি।
যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি! সঙ্গতং, মনীষিভিঃ, সাপ্তপদীনমুচ্যতে॥ ৩৯
অতোঽত্র কিঞ্চিদ্ভবতীং বহুক্ষমাং, দ্বিজাতিভাবাদুপপন্নচাপলঃ।
অয়ং জনঃ প্রষ্টুমনাস্তপোধনে! ন চেদ্রহস্যং প্রতিবক্তুমর্হসি॥ ৪০॥

হে পদ্মপলাশাক্ষি! যে সমস্ত মৃগের চপলনয়ন তোমার চপল ও লোহিত বর্ণ নয়নের সাদৃশ্য অভিনয় করে, তাহারা প্রসন্ন-মনে তোমার হস্ত হইতে কুশাঙ্কুরাদি লইয়া ভোজন করিলে তাহাদের প্রতি তোমার চিত্ত ত অপ্রসন্ন হয় না? ৩৫॥ হে পার্ব্বতি! সৌম্যমূর্ত্তিতে পাপাচরণ অসম্ভব, লোকে যে এই কথা প্রথিত আছে, ইহা সত্য। হে উদারদর্শনে! তোমার চরিত্র দর্শনে তাপসগণও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৩৬॥ তোমার পবিত্র চরিত্রে হিমাচল সবংশে যেমন পবিত্র হইয়াছেন, সপ্তর্ষিবৃন্দের অর্চ্চনার্থে প্রক্ষিপ্ত পুষ্পরাশিতে বিরাজিত সুরনদী মন্দাকিনীর জলেও তদ্রূপ পবিত্রতা লাভ করেন নাই॥ ৩৭॥ হে ভাবিনি! তোমার তপস্যা দেখিয়া সম্যক্ অনুমিত হইতেছে, কেবলমাত্র ধর্ম্মই ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ, তুমি চিত্ত হইতে অর্থ-কাম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ॥ ৩৮॥ হে সন্নতাঙ্গি! তুমি আমার সম্যক্ অতিথিসৎকার করিয়াছ; অধুনা আমাকে পর জ্ঞান করিও না। মনীষিগণ বলেন, সাতটি বাক্য সমুচ্চারিত হইলেই সাধুগণের সৌহার্দ্দ জন্মিয়া থাকে॥ ৩৯॥ হে তপোধনে! আমি ব্রাহ্মণ, সুতরাং চপলস্বভাব; তুমি ক্ষমা কর; (আমি যাহা বলিব, তন্মধ্যে অনেক কথা তোমাকে সহ্য করিতে হইবে।) তোমার নিকট

কুলে প্রসূতিঃ প্রথমস্য বেধসস্ত্রিলোকসৌন্দর্য্যমিবোদিতং বপুঃ।
অমৃগ্যমৈশ্বর্য্যসুখং নবং বয়স্তপঃফলং স্যাৎ কিমতঃ পরং বদ ॥ ৪১ ॥
ভবত্যনিষ্টাদপি নাম দুঃসহান্মনস্বিনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী।
বিচারমার্গপ্রহিতেন চেতসা, ন দৃশ্যতে তচ্চ কৃশোদরি! ত্বয়ি ॥ ৪২ ॥
অলভ্যশোকাভিভবেয়মাকৃতির্বিমাননা সুভ্রু! কুতঃ পিতুর্গৃহে।
পরাভিমর্শো ন তবাস্তি কঃ করং, প্রসারয়েৎ পন্নগরত্নসূচয়ে ॥ ৪৩ ॥
কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে, ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা, বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে ॥ ৪৪ ॥
দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ, পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা, ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥ ৪৫ ॥

আমার কতকগুলি জিজ্ঞাস্য আছে; গোপনীয় না হইলে তাহার উত্তর প্রদান কর ॥ ৪০ ॥ আদি-প্রজাপতি বিধাতার বংশে তোমার জন্ম, তোমার দেহ যেন ত্রিলোকীস্থ নিখিল সৌন্দর্য্যের সমষ্টিস্বরূপ, সম্পদ্‌সুখও অন্বেষণীয় নহে; বয়ঃক্রমও নবীন; অতএব বল দেখি, ইহা ব্যতীত তপস্যার চরম ফল আর কি হইতে পারে? ৪১ ॥ অয়ি কৃশোদরি! দুঃসহ অপ্রিয়-ঘটনা ঘটিলেই মনস্বিনী-দিগের ঈদৃশী প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম, তোমার তদ্রূপ কোন কারণই লক্ষিত হয় না ॥ ৪২ ॥ অয়ি সুভ্রু! তোমার এই মূর্ত্তি (পতিগৃহে) অবমাননা জন্য ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম, পিতৃগৃহেও তোমার অপমানের আশঙ্কা কোথায়? অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক মানহানিও সম্ভবে না; কেন না, ফণীর ফণোপরিস্থ মণিশলাকা লইতে কে করপ্রসারণ করিবে? ৪৩ ॥ তুমি এই যৌবনকালে আভরণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কি জন্য বার্দ্ধক্যশোভি বল্কল ধারণ করিয়াছ? বল দেখি, সন্ধ্যাকালে চন্দ্রতারকোজ্জ্বলা যামিনী যদি অরুণের সহিত সমবেত হয়, তাহা হইলে কি সঙ্গত দেখায়? ৪৪ ॥ যদি স্বর্গ তোমার প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলেও তোমার এই পরিশ্রম করা নিষ্প্রয়োজন। কেন না, তোমার পিতার রাজ্য দেবগণের আবাসস্থল। যদি তোমার যোগ্যবরলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলেও তপস্যা করিবার আবশ্যক নাই। যেহেতু, রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না ॥ ৪৫ ॥ উষ্ণ-নিশ্বাসই

নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোষ্মণা, মনস্তু মে সংশয়মেব গাহতে।
ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে, ভবিষ্যতি প্রার্থিতদুর্লভঃ কথম্ ॥ ৪৬।
অহো স্থিরঃ কোঽপি তবেপ্সিতো যুবা, চিরায় কর্ণোৎপলশূন্যতাং গতে
উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ, কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ ॥ ৪৭।
মুনিব্রতৈস্ত্বামতিমাত্রকর্শিতাং, দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদাম্।
শশাঙ্কলেখামিব পশ্যতো দিবা, সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে ॥ ৪৮ ॥
অবৈমি সৌভাগ্যমদেন বঞ্চিতং, তব প্রিয়ং যশ্চতুরাবলোকিনঃ।
করোতি লক্ষ্যং চিরমস্য চক্ষুষো, ন বক্ত্রমাত্মীয়মরালপক্ষ্মণঃ ॥ ৪৯ ॥
কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি! বিদ্যতে, মমাপি পূর্বাশ্রমসঞ্চিতং তপঃ।
তদর্দ্ধভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং, বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্ ॥ ৫০

তোমার প্রার্থনীয় বস্তুর সূচনা করিতেছে, তথাপি আমার চিত্ত সন্দিগ্ধ রহিয়াছে তোমার প্রার্থনীয় ব্যক্তিও ত দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার প্রার্থিত ব্যক্তি দুর্লভই বা কি প্রকারে হইবে? অথবা যাচিত হইয়াও যে দুর্লভ থাকিতে পারে, ঈদৃশ ব্যক্তি যে কে আছে, তাহাও ত হৃদয়ঙ্গম হয় না ॥ ৪৬ ॥ অহো (আমার বোধ হয়,) তোমার অভীপ্সিত সেই যুবা পুরুষ নিষ্ঠুর-হৃদয়; নতুবা তোমার যে গণ্ডদেশ কর্ণোৎপলশূন্য, সেই স্থলে কলমশস্যের অগ্রদেশবৎ পিঙ্গল বর্ণ জটা বিলম্বিত দর্শনেও কিরূপে সে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে? ৪৭ ॥ তোমাকে চান্দ্রায়ণাদি মুনিব্রতধারণে অতিমাত্র ক্ষীণাঙ্গী, দিবাকালীন শশাঙ্করেখাবৎ বিমলিনা এবং তোমার অলঙ্কারধারণের স্থান সকল সূর্য্যকিরণে শ্যামীকৃত দেখিয়াও কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ ব্যথিত না হয়? ৪৮ ॥ তোমার প্রিয়তম নিঃসন্দেহ আপনার রূপগর্ব্বে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। কারণ, তিনি এ যাবৎ তাহার বদনমণ্ডলকে তোমার কুটিলপক্ষ্মবিরাজী মোহনদৃষ্টিবিশিষ্ট নেত্রের গোচরীভূত করিতেছেন না ॥ ৪৯ ॥ হে গৌরি! তুমি আর কত দিন তপস্যায় নিবিষ্ট থাকিবে? আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া কিঞ্চিৎ তপস্যা করিয়াছি, তাহারই অর্দ্ধাংশ লইয়া তুমি তোমার অভীষ্ট বর লাভ কর; কিন্তু সেই বরটি কে, জানিতে সবিশেষ ইচ্ছা করি ॥ ৫০ ॥

ইতি প্রবিশ্যাভিহিতা দ্বিজন্মনা, মনোগতং সা ন শশাক শংসিতুম্।
অথো বয়স্যাং পরিপার্শ্ববর্ত্তিনীং, বিবর্ত্তিতানঞ্জননেত্রমৈক্ষত ॥ ৫১ ॥
সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং, নিবোধ সাধো! তব চেৎ কুতূহলম্।
যদর্থমম্ভোজমিবোষ্ণবারণং, কৃতং তপঃসাধনমেতয়া বপুঃ ॥ ৫২ ॥
ইয়ং মহেন্দ্রপ্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দ্দিগীশানবমত্য মানিনী।
অরূপহার্য্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ, পিনাকপাণিং পতিমাপ্তুমিচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥
অসহ্যহুঙ্কারনিবর্ত্তিতঃ পুরা, পুরারিমপ্রাপ্তমুখঃ শিলীমুখঃ।
ইমাং হৃদি ব্যায়তপাতমক্ষিণোদ্বিশীর্ণমূর্ত্তেরপি পুষ্পধন্বনঃ ॥ ৫৪ ॥
তদাপ্রভৃত্যুন্মদনা পিতুর্গৃহে, ললাটিকাচন্দনধূসরালকা।
ন জাতু বালা লভতে স্ম নির্বৃতিং, তুষারসঙ্ঘাতশিলাতলেষ্বপি ॥ ৫৫ ॥
উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ, সবাষ্পকণ্ঠস্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
অনেকশঃ কিন্নররাজকন্যকা, বনান্তসঙ্গীতসখীররোদয়ৎ ॥ ৫৬ ॥

অভ্যাগত ব্রহ্মচারী এই প্রকারে পার্ব্বতীর মনোগত ভাব উপলব্ধি করিয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু গিরিনন্দিনী স্বয়ং আপনার মনোভাব-প্রকাশে সমর্থ হইলেন না; তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীকে অঞ্জনবিহীন লোচনের সঙ্কেতে উত্তরপ্রদানে ইঙ্গিত করিলেন ॥ ৫১ ॥

(তখন) পার্ব্বতীর সহচরী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, সাধো! যদি আপনার নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়া থাকে, তবে কি কারণে ইনি আপনার সুকুমার দেহকে সূর্য্যতাপবারণার্থ পঙ্কজের ন্যায় তপশ্চরণে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা অবধান করুন ॥ ৫২ ॥ যিনি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রাদি দিক্‌পালবৃন্দকে উপেক্ষা পূর্ব্বক মদনদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, রূপলাবণ্যে যাঁহাকে বশ করা অসম্ভব, এই মানিনী গৌরী সেই পিনাক-পাণিকে পতিলাভে ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥ পূর্ব্বে মদনদেব ভস্মীভূত হইলেও তাঁহার যে শর কার্য্যসম্পাদন না করিয়া মহেশের সুদুঃসহ হুঙ্কার-গর্জ্জনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সায়ক এই কুমারীর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥ তদবধি মদনবিধুরা তিলক-চন্দন-ধূসরিতকুন্তলা এই কুমারী গৌরী তুষার-সংঘাতরূপ শিলাতলেও নির্বৃতিলাভে সমর্থ হন নাই ॥ ৫৫ ॥ পিনাকীর চরিত-সঙ্গীত আরম্ভ হইলে এই রাজবালা গদগদকণ্ঠে স্খলিতস্বরে পরিতাপ করিয়া, এই বনভূমিতে সঙ্গীত করাতে যাহারা সহচরীস্বরূপ

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং, নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ক নীলকণ্ঠ! ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা ॥ ৫৭ ॥
যদা বুধৈঃ সর্ব্বগতস্ত্বমুচ্যসে, ন বেৎসি ভাবস্থমিমং কথং জনম্।
ইতি স্বহস্তোল্লিখিতশ্চ মুগ্ধয়া, রহস্যুপালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫৮ ॥
যদা চ তস্যাধিগমে জগৎপতেরপশ্যদন্যং ন বিধিং বিচিন্বতী।
তদা সহাস্মাভিরনুজ্ঞয়া গুরোরিয়ং প্রপন্না তপসে তপোবনম্ ॥ ৫৯ ॥
দ্রুমেষু সখ্যা কৃতজন্মসু স্বয়ং, ফলং তপঃসাক্ষিষু দৃষ্টমেষ্বপি।
ন চ প্ররোহাভিমুখোঽপি দৃশ্যতে,মনোরথোঽস্যাঃ শশিমৌলিসংশ্রয়ঃ ॥৬০
ন বেদ্মি স প্রার্থিতদুর্লভঃ কদা, সখীভিরস্রোত্তরমীক্ষিতামিমাম্।
তপঃকৃশামভ্যুপপৎস্যতে সখীং, বৃষেব সীতাং তদবগ্রহক্ষতাম্ ॥ ৬১ ॥

হইয়াছে, সেই কিন্নররাজকুমারীদিগকেও বহুবার রোদন করাইয়াছেন ॥ ৫৬। যামিনীর তিন ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে, ইত্যবসরে ইনি কিয়ৎকালের জন্য নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক (কেহ কোন স্থানে নাই,) তথাপি 'নীলকণ্ঠ! তুমি কোথায় গমন করিতেছ?' এই প্রকার অসংলগ্ন বাক্য বলিয়া যেন বাহুপাশ দ্বারা কাহারও কণ্ঠবেষ্টন করিতেছেন, এই প্রকার ভাবে অকস্মাৎ জাগরিত হইতেন ॥ ৫৭ ॥ এই বিমূঢ়া পর্ব্বতনন্দিনী স্বহস্তে শিবমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া 'প্রভো! সুধীবৃন্দ যখন আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তখন এই অভাগিনী যে আপনাতে নিতান্ত অনুরক্তা, ইহা জানিতে পারিতেছেন না কেন,' এই বলিয়া অনেক দিন সেই শশাঙ্কমৌলি শূলপাণিকে নির্জ্জনে ভর্ৎসনা করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥ ইনি সম্যক্ চিন্তা করিয়াও যখন সেই জগৎপতিকে পতি লাভ করার উপায় দেখিলেন না, তখন পিতার আজ্ঞানুসারে আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তপশ্চরণার্থ এই তপোবনে সমুপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ সখী গৌরী কর্ত্তৃক রোপিত তপঃসাক্ষিস্বরূপ এই সমস্ত বনস্পতিও ফলবান্ হইল; কিন্তু সখীর চন্দ্রমৌলিলাভরূপ মনোরথের অঙ্কুরও উৎপন্ন হইল না ॥ ৬০ ॥ সুরপতি যেমন অনাবৃষ্টি দ্বারা বিশোষিত ভূভাগকে (বর্ষণ দ্বারা) অনুগৃহীত করেন, তদ্রূপ কত দিনে সেই বাঞ্ছিতদুর্লভ মহাপুরুষ আমাদের এই তপঃকৃশা সখীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন, জানি না, আমরা সখীজনগণ ইহাঁকে (তপঃকৃশা) দেখিয়া অশ্রুসংবরণে সমর্থ হই না ॥ ৬১ ॥

অগূঢ়সদ্ভাবমিতীঙ্গিতজ্ঞয়া, নিবেদিতো নৈষ্ঠিকসুন্দরস্তয়া।
অয়ীদমেবং পরিহাস ইত্যুমামপৃচ্ছদব্যঞ্জিতহর্ষলক্ষণঃ ॥ ৬২ ॥
অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ, সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্।
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়া মিতাক্ষরং, চিরব্যবস্থাপিতবাগভাষত ॥ ৬৩ ॥
যথা শ্রুতং বেদবিদাং বর! ত্বয়া, জনোঽয়মুচ্চৈঃ পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং, মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে ॥ ৬৪ ॥
অথাহ বর্ণী বিদিতো মহেশ্বরস্তদর্থিনী ত্বং পুনরেব বর্ত্তসে।
অমঙ্গলাভ্যাসরতিং বিচিন্ত্য তং, তবানুবৃত্তিং ন চ কর্ত্তুমুৎসহে ॥ ৬৫ ॥
অবস্তুনির্বন্ধপরে! কথং নু তে, করোঽয়মামুক্তবিবাহকৌতুকঃ।
করেণ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা, সহিষ্যতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্ ॥ ৬৬ ॥
ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং, কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং, গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষি চ ॥ ৬৭ ॥

ইঙ্গিতাভিজ্ঞা সখী কিছুমাত্র গোপন না করিয়া সদভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, চির-ব্রহ্মচারী বিলাস-রসিক অতিথি কিছুমাত্র প্রীতিলক্ষণ প্রকাশ না করিয়া পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই সকল কথা কি সত্য, না পরিহাসমাত্র?" ৬২ ॥

তখন অদ্রিনন্দিনী মুকুলীকৃতাঙ্গলিসম্পন্ন করাগ্রভাগে স্ফাটিকী মালা জড়াইতে জড়াইতে অতিকষ্টে বাক্প্রয়োগ করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন ॥ ৬৩ ॥ হে বেদবিদ্বর! যাহা শুনিলেন, তাহাই সত্য; যথার্থই আমি উচ্চপদলাভে অভিলাষিণী হইয়াছি। এই তুচ্ছ তপশ্চরণ যে আমার অভীষ্টপদার্থপ্রাপ্তি-বিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে তাহাও আমি জানি; তথাপি মনোরথের অগম্য কিছুই নাই ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মচারী (পার্ব্বতীর এই কথা শুনিয়া) কহিলেন, আমি সেই মহেশ্বরকে অবগত আছি, তুমি আবার তাহাকে প্রার্থনা করিতেছ? অমঙ্গলাচরণেই তাহার প্রবৃত্তি; ইহা বিবেচনা করিয়া আমি এ বিষয়ে তোমার কামনার অনুমোদন করিতে পারি না ॥ ৬৫ ॥ হে অসারনির্ব্বন্ধপরায়ণে! যখন সেই মহাদেব তাহার ভুজগবলয়-শোভিত হস্ত দ্বারা তোমার পরিণয়সূত্রমণ্ডিত হস্ত প্রথম ধারণ করিবে, তখন তুমি কিরূপে তাহা সহ্য করিবে? ৬৬ ॥ তুমি নিজেই সমস্ত ভাবিয়া দেখ, নববিবাহিতা বালিকার কলহংসাঙ্কিত পট্টবসন আর শোণিতবিন্দুপরিষিক্ত গজা-

চতুষ্কপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ, পরোঽপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু ॥ ৬৮ ॥
অযুক্তরূপং কিমতঃ পরং বদ, ত্রিনেত্রবক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ।
স্তনদ্বয়েঽস্মিন্ হরিচন্দনাস্পদে, কথং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥
ইয়ঞ্চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা, যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া, মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥ ৭০
দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং, সমাগমপ্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবতস্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥ ৭১ ॥
বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা, দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্বালমৃগাক্ষি ! মৃগ্যতে, তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে ॥৭২।
নিবর্ত্তয়াস্মাদসদীপ্সিতান্মনঃ, ক্ব তদ্বিধস্ত্বং ক্ব চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী, শ্মশানশূলস্য ন যূপসৎক্রিয়া ॥৭৩॥

ন, এই উভয়ে কি কদাচ সংযোগ সম্ভবে ? ৬৭ ॥ তোমার যে পদদ্বয় পুষ্পা- ত দিব্য অট্টালিকায় বিন্যাসের উপযুক্ত, তাহা অলক্তরাগরঞ্জিত হইয়া শবকেশ- কীর্ণ শ্মশানস্থলে বিন্যস্ত হইবে, ইহা শত্রুপক্ষীয়েরাও অনুমোদন করিতে পারে ॥ ৬৮ ॥ ত্রিলোচনের বক্ষঃস্থল যদিও তোমার পক্ষে সুলভ, (সেই বক্ষ লিঙ্গন যদিও তুমি অনায়াসে স্বীকার করিতে পার,) কিন্তু বিবেচনা করিয়া খ, এতদপেক্ষা বিসদৃশ ঘটনা আর কি সম্ভবে ? তোমার যে স্তনদ্বয় হরি- দনে বিলিপ্ত হইবার যোগ্য, চিতাধূলি তথায় স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৯ ॥ ত্যক্ষ আর একটা বিড়ম্বনাও দেখা যাইতেছে। বিবাহান্তে পতিগৃহে ত্রাকালে গজারোহণের পরিবর্ত্তে তোমাকে বৃদ্ধ বৃষভে আরোহণ করিতে খিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও উপহাস করিবে ॥ ৭০ ॥ (অহো !) সম্প্রতি সেই হেশ্বরের সমাগম-প্রার্থনায় দুইটি বস্তু শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে ;—প্রথম দ্রমার সেই কান্তিমতী কলা আর জগতের নেত্রকৌমুদীরূপিণী তুমি ॥ ৭১ ॥ ই শিবের দেহ বিরূপাক্ষ (বিষমনেত্রবিশিষ্ট), পরিচয় কেহই জানে না, গম্বরাবস্থা দর্শনেই ঐশ্বর্য্যের বিষয় সপ্রমাণ হইতেছে। অয়ি বালমৃগাক্ষি ! বরে যে গুণ বাঞ্ছনীয়, সেই শিবে তাহার একটিও বিদ্যমান আছে কি ? ৭২ ॥ তএব নিজের এই অসদ্বাসনা হইতে মনকে নিবর্ত্তিত কর। তাদৃশ শিবই বা

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূলবাদিনি, সবেপমানাধরলক্ষ্যকোপয়া।
বিকুঞ্চিতভ্রূলতমাহিতে তয়া, বিলোচনে তির্য্যগুপান্তলোহিতে ॥ ৭৪॥
উবাচ চৈনং পরমার্থতো হরং, ন বেৎসি নূনং যত এবমাথ মাম্।
অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং, দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥ ৭৫॥
বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং, নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ, কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ ॥ ৭৬॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং, ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে, ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥৭৭॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা, গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং, ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ ॥ ৭৮ ॥

কোথায় আর পুণ্যলক্ষণা তুমিই বা কোথায় অর্থাৎ সেরূপ পরিণয় কদাচ সম্ভবে না। যজ্ঞীয়যূপে যে পূজনাদি ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, শ্মশানে নিখাত বধ্যশূলের উপর তাহা সম্পাদন করিতে সজ্জনেরা কদাচ বাসনা করেন না ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মচারী এই প্রকার প্রতিকূলবাক্য প্রয়োগ করিলে পার্ব্বতীর অধরদেশ বিকম্পিত হইয়া রোষের সূচনা প্রকাশ করিল, ভ্রূলতিকা আকুঞ্চিত হইল এবং লোচনযুগল তির্য্যগ্‌ভাবে নিক্ষিপ্ত ও তদুপান্তদেশ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল ॥ ৭৪॥ তখন তিনি ব্রহ্মচারীকে বলিতে লাগিলেন, "আপনি মহেশ্বরের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু অবগত নহেন; সেই জন্যই আমাকে এরূপ বলিতেছেন। যাহারা মূর্খ, তাহারাই মহাপুরুষগণের দুর্ব্বোধ্য অলৌকিক চরিত্রের এই প্রকার অপবাদ করে ॥ ৭৫ ॥ বিপৎপ্রতীকারপরায়ণ কিংবা ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তিই (গন্ধমাল্যাদি) মাঙ্গল্যবস্তুর ব্যবহার করে; কিন্তু যিনি ব্রহ্মাণ্ডের শরণ্য ও নিষ্কাম, ঐ সকল আশামরীচিকা-দূষিত অন্তর্বৃত্তিপূর্ণ মাঙ্গল্যদ্রব্যে তাঁহার কি প্রয়োজন? ৭৬ ॥ তিনি অকিঞ্চন (নির্ধন) হইলেও নিখিল সম্পদের নিদান; শ্মশানবাসী হইলেও ত্রিলোকের অধিপতি এবং ভীমদর্শন হইলেও সৌম্যমূর্ত্তি; সুতরাং সেই পিনাকীর প্রকৃততত্ত্ববেত্তা সংসারে কেহই নাই ॥ ৭৭ ॥ সেই বিশ্বমূর্ত্তি মহেশ্বরের দেহ বিভূষণোদ্ভাসিত বা ভুজগবেষ্টিত, গজাজিনাচ্ছন্ন বা দুকূলপরিহিত, কপালধারী বা ইন্দুরেখাবিমণ্ডিত, ইহা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ নহে ॥ ৭৮॥

তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে, ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং, বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥ ৭৯
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ, প্রভিন্নদিগ্‌বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা, বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলী॥ ৮০
বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা, ত্বয়েকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং, কথং স লক্ষ্যপ্রভবো ভবিষ্যতি॥ ৮১
অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া, তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং, ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে॥ ৮২॥
নিবার্য্যতামালি! কিমপ্যয়ং বটুঃ, পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে, শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥৮
ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী, চচাল বালা স্তনভিন্নবল্কলা।
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ, সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ॥ ৮৪॥

চিতাভস্মধূলি তাঁহার শরীরস্পর্শে নিঃসন্দেহই পবিত্রতার হেতু হইয়া থাকে; নতুব তাঁহার নৃত্যকালে সেই ভস্ম নিপতিত হইলে সুরবৃন্দ তাহা মস্তকোপরি বিলেপ করেন কেন? ॥ ৭৯॥ সম্পদ্‌বিহীন মহাদেব যখন বৃষভারোহণে গমন করেন মদস্রাবী বারণারূঢ় সুররাজ তখন তাঁহার পদে মস্তক অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রস্ফুটি কল্পতরুপুষ্পের পরাগে সেই পদাঙ্গুলীসকল শোণিতবর্ণ করেন॥ ৮০। তোমা আত্মবিস্মৃতি (মনোবিকার) হইয়াছে বলিয়াই শিবের প্রতি দোষারোপ করিতেছ কিন্তু নিন্দাচ্ছলে একটি সাধুবাক্য তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। মনীষি গণ যে ঈশ্বরকে বিধাতারও উৎপত্তিহেতু বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহার জন্ম পরিচয় কিরূপে জানা সম্ভব হইতে পারে? ৮১॥ যাহা হউক, বিবাদে আবশ্যক নাই; আপনি যেরূপ শ্রুত আছেন, মহেশ্বর সম্যক্‌রূপে তদ্রূপই হউন; কিন্ত আমার চিত্ত একমাত্র তাঁহাতেই নিতান্ত আসক্ত রহিয়াছে। কামবৃত্তি (স্বেচ্ছা চারী) ব্যক্তি অপাত্রসঙ্গমজন্য অপবাদে ভীত হয় না॥ ৮২॥ হে সখি! এই বটুক পুনর্ব্বার কি বলিবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছে, (বাক্যপ্রয়োগার্থ) উহার অধর বিকম্পিত হইতেছে; উহাকে নিষেধ কর। যে ব্যক্তি মহাপুরুষের নিন্দা করে, সে যে স্বয়ংপাতকের ভাগী হয়, তাহা নহে, যে উহা শ্রবণ করে, তাহাকেও পাপে নিমগ্ন হইতে হয়॥ ৮৩॥ অথবা এ স্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করি।"

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ, শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥৮৫॥
অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসঃ,ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ, ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে ॥৮৬॥
ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ তপঃফলোদয়ো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ॥৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্।
দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামিতি ॥ ১ ॥

গৌরী এই বলিয়া যেমন গাত্রোত্থানের উদ্যম করিলেন, অমনই তাঁহার পয়োধর হইতে বল্কল স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন বৃষধ্বজ মহেশ্বর আপনার মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সস্মিতবদনে তাঁহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

সদাশিবকে নেত্রগোচর করিবামাত্র শৈলনন্দিনীর অঙ্গযষ্টি স্বেদাক্ত হইল; তিনি কম্পান্বিতকলেবরে পদক্ষেপের জন্য একটি চরণ উত্তোলন করিলেন বটে; কিন্তু পথিমধ্যে পর্ব্বত কর্ত্তৃক রুদ্ধগতি হইলে নদী যেমন আকুলিত হয়, সেইরূপ গতিরোধ হওয়ায় তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না, প্রত্যাগমন করিতেও সমর্থ হইলেন না, (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় অবস্থিত রহিলেন) ॥ ৮৫ ॥ তখন চন্দ্রচূড় "অয়ি সন্নতগাত্রি! অদ্য হইতে তোমার তপঃপ্রভাবে আমি ক্রীতদাস হইলাম," এই কথা বলিলে, গৌরী তৎক্ষণাৎ তপস্যাজনিত সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। বস্তুতঃ অভীষ্টসিদ্ধি হইলে (পূর্ব্বজাত) ক্লেশ পুনরায় নবভাব ধারণ করে অর্থাৎ স্বচ্ছন্দতাবিধান করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

তদনন্তর পার্ব্বতী সখী দ্বারা বিশ্বাত্মা মহেশ্বরের নিকট নির্জ্জনে বলিলেন, (ভগবন্!) অদ্রিপতি হিমালয় আমার সম্প্রদানকর্ত্তা, ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন॥" ১॥ বসন্তানু-

তয়া ব্যাহৃতসন্দেশা সা বভৌ নিভৃতা প্রিয়ে।
চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে মধৌ পরভৃতোন্মুখী ॥ ২ ॥
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় বিসৃজ্য কথমপ্যুমাম্।
ঋষীন্ জ্যোতির্ম্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মরশাসনঃ ॥ ৩ ॥
তে প্রভামণ্ডলৈর্ব্যোম দ্যোতয়ন্তস্তপোধনাঃ।
সারুন্ধতীকাঃ সপদি প্রাদুরাসন্ পুরঃ প্রভোঃ ॥ ৪ ॥
আপ্লুতাস্তীরমন্দারকুসুমোৎকিরবীচিষু।
ব্যোমগঙ্গাপ্রবাহেষু দিঙ্নাগমদগন্ধিষু ॥ ৫ ॥
মুক্তাযজ্ঞোপবীতানি বিভ্রতো হৈমবল্কলাঃ।
রত্নাক্ষসূত্রাঃ প্রব্রজ্যাং কল্পবৃক্ষা ইবাশ্রিতাঃ ॥ ৬ ॥
অধঃপ্রস্থাপিতাশ্বেন সমাবর্জ্জিতকেতুনা।
সহস্ররশ্মিনা সাক্ষাৎ সপ্রণামমুদীক্ষিতাঃ ॥ ৭ ॥
আসক্তবাহুলতয়া সার্দ্ধমুদ্ধৃতয়া ভুবা।
মহাবরাহদংষ্ট্রায়াং বিশ্রান্তাঃ প্রলয়াপদি ॥ ৮ ॥

[রা]গিণী সহকারশাখা সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক যেরূপ কোকিলামুখে বসন্তের [স]হিত আলাপ করে, তদ্রূপ প্রিয় মহেশ্বরে অনুরাগিণী উমা সখীমুখে ঐরূপ [ব]লিয়া তথায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২ ॥

তখন মদনমথন মহেশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া অতিক্লেশে পার্ব্বতীকে পরিহার পুরঃ-[স]র জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষিকে স্মরণ করিলেন ॥ ৩ ॥ আশু সপ্তর্ষিবৃন্দও তেজোরাশিতে [গ]গনতল সমুদ্ভাসিত করিয়া অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে প্রভুসমীপে আবির্ভূত হই-লেন ॥ ৪ ॥ তাঁহারা তীরস্থিত মন্দারতরুচ্যুত-পুষ্পবিক্ষেপি-তরঙ্গ-সমাকুল, দিগ্‌গজ-[গ]ণের মদগন্ধে সুগন্ধী মন্দাকিনীসলিলে স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ তাঁহারা [মু]ক্তাময় যজ্ঞসূত্র, কাঞ্চনবল্কল ও রত্নময়ী জপমালা ধারণ পূর্ব্বক আগমন করাতে [যে]ন প্রস্থাবলম্বী কল্পতরুর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ ইঁহারা আদিত্য-মণ্ডলের উর্দ্ধভাগে অবস্থান করেন; সুতরাং সূর্য্যদেব নিজ পতাকা অধোমুখী করিয়া নিম্নে অশ্বচালন পূর্ব্বক গমনের আদেশ-প্রতীক্ষায় প্রণতিপুরঃসর অবস্থিতি করেন ॥ ৭ ॥ প্রলয়সঙ্কটকালে মহাবরাহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতা পৃথিবী যখন পতনাশঙ্কায় বরাহদেবের দন্তে বাহুলতিকা লগ্ন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন এই

সর্গশেষপ্রণয়নাদ্‌বিশ্বযোনেরনন্তরম্।
পুরাতনাঃ পুরাবিদ্ভির্ধাতার ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥ ৯॥
প্রাক্তনানাং বিশুদ্ধানাং পরিপাকমুপেয়ুষাম্।
তপসামুপভুঞ্জানাঃ ফলান্যপি তপস্বিনঃ॥ ১০॥
তেষাং মধ্যগতা সাধ্বী পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা।
সাক্ষাদিব তপঃসিদ্ধির্বভাসে বহ্বরুন্ধতী॥ ১১॥
তামগৌরবভেদেন মুনীংশ্চাপশ্যদীশ্বরঃ।
স্ত্রীপুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাম্॥ ১২॥
তদ্দর্শনাদভূচ্ছম্ভোর্ভূয়ান্ দারার্থমাদরঃ।
ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্ম্যাণাং সৎপত্ন্যো মূলকারণম্॥ ১৩॥
ধর্ম্মেণাপি পদং শর্ব্বে কারিতে পার্ব্বতীং প্রতি।
পূর্ব্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ॥ ১৪॥
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মানয়িত্বা জগদ্‌গুরুম্।
ইদমূচুরনূচানাঃ প্রীতিকণ্টকিতত্বচঃ॥ ১৫॥

সপ্তর্ষিও সেই সঙ্গে অবস্থিত ছিলেন॥ ৮॥ বিধাতৃসৃষ্টির অবশিষ্ট সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করাতে পুরাবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক ইঁহারা প্রাচীন বিধাতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন॥৯॥ পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত বিশুদ্ধ তপঃফলসম্ভোগ করিয়াও ইঁহারা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হন নাই॥ ১০॥ সপ্তর্ষিগণের মধ্যবর্ত্তিনী অরুন্ধতী পতি বশিষ্ঠের পদদ্বয়ে নেত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক যেন তাঁহাদিগের মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধির ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন॥ ১১। অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি সকলকেই শূলপাণি সমান সমাদর করিলেন। বস্তুতঃ সাধুগণ চরিত্রেরই আদর করেন, স্ত্রী-পুরুষ বিচার করেন না॥ ১২॥ অরুন্ধতীকে দর্শনমাত্র দারপরিগ্রহে ত্রিনয়নের অতীব আগ্রহ সঞ্জাত হইল। কেন না, পতিপরায়ণা ভার্য্যাই ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ হেতু॥ ১৩॥ 'সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে,' এই বিধি মহেশ্বরের পার্ব্বতীগ্রহণবাসনা উৎপাদন করিলে পূর্ব্বাপরাধভীত মদনের মনে পুনর্জ্জীবনাশার সঞ্চার হইল॥ ১৪॥

তখন বেদবেদাঙ্গবিৎ ঋষিবৃন্দ প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া জগদ্‌গুরু মহেশ্বরের অর্চ্চনা পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৫॥ (হে প্রভো!) আমরা যে

যদ্‌ব্রহ্ম সম্যগাম্নাতং যদগ্নৌ বিধিনা হুতম্।
যচ্চ তপ্তং তপস্তস্য বিপক্বং ফলমদ্য নঃ ॥ ১৬ ॥
যদধ্যক্ষেণ জগতাং বয়মারোপিতাস্ত্বয়া।
মনোরথস্যাবিষয়ং মনোবিষয়মাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥
যস্য চেতসি বর্ত্তেথাঃ স তাবৎ কৃতিনাং বরঃ।
কিং পুনর্ব্রহ্মযোনের্যস্তব চেতসি বর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥
সত্যমর্কাচ্চ সোমাচ্চ পরমধ্যাস্মহে পদম্।
অদ্য তূচ্চৈস্তরং তাভ্যাং স্মরণানুগ্রহাত্তব ॥ ১৯ ॥
ত্বৎসম্ভাবিতমাত্মানং বহু মন্যামহে বয়ম্।
প্রায়ঃ প্রত্যয়মাধত্তে স্বগুণেষূত্তমাদরঃ ॥ ২০ ॥
যা নঃ প্রীতির্বিরূপাক্ষ! ত্বদনুধ্যানসম্ভবা।
সা কিমাবেদ্যতে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ ২১ ॥
সাক্ষাদ্দৃষ্টোঽসি ন পুনর্বিদ্মস্ত্বাং বয়মঞ্জসা।
প্রসীদ কথয়াত্মানং ন ধিয়াং পথি বর্ত্তসে ॥ ২২ ॥

াবিধি বেদপাঠ করিয়াছি, যথানিয়মে অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করিয়াছি, ার যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার ফল অদ্য পরিপূর্ণ হইল ॥ ১৬ ॥ আপনি গতের অধ্যক্ষ হইয়াও আমাদিগকে আপনার বাসনার অগোচরীভূত হৃদয়ে তিষ্ঠিত করাতে (আপনি আমাদিগের অন্বেষণ করাতে) আমরা পরম ংকর্ষ প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৭ ॥ আপনি যাহার চিত্তমন্দিরে বিরাজিত থাকেন, তার্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অগ্রণী; আপনার হৃদয় ব্রহ্মার উৎ-ত্তিস্থল; সেই হৃদয়ে যে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহার বিষয় আর কি বলিব? ১৮ ॥ মরা চন্দ্রসূর্য্যাপেক্ষাও উচ্চস্থানে অধিষ্ঠান করি সত্য, কিন্তু আপনার স্মরণ-সাদে অদ্য আমরা তদপেক্ষাও উচ্চতর স্থান লাভ করিলাম ॥ ১৯ ॥ আপনা র্তৃক সৎকৃত হইয়া আমরা আত্মাকে যার পর নাই কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলাম। ন না, মহাজনকৃত সৎকার প্রায়ই লোকের নিজ গুণের প্রতি-প্রত্যয় উৎপাদন রে ॥২০॥ হে বিরূপাক্ষ! আপনি নিরন্তর দেহিগণের অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন। াপনি স্মরণ করাতে আমরা যে আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা আপনার নিকট ্যক্ত করা অনাবশ্যক ॥ ২১ ॥ আমরা প্রত্যক্ষ আপনাকে দেখিয়াও আপনার

কিং যেন সৃজসি ব্যক্তমুত যেন বিভর্ষি তৎ।
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্তা ভাগঃ কতম এষ তে ॥ ২৩ ॥
অথবা সুমহত্যেষা প্রার্থনা দেব! তিষ্ঠতু।
চিন্তিতোপস্থিতাংস্তাবৎ শাধি নঃ করবাম কিম্॥ ২৪ ॥
অথ মৌলিগতস্যেন্দোর্বিশদৈর্দশনাংশুভিঃ।
উপচিন্বন্ প্রভাং তন্বীং প্রত্যাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
বিদিতং বো যথা স্বার্থা ন মে কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ।
নন্বু মূর্ত্তিভিরষ্টাভিরিত্থম্ভূতোঽস্মি সূচিতঃ ॥ ২৬ ॥
সোঽহং তৃষ্ণাতুরৈর্বৃষ্টিং বিদ্যুত্বানিব চাতকৈঃ।
অরিবিপ্রকৃতৈর্দেবৈঃ প্রসূতিং প্রতি যাচিতঃ ॥ ২৭ ॥
অত আহর্ত্তুমিচ্ছামি পার্ব্বতীমাত্মজন্মনে।
উৎপত্তয়ে হবির্ভোক্তুর্যজমান ইবারণিম্ ॥ ২৮ ॥

তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না; অনুকম্পা পুরঃসর স্বীয় স্বরূপ বুঝাই[illegible] দিউন। আপনি আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর ॥ ২২ ॥ এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট মূর্ত্তি আপনার কোন্ মূর্ত্তি? যে মূর্ত্তিতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা কি সেই মূর্ত্তি? অথবা যে মূর্ত্তিতে চরাচর বিশ্ব পালন করেন, তাহা কিংবা যে মূর্ত্তিতে জগতের সংহার করেন, সেই মূর্ত্তি? ২৩ ॥ অথবা অতীব দুর্ব্বোধ্য বলিয়া আপনা[র] স্বরূপনির্দ্দেশরূপ মহতী প্রার্থনায় এখন আবশ্যক নাই। স্মরণমাত্র আমরা উপস্থি[ত] হইয়াছি; আমরা কি করিব, অনুমতি করুন ॥ ২৪ ॥

তদনন্তর পরমেশ্বর মহেশ্বর শুভ্রবর্ণ দশনচ্ছটায় ললাটস্থ চন্দ্রকলার ক্ষীণপ্রভ[া] সংবর্দ্ধিত করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ২৫ ॥ হে মুনিবৃন্দ! আমার কোন কর্ম্ম[ই] স্বার্থসাধনার্থ নহে, তাহা আপনারা জ্ঞাত আছেন। আমার অষ্টমূর্ত্তিই এইরূপ পরার্থসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্তি প্রকাশ করিতেছে ॥ ২৬ ॥ * তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেরূপ মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, তদ্রূপ সুরবৃন্দ শত্রু কর্তৃক উদ্বেজিত হইয়া আমার সন্তানোৎপত্তি প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ সেই হেতু আমি, যজমান যেমন অনলোৎপাদনার্থ অরণিকাষ্ঠ সঞ্চয় করেন, তদ্রূপ পুত্রোৎপাদনার্থ গৌরীকে

---

* অষ্টমূর্ত্তি যথা—ক্ষিতিমূর্ত্তি—শর্ব্ব; জলমূর্ত্তি—ভব; বহ্নিমূর্ত্তি—রুদ্র; বায়ুমূর্ত্তি—উগ্র। আকাশমূর্ত্তি—ভীম; সোমমূর্ত্তি—মহাদেব; সূর্য্যমূর্ত্তি—ঈশান; যজমানমূর্ত্তি—পশুপতি।

তামস্মদর্থে যুষ্মাভির্যাচিতব্যো হিমালয়ঃ।
বিক্রিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদনুষ্ঠিতাঃ ॥ ২৯ ॥
উন্নতেন.স্থিতিমতা ধুরমুদ্‌বহতা ভুবঃ।
তেন.যোজিতসম্বন্ধং বিত্ত মামপ্যবঞ্চিতম্‌ ॥ ৩০ ॥
এবং বাচ্যঃ স কন্যার্থমিতি বো নোপদিশ্যতে।
ভবৎপ্রণীতমাচারমামনন্তি হি সাধবঃ ॥ ৩১ ॥
আর্য্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি।
প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্‌ভতা ॥ ৩২ ॥
তৎ প্রয়াতৌষধিপ্রস্থং সিদ্ধয়ে হিমবৎপুরম্‌।
মহাকোশীপ্রপাতেঽস্মিন্‌ সঙ্গমঃ পুনরেব নঃ ॥ ৩৩ ॥
তস্মিন্‌ সংযমিনামাদ্যে জাতে পরিণয়োন্মুখে।
জহুঃ পরিগ্রহব্রীড়াং প্রাজাপত্যাস্তপস্বিনঃ ॥ ৩৪ ॥
ততঃ পরমমিত্যুক্ত্বা প্রতস্থে মুনিমণ্ডলম্‌।
ভগবানপি সম্প্রাপ্তঃ প্রথমোদ্দিষ্টমাস্পদম্‌ ॥ ৩৫ ॥

হবণ করিতে বাসনা করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ আপনারা আমার জন্য হিমাদ্রিসকাশে র্ব্বতীকে প্রার্থনা করুন। সাধুজনানুষ্ঠিত সম্বন্ধ কদাচ ব্যর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ ত, স্থিতিশীল, ধরাধারণসমর্থ হিমাদ্রির সহিত এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে আমারও ্যাদাহানি হইবে না ॥ ৩০ ॥ কন্যার জন্য হিমাচলকে কি প্রকার বলিতে হইবে, হা আপনাদিগকে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আপনারা যে ধি প্রণয়ন করিয়াছেন, সাধুগণ তাহাকেই আচরণীয় বলিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥ র্য্যা অরুন্ধতীও এই কার্য্যে সহায়তা করিতে পারেন। যেহেতু, এই সমস্ত কার্য্যে ীজনেরই অধিকতর চাতুর্য্য দেখা যায় ॥ ৩২ ॥ অতএব কার্য্যসাধনার্থ আপনারা াদ্রির রাজধানী ওষধিপ্রস্থে যাত্রা করুন। এই মহাকোশীপ্রপাতে পুনরায়, দিগের মিলন হইবে ॥ ৩৩ ॥

ংযমিপ্রবর পশুপতি দারপরিগ্রহে সমুদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া প্রজাপতিনন্দন ন্দ তাঁহাদের পরিণয়জনিত লজ্জা বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর তাঁহারা স্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান্‌ পশুপতিও পূর্ব্বোক্ত (মহাকোশীপ্রপাত) প্রস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ মনোবেগগামী ঋষিবৃন্দ অসিবৎ শ্যামবর্ণ গগনপথে

তে চাকাশমসিশ্যামমুৎপত্য পরমর্ষয়ঃ।
আসেদুরোষধিপ্রস্থং মনসা সমরংহসঃ॥ ৩৬॥
অলকামতিবাহ্যৈব বসতিং বসুসম্পদাম্।
স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতম্॥ ৩৭॥
গঙ্গাস্রোতঃপরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তর্জ্বলিতৌষধি।
বৃহন্মণিশিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্॥ ৩৮॥
জিতসিংহভয়া নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ।
রক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ পৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ॥ ৩৯॥
শিখরাসক্তমেঘানাং ব্যজ্যন্তে যত্র বেশ্মনাম্।
অনুগর্জ্জিতসন্দিগ্ধাঃ করণৈর্মুরজস্বনাঃ॥ ৪০॥
যত্র কল্পদ্রুমৈরেব বিলোলবিটপাংশুকৈঃ।
গৃহযন্ত্রপতাকাশ্রীরপৌরাদরনির্ম্মিতা॥ ৪১॥
যত্র স্ফটিকহর্ম্ম্যেষু নক্তমাপানভূমিষু।
জ্যোতিষাং প্রতিবিম্বানি প্রাপ্নুবন্ত্যুপহারতাম্॥ ৪২॥

গমন করত ওষধিপ্রস্থে সমুত্তীর্ণ হইলেন॥ ৩৬॥ ধনসম্পদের আস্পদ অলকাপুরী কিয়দংশ গ্রহণ পূর্ব্বক এবং অমরাবতীর অতিরিক্ত জনসমূহকে নিষ্কাশিত করিয়াই যেন এই ওষধিপ্রস্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে॥ ৩৭॥ ঐ পুরী গঙ্গাপ্রবাহে সংবেষ্টিত উহার প্রাকারমধ্যে ওষধিলতা সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে; অত্যুন্নত প্রাচীর সকল মণি মাণিক্যে খচিত; সুতরাং উহার প্রাচীরবেষ্টন অকৃত্রিম হইলেও পরম সুদৃশ্য॥৩৮ বারণকুল এখানে সিংহ হইতে ভীত হয় না; তুরগগণ ভূবিবর হইতে সঞ্জাত হয় যক্ষ ও কিন্নরেরা এই স্থানের অধিবাসী এবং বনদেবীগণই পুরবালা॥ ৩৯॥ মেঘ রাজি এই পুরীর গৃহশিখরে সংলগ্ন থাকে; সুতরাং গৃহাভ্যন্তরে বাদ্যমান মুরজধ্বনি শুনিলে জলদগর্জ্জন বলিয়া সন্দেহ হয়; কেবল লয়াদি দ্বারা মুরজধ্বনি বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়॥ ৪০॥ এখানে শাখাগুলিতে চীনাংশুক (বস্ত্রবিশেষ) বিলম্বিত থাকাতে কল্পতরুরাজি পুরবাসিগণের অযত্নরচিত ধ্বজদণ্ডসমন্বিত পতাকার কার্য্য সম্পাদন করে অর্থাৎ উহা যেন অযত্নস্থাপিত পতাকার ন্যায় শোভা পায়॥৪১ যামিনীযোগে এই স্থানে তারকামালা স্ফটিকময় হর্ম্ম্যসমূহে বিরচিত পানস্থলীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া কুসুমোপহারের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ৪২।

যত্রৌষধিপ্রকাশেন নক্তং দর্শিতসঞ্চরাঃ ।
অনভিজ্ঞাস্তমিস্রাণাং দুর্দ্দিনেষ্বভিসারিকাঃ ॥ ৪৩ ॥
যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নান্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ ।
রতিখেদসমুৎপন্না নিদ্রা সংজ্ঞাবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
ভ্রূভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৈর্ললিতাঙ্গুলিতর্জ্জনৈঃ ।
যত্র কোপৈঃ কৃতাঃ স্ত্রীণামাপ্রসাদার্থিনঃ প্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥
সন্তানকতরুচ্ছায়াসুপ্তবিদ্যাধরাধ্বগম্ ।
যস্য চোপবনং বাহ্যং গন্ধবদ্‌গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৬ ॥ (কুলকম্)
অথ তে মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবতং পুরম্ ।
স্বর্গাভিসন্ধি সুকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে ॥ ৪৭ ॥
তে সদ্মনি গিরের্বেগাদুন্মুখদ্বাঃস্থবীক্ষিতাঃ ।
অবতেরুর্জটাভারৈর্লিখিতানলনিশ্চলৈঃ ॥ ৪৮ ॥
গগনাদবতীর্ণা সা যথাবৃদ্ধপুরঃসরা ।
তোয়ান্তর্ভাস্করালীব রেজে মুনিপরম্পরা ॥ ৪৯ ॥

ই নগরে মেঘাচ্ছন্ন দিনে রজনীযোগে ওষধিসমূহ সমুদ্ভাসিত হইয়া সমন্তাৎ লোকিত করাতে অভিসারিকারা অন্ধকার বোধ করিতে পারে না ॥ ৪৩ ॥ স্থানে চিরদিনই যৌবন বিদ্যমান; মদন ব্যতীত অন্য উৎপীড়ক নাই; তখেদজাত নিদ্রা ব্যতীত কোন প্রকার সংজ্ঞাবিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৪ ॥ ত্য প্রণয়িনীগণ কুপিত হইয়া ভ্রূভঙ্গিসহকারে কটাক্ষপাত, ওষ্ঠকম্পন ও লিতর্জ্জন করিলে, যাবৎ তাঁহাদিগের কোপশান্তি না হয়, তাবৎ যুবকগণ ন্ন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ যে গন্ধমাদনগিরির সন্তানক-চ্ছায়ায় বিদ্যাধররূপ পথিকেরা শয়ান হইয়া বিশ্রাম লাভ করে, সেই সুগন্ধ-পর্ব্বতপতি ইহার বাহ্যোদ্যান ॥ ৪৬ ॥

তদনন্তর দিব্যর্ষিবৃন্দ হিমালয়ের রাজধানী দর্শন পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেন, স্বর্গলাভাকাঙ্ক্ষায় পুণ্যসঞ্চয় করা প্রয়োজনীয়, এ কথা প্রতারণা মাত্র ॥ ৪৭ ॥ ন্তর তাঁহারা বেগে ওষধিপ্রস্থনগরীতে অবতীর্ণ হইলেন। দ্বারপালেরা তাঁহা-দিগের চিত্রলিখিত অগ্নিশিখাতুল্য নিশ্চল জটাজুট ঊর্দ্ধনেত্রে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তাঁহারা নভোমার্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠানুক্রমে অবস্থিত

তানর্ঘ্যামর্ঘ্যমাদায় দূরাৎ প্রত্যুদ্যযৌ গিরিঃ।
নময়ন্ সারগুরুভিঃ পাদন্যাসৈর্বসুন্ধরাম্॥ ৫০ ॥
ধাতুতাম্রাধরঃ প্রাংশুর্দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ।
প্রকৃত্যৈব শিলোরস্কঃ সুব্যক্তো হিমবানিতি॥ ৫১ ॥
বিধিপ্রযুক্তসৎকারৈঃ স্বয়ং মার্গস্য দর্শকঃ।
স তৈরাক্রাময়ামাস শুদ্ধান্তং শুদ্ধকর্ম্মভিঃ॥ ৫২ ॥
তত্র বেত্রাসনাসীনান্ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
ইত্যুবাচেশ্বরান্ বাচং প্রাঞ্জলির্ভূধরেশ্বরঃ॥ ৫৩ ॥
অপমেঘোদয়ং বর্ষমদৃষ্টকুসুমং ফলম্।
অতর্কিতোপপন্নং বো দর্শনং প্রতিভাতি মে॥ ৫৪ ॥
মূঢ়ং বুদ্ধমিবাত্মানং হৈমীভূতমিবায়সম্।
ভূমের্দিবমিবারূঢ়ং মন্যে ভবদনুগ্রহাৎ॥ ৫৫ ॥

হইলে সলিলগর্ভে প্রতিবিম্বিত আদিত্যশ্রেণীবৎ শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ৪৯॥ হিমাচল অর্ঘ্য লইয়া সারবত্তা হেতু গুরুভার-চরণবিক্ষেপে ধরাতল অবনত করিয়া দূর হইতে পূজনীয় ঋষিবৃন্দের প্রত্যুদ্গমন করিলেন॥ ৫০॥ তাঁহার ওষ্ঠাধর গৈরিকাদি ধাতুর ন্যায় লোহিতবর্ণ, দেহ দেবদারুতরুর ন্যায় সুদীর্ঘ, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত এবং বক্ষঃপ্রদেশ স্বতঃসিদ্ধ পাষাণখণ্ডের ন্যায় বিশাল; এই সমস্ত (লক্ষণ) দর্শনে ইনিই সেই স্থাবরাত্মক হিমাদ্রি বলিয়া স্পষ্টই প্রতীত হইল॥ ৫১॥

হিমাদ্রি সেই সমস্ত পবিত্রকর্ম্মা ঋষিবৃন্দের যথাবিধি অর্চ্চনা পূর্ব্বক স্বয়ং পথ প্রদর্শক হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া চলিলেন॥ ৫২॥ তথায় ঋষিগণ বেত্রাসনে সমাসীন হইলে অদ্রিরাজ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক করপুটে তাঁহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫৩॥ আপনাদিগের এই অতর্কিত দর্শনলাভ বিনা মেঘে জলবর্ষণ ও বিনা পুষ্পে ফলোদয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে॥ ৫৪॥ আমার বোধ হইতেছে, আমি যেন জ্ঞানশূন্য ছিলাম, (অধুনা) আপনাদিগের এই অনুগ্রহে প্রবুদ্ধ (জ্ঞানবান্) হইলাম; আমি যেন ভূতলে ছিলাম, এখন স্বর্গারূঢ় হইলাম॥ ৫৫॥ অপনাদিগের শুভাগমনে অদ্য হইতে আমি জীবকুলের বিশ্বা

অদ্য প্রভৃতি ভূতানামধিগম্যোঽস্মি শুদ্ধয়ে ।
যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে ॥ ৫৬ ॥
অবৈমি পূতমাত্মানং দ্বয়েনৈব দ্বিজোত্তমাঃ ।
মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাপ্রপাতেন ধৌতপাদাম্ভসা চ বঃ ॥ ৫৭ ॥
জঙ্গমং প্রৈষ্যভাবে বঃ স্থাবরং চরণাঙ্কিতম্ ।
বিভক্তানুগ্রহং মন্যে দ্বিরূপমপি মে বপুঃ ॥ ৫৮ ॥
ভবৎসম্ভাবনোত্থায় পরিতোষায় মূর্চ্ছতে ।
অপি ব্যাপ্তদিগন্তানি নাঙ্গানি প্রভবন্তি মে ॥ ৫৯ ॥
ন কেবলং দরীসংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ ।
অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোঽপি পরং তমঃ ॥ ৬০ ॥
কর্ত্তব্যং বো ন পশ্যামি স্যাচ্চেৎ কিং নোপপদ্যতে ।
মন্যে মৎপাবনায়ৈব প্রস্থানং ভবতামিহ ॥ ৬১ ॥

ক তীর্থরূপে পরিণত হইলাম। যেহেতু, যেখানে আপনাদিগের ন্যায় পুরুষবৃন্দের অধিষ্ঠান, তাহা তীর্থ বলিয়াই গণনীয় হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ দ্বিজোত্তমবৃন্দ! আমি দুইটি পদার্থ দ্বারাই আত্মাকে পবিত্র জ্ঞান করিতেছি। ম, মস্তকোপরি মন্দাকিনীর সলিলধারাপতন, দ্বিতীয়, আপনাদিগের পাদধৌত ॥ ৫৭ ॥ আমার দেহ স্থাবর জঙ্গম এই দুই প্রকার হইলেও আপনাদিগের াদে ঐ দ্বিবিধ দেহই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অনুগৃহীত হইয়াছে। স্থাবরদেহ পনাদিগের কিঙ্করর‍ূপে সংস্থিত এবং জঙ্গমদেহ আপনাদিগের পদচিহ্নে ঙ্কত ॥ ৫৮ ॥ আপনাদিগের অনুকম্পাজনিত হর্ষ এত অপরিমিত হইয়াছে যে, মার দিগন্তব্যাপী দেহেও তাহার স্থানসঙ্কুলন অসম্ভব ॥ ৫৯ ॥ আপনাদিগের জোময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাবে কেবল যে আমার গুহাগত তিমিররাশি অপসৃত ল, তাহা নহে; অধিকন্তু আমার অন্তরস্থ রজোগুণের পরবর্ত্তী অজ্ঞানতিমিরও দূরিত হইল ॥ ৬০ ॥ আমার এ স্থানে আপনাদিগের ত কোন কর্ম্মই (প্রয়োজন) হইতেছে না, যদি থাকে, তবে তাহা সম্পন্ন হইতেছে না কেন? আমার বিত্রতাবিধানার্থই বোধ হয় এখানে আপনাদিগের পদার্পণ হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

তথাপি তাবৎ কস্মিংশ্চিদাজ্ঞাং মে দাতুমর্হথ।
বিনিয়োগপ্রসাদা হি কিঙ্করাঃ প্রভবিষ্ণুষু॥ ৬২॥
এতে বয়মমী দারাঃ কন্যেয়ং কুলজীবিতম্।
ব্রূত যেনাত্র বঃ কার্য্যমনাস্থা বাহ্যবস্তুষু॥ ৬৩॥
ইত্যুচিবাংস্তমেবার্থং গুহামুখবিসর্পিণা।
দ্বিরিব প্রতিশব্দেন ব্যাজহার হিমালয়ঃ॥ ৬৪॥
অথাঙ্গিরসমগ্রণ্যমুদাহরণবস্তুসু।
ঋষয়ো নোদয়ামাসুঃ প্রত্যুবাচ স ভূধরম্॥ ৬৫॥
উপপন্নমিদং সর্ব্বমতঃ পরমপি ত্বয়ি।
মনসঃ শিখরাণাঞ্চ সদৃশী তে সমুন্নতিঃ॥ ৬৬॥
স্থানে ত্বাং স্থাবরাত্মানং বিষ্ণুমাহুস্তথা হি তে।
চরাচরাণাং ভূতানাং কুক্ষিরাধারতাং গতঃ॥ ৬৭॥
গামধাস্যৎ কথং নাগো মৃণালমৃদুভিঃ ফণৈঃ।
আ রসাতলমূলাৎ ত্বমবালম্বিষ্যথা ন চেৎ॥ ৬৮॥

যাহা হউক, আমাকে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে আদেশ প্রদান করুন। কেন না প্রভুর আদেশ পাইলেই কিঙ্করেরা কৃতকৃত্য হয়॥ ৬২॥ বাহ্যপদার্থের (রত্নাদির) কথা দূরে থাকুক, আমি স্বয়ং, আমার মহিষী এবং আমাদিগের বংশের জীবনস্বরূপিণী এই কন্যা, এই সকলের মধ্যে যাহার দ্বারা আপনাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হয়, অনুমতি করুন॥ ৬৩॥

হিমাচল এই কথা বলিবামাত্র গুহাভ্যন্তরে সেই বাক্যের প্রতিধ্বনি প্রতিনাদিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, পর্ব্বতপতি সেই কথা দুইবার উচ্চারণ করিলেন॥৬৪॥

অনন্তর ঋষিবৃন্দ বাগ্মিপ্রবর অঙ্গিরা ঋষিকে প্রত্যুত্তরদানে ইঙ্গিত করিলে, সেই ঋষিবর বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৬৫॥ (হে অদ্রিপতে!) এই সকল (কথা) এবং এতদপেক্ষা অধিক বলাও তোমার পক্ষে সম্ভব। কারণ, তোমার শৃঙ্গ ও চিত্ত উভয়ই সমান উন্নত॥ ৬৬॥ লোকে যে তোমাকে স্থাবরাত্মক বিষ্ণু বলিয়া থাকে, তাহা সঙ্গত। কেন না, তোমার কুক্ষি (বিষ্ণুর ন্যায়) চরাচর জীবের আধার॥ ৬৭॥ তুমি বসুন্ধরাকে রসাতল পর্য্যন্ত ধারণ না করিলে কি অনন্ত মৃণাল

অচ্ছিন্নামলসন্তানাঃ সমুদ্রোর্ম্ম্যনিবারিতাঃ।
পুনন্তি লোকান্ পুণ্যত্বাৎ কীর্ত্তয়ঃ সরিতশ্চ তে॥ ৬৯॥
যথৈব শ্লাঘ্যতে গঙ্গা পাদেন পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রভবেণ দ্বিতীয়েন তথৈবোচ্ছিরসা ত্বয়া॥ ৭০॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকো মহিমা হরেঃ।
ত্রিবিক্রমোদ্যতস্যাসীৎ স তু স্বাভাবিকস্তব॥ ৭১॥
যজ্ঞভাগভুজাং মধ্যে পদমাতস্থুষা ত্বয়া।
উচ্চৈর্হিরণ্ময়ং শৃঙ্গং সুমেরোর্বিতথীকৃতম্॥ ৭২॥
কাঠিন্যং স্থাবরে কায়ে ভবতা সর্ব্বমর্পিতম্।
ইদন্তু তে ভক্তিনম্রং সতামারাধনং বপুঃ॥ ৭৩॥
তদাগমনকার্য্যং নঃ শৃণু কার্য্যং তবৈব তৎ।
শ্রেয়সামুপদেশাৎ তু বয়মত্রাংশভাগিনঃ॥ ৭৪॥
অণিমাদিগুণোপেতমস্পৃষ্টপুরুষান্তরম্।
শব্দমীশ্বর ইত্যুচ্চৈঃ সার্দ্ধচন্দ্রং বিভর্ত্তি যঃ॥ ৭৫॥

তুল্য সুকুমার ফণার উপর উহা বহন করিতে সমর্থ হইতেন? ৬৮॥ তোমার অচ্ছিন্নপ্রবাহা, সাগরতরঙ্গ কর্ত্তৃক অপ্রতিরুদ্ধা, পবিত্রসলিলা গঙ্গা এবং অবিচ্ছিন্ন অমলা কীর্ত্তি এই দুইটিই আত্মবিশুদ্ধিবশে জনসাধারণকে পবিত্র করিতেছে॥ ৬৯ গঙ্গা যেমন হরিপাদসঞ্জাতা বলিয়া শ্লাঘনীয়, উচ্চশিরাঃ তুমিও সেইরূপ তাঁহার উৎপত্তিস্থল বলিয়া তিনি শ্লাঘনীয় হইয়াছেন॥ ৭০॥ ত্রিবিক্রমরূপধারণকালে ত্রিপাদবিশিষ্ট হওয়াতেই শ্রীবিষ্ণুর মহিমা তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে প্রসৃত হইয়া চরাচরব্যাপী হইয়াছিল; কিন্তু তোমার মহিমা স্বভাবতঃ সর্ব্বব্যাপী॥ ৭১ তুমি ইন্দ্রাদি যজ্ঞভাগভোজিগণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুমেরুগিরির কাঞ্চন শৃঙ্গকেও ব্যর্থীকৃত করিয়াছ॥ ৭২॥ তুমি তোমার স্থাবরদেহে নিখিল কাঠিন্য সমর্পিত রাখিয়াছ, কিন্তু সজ্জনের আরাধনায় নিরত এই জঙ্গমদেহ নিয়ত ভক্তি বিনম্র॥ ৭৩॥ এখন আমাদিগের উপস্থিতিকারণ শ্রবণ কর। সেই কর্ম্মটি তোমার পক্ষেই কল্যাণকর। আমরা কেবল সুদনুষ্ঠানে উপদেশদানজন্য পুণ্য প্রাপ্ত হইব॥ ৭৪॥ যে নাম পুরুষান্তরে প্রযুক্ত হয় না, যিনি সেই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য

কল্পিতান্যোন্যসামর্থ্যৈঃ পৃথিব্যাদিভিরাত্মভিঃ।
যেনেদং ধ্রিয়তে বিশ্বং ধুর্য্যৈর্যানমিবাধ্বনি ॥ ৭৬ ॥
যোগিনো যং বিচম্বন্তি ক্ষেত্রাভ্যন্তরবর্ত্তিনম্।
অনাবৃত্তিভয়ং যস্য পদমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৭৭ ॥
স তে দুহিতরং সাক্ষাৎ সাক্ষী বিশ্বস্য কর্ম্মণাম্।
বৃণুতে বরদঃ শম্ভুরস্মৎসংক্রামিতৈঃ পদৈঃ ॥ ৭৮ ॥
তমর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি।
অশোচ্যা হি পিতুঃ কন্যা সদ্ভর্ত্তৃপ্রতিপাদিতা ॥ ৭৯ ॥
যাবন্ত্যেতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
মাতরং কল্পয়ন্ত্বেনামীশো হি জগতঃ পিতা ॥ ৮০ ॥
প্রণম্য শিতিকণ্ঠায় বিবুধাস্তদনন্তরম্।
চরণৌ রঞ্জয়ন্ত্বস্যাশ্চূড়ামণিমরীচিভিঃ ॥ ৮১ ॥
উমা বধূর্ভবান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়ম্।
বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্ভূতয়ে বিধিঃ ॥ ৮২ ॥

বাচক * ঈশ্বর সংজ্ঞা ও অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছেন, সারথি কর্ত্তৃক রথধারণের ন্যায় যিনি পরস্পরসহায়তাকারিণী ক্ষিত্যাদি নিজমূর্ত্তির সাহায্যে এই বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যোগিবৃন্দ যাঁহাকে দেহমধ্যগত পরমাত্মরূপে ধ্যান করেন এবং যাঁহার স্বরূপপ্রাপ্তি সুধীগণ কর্ত্তৃক ভবভয়বিনাশী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, বিশ্বের কর্ম্মসাক্ষিস্বরূপ সিদ্ধিদাতা সেই মহাদেব তোমার কন্যাকে স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছেন এবং আমাদিগের দ্বারা তোমাকে তাহা জানাইয়াছেন ॥ ৭৫-৭৮ ॥ বাক্যের সহিত যেমন অর্থের মিলন হয়, সেইরূপ নিজ কন্যার সহিত তুমি সেই মহেশ্বরের সংযোগ করিয়া দেও। কন্যা সৎপাত্রে প্রদত্তা হইলে পিতাকে শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না ॥ ৭৯ ॥ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব তোমার কন্যাকে মাতৃসম্বোধন করিবে। কেন না, সেই মহেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের পিতা ॥ ৮০ ॥ সুরবৃন্দ অগ্রে মহেশ্বরকে প্রণতিপুরঃসর তৎপরে নিজ নিজ মস্তকস্থ চূড়ামণিমরীচিমালায় তোমার কন্যার পদযুগল রঞ্জিত করুন ॥ ৮১ ॥ উমা বধূ (সম্প্রদেয়া), তুমি দাতা, আমরা প্রার্থী, শম্ভু পাত্র; সুতরাং এ সম্বন্ধ তোমার বংশের অভ্যুদয়ের কারণ হইবে ॥ ৮২ ॥

---

* অষ্টৈশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা।

অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য বন্দ্যস্যানন্যবন্দিনঃ।
সুতাসম্বন্ধবিধিনা ভব বিশ্বগুরোর্গুরুঃ॥ ৮৩॥
এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী॥ ৮৪॥
শৈলঃ সম্পূর্ণকামোঽপি মেনামুখমুদৈক্ষত।
প্রায়েণ গৃহিণীনেত্রাঃ কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ॥ ৮৫॥
মেনে মেনাপি তৎসর্ব্বং পত্যুঃ কার্য্যমভীপ্সিতম্।
ভবন্ত্যব্যভিচারিণ্যো ভর্ত্তুরিষ্টে পতিব্রতা॥ ৮৬॥
ইদমত্রোত্তরং ন্যায্যমিতি বুদ্ধ্যা বিমৃশ্য সঃ।
আদদে বচসামন্তে মঙ্গলালঙ্কৃতাং সুতাম্॥ ৮৭॥
এহি বিশ্বাত্মনে বৎসে! ভিক্ষাসি পরিকল্পিতা।
অর্থিনো মুনয়ঃ প্রাপ্তং গৃহমেধিফলং ময়া॥ ৮৮॥
এতাবদুক্ত্বা তনয়ামৃষীনাহ মহীধরঃ।
ইয়ং নমতি বঃ সর্ব্বান্ ত্রিলোচনবধূরিতি॥ ৮৯॥

যিনি সর্ব্বজন কর্ত্তৃক স্তূয়মান, কিন্তু স্বয়ং কাহারও স্তব করেন না, যিনি সকলেরই বন্দনীয়, কিন্তু স্বয়ং কাহাকেও বন্দনা করেন না, সেই বিশ্বগুরুকে কন্যাসম্প্রদান করিয়া তাঁহার অর্চ্চনীয় হও॥ ৮৩॥

দেবর্ষি যখন এই কথা বলিতেছিলেন, পার্ব্বতী তখন পিতার পার্শ্বদেশে নতমুখী হইয়া লীলাপদ্মের পত্র গণনা করিতেছিলেন॥ ৮৪॥ হিমাচল এই বিষয়ে সম্যক্ স্বীকৃত হইলেও (অভিমত জানিবার অভিপ্রায়ে) মেনকার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গৃহিজনের কন্যাসংক্রান্ত বিষয় প্রায়ই গৃহিণীর মতের অপেক্ষা করে॥ ৮৫॥ মেনকাও পতির অভীপ্সিতকার্য্যের অনুমোদন করিলেন। পতিব্রতারা কদাচ স্বামীর অভীষ্টকার্য্যের প্রতিকূলবর্ত্তিনী হন না॥ ৮৬॥ ঋষিগণের বাক্যাবসানে হিমাচল এ স্থানে কন্যাদানই ন্যায্য উত্তর, এই বিবেচনায় মঙ্গলালঙ্কারমণ্ডিতা কন্যাকে ধারণ করিলেন॥ ৮৭॥ (বলিলেন,) 'বৎসে! আইস, তোমাকে অদ্য বিশ্বরূপ শঙ্করের করে ভিক্ষাস্বরূপ সমর্পণ করি। এই ঋষিবৃন্দ প্রার্থী; অদ্য আমি গৃহীর বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইলাম॥' ৮৮॥ অদ্রিরাজ কন্যকে এই বলিয়া ঋষিবৃন্দকে কহিলেন, এই ত্রিলোচনবধূ আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছে॥ ৮৯॥

ঈপ্সিতার্থক্রিয়োদারং তেঽভিনন্দ্য গিরের্বচঃ।
আশীর্ভিরেধয়ামাসুঃ পুরঃপাকাভিরম্বিকাম্॥ ৯০॥
তাং প্রণামাদরস্রস্তজাম্বূনদবতংসকাম্।
অঙ্কমারোপয়ামাস লজ্জমানামরুন্ধতী॥ ৯১॥
তন্মাতরঞ্চাশ্রুমুখীং দুহিতৃস্নেহবিক্লবাম্।
বরস্যানন্যপূর্ব্বস্য বিশোকামকরোদ্‌গুণৈঃ॥ ৯২॥
বৈবাহিকীং তিথিং পৃষ্টাস্তৎক্ষণং হরবন্ধুনা।
তে ত্র্যহাদূর্দ্ধমাখ্যায় চেরুশ্চীরপরিগ্রহাঃ॥ ৯৩॥
তে হিমালয়মামন্ত্র্য পুনঃ প্রাপ্য চ শূলিনম্।
সিদ্ধঞ্চাস্মৈ নিবেদ্যার্থং তদ্বিসৃষ্টাঃ খমুদ্‌যযুঃ॥ ৯৪॥
পশুপতিরপি তান্যহানি কৃচ্ছ্রাদগময়দদ্রিসুতাসমাগমোৎসুকঃ।
কামপরমবশং ন বিপ্রকুর্য্যুর্বিভুমপি তং যদমী স্পৃশন্তি ভাবাঃ॥ ৯৫॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ উমা-প্রদানো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

ঋষিগণ হিমাচলের এইরূপ ঈপ্সিতার্থসম্পাদনহেতু উদারবচনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আশু ফলপ্রসূ আশীর্ব্বাদ দ্বারা অম্বিকাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন॥৯০॥ (তখন) প্রণতি করিবার সময় যাঁহার কাঞ্চনময় কর্ণকুণ্ডল স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, অরুন্ধতী সেই উমাকে আপনার ক্রোড়প্রদেশে স্থাপন করিলেন॥ ৯১॥ তিনি অনন্যপত্নীক জামাতা (শিবের) গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক দুহিতৃগতপ্রাণা, বাৎসল্যবশে তাবিবিয়োগবিধুরা, অশ্রুমুখী মেনকার শোকাপনোদন করিলেন॥ ৯২॥

তখন গিরিরাজ বল্কলধারী ঋষিবৃন্দকে বিবাহযোগ্য তিথির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে 'তিন দিন পরে শুভদিন আছে' বলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন॥ ৯৩। "এখন তবে আসি" এই কথা হিমাদ্রিকে বলিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিলষিতসিদ্ধির বিষয় নিবেদনান্তে বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক নভোমার্গে সমুত্থিত হইলেন॥ ৯৪॥ পার্ব্বতীসমাগমোৎসুক বিভু পশুপতিও অতি ক্লেশে কয়দিন অতিবাহিত করিলেন। ঔৎসুক্যাদি সঞ্চারিভাব সকল যখন জিতেন্দ্রিয় পুরুষকেও বিকল করে, তখন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগকে কেন না ব্যাকুল করিবে? ৯৫॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

—ঃ(*)ঃ—

অথৌষধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ, তিথৌ চ যামিত্রগুণান্বিতায়াম্।
সমেতবন্ধুর্হিমবান্ সুতায়া, বিবাহদীক্ষাবিধিমন্বতিষ্ঠৎ॥ ১॥
বৈবাহিকৈঃ কৌতুকসংবিধানৈর্গৃহে গৃহে ব্যগ্রপুরন্ধ্রিবর্গম্।
আসীৎ পুরং সানুমতোঽনুরাগাদন্তঃপুরঞ্চৈককুলোপমেয়ম্॥ ২॥
সন্তানকাকীর্ণমহাপথং তচ্চীনাংশুকৈঃ কল্পিতকেতুমালম্।
ভাসোজ্জ্বলৎকাঞ্চনতোরণানাং, স্থানান্তরং স্বর্গ ইবাবভাসে॥ ৩॥
একৈব সত্যামপি পুত্রপঙ্‌ক্তৌ, চিরস্য দৃষ্টেব মৃতোত্থিতেব।
আসন্নপাণিগ্রহণেতি পিত্রোরুমা বিশেষোচ্ছ্বসিতং বভূব॥ ৪॥
অঙ্কাদ্যযাবঙ্কমুদীরিতাশীঃ, সা মণ্ডনান্মণ্ডনমন্বভুঙ্‌ক্ত।
সম্বন্ধিভিন্নোঽপি গিরেঃ কুলস্য, স্নেহস্তদেকায়তনং জগাম॥ ৫॥

তদনন্তর হিমাচল শুক্লপক্ষীয়া শুভলগ্নবিশিষ্ট তিথিতে আত্মীয়স্বজনে পরি-
ষ্টত হইয়া কন্যার বিবাহসংস্কার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন॥ ১॥ অনুরাগ-
ণ নগরবাসিনী পুরস্ত্রীরা প্রতিগৃহেই বিবাহযোগ্য শুভকর্ম্ম-সম্পাদনে ব্যগ্র
য়াতে পর্ব্বতপতির নগর ও অন্তঃপুর এক গৃহস্থের অধীন বলিয়া বোধ হইতে
গিল॥ ২॥ রাজপথ সন্তানক-পুষ্পে সমাকীর্ণ, পট্টবস্ত্র দ্বারা ধ্বজ বিরাজিত ও
রী স্বর্ণতোরণচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হইলে সেই গিরিনগরী যেন স্থানান্তরিত অমরা-
ী সদৃশ বোধ হইতে লাগিল॥ ৩॥ হিমাদ্রির অন্যান্য সন্ততি বিদ্যমানেও
র্ব্বতী আশু স্বামিভবনে গমন করিবেন বলিয়া পিতামাতার প্রাণসদৃশ হইয়া
ছলেন, যেন তিনিই একমাত্র সন্তান, বহুকাল অদর্শনের পর তাঁহাকে প্রাপ্ত
য়াছেন, যেন দেহ বিজর্জ্জনান্তে আবার তিনি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন॥ ৪॥
ন পার্ব্বতী আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে করিতে এক অঙ্ক হইতে অন্য অঙ্কে গমন
রতে লাগিলেন; এক প্রকার অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার অলঙ্কারে
লঙ্কৃতা হইতে লাগিলেন। অধিক কি, পর্ব্বতকুলে বহুসংখ্য স্নেহপাত্র থাকিলেও
ই যেন একমাত্র স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিলেন॥ ৫॥ মৈত্রাধিষ্ঠিত মুহূর্ত্তে

মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন, যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু।
তস্যাঃ শরীরে প্রতিকর্ম্ম চক্রুর্ব্বন্ধুস্ত্রিয়ো যাঃ পতিপুত্রবত্যঃ ॥ ৬॥
সা গৌরসিদ্ধার্থনিবেশবদ্ভির্দূর্ব্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্।
নির্নাভি কৌশেয়মুপাত্তবাণমভ্যঙ্গনেপথ্যমলঞ্চকার ॥ ৭ ॥
বভৌ চ সম্পর্কমুপেত্য বালা, নবেন দীক্ষাবিধিসায়কেন।
করেণ ভানোর্ব্বহুলাবসানে, সন্ধুক্ষ্যমাণেব শশাঙ্করেখা ॥ ৮ ॥
তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলামাশ্যানকালেয়কৃতাঙ্গরাগাম্।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং, নার্য্যশ্চতুষ্কাভিমুখং ব্যনৈষুঃ ॥ ৯ ॥
বিন্যস্তবৈদূর্য্যশিলাতলেঽস্মিন্নাবদ্ধমুক্তাফলভক্তিচিত্রে।
আবর্জ্জিতাষ্টাপদকুম্ভতোয়ৈঃ, সতূর্য্যমেনাং স্নপয়াম্বভূবুঃ ॥ ১০ ॥
সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী, গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।
নির্বৃত্তপর্জ্জন্যজলাভিষেকা, প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ প্রদেশাচ্চ বিতানবন্তং, যুক্তং মণিস্তম্ভচতুষ্টয়েন।
পতিব্রতাভিঃ পরিগৃহ্য নিন্যে, ক্লৃপ্তাসনং কৌতুকবেদিমধ্যম্ ॥ ১২ ॥

চন্দ্রমার সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের মিলন ঘটিলে পতিপুত্রবতী পুরনারীগণ তাঁহার অঙ্গসজ্জা করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥ তখন উমা সিদ্ধার্থ-সমন্বিত দূর্ব্বাঙ্কুর ধারণ, নাভির উপরিদেশে কৌশেয়বসন পরিধান ও করে শর গ্রহণ করিলেন। এই প্রকারে তিনি স্নানসজ্জায় সজ্জিত হইলে সেই বেশের সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইল ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণপক্ষান্তে শশিকলা যেরূপ সূর্য্যকিরণস্পর্শে পরিস্ফুট হইয়া শোভা পায়, তদ্রূপ সেই গিরিনন্দিনী নবপরিণয়োচিত বাণ-সংসর্গে অধিকতর সুশোভিত হইয়া অবস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥ লোধ্রচূর্ণ দ্বারা তাঁহার অঙ্গের তৈল অপসারিত করা হইল; ঈষৎ শুষ্ক কালেয়-নামক গন্ধদ্রব্যে অঙ্গরাগ সম্পাদিত হইল; তখন স্নানোচিত-বসনধারিণী উমাকে স্নান করাইবার জন্য পুরনারীগণ তাঁহাকে একটি চতুষ্কগৃহের দিকে লইয়া চলিলেন ॥ ৯ ॥ তাঁহারা মরকতশিলাবিশিষ্ট, বিলম্বিত-মুক্তাপংক্তি-শোভিত সেই চতুষ্কগৃহে মঙ্গলবাদ্য সহকারে কাঞ্চনকলসনিঃসৃত জল দ্বারা পার্ব্বতীকে স্নান করাইলেন ॥ ১০ ॥ মঙ্গলস্নানান্তে বিশুদ্ধগাত্রী উমা পতি-সঙ্গমোচিত ধৌতবস্ত্র ধারণ করিয়া বৃষ্টিসলিলসিক্তা, প্রস্ফুটিত-কাশপুষ্পরাজিতা বসুন্ধরার ন্যায় শোভা পাইলেন ॥ ১১ ॥ পতিপরায়ণা নারীবৃন্দ সজ্জিত করিবার জন্য তাঁ

তাং প্রাঙ্মুখীং তত্র নিবেশ্য তন্বীং, ক্ষণং ব্যলম্বন্ত পুরো নিষণ্ণাঃ ।
ভূতার্থশোভাহ্রিয়মাণনেত্রাঃ, প্রসাধনে সন্নিহিতেঽপি নার্য্যঃ ॥ ১৩ ॥
ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং, কেশান্তমন্তঃকুসুমং তদীয়ম্ ।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং, দূর্ব্বাবতা পাণ্ডুমধূকদাম্না ॥ ১৪ ॥
বিন্যস্তশুক্লাগুরু চক্রুরঙ্গং, গোরোচনাপত্রবিভক্তমস্যাঃ ।
সা চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতায়াস্ত্রিস্রোতসঃ কান্তিমতীত্য তস্থৌ ॥ ১৫ ॥
লগ্নদ্বিরেফং পরিভূয় পদ্মং, সমেঘলেখং শশিনশ্চ বিম্বম্ ।
তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্যকথাপ্রসঙ্গম্ ॥ ১৬ ॥
কর্ণার্পিতো লোধ্রকষায়রূক্ষে, গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে ।
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্‌ববন্ধ চক্ষূংষি যবপ্ররোহঃ ॥ ১৭ ॥
রেখাবিভক্তঃ সুবিভক্তগাত্র্যাঃ, কিঞ্চিন্মধূচ্ছিষ্টবিমৃষ্টরাগঃ ।
কামপ্যভিখ্যাং স্ফুরিতৈরপুষ্যদাসন্নলাবণ্যফলোঽধরোষ্ঠঃ ॥ ১৮ ॥

হইতে পার্ব্বতীকে চতুষ্টয়মণিস্তম্ভবিশিষ্ট, বিস্তৃতাসনবিরাজিত, বস্ত্রাতপশোভিত মঙ্গলবেদীর উপর লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১২॥ তাঁহারা পার্ব্বতীকে বেদীর উপরিভাগে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া আপনারা পুরোভাগে উপবেশন পূর্ব্বক প্রসাধনবস্তু সমীপে বিদ্যমানেও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-দর্শনে আকৃষ্টলোচনা হইয়া মুহূর্ত্তকাল নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৩॥ তৎপরে কোন রমণী ধূপতাপে পার্ব্বতীর কেশপাশের আর্দ্রতা অপসারিত করিলেন এবং তন্মধ্যে কুসুমবিন্যাস পূর্ব্বক দূর্ব্বাদলসংযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ মধূকপুষ্পের মাল্য সুন্দরভাবে বন্ধন করিয়া দিলেন ॥ ১৪ ॥ পুরনারীগণ পার্ব্বতীর শ্বেতাগুরুচর্চ্চিত অঙ্গে রোচনাঙ্কিত পত্রাবলী রচনা করিয়া তাহার শোভা সংবর্দ্ধিত করিলেন। এই প্রকারে অলঙ্কৃতা হইয়া হৈমবতী চক্রবাকবিরাজিত বালুকাসৈকতময়ী গঙ্গার শোভাকেও পরাজয় করিলেন ॥ ১৫ ॥ তাঁহার চূর্ণকুন্তলশোভায় বিরাজিত বদনকান্তি ভ্রমরশোভিত পদ্ম এবং জলদরেখাসমন্বিত চন্দ্রবিম্বকান্তিকে এই প্রকারে তিরস্কৃত করিয়াছিল যে, সেই বদনের তুলনার কথা উত্থাপনেরও আশা ছিল না ॥ ১৬ ॥ তাঁহার কর্ণার্পিত যবাঙ্কুর লোধ্রকষায়বিলেপনে বিশদ এবং গোরোচনানিক্ষেপে একান্ত গৌরবর্ণ গণ্ডপ্রদেশে বর্ণোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল ॥ ১৭ ॥ অচিরে যাহার লাবণ্য সার্থকতা লাভ করিবে, সুগঠিতগাত্রী পার্ব্বতীর সেই রেখাবিভক্ত মধূচ্ছিষ্ট-(মোম) স্পর্শে

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন, স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্ব্বম্।
সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥ ১৯ ॥
তস্যাঃ সুজাতোৎপলপত্রকান্তে, প্রসাধিকাভির্নয়নে নিরীক্ষ্য।
ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধ্যা কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্ ॥ ২০ ॥
সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব, জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে ॥ ২১ ॥
আত্মানমালোক্য চ শোভমানমাদর্শবিম্বে স্তিমিতায়তাক্ষী।
হরোপযানে ত্বরিতা বভূব, স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশঃ ॥২২॥
অথাঙ্গুলিভ্যাং হরিতালমার্দ্রং, মাঙ্গল্যমাদায় মনঃশিলাঞ্চ।
কর্ণাবসক্তামলদন্তপত্রং, মাতা তদীয়ং মুখমুন্নময্য ॥ ২৩ ॥
উমাস্তনোদ্ভেদমনুপ্রবৃদ্ধো, মনোরথো যঃ প্রথমং বভূব।
তমেব মেনা দুহিতুঃ কথঞ্চিদ্বিবাহদীক্ষাতিলকঞ্চকার ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

অধিকতর লোহিতবর্ণ অধরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিকম্পিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল ॥ ১৮ ॥ কোন সহচরী তাঁহার পদদ্বয় অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া পরিহাস সহকারে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, "তোমার এই পদদ্বয় স্বামী শশাঙ্কশেখরের মস্তকস্থ চন্দ্রকলা স্পর্শ করুক।" (তচ্ছ্রবণে) গৌরী সহচরীকে মালা ছুড়িয়া তাড়না করিলেন ॥ ১৯ ॥ বেশভূষাকারিণীরা পার্ব্বতীর পূর্ণবিকশিত শতদলবৎ রমণীয় লোচনযুগল দর্শন করিয়া কেবল শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়াই তাহাতে নীলবর্ণ অঞ্জন প্রদান করিলেন; পরন্তু সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইবে বলিয়া নহে ॥ ২০ ॥ (তখন) বিভূষণবিভূষিতা গৌরী কুসুমমণ্ডিতা লতিকা, নক্ষত্রোদ্ভাসিতা যামিনী এবং চক্রবাকশোভিতা তরঙ্গিণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ২১ ॥ স্তিমিত অথচ আয়তাক্ষী হৈমবতী মুকুরে আপনার সুসজ্জিত দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া হরসমাগমার্থ সমুৎকণ্ঠিতা হইলেন। কেন না, প্রিয়জনেরা দর্শন করিলেই কামিনীদিগের বেশভূষার সার্থকতা সম্পাদিত হয় ॥ ২২ ॥

তদনন্তর জননী মেনকা অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা আর্দ্র হরিতাল ও মনঃশিলা লইয়া সমুজ্জ্বল দন্তপত্র-নামক কর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত উমার বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিয়া, তনয়ার যৌবনারম্ভের পর হইতেই তাঁহার অন্তরে যে বাসনা জন্মিয়াছিল, অতিকষ্টে (আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত-লোচনে) শুভপরিণয়ের আবশ্যকীয় তিলকরচনা

ববন্ধ চাস্রাকুলদৃষ্টিরস্যাঃ, স্থানান্তরে কল্পিতসন্নিবেশম্।
ধাত্র্যঙ্গুলীভিঃ প্রতিসার্য্যমাণমূর্ণাময়ং কৌতুকহস্তসূত্রম্ ॥ ২৫ ॥
ক্ষীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জা, পর্য্যাপ্তচন্দ্রেব শরত্ত্রিযামা।
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা, ভূয়ো বভৌ দর্পণমাদধানা ॥ ২৬ ॥
তামর্চ্চিতাভ্যঃ কুলদেবতাভ্যঃ, কুলপ্রতিষ্ঠাং প্রণময্য মাতা।
অকারয়ৎ কারয়িতব্যদক্ষা, ক্রমেণ পাদগ্রহণং সতীনাম্ ॥ ২৭ ॥
অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যুরিত্যুচ্যতে তাভিরুমা স্ম নম্রা।
তয়া তু তস্যার্দ্ধশরীরভাজা, পশ্চাৎকৃতা স্নিগ্ধজনাশিষোঽপি ॥ ২৮ ॥
ইচ্ছাবিভূত্যোরনুরূপমদ্রিস্তস্যাঃ কৃতী কৃত্যমশেষয়িত্বা।
সভ্যঃ সভায়াং সুহৃদাস্থিতায়াং, তস্থৌ বৃষাঙ্কাগমনপ্রতীক্ষঃ ॥ ২৯ ॥
তাবদ্‌ভবস্যাপি কুবেরশৈলে, তৎপূর্ব্বপাণিগ্রহণানুরূপম্।
প্রসাধনং মাতৃভিরাদৃতাভির্ন্যস্তং পুরস্তাৎ পুরশাসনস্য ॥ ৩০ ॥

র্ব্বক সেই বাসনা পূর্ণ করিলেন ॥ ২৩-২৪ ॥ মেনকা আনন্দাধিক্যবশে বাষ্পা-লনয়না হওয়াতে দুহিতার হস্তে যে স্থানে মাঙ্গল্যসূত্র বন্ধন করা রীতি, তথায় না ধিয়া স্থানান্তরে সংন্যস্ত করিলেন, ধাত্রী উহা যথাযথস্থলে বন্ধন করিয়া লেন ॥ ২৫ ॥ হৈমবতী শ্বেতবর্ণ নববসন ধারণ ও নূতন দর্পণ গ্রহণ পূর্ব্বক রোদসাগরের ফেনপুঞ্জময়ী বেলাভূমি ও পূর্ণচন্দ্রবিমণ্ডিতা শারদীয়া রজনীর য়শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥ কর্ত্তব্যোপদেশে সুদক্ষা মেনকা বংশের প্রতিষ্ঠা-পিণী কন্যাকে অর্চ্চনীয় গৃহদেবতা প্রণাম করাইয়া যথাক্রমে পতিব্রতা নারীগণের ণ বন্দনা করাইলেন ॥ ২৭ ॥ সেই সকল রমণী প্রণতা পার্ব্বতীকে ‘পতির খণ্ডিত প্রেম লাভ কর’ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। (পরিণামে) গিরিনন্দিনীও তির অর্দ্ধাঙ্গহারিণী হইয়া ঐ সমস্ত রমণীগণের আশীর্ব্বচনকে অধঃকৃত করিয়া-লেন অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ অপেক্ষাও অধিকতর সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ র্য্যদক্ষ শিষ্টাচারপরায়ণ পর্ব্বতরাজ হিমালয় স্বীয় বাসনা ও ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ ারোহ সহকারে কন্যার বিবাহক্রিয়ায় আপনার কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়া জনাধিষ্ঠিত সভাস্থলে শিবাগমন-প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৯ ॥

এ দিকে কৈলাসাচলে মাতৃকাবৃন্দ মহেশের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইলেও প্রথম-রের উপযুক্ত অলঙ্কার সকল আনয়ন পূর্ব্বক ত্রিলোচনের সমক্ষে স্থাপন করি-

তদ্‌গৌরবান্মঙ্গলমণ্ডনশ্রীঃ, সা পস্পৃশে কেবলমীশ্বরেণ।
স এব বেশঃ পরিণেতুরিষ্টং, ভাবান্তরং তস্য বিভোঃ প্রপেদে ॥ ৩১॥
বভূব ভস্মৈব সিতাঙ্গরাগঃ, কপালমেবামলশেখরশ্রীঃ।
উপান্তভাগেষু চ রোচনাঙ্কো, গজাজিনস্যৈব দুকূলভাবঃ ॥ ৩২ ॥
শঙ্খান্তরদ্যোতি বিলোচনং যদন্তর্নিবিষ্টামলপিঙ্গতারম্।
সান্নিধ্যপক্ষে হরিতালময্যাস্তদেব জাতং তিলকক্রিয়ায়াঃ ॥ ৩৩ ॥
যথাপ্রদেশং ভুজগেশ্বরাণাং, করিষ্যতামাভরণান্তরত্বম্।
শরীরমাত্রং বিকৃতিং প্রপেদে, তথৈব তস্থুঃ ফণরত্নশোভাঃ ॥ ৩৪ ॥
দিবাপি নিষ্ঠ্যূতমরীচিভাসা, বাল্যাদনাবিষ্কৃতলাঞ্ছনেন।
চন্দ্রেণ নিত্যং প্রতিভিন্নমৌলেশ্চূড়ামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্য ॥ ৩৫ ॥
ইত্যদ্ভুতৈকপ্রভবঃ প্রভাবাৎ, প্রসিদ্ধনেপথ্যবিধের্বিধাতা।
আত্মানমাসন্নগণোপনীতে, খড়্গে নিষক্তপ্রতিমং দদর্শ ॥ ৩৬ ॥

লেন ॥ ৩০ ॥* মাতৃকাগণের সম্মানার্থ মহেশ্বর শুভ-বিবাহোচিত সেই অলঙ্কারগু[illegible] কেবলমাত্র স্পর্শ করিলেন ; তাঁহার স্বাভাবিক বেশই রূপান্তরিত হইয়া বরবে[illegible] পরিণত হইল ॥৩১॥ ভস্মই মহেশ্বরের শ্বেতবর্ণ অঙ্গরাগে পরিণত হইল, নর-কপা[illegible] অমল মস্তকালঙ্কার-শোভা ধারণ করিল এবং গজাজিনই প্রান্তভাগে হংসা[illegible] চিহ্নাঙ্কিত পট্টবসনের কার্য্য করিল ॥ ৩২ ॥ যাহার মধ্যভাগে বিমল পিঙ্গল[illegible] তারকা বিরাজিত, ললাটমধ্যগত সমুজ্জ্বল সেই তৃতীয় নেত্রটিই তাঁহার হরিতা[illegible] বিরচিত তিলকে পরিণত হইল ॥৩৩॥ তাঁহার দেহের যথাস্থানে কঙ্কণাদি আভরণে[illegible] পরিণতি করিবার সময় ভুজঙ্গদিগের কেবলমাত্র শরীরই রূপান্তরিত হইল, কি[illegible] তাহাদিগের ফণাস্থিত রত্নের শোভা পূর্ব্ববৎই রহিল ॥ ৩৪ ॥ দিবাভাগেও যাহা[illegible] মরীচিমালা সমুদ্ভাসিত হয় এবং কলামাত্র বলিয়া অনাবিষ্কৃতকলঙ্ক সেই শশা[illegible] যখন নিরন্তর শশাঙ্কশেখরের মস্তকালঙ্কার হইয়া আছেন, তখন আর তাঁহার [illegible] মুকুটধারণে আবশ্যক কি ? ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল বিস্ময়কর বস্তুর একমা[illegible] মুখ্যকারণ সেই জগদীশ্বর আপনার মহিমায় মনোহর বেশভূষা সম্পা[illegible] পূর্ব্বক সমীপস্থ প্রমথগণ কর্ত্তৃক আনীত খড়্গে স্বীয় প্রতিবিম্ব অবলোকন

* সপ্ত মাতৃকা যথা—(১) বারাহী (২) বৈষ্ণবী চৈব (৩) কৌমারী (৪) কাবেরী ত[illegible]
[illegible] মাতরঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ

স গোপতিং নন্দিভুজাবলম্বী, শার্দ্দূলচর্ম্মান্তরিতোরুপৃষ্ঠম্ ।
তদ্ভক্তিসংক্ষিপ্তবৃহৎপ্রমাণমারুহ্য কৈলাসমিব প্রতস্থে ॥ ৩৭ ॥
তং মাতরো দেবমনুব্রজন্ত্যঃ, স্ববাহনক্ষোভচলাবতংসাঃ ।
মুখৈঃ প্রভামণ্ডলরেণুগৌরৈঃ, পদ্মাকরং চক্রুরিবান্তরীক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥
তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং, কালী কপালাভরণা চকাশে ।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী, দূরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্রদেব ॥ ৩৯ ॥
ততো গণৈঃ শূলভৃতঃ পুরোগৈরুদীরিতো মঙ্গলতূর্য্যঘোষঃ ।
বিমানশৃঙ্গাণ্যবগাহমানঃ, শশংস সেবাবসরং সুরেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥
উপাদদে তস্য সহস্ররশ্মিস্ত্বষ্ট্রা নবং নির্ম্মিতমাতপত্রম্ ।
স তদ্দুকূলাদবিদূরমৌলির্বভৌ পতদ্গঙ্গ ইবোত্তমাঙ্গে ॥ ৪১ ॥
মূর্ত্তে চ গঙ্গাযমুনে তদানীং, সচামরে দেবমসেবিষাতাম্ ।
সমুদ্রগারূপবিপর্য্যয়েঽপি, সহংসপাতে ইব লক্ষ্যমাণে ॥ ৪২ ॥

ান ॥ ৩৬ ॥ তিনি নন্দীর হাত ধরিয়া শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃত-বিশালপৃষ্ঠ, প্রভুর প্রতি ক্তিবশে সঙ্কুচিতদেহ, কৈলাসগিরিসন্নিভ বৃষে আরূঢ় হইয়া ওষধিপ্রস্থ গরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মাতৃকাবৃন্দও তাঁহার অনুগামিনী হই-ান। স্ব স্ব বাহন সকলের গতিবেগে তাঁহাদিগের কর্ণাভরণ দোদুল্যমান হইতে াগিল; তাঁহারা প্রভামণ্ডলরূপ পরাগস্পর্শে গৌরবর্ণ বদনকমল দ্বারা গগনপথ ান পদ্মমালায় সুশোভিত করিয়া তুলিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই স্বর্ণকান্তিমতী মাতৃকা-ুগের পশ্চাতে কপালাভরণা কালিকাদেবী পুরোভাগে সৌদামিনী-শোভিতা াকাপংক্তিমণ্ডিতা নীলমেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥
তদনন্তর শূলপাণির পুরোগামী প্রমথবৃন্দ কর্তৃক বাদিত বাদ্যশব্দ সুরগণের ামানাগ্রদেশ স্পর্শ করিয়া যেন তাঁহাদিগকে শিবারাধনার অবসর সূচনা রিল ॥ ৪০ ॥ তখন আদিত্যদেব মহেশ্বরের মস্তকোপরি বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত বচ্ছত্র ধারণ করিলেন; শিবের মস্তক সেই ছত্রের উপান্তবিলম্বিত শ্বেতবর্ণ ট্টবস্ত্রের সমীপস্থ হওয়াতে বোধ হইল যেন, তদুপরি মন্দাকিনীধারা নিপতিত ইতেছে ॥ ৪১ ॥ তৎকালে মূর্ত্তিমতী গঙ্গা ও যমুনা নিজ নিজ নদীরূপ ত্যাগ রিলেও চামর হস্তে লইয়া বলাকাপংক্তিবিমণ্ডিতার ন্যায় অনুমিত হইয়া পিনা-ির সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥ ঘৃত যেরূপ বহ্নিকে পরিবর্দ্ধিত করে,

তমভ্যগচ্ছৎ প্রথমো বিধাতা, শ্রীবৎসলক্ষ্মা পুরুষশ্চ সাক্ষাৎ।
জয়েতি বাচা মহিমানমস্য, সংবর্দ্ধয়ন্তৌ হবিষেব বহ্নিম্ ॥ ৪৩ ॥
একৈব মূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা, সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ, বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ ॥ ৪৪ ॥
তং লোকপালাঃ পুরুহূতমুখ্যাঃ, শ্রীলক্ষণোৎসর্গবিনীতবেশাঃ।
দৃষ্টিপ্রদানে কৃতনন্দিসংজ্ঞাস্তদ্দর্শিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ ॥ ৪৫ ॥
কম্পেন মূর্দ্ধ্নঃ শতপত্রযোনিং, বাচা হরিং বৃত্রহণং স্মিতেন।
আলোকমাত্রেণ সুরানশেষান্, সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্ ॥ ৪৬ ॥
তস্মৈ জয়াশীঃ সসৃজে পুরস্তাৎ, সপ্তর্ষিভিস্তান্ স্মিতপূর্ব্বমাহ।
বিবাহযজ্ঞে বিততেঽত্র যূয়মধ্বর্য্যবঃ পূর্ব্ববৃতা ময়েতি ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বাবসুপ্রাগ্রহরৈঃ প্রবীণৈঃ, সঙ্গীয়মানত্রিপুরাবদানঃ।
অধ্বানমধ্বান্তবিকারলঙ্ঘ্যস্ততার তারাধিপখণ্ডধারী ॥ ৪৮ ॥

পুরাতন প্রজাপতি চতুরানন ও শ্রীবৎসাঙ্কশোভিত নারায়ণ সেইরূপ জয়শব্দো চ্চারণ সহকারে শিবগুণমহিমা বর্দ্ধিত করিয়া সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৩ সেই এক মূর্ত্তিই ত্রিধা বিভক্ত; ইহাঁরা সকলেই জ্যেষ্ঠ, আবার সকলেই কনি কোন সময়ে নারায়ণের জ্যেষ্ঠ মহাদেব, আবার কোন সময়ে মহাদেবের জ্যে নারায়ণ; কোন সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মাই উভয়ের জ্যেষ্ঠ, আবার কোন সময় বিষ্ণু ও শিব উভয়েই ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রাদি লোকপালবৃন্দ নিজ নি পদযোগ্য বেশভূষা ও আত্মপরিচায়ক চিহ্ন ত্যাগ করিয়া বিনম্রভাবে শিবদর্শনা নন্দীকে ইঙ্গিত করিলেন; নন্দীও 'ইনি দেবেন্দ্র, ইনি শশধর' এই প্রকারে প্রত্যে কের পরিচয় দিলে লোকপালবৃন্দ করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৫ মহেশ্বর মস্তকসঞ্চালন দ্বারা বিধিকে, বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা বিষ্ণুকে, হাস্য দ্বা দেবরাজকে এবং কেবলমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা অপরাপর সুরগণকে যথাযো সম্মান ও সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৪৬ ॥ সপ্তর্ষিবৃন্দ হর-সমক্ষে আগমন পূর্ব্ব 'ভগবানের জয় হউক' বলিয়া আশীঃপ্রয়োগ করিলে মহেশ্বর ঈষদ্ধাস্যে বলি লেন, আমি ত অগ্রেই এই উপস্থিত বিবাহযজ্ঞে আপনাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥

এই প্রকারে চন্দ্রচূড় মহাদেব বীণাবাদনদক্ষ বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব

খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ, সশব্দচামীকরকিঙ্কিণীকঃ।
তটাভিঘাতাদিব লগ্নপঙ্কে, ধুন্বন্ মুহুঃ প্রোতঘনে বিষাণে॥ ॥ ৪৯ ॥
স প্রাপদপ্রাপ্তপরাভিযোগং, নগেন্দ্রগুপ্তং নগরং মুহূর্ত্তাৎ।
পুরোবিলগ্নৈর্হরদৃষ্টিপাতৈঃ, সুবর্ণসূত্রৈরিব কৃষ্যমাণঃ॥ ৫০ ॥
তস্যোপকণ্ঠে ঘননীলকণ্ঠঃ, কুতূহলাদুন্মুখপৌরদৃষ্টঃ।
স্ববাণচিহ্নাদবতীর্য্য মার্গাদাসন্নভূপৃষ্ঠমিয়ায় দেবঃ॥ ৫১ ॥
তমৃদ্ধিমদ্বন্ধুজনাধিরূঢ়ৈর্বৃন্দৈর্গজানাং গিরিচক্রবর্ত্তী।
প্রত্যুজ্জগামাগমনপ্রতীতঃ, প্রফুল্লবৃক্ষৈঃ কটকৈরিব স্বৈঃ॥ ৫২ ॥
বর্গাবুভৌ দেবমহীধরাণাং, দ্বারে পুরস্যোদ্ঘটিতাপিধানে।
সমীয়তুর্দূরবিসর্পিঘোষৌ, ভিন্নৈকসেতূ পয়সামিবৌঘৌ॥ ৫৩ ॥

ক গীত ত্রিপুরবিজয়গীতি শ্রবণ করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগি-
।॥ ৪৮ ॥ শোভনগতি মহেশবাহন বৃষভরাজ নিরন্তর শৃঙ্গ কম্পিত করিতে
তে গগনপথে ত্রিপুরারিকে বহন করিয়া লইয়া চলিলে তাহার গলদেশস্থ
ণময়ী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা-সকল নিনাদিত হইতে লাগিল এবং তাহার শৃঙ্গযুগলে
মালা সংলগ্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন, তরঙ্গিণীতটে আঘাত করায়
তে কর্দ্দম সংলগ্ন হইয়াছে॥ ৪৯ ॥ সেই শিববাহন বৃষরাজ ক্ষণকালমধ্যে
ভাগে বিলগ্ন শিবকটাক্ষপাতরূপ কাঞ্চনময় আকর্ষণরজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়াই
বিপক্ষগণ যে পুরীকে কখন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই হিমাদ্রি-
ত ওষধিপ্রস্থ নগরীতে উপনীত হইল॥ ৫০ ॥ গাঢ়মেঘবৎ নীলকণ্ঠ দেবদেব
দেব ত্রিপুরবিজয়কালীন তদীয় বাণচিহ্নে চিহ্নিত গগনপথ হইতে ধরাতলে
ীর্ণ হইলেন। তৎকালে দর্শনকুতূহলী নাগরিকেরা ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তাঁহাকে
তে লাগিল॥ ৫১ ॥ গিরিরাজচক্রবর্ত্তী হিমালয় শিবাগমনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া
াকে আনয়নার্থ মহার্ঘবিভূষণে সজ্জিত আত্মীয়জনসমারূঢ় গজরাজি সমভি-
ারে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তদীয় গজবৃন্দ দর্শনে বোধ হইল যেন, হিমা-
প্রস্ফুটিত পুষ্পশোভিত তরুরাজিবিশিষ্ট নিতম্বপ্রদেশ গমন করিতেছে॥ ৫২ ॥
স্থিত সেতু ভগ্ন হইলে দুই দিক্ হইতে জলস্রোত আসিয়া যেমন সশব্দে একত্র
তদ্রূপ নগরের কবাট উদ্ঘাটিত হইবামাত্র দেবপক্ষীয় ও পর্ব্বতপক্ষীয় লোক
স্তব্যাপী কোলাহল সহকারে সমবেত হইলেন॥ ৫৩ ॥ ত্রিলোকপূজ্য মহাদেব

হ্রীমানভূদ্ভূমিধরো হরেণ, ত্রৈলোক্যবন্দ্যেন কৃতপ্রণামঃ।
পূর্ব্বং মহিম্না স হি তস্য দূরমাবর্জ্জিতং নাত্মশিরো বিবেদ ॥ ৫৪ ॥
স প্রীতিযোগাদ্‌বিকসন্মুখশ্রীর্জামাতুরগ্রেসরতামুপেত্য।
প্রাবেশয়ন্মন্দিরমৃদ্ধমেনমাগুল্ফকীর্ণাপণমার্গপুষ্পম্ ॥ ৫৫ ॥
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে পুরসুন্দরীণামীশানসন্দর্শনলালসানাম্।
প্রাসাদমালাসু বভূবুরিত্থং, ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫৬ ॥
আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা, কয়াচিদুদ্‌বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ, করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্টলীলাগতিরা গবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৫৮ ॥
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন, সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং, যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৫৯ ॥

(শ্বশুরবোধে) গিরিরাজকে প্রণাম করিলে হিমালয় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইলেন। শিবের মহিমাতিশয্য হেতু পূর্ব্ব হইতেই যে তাঁহার মস্তক নত হইয়াছে, তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন ॥৫৪॥ তাদৃশ জামাতা প্রাপ্ত হওয়াতে আনন্দে হিমালয়ের মুখকান্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎকালে পণ্যবীথিকাপথে এরূপভাবে পুষ্প রাশি বিকীর্ণ হইয়াছিল যে, গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত সেই পুষ্পমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়; হিমালয় জামাতাকে পুবোবর্ত্তী করিয়া সেই পথে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৫৫॥

ইত্যবসরে পুরমহিলারা শিবসন্দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অট্টালিকার উপর আরোহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের (এই রূপ বক্ষ্যমাণ) বিলাসচেষ্টা লক্ষিত হইল ॥ ৫৬ ॥ কোন রমণী ব্যগ্রভাবে বাতায়নাভিমুখে ধাবিত হইলে তাঁহার বেণীবন্ধন শিথিল ও মাল্য স্খলিত হইয়া পড়িল; তিনি হস্ত দ্বারা সেই কেশপাশ ধরিয়া রহিলেন, কিন্তু বন্ধন করিতে বিস্মৃত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ প্রসাধিকা (অলঙ্কর্ত্রী) অলক্তরাগরঞ্জিত করিবার জন্য কোন কামিনীর চরণাগ্রভাগ ধারণ করিয়াছিল, আর্দ্রাবস্থাতেই সেই চরণ আকর্ষণ পূর্ব্বক তিনি ত্বরিতপদে বাতায়নের দিকে ধাবিত হইলেন; সুতরাং বাতায়ন পর্য্যন্ত সমস্ত স্থল লাক্ষারাগরঞ্জিত চরণচিহ্নে বিরাজিত হইল ॥ ৫৮ ॥ কোন পুরমহিলা দক্ষিণনেত্রে অঞ্জন দিয়াছিলেন, কিন্তু বামনেত্রে কজ্জল দেওয়া হয়

জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা, প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ, হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ॥ ৬০॥
অর্দ্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ, পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা॥ ৬১॥
(স্তনন্ধয়ন্তং তনয়ং বিহায়, বিলোকনায় ত্বরয়া ব্রজন্তী।
সম্প্রস্রুভ্যাং পদবীং স্তনাভ্যাং সিষেচ কাচিৎ পয়সা গবাক্ষম্॥)
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ, সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্॥ ৬২॥
তাবৎ পতাকাকুলমিন্দুমৌলিরুত্তোরণং রাজপথং প্রপেদে।
প্রাসাদশৃঙ্গাণি দিবাপি কুর্ব্বন্, জ্যোৎস্নাভিষেকদ্বিগুণদ্যুতীনি॥ ৬৩

নাই; তদবস্থাতেই তিনি অঞ্জনশলাকা হস্তে লইয়া বাতায়নপার্শ্বে উপস্থি হইলেন॥ ৫৯॥ কোন কামিনী গবাক্ষগর্ভে নেত্রপাত করিয়া চলিয়াছিলে কিন্তু তৎকালে যে তাঁহার বসনগ্রন্থি খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর বন্ধন কর হইল না; অলঙ্কারচ্ছটায় নাভিস্থল রঞ্জিত করিয়া হস্ত দ্বারা সেই বসন ধরিয়া হিলেন॥ ৬০॥ কোন কামিনীর কাঞ্চীদামের রত্নগুটিকা সকল অর্দ্ধগ্রথি হইয়াছিল, সবেগে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্ভ্রমবশে চরণবিক্ষেপ করাতে একে এব তাহা ভূতলে পতিত হইল; পরিশেষে (সমস্ত গুটিকা স্খলিত হওয়াতে) কাঞ্চী দামটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠলগ্ন সূত্রমাত্রে পরিণত হইল॥ ৬১॥ (কোন রমণী স্তন্যপায় শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া শিবসন্দর্শনার্থ ত্বরিতবেগে গমন করিতেছিলেন তাহার স্তনযুগল হইতে ক্ষীরধারা বিগলিত হইয়া গবাক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত প অভিষিক্ত করিল।) * কুতূহলবশবর্ত্তিনী পুরবালাগণের চপলনেত্ররূপ ভ্রমর বিরাজিত মদ্যগন্ধপূর্ণ বদনসমূহে সমাকীর্ণ হওয়াতে বাতায়ন সকল কমলদল মণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল॥ ৬২॥

এ দিকে চন্দ্রশেখর দিবাভাগেও প্রাসাদ-সকলের অগ্রদেশ জ্যোৎস্নাসিক্ত ও বলতা দ্বিগুণ সংবর্দ্ধিত করিয়া উন্নততোরণ-শোভিত পতাকাকীর্ণ রাজপথে মুপনীত হইলেন॥ ৬৩॥ তৎকালে পুরকামিনীদিগের মন অন্য কোন বিষয়ে

---

* এই শ্লোকটি সকল পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো, নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং, সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ৬৪ ॥
স্থানে তপো দুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্।
যা দাস্যমপ্যস্য লভেত নারী, সা স্যাৎ কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্ ॥ ৬৫ ॥
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং, ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ, পত্যুঃ প্রজানাং বিফলোঽভবিষ্যৎ ॥ ৬৬ ॥
ন নূনমারূঢ়রুষা শরীরমনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য।
ব্রীড়াদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে, সন্ন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ ॥ ৬৭ ॥
অনেন সম্বন্ধমুপেত্য দিষ্ট্যা, মনোরথপ্রার্থিতমীশ্বরেণ।
মূর্দ্ধানমালি ! ক্ষিতিধারণোচ্চমুচ্চৈস্তরং বক্ষ্যতি শৈলরাজঃ ॥ ৬৮ ॥
ইত্যোষধিপ্রস্থবিলাসিনীনাং, শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাস্ত্রিনেত্রঃ।
কেয়ূরচূর্ণীকৃতলাজমুষ্টিং, হিমালয়স্যালয়মাসসাদ ॥ ৬৯ ॥

নিবিষ্ট ছিল না; তাঁহারা একমাত্র দর্শনীয় সেই চন্দ্রশেখরকে সতৃষ্ণলোচনে দর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, তাঁহাদিগের যাবতীয় ইন্দ্রিয় একমাত্র চক্ষুতেই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

(তখন পুরকামিনীরা পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।) কেহ বলিলেন, কোমলাঙ্গী পার্ব্বতী যে পর্ণাহার ত্যাগ করিয়া এই মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইল। যে রমণী শিবের ক্রোড়শায়িনী হইতে পারেন, তাঁহার সৌভাগ্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি ইহাঁর দাসীত্ব লাভ করেন, তাঁহার জন্মও সফল হয় ॥ ৬৫ ॥ বিধাতা যদি এই স্পৃহণীয়-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন দম্পতির পরস্পর মিলন না ঘটাইতেন, তাহা হইলে ইহাঁর সৌন্দর্য্যসম্পাদন-বিষয়ে তাঁহার যত্ন বিফল হইত ॥ ৬৬ ॥ ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া কখনই কন্দর্পের দেহ ভস্মসাৎ করেন নাই; কামদেবই বোধ হয় ইহাঁকে দেখিয়া লজ্জাবশে স্বয়ং দেহবিসর্জ্জন করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥ (কোন রমণী তাঁহার সহচরীকে বলিলেন,) সখি! 'গিরিরাজ সৌভাগ্যবশে এই মহেশের সহিত অভিলষিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া ধরাধারণজনিত গৌরব অপেক্ষাও সমধিক গৌরবান্বিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥

ত্রিলোচন ওষধিপ্রস্থবাসিনী পুরস্ত্রীকুলের এইরূপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শুনিতে শুনিতে হিমালয়ের গৃহে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার কেয়ূরোপরি লাজমুষ্টি

চত্রাবতীর্য্যাচ্যুতদত্তহস্তঃ, শরদ্ঘনাদ্দীধিতিমানিবোক্ষঃ।
ক্রান্তানি পূর্ব্বং কমলাসনেন, কক্ষান্তরাণ্যদ্রিপতের্বিবেশ ॥ ৭০ ॥
মন্বগিন্দ্রমুখাশ্চ দেবাঃ, সপ্তর্ষিপূর্ব্বাঃ পরমর্ষয়শ্চ।
ণাশ্চ গির্য্যালয়মন্বগচ্ছন্, প্রশস্তমারম্ভমিবোত্তমার্থাঃ ॥ ৭১ ॥
ত্রেশ্বরো বিষ্টরভাগ্‌যথাবৎ, স রত্নমর্ঘ্যং মধুমচ্চ গব্যম্।
বে দুকূলে চ নগোপনীতং, প্রত্যগ্রহীৎ সর্ব্বমমন্ত্রবর্জ্জম্ ॥ ৭২ ॥
কূলবাসাঃ স বধূসমীপং, নিন্যে বিনীতৈরবরোধদক্ষৈঃ।
বলাসমীপং স্ফুটফেনরাজির্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৭৩ ॥
য়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা, প্রফুল্লচক্ষুঃকুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃসলিলঃ শিবোঽভূৎ সংসৃজ্যমানঃ শরদেব লোকঃ ॥ ৭৪ ॥
য়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাণি, কিঞ্চিদ্ব্যবস্থাপিতসংহৃতানি।
ায়ন্ত্রণাং তৎক্ষণমন্বভূবন্নন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥ ৭৫ ॥

হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতে লাগিল ॥ ৬৯ ॥ চতুরানন পদ্মযোনি অগ্রেই য়ে উপস্থিত হইয়া একটি প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। শারদীয় মেঘ হইতে আদিত্যদেব অবতীর্ণ হন, চন্দ্রচূড়ও তদ্রূপ বিষ্ণুর হাত ধরিয়া বৃষপৃষ্ঠ অবতরণ পূর্ব্বক পদ্মযোনির নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৭০ ॥ সুফল যেমন র্য্যের অনুগামী হয়, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ, বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিবৃন্দ, সনকাদি ন্দ এবং প্রমথবৃন্দ তদ্রূপ মহেশ্বরের পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক হিমাচলের গৃহে হইলেন ॥ ৭১ ॥ মহাদেব তথায় আসনোপবিষ্ট হইয়া পর্ব্বতরাজ কর্ত্তৃক ত্ত রত্ন, অর্ঘ্য, নূতন পট্টবস্ত্রদ্বয় ও মধুসংযুক্ত গব্য প্রভৃতি দ্রব্য মন্ত্রোচ্চারণ র গ্রহণ করিলেন ॥ ৭২ ॥ নবোদিত চন্দ্রকিরণ যেমন জলনিধিকে বেলা-নিকট লইয়া যায়, সেইরূপ অন্তঃপুরপ্রবেশাধিকারী বিনীত পুরুষেরা ধারী চন্দ্রশেখরকে বধূরূপিণী পার্ব্বতীর নিকটে লইয়া গেল ॥ ৭৩ ॥ সমুজ্জ্বলকান্তি চন্দ্রমাশোভিত শরতের অভ্যুদয়ে কুমুদ প্রস্ফুটিত ও সলিল হয়, তদ্রূপ প্রফুল্লমুখচন্দ্রশোভিতা সেই কুমারী গৌরীর সহিত মিলিত ত্রিনয়নের নয়ন বিকসিত ও চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৭৪ ॥ তখন সেই র পরস্পর দর্শনোৎসুক চারি চক্ষু মিলিত হইবার জন্য নিশ্চল হইয়া ই আবার নিবর্ত্তিত হইল; সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে

তস্যাঃ করং শৈলগুরূপনীতং, জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলিমষ্টমূর্ত্তিঃ।
উমাতনৌ গূঢ়তনোঃ স্মরস্য, তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্ব্বমিব প্ররোহম্॥ ৭৬॥
রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ, স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ।
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন, সমং বিভক্তেব মনোভবস্য॥ ৭৭॥
প্রযুক্তপাণিগ্রহণং যদন্যদ্বধূবরং পুষ্যতি কান্তিমগ্র্যাম্।
সান্নিধ্যযোগাদনয়োস্তদানীং, কিং কথ্যতে শ্রীরুভয়স্য তস্য॥ ৭৮॥
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানোরুদর্চ্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে।
মেরোরুপান্তেষ্বিব বর্ত্তমানমন্যোন্যসংসক্তমহস্ত্রিযামম্॥ ৭৯॥
তৌ দম্পতী ত্রিঃ পরিণীয় বহ্নিমন্যোন্যসংস্পর্শনিমীলিতাক্ষৌ।
স কারয়ামাস বধূং পুরোধাস্তস্মিন্ সমিদ্ধার্চ্চিষি লাজমোক্ষম্॥ ৮০
সা লাজধূমাঞ্জলিমিষ্টগন্ধং, গুরূপদেশাদ্বদনং নিনায়।
কপোলসংসর্পিশাখঃ স তস্যা, মুহূর্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে॥ ৮১॥

সমর্থ হইল না; লজ্জাবশে সঙ্কোচভাব ধারণ করিল॥ ৭৫॥ হিমালয় পার্ব্ব[তীর] রক্তবর্ণ-অঙ্গুলিশোভিত হস্ত ধরিয়া সম্প্রদান করিলে মহাদেব উহা গ্রহণ ক[রি]লেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, কন্দর্পদেব মহেশ্বরের ভয়ে এত দিন তাঁ[হার] দেহমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, এখন আবার তাঁহার এই প্রথম অঙ্কুর সমু[দ্গত] হইল॥ ৭৬॥ পার্ব্বতীর দেহে তখন রোমাঞ্চোদ্গম হইল, মহাদেবেরও অ[ঙ্গুলি] স্বেদজলে আপ্লুত হইয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, তাঁহাদিগের উভয়ের [কর]স্পর্শে অনঙ্গের ক্রিয়া তাঁহাদের উভয়ের দেহেই সমানভাগে বিভক্ত হইয়াছে॥ সচরাচর বধূ-বরের বিবাহকালে হরগৌরীর সান্নিধ্য ঘটে; এই হেতু তা[হা] মনোহারিণী শোভা ধারণ করে; সুতরাং (স্বয়ং) হরগৌরীর বিবাহস[ময়ে] উভয়ের যে কি রমণীয় শোভা হইল, তাহা আর কি বলিব? ৭৮॥ সুমে[রু] গিরির উপান্তচারী অন্যোন্যাসক্ত অহোরাত্রি যেমন শোভা ধারণ করে, [সেই] দম্পতি পরস্পর মিলিত হইয়া উর্দ্ধশিখ প্রজ্বলিত বহ্নিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক [সেই]রূপ শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ৭৯॥ পরস্পরের স্পর্শসুখে পরস্পরেরই নয়ন নি[মী]লিত হইয়াছিল; পুরোহিত উভয়কে বারত্রয় অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া বধূ[কে] প্রজ্বলিত অগ্নিতে লাজপ্রক্ষেপ করাইলেন॥ ৮০॥ পার্ব্বতী গুরুর আজ্ঞানুসা[রে] লাজদহনজাত সুগন্ধি ধূমের নিকট স্বীয় বদনদেশ আনত করিলেন।

তদীষদার্দ্রারুণগণ্ডলেখমুচ্ছ্বাসিকালাঞ্জনরাগমক্ষ্ণোঃ।
বধূমুখং ক্লান্তযবাবতংসমাচারধূমগ্রহণাদ্বভূব ॥ ৮২ ॥
বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈব বৎসে! বহ্নির্বিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী।
শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মচর্য্যা, কার্য্যা ত্বয়া মুক্তবিচারয়েতি ॥ ৮৩ ॥
আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য, পীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্যা।
নিদাঘকালোল্বণতাপয়েব, মাহেন্দ্রমম্ভঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥ ৮৪ ॥
ধ্রুবেণ ভর্ত্রা ধ্রুবদর্শনায়, প্রযুজ্যমানা প্রিয়দর্শনেন।
সা দৃষ্ট ইত্যাননমুন্নময্য, হ্রীসন্নকণ্ঠী কথমপ্যুবাচ ॥ ৮৫ ॥
ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন, প্রযুক্তপাণিগ্রহণোপচারৌ।
প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং, পদ্মাসনস্থায় পিতামহায় ॥ ৮৬ ॥
বধূর্বিধাত্রা প্রতিনন্দ্যতে স্ম, কল্যাণি! বীরপ্রসবা ভবেতি।
বাচস্পতিঃ সন্নপি সোঽষ্টমূর্ত্তৌ, ত্বাশাস্য চিন্তাস্তিমিতো বভূব ॥ ৮৭ ॥

ধূম তাঁহার কপোলদেশে প্রসর্পিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, কর্ণোৎপল ভা পাইতেছে ॥ ৮১ ॥ আদেশানুসারে লাজধূম গ্রহণ করাতে বধূ পার্ব্বতীর দেশ স্বেদাক্ত ও অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল, নেত্রস্থিত কৃষ্ণাঞ্জনরাগ স্ফীতি প্রাপ্ত ন এবং যবাঙ্কুররচিত কর্ণভূষণ মলিন হইয়া পড়িল ॥ ৮২ ॥

তখন পুরোহিত বধূকে কহিলেন, বৎসে! এই অগ্নি তোমার পরিণয়-ক্রিয়ার ী; এখন হইতে তুমি অবিচারিতমনে পতি মহেশ্বরের সহিত ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত করে ॥ ৮৩ ॥

নিদাঘকালীন আতপতপ্ত ধরাতল যেমন আগ্রহসহকারে প্রথম-পতিত বৃষ্টি-ল পান করে, তদ্রূপ পার্ব্বতী আকর্ণবিস্তৃত নয়ন প্রসারিত করিয়া সাগ্রহে দেবের এই বাক্যগুলি শ্রবণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥ প্রিয়দর্শন পতি মহেশ্বর ধ্রুব-ত্র দেখিতে বলিলে গৌরী লজ্জাবশে মুখ উন্নমিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অতি কষ্টে লেন, "দেখিয়াছি" ॥৮৫॥ শাস্ত্রবিৎ পুরোহিত এই প্রকারে হর-গৌরীর বিবাহ-সমাধা করিলে জগতের জনক-জননীরূপী সেই দম্পতি পদ্মাসনাসীন ব্রহ্মাকে াম করিলেন ॥৮৬॥ "কল্যাণি! বীরপ্রসবিনী হও" বলিয়া ব্রহ্মাও গৌরীকে আশী-করিলেন; কিন্তু মহাদেবকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, স্থির করিতে না রিয়া সেই বাগীশ্বর বিধাতাকেও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন ও নির্ব্বাক্ হইতে হইল ॥৮৭॥

কৢপ্তোপচারং চতুরস্রবেদীং, তাবেত্য পশ্চাৎ কনকাসনস্থৌ।
জায়াপতী লৌকিকমেষণীয়মার্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্॥ ৮৮॥
পত্রান্তলগ্নৈর্জলবিন্দুজালৈরাকৃষ্টমুক্তাফলজালশোভম্।
তয়োরুপর্য্যায়তনালদণ্ডমাধত্ত লক্ষ্মীঃ কমলাতপত্রম্॥ ৮৯॥
দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন, সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং, বধূং, সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন॥ ৯০॥
তৌ সন্ধিষু ব্যঞ্জিতবৃত্তিভেদং, রসান্তরেষু প্রতিবন্ধরাগম্।
অপশ্যতামপ্সরসাং মুহূর্ত্তং, প্রয়োগমাদ্যং ললিতাঙ্গহারম্॥ ৯১॥
দেবাস্তদন্তে হরমূঢ়ভার্য্যং, কিরীটবদ্ধাঞ্জলয়ো নিপত্য।
শাপাবসানে প্রতিপন্নমূর্ত্তের্যযাচিরে পঞ্চশরস্য সেবাম্॥ ৯২॥
তস্যানুমেনে ভগবান্ বিমন্যুর্ব্যাপারমাত্মন্যপি সায়কানাম্।
কালপ্রযুক্তা খলু কার্য্যবিদ্ভির্বিজ্ঞাপনা ভর্ত্তৃষু সিদ্ধিমেতি॥ ৯৩॥

তদনন্তর শিব-পার্ব্বতী পুষ্পরচনাদিশোভিত চতুষ্কোণ বেদীতে স্বর্ণাস সমাসীন হইলে গুরুজনেরা তাঁহাদিগের মস্তকে আর্দ্র অক্ষত প্রদান পূর্ব্বক আ র্ব্বাদ করিলেন; হর-গৌরীও লৌকিক রীতি অনুসারে প্রযুক্ত সেই বাঙ্ম আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন॥ ৮৮॥ কমলাদেবী বর-বধূর মস্তকোপরি সুদী নালদণ্ডবিশিষ্ট পদ্মাতপত্র ধারণ করিলেন; সেই পদ্মাতপত্রের পত্রপ্রান্তে জল বিন্দু সংলগ্ন থাকাতে মুক্তাফল-সমূহের ন্যায় শোভা বিকশিত হইল॥ ৮৯ বাগ্‌দেবী দুই প্রকার বাক্যে সেই দম্পতির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; সংস্কারপূ বাক্য দ্বারা বরেণ্য মহাদেবকে এবং প্রাকৃত ভাষায় গৌরীকে স্তব করি লাগিলেন॥ ৯০॥ অপ্সরারা একখানি নাটকের অভিনয় করিলে বর-বধূ অভিনয়ও দর্শন করিলেন। যে সন্ধিতে, যে বৃত্তি ও যে রসে যে রাগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, এই নাটকাভিনয়ে তাহা যথাযথ প্রযুক্ত হইয়াছিল; অভিনেতৃগণ সুললিত অঙ্গবিক্ষেপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন॥ ৯১॥ অভিনয় শেষ হইলে সুরগ নিজ নিজ মুকুটে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া মহেশ্বরকে প্রণতি পুরঃসর এই প্রার্থ করিলেন যে, "কামদেব শাপাবসানে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া আপনা সেবা করুক্।" ৯২॥ তখন মহাদেবের ক্রোধশান্তি হইয়াছে; সুতরাং তি স্বীকার করিলেন যে, অতঃপর কামশর তাঁহার প্রতি তদীয় প্রভাব বিস্তার করিবে

অথ বিবুধগণাংস্তানিন্দুমৌলির্বিসৃজ্য,
ক্ষিতিধরপতিকন্যামাদদানঃ করেণ।
কনককলসযুক্তং ভক্তিশোভাসনাথং,
ক্ষিতিবিরচিতশয্যাং কৌতুকাগারমাগাৎ॥ ৯৪॥
নবপরিণয়লজ্জাভূষণাং তত্র গৌরীং,
বদনমপহরন্তীং তৎকৃতাক্ষেপমীশঃ।
অপি শয়নসখীভ্যো দত্তবাচং কথঞ্চিৎ,
প্রমথমুখবিকারৈর্হাসয়ামাস গূঢ়ম্॥ ৯৫॥

ই শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ উমাপরিণয়ো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ॥৭॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

পাণিপীড়নবিধেরনন্তরং, শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি।
ভাবসাধ্বসপরিগ্রহাদভূৎ, কামদোহদসুখং মনোহরম্॥ ১॥

র্থ হইবে। ফল কথা, কালবিৎ ব্যক্তির প্রার্থনা উপযুক্ত অবসরে প্রভুসমীপে জ্ঞাপিত হইলে তাহা ফলবতী হইয়া থাকে॥ ৯৩॥

তদনন্তর চন্দ্রচূড় মহেশ্বর সুরবৃন্দকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা র্বতীকে গ্রহণ করিয়া হেমময়-পূর্ণকুম্ভশোভিত, পুষ্পাদিরচনামণ্ডিত, ভূশয্যা-াজ্জিত বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন॥ ৯৪॥ বাসরগৃহে আসিয়া গৌরী নব-াহজনিত লজ্জাভূষণে ভূষিতা হইয়া অবস্থান করিলেন; দেবদেব মহেশ্বর ই তাঁহার বদনদেশ ধরিয়া উন্নমিত করিতে লাগিলেন, পার্ব্বতী ততই মুখ রাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। অধিক কি, তিনি শয়নসহচরীগণকেও তি কষ্টে কথার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বর প্রমথবৃন্দের স্যোদ্দীপক বদনভঙ্গী দ্বারা বিরলে পার্ব্বতীকে হাসাইতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৯৫॥

বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে মহেশ্বরের প্রতি শৈলনন্দিনীর ভয়সংযুক্ত রতিভাব ৎপন্ন হইল; (পরন্তু) তাহাতেও তাঁহার মনোহর কামোদ্দীপক সুখ জন্মিয়া

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে, গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা।
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী, সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ ॥ ২ ॥
কৈতবেন শয়িতে কুতুহলাৎ, পার্ব্বতী প্রতিমুখং নিপাতিতম্।
চক্ষুরুন্মিষতি সস্মিতং প্রিয়ে, বিদ্যুদাহতমিব ন্যমীলয়ৎ ॥ ৩ ॥
নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া, শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ।
তদ্দুকূলমথ চাভবৎ স্বয়ং, দূরমুচ্ছ্বসিতনীবিবন্ধনম্ ॥ ৪ ॥
এবমালি! নিগৃহীতসাধ্বসং, শঙ্করো রহসি সেব্যতামিতি।
সা সখীভিরুপদিষ্টমাকুলা, নাস্মরৎ প্রমুখবর্ত্তিনি প্রিয়ে ॥ ৫ ॥
অপ্যবস্তুনি কথাপ্রবৃত্তয়ে, প্রশ্নতৎপরমনঙ্গশাসনম্।
বীক্ষিতেন পরিগৃহ্য পার্ব্বতী, মূর্দ্ধকম্পময়মুত্তরং দদৌ ॥ ৬ ॥
শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা, সন্নিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে, মোঘযত্নবিধুরা রহস্যভূৎ ॥ ৭ ॥

ছিল ॥ ১ ॥ পার্ব্বতী (প্রথমে) শিবের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন ন [illegible] বস্ত্র ধরিলে স্থানান্তরগমনে ইচ্ছা করিতেন এবং (শয়নকালে) অন্য দি[illegible] মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিতেন; তথাপি উহা (পার্ব্বতীর ঐ ভাব) পিনা[illegible] পাণির সুখের কারণ হইয়াছিল ॥ ২ ॥ মহাদেব কুতূহলবশে নিদ্রার ছল করিলে পার্ব্বতী প্রিয়তমের মুখের প্রতি নেত্রপাত করিতেন; তখন মহেশ্বর হাস্যসহকারে চক্ষুরুন্মীলন করিলে পার্ব্বতী বিদ্যুদাহতের ন্যায় চক্ষু মুদিত করিতেন ॥৩॥ মহাদেব তাঁহার নাভিদেশে হস্ত প্রদান করিলে পার্ব্বতী কম্পিতকলেবরে তাঁহা[র] হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অবরোধ করিতেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার নীবিবন্ধন আপ[না] হইতেই অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িত ॥ ৪ ॥ 'হে সখি! ভয় বিসর্জ্জন পূর্ব্ব[ক] তুমি নির্জ্জনে শঙ্করের সেবা করিও,' সখীরা এইরূপ উপদেশ দিলেও, প্রিয়ত[ম] মহাদেব যখন সম্মুখবর্ত্তী হইতেন, তখন পার্ব্বতী ভয়বিহ্বলা হইয়া আর সে উপদেশ স্মরণ রাখিতে পারিতেন না ॥ ৫ ॥ 'কথোপকথনের জন্য অনঙ্গ-শাসন মহেশ্বর অপ্রস্তুতার্থ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলে পার্ব্বতী তাঁহার প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কেবল মস্তককম্পন করিয়াই উত্তর প্রদান করিতেন ॥ ৬ ॥ শূলপা[ণি] নির্জ্জনে পার্ব্বতীর (পরিধেয়) বস্ত্র কাড়িয়া লইলে গিরিনন্দিনী করতলদ্বয় দ্বারা তাঁহার নয়নযুগল আচ্ছাদন করিতেন; কিন্তু মহেশ্বর ললাটস্থিত নয়ন দ্বারা

চুম্বনেষ্বধরদানবর্জ্জিতং, সন্নহস্তমদয়োপগূহনে।
ক্লিষ্টমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভোর্দুর্লভপ্রতিকৃতং বধূরতম্॥ ৮॥
যন্মুখগ্রহণমক্ষতাধরং, দত্তমব্রণপদং নখঞ্চ যৎ।
যদ্রতঞ্চ সদয়ং প্রিয়স্য তৎ, পার্ব্বতী বিসহতে স্ম নেতরৎ॥ ৯॥
রাত্রিবৃত্তমনুযোক্তুমুদ্যতং, সা প্রভাতসময়ে সখীজনম্।
নাকরোদপকুতূহলং হ্রিয়া, শংসিতুঞ্চ হৃদয়েন তত্বরে॥ ১০॥
দর্পণে চ পরিভোগদর্শিনী, পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনো নিষেদুষঃ।
প্রেক্ষ্য বিম্বমনু বিম্বমাত্মনঃ, কানি কানি ন চকার লজ্জয়া॥ ১১॥
নীলকণ্ঠপরিভুক্তযৌবনাং, তাং বিলোক্য জননী সমাশ্বসীৎ।
ভর্ত্তৃবল্লভতয়া হি মানসীং, মাতুরস্যতি শুচং বধূজনঃ॥ ১২॥

ীক্ষণ করিতেন, (তাহা আচ্ছাদন করিবার উপায় ছিল না,) সুতরাং পার্ব্বতী লপ্রযত্ন হওযায বিহ্বলা হইয়া পড়িতেন॥ ৭॥ মহাদেব চুম্বন করিলে তিনি র দান করিতেন না, (মুখ ফিরাইয়া লইতেন); নির্দ্দয়ভাবে আলিঙ্গন রলে হস্ত শিথিল করিয়া দিতেন; সুতরাং সেই নবোঢ়া বধূর রতিক্রিয়া নখ-তাড়নাদিবর্জ্জিত ও লজ্জাবশে উপরুদ্ধমন্মথ হইলেও প্রভু মহেশ্বরের প্রীতিকর য়াছিল॥ ৮॥ যাহাতে অধর ক্ষত না হয়, মহাদেব এই ভাবে মুখচুম্বন করি-ন, যাহাতে ব্রণচিহ্ন না হয়, এই ভাবে নখক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন; সুতরাং াদেবের সেই সদয়ভাবে রতিক্রিয়া পার্ব্বতী ভিন্ন আর কেহই সহ্য করিতে র্থ হয় না॥ ৯॥ প্রভাতকালে সখীরা রাত্রিকালীন ঘটনা (সুরতবৃত্তান্তের য়) জিজ্ঞাসা করিলে পার্ব্বতী লজ্জাবশে তাহাদের কুতূহল পরিতৃপ্ত করিতে র্থ হইতেন না; কিন্তু তাহা বলিবার জন্য মনে মনে ব্যগ্র হইতেন॥ ১০॥ র্ব্বতী যখন আদর্শতলে পরিভোগচিহ্ন দেখিতে আরম্ভ করিতেন, প্রিয়তম হেশ্বর তখন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া (অলক্ষিতে) বসিয়া থাকিতেন; মুকুর-ধ্য আত্মপ্রতিবিম্বের পশ্চাতে শিবের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লজ্জাবশে পার্ব্বতী ান কথাই বলিতে পারিতেন না॥ ১১॥ নীলকণ্ঠ পার্ব্বতীর যৌবনসম্ভোগ রিতেছেন দেখিয়া জননী মেনকা পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। প্রিয়তমা তর প্রেম লাভ করিলে জননীর মানস-দুঃখ দূর হইয়া থাকে॥ ১২॥

বাসরাণি কতিচিৎ কথঞ্চন, স্থাণুনা পদমকার্য্যত প্রিয়া।
জ্ঞাতমন্মথরসা শনৈঃ শনৈঃ, সা মুমোচ রতিদুঃখশীলতাম্॥ ১৩॥
সস্বজে প্রিয়মুরোনিপীড়িতা, প্রার্থিতং মুখমনেন নাহরৎ।
মেখলাপ্রণয়লোলতাং গতং, হস্তমস্য শিথিলং রুরোধ সা॥ ১৪॥
ভাবসূচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়ং, চাটুমৎ ক্ষণবিয়োগকাতরম্।
কৈশ্চিদেব দিবসৈস্তদা তয়োঃ, প্রেম রূঢ়মিতরেতরাশ্রয়ম্॥ ১৫॥
তং যথাত্মসদৃশং বরং বধূরন্বরজ্যত বরস্তথৈব তাম্।
সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী, সোঽপি তন্মুখরসৈকনির্বৃতিঃ॥ ১৬॥
শিষ্যতাং নিধুবনোপদেশিনঃ, শঙ্করস্য রহসি প্রপন্নয়া।
শিক্ষিতং যুবতিনৈপুণং তয়া, যৎ তদেব গুরুদক্ষিণীকৃতম্॥ ১৭॥
দষ্টমুক্তমধরোষ্ঠমম্বিকা, বেদনাবিধুতহস্তপল্লবা।
শীতলেন নিরবাপয়ৎ ক্ষণং, মৌলিচন্দ্রশকলেন শূলিনঃ॥ ১৮॥

মহাদেব এইরূপে কতিপয় দিবস অতি কষ্টে প্রিয়তমাকে সুরতক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করিলে ক্রমে ক্রমে পার্ব্বতী মন্মথরসের আস্বাদ বুঝিতে পারিলেন তখন তিনি রতিদুঃখশীলতা (রতিকালীন প্রতিকূলস্বভাব) পরিত্যাগ করিলেন॥ ১৩॥ তখন প্রিয়তম কর্ত্তৃক বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গিতা হইয়া পুনরালিঙ্গন করিতেন, চুম্বনার্থ প্রার্থনা করিলে আর মুখ ফিরাইয়া লইতেন না এবং মেখলা ধারণে মহাদেবের হস্ত চঞ্চল হইলে তিনি শিথিলভাবে সেই হস্ত ধারণ করিতেন॥ ১৪॥ কতিপয় দিবসের মধ্যেই তাঁহাদিগের উভয়ের প্রেম গাঢ়ভাবে পরস্পরকে আশ্রয় করিল। তখন অপ্রিয় দৃষ্ট না হইলেও উভয়ে চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন এবং ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদেও কাতর হইয়া উঠিতেন॥ ১৫ বধূ (পার্ব্বতী) যেমন আত্মসদৃশ বরের চিত্তবিনোদন করিতেন, বরও (মহেশ্বরও) তদ্রূপ তাঁহার মনোরঞ্জনে নিযুক্ত ছিলেন। গঙ্গা যেমন সমুদ্রকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না, সমুদ্রও সেইরূপ একমাত্র গঙ্গার মুখরসে (জলে) নির্বৃতি (আনন্দ) লাভ করেন। (ফল কথা, পার্ব্বতী ও মহেশ্বরের প্রেম অবিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিল)॥ ১৬॥ নির্জ্জনে শঙ্করের নিকট সুরত-বিস্তার উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পার্ব্বতী যুবতীজনোচিত যে রতিকৌশল শিক্ষা করিলেন, তাহাই গুরুদক্ষিণারূপে প্রদত্ত হইল॥ ১৭॥ মহেশ্বর পার্ব্বতীর অ

চুম্বনাদলকচূর্ণদূষিতং, শঙ্করোঽপি নয়নং ললাটজম্।
উচ্ছ্বসৎকমলগন্ধয়ে দদৌ, পার্ব্বতীবদনগন্ধবাহিনে ॥ ১৯ ॥
এবমিন্দ্রিয়সুখস্য বর্ত্মনঃ, সেবনাদনুগৃহীতমন্মথঃ।
শৈলরাজভবনে সহোময়া, মাসমাত্রমবসদ্বৃষধ্বজঃ ॥ ২০ ॥
সোঽনুমান্য হিমবন্তমাত্মভূরাত্মজাবিরহদুঃখপীড়িতম্।
তত্র তত্র বিজহার সঞ্চরন্, অপ্রমেয়গতিনা কুকুদ্মতা ॥ ২১ ॥
মেরুমেত্য মরুদাশুবাহনঃ, পার্ব্বতীস্তনপুরস্কৃতঃ কৃতী।
হেমপল্লববিভঙ্গসংস্তরানন্বভূৎ সুরততৎপরঃ ক্ষপাম্ ॥ ২২ ॥
পদ্মনাভচরণাঙ্কিতাশ্মসু, প্রাপ্তবৎস্বমৃতবিপ্রুষো নবাঃ।
মন্দরস্য কটকেষু চাবসৎ, পার্ব্বতীবদনপদ্মষট্পদঃ ॥ ২৩ ॥
বারণধ্বনিতভীতয়া তয়া, কণ্ঠসক্তমৃদুবাহুবন্ধনঃ।
একপিঙ্গলগিরৌ জগদ্গুরুর্নির্বিবেশ বিশদাঃ শশিপ্রভাঃ ॥ ২৪ ॥

ষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে অম্বিকা বেদনা বোধ করিয়া করপল্লব সঞ্চালন রিতেন, পরক্ষণেই শূলপাণির মস্তকস্থ স্নিগ্ধ চন্দ্রকলায় সেই বেদনা দূর করিয়া তেন ॥ ১৮ ॥ চুম্বন হেতু মহাদেবের ললাটস্থ নেত্র অলকচূর্ণ দ্বারা দূষিত লে, তিনি বিকসিত পদ্মগন্ধযুক্ত উমার মুখবায়ু দ্বারা তাহা দূর করিবার জন্য ভিমুখে উহা স্থাপিত করিতেন ॥ ১৯ ॥ এইরূপে বৃষধ্বজ মহেশ্বর ইন্দ্রিয়সুখের বর্ত্তী হইয়া মদনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাস পার্ব্বতীর সহিত লরাজগৃহে অবস্থিতি করিলেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর কন্যার বিরহদুঃখে কাতর হিমাচলের অনুমতি লইয়া আত্মযোনি াদেব অপ্রেমেয়গতি বৃষভারোহণে (পার্ব্বতীর সহিত) নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক হার করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ সেই সুদক্ষ মহেশ্বর বায়ুবৎ বেগগামী বৃষ-হনে পার্ব্বতীকে পুরোভাগে আরোহণ করাইয়া, তাঁহার স্তনদ্বয় আলিঙ্গন র্ব্বক সুমেরুপর্ব্বতে আগমন করিলেন ; তথায় হেমপল্লবখণ্ড দ্বারা শয্যা রচন র্ব্বক সুরত-ব্যাপারে নিরত হইয়া রাত্রিযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ ার্ব্বতীর বদনকমলের ভ্রমরস্বরূপ মহাদেব পদ্মনাভ বিষ্ণুর চরণ-চিহ্নিত-পাষাণ- া, অভিনব অমৃতবিন্দু-বিশিষ্ট মন্দরগিরির নিতম্বদেশে কিছু দিন অবস্থিতি রিলেন ॥ ২৩ ॥ জগদ্গুরু মহাদেব একপিঙ্গলপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে তত্রত

তস্য জাতু মলয়স্থলীরতের্ধূতচন্দনলতঃ প্রিয়াক্লমম্।
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দক্ষিণানিলঃ॥ ২৫॥
হেমতামরসতাড়িতপ্রিয়া, তৎকরাম্বুবিনিমীলিতেক্ষণা।
খে ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা, মীনপঙ্‌ক্তিপুনরুক্তমেখলা॥ ২৬॥
তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ, পারিজাতকুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্।
নন্দনে চিরমযুগ্মলোচনঃ, সস্পৃহং সুরবধূভিরীক্ষিতঃ॥ ২৭॥
ইত্যভৌমমনুভূয় শঙ্করঃ, পার্থিবঞ্চ বনিতাসখঃ সুখম্।
লোহিতায়তি কদাচিদাতপে, গন্ধমাদনবনং ব্যগাহত॥ ২৮॥
তত্র কাঞ্চনশিলাতলাশ্রয়ো, নেত্রগম্যমবলোক্য ভাস্করম্।
দক্ষিণেতরভুজব্যপাশ্রয়াং, ব্যাজহার সহধর্ম্মচারিণীম্॥ ২৯॥

হস্তিগণের ধ্বনিতে ভীত হইয়া পার্ব্বতী কোমল বাহুপাশে গিরিশের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। সেই স্থানে মহেশ্বর (কতিপয় দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক) বিমল চন্দ্রকিরণ উপভোগ করিলেন॥ ২৪॥ তিনি কোন সময়ে মলয়পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে চন্দনশাখাবিকম্পী লবঙ্গকেশরযুক্ত দক্ষিণ বায়ু চাটুকারের ন্যায় তাঁহার প্রিয়তমা পার্ব্বতীর রতিজনিত শ্রম দূর করিল॥২৫॥ তথায় পার্ব্বতী নদীজলে অবগাহন করিয়া (জলকেলি করিতে করিতে) হেম নলিনী দ্বারা প্রিয়তমকে তাড়িত করিলেন, মহেশ্বরও হস্তে জল লইয়া উমার বদনে নিক্ষেপ করাতে পার্ব্বতী নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। তৎকালে মীন-পঙ্‌ক্তি পার্ব্বতীর নিতম্বদেশে সংলগ্ন হওয়ায় যেন তাঁহার কাঞ্চীদাম দ্বিগুণিত বলিয়া বোধ হইল॥ ২৬॥ তৎপরে অযুগ্মনেত্র মহাদেব নন্দনকাননে গমন পূর্ব্বক পুলোমনন্দিনী শচীর অলকযোগ্য পারিজাতপুষ্প দ্বারা উমার অলঙ্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করিলে সুরবালাগণ সস্পৃহলোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

এই প্রকারে মহেশ্বর বনিতার সহিত স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখসম্ভোগ করিয়া সূর্য্যকিরণ (প্রচণ্ডভাবে) লোহিতবর্ণ ধারণ করিলে গন্ধমাদনপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন॥ ২৮॥ তথায় স্বর্ণময় শিলাপট্টে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক ভাস্করদেবকে দর্শনযোগ্য দেখিয়া সহধর্ম্মিণী পার্ব্বতীকে বামবাহুপাশে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ২৯॥ (প্রিয়ে! দেখ,) প্রলয়কালে প্রজাপতি যেরূপ জগৎ সংহার

পদ্মকান্তিমরুণত্রিভাগয়োঃ, সংক্রময্য তব নেত্রয়োরিব।
সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ, সংহরত্যহরসাবহর্প্পতিঃ ॥ ৩০ ॥
শীকরব্যতিকরং মরীচিভির্দূরয়ত্যবনতে! বিবস্বতি।
ইন্দ্রচাপপরিবেষশূন্যতাং, নির্ঝরাস্তব পিতুর্ব্রজন্ত্যমী ॥ ৩১ ॥
দষ্টতামরসকেসরত্যজোঃ, ক্রন্দতোর্বিপরিবৃত্তকণ্ঠয়োঃ।
নিঘ্নয়োঃ সরসি চক্রবাকয়োরল্পমন্তরমনল্পতাং গতম্ ॥ ৩২ ॥
স্থানমাহ্নিকমপাস্য দন্তিনঃ, সল্লকীবিটপভঙ্গবাসিতম্।
আবিভাতচরণায় গৃহ্নতে, বারি বারিরুহবদ্ধষট্পদম্ ॥ ৩৩ ॥
পশ্য পশ্চিমদিগন্তলম্বিনা, নির্ম্মিতং মিতকথে! বিবস্বতা।
দীর্ঘয়া প্রতিময়া সরোঽম্ভসাং, তাপনীয়মিব সেতুবন্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥
উত্তরন্তি বিনিকীর্য্য পল্বলং, গাঢ়পঙ্কমতিবাহিতাতপাঃ।
দংষ্ট্রিণো বনবরাহযূথপা, দষ্টভঙ্গুরবিসাঙ্কুরা ইব ॥ ৩৫ ॥

রন, ঐ দিবাপতি সূর্য্যদেব সেইরূপ তোমার অরুণোপান্ত নেত্রযুগলের ন্যায় কান্তি সংক্রামিত করিয়া দিবসের সংহার করিতেছেন ॥ ৩০ ॥ হে অবনতে র্ব্বতি! সূর্য্যদেব মরীচিমালা দ্বারা জলকণা-সকল দূরীকৃত করাতে তোমার তা হিমালয়ের ঐ সকল নির্ঝর ইন্দ্রধনুর্ম্মণ্ডল-পরিশূন্য হইয়া পড়িতেছে ॥ ৩১ ॥ বাকমিথুন পদ্মকেশর অর্দ্ধাংশ ভক্ষণ করিয়া (সন্ধ্যাসমাগমদর্শনে) তাহা ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর গ্রীবা বক্র করিয়া ক্রন্দন করিতেছে; উহারা এখন বের অধীন; সরোবরে উহাদের অল্পমাত্র ব্যবধান হইলেও উহা অধিকতর বলিয়া (উহাদিগের নিকট) অনুমিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ হস্তিসমূহ সন্ধ্যা-াগমে সল্লকীপল্লবখণ্ড দ্বারা সুবাসিত, (মুদিত হেতু) অভ্যন্তরে আবদ্ধ-ষট্পদ-সমন্বিত জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ মিতভাষিণি! দেখ, পশ্চিমদিগন্তলম্বী সূর্য্যদেব দীর্ঘ প্রতিবিম্ব দ্বারা সরসী-লে যেন স্বর্ণময় সেতুবন্ধন করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥ দংষ্ট্রাকরাল বন্যবরাহ-পতিগণ যেন কুটিল মৃণালাঙ্কুর দশনে ধারণ করিয়া আতপতাপ অতিবাহিত ত অতিপঙ্কিল পল্বল পরিহারপুরঃসর বহির্গত হইতেছে ॥৩৫॥ হে বিশালোরু!

এষ বৃক্ষশিখরে কৃতাস্পদো, জাতরূপরসগৌরমণ্ডলঃ।
হীয়মানমহরত্যয়াতপং, পীবরোরু! পিবতীব বর্হিণঃ॥ ৩৬॥
পূর্ব্বভাগতিমিরপ্রবৃত্তিভির্ব্যক্তপঙ্কমিব জাতমেকতঃ।
খং হৃতাতপজলং বিবস্বতা, ভাতি কিঞ্চিদিব শেষবৎসরঃ॥ ৩৭॥
আবিশদ্ভিরুটজাঙ্গনং মৃগৈর্ম্মূলসেকসরসৈশ্চ বৃক্ষকৈঃ।
আশ্রমাঃ প্রবিশদগ্নিধেনবো, বিভ্রতি শ্রিয়মুদীরিতাগ্নয়ঃ॥ ৩৮॥
বদ্ধকোশমপি তিষ্ঠতি ক্ষণং, সাবশেষবিবরং কুশেশয়ম্।
ষট্পদায় বসতিং গ্রহীষ্যতে, প্রীতিপূর্ব্বমিব দাতুমন্তরম্॥ ৩৯॥
দূরলগ্নপরিমেয়রশ্মিনা, বারুণী দিগরুণেন ভানুনা।
ভাতি কেশরবতের মণ্ডিতা, বন্ধুজীবতিলকেন কন্যকা॥ ৪০॥
সামভিঃ সহচরাঃ সহস্রশঃ স্যন্দনাশ্বহৃদয়ঙ্গমস্বনৈঃ।
ভানুমগ্নিপরিকীর্ণতেজসং, সংস্তুবন্তি কিরণোষ্মপায়িনঃ॥ ৪১॥

(ঐ দেখ,) বৃক্ষশিখরস্থিত, স্বর্ণরসবৎ গৌরবর্ণপুচ্ছধারী ময়ূর যেন ক্ষীয়মা দিনান্তকালীন আতপ পান করিতেছে॥ ৩৬॥ পূর্ব্বদিকে অন্ধকারের আবির্ভা হেতু ও সূর্য্য কর্ত্তৃক আতপরূপ জল অপহৃত হওয়াতে গগনমার্গ যেন একদি স্ফুটপঙ্কবিশিষ্ট শুষ্ক সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৩৭॥ মৃগগণ পর্ণ শালার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছে, মূলদেশে জলসেচন হেতু বৃক্ষ-সকল সরা হইয়াছে, হোমধেনুগণ আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে এবং হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হই তেছে; সুতরাং আশ্রম-সকল পরম শ্রী ধারণ করিয়াছে॥ ৩৮॥ পদ্ম মুদিত প্রায় হইয়াও, ষট্পদগণ আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়া তাহাদিগকে প্রীতি সহকারে অবসরপ্রদানের জন্যই যেন কিঞ্চিন্মাত্র ছিদ্র রাখিয়া মুদিত হইতে কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিতেছে॥ ৩৯॥ দূরলগ্ন অপরিমিত কিরণবিশিষ্ট অরুণবর্ণ সূর্য্য দ্বারা পশ্চিমদিক্ যেন কেশরযুক্ত বন্ধুজীবপুষ্পরূপ তিলকে মণ্ডিতা কন্যার ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৪০॥ একত্রচর সূর্য্যরশ্মিতাপপায়ী (বালখিল্য) ঋষি গণ সামবেদোক্তস্বরে অগ্নিতে তেজঃসংক্রমণকারী সূর্য্যদেবকে সহস্র সহস্রবার স্তব করিতেছেন। তাঁহাদিগের সেই স্বর সূর্য্যদেবের রথাশ্বদিগেরও হৃদয়ঙ্গম (শ্রুতিসুখকর)॥ ৪১॥ সূর্য্যদেব দিবসকে মহোদধিগর্ভে নিমগ্ন করিয়া অশ্বগণের

সোঽয়মানতশিরোধরৈর্হয়ৈঃ, কর্ণচামরবিঘট্টিতেক্ষণৈঃ।
অস্তমেতি যুগভগ্নকেশরৈঃ, সন্নিধায় দিবসং মহোদধৌ॥ ৪২॥
খং প্রসুপ্তমিব সংস্থিতে রবৌ, তেজসো মহত ঈদৃশী গতিঃ।
তৎ প্রকাশয়তি যাবদুত্থিতং, মীলনায় খলু তাবতা চ্যুতম্॥ ৪৩॥
সন্ধ্যায়াপ্যনুগতং রবের্বপুর্বন্দ্যমস্তশিখরে সমর্পিতম্।
প্রাক্ তথেয়মুদয়ে পুরস্কৃতা, নানুযাস্যতি কথং তমাপদি॥ ৪৪॥
রক্তপীতকপিশাঃ পয়োমুচাং, কোটয়ঃ কুটিলকেশি! ভান্ত্যমূঃ।
দ্রক্ষ্যসি ত্বমিতি সান্ধ্যবেলয়া, বর্ত্তিকাভিরিব সাধুবর্ত্তিতাঃ॥ ৪৫॥
সিংহকেশরসটাসু ভূভৃতা, পল্লবপ্রসবিষু দ্রুমেষু চ।
পশ্য ধাতুশিখরেষু চাত্মনা, সংবিভক্তমিব সান্ধ্যমাতপম্॥ ৪৬॥
পার্ষ্ণিমুক্তবসুধাস্তপস্বিনঃ, পাবনাম্বুরচিতাঞ্জলিক্রিয়াঃ।
ব্রহ্ম গূঢমভিসন্ধ্যমাদৃতাঃ, শুদ্ধয়ে বিধিবিদো গৃণন্ত্যমী॥ ৪৭॥

চ অস্ত গমন করিতেছেন। তৎকালে সেই সমস্ত রথাশ্বের স্কন্ধদেশ আনত, হত রোমবাজি কুটিলিত এবং কর্ণরূপ চামর দ্বারা (কর্ণসঞ্চালন করাতে) বিঘট্টিত (আচ্ছাদিতপ্রায়) হইতেছে॥ ৪২॥ সূর্য্যদেব অস্তমিত ন আকাশমার্গ প্রসুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করে। মহৎ তেজের স্বভাবই ই। উহা উদিত হইয়া যে পরিমাণ স্থান প্রকাশিত করে, সে স্থান হইতে ত হইলে তৎপরিমাণ স্থানই অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই॥ ৪৩॥ দবের পূজনীয় দেহ অস্তাচলশিখরে নিহিত হইলে সন্ধ্যাও তাহার অনুগমন লন। প্রথমে উদয়কালে যিনি অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, অস্তকালে তিনি ামিনী না হইবেন কেন? ৪৪॥ হে কুটিলকেশি! (দেখ,) রক্ত, পীত ও শবর্ণ কোটি কোটি ঐ সকল মেঘখণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে; তুমি দর্শন ব, এই জন্যই সান্ধ্যবেলা উহাদিগকে যেন চিত্রশলাকা দ্বারা উত্তমরূপে ত করিয়া রাখিয়াছে॥ ৪৫॥ ঐ দেখ, অস্তাচল যেন সিংহগণের কেশর-, পল্লবিত বৃক্ষসমূহে এবং স্বীয় ধাতুময় শিখরদেশে সন্ধ্যাকালীন আতপ ক করিয়া রাখিয়াছে॥ ৪৬॥ (আরও দেখ,) ঐ সকল শাস্ত্রবিশারদ তপস্বি- াষ্ণিদেশ (গুল্‌ফের অধোভাগ) দ্বারা ভূতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক (পাদাগ্রে হইয়া) পবিত্র জলে অঞ্জলিক্রিয়া (অর্ঘ্যাদি) সমাপনান্তে শ্রদ্ধাসহকারে

তন্মুহূর্ত্তমনুমন্তুমর্হসি, প্রস্তুতায় নিয়মায় মামপি।
ত্বাং বিনোদনিপুণঃ সখীজনো, বল্‌গুবাদিনি! বিনোদয়িষ্যতি॥ ৪৮
নির্বিভুজ্য দশনচ্ছদং ততো, বাচি ভর্ত্তুরবধীরণাপরা।
শৈলরাজতনয়া সমীপগামাললাপ বিজয়ামহেতুকম্॥ ৪৯॥
ঈশ্বরোঽপি দিবসাত্যয়োচিতং, মন্ত্রপূর্ব্বমনুতস্থিবান্ বিধিম্।
পার্ব্বতীমবচনামসূয়য়া, প্রত্যুপেত্য পুনরাহ সস্মিতম্॥ ৫০॥
মুঞ্চ কোপমনিমিত্তকোপনে! সন্ধ্যয়া প্রণমিতোঽস্মি নান্যথা।
কিং ন বেৎসি সহধর্ম্মচারিণং, চক্রবাকসমবৃত্তিমাত্মনঃ॥ ৫১॥
নির্ম্মিতেষু পিতৃষু স্বয়ম্ভুবা, যা তনুঃ সুতনু! পূর্ব্বমুজ্‌ঝিতা।
সেয়মস্তমুদয়ঞ্চ সেব্যতে, তেন মানিনি! মমাত্র গৌরবম্॥ ৫২॥

শুদ্ধিলাভার্থ সন্ধ্যার অভিমুখে উপাংশুভাবে গায়ত্রী জপ করিতেছেন॥ ৪
হে মঞ্জুভাষিণি! প্রকৃত সন্ধ্যাবিধি অনুষ্ঠানার্থ আমাকেও অনুমতি দেও। বিনোদননিপুণা সখীরা তোমার চিত্তবিনোদন করিবে॥ ৪৮॥

তখন শৈলরাজনন্দিনী পতিবাক্যে অবজ্ঞা পুরঃসর মুখভঙ্গী করিয়া নিং বর্ত্তিনী বিজয়ার সহিত অহেতুক আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; (শঙ্করে বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না)॥ ৪৯॥ মহেশ্বরও মন্ত্রপাঠ পুরঃসর সন্ধ্যা কালোচিত বিধি সম্পাদন করিলেন। অনন্তর পার্ব্বতী অসূয়াবশে উত্তর প্রদা করেন নাই বলিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক সহাস্যে বলিলেন॥ ৫০ হে অকারণকোপপরায়ণে! রোষ পরিহার কর। আমি সন্ধ্যা দ্বারা প্রণমি হইয়াছি, অন্য কারণে নহে; (আমি ধর্ম্মানুসন্ধায়ী, আমাকে কামানুসন্ধা বিবেচনা করিও না)। আমি তোমার সহিতই ধর্ম্মাচরণ করি, তোমার সহি আমার চক্রবাকের তুল্য ব্যবহার, তাহা কি তুমি অবগত নও?॥ ৫১॥ হে শোভনাঙ্গি! আত্মযোনি ব্রহ্মা পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া যে দেহ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন, সেই দেহই উদয় ও অস্তকালে (সন্ধ্যারূপে) পূজিত হয়। হে মানিনি এই কারণেই সন্ধ্যার প্রতি আমার এত আদর॥ ৫২॥ * ধাতুরসময়ী নদী

---

* ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, স্বয়ম্ভূ পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই মূর্ত্তি পরিত্যাগ করে সেই মূর্ত্তি প্রাতঃ ও সায়ংকালে সন্ধ্যারূপে পূজিত হয়। সন্ধ্যার উপাসনা করিলে লো দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হয়। যথা—

তামিমাং তিমিরবৃদ্ধিপীড়িতাং, ভূমিলগ্নামিব সম্প্রতি স্থিতাম্ ।
একতস্তটতমালমালিনীং, পশ্য ধাতুরসনিমগ্নামিব ॥ ৫৩ ॥
সান্ধ্যমস্তমিতশেষমাতপং, রক্তলেখমপরা বিভর্ত্তি দিক্ ।
সম্পরায়বসুধা সশোণিতং, মণ্ডলাগ্রমিব তির্য্যগুত্থিতম্ । ৫৪ ॥
যামিনীদিবসসন্ধিসম্ভবে, তেজসি ব্যবহিতে সুমেরুণা ।
এতদন্ধতমসং নিরঙ্কুশং, দিক্ষু দীর্ঘনয়নে ! বিজৃম্ভতে ॥ ৫৫ ॥
নোর্দ্ধমীক্ষণগতির্ন চাপ্যধো, নাভিতো ন পুরতো ন পৃষ্ঠতঃ ।
লোক এষ তিমিরোল্ববেষ্টিতো, গর্ভবাস ইব বর্ত্ততে নিশি ॥ ৫৬ ॥
শুদ্ধমাবিলমবস্থিতং চলং, বক্রমার্জবগুণান্বিতঞ্চ যৎ ।
সর্ব্বমেব তমসা সমীকৃতং, ধিঙ্মহত্ত্বমসতাং হতান্তরম্ ॥ ৫৭ ॥

তটে তমালবনরাজি থাকিলে যেরূপ দেখায়, ঐ দেখ, অন্ধকার বৃদ্ধি হওয়াতে ভূত, ভূমিসংলগ্নবৎ অবস্থিত এই সন্ধ্যাও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫৩ ॥ ভূমি যেমন তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত সশোণিত করবাল ধারণ করে, পশ্চিমদিক্ রূপ অস্তগতাবশিষ্ট রক্তবর্ণ রেখাকৃতি সান্ধ্য আতপ ধারণ করিতেছে ॥ ৫৪ ॥ বিশালাক্ষি ! রাত্রি ও দিবা এই উভয়ের সন্ধিকালীন তেজ সুমেরু কর্তৃক হিত হওয়াতে এই অন্ধতামস অবিচ্ছিন্নরূপে সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হই- ছে ॥ ৫৫ ॥ কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি পার্শ্বদ্বয়, কি পুরোভাগ, কি পশ্চাৎ ন দিকেই দৃষ্টির গতি চলিতেছে না ; এই নিশাভাগে লোক যেন তিমির- জরায়ুবেষ্টিত হইয়া গর্ভবাসের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৫৬ ॥ শুদ্ধ, ন, স্থাবর, জঙ্গম, বক্র ও ঋজুগুণবিশিষ্ট যে কোন বস্তু আছে, অন্ধকার তৎ- স্তকেই সমান করিয়া দিয়াছে ; (সকলই দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে) । এখন সতের ত অসতের প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়াছে ; অতএব অসাধুগণের মহত্ত্বকে (বৃদ্ধিকে) ! ৫৭ ॥ হে কমলমুখি ! নৈশ অন্ধকার দূর করিবার জন্য নিশ্চয়ই নিশা-

---

"পিতামহঃ পিতৄন্ সৃষ্ট্বা মূর্ত্তিং তামুৎসসর্জ্জ হ ।
প্রাতঃ সায়ং সমাগত্য সন্ধ্যারূপেণ পূজ্যতে ।
এতাং সন্ধ্যাং যতাত্মানো যে তু দীর্ঘামুপাসতে ।
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি নীরুজাঃ পাণ্ডুনন্দন ॥"

নূনমুন্নমতি যজ্বনাং পতিঃ, শার্ব্বরস্য তমসো নিষিদ্ধয়ে।
পুণ্ডরীকমুখি! পূর্ব্বদিঙ্মুখং, কৈতকৈরিব রজোভিরাবৃতম্॥ ৫৮॥
মন্দরান্তরিতমূর্ত্তিনা নিশা, লক্ষ্যতে শশভৃতা সতারকা।
ত্বং ময়া প্রিয়সখীসমাগতা, শ্রোষ্যতেব বচনানি পৃষ্ঠতঃ॥ ৫৯॥
রুদ্ধনির্গমনমা দিনক্ষয়াৎ, পূর্ব্বদৃষ্টতনুচন্দ্রিকাস্মিতম্।
এতদুদ্গিরতি রাত্রিনোদিতা, দিগ্রহস্যমিব চন্দ্রমণ্ডলম্॥ ৬০॥
পশ্য পক্কফলিনীফলত্বিষা, বিম্বলাঞ্ছিতবিয়ৎসরোঽম্ভসা।
বিপ্রকৃষ্টবিবরং হিমাংশুনা, চক্রবাকমিথুনং বিড়ম্ব্যতে॥ ৬১॥
শক্যমোষধিপতের্নবোদয়াঃ, কর্ণপূররচনাকৃতে তব।
অপ্রগল্ভযবসূচিকোমলাশ্ছেত্তুমগ্রনখসম্পুটৈঃ করাঃ॥ ৬২॥
অঙ্গুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং, সন্নিগৃহ্য তিমিরং মরীচিভিঃ।
কুট্মলীকৃতসরোজলোচনং, চুম্বতীব রজনীমুখং শশী॥ ৬৩॥

নাথ উদিত হইতেছেন। (ঐ দেখ,) পূর্ব্বদিঙ্মুখ কেতকাপরাগে আবৃতের ন্যা[য়] বোধ হইতেছে॥ ৫৮॥ চন্দ্রদেব মন্দরাচলের অন্তরালে থাকিয়া তারকাসমন্বি[ত] রজনীকে দর্শন করিতেছেন। তুমি এখন প্রিয়তমা সখীগণের সঙ্গে মিলি[ত] হইয়াছ; আমার বোধ হইতেছে, চন্দ্রদেব পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া তোমাদে[র] কথোপকথন শ্রবণ করিবেন॥ ৫৯॥ (মানিনী নায়িকা যেমন সন্ধ্যাকা[লে] সখী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মনের অভিলাষ উদ্গীরণ বা প্রকাশ করে, সেইরূপ) পূর্ব্বদিগ্বধূ সায়ংকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বদৃষ্ট যে ক্ষীণ চন্দ্রিকারূপ মৃদুহাস্য রুদ্ধ করি[য়া] রাখিয়াছিল, এখন রজনী কর্ত্তৃক প্রণোদিতা হইয়া তাহা উদ্গীরণ করিতেছে॥ ৬০॥ পক্ক প্রিয়ঙ্গুফলের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন শশধর আকাশমার্গ ও সরোবরসলিল লাঞ্ছি[ত] করিয়া (প্রতিবিম্বিত হইয়া) অতিদূরস্থ চক্রবাকমিথুনের অনুকরণ করিতেছেন। (রজনীযোগে আকাশে ও সরোবরের জলে চন্দ্রমার বিম্ব ও প্রতিবিম্ব পতি[ত] হওয়াতে দূরবর্ত্তী বিরহবিধুর চক্রবাকমিথুনের ন্যায় উহা পরিদৃষ্ট হইতেছে॥ ৬১॥ নবোদিত কোমল যবাঙ্কুর সদৃশ সুকুমার ঐ চন্দ্রকিরণ তোমার কর্ণভূষণ-নির্ম্মাণা[র্থ] (অনায়াসে) নখাগ্রভাগ দ্বারা ছেদন করিয়া লওয়া যায়॥ ৬২॥ অঙ্গুলী দ্বা[রা] যেমন কেশপাশ ধারণ করে, সেইরূপ চন্দ্রদেব মরীচিমালা দ্বারা তিমিররাশি নিগৃহীত করিয়া কুট্মলীকৃত পদ্মরূপ লোচনবিশিষ্ট রজনীমুখ চুম্বন করিতেছেন॥ ৬৩॥

পশ্য পার্ব্বতি! নবেন্দুরশ্মিভিঃ, সামিভিন্নতিমিরং নভস্তলম্।
লক্ষ্যতে দ্বিরদভোগদূষিতং, সংপ্রসীদদিব মানসং সরঃ ॥ ৬৪ ॥
রক্তভাবমপহায় চন্দ্রমা, জাত এষ পরিশুদ্ধমণ্ডলঃ।
বিক্রিয়া ন খলু কালদোষজা, নির্ম্মলপ্রকৃতিষু স্থিরোদয়া ॥ ৬৫ ॥
উন্নতেষু শশিনঃ প্রভা স্থিতা, নিম্নসংশ্রয়পরং নিশাতমঃ।
নূনমাত্মসদৃশী প্রকল্পিতা, বেধসৈব গুণদোষয়োর্গতিঃ ॥ ৬৬ ॥
চন্দ্রপাদজনিতপ্রবৃত্তিভিশ্চন্দ্রকান্তজলবিন্দুভির্গিরিঃ।
মেখলাতরুষু নিদ্রিতানমূন্, বোধয়ত্যসময়ে শিখণ্ডিনঃ ॥ ৬৭ ॥
কল্পবৃক্ষশিখরেষু সম্প্রতি, প্রস্ফুরদ্ভিরবিকল্পসুন্দরি!
হারযষ্টিগণনামিবাংশুভিঃ, কর্ত্তুমুদ্যতকুতূহলঃ শশী ॥ ৬৮ ॥
উন্নতাবনতভাগবত্তয়া, চন্দ্রিকা সতিমিরা গিরেরিয়ম্।
ভক্তিভির্বহুবিধাভিরর্পিতা, ভাতি ভূতিরিব মত্তদন্তিনঃ ॥ ৬৯ ॥

পার্ব্বতি! দেখ, (মানস-সরোবরে হস্তিগণ বপ্রক্রীড়া করিলে জল কলুষিত [illegible]া উঠে, হস্তীরা প্রস্থান করিলে আবার নির্ম্মলতা ধারণ করে।) গজক্রীড়া-[illegible]ষিত মানস-সরোবর (শেষে) যেমন স্বচ্ছ হয়, নবচন্দ্রকিরণে অর্দ্ধান্ধকার দূর [illegible]য়াতে নভোমণ্ডলও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৬৪ ॥ এই চন্দ্রমা এখন রক্তভাব [illegible]গ করিয়া শুভ্রবিম্ব ধারণ করিলেন। নির্ম্মল প্রকৃতিতে কালদোষজ বিকার [illegible]নও চিরস্থায়ী হয় না ॥ ৬৫ ॥ (দেখিতে দেখিতে) চন্দ্রকান্তি উন্নত পর্ব্বত-[illegible]াদিতে অবস্থিত হইল; নৈশ অন্ধকার নিম্নস্থানে (গর্ত্তাদিতে) আশ্রয় গ্রহণ [illegible]ল। বিধাতা গুণদোষের গতি আত্মসদৃশ করিয়াই কল্পিত করিয়াছেন অর্থাৎ [illegible]স্বীরা উন্নত এবং মলিনাত্মারা অবনত হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥ চন্দ্রকিরণ-সংযোগে [illegible]কান্তমণি হইতে বারিবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে; সেই জলবিন্দু গাত্রে পতিত [illegible]য়াতে গিরিনিতম্বস্থ তরুতলে নিদ্রিত ময়ূরগণ (বৃষ্টিভয়ে) জাগরিত হওয়াতে [illegible]ধ হইতেছে যেন, গিরিবর অসময়ে তাহাদিগকে জাগরিত করাইয়া [illegible]তছে ॥ ৬৭ ॥ হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! সম্প্রতি কল্পবৃক্ষের শিখরে চন্দ্রকিরণ প্রস্ফুরিত [illegible]য়াতে বোধ হইতেছে যেন, শশধর কুতূহলবশে ঐ কিরণরূপ হস্ত দ্বারা (কল্প-[illegible]বিলম্বী) হারযষ্টি গণনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৬৮ ॥ পর্ব্বতের কোন স্থান [illegible]ও কোন স্থান উন্নত বলিয়া তিমিরমিশ্রিত এই জ্যোৎস্না মত্তহস্তীর দেহস্থ

এতদুচ্ছ্বসিতপীতমৈন্দবং, সোঢ়ুমক্ষমমিব প্রভারসম্।
মুক্তষট্পদবিরাবমঞ্জসা, ভিদ্যতে কুমুদমা নিবন্ধনাৎ ॥ ৭০ ॥
পশ্য কল্পতরুলম্বি শুদ্ধয়া, জ্যোৎস্নয়া জনিতরূপসংশয়ম্।
মারুতে চলতি চণ্ডি! কেবলং, ব্যজ্যতে বিপরিবৃত্তমংশুকম্ ॥ ৭১ ॥
শক্যমঙ্গুলিভিরুদ্ধৃতৈরধঃ, শাখিনাং পতিতপুষ্পপেশলৈঃ।
পত্রজর্জ্জরশশিপ্রভালবৈরেভিরুৎকচয়িতুং তবালকান্ ॥ ৭২ ॥
এষ চারুমুখি! যোগতারয়া, যুজ্যতে তরলবিম্বয়া শশী।
সাধ্বসাদুপগতপ্রকম্পয়া, কন্যয়েব নবদীক্ষয়া বরঃ ॥ ৭৩ ॥
পাকভিন্নশরকাণ্ডগৌরয়োরুল্লসৎপ্রতিকৃতিপ্রদীপ্তয়োঃ।
রোহতীব তব গণ্ডলেখয়োশ্চন্দ্রবিম্বনিহিতাক্ষি! চন্দ্রিকা ॥ ৭৪ ॥
লোহিতার্কমণিভাজনার্পিতং, কল্পবৃক্ষমধু বিভ্রতী স্বয়ম্।
ত্বামিয়ং স্থিতিমতীমুপস্থিতা, গন্ধমাদনবনাধিদেবতা ॥ ৭৫ ॥

বহুবিধ রচনায় বিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৬৯ ॥ (অতিরিক্ত পা[illegible] পান করিলে যেমন উদর বিদীর্ণ হইয়া যায়, কুমুদের দশাও সেইরূপ হইয়াছে ভ্রমরশব্দশূন্য এই কুমুদ অতিতৃষ্ণা হেতু উচ্ছ্বসিতভাবে চন্দ্রিকারস পান করিয়া, এ[illegible] উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা যেন বৃন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ভেদ করিয়া বিকা[illegible] হইতেছে ॥ ৭০ ॥ হে চণ্ডি! দেখ, কল্পবৃক্ষে বস্ত্র বিলম্বিত রহিয়াছে, [illegible] নির্ম্মল জ্যোৎস্নাহেতু উহার স্বরূপ-নির্ণয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে, জ্যোৎস্না কি[illegible] স্থির করা যাইতেছে না; কেবল সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে উহা চঞ্চল হ[illegible] প্রকাশিত (বোধগম্য) হইতেছে ॥ ৭১ ॥ পত্রান্তরালে এই যে সকল জ্যো[illegible] মণ্ডল লক্ষিত হইতেছে, উহা বৃক্ষনিম্নে পতিত পুষ্পবৎ কোমল, উহা অঙ্গুলী [illegible] উদ্ধৃত করিয়া তোমার অলকদাম বন্ধন করিয়া দেওয়া যায় ॥ ৭২ ॥ হে চারুমু[illegible] প্রথম-সঙ্গমভয়ে বেপথুমতী (কম্পমানা) নববিবাহিতা কন্যার সহিত যেমন ব[illegible] মিলন হয়, সেইরূপ এই প্রদীপ্ত-মণ্ডলময়া যোগতারার সহিত চন্দ্রমার সম্মি[illegible] হইতেছে ॥৭৩॥ হে চন্দ্রবিম্বনিহিতাক্ষি! পরিপক্ক হইলে শরকাণ্ড যেমন বিকশি[illegible] গৌরবর্ণ হয়, তদ্রূপ গৌরবর্ণ এবং চন্দ্রিকাপ্রতিবিম্বতুল্য সমুজ্জ্বল তোমার গণ্ড[illegible] হইতে যেন চন্দ্রকিরণ উদ্গত হইতেছে ॥৭৪॥ (হে পার্ব্বতি! দেখ,) গন্ধমাদনব[illegible] অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্যকান্ত-মণিনির্ম্মিত পাত্রে কল্পতরুজাত মদ্য লইয়া এই স্থা[illegible]

আর্দ্রকেশরসুগন্ধি তে মুখং, রক্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ।
অত্র লব্ধবসতির্গুণান্তরং, কং বিলাসিনি! মধুঃ করিষ্যতি ॥ ৭৬॥
মান্যভক্তিরথবা সখীজনঃ, সেব্যতামিদমনঙ্গদীপকম্।
ইত্যুদারমভিধায় শঙ্করস্তামপায়য়ত পানমম্বিকাম্ ॥ ৭৭ ॥
পার্ব্বতী তদুপযোগসম্ভবাং, বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরাম্।
অপ্রতর্ক্য-বিধিযোগনির্ম্মিতামাম্রতেব সহকারতাং যযৌ ॥ ৭৮ ॥
তৎক্ষণং বিপরিবর্ত্তিতহ্রিয়োর্নেষ্যতোঃ শয়নমিদ্ধরাগয়োঃ।
সা বভূব বশবর্ত্তিনী দ্বয়োঃ, শূলিনঃ সুবদনা মদস্য চ ॥ ৭৯ ॥
ঘূর্ণমাননয়নং স্খলৎকথং স্বেদবিন্দুমদকারণস্মিতম্।
আননেন ন তু তাবদীশ্বরশ্চক্ষুষা চিরমুমামুখং পপৌ ॥ ৮০ ॥
তাং বিলম্বিতপনীয়মেখলামুদ্বহন্ জঘনভারদুর্বহাম্।
ধ্যানসম্ভৃতবিভূতিসংভৃতং, প্রাবিশন্মণিশিলাগৃহং হরঃ ॥ ৮১ ॥

...তা তোমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৭৫ ॥ হে বিলাসিনি! তোমার ...ভাবতঃ সরসকেশরের ন্যায় সুগন্ধপূর্ণ; নয়ন স্বভাবতঃ আরক্ত; সুতরাং ...র মুখে এই মদ্য প্রবেশলাভ করিলে কি গুণান্তর উৎপাদন করিবে? ৭৬॥
তোমার প্রতি সম্মান ও ভক্তিমতী এই সখীরা কামোদ্দীপক এই মদ্য পান ...। মহেশ্বর এইরূপ উদারবাক্য বলিয়া অম্বিকাকে সেই মদিরা পান ...লেন ॥ ৭৭ ॥ আম্র যেরূপ স্বভাবতঃ মনোহর হইলেও অচিন্তনীয় দৈব-...ত সহকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতি মনোহর হয়, সেইরূপ পার্ব্বতী মদ্যপান-... বিকার প্রাপ্ত হইলেও সেই বিক্রিয়া সাধুগণের নিকট মনোহারিণী ...ছিল ॥ ৭৮ ॥ তখন সুমুখী পার্ব্বতী লজ্জাশূন্য, শয়নাভিলাষী, অনুরাগপরবশ ...র ও অনঙ্গ এই উভয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া উঠিলেন ॥ ৭৯ ॥ তখন তাঁহার ...ঘূর্ণিত হইল, বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল, বদনমণ্ডল স্বেদাক্ত ও অকারণ ...য় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিল। ঈশ্বর মহেশ্বর মুখ দ্বারা সেই উমামুখ পান (চুম্বন) ...লেন না; কিন্তু বহুক্ষণ নেত্র দ্বারা পান করিতে লাগিলেন অর্থাৎ অত্যধিক ...াগবশে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ॥ ৮০ ॥
অনন্তর মহাদেব বিলম্বিত-স্বর্ণমেখলাধারিণী, জঘনভারে দুর্ব্বহা পার্ব্বতীকে ...করিয়া মণিশিলাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ সঙ্কল্পমাত্রে সংগৃহীত

তত্র হংসধবলোত্তরচ্ছদং, জাহ্নবী-পুলিনচারুদর্শনম্ ।
অধ্যশেত শয়নং প্রিয়াসখঃ, শারদাভ্রমিব রোহিণীপতিঃ ॥ ৮২ ॥
ক্লিষ্টকেশমবলুপ্তচন্দনং, উৎপথার্পিতনখং সমৎসরম্।
তস্য তচ্ছিদুরমেখলাগুণং, পার্ব্বতীরতমভূন্ন তৃপ্তয়ে ॥ ৮৩ ॥
কেবলং প্রিয়তমাদয়ালুনা, জ্যোতিষামবনতাসু পংক্তিষু।
তেন তৎপরিগৃহীতবক্ষসা, নেত্রমীলনকুতূহলং কৃতম্ ॥ ৮৪ ॥
স ব্যবুধ্যত বুধস্তবোচিতঃ, শাতকুম্ভকমলাকরৈঃ সমম্।
মূর্চ্ছনাপরিগৃহীতকৈশিকৈঃ, কিন্নরৈরুষসি গীতমঙ্গলঃ ॥ ৮৫ ॥
তৌ ক্ষণং শিথিলিতোপগূহনৌ, দম্পতী রচিতমানসোর্ম্ময়ঃ ।
পদ্মভেদনিপুণাঃ সিষেবিরে, গন্ধমাদনবনান্তমারুতাঃ ৮৬ ॥
ঊরুমূলনখমার্গরাজিভিস্তৎক্ষণং হৃতবিলোচনো হরঃ।
বাসসঃ প্রশিথিলস্য সংযমং, কুর্ব্বতীং, প্রিয়তমামবারয়ৎ ॥ ৮৭ ॥

নানাবিধ ভোগসাধন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ॥ ৮১ ॥ রোহিণীপতি চন্দ্র যেমন শারদীয় মেঘের উপর শয়ন করেন, মহাদেবও সেইরূপ সেই মণিময় গৃহে হংসবৎ শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত, গঙ্গাপুলিনবৎ চারুদর্শন শয্যায় প্রিয়তমা পার্ব্বতীর সহিত শয়ন করিলেন ॥ ৮২ ॥ তথায় বিহারকালে পার্ব্বতীর কেশপাশ আলুলায়িত হইল, চন্দন বিলুপ্ত হইয়া গেল, পরস্পর জিগীষাপরবশ হওয়াতে মর্য্যাদা অতিক্রম পূর্ব্বক নখ-ক্ষত জন্মিল, কাঞ্চীদাম ছিন্ন হইয়া পড়িল, তথাপি পার্ব্বতীর রতিতে মহাদেব পরিতৃপ্ত হইলেন না॥ ৮৩॥ যখন নক্ষত্রমালা (পশ্চিমদিকে) অবনত হইয়া পড়িল, (রজনী অবসানপ্রায় হইল), তখন পার্ব্বতী কর্ত্তৃক বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গিত মহেশ্বর প্রিয়তমার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া নেত্রনিমীলনরূপ আনন্দ লাভ করিলেন; (মহেশ্বর রতি পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রিত হইলেন) ॥৮৪॥

অনন্তর ঊষাকালে কিন্নরগণ মূর্চ্ছনার সহিত রাগবিশেষ দ্বারা শিবের উদ্দেশে মঙ্গলগীতিগানে প্রবৃত্ত হইলে বিদ্বদ্‌গণের স্তবনীয় মহেশ্বর কনকপদ্মাকরের সহিত জাগরিত হইলেন ॥ ৮৫ ॥ তখন দম্পতি আলিঙ্গন শিথিল করিলেন। যাহা মানসসরোবরের তরঙ্গ উৎপাদন করে এবং পদ্মসকলকে প্রস্ফুটিত করিতে যাহা সুদক্ষ, গন্ধমাদন-গিরির সেই বনান্তবায়ু হর-গৌরীর সেবা করিতে লাগিল (শিব-গৌরী তখন ক্ষণকাল বায়ু-সেবন করিলেন)। ॥ ৮৬ ॥ সেই মুহূর্ত্তে (বা

স প্রজাগরকষায়লোচনং, গাঢ়দন্তপদতাড়িতাধরম্।
আকুলালকমরংস্ত রাগবান্, প্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্॥ ৮৮॥
তেন ভঙ্গিবিষমোত্তরচ্ছদং, মধ্যপিণ্ডিতবিসূত্রমেখলম্।
নির্ম্মলেঽপি শয়নং নিশাত্যয়ে, নোজ্ঝিতং চরণরাগলাঞ্ছিতম্॥ ৮৯॥
স প্রিয়ামুখরসং দিবানিশং, হর্ষবৃদ্ধিজননং সিষেবিষুঃ।
দর্শনপ্রণয়িনামদৃশ্যতামাজগাম বিজয়ানিবেদিতঃ॥ ৯০॥
সমদিবসনিশীথং সঙ্গিনস্তত্র শম্ভোঃ, শতমগমদৃতূনাং সার্দ্ধমেকা নিশেব।
স সুরতসুখেভ্যশ্ছিন্নতৃষ্ণো বভূব,জ্বলন ইব সমুদ্রান্তর্গতস্তজ্জলৌঘৈঃ॥৯১॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ শিবয়োঃ সম্ভোগবর্ণনং নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

পার্ব্বতীর পরিধেয়-বসন অপসারিত হইলে) তাঁহার উরুমূলে নখচিহ্নসমূহ
া তৎপ্রতি শিবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পার্ব্বতী শিথিল বসন বন্ধন করিতে
হইতেছিলেন, মহাদেব প্রিয়তমাকে নিবারণ করিলেন॥ ৮৭॥ জাগরণ
পার্ব্বতীর নয়ন রক্তবর্ণ, গাঢ় দন্তক্ষত হেতু অধর প্রপীড়িত এবং অলকাবলী
গ্ন হইয়াছিল; অনুরাগপরবশ মহেশ্বর প্রিয়তমার তাদৃশ মুখ দেখিয়া
হিত হইলেন॥ ৮৮॥ (যামিনীযোগে বিহারকালে) অঙ্গভঙ্গ হেতু শয্যার
দনবস্ত্র উন্নতাবনত হইয়া পড়িত, কাঞ্চীদাম সূত্রহীন (ছিন্ন) হইয়া পিণ্ডী-
বে পড়িয়া থাকিত এবং পার্ব্বতীর চরণগত অলক্তকরাগে শয্যা রঞ্জিত হইত;
দয় হইলেও মহেশ্বর সেই শয্যা ত্যাগ করিতেন না॥ ৮৯॥ তিনি দিবা-
সুখাতিশয়ের কারণস্বরূপ প্রিয়ামুখমদিরা পান করিতে ইচ্ছা করিতেন।
া তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আগমন করিতেন, বিজয়ানাম্নী সখী সেই সংবাদ
ন করিলেও তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিতেন না॥ ৯০॥ সাগরের
ত বাড়বাগ্নি যেমন জলপ্রবাহ ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ পার্ব্ব-
াহিত অহর্নিশি সঙ্গত হইয়া মহাদেব পঞ্চবিংশতি বৎসর এক রাত্রির ন্যায়
াহিত করিলেন; তথাপি তাঁহার সুরতসুখ-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না॥ ৯১॥

নবমঃ সর্গঃ।

—০ঃ০—

তথাবিধেঽনঙ্গরসপ্রসঙ্গে, মুখারবিন্দে মধুপঃ প্রিয়ায়াঃ।
সম্ভোগবেশ্ম প্রবিশন্তমন্তর্দদর্শ পারাবতমেকমীশঃ ॥ ১ ॥

সুকান্তকান্তামণিতানুকারং, কূজন্তমাঘূর্ণিতরক্তনেত্রম্।
প্রস্ফারিতোন্নম্রবিনম্রকণ্ঠং, মুহুর্মুহুর্ন্যঞ্চিতচারুপুচ্ছম্ ॥ ২ ॥

বিশৃঙ্খলং পক্ষতিযুগ্মমীষদ্দধানমানন্দগতিং মদেন।
শুভ্রাংশুবর্ণং জটিলাগ্রপাদমিতস্ততো মণ্ডলকৈশ্চরন্তম্ ॥ ৩ ॥

রতিদ্বিতীয়েন মনোভবেন, হ্রদাৎ সুধায়াঃ প্রবিগাহ্যমানাৎ।
তং বীক্ষ্য ফেনস্য চয়ং নবোত্থমিবাভ্যনন্দৎ ক্ষণমিন্দুমৌলিঃ ॥ ৪ ॥

তস্যাকৃতিং কামপি বীক্ষ্য দিব্যামন্তর্ভবচ্ছদ্মবিহঙ্গমগ্নিম্।
বিচিন্তয়ন্ সংবিবিদে স দেবো, ভ্রূভঙ্গভীমশ্চ রুষা বভূব ॥ ৫ ॥

প্রিয়তমা হৈমবতীর মুখপদ্মের ভৃঙ্গস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর মহেশ্বর এইরূপে অনঙ্গ-রঙ্গে নিরত আছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, একটি পারাবত সম্ভোগ-গৃহে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১ ॥ ঐ পারাবত প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন রতি-শব্দের অনুকরণে শব্দ করিতেছিল; তাহার রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত হইতেছি[ল], কণ্ঠদেশ স্ফীত, উন্নত ও বিনত হইতেছিল এবং সে মুহুর্মুহুঃ সুন্দর পুচ্ছ[কে] সঙ্কুচিত করিতেছিল ॥ ২ ॥ তাহার পক্ষমূলদ্বয় বিশৃঙ্খল (বন্ধনরহিত) গতি উল্লাসভরে হর্ষসূচক, বর্ণ শ্বেতাংশু চন্দ্রের ন্যায় ধবল, সম্মুখস্থ পদদ্বয় জ[টা] বিশিষ্ট; সে মণ্ডলাকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ॥ ৩ ॥ এই পারাবত দেখিয়া বোধ হইল যেন, রতিসহচর কামদেব অমৃতহ্রদ আলোড়ন পূ[র্ব্বক] অভিনব ফেনপুঞ্জ উত্তোলিত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর উহাকে দেখিয়া ক্ষণকা[ল] আনন্দ অনুভব করিলেন ॥ ৪ ॥ সর্ব্বান্তর্যামী মহেশ্বর সেই কপোতের দি[ব্য] আকৃতি দর্শনে ক্ষণকাল চিন্তানিমগ্ন রহিলেন; পরে জানিতে পারিলে[ন], ছল করিয়া অগ্নিদেব এই বিহঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তখন ক্রোধে ভ্রূ[ভঙ্গ] করাতে তাঁহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥ অনন্তর হুতাশন নিজ মূর্ত্তি ধা[রণ]

স্বরূপমাস্থায় ততো হুতাশস্ত্রসম্বলৎকম্পকৃতাঞ্জলিঃ সন্।
প্রবেপমানো নিতরাং স্মরারিমিদং বচো ব্যক্তমথাধ্যুবাচ ॥ ৬ ॥
অসি ত্বমেকো জগতামধীশঃ, স্বর্গৌকসাং ত্বং বিপদো নিহংসি।
অতঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখাঃ প্রভো! ত্বামুপাসতে দৈত্যবরৈর্বিধূতাঃ ॥ ৭ ॥
ত্বয়া প্রিয়াপ্রেমবশংবদেন, শতং ব্যতীয়ে সুরতাদৃতূণাম্।
রহঃস্থিতেন ত্বদবীক্ষণার্ত্তো, দৈন্যং পরং প্রাপ সুরৈঃ সুরেন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥
ত্বদীয়সেবাবসরপ্রতীক্ষৈরভ্যর্থিতঃ শক্রমুখৈঃ সুরৈস্ত্বাম্।
উপাগতোঽন্বেষ্টুমহং বিহঙ্গরূপেণ বিদ্বন্! সময়োচিতেন ॥ ৯ ॥
ইতি প্রভো! চেতসি সম্প্রধার্য্য, তন্নোঽপরাধং ভগবন্! ক্ষমস্ব।
পরাভিভূতা বদ কিং ক্ষমন্তে, কালাতিপাতং শরণার্থিনোঽমী ॥ ১০ ॥
প্রভো! প্রসীদাশু স্বজাত্মপুত্রং, যং প্রাপ্য সেনান্যমসৌ সুরেন্দ্রঃ।
স্বর্লোকলক্ষ্মীপ্রভুতামবাপ্য, জগত্রয়ং পাতি তব প্রসাদাৎ ॥ ১১ ॥

… ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাম-…ন মহেশ্বরকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ হে প্রভো! একমাত্র আপনিই …তর অধিপতি; আপনি দেবগণের বিপদ্ বিনাশ করিয়া থাকেন; অতএব …দি দেবগণ দৈত্যশ্রেষ্ঠ তারকাদি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আপনার উপাসনা …তেছেন ॥ ৭ ॥ আপনি প্রিয়তমার প্রেমে বশীভূত হইয়া সুরতব্যাপারে নির্জ্জনে …তু অতিবাহিত করিলেন; এ দিকে আপনার অদর্শনে কাতর হইয়া দেবরাজ …দসহ দীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৮॥ হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! আপনার সেবার্থ অবসর …ক্ষায় অবস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি সময়োচিত বিহঙ্গম-…ধারণ পূর্ব্বক আপনার অন্বেষণার্থ উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৯ ॥ হে প্রভো! …করণে সম্যক্ বিবেচনা করিয়া আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন। হে …ন্! বলুন, শক্র কর্ত্তৃক প্রপীড়িত, (আপনার) শরণার্থী এই ইন্দ্রাদি দেব-…রূপে কালবিলম্ব সহ্য করিতে পারেন? ১০ ॥ হে প্রভো! আশু প্রসন্ন … স্বয়ং একটি পুত্র উৎপাদন করুন; সেই পুত্রকে সেনানী প্রাপ্ত হইয়া …জ আপনার প্রসাদে স্বর্গলক্ষ্মীর আধিপত্য লাভ করিয়া ত্রিভুবন পালন …বন্ ॥১১॥

স শঙ্করস্তামিতি জাতবেদোবিজ্ঞাপনামর্থবতীং নিশম্য ।
অভূৎ প্রসন্নঃ পরিতোষয়ন্তি, গীর্ভির্গিরীশা রুচিরাভিরীশম্॥ ১২॥
প্রসন্নচেতা মদনান্তকারঃ, স তারকারের্জয়িনো ভবায়।
শক্রস্য সেনাধিপতের্জয়ায়, ব্যচিন্তয়চ্চেতসি ভাবি কিঞ্চিৎ॥ ১৩॥
যুগান্তকালাগ্নিমিবাবিষহ্যং, পরিচ্যুতং মন্মথরঙ্গভঙ্গাৎ।
রতান্তরেতঃ স হিরণ্যরেতস্যথোর্দ্ধরেতাস্তদমোঘমাধাৎ॥ ১৪॥
অথোষ্ণবাষ্পানিলদূষিতান্তং, বিশুদ্ধমাদর্শমিবাত্মদেহম্।
বভার ভূম্না সহসা পুরারিরেতঃপরিক্ষেপকুবর্ণমগ্নিঃ॥ ১৫॥
ত্বং সর্ব্বভক্ষো ভব ভীমকর্ম্মা, কুষ্ঠাভিভূতোঽনল! ধূমগর্ভঃ।
ইত্থং শশাপাদ্রিসুতা হুতাশং, তথা রতানন্দসুখস্য ভঙ্গাৎ॥ ১৬॥
দক্ষস্য শাপেন শশী ক্ষয়ীব, প্লুষ্টো হিমেনেব সরোজকোশঃ।
বহন্ বিরূপং বপুরুগ্ররেতশ্চয়েন বহ্নিঃ কিল নির্জগাম॥ ১৭॥

মহেশ্বর অগ্নির এইরূপ অর্থগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন। অ বাগ্মী পুরুষগণ মনোহর বাক্যে সেই সর্ব্বেশ্বরের সন্তোষবিধানে প্রবৃত্ত হ লেন॥ ১২॥ প্রসন্নচেতা মদনমথন মহেশ্বর জয়শীল, শক্রজয়ার্থ ইন্দ্রসেনা তারকারি পুত্রের উৎপাদনার্থ কিঞ্চিৎকাল মনে মনে চিন্তা করিতে লা লেন॥ ১৩॥ অনন্তর ঊর্দ্ধরেতা সদাশিব যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় অস মন্মথরঙ্গভঙ্গ হেতু স্খলিত, অব্যর্থ, সুরতাবসানজাত বীর্য্য অগ্নিতে নিক্ষেপ ক লেন॥ ১৪॥ উষ্ণ মুখবায়ুতে দর্পণের মধ্যভাগ যেমন মলিন হয়, সহসা ত্রিপুরারি অতিরিক্তপরিমাণ রেতঃপ্রক্ষেপে হুতাশনের বিশুদ্ধ নিজদেহও সেইরূপ মলিন ধারণ করিল॥ ১৫॥ তখন পর্ব্বতনন্দিনী গৌরী সুরতজনিত আনন্দসুখ বি হওয়াতে কুপিতা হইয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন, "হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভু ভীমকর্ম্মা, কুষ্ঠরোগে অভিভূত ও ধূমগর্ভ হও॥ ১৬॥" তখন অগ্নিদেব দক্ষ ক অভিশপ্ত ক্ষয়রোগী চন্দ্র এবং হিমপাতে ক্ষয়প্রাপ্ত কমলকোশের ন্যায় (উগ্রবী মহাদেবের বীর্য্যসংঘাত হেতু শ্রীহীন দেহ বহন পূর্ব্বক তথা হইতে বহি হইলেন॥ ১৭॥

স পাবকালোকরুষা বিলক্ষাং, স্মরত্রপাস্মেরবিনম্রবক্ত্রাম্‌।
বিনোদয়ামাস গিরীন্দ্রপুত্রীং, শৃঙ্গারগর্ভৈর্মধুরৈর্বচোভিঃ ॥ ১৮ ॥
হরো বিকীর্ণং ঘনঘর্ম্মতোয়ৈর্নেত্রাঞ্জনাঙ্কং হৃদয়প্রিয়ায়াঃ।
দ্বিতীয়কৌপীনচলাঞ্চলেনাহরন্মুখেন্দোরকলঙ্কিনোঽস্যাঃ ॥ ১৯ ॥
মন্দেন স্বিন্নাঙ্গুলিনা করেণ, কম্প্রেণ তস্যা বদনারবিন্দাৎ।
পরামৃশন্‌ ঘর্ম্মজলং জহার, হরঃ সহেলং ব্যজনানিলেন ॥ ২০ ॥
রতিশ্লথং তৎকবরীকলাপমংসাবসক্তং বিগলৎপ্রসূনম্‌।
স পারিজাতোদ্ভবপুষ্পময্যা, স্রজা ববন্ধামৃতমূর্ত্তিমৌলিঃ ॥ ২১ ॥
কপোলপাল্যাং মৃগনাভিচিত্রপত্রাবলীমিন্দুমুখঃ সুমুখ্যাঃ।
স্মরস্য সিদ্ধস্য জগদ্বিমোহমন্ত্রাক্ষরশ্রেণিমিবোল্লিলেখ ॥ ২২ ॥
রথস্য কর্ণাবভি তন্মুখস্য, তাটঙ্কচক্রদ্বিতয়ং ন্যধাৎ সঃ।
জগজ্জিগীষুর্বিষমেষুরেষ, ধ্রুবং যমারোহতি পুষ্পচাপঃ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর মহাদেব (সম্ভোগসময়ে) অগ্নিদেবের দর্শনে সঞ্জাত ক্রোধ হেতু ক্তকান্তিমতী, কাম ও লজ্জাবশে স্মেরমুখী, আনতবদনা, গিরীন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতীকে রসংক্রান্ত মধুরবাক্যে প্রসন্ন করিলেন ॥ ১৮ ॥ সদাশিব দ্বিতীয় কৌপীনা- । (স্কন্ধাবলম্বী উত্তরীয়বস্ত্র) দ্বারা পার্ব্বতীর অকলঙ্ক, মুখচন্দ্রমাস্থিত, নিবিড় জল দ্বারা সমাকীর্ণ নেত্রান্তকলঙ্ক মুছাইয়া দিলেন ॥ ১৯ ॥ তিনি স্বেদ- ড়িত-অঙ্গুলিশোভিত কম্পিত হস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে পার্ব্বতীর মুখপদ্ম হইতে জল মুছাইয়া দিয়া বিলাসসহকারে তালবৃন্ত দ্বারা বায়ুবীজন পূর্ব্বক উহা শুষ্ক য়া দিলেন ॥ ২০ ॥ সুরতকালে যাহা শিথিলবন্ধন হওয়ায় স্কন্ধদেশে সংলগ্ন ছিল এবং যাহা হইতে পুষ্প স্খলিত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছিল, অমৃত- মহাদেব পার্ব্বতীর সেই কবরীকলাপ পারিজাতবৃক্ষজাত কুসুমমালা বন্ধন করিয়া দিলেন ॥ ২১ ॥ চন্দ্রশেখর সুমুখী পার্ব্বতীর গণ্ডরেখাতে মৃগ- ভি দ্বারা নানাবিধ পত্রাবলী রচনা করিয়া দিলেন; ঐ সকল পত্রাবলী কৃত- । কন্দর্পের বিশ্ববিমোহন মন্ত্রাক্ষরপংক্তির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥২২॥ মহেশ্বর র কর্ণদ্বয়ে তাটঙ্ক (অলঙ্কারবিশেষ) সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। ঐ তাটঙ্ক- যেন মুখরূপ রথের চক্রস্বরূপ হইল। জগজ্জীগিষু পুষ্পধন্বা এই রথে আরোহণ রলেন অর্থাৎ কন্দর্পদেব উমামুখের সহায়তাতেই যেন জগৎ জয় করিতে ইচ্ছা

তস্যাঃ স কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রাং, ন্যধত্ত মুক্তাফলহারবল্লীম্।
যা প্রাপ মেরুদ্বিতয়স্য মূর্দ্ধ্নি, স্থিতস্য গঙ্গৌঘযুগস্য লক্ষ্মীম্॥ ২৪॥
নখব্রণশ্রেণিবরে ববন্ধ, নিতম্ববিম্বে রশনাকলাপম্।
চলস্বচেতোমৃগবন্ধনায়, মনোভুবঃ পাশমিব স্মরারিঃ॥ ২৫॥
ভালেক্ষণাগ্নৌ স্বয়মঞ্জনং স, ভঙ্‌ক্ত্বা দৃশোঃ সাধু নিবেশ্য তস্যাঃ।
নবোৎপলাক্ষ্যাঃ পুলকোপগূঢ়ে, কণ্ঠে বিলীনেঽঙ্গুলিমুজ্জঘর্ষ॥ ২৬॥
অলক্তকং পাদসরোরুহাগ্রে, সরোরুহাক্ষ্যাঃ কিল সন্নিবেশ্য।
স্বমৌলিগঙ্গাসলিলেন হস্তারুণত্বমক্ষালয়দিন্দুচূড়ঃ॥ ২৭॥
ভস্মানুলিপ্তে বপুষি স্বকীয়ে, সহেলমাদর্শতলং বিমৃজ্য।
নেপথ্যলক্ষ্ম্যাঃ পরিভাবনার্থমদর্শয়জ্জীবিতবল্লভাং সঃ॥ ২৮॥
প্রিয়েণ দত্তে মণিদর্পণে সা, সম্ভোগচিহ্নং স্ববপুর্বিভাব্য।
ত্রপাবতী তত্র ঘনানুরাগং, রোমাঞ্চদম্ভেন বহির্বভার॥ ২৯॥

করিলেন॥২৩॥ মহেশ্বর পার্ব্বতীর গলদেশে মুক্তাহার পরাইয়া দিলেন; উহা উমা স্তনাগ্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া বিলম্বিত হইল। দুইটি সুমেরু পর্ব্বতের মস্তকে দুই গঙ্গাধারা নিপতিত হইলে যেরূপ শোভা পায়, ঐ মুক্তাফলময়ী হারলতিকা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল॥ ২৪॥ মদনারি মহাদেব (তৎকৃত) নখক্ষতরাজি দ্বারা রমণীয় পার্ব্বতীর নিতম্বদেশে কাঞ্চীদাম বন্ধন করিয়া দিলেন; ঐ কাঞ্চীদাম যেন তাঁহার নিজের চপলচিত্তরূপ মৃগের বন্ধনার্থ কামপাশ বলিয়া বোধ হইল॥২৫॥ মহাদেব আপনার ললাটস্থ নেত্ররূপ প্রদীপাগ্নিতে কজ্জলপাতন পূর্ব্বক নবপলাশলোচনা পার্ব্বতীর নয়নদ্বয় যথাযথরূপে অঞ্জনাক্ত করিয়া স্বীয় রোমাঞ্চপূর্ণ ঘনশ্যামবর্ণ কণ্ঠে অঙ্গুলিঘর্ষণ করিলেন॥ ২৬॥ চন্দ্রচূড় কমললোচনা পার্ব্বতীর পাদপদ্ম-প্রান্তে অলক্তকরস লেপন পূর্ব্বক আপনার মস্তকস্থ গঙ্গাসলিলে হস্তের অরুণত্ব ধৌত করিয়া ফেলিলেন॥ ২৭॥ তিনি আপনার বিভূতিবিলিপ্ত দেহে বিলাস সহকারে দর্পণতল মার্জ্জন পূর্ব্বক বেশবিন্যাসের শোভাদর্শনার্থ জীবিতবল্লভা পত্নীর সম্মুখে সেই মুকুর ধারণ করিলেন॥ ২৮॥

তখন পার্ব্বতী প্রিয়তমপ্রদত্ত মণিময় দর্পণে আপনার দেহে সুরতজনিতচিহ্নে চিহ্নিত দর্শনে লজ্জিতা হইয়া বহির্ভাগে রোমাঞ্চচ্ছলে প্রিয়তম হরের প্রতি গাঢ় অনুরাগ ধারণ করিলেন অর্থাৎ তিনি যে শঙ্করের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবতী

নেপথ্যলক্ষ্মীং দয়িতোপক্লৃপ্তাং, সস্মেরমাদর্শতলে বিলোক্য।
অমংস্ত সৌভাগ্যবতীষু ধুর্য্যমাত্মানমুদ্ভূতবিলক্ষভাবা॥ ৩০॥
অন্তঃ প্রবিশ্যাবসরেঽথ তত্র, স্নিগ্ধে বয়স্যে বিজয়া জয়া চ।
সুসম্পদোপাচরতাং কলানাং, অঙ্কে স্থিতাং তাং শশিখণ্ডমৌলেঃ॥৩১॥
ব্যধুর্বহির্মঙ্গলগানমুচ্চৈর্বৈতালিকাশ্চিত্রচরিত্রচারু।
জগুশ্চ গন্ধর্ব্বগণাঃ সশঙ্খস্বনং প্রমোদায় পিনাকপাণেঃ॥ ৩২॥
ততঃ স্বসেবাবসরে সুরাণাং, গণাংস্তদালোকনতৎপরাণাম্।
দ্বারি প্রবিশ্য প্রণতোঽথ নন্দী, নিবেদয়ামাস কৃতাঞ্জলিঃ সন্॥ ৩৩॥
মহেশ্বরো মানসরাজহংসীং, করে দধানস্তনয়াং হিমাদ্রেঃ।
সম্ভোগলীলালয়তঃ সহেলং, হরো বহিস্তানভি নির্জ্জগাম॥ ৩৪॥
ক্রমান্মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ প্রণেমুঃ, শিরোনিবদ্ধাঞ্জলয়ো মহেশম্।
প্রালেযশৈলাধিপতেস্তনূজাং, দেবীঞ্চ লোকত্রয়মাতরং তে॥ ৩৫॥

...মাঞ্চচ্ছলে তাহা প্রকাশিত হইল॥ ২৯॥ দর্পণতলে প্রিয়তম শঙ্কর কর্তৃক ...চিত অলঙ্কারশোভা দেখিয়া পার্ব্বতী ঈষৎ হাস্য সহকারে লজ্জিত হইলেন ...: আপনাকে সৌভাগ্যবতীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য বিবেচনা করিলেন॥ ৩০॥ ...বসরে প্রণয়শালিনী সখী জয়া ও বিজয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক শশিশেখরের ...ড়স্থিতা পার্ব্বতীকে সুশোভন কামোপকরণবিশেষ দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে ...ত হইল॥ ৩১॥ এ দিকে গৃহের বহির্ভাগে স্তুতিপাঠকেরা পিনাকপাণি শিবের ...াষবিধানার্থ উচ্চৈঃস্বরে বিচিত্রপদযুক্ত মনোহর মঙ্গলগানে প্রবৃত্ত হইল এবং ...র্ব্বগণ শঙ্খধ্বনি সহকারে সঙ্গীত আরম্ভ করিল॥ ৩২॥

তদনন্তর শিবের সেবার সময় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে দর্শনার্থ দেবগণ ...স্থিত হইলে, নন্দী দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া করপুটে সেই বিষয় নিবেদন ...রলেন॥ ৩৩॥ তখন মহেশ্বর চিত্তরূপ সরোবরের রাজহংসীরূপিণী (চিত্তবিহা- ...।) হিমাদ্রিনন্দিনীর হাত ধরিয়া সানন্দে কেলিগৃহ হইতে দেবগণের অভিমুখে ...র্গত হইলেন॥ ৩৪॥ মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক মহে- ...ও ত্রিভুবনজননী হিমাদ্রিনন্দিনী পার্ব্বতীদেবীকে প্রণাম করিলেন॥ ৩৫॥

যথাগতং তান্ বিবুধান্ বিসৃজ্য, প্রসাদ্য মানক্রিয়য়া প্রতস্থে।
স নন্দিনা দত্তভুজোঽধিরুহ্য, বৃষং বৃষাঙ্কঃ সহ শৈলপুত্র্যা ॥ ৩৬॥
মনোঽতিবেগেন ককুদ্মতা স, প্রতিষ্ঠমানো গগনাধ্বনোঽনন্তঃ।
বৈমানিকৈঃ সাঞ্জলিভির্ববন্দে, বিহারহেলাগতিভির্গিরীশঃ ॥ ৩৭ ॥
স্বর্ব্বাহিনীবারিবিহারচারী, রতান্তনারীশ্রমশান্তিকারী।
তৌ পারিজাতপ্রসবপ্রসঙ্গো, মরুৎ সিষেবে গিরিজাগিরীশৌ ॥ ৩৮॥
পিনাকিনাপি স্ফটিকাচলেন্দ্রঃ, কৈলাসনামা কলিতাম্বরাংশঃ।
ধৃতার্দ্ধসৌমোঽদ্ভুতভোগিভোগো, বিভূতিধারী স্ব ইব প্রপেদে ॥ ৩৯।
বিলোক্য যত্র স্ফটিকস্য ভিত্তৌ, সিদ্ধাঙ্গনাঃ স্বং প্রতিবিম্বমারাৎ।
ভ্রান্ত্যা পরস্যা বিমুখীভবন্তি, প্রিয়েষু মানগ্রহিলা নমৎসু ॥ ৪০ ॥
সুবিম্বিতস্য স্ফটিকাংশুগুপ্তেশ্চন্দ্রস্য চিহ্নপ্রকরঃ করোতি।
গৌর্য্যার্পিতস্যেব রসেন যত্র, কস্তূরিকায়াঃ শকলস্য লীলাম্ ॥ ৪১ ॥

বৃষবাহন মহেশ্বর সম্মানপ্রদান দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে যথা-যথ স্থানে গমনার্থ বিদায় দিলেন এবং নন্দীর হাত ধরিয়া শৈলনন্দিনী পার্ব্বতীর সহিত বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ মন অপেক্ষাও অধিক বেগ-গামী বৃষে আরূঢ় হইয়া গগনপথে গমনকালে লীলাবশে সবিলাসগতি বৈমানিক-গণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাদেবকে বন্দনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ তৎকালে মন্দাকিনীর জলশীকরসংযুক্ত, সুরতান্তে রমণীগণের শ্রান্তিনাশক, পারিজাতপুষ্প দ্বারা সুগন্ধি বায়ু হরপার্ব্বতীর সেবা করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ যে পর্ব্বত গগন-তলের স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, যে মহাদেবের বাসভূমি, বিচিত্র সুখভোগনিরত দেব-গণের ভোগ্য বস্তু যে স্থানে বিদ্যমান এবং যে পর্ব্বত সমৃদ্ধিশালী, পিনাক-পাণি সেই কৈলাস-নামক রজতাচলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ এই কৈলাস-পর্ব্বতে (মানভঞ্জনার্থ) প্রিয়বল্লভেরা (প্রণয়িনীপদে) প্রণত হইলে মানিনী সিদ্ধা-ঙ্গনাগণ স্ফাটিক ভিত্তিতে নিজপ্রতিবিম্ব দেখিয়া সপত্নী বা অন্য রমণীভ্রমে (বল্লভের প্রতি) বিমুখ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ চন্দ্রের কলঙ্কসমূহ স্ফটিকাচলে প্রতি-বিম্বিত হইতেছে ; কিন্তু স্ফটিকের কিরণজালে উহা গুপ্তভাবে রহিয়াছে, বোধ-গম্য হইতেছে না। বোধ হইতেছে যেন, পার্ব্বতী এক স্থানে কস্তূরিকাখণ্ডের রস দ্বারা চিত্রিত করাতে ঐরূপ শোভা প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪১ ॥ করীন্দ্রগণ এই

়দীয়ভিত্তৌ প্রতিবিম্বিতাঙ্গমাত্মানমালোক্য রুষা করীন্দ্রাঃ।
মন্ত্রান্যনাগভ্রমতোঽতিভীমদন্তাভিঘাতব্যসনং বহন্তি ॥ ৪২ ॥
নিশাসু যত্র প্রতিবিম্বিতানি, তারাকুলানি স্ফটিকালয়েষু।
ৃষ্ট্বা রতান্তচ্যুততারহারমুক্তাভ্রমং বিভ্রতি সিদ্ধবধ্বঃ ॥ ৪৩ ॥
নভশ্চরীমণ্ডনদর্পণশ্রীঃ, সুধানিধির্মূর্দ্ধনি যস্য তিষ্ঠন্।
অনর্ঘ্যচূড়ামণিতামুপৈতি, শৈলাধিনাথস্য শিবালয়স্য ॥ ৪৪ ॥
নমীয়িবাংসো রহসি স্মরার্ত্তা, রিরংসবো যত্র সুরাঃ প্রিয়াভিঃ।
একাকিনোঽপি প্রতিবিম্বভাজো, বিভান্তি ভূয়োভিরিবান্বিতাঃ স্বৈঃ ॥৪৫॥
দেবোঽপি গৌর্য্যা সহ চন্দ্রমৌলির্যদৃচ্ছয়া স্ফাটিকশৈলশৃঙ্গে।
শৃঙ্গারচেষ্টাভিরনারতাভির্মনোহরাভির্ব্ব্যহরচ্চিরায় ॥ ৪৬ ॥
দেবস্য তস্য স্মরসূদনস্য, হস্তং সমালম্ব্য সুবিভ্রমশ্রীঃ।
না নন্দিনা বেত্রভৃতোপদিষ্টমার্গং পুরোগেন কলং চচাল ॥ ৪৭ ॥

র ভিত্তিদেশে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে অন্য হস্তিভ্রমে ক্রুদ্ধ হইয়া দন্ত দ্বারা গাত্রে ভীষণভাবে আঘাত করিতেছে; সুতরাং তজ্জন্য (নিজেরাই) ক্লেশ প্রাপ্ত ছে ॥৪২॥ এখানে সিদ্ধাঙ্গনারা যামিনীযোগে স্ফাটিকগৃহে নক্ষত্র সকল প্রতি- চ দেখিয়া সুরতাবসানে (কণ্ঠ হইতে) স্খলিত সমুজ্জ্বল হারযষ্টির মুক্তাভ্রমে রণ করিতে উদ্যত হইতেছে ॥ ৪৩॥ বিলাসদর্পণের ন্যায় কান্তিমান্ আকাশ- চন্দ্রমা কৈলাসগিরির শিখরদেশে উদিত হইলে বোধ হয় যেন, শৈলাধিনাথ রের মন্দিরের অমূল্য চূড়ামণি শোভা পাইতেছে ॥৪৪॥ এই কৈলাসগিরিতে ণ কামপীড়িত ও প্রিয়তমাদিগের সহিত নির্জ্জনে রমণ করিতে অভিলাষী মিলিত হইলে, স্ফাটিকভিত্তিতে তাঁহাদিগের দেহ প্রতিবিম্বিত হয়; তাঁহারা কে একাকী হইয়াও আপনাকে বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া থাকেন ॥৪৫॥ এই য় কৈলাসাচলের শৃঙ্গদেশে চন্দ্রশেখর পার্ব্বতীর সহিত যদৃচ্ছাবশে চিত্ত- দন, অবিচ্ছিন্ন সুরতব্যাপারে নিরত হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করিয়া- ন ॥ ৪৬ ॥ সুশোভন-বিলাসকান্তিমতী পার্ব্বতী কামশত্রু মহাদেবের হস্তধারণ মনোহরগতিতে গমন করিতে লাগিলেন; নন্দী 'এই দিকে গন্তব্য পথ' পে পথ-প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ পার্ব্বতীর চিত্তবিনোদনার্থ

চলচ্ছিখাগ্রো বিকটাঙ্গভঙ্গঃ, স দন্তুরঃ শুষ্কসুতীক্ষ্ণতুণ্ডঃ।
ভ্রূবোপদিষ্টঃ স তু শঙ্করেণ, তস্যা বিনোদায় ননর্ত্ত ভৃঙ্গী॥ ৪৮।
কণ্ঠস্থলীলোলকপালমালা, দংষ্ট্রা-করালাননমভ্যনৃত্যৎ।
প্রীতেন তেন প্রভুণা নিযুক্তা, কালী কলত্রস্য মুদে প্রিয়স্য॥ ৪৯
ভয়ঙ্করৌ তৌ বিকটং নদন্তৌ, বিলোক্য বালা ভয়বিহ্বলাঙ্গী।
সরাগমুৎসঙ্গমনঙ্গশত্রোর্গাঢ়ং প্রসহ্য স্বয়মালিলিঙ্গ॥ ৫০॥
উত্তুঙ্গপীনস্তনপিণ্ডপীড়ং, সসম্ভ্রমং তৎপরিরম্ভমীশঃ।
প্রপদ্য সদ্যঃ পুলকোপগূঢ়ঃ, স্মরেণ রূঢ়প্রমদো মমাদ॥ ৫১॥
ইতি গিরিতনুজাবিলাসলীলাবিবিধবিভঙ্গিভিরেষ তোষিতঃ সন্
অমৃতকরশিরোমণির্গিরীন্দ্রে, কৃতবসতির্বশিভির্গণৈর্নন্দ॥ ৫২॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কৈলাসগমনো নাম
নবমঃ সর্গঃ॥৯॥

মহাদেব ভ্রূভঙ্গী দ্বারা আদেশ করিলে উন্নতদন্ত,শুভ্র ও সুতীক্ষ্ণমুখ ভৃঙ্গী চূড়াগ্র কম্পিত করিতে করিতে বিকট অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল॥৪৮॥ মহেশ্বর প্রিয়তমা প্রণয়িনী পার্ব্বতীর সন্তোষবিধানার্থ হৃষ্টচিত্তে আদেশ করি কালী দংষ্ট্রাকরাল মুখভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার গলদেশস্থ মুণ্ডমালা চঞ্চল (দোদুল্যমান) হইতে লাগিল॥ ৪৯॥ পার্ব্বতী ভীষণমূর্ত্তি কালী ও ভৃঙ্গীকে হুঙ্কার করিতে দেখিয়া ভীতিবশে বিব হইলেন এবং সবলে সানুরাগে অনঙ্গশত্রু মহেশ্বরের ক্রোড়ে আলিঙ্গন ক লেন॥ ৫০॥ অঙ্কোপরিস্থিত প্রমদা পার্ব্বতী কর্তৃক ভীতভাবে সহসা উন্নত পী স্তনপিণ্ড দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া মহেশ্বর সেই মুহূর্ত্তেই স্মরশরে রোমাঞ্চিত প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন॥ ৫১॥ এইরূপে পর্ব্বতরাজ কৈলাসে থাকিয়া চন্দ্রশে গিরিনন্দিনীর সহিত বিবিধ বিলাসভঙ্গীতে প্রীত হইয়া জিতেন্দ্রিয় প্রমথগণে সহিত আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥

দশমঃ সর্গঃ।

—০—৵—০—

আসসাদ সুনাসীরং সদসি ত্রিদশৈঃ সহ।
এষ ত্রৈয়ম্বকং তীব্রং বহন্ বহ্নির্মহন্মহঃ ॥ ১ ॥
সহস্রেণ দৃশামীশঃ কুৎসিতাঙ্গং চ সাদরম্।
দুর্দ্দর্শনং দদর্শাগ্নিং ধূম্রধূমিতমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তথাবিধং বহ্নিমিন্দ্রঃ ক্ষুব্ধেন চেতসা।
ব্যচিন্তয়চ্চিরং কিঞ্চিৎ কন্দর্পদ্বেষিরোষজম্ ॥ ৩ ॥
স বিলক্ষ্যমুখৈর্দেবৈর্বীক্ষ্যমাণঃ ক্ষণং ক্ষণম্।
উপাবিশৎ সুরেন্দ্রেণাদিষ্টং সাদরমাসনম্ ॥ ৪ ॥
হব্যবাহ! ত্বয়াসাদি দুর্দ্দশেয়ং দশা কুতঃ।
ইতি পৃষ্টঃ সুরেন্দ্রেণ স নিশ্বস্য বচোঽবদৎ ॥ ৫ ॥
অনতিক্রমণীয়াৎ তে শাসনাৎ সুরনায়ক!
পারাবতং বপুঃ প্রাপ্য বেপমানোঽতিসাধ্বসাৎ ॥ ৬ ॥

নন্তর অগ্নিদেব সেই দুঃসহ মাহেশ্বর তেজ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিদশগণের সহিত ন সমাসীন দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন মহেন্দ্র কুৎ- অপ্রিয়দর্শন, ধূম্রধূমিতমণ্ডল অগ্নিদেবকে সস্নেহে সহস্রনেত্রে দর্শন করিতে ন ॥ ২ ॥ অগ্নিদেবকে তথাবিধ বিরূপ দর্শন করিয়া দেবেন্দ্র মনে মনে স্থির ন, কামদ্বেষা শিবের রোষবশেই বহ্নির এইরূপ বিরূপতা জন্মিয়াছে ॥ ৩ ॥ (তাঁহার) বিকৃতরূপ দর্শনে ম্লানমুখ সুরবৃন্দ কর্ত্তৃক ক্ষণে ক্ষণে অবলোকিত দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক সাদরে আদিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৪ ॥ তখন সুর- জ্ঞাসা করিলেন, 'হে অগ্নে! কোথায় তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল?' অগ্নিও ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥ সুরনাথ! তোমার অলঙ্ঘনীয় আদেশে আমি পারাবতদেহ ধারণ পূর্ব্বক াপিতে কাঁপিতে পার্ব্বতীসহ সুরতাসক্ত কালরূপী স্মরশত্রু মহেশ্বরের নিকট

অভি গৌরীরতাসক্তং জগামাহং মহেশ্বরম্।
কালস্তেব স্মরারাতেঃ স্বং রূপমহমাসদম্॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা ছদ্মবিহঙ্গং মাং সুজ্ঞো বিজ্ঞায় জম্ভভিৎ!
জ্বলদ্ভালানলে হোতুং কোপনো মামমন্যত ॥ ৮ ॥
বচোভির্মধুরৈঃ সার্থৈর্বিনম্রেণ ময়া স্তুতঃ।
প্রীতিমানভবদ্দেবঃ স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে ॥ ৯ ॥
শরণ্যঃ সকলত্রাতা মামত্রায়ত শঙ্করঃ।
ক্রোধাগ্নের্জ্বলতো গ্রাসাত্রাসতো দুর্নিবারতঃ ॥ ১০ ॥
পরিহৃত্য পরীরম্ভরভসং দুহিতুর্গিরেঃ।
কামকেলিরসোৎসেকাদ্‌ব্রীড়য়া বিররাম সঃ ॥ ১১ ॥
রঙ্গভঙ্গচ্যুতং রেতস্তদামোঘং সুদুর্বহম্।
ত্রিজগদ্দাহকং সদ্যো মদ্‌বিগ্রহমধি ন্যধাৎ ॥ ১২ ॥
দুর্বিষহেণ তেনাহং তেজসা দহনাত্মনা।
নির্দগ্ধমাত্মনো দেহং দুর্বহং বোঢ়ুমক্ষমঃ ॥ ১৩ ॥
রৌদ্রেণ দহ্যমানস্য মহসাতিমহীয়সা।
মম প্রাণপরিত্রাণপ্রগুণো ভব বাসব! ১৪ ॥

উপস্থিত হইয়াছিলাম ॥ ৬-৭ ॥ হে জম্ভারি ইন্দ্র! সর্ব্বান্তর্যামী মহেশ্বর আমা দর্শন পূর্ব্বক ছদ্মকপোতরূপী জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; ললা বহ্নিতে আমাকে দগ্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল ॥ ৮ ॥ তখন আমি বিনম্র অর্থযুক্ত মধুর বচনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলাম; আমার স্তবে সেই দেব প্রসন্ন হইলেন। (ফল কথা) স্তোত্র কাহার সন্তোষের কারণ না হয়?৯॥ সেই শর গতবৎসল জগত্রাতা শঙ্কর আমাকে ভীত দেখিয়া প্রজ্বলিত দুর্নিবার্য্য রোষাগ্নির গ্র হইতে পরিত্রাণ করিলেন॥১০॥ তিনি গিরিনন্দিনীর আলিঙ্গনাবেগ পরিহার পূর্ব লজ্জাবশে কামকেলিরসসম্ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ তখন তিনি সুর ভঙ্গ হেতু স্খলিত, অমোঘ, ত্রিভুবনদাহকর, সুদুর্ব্বহ সেই তেজ আমার দেহে র্পণ করিলেন ॥ ১২ ॥ আমি সেই দহনাত্মক অসহ্য বীর্য্য দ্বারা দগ্ধীভূত দুর্ব্বহ আ দেহ বহন করিতে (ধারণ করিতে) অক্ষম হইয়াছি ॥১৩॥ হে বাসব! সেই অ

ইতি শ্রুত্বা বচো বহ্নেঃ পরিতাপোপশান্তয়ে ।
হেতুং বিচিন্তয়ামাস মনসা বিবুধেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥
তেজোদগ্ধানি গাত্রাণি পাণিনাস্য পরামৃশন্ ।
কিঞ্চিৎ কৃপীটযোনিং তং দিবস্পতিরভাষত ॥ ১৬ ॥
প্রীতঃ স্বাহাস্বধাহন্তকারৈঃ প্রীণয়সে স্বয়ম্ ।
দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংস্ত্বমেকস্তেষাং মুখং যতঃ ॥ ১৭ ॥
ত্বয়ি জুহ্বতি হোতারো হবীংষি ধ্বস্তকল্মষাঃ ।
ভুঞ্জন্তি স্বর্গমেকস্ত্বং স্বর্গপ্রাপ্তৌ হি কারণম্ ॥ ১৮ ॥
হবীংষি মন্ত্রপূতানি হুতাশ ! ত্বয়ি জুহ্বতঃ ।
তপস্বিনস্তপঃসিদ্ধিং যান্তি ত্বং তপসাং প্রভুঃ ॥ ১৯ ॥
বিধৎসে হুতমর্কায় স পর্জ্জন্যোঽভিবর্ষতি ।
ততোঽন্নানি প্রজাস্তেভ্যস্তেনাসি জগতঃ পিতা ॥ ২০ ॥
অন্তশ্চরোঽসি ভূতানাং তানি ত্বত্তো ভবন্তি চ ।
ততো জীবিতভূতস্ত্বং জগতঃ প্রাণদোঽসি চ ॥ ২১ ॥

চণ্ড রৌদ্রতেজে আমি দগ্ধ হইতেছি, আমার প্রাণরক্ষা করিয়া তুমি বিখ্যাত ও ॥ ১৪ ॥ দেবরাজ অগ্নির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহার পরিতাপ-[শা]ন্তির কারণ (উপায়) চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন ত্রিদিবনাথ ইন্দ্র [অ]গ্নির তেজোদগ্ধ গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬ ॥ হে বহ্নে ! তুমি স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া স্বাহাকার, স্বধাকার ও হন্তকার নামক মন্ত্র [দ্বা]রা দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের সন্তোষবিধান করিয়া থাক ; তুমি ঐ সমস্ত [দে]বগণের মুখস্বরূপ ॥ ১৭ ॥ হোতৃগণ তোমাতেই হবিঃ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক হোম [ক]রিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গভোগ করেন । তুমিই স্বর্গ-[লা]ভের একমাত্র কারণ ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নে ! তাপসগণ তোমাতে মন্ত্রপূত হবিঃ [প্র]ক্ষেপ পূর্ব্বক হোম করিয়া তপঃসিদ্ধি লাভ করেন । যে হেতু, তুমিই তপস্যার [অ]ধিপতি ॥ ১৯ ॥ তুমি সূর্য্যের উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিয়া থাক, সেই জন্যই সূর্য্য-[দে]ব মেঘরূপে ভূতলে বারিবর্ষণ করেন ; সেই বৃষ্টি হইতে অন্নের (শস্যের) উৎ-[প]ত্তি হয় ; সেই অন্ন হইতেই প্রজার উৎপত্তি হইয়া থাকে ; অতএব তুমিই [জ]গতের পিতা ॥ ২০ ॥ তুমি সমস্ত ভূতের অন্তর্যামী, সেই ভূত-সমূহ তোমা হই[তে]

জগতঃ সকলস্যাস্য ত্বমেকোঽস্যুপকারকৃৎ।
কার্য্যোপপাদনে তত্র ত্বত্তোঽন্যঃ কঃ প্রগল্‌ভতে॥ ২২॥
অমীষাং সুরসঙ্ঘানাং ত্বমেকোঽর্থসমর্থনে।
বিপত্তিরপি সংশ্লাঘ্যোপকারব্রতিনোঽনল! ২৩॥
দেবী ভাগীরথী পূর্ব্বং ভক্ত্যাস্মাভিঃ প্রতোষিতা।
নিমজ্জতস্তবোদীর্ণং তাপং নির্ব্বাপয়িষ্যতি॥ ২৪॥
গঙ্গাং তদ্‌গচ্ছ মা কার্ষীর্বিলম্বং হব্যবাহন!
কার্য্যেষ্ববশ্যকার্য্যেষু সিদ্ধয়ে ক্ষিপ্রকারিতা॥ ২৫॥
শম্ভোরম্ভোময়ী মূর্ত্তিঃ সৈব দেবী সুরাপগা।
ত্বত্তঃ স্মরদ্বিষো বীজং দুর্দ্ধরং ধারয়িষ্যতি॥ ২৬॥
ইত্যুদীর্য্য সুনাসীরো বিররাম স চানলঃ।
তদ্বিসৃষ্টস্তমামন্ত্র্য প্রতস্থে স্বর্ধুনীমভি॥ ২৭॥
হিরণ্যরেতসা তেন দেবী স্বর্গতরঙ্গিণী।
তীর্ণাধ্বনা প্রপেদে সা নিঃশেষক্লেশনাশিনী॥ ২৮॥

তেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং তুমি জগতের জীবনস্বরূপ ও প্রাণদাতা॥ ২১॥ একমাত্র তুমিই এই সমগ্র জগতের হিতকারী; অতএব জগতে তোমা ব্যতিরেকে আর কে কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে? ২২॥ হে অনল! দেবতাদিগের কার্য্যসাধনে একমাত্র তুমিই সমর্থ। পরোপকারব্রতে ব্রতীর বিপদ্‌ও শ্লাঘ্য॥ ২৩॥ ভাগীরথী দেবী আমাদিগের ভক্তিতে সন্তোষিত হইয়া আছেন। তুমি সেই গঙ্গাসলিলে নিমগ্ন হইলেই দেবী তোমার এই অত্যুৎকট সন্তাপ প্রশমিত করিয়া দিবেন॥ ২৪॥ অতএব হে হব্যবাহন! গঙ্গায় গমন কর, অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে ক্ষিপ্রতাই সিদ্ধির কারণ॥ ২৫॥ সেই সুরনদী গঙ্গাদেবীই শম্ভুর জলময়ী মূর্ত্তি; অতএব তিনিই স্মরশত্রু মহেশের দুর্দ্ধর বীর্য্য তোমার নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক ধারণ করিবেন॥ ২৬॥

দেবরাজ এই সকল কথা বলিয়া বিরত হইলে অগ্নিদেবও তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সুরধুনীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন॥ ২৭॥ হিরণ্যরেতা অগ্নিদেব (ক্রমে ক্রমে) পথ অতিবাহন পূর্ব্বক অশেষক্লেশনাশিনী স্বর্গতরঙ্গিণী

স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণির্মোক্ষমার্গাধিদেবতা।
উদারদুরিতোদ্গারহারিণী দুর্গতারণী ॥ ২৯ ॥
মহেশ্বরজটাজূটবাসিনী পাপনাশিনী।
সরাগান্বয়নির্ব্বাণকারিণী ধর্ম্মধারিণী ॥ ৩০ ॥
বিষ্ণুপাদোদকোদ্ভূতা ব্রহ্মলোকাদুপাগতা।
ত্রিভিঃ স্রোতোভিরশ্রান্তং পুনানা ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩১ ॥
জাতবেদসমায়ান্তমূর্ম্মিহস্তৈঃ সমুত্থিতৈঃ।
আজুহাবার্থসিদ্ধ্যৈ তং সুপ্রসাদধরেব সা ॥ ৩২ ॥
সংমিলদ্ভির্মরালৈঃ সা কলং কূজদ্ভিরুন্মদৈঃ।
দদে শ্রেয়াংসি দুঃখানি নিহন্মীতি তমভ্যধাৎ ॥ ৩৩ ॥
কল্লোলৈরুদ্গতৈরর্ব্বাচীনং তটমভিদ্রুতৈঃ।
প্রীতেব তমভীয়ায় স্বর্ধুনী জাতবেদসম্ ॥ ৩৪ ॥
অথাভ্যুপেতস্তাপার্ত্তো নিমমজ্জানলঃ কিল।
বিপদা পরিভূতাঃ কিং ব্যবস্যন্তি বিলম্বিতুম্ ॥ ৩৫ ॥

ী জাহ্নবীতে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮ ॥ এই গঙ্গা স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ, ক্ষমার্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দুস্তর পাপরাশিবিনাশনী এবং সংসারতারিণী ॥২৯॥ ন মহেশ্বরের জটাজূটবাসিনী, পাতকহারিণী, বিষয়াসক্ত মানবকুলের মোক্ষদায়িনী ং ধর্ম্মধারিণী ॥ ৩০ ॥ ইনি বিষ্ণুর পাদোদক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইনি লোক হইতে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ত্রিস্রোতোবাহিনী হইয়া ত্রিভুবনকে বত্র করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ সেই সুপ্রসন্না গঙ্গা বহ্নিকে আগমন করিতে দেখিয়া ন সমুত্থিত ঊর্ম্মিরূপ হস্ত দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ॥ ৩২ ॥ লগণ সমবেত ও উল্লসিত হইয়া (গঙ্গাসলিলে সন্তরণ পূর্ব্বক) কলধ্বনি রিতেছিল, বোধ হইল যেন, দেবী সুরধুনী সেই শব্দচ্ছলে অগ্নিদেবকে বলিতেছেন, মি তোমার দুঃখ বিনাশ ও কল্যাণবিধান করিব ॥ ৩৩ ॥ সুরধুনী গঙ্গা প্রসন্ন য়া আনন্দবশে উদ্বেল, তটাভিমুখে ধাবিত তরঙ্গ দ্বারা যেন রৌদ্রতেজে জড়ীভূত কে প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর রুদ্রতেজঃপ্রভাবে পীড়িত অগ্নিদেব ঙ্গার সম্মুখে) উপস্থিত হইয়া জলগর্ভে অবগাহন করিলেন। যাহারা বিপদে ভিভূত হয়, তাহারা কি বিলম্ব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ?৩৫॥ বহ্নিদেব কল্যাণ

গঙ্গাবারিণি কল্যাণকারিণি শ্রমহারিণি।
স মগ্নো নির্বৃতিং প্রাপ পুণ্যভারিণি তারিণি ॥ ৩৬ ॥
তত্র মাহেশ্বরং ধাম সঞ্চক্রাম হবির্ভুজঃ।
গঙ্গায়ামুত্তরঙ্গায়ামন্তস্তাপবিপদ্ধৃতি ॥ ৩৭ ॥
কৃশানুরেতসো রেতস্তাদৃতে সরিতা তয়া।
নিশ্চক্রাম ততঃ সৌখ্যং হব্যবাহো বহন্ বহু ॥ ৩৮ ॥
সুধাসারৈরিবাম্ভোভিঃ পরিষিক্তো হুতাশনঃ।
যথাগতং জগামাথ পরাং নির্বৃতিমাদধৎ ॥ ৩৯ ॥
সা সুদুর্বিষহং গঙ্গা ধাম কামজিতো মহৎ।
আদধানা পরীতাপমবাপ ব্যোমবাহিনী ॥ ৪০ ॥
বহ্নিরার্ত্তা যুগান্তাগ্নেস্তপ্তানীব শিখাশতৈঃ।
হিত্বোষ্ণানি জলান্যস্যা নির্জগ্মুর্জলজন্তবঃ ॥ ৪১ ॥
তেজসা তেন রৌদ্রেণ তপ্তানি সলিলান্যপি।
সমুদঞ্চন্তি চণ্ডানি দুর্ধরাণি বভার সা ॥ ৪২ ॥
জগচ্চক্ষুষি চণ্ডাংশৌ কিঞ্চিদভ্যুদয়োন্মুখে।
জগ্মুঃ ষট্কৃত্তিকা মাঘে মাসি স্নাতুং সুরাপগাম্ ॥ ৪৩ ॥

কর, শ্রমনাশক, পুণ্যরাশিপ্রদ, সংসারার্ণবতারক গঙ্গাজলে নিমগ্ন হইয়া নির্বৃতি লাভ করিলেন ॥৩৬॥ অগ্নিদেব সেই কল্লোলবতী, মনস্তাপরূপবিপদ্‌নাশিনী গঙ্গাতে মাহেশ্বর তেজ সংক্রামিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥ ভাগীরথী সেই শিবতেজ সাদরে গ্রহণ করিলে অনলদেব পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥৩৮॥ তিনি অমৃতধারা সদৃশ বারিধারায় অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ পূর্ব্বক যথাগত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ (এ দিকে) ব্যোমচারিণী গঙ্গা সেই প্রচণ্ড দুঃসহ শৈব তেজ ধারণ করিয়া যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০ ॥ যুগান্তকালীন অগ্নির শতশিখা দ্বারা যেরূপ সন্তপ্ত হইতে হয়, (গঙ্গাগর্ভস্থ) জলজন্তুগণ যেন সেইরূপ সন্তপ্ত ও প্রপীড়িত হইয়া ভাগীরথীর উষ্ণ জল পরিহার পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিল ॥৪১॥ ভাগীরথী শৈবতেজে সন্তপ্ত, উদ্বেল, প্রচণ্ড, দুর্ধর সলিলরাশি (অতি কষ্টে) ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

অনন্তর মাঘমাসে একদা জগতের চক্ষুস্বরূপ তীক্ষ্ণরশ্মি সূর্য্যদেব ঈষৎ উদিত

শুভ্রৈরভ্রঙ্কষৈরূর্ম্মিশতৈঃ স্বর্গনিবাসিনাম্ ।
কথয়ন্তীমিবালোকাবগাহাচমনাদিকম্ ॥ ৪৪ ॥
সুস্নাতানাং মুনীন্দ্রাণাং বলিকর্ম্মোচিতৈরলম্ ।
বহিঃ পুষ্পোৎকরৈঃ কীর্ণতীরাং দূর্ব্বাক্ষতান্বিতৈঃ ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মধ্যানপরৈর্যোগপরৈর্ব্রহ্মাসনস্থিতৈঃ ।
যোগনিদ্রাগতৈর্যোগপট্টবন্ধৈরুপাশ্রিতাম্ ॥ ৪৬ ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রভূমিস্থৈঃ সূর্য্যসংবদ্ধদৃষ্টিভিঃ ।
ব্রহ্মর্ষিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণদ্ভিরুপসেবিতাম্ ॥ ৪৭ ॥
অথ দিব্যাং নদীং দেবীমভ্যনন্দন্ বিলোক্য তাঃ ।
কং নাভিনন্দয়ত্যেষা দৃষ্টা পীযূষবাহিনী ॥ ৪৮ ॥
চন্দ্রচূড়ামণির্দেবো যামুদ্বহতি মূর্দ্ধনি ।
যস্যা বিলোকনং পুণ্যং শ্রদ্দধুস্তা মুদা হৃদি ॥ ৪৯ ॥

হলে (প্রভাতকালে) ষট্‌সংখ্য কৃত্তিকানাম্নী তারা স্নানার্থ সুরনদী গঙ্গাতে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ শ্বেতবর্ণ গগনস্পর্শী শতসংখ্য তরঙ্গ উত্থিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, ভাগীরথী সেই তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা স্বর্গবাসী দেবগণকে গঙ্গাসলিল দর্শন, অবগাহন, আচমন ও পান করিতে বলিতেছেন ॥ ৪৪ ॥ মুনীন্দ্রগণ স্নানান্তে পূজার উপযুক্ত দূর্ব্বাক্ষত-সমন্বিত পুষ্পসমূহ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখাতে সুরনদীর তীরভূমি শোভা পাইতেছে ॥৪৫ ॥ ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, যোগনিরত, ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট, যোগনিদ্রাগত (জীবব্রহ্মৈক্যচিন্তানিরত) মহাত্মারা যোগপট্ট বন্ধন পূর্ব্বক সেই তীরভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ব্রহ্মর্ষিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া আদিত্যাভিমুখে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক পরব্রহ্মের চিন্তায় নিরত রহিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই স্বর্গীয়া নদী মন্দাকিনীকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। অমৃতবাহিনী মন্দাকিনীকে দেখিলে কোন্ ব্যক্তি আনন্দিত না হয় ? ৪৮ ॥ চন্দ্রশেখর যাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন, যাঁহার দর্শনলাভ পুণ্যজনক, কৃত্তিকাগণ সেই মন্দাকিনীকে দেখিয়া আনন্দভরে শ্রদ্ধান্বিত হইলেন ; (গঙ্গা সেবার উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল) ॥ ৪৯ ॥ তখন তাঁহারা বিনয়াবনত

দিব্যাং বিষ্ণুপদীং দেবীং নির্ব্বাণপদদেশিনীম্।
নির্দ্ধূতকল্মষাং মূর্দ্ধ্না সুপ্রহ্বাস্তা ববন্দিরে ॥ ৫০ ॥
সৌভাগ্যৈঃ খলু সম্প্রাপাং মোক্ষপ্রতিভুবং সতীম্।
ভক্ত্যাত্র তুষ্টুবুস্তাং তাঃ শ্রদ্দধানা দিবাধুনীম্ ॥ ৫১ ॥
মুক্তিস্ত্রীসঙ্গদূত্যজ্ঞৈস্তত্র তা বিমলৈর্জলৈঃ।
প্রক্ষালিতমলাঃ সস্নুঃ সুস্নাতাস্তপসান্বিতাঃ ॥ ৫২ ॥
স্নাত্বা তত্র স্থলভ্যায়াং ভাগ্যৈঃ পরিপচেলিমৈঃ।
চরিতার্থং স্বমাত্মানং বহু তা মেনিরে মুদা ॥ ৫৩ ॥
কৃশানুরেতসো রেতস্তাসামভি কলেবরম্।
অমোঘং সঞ্চচারাথ সদ্যো গঙ্গাবগাহনাৎ ॥ ৫৪ ॥
রৌদ্রং সুদুর্দ্ধরং ধাম দধানা দহনাত্মকম্।
পরিতাপমবাপুস্তা মগ্না ইব বিষাম্বুধৌ ॥ ৫৫ ॥
অক্ষমা দুর্বহং বোঢুমম্বুনো বহিরাতুরাঃ।
অগ্নিং জ্বলন্তমন্তস্তা দধানা ইব নির্যযুঃ ॥ ৫৬ ॥
অমোঘং শাম্ভবং বীজং সদ্যো নদ্যোজ্ঝিতং মহৎ।
তাসামভ্যুদরং দীপ্তং স্থিতং গর্ভত্বমাগমৎ ॥ ৫৭ ॥

হইয়া নির্ব্বাণপদদায়িনী, পাপহারিণী, বিষ্ণুপদী দেবী সুরনদীকে অবনতমস্তকে বন্দনা করিলেন ॥ ৫০ ॥ তাঁহারা শ্রদ্ধাবতী হইয়া সৌভাগ্যবশে প্রাপণীয়া, মোক্ষদায়িনী, পতিপরায়ণা সুরধুনীকে ভক্তিসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ বিধি পূর্ব্বক সুস্নাত তপঃপরায়ণ কৃত্তিকাগণ মুক্তিস্বরূপ-স্ত্রীসমাগমবিষয়ে দূতীভাববিশারদ (মোক্ষপ্রদ) জল দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া অবগাহন করিলেন ॥ ৫২ ॥ পরমসৌভাগ্যবশেই অনায়াসে গঙ্গাকে লাভ করা যায়; কৃত্তিকাগণ সেই গঙ্গায় স্নান করিয়া হর্ষভরে আত্মাকে বহুপরিমাণে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ গঙ্গায় অবগাহন হেতু শিবের সেই অমোঘ বীর্য্য কৃত্তিকাগণের দেহে তৎক্ষণাৎ সংক্রামিত হইল ॥ ৫৪ ॥ সুদুর্বহ দহনাত্মক সেই রৌদ্র তেজ ধারণ করিয়া তাঁহারা সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; বোধ হইল যেন, বিষপূর্ণ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ সেই দুর্ব্বহ তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ ও প্রপীড়িত হইয়া যেন, হৃদয়মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি ধারণ করিয়াই তাঁহারা জল হইতে নির্গত হইলেন ॥৫৬॥ সুরনদী গঙ্গা কর্ত্তৃক

সুজ্ঞা বিজ্ঞায় তা গর্ভভূতং তদ্‌বোঢ়ুমক্ষমাঃ।
বিষাদমদধুঃ সদ্যো গাঢ়ং ভর্ত্তৃভিয়া হ্রিয়া ॥ ৫৮ ॥
ততঃ শরবনে শাপভয়েন ব্রীড়য়া চ তাঃ।
তদ্‌গর্ভজাতমুৎসৃজ্য তা গৃহানভিনির্যযুঃ ॥ ৫৯ ॥
তাভিস্তত্রামৃতকরকলাকোমলং ভাসমানং,
তদ্বিক্ষিপ্তং ক্ষণমভিনভোগর্ভমভ্যুজ্জিহানৈঃ।
স্বৈস্তেজোভির্দিনকরশতস্পর্দ্ধমানৈরমানৈঃ,
বক্ত্রৈঃ ষড়্‌ভিঃ স্মরহরগুরুস্পর্দ্ধয়েবাজনীব ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমারোৎপত্তির্নাম দশমঃ সর্গঃ ॥১০॥

একাদশঃ সর্গঃ।

—০:*:০—

অভ্যর্থমানা বিবুধৈঃ সমগ্রৈঃ, প্রহ্বৈঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখৈরুপেত্য।
তং পায়য়ামাস সুধাতিপূর্ণং, সুরাপগা স্বং স্তনমাশু মূর্ত্তা ॥ ১ ॥

সদ্যঃ পরিত্যক্ত সেই অব্যর্থ প্রজ্বলিত শিবতেজ উদরে ধারণ করিবামাত্র কৃত্তিকাগণের গর্ভসঞ্চার হইল ॥ ৫৭ ॥ জ্ঞানবতী (বিচারক্ষম) কৃত্তিকাগণ সেই শিবতেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া পতির ভয়ে এবং (লোকাপবাদজনিত) লজ্জায় তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৮ ॥ তখন তাঁহারা ভয় ও লজ্জাবশে সেই গর্ভজাত শিশুকে শরবনে বিসর্জ্জন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯ ॥ কৃত্তিকাগণ শরবনে নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই চন্দ্রকলাবৎ কোমল, তৎক্ষণাৎ উদীয়মান, গর্ভজাত জীব স্বীয় অপরিমিত তেজোদ্বারা গগনোদিত শত সূর্য্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক ষণ্মুখবিশিষ্ট বালকরূপে সমুৎপন্ন হইল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, (ছয়টি মুখ ধারণ করাতে) শিবগুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে জয় করিবার জন্য স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৬০ ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ নিকটে আসিয়া প্রণতভাবে প্রার্থনা করিলে দেবনদী মন্দাকিনী প্রার্থিতা হইয়া মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে সেই শিশুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে দুগ্ধামৃত-পূর্ণ নিজ স্তন পান করাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

পিবন্ স তস্যাঃ স্তনয়োঃ সুধৌঘং, ক্ষণং ক্ষণং সাধু সমেধমানঃ।
প্রাপাকৃতিং কামপি ষড়্ভিরেত্য, নিষেব্যমাণঃ খলু কৃত্তিকাভিঃ॥ ২
ভাগীরথীপাবককৃত্তিকানামানন্দবাষ্পাকুললোচনানাম্।
তং নন্দনং দিব্যমুপাত্তমাসীৎ, পরস্পরং প্রৌঢ়তরো বিবাদঃ॥ ৩॥
অত্রান্তরে পর্ব্বতরাজপুত্র্যা, সমং শিবঃ স্বৈরবিহারহেতোঃ।
নভো বিমানেন বিগাহমানো, মনোঽতিবেগেন জগাম তত্র॥ ৪॥
নিসর্গবাৎসল্যবশাদ্বিবৃদ্ধচেতঃপ্রমোদৌ গলদশ্রুনেত্রৌ।
অপশ্যতাং তং গিরিজাগিরীশৌ, ষড়াননং ষড়্দিনজাতমাত্রম্॥ ৫॥
অথাহ দেবী শশিখণ্ডমৌলিং, কোঽয়ং শিশুর্দিব্যবপুঃ পুরস্তাৎ।
কস্যাথবা ধন্যতমস্য পুংসো, মাতা চ কা ভাগ্যবতীষু ধুর্য্যা॥ ৬॥
স্বর্গাপগাসাবনলোঽয়মেতাঃ, ষট্কৃত্তিকাঃ কিং কলহায়মানাঃ।
পুত্রো মমায়ং ন তবায়মিত্থং, মিথ্যেতিবৈলক্ষ্যমুদাহরন্তি॥ ৭॥

সেই বালকও সুরনদীর অমৃত তুল্য স্তনদুগ্ধ পান করিয়া ক্ষণে ক্ষণে (ক্রমে ক্রমে) সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এ দিকে কৃত্তিকারা ছয়জনও আগ্রহ পূর্ব্বক লালনপালন করাতে শিশু (শনৈঃ শনৈঃ) অনির্ব্বচনীয় আকৃতি ধারণ করিল॥ ২॥ তখন ভাগীরথী, অগ্নিদেব ও কৃত্তিকাগণ আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-লোচনে আসিয়া সেই দিব্যমূর্ত্তি পুত্রকে লাভ করিবার জন্য পরস্পর প্রবলতর কলহ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ৩॥

ইত্যবসরে গিরিনন্দিনী পার্ব্বতীর সহিত স্বেচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে করিতে মহেশ্বর মন অপেক্ষাও বেগগামী বিমানারোহণে আকাশপথে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৪॥ স্বভাবসিদ্ধ বাৎসল্যবশে হরগৌরীর অন্তরে আনন্দের উদয় হইল, নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; তাঁহারা ষড়্দিনমাত্র জাত সেই ষড়াননকে দেখিতে লাগিলেন॥ ৫॥

অনন্তর দেবী পার্ব্বতী চন্দ্রচূড় মহাদেবকে কহিলেন, ঐ পুরোবর্ত্তী দিব্যদেহধারী শিশু কে? কোন্ ধন্যতম ব্যক্তির পুত্র? ভাগ্যবতীগণের অগ্রগণ্যা কোন্ নারীই বা ইহার মাতা? ৬॥ সুরনদী গঙ্গা, অগ্নিদেব ও এই ষট্ কৃত্তিকারাই বা কেন কলহ করিতেছেন? 'এটি আমার পুত্র, তোমার নহে' এইরূপ মিথ্যাবাক্য বলিয়া কেনই বা ইহাঁরা গণ্ডগোল করিতেছেন? ৭॥ হে মহেশ্বর! ত্রিভুবনের

এতেষু কস্যেদমপত্যমীশাখিলত্রিলোকীতিলকায়মানম্।
অন্যস্য কস্যাপ্যথ দেবদৈত্যগন্ধর্ব্বসিদ্ধোরগরাক্ষসেষু॥ ৮॥
শ্রুত্বেতি বাক্যং হৃদয়প্রিয়ায়াঃ, কৌতূহলিন্যা বিমলস্মিতশ্রীঃ।
সান্দ্রপ্রমোদোদয়সৌখ্যহেতুভূতং বচোঽবোচত চন্দ্রচূড়ঃ॥ ৯॥
জগত্রয়ীনন্দন এষ বীরঃ, প্রবীরমাতুস্তব নন্দনোঽস্তি।
কল্যাণি! কল্যাণকরঃ সুরাণাং, ত্বত্তোঽপরস্যাঃ কথমেষ সর্গঃ॥ ১০॥
দেবি ত্বমেবাস্য নিদানমাসূসে, সর্গে জগন্মঙ্গলগানহেতোঃ।
সত্যং ত্বমেবেতি বিচারয়স্ব; রত্নাকরে যুজ্যত এব রত্নম্॥ ১১॥
অতঃ শৃণুষ্বাবহিতেন বৃত্তং, বীজং যদগ্নৌ নিহিতং ময়া তৎ।
সংক্রান্তমন্তস্ত্রিদশাপগায়াং, ততোঽবগাহে সতি কৃত্তিকাসু॥ ১২॥
গর্ভত্বমাপ্তং তদমোঘমেতৎ, তাভিঃ শরস্তম্বমধি ন্যধায়ি।
বভূব তত্রায়মভূতপূর্ব্বো, মহোৎসবোঽশেষচরাচরস্য॥ ১৩॥

াক-(শিরোরত্ন) স্বরূপ এই পুত্র মন্দাকিনী প্রভৃতির মধ্যে কাহার? অথবা
।, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, উরগ, রাক্ষস ইহাদিগের মধ্যেই বা কাহার সন্তান? ৮॥
চিত্তহারিণী কৌতূহলবশবর্ত্তিনী পার্ব্বতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর
ল মৃদুহাস্য সহকারে প্রগাঢ় আনন্দোদয় হেতু সুখের কারণস্বরূপ (বক্ষ্যমাণ)
্য বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৯॥ হে কল্যাণি! ত্রিভুবনের আনন্দপ্রদ,
দি দেবগণের মঙ্গলকারী, পরাক্রমশালী, পুরোবর্ত্তী এই শিশু বীরপ্রসবিনী
মারই পুত্র। তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ নারী কি প্রকারে এই পুত্ররূপ সৃষ্টি-কার্য্য
াদন করিবে? ১০॥ হে দেবি! তুমিই জগন্মঙ্গলগীতির কারণস্বরূপ এই
ত্রর উৎপত্তির নিদান (আদি কারণ)। সমুদ্রেই রত্নের উৎপত্তি হয়, ইহা
্য বলিয়া অবধারণ করিও॥ ১১॥ অতএব অবহিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ
। আমি অগ্নিতে যে বীর্য্য নিহিত করিয়াছিলাম, সুরধুনী মন্দাকিনীর মধ্যে
া কর্ত্তৃক তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তৎপরে কৃত্তিকারা গঙ্গায় স্নান করিলে
। তাঁহাদিগের শরীরে সংক্রামিত হয়॥ ১২॥ সেই অমোঘ বীর্য্য কৃত্তিকাদিগের
হ সংক্রান্ত হইয়া গর্ভত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন;
াতেই অভূতপূর্ব্ব চরাচর জগতের মহোৎসবস্বরূপ এই সন্তান উৎপন্ন
য়াছে॥ ১৩॥ হে গিরিরাজনন্দিনি! সমগ্র বিশ্বের প্রিয়দর্শন এই পুত্র দ্বারা

অশেষবিশ্বপ্রিয়দর্শনেন, ধুর্য্যা ত্বমেতেন সুপুত্রিণীনাম্।
অলং বিলম্ব্যাচলরাজপুত্রি! সুপুত্রমুৎসঙ্গতলে নিধেহি ॥ ১৪ ॥
অথেতি বাদিন্যমৃতাংশুমৌলৌ, শৈলেন্দ্রপুত্রী রভসেন সত্ত্বঃ।
সান্দ্রপ্রমোদেন সুপীনগাত্রী, ধাত্রী সমস্তস্য চরাচরস্য ॥ ১৫ ॥
কিরীটবদ্ধাঞ্জলিভির্নভঃস্থৈর্নমস্কৃতা সত্বরনাকিলোকৈঃ।
বিমানতোঽবাতরদাত্মজং তং, গ্রহীতুমুৎকণ্ঠিতমানসাভূৎ ॥ ১৬ ॥
স্বর্পাপগাপাবককৃত্তিকাদীন্, কৃতাঞ্জলীনানমতোঽপি ভূয়ঃ।
হিত্বোৎসুকা তং সুতমাসসাদ, পুত্রোৎসবে মাদ্যতি কো ন হর্ষাৎ ॥১৭॥
প্রমোদবাষ্পাকুললোচনা সা, ন তং দদর্শ ক্ষণমগ্রতোঽপি।
পরিস্পৃশন্তী করকুট্মলেন, সুখান্তরং প্রাপ কিমপ্যপূর্ব্বম্ ॥ ১৮ ॥
সুবিস্ময়ানন্দবিকস্বরায়াঃ, শিশুর্গলদ্বাষ্পতরঙ্গিতায়াঃ।
বিবৃদ্ধবাৎসল্যরসোত্তরায়া, দেব্যা দৃশোর্গোচরতাং জগাম ॥ ১৯ ॥

তুমি পুত্রবতীগণের অগ্রগণ্যা হইলে। এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে স্থাপন কর ॥ ১৪ ॥

অনন্তর চন্দ্রশেখর এই কথা বলিলে নিরতিশয় হর্ষবশে স্ফীতগাত্রী, চরাচর জগতের জননী শৈলরাজনন্দিনী সবেগে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎকালে আকাশগামী ইন্দ্রাদি স্বর্গবাসিগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন; দেবীও আত্মজকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥ মন্দাকিনী, অগ্নি, কৃত্তিকাগণ প্রভৃতি সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পুরঃসর (অভিনন্দন না করিয়া) উৎকণ্ঠিতচিত্তা পার্ব্বতী পুত্র ষড়াননকে গ্রহণ করিলেন। পুত্রোৎসবকালে হর্ষাতিশয্যবশে কোন্ রমণী উন্মত্ত না হয়? ১৭ ॥ আনন্দের আতিশয্যবশে লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে পার্ব্বতী ক্ষণকাল পুরোবর্ত্তী সেই শিশুকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না; কেবলমাত্র করকলিকা দ্বারা স্পর্শ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১৮ ॥ তৎপরে বিস্ময় ও হর্ষভরে প্রফুল্লিতা, বিগলিত বাষ্পভরে পরিপ্লুতা পার্ব্বতী যখন বাৎসল্যরসের আধিক্য হেতু সম্যক্‌রূপে দর্শন করিলেন, তখন সেই শিশু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ১৯ ॥ সেই শিশুকে কণ্

তমীক্ষ্যমাণা ক্ষণমীক্ষণানাং, সহস্রমাপ্তুং বিনিমেষমৈচ্ছৎ।
সা নন্দনালোকনমঙ্গলেষু, ক্ষণং ক্ষণং তৃপ্যতি কস্য চেতঃ॥ ২০॥
বিনম্রদেবাসুরপৃষ্ঠগাভ্যামাদায় তং পাণিসরোরুহাভ্যাম্।
নবোদয়ং পার্ব্বণচন্দ্রচারুং, গৌরী স্বমুৎসঙ্গতলং নিনায়॥ ২১॥
স্বমঙ্কমারোপ্য সুধানিধানমিবাত্মনো নন্দনমিন্দুবক্ত্রা।
তমেকমেনা জগদেকবীরং, বভূব পূজ্যা ধুরি পুত্রিণীনাম্॥ ২২॥
নিসর্গবাৎসল্যরসৌঘসিক্তা, সান্দ্রপ্রমোদামৃতপূরপূর্ণা।
তমেকপুত্রং জগদেকমাতাভ্যুৎসঙ্গিনং, প্রস্রবিণী বভূব॥ ২৩॥
অশেষলোকত্রয়মাতুরস্যাঃ, ষাণ্মাতুরঃ স্তন্যসুধামধাসীৎ।
সুরস্রবন্ত্যা কিল কৃত্তিকাভির্মুহুর্ম্মুহুঃ সস্পৃহমীক্ষ্যমাণঃ॥ ২৪॥
সুখাশ্রুপূর্ণেন মৃগাঙ্কমৌলেঃ, কলত্রমেকেন মুখাম্বুজেন।
তস্যৈকনালোদ্গতপঞ্চপদ্মলক্ষ্মীং ক্রমাৎ ষড়্বদনীং চুচুম্ব॥ ২৫॥

(ল দর্শন করিয়া পার্ব্বতীর চক্ষু নিমেষশূন্য হইয়া রহিল; বোধ হইল যেন, তিনি শিশুকে দেখিবার জন্য) সহস্রচক্ষু-লাভের বাসনা করিতেছেন। পুত্রদর্শনরূপ (ম)লকার্য্যে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত প্রতিক্ষণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? ২০॥ যে হস্ত (বি)নত (পাদপতিত) দেবাসুরগণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করে, (যাহা তাঁহাদের পৃষ্ঠ স্পর্শ (করি)য়া অভয় প্রদান করে,) পার্ব্বতী সেই করপদ্মদ্বয় দ্বারা নবজাত, পূর্ণচন্দ্রের (ন্যা)য় মনোহর সেই শিশুকে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার ক্রোড়দেশে স্থাপন করি(লে)ন॥২১॥ ত্রিভুবনমধ্যে অদ্বিতীয় বীর, অমৃতের আধারস্বরূপ সেই পুত্রকে ক্রোড়ে (ল)ইয়া চন্দ্রবদনা পার্ব্বতী পুত্রবতীগণের মধ্যে মাননীয়া হইলেন॥ ২২॥ জগতের (এ)কমাত্র জননী পার্ব্বতী পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবামাত্র (স্নেহবশে) তাঁহার (স্ত)নদ্বয় হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল; তিনি স্বতঃসিদ্ধ বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত (হ)ইয়া নিরতিশয় সন্তোষামৃত-প্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন॥ ২৩॥ তৃষ্ণাতুর (ে)ই পুত্রটি ত্রিলোকজননী পার্ব্বতীর স্তনদুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। (তখন) (সুর)নদী গঙ্গা ও ষট্‌কৃত্তিকাগণ পুনঃ পুনঃ সস্পৃহলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত (ক)রিয়া রহিলেন॥ ২৪॥ চন্দ্রশেখর-গৃহিণী পার্ব্বতী হর্ষাশ্রু-পূর্ণ একটিমাত্র মুখকমল (দ্বা)রা, একটি কাণ্ড হইতে পাঁচটি পদ্ম উৎপন্ন হইলে তাহার যেমন শোভা হয়, (সে)ইরূপ শোভাবিশিষ্ট শিশুর ছয়টি মুখে যথাক্রমে চুম্বন করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥

হৈমী ফলং হেমগিরের্লতেব, বিকস্বরং নাকনদীব পদ্মম্।
পূর্ব্বেব দিঙ্‌ নূতনমিন্দুমাভাৎ, তং পার্ব্বতী নন্দনমাদধানা॥ ২৬॥
প্রীতাত্মনা সা প্রযতেন দত্তহস্তাবলম্বা শশিশেখরেণ।
কুমারমুৎসঙ্গতলে দধানা, বিমানমভ্রংলিহমারুরোহ॥ ২৭॥
মহেশ্বরোঽপি প্রমদপ্ররূঢ়রোমোদ্‌গমো ভূধরনন্দনায়াঃ।
অঙ্কাদুপাদত্ত তদঙ্কতঃ সা, তস্যাস্তু সোঽপ্যাত্মজবৎসলত্বাৎ॥ ২৮॥
দধানয়া নেত্রসুধৈকসত্রং, পুত্রং পবিত্রং সুতয়া তয়াদ্রেঃ।
সংশ্লিষ্যমাণাঃ শশিখণ্ডধারী, বিমানবেগেন গৃহাঞ্জগাম॥ ২৯॥
অধিষ্ঠিতঃ স্ফাটিকশৈলশৃঙ্গে, তুঙ্গে নিজং ধাম নিকামরম্যম্।
মহোৎসবায় প্রমথপ্রমুখ্যান্, পৃথূন্ গণান্ শম্ভুরথাদিদেশ॥ ৩০॥
পৃথুপ্রমোদঃ প্রগুণো গণানাং, গণঃ সমগ্রো বৃষবাহনস্য।
গিরীন্দ্রপুত্র্যাস্তনয়স্য জন্মন্যথোৎসবং সংববৃতে বিধাতুম্॥ ৩১॥

সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চনময়ী লতা যেমন ফল, মন্দাকিনী যেমন বিকসিত পদ্ম এবং পূর্ব্বদিক্ যেমন নবোদিত চন্দ্রকে ধারণ করিয়া শোভা পায়, পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পার্ব্বতীও সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ২৬॥ প্রসন্ন চিত্ত, অবধানপরায়ণ (সতর্ক) চন্দ্রশেখর হস্তাবলম্বন প্রদান করিলে পার্ব্বতী তাঁহার সেই হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশভেদী (অত্যুচ্চ) বিমানে আরোহণ করিলেন॥ ২৭॥ মহেশ্বর হর্ষভরে পুলকিত হইয়া পুত্রবাৎসল্য হেতু পর্ব্বতনন্দিনীর ক্রোড় হইতে সেই শিশুকে গ্রহণ করিলেন; পার্ব্বতী পুনরায় তাঁহার ক্রোড় হইতে পুত্রকে নিজক্রোড়ে লইয়া স্থাপন করিলেন॥ ২৮ নয়নের একমাত্র সুধাস্পদ পুত্রকে ধারণ পূর্ব্বক গিরিনন্দিনী মহাদেবকে আলিঙ্গ পূর্ব্বক অবস্থান করিলে শশিশেখর বিমানযোগে (অল্পক্ষণমধ্যেই) গৃহে সমুপস্থিত হইলেন॥ ২৯॥ তদনন্তর মহেশ্বর সমুচ্চ স্ফাটিকময় কৈলাসপর্ব্বতশৃঙ্গে নি গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রমথপ্রমুখ গণদিগকে (পুত্রার্থ) মহোৎসব করিতে আদে প্রদান করিলেন॥ ৩০॥

তখন (নৃত্যগীতাদি) প্রকৃষ্টগুণসম্পন্ন প্রমথাদি সমস্ত গণবর্গ মহানন্দে আনন্দিত হইয়া বৃষবাহন মহেশ্বর ও পর্ব্বতনন্দিনী গৌরীর পুত্রজন্মোৎসব-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল॥ ৩১॥ তাহারা স্ফটিকময় ভবনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণতোরণ নির্ম্মিত

স্ফুরন্মরীচিচ্ছুরিতাম্বরাণি, সন্তানশাখিপ্রসবাঞ্চিতানি।
উচ্চিক্ষিপুঃ কাঞ্চনতোরণানি, গণা বরাণি স্ফটিকালয়েষু॥ ৩২॥
(দিক্ষু প্রসর্পংস্তদধীশ্বরাণামথামারণামিব মধ্যলোকে।
মহোৎসবং শংসিতুমাহতোঽহন্যৈর্দধ্বান ধীরঃ পটহঃ পটীয়ান্॥) *
মহোৎসবে তত্র সমাগতানাং, গন্ধর্ববিদ্যাধরসুন্দরীণাম্।
সম্ভাবিতানাং গিরিরাজপুত্র্যা, গৃহেঽভবন্মঙ্গলগীতকানি॥ ৩৩॥
সুমঙ্গলোপায়নপাত্রহস্তাস্তং মাতরো মাতৃবদভ্যুপেতাঃ।
নিধায় দূর্ব্বাক্ষতকানি মূর্দ্ধ্নি, নিন্যুঃ স্বমঙ্কং গিরিজাতনূজম্॥ ৩৪॥
ধ্বনৎসু তূর্য্যেষু সুমন্দ্রমঙ্ক্যা লিঙ্গ্যোর্দ্ধকেষ্বপ্সরসো রসেন।
সুসন্ধিবন্ধং ননৃতুঃ সুবৃত্তগীতানুগং ভাবরসানুবিদ্ধম্॥ ৩৫॥
বাতা ববুঃ সৌখ্যকরাঃ প্রসেদুরাশা বিধূমো হুতভুগ্দিদীপে।
জলান্যভূবন্ বিমলানি তত্রোৎসবেঽন্তরিক্ষং প্রসসাদ সদ্যঃ॥ ৩৬॥

রিল। ঐ সকল তোরণের প্রদীপ্ত কিরণ নভোমার্গ পরিব্যাপ্ত করিল এবং কল্প-
রুর পুষ্পরাশিতে উহা সুশোভিত হইল॥ ৩২॥ (অনন্তর পূর্ব্বাদিদশদিকে ইন্দ্রাদি
কৃপতিগণের গম্ভীর পটুতর পটহধ্বনি সমুত্থিত হইল; অন্যান্য দেববাদকেরাও
হ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন; সুতরাং পৃথিবীতে মহান্ উৎসবধ্বনির সূচনা হইল)।*
ই মহোৎসবে গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর-কামিনীরা উপস্থিত হইয়া মঙ্গলগানে প্রবৃত্ত
লে গিরিরাজ-নন্দিনী পার্ব্বতী তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন॥ ৩৩॥ (ব্রাহ্মী
মূর্তি) মাতৃগণ মঙ্গলজনক উপঢৌকনপাত্র হস্তে লইয়া আগমন পূর্ব্বক পার্ব্বতী-
নের মস্তকে দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ সহকারে সেই শিশুকে নিজ
জ ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন॥ ৩৪॥ সুগম্ভীর তূর্য্যধ্বনি সমুত্থিত হইলে অপ্সরাগণ
হবশে স্বরসংযোগাদি গীতিপ্রবন্ধ সহকারে শোভনচ্ছন্দ ও শৃঙ্গারাদি রসসংযুক্ত-
বে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৩৫॥ সেই উৎসবসময়ে বায়ু সুখস্পর্শ হইয়া
বাহিত হইল, দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, অগ্নি নির্ধূম হইয়া জ্বলিতে লাগিল, জল
র্মল হইল এবং অন্তরীক্ষ (মেঘশূন্য হইয়া) প্রসন্নতা ধারণ করিল। (মহা-
ষদিগের জন্ম সুখেরই কারণ হইয়া থাকে)॥ ৩৬॥ তৎকালে গৃহে গৃহে

---

* এই শ্লোকটি সকল পুস্তকে নাই।

গম্ভীরশঙ্খধ্বনিমিশ্রমুচ্চৈর্গ্নেদুরবা দুন্দুভয়ঃ প্রণেদুঃ।
দিবৌকসাং ব্যোম্নি বিমানসংঘা, বিমুচ্য পুষ্পপ্রচয়ান্ প্রসস্রুঃ॥ ৩৭॥
ইত্থং মহেশাদ্রিসুতাসুতস্য, জন্মোৎসবঃ সংমদয়াঞ্চকার।
চরাচরং বিশ্বমশেষমেতৎ, পরং চকম্পে কিল তারকশ্রীঃ॥ ৩৮॥
ততঃ কুমারঃ সুমুদাং নিদানৈঃ, স বাললীলাচরিতৈর্বিচিত্রৈঃ।
গিরীশগৌর্য্যোর্হৃদয়ং জহার, মুদে ন হৃদ্যা কিমু বালকেলিঃ॥ ৩৯॥
মহেশ্বরঃ শৈলসুতা চ হর্ষাৎ, সতর্ষমেকেন মুখেন গাঢ়ম্।
অজাতদন্তানি মুখানি সূনোর্মনোহরাণি ক্রমতশ্চুচুম্ব॥ ৪০॥
ক্বচিৎ স্খলদ্ভিঃ ক্বচিদস্খলদ্ভিঃ, ক্বচিৎ প্রকম্পৈঃ ক্বচিদপ্রকম্পৈঃ।
বালঃ স লীলাচলনপ্রয়োগৈস্তয়োর্মুদং বর্দ্ধয়তি স্ম পিত্রোঃ॥ ৪১॥
অহেতুহাসচ্ছুরিতাননেন্দুর্গৃহাঙ্গনক্রীড়নধূলিধূম্রঃ।
মুহুর্বদন্ কিঞ্চিদলক্ষিতার্থং, মুদং তয়োরঙ্কগতস্ততান॥ ৪২॥

বাদ্যমান হইয়া গম্ভীর-শঙ্খধ্বনিমিশ্রিত দুন্দুভিনিনাদ উচ্চরবে নিনাদিত হইতে লাগিল এবং গগনচারী দেববিমান-সমূহ কুসুমরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিল॥ ৩৭॥ এইরূপে হরগৌরী-নন্দনের জন্মোৎসব চরাচর সকল জগৎকে আনন্দে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। কেবলমাত্র তারকাসুরের রাজশ্রী কম্পিত হইলেন॥ ৩৮॥

তদনন্তর সেই কুমার নানাবিধ হর্ষোৎপাদক বাল্যলীলাচরিত দ্বারা মহেশ্বর ও পার্ব্বতীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ হৃদয়হারিণী বাল্যক্রীড়া কাহার আনন্দের কারণ না হয়? ৩৯॥ মহেশ্বর ও পার্ব্বতী উভয়ে (নিজ নিজ) এক একটি মুখ দ্বারা নবশিশুর অজাতদন্ত ছয়টি মনোহর মুখ ক্রমে ক্রমে চুম্বন করিতে লাগিলেন॥ ৪০॥ ক্রমে সেই শিশু কোন স্থানে পতিত, কোন স্থানে অপতিত, কোন স্থানে কম্পিত এবং কোন স্থানে বা অকম্পিত লীলাগতি দ্বারা পিতা-মাতা হরগৌরীর সন্তোষ-বর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪১॥ গৃহপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতে করিতে সেই শিশুর দেহ ধূলিরাশিতে ধূম্রবর্ণ হইল, অকারণ হাস্যচ্ছটায় তাঁহার বদনচন্দ্রমা সুশোভিত হইয়া উঠিল এবং তিনি অস্ফুটভাবে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ (আধ আধ) বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে পিতা-মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন॥৪২॥ তিনি কখন

গৃহ্নন্ বিষাণে হরবাহনস্য, স্পৃশন্নুমাকেসরিণং সলীলম্।
স ভৃঙ্গিণঃ সূক্ষ্মতরং শিখাগ্রং, কর্ষন্ বভূব প্রমোদায় পিত্রোঃ ॥ ৪৩ ॥
একো নব দ্বৌ দশ পঞ্চ সপ্তেত্যজীগণন্নাত্মমুখং প্রসার্য্য।
মহেশকণ্ঠোরগদন্তপঙ্‌ক্তিং তদঙ্কগঃ শৈশবমৌগ্ধ্যমৈশিঃ ॥ ৪৪ ॥
কপর্দ্দিকণ্ঠাত্তকপালদাম্নোঽঙ্গুলিং প্রবেশ্যাননকোটরেষু।
দন্তানুপাত্তুং রভসী বভূব, মুক্তাফলভ্রান্তিকরঃ কুমারঃ ॥ ৪৫ ॥
শম্ভোঃ শিরোঽন্তঃসরিতস্তরঙ্গান্, বিগাহ্য গাঢ়ং শিশিরান্ রসেন।
স জাতজাড্যং নিজপাণিপদ্মমতাপয়দ্‌ভালবিলোচনাগ্নৌ ॥ ৪৬॥
কিঞ্চিৎ কলং ভঙ্গুরকন্ধরশ্চ নমজ্জটাজুটধরস্য শম্ভোঃ।
প্রলম্বমানং কিল কৌতুকেন, চিরং চুচুম্বে মুকুটেন্দুখণ্ডম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্থং শিশোঃ শৈশবকেলিবৃত্তৈর্মনোভিরামৈর্গিরিজাগিরীশৌ।
মুদা বিনোদৈকরসপ্রসক্তৌ, দিবানিশং নাবিদতাং কদাচিৎ ॥ ৪৮ ॥

বাহন বৃষের শৃঙ্গদ্বয় ধারণ, কখন গৌরীবাহন সিংহকে লীলাবশে আক্রমণ
; কখন বা ভৃঙ্গীর সূক্ষ্মতর চূড়াগ্রভাগ আকর্ষণ করিয়া পিতামাতার আনন্দের
ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই মহেশনন্দন কখন বা পিতৃক্রোড়ে উঠিয়া
পনার হস্ত দ্বারা বালস্বভাবসুলভ সৌন্দর্য্য সহকারে এক, নয়, দুই, দশ,
, সাত এইরূপ বলিয়া শিবকণ্ঠস্থ ভুজঙ্গের দন্তপংক্তি গণনা করিতে
গিলেন ॥ ৪৪ ॥ কখন বা সেই শিশু শিবের কণ্ঠস্থিত কপালমালার মুখবিবরে
লী প্রবেশ করাইয়া মুক্তামালাসদৃশ দন্ত সকল গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইলেন ॥৪৫॥
ন বা শম্ভুর মস্তকস্থিত শীতল গঙ্গাপ্রবাহে গাঢ়ভাবে নিমগ্ন হইয়া, করকমল
ত্যহেতু জড়তা প্রাপ্ত হইলে মহেশের ললাটনেত্রাগ্নিতে তাহা উষ্ণ করিয়া
তেন ॥ ৪৬ ॥ কখন বা বালস্বভাববশে কণ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া লম্বিত-
টাজূটধারী শিবের মস্তকস্থিত লম্বমান চন্দ্রকলা বহুক্ষণ ধরিয়া আনন্দভরে
ন করিতেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে শিশুর চিত্তহারী বাল্যলীলাচরিত দ্বারা হর-
ৌরী এরূপ আনন্দরসে আসক্ত রহিলেন যে, কোন সময়েই তাঁহাদিগের দিবা-
ত্রিজ্ঞান রহিল না অর্থাৎ আনন্দে বিহ্বল হওয়ায় দিন-রাত্রি কখন্ অতীত
ইতে লাগিল, সে দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না ॥ ৪৮ ॥ এই প্রকারে বহুবিধ

ইতি বহুবিধং বালক্রীড়াবিচিত্রবেচেষ্টিতং,
ললিতললিতং সান্দ্রানন্দং মনোহরমাচরন্।
অলভত পরাং বুদ্ধিং ষষ্ঠে দিনে নবযৌবনং,
স কিল সকলং শাস্ত্রং শস্ত্রং বিবেদ বিভুর্যয়া॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমারবাল্যকেলিবর্ণনং নামৈকাদশঃ সর্গঃ॥ ১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।
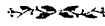
অথ প্রপেদে ত্রিদশৈরশেষৈঃ, ক্রূরাসুরোপপ্লবদুঃখিতাত্মা।
পুলোমপুত্রীদয়িতোহন্ধকারিং, পত্রীব তৃষ্ণাতুরিতঃ পয়োদম্॥ ১॥
দৃপ্তারিসন্ত্রাসখিলীকৃতাৎ স, কথঞ্চিদম্ভোদবিহারমার্গাৎ।
অবাততারাভি গিরিং গিরীশগৌরীপদন্যাসবিশুদ্ধমিন্দ্রঃ॥ ২॥
সংক্রন্দনঃ স্যন্দনতোহবতীর্য্য, মেঘাত্মনো মাতলিদত্তহস্তঃ।
পিনাকিনোহথালয়মুচ্চচাল, শুচৌ পিপাসাকুলিতো যথান্তঃ॥ ৩॥

ললিত-ললিত (অতি মনোহর), প্রচুর আনন্দপ্রদ, চিত্তরঞ্জন, বাল্যলীলার বিচিত্র অনুষ্ঠান করিয়া সেই কার্য্যদক্ষ শিশু ষষ্ঠ দিবসে পরমোৎকৃষ্ট বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) ও নবযৌবন প্রাপ্ত হইলেন। সেই প্রজ্ঞাবলেই সকল শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা তাঁহার অধিগত হইল॥ ৪৯॥

অনন্তর চাতক যেমন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মেঘের নিকট গমন করে, শচীপতি ইন্দ্র সেইরূপ ক্রুর তারকাসুরের উপদ্রবে দুঃখিতচিত্ত হইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত অন্ধকারি মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ১॥ গর্ব্বিত শত্রু তারকাসুরের ভয়ে আকাশপথ রুদ্ধ হইয়াছিল, (গমনাগমনের উপায় ছিল না,) তথাপি দেবরাজ অতিকষ্টে (সেই পথ দিয়া) হর-গৌরীর চরণবিন্যাসে পবিত্র কৈলাস পর্ব্বতের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন॥ ২॥ অনন্তর গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জলের নিকটে গমন করে, ইন্দ্রও সেইরূপ মাতলি সারথির হস্তাবলম্বন করিয়া মেঘাত্মক বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পিনাকপাণির আলয়ে

ইতস্ততোঽথ প্রতিবিম্বভাজং, বিলোকমানঃ স্ফটিকাদ্রিভূমৌ।
আত্মানমপ্যেকমনেকধা স, ব্রজন্ বিভোরাস্পদমাসসাদ ॥ ৪ ॥
বিচিত্রচঞ্চন্মণিভঙ্গিসঙ্গং সৌবর্ণদণ্ডং দধতাতিচণ্ডম্।
স নন্দিনাধিষ্ঠিতমধ্যতিষ্ঠৎ, সৌধাঙ্গনদ্বারমনঙ্গশত্রোঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ স কক্ষাহিতহেমদণ্ডো, নন্দী সুরেন্দ্রং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
প্রতোষয়ামাস সুগৌরবেণ, গত্বা শশংস স্বয়মীশ্বরস্য ॥ ৬ ॥
ভ্রূসংজ্ঞয়ানেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ, সুরেশ্বরং তং জগদীশ্বরেণ।
প্রবেশয়ামাস সুরৈঃ পুরোগঃ, সমং স নন্দী সদনং সদস্য ॥ ৭ ॥
স চণ্ডিভৃঙ্গিপ্রমুখৈর্গরিষ্ঠৈর্গণৈরনেকৈর্বিবিধস্বরূপৈঃ।
অধিষ্ঠিতং সংসদি রত্নময্যাং, সহস্রনেত্রঃ শিবমালুলোকে ॥ ৮ ॥
কপর্দ্দমুদ্বদ্ধমহীনমূর্দ্ধরত্নাংশুভির্ভাস্বরমুল্লসদ্ভিঃ।
দধানমুচ্চৈস্তরমিদ্ধধাতোঃ, সুমেরুশৃঙ্গস্য সমত্বমাপ্তম্ ॥ ৯ ॥

ন করিলেন ॥ ৩ ॥ স্ফটিকময় কৈলাস-পর্ব্বতের ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে ত্য ভিত্তিগাত্রে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক, তিনি একাকী হইলেও নাকে বহুসংখ্যবৎ দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে ক্রমে বিভু মহেশ্বরের গৃহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ সেই মদনারির অট্টালিকার দ্বার অনেকবিধ দীপ্যমান মণিরচনা দ্বারা বিচিত্রিত (বিবিধ রত্নখচিত); ানে নন্দী অতি ভয়ঙ্কর স্বর্ণদণ্ড হস্তে লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫ ॥ ন্তর নন্দী দেবেন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া (দর্শনমাত্র) অবিলম্বে কক্ষদেশে স্বর্ণদণ্ড ন পূর্ব্বক সাদরে (স্বাগতপ্রশ্নাদি দ্বারা) তাঁহার সন্তোষবিধান করিলেন এবং যাইয়া মহাদেবের নিকট (ইন্দ্রাগমনসংবাদ) নিবেদন করিলেন ॥ ৬ ॥ তখন ীশ্বর মহেশ্বর ভ্রূসঙ্কেতে অনুমতি প্রদান করিলে নন্দী পুরোবর্ত্তী হইয়া দেবগণ দেবরাজকে শিবের মনোহর ভবনে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৭ ॥ তখন সহস্রাক্ষ রাজ দেখিলেন, মহেশ্বর চণ্ডী, ভৃঙ্গী প্রভৃতি গরিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং নানাবিধ তিবিশিষ্ট বহুসংখ্য প্রমথবৃন্দের সহিত মণিময় সভাতলে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥৮॥ মহাদেব যে জটাজুট ধারণ করিতেছেন, উহা ভুজঙ্গরজ্জু দ্বারা উদ্বদ্ধ (উর্দ্ধ-াকারে বদ্ধ), সর্পরাজ বাসুকি প্রভৃতি মহাসর্পের মস্তকস্থিত রত্নের প্রদীপ্ত রণে উহা সমুদ্ভাসিত এবং অত্যুচ্চ। সুতরাং ঐ জটাজুট গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা

বিভ্রাণমুত্তুঙ্গতরঙ্গমালাং, গঙ্গাং জটাজুটতটং ভজন্তীম্।
গৌরীং তদুৎসঙ্গজুষং হসন্তীমিব স্বফেনৈঃ শরদভ্রশুভ্রৈঃ ॥ ১০।
গঙ্গাতরঙ্গপ্রতিবিম্বিতৈঃ স্বৈর্বহূভবন্তং শিরসা সুধাংশুম্।
চলন্মরীচিপ্রচয়ৈস্তুষারগৌরৈর্হিমদ্যোতিতমুদ্বহন্তম্ ॥ ১১॥
ভালস্থলে লোচনমেধমানধামাধরীভূতরবীন্দুনেত্রম্।
যুগান্তকালোচিতহব্যবাহং, মীনধ্বজপ্লোষণমাদধানম্ ॥ ১২ ॥
মহার্হরত্নাঙ্কিতয়োরুদারং, স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়োঃ সমন্তাৎ।
কর্ণস্থিতাভ্যাং শশিভাস্করাভ্যামুপাসিতং কুণ্ডলয়োশ্ছলেন ॥ ১৩॥
স্ববদ্ধয়া কন্ঠিকয়েব নীলমাণিক্যমধ্যা কুতুকেন গৌর্য্যাঃ।
নীলস্য কণ্ঠস্য পরিস্ফুরন্ত্যা, কান্ত্যা মহত্যা চ বিরাজমানম্ ॥ ১৪॥
কালার্দ্দিতানাং ত্রিদশাসুরাণাং, চিতারজোভিঃ পরিপাণ্ডুরাঙ্গম্।
মহন্মহেভাজিনমুদ্গতাভ্রপ্রালেয়শৈলশ্রিয়মুদ্বহন্তম্ ॥ ১৫ ॥

উদ্ভাসিত সুমেরুশৃঙ্গের সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে॥৯॥ তিনি মস্তকে জটাজুটতট-সঞ্চারিণী উন্নততরঙ্গমালাকুলা গঙ্গাকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়দেশে দেবী পার্ব্বতী বিরাজ করিতেছেন। গঙ্গার ফেনপুঞ্জ শারদ মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, জাহ্নবী ঐ সকল ফেনরাশি দ্বারা (সপত্নী) গৌরীকে উপহাস করিতেছেন॥১০॥ মহাদেব মস্তকে যে চন্দ্রমা ধারণ করিতেছেন, শীর্ষস্থিত গঙ্গাতরঙ্গে প্রতিফলিত হওয়াতে সেই চন্দ্রমাকে বহুসংখ্য বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং তুষারতুল্য শ্বেতবর্ণ কিরণমালা দ্বারা ঐ চন্দ্রমা যেন হিমানী-রাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে॥১১॥ মহেশ্বর ললাটদেশে যে নয়নটি ধারণ করিতেছেন, তাহার সংবর্দ্ধিত তেজে চন্দ্র-সূর্য্যও পরাজিত হইতেছেন। প্রলয়-সময়ে ঐ নয়ন হইতেই চিরপরিচিত অগ্নি নিঃসৃত হইয়া থাকে; উহা কন্দর্পের দহনকারী॥১২॥ তাঁহার কর্ণদ্বয়ে বহুমূল্য রত্নখচিত কুণ্ডলযুগল শোভা পাইতেছে; চতুর্দ্দিকে উহার প্রভামণ্ডল বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; বোধ হইতেছে যেন, চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলচ্ছলে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছেন॥১৩॥ নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশের যে মহতী কান্তি সমন্তাৎ পরিস্ফুরিত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন; পার্ব্বতী কৌতুকবশে তাঁহার গলদেশে নীল-মাণিক্যময়ী কণ্ঠমালা পরাইয়া দিয়াছেন॥১৪॥ প্রলয়কালে যে সকল সুরাসুর নিহত

পাণিস্থিতব্রহ্মকপালপাত্রং, বৈকুণ্ঠভাজাপি নিষেব্যমাণম্।
নরাস্থিকণ্ঠাভরণং রণান্তমূলং ত্রিশূলং কলয়ন্তমুচ্চৈঃ ॥ ১৬ ॥
পুরাতনীং ব্রহ্মকপালমালাং, কণ্ঠে বহন্তং পুনরাশ্বসন্তীম্।
উদ্গীতবেদাং মুকুটেন্দুবর্ষৎসুধাভরৌঘাপ্লবলব্ধসংজ্ঞাম্ ॥ ১৭ ॥
সলীলমঙ্কস্থিতয়া গিরীন্দ্রপুত্র্যা নবাষ্টাপদবল্লিভাসা।
বিরাজমানং শরদভ্রখণ্ডং, পরিস্ফুরন্ত্যাচিররোচিষেব ॥ ১৮ ॥
দৃপ্তান্ধকপ্রাণহরং পিনাকং, মহাসুরস্ত্রীবিধবত্বহেতুম্।
করেণ গৃহ্নন্তমগৃহ্যমন্যৈঃ, পুরা স্মরপ্লোষণকেলিকারম্ ॥ ১৯ ॥
ভদ্রাসনং কাঞ্চনপাদপীঠং, মহার্হমাণিক্যবিভঙ্গিচিত্রম্।
অধিষ্ঠিতং চন্দ্রমরীচিগৌরৈরুদ্বীজ্যমানং চমরৈর্গণাভ্যাম্ ॥ ২০ ॥

ছিলেন, তাঁহাদিগের চিতাভস্মবিলেপনে মহাদেবের অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ তছে; তিনি মহাগজাজিন পরিধান করিয়াছেন এবং মেঘমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় শোভা পরিলক্ষিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥ তিনি করতলে ভিক্ষাপাত্ররূপে পাল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুও তাঁহার সেবায় নিরত; র অস্থিখণ্ডনির্ম্মিত অলঙ্কারে তিনি বিভূষিত এবং যুদ্ধাবসানের মূলকারণ- বৃহৎ ত্রিশূলাস্ত্র তিনি ধারণ করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ তিনি কণ্ঠদেশে পুরাতনী পালমালা ধারণ করিতেছেন; মস্তকস্থিত চন্দ্রকলা হইতে যে অমৃতরাশির ক্ষরিত হইতেছে, সেই অমৃতস্রোতে নিমজ্জন হেতু সেই কপালমালা উজ্জী- হইয়া বেদ উচ্চারণে প্রবৃত্ত রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ সমন্তাৎ প্রসারিত বিদ্যুল্লতা শারদমেঘখণ্ড যেরূপ শোভা ধারণ করে, নবীন স্বর্ণলতার ন্যায় কান্তিমতী ন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতী বিলাস সহকারে ক্রোড়দেশে অবস্থিতি করাতে মহাদেবও রূপ শোভা পাইতেছেন ॥ ১৮ ॥ যে পিনাক নামক ধনুঃ গর্ব্বিত অন্ধকাসুরের বিনাশক, যাহা মহা মহা অসুররমণীদিগের বৈধব্যের কারণস্বরূপ, মহেশ্বর রেকে অন্য কেহ যাহা ধারণ করিতে সমর্থ নহে এবং পূর্ব্বে যাহা দ্বারা লীলা- কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, মহাদেব সেই পিনাকনামক ধনুঃ হস্তে ধারণ তেছেন ॥ ১৯ ॥ তিনি মহামূল্য মাণিক্যরচিত বিচিত্র স্বর্ণময় শুভাসনে আসীন াছেন; দুই জন প্রমথ (উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া) শুভ্রচামর দ্বারা বীজন তেছে ॥ ২০ ॥ মহেশ্বর আনন্দসহকারে (স্নেহবশে) কুমারের প্রতি (নির্নি-

শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যাভ্যসনৈকসক্তে, সবিস্ময়ৈরেত্য গণৈঃ সুদৃষ্টে।
নীরাজ্যমানে স্ফটিকাচলেন, সানন্দনির্দ্দিষ্টদৃশং কুমারে॥ ২১॥
তথাবিধং শৈলসুতাধিনাথং, পুলোমপুত্রীদয়িতো নিরীক্ষ্য।
আসীৎ ক্ষণং ক্ষোভপরো নু কস্য, মনো ন হি ক্ষুভ্যতি ধামধাম্নি॥২
বিকস্বরাম্ভোজবনশ্রিয়া তং, দৃশাং সহস্রেণ নিরীক্ষ্যমাণঃ।
রোমালিভিঃ স্বর্গপতির্বভাসে, পুষ্পোৎকরাকীর্ণ ইবাম্রশাখী॥ ২৩॥
দৃষ্ট্বা সহস্রেণ দৃশাং মহেশমভূৎ কৃতার্থঃ খলু তেন শক্রঃ।
সর্ব্বাঙ্গজাতং তদথো বিরূপমিব প্রিয়াকোপকরং বিবেদ॥২৪॥
ততঃ কুমারং কনকাদ্রিসারং, পুরন্দরঃ প্রেক্ষ্য ধৃতাস্ত্রশস্ত্রম্।
মহেশ্বরোপান্তিকবর্ত্তমানং, শত্রোর্জয়াশাং মনসা ববন্ধ॥ ২৫॥
শ্রীনীলকণ্ঠ! দ্যুপতিঃ পুরোঽস্তি, ত্বয়ি প্রণামাবসরং প্রতীচ্ছন্।
সহস্রনেত্রেঽত্র ভব ত্রিনেত্র! দৃষ্ট্যা প্রসাদপ্রগুণো মহেশ! ২৬॥

মেষ) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন। ঐ কুমার অস্ত্রশস্ত্রাভ্যাসে একান্ত আসক্ত; প্রমথগণ সবিস্ময়ে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে; স্ফটিকাচল কৈলাস (দীপালোক দ্বারা) সেই কুমারের নীরাজনা (সেবা) করিতেছে॥ ২১॥

শচীপতি ইন্দ্র তথাবিধ গিরিজাপতি মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল ক্ষুব্ধ ভাবে বিস্মিতচিত্তে অবস্থিত রহিলেন। তেজোরাশির আধারকে দেখিয়া কাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ না হয়? ২২॥ সুররাজ দেবেন্দ্র প্রফুল্ল পদ্মবনের শোভার ন্যায় সুশোভিত সহস্রনেত্র দ্বারা মহাদেবকে দর্শন পূর্ব্বক রোমাঞ্চিত হইয়া পুষ্পরাশি সমাকীর্ণ আম্রবৃক্ষের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ২৩॥ মহেন্দ্র সহস্রলোচন দ্বারা মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া যার পর নাই কৃতকৃতার্থ হইলেন। শিবদর্শন করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ ধারণ করাতে (এক প্রকার) বিরূপতা ধারণ করিল; বোধ হইল যেন, স্বপত্নী শচীর ক্রোধবশে ঐ বিরূপতার উৎপত্তি হইয়াছে॥ ২৪॥

অনন্তর দেবেন্দ্র অস্ত্রশস্ত্রধারী, মহেশ্বরপার্শ্বে অবস্থিত, সুমেরুতুল্য মহাবলবান্ কুমারকে দেখিয়া মনে মনে শক্রজয়ের আশা ধারণ করিলেন॥ ২৫॥

তদনন্তর নন্দী প্রকোষ্ঠের সম্মুখে স্বর্ণবেত্র স্থাপন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে (শিবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষায় সেই মদনারি মহেশ্বরকে কহিলেন, হে শ্রীনীলকণ্ঠ! হে ত্রিনেত্র! হে মহেশ! আপনাকে প্রণাম করিবার অবসর

ইতি প্রবদ্ধাঞ্জলিরেত্য নন্দী, নিধায় কক্ষামভি হেমবেত্রম্।
প্রসাদপাত্রং পুরতো ভবিষ্ণুরথ স্মরারাতিমুবাচ বাচম্ ॥ ২৭ ॥
পুরা সুরেন্দ্রং সুরসংঘসেব্যং, ত্রিলোকসেব্যস্ত্রিপুরাসুরারিঃ।
প্রীত্যা সুধাসারনিধারিণেব, ততোঽনুজগ্রাহ বিলোকনেন ॥ ২৮ ॥
কিরীটকোটীচ্যুতপারিজাতপুষ্পোৎকরেণনমিতেন মূর্দ্ধ্না।
স্বর্গৈকবন্দ্যো জগদেকবন্দ্যং, তং দেবদেবং প্রণনাম দেবঃ ॥ ২৯ ॥
অনেকলোকৈকনমস্ক্রিয়ার্হং, মহেশ্বরং তং ত্রিদিবেশ্বরঃ সঃ।
ভক্ত্যা নমস্কৃত্য কৃথার্থতায়াঃ, পাত্রং পবিত্রং পরমং বভূব ॥ ৩০ ॥
সুভক্তিভাজামধিপাদপীঠং, প্রান্তক্ষিতিং নম্রতরৈঃ শিরোভিঃ।
ততঃ প্রণেমুঃ পুরতো গণানাং, গণাঃ সুরাণাং ক্রমতঃ পুরারিম্ ॥ ৩১ ॥
গণোপনীতে প্রভুণোপদিষ্টঃ, শুভাসনে হেমময়ে পুরস্তাৎ।
প্রাপোপবিশ্য প্রমুদং সুরেন্দ্রঃ, প্রভুপ্রসাদো হি মুদে ন কস্য ॥ ৩২ ॥
ক্রমেণ চান্যেঽপি বিলোকনেন, সম্ভাবিতাঃ সস্মিতমীশ্বরেণ।
উপাবিশংস্তোষবিশেষমাপ্তা, দৃগ্‌গোচরে তস্য সুরাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৩৩ ॥

য ত্রিদিবনাথ ইন্দ্র পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। দর্শনদান দ্বারা প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৬-২৭ ॥

অনন্তর ত্রিলোকবন্দ্য ত্রিপুরারি মহেশ্বর প্রীতিসহকারে সুধাধারাবর্ষণের ন্যায় য়া সুরগণপূজনীয় দেবেন্দ্রকে অনুগৃহীত করিলেন ॥ ২৮ ॥ তখন স্বর্গের য় পূজনীয় দেবেন্দ্র অবনতমস্তকে জগতের একমাত্র বন্দ্য দেবদেব মহা- প্রণাম করিলেন। প্রণামকালে তাঁহার কিরীটাগ্র হইতে পারিজাতপুষ্পসমূহ হইয়া (শিবপাদপদ্মে) নিপতিত হইল ॥২৯॥ ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র সর্ব্বলোকের প্রণম্য মহেশ্বরকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া কৃতকৃতার্থতার পবিত্র প হইলেন ॥ ৩০ ॥ তৎপরে পরম ভক্তিমান্ অন্যান্য দেবগণ প্রমথগণের গে শিবপাদপীঠের প্রান্তভাগে ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া যথাক্রমে রকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩১ ॥ তদনন্তর প্রভু মহেশ্বরের আদেশে প্রমথগণ ভাসন আনয়ন করিলে সুরপতি ইন্দ্র শিবের সম্মুখে উপবেশন করিয়া নন্দ লাভ করিলেন। (বস্তুতঃ) প্রভুর অনুগ্রহ কাহার সন্তোষের কারণ ৩২॥ প্রভু মহেশ্বর ঈষৎ হাস্যসহকারে দৃষ্টিপাত দ্বারা অন্যান্য দেবগণকে

অথাহ দেবো বলবৈরিমুখ্যান্, গীর্ব্বাণবর্গান্ করুণার্দ্র চেতাঃ।
কৃতাঞ্জলীকানসুরাভিভূতান্, ধ্বস্তশ্রিয়ঃ শ্রান্তমুখানবেক্ষ্য ॥ ৩৪ ॥
অহো বতানন্তপরাক্রমাণাং, দিবৌকসো বীরবরায়ুধানাম্।
হিমোদবিন্দুগ্লপিতস্য কিং বঃ, পদ্মস্য দৈন্যং দধতে মুখানি ॥ ৩৫ ॥
স্বর্গৌকসঃ স্বর্গপরিচ্যুতাঃ কিং, স্বপুণ্যরাশৌ সুমহত্যমেঽপি।
চিহ্নং চিরোঢ়ং ন তু যূয়মেতে, নিজাধিপত্যস্য পরিত্যজধ্বম্ ॥ ৩৬ ॥
দিবৌকসো দেবগৃহং বিহায়, মনুষ্যসাধারণতামবাপ্তাঃ।
যূয়ং কুতঃ কারণতশ্চরধ্বং, মহীতলে মানভৃতো মহান্তঃ ॥ ৩৭ ॥
অনন্যসাধারণসিদ্ধমুচ্চৈঃ, তদ্দৈবতং ধাম নিকামরম্যম্।
কস্মাদকস্মান্নিরগাদ্‌ভবদ্ভ্যশ্চিরার্জ্জিতং পুণ্যমিবাপচারাৎ ॥ ৩৮ ॥
(দিবৌকসো বো হৃদয়স্য কস্মাৎ, তথাবিধং ধৈর্য্যমহার্যমার্য্যাঃ।
অগাদগাধস্য জলাশয়স্য, গ্রীষ্মাতিতাপাদিবশাদিবাম্ভঃ ॥)

গঃ য়ানিত করিলে তাঁহারা পরম আনন্দিত হইয়া সর্ব্বেশ্বরের সম্মুখে যথাক্রমে উ
বেশন করিলেন॥৩৩॥ তখন মহাদেব বলাসুরারি ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে অসুর ক
পরাভূত, বিনষ্টশ্রীক, ক্লিষ্টমুখ ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া করুণার্দ্রচি
বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ হে দেবগণ! তোমরা বীরাস্ত্রধারী, তোমাদের পরা
অনন্ত। তবে কেন শিশিরবিন্দুপাতে সংক্লিষ্ট পদ্মের ন্যায় তোমাদের মুখ দীনত
প্রাপ্ত হইয়াছে ?৩৫॥ হে সুরবৃন্দ! নিজ নিজ সুমহৎ পুণ্যরাশি বিদ্যমানেও তোম
কি স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ ? কিন্তু তোমরা বহুকাল হইতে নিজ নিজ আ
পত্যসূচক (ছত্রচামরাদি) যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, তাহা ত পরিত্য
কর নাই। (তোমাদের স্বপদভ্রংশের কোন লক্ষণ ত দৃষ্ট হইতেছে না)॥৩
হে দেবগণ! তোমরা সম্মানার্হ ও শ্রেষ্ঠ; তবে কেন স্বর্গ পরিত্যাগ করি
মনুষ্যের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে পরিভ্রমণ করিতেছ? ৩৭॥ পাপব
লোকে যেমন চিরকালার্জ্জিত পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, সেইরূপ তোমরা অনন্যসাধার
সিদ্ধ, পরম মনোহর দেবধাম স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়াছ কেন? ৩৮॥ (হে মান
নীয় দেবগণ! গ্রীষ্মকালীন অতিতাপবশে জলাশয়ের জল যেমন নষ্ট হয়, সে
রূপ তোমাদিগের অনির্ব্বচনীয় তাদৃশ ধৈর্য্য নষ্ট হইল কেন?) * হে দেবগ

---

* এ শ্লোকটি সকল গ্রন্থে নাই।

সুরাঃ সুরাধীশপুরঃসরাণাং সমীয়ুষাং বঃ সমমাতুরাণাম্।
তদ্‌ব্রূত লোকত্রয়জিত্বরাৎ কিং, মহাসুরাৎ তারকতো বিরুদ্ধম্॥ ৩৯॥
পরাভবং তস্য মহাসুরস্য, নিষেদ্ধুমেকোঽহমলংভবিষ্ণুঃ।
দাবানলপ্লোষবিপত্তিমন্যো মহাম্বুদাৎ কিং হরতে বনানাম্॥ ৪০॥
ইতীরিতে মন্মথমর্দ্দনেন, সুরাঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখা মুখেষু।
সান্দ্রপ্রমোদাশ্রুতরঙ্গিতেষু, দধুঃ শ্রিয়ং সত্বরমাশ্বসন্তঃ॥ ৪১॥
ততো গিরীশস্য গিরাং বিরামে, জগাদ লব্ধেঽবসরে সুরেন্দ্রঃ।
ভবন্তি বাচোঽবসরে প্রযুক্তা, ধ্রুবং ফলাবিষ্টমহোদয়ায়॥ ৪২॥
জ্ঞানপ্রদীপেন তমোপহেনাবিনশ্বরেণাস্খলিতপ্রভেণ।
ভূতং ভবদ্‌ভাবি চ যচ্চ কিঞ্চিৎ, সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বং তব গোচরন্তৎ॥ ৪৩॥
দুর্ব্বারদোরুচ্ছমদুঃসহেন, যৎ তারকেণামরঘস্মরেণ।
তদীশতামাপ্তবতা নিরস্তা, বয়ং দিবোঽমী বত কিং ন বেৎসি॥ ৪৪॥

প্রমুখ তোমরা পীড়িত হইয়া যুগপৎ সকলে এখানে সমুপস্থিত হইয়াছ। বল, রা কি ত্রিলোকজেতা মহাবল তারকাসুর সহ বিরোধ করিয়া এখানে আসি-? ৩৯॥ সেই মহাসুর কর্ত্তৃক পরাভব নিবারণ করিতে একমাত্র আমিই সমর্থ। নল কর্ত্তৃক বনদাহরূপ বিপদ্ বিনাশ করিতে একমাত্র মহামেঘ ব্যতীত আর সমর্থ হইয়া থাকে? ৪০॥
মন্মথমর্দ্দন মহাদেব এই কথা বলিলে দেবগণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহা-র বদনমণ্ডল নিরতিশয় আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত হইল; সুতরাং তাঁহারা ণাৎ পরম শোভা ধারণ করিলেন॥ ৪১॥
অনন্তর মহাদেবের বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে অবসর প্রাপ্ত হইয়া সুররাজ ইন্দ্র তে আরম্ভ করিলেন। যথাযথ অবসরে প্রযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই সেই বাক্য পূর্ণ াদয়ের কারণ হইয়া থাকে॥ ৪২॥ (ইন্দ্র কহিলেন,) হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ান্ধকারনাশক, অবিনশ্বর, অস্খলিতকান্তি জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও ান সমস্তই জ্ঞাত আছেন॥ ৪৩॥ দুর্ব্বার বাহুবলশালী, দুর্দ্ধর্ষ; দেববিধ্বংসী কাসুর ত্রৈলোক্যাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে স্বর্গ হইতে দূরীকৃত করিয়া ছে; আপনি কি তাহা জানিতে পারিতেছেন না? ৪৪॥ সেই তারকাসুর র নিকট অব্যর্থ বররূপ প্রসাদ লাভ পূর্ব্বক সেই মুহূর্ত্তেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে

বিধেরমোঘং স বরপ্রসাদমাসাদ্য সদ্যস্ত্রিজগজ্জিগীষুঃ।
সুরানশেষানহকপ্রমুখ্যান্ দোর্দ্দণ্ডচণ্ডো মনুতে তৃণায়॥ ৪৫॥
স্তুত্যা পুরাস্মাভিরুপাসিতেন, পিতামহেনেতি নিরূপিতং নঃ।
সেনাপতিঃ সংযতি দৈত্যমেতং, পুরঃ স্মরারাতিসুতো নিহন্তি॥ ৪
অহো ততোঽনন্তরমদ্যযাবৎ, সুদুঃসহাং তস্য পরাভবার্ত্তিম্।
বিষেহিরে হন্ত হৃদন্তশল্যমাজ্ঞানিবেশং ত্রিদিবৌকসোঽমী॥ ৪৭॥
(নিদাঘধামক্লমবিক্লবানাং, নবীনমম্ভোদমিবৌষধীনাম্।
সুনন্দনং নন্দনমাত্মনো নঃ, সেনান্যমেতং স্বয়মাদিশ ত্বম্॥)*
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীহৃদয়ৈকশল্যং, সমূলমুৎখায় মহাসুরং তম্।
অস্মাকমেষাং পুরতো ভবন্ সন্, দুঃখাপহারং যুধি যো বিধত্তে॥ ৪
মহাহবে নাথ! তবাস্য সূনোঃ, শস্ত্রৈঃ শিতৈঃ কৃত্তশিরোধরাণাম্।
মহাসুরাণাং রমণীবিলাপৈর্দিশো দশৈতা মুখরীভবন্তু॥ ৪৯॥

প্রচণ্ড ও ত্রিভুবন-জয়েচ্ছু হইয়া আমাকে এবং অন্যান্য সমস্ত দেবগণকে তৃণবৎ গণনা করিতেছে॥ ৪৫॥ পূর্ব্বে আমরা স্তুতিবাদ দ্বারা পিতামহের উপাসনা করিলে তিনি আমাদিগকে এই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধে শিবনন্দন সেনাপতি হইয়া এই তারকাসুরকে বিনষ্ট করিবেন॥ ৪৬॥ অহো! সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত এই স্বর্গবাসী দেবগণ তারকাসুর কর্ত্তৃক পরাজয়রূপ সুদুঃসহ হৃদ্গত শল্যঃ তাহার অনুশাসন সহ্য করিতেছেন॥ ৪৭॥ (গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতেজে ক্লিষ্ট ওষধি যেমন আষাঢ়মাসীয় হর্ষবর্দ্ধন নবমেঘের প্রত্যাশা করে, আমরাও সেইরূপ আপনার সম্মুখস্থ এই পুত্রের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। আপনি ইঁহাকে আমাদিগের সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে আদেশ করুন॥) * আপনার ঐ পুত্র আমাদিগের পুরোভাগে যুদ্ধে অবস্থান পূর্ব্বক ত্রিলোকলক্ষ্মীর হৃদয়শল্যবৎ দুঃসহ সেই মহাসুরকে সমূলে উৎখাত করিয়া আমাদিগের ক্লেশ দূর করিবেন॥ ৪৮॥ হে নাথ! আপনার এই পুত্র মহাযুদ্ধে পুরোবর্ত্তী থাকিয়া তীক্ষ্ণশস্ত্র দ্বারা মহাসুরগণের মস্তক চ্ছেদন করুন এবং সেই সকল অসুরের রমণীরা (পতিমরণজনিত দুঃখে) বিলাপ করিয়া দশদিক্ মুখরিত করুক॥ ৪৯॥ আপনার আত্মজ কর্ত্তৃক সেই তারকাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে (শৃগালাদি) পশুদিগের উদ্দেশে উপহার প্রদত্ত হইলে (যুদ্ধে সেই

---

* এই শ্লোকটি সকল গ্রন্থে নাই।

মহারণক্ষোণিপশূপহারী, কৃতেঽসুরে তত্র তবাত্মজেন।
বন্দিস্থিতানাং সুদৃশাং করোতু, বেণিপ্রমোক্ষং সুরলোক এষঃ ॥ ৫০।
ইত্থং সুরেন্দ্রে বদতি স্মরারিঃ, সুরারিদুশ্চেষ্টিতজাতরোষঃ।
কৃতানুকম্পস্ত্রিদশেষু তেষু, ভূয়োঽপি ভূতাধিপতির্ব্বভাষে ॥ ৫১ ॥
অহো অহো দেবগণাঃ সুরেন্দ্রমুখ্যাঃ! শৃণুধ্বং বচনং মমৈতে।
বিচেষ্টতে শঙ্কর এষ দেবঃ, কার্য্যায় সজ্জো ভবতাং সুতাদ্যৈঃ ॥৫২॥
পুরা ময়াকারি গিরীন্দ্রপুত্র্যাঃ, প্রতিগ্রহোঽয়ং নিয়তাত্মনাপি।
তত্রৈব হেতুঃ খলু তদ্ভবেন, বীরেণ যদ্বধ্যত এষ শত্রুঃ ॥ ৫৩ ॥
অত্রোপপন্নং তদমী নিযুজ্য, কুমারমেনং পৃতনাপতিত্বে।
নিঘ্নন্তু শত্রুং সুরলোকমেষ, ভুনক্তু ভূয়োঽপি সুরৈঃ সহেন্দ্রঃ ॥ ৫৪ ॥
ইত্যুদীর্য্য ভগবাংস্তমাত্মজং, ঘোরসঙ্গরমহোৎসবোৎসুকম্।
নন্দনং হি জহি দেববিদ্বিষং, সংযতীতি নিজগাদ শঙ্করঃ ॥ ৫৫ ॥
শাসনং পশুপতেঃ স কুমারঃ, স্বীচকার শিরসাবনতেন।
সর্ব্বথৈব পিতৃভক্তিরতানামেষ এব পরমঃ খলু ধর্ম্মঃ ॥ ৫৬ ॥

ত্য নিহত হইয়া শৃগালাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে) এই পুরোবর্ত্তী দেবগণ বন্দি
পিণী সুরসুন্দরীগণের বেণীবন্ধন মোচন করুন ॥ ৫০ ॥
•দেবরাজ এইরূপ বলিলে মদনারি ভূতাধিপতি মহেশ্বর দেবশত্রু তারকে
দ্রবে জাতক্রোধ হইয়া দেবতাদিগের প্রতি অনুকম্পা পুরঃসর পুনরায় বলিতে
রম্ভ করিলেন ॥ ৫১ ॥ অহো! অহো! হে দেবেন্দ্রাদি সুরগণ! তোমরা সকলে
মার বাক্য শ্রবণ কর। এই মহেশ্বর তোমাদিগের কার্য্যসাধনার্থ পুত্রাদির সহি
জ্জ হইয়া বিদ্যমান ॥৫২॥ আমি জিতেন্দ্রিয় হইয়াও পূর্ব্বে গিরীন্দ্রনন্দিনীর পাণি
হণ করিয়াছি, ইহার একমাত্র হেতু এই যে, তাঁহার গর্ভে বীর পুত্র উৎপন্ন হইয়
ত্রুসংহার করিবে ॥ ৫৩ ॥ অতএব তোমরা সকলে তারকাসুরবধে সমর্থ এই
মারকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই শত্রুকে বিনাশ কর; এই ইন্দ্র
বগণের সহিত পুনরায় স্বর্গভোগ করুন ॥ ৫৪ ॥
মহেশ্বর এই বলিয়া ঘোরসংগ্রামোৎসবে উৎসুক আত্মজ কার্ত্তিকেয়কে
হিলেন, 'তুমি যুদ্ধে সেই দেবশত্রুকে বধ কর' ॥ ৫৫ ॥ কুমারও অবনতমস্তকে
শুপতির আদেশ স্বীকার করিলেন। পিতৃভক্তগণের সর্ব্বথা ইহাই (পিতৃ-আজ্ঞা-

অসুরযুদ্ধবিধৌ বিবুধেশ্বরে, পশুপতৌ বদতীতি তমাত্মজম্।
গিরিজয়া মুমুদে সুতবিক্রমে, সতি ন নন্দতি কা খলু বীরসূঃ ॥ ৫৭॥
সুরপরিবৃঢ়ঃ প্রৌঢ়ং বীরং কুমারমুমাপতের্বলবদমরারাতিস্ত্রীণাং দৃগঞ্জনভঞ্জনম্।
জগদভয়দং সদ্যঃ প্রাপ্য প্রমোদপরোঽভবদ্-
ধ্রুবমভিমতে পূর্ণে কো বা মুদা ন হি মাদ্যতি ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমারসৈনাপত্যবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

—০ঃ০—

প্রস্থানকালোচিতচারুবেশঃ, স স্বর্গিবর্গৈরনুগম্যমানঃ।
ততঃ কুমারঃ শিরসা নতেন, ত্রৈলোক্যভর্ত্তুঃ প্রণনাম পাদৌ ॥ ১॥
জহীন্দ্রশত্রুং সমরেঽমরেশপদং স্থিরত্বং নয় বীব বৎস!
ইত্যাশিষা তং প্রণমন্তমীশো, মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় মুদাভ্যনন্দৎ ॥ ২ ॥
প্রহ্বীভবন্ নম্রতরেণ মূর্দ্ধ্না, নমশ্চকারাঙ্ঘ্রিযুগং স্বমাতুঃ।
তস্যাঃ প্রমোদাশ্রুপয়ঃপ্রবৃষ্টিস্তস্যাভবদ্বীরবরাভিষেকঃ ॥ ৩ ॥

পালনই) পরম ধর্ম্ম ॥ ৫৬ ॥ সর্ব্বদেবেশ্বর পশুপতি অসুর সহ যুদ্ধবিষয়ে পুত্রের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলে, পুত্রের বিক্রম স্মরণ করিয়া গিরীন্দ্রনন্দিনী হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। পুত্রের পরাক্রম দর্শন করিলে কোন্ বীরজননী আনন্দিত না হন? ৫৭। দেবগণের শাসনকর্ত্তা ইন্দ্র মহাবীর, পরাক্রমশালী, সুরারিকামিনীগণের নেত্রাঞ্জনহারক (বৈধব্যসম্পাদক), জগতের পরিত্রাতা মহেশ্বরনন্দনকে প্রাপ্ত হইয়া সেই সময়েই পরমানন্দ লাভ করিলেন। মনোরথ পূর্ণ হইলে কোন্ ব্যক্তি হর্ষভরে উন্মত্ত না হয়? ৫৮ ॥

অনন্তর কুমার প্রস্থানকালোচিত মনোহরবেশে সজ্জিত ও দেবগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া অবনতমস্তকে ত্রিলোকপতি শিবের চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ১॥ তখন "হে বীর! হে বৎস! তুমি যুদ্ধে ইন্দ্রশত্রু বধ ও ইন্দ্রপদ স্থির কর", মহেশ্বর এই বলিয়া প্রণত পুত্রকে আশীর্ব্বাদ পুরঃসর সানন্দে তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া অভিনন্দন করিলেন ॥ ২ ॥ তখন কার্ত্তিকেয় নতদেহে অবনতমস্তকে মাতৃচরণে

তমঙ্কমারোপ্য সুতা হিমাদ্রেরাশ্লিষ্য গাঢ়ং সুতবৎসলা সা।
শিরস্যুপাঘ্রায় জগাদ শক্রং, জিত্বা কৃতার্থীকুরু বীরসূং মাম্॥ ৪॥

উদ্দামদৈত্যেশবিপত্তিহেতুঃ, শ্রদ্ধালুচেতাঃ সমরোৎসবস্য।
আপৃচ্ছ্য ভক্ত্যা গিরিজাগিরীশৌ, ততঃ প্রতস্থেঽভি দিবং কুমারঃ॥৫॥

দেবং মহেশং গিরিজাঞ্চ দেবীং, ততঃ প্রণম্য ত্রিদিবৌকসোঽপি।
প্রদক্ষিণীকৃত্য চ নাকনাথপূর্ব্বাঃ সমস্তাস্তমথানুজগ্মুঃ॥ ৬॥

অথ ব্রজদ্ভিস্ত্রিদশৈরশেষৈঃ, স্ফুরৎপ্রভাভাস্বরমণ্ডলৈস্তৈঃ।
নভো বভাসে পরিতো বিকীর্ণং, দিবাপি নক্ষত্রগণৈরিবোগ্রৈঃ॥ ৭॥

ররাজ তেষাং ব্রজতাং সুরাণাং, মধ্যে কুমারোঽধিককান্তিকান্তঃ।
নক্ষত্রতারাগ্রহমণ্ডলানামিব ত্রিযামারমণো নভোঽন্তে॥ ৮॥

গিরীশগৌরীতনয়েন সার্দ্ধং, পুলোমপুত্রীদয়িতাদয়স্তে।
উত্তীর্য্য নক্ষত্রপথং মুহূর্ত্তাৎ, প্রপেদিরে লোকমথাত্মনীনম্॥ ৯॥

তে স্বর্গলোকং চিরকালদৃষ্টং, মহাসুরত্রাসবশংবদত্বাৎ।
সদ্যঃ প্রবেষ্টুং ন বিষেহিরে তৎ, ক্ষণং ব্যলম্বন্ত সুরাঃ সমগ্রাঃ॥ ১০।

নাম করিলে হর্ষভরে পার্ব্বতীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া বীরবর কার্ত্তিকেয়ে ভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিল॥ ৩॥ পুত্রবৎসলা হিমাদ্রিনন্দিনী পুত্রকে ক্রোড়ে রোপণ ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, '(বৎস!) শক্র য় করিয়া বীরপ্রসবিনী আমাকে কৃতার্থ কর॥' ৪॥ উদ্ধত দৈত্যপতি তারক রসম্বন্ধিনী বিপত্তিনাশক (তারকহন্তা), সমরোৎসবে শ্রদ্ধাশীল কুমার ভক্তিসহ রে হর-গৌরীকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥ ৫॥ ইন্দ্রাদি বগণও হর-গৌরীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের অনুসর বিলেন॥ ৬॥ দীপ্যমানপ্রভামণ্ডলসম্পন্ন দেবগণ যখন গমন করেন, তখ াহাদিগের দীপ্তিরাশি দ্বারা বোধ হইল যেন, দিবাভাগেও আকাশমা মুজ্জ্বল নক্ষত্রমালায় সুশোভিত হইয়াছে॥ ৭॥ গগনতলে নক্ষত্র, তারা ও গ্র গুলের মধ্যে নিশানাথ যেমন শোভা পান, সমধিককান্তিমান্ কার্ত্তিকেয়ও সেইরূ দবগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮॥ শচীনাথ ইন্দ্রাদি দেবগণ হর গৌরীনন্দনের সহিত নক্ষত্রপথ অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে স্বীয় লোক (স্বর্গধাম প্ত হইলেন॥ ৯॥ বহুকালের পর স্বর্গধাম দৃষ্ট হইলেও দেবগণ তৎক্ষণা

পুরো ভব ত্বং ন পুরো ভবামি, নাহং পুরোগোঽস্মি পুরঃসরত্বম্।
ইত্থং সুরাস্তৎক্ষণমেব ভীতাঃ, স্বর্গং প্রবেষ্টুং কলহং বিতেনুঃ॥১১
সুরালয়ালোকনকৌতুকেন, মুদা শুচিস্মেরবিলোচনাস্তে।
দধুঃ কুমারস্য মুখারবিন্দে, দৃষ্টিং দ্বিষৎসাধ্বসকাতরাস্তাম্॥ ১২ ॥
সহেলহাসচ্ছুরিতাননেন্দুস্ততঃ কুমারঃ পুরতো ভবিষ্ণুঃ।
স তারকাপাতমপেক্ষমাণো, রণপ্রবীরো হি সুরানবোচৎ॥ ১৩ ॥
ভীত্যাঽলমদ্য ত্রিদিবৌকসোঽমী, স্বর্গং ভবন্তঃ প্রবিশন্তু সদ্যঃ।
অত্রৈব মে দৃক্পথমেতু শত্রুর্মহাসুরো যঃ খলু দৃষ্টপূর্ব্বঃ॥ ১৪ ॥
স্বর্লোকলক্ষ্মীকচকর্ষণায়, দোর্মণ্ডলং বল্গতি যস্য চণ্ডম্।
ইহৈব তচ্ছোণিতপানকেলিমদ্যায় কুর্ব্বন্তু শরা মমৈতে॥ ১৫ ॥
শক্তির্মমাসাবহতপ্রচারা, প্রভাবসারা সুমহঃপ্রসারা।
স্বর্লোকলক্ষ্ম্যা বিপদাবহারেঃ, শিরো হরন্তী দিশতাৎ মুদং বঃ॥ ১৬॥

স্বগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না; কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ "তুমি সম্মুখে অবস্থিতি কর, আমি সম্মুখে থাকিব না, তুমি পুরোগামী হও, আমি হইব না," স্বর্গপ্রবেশকালে দেবগণ ভীত হইয়া এইরূপ কলহবিস্তার করিতে লাগিলেন॥ ১১॥ দেবলোকদর্শনজনিত আনন্দে দেবগণের মুখে বিশুদ্ধ ঈষদ্ধাস্য বিভাসিত হইল, নেত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহারা তখন কুমারের মুখপদ্মের দিকে শত্রুভয়জনিত কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন॥ ১২॥

সংগ্রামপ্রবীর কার্ত্তিকেয় তারকাসুরের আগমনপ্রতীক্ষায় পুরোভাগে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন; তখন তাঁহার মুখচন্দ্রমা লীলাবশে হাস্যস্ফুরিত হইয়া উঠিল; তিনি দেবগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৩॥ হে দেবগণ! এখন আর ভীত হইবার আবশ্যক নাই, আপনারা সদ্য স্বর্গে প্রবেশ করুন, আপনারা যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, সেই শত্রু মহাসুর তারক আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হউক॥ ১৪॥ সেই তারকের যে হস্তমণ্ডল স্বর্গলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণার্থ চঞ্চল হয়, আমার এই শরসমূহ এই স্থানে এই মুহূর্ত্তেই ক্রীড়াচ্ছলে তাহার সেই হস্তের শোণিত পান করুক॥ ১৫॥ আমার এই অপ্রতিহতগতি, সামর্থ্যসারবান্, মহাপ্রদীপ্ত, স্বর্গলক্ষ্মীর বিপদ্‌নাশিনী শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) তারকাসুরের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আপনাদিগের হর্ষবিধান করুক॥ ১৬॥

ঽতান্ধকারাতিসুতস্য দৈত্যবধায় যুদ্ধোৎসুকমানসস্য।
র্ব্বং শুচিস্মেরমুখারবিন্দং, গীর্ব্বাণবৃন্দং বচসাননন্দ ॥ ১৭ ॥
ান্দপ্রমোদাৎ পুলকোপগূঢ়ঃ, সর্ব্বাঙ্গসংফুল্লসহস্রনেত্রঃ।
চস্যোত্তরীয়েণ নিজাম্বরেণ, নিরুঞ্ছনং চারু চকার শক্রঃ ॥ ১৮ ॥
ানপ্রমোদাশ্রু-তরঙ্গিতাক্ষৈর্মুখৈশ্চতুর্ভিঃ প্রচুরপ্রসাদৈঃ।
যথো অচুম্বৎ বিধিরাদিবৃদ্ধঃ, ষড়াননং ষট্সু শিরঃসু চিত্রম্ ॥ ১৯ ॥
ং সাধু সাধ্বিত্যভিতঃ প্রশস্য, মুদা কুমারং ত্রিপুরাসুরারেঃ।
ানন্দয়ন্ বীর! জয়েতি বাচা, গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধসংঘাঃ ॥ ২০ ॥
দিব্যর্ষয়ঃ শক্রবিজেষ্যমাণং তমভ্যনন্দন্ কিল নারদাদ্যাঃ।
নিরুঞ্ছনং চক্রুরথোত্তরীয়ৈশ্চামীকরীয়ৈর্নিজবল্কলৈশ্চ ॥ ২১ ॥
ততঃ সুরাঃ শক্তিধরস্য তস্যাবষ্টম্ভতঃ সাধ্বসমুৎসৃজন্তঃ।
ৎসেহিরে স্বর্গমনন্তশক্তের্গন্তুং বনং যূথপতেরিবেভাঃ ॥ ২২ ॥
যথাভিপৃষ্ঠং গিরিজাসুতস্য, পুরন্দরারাতিবধং চিকীর্ষোঃ।
ূরা নিরীয়ুস্ত্রিপুরং দিধক্ষোরিব স্মরারেঃ প্রমথাঃ সমন্তাৎ ॥ ২৩ ॥

ত্যবধার্থ সংগ্রামে সমুৎসুকচিত্ত শিবনন্দন কার্ত্তিকেয়ের এই প্রকার বাক্য
। দেবগণের মুখপদ্ম নির্ম্মল ও ঈষদ্ধাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহারা পরম
লাভ করিলেন ॥ ১৭ ॥ হর্ষাতিশয্যবশে দেবেন্দ্র পুলকিত হইয়া উঠিলেন;
সর্ব্বাঙ্গে সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি কুমারের উত্তরীয়ের সহিত
স্ত্র বিনিময় করিলেন; এ দৃশ্যও মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। (পরস্পর
রিবর্ত্তন আনন্দবর্দ্ধন করে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে) ॥ ১৮ ॥ তখন আদিবৃদ্ধ
আনন্দাতিশয্যবশে হর্ষাশ্রুপূর্ণ-লোচনে চতুর্ম্মুখ দ্বারা ষড়াননের ছয়টি মুখে
ভাবে চুম্বন করিলেন ॥ ১৯ ॥ গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ হর্ষভরে ত্রিপু-
নয় কুমারকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই
র! জয়লাভ কর' এই শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ২০ ॥ নারদাদি দিব্যর্ষি-
ভাবী তারকবিজয়ী কার্ত্তিকেয়কে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার সুবর্ণ-খচিত
য়র সহিত আপনাদিগের বল্কলের বিনিময় করিলেন ॥ ২১ ॥ তদনন্তর
ত গজেন্দ্রের সাহায্যে যেমন হস্তিগণ কাননে প্রবেশ করে, দেবগণ সেইরূপ
র কুমারের সাহায্যে স্বর্গপ্রবেশে উৎসাহিত হইলেন ॥ ২২ ॥ ত্রিপুরদহনেচ্ছু

সুরাঙ্গনানাং জলকেলিভাজাং, প্রক্ষালিতৈঃ সন্ততমঙ্গরাগৈঃ।
প্রপেদিরে পিঞ্জরবারিপূরাং, স্বর্গৌকসঃ স্বর্গধুনীং পুরস্তাৎ ॥ ২৪।
দিগ্‌দন্তিনাং বারিবিহারভাজাং, করাহতৈর্ভীমতরৈস্তরঙ্গৈঃ।
আপ্লাবয়ন্তীং মুহুরালবালশ্রেণিং তরূণাং নিজতীরজানাম্ ॥ ২৫ ॥
লীলারসাভিঃ সুরকন্যকাভির্হিরণ্ময়ীভিঃ সিকতাভিরুচ্চৈঃ।
মাণিক্যগর্ভাভিরুপাহিতাভিঃ, প্রকীর্ণতীরাং বরবেদিকাভিঃ ॥ ২৬॥
সৌরভ্যলুব্ধভ্রমরোপগীতৈর্হিরণ্য-হংসাবলিকেলিলোলৈঃ।
চামীকরীয়ৈঃ কমলৈর্বিনিদ্রৈশ্চ্যুতৈঃ পরাগৈঃ পরিপিঙ্গতোয়াম্॥
কুতূহলাদ্‌দ্রষ্টুমুপাগতাভিস্তীরস্থিতাভিঃ সুরসুন্দরীভিঃ।
অভ্যূর্ম্মিরাজিপ্রতিবিম্বিতাভির্মুদং দিশন্তীং ব্রজতাং জনানাম্ ॥ ২৮
[illegible] সচ্চিশ্চিরকালদৃষ্টাং, বিলোক্য শক্রঃ সুরদীর্ঘিকাং তাম্।
অদর্শয়ৎ সাদরমদ্রিপুত্রীমহেশপুত্রায় ততঃ পুরোগঃ ॥ ২৯ ॥

মদনারি মহাদেবের পশ্চাতে যেমন প্রমথগণ গমন করে, দেবগণও সেইরূপ [illegible] বধেচ্ছু পার্ব্বতীনন্দনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমন্তাৎ বিনির্গত হইলেন ॥২৩॥ অনন্তর [illegible] বাসী দেবগণ প্রথমতঃ সুরধুনী মন্দাকিনীতে উপস্থিত হইলেন। জলকেলিপরা[illegible] সুরাঙ্গনারা অনবরত অঙ্গরাগ ধৌত করাতে ঐ সুরনদীর জলপ্রবাহ পীতবর্ণ [illegible] করিয়াছে ॥২৪॥ জলকেলিপরায়ণ ঐরাবতাদি দিগ্‌গজগণ কর্ত্তৃক শুণ্ড দ্বারা [illegible] জলপ্রবাহ ভীষণভাবে উত্থিত হইয়া তীরবর্ত্তী বৃক্ষসকলের মূলদেশস্থ আলবাল [illegible] পুনঃ আপ্লাবিত করিতেছে ॥ ২৫ ॥ ক্রীড়াপরায়ণ সুরবালাবৃন্দ, স্বর্ণময় বালুকা [illegible] মাণিক্যযুক্ত বিরচিত উচ্চ বেদীসমূহ দ্বারা ঐ সুরনদীর তীরদেশ সুশোভিত ॥ [illegible] সুগন্ধলুব্ধ ভ্রমরগণ তথায় ঝঙ্কার করিতেছে, স্বর্ণহংসপংক্তি চঞ্চলভাবে কেলি [illegible] বেড়াইতেছে, প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্ম সকল শোভা পাইতেছে এবং পদ্ম-সমূহ [illegible] পরাগ পতিত হইয়া সুরধুনীর জল পিঙ্গলবর্ণ করিয়াছে ॥ ২৭ ॥ কুতূহলবশে [illegible] নার্থ সমাগতা, তীরবর্ত্তিনী সুরকন্যাগণের প্রতিবিম্ব জলগর্ভে প্রতিফলিত [illegible] তেছে; উহা দেখিয়া পথবাহী ব্যক্তিগণের আনন্দসঞ্চার হইতেছে ॥ ২৮ ॥ [illegible] কালের পর সুরনদী মন্দাকিনীকে দেখিয়া দেবরাজ তখন (পরম) আনন্দিত হইলেন। তৎপরে অগ্রবর্ত্তী হইয়া হরগৌরীনন্দন কার্ত্তিকেয়ের প্রতি সাদরে [illegible] পাত করিলেন ॥ ২৯ ॥ কার্ত্তিকেয় দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুরোবর্ত্তিনী [illegible]

স কার্ত্তিকেয়ঃ পুরতঃ পরীতঃ, সুরৈঃ সমস্তৈঃ সুরনিম্নগাং তাম্‌।
অপূর্ব্বদৃষ্টামবলোকমানঃ, সবিস্ময়ঃ স্মেরবিলোচনোঽভূৎ ॥ ৩০ ॥
উপেত্য তাং তত্র কিরীটকোটিন্যস্তাঞ্জলির্ভক্তিপরঃ কুমারঃ।
গীর্ব্বাণবৃন্দৈঃ প্রণুতাং প্রণুত্য, নম্রেণ মূর্দ্ধ্না মুদিতো ববন্দে ॥ ৩১ ॥
প্রণর্ত্তিতস্মেরসরোজরাজিঃ, পুরঃ পরীরম্ভমিলন্মহোর্ম্মিঃ।
কপোলপালিশ্রমবারিহারী, ভেজে গুহং তং সরিতঃ সমীরঃ ॥ ৩২ ॥
ততো ব্রজন্নন্দননামধেয়ং, লীলাবনং জম্ভজিতঃ পুরস্তাৎ।
বিভিন্নভগ্নোদ্ধৃতশালসংঘং, প্রেক্ষাঞ্চকার স্মরশত্রুসূনুঃ ॥ ৩৩ ॥
সুরদ্বিষোপপ্লুতমেবমেতৎ, বনং বলস্য দ্বিষতো গতশ্রি।
ইত্থং বিচিন্ত্যারুণলোচনোঽভূদ্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখঃ স কোপাৎ ॥ ৩৪ ॥
নির্লূনলীলোপবনামপশ্যৎ, দুঃসঞ্চরীভূতবিমানমার্গাম্‌।
বিধ্বস্তসৌধপ্রচয়াং কুমারো, বিশ্বৈকসারামমরাবতীং সঃ ॥ ৩৫ ।

সুরনদী মন্দাকিনীকে দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার নয়ন-যুগল ...ত হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥ তিনি মন্দাকিনীর সমীপে গমন পূর্ব্বক তৎপ্রতি ...মান্‌ এবং হৃষ্টচিত্ত ও মুকুটাগ্রে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে দেবগণস্তুত সুরনদীকে স্তব ও বন্দনা করিলেন ॥ ৩১ ॥ তখন বিকশিত সরোজরাজি ...ত (কম্পিত) করিয়া, আলিঙ্গন দ্বারা প্রবল তরঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া, ...লস্থ শ্রমবারিবিন্দু দূর করিয়া মন্দাকিনীবায়ু পুরোবর্ত্তী কার্ত্তিকেয়ের সেবা ...ত প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩২ ॥ অনন্তর শিবনন্দন গমন করিতে করিতে দেখিলেন, ...নসূদন ইন্দ্রের নন্দন-নামক ক্রীড়োদ্যান পুরোভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ...স্থ শালবৃক্ষ সকল বিচূর্ণিত, শতখণ্ডীকৃত ও উৎপাটিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ বল-...ন ইন্দ্রের এই উদ্যান সুররিপু তারকাসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া কোপবশে কুমারের নয়ন লোহিতবর্ণ এবং ভ্রূকুটিবশে ...ল দুর্নিরীক্ষ্য হইল ॥ ৩৪ ॥ তদনন্তর ত্রিভুবনমধ্যে অদ্বিতীয়া অমরাবতী-দেবনগরী কুমারের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, তত্রত্য ...দ্যান নিঃশেষে কর্ত্তিত হইয়াছে, দেববিমানগমনের পথ দুর্গম হইয়া উঠি-...এবং অট্টালিকাসকল বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৫ ॥ অমরাবতীকে হতশ্রী,

গতশ্রিয়ং বৈরিবরাভিভূতাং, দশাং সুদীনামভিতো দধানাম্।
নারীমবীরামিব তামবেক্ষ্য, স বাঢ়মন্তঃকরুণাপরোহভূৎ ॥ ৩৬॥
দুশ্চেষ্টিতে দেবরিপৌ সরোষস্তস্যাবিষণ্ণঃ সমরায় চোৎকঃ।
তথাবিধাং তাং স বিবেশ পশ্যন্, সুরৈঃ সুরাধীশ্বররাজধানীম্॥ ৩
দৈতেয়দন্ত্যাবলিদন্তঘাতৈঃ, ক্ষুণ্ণান্তরাঃ স্ফাটিকহর্ম্ম্যপঙ্‌ক্তীঃ।
মহাহিনির্ম্মোকপিনদ্ধজালাঃ, স বীক্ষ্য তস্যাং বিষসাদ সদ্যঃ ॥ ৩৮
উৎকীর্ণচামীকরপঙ্কজানাং, দিগ্‌দন্তিদানদ্রবদূষিতানাম্।
হিরণ্ময়হংসব্রজবর্জ্জিতানাং, বিদীর্ণবৈদূর্য্যমহাশিলানাম্ ॥ ৩৯॥
আবির্ভবদ্‌বালতৃণাঙ্কিতানাং, তদীয়লীলাগৃহদীর্ঘিকানাম্।
স দুর্দ্দশাং বীক্ষ্য বিরোধিজাতাং, বিষাদবৈলক্ষ্যভরং বভার ॥ ৪০॥
তদ্‌দন্তিদন্তক্ষতহেমভিত্তি, সুতন্তুজালাকুলরত্নজালম্।
নিন্যে সুরেন্দ্রেণ পুরোগতেন, স বৈজয়ন্তাভিধমাত্মসৌধম্ ॥ ৪১॥

শক্রশ্রেষ্ঠ তারকাসুর কর্তৃক অভিভূত ও অবীরা রমণীর ন্যায় সমন্তাৎ দীন দশাপ্রাপ্ত দেখিয়া কার্ত্তিকেয় অন্তঃকরণে নিরতিশয় করুণার্দ্র হইলেন ॥৩৬ দুষ্কর্ম্মপরায়ণ তারকাসুরের প্রতি কোপপরায়ণ, যুদ্ধার্থ ব্যগ্র, অবিষণ্ণ (অনলস কার্ত্তিকেয় দেবগণের সহিত তথাবিধ মহেন্দ্ররাজধানী অমরাবতী দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অমরাবতীতে যে সকল স্ফটিকনির্ম্মিত অট্টালিকা রাজি বিদ্যমান আছে, অসুরদিগের হস্তিসকল দন্তাঘাত করাতে তন্মধ্যভাগ বিদলিত হইয়া গিয়াছে ; গবাক্ষসকল মহাসর্পের পরিত্যক্ত কঞ্চুকে পরিপূর্ণ হইয়াছে ইহা দেখিয়া কার্ত্তিকেয় সেই মুহূর্ত্তে বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবরাজের জল বিহারার্থ যে সকল গৃহদীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে সুবর্ণপদ্মসকল উৎ কীর্ণ হইয়াছে, দিক্‌হস্তিগণের মদজলে উহা কলুষীকৃত হইয়া গিয়াছে, স্বর্ণময় রাজ হংসগণ উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে, বৈদূর্য্যমণিশিলাসকল উৎপাটিত হইয়াছে এবং নবজাত তৃণরাশিতে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; অমরাবতীর শত্রুকৃত এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কুমার যুগপৎ বিষাদ ও লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৯-৪০॥ দেবরাজ অগ্রগামী হইয়া কুমারকে বৈজয়ন্ত-নামক নিজ সৌধগৃহে লইয়া গেলেন। ঐ গৃহের সুবর্ণভিত্তিসকল তারকাসুরের গজরাজির দন্ত দ্বারা দলিত হইয়া গিয়াছে এবং রত্নময় গবাক্ষসকল মনোহর লূতাতন্তুজালে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪১ ॥

নির্দ্দিষ্টবর্ত্মা বিবুধেশ্বরেণ, সুরৈঃ সমগ্রৈরনুগম্যমানঃ।
স প্রাবিশৎ তং বিবিধাশ্মরশ্মিচ্ছিন্নেন সোপানপথেন সৌধম্॥ ৪২॥
নিসর্গকল্পদ্রুমতোরণং তং, স পারিজাতপ্রসবস্রগাঢ্যম্।
দিব্যৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং মুনীন্দ্রৈরন্তঃ প্রবিষ্টপ্রমদং প্রপেদে॥ ৪৩॥
পাদৌ মহর্ষেঃ কিল কশ্যপস্য, কুলাদিবৃদ্ধস্য সুরাসুরাণাম্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্, ষড়্ভিঃ শিরোভির্বিনতৈর্ববন্দে॥ ৪৪॥
স দেবমাতুর্জগদেকবন্দ্যৌ, পাদৌ তথৈব প্রণনাম কামম্।
মুনেঃ কলত্রস্য চ তস্য ভক্ত্যা, প্রহ্বীভবন্ শৈলসুতাতনূজঃ॥ ৪৫॥
স কশ্যপঃ সা জননী সুরাণাং, তমেধয়ামাসতুরাশিষা দ্বৌ।
ত্বয়া যয়া নৈকজগজ্জিগীষুং, জেতা মৃধে তারকমুগ্রবীর্য্যম্॥ ৪৬॥
স্বদর্শনার্থং সমুপেয়ুষীণাং, সুদেবতানামদিতিশ্রিতানাম্।
পাদৌ ববন্দে পতিদেবতাস্তমাশীর্বচোভিঃ পুনরভ্যনন্দন্॥ ৪৭॥
পুলোমপুত্রীং বিবুধাধিভর্ত্তুস্ততঃ শচীং নাম কলত্রমেষঃ।
নমশ্চকার স্মরশত্রুসূনুস্তমাশিষা সা সমুপাচরচ্চ॥ ৪৮॥

অনন্তর দেবরাজ (গমনার্থ) পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কার্ত্তিকেয় সমগ্র দেব-[illegible]লী কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া বিবিধ রত্নজ্যোতির্বর্জ্জিত পথে সেই রাজগৃহে প্রবেশ [illegible]রিলেন॥৪২॥ যে ভবন স্বভাবতঃ কল্পদ্রুমরূপ-তোরণবিশিষ্ট, পারিজাতপুষ্পমালায় [illegible]শোভিত, দিব্য মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন (যে গৃহে কশ্যপাদি মুনীন্দ্রবৃন্দ মঙ্গল-[illegible]স্তোত্রাদি পাঠ করিতেছেন) এবং যে ভবনের মধ্যে কুমার-দর্শনার্থ সুরবালারা [illegible]বিষ্ট হইয়াছেন, কার্ত্তিকেয় সেই ভবনে উপস্থিত হইলেন॥ ৪৩॥ অনন্তর ষড়ানন [illegible]রাসুরকুলের আদিস্রষ্টা মহর্ষি কশ্যপের চরণে প্রদক্ষিণ সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে [illegible]য়টি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন॥৪৪॥ তৎপরে পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয় [illegible]বনম্রভাবে ভক্তিসহকারে যথাযোগ্যরূপে দেবজননী কশ্যপপত্নী অদিতির জগৎপূজ্য [illegible]রণদ্বয় বন্দনা করিলেন॥ ৪৫॥ তখন কশ্যপ ও দেবমাতা অদিতি উভয়ে [illegible]ত্রিভুবনজিগীষু উগ্রবীর্য্য তারকাসুরকে জয় কর,' এইরূপ আশীর্ব্বাক্য-দ্বারা কুমারকে [illegible]ংবর্দ্ধিত করিলেন॥ ৪৬॥ অনন্তর যে সকল সুশোভনা দেবীরা তাঁহাকে দর্শনার্থ [illegible]উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহারা অদিতির অনুগত, কুমার তাঁহাদিগেরও চরণবন্দনা করিলে, সেই সকল পতিপরায়ণা দেবীরাও আশীর্ব্বাক্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন॥ ৪৭॥ তদনন্তর মহেশনন্দন কার্ত্তিকেয় দেবরাজপত্নী পুলোমনন্দিনী

অথাদিতীন্দ্রপ্রমদাঃ সমেতাস্তা মাতরঃ সপ্ত ঘনপ্রমোদাঃ।
উপেত্য ভক্ত্যা নমতে মহেশপুত্রায় তস্মৈ দদুরাশিষঃ প্রাক্ ॥ ৪৯॥
সমেত্য সর্ব্বে মুদমাদধানা, মহেন্দ্রমুখ্যাস্ত্রিদিবৌকসোঽথ।
আনন্দকল্লোলিতমানসং তং, সমভ্যষিঞ্চন্ পৃতনাধিপত্যে ॥ ৫০ ॥
সকলবিবুধলোকঃ স্রস্তনিঃশেষশোকঃ,কৃতরিপুবিজয়াশঃ প্রাপ্তযুদ্ধাবকাশঃ।
অজনি হরসুতেনানন্তবীর্য্যেণ তেনাখিলবিবুধচমূনাং প্রাপ্য লক্ষ্মীমনূনাম্॥৫১॥
ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমারসৈনাপত্যাভিষেকো নাম
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

রণোৎসুকেনান্ধকশত্রুসূনুনা, সমং প্রযুক্তৈস্ত্রিদশৈর্জ্জিগীষুণা।
মহাসুরং তারকসংজ্ঞকং দ্বিষং, প্রসহ্য হন্তুং সমনহ্যত দ্রুতম্ ॥ ১ ॥
স দুর্নিবারং মনসোঽতিবেগিনং, জয়শ্রিয়ঃ সন্নয়নং সুদুঃসহম্।
বিজিত্বরং নাম তদা মহারথং, ধনুর্ধরঃ শক্তিধরোঽধ্যরোহয়ৎ ॥ ২ ॥

শচীর চরণে প্রণত হইলে তিনিও আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥৪৮॥ কশ্যপের দিতি প্রভৃতি অপর পত্নীগণ এবং ব্রাহ্মী প্রভৃতি সপ্তমাতৃকারা নিরতিশয় হর্ষ সহকারে সমবেত হইয়াছিলেন, কুমার ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারাও কুমারকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দসহকারে সমবেত হইয়া হর্ষবশে তরঙ্গায়িতচিত্ত কুমারকে সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর অনন্তবীর্য্য হরনন্দন কার্ত্তিকেয় অখিল দেবসেনার সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ-শ্রী প্রাপ্ত হইলে দেবমণ্ডলীর হৃদয়ে তারকাসুরজয়ের আশা সঞ্জাত হইল এবং এই সময়ই যুদ্ধের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তাঁহারা শোকদুঃখ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫১ ॥

অনন্তর যুদ্ধার্থ সমুৎসুক, জিগীষু, অন্ধকারিনন্দন কার্ত্তিকেয় তারকনামা মহাপরাক্রান্ত শত্রুকে সবলে সংহার করিবার জন্য নিযুক্ত দেববৃন্দ সহ আশু সমুদ্যত (রণসজ্জায় সজ্জিত) হইলেন ॥ ১ ॥ তখন শক্তিধর ধনুর্ধারী কুমার মন অপেক্ষাও

সুরালয়শ্রীবিপদাং নিবারণং, সুরারিসম্পৎপরিতাপকারণম্।
কেনাপি দধ্রেঽস্য বিরোধিদারণং, সুচারু চামীকরঘর্ম্মবারণম্॥ ৩॥
শরচ্চরচ্চন্দ্রমরীচিপাণ্ডুরৈঃ, স বীজ্যমানো বরচারুচামরৈঃ।
পুরঃসরৈঃ কিন্নরসিদ্ধচারণৈঃ, রণেচ্ছুরস্তূয়ত বাগ্‌ভিরুল্বণৈঃ॥ ৪॥
প্রয়াণকালোচিতচারুবেশভৃদ্বজ্রং বহন্ পর্ব্বতপক্ষদারণম্।
ঐরাবতং স্ফাটিকশৈলসোদরং, ততোঽধিরুহ্য দ্যুপতিস্তমন্বগাৎ॥ ৫॥
তমন্বগচ্ছদ্‌গিরিশৃঙ্গসোদরং, মদোদ্ধতং মেষমধিষ্ঠিতঃ শিখী।
বিরোধিবিদ্বেষরুষাধিকং জ্বলন্, মহামহীয়স্তরমায়ুধং দধৎ॥ ৬॥
অথেন্দ্রনীলাচলচণ্ডবিগ্রহং, বিষাণবিধ্বস্তমহাপয়োধরম্।
অধিষ্ঠিতঃ কাসরমুদ্ধুরং মুদা, বৈবস্বতো দণ্ডধরস্তমন্বগাৎ॥ ৭॥
মদোদ্ধতং প্রেতমথাধিরূঢ়বাংস্তমন্ধকদ্বেষিতনূজমন্বগাৎ।
মহাসুরদ্বেষবিশেষভীষণঃ, সুরোষণশ্চণ্ডরণায় নৈঋর্তঃ॥ ৮॥

শালী, দুর্নিবার (অপ্রতিহতগতি), জয়শ্রীপ্রদ, (শত্রু কর্তৃক) সুদুঃসহ, বিজিত্বর নামক মহারথে আরোহণ করিলেন॥ ২॥ কোন একজন সেই সময়ে কার্ত্তিকেয়ের মস্তকে আতপবারণ স্বর্ণছত্র ধারণ করিলেন। ঐ ছত্র স্বর্গলক্ষ্মীর বিপদ্‌নাশক, দেবশত্রুর শ্রীহারক, শত্রুবিনাশক ও অতীব মনোহর॥ ৩॥ তখন কার্ত্তিকেয় শরৎকালীন চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ মনোহর চামরশ্রেষ্ঠ দ্বারা বীজ্যমান হইতে লাগিলেন এবং কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণগণ পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক উচ্চনাদে সেই যুদ্ধার্থী কুমারের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪॥

অনন্তর ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র গমনকালোচিত মনোহর বেশ ও পর্ব্বতপক্ষবিদারণক্ষম বজ্রাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক স্ফাটিকপর্ব্বতপ্রতিম ঐরাবতে আরোহণ করিয়া কুমারের অনুগামী হইলেন॥ ৫॥ অগ্নিদেব পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য (উচ্চ) মদোদ্ধত মেষবাহনে আরোহণ পূর্ব্বক অরিকৃত অত্যাচার হেতু কোপবশে প্রজ্বলিত হইয়া মহত্তর আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করিয়া কুমারের অনুগামী হইলেন॥ ৬॥ তৎপরে যমরাজ নীলগিরিবৎ ভীষণমূর্ত্তি, শৃঙ্গ দ্বারা মেঘসমূহকে খণ্ডখণ্ডকারী, মদোৎকট মহিষ-বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক দণ্ডাস্ত্রহস্তে কার্ত্তিকেয়ের অনুগমন করিলেন॥ ৭॥ তদনন্তর মহাসুর তারকের প্রতি দ্বেষবশে ভীষণমূর্ত্তি মহাক্রুদ্ধ নৈঋর্ত প্রেতবাহনে আরূঢ় হইয়া প্রচণ্ড সংগ্রামার্থ অন্ধকারি মহেশপুত্রের অনুগমন করিলেন॥ ৮॥ রণদুর্ম্মদ

নবোত্থদম্ভোধরঘোরদর্শনে, যুদ্ধায় রূঢ়ো মকরে মহত্তরে।
দুর্ব্বারপাশো বরুণো রণোল্বণস্তমন্বিয়ায় ত্রিপুরান্তকাত্মজম্ ॥ ৯ ॥
দিগম্বরাধিক্রমণোল্বণং ক্ষণাম্মৃগং মহীয়াংসমরুদ্ধবিক্রমম্।
অধিষ্ঠিতঃ সঙ্গরকেলিলালসো, মরুন্মহেশাত্মজমন্বগাদ্দ্রুতম্ ॥ ১০॥
বিরোধিনাং শোণিতপারণৈষিণীং, গদামনূনাং নরবাহনো বহন্।
মহাহবাম্ভোধিবিগাহনোদ্ধতং, যিষাসুমন্বাগমদীশনন্দনম্ ॥ ১১ ॥
মহাহিনির্বদ্ধজটাকলাপিনো, জ্বলৎত্রিশূলপ্রবলায়ুধা যুধে।
রুদ্রাস্তুষারাদ্রিসখং মহাবৃষং, ততোঽধিরূঢ়াস্তমযুঃ পিনাকিনঃ ॥ ১২
অন্যেঽপি সন্নহ্য মহারণোৎসবশ্রদ্ধালবঃ স্বর্গিগণাস্তমন্বযুঃ।
স্ববাহনানি প্রবলান্যধিষ্ঠিতাঃ, প্রমোদবিস্মেরমুখাম্বুজশ্রিয়ঃ ॥ ১৩॥
উদ্দণ্ডহেমধ্বজদণ্ডসঙ্কুলাশ্চঞ্চদ্বিচিত্রাতপবারণোজ্জ্বলাঃ।
চলদ্ঘনস্যন্দনঘোষভীষণাঃ, করীন্দ্রঘণ্টারবচণ্ডচীৎকৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

বরুণদেব নবোদিত মেঘের ন্যায় ভীমদর্শন মহত্তর মকরবাহনে আসীন হইয়া দুর্ব্বার পাশাস্ত্রহস্তে যুদ্ধার্থ ত্রিপুরারিপুত্রের অনুগমন করিলেন ॥ ৯ ॥ পরে বায়ুদেব পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহস্থ আকাশ আক্রমণে সমর্থ, উৎকট, দুর্নিবারপরাক্রমশালী, মহত্তর মৃগবাহনে আরোহণ পূর্ব্বক রণক্রীড়ার্থ ব্যগ্র হইয়া আশু কার্ত্তিকেয়ের অনুগামী হইলেন ॥ ১০ ॥ কুবের শত্রুশোণিত দ্বারা পারণা করিতে অভিলাষিণী মহতী গদা ধারণ পূর্ব্বক নরবাহনে অধিষ্ঠিত হইয়া মহারণসাগরে নিমগ্ন হইতে উদ্যত জিগীষু কার্ত্তিকেয়ের অনুগামী হইলেন ॥ ১১ ॥ তদনন্তর পিনাক-নামক ধনুর্ধারী একাদশ রুদ্রগণ মহাসর্প দ্বারা জটাজাল বন্ধন ও প্রজ্বলিত ভীষণ ত্রিশূলাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক হিমাচল সদৃশ শুভ্রবর্ণ মহত্তর বৃষবাহনে আরূঢ় হইয়া সংগ্রামোদ্যত কার্ত্তিকেয়ের অনুগমন করিলেন ॥ ১২ ॥ মহাযুদ্ধোৎসবব্যাপারে অনুরাগবান্ অন্যান্য দেবগণও যুদ্ধোদ্যত হইয়া স্ব স্ব বলিষ্ঠ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক কুমারের অনুগমন করিলেন। তৎকালে ভাবিসংগ্রামজনিত আনন্দে তাঁহাদিগের মুখপদ্ম পরম শোভা ধারণ করিল ॥ ১৩ ॥

অনন্তর পিনাকিনন্দন কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেই মহাসেনা লইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। ঐ দেববাহিনী উন্নত স্বর্ণময় ধ্বজদণ্ড দ্বারা ব্যাপ্ত, প্রস্ফুরিত বিবিধাকৃতি ছত্র দ্বারা উদ্ভাসিত, গতিশীল মেঘতুল্য রথসমূহের শব্দে ভীষণ এবং গজপতি-

স্ফুরদ্বিচিত্রায়ুধকান্তিমণ্ডলৈরুদ্দ্যোতিতাশাবলয়াম্বরান্তরাঃ ।
দিবৌকসাং সোঽম্বুরহন্ মহাচমূঃ,পিনাকপাণেস্তনয়স্ততো যযৌ ॥১৫॥
কোলাহলেনোচ্চলতাং দিবৌকসাং, মহাচমূনাং গুরুভির্ধ্বজব্রজৈঃ ।
ঘনৈর্নিরুচ্ছ্বাসমভূদনন্তরং, দিঙ্‌মণ্ডলং ব্যোমতলং মহীতলম্ ॥ ১৬ ॥
সুরারিলক্ষ্মীপরিকম্পহেতবো, দিক্‌চক্রবালপ্রতিনাদমেদুরাঃ ।
নভোঽন্তকুক্ষিম্ভরয়ো ঘনাঃ স্বনা, নিহন্যমানৈঃ পটহৈর্বিতেনিরে ॥১৭॥
প্রমথ্যমানাম্বুধিগর্জ্জিতর্জ্জনৈঃ, সুরারিনারীগণগর্ভপাতনৈঃ ।
নভশ্চমূধূলিকুলৈরিবাকুলং, ররাস গাঢ়ং পটহপ্রতিস্বনৈঃ ॥ ১৮ ॥
ক্ষুণ্ণং রথৈর্বাজিভিরাহতং খুরৈঃ, করীন্দ্রকর্ণৈঃ পরিতঃ প্রসারিতম্ ।
ধুতং ধ্বজৈঃ কাঞ্চনশৈলজং রজো,বাতৈর্হৃতং ব্যোম সমারুহৎ ক্রমাৎ ॥১৯
ঘাতং খুরৈ রথ্যতুরঙ্গপুঙ্গবৈরুপত্যকাহাটকমেদিনীরজঃ ।
গতং দিগন্তান্ মুখরৈঃ সমীরণৈঃ, সুবিভ্রমং ভূরি বভার ভূয়সা ॥ ২০ ॥

। (গলদেশস্থ) ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা শ্রুতিকঠোর কোলাহলপূর্ণ। ঐ সৈন্যবাহিনীর যে সকল সমুজ্জ্বল বিচিত্র অস্ত্ররাশি বিদ্যমান আছে,তাহার প্রভা দ্বারা দিগ্বলয় কাশমার্গ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল ॥ ১৪-১৫॥ দেবসেনাগণ কোলাহলসহকারে করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগের ঘনসন্নিবিষ্ট ধ্বজসমূহ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল, মণ্ডল ও ভূমণ্ডল নিরুচ্ছ্বাস হইয়া উঠিল ॥ ১৬ ॥ তৎকালে দেবগণের গভীর অসুরগণের ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর কম্পনের কারণ হইয়া উঠিল, (সেই শব্দ শ্রবণে রগণের ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী কম্পিত হইলেন) ; দিক্‌চক্রবালে প্রতিনাদিত হওয়াতে ধ্বনি গম্ভীরতর হইয়া গগনোদর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিল এবং ঐ ধ্বনি বৈমা- কর্ত্তৃক বাদ্যমান পটহশব্দে আরও বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইল ॥১৭॥ তখন নভোমার্গ ণের ধূলিরাশিতে আকুল (সমাকীর্ণ) হইয়া উঠিল। বাদ্যমান পটহশব্দ নিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, ঐ শব্দ মথ্যমান সাগরের গর্জ্জনকেও করিতেছে এবং ঐ শব্দশ্রবণে অসুররমণীদিগের গর্ভপাত হইয়া যায় ; বোধ হইল,নভোমণ্ডল যেন ঐ প্রতিধ্বনিচ্ছলে মুহুর্মুহুঃ শব্দ করিতেছে ॥১৮॥ দ্রি সুমেরু হইতে উৎপন্ন ধূলিপুঞ্জও রথসমূহ দ্বারা চূর্ণীকৃত, অশ্বসমূহের খুর ঘট্টিত,গজপতিগণের কর্ণসঞ্চালন দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত,পতাকাসমূহ দ্বারা এবং বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া ক্রমে গগনপ্রদেশে আরোহণ করিল ॥১৯॥ উপত্যকাস্থিত ধূলি রথযোজিত তুরঙ্গপুঙ্গবগণের খুর দ্বারা বিদলিত ও শব্দায়-

অধস্তথোর্দ্ধং পুরতোঽথ পৃষ্ঠতোঽভিতোঽপি চামীকররেণুরুচ্চকৈঃ।
চমূষু সর্পন্ মরুদাহতোঽহরন্, নবীনসূর্য্যস্য চ কান্তিবৈভবম্॥ ২১॥
বলোদ্ধৃতং কাঞ্চনভূমিজং রজো, বভৌ দিগন্তেষু নভঃস্থলে স্থিতম্।
অকালসন্ধ্যাঘনরাগপিঙ্গলং, ঘনং ঘনানামিব বৃন্দমুচ্ছ্রতম্॥ ২২॥
হেমাবনীষু প্রতিবিম্বমাত্মনো, মুহুর্বিলোক্যাভিমুখং মহাগজাঃ।
রসাতলোত্তীর্ণগজভ্রমাৎ ক্রুধা, দন্তপ্রকাণ্ডপ্রহৃতানি তেনিরে॥ ২৩॥
সুজাতসিন্দুরপরাগপিঞ্জরৈঃ, কলং চলন্তি সুরসৈন্যসিন্ধুরৈঃ।
শুদ্ধাসু চামীকরশৈলভূমিষু, নাদৃশ্যত স্বং প্রতিবিম্বমগ্রতঃ॥ ২৪॥
ইতি ক্রমেণামররাজবাহিনী, মহাহবাম্ভোধিবিলাসলালসা।
অবাতরৎ কাঞ্চনশৈলতো দ্রুতং, কোলাহলাক্রান্তবিধূতকন্দরা॥ ২৫॥
মহাচমূস্যন্দনচণ্ডচীৎকৃতৈর্বিলোলঘণ্টেভপতেশ্চ বৃংহিতৈঃ।
সুরেন্দ্রশৈলেন্দ্রমহাগুহাশয়াঃ, সিংহা মহৎ স্বপ্নসুখং ন তত্যজুঃ॥ ২৬॥

মান বায়ু দ্বারা দিগন্তপ্রসারিত হইয়া বিশেষরূপে দিগ্‌ভ্রম জন্মাইতে লাগিল॥২০॥ প্রচুরপরিমাণ স্বর্ণরেণু বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত এবং সৈন্যবাহিনীর অধঃ, ঊর্দ্ধ, পুরোভাগ, পশ্চাদ্ভাগ সমন্তাৎ প্রসারিত হইয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল॥ ২১॥ স্বর্ণভূমিজাত ধূলিপটল সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া গগনমণ্ডলে প্রান্তভাগে অবস্থিত হইলে বোধ হইল যেন, অকালসন্ধ্যায় উদিত রাগরঞ্জিত গাঢ় মেঘবৃন্দ শোভা পাইতেছে॥ ২২॥ কাঞ্চনভূমিতে আত্মপ্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় তদ্দর্শনে মহাগজগণ রসাতলোত্থিত অন্য গজভ্রমে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ তদুপরি ভীষণ দন্তাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ২৩॥ মনোহর সিন্দুররাগরঞ্জিত সেনাগজসকল মনোহর গতিতে গমন করিতে করিতে পুরোভাগে স্বর্ণময় সুমেরু ভূমিতে প্রতিফলিত আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিতে লাগিল॥ ২৪॥ সুররাজের সৈন্যবাহিনী এইরূপে মহারণসাগরে ঝম্প প্রদান করিতে (যুদ্ধ করিতে) উন্মত্ত হইয়া কোলাহলে গুহা পরিপূর্ণ ও কম্পিত করিতে করিতে দ্রুতগতিতে সুমেরু হইতে অবতীর্ণ হইল॥২৫॥ মহাবল সেনাবৃন্দ ও রথসমূহের উৎকট চীৎকারধ্বনি এবং ঐরাবতের গলদেশস্থ ঘণ্টারব ও বৃংহিত-ধ্বনি শুনিয়াও সুমেরুগুহাশায়ী প্রসুপ্ত সিংহগণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিল না। (তাহারা পশুরাজ, সুতরাং নির্ভয়ে শয়ন করিয়া রহিল)॥ ২৬॥ মহারথচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি পর্ব্বতকন্দরে প্রতিধ্বনিত

গম্ভীরভেরীধ্বনিভৈর্ভয়ঙ্করৈর্মহাগুহান্তপ্রতিনাদমেদুরৈঃ।
মহারথানাং গুরুনেমিনিঃস্বনৈরনাকুলৈর্মৃগরাজতাজনি ॥ ২৭ ॥
সমুত্থিতেন ত্রিদিবৌকসাং মহাচমূরবেণাদ্রিতটান্তদারিণা।
প্রপেদিরে কেসরিণোঽধিকং মদং, স্ববীর্য্যলক্ষ্মীমৃগরাজতাবশাৎ ॥২৮॥
ভিয়া সুরানীকবিমর্দ্দজন্মনা, বিদুদ্রুবুর্দূরতরং দ্রুতং মৃগাঃ।
গুহাগৃহান্তাদ্বহিরেব হেলয়া, তস্থুর্বিশঙ্কং নিতরাং মৃগাধিপাঃ ॥ ২৯ ॥
বিলোকিতাঃ কৌতুকিনামরাবতীজনেন জুষ্টপ্রমদেন দূরতঃ।
সুরাচলপ্রান্তভুবঃ প্রপেদিরে, সুবিস্তৃতায়াঃ প্রসরং সুসৈনিকাঃ ॥ ৩০ ॥
পীতাসিতারক্তসিতৈঃ সুরাচলপ্রান্তস্থিতৈর্ধাতুরজোভিরম্বরম্।
অযত্নগন্ধর্ব্বপুরোদয়ভ্রমং, বভার ভূম্নোৎপতিতৈরিতস্ততঃ ॥ ৩১ ॥
মহাস্বনঃ সৈন্যবিমর্দ্দসম্ভবঃ, কর্ণান্তমূলঙ্কষতামুপেয়িবান্।
পয়োনিধেঃ ক্ষুব্ধতরস্য বর্দ্ধনো, বভূব ভূম্না ভুবনোদরম্ভরিঃ ॥ ৩২ ॥

হইয়া অধিকতর পুষ্ট এবং গম্ভীর ভেরীরবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গম্ভীরতর হইলেও ঐ সকল সিংহ অচঞ্চলভাবে অবস্থিতি পূর্ব্বক আপনাদিগের মৃগরাজ নাম সার্থক করিল ॥ ২৭ ॥

মহতী দেববাহিনীর (কলকল) রব উত্থিত হইয়া পর্ব্বত-তটভাগ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে (গিরিবাসী) সিংহগণ নিজ পরাক্রমশ্রীসম্পন্ন মৃগাধিপতিত্ব হেতু অধিকতর গর্ব্বিত হইয়া উঠিল ॥ ২৮ ॥ হরিণগণ দেবসৈন্যগণের বিমর্দ্দনজনিত ভয়ে ভীত হইয়া আশু দূরতর প্রদেশে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু সিংহ সকল গুহাগৃহ হইতে অবলীলাক্রমে বাহিরে আসিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ২৯ সুশোভন দেবসেনাগণ দর্শনোৎসুক হর্ষপূর্ণ অমরাবতীবাসিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের সুবিস্তৃত প্রান্তভূমিতে উপস্থিত হইল ॥ ৩০ ॥ তখন পীত, কৃষ্ণ ঈষদারক্ত ও শ্বেতবর্ণ, সমন্তাৎ প্রচুরপরিমাণে উড্ডীন, সুমেরুর প্রান্তস্থিত গৈরিকাদি ধাতুরেণু দ্বারা গগনমণ্ডল অযত্নসম্ভূত গন্ধর্ব্বনগরের ভ্রান্তি ধারণ করিল অর্থাৎ বোধ হইল, গগনতলে নানাবর্ণে রঞ্জিত গন্ধর্ব্বনগরের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ৩১ সৈন্যগণের সংঘর্ষজনিত মহাশব্দ উত্থিত হইয়া কর্ণবিবর বিদীর্ণ করিতে লাগিল; মথ্যমান সাগরগর্জ্জন অপেক্ষাও উহা বর্দ্ধনশীল (গম্ভীর) এবং ঐ মহাধ্বনি ভুবন পূর্ণ করিয়া ভূরিমাণে শ্রুত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ ঐরাবতাদি মহাগজগণের

মহাগজানাং গুরুবৃংহিতৈস্ততৈঃ, সুহেষিতৈর্ঘোরতরৈশ্চ বাজিনাম্।
ঘনৈ রথানাং গুরুচণ্ডচীৎকৃতৈস্তিরোহিতোঽভূৎ পটহস্য নিঃস্বনঃ॥৩৩॥
মহাসুরাণামবরোধযোষিতাং, কচাক্ষিপক্ষ্মস্তনমণ্ডলেষু চ।
ধ্বজেষু নাগেষু রথেষু বাজিষু, ক্ষণেন তস্থৌ সুরসৈন্যজং রজঃ॥৩৪॥
ঘনৈর্বিলোক্য স্থগিতার্কমণ্ডলৈশ্চমূরজোভির্নিচিতং নভঃস্থলম্।
অযায়ি হংসৈরভি মানসং ঘনভ্রমেণ সানন্দমনর্ত্তি কেকিভিঃ॥৩৫॥
সান্দ্রৈঃ সুরানীকরজোভিরম্বরে, নবাম্বুদানীকনিভৈরভিশ্রিতে।
চকাসিরে স্বর্ণময়া মহাধ্বজাঃ, পরিস্ফুরন্তস্তড়িতাং গণা ইব॥৩৬॥
বিলোক্য ধূলিপটলৈর্ভৃশং ভৃতং, দ্যাবাপৃথিব্যোরলমন্তরং মহৎ।
কিমূর্দ্ধতোঽধঃ কিমধস্ত ঊর্দ্ধতো, রজোঽভ্যুপৈতীতি জনৈরতর্ক্যত॥৩৭॥
নোর্দ্ধং ন চাধো ন পুরো ন পৃষ্ঠতো, ন পার্শ্বতোঽভূৎ খলু চক্ষুষোর্গতিঃ।
সূচ্যগ্রভেদ্যৈঃ পৃতনারজশ্চয়ৈঃ, আচ্ছাদিতা প্রাণিগণস্য সর্ব্বতঃ॥৩৮॥

দিগন্তবিস্তৃত গুরুতর বৃংহিতশব্দ, ঘোটকগণের ঘোরতর হ্রেষারব এবং রথসমূহের গম্ভীর, ভীষণ, উচ্চনাদে পটহশব্দ বিলুপ্ত হইল। ৩৩॥ সুরসৈন্য হইতে ধূলি উত্থিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে অসুরান্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগের কেশ, অক্ষিপক্ষ্ম, স্তনমণ্ডল এবং ধ্বজ, হস্তী, রথ, অশ্ব সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল॥ ৩৪॥ সৈন্যমণ্ডলী হইতে নিবিড় ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল ও নভস্থল আবৃত করিলে, হংসগণ তদ্দর্শনে মেঘভ্রমে মানসসরোবরের অভিমুখে প্রস্থান করিল এবং ময়ূরগণ হর্ষভরে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৩৫॥ সুরসৈন্যগণ হইতে সমুত্থিত নিবিড় রজোরাশি নবজলদপংক্তির ন্যায় অম্বরতলে আশ্রয় করিলে স্বর্ণময়ী পতাকা সকল দীপ্যমান হইয়া বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৩৬॥ ধূলিপটল দ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যস্থল গাঢ় সমাচ্ছন্ন হইলে, তদ্দর্শনে সকলে তর্ক করিতে লাগিল, এই ধূলি কি ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে আসিতেছে অথবা অধোদেশ হইতে ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হইতেছে? (ফল কথা, কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না)॥ ৩৭॥ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা ভেদযোগ্য (অতিনিবিড়) সেনারেণুপুঞ্জ দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি সম্মুখ, কি পশ্চাৎ, কি পার্শ্বদেশ কোন দিকেই জীবকুলের নেত্রের গতি (দৃষ্টি) প্রসারিত হইল না। (সকলেই রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িল)॥ ৩৮॥ নিরন্তর নানাবিধ বাদ্য বাদিত হওয়াতে সেই শব্দ

দিগন্তদন্ত্যাবলিদানহারিভির্বিমানরন্ধ্রপ্রতিনাদমেদুরৈঃ ।
অনেকবাদ্যধ্বনিতৈরনারতৈর্জগর্জ্জ গাঢ়ং গুরুভির্নভস্তলম্ ॥ ৩৯ ॥
(ভুবং বিগাহ্য প্রযযৌ মহাচমূঃ, ক্বচিন্ন মাস্তী মহতীং দিবং খলু ।
সুসঙ্কুলায়ামপি তত্র নির্ভরাৎ, কিং কান্দিশীকত্বমবাপ নাকুলা ॥) *
উদ্দামদানদ্বিপবৃন্দবৃংহিতৈর্নিতান্তমুত্তুঙ্গতুরঙ্গহ্রেষিতৈঃ ।
চলদ্‌ঘনস্যন্দননেমিনিস্বনৈরভূন্নিরুচ্ছ্বাসমিবাকুলং জগৎ ॥ ৪০ ॥
মহাগজানাং গুরুভিস্তু গর্জ্জিতৈর্বিলোলঘণ্টারণিতৈ রণোদ্ধৈতঃ ।
বীরপ্রণাদৈঃ প্রমদপ্রভেদুরৈর্বাচালতামাদধিরেতরাং দিশঃ ॥ ৪১ ॥
দন্তীন্দ্রদানদ্রববারিবীচিভিঃ, সদ্যোঽপি নদ্যো বহুধা প্রপূরিরে ।
ধারারজোভিস্তুরগৈঃ ক্ষতৈর্ভৃতা, যাঃ পঙ্কতামেত্য রথৈঃ স্থলীকৃতাঃ ॥৪২॥

। দিগ্‌গজগণের মদবারি বিশুষ্ক হইল, দেববিমানের রন্ধ্রে প্রতিনাদিত হও-
ঐ বাদ্যশব্দ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল এবং বোধ হইল যেন, আকাশই পুনঃ পুনঃ
। করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ (মহাসেনা ভূতল সমাকীর্ণ করিল, কত
, তাহার পরিমাণ করা যায় না ; পরে তাহারা স্বর্গধামে গমন করিল, কিন্তু
। স্থানের অভাব হওয়াতে যেন ভীতিচকিত ভাব প্রাপ্ত হইল) ॥ * উন্মত্ত
াণের বৃংহিতধ্বনি, অত্যুচ্চ অশ্বগণের হ্রেষারব এবং গম্যমান মেঘপংক্তির ন্যায়
ূহের চক্রশব্দে সমস্ত ভূতল যেন নিতান্ত নিরুচ্ছ্বাস-(নিরুদ্ধপ্রাণ) বৎ আকুল
। উঠিল ॥ ৪০ ॥ মহাগজবৃন্দের অত্যুচ্চ গর্জ্জন, চঞ্চল (দোদুল্যমান) ঘণ্টাসমূহের
এবং বীরগণের রণোৎকট ও শত্রুগণের হর্ষনাশক ধ্বনি দ্বারা পূর্ব্বাদি দিক্‌সকল
বাচালতা ধারণ করিল (মুখরিত হইয়া উঠিল) ॥৪১॥ গজেন্দ্রগণের মদক্ষরণ-
লপ্রবাহ দ্বারা যে সকল নদী সদ্য বহুধা প্রপূরিত হইল, অশ্বগণ কর্ত্তৃক উৎ-
ধূলিপটল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া সেই সকল নদী পঙ্কিল হইয়া উঠিল; তৎপরে
াণী দ্বারা (মর্দ্দিত হইয়া) স্থলত্ব প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ অসংখ্য হস্তী নদীগর্ভে
হওয়ায় তাহাদের মদবারিতে পরিপূর্ণ হইল, তৎপরে অগণিত অশ্বের
খিত ধূলি পতিত হওয়াতে সেই জল কর্দ্দমপিণ্ডবৎ হইয়া দাঁড়াইল ; অবশেষে
রিভাগ দিয়া অসংখ্য রথ চলিয়া যাওয়াতে কর্দ্দম স্থলীকৃত হইয়া উঠিল ॥ ৪২ ॥

---

* এ শ্লোকটি সকল গ্রন্থে নাই।

নিম্নাঃ প্রদেশাঃ স্থলতামুপাগমন্, নিম্নত্বমুচ্চৈরপি সর্ব্বতশ্চ তে।
তুরঙ্গমাণাং ব্রজতাং খুরৈঃ ক্ষতা, রথৈর্গজেন্দ্রৈঃ পরিতঃ সমীকৃতাঃ॥
নভোদিগন্তপ্রতিঘোষভীষণৈর্মহামহীভৃত্তটদারণোল্বণৈঃ।
পয়োধিনির্ধূননকেলিভির্জগদ্বভূব ভেরীধ্বনিতৈঃ সমাকুলম্॥ ৪৪॥
ইতস্ততো বাতবিধূতচঞ্চলৈর্নীরন্ধ্রিতাশাগমনৈর্ধ্বজাংশুকৈঃ।
লক্ষৈঃ ক্বণৎকাঞ্চনকিঙ্কিণীকুলৈরমজ্জি ধূলিজলধৌ নভোগতে॥ ৪৫
ঘণ্টারবৈ রৌদ্রতরৈর্নিরন্তরং, বিস্তৃত্বরৈর্গজরবৈঃ সুভৈরবৈঃ।
মত্তদ্বিপানাং প্রথয়াম্বভূবিরে, ন বাহিনীনাং পটহস্য নিঃস্বনাঃ॥ ৪৬
করালবাচালমুখাশ্চমূস্বনৈঃ, ধ্বস্তাম্বরা বীক্ষ্য দিশো রজস্বলাঃ।
তিরোবভূবে গহনৈর্দিনেশ্বরো,রজোঽন্ধকারৈঃ পরিতঃ কুতোঽপ্যসৌ
আক্রান্তপূর্ব্বা রভসেন সৈনিকৈর্দিগঙ্গনা ব্যোমরজোঽভিদূষিতা।
ভেরীরবাণাং প্রতিশব্দিতৈর্ঘনৈর্জগর্জ্জ গাঢ়ং ঘনমৎসরাদিব॥ ৪৮॥

ধাবমান অশ্বগণের খুর দ্বারা চূর্ণীকৃত এবং রথ ও গজেন্দ্রসমূহ দ্বারা সমীকৃত হ
নিম্নপ্রদেশ সমভূমি ও উন্নতপ্রদেশ নিম্ন হইয়া উঠিল ॥ ৪৩ ॥ গগনতল ও পূর্ব্ব
দিক্সমূহের মধ্যস্থলে প্রতিনাদিত হওয়ায় যাহা ভীষণ হইয়া উঠিতেছে, যাহা বি
পর্ব্বততটভূমি বিদারণে সমর্থ, (যে শব্দ দ্বারা পর্ব্বততটস্থ ভূমিও বিদীর্ণ হইয়া য
এবং সাগরকম্পনই যাহার ক্রীড়াস্বরূপ, (যে শব্দে সাগরের জলও কাঁপিয়া উঠে
তাদৃশ ভেরীরব দ্বারা সমগ্র ভূতল পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪৪ ॥ ইতস্ততঃ পবনহিল্লো
কম্পিত, চঞ্চল, ঘনসন্নিবিষ্টভাবে সর্ব্বদিকে সঞ্চারিত, শব্দায়মান-স্বর্ণঘণ্টিকাযুক্ত
লক্ষ ধ্বজবস্ত্র আকাশস্থিত ধূলিসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িল ॥ ৪৫ ॥ মদমত্ত হস্তিগ
অতিভীষণ (গলদেশস্থ লম্বমান) ঘণ্টাধ্বনি এবং অবিচ্ছেদে প্রসারিত অতিভৈ
বৃংহিত শব্দ হেতু সৈন্যমণ্ডলীর পটহধ্বনি প্রকটরূপে শ্রুতিগোচর হইল না।॥
সৈন্যগণের কলকল শব্দ দ্বারা দিঙ্মুখ ভয়ঙ্কর ও মুখরিত হইয়া উঠিল; অম্বর
রজঃপূরিত হইল; চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত গাঢ় ধূল্যন্ধকার দিক্সকলকে ঐরূপ দে
দিনমণিকে অন্তর্হিত করিয়া ফেলিল। (ঋতুমতী নারীর বসন রজঃপূরিত থা
তাহাকে দর্শন করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহাকে দর্শনমাত্র প্রস্থান করিতে হয়, সেই
সূর্য্যদেবও দিগঙ্গনাদিগকে রজঃপূরিত অর্থাৎ ধূল্যবগুণ্ঠিত দেখিয়া তিরো
হইলেন) ॥ ৪৭ ॥ সৈনিকগণ কর্ত্তৃক সবলে প্রথমে আক্রান্ত ও গগনগত ধূলি

গুরুসমীরসমীরিতভূধরা, ইব গজা গগনং বিজগাহিরে।
গুরুতরা ইব বারিধরা রথা, ভুবমিতীহ বিবর্ত্ত ইবাতবৎ॥ ৪৯॥
দস্থরলোকানল্পকল্পান্তকালে, নিরবধয় ইবাম্ভোরাশয়ো ঘোরঘোষাঃ।
তরপরিমজ্জদ্‌ভূভৃতো দেবসেনা, ববৃধুরপি স্থপূর্ণা ব্যোমভূম্যন্তরালে॥৫০॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সেনাপ্রয়াণং নাম
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

—০ঃ৵ঃ০—

সেনাপতিং নন্দনমন্ধকদ্বিষো, যুধে পুরস্কৃত্য বলস্য শত্রবঃ।
সৈন্যৈরুপৈতীতি স্থরদ্বিষাং পুরোঽভূৎ কিংবদন্তী হৃদয়প্রকম্পিনী॥ ১॥
চমূপ্রভুং মন্মথমর্দ্দনাত্মজং, বিজিত্বরীভির্বিজয়শ্রিয়া শ্রিতম্‌।
শ্রুত্বা স্থরাণাং পৃতনাভিরাগতং, চিত্তে চিরং চুক্ষুভিরে মহাস্থরাঃ॥ ২॥

হইয়া দিগঙ্গনা গভীর ভেরীরবের প্রতিধ্বনি দ্বারা যেন গর্জ্জন করিয়া নিরতিহান্‌ মৎসরভাব প্রকাশ করিতে লাগিল॥ ৪৮॥ হস্তিগণ মহাবায়ুবেগে পরি- পর্ব্বতের ন্যায় গগনতলে এবং রথসকল মহামেঘের ন্যায় ভূতলে অবতরণ। যুদ্ধযাত্রাকালে এইরূপ বিবর্ত্ত (বিপর্য্যাস) দৃষ্ট হইতে লাগিল॥৪৯॥ প্রবল লোকসম্বন্ধী মহাপ্রলয়কালে সমুদ্র যেমন অসীম ও ঘোর শব্দায়মান হয় এবং যেমন বিশাল পর্ব্বতসকল নিমগ্ন থাকে, সেইরূপ দেবসৈন্যগণ পরিপূর্ণ প্ত) হইয়াও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল (বিস্তীর্ণ হইয়া তি করিল)॥ ৫০॥

ইরূপে অন্ধকারিনন্দন কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি ও পুরোগামী করিয়া বলারি সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইলে স্থররিপু অস্থরদিগের সম্মুখে এই কম্পী জনরব প্রচারিত হইল॥ ১॥ জয়শ্রীসম্পন্ন মন্মথমর্দ্দননন্দন কার্ত্তিকেয় তি হইয়া জয়শীল দেবসেনাগণ সহ উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ পূর্ব্বক অস্থর- ন্তঃকরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বহুক্ষণ অবস্থিতি করিল। (তাহাদের হৃদয়ে ভীতি-

সমেত্য দৈত্যাধিপতেঃ পুরে স্থিতাঃ, কিরীটবদ্ধাঞ্জলয়ঃ প্রণম্য তে।
ন্যবেদয়ন্ মন্মথশত্রুসূনুনা, যুযুৎসুনা জম্ভজিতং সহাগতম্ ॥ ৩ ॥
দাসীকৃতাশেষজগত্রয়ং ন মাং, জিগায় যুদ্ধে কতিশঃ শচীপতিঃ।
গিরীশপুত্রস্য বলেন সাম্প্রতং,ধ্রুবং বিজেতেতি স কাকুতোঽহসৎ ॥৪॥
ততঃ ক্রুধা স্ফুরিতাধরাধরঃ, স তারকো দর্পিতদোর্বলোদ্ধতান্।
যুধে ত্রিলোকীজয়কেলিলালসঃ, সেনাপতীন্ সন্নহনার্থমাদিশৎ ॥ ৫॥
মহাচমূনামধিপাঃ সমন্ততঃ, সন্নহ্য সদ্যঃ সুতরামুদায়ুধাঃ।
তস্থুর্বিনম্রক্ষিতিপালসঙ্কুলে, তদঙ্গনদ্বারবরপ্রকোষ্ঠকে ॥ ৬ ॥
স দ্বারপালেন পুরঃ প্রদর্শিতান্, কৃতানতীন্ বাহুবরানধিষ্ঠিতান্।
মহাহবাম্ভোধিবিধূননোদ্ধতান্, দদর্শ রাজা পৃতনাধিপান্ বহূন্ ॥ ৭॥
বলী বলারাতিবলাতিশাতনং, দিগ্‌দন্তিনাদদ্রবসনাশনস্বনম্।
মহীধরাম্ভোধিনবারিতক্রমং, যযৌ রথং ঘোরমথাধিরুহ্য সঃ ॥ ৮॥

সঞ্চার হইল) ॥ ২ ॥ অসুরগণ সমবেত হইয়া দৈত্যপতি তারকের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন ও প্রণাম পুরঃসর নিবেদন করিল, 'মন্মথমর্দ্দন শিবের পুত্র যুযুৎসু কার্ত্তিকেয়ের সহিত জম্ভজয়ী ইন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন।' ৩॥ (এই কথা শুনিয়া) "আমি ত্রিভুবনকে দাসস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি; শচীপতি বহুবার যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিতে পারে নাই; এখন শঙ্করনন্দনের বলে দেখিতেছি আমাকে নিঃসন্দেহ জয় করিবে!" তারকাসুর এই বলিয়া বিকৃত কণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল ॥ ৪ ॥

অনন্তর ত্রিলোকজয়রূপ ক্রীড়ায় ব্যগ্র (জিতজগত্রয়) তারকাসুর রোষবশে অধরোষ্ঠ কম্পিত করিতে করিতে দর্পিতবাহুবলোদ্ধত সেনাপতিদিগকে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে আদেশ প্রদান করিল ॥ ৫ ॥ আজ্ঞামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই প্রধান প্রধান সেনাপতিরা চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক নৃপতিসঙ্কুল চত্বরদ্বারে প্রধান প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান হইল ॥ ৬ ॥ দ্বারপাল পুরোভাগে পরিচয় দ্বারা নির্দেশ করিয়া দিলে তারকাসুর দেখিল, মহাবাহু অসংখ্য সেনাপতি প্রণতভাবে সম্মুখে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহারা সকলেই মহাযুদ্ধসাগর বিলোড়ন করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছে ॥ ৭॥

অনন্তর মহাবল তারকাসুর ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ যাত্রা

যুগক্ষয়ক্ষুব্ধপয়োধিনিঃস্বনাশ্চলৎপতাকাকুলবারিতাতপাঃ ।
ধরারজোগ্রস্তদিগন্তভাস্করাঃ, পতিং প্রয়ান্তং পৃতনাস্তমন্বয়ুঃ ॥ ৯ ॥
চমূরজঃ প্রাপ দিগন্তদন্তিনাং, মহাসুরস্যাভিসুরং প্রসর্পিণঃ ।
দন্তপ্রকাণ্ডেষু সিতেষু শুভ্রতাং, কুম্ভেষু দানাম্বুঘনেষু পঙ্কতাম্ ॥ ১০ ॥
মহীভৃতাং কন্দরদারণোল্বণৈস্তদ্‌বাহিনীনাং পটহস্বনৈর্ঘনৈঃ ।
উদ্বেলিতাশ্চুক্ষুভিরে মহার্ণবা, নভঃ স্রবন্তী সহসাভ্যবর্দ্ধত ॥ ১১ ॥
সুরারিনাথস্য মহাচমূস্বনৈর্বিগাহ্যমানা তুমুলৈঃ সুরাপগা ।
অভ্যুচ্ছ্রিতৈরূর্ম্মিশতৈশ্চ বারিজৈরক্ষালয়ন্নাকনিকেতনাবলীম্ ॥ ১২ ॥
অথ প্রয়াণাভিমুখস্য নাকিনাং, দ্বিষঃ পুরস্তাদশুভোপদেশিনী ।
অগাধদুঃখাম্বুধিমধ্যমজ্জনং, বভূব চোৎপাতপরম্পরা বত ॥ ১৩ ॥

ন। এই রথ বলনিসূদন ইন্দ্রের বীর্য্যকেও বিধ্বস্ত করে, (ইহার ভীষণ শব্দ । ইন্দ্রেরও বীর্য্যহ্রাস হয়,) ইহার শব্দ দিগ্‌গজগণের বৃংহিতধ্বনি ও মদস্রাবের শক, (এই রথের ভীষণ ঘর্ঘর-রব কর্ণপুটে প্রবেশমাত্র ভয়ে দিগ্‌গজগণের রণ বিলুপ্ত হয় ও তাহারা নীরব হইয়া থাকে) এবং পর্ব্বত বা সাগর কেহই গতিনিরোধ করিতে সমর্থ নহে ॥৮ ॥ তখন প্রভুকে রণযাত্রা করিতে দেখিয়া কালীন ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় শব্দায়মান অসুরসেনা তাহার অনুগমন করিল। দিগের সমুদ্ভাসিত পতাকা-সমূহ দ্বারা সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিত হইল এবং ভূত-লিরাশি দ্বারা দিগন্তভাগ ও সূর্য্য আবৃত হইয়া পড়িল ॥৯॥ দেবগণের অভিমুখ-তারকাসুরের সৈন্যমণ্ডলী হইতে যে ধূলিপটল উত্থিত হইল, উহা দিগ্‌গজ-শ্বেতবর্ণ দন্তশাখায় সংলগ্ন হইয়া শুভ্রত্ব এবং মদজলপূরিত কুম্ভস্থলে পতিত পঙ্কত্ব প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ গজদন্ত সকল এরূপ অমলধবল যে, ধূলি পতিত ও তাহা তৎসহ মিশ্রিত হইয়া গেল এবং মদক্ষরণে কুম্ভস্থল আর্দ্র থাকাতে ◌্থায় পতিত হইয়া কর্দ্দমে পরিণত হইল ॥ ১০ ॥ অসুরসেনার পর্ব্বতকন্দর ণে সমর্থ, উৎকট, গম্ভীর পটহধ্বনি দ্বারা মহাসাগর উদ্বেলিত ও চঞ্চল হইয়া এবং আকাশবাহিনী গঙ্গা সহসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত (স্ফীত) হইয়া উঠিলেন ॥১১॥ নদী দৈত্যপতির মহাসেনার তুমুল কোলাহলশব্দে বিচলিত হইয়া পদ্মসমন্বিত ত শত শত তরঙ্গ দ্বারা স্বর্গস্থ গৃহপংক্তি অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১২ ॥ রণগমনোদ্যত সুরশত্রু তারকের সম্মুখভাগে [illegible]

আগামিদৈত্যাশনকেলিকঙ্ক্ষিণী, কুপক্ষিণাং ঘোরতরা পরম্পরা।
দধৌ পদং ব্যোম্নি সুরারিবাহিনীরুপর্য্যুপর্য্যেত্যনিবারিতাতপা॥ ১৪॥
মুহুর্বিভগ্নাতপবারণধ্বজশ্চলদ্ধরাধূলিকুলাকুলেক্ষণঃ।
ধুতাশ্বমাতঙ্গমহারথাকরানবেক্ষণোঽভূৎ প্রসভং প্রভঞ্জনঃ॥ ১৫॥
সদ্যোবিভিন্নাঞ্জনপুঞ্জতেজসঃ, মুখৈর্বিষাগ্নিং বিকিরন্ত উচ্চকৈঃ।
পুরঃ পথোঽতীত্য মহাভুজঙ্গমা, ভয়ঙ্করাকারভৃতো ভৃশং যযুঃ॥ ১৬॥
মিলন্মহাভীমভুজঙ্গভীষণং, প্রভুর্দিনানাং পরিবেষমাদধৌ।
মহাসুরস্য দ্বিষতোঽতিমৎসরাৎ, দিবান্তমাসূচয়িতুং ভয়ঙ্করঃ॥১৭॥
ত্বিষামধীশস্য পুরোঽধিমণ্ডলং, শিবাঃ সমেতাঃ পরুষং ববাসিরে।
সুরারিরাজস্য রণান্তশোণিতং, প্রসহ্য পাতুং দ্রুতমুৎসুকা ইব॥ ১৮॥
দিবাপি তারাস্তরলাস্তরস্বিনীঃ, পরাপতন্তীঃ পরিতোঽথ বাহিনীঃ।
বিলোক্য লোকো মনসা ব্যচিন্তয়ৎ, প্রাণব্যয়ান্তং ব্যসনং সুরদ্বিষঃ॥১৯॥

আবির্ভূত হইল ; ঐ সকল চিহ্ন অতলস্পর্শ দুঃখসাগরে মগ্ন হইবার একমাত্র কারণ॥ ১৩॥ তখন অমঙ্গলসূচক ঘোরতর শকুন্তমালা দৈত্যসেনার উপরিভাগে আগমন পূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদন করিয়া গগনমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল। উহারা ভবিষ্যতে অসুরগণের মাংসভোজনরূপ ক্রীড়া করিতে অভিলাষী॥ ১৪। তখন পবনদেব পুনঃ পুনঃ সবলে (প্রবাহিত হইয়া) (অসুরগণের) ছত্র সকল ভগ্ন ও ধ্বজপতাকা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ; ভূতল হইতে ধূলিসকল উত্থিত হইয়া লোকের নয়ন আকুলিত করিয়া তুলিল এবং কম্পিত অশ্ব, গজ ও মহারথ সকল অদৃশ্য হইয়া পড়িল॥১৫॥ সদ্যোমর্দ্দিত অঞ্জনপুঞ্জবৎ কান্তিসম্পন্ন ভীমকায় মহাভুজঙ্গমগণ মুখ হইতে মহা বিষাগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক অগ্রভাগে পথ অতিক্রম করিয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিতে লাগিল॥ ১৬॥ তখন দিবাপতি সূর্য্যদেব শত্রুভূত মহাসুর তারকের প্রতি রোষবশেই যেন তাহার বিনাশসূচনা করিয়া কুণ্ডলীভূত মহাভীম ভুজঙ্গের ন্যায় পরিবেষ ধারণ করিলেন॥ ১৭॥ শৃগালেরা তেজোনিধি মার্ত্তণ্ডের অভিমুখে মণ্ডলাকারে মিলিত হইয়া কর্কশস্বরে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল ; বোধ হইল যেন, সংগ্রামাবসানে দৈত্যপতি তারকের শোণিত পান করিবার জন্যই তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে॥ ১৮॥ তখন দিবাভাগেও তারা সকল চঞ্চল ও বেগশীল হইয়া অসুরসেনার সমন্তাৎ পতিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সকলেই

জ্বলদ্ভিরুচ্চৈরভিতঃ প্রভাভরৈরুদ্ভাসিতাশেষদিগন্তরাম্বরম্ ।
রবেণ রৌদ্রেণ হৃদন্তদারণং, পপাত বজ্রং নভসো নিরম্বুদাৎ ॥ ২০ ॥
জ্বলদ্ভিরঙ্গারচয়ৈর্নভস্তলং, ববর্ষ গাঢ়ং সহ শোণিতাস্থিভিঃ ।
ধূমং জ্বলন্ত্যো ব্যসৃজন্মুখৈ রজো, দধুর্দিশো রাসভকণ্ঠধূসরম্ ॥ ২১ ॥
নির্ঘাতঘোষো গিরিশৃঙ্গশাতনো, ঘনোঽম্বরাশাকুহরোদরম্ভরিঃ ।
বভূব ভূম্না শ্রুতিভিত্তিভেদনঃ, প্রকোপিকালার্জ্জিতগর্জ্জিতর্জ্জনঃ ॥ ২২ ॥
স্খলন্মহেভং প্রপতত্তুরঙ্গমং, পরস্পরাশ্লিষ্টজনং সমন্ততঃ ।
প্রক্ষুভ্যদম্ভোধিবিভিন্নভূধরাৎ, বলং দ্বিষোঽভূদবনিপ্রকম্পাৎ ॥ ২৩ ॥
উর্দ্ধীকৃতাস্যা রবিদত্তদৃষ্টয়ঃ, সমেত্য সর্ব্বেঽস্যুরবিদ্বিষঃ পুরঃ ।
শ্বানঃ স্বরেণ শ্রবণান্তশাতিনা, মিথো রুদন্তঃ করুণেন নির্যযুঃ ॥ ২৪ ॥
অপীতি পশ্যন্ পরিণামদারুণাং, মহত্তমাং গাঢ়মরিষ্টসন্ততিম্ ।
দুর্দ্দৈবদষ্টো ন খলু ন্যবর্ত্তত, ক্রুধা প্রয়াণব্যবসায়তোঽসুরঃ ॥ ২৫ ॥

ন মনে চিন্তা করিল যে, এই যে উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, সুররিপু তারকা-রব প্রাণবিনাশই ইহার শেষফল ॥১৯॥ বিনা মেঘে ঘোররবে সমন্তাৎ প্রজ্বলিত জঃপুঞ্জ দ্বারা সমগ্র দিক্ ও গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত এবং সকলের হৃদয় বিদারণ রয়া আকাশ হইতে বজ্রাস্ত্র নিপতিত হইল ॥ ২০ ॥ নভোমণ্ডল হইতে শোণিত অস্থি সহ প্রদীপ্ত অঙ্গাররাশি ঘন ঘন বর্ষিত হইতে লাগিল ; দীপ্যমান পূর্ব্বাদি মুখ হইতে ধূম উদ্গীর্ণ হইতে থাকিল এবং দশদিক্ গর্দ্দভকণ্ঠবৎ ধূসরবর্ণ ধারণ করিল ॥ ২১ ॥ মেঘ নির্ঘাতশব্দের ন্যায় শব্দ সহকারে আবির্ভূত হইল ; হার শব্দে গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ হয়, আকাশ ও পূর্ব্বাদি দিক্‌রন্ধ্র সকল প্রপূরিত য়া উঠে এবং নিরতিশয়রূপে কর্ণভিত্তি বিদারণ করিয়া দেয় । ঐ শব্দ যমরাজের জনকেও পরাভূত করিল ॥ ২২ ॥ তখন ভূমিকম্প হওয়াতে সাগর ক্ষুব্ধ ও পর্ব্বত দীর্ণ হইল, সুরারি তারকাসুরের সেনামণ্ডলীস্থ মহাগজ সকল ও অশ্ববৃন্দ পতিত তে লাগিল এবং পদাতিগণ চতুর্দ্দিকে পরস্পর পরস্পরের উপরে পড়িতে গিল ॥ ২৩ ॥ কুক্কুর সকল সুররিপু তারকের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে র্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত সহকারে শ্রুতিকঠোর করুণস্বরে পরস্পর রোদন করিতে তে চলিয়া গেল ॥ ২৪ ॥

এইরূপে পরিণামভয়ঙ্কর মহতী অনিষ্টপরম্পরা (দুর্লক্ষণ) পুনঃ পুনঃ দেখিয়া

অরিষ্টমাশঙ্ক্য বিপাকদারুণং, নিবার্য্যমাণোঽপি বুধৈর্মহাসুরঃ।
পুরঃ প্রতস্থে মহতাং বৃথা ভবেদসদ্‌গ্রহান্ধস্য হিতোপদেশনম্॥ ২৬॥
ক্ষিতৌ নিরস্তং প্রতিকূলবায়ুনা, তদীয়চামীকরঘর্ম্মবারণম্।
ররাজ মৃত্যোরিব পারণাবিধৌ, প্রকল্পিতং হাটকভাজনং মহৎ॥ ২৭
বিজানতা ভাবিশিরোনিকৃন্তনং, প্রজ্ঞেন শোকাদিব তস্য মৌলিনা
মুহুর্গলদ্ভিস্তরলৈরলন্তরামরোদি মুক্তাফলবাষ্পবিন্দুভিঃ॥ ২৮॥
নিবার্য্যমাণৈরভিতোঽনুযায়িভির্গৃহীতুকামৈরিব তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
অপাতি গৃধ্রৈরভিমৌলিমাকুলৈর্ভবিষ্যদেতন্মরণোপদেশিভিঃ॥ ২৯॥
সদ্যোনিকৃত্তাঞ্জনসোদরদ্যুতিং, ফণামণিপ্রজ্বলদংশুমণ্ডলম্।
নির্যদ্‌বিষোল্কানলগর্ভফুৎকৃতং, ধ্বজে জনস্তস্য মহাহিমৈক্ষত॥ ৩০॥

দুর্দ্দৈবদষ্ট তারকাসুর রোষবশে যুদ্ধযাত্রার্থ উদ্‌যোগ হইতে নিবৃত্ত হইল না॥ ২৫। এই প্রকার পরিণামদারুণ অনিষ্ট দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কা পূর্ব্বক বিজ্ঞতম মন্ত্রী প্রভৃতি অনেকে (যুদ্ধার্থ) নিষেধ করিলেও মহাবল তারকাসুর পুরোবর্ত্তী হইয়া প্রস্থান করিল। যে ব্যক্তি কুগ্রহবশে অন্ধ হয়, মহতের হিতোপদেশ তাহার নিকট বিফল হইয়া থাকে॥ ২৬॥ (গমনকালে) প্রতিকূল বায়ুপ্রভাবে তারকাসুরের মস্তকস্থ স্বর্ণচ্ছত্র ধরাতলে নিপতিত হইল, তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, যমরাজের ভোজনক্রিয়া-সম্পাদনার্থ বিস্তৃত সুবর্ণপাত্র শোভা পাইতেছে॥ ২৭॥ তারকাসুরের মস্তক হইতে পুনঃ পুনঃ চঞ্চল মুক্তাফল সকল স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল; বোধ হইল যেন, প্রভু তারকের মস্তক ভবিষ্যতে অবশ্য ছেদিত হইবে, ইহা জানিয়া সেই বিজ্ঞতম মস্তক শোক হেতু মুক্তাফলপতনচ্ছলে বাষ্পরাশি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে॥ ২৮॥ ভবিষ্যতে তারকাসুরের মৃত্যু ঘটিবে, ইহা জানিতে পারিয়াই গৃধ্রগণ (ভক্ষণার্থ) ব্যাকুল হইয়া গ্রহণ করিবার জন্যই যেন পুনঃ পুনঃ অসুরপতির মস্তকাভিমুখে পতিত হইতে লাগিল; ভৃত্যগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে নিবারণ করিলেও তাহারা ক্ষান্ত হইল না॥ ২৯॥ সকলেই দেখিল, তারকাসুরের পতাকার উপর এক মহাসর্প অবস্থিতি করিতেছে। তাহার কান্তি সদ্যঃপাতিত কজ্জলের ন্যায়, তাহার ফণাস্থিত মণিপ্রভায় কিরণরাশি যেন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং সে ফুৎকার করাতে তন্মধ্য হইতে বিষরূপ উল্কাগ্নি বিনিঃসৃত হইতেছে।৩০।

রথাশ্বকেশাবলিকর্ণচামরং, দদাহ বাণাসনবাণবাণধীন্‌।
অকাণ্ডতশ্চণ্ডতরো হুতাশনস্তস্যাতনুস্যন্দনধূর্য্যগোচরঃ ॥ ৩১ ॥
ইত্যাদ্যরিষ্টৈরশুভোপদেশিভির্বিহন্যমানোঽপ্যসুরঃ পুনঃ পুনঃ।
যদা মদান্ধো ন গতান্ন্যবর্ত্ততাম্বরাত্তদাভূন্মরুতাং সরস্বতী ॥ ৩২ ॥
মদান্ধ ! মা গা ভুজদণ্ডচণ্ডিমাবলেপতো মন্মথশত্রুসূনুনা।
সুরৈঃ সনাথেন পুরন্দরাদিভিঃ, সমং সমন্তাৎ সমরে বিজিত্বরৈঃ ॥ ৩৩ ॥
গুহোঽসুরৈঃ ষড়্‌দিনজাতমাত্রকো, নিদাঘধামেব নিশাতমোভরৈঃ।
বিষহ্যতে নাভিমুখো হি সঙ্গরে, কুতস্ত্বয়া তস্য সমং বিরোধিতা ॥ ৩৪ ॥
অভ্রংলিহৈঃ শৃঙ্গশতৈঃ সমন্ততো, দিক্‌চক্রবালৈঃ স্থগিতস্য ভূভৃতঃ।
ক্রৌঞ্চস্য রন্ধ্রং বিশিখেন নির্ম্মমে, যেনাহবস্তস্য সহ ত্বয়া কুতঃ ॥৩৫ ॥
লব্ধ্বা ধনুর্ব্বেদমনঙ্গবিদ্বিষস্ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ সমরে মহীভুজাম্‌।
কৃত্বাভিষেকং রুধিরাম্বুভির্ঘনৈঃ, স্বক্রোধবহ্নিং শময়াম্বভূব যঃ ॥ ৩৬ ॥

না) তারকাসুরের বৃহৎ রথের অগ্রভাগ হইতে প্রচণ্ডতর অগ্নি উত্থিত হইয়া
য়ে রথস্থিত অশ্বের লোমাবলী, কর্ণচামর, শরাসন, শর, তূণীর সমস্তই ভস্মীভূত
া ফেলিল ॥ ৩১ ॥
এইরূপ অমঙ্গলসূচক উৎপাতপরম্পরা দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাড্যমান হইয়াও যখন
তারকাসুর যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইল না, তখন আকাশ হইতে (এই
াণ) দৈববাণী সমুচ্চারিত হইল ॥ ৩২ ॥ "রে মদান্ধ! তুমি বাহুদণ্ডের
বলগর্ব্বহেতু বিজয়শীল ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ সমবেত মন্মথমর্দ্দননন্দন
কেয়ের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিও না ॥ ৩৩ ॥ রাত্রিকালীন অন্ধকাররাশি
সূর্য্যকে পরাভূত করিতে পারে না, সেইরূপ অসুরেরা ষড়্‌দিনমাত্র জাত,
মাভিমুখগামী কার্ত্তিকেয়কে সহ্য করিতে (যুদ্ধে পরাজিত করিতে) সমর্থ
া না। তোমার ন্যায় (সামান্য) ব্যক্তির সহিত কুমারের বিরোধিতা (কলহ)
ম্ভব ? ৩৪ ॥ যিনি একটিমাত্র শর দ্বারা অভ্রভেদী, শতশৃঙ্গবিশিষ্ট ও দিক্‌চক্র-
কর্ত্তৃক সমন্তাৎ আচ্ছাদিত ক্রৌঞ্চনামক পর্ব্বতের রন্ধ্র উৎপাদন করিয়াছিলেন,
কার্ত্তিকেয়ের সহিত কি তোমার যুদ্ধ করা সম্ভবে ? ৩৫ ॥ অনঙ্গশত্রু মহাদেবের
ধনুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া (শিক্ষা করিয়া) যিনি একবিংশতিবার সংগ্রামে
গণের গাঢ়তর রুধিরোদক দ্বারা অভিষেক (পিতৃতর্পণ) পূর্ব্বক নিজ-

ন জামদগ্ন্যঃ ক্ষয়কালরাত্রিকৃৎ, স ক্ষত্রিয়াণাং সমরায় বল্গতি।
যেন ত্রিলোকীসুভটেন তেন তে, কুতোঽবকাশঃ সহ বিগ্রহগ্রহে॥৩৭
ত্যজাশু গর্ব্বং মদমূঢ়! মাস্ম গাঃ, স্মরারিসূনোর্বরশক্তিগোচরম্।
তমেব নূনং শরণং ব্রজাধুনা, জগৎ সুবীরং স চিরায় জীব তৎ॥৩৮।
শ্রুত্বেতি বাচং বিয়তো গরীয়সীং, ক্রোধাদহঙ্কারপরো মহাসুরঃ।
প্রকম্পিতাশেষজগত্রয়োঽপি, সন্নকম্পতোচ্চৈর্দিবমভ্যধাচ্চ সঃ॥৩৯
কিং ব্রূথ রে ব্যোমচরা মহাসুরাঃ, স্মরারিসূনু-প্রতিপক্ষবর্ত্তিনঃ।
মদীয়বাণব্রণবেদনা হি সাধুনা কথং বিস্মৃতিগোচরীকৃতা॥৪০॥
কটুস্বরৈঃ প্রালপথাম্বরস্থিতাঃ, শিশোর্বলাৎ ষড়্দিনজাতকস্য কিম্।
শ্বানঃ প্রমত্তা ইব কার্ত্তিকে নিশি, স্বৈরং বনান্তে মৃগধূর্ত্তকা ইব॥৪১
সঙ্গেন বো গর্ভতপস্বিনঃ শিশুর্বরাক এষোঽন্তমবাপ্স্যতি ধ্রুবম্।
অতস্করস্তস্করসঙ্গতো যথা, তদ্বো নিহন্মি প্রথমং ততোঽপ্যমুম্॥৪২॥

ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের কালরাত্রিস্বরূপ সেই পরশুরাম যাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না, সেই ত্রিভুবনৈকবীর কার্ত্তিকেয়ের সহি তুমি সমরবিষয়ে উদ্যম করিতেছ কেন? ৩৬-৩৭॥ রে মদান্ধ! গর্ব্ব পরিত্যাগ কর স্মরারিনন্দনের শক্তি-নামক মহাস্ত্রের নিকট যাইও না, এখন সেই ভুবনবী কার্ত্তিকেয়ের শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলেই দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে।” ৩৮॥

মহাবল তারকাসুর এই প্রকার মহত্তর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দর্পভ উদ্ধত হইয়া উঠিল; ত্রিভুবনকম্পনকারী হইয়াও রোষবশে সে (স্বয়ং) কাঁপি কাঁপিতে আকাশগত ব্যক্তিদিগকে বলিতে আরম্ভ করিল॥৩৯॥ “হে আকা চারিন্ দেবসত্তমগণ! তোমরা স্মরারিনন্দন কার্ত্তিকেয়ের পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছ? আমার শর দ্বারা (অঙ্গ) ক্ষত হওয়াতে যে বেদনা উৎপন্ন হইয়া তোমরা এখনই তাহা কিরূপে বিস্মৃত হইয়াছ? ৪০॥ রে গগনচারী দেবগণ কার্ত্তিকমাসে কুক্কুরেরা যেমন মদোন্মত্ত হয়, তোমরাও সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া ষড় দিনমাত্র জাত শিশু কার্ত্তিকেয়ের বল অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর-স্বরে এ কি প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছ? রাত্রিশেষে শৃগালেরা যেমন যথেচ্ছ অনর্থক চীৎকা করে, তোমাদের এই প্রলাপবাক্যও সেইরূপ নিরর্থক॥৪১॥ তোমাদিগে সংসর্গ হেতু গর্ভতপস্বী শিবের এই নিরপরাধ পুত্রও নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে

ইতীরয়ত্যুগ্রতরং মহাসুরে, মহাকৃপাণং কলয়ত্যলং ক্রুধা।
পরস্পরোৎপীড়িতজানবো ভয়াম্নভশ্চরা দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ॥ ৪৩॥
ততোঽবলেপাদ্‌বিকটং বিহস্য স, ব্যধত্ত কোষাদসিমুত্তমং বহিঃ।
রথং দ্রুতং প্রাপয় বাসবান্তিকং, নন্বিত্যবোচৎ নিজসারথিং রথী॥ ৪৪॥
মনোঽতিবেগেন রথেন সারথি-প্রণোদিতেন প্রচলন্ মহাসুরঃ।
ততঃ প্রপেদে সুরসৈন্যসাগরং, ভয়ঙ্করাকারমপারমগ্রতঃ॥ ৪৫॥
পুরঃ সুরাণাং পৃতনাং প্রথীয়সীং, বিলোক্য বীরঃ পুলকং প্রমোদজম্।
বভার ভূম্নাথ স বাহুদণ্ডয়োঃ, প্রচণ্ডয়োঃ সঙ্গরকেলিকৌতুকী॥ ৪৬॥
ততো মহেন্দ্রস্য চরাশ্চমূচরা, রণান্তলীলারভসেন ভূয়সা।
পুরঃ প্রচেলুর্মনসোঽতিবেগিনো,যুযুৎসুভিঃ কিং সমরে বিলম্ব্যতে॥৪৭॥
পুরঃস্থিতং দেবরিপোশ্চমূচরা, বলদ্বিষঃ সৈন্যসমুদ্রমভ্যয়ুঃ।
ভুজং সমুৎক্ষিপ্য পরেভ্য আত্মনোঽভিধানমুচ্চৈরভিতো ন্যবেদয়ন্॥৪৮॥

[সে]র সংসর্গহেতু অতস্করও যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অগ্রে তোমাদিগকে নিহত [করি]য়া এই বালককে পরে সংহার করিব॥" ৪২॥

[ম]হাবল তারকাসুর এই বলিয়া অতিভয়ঙ্কর মহাকৃপাণাস্ত্র ধারণ করিলে [দেবগ]ণ ভয়ে পরস্পর পরস্পরের জানুসংঘর্ষণ পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী স্থানে পলায়ন [করি]লেন॥ ৪৩॥

[অ]নন্তর রথারূঢ় তারকাসুর গর্ব্বভরে বিকট উচ্চহাস্য সহকারে সেই উৎকৃষ্ট [অ]স্ত্র নিষ্কোষিত করিয়া ধারণ পূর্ব্বক নিজ সারথিকে বলিল,"তুমি শীঘ্র আমার [রথ ইন্দ্র]ের নিকটে লইয়া চল॥" ৪৪॥ তদনন্তর মহাসুর তারক মন অপেক্ষাও [দ্রুতগ]ামী সারথিচালিত রথারোহণে গমন পূর্ব্বক পুরোবর্ত্তী, দুষ্পার, ভীষণাকার [দেবসৈ]ন্যসাগরে উপস্থিত হইল॥ ৪৫॥ তৎপরে সেই বীর তারকাসুর পুরোভাগে [অবস্থি]ত সুরসৈন্য দর্শন করিয়া রণক্রীড়ার্থ উল্লাসিত হইল এবং হর্ষভরে তাহার বাহুদণ্ড নিরতিশয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল॥ ৪৬॥

তদনন্তর দেবেন্দ্রের সৈন্যমণ্ডলীস্থ মনোগামী (দ্রুতগামী) চরগণ রণলীলাবিলা-[স]হর্ষভরে অগ্রগামী হইতে আরম্ভ করিল। যুযুৎসু ব্যক্তিরা কি কদাচ বিলম্ব করিতে পারে? ৪৭॥ তখন দেবশত্রু তারকাসুরের সৈনিকপুরুষেরা পুরো-[বর্ত্তী] দেবসেনারূপ সাগরাভিমুখে গমন করিল এবং সমস্তাৎ হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক

পুরোগতং দৈত্যচমূমহার্ণবং, দৃষ্ট্বা পরং চুক্ষুভিরে মহাসুরাঃ।
স্মরারিসূনোর্নয়নৈককোণকে, মমুর্ভটা তস্য রণে হি হেলয়া ॥ ৪৯॥
দ্বিষদ্বলত্রাসবিভীষিতাশ্চমূর্দিবৌকসামন্ধকশত্রুনন্দনঃ।
অপশ্যদুদ্দিশ্য মহারণোৎসবং, প্রসাদপীযূষধরেণ চক্ষুষা ॥ ৫০ ॥
উৎসাহিতাঃ শক্তিধরস্য দর্শনান্মৃধে মহেন্দ্রপ্রমুখা মখাশনাঃ।
অহং মৃধে জেতুমরীনরীরমন্, ন কস্য বীর্য্যায় বরস্য সঙ্গতিঃ ॥ ৫১॥
পরস্পরং বজ্রধরস্য সৈনিকা, দ্বিষোঽপি যোদ্ধুং স্বকরোদ্ধৃতায়ুধাঃ।
বৈতালিকশ্রাবিততারবিক্রমাভিধানমীয়ুর্বিজয়ৈষিণো রণে ॥ ৫২ ॥
সংগ্রামং প্রলয়ায় সন্নিপততো বেলামতিক্রামতো,
বৃন্দারাসুরসৈন্যসাগরযুগস্যাশেষদিগ্‌ব্যাপিনঃ।

নিজ নিজ নামোচ্চারণ করিয়া বিপক্ষগণকে জানাইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ সম্মুখ অতিবিস্তৃত দৈত্যসেনাসাগর দেখিয়া মহাবল দেবগণ যার পর নাই ক্ষোভ প্রা হইলেন। (কিন্তু) অসুরসৈন্যগণ যুদ্ধে শঙ্করনন্দনের সুবিস্তৃত নেত্রপ্রান্তভা স্থান প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ অসুরবাহিনী কার্ত্তিকেয়ের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়াই বো হইল; নয়নের কোণ দ্বারা অবহেলা সহকারে তাহাদিগকে তিনি দেখি লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ তখন অন্ধকারিনন্দন কার্ত্তিকেয় প্রচণ্ড সংগ্রামজনিত আনন্দ লাভের উদ্দেশে শত্রুসৈন্যদর্শনে ভীত দেবগণের দিকে প্রসাদামৃতপূর্ণ-নেত্রে দৃ পাত করিলেন ॥ ৫০ ॥ শক্তিধর কার্ত্তিকেয়ের দর্শনমাত্র যজ্ঞভুক্ ইন্দ্রাদিদেব সকলেই সমুৎসাহিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, 'আমিই যুদ্ধে শত্রুজয় করি সমর্থ, অন্য কেহ নহে।' (বস্তুতঃ) শ্রেষ্ঠ (বীরবর) পুরুষের মিলন ঘটি কাহার বীর্য্যবত্তা-বৃদ্ধি না হয়? ৫১ ॥ জয়ার্থী ইন্দ্রসেনা ও অসুরসেনা উভয়পক্ষই তখন নিজ নিজ হস্তে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল। তৎকালে বৈতালিক-(স্তুতিপাঠক) গণ সেই রণক্ষেত্রে সেনানীগণে মহাপরাক্রমের বিষয় কীর্ত্তন পূর্ব্বক সকলকে শ্রবণ করাইতে লাগিল ॥৫২॥ (এইরূপে ধ্বংসসাধনার্থ রণক্ষেত্রাগত, মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী, সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী, যমরাজের আতিথ্য ভোজী (মরণোন্মুখ) সুরাসুরসৈন্যসাগরের শব্দায়মান কোলাহল সমুত্থিত হইল।

কালাতিথ্যভুজো বভূব বহলঃ কোলাহলঃ ক্রোষণঃ,
শৈলোত্তালতটীবিঘট্টনপটুব্রহ্মাণ্ডকুক্ষিম্ভরিঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সুরাসুরসৈন্যসংঘট্টো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

—ঃ*ঃ—

অথান্যোন্যং বিমুক্তাস্ত্রশস্ত্রজালৈর্ভয়ঙ্করৈঃ।
যুদ্ধমাসীৎ সুনাসীরসুরারিবলয়োর্ম্মহৎ ॥ ১ ॥
পত্তিঃ পত্তিমভীয়ায় রণায় রথিনং রথী।
তুরঙ্গস্থং তুরঙ্গস্থো দন্তিস্থং দন্তিনি স্থিতঃ ॥ ২ ॥
(যুদ্ধায় ধাবতাং ধীরং বীরাণামিতরেতরম্।
বৈতালিকাঃ কুলাধীশা নামান্যলমুদাহরন্ ॥)
পঠতাং বন্দিবৃন্দানাং প্রবীরা বিক্রমাবলীম্।
ক্ষণং বিলম্ব্য চিত্তানি দধুর্যুদ্ধোৎসুকা পুরঃ ॥ ৩ ॥

কালাহলশব্দ পর্ব্বতসকলের উন্নত তটপ্রদেশ-বিদারণে সমর্থ অর্থাৎ সেই কল মহান্ শব্দে যেন পর্ব্বততটও বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং ব্রহ্মাণ্ডোদর পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে সুরাসুরসৈন্য মিলিত হইলে পরস্পর নিক্ষিপ্ত ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রজাল দ্বারা -দানবের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১ ॥ তখন যুদ্ধ করিবার জন্য পদাতি পদাতির, রথীর, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর এবং গজারোহী গজারোহীর সম্মুখীন হইল ॥২॥ ৷পতি বৈতালিকগণ পরস্পর যুদ্ধার্থ ধাবমান যোদ্ধগণের নাম উচ্চারণ করিতে ঃ হইল) * স্তুতিপাঠকেরা পরাক্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে ৎসুক্ বীরগণ তাহাদিগের সম্মুখে কিয়ৎকাল বিলম্ব করিয়া পরে সংগ্রামে

এই শ্লোকটি সকল পুস্তকে নাই।

সংগ্রামানন্দবৰ্দ্ধিষ্ণৌ বিগ্রহে পুলকাঞ্চিতে।
আসীৎ কবচবিচ্ছেদো বীরাণাং মিলতাং মিথঃ ॥ ৪ ॥
নির্দ্দয়ং খড়্গভিন্নেভ্যঃ কবচেভ্যঃ সমুত্থিতৈঃ।
আসন্ ব্যোমদিশস্তূলৈঃ পলিতৈরিব পাণ্ডুরাঃ ॥ ৫ ॥
খড়্গা রুধিরসংলিপ্তাশ্চণ্ডাংশুকরভাস্বরাঃ।
ইতস্ততোঽপি বীরাণাং বিদ্যুতাং বৈভবং দধুঃ ॥ ৬ ॥
বিসৃজন্তো মুখৈর্জ্বালা ভীমা ইব ভুজঙ্গমাঃ।
বিসৃষ্টাঃ সুভটৈ রুষ্টৈর্ব্যোম ব্যানশিরে শরাঃ ॥ ৭ ॥
বাঢ়ং বপূংষি নির্ভিদ্য ধন্বিনাং নিঘ্নতাং মিথঃ।
অশোণিতমুখা ভূমিং প্রাবিশন্ দূরমাশুগাঃ ॥ ৮ ॥
নির্ভিদ্য দন্তিনঃ পূর্ব্বং পাতয়ামাসুরাশুগাঃ।
পেতুঃ প্রবরযোধানাং প্রীতানামাহবোৎসবে ॥ ৯ ॥
জ্বলদগ্নিমুখৈর্বাণৈর্নীরন্ধ্রৈরিতরেতরম্।
উচ্চৈর্বৈমানিকা ব্যোম্নি কীর্ণে দূরমপাসরন্ ॥ ১০ ॥

মনোনিবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥ বীরগণ পরস্পর মিলিত হইলে, সংগ্রামজনিত আনন্দে তাহাদিগের দেহ বৰ্দ্ধিত (স্ফীত) ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; (ক্রমে ক্রমে) তাহাদিগের কবচ ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ৪ ॥ বাৰ্দ্ধক্যজনিত পলিত দ্বারা লোক যেমন পাণ্ডুবর্ণ হয়, সেইরূপ খড়্গ দ্বারা কবচসকল ছেদিত হওয়াতে (তন্মধ্যগত) তুলারাশি দ্বারা আকাশ ও সমস্ত দিক্ পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিল ॥ ৫ ॥ যোদ্ধগণের করবাল সকল রুধিরলিপ্ত ও চতুর্দ্দিকে সূর্য্যরশ্মিতুল্য প্রচণ্ড কিরণে প্রজ্বলিত হইয়া বিদ্যুল্লতার সাদৃশ্য ধারণ করিল ॥ ৬ ॥ যোদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শরসমূহ ভীষণ সর্পের ন্যায় মুখ হইতে অগ্নিশিখা উদগীরণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল ॥ ৭ ॥ শর সকল পরস্পর প্রহারকারী ধনুর্দ্ধারিগণের দেহ দৃঢ়ভাবে ভেদ করিয়া শোণিতশূন্যমুখে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল ॥ ৮ ॥ যুদ্ধোৎসবব্যাপারে প্রফুল্ল মহাযোদ্ধাদিগের বাণসমূহ প্রথমে হস্তীর দেহ ভেদ ও তাহাদিগকে পাতিত করিয়া পরে আপনারা পতিত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥ প্রজ্বলিতমুখ বাণসকল পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে আকাশপথ সম্যক্ ব্যাপ্ত করিলে বিমানচারী দেবগণ দূরে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ ধনুর্ধারিগণের বাণসমূহ দ্বারা বিদীর্ণ, পীড়িত

বিভিন্নং ধন্বিনাং বাণৈর্ব্যথার্ত্তমিব বিহ্বলম্।
ররাস বিরসং ব্যোম শ্যেনপ্রতিরবচ্ছলাৎ ॥ ১১ ॥
চাপৈরাকর্ণমাকৃষ্টৈর্বিমুক্তা দূরমাশুগাঃ।
অধাবন্ রুধিরাস্বাদলুব্ধা ইব রণৈষিণাম্॥ ১২ ॥
গৃহীতাঃ পাণিভির্বীরৈর্বিকোশাঃ খড়্গরাজয়ঃ।
কান্তিজালচ্ছলাদাজৌ ব্যহসন্ সংমদাদিব ॥ ১৩ ॥
খড়্গাঃ শোণিতসন্দিগ্ধা নৃত্যন্তো বীরপাণিষু।
রজোঘনে রণেঽনন্তে বিদ্যুতাং বৈভবং দধুঃ ॥ ১৪ ॥
কুন্তাশ্চকাশিরে চণ্ডমুল্লসন্তো রণার্থিনাম্।
জিহ্বাভোগা যমস্যেব লেলিহানা রণাঙ্গনে ॥ ১৫ ॥
প্রজ্বলৎকান্তিচক্রাণি চক্রাণি বরচক্রিণাম্।
চণ্ডাংশুমণ্ডলশ্রীণি রণব্যোমনি বভ্রমুঃ ॥ ১৬ ॥
কেচিদ্দ্ধীরৈঃ প্রণাদৈস্তু বীরাণামভ্যুপেয়ুষাম্।
নিপেতুঃ ক্ষোভতো বাহাদপরে মুমুহুর্ম্মদাৎ ॥ ১৭ ।

বল হইয়া নভোমণ্ডল যেন শ্যেনপক্ষীর শব্দচ্ছলে কর্কশস্বরে রোদন করিতে হইল ॥ ১১ ॥ আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত বাণসকল দূরে প্রধাবিত তে বোধ হইল যেন, তাহারা সমরেচ্ছু বীরগণের শোণিতপানের আস্বাদর জন্য লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১২ ॥ যুদ্ধে বীরগণ হস্তে নিষ্কোষিত ল ধারণ করিলে, সেই সকল অস্ত্রের দীপ্তিচ্ছটা দেখিয়া বোধ হইল যেন, া হর্ষভরে ছটাচ্ছলে শত্রুসংহারে বীরগণের সহায় হইয়া হাস্য করিতেছে ॥১৩॥ ণের হস্তে রুধিরসংলিপ্ত খড়্গ বিস্ফুরিত হইয়া নিবিড় অনন্ত সংগ্রামে তর সাদৃশ্য ধারণ করিল ॥ ১৪ ॥ রণক্ষেত্রে রণার্থিগণের কুন্তাস্ত্র প্রচণ্ডভাবে ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, যমরাজের লেলিহান জিহ্বাযন্ত্র শোভা চছে ॥ ১৫ ॥ যোদ্ধশ্রেষ্ঠদিগের চক্রাস্ত্র প্রদীপ্তকান্তি প্রচণ্ড সূর্য্যদেবের লার ন্যায় রণাম্বরে সমন্তাৎ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ কোন কোন সম্মুখাগত বীরগণের গভীরগর্জ্জনে ক্ষুব্ধ হইয়া অশ্ববাহন হইতে পতিত , কেহ কেহ গর্ব্বভরে মোহ প্রাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ১৭ ॥ কোন কোন রণপ্রিয় ঘাংসাপরায়ণ প্রতিপক্ষবীরকে সম্মুখাগত দর্শনে আনন্দ প্রাপ্ত হইল ; কোন

কশ্চিদভ্যাগতে বীরে জিঘাংসৌ মুদমাদধৌ।
পরাবৃত্য গতে ক্ষুব্ধে বিষসাদাহবপ্রিয়ঃ॥ ১৮॥
বহুভিঃ সহ যুদ্ধা বা পরিভ্রম্য রণোল্বণাঃ।
উদ্দিশ্য তানুপেয়ুঃ কেঽপি যে পূর্ব্ববৃতা রণে॥ ১৯॥
অভিতোঽভ্যাগতান্ যোদ্ধুং বীরান্ রণমদোল্বণান্।
প্রত্যনন্দন্ ভুজাদণ্ডরোমোদ্গমভৃতো ভটাঃ॥ ২০॥
শস্ত্রভিন্নেভকুম্ভেভ্যো মৌক্তিকানি চ্যুতান্যধঃ।
অধ্যাহবক্ষেত্রমুপ্তকীর্ত্তিবীজাঙ্কুরশ্রিয়ম্॥ ২১॥
বীরাণাং বিষমৈর্ঘোষৈর্বিদ্রুতা বারণা রণে।
শাস্যমানা অপি ত্রাসাদ্ভেজুর্ধূতাঙ্কুশা দিশঃ॥ ২২॥
রণে বাণগণৈর্ভিন্না ভ্রমন্তো ভিন্নযোধিনঃ।
নিমমজ্জুর্মিলদ্রক্তনিম্নগাসু মহাগজাঃ॥ ২৩॥
অপারেঽসৃক্সরিৎপূরে রথেষূচ্চৈস্তরেষ্বপি।
রথিনোঽভিরিপুং ক্রুদ্ধা হুঙ্কৃতৈর্ব্যসৃজন্ শরান্॥ ২৪॥

কোন ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক প্রহারজনিত ক্ষোভে বিমুগ্ধ হইয়া (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিষাদে নিমগ্ন হইল॥ ১৮॥ রণদুর্ম্মদ কোন কোন বীর যু বহুসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ ও পরিভ্রমণ করিয়া, প্রথমে যাহাদিগের সহিত য় করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধার্থ গম করিল॥ ১৯॥ কতকগুলি যোদ্ধা বাহুদণ্ডে রোমাঞ্চ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সম্মুখাগ রণগর্ব্বিত বীরদিগকে অভিনন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ২০॥ রণক্ষেত্রে শস্ত্র ঘা হস্তিগণের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইলে যে সকল মুক্তাপংক্তি অধঃপতিত হইল, তদ্দর্শ বোধ হইল যেন, ঐ সকল মুক্তারাজি রোপিত কীর্ত্তিবীজের অঙ্কুরের শোভা ধার করিয়াছে অর্থাৎ মুক্তাগুলিকে বীরবৃন্দের কীর্ত্তিবীজের অঙ্কুর বলিয়া বো হইল॥ ২১॥ রণক্ষেত্রে বীরগণের ভীষণ হুঙ্কারে পলায়নপরায়ণ হস্তীসক অঙ্কুশাঘাত না মানিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল॥ ২২॥ মহাবল বারণগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বাণ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পৃষ্ঠদেশে যোদ্ধৃগণকে বহন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে শোণিতনদীতে নিমগ্ন হইতে লাগিল॥ ২৩॥ অত্যুচ্চ রথসকল, অতলস্পর্শ রুধিরনদীর স্রোতে নিমগ্ন হইলে

ভৃগনির্ল্লূনমূর্দ্ধানো ব্যাপতন্তোঽপি বাজিনঃ।
প্রথমং পাতয়ামাসুরসিনা দারিতানরীন্॥ ২৫ ॥
বীরাণাং শস্ত্রভিন্নানি শিরাংসি নিপতন্ত্যপি।
অধাবন্ দন্তদষ্টৌষ্ঠভীমান্যভিরিপুং ক্রুধা॥ ২৬ ॥
শিরাংসি বরযোধানামর্দ্ধচন্দ্রহৃতান্যলম্।
আদধানা ভৃশং পাদৈঃ শ্যেনা ব্যানশিরে নভঃ॥ ২৭ ॥
ক্রোধাদভ্যাপতদ্দন্তিদন্তারূঢ়াঃ পদাতয়ঃ।
অশ্বারোহা গজারোহপ্রাণান্ প্রাসৈরপাহরন্॥ ২৮ ॥
শস্ত্রচ্ছিন্নগজারোহা বিভ্রমন্ত ইতস্ততঃ।
যুগান্তবাতচলিতাঃ শৈলা ইব গজা বভুঃ॥ ২৯ ॥
মিলিতেষু মিথো যোদ্ধুং দন্তিষু প্রসভং ভটাঃ।
অগৃহ্নন্ যুধ্যমানাশ্চ শস্ত্রৈঃ প্রাণান্ পরস্পরম্॥ ৩০ ॥
রুষা মিথো মিলদ্দন্তিদন্তসংঘর্ষজোঽনলঃ।
যোধান্ শস্ত্রহৃতপ্রাণানদহৎ সহসারিভিঃ॥ ৩১ ॥

াগণ শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া হুঙ্কারশব্দে শরসন্ধান করিতে লাগিল॥ ২৪ ॥ অশ্ব-
ার মস্তক খড়্গ দ্বারা কর্ত্তিত হইলেও তাহারা ভূপতিত হইবার অগ্রে করবাল-
ারিত শত্রুদিগকে পাতিত করিল॥ ২৫ ॥ বীরগণের মস্তক শস্ত্র দ্বারা ছেদিত
া পতিত হইলেও তাহারা দন্ত দ্বারা ওষ্ঠদংশন পূর্ব্বক ভীমবেগে ক্রোধভরে
র অভিমুখে ধাবিত হইল॥২৬॥ মহাযোদ্ধগণের মস্তকসকল অর্দ্ধচন্দ্রবাণে কর্ত্তিত
লে, শ্যেনপক্ষীরা উহা চরণ দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক উড্ডীন হইয়া ভূরিপরিমাণে
রতল পরিব্যাপ্ত করিল॥ ২৭ ॥ পদাতি ও অশ্বারোহিগণ সম্মুখাগত হস্তিবৃন্দের
াপরি আরূঢ় হইয়া রোষভরে গজারোহিগণের প্রাণ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত
ল॥ ২৮ ॥ গজারোহীরা শস্ত্র দ্বারা ছেদিত হইলে হস্তিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ
াতে বোধ হইল যেন, প্রলয়কালীন বায়ুবিকম্পিত পর্ব্বত সকল শোভা
তেছে॥ ২৯ ॥ হস্তিগণ পরস্পর যুদ্ধার্থ মিলিত হইলে যোদ্ধৃবৃন্দ শস্ত্র দ্বারা
লে যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল॥ ৩০ ॥
গণ রোষবশে পরস্পর মিলিত হইলে তাহাদের দন্তঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি
ত লাগিল; সেই অগ্নি শত্রু কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাতে বিনাশিত বীরগণকে দগ্ধ করিয়া

আক্ষিপ্তা অপি দন্তীন্দ্রৈঃ কোপনৈঃ পত্তয়ঃ পরম্।
তদসূনহরন্ খড়্গঘাতৈঃ স্বস্য পুরঃ প্রভোঃ ॥ ৩২ ॥
উৎক্ষিপ্য করিভির্দূরান্মুক্তানাং যোধিনাং দিবি।
প্রাপি জীবাত্মভির্দিব্যা গতির্বা বিগ্রহৈর্মহী ॥ ৩৩ ॥
খড়্গৈর্খরধারালৈর্নিহত্য করিণাং করান্।
তৈর্ভুবাপি সমং বিদ্ধান্ সন্তোষং ন ভটা যযুঃ ॥ ৩৪ ॥
আক্ষিপ্যাভিদিবং নীতাঃ পত্তয়ঃ করিভিঃ করৈঃ।
দিব্যাঙ্গনাভিরাদাতুং রক্তাভির্দ্রুতমীষিরে ॥ ৩৫ ॥
ধন্বিনস্তুরগারূঢ়া গজারোহান্ শরৈঃ ক্ষতান্।
প্রত্যৈচ্ছন্ মূর্চ্ছিতান্ ভূয়ো যোদ্ধুমাশ্বাসতশ্চিরম্ ॥ ৩৬ ॥
ক্রুদ্ধস্য দন্তিনঃ পত্তির্জ্জিঘৃক্ষোরসিনা করম্।
নির্ভিদ্য দন্তমুসলাবারুরোহ জিঘৃক্ষয়া ॥ ৩৭ ॥
খড়্গেন মূলতো হত্বা দন্তিনো রদনদ্বয়ম্।
প্রাতিপক্ষ্যে প্রবিষ্টোঽপি পদাতির্নিরগাদ্‌দ্রুতম্ ॥ ৩৮ ॥

ফেলিল ॥ ৩১ ॥ পদাতি বীরগণ মহাগজসকল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, সেই সব গজারোহী খড়্গাঘাতে সন্মুখাগত হস্তীদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ৩২ হস্তিগণ শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া বীরগণের প্রাণ বিনাশ করিলে তাহাদিগে জীবাত্মা স্বর্গীয় গতি লাভ করিল; কেবল দেহ ভূতলে পড়িয়া রহিল॥ ৩৩ বীরগণ অতিতীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা হস্তিগণের শুণ্ডাদণ্ড ভূমির সহিত কর্ত্তিত করি ফেলিল; (কর্ত্তিত শুণ্ডাদণ্ড ভূতলে প্রোথিত হইল); তথাপি যোদ্ধগণ (পূর্ণ পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইল না ॥ ৩৪ ॥ পদাতিগণ করিগণের শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা উৎক্ষি হইয়া স্বর্গাভিমুখে নীত হইলে অনুরাগবতী দিব্যাঙ্গনারা সত্বর উপস্থিত হই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন। (যুদ্ধে যাহাদের মৃত্যু হয়, সুর বালারা সাদরে তাহাদিগকে বরণ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৫ ॥ ধনুর্দ্ধারী ও অশ্ব রোহিগণ গজারোহীদিগকে বাণবিক্ষত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলা তাহাদিগের চৈতন্যোদয়ের প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অবস্থিত রহিল ॥ ৩৬ ॥ কো পদাতিবীর ক্রুদ্ধ জিঘৃক্ষু হস্তীর শুণ্ডাদণ্ড খড়্গাঘাতে ছেদন পূর্ব্বক তাহার মুসলাকা গ্রহণার্থ তদুপরি আরোহণ করিল ॥ ৩৭ ॥ কোন পদাতি প্রতিপক্ষে

করেণ করিণা বীরঃ স্বগৃহীতোঽপি কোপিনা ।
অসিনাসূন্ জহারাশু তস্যৈব স্বয়মক্ষতঃ ॥ ৩৯ ॥
তুরঙ্গী তুরগারূঢ়ং প্রাসেনাহত্য বক্ষসি ।
পততস্তস্য নাজ্ঞাসীৎ প্রাসঘাতং স্বকে হৃদি ॥ ৪০ ॥
দ্বিষা প্রাসহৃতপ্রাণো বাজিপৃষ্ঠদৃঢ়াসনঃ ।
হস্তোদ্ধৃতমহাপ্রাসো ভুবি জীবন্নিবাভ্রমৎ ॥ ৪১ ॥
তুরঙ্গসাদিনং শস্ত্রহৃতপ্রাণং গতং ভুবি ।
অবদ্ধোঽপি মহাবাজী ন সাশ্রুনয়নোঽত্যজৎ ॥ ৪২ ॥
ভল্লেন শিতধারেণ ভিন্নোঽপি রিপুনাশ্বগঃ ।
নামূর্চ্ছৎ কোপতো হন্তুমিয়েষ প্রপতন্নপি ॥ ৪৩ ॥
মিথঃ প্রাসাহতৌ বাজিচ্যুতৌ ভূমিগতৌ রুষা ।
শক্ত্যা যুযুধতুঃ কৌচিৎ কেশাকেশি ভুজাভুজি ॥ ৪৪ ॥

মধ্যে প্রবেশ ও খড়্গ দ্বারা (প্রতিপক্ষীয়) হস্তীর দন্তদ্বয় আমূল উৎপাটন
ক তৎক্ষণাৎ (হস্তী পতিত হইতে না হইতে) তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া
সল ॥৩৮॥ হস্তী কুপিত হইয়া শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা আক্রমণ করিলেও কোন বীর অসি-
রে তৎক্ষণাৎ সেই হস্তীর প্রাণ বিনাশ করিল ; কিন্তু স্বয়ং অক্ষত অবস্থায়
ল॥৩৯॥ কোন অশ্বারোহী প্রতিপক্ষীয় অশ্বারোহীর বক্ষে প্রাসাস্ত্র প্রহার করিলে,
আহত বীর যখন পতিত হয়, তখন তাহার হৃদয়ে যে প্রাসাস্ত্র বিদ্ধ হইয়াছে,
। জানিতে পারিল না ॥ ৪০ ॥ কোন বীর শত্রুর প্রাসাস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াও
পৃষ্ঠে দৃঢ়ভাবে উপবেশন ও হস্তে তীক্ষ্ণ প্রাসাস্ত্র ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে জীবিতের
ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥৪১॥ কোন অশ্বারোহী শস্ত্রাঘাতে হৃতপ্রাণ হইয়া ভূতলে
ত হইলে, তাহার অশ্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইয়াও (পলায়নে সমর্থ হইয়াও প্রভুর
জনিতশোকে কাতর হইয়া) প্রভুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল না ;
পূর্ণ-নেত্রে সেই স্থানেই অবস্থিত রহিল ॥ ৪২ ॥ কোন অশ্বারোহী শত্রু কর্ত্তৃক
ধার ভল্লাস্ত্রে বিদারিত ও পতিত হইয়াও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল না ; অধিকন্তু
বশে শত্রুকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৪৩ ॥ দুই জন অশ্বারোহী পরস্পর
ত হওয়ায় অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইয়াও রোষবশে সবলে কেশাকেশি ও
হাতি যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৪ ॥ রথিগণ কর্ত্তৃক রথীরা বিনষ্ট হইলে

রথিনো রথিভির্বাণৈর্হৃতপ্রাণা দৃঢ়াসনাঃ।
ক্ষতকার্ম্মুকসন্ধানাঃ সপ্রাণা ইব মেনিরে ॥ ৪৫ ॥
ন রথী রথিনং ভূয়ঃ প্রাহরচ্ছস্ত্রমূর্চ্ছিতম্।
প্রত্যাশ্বসন্তমন্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠদ্যুধি লোভতঃ ॥ ৪৬ ॥
অন্যোন্যং রথিনৌ কৌচিদ্‌গতপ্রাণৌ দিবং গতৌ।
একামপ্সরসং প্রাপ্য যুযুধাতে বরায়ুধৌ ॥ ৪৭ ॥
মিথোঽর্দ্ধচন্দ্রনির্লূনমূর্দ্ধানৌ রথিনৌ রুচা।
খেঁচরৌ ভুবি নৃত্যন্তৌ স্বকবন্ধাবপশ্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥
রণাঙ্গণে শোণিতপঙ্কপিচ্ছিলে, কথং কথঞ্চিন্ননৃতুর্ধৃতায়ুধাঃ।
নদৎসু তূর্য্যেষু পরেতযোষিতাং, গণেষু গায়ৎসু কবন্ধরাজয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
ইতি সুররিপুর্বৃত্তে যুদ্ধে সুরাসুরসৈন্যয়ো
রুধিরসরিতাং মজ্জদ্দন্তিব্রজেষু তটেষ্বলম্।
অরুণনয়নঃ ক্রোধাদ্ভীমভ্রমদ্ভ্রূকুটীমুখঃ,
সপদি ককুভামীশানভাগমৎ স যুযুৎসয়া ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সংগ্রামবর্ণনং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।

তাহাদিগের হস্তস্থিত শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল; কিন্তু অচঞ্চলভাবে আসনোপবিষ্ট থাকায় জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ॥৪৫॥ রথী রথীকে প্রহার-মূর্চ্ছিত দেখিয়া আর প্রহার করিল না; কিন্তু পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহার চৈতন্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।৪৬। শ্রেষ্ঠাস্ত্রধারী কোন রথিদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল; কিন্তু সেখানে গিয়াও একটি অপ্সরাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উভয়ে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥ কান্তিমান্ দুই জন রথীর মস্তক পরস্পর অর্দ্ধচন্দ্রবাণে ছেদিত হইলে সেই মস্তকদ্বয় শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে ভূতলে স্থিত নিজ নিজ কবন্ধমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল ॥৪৮॥ শোণিতপঙ্কে পিচ্ছিল রণক্ষেত্রে তূর্য্যধ্বনি নিনাদিত ও প্রেতনারীগণ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে অস্ত্রধারী কবন্ধ সকল (দণ্ডায়মান হইয়া) অতি কষ্টে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥৪৯॥ এই প্রকারে সুরাসুরযুদ্ধ আরম্ভ হইলে রণস্থলে রুধিরনদী প্রবাহিত হইল, হস্তিগণ সেই নদীতে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। তখন তারকাসুর রোষভরে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া ভীষণ ভ্রূকুটিভঙ্গিময়মুখে যুদ্ধার্থ ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের অভিমুখে গমন করিল ॥ ৫০ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

ভ্যুপেতমথ দৈত্যপতিং পুরস্তাৎ, সংগ্রামকেলিকুতুকেন ঘনপ্রমোদম্।
ং মদেন মিমিলুঃ ককুভামধীশা, বাণান্ধকারিত-দিগম্বরগর্ভমেত্য ॥ ১॥
ষাং পরিবৃঢ়ো বিকটং বিহস্য, বাণাবলীভিরমরান্ বিকটান্ ববর্ষ।
নব প্রবরবারিধরো গরিষ্ঠানদ্রিঃ পরাভিরথ গাঢ়মনারতাভিঃ ॥২ ॥
যৎপ্রভৃতিদিক্পতিচাপমুক্তা, বাণাঃ শিতা দনুজনায়কবাণসংঘান্।
তার্ক্ষ্যনিবহা ইব নাগপূগান্, সদ্যো বিচিচ্ছিদুরলং কণশো রণান্তে ॥৩
প্রজ্বলৎফলমুখৈর্বিষমৈঃ সুরারিনামাঙ্কিতৈঃ পিহিতদিগ্গগনান্তরালৈঃ।
াদিতস্তৃণচয়ানিব হব্যবাহশ্চিচ্ছেদ সোঽপি সুরসৈন্যশরান্ শরৌঘৈঃ ॥৪॥
শ্বরো জ্বলিতরোষবিশেষভীমঃ, সদ্যো মুমোচ যুধি যান্ বিশিখান্ সহেলঃ।
াপুরুদ্ভটভুজঙ্গমভীমভাবং, গাঢ়ং ববন্ধুরপি তাংস্ত্রিদশেন্দ্রমুখ্যান্ ॥ ৫॥

নন্তর ইন্দ্রাদি দিক্পালগণ দেখিলেন, অসুরপতি তারক সম্মুখে উপস্থিত ছে। রণক্রীড়াজনিত কৌতুহলবশে সে মহা আনন্দে পরিপূর্ণ; সে বাণরাশি করিয়া দিক্সকল ও অম্বরতল অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে দিক্পতিগণ গর্ব্বভরে যুদ্ধার্থ মিলিত হইলেন ॥ ১ ॥ তদনন্তর মহামেঘ অবিচ্ছিন্ন জলবর্ষণ দ্বারা অত্যুন্নত পর্ব্বত সকলকে আবৃত করে, সেইরূপ তারকাসুর বিকট হাস্যসহকারে শরজালবর্ষণ দ্বারা মহাপরাক্রম দেব- গাঢ়তররূপে আচ্ছাদিত করিল ॥ ২ ॥ গরুড় যেমন সর্পগণকে চূর্ণ করে, প যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দিক্পতিগণের ধনুর্ম্মুক্ত তীক্ষ্ণবাণ সকল ক্ষণকালমধ্যেই তি তারকাসুরের বাণসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৩ ॥ যমন তৃণসমূহকে আবৃত করে, সেইরূপ দেবগণের শরজালে আচ্ছাদিত তারকাসুর নিজনামাঙ্কিত, প্রদীপ্তমুখ, ভীষণ বাণসমূহ দ্বারা পূর্ব্বাদি দিক্ ও ল আচ্ছাদিত করিয়া দেবগণের শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৪ ॥ াজ তারক প্রজ্বলিতরোষভরে ভীষণমূর্ত্তি ধরিয়া অবজ্ঞাভরে যুদ্ধে যে সকল রিত্যাগ করিল, সেই সকল শর ভীষণ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ ইন্দ্রাদি দেবগণকে গাঢ়তররূপে বন্ধন করিল। (সুরগণ নাগপাশে বদ্ধ

তে নাগপাশবিশিখৈরসুরেণ বদ্ধাঃ, শ্বাসানিলাকুলমুখা বিমুখা রণস্য।
দিঙ্‌নায়কা বলরিপুপ্রমুখাঃ স্মরারিসূনোঃ সমীপমগমন্ বিপদন্তহেতোঃ॥
দৃষ্টিপ্রপাতবশতোঽপি পুরারিসূনোস্তে নাগপাশঘনবন্ধবিপত্তিদুঃখাৎ।
ইন্দ্রাদয়ো মুমুচিরে স্বয়মস্য দেবাঃ,সেবাং ব্যধুর্নিকটমেত্য মহাজিগীষোঃ॥
উদ্দীপ্তকোপদহনোঽথ সুরেন্দ্রশত্রুরহ্নায় সারথিমবোচত চণ্ডবাহুঃ।
বদ্ধা ময়া সুরপতিপ্রমুখাঃ প্রসহ্য, বালস্য ধূর্জটিসুতস্য নিরীক্ষণেন॥৮॥
মুক্তা বভূবুরধুনা তদিমান্ বিহায়, কর্ত্তাস্ম্যমুং সমরভূমিপশূপহারম্।
তৎ স্যন্দনং সপদি বাহয় শম্ভুসূনুং, দ্রষ্টাস্মি দর্পিতভুজাবলমাহবায়॥৯॥
তৎস্যন্দনঃ সপদি সারথিসম্প্রণুন্নঃ, প্রক্ষুব্ধবারিধরধীরগভীরঘোষঃ।
চণ্ডশ্চচাল দলিতাখিলশত্রুসৈন্য-মাংসাস্থিশোণিত-বিপঙ্ক-বিলুপ্তচক্রঃ॥১০
দৃষ্ট্বা রথং প্রলয়বাত-চলদ্গিরীন্দ্রকল্পং দলদ্বলবিরাববিশেষরৌদ্রম্।
অভ্যাগতং সুররিপোঃ সুররাজসৈন্যং,ক্ষোভং জগাম পরমং ভয়বেপমানম্।

হইলেন)॥৫॥ ইন্দ্রাদি দিক্‌পতিগণ অসুর কর্ত্তৃক নাগপাশে বদ্ধ হইয়া র[ণে]
পরাঙ্মুখ হইলেন; তাঁহাদিগের মুখ দীর্ঘনিশ্বাসবায়ুতে আকুল হইয়া উঠি[ল]
তাঁহারা বিপৎপ্রতীকারার্থ শঙ্করনন্দন কার্ত্তিকেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন॥[৬]
ত্রিপুরারিনন্দন কার্ত্তিকেয়ের দৃষ্টিপাতমাত্র দেবগণ নাগপাশবন্ধনরূপ বিপদ্ ও [দুঃখ]
হইতে বিমুক্ত হইলেন। তখন তাঁহারা প্রবল জিগীষু কার্ত্তিকেয়ের নিকট উপ[স্থিত]
হইয়া তাঁহার সেবা (স্তব) করিতে আরম্ভ করিলেন॥৭॥

অনন্তর প্রচণ্ড বাহুবলশালী, রোষাগ্নিপ্রজ্বলিত, দেবশত্রু তারকাসুর তৎক্ষণা[ৎ]
সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার দ্বারা সহসা নাগপা[শে]
বদ্ধ হইয়াও অল্পবয়স্ক কার্ত্তিকেয়ের কৃপাদৃষ্টিতে মুক্তিলাভ করিল; অতএব এখন তু[মি]
সত্বর বাহুবলোদ্ধত ঐ কার্ত্তিকেয়ের নিকট যুদ্ধার্থ রথচালনা কর। আমি যুদ্ধক্ষে[ত্রে]
(উহাকে নিহত করিয়া) শৃগালাদি পশুদিগকে বলি প্রদান করিব। আমি একবা[র]
উহাকে দেখিব অর্থাৎ ঐ কার্ত্তিকেয় কতদূর সামর্থ্যবান্, দেখিতে হইবে।" ৮-৯॥

তখন তারকাসুরের প্রচণ্ড রথ তৎক্ষণাৎ সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রল[য়]
কালীন প্রক্ষুব্ধ মেঘের ন্যায় ধীরগম্ভীরশব্দে প্রস্থিত হইল। তৎকালে সেই রথে[র]
চক্রে শত্রুসৈন্য দলিত হইতে লাগিল; তাহাদিগের মাংস, অস্থি ও শোণিতকর্দমে
চক্র বিলিপ্ত হইয়া গেল॥১০॥ প্রলয়কালীন পবনচালিত পর্ব্বতরাজের তু[ল্য]

ভ্যমাণমবলোক্য দিগীশসৈন্যং, শম্ভোঃ সুতং সমরকেলিকুতূহলোৎকম্।
মদোঃকলিতকার্ম্মুকদণ্ডচণ্ডঃ, প্রোবাচ বাচমুপগম্য স কার্ত্তিকেয়ম্ ॥১২॥
শম্ভুতাপসশিশো ! বত মুঞ্চ মুঞ্চ, দোদর্পমত্র বিরম ত্রিদিবেন্দ্রকার্য্যাৎ ।
ঃ কিমত্র ভবতোঽনুচিতৈরতীব, বালত্বকোমলভুজাতুলভারভূতৈঃ ॥১৩॥
ত্বমেব তনয়োঽসি গিরীশগৌর্য্যোঃ,কিং যাসি কালবিষয়ং বিষমৈঃ শরৈর্মে।
মতোঽপসর জীব পিতুর্জনন্যাঃ,তূর্ণং প্রবিশ্য বরমঙ্কতলং বিধেহি ॥১৪॥
ক্ স্বয়ং কিল বিমৃশ্য গিরীশপুত্র, জম্ভদ্বিষোঽস্য জহিহি প্রতিপক্ষমাশু।
স্বয়ং পয়সি মজ্জতি দুর্বিগাহে,পষাণনৌরিব নিমজ্জয়তে পুরা ত্বাম্ ॥১৫॥
নিশম্য বচনং যুধি তারকস্য, কম্প্রাধরো বিকচকোকনদারুণাক্ষঃ ।
　　ক্ষোভাৎ ত্রিলোচনসুতো ধনুরীক্ষমাণঃ,
　　প্রোবাচ বাচমুচিতাং পরিমৃশ্য শক্তিম্ ॥ ১৬ ॥

অসুররথ সৈন্যগণকে চূর্ণীকৃত করিয়া, তাহাদের আর্ত্তনাদে ভীমমূর্ত্তি ধরিয়া তেছে দর্শন পূর্ব্বক দেবরাজের সৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত ও ক্ষোভ প্রাপ্ত । ॥ ১১ ॥

তখন দিক্‌পতিসৈন্যকে ক্ষুব্ধ ও কার্ত্তিকেয়কে কলহকেলিকৌতুকে উৎসুক য়া তারকাসুর উৎকট বাহুদ্বয়ে ধনুর্দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড হইয়া কুমারের ট উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল ।। ১২ ।। রে শিবতাপসের পুত্র ! আমার বাহুবলপ্রকাশরূপ গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, (আমার বিনাশরূপ) দেবেন্দ্রের কার্য্য- হইতে ক্ষান্ত হও ; তুমি বালক, তোমার বাহুযুগল অত্যন্ত কোমল ; উহা বহু বহন করিতে অসমর্থ ; অতএব আমার প্রতি অনুপযুক্ত (কৃপাণাদি) শস্ত্রপ্রয়োগে ফল ? (আমার প্রতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে) ॥১৩॥ তুমি গৌরীর একমাত্র পুত্র, আমার ভীষণ শরজাল দ্বারা কেন শমনগৃহে যাইতে উদ্যত তেছ ? এখন যুদ্ধ হইতে অপসৃত হও, (দূরে প্রস্থান কর) ; জীবনরক্ষা কর, শীঘ্র -জননীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বরণীয় ক্রোড়দেশে আশ্রয় লও ॥১৪॥ গিরিশপুত্র ! তুমি স্বয়ং সম্যক্ বিবেচনা করিয়া জম্ভারি ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ আমাকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র প্রস্থান কর। ঐ ইন্দ্র স্বয়ং অতলস্পর্শ জলে নিমগ্ন পাষাণ- কার ন্যায় আপনি মগ্ন হইবার পূর্ব্বে তোমাকে নিমগ্ন করিয়া ফেলিবে ॥ ১৫ ॥ তারকাসুরের এইরূপ (গর্ব্বিত) বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষবশে ত্রিনেত্রনন্দন রের অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, নেত্রদ্বয় রক্তপদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ হইল,

দৈত্যাধিরাজ ভবতা যদবাদি গর্ব্বাৎ, তৎ সর্ব্বমপ্যুচিতমেব তবৈব কিন্তু।
দ্রষ্টাস্মি তে প্রবরবাহুবলং বরিষ্ঠং, শস্ত্রং গৃহাণ কার্ম্মুকমাততজ্যম্॥ ১৭।
ইত্যুক্তবন্তমবদৎ ত্রিপুরারিপুত্রং, দৈত্যঃ ক্রুধৌষ্ঠমধরং কিল নির্বিভিদ্য।
যুদ্ধার্থমুদ্ভটভুজাবল-দর্পিতোঽসি, বাণান্ সহস্ব মম সাদিতশত্রুপৃষ্ঠান্॥১৮।
দুষ্প্রেক্ষণীয়মরিভির্ধনুরাততজ্যং, সদ্যো বিধায় বিষমান্ বিশিখান্ ন্যধত্ত।
সক্রোধভীমভুজগেন্দ্রনিভং স্বচাপং,চণ্ডং প্রপঞ্চয়তি জৈত্রশরৈঃ কুমারে॥১৯
কর্ণান্তমেত্য দিতিজেন বিকৃষ্যমাণং,কোদণ্ডমেতদভিতঃ সুষুবে শরৌঘান্।
ব্যোমাঙ্গনে লিপিকরান্ কিরণপ্ররোহৈঃ, সান্দ্রৈরশেষককুভাং
পলিতং করিষ্ণূন্॥ ২০।
বাণৈঃ সুরারিধনুষঃ প্রসৃতৈরনন্তৈর্নির্ঘোষভীষিতভটো লসদংশুজালৈঃ।
অন্ধীকৃতাখিলসুরেশ্বরসৈন্য ঈশসূনুঃ কুতোঽপি বিষয়ং ন জগাম দৃষ্টেঃ॥২১

তিনি শরাসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তিনামক অস্ত্র স্পর্শ পূর্ব্বক আত্মানুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥ "হে দৈত্যাধিরাজ! তুমি গর্ব্বভরে যাহা বলিলে তোমার পক্ষে তাহা সঙ্গত; কিন্তু আমি তোমার সুমহৎ প্রবল বাহুবল প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব অস্ত্র গ্রহণ কর, শরাসনে জ্যাসংযোজনা কর॥" ১৭।

ত্রিপুরারিনন্দন কার্ত্তিকেয় এই কথা বলিলে তারকাসুর রোষবশে অধরোষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক বলিল, "(হে শিশো!) তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উৎকট ভুজবলে দর্পিত হইয়াছ; অতএব আমার যে সকল শর শত্রুদিগের পৃষ্ঠদেশ বিদারিত করে, তাহা সহ্য কর। (আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কিন্তু তোমার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না)॥ ১৮॥"

অনন্তর কুমার রোষবশে ভীমমূর্ত্তি সর্পরাজ-সদৃশ প্রচণ্ড কার্ম্মুকে জয়সাধন বাণ সমূহ যোজনা করিলে, সেই তারকাসুরও তৎক্ষণাৎ বিপক্ষগণের দুষ্প্রেক্ষ্য শরাসনে বিস্তৃত জ্যারোপণ পূর্ব্বক ভীষণ শর সকল যোজনা করিল॥ ১৯॥ দিতিনন্দন তারকাসুর কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ কোদণ্ড আকর্ণ আকৃষ্ট হইয়া শরজাল উৎপাদন করিল। বোধ হইল যেন, ঐ সকল শরজাল নিবিড় কিরণাঙ্কুরমালা দ্বারা গগন-প্রাঙ্গণে চিত্রকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক দিগঙ্গনাগণের বার্দ্ধক্যজনিত শুক্লতা উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে অর্থাৎ অসুরপ্রক্ষিপ্ত বাণজালের কিরণে দশদিক্ শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল॥ ২০॥ শরজালের শব্দে যোদ্ধগণ ভীত হইয়া উঠিল, দেবেন্দ্রের

বেন মন্মথরিপোস্তনয়েন গাঢ়মাকর্ণকৃষ্টমভিতো ধনুরাততজ্যম্।
গানসৃত নিশিতান্ যুধি যান্ সুজৈত্রাস্তৈঃ সায়কা বিভিদিরে সহসা
সুরারেঃ ॥ ২২ ॥
জে সুরারিশরদুর্দ্দিনকে নিরস্তে, সত্ত্বস্তরাং নিখিলখেচরখেদহেতৌ।
বঃ প্রভাপ্রভুরিব স্মরশত্রুসূনুঃ, প্রদ্যোতনঃ সুঘনদুর্দ্ধরধামধামা ॥ ২৩ ॥
ত্রাথ দুঃসহতরং সমরে তরস্বী, ধামাধিকং দধতি ধীরতরং কুমারে।
য়াময়ং সমরমাশু মহাসুরেন্দ্রো, মায়াপ্রচারচতুরো রচয়াঞ্চকার ॥ ২৪ ॥
হ্নায় কোপকলুষো বিকটং বিহস্য, ব্যর্থং সমর্থ্য বরশস্ত্রযুধং কুমারে।
ঞূর্জগদ্বিজয়দুর্ললিতঃ সহেলং, বায়ব্যমস্ত্রমসুরো ধনুষি ন্যধত্ত ॥ ২৫ ॥
ন্ধানমাত্রমপি যস্য যুগান্তকালভূতভ্রমং পরুষভীষণঘোরঘোষঃ।
দ্ধূতধূলিপটলৈঃ পিহিতাম্বরাশঃ, প্রচ্ছন্নচণ্ডকিরণো ব্যসরৎ সমীরঃ ॥২৬॥

গ্র সৈন্যমণ্ডলী অন্ধীকৃত (আচ্ছাদিত) হইল; দেবশত্রু তারকাসুরের কার্ম্মুক-
সৃত, দীপ্যমান-জ্যোতির্বিশিষ্ট অসংখ্য শর দ্বারা শঙ্করনন্দন কার্ত্তিকেয় কোন
ক্তিরই দর্শনগোচর হইলেন না। (বাণজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন) ॥ ২১ ॥
তদনন্তর মদনারি শঙ্করের পুত্র কার্ত্তিকেয় গাঢ়ভাবে আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক
াসনে জ্যারোপণ করিলে, সেই শরাসন হইতে চতুর্দ্দিকে যে সকল তীক্ষ্ণ শরজাল
ৎপন্ন হইল, তদ্দ্বারা সুরারি তারকাসুরের জয়শীল বাণসমূহ সহসা খণ্ড খণ্ড
ইয়া পড়িল ॥ ২২ ॥ সমস্ত বিমানচারিগণের ক্লেশের কারণস্বরূপ তারকাসুরকৃত
শরবর্ষণ নিবারিত হইলে, সহসা স্মরারিনন্দন কার্ত্তিকেয়দেব সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান
নিরতিশয় দুর্দ্ধর তেজোরাশির আধারস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৩॥
অনন্তর কার্ত্তিকেয় রণক্ষেত্রে দুঃসহতর অতিগম্ভীর সুমহৎ তেজ ধারণ করিলে
য়াপ্রকাশে সুচতুর মহাবল তারক আশু মায়াযুদ্ধের অবতারণা করিল ॥ ২৪ ॥
কার্ত্তিকেয়ও সেই মায়া বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন)। প্রধান প্রধান অস্ত্র দ্বারাও
র্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করা নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডজয় হেতু দুর্ব্বিনীত,
শীল সেই তারকাসুর সহসা রোষকলুষ হইয়া বিকট হাস্য সহকারে অবজ্ঞার
হিত শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র যোজনা করিল ॥ ২৫ ॥ ঐ অস্ত্রসন্ধানমাত্র কর্কশ, ভীষণ
গম্ভীর শব্দ সহকারে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া
গনতল ও দিক্সমূহ আচ্ছাদিত করিল; তীক্ষ্ণরশ্মি সূর্য্যদেব আবৃত হইয়া
ড়িলেন এবং প্রলয়কালীন ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তি উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥ সুরসৈন্য-

কুন্দোজ্জ্বলানি সকলাতপবারণানি, ধূতানি তেন মরুতা সুরসৈনিকানাম্।
উড্ডীয়মানকলহংসকুলোপমানি, মেঘাভধূলিমলিনে নভসি প্রসস্রুঃ॥ ২৭॥
বিধ্বস্য তেন সুরসৈন্যমহাপতাকা, নীতা নভঃস্থলমলং নবমল্লিকাভাঃ।
স্বর্গাপগাজলমহৌঘসহস্রলীলাং, ব্যাতেনিরে দিবি সিতাম্বরকৈতবেন॥২৮॥
ধূতানি তেন সুরসৈন্যমহাগজানাং, সদ্যঃ শতানি বিধুরাণি দলৎকুথানি।
পেতুঃ ক্ষিতৌ কুপিতবাসববজ্রলূনপক্ষস্য ভূধরকুলস্য তুলাং বহন্তি॥ ২৯॥
তাস্তাঃ খরেণ মরুতা রথরাজয়োঽপি, দোধূয়মাননিপতিষ্ণুতুরঙ্গমাশ্চ।
বিস্রস্তসারথিকুলপ্রবরাঃ সমন্তাদ্ব্যাবৃত্য পেতুরবনৌ সুরবাহিনীনাম্॥ ৩০॥
হিত্বায়ুধানি সুরসৈন্যতুরঙ্গবাহা, বাতেন তে বিধুরাঃ সুরসৈন্যমধ্যে।
শস্ত্রাভিঘাতমনবাপ্য নিপেতুরুর্ব্ব্যাং,স্বীয়েষু বাহনবরেষু পতৎসু সৎসু॥৩১॥
তেনাহতাস্ত্রিদশসৈন্যপদাতয়োঽপি, স্রস্তায়ুধাঃ সুবিধুরাঃ পরুষং রসন্তঃ।
বাত্যাবিবর্ত্তদলবদ্ভ্রমমেত্য দূরং, নিপেতুরম্বরতলাদ্বসুধাতলেঽস্মিন্॥ ৩২॥

গণের কুন্দপুষ্পতুল্য উজ্জ্বল (শ্বেতবর্ণ) ছত্রসকল সেই বায়ুবেগে চালিত ও কলহংস-পংক্তির ন্যায় উড্ডীয়মান হইয়া মেঘবৎ আভাবিশিষ্ট ধূলির্মলিন আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল॥ ২৭॥ সুরসৈন্যগণের নবমল্লিকাপুষ্পবৎ সুদৃশ্য পতাকারাজি ঐ বায়ুবেগে নিরতিশয় খণ্ড খণ্ড হইয়া গগনমার্গে নীত হইলে বোধ হইল যেন, আকাশনদী মন্দাকিনীর জলপ্রবাহ খণ্ড খণ্ড বসনচ্ছলে সহস্র সহস্র প্রকারে লীলা বিস্তার করিতেছে॥ ২৮॥ দেবসেনাস্থিত শত শত মহাগজ সেই বায়ুবেগে চালিত ও কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল; তাহাদিগের পৃষ্ঠস্থিত আস্তরণ ছিন্ন হইয়া গেল। দেবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র দ্বারা পক্ষচ্ছেদ করিলে পর্বতের যেরূপ অবস্থা ঘটে, ঐ সকল হস্তী তৎকালে সেইরূপ সাদৃশ্য ধারণ করিল॥২৯॥ সেই প্রচণ্ড বায়ুবেগে তুরঙ্গমগণ পুনঃ পুনঃ কম্পিত ও নিপতিত হইতে লাগিল, সারথিপ্রবরগণ বিস্রস্ত হইল; এইরূপে দেববাহিনীর রথসমূহ সমন্তাৎ পর্য্যাকুল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল॥ ৩০॥ সেই বায়ুবেগে কাতর হইয়া সুরসৈন্যমণ্ডলীস্থ অশ্বারোহীরা সৈন্যদলমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল; তাহারা অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইল না বটে, কিন্তু স্ব স্ব ঘোটকরাজ ভূতলে পতিত হওয়াতে আপনারাও ধরাতলে নিপতিত হইল॥ ৩১॥ সুরগণের পদাতি সৈন্যেরা বীরশ্রেষ্ঠ হইয়াও সেই বায়ুবেগে তাড়িত ও অতিশয় কাতর হইল; তাহাদিগের হস্ত

; বিলোক্য সুরসৈন্যমথো অশেষং, দৈত্যেশ্বরেণ বিধুরীকৃতমস্ত্রযোগাৎ ।
াকনাথকমলাকুশলৈকহেতুর্দিব্যং প্রভাবমতনোদতনুঃ স দেবঃ ॥ ৩৩ ॥
নাজ্ঝিতং সকলমেব সুরেন্দ্রসৈন্যং,স্বাস্থ্যং প্রপদ্য পুনরেব যুধি প্রবৃত্তম্।
াসৃজদ্দহনদৈবতমস্ত্রমিদ্ধমুদ্দীপ্তকোপদহনঃ সহসা সুরারিঃ ॥ ৩৪ ॥
তিকালজলদদ্যুতয়ো নভোঽন্তে, গাঢ়ান্ধকারিতদিশো ঘনধূমসংঘাঃ ।
; প্রসস্রুরসিতোৎপলদামভাসো,দৃগ্‌গোচরত্বমখিলং ন হি সন্নয়ন্তঃ ॥৩৫॥
চক্রবালগিলনৈর্মলিনৈস্তমোভির্লিপ্তং নভঃস্থলমলং ঘনবৃন্দসান্দ্রৈঃ ।
বিলোক্য মুদিতাঃ খলু রাজহংসা,গন্তুং সরঃ সপদি মানসমীষুরুচ্চৈঃ ॥৩৬
াল বহ্নিরতুলঃ সুরসৈনিকেষু, কল্পান্তকালদহনপ্রতিমঃ সমন্তাৎ ।
ামুখানি বিমলান্যখিলানি কীলাজালৈরলং কপিলয়ন্ সকলং নভোঽপি।৩৭

ত অস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িল ; তাহারা কঠোর-স্বরে চীৎকার করিতে করিতে যাবিতাড়িত পত্রবৎ নিরতিশয় বিঘূর্ণিত হইয়া অম্বরতল হইতে ভূমিতলে তিত হইল ॥ ৩২ ॥

এই প্রকারে অসুররাজ তারক কর্ত্তৃক বায়ব্যাস্ত্রপ্রভাবে সমগ্র সুরসৈন্যকে াড়িত দেখিয়া শস্ত্রাদিকুশল কার্ত্তিকেয়দেব অলোকসামান্য প্রভাব বিস্তারিত লেন। এই প্রভাবই দেবরাজের স্বর্গলক্ষ্মীপ্রত্যাহরণের একমাত্র নিদান ॥৩৩॥ ন্দ্রের সৈন্যসকল কার্ত্তিকেয়ের প্রভাবে বায়ব্যাস্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; তদ্দর্শনে সুররিপু তারকাসুর রোষানলে লিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিল ॥ ৩৪ ॥ তখন কালীন নীলমেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নীলোৎপলমালার ন্যায় দীপ্তিমান্, নিবিড় াশি পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ অন্ধকার করিয়া সমস্ত জগৎ দৃষ্টির অগোচর করিয়া ল এবং (দেখিতে দেখিতে) সেই ধূমরাশি গগনপ্রান্তে বিস্তৃত হইয়া ল ॥ ৩৫ ॥ এইরূপে দিক্‌চক্রবাল আচ্ছাদিত করিয়া জলদজালবৎ নিবিড়, ন. কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি গগনমণ্ডল নিরতিশয়রূপে আচ্ছাদিত করিলে, রাজহংস- (মেঘোদয়ভ্রমে) পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মানস-সরোবরে গমন করিতে লাষী হইল। (বর্ষাকালেই রাজহংসেরা মানস-সরোবরে গমন করে, ধূমরাশি ন মেঘোদয়-ভ্রম হওয়ায় তাহারা বর্ষার অভ্যুদয় মনে করিয়া মানসসরোবরে তে উদ্যত হইল) ॥ ৩৬ ॥ কল্পান্তকালীন কালাগ্নিসন্নিভ অতুলনীয় সেই অগ্নি

উজ্জাগরস্য দহনস্য নিরর্গলস্য, জ্বালাবলীভিরতুলাভিরনারতাভিঃ।
কীর্ণং পয়োদনিবহৈরিব ধূমসংঘৈর্ব্যোমাভ্যলক্ষ্যত কুলৈস্তড়িতামিবোচ্চৈঃ॥
গাঢ়াস্তয়াৎ বিয়তি বিদ্রুতখেচরেণ, দীপ্তেন তেন দহনেন সুদুঃসহেন।
দন্দহ্যমানমখিলং সুররাজ-সৈন্যমত্যাকুলং শিবসুতস্য সমীপমাপ॥ ৩৯॥
ইত্যগ্নিনা ঘনতরেণ ততোঽভিভূতং, তদ্দেবসৈন্যমখিলং বিকলং বিলোক্য।
সস্মেরবক্ত্রকমলোঽন্ধকশক্রসূনুর্বাণাসনেন সমধত্ত স বারুণাস্ত্রম্॥ ৪০॥
ঘোরান্ধকারনিকরপ্রতিমো যুগান্তকালানলপ্রবলধূমনিভো নভোঽন্তে।
গর্জ্জারবৈর্বিঘটয়ন্নবনীধরাণাং, শৃঙ্গাণি মেঘনিবহো ঘনমুজ্জগাম॥ ৪১॥
বিদ্যুল্লতা বিয়তি বারিদবৃন্দমধ্যে, গম্ভীর-ভীষণরবৈঃ কপিশীকৃতাশা।
ঘোরা যুগান্তচলিতস্য ভয়ঙ্করাথ, কালস্য লোলরসনেব চমচ্চকার॥ ৪২॥
কাদম্বিনী বিরুরুচে বিষকণ্ঠিকাভিরুত্তালকালরজনীজলদাবলীভিঃ।
ব্যোম্ন্যুচ্চকৈরচিররুক্‌পরিদীপিতাংশাদৃষ্টিচ্ছিদা বিষমঘোষবিভীষণা চ॥৪৩॥

জ্বালামালা দ্বারা সমগ্র নির্ম্মল দিক্ ও নভস্তল নিরতিশয় কপিলবর্ণ করত সুরসৈন্যগণের মধ্যে সমন্তাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল॥ ৩৭॥ সেই প্রতিবন্ধরহিত প্রজ্বলিত অগ্নির অতুলনীয় অবিচ্ছিন্ন জ্বালামলা এবং মেঘসদৃশ ধূমরাশি দ্বারা গগনতল পরিব্যাপ্ত হইলে বোধ হইল যেন, বিদ্যুৎরাশিতে সমাকীর্ণ হইয়াছে॥৩৮॥ সেই তারকাসুর-প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রোত্থিত অগ্নির ভয়ে সূর্য্যাদি গগনচারিগণ পলায়ন করিলেন। তখন সেই সুদুঃসহ বহ্নি কর্তৃক দহ্যমান ও আকুলিত হইয়া সমগ্র দেবসৈন্য শিবনন্দন কার্ত্তিকেয়ের নিকট উপস্থিত হইল॥ ৩৯॥

অনন্তর এই প্রকারে ঘনতর অগ্নি দ্বারা সুরসৈন্যগণকে অভিভূত ও বিকল দেখিয়া অন্ধকারিনন্দন কার্ত্তিকেয় ঈষদ্ধাস্য সহকারে শরাসনে বারুণাস্ত্র সন্ধান করিলেন॥ ৪০॥ তখন কল্পান্তকালীন অগ্নির প্রবল ধূমসদৃশ, ঘোরান্ধকাররাশিসন্নিভ জলদজাল গর্জ্জনশব্দে পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া নভোমার্গে নিবিড়ভাবে আবির্ভূত হইল॥ ৪১॥ পরক্ষণেই প্রলয়কালীন চপল যমরাজের ভীষণ লোলরসনার ন্যায় ঘোররূপিণী বিদ্যুল্লতা গগনমার্গে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে দিক্‌সমূহকে কপিশবর্ণ করিয়া সেই মেঘমালামধ্যে আবির্ভূত হওয়াতে সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল॥ ৪২॥ উৎকট, জলপূরিত, কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর ন্যায় ঘোরকৃষ্ণবর্ণ জলদাবলী দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া গগনমার্গে ঘোরগর্জ্জন সহকারে কাদম্বিনী শোভা পাইতে

স্তলং পিদধতাং ককুভাং মুখানি, গর্জ্জারবৈরবিরতৈস্তুদতাং মনাংসি ।
ভৃতামতিতরামনণীয়সীভির্ধারাবলীভিরভিতো ববৃষে সমূহৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ন্ধকারপটলৈঃ পিহিতাম্বরাণাং, গম্ভীরগর্জ্জনরবৈর্ব্যথিতাসুরাণাম্ ।
তয়া জলমুচাং বরুণাস্ত্রজানাং,বিশ্বোদরম্ভরিরপি প্রশশাম বহ্নিঃ ॥৪৫॥
াঽপি রোষকলুষো নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈরাকর্ণকৃষ্টধনুরুৎপতিতৈঃসুভীমৈঃ ।
াতিবিদ্রুতসমস্তসুরেন্দ্রসৈন্যো, গাঢ়ং জঘান মকরধ্বজশত্রুসূনুম্ ॥ ৪৬ ॥
ঽপি দৈত্যবিশিখপ্রকরং সচাপং,বাণৈশ্চকর্ত্ত কণশো রণকেলিকারী ।
ব যোগবিধিশুষ্কমনা যমাদ্যৈঃ,সাংসারিকং বিষয়সঙ্ঘমমোঘবীর্য্যম্ ॥৪৭॥
ভীষণমুখোঽসুরচক্রবর্ত্তী, সন্দীপ্তকোপদহনোঽথ রথং বিহায় ।
ৎকরালকরবালকরোঽসুরেন্দ্রস্তং প্রত্যধাবদভিতস্ত্রিপুরারিসূনুম্ ॥ ৪৮ ॥
াপতন্তমসুরেশ্বরমীশপুত্রো, দুর্বারবাহুবিভবং সুরসৈনিকৈস্তম্ ।
যুগান্তদহনপ্রতিমাং মুমোচ, শক্তিং প্রমোদবিকসদ্বদনারবিন্দঃ ॥৪৯॥

ল। তৎকালে সেই মেঘমালাভ্যন্তরগত বিদ্যুল্লতা দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত উঠিল; সুতরাং দৃষ্টিশক্তির বিঘ্ন ঘটিল না॥ ৪৩॥ তখন গগনতল ও সকল আচ্ছাদন করিয়া, অবিরত গর্জ্জনশব্দ সহকারে লোকের মন বিক্ষুব্ধ া জলধরসমূহ ভূরিপরিমিত ধারাসম্পাতে সমন্তাৎ বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ ॥ ৪৪ ॥ তখন বরুণাস্ত্রজাত মেঘমালা ঘোরতর তিমিররাশি দ্বারা আকাশ াদিত এবং গভীরগর্জ্জনশব্দে অসুরগণকে ব্যথিত করিয়া জলবর্ষণ করিতে কবিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরব্যাপী সেই অগ্নি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল॥ ৪৫ ॥ নন্তর সেই তারকাসুর রোষকলুষিত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট শরাসন হইতে প্ত, নিশিত, ভীষণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা মদনারিনন্দন কার্ত্তিকেয়কে প্রহার করিল। কে সেই অস্ত্র দর্শনে ভীত হইয়া দেবেন্দ্রের সৈন্যগণ পলায়ন করিতে া॥ ৪৬॥ যোগাভ্যাসপ্রভাবে নীরসচিত্ত যোগী যেমন যমনিয়মাদি যোগ-দ্বারা অমোঘবীর্য্য সাংসারিক বিষয় সকল ছেদন করে, রণকেলিপরায়ণ কয়ও সেইরূপ বাণ দ্বারা তারকাসুরের সশর শরাসন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ছেদন ফেলিলেন॥ ৪৭॥ তখন অসুরচক্রবর্ত্তী দৈত্যরাজ তারক কোপাগ্নি-প্রজ্বলিত ভীষণ ভ্রুকুটিকুটিলমুখে দক্ষিণহস্তে ভয়ঙ্কর করবাল উত্তোলন পূর্ব্বক রথ পরি-করিয়া হরনন্দনের অভিমুখে প্রধাবিত হইল॥৪৮॥ দেবসৈন্যগণ যাহার বাহুবল

উদ্দ্যোতিতাম্বরদিগন্তরমংশুজালৈঃ, শক্তিঃ পপাত হৃদি তস্য মহাসুরস্য।
হর্ষাশ্রুভিঃ সহ সমস্ত-দিগীশ্বরাণাং,শোকোষ্ণবাষ্পসলিলৈঃ সহ দানবানাং॥
শক্ত্যা হৃতাসুমসুরেশ্বরমাপতন্তং, কল্পান্তবাতহতভিন্নমিবাদ্রিশৃঙ্গম্।
দৃষ্ট্বা প্ররূঢ়পুলকাঞ্চিতচারুদেহা, দেবাঃ প্রমোদমগমংস্ত্রিদশেন্দ্রমুখ্যাঃ॥৫১
যত্রাপতৎ স দনুজাধিপতিঃ পরাসুঃ, সংবর্ত্তকালনিপতচ্ছিখরীন্দ্রতুল্যঃ।
তত্রাদধাৎ ফণিপতির্ধরণীং ফণাভিস্তদ্ভূরিভারবিধুরাভিরধোব্রজন্তীম্॥৫২
স্বর্গাপগাসলিলসীকরিণী সমন্তাৎ, সৌরভ্যলুব্ধমধুপাবলিসেব্যমানা।
কল্পদ্রুমপ্রসববৃষ্টিরভূন্নভস্তঃ, শম্ভোঃ সুতস্য শিরসি ত্রিদশারিশত্রোঃ॥৫৩
পুলকভরবিভিন্নবারবাণা, ভুজবিভবং বহু তারকস্য শত্রোঃ।
সকলসুরগণা মহেন্দ্রমুখ্যাঃ, প্রমদমুখচ্ছবিসম্পদোঽভ্যনন্দন্॥ ৫৪॥

নিবারণ করিতে সমর্থ নহে, সেই দৈত্যপতি তারকাসুরকে সমীপাগত দেখি হরনন্দন কার্ত্তিকেয়ের মুখকমল আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিল; তিনি প্রল কালীন অগ্নির ন্যায় শক্তিনামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন॥ ৪৯॥ কুমারের শক্তি প্রভাজাল দ্বারা গগনতল ও দিগন্তর প্রদীপ্ত করিয়া দিকৃপালগণের আনন্দা ও অসুরগণের শোকসন্তপ্ত বাষ্পসলিলের সহিত মহাসুর তারকের বক্ষঃস্থ নিপতিত হইল অর্থাৎ অসুররাজের বক্ষঃস্থলে অস্ত্র পতিত হইবামাত্র দিক্‌পা গণের আনন্দাশ্রু ও অসুরসৈন্যদিগের শোকাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল॥৫ প্রলয়কালীন বায়ু দ্বারা আহত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ যেমন বিদারিত হয়, সেই সমীপাগত অসুরপতিকে শক্তি অস্ত্র দ্বারা গতাসু দেখিয়া ইন্দ্রাদিদেবগণ প আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের দেহ আনন্দজনিত পুলকে রোমাঞ্চিত হ উঠিল॥ ৫১॥ প্রলয়কালে যেমন পর্ব্বতপতি নিপতিত হয়, সেইরূপ দৈত্যপ তারক গতাসু হইয়া যে স্থানে পতিত হইল, তাহার দেহের গুরুভারে অ ভূমিভাগ পাতালতলে প্রবেশের উপক্রম করিল; অনন্তদেব অতি কষ্টে ফ সমূহ দ্বারা সেই স্থান ধারণ করিয়া রহিলেন॥ ৫২॥ তখন অসুরশত্রু শম্ভুনন্দ মস্তকে নভোমার্গ হইতে সমন্তাৎ কল্পতরুজাত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ঐ পুষ্প সুরনদী মন্দাকিনীর বারিসীকরস্পর্শে সুশীতল এবং সুগন্ধলুব্ধ মধুপকুল সেই পুষ্পের চারিদিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে॥ ৫৩॥ তখন মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগ দেহে আনন্দবশে রোমাঞ্চ সঞ্জাত হইয়া বর্ম্মভেদ পূর্ব্বক প্রকাশ পাইতে লাগি

চ বিষমশরারেঃ সূনুনা জিষ্ণুনাজৌ, ত্রিভুবনবরশল্যে প্রোদ্ধৃতে দানবেন্দ্রে
রিপুরথ নাকস্যাধিপত্যং প্রপদ্য, ব্যজয়ত সুরচূড়ারত্নঘৃষ্টাগ্রপাদঃ ॥৫৫ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ তারকাসুরবধো নাম
সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

ং তাঁহাদিগের মুখকান্তি সমুজ্জ্বল হইল ; তাঁহারা তারকারি কার্ত্তিকেয়ের
বলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ এই প্রকারে মদনারি
শ্বরের পুত্র জয়শীল কার্ত্তিকেয় সংগ্রামে ত্রিভুবনের শল্যস্বরূপ অসুরেন্দ্র তারককে
লিত (নিহত) করিলে বলনিসূদন ইন্দ্র স্বর্গলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া
যুক্ত হইলেন ; তখন সমস্ত দেবগণ স্ব স্ব চূড়ারত্ন দ্বারা তাঁহার চরণাগ্রে প্রণাম
রিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

কুমারসম্ভবং সমাপ্তম্ ।

রঘুবংশম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

---*---

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ ১ ॥
ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২ ॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩ ॥
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪ ॥
সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্ ॥ ৫ ॥

।ামি শব্দ ও অর্থের প্রতিপত্তির (সম্যক্ জ্ঞানলাভের) নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের ংপৃক্ত (নিত্যসংবদ্ধ) পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥ সূর্য্যসম্ভব বা কোথায় আর আমার অল্পবিষয়া (অল্পবোধশক্তিমতী) বুদ্ধিই বা ায়? আমি মোহবশে ভেলা দ্বারা দুষ্পার সাগর পার হইতে ইচ্ছুক ছি ॥ ২ ॥ আমি মূর্খ হইয়াও কবিযশের প্রার্থী হইয়াছি; সুতরাং বামন লোভবশে উন্নতপুরুষলভ্য ফলগ্রহণের জন্য বাহু উত্তোলন করিয়া উপহসিত ামিও সেইরূপ উপহাসাস্পদ হইব ॥ ৩ ॥ কিংবা সূত্র যেমন সূচি দ্বারা দ্র রত্নের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, আমিও সেইরূপ প্রাচীন সুধীগণপ্রণীত বাক্য-ার দিয়া এই রঘুকুলে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হইব ॥ ৪ ॥ যাঁহারা আজন্ম অভীষ্ট-ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা আরব্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরত

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্ ॥ ৬ ॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭ ॥
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥ ৮ ॥
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্।
তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥ ৯ ॥
তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥ ১০ ॥
বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।
আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যং প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥ ১১ ॥

থাকেন, যাঁহারা আসমুদ্র ক্ষিতির অধীশ্বর, যাঁহাদিগের রথ ত্রিদিবধামে গমনে সক্ষম, যাঁহারা বিধানানুসারে বহ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, যাঁহারা অর্থীদিগকে প্রার্থনানুরূপ ফল দান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা অপরাধ অনুসারে দণ্ডবিধান করেন, যথাকালে রাজকার্য্যে যাঁহারা জাগরিত থাকেন, দানাদিসৎকর্ম্মে ব্যয়ার্থ যাঁহারা ধনসঞ্চয় করেন, সত্যের অনুরোধেই যাঁহারা মিতভাষী, কীর্ত্তিলাভোদ্দেশে যাঁহারা দিগ্বিজয় করেন, বংশরক্ষাই যাঁহাদিগের দারপরিগ্রহের হেতু, শৈশবে যাঁহারা অভ্যস্তবিদ্য, যৌবনকালে যাঁহারা ভোগসুখে লিপ্ত থাকেন এবং বার্দ্ধক্যে যাঁহারা মুনিবৃত্তি ও চরমাবস্থায় যোগবলে দেহ বিসর্জ্জন করেন; আমি তাঁহা গুণরাজিরাজিত রঘুদিগের বংশাবলী কীর্ত্তন করিব। আমার বাক্সম্পত্তি অল্পপরিমিত হইলেও রঘুবংশীয়দিগের গুণপরম্পরা শ্রুতিপুটে প্রবিষ্ট হইয়া যে আমাকে এই অবিবেচকের কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছে ॥ ৫-৯ ॥ আমার এই প্রবন্ধ শ্রবণ করা সদসদ্বিচারক্ষম (পণ্ডিত) ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। কেন না, অগ্নিতে (পরীক্ষিত হইলেই) সুবর্ণের বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা (লোহান্তরসংসর্গাত্মক দোষ) লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পুরাকালে সূর্য্যের মনুনামা মনস্বিগণের মাননীয় এক পুত্র ছিলেন। প্রণব (ওঙ্কার) যেমন বেদের আদি, তিনিও সেইরূপ ক্ষিতিপালগণের আদিভূত

তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।
দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব ॥ ১২ ॥
ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বাতিরিক্তসারেণ সর্ব্বতেজোঽভিভাবিনা।
স্থিতঃ সর্ব্বোন্নতেনোর্ব্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ ॥ ১৬ ॥
রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ন ॥ ১১ ॥ ক্ষীরসাগরে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সেই পবিত্র শে দিলীপনামা এক পবিত্রতর রাজশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ । বক্ষঃস্থল বিশাল, স্কন্ধ বৃষস্কন্ধের তুল্য; তিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ও হু; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন, মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্রধর্ম্ম আত্মকর্ম্মক্ষম দেহ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ তিনি সর্ব্বভূত অপেক্ষা অধিক ন্, স্বীয় তেজোদ্বারা তিনি সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন; তিনি সর্ব্বা- উন্নত দেহ দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল আক্রমণ পূর্ব্বক মেরুর ন্যায় অবস্থিতি তন ॥ ১৪ ॥ তাঁহার আকার যেরূপ, প্রজ্ঞাও (বুদ্ধিও) সেইরূপ (তীক্ষ্ণ) ; প্রজ্ঞার অনুরূপ আগম (শাস্ত্রজ্ঞান) ছিল; শাস্ত্রজ্ঞানের ন্যায় আরম্ভ য্যানুষ্ঠান) ছিল এবং কার্য্যানুষ্ঠানের তুল্য ফলসিদ্ধিও হইত ॥ ১৫ ॥ সমুদ্র জলজন্তু ও রত্নরাজি দ্বারা অভিগম্য ও অধৃষ্য হয়, তিনিও সেইরূপ ভীমকান্ত ণরাশি দ্বারা আশ্রিতগণের অধৃষ্য ও অভিগম্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ জলজন্তুর ন বলিয়া সাগর যেমন অভিগম্য নহে অথচ তদ্গর্ভে রত্নরাজি থাকায় লোভ- লোকের অভিগম্য হয়, দিলীপও সেইরূপ তেজঃপ্রতাপাদি ভীমগুণে লোকের এবং দাক্ষিণ্যাদি কান্তগুণে আশ্রিতগণের অভিগম্য (আশ্রয়ণীয়) ছিলেন ॥ ১৬ ॥ ক সারথির রথচক্র যেমন অগ্রনেমি হইতে রেখামাত্রও লঙ্ঘন করে না,

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টু মাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ ১৮॥

সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্।
শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা॥ ১৯॥

তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥ ২০॥

জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥ ২১॥

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব॥ ২২॥

অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।
তস্য ধর্ম্মরতেরাসীদ্বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা॥ ২৩॥

সুশাসনকর্ত্তা দিলীপরাজের শাসনগুণে প্রজাবৃন্দও সেইরূপ মনুর সময় হইতে আচরিত নীতিপথের বিন্দুমাত্র অতিক্রম করে নাই॥ ১৭॥ প্রজাদিগের উন্নতি জন্যই তিনি তাহাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিতেন। সূর্য্যদেব সহস্রগুণ প্রতিদান করিবার জন্যই কর গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ১৮॥ সেনা তাঁহার উপকরণমাত্র ছিল অর্থাৎ ছত্রচামরাদি যেমন রাজার উপকরণ, সেনাও তাঁহার তদ্রূপ ছিল। শাস্ত্রে অকুণ্ঠিত বুদ্ধি ও শরাসনে আরোপিত মৌর্ব্বী, এই দুইটি দ্বারাই তাঁহার প্রয়োজন সম্পাদিত হইত॥ ১৯॥ তাঁহার মন্ত্রণা ও আকারেঙ্গিত গুপ্ত থাকিত (কেহই তাহা জানিতে পারিত না); তাঁহার কার্য্যকলাপ যেন প্রাক্তনসংস্কারের ন্যায় ফলোদয় দ্বারাই অনুমিত হইত॥ ২০॥ তিনি নির্ভীক হইয়া আত্মরক্ষা করিতেন, অনাতুর হইয়া সুকৃত অর্জ্জন করিতেন, অগৃধ্নু হইয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন এবং অনাসক্ত হইয়া বিষয়সুখসম্ভোগ করিতেন॥ ২১॥ জ্ঞান বিদ্যমানেও তিনি মৌনভাবে থাকিতেন, শক্তি বিদ্যমানেও ক্ষমা প্রদর্শন করিতেন এবং দান করিয়া শ্লাঘা পরিত্যাগ করিতেন। এই প্রকার পরস্পরবিরোধী গুণপরম্পরা সহোদরের ন্যায় তাঁহার দেহে বিদ্যমান ছিল॥ ২২॥ বিষয়ভোগে অনাকৃষ্ট, সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি দিলীপের বিনা জরায় বৃদ্ধত্ব জন্মিয়াছিল অর্থাৎ তিনি বয়সে বৃদ্ধ না হইলেও জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বৃদ্ধ ছিলেন॥ ২৩॥ শিক্ষাদান ও ভরণপোষণ

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ ২৪ ॥
স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে।
অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ ॥ ২৫ ॥
দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥
ন কিলানুযযুস্তস্য রাজানো রক্ষিতুর্যশঃ।
ব্যাবৃত্তা যৎ পরস্বেভ্যঃ শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা ॥ ২৭ ॥
দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্।
ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগরক্ষতা ॥ ২৮ ॥
তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ ॥ ২৯ ॥

তিনিই প্রজাবৃন্দের পিতা ছিলেন; তাহাদিগের পিতারা কেবল জন্মদাতা ॥ ২৪ ॥ তিনি লোকপ্রতিষ্ঠার জন্যই দণ্ডার্হের দণ্ডবিধান করিতেন; পুত্রার্থই রিগ্রহ করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই মনীষী দিলীপের অর্থ ও কাম ধর্ম্মই হইয়াছিল ॥ ২ ॥ তিনি যজ্ঞের নিমিত্তই পৃথিবী দোহন করিতেন বী হইতে কর গ্রহণ করিতেন); ইন্দ্রও শস্যাদিবর্দ্ধনার্থ স্বর্গদোহন তেন (জলবর্ষণ করিতেন); সুতরাং তাঁহারা উভয়ে এই প্রকারে পরস্পরের বিনিময় দ্বারা (পৃথিবী ও স্বর্গ) ভুবনদ্বয় পালন করিতেন ॥ ২৬ ॥ অন্যান্য তিরা রক্ষাকর্ত্তা সেই দিলীপের যশের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন নাই; না, তাঁহার রাজত্বসময়ে তস্করতা পরস্বাপহরণ হইতে পরাবৃত্ত হইয়া নামমাত্রে হইত অর্থাৎ তাঁহার শাসনসময়ে তস্করের চিহ্নমাত্র ছিল না; "চৌর্য্য" এই টমাত্র শ্রুত হইত ॥ ২৭ ॥ রুগ্ন ব্যক্তির নিকট ঔষধ যেমন আদরণীয় হয়, ব্যক্তি শিষ্ট হইলে তাঁহার নিকট সেইরূপ আদর প্রাপ্ত হইত এবং লোকে ষ্ট অঙ্গুলী যেমন (ছেদন পূর্ব্বক) পরিত্যাগ করে, প্রিয় ব্যক্তি দুষ্ট হইলে নও সেইরূপ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন ॥ ২৮ ॥ বিধাতা কর্ত্তৃক পঞ্চমহাভূত াণের উপকরণ দ্বারা তিনি নির্ম্মিত হইয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহার গুণরাজি ল পরার্থেই নিয়োজিত ছিল ॥ ২৯ ॥ সাগরতীর তাঁহার রাজ্যের বলয়

স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্।
অনন্যশাসনামুর্ব্বীং শশাসৈকপুরীমিব ॥ ৩০ ॥
তস্য দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না মগধবংশজা।
পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসীদধ্বরস্যেব দক্ষিণা ॥ ৩১ ॥
কলত্রবন্তমাত্মানমবরোধে মহত্যপি।
তয়া মেনে মনস্বিন্যা লক্ষ্ম্যা চ বসুধাধিপঃ ॥ ৩২ ॥
তস্যামাত্মানুরূপায়ামাত্মজন্মসমুৎসুকঃ।
বিলম্বিতফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ ॥ ৩৩ ॥
সন্তানার্থায় বিধয়ে স্বভুজাদবতারিতা।
তেন ধূর্জগতো গুর্ব্বী সচিবেষু নিচিক্ষেপে ॥ ৩৪ ॥
অথাভ্যর্চ্চ্য বিধাতারং প্রযতৌ পুত্রকাম্যয়া।
তৌ দম্পতী বশিষ্ঠস্য গুরোর্জগ্মতুরাশ্রমম্ ॥ ৩৫ ॥
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবিতাবিব ॥ ৩৬ ॥

(প্রাচীর) ও সাগর পরিখার তুল্য ছিল; এই সীমার মধ্যে অন্য কোন নৃপতির আধিপত্য ছিল না; তিনি অনন্যশাসনা এই পৃথিবীকে একটি পুরীর ন্যায় শাসন করিতেন অর্থাৎ তিনিই পৃথিবীর একাধীশ্বর ছিলেন ॥ ৩০ ॥ যজ্ঞপত্নী দক্ষিণার ন্যায় মগধকুলজাতা দাক্ষিণ্যাদিগুণবতী সুদক্ষিণা-নাম্নী তাঁহার এক ভার্য্যা ছিলেন ॥ ৩১ ॥ দিলীপের অন্তঃপুরে অন্যান্য পত্নী থাকিলেও মনস্বিনী সুদক্ষিণা ও রাজলক্ষ্মী এই দুই জন দ্বারা তিনি আপনাকে কলত্রবান্ জ্ঞান করিতেন ॥ ৩২ ॥ আত্মানুরূপা সহধর্ম্মিণী সুদক্ষিণার গর্ভে আত্মজলাভে উৎসুক হইয়া তিনি কবে দিনে মনোরথ পূর্ণ হইবে, (কত বিলম্বে পুত্র জন্মিবে), এই চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিনি সন্তানার্থ ব্রতাচরণের জন্য গুরুতর ভূভার নিজ হস্ত হইতে অবতারিত করিয়া সচিবের হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর রাজদম্পতি পুত্রকামনায় প্রজাপতির পূজা করিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমোদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ বর্ষাকালে বিদ্যুল্লতা ও ঐরাবত যেমন মেঘের উপর আরোহণ করে, তাঁহারা উভয়ে সেইরূপ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষ-সম্পন্ন এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ 'আশ্রমপীড়া না হউক'

মা ভূদাশ্রমপীড়েতি পরিমেয়পুরঃসরৌ।
অনুভাববিশেষাত্তু সেনাপরিবৃতাবিব ॥ ৩৭ ॥
সেব্যমানৌ সুখস্পর্শৈঃ শালনির্য্যাসগন্ধিভিঃ।
পুষ্পরেণূৎকিরৈর্ব্বাতৈরাধূতবনরাজিভিঃ ॥ ৩৮ ॥
মনোঽভিরামাঃ শৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৈঃ।
ষড়্‌জসংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ ॥ ৩৯ ॥
পরস্পরাক্ষিসাদৃশ্যমদূরোজ্ঝিতবর্ত্মসু।
মৃগদ্বন্দ্বেষু পশ্যন্তৌ স্যন্দনাবদ্ধদৃষ্টিষু ॥ ৪০ ॥
শ্রেণীবন্ধাদ্‌বিতন্বদ্ভিরস্তম্ভাং তোরণস্রজম্‌।
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ ॥ ৪১ ॥
পবনস্যানুকূলত্বাৎ প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ।
রজোভিস্তুরগোৎকীর্ণৈরস্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ ॥ ৪২ ॥
সরসীষ্বরবিন্দানাং বীচিবিক্ষোভশীতলম্‌।
আমোদমুপজিঘ্রন্তৌ স্বনিঃশ্বাসানুকারিণম্‌ ॥ ৪৩ ॥

বিবেচনা করিয়া রাজদম্পতি পরিমিত অনুচর সমভিব্যাহারে গমন করিলেন; তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভাবে বোধ হইল যেন, সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ শালনির্য্যাসের গন্ধপূরিত, পুষ্পরেণুমিশ্রিত, সুখস্পর্শ বনরাজি কম্পিত করিতে করিতে তাঁহাদিগের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥৩৮॥ ক্রের ধ্বনি শ্রবণে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ময়ূরময়ূরীরা (স্ত্রী-পুরুষভেদে) দ্বিধা উচ্চারিত জের সদৃশ মনোরম শব্দ করিতে লাগিল; রাজদম্পতি তাহা শ্রবণ করিতে লেন ॥ ৩৯ ॥ কোন স্থানে হরিণমিথুন বিশ্বাসবশে রথের দিকে নেত্রপাত য়া রহিল; রাজদম্পতি তাহাদিগের নয়নের সহিত আপনাদিগের নেত্রের দেখিতে দেখিতে চলিলেন ॥ ৪০ ॥ কোন স্থানে সারসগণ কলধ্বনি সহকারে স্তম্ভশূন্য তোরণমালা বিস্তার করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে গগনমার্গে গমন করিতেছে; দম্পতি সেই শোভা দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মস্তক উত্তোলন করিতে লেন ॥ ৪১ ॥ সেই সময়ে মনোরথসিদ্ধিসূচক অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে রোত্থ ধূলিজাল নৃপতির উষ্ণীষ ও মহিষীর চূর্ণকুন্তল স্পর্শ করিতে পারিল ৪২ ॥ কোন স্থানে সরসীগর্ভে তরঙ্গবিক্ষেপে শীতল অরবিন্দসকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, রাজদম্পতি আপনাদের নিশ্বাসানুরূপ সেই পদ্মসৌরভ আঘ্রাণ

গ্রামেষ্বাত্মবিসৃষ্টেষু যূপচিহ্নেষু যজ্বনাম্।
অমোঘাঃ প্রতিগৃহ্নন্তাবর্ঘ্যানুপদমাশিষঃ॥ ৪৪ ॥
হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্।
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥ ৪৫ ॥
কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্‌ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ।
হিমনির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব॥ ৪৬ ॥
তত্তদ্‌ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ॥ ৪৭ ॥
স দুষ্প্রাপযশাঃ প্রাপদাশ্রমং শ্রান্তবাহনঃ।
সায়ং সংযমিনস্তস্য মহর্ষের্মহিষীসখঃ॥ ৪৮ ॥
বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ সমিৎপুষ্পফলাহরৈঃ।
পূর্য্যমাণমদৃশ্যাগ্নিপ্রত্যুদ্‌যাতৈস্তপস্বিভিঃ॥ ৪৯ ॥
আকীর্ণমৃষিপত্নীনামুটজদ্বাররোধিভিঃ।
অপত্যৈরিব নীবারভাগধেয়োচিতৈর্ম্মৃগৈঃ॥ ৫০ ॥

করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥ যে সকল গ্রাম দিলীপেরই যূপচিহ্নে চিহ্নিত, সেই সকল স্থান হইতে যাজ্ঞিকেরা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, রাজদম্পতি অর্ঘ্যদান পুরঃসর তাঁহাদিগের সেই অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন॥ ৪৪॥ ঘোষবৃদ্ধ সদ্যোজাত ঘৃত হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলে রাজদম্পতি তাহাদিগের নিকট পথি-স্থিত আরণ্যতরু সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন॥ ৪৫॥ শিশিরাবসানে চিত্রানক্ষত্রগত শশধরের যেরূপ শোভা হয়, বশিষ্ঠাশ্রমোদ্দেশে প্রস্থিত শুদ্ধবেশধারী রাজদম্পতিও সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন॥ ৪৬॥ বুধোপম প্রিয়দর্শন ভূপতি দিলীপ সহধর্ম্মিণীকে পথিস্থিত বস্তু সকল দেখাইতে দেখাইতে কত পথ অতিক্রম করিয়াছেন, (অন্যমনা বশতঃ) তাহা জানিতে পারিলেন না॥ ৪৭॥ অনন্য-দুর্লভকীর্ত্তিমান্ দিলীপের বাহন (ক্রমে) শ্রান্ত হইয়া পড়িল; সন্ধ্যা-কালে মহিষীসহচর রাজা সংযমী মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন॥ ৪৮॥ তাপসবৃন্দ সমিৎ, কুশ ও ফল লইয়া কাননান্তর হইতে প্রত্যাগমন করিলে সেই আশ্রম পরিপূর্ণ হইল; যজ্ঞীয়াগ্নি অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিল॥ ৪৯॥ যাহারা মুনিপত্নীগণের অপত্যসদৃশ এবং নীবারধান্যের অংশভাগী

সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকম্।
বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামালবালাম্বুপায়িনাম্॥ ৫১ ॥
আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাসু নিষাদিভিঃ।
মৃগৈর্বর্ত্তিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু॥ ৫২ ॥
অভ্যুত্থিতাগ্নিপিশুনৈরতিথীনাশ্রমোন্মুখান্।
পুনানং পবনোদ্ধূতৈর্ধূমৈরাহুতিগন্ধিভিঃ॥ ৫৩ ॥
অথ যন্তারমাদিশ্য ধুর্য্যান্ বিশ্রাময়েতি সঃ।
তামবারোহয়ৎ পত্নীং রথাদবততার চ॥ ৫৪ ॥
তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ।
অর্হণামর্হতে চক্রুর্মুনয়ো নয়চক্ষুষে॥ ৫৫ ॥
বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিম্।
অন্বাসিতমরুন্ধত্যা স্বাহয়েব হবির্ভুজম্॥ ৫৬ ॥

রধান্য ভোজন করে), সেই সকল মৃগেরা যে আশ্রমের কুটীরদ্বার অবরোধ অবস্থিতি করিতেছিল, যে আশ্রমে আলবালাম্বুপায়ী বিহগকুলের বিশ্বাসোৎ র্থ ঋষিকুমারীরা তরুমূলে জলসেচন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্যত্র প্রস্থান করিতে- , যে আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণচত্বরে বেলাবসানে (অপরাহ্নকালে) আতপ চ নীবারধান্যসকল রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে ও মৃগগণ শয়ান হইয়া রোমন্থ ছে; যে আশ্রম প্রজ্বলিত হোমাগ্নিসূচক, আহুতিগন্ধপূর্ণ, সমীরসঞ্চালিত দ্বারা আশ্রমাভ্যাগত অতিথিগণকে পবিত্র করিতেছে, রাজদম্পতি তথায় ত হইলেন॥ ৫০-৫৩ ॥

দনন্তর দিলীপ 'অশ্বগণকে বিশ্রাম করাও', সারথির প্রতি এই আদেশ দিয়া ণীকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন এবং আপনিও অবতীর্ণ হইলেন ॥৫৪॥ ন্দ্রিয় শিষ্টাচারপরায়ণ মুনিগণ শাস্ত্রচক্ষু, লোকরক্ষক, পূজনীয়, সভার্য্য ক (যথাবিধি) পূজা (অভ্যর্থনাদি) করিলেন॥ ৫৫ ॥

নন্তর সায়ংকালীন বিধি (জপ-হোমাদি) পরিসমাপ্ত হইলে দিলীপ দেখি- স্বাহার সহিত যেমন অগ্নিদেব একত্র থাকেন, বশিষ্ঠদেবও সেইরূপ (নিজ অরুন্ধতীর সহিত একত্র উপবিষ্ট রহিয়াছেন॥ ৫৬ ॥

তয়োর্জগৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী।
তৌ গুরুর্গুরুপত্নী চ প্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ৫৭ ॥
তমাতিথ্যক্রিয়াশান্তরথক্ষোভপরিশ্রমম্।
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রমমুনিং মুনিঃ ॥ ৫৮ ॥
অথাথর্ব্বনিধেস্তস্য বিজিতারিপুরঃ পুরঃ।
অর্থ্যামর্থপতির্বাচমাদদে বদতাং বরঃ ॥ ৫৯ ॥
উপপন্নং ননু শিবং সপ্তস্বঙ্গেষু যস্য মে।
দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ প্রতিহর্ত্তা ত্বমাপদাম্ ॥ ৬০ ॥
তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈর্দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ।
প্রত্যাদৃশ্যন্ত ইব মে দৃষ্টলক্ষ্যভিদঃ শরাঃ ॥ ৬১ ॥
হবিরাবর্জ্জিতং হোতস্ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু।
বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণাম্ ॥ ৬২ ॥
পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ।
যন্মদীয়াঃ প্রজাস্তস্য হেতুস্ত্বদ্ব্রহ্মবর্চ্চসম্ ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর রাজা দিলীপ ও মগধরাজকুমারী রাণী দক্ষিণা উভয়ে গুরু ও গুরুপ
পাদবন্দনা করিলে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীও প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ সহক
প্রত্যভিনন্দন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ অতিথিসৎকার দ্বারা তাঁহাদিগের রথারোহণজনি
পথবাহনক্লেশ দূর হইলে মহামুনি বশিষ্ঠ' দিলীপরাজকে তাঁহার রাজ্যের কু
জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তখন অরিপুরবিজেতা বাগ্মিপ্রবর নরপতি দিলীপ অথর্ব্ববেদবিশারদ বশি
সমীপে অর্থযুক্ত (বক্ষ্যমাণ) বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ (হে মুনে!
আপনি যখন আমার কি দৈব কি মানুষ দ্বিবিধ বিপদের প্রতীকারকর্ত্তা, ত
আমার সপ্তাঙ্গ রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে, ইহা সুনিশ্চিত ॥ ৬০ ॥ আমা
বাণসমূহ প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ভেদ করে, কিন্তু আপনার উদ্ভাবিত মন্ত্রসমূহ পরোক্ষে
শত্রুজেতা ; সুতরাং আমার বাণসকল যেন নিজকার্য্যের অবসর প্রাপ্ত না হই
একপ্রকার নিষ্কর্ম্মা হইয়া আছে ॥ ৬১ ॥ হে হোমকারিন্! আপনি বেদবিধি
নিয়মে বহ্নিতে যে হবিঃ প্রদান পূর্ব্বক আহুতি দেন, তাহাই বারিধারারূপে আমা
রাজ্যে অনাবৃষ্টিবশে শুষ্ক শস্যকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দেয় ॥ ৬২ ॥ আমার প্রজা
যে নির্ভয় হইয়া, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব-উপদ্রবে উৎপীড়িত না হই

ত্বয়ৈবং চিন্ত্যমানস্য গুরুণা ব্রহ্মযোনিনা।
সানুবন্ধাঃ কথং ন স্যুঃ সম্পদো মে নিরাপদঃ ॥ ৬৪ ॥
কিন্তু বধ্বাং তবৈতস্যামদৃষ্টসদৃশপ্রজম্‌।
ন মামবতি সদ্বীপা রত্নসূরপি মেদিনী ॥ ৬৫ ॥
নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শিনঃ।
ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধাসংগ্রহতৎপরাঃ ॥ ৬৬ ॥
মৎপরং দুর্লভং মত্বা নূনমাবর্জ্জিতং ময়া।
পয়ঃ পূর্ব্বৈঃ স্বনিশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে ॥ ৬৭ ॥
সোঽহমিজ্যাবিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥ ৬৮ ॥
লোকান্তরসুখং পুণ্যং তপোদানসমুদ্ভবম্‌।
সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে ॥ ৬৯ ॥

সব প্রাণ ধারণ করে, আপনার ব্রহ্মতেজই তাহার একমাত্র হেতু ॥ ৬৩ ॥
র ন্যায় ব্রহ্মযোনি গুরুদেব যখন এই প্রকারে আমার মঙ্গলচিন্তা করেন, ামার আপদ্‌ দূর না হইবে কেন? আমার সম্পদ্‌ই বা অবিচ্ছিন্ন না া কেন? ৬৪ ॥ কিন্তু আপনার এই বধূ সুদক্ষিণা অনুরূপ পুত্রবতী না হই এই সদ্বীপা রত্নপ্রসবিনা মেদিনী আমার নিকট সন্তোষের কারণ হ না।॥ ৬৫ ॥ আমার মৃত্যুর পর পিণ্ড দুর্লভ বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বপুরুষেরা দত্ত জল দুঃখজনিত নিশ্বাসে উষ্ণ করিয়া গ্রহণ করেন অর্থাৎ আমি শ্রাদ্ধ-া তর্পণকালে যে জলাদি প্রদান করি, ভবিষ্যতে পিণ্ডলোপের আশঙ্কা তাঁহারা তাহা গ্রহণকালে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন; সেই উষ্ণ-নিশ্বাসে তর্পণজলাদি উষ্ণ হয় ॥ ৬৬ ॥ আমার মরণান্তে তর্পণজল দুর্লভ হইবে, ত্বা করিয়া তাঁহারা আমার প্রদত্ত তর্পণোদক নিশ্বাস দ্বারা উষ্ণ করিয়া গ করেন ॥ ৬৭ ॥ যজ্ঞাদি কার্য্যসম্পাদন করিয়া আমার আত্মা পবিত্র ই সত্য, কিন্তু লোকালোক পর্ব্বত যেমন একবার প্রকাশিত ও একবার ার্ভে বিলীন হয়, সেইরূপ পুত্রাভাবে বংশলোপ হওয়ায় আমিও একবার ত ও একবার তিমিরমগ্ন হইতেছি ॥ ৬৮ ॥ তপস্যা ও দানাদি দ্বারা যে শ অর্জ্জিত হয়, পরলোকেই তাহা সুখ প্রদান করে, কিন্তু পবিত্রবংশজাত দ্বারা কি ইহ কি পর উভয়লোকেই সুখ লাভ করা যায় ॥ ৬৯ ॥ হে ভগবন্‌!

তয়া হীনং বিধাতর্মাং কথং পশ্যন্ন দূয়সে।
সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্‌বন্ধ্যমাশ্রমবৃক্ষকম্‌ ॥ ৭০ ॥
অসহ্যপীড়ং ভগবন্নৃণমন্ত্যবেহি মে।
অরুন্তুদমিবালানমনির্ব্বারণস্য দন্তিনঃ ॥ ৭১ ॥
তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্হসি।
ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭২ ॥
ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ।
ক্ষণমাত্রমৃষিস্তস্থৌ সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ ॥ ৭৩ ॥
সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্‌।
ভাবিতাত্মা ভুবো ভর্ত্তুরথৈনং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৭৪ ॥
পুরা শক্রমুপস্থায় তবোর্ব্বীং প্রতি যাস্যতঃ।
আসীৎ কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা সুরভিঃ পথি ॥ ৭৫ ॥
ধর্ম্মলোপভয়াদ্রাজ্ঞীমৃতুস্নাতামিমাং স্মরন্‌।
প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াং তস্যাং ত্বং সাধু নাচরঃ ॥ ৭৬ ॥

স্নেহবশে নিজকৃত জলসেক দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া আশ্রমতরু ফল প্রদান না করি যেমন দুঃখ বোধ করেন, আমাকে সেইরূপ পুত্রলাভে বঞ্চিত দেখিয়া আপ দুঃখ হইতেছে না কেন? ৭০॥ হে ভগবন্‌! জলমজ্জনবিহীন হস্তীর পক্ষে যে তাহার বন্ধনস্তম্ভ মর্ম্মন্তুদ ক্লেশ প্রদান করে, পিতৃঋণও আমাকে সেইরূপ অসহনী ক্লেশ প্রদান করিতেছে ॥ ৭১। হে তাত! যাহাতে আমি সেই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হই, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের কোন বিষ দুর্লভ হইলে তাহার সিদ্ধি আপনারই আয়ত্ত ॥ ৭২ ॥

রাজা দিলীপ কর্ত্তৃক এই প্রকারে বিজ্ঞাপিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্তিমিতলোচনে সুপ্তমীন হ্রদের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন ॥ ৭৩॥ রাজা দিলীপের সন্তান না হওয়ার কারণ কি, বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধিবলে তাহা অবগত হইয়া নরপতিকে অবগত করাইলেন ॥ ৭৪ ॥

(বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্‌!) একদিন তুমি ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া ভূলোকে আসিতেছিলে, তৎকালে পথিমধ্যে সুরভিধেনু কল্পবৃক্ষের ছায়াতলে অবস্থিত ছিলেন ॥ ৭৫ ॥ সেই সময়ে এই বধূ সুদক্ষিণা ঋতুস্নাতা ছিলেন, পত্নীতে যথাকাল

অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা॥ ৭৭॥
স শাপো ন ত্বয়া রাজন্ন চ সারথিনা শ্রুতঃ।
নদত্যাকাশগঙ্গায়াঃ স্রোতস্যুদ্দামদিগ্গজে॥ ৭৮॥
ঈপ্সিতং তদবজ্ঞানাদ্বিদ্ধি সার্গলমাত্মনঃ।
প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ॥ ৭৯॥
হবিষে দীর্ঘসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ।
ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি॥ ৮০॥
সুতাং তদীয়াং সুরভেঃ কৃত্বা প্রতিনিধিং শুচিঃ।
আরাধয় সপত্নীকঃ প্রীতা কামদুঘা হি সা॥ ৮১॥
ইতি বাদিন এবাস্য হোতুরাহুতিসাধনম্।
অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম ধেনুরাববৃতে বনাৎ॥ ৮২॥

মন না করিলে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কা মনে করিয়া তুমি ক্ষণাদি সংস্কারের যোগ্যপাত্রী সেই সুরভিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন কর অর্থাৎ স্বীয় পত্নীর ঋতুকালীন ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে চলিয়া যাছিলে॥ ৭৬॥ এই কারণে সেই সুরধেনু এই অভিশাপ দেন যে, 'আমাকে অবহেলা করিলে, তখন আমার সন্ততির উপাসনা না করিলে তুমি সন্তান-সমর্থ হইবে না'॥ ৭৭॥ হে রাজন্! সেই সময়ে দিগ্গজগণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে শগঙ্গায় ক্রীড়ায় উন্মত্ত ছিল; তাহাতে গঙ্গাপ্রবাহের গতিরোধ হওয়ায় বাহ হইতে উৎকট শব্দ উত্থিত হইতেছিল; সেই জন্য সুরভির অভিসম্পাত তোমার বা তোমার সারথির শ্রুতিগোচর হয় নাই॥ ৭৮॥ সেই সুরধেনুকে হেলা করাতেই বাঞ্ছিতলাভে তোমার বিঘ্ন ঘটিতেছে। পূজার্হ ব্যক্তির পূজার ক্রম ঘটিলে অভীষ্টসিদ্ধিতে বিঘ্ন উপস্থিত হয়॥ ৭৯॥ বরুণদেব যে দীর্ঘকাল-নী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সুরভি এখন সেই যজ্ঞে ঘৃতাদির অভাবমোচ-সর্পগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধদ্বার পাতালে অবস্থিত রহিয়াছেন॥ ৮০॥ সেই সুরভির কে প্রতিনিধি করিয়া তুমি এখন তাঁহারই উপাসনা কর; ইনি প্রসন্ন হইলেই মার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে॥ ৮১॥ হোতা বশিষ্ঠদেব এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার হোমসাধিনী অনিন্দ্য-নন্দিনী-নাম্নী ধেনু বন হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত

ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা।
বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্॥ ৮৩॥
ভুবং কোষ্ণেন কুণ্ডোধ্নী মেধ্যেনাবভৃথাদপি।
প্রস্নবেনাভিবর্ষন্তী বৎসালোকপ্রবর্ত্তিনা॥ ৮৪॥
রজঃকণৈঃ খুরোদ্ধূতৈঃ স্পৃশদ্ভির্গাত্রমন্তিকাৎ।
তীর্থাভিষেকজাং শুদ্ধিমাদধানা মহীক্ষিতঃ॥ ৮৫॥
তাং পুণ্যদর্শনাং দৃষ্ট্বা নিমিত্তজ্ঞস্তপোনিধিঃ।
যাজ্যমাশংসিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং পুনরব্রবীৎ॥ ৮৬॥
অদূরবর্ত্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্! বিগণয়াত্মনঃ।
উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ॥ ৮৭॥
বন্যবৃত্তিরিমাং শশ্বদাত্মানুগমনেন গাম্।
বিদ্যামভ্যাসনেনেব প্রসাদয়িতুমর্হসি॥ ৮৮॥
প্রস্থিতায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ স্থিতায়াং স্থিতিমাচরেঃ।
নিষণ্ণায়াং নিষীদাস্যাং পীতাম্ভসি পিবেরপঃ॥ ৮৯॥

হইলেন॥ ৮২॥ নবপল্লবতুল্য স্নিগ্ধপাটলবর্ণা সেই নন্দিনী ললাটজাত ঈষৎ শুভ্রবর্ণ লোমপংক্তি ধারণ পূর্ব্বক নবোদিতচন্দ্রকলামণ্ডিতা সন্ধ্যাদেবীর ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন॥ ৮৩॥ তাঁহার স্তন কুণ্ড সদৃশ স্থূল, বৎসকে দেখিয়া সেই স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে, ঐ দুগ্ধ যজ্ঞান্তস্নান অপেক্ষাও পবিত্র, সেই ঈষদুষ্ণ ক্ষীরপ্রবাহে ভূতল অভিষিক্ত হইতেছে॥ ৮৪॥ তাঁহার খুরাঘাতে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া নিকটবর্ত্তী দিলীপরাজের দেহে সংলগ্ন হইল; সুতরাং তীর্থস্নানে যেরূপ পবিত্রতা জন্মে, রাজার দেহও সেইরূপ পবিত্র হইল॥ ৮৫॥

তখন শুভাশুভকারণবিৎ মহর্ষি বশিষ্ঠ পবিত্রদর্শনা নন্দিনীকে দেখিবামাত্র বুঝিলেন, বাঞ্ছিতসিদ্ধি নিশ্চিত হইবে। এই বুঝিয়া যজমান নরপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৮৬॥ হে রাজন্! নামোল্লেখমাত্রেই এই মঙ্গলময়ী ধেনু যখন উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তোমার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী॥ ৮৭॥ অভ্যাস দ্বারা বিদ্যা যেমন প্রসন্ন হন, সেইরূপ যত দিন ইনি প্রসন্ন না হন, তাবৎকাল তুমি আরণ্য কন্দমূলফলাদি দ্বারা সর্ব্বদা ইহাঁর অনুগমন পূর্ব্বক ইহাঁকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান হও॥ ৮৮॥ ইনি যখন (কোথাও) গমন করিবেন, তুমিও ইহাঁর অনুগামী হইবে, যখন দণ্ডায়মান হইবেন, তুমিও দণ্ডায়মান হইবে, যখন উপবেশন করিবেন

বধূর্ভক্তিমতী চৈনামর্চ্চিতামাতপোবনাৎ।
প্রযতা প্রাতরন্বেতু সায়ং প্রত্যুদ্‌ব্রজেদপি ॥ ৯০ ॥
ইত্যাপ্রসাদাদস্যাস্ত্বং পরিচর্য্যাপরো ভব।
অবিঘ্নমস্তু তে স্থেয়াঃ পিতেব ধুরি পুত্রিণাম্ ॥ ৯১ ॥
তথেতি প্রতিজগ্রাহ প্রীতিমান্ সপরিগ্রহঃ।
আদেশং দেশকালজ্ঞঃ শিষ্যঃ শাসিতুরানতঃ ॥ ৯২ ॥
অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্।
সূনুঃ সুনৃতবাক্‌স্রষ্টুর্বিসসর্জ্জোদিতশ্রিয়ম্ ॥ ৯৩ ॥
সত্যামপি তপঃসিদ্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ।
কল্পবিৎ কল্পয়ামাস বন্যামেবাস্য সংবিধাম্ ॥ ৯৪ ॥

টাং কুলপতিনা স পর্ণশালামধ্যাস্য প্রযতপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ।
াধ্যয়ননিবেদিতাবসানাং, সংবিষ্টঃ কুশশয়নে নিশাং নিনায় ॥ ৯৫ ॥

শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ বশিষ্ঠাশ্রমগমনো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

উপবিষ্ট হইবে এবং ইনি যে সময় জল পান করিবেন, তুমিও তখন জল িবিবে ॥ ৮৯ ॥ এই বধূ সুদক্ষিণাও ভক্তিমতী হইয়া বিশুদ্ধশরীরে পবিত্র- ইহার পূজা করিবেন এবং প্রভাতকালে তপোবনের সীমা পর্য্যন্ত অনুগমন াকালে প্রত্যুদ্‌গমন করিবেন ॥ ৯০ ॥ যাবৎ ইনি সুপ্রসন্ন না হন, তাবৎ াবে ইহার শুশ্রূষায় নিরত থাকিবে। তোমার বিঘ্ন বিনষ্ট হউক। তুমি পিতার ন্যায় সৎপুত্রবান্ লোকদিগের অগ্রগণ্য হও ॥ ৯১ ॥ সস্ত্রীক, দেশকাল- জ্ঞ, শিষ্য রাজা দিলীপ প্রীতিমান্ ও বিনীত হইয়া গুরু বশিষ্ঠের আজ্ঞাপালনে হইলেন ॥ ৯২ ॥ তদনন্তর সন্ধ্যাকালে মিষ্টভাষী, সত্যবাদী, বিদ্বান্, ব্রহ্মনন্দন ঋষি প্রসন্নবদন রাজাকে শয়নার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন ॥৯৩॥ তপস্যাবলে গণ্য সামগ্রী আহরণ করিতে সমর্থ হইলেও কল্পবিৎ (ব্রতনিয়মাদি-বিশারদ) বর বশিষ্ঠ নিয়মপালনানুরোধে দিলীপরাজের আহার ও শয়নার্থ আরণ্য- আয়োজন করিলেন ॥ ৯৪ ॥

দনন্তর নরপতি দিলীপ নিয়মবতী ভার্য্যার সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ীরে কুশশয্যায় শয়ান হইয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরে গুরুদেবের োচ্চারিত অধ্যয়নধ্বনি শ্রবণমাত্র রজনী শেষ হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন ॥৯৫॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে, জায়াপ্রতিগ্রাহিতগন্ধমাল্যাম্।
বনায় পীতপ্রতিবদ্ধবৎসাং, যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ ॥ ১ ॥

তস্যাঃ খুরন্যাসপবিত্রপাংশুমপাংশুলানাং ধুরি কীর্ত্তনীয়া।
মার্গং মনুষ্যেশ্বরধর্ম্মপত্নী, শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥

নিবর্ত্ত্য রাজা দয়িতাং দয়ালুস্তাং সৌরভেয়ীং সুরভির্যশোভিঃ।
পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাং, জুগোপ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্ ॥ ৩ ॥

ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনোর্ন্যষেধি শেষোঽপ্যনুযায়িবর্গঃ।
ন চান্যতস্তস্য শরীররক্ষা, স্ববীর্য্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ ॥ ৪ ॥

আস্বাদবদ্ভিঃ কবলৈস্তৃণানাং, কণ্ডূয়নৈর্দংশনিবারণৈশ্চ।
অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্যাঃ, সম্রাট্ সমারাধনতৎপরোঽভূৎ ॥ ৫ ॥

স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং, নিষেদুষীমাসনবন্ধধীরঃ।
জলাভিলাষী জলমাদদানাং, ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

অনন্তর প্রভাতে রাণী সুদক্ষিণা মাল্যচন্দন দ্বারা মুনিধেনু নন্দিনীর পূজা করিলে এবং দুগ্ধপানান্তে তাঁহার বৎস প্রীত হইলে, প্রজাপালক যশোধন দিলীপ বনগমনার্থ সেই ধেনুকে বন্ধনমুক্ত করিলেন ॥ ১ ॥ স্মৃতি যেমন শ্রুতির অর্থের অনুগমন করে, পতিব্রতাগণের বরণীয়া দিলীপপত্নী সুদক্ষিণাও সেইরূপ খুরস্পর্শজাত পবিত্র ধূলিপূর্ণ পথের অনুগামিনী হইলেন ॥ ২ ॥ যশোগন্ধে সদয় নরপতি দিলীপ নিজ পত্নী সুদক্ষিণাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া চতুঃসমুদ্রপয়োধরা গোরূপধারিণী বসুন্ধরার ন্যায় সেই সুরভিদুহিতা নন্দিনীর রক্ষক হইলেন ॥ ৩ ॥ যে সকল অনুচর রাজার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছিল, ব্রতপালনার্থ রাজা তাহাদিগকেও বিদায় প্রদান করিলেন। দেহরক্ষার্থ অন্যের সাহায্য তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন; কেন না, মনুবংশীয়গণ নিজ পরাক্রমবলেই রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ নন্দিনীর সেবাপ্রসঙ্গে তিনি কোন প্রকার ত্রুটি করিতেন না। সুস্বাদু তৃণগ্রাস প্রদান, দেহকণ্ডূয়ন ও দংশোপদ্রব নিবারণ পূর্ব্বক তিনি সেই ধেনুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ নন্দিনী দণ্ডায়মান হইলে রাজাও দণ্ডায়মান হইতেন, নন্দিনী গমন করিলে তিনিও গমন করি

স কীচকৈর্মারুতপূর্ণরন্ধ্রৈঃ, কূজদ্ভিরাপাদিতবংশকৃত্যম্।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্বমুচ্চৈরুদ্গীয়মানং বনদেবতাভিঃ॥ ১২॥
পৃক্তস্তুষারৈর্গিরিনির্ঝরাণামনোকহাকম্পিতপুষ্পগন্ধী।
তমাতপক্লান্তমনাতপত্রমাচারপূতং পবনং সিষেবে॥ ১৩॥
শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দবাগ্নিরাসীদ্বিশেষা ফলপুষ্পবৃদ্ধিঃ।
ঊনং ন সত্ত্বেষ্বধিকো ববাধে, তস্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানে॥ ১৪॥
সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি, কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা, প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ॥ ১৫॥
তাং দেবতাপিত্রতিথিক্রিয়ার্থমন্বগ্‌যযৌ মধ্যমলোকপালঃ।
বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন, শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্বিধিনোপপন্না॥ ১৬॥
স পল্বলোত্তীর্ণবরাহযূথান্যাবাসবৃক্ষোন্মুখবর্হিণানি।
যযৌ মৃগাধ্যাসিতশাদ্বলানি, শ্যামায়মানানি বনানি পশ্যন্॥ ১৭॥

বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ হইত, বোধ হইত যেন,লতাগৃহবাসিনী বনদেবীরা উচ্চৈঃস্বরে রাজার যশোগাথা কীর্ত্তন করিতেছেন, দিলীপ তাহাই শ্রবণ করিতেন॥ ১২॥ তৎকালে পুষ্পসৌরভপূরিত বায়ু প্রবাহিত হইয়া ছত্রবিরহিত আতপতপ্ত পবিত্র-চেতা রাজা দিলীপের সেবা করিতে লাগিল। ঐ বায়ু পর্ব্বতনির্ঝরিণীজাত বারি-কণায় পরিব্যাপ্ত এবং ঐ বায়ু দ্বারা বৃক্ষ সকল কম্পিত হইতেছে॥ ১৩॥ লোক-রক্ষক রাজা দিলীপ বনমধ্যে প্রবেশ করিলে বিনা বর্ষণে দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, ফলপুষ্প সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং কাননস্থিত সবল জন্তুরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হইয়া রহিল॥ ১৪॥

(এই প্রকারে প্রত্যহ) বশিষ্ঠঋষির হোমধেনু নন্দিনী ও নবপল্লববৎ অরুণবর্ণ সূর্য্যের প্রভা উভয়ে সমস্তাৎ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দিক্‌সকল পবিত্র করিয়া সন্ধ্যাকালে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন॥ ১৫॥ (এইরূপে) নরাধিপ দিলীপ (প্রত্যহ) যজ্ঞ, পিতৃকৃত্য ও আতিথ্যক্রিয়ার সাধনস্বরূপিণী নন্দিনীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন; সেই ধেনুও সাধুগণপূজনীয় নৃপতি কর্তৃক অনুসৃত হইয়া বিধিসমন্বিত মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥ গমনকালে রাজা কাননরাজি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ঐ কানন সকল ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে উত্থিত বরাহকুলে পরিব্যাপ্ত, বাসগৃহগমনে উন্মুখ ময়ূরসমূহে সমাকীর্ণ, শ্যামলবর্ণ ও মৃগকুলপূর্ণ শষ্পপ্রদেশে বিরাজিত॥ ১৭॥ হোমধেনু নন্দিনী একবারিমাত্র

আপীনভারোদ্বহনপ্রযত্নাদ্‌গৃষ্টির্গুরুত্বাদ্বপুষো নরেন্দ্রঃ।
উভাবলঞ্চক্রুজুরঞ্চিতাভ্যাং, তপোবনাবৃত্তিপথং গতাভ্যাম্ ॥ ১৮ ॥
বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনস্তমাবর্ত্তমানং বনিতা বনান্তাৎ।
পপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপঙ্‌ক্তিরুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥ ১৯ ॥
পুরস্কৃতা বর্ত্মনি পার্থিবেন, প্রত্যুদ্‌গতা পার্থিবধর্ম্মপত্ন্যা।
তদন্তরে সা বিররাজ ধেনুর্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ॥ ২০ ॥
প্রদক্ষিণীকৃত্য পয়স্বিনীং তাং, সুদক্ষিণা সাক্ষতপাত্রহস্তা।
প্রণম্য চানর্চ্চ বিশালমস্যাঃ, শৃঙ্গান্তরং দ্বারমিবার্থসিদ্ধেঃ ॥ ২১ ॥
বৎসোৎসুকাপি স্তিমিতা সপর্য্যাং, প্রত্যগ্রহীৎ সেতি ননন্দতুস্তৌ।
ভক্ত্যোপপন্নেষু হি তদ্বিধানাং, প্রসাদচিহ্নানি পুরঃফলানি ॥ ২২ ॥
গুরোঃ সদারস্য নিপীড্য পাদৌ, সমাপ্য সান্ধ্যঞ্চ বিধিং দিলীপঃ।
দোহাবসানে পুনরেব দোগ্ধ্রীং, ভেজে ভুজোচ্ছিন্নরিপুর্নিষণ্ণাম্ ॥২৩॥

করিয়াছেন,(তাঁহার একটিমাত্র বৎস জন্মগ্রহণ করিয়াছে) ; সুতরাং স্তনভার-মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেছেন ; দেহের গুরুত্ব হেতু রাজার গতিও মন্দ ; সুতরাং তাঁহারা উভয়ে যে পথে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, সেই পথই পরম ভা ধারণ করিতেছিল ॥ ১৮ ॥ (সায়ংকালে) যখন নরপতি দিলীপ হোমধেনুর সরণ পূর্ব্বক কানন হইতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, রাণী সুদক্ষিণা তখন াকে অনিমেষনেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বোধ হইল, রাণী ক্ষিণার নেত্রদ্বয় যেন বহুকাল উপবাসের পর বলবতী তৃষ্ণা সহকারে নৃপতির ধা পান করিতেছে ॥ ১৯ ॥ যখন নন্দিনী আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন, তখন নি পশ্চাদনুগামী নৃপতি এবং পুরোগামিনী রাণী সুদক্ষিণার মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া -রাত্রির মধ্যগতা সন্ধ্যার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ২০ ॥ রাণী সুদক্ষিণা পাত্র হস্তে লইয়া পয়স্বিনী নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণতি পুরঃসর কার্য্যসিদ্ধির স্বরূপ তাঁহার বিশাল শৃঙ্গ-যুগলের মধ্যভাগে পূজা করিলেন ॥ ২১ ॥ বৎসের (তাহাকে দর্শন করিবার ও স্তনপান করাইবার জন্য) উৎকণ্ঠিতা হইলেও নন্দিনী স্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক রাণীর পূজা গ্রহণ করিলেন ; তদ্দর্শনে দম্পতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কারণ, মহাত্মগণের অনুরাগলক্ষণ রক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট কর্ম্মসিদ্ধির অদূরবর্ত্তিতা সূচনা করে ॥ ২২ ॥ অনন্তর বাহুবলবিজিত নরপতিগণের অরাতিস্বরূপ রাজা দিলীপ গুরু বশিষ্ঠ

পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং, ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ ।
ধিত্যকায়ামিব ধাতুমষ্যাং, লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্ ॥ ২৯ ॥
তো মৃগেন্দ্রস্য মৃগেন্দ্রগামী, বধায় বধ্যস্য শরং শরণ্যঃ ।
তাভিষঙ্গো নৃপতির্নিষঙ্গাদুদ্ধর্ত্তুমৈচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ ॥ ৩০ ॥
মেতরস্তস্য করঃ প্রহর্ত্তুর্নখপ্রভাভূষিতকঙ্কপত্রে ।
ক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব, চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥ ৩১ ॥
াহুপ্রতিষ্টম্ভবিবৃদ্ধমন্যুরভ্যর্ণমাগস্কৃতমস্পৃশদ্ভিঃ ।
াজা স্বতেজোভিরদহ্যতান্তর্ভোগীব মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যঃ ॥ ৩২ ॥
মার্য্যগৃহ্যং নিগৃহীতধেনুর্মনুষ্যবাচা মনুবংশকেতুম্ ।
বস্ময়য়ন্ বিস্মিতমাত্মবৃত্তৌ, সিংহোরুসত্ত্বং নিজগাদ সিংহঃ ॥ ৩৩ ॥
লং মহীপাল ! তব শ্রমেণ, প্রযুক্তমপ্যস্ত্রমিতো বৃথা স্যাৎ ।
ন পাদপোন্মূলনশক্তি রংহঃ, শিলোচ্চয়ে মূর্চ্ছতি মারুতস্য ॥ ৩৪ ॥

বী দিলীপ দেখিলেন, লম্বমান-কেশররাজিরাজিত সিংহ সেই পাটলবর্ণা নন্দি-
উপর পর্ব্বতের গৈরিকময়ী অধিত্যকাজাত বিকশিত-পুষ্পশোভিত লোধ্রবৃক্ষের
উপবিষ্ট রহিয়াছে ॥২৯॥ সিংহতুল্য ক্ষিপ্রগামী, বাহুবলে জিতশত্রু, শরণাগত-
রাজা দিলীপ নন্দিনীকে এইরূপে (সিংহ কর্ত্তৃক) আক্রান্ত দর্শনে আপনাকে
নিত বোধ করিয়া সেই সিংহবধার্থ তূণীর হইতে শর উত্তোলন করিতে উদ্যত
ন ॥ ৩০ ॥ তিনি যেমন শরক্ষেপণার্থ তূণীর হইতে বাণোত্তোলনে উদ্যত
ন, অমনি তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলী সেই শরের মূলদেশে সংলগ্ন হইল ;
ত্তোলনার্থ হস্ত যেমন চিত্রপটে অঙ্কিত থাকে, তাঁহার সেই হস্তও সেইরূপ
লিখিতবৎ) অচল হইয়া পড়িল। তাঁহার নখপ্রভায় বাণের কঙ্কপত্রমাত্র
পাইতে লাগিল ।।৩১।। এইরূপে বাহুরোধ হওয়াতে রাজা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া
লন; অধিকন্তু নিকটবর্ত্তী অপরাধীর দেহ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সমর্থ না হওয়ায়
ধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় নিজ বিক্রমাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন ।। ৩২ ।।
খন বাহুরোধরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিতচিত্ত, সজ্জনপূজনীয়, সিংহ-
, মনুকুলকেতু রাজা দিলীপকে মনুষ্যবৎ বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক অধিকতর
ত করিয়া সেই সিংহ বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৩ ॥ হে রাজন্ ! বৃথা ক্লেশ-
রে আবশ্যক কি ? আমার প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিলেও তাহা বিফল হইবে।

কৈলাসগৌরং বৃষমারুরুক্ষোঃ, পাদার্পণানুগ্রহপূতপৃষ্ঠম্।
অবেহি মাং কিঙ্করমষ্টমূর্ত্তেঃ, কুম্ভোদরং নাম নিকুম্ভমিত্রম্ ॥ ৩৫॥
অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং, পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং, স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ ॥ ৩৬॥
কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিদ্বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ, সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ ॥ ৩৭॥
তদাপ্রভৃত্যেব বনদ্বিপানাং, ত্রাসার্থমস্মিন্নহমদ্রিকুক্ষৌ।
ব্যাপারিতঃ শূলভৃতা বিধায়, সিংহত্বমঙ্কাগতসত্ত্ববৃত্তি ॥ ৩৮॥
তস্যালমেষা ক্ষুধিতস্য তৃপ্ত্যৈ, প্রদিষ্টকালা পরমেশ্বরেণ।
উপস্থিতা শোণিতপারণা মে, সুরদ্বিষশ্চান্দ্রমসী সুধেব ॥ ৩৯॥
স ত্বং নিবর্ত্তস্ব বিহায় লজ্জাং, গুরোর্ভবান্ দর্শিতশিষ্যভক্তিঃ।

শস্ত্রেণ রক্ষ্যং যদশক্যরক্ষং, ন তদ্যশঃ শস্ত্রভৃতাং ক্ষিণোতি ॥ ৪০॥

কারণ, বায়ু বৃক্ষ উন্মূলন করিতে পারে বটে, কিন্তু পর্ব্বত উৎপাটনে সক্ষ হয় না ॥ ৩৪ ॥ আমাকে অষ্টমূর্ত্তি দেবদেব শঙ্করের কিঙ্কর বলিয়া জানিও; আমি নিকুম্ভের মিত্র; আমার নাম কুম্ভোদর। ভগবান্ মহাদেব কৃপা পুরঃসর চরণক্ষে দ্বারা আমার পৃষ্ঠদেশ পবিত্র করিয়া কৈলাসগিরিসদৃশ শ্বেতবর্ণ বৃষে আরোহ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ ঐ যে পুরোভাগে দেবদারুবৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, বৃষবাহন মহেশ্বর স্বয়ং উহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; ঐ দেবদারুতরু ষড়াননজননী পার্ব্বতীর স্তনতুল্য কাঞ্চনকলস হইতে বিনির্গত দুগ্ধবৎ বারিধারার আস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ একদিন এক বন্যগজ গণ্ডঘর্ষণ করাতে ঐ বৃক্ষের বল্কল উন্মোচিত হইয়াছিল; তজ্জন্য গিরিরাজনন্দিনী পার্ব্বতী সেনানায়ক ষড়াননকে অসুরবাণে ক্ষতদেহ দর্শনে যেরূপ শোক করেন, ঐ দেবদারুর জন্যও সেইরূপ শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ তদবধিই দেবদেব মহেশ্বর আরণ্য হস্তীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য এই গিরিগুহায় সিংহের আকারে আমাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সম্মুখে উপস্থিত জীবগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করি ॥ ৩৮ ॥ পরমেশ্বর শিবের ইচ্ছাবশেই সম্প্রতি এই ধেনু আমার আহারার্থ উপস্থিত হইয়াছে। রাহু যেমন চন্দ্রমার সুধাপানে তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, আমিও সেইরূপ ক্ষুধার সময়ে ইহার রুধির পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইব ॥ ৩৯ ॥ এখন তোমার আর উপায় নাই, লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ফিরিয়া যাও।

[ই]তি প্রগল্‌ভং পুরুষাধিরাজো, মৃগাধিরাজস্য বচো নিশম্য।
প্রত্যাহতাস্ত্রো গিরিশপ্রভাবাদাত্মন্যবজ্ঞাং শিথিলীচকার॥ ৪১॥

প্রত্যব্রবীচ্চৈনমিষুপ্রয়োগে, তৎপূর্ব্বভঙ্গে বিথতপ্রযত্নঃ।
[জ]ড়ীকৃতস্ত্র্যম্বকবীক্ষণেন, বজ্রং মুমুক্ষন্নিব বজ্রপাণিঃ॥ ৪২॥

[স]ংরুদ্ধচেষ্টস্য মৃগেন্দ্র! কামং, হাস্যং বচস্তদ্‌যদহং বিবক্ষুঃ।
[অ]ন্তর্গতং প্রাণভৃতাং হি বেদ, সর্ব্বং ভবান্ ভাবমতোঽভিধাস্যে॥ ৪৩॥

[ম]ান্যঃ স মে স্থাবরজঙ্গমানাং, স্বর্গস্থিতিপ্রত্যবহারহেতুঃ।
গুরোরপীদং ধনমাহিতাগ্নের্নশ্যৎ পুরস্তাদমুপেক্ষণীয়ম্॥ ৪৪॥

[স] ত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং, দেহেন নির্ব্বর্ত্তয়িতুং প্রসীদ।
[দ]িনাবসানোৎসুকবালবৎসা, বিস্‌জ্যতাং ধেনুরিয়ং মহর্ষেঃ॥ ৪৫॥

প্রতি শিষ্যের যে প্রকার ভক্তিপ্রদর্শন উচিত, তাহা তুমি দেখাইয়াছ; শস্ত্র যাহা রক্ষা করা যায় না, তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে শস্ত্রধারীর লোপ হয় না॥ ৪০॥

সিংহের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া নরপতি দিলীপ যখন বুঝিতে পারিলেন হেশ্বরের প্রভাবেই তাঁহার অস্ত্র প্রতিহত হইয়াছে, তখন তাঁহার আত্মাভিমান [শিথি]লীকৃত হইল॥ ৪১॥ ইতঃপূর্ব্বে আর কোন সময়েই তাঁহার বাণসন্ধান ব্যর্থ [হয় না]ই; বজ্রপাণি দেবরাজ যেমন বজ্রক্ষেপে উদ্যত হইয়া ত্রিনয়ন শিবের নেত্র-[পাতে] স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, রাজার অবস্থাও তখন সেইরূপ হইল; তিনি সিংহকে [সম্বো]ধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪২॥ হে মৃগরাজ! আমি মনোগত [ভাব] ব্যক্ত করিলে তাহা যার পর নাই হাস্যজনক হইবে। কেন না, শক্তিলোপ [হও]তে অদ্য আমি ধেনুরক্ষণে অক্ষম হইলাম; কিন্তু জীবকুলের চিত্তগত ভাব [আপ]নি সকলই জ্ঞাত আছেন; এই জন্যই আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি॥৪৩॥ [য]িনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী মহেশ্বর আমার পূজনীয়; তথাপি সাগ্নিক [গুরু]দেব বশিষ্ঠের এই হোমধেনুটি চক্ষুর সম্মুখে নিহত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা [আমা]র পক্ষে কর্ত্তব্য নহে॥ ৪৪॥ অতএব আপনি প্রসন্ন হউন, আমার দেহ [ভক্ষণ] করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করুন, মহর্ষির এই হোমধেনুটি পরিত্যাগ করুন। [বিবে]চনা করিয়া দেখুন, যতই দিবা শেষ হইবে, ইহাঁর শিশুসন্তানটি ততই ইহাঁর [জন্য] উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে॥ ৪৫॥

অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং, দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্।
ভূয়ঃ স ভূতেশ্বরপার্শ্ববর্ত্তী, কিঞ্চিদ্বিহাস্যার্থপতিং বভাষে॥ ৪৬॥
একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং, নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।
অল্পস্য হেতোর্ব্বহু হাতুমিচ্ছন্, বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্॥ ৪
ভূতানুকম্পা তব চেদিয়ং গৌরেকা ভবেৎ স্বস্তিমতী ত্বদন্তে।
জীবন্ পুনঃ শশ্বদুপপ্লবেভ্যঃ, প্রজাঃ প্রজানাথ! পিতেব পাসি॥
অথৈকধেনোরপরাধচণ্ডাদ্গুরোঃ কৃশানুপ্রতিমাদ্বিভেষি।
শক্যোঽস্য মন্যুর্ভবতা বিনেতুং, গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোধ্নীঃ
তদ্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং, ভোক্তারমূর্জ্জস্বলমাত্মদেহম্।
মহীতলস্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমাহুঃ॥ ৫০॥
এতাবদুক্ত্বা বিরতে মৃগেন্দ্র, প্রতিস্বনেনাস্য গুহাগতেন।
শিলোচ্চয়োঽপি ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃ, প্রীত্যা তমেবার্থমভাষতেব॥ ৫

তদনন্তর সেই সিংহরূপী শিবপার্শ্বচর ঈষদ্ধাস্য সহকারে দশনচ্ছটায় প
কন্দরস্থ অন্ধকার দূর করিয়া নরপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৪৬॥ (রাজ
তুমি সামান্য কারণে বসুন্ধরার একচ্ছত্র প্রভুত্ব, নবীন বয়ঃক্রম ও মনোহর
পরিত্যাগের বাসনা করাতে তোমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়াই আমার প্রতীতি
হইতেছে ॥ ৪৭ ॥ যদি জীবের প্রতি তোমার অনুকম্পাই হয়, (সেই অনুকম্পায়
তুমি যদি এই ধেনুর জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা কর,) তাহা হইলে
তোমার জীবনান্তে এই একটিমাত্র ধেনুই রক্ষিত হইবে; কিন্তু হে প্রজানাথ
(বিবেচনা করিয়া দেখ,) তোমার প্রাণরক্ষা হইলে প্রত্যহ কত লোককে বিপদ
হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে ॥ ৪৮ ॥ আর তোমার গুরুদেবের এই একমাত্র
ধেনু নিহত হইলে সেই অপরাধে তিনি তোমার উপর অগ্নিবৎ রোষপ্রজ্বলিত
হইয়া উঠিবেন, এই আশঙ্কায় যদি তুমি ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলেও (তোমার
সে ভয় মিথ্যা), তুমি কোটি কোটি ঘটোধ্নী (পীবরস্তনশালিনী) ধেনু দান
পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধের উপশম করিয়া দিতে পারিবে ॥ ৪৯ ॥ সুতরাং নানাবিধ
সুখভোগের হেতুভূত এই সবল দেহ রক্ষা কর। আরও দেখ, তোমার এই সমৃদ্ধ
রাজ্য ইন্দ্রপদসদৃশ; ইন্দ্র অমরধামে আর তুমি পৃথিবীতে, এইমাত্র প্রভেদ ॥৫০॥
সিংহ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর্ব্বতও যেন তাহাতে অনুমোদন পূর্ব্বক
গুহাগত প্রতিধ্বনি দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে সেই বাক্য শ্রবণ করাইল ॥৫১॥

নিশম্য দেবানুচরস্য বাচং, মনুষ্যদেবঃ পুনরপ্যুবাচ।
ধেন্বা তদধ্যাসিতকাতরাক্ষ্যা, নিরীক্ষ্যমাণঃ সুতরাং দয়ালুঃ ॥ ৫২ ॥
ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ, ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।
রাজ্যেন কিং তদ্‌বিপরীতবৃত্তেঃ, প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্বা ॥ ৫৩ ॥
কথং নু শক্যোঽনুনয়ো মহর্ষের্বিশ্রাণনাচ্চান্যপয়স্বিনীনাম্।
ইমামনূনাং সুরভেরবেহি, রুদ্রৌজসা তু প্রহৃতং ত্বয়াস্যাম্ ॥ ৫৪ ॥
সেয়ং স্বদেহার্পণনিষ্ক্রয়েণ, ন্যায্যা ময়া মোচয়িতুং ভবত্তঃ।
ন পারণা স্যাদ্বিহতা তবৈবং, ভবেদলুপ্তশ্চ মুনেঃ ক্রিয়ার্থঃ ॥ ৫৫ ॥
ভবানপীদং পরবানবৈতি, মহান্ হি যত্নস্তব দেবদারৌ।
স্থাতুং নিযোক্তুর্ন হি শক্যমগ্রে, বিনাশ্য রক্ষ্যং স্বয়মক্ষতেন ॥ ৫৬ ॥
কিমপ্যহিংস্যস্তব চেন্মতোঽহং, যশঃশরীরে ভব মে দয়ালুঃ।
একান্তবিধ্বংসিষু মদ্‌বিধানাং, পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলু ভৌতিকেষু ॥ ৫৭ ॥

দিকে নন্দিনী ধেনু সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দিলীপরাজের প্রতি কাতর-ত করিলে মহীপতি যার পর নাই দয়ার্দ্র হইলেন এবং দেবানুচর সিংহের ক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ বিপদ্ হইতে রে বলিয়াই পৃথিবীতে 'ক্ষত্রিয়' নাম প্রথিত হইয়াছে। আমা কর্ত্তৃক যদি ক্ষত্রিয়নামের বিপরীত কার্য্য সম্পাদিত হয়, তবে রাজ্যেই বা আমার কি ন আর এই অপবাদকলুষিত জীবনেই বা কি আবশ্যক? ৫৩॥ আর অন্য ধেনু সকল প্রদান করিয়াই বা ঋষিবরের রোষশান্তি কি প্রকারে? এই ধেনুকে সুরভির সদৃশী বলিয়া জানিবেন; আপনি কেবল রুদ্রদেবের াই ইহাঁকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৫৪। কাজে কাজেই আত্ম-প মূল্য প্রদান পূর্ব্বক আপনার নিকট হইতে ইহাঁকে মুক্ত করা আমার তাহা হইলে আপনার পারণারও বিঘ্ন ঘটিবে না, মহর্ষিরও ধর্ম্মকর্ম্ম অলুপ্ত ॥ ৫৫ ॥ আপনিও পরের অধীন; সেই জন্যই পরম যত্নসহকারে এই দারুবৃক্ষের রক্ষায় নিযুক্ত আছেন; সুতরাং আপনি স্বয়ংই বুঝিতে পারিতেছেন প্রভুর রক্ষণীয় দ্রব্যটি নষ্ট করিয়া ভৃত্য কদাচ অক্ষতদেহে তাঁহার নিকট যাইতে হয় না ॥ ৫৬ ॥ আপনি যদি এরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন যে, আমি আপনার ্য, তাহা হইলে করুণা পুরঃসর এই ভৌতিক শরীরের পরিবর্ত্তে আমার যশঃ-

সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।
তদ্‌ভূতনাথানুগ! নার্হসি ত্বং, সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্॥ ৫৮॥
তথেতি গামুক্তবতে দিলীপঃ, সদ্যঃ প্রতিষ্টম্ভবিমুক্তবাহুঃ।
স ন্যস্তশস্ত্রো হরয়ে স্বদেহমুপানয়ৎ পিণ্ডমিবামিষস্য॥ ৫৯॥
তস্মিন্ ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানামুৎপশ্যতঃ সিংহনিপাতমুগ্রম্।
অবাঙ্মুখস্যোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ, পপাত বিদ্যাধরহস্তমুক্তা॥ ৬০॥
উত্তিষ্ঠ বৎসেত্যমৃতায়মানং, বচো নিশম্যোত্থিতমুত্থিতঃ সন্।
দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং, গামগ্রতঃ প্রস্রবিণীং ন সিংহম্॥ ৬১॥
তং বিস্মিতং ধেনুরুবাচ সাধো! মায়াং ময়োদ্ভাব্য পরীক্ষিতোঽসি।
ঋষিপ্রভাবান্ময়ি নান্তকোঽপি, প্রভুঃ প্রহর্ত্তুং কিমুতান্যহিংস্রাঃ॥৬২॥

স্বরূপ দেহ রক্ষা করুন। এই বিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহপিণ্ড আমার তুল্য লোকে নিকট নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত॥ ৫৭॥ মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, পরস্প আলাপ হইলেই বন্ধুত্বসম্বন্ধ ঘটে; আমরা উভয়ে যখন এই অরণ্যমধ্যে পরস্প আলাপ করিতেছি, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যেও সেই বন্ধুত্বসম্বন্ধ ঘটিয়াছে অতএব হে রুদ্রপার্ষদ! বন্ধুর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখা আপনার কর্ত্তব্য নহে॥ ৫৮।

(রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া) সিংহ 'তথাস্ত' বাক্যে সম্মত হইলে তৎক্ষণা নরপতির অবরুদ্ধ বাহু প্রতিবন্ধমুক্ত হইল। তখন তিনি অস্ত্র ত্যাগ করি আত্মদেহ অকিঞ্চিৎকর মাংসপিণ্ডবৎ অনায়াসে সিংহকে প্রদান করিতে সমুদ্য হইলেন॥ ৫৯॥ তাঁহার উপর সিংহের প্রচণ্ড উৎপতন হইবে, (সিংহ লম্ফপ্রদা পুরঃসর তাঁহাকে আক্রমণ করিবে,) মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি একবা সিংহের প্রতি নেত্রপাত করিয়া যেমন অধোবদনে উপবেশন করিলেন, অমনি বিদ্যাধরবৃন্দ তাঁহার মস্তকোপরি কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিল॥ ৬০॥

অনন্তর "বৎস! গাত্রোত্থান কর" এই অমৃতময়ী বাণী কর্ণে প্রবেশমাত্র নরপতি দিলীপ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিলেন, সে সিংহ আর নাই, জননীরূপি নন্দিনী পুরোভাগে দণ্ডায়মানা হইয়া ক্ষীরধারা ক্ষরণ করিতেছেন॥ ৬১॥

তখন রাজাকে বিস্মিত দেখিয়া নন্দিনী ধেনু বলিলেন, 'সাধো! আমি মায়া বলে তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করিলাম; সামান্য শ্বাপদের কথা দূরে থাকুক, মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রভাবে যমও আমার হিংসাচরণে সমর্থ নহে॥ ৬২॥ তোমার গুরুভক্তি

ক্ত্যা গুরৌ মযানুকম্পয়া চ, প্রীতাস্মি তে পুত্র ! বরং বৃণীষ্ব।
। কেবলানাং পয়সাং প্রসূতিমবেহি মাং কামদুঘাং প্রসন্নাম্‌॥ ৬৩॥
তঃ সমানীয় স মানিতার্থী, হস্তৌ স্বহস্তার্জ্জিতবীরশব্দঃ।
বংশস্য কর্ত্তারমনন্তকীর্ত্তিং, সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে॥ ৬৪॥
সন্তানকামায় তথেতি কামং, রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য পয়স্বিনী সা।
দুগ্ধ্বা পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং, পুত্রোপভুঙ্‌ক্ষ্বেতি তমাদিদেশ॥ ৬৫॥
বৎসস্য হোমার্থবিধেশ্চ শেষমৃষেরনুজ্ঞামধিগম্য মাতঃ!
ঊধস্যমিচ্ছামি তবোপভোক্তুং, ষষ্ঠাংশমুর্ব্ব্যা ইব রক্ষিতায়াঃ॥ ৬৬॥
ইত্থং ক্ষিতীশেন বশিষ্ঠধেনুর্বিজ্ঞাপিতা প্রীততরা বভূব।
তদন্বিতা হৈমবতাচ্চ কুক্ষেঃ, প্রত্যাযযাবাশ্রমমশ্রমেণ॥ ৬৭॥

মার প্রতি অনুকম্পা দেখিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম; (এখন) র গ্রহণ কর, আমাকে কেবল দুগ্ধপ্রসবিনী জ্ঞান করিও না; আমাকে ঘা (কামপ্রসবিনী) বলিয়া জানিও অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে মনোবাসনা টী করিতে পারি॥' ৬৩॥

নি প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্মানিত করেন, নিজ বাহু-যনি বীরনামে প্রথিত হইয়াছেন, সেই নরপতি দিলীপ তখন করযোড়ে । করিলেন, "সুদক্ষিণার গর্ভে যেন কুলরক্ষক অনন্তকীর্ত্তি সন্তান উৎপন্ন ৬৪॥

খন পুত্রার্থী নরপতিকে বাঞ্ছিত বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়া সেই পয়স্বিনী । তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! তুমি আমার দুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক পত্রপুটে । পান কর॥ ৬৫॥

জা বলিলেন, মাতঃ! প্রথমে আপনার বৎস দুগ্ধ পান করুক, পরে ঐ দুগ্ধ হর্ষির হোমক্রিয়া সম্পাদিত হউক, তদনন্তর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, যেমন কর্তৃক রক্ষিত বসুন্ধরার ষষ্ঠাংশ (কর) আমি গ্রহণ করি, সেইরূপ গুরুর শ উহা (ঐ অবশিষ্ট দুগ্ধ) পান করিব, ইহাই আমার বাসনা॥ ৬৬॥

তিপতি এই কথা বলিলে হোমধেনু নন্দিনী অধিকতর প্রীতিলাভ করিলেন হিমাচলগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নরপতির অগ্রে অগ্রে সানন্দে আশ্রমে ত্ত হইলেন॥ ৬৭॥

তস্যাঃ প্রসন্নেন্দুমুখঃ প্রসাদং, গুরুর্নৃপাণাং গুরবে নিবেদ্য।
প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ, শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব ॥ ৬৮ ॥

স নন্দিনীস্তন্যমনিন্দিতাত্মা, সদ্বৎসলো বৎসহুতাবশেষম্।
পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ, শুভ্রং যশো মূর্ত্তমিবাতিতৃষ্ণঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রাতর্যথোক্তব্রতপারণান্তে, প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য।
তৌ দম্পতী স্বাং প্রতি রাজধানীং, প্রস্থাপয়ামাস বশী বশিষ্ঠঃ ॥ ৭০

প্রদক্ষিণীকৃত্য হুতং হুতাশমনন্তরং ভর্ত্তুররুন্ধতীঞ্চ।
ধেনুং সবৎসাঞ্চ নৃপঃ প্রতস্থে, সন্মঙ্গলোদগ্রতরপ্রভাবঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রোত্রাভিরামধ্বনিনা রথেন, স ধর্ম্মপত্নীসহিতঃ সহিষ্ণুঃ।
যযাবদনুদ্‌ঘাতসুখেন মার্গং, স্বেনেব পূর্ণেন মনোরথেন ॥ ৭২ ॥

তমাহিতৌৎসুক্যমদর্শনেন, প্রজাঃ প্রজার্থব্রতকর্শিতাঙ্গম্।
নেত্রৈঃ পপুস্তৃপ্তিমনাপ্নুবদ্ভির্নবোদয়ং নাথমিবৌষধীনাম্ ॥ ৭৩ ॥

নরপতি দিলীপ (তপোবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) প্রফুল্লমুখে গুরুদেব বশিষ্ঠ নিজ প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী সুদক্ষিণার নিকট নন্দিনীর প্রসন্নতার বিষয় নিবেদন পূর্ব্বক তাহা যেন পুনরুক্ত করিলেন। কারণ, তাঁহার হর্ষলক্ষণ দেখিয়াই তাঁহারা সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনিন্দিত-চরিত্র, সজ্জনবৎসল নরপতি মহর্ষির আজ্ঞানুসারে বৎসের পানাবশিষ্ট ও ঋষিবরের হোমাবশিষ্ট নন্দিনীর স্তন্য দুগ্ধ সাগ্রহে পান করিলেন; তাঁহার প্রতীতি হইল যেন, তিনি দুগ্ধরূপ প্রত্যক্ষ নিজ শুক্লবর্ণ যশ উপভোগ করিলেন ॥ ৬৯ ॥

এই প্রকারে ব্রতপারণা পরিসমাপ্ত হইলে তৎপরদিন প্রভাতে বশীকৃতেন্দ্রিয় বশিষ্ঠ ঋষি প্রাস্থানিক স্বস্ত্যয়ন (আশীর্ব্বাদ) প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই নৃপদম্পতিকে নিজ রাজধানীতে প্রতিগমনার্থ আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৭০ ॥ নরপতি দিলীপ হোমাগ্নি, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী ও সবৎসা নন্দিনী ধেনুকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নিজ রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহার প্রভাব যেন অধিকতর সংবর্দ্ধিত হইল ॥ ৭১ ॥ ব্রতাদি কষ্টসহিষ্ণু রাজা দিলীপ ধর্ম্মপত্নীর সহিত রথারূঢ় হইলে শ্রুতিমনোহর (ঘর্ঘর) শব্দে রথ চলিতে আরম্ভ করিল; বোধ হইল যেন, নরপতি নিজ পূর্ণ-মনোরথে আরূঢ় হইয়া গমন করিতেছেন। গমনকালে পথিমধ্যে রথ কোনরূপ আঘাতাদি প্রাপ্ত হইল না; সুতরাং তাঁহারা সুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥ প্রজারা এ যাবৎ তাঁহার অদর্শনে

রেন্দ্রশ্রীঃ পুরমুৎপতাকং, প্রবিশ্য পৌরৈরভিনন্দ্যমানঃ।
জে ভুজগেন্দ্রসমানসারে, ভূয়ঃ স ভূমেধুর্রমাসসঞ্জ ॥ ৭৪ ॥

অথ নয়নসমুত্থং জ্যোতিরত্রেরিব দ্যৌঃ,
সুরসরিদিব তেজো বহ্নিনিষ্ঠ্যূতমৈশম্।
নরপতিকুলভূত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী,
গুরুভিরভিনিবিষ্টং লোকপালানুভাবৈঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ নন্দিনীবরপ্রদানো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

--- ঃ*ঃ ---

অথেপ্সিতং ভর্তুরুপস্থিতোদয়ং, সখীজনোদ্বীক্ষণকৌমুদীমুখম্।
নিদানমিক্ষ্বাকুকুলস্য সন্ততেঃ, সুদক্ষিণা দৌহৃর্দলক্ষণং দধৌ ॥ ১ ॥

উৎকণ্ঠিত ছিল, (এখন রাজা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে) তাহারা পুত্রার্থ নজনিত-ক্লেশে ক্ষীণদেহ নরপতিকে নবোদিত ক্ষীণচন্দ্রবৎ পুনঃ পুনঃ লোচনে দেখিয়াও চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিতে পারিল না। (যতই দেখে, ততই দের দর্শনপিপাসা বলবতী হয়) ॥ ৭৩ ॥ ইন্দ্রসদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্‌ নরপতি প উত্থিত পতাকাপংক্তি দ্বারা সুশোভিত নগরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুরবাসি-র অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়া বাসুকিসদৃশ শক্তিশালী নিজ বাহুদ্বয়ে পুনর্ব্বার রার ভার গ্রহণ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ দিক্‌-সমূহ যেমন অত্রি-ঋষির নয়ননিঃসৃত তিকে (শশাঙ্ককে) ধারণ করিয়াছিল, জাহ্নবী যেমন বহ্নি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, মহিষী সুদক্ষিণাও সেইরূপ গর্ভ ধারণ করিলেন। ষ্ট অষ্ট লোকপালেরও দুর্ব্বহ তেজে তেজঃসম্পন্ন এবং রাজবংশের কল্যাণের ত ॥ ৭৫ ॥

তদনন্তর সুদক্ষিণা পতি দিলীপের ফলোন্মুখ ঈপ্সিতস্বরূপ, ইক্ষ্বাকুকুলের হেতু-সখীবৃন্দের লোচনানন্দপ্রদ, প্রকাশোন্মুখ শশাঙ্করশ্মি অথবা দীপোৎসবের ন্যায়

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা, মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা, প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব্বরী ॥ ২॥
তদাননং মৃৎসুরভি ক্ষিতীশ্বরো, রহস্যুপাঘ্রায় ন তৃপ্তিমাযযৌ।
করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং, শুচিব্যপায়ে বনরাজিপল্বলম্ ॥ ৩॥
দিবং মরুত্বানিব ভোক্ষ্যতে ভুবং, দিগন্তবিশ্রান্তরথো হি তৎসুতঃ।
অতোঽভিলাষে প্রথমং তথাবিধে, মনো ববন্ধান্যরসান্ বিলঙ্ঘ্য সা॥
ন মে হ্রিয়া শংসতি কিঞ্চিদীপ্সিতং, স্পৃহাবতী বস্তুষু কেষু মাগধী।
ইতি স্ম পৃচ্ছত্যনুবেলমাদৃতঃ, প্রিয়াসখীরুত্তরকোশলেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥
উপেত্য সা দোহদদুঃখশীলতাং, যদেব বব্রে তদপশ্যদাহৃতম্।
ন হীষ্টমস্য ত্রিদিবেঽপি ভূপতেরভূদনাসাদ্যমধিজ্যধন্বনঃ ॥ ৬ ॥

গর্ভলক্ষণ ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥ তাঁহার দেহ (দিন দিন) ক্ষীণ হইল; সুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমস্ত অলঙ্কার ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহার ক মণ্ডল লোধ্রপুষ্পবৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল; প্রভাতোন্মুখী রজনী যে কতিপয় অল্পসংখ্যক নক্ষত্র ও ক্ষীণপ্রভ চন্দ্রে পরিশোভিতা হয়, তিনি সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন ॥ ২ ॥ গ্রীষ্মান্তে বনমধ্যগত নীরদধারাসি পল্বলের নবীনসলিলে মৃত্তিকাগন্ধ অনুভব করিয়া হস্তী যেমন তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্র হয় না, নরপতি দিলীপও সেইরূপ নির্জ্জনে রাণীর মৃদ্‌গন্ধপূরিত বদন আঘ্রাণপূর্ব্ব তৃপ্তির শেষ করিতে পারিলেন না। (গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীরা মৃত্তিকা ভক্ষণ করি ভালবাসে, ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। সুদক্ষিণাও মৃত্তিকাভক্ষণ করিতে লাগিলেন রাজা তাঁহার মুখে সেই গন্ধ অনুভব করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন) ॥ ৩ দেবেন্দ্র যেমন সুররাজ্য ভোগ করেন, পুত্রও (জন্মগ্রহণ করিয়া) সেইরূপ সম দিকের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত রথচালন পূর্ব্বক অখিল বসুন্ধরা ভোগ করিবে, এই জন্য যেন রাণী সুদক্ষিণা অপরাপর রসের আস্বাদ পরিহার পুরঃসর প্রথমেই মৃত্তিকা ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ কোশলরাজ দিলীপ রাণীর সখীদিগের নিকট সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতেন, "মগধরাজকুমারী (সুদক্ষিণা) লজ্জাবশে আমার নিকট মনো গত ভাব ব্যক্ত করেন না, কোন্ কোন্ বস্তুতে তাঁহার অভিরুচি?" ৫ ॥ তিনি গর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রাণী যখন যে বস্তুর অভিলাষ করিতেন, তাহাই তখন পুরো ভাগে (সংগৃহীত) দেখিতেন। কারণ, জ্যাসমন্বিত-শরাসনধারী নরপতি দিলীপ ত্রিদিবধাম হইতেও ঈপ্সিত বস্তু আনয়নে অক্ষম ছিলেন না ॥ ৬ ॥ লতা যেমন

ক্রমেণ নিস্তীর্য্য চ দোহদব্যথাং, প্রচীয়মানাবয়বা ররাজ সা।
পুরাণপত্রাপগমাদনন্তরং, লতেব সন্নদ্ধমনোজ্ঞপল্লবা ॥ ৭ ॥
দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং, তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্।
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ, সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ম্ ॥৮॥
নিধানগর্ভামিব সাগরাম্বরাং, শমীমিবাভ্যন্তরলীনপাবকাম্।
নদীমিবান্তঃসলিলাং সরস্বতীং, নৃপঃ সসত্ত্বাং মহিষীমমন্যত ॥ ৯ ॥
প্রিয়ানুরাগস্য মনঃসমুন্নতের্ভুজার্জ্জিতানাঞ্চ দিগন্তসম্পদাম্।
যথাক্রমং পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়া, ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীর্ব্যধত্ত সঃ ॥ ১০ ॥
সুরেন্দ্রমাত্রাশ্রিতগর্ভগৌরবাৎ, প্রযত্নমুক্তাসনয়া গৃহাগতঃ।
তয়োপচারাঞ্জলিখিন্নহস্তয়া, ননন্দ পারিপ্লবনেত্রয়া নৃপঃ ॥ ১১ ॥
কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে, ভিষগ্‌ভিরাপ্তৈরথ গর্ভভর্ম্মণি।
পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং, দদর্শ কালে দিবমভ্রিতামিব ॥১২॥

তন পত্রত্যাগান্তে মনোহর নবীনপল্লবে মণ্ডিতা হয়, রাণী সুদক্ষিণাও সেইরূপ মে ক্রমে) গর্ভক্লেশ অতীত হইলে পরিপুষ্ট দেহ প্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লেন॥ ৭॥ কতিপয় দিবস অতীত হইলে তাঁহার পীনপয়োধরদ্বয়ের অগ্রদে বর্ণ হওয়াতে উহা ভ্রমরসমন্বিত সুজাত পদ্মকোরকের শোভাকেও পরাজ লি॥ ৮॥ মহিষীকে গর্ভবতী দর্শনে নরপতি দিলীপের মনে বোধ হইতে ল যেন, সাগরাম্বরা বসুন্ধরা নিজ গর্ভে রত্ন ধারণ করিয়াছেন, স্রোতস্বতী তী যেন অভ্যন্তরে বিমলজলস্রোত ধারণ করিয়াছেন এবং শমীলতা যে ন্তরে গুপ্ত বহ্নি ধারণ করিয়া রহিয়াছে॥ ৯॥ প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি তাঁহা প অনুরাগ, অন্তঃকরণের যেরূপ উদারতা, আপন বাহুবলে তিনি যেরূপ দিগ ন্ত হইতে ঐশ্বর্য্যরাশি অধিকার করিয়াছেন এবং পুত্র জন্মিবে বলিয়া তাঁহা ও যেরূপ হর্ষসঞ্চার হইয়াছিল, তদনুরূপ সমারোহসহকারে সেই বীর নরপতি লীপ রাজার পুংসবনাদি কার্য্য সকল নির্ব্বাহিত করিলেন॥ ১০॥ নরপতি যখ র গৃহে উপস্থিত হইতেন, লোকপালগণের অংশজাত গর্ভের গুরুভারবশে রা ন আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে ক্লেশ বোধ করিতেন; অভ্যর্থনা লিবন্ধন করিতে হস্তদ্বয় অবসন্ন হইত, নেত্রযুগল ছল ছল করিত, তাহা দেখি ের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না॥ ১১॥ যে সকল চিকিৎসক শিশুচিকিৎসা

গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।
অসূত পুত্রং সময়ে শচীসমা, ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্॥ ১৩॥
দিশঃ প্রসেদুর্ম্মরুতো ববুঃ সুখাঃ, প্রদক্ষিণার্চ্চির্হবিরগ্নিরাদদে।
বভূব সর্ব্বং শুভশংসি তৎক্ষণং, ভবো হি লোকাভ্যুদয়ায় তাদৃশম্॥ ১৪॥
অরিষ্টশয্যাং পরিতো বিসারিণা, সুজন্মনস্তস্য নিজেন তেজসা।
নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো, বভূবুরালেখ্যসমর্পিতা ইব॥ ১৫॥
জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ, শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে॥ ১৬॥
নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্‌গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি॥ ১৭॥

পারদর্শী ও বিশ্বস্ত, তাহারা গর্ভপোষণকার্য্য সম্পাদিত করিলে নরপতি প্রফুল্লচিত্তে ধরাপতনোন্মুখ-মেঘমণ্ডিত আকাশের ন্যায় রাজ্ঞীকে আসন্নপ্রসবা বলিয়া অবগত হইলেন॥ ১২॥

অনন্তর প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র এই ত্রিসাধনাশক্তি যেমন অক্ষয় সম্পদ্ প্রসব করে, শচীসদৃশী রাজ্ঞী সুদক্ষিণাও সেইরূপ যথাসময়ে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। সেই কুমারের জন্মসময়ে গ্রহপঞ্চক উচ্চস্থানস্থ এবং সূর্য্য হইতে সুদূরে উদিত থাকাতে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পৎসৌভাগ্যই প্রকাশ পাইল॥ ১৩॥ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দিক্‌সমূহ প্রসন্ন হইল, মনোহর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, হোমাগ্নি দক্ষিণদিঙ্মুখী শিখা বিস্তার পূর্ব্বক হবিগ্রহণ করিলেন; এই ভাবে সমগ্র শুভলক্ষণই পরিলক্ষিত হইল। ফলতঃ সেরূপ মহান্ ব্যক্তির জন্ম বসুন্ধরার মঙ্গলের কারণই হয়॥ ১৪॥ সূতিকাগৃহে শয্যার চতুর্দ্দিকে সেই মনোহর শিশুর নৈসর্গিক তেজোরাশি বিকীর্ণ হওয়াতে তাহার তেজে রাত্রিকালীন নিশ্চল দীপরাজি অকস্মাৎ হীনপ্রভ হইয়া চিত্রার্পিতবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল॥ ১৫॥ যে অন্তঃপুরচারী আসিয়া রাজাকে এই অমৃতায়মান পুত্রজন্মসংবাদ শ্রবণ করাইল, শশাঙ্কবৎ সমুজ্জ্বল রাজচ্ছত্র ও চামরযুগল এই দ্রব্যত্রয় ব্যতীত তাহাকে নরপতির অন্য কোন বস্তুই অদেয় রহিল না॥ ১৬॥ নির্ব্বাতস্থলস্থ পদ্ম যেমন অচলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ নিশ্চলনয়নে নরপতি পুত্রের মুখারবিন্দ দর্শন করিতে লাগিলেন; চন্দ্র-দর্শনে সমুদ্রপ্রবাহ যেমন কূল প্লাবিত করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে, তাঁহার তৎকালীন আনন্দও সেইরূপ হৃদয় পূর্ণ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠিল॥ ১৭॥

জাতকর্ম্মণ্যখিলে তপস্বিনা, তপোবনাদেত্য পুরোধসা কৃতে।
দিলীপসূনুর্মণিরাকোরোদ্ভবঃ, প্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বভৌ ॥ ১৮ ॥
সুখশ্রবা মঙ্গলতূর্য্যনিস্বনাঃ, প্রমোদনৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্।
ন কেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ, পথি ব্যজৃম্ভন্ত দিবৌকসামপি ॥ ১৯ ॥
ন সংযতস্তস্য বভূব রক্ষিতুর্বিসর্জ্জয়েদ্‌যং সুতজন্মহর্ষিতঃ।
ঋণাভিধানাৎ স্বয়মেব কেবলং, তদা পিতৄণাং মুমুচে স বন্ধনাৎ ॥২০॥
শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ।
অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবিচ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবম্ ॥ ২১ ॥
পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ, শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ ॥ ২২ ॥
উমাবৃষাঙ্কৌ শরজন্মনা যথা, যথা জয়ন্তেন শচীপুরন্দরৌ।
তথা নৃপঃ সা চ সুতেন মাগধী, ননন্দতুস্তৎসদৃশেন তৎসমৌ ॥ ২৩ ॥

দিকে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ তপোবন হইতে আসিয়া কুমারের সমগ্র জাত-
ম্পাদন করিলেন। শাণযন্ত্রে পরিষ্কৃত হইলে খনিজাত মণি যেমন শোভা
করে, সেই দিলীপকুমারও তখন সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১৮ ॥
লে মাগধীপতি দিলীপের গৃহেই যে শ্রুতিমনোহর মঙ্গলবাদ্য বাদিত ও তৎ-
বারবিলাসিনীগণের আনন্দনর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা নহে; গগনমার্গেও ঐ
অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ পুত্রজন্মজনিত হর্ষে নৃপতি কর্ত্তৃক
মোচন হয় নাই, প্রজারক্ষক সেই রাজার রাজ্যে তৎকালে এমন কোন
দ্ধই দৃষ্ট হয় নাই অর্থাৎ এই উৎসবহেতু তিনি সমস্ত কারাবাসীরই বন্ধন
করিয়াছিলেন; তিনি আপনি আপনাকেও পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত
করিলেন ॥ ২০ ॥ এই শিশু শাস্ত্রের ও শত্রুসাগরের পার অতিক্রম করিবে,
বেচনা করিয়া ধাত্বর্থবেত্তা রাজা দিলীপ লঘধাতুর গমনার্থবোধে সেই
ত্রর নাম 'রঘু' রাখিলেন ॥ ২১ ॥
র্য্যরশ্মি চন্দ্রে প্রবিষ্ট হইলে শুক্লপক্ষে যেমন শশধরের দেহ দিন দিন বর্দ্ধিত
সই কুমারের মনোহর অঙ্গসমূহও সেইরূপ সর্ব্বসম্পৎশালী পিতার যত্নে উত্ত-
র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥ পার্ব্বতী ও মহেশ্বর যেমন ষড়াননকে এবং
ইন্দ্র যেমন জয়ন্তকে লাভ করিয়াছিলেন, তত্তৎসদৃশ সুদক্ষিণা ও দিলীপও
প কুমারকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দলাভ করিলেন ॥ ২৩ ॥ চক্রবাকমিথুনের

রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং, বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্।
বিভক্তমপ্যেকসুতেন তত্তয়োঃ, পরস্পরস্যোপরি পর্য্যচীয়ত॥ ২৪।
উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো, যযৌ তদীয়মবলম্ব্য চাঙ্গুলীম্।
অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া,পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ॥২৫
তমঙ্কমারোপ্য শরীরযোগজৈঃ, সুখৈর্নিষিঞ্চন্তমিবামৃতং ত্বচি।
উপান্তসংমিলীতলোচনো নৃপশ্চিরাৎ সুতস্পর্শরসজ্ঞতাং যযৌ॥২
অমংস্ত চানেন পরার্দ্ধ্যজন্মনা, স্থিতেরভেত্তা স্থিতিমন্তমন্বয়ম্।
স্বমূর্ত্তিভেদেন গুণাগ্রবর্ত্তিনা, পতিঃ প্রজানামিব সর্গমাত্মনঃ॥ ২৭।
স বৃত্তচূলশ্চলকাকপক্ষকৈরমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরন্বিতঃ।
লিপের্যথাবদ্গ্রহণেন বাঙ্ময়ং, নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ ॥২৮॥
অথোপনীতং বিধিবদ্বিপশ্চিতো, বিনিন্যুরেনং গুরবো গুরুপ্রিয়
অবন্ধ্যযত্নাশ্চ বভূবুরত্র তে, ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি॥ ২৯।

ন্যায় রাজদম্পতির চিত্তাকর্ষক প্রেম (চিরদিনই) পরস্পরকে আশ্রয় ক
আছে; এখন সেই প্রেম এই একমাত্র শিশু কর্তৃক বিভক্ত হইল বটে;
তাহা পরস্পরের প্রতি হ্রাস হইল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল॥২৪
(ক্রমে ক্রমে) সেই দিলীপকুমার ধাত্রী কর্তৃক প্রথমোচ্চারিত বাক্যো
করণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ধাত্রীর অঙ্গুলী ধরিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক (ধীরে ধী
হাঁটিতে আরম্ভ করিল এবং ধাত্রীকৃত প্রণামের অনুকরণ করিয়া প্রণাম করি
লাগিল; তদ্দর্শনে পিতা দিলীপরাজ যার পর নাই আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।২
তিনি যখন সেই কুমারকে অঙ্কে স্থাপন করিতেন, তখন তাহার অঙ্গস্পর্শজ
সুখে তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয় যেন পীযূষরসে অভিষিক্ত হইত, নেত্রদ্বয় নিমীলিত হ
আসিত; অনেকক্ষণের পর তিনি পুত্রালিঙ্গনসুখ বুঝিতে পারিতেন॥ ২৬॥ প্র
পতি ব্রহ্মা যেমন নিজ অপর মূর্ত্তি সত্ত্বগুণাস্পদ বিষ্ণুকে লাভ করিয়া আপ
সৃষ্টিকে স্থায়ী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, মর্য্যাদারক্ষক প্রজাপালক দিলীপ
সেইরূপ অমূল্য পুত্ররত্ন পাইয়া নিজ বংশকে স্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিলেন॥২
রাজপুত্র রঘুর চূড়াকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইলে তিনি চপলশিখাধারী সম
মন্ত্রিনন্দনদিগের সহিত সমবেত হইয়া, নদীমুখ দ্বারা যেমন সাগরে প্রবেশ ক
সেইরূপ পঞ্চাশদ্বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া তৎসহায়ে (ক্রমে ক্রমে) শব্দশাস্ত্র
সাগরে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ২৮॥ তৎপরে তিনি কৃতোপনয়ন হইলে বিচক্ষণ

য়ঃ সমগ্রৈঃ স গুণৈরুদারধীঃ, ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুরর্ণবোপমাঃ।
তার বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভির্দিশো হরিদ্ভির্হরিতামিবেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
চং স মেধ্যাং পরিধায় রৌরবীমশিক্ষিতাস্ত্রং পিতুরেব মন্ত্রবৎ।
কেবলং তদ্‌গুরুরেকপার্থিবঃ, ক্ষিতাবভূদেকধনুর্দ্ধরোঽপি সঃ ॥ ৩১॥
হাক্ষতাং বৎসতরঃ স্পৃশন্নিব, দ্বিপেন্দ্রভাবং কলভঃ শ্রয়ন্নিব।
ঘুঃ ক্রমাদ্‌যৌবনভিন্নশৈশবঃ, পুপোষ গাম্ভীর্য্যমনোহরং বপুঃ ॥ ৩২ ॥
থাস্য গোদানবিধেরনন্তরং, বিবাহদীক্ষাং নিরবর্ত্তয়দ্‌গুরুঃ।
রেন্দ্রকন্যাস্তমবাপ্য সৎপতিং, তমোনুদং দক্ষসুতা ইবাবভুঃ ॥ ৩৩ ॥
া যুগব্যায়তবাহুরংসলঃ, কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্ধরঃ।
পুঃপ্রকর্ষাদজয়দ্‌গুরুং রঘুস্তথাপি নীচৈর্বিনয়াদদৃশ্যত ॥ ৩৪ ॥

সেই গুরুবৎসল রঘুকে যথানিয়মে বেদ প্রভৃতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি- রূপ (উপযুক্ত) পাত্রে তাঁহাদের যত্নও বিফল হইল না। কারণ, র প্রয়োগ করিলে সে চেষ্টা বলবতী হয় ॥ ২৯ ॥ পবন অপেক্ষাও সমধিক গী অশ্বসমূহ দ্বারা ভাস্করদেব যেমন চতুর্দ্দিক্ অতিক্রম করেন, প্রবল ধীশক্তি- দ্ধও সেইরূপ বুদ্ধিশক্তিবলে চতুঃসমুদ্রবৎ চারিটি বিদ্যা * যথাক্রমে অধ্যয়ন ন ॥ ৩০ ॥ তিনি বিশুদ্ধ রুরুমৃগচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক পিতৃসমীপেই নিখিল াশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ, তাঁহার পিতা কেবল বসুন্ধরার একাধী- লেন না, ধরাধামে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বলিয়াও প্রথিত ছিলেন ॥ ৩১ ॥ যেমন ক্রমে ক্রমে মহান্ বৃষভের আকার ধারণ করে, করিশিশু যেমন মে বিশালকায় হস্তীতে পরিণত হয়, শৈশব অতিক্রম পূর্ব্বক যৌবনোদয় রঘুর দেহও সেইরূপ রমণীয় গাম্ভীর্য্যপূরিত আকার ধারণ করিল ॥ ৩২ ॥ নন্তর রঘুর কেশান্ত-সংস্কার সম্পাদিত হইলে রাজা দিলীপ তাঁহার উদ্বাহ- সম্পাদন করিলেন। রোহিণ্যাদি তারাবৃন্দ তিমিরনাশক চন্দ্রকে পতি ইয়া যেমন শোভা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজকুমারীরা সেইরূপ লোকদুঃখহারক সৎপতি প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ সেই যুবক রঘুর যুগদণ্ডবৎ দীর্ঘ, স্কন্ধযুগল মাংসল, বক্ষঃপ্রদেশ কবাটবৎ পরিণদ্ধ (সুঘটিত) গ্রীবা বিশাল। এই সমস্ত দৈহিক উৎকর্ষে তিনি পিতাকেও পরাভব

---

* আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই বিদ্যাচতুষ্টয়।

ততঃ প্রজানাং চিরমাত্মনা ধৃতাং, নিতান্তগুর্ব্বীং লঘয়িষ্যতা ধুরম্।
নিসর্গসংস্কারবিনীত ইত্যসৌ, নৃপেণ চক্রে যুবরাজশব্দভাক্॥ ৩৫।
নরেন্দ্রমূলায়তনাদনন্তরং, তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী, নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥ ৩৬
বিভাবসুঃ সারথিনেব বায়ুনা, ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।
বভূব তেনাতিতরাং সুদুঃসহঃ, কটপ্রভেদেন করীব পার্থিবঃ॥ ৩৭
নিযুজ্য তং হোমতুরঙ্গরক্ষণে, ধনুর্দ্ধরং রাজসুতৈরনুদ্রুতম্।
অপূর্ণমেকেন শতক্রতূপমঃ, শতং ক্রতূনামপবিঘ্নমাপ সঃ॥ ৩৮॥
ততঃ পরং তেন মখায় যজ্বনা, তুরঙ্গমুৎসৃষ্টমনর্গলং পুনঃ।
ধনুর্ভৃতামগ্রত এব রক্ষিণাং, জহার শক্রঃ কিল গূঢ়বিগ্রহঃ॥ ৩৯।

করিলেন বটে, কিন্তু নম্রতাগুণে তাঁহাকে (পিতৃসকাশে) ক্ষুদ্রই দেখাই অর্থাৎ তিনি কদাচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন না॥ ৩৪॥

তদনন্তর নরপতি দিলীপ বহুদিন যাবৎ যে প্রজাপালনরূপ গুরুভার বহ করিতেছিলেন, তাহা লাঘব করিবার বাসনায় রঘুকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি লেন। কারণ, রঘু তৎকালে নিজ চরিত্র ও শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত সুশিক্ষার গু স্বভাবের পূর্ণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৩৫। লক্ষ্মী যেমন পূর্ব্বপ্রস্ফুটিত প হইতে ক্রমে ক্রমে তৎসমীপস্থ নবপ্রস্ফুটিত পদ্ম আশ্রয় করেন, গুণাভিলাষি রাজশ্রীও সেই প্রকার দিলীপরূপ মূল আয়তন হইতে তৎসমীপস্থ সেই যুবরাজরূ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন॥ ৩৬॥ বায়ুর সাহায্যে যেমন বহ্নি, শরৎঋতুর সাহা যেমন ভাস্কর দেব, গণ্ডপ্রদেশ হইতে নিঃসৃত মদজলধারার সাহায্যে যেমন হ অতীব দুঃসহ তেজ ধারণ করে, নরপতি দিলীপও সেইরূপ নিজ পুত্র রঘুর সাহা নিতান্ত দুঃসহ তেজ ধারণ করিলেন॥ ৩৭॥ ইন্দ্রতুল্য নরপতি দিলীপ রাজপুত্র কর্ত্তৃক অনুসৃত ধনুর্দ্ধর রঘুকে যজ্ঞীয় তুরঙ্গরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে একো শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন॥ ৩৮॥

অনন্তর যজ্ঞক্রিয়ায় ব্রতী নৃপতি দিলীপ পুনর্ব্বার যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞাশ্ব মো করিয়া দিলে অশ্ব নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিল। এ দিকে দেবরাজও ধনুর্দ্ধারী রক্ষ বৃন্দের সম্মুখ হইতে অলক্ষিতভাবে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়া লইলেন। অ

বিষাদলুপ্তপ্রতিপত্তি বিস্মিতং, কুমারসৈন্যং সপদি স্থিতঞ্চ তৎ।
বশিষ্ঠধেনুশ্চ যদৃচ্ছয়াগতা, শ্রুতপ্রভাবা দদৃশেঽথ নন্দিনী ॥ ৪০ ॥
তদঙ্গনিস্যন্দজলেন লোচনে, প্রমৃজ্য পুণ্যেন পুরস্কৃতঃ সতাম্‌।
অতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যুপপন্নদর্শনো, বভূব ভাবেষু দিলীপনন্দনঃ ॥ ৪১ ॥
স পূর্ব্বতঃ পর্ব্বতপক্ষশাতনং, দদর্শ দেবং নরদেবসম্ভবঃ।
পুনঃ পুনঃ সূতনিষিদ্ধচাপলং, হরন্তমশ্বং রথরশ্মিসংযতম্‌ ॥ ৪২ ॥
শতৈস্তমক্ষ্ণামনিমেষবৃত্তিভির্হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ।
অবোচদেনং গগনস্পৃশা রঘুঃ, স্বরেণ ধীরেণ নিবর্ত্তয়ন্নিব ॥ ৪৩ ॥
মখাংশভাজাং প্রথমো মনীষিভিস্ত্বমেব দেবেন্দ্র! সদা নিগদ্যসে।
অজস্রদীক্ষাপ্রযতস্য মদ্‌গুরোঃ, ক্রিয়াবিঘাতায় কথং প্রবর্ত্তসে ॥ ৪৪ ॥
ত্রিলোকনাথেন সদা মখদ্বিষস্ত্বয়া নিয়ম্যা ননু দিব্যচক্ষুষা।
স চেৎ স্বয়ং কর্ম্মসু ধর্ম্মচারিণাং,ত্বমন্তরায়ো ভবসি চ্যুতো বিধিঃ ॥৪৫॥

[রা]জনন্দন রঘুর সৈন্যগণ বিষণ্ণ, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বিস্মিত হইয়া পড়িল। (দেখিতে [দেখি]তে) প্রথিতপ্রভাবা বশিষ্ঠধেনু নন্দিনী ইচ্ছাবশে তথায় আসিয়া উপস্থিত [হই]লেন ॥ ৪০ ॥ সাধুগণের মাননীয় দিলীপকুমার রঘু সেই নন্দিনীর দেহনিঃসৃত [জ]লে আপনার নেত্র মার্জ্জন করিলেন; তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু সকল [দর্শ]নেও তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল ॥ ৪১ ॥ তখন রাজকুমার রঘু দেখিলেন, পর্ব্বত-[পক্ষ]চ্ছেদকারী ইন্দ্র যজ্ঞাশ্ব লইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছেন; ঐ অশ্ব রথরশ্মিতে [ব]দ্ধ রহিয়াছে এবং সারথি পুনঃ পুনঃ তাহার ঔদ্ধত্য-নিবারণে নিযুক্ত [আ]ছে ॥ ৪২ ॥ সেই অশ্বাপহারীর অঙ্গে শত শত নিস্পন্দ চক্ষু বিদ্যমান, রথের [অশ্ব] সকল হরিদ্বর্ণ; তদ্দর্শনে রঘু তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং [আক]াশভেদী গম্ভীররবে তাঁহার গতিরোধ পূর্ব্বক চমকিত করিয়া বলিতে আরম্ভ [করি]লেন ॥ ৪৩ ॥

হে দেবেন্দ্র! মনীষিগণ কর্ত্তৃক আপনি যজ্ঞাংশভোজিগণের অগ্রণী বলিয়া [নি]র্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, আমার পিতা সর্ব্বদা যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত; আপনি তাঁহার যজ্ঞ-[কার্য্যে]র বিঘ্ন উৎপাদনে উদ্যত হইয়াছেন কেন? ৪৪ ॥ আপনি দিব্যচক্ষু ও [ত্রি]লোকের অধীশ্বর; কেহ যজ্ঞের বিঘ্ন করিলে তাহাকে শাসন করা আপনার [কর্ত্ত]ব্য; আপনি যদি ধার্ম্মিকের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করেন, তাহা হইলে [ধর্ম্মা]নুষ্ঠান লোপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৫ ॥ অতএব হে মঘবন্! মহাযজ্ঞের প্রধান

তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্! মহাক্রতোরমুং তুরঙ্গং প্রতিমোক্তুমর্হসি।
পথঃ শ্রুতের্দর্শয়িতার ঈশ্বরা, মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিম্॥ ৪৬॥
ইতি প্রগল্‌ভং রঘুণা সমীরিতং, বচো নিশম্যাধিপতির্দিবৌকসাম্।
নিবর্ত্তয়ামাস রথং সবিস্ময়ঃ, প্রচক্রমে চ প্রতিবক্তুমুত্তরম্॥ ৪৭॥
যদাত্থ রাজন্যকুমার! তৎ তথা, যশস্তু রক্ষ্যং পরতো যশোধনৈঃ।
জগৎপ্রকাশং তদশেষমিজ্যয়া, ভবদ্‌গুরুর্লঙ্ঘয়িতুং মমোদ্যতঃ॥ ৪৮॥
হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো, মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ।
তথা বিদুর্মাং মুনয়ো শতক্রতুং, দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দ এষ নঃ॥ ৪৯
অতোঽয়মশ্বঃ কপিলানুকারিণা, পিতুস্ত্বদীয়স্য ময়াপহারিতঃ।
অলং প্রযত্নেন তবাত্র মা নিধাঃ, পদং পদব্যাং সগরস্য সন্ততেঃ॥৫০॥

অঙ্গীভূত এই তুরঙ্গটি প্রত্যর্পণ করুন্। বেদপথপ্রদর্শক মহাত্মগণ কখনও মলিন পদ্ধতির অনুসরণ করেন না॥ ৪৬॥

রঘুপ্রমুখাৎ এই গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণে দেবেন্দ্র বিস্মিতচিত্তে রথ প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন॥ ৪৭॥ হে ক্ষত্রিয়কুমার! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু যশোধন ব্যক্তিরা শত্রু হইতে যশই রক্ষা করিয়া থাকেন; আমার যেমন বিশ্ববিশ্রুত, তোমার পিতা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহা অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছেন॥ ৪৮॥ একমাত্র নারায়ণ যেমন পুরুষোত্তম এবং ত্রিনয়নই যেমন মহেশ্বর নামে প্রথিত, আর কেহ নহে, আমিও সেইরূপ একমাত্র শতক্রতু নামে অভিহিত। আমাদিগের তিন জনের এইরূপ নাম দ্বিতীয় ব্যক্তি গ্রহণ করিতে অধিকারী নহে॥ ৪৯॥ এই জন্যই আমি মহর্ষি কপিলের দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক তোমার পিতার এই যজ্ঞীয়াশ্ব হরণ করিয়াছি। * তুমি এই অশ্বমোচনার্থ প্রয়াস করিয়া সগরসন্তানদিগের পথানুসরণ করিও না॥ ৫০॥

---

* পৌরাণিকী বার্ত্তা এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয় রাজা সগর একশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার অভিলাষে যজ্ঞীয়াশ্ব মোচন করিলে, পাছে সগর রাজা ইন্দ্রত্বপদ অধিকার করেন, এই আশঙ্কায় দেবরাজ যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন মানসে সেই অশ্ব হরণ পূর্ব্বক পাতালতলবাসী ধ্যানমগ্ন কপিলের আশ্রমে তাহাকে রাখেন। ষষ্টিসহস্রসংখ্য সগরপুত্র চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে করিতে পাতালতলে উপস্থিত হইয়া সেই অশ্ব দেখিতে পান এবং কপিলই অশ্বচোর মনে করিয়া রোষবশে প্রহার করিতে উদ্যত হন। ভগবান্ কপিল তদ্দর্শনে ক্রোধাগ্নি দ্বারা তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত করেন।

চতঃ প্রহস্যাপভয়ঃ পুরন্দরং, পুনর্ব্বভাষে তুরগস্য রক্ষিতা।
হাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে, ন খল্বনির্জ্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্॥ ৫১॥
। এবমুক্ত্বা মঘবন্তমুন্মুখঃ, করিষ্যমাণঃ সশরং শরাসনম্।
রতিষ্ঠদালীঢ়বিশেষশোভিনা, বপুঃপ্রকর্ষেণ বিড়ম্বিতেশ্বরঃ॥ ৫২॥
ঘোরবষ্টম্ভময়েন পত্রিণা, হৃদি ক্ষতো গোত্রভিদপ্যমর্ষণঃ।
বাম্বুদানীকমুহূর্ত্তলাঞ্ছনে, ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত সায়কম্॥ ৫৩॥
দিলীপসূনোঃ স বৃহদ্ভুজান্তরং, প্রবিশ্য ভীমাসুরশোণিতোচিতঃ।
পাবনাস্বাদিতপূর্ব্বমাশুগঃ, কুতূহলেনেব মনুষ্যশোণিতম্॥ ৫৪॥
রেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ, সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলৌ।
জে শচীপত্রবিশেষকাঙ্কিতে, স্বনামচিহ্নং নিচখান সায়কম্॥ ৫৫॥
হার চান্যেন ময়ূরপত্রিণা, শরেণ শক্রস্য মহাশনিধ্বজম্।
কোপ তস্মৈ স ভৃশং সুরশ্রিয়ঃ, প্রসহ্য কেশব্যপরোপণাদিব॥ ৫৬॥

তখন অশ্বরক্ষক রঘু হাস্য সহকারে পুনর্ব্বার দেবেন্দ্রকে বলিলেন, আপনি যদি প দৃঢ়সংকল্প হইয়া থাকেন, তবে অস্ত্র গ্রহণ করুন, রঘুকে পরাভব না করিলে নি কখনই সিদ্ধমনোরথ হইতে সমর্থ হইবেন না॥ ৫১॥

রঘু দেবরাজকে এই বলিয়া ঊর্দ্ধমুখে কার্ম্মুকে বাণসন্ধানে উদ্যত হইলেন। র দক্ষিণচরণ পুরোভাগে প্রসারিত, বামচরণ পশ্চাদ্দিকে আকুঞ্চিত ও বিপুল র আয়ত হইলে বোধ হইল যেন, স্বয়ং মহেশ্বর বিশাল শরীর আয়ত করিয়া য়মান রহিয়াছেন॥ ৫২॥

পর্ব্বতভেদকারী দেবরাজও রঘুর স্তম্ভোপম শর দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া বশে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং নবজলদমালার ন্যায় দীপ্তিমান কার্ম্মুকে ঘ বাণ সন্ধান করিলেন॥ ৫৩॥ ভীষণ অসুরশোণিতপানে অভ্যস্ত সেই ইন্দ্র-দিলীপকুমারের বিশাল বক্ষঃপ্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া যেন কুতূহলবশে অনাস্বাদিত-নররক্ত পান করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৫৪॥ সুরগজ ঐরাবতকে প্রহার করাতে র অঙ্গুলীসমূহ কর্কশ হইয়াছে, শচী যাহাতে পত্রবিশেষ অঙ্কিত করেন (লতা- আঁকিয়া দেন), ষড়াননসম বিক্রমশালী রঘুও ইন্দ্রের সেই হস্তে নিজনামাঙ্কিত টি শর বিদ্ধ করিলেন॥ ৫৫॥ আর একটি ময়ূরপত্রশোভিত শর দ্বারা রঘু বরাজের রথস্থিত বজ্রচিহ্নিত ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। সবলে সুরকুল-

তয়োরুপান্তস্থিতসিদ্ধসৈনিকং, গরুত্মদাশীবিষভীমদর্শনৈঃ।
বভূব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈষিণোরধোমুখৈরূর্দ্ধমুখৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥ ৫৭॥
অতিপ্রবন্ধপ্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিস্তমাশ্রয়ং দুষ্প্রসহস্য তেজসঃ।
শশাক নির্ব্বাপয়িতুং ন বাসবঃ, স্বতশ্চ্যুতং বহ্নিমিবাদ্ভিরম্বুদঃ॥ ৫৮॥
ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাঙ্কিতে, প্রমথ্যমানার্ণবধীরনাদিনীম্।
রঘুঃ শশাঙ্কার্দ্ধমুখেন পত্রিণা, শরাসনজ্যামলুনাদ্বিড়ৌজসঃ ॥ ৫৯॥
স চাপমুৎসৃজ্য বিবৃদ্ধমৎসরঃ, প্রণাশনায় প্রবলস্য বিদ্বিষঃ।
মহীধ্রপক্ষব্যপরোপণোচিতং স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমস্ত্রমাদদে ॥ ৬০ ॥
রঘুর্ভৃশং বক্ষসি তেন তাড়িতঃ, পপাত ভূমৌ সহ সৈনিকাশ্রুভিঃ।
নিমেষমাত্রাদবধূয় তদ্ব্যথাং, সহোত্থিতঃ সৈনিকহর্ষনিস্বনৈঃ॥ ৬১॥

রাজলক্ষ্মীর কেশচ্ছেদন করিলে দেবেন্দ্রের যেমন রোষসঞ্চার হয়, রথধ্বজচ্ছেদন হেতু রঘুর উপরেও তাঁহার সেইরূপ ক্রোধোদয় হইল ॥ ৫৬ ॥ পরস্পর বিজিগীষু হইয়া দৃঢ়সংকল্প করাতে তখন উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল; পক্ষবিশিষ্ট বাণসকল যেন পক্ষধারী ভুজঙ্গকুলের ন্যায় ভয়ঙ্কর আকারে উর্দ্ধে ও নিম্নে ছুটিতে লাগিল; দেবেন্দ্রপক্ষীয় সিদ্ধবৃন্দ ও রঘুপক্ষীয় সৈন্যগণ বিস্মিতচিত্তে উহা দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ অবিরল জলবর্ষণ করিয়াও মেঘ যেমন আপনা কর্তৃক নিঃসৃত বজ্রাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয় না, দেবরাজও সেইরূপ অবিশ্রান্ত অস্ত্রবর্ষণ করিয়াও নিজ অংশজাত দুঃসহ তেজের আস্পদ রঘুকে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইলেন না ॥ ৫৮ ॥

তদনন্তর রঘু দেবরাজের হরিচন্দনচর্চ্চিত মণিবন্ধে একটি অর্দ্ধচন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করিলেন; যে ধনুকের গুণ মন্থনকালে আলোড়িত সাগরের গর্জ্জনবৎ গভীর শব্দ করে, ঐ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা ইন্দ্রের শরাসনের সেই গুণ ছেদিত হইল ॥ ৫৯ ॥

তখন দেবরাজ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং যাহা দ্বারা পর্ব্বতসমূহের পক্ষ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন, প্রবল শত্রুবধার্থ সেই প্রজ্বলিত প্রভাপ্রদীপ্ত বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৬০ ॥ ইন্দ্রপ্রক্ষিপ্ত সেই বজ্র ভীষণবেগে রঘুর বক্ষঃস্থলে পতিত হইল; তিনি সৈন্যবৃন্দের অশ্রুধারার সহিত ধরাতলে নিপতিত হইলেন; পরন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই বজ্রাঘাতজনিত বেদনা দূর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; অমনি তাঁহার সৈন্যবৃন্দও হর্ষভরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥ ৬১ ॥ দেবরাজ ঐ প্রকার

থাপি শস্ত্রব্যবহারনিষ্ঠুরে, বিপক্ষভাবে চিরমস্য তস্থুষঃ।
তোষ বীর্য্যাতিশয়েন বৃত্রহা, পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে॥ ৬২॥
সঙ্গমদ্রিষ্বপি সারবত্তয়া, ন মে ত্বদন্যেন বিসোঢ়মায়ুধম্।
বেহি মাং প্রীতমৃতে তুরঙ্গমাৎ, কিমিচ্ছসীতি স্ফুটমাহ বাসবঃ॥ ৬৩॥
তা নিষঙ্গাদসমগ্রমুদ্ধৃতং, সুবর্ণপুঙ্খদ্যুতিরঞ্জিতাঙ্গুলিম্।
রন্দ্রসূনুঃ প্রতিসংহরন্নিষুং, প্রিয়ংবদঃ প্রত্যবদৎ সুরেশ্বরম্॥ ৬৪॥
মোচ্যমশ্বং যদি মন্যসে প্রভো! ততঃ সমাপ্তে বিধিনৈব কর্ম্মণি।
জস্রদীক্ষাপ্রযতঃ স মদ্গুরুঃ, ক্রতোরশেষেণ ফলেন যুজ্যতাম্॥ ৬৫॥
। চ বৃত্তান্তমিমং সদোগতস্ত্রিলোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ।
রব সন্দেশহরাদ্বিশাম্পতিঃ,শৃণোতি লোকেশ! তথা বিধীয়তাম্॥৬৬॥
থেতি কামং প্রতিশুশ্রুবান্ রঘোর্যথাগতং মাতলিসারথির্যযৌ।
স্য নাতিপ্রমনাঃ সদোগৃহং, সুদক্ষিণাসূনুরপি ন্যবর্ত্তত॥ ৬৭॥

স্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিদারুণ শক্রতা প্রকাশ করিলেও রঘু তাহাতে বিচলিত না। তাঁহার এইরূপ লোকাতীত বীর্য্য দেখিয়া দেবরাজ পরম পরিতুষ্ট । কারণ, গুণ সর্ব্বস্থানেই প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়॥ ৬২॥

ন দেবরাজ পরিস্ফুটভাবে বলিলেন, যাহার সারবত্তা পর্ব্বতেও অপ্রতিহত, তিবেকে আমার সেই বজ্রাস্ত্র সহ্য করিতে আর কেহই সমর্থ হয় নাই; আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইলাম। অশ্ব ভিন্ন আর যে কোন বস্তু অভীপ্সিত, আমার নিকট প্রার্থনা কর॥ ৬৩॥

নন্দন রঘু তূণীর হইতে একটি শর বহির্গত করিতেছিলেন, সেই শরের ঙ্খের ছটায় তাঁহার অঙ্গুলী রঞ্জিত হইতেছিল; তিনি পুনরায় সেই শর াখিয়া মিষ্টবচনে ইন্দ্রকে বলিলেন॥ ৬৪॥ হে প্রভো! যজ্ঞীয়াশ্ব যদি আপনি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে নিরন্তর যজ্ঞক্রিয়ায় দীক্ষিত থানিয়মে এই যজ্ঞ সম্পাদিত করিলে যে ফল প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাকে সেই ল প্রদান করুন॥ ৬৫॥ সভাসদ্‌পরিবৃত আমার পিতা যজ্ঞে ব্রতী হইয়া অন্যতম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহার নিকট পারিবে না; আপনার বার্ত্তাবহপ্রমুখাৎ যাহাতে তিনি এই সংবাদ অবগত ারেন, আপনি তাহার বিহিত ব্যবস্থা করুন॥ ৬৬॥

লিসারথি দেবেন্দ্র রঘুর প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতিশ্রুতি পুরঃসর যথা-

তমভ্যনন্দৎ প্রথমং প্রবোধিতঃ, প্রজেশ্বরঃ শাসনহারিণা হরেঃ।
পরামৃশন্ হর্ষজড়েন পাণিনা, তদীয়মঙ্গং কুলিশব্রণাঙ্কিতম্॥ ৬৮॥
ইতি ক্ষিতীশো নবতিং নবাধিকাং, মহাক্রতূনাং মহনীয়শাসনঃ।
সমারুরুক্ষুর্দিবমায়ুষঃ ক্ষয়ে, ততান সোপানপরম্পরামিব॥ ৬৯॥
অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে,
নৃপতিককুদং দত্ত্বা যূনে সিতাতপবারণম্।
মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে,
গলিতবয়সামিক্ষ্বাকূণামিদং হি কুলব্রতম্॥ ৭০॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রঘুরাজ্যাভিষেকো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

স রাজ্যং গুরুণা দত্তং প্রতিপদ্যাধিকং বভৌ।
দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশনঃ॥ ১॥

স্থলে প্রস্থিত হইলেন; এ দিকে সুদক্ষিণাকুমার রঘুও অনতিপ্রহৃষ্টচিত্তে রাজসভা প্রত্যাবৃত্ত হইলেন॥ ৬৭॥

প্রজাপালক দিলীপ ইত্যগ্রেই দেবেন্দ্রপ্রেরিত বার্ত্তাবহপ্রমুখাৎ সমগ্র বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন; তিনি পুত্রকে অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহার বজ্রক্ষত দেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন; হর্ষবশে তাঁহার হস্ত জড়ীভূত হইল॥ ৬৮॥

যাঁহার আদেশ সর্ব্বত্রই সম্মানিত হয়, সেই ক্ষিতিপাল দিলীপ এই প্রকারে যে একোনশত মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন, প্রাণত্যাগান্তে ত্রিদিবধামে আরোহণার্থ যেন উহা সোপানরাজিরূপে পরিণত হইল॥ ৬৯॥ তদনন্তর তিনি সাংসারিক বিষয় হইতে চিত্ত নিরস্ত করিয়া যুবক পুত্র রঘুকে যথানিয়মে রাজচিহ্ন শ্বেতচ্ছত্র প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং মহিষী সমভিব্যাহারে তপোবনতরুর আশ্রয় লইলেন। কারণ, ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজাদিগের ইহাই কুলব্রত॥ ৭০॥

সন্ধ্যাকালে ভাস্কর কর্ত্তৃক স্থাপিত তেজোলাভ করিয়া বহ্নি যেমন সমধিক প্রদীপ্ত হয়, রঘুও সেইরূপ পিতৃদত্ত রাজ্য লাভ করিয়া অধিকতর সমুজ্জ্বল

দিলীপানন্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্।
পূর্ব্বং প্রধূমিতো রাজ্ঞাং হৃদয়েঽগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ২ ॥
পুরুহূতধ্বজস্যেব তস্যোন্নয়নপংক্তয়ঃ।
নবাভ্যুত্থানদর্শিন্যো ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥
সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।
তেন সিংহাসনং পিত্র্যমখিলঞ্চারিমণ্ডলম্ ॥ ৪ ॥
ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ম্।
পদ্মা পদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্যদীক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
পরিকল্পিতসান্নিধ্যা কালে কালে চ বন্দিষু।
স্তুত্যং স্তুতিভিরর্থ্যাভিরুপতস্থে সরস্বতী ॥ ৬ ॥
মনুপ্রভৃতিভির্মান্যৈর্ভুক্তা যদ্যপি রাজভিঃ।
তথাপ্যনন্যপূর্ব্বেব তস্মিন্নাসীদ্‌বসুন্ধরা ॥ ৭ ॥
স হি সর্ব্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ।
আদদে নাতিশীতোষ্ণো নভস্বানিব দক্ষিণঃ ॥ ৮ ॥

ন ॥ ১ ॥* পূর্ব্ব হইতে বিপক্ষ-নৃপতিগণের অন্তঃকরণে যে সন্তাপাগ্নি প্রধূ-
হইতেছিল, দিলীপের পর রঘু রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদিগের
ন্তাপাগ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ২ ॥ ঊর্দ্ধনেত্রে ইন্দ্রধ্বজের উদয়
লোক যেমন আনন্দিত হয়, পুত্রপৌত্রাদিসহ প্রজাবর্গও সেইরূপ রঘুর নবাভ্যু-
র্শনে পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইল ॥৩॥ গজেন্দ্রগামী রঘু যুগপৎ পৈতৃক সিংহাসন
খিল অরাতিমণ্ডল আক্রমণ করিলেন ॥ ৪ ॥ রঘুকে সাম্রাজ্যদীক্ষিত দেখিয়া
হইল যেন, পদ্মালয়া অলক্ষিতভাবে থাকিয়া তাঁহার মস্তকে পদ্মছত্র ধারণ
তাঁহার উপাসনা করিতেছেন ॥ ৫ ॥ বাগ্‌দেবীও যথাকালে বৈতালিকবৃন্দের
প্রাদুর্ভূতা হইয়া সদর্থগর্ভ স্তব দ্বারা সেই প্রশংসার্হ রঘুরাজের গুণগানে প্রবৃত্ত
ন ॥ ৬ ॥ মনু প্রভৃতি সম্মানার্হ নৃপতিমণ্ডলী কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াও পৃথিবী
অনন্যোপভুক্তার ন্যায় অনুরাগিণী হইয়া একান্তচিত্তে রঘুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত
ন ॥ ৭ ॥ নাতিশীতোষ্ণ বসন্তানিল যেমন সর্ব্বলোকের মনোহরণ করে, রঘুও

---

*শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সূর্য্যদেব যখন অস্তগমন করেন, তখন বহ্নিমধ্যে আপনার
াপিত করিয়া থাকেন।

মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ।
ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজাঃ॥ ৯॥
নয়বিদ্ভির্নবে রাজ্ঞি সদসচ্চোপদর্শিতম্।
পূর্ব্ব এবাভবৎ পক্ষস্তস্মিন্নাভবদুত্তরঃ॥ ১০॥
পঞ্চানামপি ভূতানামুৎকর্ষং পুপুষুর্গুণাঃ।
নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্ব্বং নবমিবাভবৎ॥ ১১॥
যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাত্তপনো যথা।
তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ॥ ১২॥
কামং কর্ণান্তবিশ্রান্তে বিশালে তস্য লোচনে।
চক্ষুষ্মত্তা তু শাস্ত্রেণ সূক্ষ্মকার্য্যার্থদর্শিনা॥ ১৩॥
লব্ধপ্রশমনস্বস্থমথৈনং সমুপস্থিতা।
পার্থিবশ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎ পঙ্কজলক্ষণা॥ ১৪॥

সেইরূপ নাত্যুগ্র ও নাতিমৃদু হইয়া যথাযথ দণ্ডদান করাতে সকলের মনোহ করিলেন॥ ৮॥ আম্রবৃক্ষের ফল জন্মিয়া যেরূপ মানুষের চিত্ত হইতে মুকু অদর্শনজন্য ক্লেশের হ্রাস করে, রঘুও সেইরূপ পিতা অপেক্ষাও অধিক গুণ হওয়ায় প্রজাগণের হৃদয় হইতে দিলীপের অদর্শনজাত দুঃখ হ্রাস করিলেন। নীতিবিশারদ অমাত্যবর্গ সেই নবভূপতিকে সরল ও কুটিল এই দুই প্রকার রা নীতিরই উপদেশ দিতেন, কিন্তু রঘু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রথমটিই (সরলটিই) আ করিতেন, অপরটি (কুটিলটি) আশ্রয় করিতেন না॥ ১০॥ রঘুর রাজ্যাভিষে পর ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক গুণ সকল উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং নবভূ তির রাজত্বকালে সকল দ্রব্যই নূতন বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল॥ ১১ আনন্দদান করেন বলিয়া চন্দ্রমার 'চন্দ্র' নাম এবং তাপদান করাতে সূর্য্যে 'তপন' নাম যেমন সার্থক হইয়াছে, প্রজারঞ্জন হেতু রঘুরও সেইরূপ 'রাজা' না সার্থকতা প্রাপ্ত হইল॥ ১২॥ তাঁহার বিশালনেত্রদ্বয় আকর্ণ আয়ত ছিল সত্য কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাই তিনি দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিত ছিল, সুতরাং তিনি স্থিরচি অবস্থিতি করিতেন। ইত্যবসরে শরৎঋতু কমলশোভায় বিমণ্ডিত হইয়া দ্বি রাজশ্রীর ন্যায় তাঁহার শুশ্রূষার্থ অভ্যুদিত হইল॥ ১৪॥ তখন বৃষ্টি নিঃশেষি

নির্বৃষ্টলঘুভির্মেঘৈর্মুক্তবর্ত্মা সুদুঃসহঃ।
প্রতাপস্তস্য ভানোশ্চ যুগপদ্ব্যানশে দিশঃ॥ ১৫॥
বার্ষিকং সংজহারেন্দ্রো ধনুর্জৈত্রং রঘুর্দধৌ।
প্রজার্থসাধনে তৌ হি পর্য্যায়োদ্যতকার্ম্মুকৌ॥ ১৬॥
পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসৎকাশচামরঃ।
ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্॥ ১৭॥
প্রসাদসুমুখে তস্মিন্ চন্দ্রে চ বিশদপ্রভে।
তদা চক্ষুষ্মতাং প্রীতিরাসীৎ সমরসা দ্বয়োঃ॥ ১৮॥
হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু।
বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্য্যস্তা যশসামিব॥ ১৯॥
ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্।
আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ॥ ২০॥

াছে, (আর জলবর্ষণ হয় না,) সুতরাং মেঘমণ্ডলী লঘু হওয়ায় পথ উন্মুক্ত ; ভাস্করদেবের প্রচণ্ড প্রতাপ ও রঘুর অপ্রতিহত অসহ্য তেজ দিঙ্মণ্ডল ীর্ণ করিল॥ ১৫॥ বর্ষাকালে দেবরাজ যে ধনুর্দ্ধারণ করেন, তাহা অপসারিত লেন ; এ দিকে রঘুরাজও বিজয়শরাসন ধারণ করিলেন। কারণ, তাঁহারা রই প্রজাপুঞ্জের কল্যাণার্থ পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন শরাসন ধারণ করিয়া ন॥ ১৬॥ রঘুর রাজচ্ছত্র শ্বেতপদ্মের ন্যায় শুভ্র এবং চামর কাশপুষ্পবৎ অমল- ; এই দুইটি বস্তু দ্বারা তিনি বিমণ্ডিত থাকেন ; শরৎঋতুও শ্বেতপদ্মরূপ ছত্র ও সিত কাশকুসুমরূপ চামরে শোভিত হইয়া রঘুর অনুকরণ করিল বটে, কিন্তু তর রাজশ্রী প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইল না। ১৭॥ বিশালনেত্র লোকমাত্রেই সেই য় রঘুর প্রফুল্ল মুখশ্রী ও শারদীয় শশধরের বিমল শোভা দেখিয়া সমান আনন্দ- উপভোগ করিতে লাগিল॥ ১৮॥ হংসপংক্তিতে, নক্ষত্রমালায় ও কুমুদমণ্ডিত া যেন রঘুর যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া পড়িল॥ ১৯॥ (এই শরৎকালে) কৃষক- রা ইক্ষুবৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশন পূর্ব্বক শালিধান্যের রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ারক্ষক রঘু কর্ত্তৃক আশৈশব কৃত দেবেন্দ্রবিজয়াদি গুণগাথা গান করিতে ত্ত হইল॥ ২০॥ মহাতেজস্বী অগস্ত্যনক্ষত্র উদিত হওয়াতে জলসকল স্বচ্ছ হইয়া

প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্ম্মহৌজসঃ।
রঘোরভিভবাশঙ্কি চুক্ষুভে দ্বিষতাং মনঃ॥ ২১ ॥
মদোদগ্রাঃ কুকুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ।
লীলাখেলমনুপ্রাপুর্ম্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম্॥ ২২ ॥
প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদগন্ধিভিরাহতাঃ।
অসূয়য়েব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রসুস্রুবুঃ॥ ২৩ ॥
সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্।
যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ॥ ২৪ ॥
তস্মৈ সম্যক্ হুতো বহ্নির্ব্বাজিনীরাজনাবিধৌ।
প্রদক্ষিণার্চ্চির্ব্যাজেন হস্তেনেব জয়ং দদৌ॥ ২৫ ॥
স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণির্য়ান্বিতঃ।
ষড়্‌বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্‌জিগীষয়া॥ ২৬ ॥

উঠিল; এ দিকে মহাপ্রতাপবান্ রঘুর নিকট পরাজিত হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহার অরাতিগণের চিত্তও কলুষীকৃত হইল॥ ২১॥ রঘু যেমন চিত্তকর্ষক বিক্রমলীলা প্রদর্শন করেন, (শরৎকালে) মদমত্ত বিপুলককুৎবিশিষ্ট বিশালকায় বৃষভেরাও নদীর তটদেশ উৎপাটন পূর্ব্বক সেইরূপ বিক্রমপ্রকাশের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ২২॥ (এই সময়ে সপ্তপর্ণবৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়;) সপ্তপর্ণপুষ্পের গন্ধ হস্তীর মদজলবৎ উগ্র; রঘুর হস্তিসকল সেই গন্ধ আঘ্রাণ করাতে মত্ত হইয়া উঠিল; (তাহারা মনে করিল, অন্য মদস্রাবী হস্তীর গাত্র হইতে ঐ গন্ধ বহির্গত হইতেছে); কাজেই তাহারা অসূয়াবশে দেহের সপ্ত স্থান হইতে* মদধারা ক্ষরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ২৩॥ এই শরৎঋতু নদী সকলকে স্বল্পজলপূর্ণ ও পথ কর্দ্দমবিরহিত করিয়া উৎসাহবশে উত্তেজিত হইবার পূর্ব্বেই রঘুকে সংগ্রাম-যাত্রায় প্রবর্ত্তিত করিল॥ ২৪॥ রঘু তুরঙ্গগণের নীরাজনারূপ মাঙ্গল্য-ক্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক যথাবিধানে বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন; তখন সেই হোমাগ্নি দক্ষিণ-দিঙ্মুখী শিখাবিস্তার সহকারে আহুতি গ্রহণ করিলেন; সুতরাং বোধ হইল যেন, বহ্নিদেব শিখারূপ হস্ত প্রসারণ করিয়া রাজাকে জয় প্রদান করিতেছেন॥ ২৫॥

অনন্তর নরপতি রঘু নিবাসদুর্গ ও প্রান্তদুর্গের রক্ষাবিধান এবং পৃষ্ঠশত্রু হইতে

---

* সপ্ত স্থান যথা—নাসারন্ধ্র দ্বয়, গণ্ডদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও মেঢ্র।

অবাকিরন্ বয়োবৃদ্ধাস্তং লাজৈঃ পৌরযোষিতঃ।
পৃষতৈর্ম্মন্দরোদ্ধূতৈঃ ক্ষীরোর্ম্ময় ইবাচ্যুতম্॥ ২৭॥
স যযৌ প্রথমং প্রাচীং তুল্যঃ প্রাচীনবর্হিষা।
অহিতাননিলোদ্ধূতৈস্তর্জ্জয়ন্নিব কেতুভিঃ॥ ২৮॥
রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈর্গজৈশ্চ ঘনসন্নিভৈঃ।
ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্ব্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্॥ ২৯॥
প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্।
যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুস্কন্ধেব সা চমূঃ॥ ৩০॥
মরুপৃষ্ঠান্যুদম্ভাংসি নাব্যাঃ সুপ্রতরা নদীঃ।
বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমত্ত্বাচ্চকার সঃ॥ ৩১॥
স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীম্।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ॥ ৩২॥

নার নিরাপদের উপায়বিধান পূর্ব্বক অনুকূল দৈবসমন্বিত হইয়া ষড়ঙ্গ সৈন্য ভব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন॥ ২৬॥ বয়োবৃদ্ধ পুরবাসিনীরা তাঁহার কোপরি লাজবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, ক্ষীর-দ্র তরঙ্গমালা মন্দর-পর্ব্বতের ঘর্ষণে উৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দুসকল নারায়ণের ক বর্ষণ করিতেছে॥ ২৭॥ দেবেন্দ্রবিক্রম রঘু অগ্রে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন; কূল পবন প্রবাহিত হওয়াতে তাঁহার রণপতাকাপংক্তি কম্পিত হইতে লাগিল; হইল যেন, সেই পতাকাকম্পন দ্বারা রঘু অরাতিগণকে তর্জ্জন করিতেছেন॥২৮॥ র রথসঞ্চালনে ধূলিরাশি সমুত্থিত হওয়াতে গগনমার্গ আচ্ছন্ন হইল; বোধ যেন, আকাশমণ্ডল ভূতলে এবং জলদমালাসদৃশ গজরাজিতে ধরাতল আচ্ছন্ন য ভূতল আকাশে পরিণত হইয়াছে॥ ২৯॥ রঘুর সেনা চারি অংশে বিভক্ত গমন করিতে লাগিল; সর্ব্বপ্রথমে প্রতাপ, তৎপশ্চাদ্ভাগে সৈন্যকোলাহল, রে রজোরাশি এবং সর্ব্বশেষে রথাদি চতুরঙ্গ বল॥ ৩০॥ গমনকালে পথি-যেখানে মরুভূমি দৃষ্ট হইল, রঘু নিজ শক্তিবলে সে স্থান হইতেও জল উত্তোলন লেন; যে সমস্ত নদী বিনা তরণীতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন, তৎসমস্তও সুখ-গোচিত করিলেন এবং যেখানে যেখানে অরণ্য দৃষ্ট হইল, তৎসমস্ত তরুশূন্য য়া ফেলিলেন॥ ৩১॥ এই মহতী সৈন্যবাহিনী পূর্ব্বসাগরাভিমুখী হইলে বোধ ন যেন, ভগীরথ হরজটাভ্রষ্ট জাহ্নবীকে লইয়া পূর্ব্বসাগরাভিমুখে গমন

ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা নৃপৈঃ।
তস্যাসীদুল্বণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিনঃ॥ ৩৩
পৌরস্ত্যানেবমাক্রামন্ তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥ ৩৪॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥ ৩৫॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥ ৩৬॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কমলা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ॥ ৩৭॥
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥ ৩৮॥

করিতেছেন॥ ৩২॥ হস্তী যেমন (গমনকালে) কোন বৃক্ষকে ফলশূন্য, কোন বৃক্ষকে উৎপাটিত ও কোন বৃক্ষকে ছিন্নভিন্ন করিয়া আপনার পথ কণ্টকহীন করে, রঘু সেইরূপ (গমন করিতে করিতে) কোন নৃপতিকে ধনশূন্য, কোন রাজাকে বা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নিজ গমনপথ বিঘ্নবিরহিত করিয়া চলিলেন॥ ৩৩॥ এইরূপে পূর্ব্ব দিকৃস্থ সমস্ত রাজা রণবিজয়ী রঘুর নিকট পরাভূত হইলে, তিনি মহাসাগরের তালীবনশ্যামল উপকূলে আসিয়া উপনীত হইলেন॥ ৩৪॥ নদীবেগ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বেতসলতিকা যেমন অবনত হইতে পড়ে, উদ্ধত নৃপতিগণের উন্মূলনকারী রঘুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুহ্মদেশীয় নৃপতিরাও সেইরূপ তৎসকাশে অবনত হইয়া পড়িলেন॥ ৩৫॥ বঙ্গদেশীয় রাজারা রণতরীযোগে নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সেনানেতা রঘু আপনার বাহুবলে তাঁহাদিগকে উৎখাত করিয়া গঙ্গাস্রোতোমধ্যগতা দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন।॥ ৩৬॥ শালীধান্যের কলমগুলিকে (চারাগুলিকে) উঠাইয়া পুনর্ব্বার রোপণ করিলে যেরূপ আমূল ফলভরে অবনত হইয়া উহা শস্য প্রদান করে, বঙ্গদেশীয় ভূপতিরাও সেইরূপ নরপতি রঘু কর্ত্তৃক প্রথমে উৎখাত ও পরে নিজ নিজ পদে (পুনরায়) প্রতিষ্ঠিত হইয়া রঘুর চরণকমলে অবনত হইলেন এবং ভূরিপরিমিত অর্থদানে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন॥ ৩৭॥

অনন্তর হস্তী সকলকে সেতুর আকারে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর দিয়া

স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্দ্ধ্নি তীক্ষ্ণং ন্যবেশয়ৎ।
অঙ্কুশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ॥ ৩৯॥
প্রতিজগ্রাহ কালিঙ্গস্তমস্ত্রৈর্গজসাধনঃ।
পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্ব্বতঃ॥ ৪০॥
দ্বিষাং বিষহ্য কাকুৎস্থস্তত্র নারাচদুর্দ্দিনম্।
সন্মঙ্গলস্নাত ইব প্রতিপেদে জয়শ্রিয়ম্॥ ৪১॥
তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ।
নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ॥ ৪২॥
গৃহীতপ্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ।
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীম্॥ ৪৩॥

মভিব্যাহারে কপিশা নদী পার হইলেন এবং উৎকলবাসীরা পথ দেখাইয়া সেই পথ দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ৩৮॥ মাহুত যেমন গম্ভীর-হস্তীর মাথায় অঙ্কুশ প্রবেশ করাইয়া দেয়, রঘুও সেইরূপ মহেন্দ্রগিরির উপরি-আপনার তীক্ষ্ণ প্রতাপ সন্নিবেশিত করিলেন॥ ৩৯॥ কলিঙ্গপতি গজসৈন্য-অস্ত্রবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার আক্রমণে বাধা প্রদান করিলে বোধ হইল যেন, র পাষাণবৃষ্টিসহকারে পক্ষচ্ছেদোদ্যত দেবেন্দ্রের প্রতিরোধে সমুদ্যত ছ॥ ৪০॥ ককুৎস্থকুলতিলক রঘু মহেন্দ্রগিরিবাসী অরাতিগণের অস্ত্রবর্ষণ রিলে বোধ হইল যেন, যথাবিধানে বিশুদ্ধ সলিলধারায় স্নান পূর্ব্বক জয়শ্রী ইয়াছেন॥ ৪১॥ রঘুপক্ষীয় যোদ্ধগণ তথায় পানভূমি রচনা করিয়া তাম্বূল-ট নারিকেলমদ্য পান করিতে আরম্ভ করিল; বোধ হইল যেন, তাহারা নচ্ছলে অরাতির শুভ্র যশ পান করিতেছে॥ ৪২॥ ধর্ম্মবিজয়ী রঘু নৃপতি রাজকে প্রথমে বন্দীভূত করিয়াছিলেন, তৎপরে ঐ মহেন্দ্ররাজ আনুগত্য-। করিলে তাঁহার বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন। রঘু তাঁহার রাজশ্রী হরণ ন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্য হরণ করিলেন না অর্থাৎ পুনরায় তাঁহাকে দ প্রতিষ্ঠিত করিলেন॥ ৪৩॥ *

যিনি শত্রুজয় করিয়া তাহার রাজশ্রী হরণ পূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, াই ধর্ম্মবিজয়ী কহে।

তেতো বেলাতটেনৈ ফলবৎপূগমালিনা।
অগস্ত্যাচরিতামাশামনাশাস্যজয়ো যযৌ ॥ ৪৪ ॥
স সৈন্যপরিভোগেন গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ ॥ ৪৫ ॥
বলৈরধ্যুষিতাস্তস্য বিজিগীষোর্গতাধ্বনঃ।
মারীচোদ্‌ভ্রান্তহারীতা মলয়াদ্রেরুপত্যকাঃ ॥ ৪৬ ॥
সসঞ্জুরশ্বক্ষুণ্ণানামেলানামুৎপতিষ্ণবঃ ।
তুল্যগন্ধিষু মত্তেভকটেষু ফলরেণবঃ ॥ ৪৭ ॥
ভোগিবেষ্টনমার্গেষু চন্দনানাং সমর্পিতম্।
নাস্রসৎ করিণাং গ্রৈবং ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি ॥ ৪৮ ॥
দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥ ৪৯ ॥

তদনন্তর জয় অনায়াসলভ্য, এই বিবেচনা করিয়া রঘু আর জয়প্রাপ্তির জ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। তিনি ফলপূরিত-পূগতরু-বিরাজিত সাগরকূ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যে দিকে অগস্ত্যনক্ষত্র উদিত হয়, ক্রমে ক্রমে তিনি সেই দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥ নরপতি রঘু যখন গমন করেন তখন কাবেরী নদীর জলে স্নাননিরত গজবৃন্দের সুরভি মদধারা ও সৈন্যসমূহের দেহানুলেপনবস্তু পতিত হওয়ায় নদীজল সুগন্ধি হইয়া উঠিল ; তদ্দর্শনে নদীপতি সাগর মনে মনে এই আশঙ্কা করিলেন যে,তাঁহার প্রিয়তমা দয়িতা কাবেরী বোধ হয় ব্যভিচারিণী হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তর বিজয়াভিলাষী রঘুর সৈন্যবৃন্দ কিছু দূর পথ অতিবাহন পূর্ব্বক মলয়-গিরির উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া কিছু দিন অবস্থিতি করিল। ঐ পর্ব্বত কানন-চারী হারীতনামক বিহঙ্গকুলে পরিপূর্ণ ॥ ৪৬ ॥ ঐ স্থানে অশ্বখুর দ্বারা এলালতা সকল দলিত হওয়ায় উহার ফলসকল ধূলিবৎ চূর্ণ ও অনিলভরে উড্ডীন হইয়া তৎসদৃশ গন্ধযুক্ত মদমত্ত গজবৃন্দের গণ্ডপ্রদেশে গিয়া সংলগ্ন হইল ॥ ৪৭ ॥ তত্রত্য চন্দনবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া সর্প সকল অবস্থান করাতে সেই সমস্ত বৃক্ষগাত্রে খাঁজ পড়িয়াছিল, তাহাতে আবার হস্তীদিগের কণ্ঠরজ্জু বন্ধন করাতে উহা এরূপ দৃঢ় সংলগ্ন হইয়াছে যে, যদি হস্তীরা চরণশৃঙ্খল ছিন্ন করে, তথাপি সে বন্ধন উন্মোচিত হয় না ॥ ৪৮ ॥ দক্ষিণায়নে আদিত্যদেবও ক্ষীণতেজা হইয়া পড়েন, কিন্তু

তাম্রপর্ণীসমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ।
তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্‌॥ ৫০॥
স নির্ব্বিশ্য যথাকামং তটেম্বালীনচন্দনৌ।
স্তনাবিব দিশস্তস্যাঃ শৈলৌ মলয়দর্দ্দুরৌ॥ ৫১॥
অসহ্যবিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদন্বতা।
নিতম্বমিব মেদিন্যাঃ স্রস্তাংশুকমলঙ্ঘয়ৎ॥ ৫২॥
তস্যানীকৈর্বিসর্পদ্ভিরপরান্তজয়োদ্যতৈঃ।
রামাস্ত্রোৎসারিতোঽপ্যাসীৎ সহ্যলগ্ন ইবার্ণবঃ॥ ৫৩॥
ভয়োৎসৃষ্টবিভূষাণাং তেন কেরলযোষিতাম্‌।
অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণপ্রতিনিধীকৃতঃ॥ ৫৪॥
মুরলামারুতোদ্ধূতমগমৎ কৈতকং রজঃ।
তদ্‌যোধবারবাণানামযত্নপটবাসতাম্‌॥ ৫৫॥

দিকে প্রস্থান করিলে তদ্দিক্‌স্থ রাজারা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন ৪৯॥ তাহারা রঘুর পাদপদ্মে প্রণতি পুরঃসর অত্যুত্তম মুক্তারাজি উপহার ন; ঐ সকল মুক্তা তাম্রপর্ণী-নাম্নী নদীসঙ্গত মহাসাগর হইতে উৎপন্ন। বোধ যেন, সেই সকল রাজারা নিজ নিজ উপার্জ্জিত যশোরাশিই রঘুকে প্রদান লন॥ ৫০॥ অসহ্যবিক্রমশালী রঘু (প্রথমতঃ) মলয় ও দর্দ্দুর নামক দুইটি ইচ্ছানুসারে উপভোগ করিলেন অর্থাৎ ঐ পর্ব্বতদ্বয় তাঁহার অধিকারে ন। ঐ দুইটি পর্ব্বত দক্ষিণদিগ্বধূর কুচযুগলের ন্যায় বিরাজমান; উহার তট-চন্দনবৃক্ষ দ্বারা সমাকীর্ণ। তৎপরে ক্রমে ক্রমে তিনি সহ্যপর্ব্বত অতিক্রম ন। সাগর দূরে অপসৃত হওয়াতে তৎকালে ঐ সহ্যগিরি বসুন্ধরার বসনোন্মুক্ত র ন্যায় শোভা পাইল॥ ৫১-৫২॥ রঘুর সৈন্যবাহিনী যখন পাশ্চাত্যদেশ-জয় করিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইল, তখন বোধ হইল যেন, সাগর জামদগ্ন্যের দূরে উৎসারিত হইয়াও পুনরায় সহ্যগিরিতে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে॥ ৫৩॥ দেশীয় রমণীগণ রঘুর সৈন্য দর্শনে ভীত হইয়া বসনভূষণ পরিহার পূর্ব্বক ন করিতে লাগিল; সৈন্যগণের গমন হেতু ধূলি উত্থিত হইয়া তাহাদিগের স্থলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, রঘুরাজ সেই ধূলিপটল দ্বারা তাহা-র অলকাবলীস্থিত কুঙ্কুমাদি চূর্ণের অভাব দূর করিয়া দিলেন॥ ৫৪॥ মুরলা-নদীসংসৃষ্ট বায়ুহিল্লোলে কেতকীকুসুমের পরাগসমূহ বিকীর্ণ হইয়া রঘুসৈন্যের

অভ্যভূয়ত বাহানাং চরতাং গাত্রশিঞ্জিতৈঃ।
বর্ম্মভিঃ পবনোদ্ধূতরাজতালীবনধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥
খর্জ্জুরীস্কন্ধনদ্ধানাং মদোদ্গারসুগন্ধিষু।
কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ ॥ ৫৭ ॥
অবকাশং কিলোদন্বান্ রামায়াভ্যর্থিতো দদৌ।
অপরান্তমহীপালব্যাজেন রঘবে করম্ ॥ ৫৮ ॥
মত্তেভরদনোৎকীর্ণব্যক্তবিক্রমলক্ষণম্।
ত্রিকূটমেব তত্রোচ্চৈর্জয়স্তম্ভং চকার সঃ ॥ ৫৯ ॥
পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥ ৬০ ॥

দেহে সংলগ্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন, অযত্নসম্ভূত পটবাসের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥ * সৈন্যগণের গমনসময়ে তুরঙ্গমগণের দেহস্থিত বর্ম্ম হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দ বহির্গত হইতে লাগিল; বায়ুহিল্লোলে তালবনের যে মর্ম্মর শব্দ হইতেছিল, ঐ বর্ম্মশব্দে তাহা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল, (শ্রুতিগোচর হইল না) ॥ ৫৬ ॥ তৎকালে খর্জ্জুর-বৃক্ষের স্কন্ধদেশে সৈন্যগণের হস্তী সকল বদ্ধ থাকাতে ভ্রমরগণ পুন্নাগ-কুসুম পরিহার পূর্ব্বক তাহাদিগের মদজল-সুরভিত গণ্ডপ্রদেশে আসিয়া উপবেশন করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ সাগর জামদগ্ন্যের প্রার্থনানুসারেই তাঁহাকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সাগর পাশ্চাত্য-রাজাদিগের ছলে রঘুকে কর প্রদান করিলেন ॥ ৫৮ ॥ † তত্রত্য ত্রিকূটগিরির গাত্রে রঘুর মদমত্ত গজবৃন্দের দশনাঘাত-চিহ্ন শোভা পাইল; বোধ হইল যেন, তাঁহার বিক্রমবর্ণনাসূচক অক্ষর সকল প্রস্তরে খোদিত রহিয়াছে; রঘু যেন সেই ত্রিকূটগিরিকে আপনার জয়স্তম্ভস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

তদনন্তর সংযমী পুরুষ যেমন ইন্দ্রিয়নামক শত্রুগণকে পরাজয় করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানপথে গমন করেন, রঘুও সেইরূপ পারসীকদিগকে জয় করিবার জন্য স্থল-

* পটবাস—একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যচূর্ণ।

† পূর্ব্বকালে পরশুরাম শিবদত্ত কুঠারাস্ত্রে পৃথিবী জয় করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে সমগ্র ধরা দান করিয়াছিলেন। অনন্তর স্বদত্ত পৃথিবীতে বাস করা অনুচিত বিবেচনায় সাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করেন। সমুদ্র কিঞ্চিৎ স্থান দিলে পরশুরাম তথায় বাস করিয়াছিলেন।

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ ॥ ৬১ ॥
সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।
শার্ঙ্গকূজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ ॥ ৬২ ॥
ভল্লাপবর্জ্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব ॥ ৬৩ ॥
অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ।
প্রণিপাতপ্রতীকারঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্ ॥ ৬৪ ॥
বিনয়ন্তে স্ম তদ্‌যোধা মধুভির্ব্বিজয়শ্রমম্।
আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু ॥ ৬৫ ॥
ততঃ প্রতস্থে কাবেরীং ভাস্বানিব রঘুর্দ্দিশম্।
শরৈরুস্রৈরিবোদীচ্যানুদ্ধরিষ্যন্ রসানিব ॥ ৬৬ ॥

াত্রা করিলেন ॥ ৬০ ॥ হঠাৎ অকালমেঘ উদিত হইয়া পদ্মোপরি পতিত অরুণ-প্রভাকে যেমন সহ্য করিতে পারে না অর্থাৎ লোপ করিয়া দেয়, রঘুও প যবনীদিগের মুখকমলের মদ্যপানজাত অরুণ প্রভাকে সহ্য করিতে না রা বিলুপ্ত করিয়া দিলেন অর্থাৎ তিনি যবনীদিগের পতিপুত্রাদি সকলকে করিলে তাহারা শোকবিহ্বলা হইয়া মদ্যপানে বিরত হইল ॥ ৬১ ॥ রঘুর ন্যের সহিত পাশ্চাত্য যবনদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ধূলি উড্ডীন হইল যে, কেবলমাত্র শরাসনের টঙ্কারশব্দ ৎবিপক্ষসেনা চিনিতে পারা গেল ॥ ৬২ ॥ রঘু ভল্লাস্ত্র দ্বারা যবনদিগের মস্তক- করিলে সেই সকল ছিন্নমুণ্ড দ্বারা ধরাতল সমাবৃত হইল। ঐ সমস্ত শ্মশ্রুল স্তকগুলিকে মধুচক্রবৎ বোধ হইতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥
খন হতাবশিষ্ট যবনগণ শিরস্ত্রাণ অবনামিত করিয়া রঘুর চরণে শরণ গ্রহণ । কেন না, প্রণতিই মহাত্মগণের রোষশান্তির একমাত্র উপায় ॥ ৬৪ ॥ র রঘুর সৈন্যেরা দ্রাক্ষালতাপরিবৃত স্থলে উত্তম চর্ম্মাসন বিস্তার করিয়া ন পূর্ব্বক রণজয়জনিত শ্রম দূর করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৫ ॥
দনন্তর আদিত্যদেব যেমন রশ্মিমালাসহায়ে বসুন্ধরার রস আকর্ষণার্থ রণ আশ্রয় করেন, রঘুও সেইরূপ বাণসহায়ে উত্তরদিগ্বর্ত্তী রাজগণের উন্মূল- উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৬ ॥ তাঁহার তুরঙ্গমগণ কাশ্মীরদেশবাহী

বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ।
দুধুবুর্বাজিনঃ স্কন্ধান্ লগ্নকুঙ্কুমকেশরান্॥ ৬৭ ॥
তত্র হূণাবরোধানাং ভর্ত্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কপোলপাটলাদেশি বভূব রঘুচেষ্টিতম্॥ ৬৮ ॥
কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥ ৬৯ ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠাস্তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরম্॥ ৭০ ॥
ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্বসাধনঃ।
বর্দ্ধয়ন্নিব তৎকূটানুদ্ধূতৈর্ধাতুরেণুভিঃ॥ ৭১ ॥
শশংস তুল্যসত্ত্বানাং সৈন্যঘোষেঽপ্যসম্ভ্রমম্।
গুহাশয়ানাং সিংহানাং পরিবৃত্যাবলোকিতম্॥ ৭২ ॥

সিন্ধুনদের তটে উপস্থিত হইয়া অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক পথশ্রম দূর করিল এবং তত্তীরস্থ কুঙ্কুমপরাগরঞ্জিত কেশরসমন্বিত স্কন্ধ কম্পিত করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৬৭ ॥ উক্ত প্রদেশে হূণজাতীয় যে সকল ব্যক্তি বাস করিত, রঘু তাহাদিগের প্রতি এ প্রকার বিক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, তাহাদিগের অবরোধচারিণী পত্নীগণ আপন আপন কপোলদেশ অরুণবর্ণ করিয়া ফেলিল অর্থাৎ রঘু তাহাদিগের পতি-পুত্রাদি বিনাশ করিলে তাহারা শোকবিহ্বলা হইয়া কপোলে করাঘাত করাতে কপোলদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল॥ ৬৮ ॥

কাম্বোজরাজগণ যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু রঘুর বীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। তত্রত্য অক্ষোটবৃক্ষে রঘুর হস্তীদিগকে বন্ধন করা হইয়াছিল; তাহাতে সকল বৃক্ষ যেমন নত হইয়া পড়িয়াছিল, কাম্বোজ-নৃপতিরাও রঘুর নিকট সেইরূপ অবনত হইল॥ ৬৯ ॥ কাম্বোজ-রাজারা অনবরত রঘুর নিকট অত্যুত্তম অশ্ব ও কাঞ্চনসম্ভারপূরিত উপহার প্রেরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও রঘুর মনে অহঙ্কারোদয় হইল না॥ ৭০ ॥

তদনন্তর রঘু অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে হিমালয়ে আরোহণ করিলে সেই পর্ব্বতোপরিস্থ গৈরিকাদি ধাতু অশ্বখুরে চূর্ণীকৃত ও পুঞ্জীভূত হইয়া অম্বরতলে উঠিলে, বোধ হইল যেন, হিমালয়ের শৃঙ্গমালা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। ৭১ ॥ রঘুসৈন্যের কোলাহলশব্দ শ্রবণ করিয়াও সমানবলশালী গুহাশায়ী সিংহেরা

ভূর্জ্জেষু মর্ম্মরীভূতাঃ কীচকধ্বনিহেতবঃ ।
গঙ্গাশীকরিণো মার্গে মরুতস্তং সিষেবিরে ॥ ৭৩ ॥

বিশশ্রমুর্নমেরূণাং ছায়াস্বধ্যাস্য সৈনিকাঃ ।
দৃষদো বাসিতোৎসঙ্গা নিষণ্ণমৃগনাভিভিঃ ॥ ৭৪ ॥

সরলাসক্তমাতঙ্গগ্রৈবেয়স্ফুরিতত্বিষঃ ।
আসন্নোষধয়ো নেতুর্নক্তমস্নেহদীপিকা ॥ ৭৫ ॥

তস্যোৎসৃষ্টনিবাসেষু কণ্ঠরজ্জুক্ষতত্বচঃ ।
গজবর্ষ্ম কিরাতেভ্যঃ শশংসুর্দেবদারবঃ ॥ ৭৬ ॥

তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পার্ব্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ ।
নারাচক্ষেপণীয়াশ্মনিষ্পেষোৎপতিতানলম্ ॥ ৭৭ ॥

শরৈরুৎসবসঙ্কেতান্ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্ ।
জয়োদাহরণং বাহ্বোর্গাপয়ামাস কিন্নরান্ ॥ ৭৮ ॥

ইল না ; কেবলমাত্র গ্রীবা বক্র করিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল ॥ ৭২ ॥ র্ব্বতপথে বায়ু উত্থিত হইয়া রঘুরাজের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল ; সেই র ভূর্জ্জপত্রাভ্যন্তরে খস্ খস্ শব্দ হইতে লাগিল, বংশরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে ব্দ উঠিল এবং জাহ্নবীর সলিলশীকর সমন্তাৎ সঞ্চালিত হইতে লাগিল ॥৭৩॥ ক্ষের ছায়াতলে মৃগগণ অবস্থিতি করাতে তত্রত্য শিলাপট্ট মৃগনাভিগন্ধে হইয়াছিল ; রঘুর সৈন্যগণ সেই শিলাপট্টে বসিয়া শ্রমাপনোদন করিতে ॥ ৭৪ ॥ রজনীযোগে দেবদারুবৃক্ষে রঘুর হস্তী সকলকে বন্ধন করিয়া রাখা তাহাদিগের কণ্ঠস্থ শৃঙ্খলে পর্ব্বতস্থ ওষধিরাজির জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত 5 তৈল ব্যতিরেকেই সেনাপতি রঘুর প্রদীপের কার্য্য সম্পন্ন হইল ॥ ৭৫ ॥ যে স্থান হইতে শিবির তুলিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেরই তরুর গাত্রে তাঁহার গজরাজির কণ্ঠবন্ধনরজ্জুঘর্ষণের চিহ্ন দৃষ্ট হইতে ; কিরাতেরা তদ্দর্শনে সেই সমস্ত হস্তীর উচ্চতা জানিতে পারিল ॥ ৭৬ ॥ পর্ব্বতে উৎসবসঙ্কেতাদি যে সকল সপ্তগণ বাস করিত, তাহাদের সহিত ষণ সংগ্রাম বাধিল ; তৎকালীন যুদ্ধে নারাচ, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ খণ্ডসকলের পরস্পর ঘর্ষণে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল ॥ ৭৭ ॥ রঘু ক্তি দ্বারা উৎসবসঙ্কেতদিগকে নিরুৎসব (পরাভূত) করিয়া কিন্নরকুলকে

পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষূপায়নপাণিষু।
রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা ॥ ৭৯॥
তত্রাক্ষোভ্যং যশোরাশিং নিবেশ্যাবরুরোহ সঃ।
পৌলস্ত্যতুলিতস্যাদ্রেরাদধান ইব হ্রিয়ম্॥ ৮০ ॥
চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ ॥ ৮১ ॥
ন প্রসেহে স রুদ্ধার্কমধারাবর্ষদুর্দ্দিনম্।
রথবর্ত্মরজোঽপ্যস্য কুত এব পতাকিনীম্॥ ৮২ ॥
তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্।
ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ ॥ ৮৩ ॥

আপনার বাহুবলের জয়গানে নিয়োজিত করিলেন ॥ ৭৮ ॥ সেই সমস্ত পর্ব্বতবাসী উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক রঘুসকাশে সমাগত হইলে মহীপতি রঘু হিমাচলের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বুঝিতে পারিলেন; রঘুর বীর্য্য কিরূপ, হিমাচলেরও তাহা অজ্ঞাত রহিল না॥ ৭৯ ॥ সেই হিমাচলে অধৃষ্য যশোরাশি নিবেশিত করিয়া রঘু সে স্থান হইতে অবতরণ করিলেন। দশানন যে কৈলাসগিরিকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, রঘু তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন লজ্জা দিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৮০ ॥ *

অনন্তর রঘু ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য কালাগুরুবৃক্ষে তাঁহার হস্তিসকলকে বন্ধন করা হইলে তাহাদের কণ্ঠরজ্জুঘর্ষণে ঐ সকল বৃক্ষ যেমন কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতিও সেইরূপ ভীতিবশে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৮১ ॥ রঘুর রথ হইতে ধূলিজাল উত্থিত হইয়া বিনাবর্ষণে মেঘাবৃত দুর্দ্দিনের ন্যায় আদিত্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রঘু-সৈন্যের প্রতাপ সহ্য করা দূরে থাকুক, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধীশ্বর সেই ধূলিরাশি দেখিয়াই ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ॥ ৮২ ॥ কামরূপাধিপতি যে সমস্ত মদমত্ত হস্তী

---

* পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন সময়ে পার্ব্বতী প্রণয়কলহ করিয়া রোষভরে অবস্থিত ছিলেন, শঙ্করের সহিত কথোপকথনে ক্ষান্ত হইয়া মানভরে বিমুখী হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে লঙ্কাপতি রাবণ কৈলাসে উপস্থিত হইয়া কৈলাসগিরিকে বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিলেন। তখন পর্ব্বতকম্পনজনিত ভয়ে ভীত হইয়া পার্ব্বতী শিবকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলেন। অনুনয়বিনয় ব্যতিরেকে প্রিয়তমার কোপশান্তি হইল, ইহার কারণ দশানন, ইহা বিবেচনা করিয়া মহেশ্বর রাবণের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ॥ ৮৪॥
ইতি জিত্বা দিশো জিষ্ণুর্ন্যবর্ত্তত রথোদ্ধতম্।
রজো বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশূন্যেষু মৌলিষু॥ ৮৫॥
স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব॥ ৮৬॥
[ক্র]ন্তে সচিবসখঃ পুরস্ক্রিয়াভির্গুর্ব্বীভিঃ শমিতপরাজয়ব্যলীকান্।
[কা]কুৎস্থশ্চিরবিরহোৎসুকাবরোধান্, রাজন্যান্ স্বপুরনিবৃত্তয়েঽনুমেনে॥৮৭॥
[...]রেখাধ্বজকুলিশাতপত্রচিহ্নং, সম্রাজশ্চরণযুগং প্রসাদলভ্যম্।
[...]ানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চক্রুর্মৌলিস্রক্‌চ্যুতমকরন্দরেণুগৌরম্॥ ৮৮॥

[ই]তি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রঘুদিগ্বিজয়ো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ॥

[...]াবে অপরাপর নৃপতিকে আক্রমণ করিতেন, তিনি সেই সকল হস্তী উপঢৌকন [...] এখন দেবেন্দ্রবিজয়ী রঘুর শরণ গ্রহণ করিলেন॥ ৮৩॥ সেই কামরূপাধিপতি [...]ময় পাদপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবস্বরূপ রঘুর পদচ্ছায়াকে রত্নপুষ্পোপচারে [...]না করিলেন॥ ৮৪। এই প্রকারে বিজয়ী রঘু দিগ্বিজয় করিয়া বিজিত নৃপতি-[...]রি ছত্রবিরহিত মুকুটে রথোদ্ভূত ধূলিমালা সঞ্চারিত করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত [...]লেন॥ ৮৫॥

অনন্তর রঘু বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; সেই যজ্ঞে সর্ব্বস্ব [...]ণা প্রদত্ত হইল। কেন না, মেঘ যেরূপ বর্ষণার্থই জল সঞ্চয় করে, সাধুগণও [...]নি দানের জন্যই অর্থসঞ্চয় করিয়া থাকেন॥ ৮৬॥ যজ্ঞ সমাধানান্তে ককুৎস্থ-[...]ধুরন্ধর রঘু অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া বহুসম্মান সহকারে বিজিত [...]তিবৃন্দের পরাজয়জনিত চিত্তক্ষোভ দূর করিলেন। সেই সমস্ত নৃপতির বহুদিন [...]ৎ অদর্শনে তাঁহাদিগের অবরোধবাসিনী ভার্য্যারা যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া-[...]লন; সুতরাং রঘু সেই সমস্ত নৃপতিকে নিজ নিজ রাজধানীতে প্রতিগমন [...]তে আদেশ প্রদান করিলেন॥ ৮৭॥ নৃপতিবৃন্দ বিদায়কালে রঘুর ধ্বজবজ্রছত্র-[...]হ্নিত প্রসাদলভ্য পদদ্বয়ে প্রণাম করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদিগের মস্তক[...] [...]ম-মালা হইতে মকরন্দ ও পরাগ নিপতিত হইয়া নরনাথ রঘুর পদদ্বয়কে [...]ত করিল॥ ৮৮॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

—০:*:০—

তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং, নিঃশেষবিশ্রাণিতকোষজাতম্।
উপাত্তবিদ্যো গুরুদক্ষিণার্থী, কৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তুশিষ্যঃ ॥ ১ ॥
স মৃন্ময়ে বীতহিরণ্ময়ত্বাৎ, পাত্রে নিধায়ার্ঘ্যমনর্ঘশীলঃ।
শ্রুতপ্রকাশং যশসা প্রকাশঃ, প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ ॥ ২ ॥
তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবদ্বিধিজ্ঞস্তপোধনং মানধনাগ্রযায়ী।
বিশাম্পতির্বিষ্টরভাজমারাৎ, কৃতাঞ্জলিঃ কৃত্যবিদিত্যুবাচ ॥ ৩ ॥
অপ্যগ্রণীর্মন্ত্রকৃতামৃষীণাং, কুশাগ্রবুদ্ধে ! কুশলী গুরুস্তে
যতস্ত্বয়া জ্ঞানমশেষমাপ্তং, লোকেন চৈতন্যমিবোষ্ণরশ্মেঃ ॥ ৪ ॥
কায়েন বাচা মনসাপি শশ্বৎ, যৎ সম্ভৃতং বাসবধৈর্য্যলোপি।
আপাদ্যতে ন ব্যয়মন্তরায়ৈঃ, কচ্চিন্মহর্ষেস্ত্রিবিধং তপস্তৎ ॥ ৫ ॥
আধারবন্ধপ্রমুখৈঃ প্রযত্নৈঃ, সংবর্দ্ধিতানাং সুতনির্ব্বিশেষম্।
কচ্চিন্ন বায্বাদিরুপপ্লবো বঃ, শ্রমচ্ছিদামাশ্রমপাদপানাম্ ॥ ৬ ॥

ক্ষিতিপতি রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব নিঃশেষরূপে দান করিলে, বরতন্তুমুনি-শিষ্য কৌৎস বিদ্যালাভ করিয়া গুরুদক্ষিণা সংগ্রহার্থ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ অনিন্দ্যচরিত আতিথ্যপরায়ণ কীর্ত্তিমান্ রঘু কাঞ্চনপাত্রের অভাবে মৃন্ময় পাত্রে অর্ঘ লইয়া সেই বেদবিদ্যাবিশারদ অতিথি কৌৎসের প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ২ ॥ বিধিবিশারদ মানধনাগ্রণী কৃত্যবিৎ রাজা রঘু যথাবিধি সেই ঋষির অর্চ্চনা করিলেন এবং তিনি আসনোপবিষ্ট হইলে করযোড়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ হে সূক্ষ্মবুদ্ধে ! লোক যেমন আদিত্য হইতে চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, আপনি সেইরূপ যাঁহা হইতে নিখিল জ্ঞান-লাভ করিয়াছেন, সেই মন্ত্রস্রষ্টা ঋষিশ্রেষ্ঠ আপনার গুরুর মঙ্গল ত ? ৪ ॥ ঋষিবর সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে যে তপস্যা অর্জ্জন করিতেছেন, যাঁহার প্রতাপে দেবরাজও অধীর হন, তাঁহার সেই ত্রিবিধ তপস্যার ত কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে না ? ৫ ॥ আপনারা আলবাল প্রস্তুত করিয়া যত্নসহকারে সুতনির্ব্বিশেষে যাহাদিগকে পরিপুষ্ট করেন, যাহারা লোকের শ্রম দূর করিয়া দেয়, সেই আশ্রম-বৃক্ষ সকল ত বাত্যা ও দাবাগ্নি প্রভৃতি উপদ্রবে উৎপীড়িত হয় না ? ৬

ক্রিয়ানিমিত্তেষ্বপি বৎসলত্বাদভগ্নকামা মুনিভিঃ কুশেষু।
তদঙ্কশয্যাচ্যুতনাভিনালা, কচ্চিন্মৃগীণামনঘা প্রসূতিঃ ॥ ৭ ॥
নিবর্ত্ত্যতে যৈর্নিয়মাভিষেকো, যেভ্যো নিবাপাঞ্জলয়ঃ পিতৃণাম্‌।
তান্যুঞ্ছষষ্ঠাঙ্কিতসৈকতানি, শিবানি বস্তীর্থজলানি কচ্চিৎ ॥ ৮ ॥
নীবারপাকাদি কড়ঙ্গরীয়ৈরামৃশ্যতে জানপদৈর্ন কচ্চিৎ।
কালোপপন্নাতিথিকল্প্যভাগং, বন্যং শরীরস্থিতিসাধনং বঃ ॥ ৯ ॥
অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং, সম্যগ্‌বিনীয়ানুমতো গৃহায়।
কালো হ্যয়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয়ং, সর্ব্বোপকারক্ষমমাশ্রমং তে ॥ ১০ ॥
তবার্হতো নাভিগমেন তৃপ্তং, মনো নিয়োগক্রিয়য়োৎসুকং মে।
অপ্যাজ্ঞয়া শাসিতুরাত্মনা বা,প্রাপ্তোঽসি সম্ভাবয়িতুং বনান্মাম্‌ ॥১১॥
ইত্যর্ঘপাত্রানুমিতব্যয়স্য, রঘোরুদারামপি গাং নিশম্য।
স্বার্থোপপত্তিং প্রতি দুর্ব্বলাশস্তমিত্যবোচদ্‌বরতন্তুশিষ্যঃ ॥ ১২ ॥

। কুশভক্ষণে উদ্যত হইলেও ঋষিরা স্নেহবশে যাহাদের ভক্ষণের বিঘ্ন উৎপাদন
় না এবং যাহাদিগের নাভিস্থ নাড়ী ঋষিবৃন্দের ক্রোড়শয্যাতেই পতিত হয়,
সমস্ত মৃগশাবকের ত মঙ্গল ? ৭ ॥ আপনারা প্রত্যহ যাহা দ্বারা স্নানক্রিয়া
দন করেন,যাহা দ্বারা পিতৃতর্পণার্থ জলাঞ্জলি দেন এবং যাহার তটে আপনারা
র‌উদ্দেশে উঞ্ছধান্যের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ নিক্ষেপ করেন, আপনাদের সেই
ালিলের ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই ? ৮ ॥ যথাসময়ে অতিথি উপস্থিত
যাহা দ্বারা আপনারা তাঁহাদিগের আতিথ্যকার্য্য সম্পাদন করেন এবং যাহা
নাদিগের দেহরক্ষার উপায়স্বরূপ, শস্যভোজী গ্রাম্যপশুরা উপস্থিত হইয়া সেই
নীবারাদি ধান্য ত ভোজন করে না ? ৯ ॥ মহামুনি বরতন্তু ত যথাযথ বিদ্যা
করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আপনাকে গৃহে প্রতিগমন করিতে আদেশ দিয়াছেন ?
না, সকলের হিতসাধনোচিত গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের ইহাই আপনার উপযুক্ত
॥ ১০ ॥ আপনার ন্যায় পূজনীয় ব্যক্তির কেবলমাত্র উপস্থিতিতে আমার
প্তি হইতেছে না, আমার মন আজ্ঞাপালনে উৎকণ্ঠিত হইতেছে। আপনি কি
বের আদেশে অথবা নিজ ইচ্ছাবশেই কোন ভার দিয়া আমাকে চরিতার্থ
ার উদ্দেশে অরণ্য হইতে আসিয়াছেন ? ১১ ॥
ন্ময় অর্ঘ্যপাত্র দেখিয়াই বরতন্তুশিষ্য কৌৎস বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রঘু

সর্ব্বত্র নো বার্ত্তমবেহি রাজন্! নাথে কুতস্ত্বয্যশুভং প্রজানাম্।
সূর্য্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ, কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা॥ ১৩॥
ভক্তিঃ প্রতীক্ষ্যেষু কুলোচিতা তে, পূর্ব্বান্ মহাভাগ! তয়াতিশেষে।
ব্যতীতকালস্ত্বহমভ্যুপেতস্ত্বামর্থিভাবাদিতি মে বিষাদঃ॥ ১৪॥
শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র! তিষ্ঠন্, আভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতর্দ্ধিঃ।
আরণ্যকোপাত্তফলপ্রসূতিঃ, স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ॥ ১৫॥
স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ সন্, অকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি।
পর্য্যায়পীতস্য সুরৈর্হিমাংশোঃ,কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ॥ ১৬॥
তদন্যতস্তাবদনন্যকার্য্যো, গুর্ব্বর্থমাহর্ত্তুমহং যতিষ্যে।
স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং, শরদ্ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি॥ ১৭॥
এতাবদুক্ত্বা প্রতিযাতুকামং, শিষ্যং মহর্ষের্নৃপতির্নিষিধ্য।
কিং বস্তু বিদ্বন্! গুরবে প্রদেয়ং, ত্বয়া কিয়দ্বেতি তমন্বযুঙ্ক্ত॥ ১৮॥

সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব হইয়াছেন; তিনি রঘুর ঐরূপ উদারবাক্য শুনিয়াও বাঞ্ছিতসিদ্ধি-বিষয়ে নিরাশ হইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১২॥ হে রাজন্! আমাদের সমস্তই কুশল। আপনি রাজা বিদ্যমানে প্রজার অমঙ্গল কিরূপে ঘটিবে? আদিত্যদেব প্রকাশমান থাকিতে কি তিমিররাশি লোকের দৃষ্টি আবরণ করিতে সমর্থ হয়? ১৩॥ হে মহাভাগ! পূজনীয়গণের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন আপনাদিগের কুলব্রত; এ সম্বন্ধে আপনি আপনার পূর্ব্বতন পুরুষগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। পরন্তু আমার এই দুঃখ যে, আমি প্রার্থী হইয়া অসময়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি॥ ১৪॥ হে নরপতে! আপনি সর্ব্বস্ব সৎপাত্রে প্রদান করিয়াছেন, কেবল আপনার শরীরমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। বনবাসিগণ কর্ত্তৃক সমস্ত শস্যচয়নের পর যেমন নীবারধান্যের দণ্ডমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সর্ব্বস্ব দান করিয়া আপনারও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে॥১৫॥ অদ্বিতীয় ক্ষিতীশ্বর হইয়া যজ্ঞে সর্ব্বস্ব প্রদান পূর্ব্বক আপনি নিঃস্ব হইয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষেই যুক্তিযুক্ত। দেবগণ যে এক একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের সমগ্র কলা পান করেন, তাহা চন্দ্রমার বৃদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসার্হ॥১৬॥ এখন আমি গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের চেষ্টায় অন্যের নিকট প্রস্থান করি, আমার অন্য কোন আবশ্যক নাই; আপনার কল্যাণ হউক। শারদীয় মেঘ জল বর্ষণ করিয়া শূন্যগর্ভ হইলে চাতক আর তাহার নিকট জল প্রার্থনা করে না॥ ১৭॥

বরতন্তুশিষ্য কৌৎস এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলে নরপতি রঘু তাঁহাকে

ততো যথাবদ্‌বিহিতাধ্বরায়, তস্মৈ স্ময়াবেশবিবর্জ্জিতায়।
র্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী, বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে ॥ ১৯ ॥
মাপ্তবিদ্যেন ময়া মহর্ষির্বিজ্ঞাপিতোঽভূদ্‌গুরুদক্ষিণায়ৈ।
। মে চিরায়াস্খলিতোপচারাং, তাং ভক্তিমেবাগণয়ৎ পুরস্তাৎ ॥ ২০ ॥
র্বন্ধসঞ্জাতরুষার্থকার্শ্যমচিন্তয়িত্বা গুরুণাহমুক্তঃ।
ত্তস্য বিদ্যাপরিসংখ্যয়া মে, কোটীশ্চতস্রো দশ আহরেতি ॥ ২১ ॥
সাঽহং সপর্য্যাবিধিভাজনেন, মত্বা ভবন্তং প্রভুশব্দশেষম্।
ভ্যুৎসহে সম্প্রতি নোপরোদ্ধুমল্পেতরত্বাচ্ছ্রুতনিষ্ক্রয়স্য ॥ ২২ ॥
থং দ্বিজেন দ্বিজরাজকান্তিরাবেদিতো বেদবিদাং বরেণ।
নোনিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিরেনং,জগাদ ভূয়ো জগদেকনাথঃ ॥ ২৩ ॥
র্বর্থমর্থী শ্রুতপারদৃশ্বা, রঘোঃ সকাশাদনবাপ্য কামম্।
গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে, মা ভূৎ পরীবাদনবাবতারঃ ॥ ২৪ ॥

ধ করিয়া কহিলেন,হে বিদ্বন্! আপনি গুরুদেবকে কি বস্তু প্রদান করিবেন ? ার পরিমাণই বা কত ? ১৮ ॥

তখন সেই বিচক্ষণ ব্রহ্মচারী কৌৎস বর্ণাশ্রমরক্ষক, যথাবিধি যাজ্ঞিক,নিরহঙ্কার াকে প্রকৃত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯ ॥ (মহারাজ!) আমি নসমাপনান্তে ঋষিবরকে গুরুদক্ষিণাপ্রদানার্থ প্রার্থনা করিলে উত্তরে তিনি লন. আমি বহুকাল যাবৎ অচলা ভক্তিসহকারে তাঁহার যে শুশ্রূষা করিয়াছি, র সেই ভক্তিই যথেষ্ট গুরুদক্ষিণারূপে গণনীয় ॥ ২০॥ কিন্তু আমি গুরুদক্ষিণা- ার্থ পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ জানাইতে লাগিলাম। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার দ্র্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়াই বলিলেন, 'তুমি আমার নিকট চতুর্দ্দশবিদ্যা ন করিয়াছ; সুতরাং সেই সংখ্যানুসারে চতুর্দ্দশ-কোটি স্বর্ণমুদ্রা (দক্ষিণা) কর ॥' ২১ ॥ কিন্তু আপনার অর্ঘ্যপাত্র দেখিয়াই বুঝিলাম, সম্প্রতি আপ- প্রভু' এই নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; এ দিকে আমার গুরু-দক্ষিণার ণও কম নহে; কাজেই আপনাকে ঐ সম্বন্ধে আর অনুরোধ করিতে সমর্থ ছি না ॥ ২২ ॥

দবিদ্‌গণের বরেণ্য সেই ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে চন্দ্রমাবৎ-কান্তিমান্, দ্রিয়, ক্ষিতিপতি রঘু পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন ॥ ২৩ ॥ শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ ক্ষণার্থ রঘুর নিকট আগমন পূর্ব্বক বিফল-মনোরথ হইয়া অন্য দাতার নিকট

স ত্বং প্রশস্তে মহিতে মদীয়ে, বসংশ্চতুর্থোঽগ্নিরিবাগ্ন্যাগারে।
দ্বিত্রাণ্যহান্যর্হসি সোঢুমর্হন্, যাবদ্যতে সাধয়িতুং ত্বদর্থম্ ॥ ২৫ ॥
তথেতি তস্যাবিতথং প্রতীতঃ, প্রত্যগ্রহীৎ সঙ্গরমগ্রজন্মা।
গামাত্তসারাং রঘুরপ্যবেক্ষ্য, নিষ্ক্রষ্টুমর্থং চকমে কুবেরাৎ ॥ ২৬ ॥
বশিষ্ঠমন্ত্রোক্ষণজাৎ প্রভাবাদুদন্বদাকাশমহীধরেষু।
মরুৎসখস্যেব বলাহকস্য, গতির্বিজঘ্নে ন হি তদ্রথস্য ॥ ২৭ ॥
অথাধিশিয্যে প্রযতঃ প্রদোষে, রথং রঘুঃ কল্পিতশস্ত্রগর্ভম্।
সামন্তসম্ভাবনয়ৈব ধীরঃ, কৈলাসনাথং তরসা জিগীষুঃ ॥ ২৮ ॥
প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তস্মৈ, সবিস্ময়াঃ কোষগৃহে নিযুক্তাঃ।
হিরণ্ময়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে, বৃষ্টিং শশংসুঃ পতিতাং নভস্তঃ ॥ ২৯ ॥
তং ভূপতির্ভাস্বরহেমরাশিং, লব্ধং কুবেরাদভিযাস্যমানাৎ।
দিদেশ কৌৎসায় সমস্তমেব, পাদং সুমেরোরিব বজ্রভিন্নম্ ॥ ৩০ ॥

গিয়াছেন, আমার নামে যেন এই নূতন কলঙ্কঘোষণা না হয় ॥ ২৪ ॥ হে সম্মান্য! আমার পবিত্র প্রশস্ত হোমগৃহে আপনি চতুর্থাগ্নির ন্যায় দুই তিন দিন অবস্থান করুন, এই অবসরেই আমি আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য যত্ন করিতেছি ॥ ২৫ ॥

তখন ব্রাহ্মণ পুলকিত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া রঘুর সেই অব্যর্থ প্রতিশ্রুতিবাক্যে স্বীকৃত হইলেন। এ দিকে পৃথিবীর নিখিল অর্থ নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়াছে দেখিয়া রঘুও কুবেরের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহে সংকল্প করিলেন ॥ ২৬ ॥ মেঘ যেমন বায়ু-চালিত হইয়া (বেগে) গমন করে, রঘুর রথও সেইরূপ বশিষ্ঠের মন্ত্রপূত অভিষেকবলে কি সাগরে, কি অম্বরে, কি ভূধরে কুত্রাপি রুদ্ধগতি হইত না; সর্ব্বত্রই অবাধে গমন করিতে পারিত ॥ ২৭ ॥ ধীর-চিত্ত রঘু কুবেরকে সামান্য সামন্তবৎ বিবেচনা করিতেন; তিনি সবলে তাঁহাকে জয় করিবার অভিলাষে যাত্রার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে সংযতহৃদয়ে অস্ত্রাদিপূর্ণ সুসজ্জিত রথে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর রঘু যখন যাত্রা করিবেন, তখন কোষাধ্যক্ষেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল, "গগনমার্গ হইতে কোষাগারে (সহসা) স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছে ॥" ২৯ ॥

তখন রঘু বুঝিলেন, যাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ অভিযানে উদ্যত হইয়াছেন, সেই কুবেরের নিকট হইতেই এই অর্থরাশি উপস্থিত হইয়াছে। সুমেরুগিরির প্রত্যন্ত-পর্ব্বত বজ্র দ্বারা খণ্ডীকৃত হইলে যেরূপ দেখায়, ঐ সমস্ত সমুদ্দীপ্ত স্বর্ণরাশিও সেইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। রঘু তৎসমস্তই কৌৎসকে প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥

জনস্য সাকেতনিবাসিনস্তৌ, দ্বাবপ্যভূতামভিনন্দ্যসত্ত্বৌ।
গুরুপ্রদেয়াধিকনিস্পৃহোঽর্থী, নৃপোঽর্থিকামাদধিকপ্রদশ্চ ॥ ৩১ ॥
অথোষ্ট্রবামীশতবাহিতার্থং, প্রজেশ্বরং প্রীতমনা মহর্ষিঃ।
স্পৃশন্ করেণানতপূর্ব্বকায়ং, সংপ্রস্থিতো বাচমুবাচ কৌৎসঃ ॥ ৩২ ॥
কিমত্র চিত্রং যদি কামসূর্ভূর্বৃত্তে স্থিতস্যাধিপতেঃ প্রজানাম্।
অচিন্তনীয়স্তু তব প্রভাবো, মনীষিতং দ্যৌরপি যেন দুগ্ধা ॥ ৩৩ ॥
আশাস্যমন্যৎ পুনরুক্তভূতং, শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণ্যধিজগ্মুষস্তে।
পুত্রং লভস্বাত্মগুণানুরূপং, ভবন্তমীড্যং ভবতঃ পিতেব ॥ ৩৪ ॥
ইত্থং প্রযুজ্যাশিষমগ্রজন্মা, রাজ্ঞে প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাশম্।
রাজাপি লেভে সুতমাশু তস্মাদালোকমর্কাদিব জীবলোকঃ ॥ ৩৫ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কিল তস্য দেবী, কুমারকল্পং সুষুবে কুমারম্।
অতঃ পিতা ব্রহ্মণ এব নাম্না, তমাত্মজন্মানমজং চকার ॥ ৩৬ ॥

কৌৎস প্রার্থী সত্য, কিন্তু গুরুদক্ষিণা অপেক্ষা অধিক ধনগ্রহণে তাঁহার ইচ্ছা না, নরপতি রঘুও তাঁহাকে প্রার্থনাধিক অর্থদানে উদ্যত ; এই ব্যাপার দেখিয়া [অযো]ধ্যা-বাসিগণ তাঁহাদিগের উভয়েরই চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ অনন্তর নরপতি রঘু অসংখ্য উষ্ট্র ও ঘোটকী দ্বারা সেই সকল স্বর্ণ প্রেরণ [করি]য়া অবনতমস্তকে গমনোদ্যত কৌৎসের পদদ্বয়ে প্রণাম করিলেন ; কৌৎসও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, রাজন্! রাজবৃত্তের [অনুগামী] রাজাদিগের নিকট বসুমতী যে বাঞ্ছিত-ফলদাত্রী হইবেন, ইহা বিস্ময়ের [বিষয়] নহে ; কিন্তু আপনি অচিন্ত্য-প্রভাব, স্বর্গধাম হইতেও আপনার বাঞ্ছিত উপস্থিত হইল ॥ ৩২-৩৩ ॥ আপনি সমগ্র সৌভাগ্যেরই অধিকারী, সুতরাং [আপ]নার প্রতি আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ পুনরুক্তিমাত্র। এখন আশীর্ব্বাদ করি, আপ[নার] পিতা যেমন আপনার তুল্য শ্লাঘ্য পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনিও সেইরূপ [আত্মা]নুরূপ গুণশালী পুত্র লাভ করুন ॥ ৩৪ ॥

রাজাকে এই প্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই দ্বিজাতিপ্রবর কৌৎস গুরুসকাশে [প্রত্যা]গমন করিলেন। ভাস্করপ্রভাবে জীবলোক যেমন আলোক প্রাপ্ত হয়, [নরপ]তি রঘুও সেইরূপ আশীর্ব্বাদপ্রভাবে আশু পুত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ রাজ[মহিষ]ী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ষড়ানন তুল্য একটি পুত্র প্রসব করিলেন; এই হেতু নরপতি

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং, তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্।
ন কারণাৎ স্বাদ্‌বিভিদে কুমারঃ প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥ ৩৭॥
উপাত্তবিদ্যং বিধিবদ্‌গুরুভ্যস্তং যৌবনোদ্ভেদবিশেষকান্তম্।
শ্রীঃ সাভিলাষাপি গুরোরনুজ্ঞাং, ধীরেব কন্যা পিতুরাচকাঙ্ক্ষ॥ ৩৮॥
অথেশ্বরেণ ক্রথকৈশিকানাং, স্বয়ংবরার্থং স্বসুরিন্দুমত্যাঃ।
আপ্তঃ কুমারানয়নোৎসুকেন, ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্টঃ॥ ৩৯॥
তং শ্লাঘ্যসম্বন্ধমসৌ বিচিন্ত্য, দারক্রিয়াযোগ্যতমঞ্চ পুত্রম্।
প্রস্থাপয়ামাস সসৈন্যমেনমৃদ্ধাং বিদর্ভাধিপরাজধানীম্॥ ৪০॥
তস্যোপকার্য্যারচিতোপচারা, বন্যেতরা জানপদোপদাভিঃ।
মার্গেনিবাসা মনুজেন্দ্রসূনোর্বভূবুরুদ্যানবিহারকল্পাঃ॥ ৪১॥

রঘু ব্রহ্মার নামানুসারে কুমারের 'অজ' নামকরণ করিলেন॥ ৩৬॥ কি অবয়বে কি তেজস্বিতায়, কি বীর্য্যবত্তায়, কি নৈসর্গিক প্রশস্ততায় সেই কুমার সর্ব্বপ্রকারে পিতার অনুরূপ হইলেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে যেমন উভয়ে কোন পার্থক্য থাকে না, পিতা হইতে কুমার অজেরও সেইরূপ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হইল না॥ ৩৭॥

কুমার অজ গুরুগণের নিকট যথানিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করিলেন। (ক্রমে) নবযৌবনের অভ্যুদয়ে তাঁহার দেহ অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিল। উচ্চাশয়া বালিকা যেরূপ মনোমত বরকে বরণ করিবার অভিলাষে জনকের আদেশের প্রতীক্ষা করে, রাজশ্রীও সেইরূপ অজকে রাজপদে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া প্রভু রঘুর আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন॥ ৩৮॥

তদনন্তর বিদর্ভপতি ভোজ ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরার্থ রাজনন্দন অজকে আনয়নের জন্য উৎসুক হইয়া রঘুর নিকট বিশ্বাসী দূত পাঠাইয়া দিলেন॥ ৩৯॥ রাজকুমার পরিণয়োচিত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভোজরাজের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনও সম্মানের বিষয়, ইহা বিবেচনা করিয়া মহীপতি রঘু কুমার অজকে সৈন্য সমভি-ব্যাহারে বিদর্ভনগরে প্রেরণ করিলেন॥ ৪০॥ রাজপুত্র অজ যখন গমন করেন, তখন পথিমধ্যে তিনি যেখানে যেখানে বিশ্রাম করিলেন, সেই সেই স্থান নৃপতির যোগ্য পটবাস, শস্যাদি দ্রব্যজাত এবং গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের প্রদত্ত নানারূপ উপ-ঢৌকনে সমাবৃত হওয়াতে উপবনমধ্যগত বিহারগৃহের ন্যায় অনুমিত হইতে লাগিল, উহা আর অরণ্যপ্রদেশ বলিয়া বোধ হইল না॥ ৪১॥ এই প্রকারে

নর্ম্মদা-রোধসি শীকরার্দ্রৈমরুদ্ভিরানর্ত্তিতনক্তমালে।
বেশয়ামাস বিলঙ্ঘিতাধ্বা, ক্লান্তং রজোধূসরকেতু সৈন্যম্॥ ৪২॥
গোপরিষ্টাদ্‌ভ্রমরৈর্ভ্রমদ্ভিঃ, প্রাক্‌সূচিতান্তঃসলিলপ্রবেশঃ।
ধৌতদানামলগণ্ডভিত্তির্বন্যঃ সরিত্তো গজ উন্মমজ্জ॥ ৪৩॥
ঃশেষবিক্ষালিতধাতুনাপি, বপ্রক্রিয়ামৃক্ষবতস্তটেষু।
লোর্দ্ধরেখাশবলেন শংসন্, দন্তদ্বয়েনাশ্মবিকুণ্ঠিতেন॥ ৪৪॥
হারবিক্ষেপলঘুক্রিয়েণ, হস্তেন তীরাভিমুখঃ সশব্দম্।
ভী স ভিন্দন্ বৃহতস্তরঙ্গান্, বার্য্যর্গলাভঙ্গ ইব প্রবৃত্তঃ॥ ৪৫॥
লোপমঃ শৈবলমঞ্জরীণাং, জালানি কর্ষন্নুরসা স পশ্চাৎ।
র্বং তদুৎপীড়িতবারিরাশিঃ, সরিৎপ্রবাহস্তটমুৎসসর্প॥ ৪৬॥

অজ পথ অতিবাহন পূর্ব্বক নর্ম্মদা নদীতীরে উপস্থিত হইয়া তথায় ধূলি-, ধ্বজধারী, পরিশ্রান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রামার্থ সন্নিবেশিত করিলেন। কবিশিষ্ট বায়ুভরে করঞ্জবৃক্ষ সকল ঈষৎ আন্দোলিত হওয়াতে ঐ নদীতীর শোভা পাইতেছে॥ ৪২॥
বসরে একটা আরণ্যগজ ঐ নদীগর্ভ হইতে অকস্মাৎ সমুত্থিত হইল। সম্যক্ ধৌত হওয়াতে তাহার গণ্ডপ্রদেশ তৎকালে নির্ম্মল হইয়াছিল; জলগর্ভ হইতে গাত্রোত্থান করে, তাহার পূর্ব্বেই তাহার মদজনিত সদ্-ক্লিষ্ট হইয়া ভ্রমরকুল জলের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে সলিলগর্ভে প্রবিষ্ট ল॥ ৪৩॥ সেই বন্য হস্তীর দশনদ্বয়ে যে গৈরিকাদি ধাতু সংলগ্ন হইয়া-জলগর্ভে নিমজ্জন-হেতু) যদিও তাহা সম্যক্ ধৌত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ত্রে আঘাত করাতে সেই দন্তযুগল কুণ্ঠিত ও শ্যামবর্ণ ঊর্দ্ধরেখা দ্বারা হইয়াছিল; সুতরাং বোধ হইতে লাগিল যেন, সে ঋক্ষবান্ গিরির তটে করে॥ ৪৪॥ সে দ্রুতগতিতে নিজ শুণ্ড সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে প্রচণ্ড তরঙ্গ ভেদ পূর্ব্বক তটাভিমুখে আগমন ছে দেখিয়া বোধ হইল যেন, নিজ বন্ধনগৃহের অর্গল ভগ্ন করিতে উদ্যত ছে॥ ৪৫॥ পর্ব্বতোপম সেই আরণ্য গজ বক্ষঃস্থল-ঘর্ষণে স্রোতোলগ্ন শৈবাল-আকর্ষণ করিতে করিতে তীরের উপর উত্থিত হইল; তীরে উঠিবার তাহার আস্ফালনে তরঙ্গিণী-স্রোতের সলিলরাশি উদ্বেলিত হইয়া তীরদেশ করিয়া ফেলিল॥ ৪৬॥ জলমজ্জনবশে সেই অদ্বিতীয় আরণ্যগজের বিশাল

তস্যৈকনাগস্য কপোলভিত্ত্যোর্জলাবগাহক্ষণমাত্রশান্তা।
বন্যেতরানেকপদর্শনেন, পুনর্দিদীপে মদদুর্দ্দিনশ্রীঃ ॥ ৪৭ ॥
সপ্তচ্ছদক্ষীরকটুপ্রবাহমসহ্যমাঘ্রায় মদং তদীয়ম্।
বিলঙ্ঘিতাধোরণতীব্রযত্নাঃ, সেনাগজেন্দ্রা বিমুখা বভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥
স ছিন্নবন্ধদ্রুতযুগ্যশূন্যং, ভগ্নাক্ষপর্য্যস্তরথং ক্ষণেন।
রামাপরিত্রাণবিহস্তযোধং, সেনানিবেশং তুমুলং চকার ॥ ৪৯ ॥
তমাপতন্তং নৃপতেরবধ্যো, বন্যঃ করীতি শ্রুতবান্ কুমারঃ।
নিবর্ত্তয়িষ্যন্ বিশিখেন কুম্ভে, জঘান নাত্যায়তকৃষ্টশার্ঙ্গঃ ॥ ৫০ ॥
স বিদ্ধমাত্রঃ কিল নাগরূপমুৎসৃজ্য তদ্বিস্মিতসৈন্যদৃষ্টঃ।
স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমধ্যবর্ত্তি, কান্তং বপুর্ব্যোমচরং প্রপেদে ॥ ৫১ ॥
অথ প্রভাবোপনতৈঃ কুমারং, কল্পদ্রুমোত্থৈরবকীর্য্য পুষ্পৈঃ।
উবাচ বাগ্মী দশনপ্রভাভিঃ, সংবর্দ্ধিতোরঃস্থলতারহারঃ ॥ ৫২ ॥

গণ্ডযুগলে কিয়ৎক্ষণের জন্য মদক্ষরণ নিরস্ত ছিল বটে, কিন্তু কুমার অজের সৈন্যবৃন্দমধ্যস্থ গ্রাম্য হস্তিগণকে দর্শনমাত্র আবার প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥৪৭॥ তাহার মদগন্ধ সপ্তপর্ণবৃক্ষের ক্ষীরধারাবৎ উগ্র ও অসহ্য; সেই গন্ধ আঘ্রাণমাত্র অজের সৈন্যমধ্যগত বিশালকায় হস্তিবৃন্দ সমন্তাৎ ধাবিত হইতে লাগিল; মাহুতেরা প্রাণপণ যত্ন করিয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিল না ॥ ৪৮ ॥ অশ্বেরাও বন্ধন ছিন্ন করিয়া শিবির হইতে দ্রুতগতি পলায়নে প্রবৃত্ত হইল; যুগকীলক ভগ্ন হওয়াতে রথ সকল বিশৃঙ্খলভাবে পতিত হইল এবং সেনাবৃন্দ রমণীগণের রক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; এই প্রকারে অল্পক্ষণমধ্যেই সেই বন্যগজ অজের শিবির আলোড়িত করিয়া তুলিল ॥ ৪৯ ॥ আরণ্যগজ বধ করা রাজাদিগের অকর্ত্তব্য; এই হেতু সেই প্রধাবিত হস্তীর নিবারণোদ্দেশে রাজনন্দন অজ শরাসন কিঞ্চিৎ আকর্ষণ পূর্ব্বক উহার কুম্ভস্থলে একটি শর বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫০ ॥ শরবিদ্ধ হইবামাত্র সেই হস্তী গজ-শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উদ্ভাসিত তেজোরাশিবিমণ্ডিত দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া গগনমার্গে উত্থিত হইল; তদ্দর্শনে অজ-সৈন্যগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না; তাহারা সেই (দিব্য-পুরুষের) দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিল ॥ ৫১ ॥

তদনন্তর সেই বাগ্মিপ্রবর দিব্যপুরুষ রাজনন্দন অজের মস্তকোপরি স্বপ্রভাবলব্ধ কল্পতরুপুষ্প বর্ষণ ও দশনকান্তিতে বক্ষঃস্থলস্থ স্থূল মুক্তামালার শোভা বর্দ্ধিত

মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।
অবেহি গন্ধর্ব্বপতেস্তনূজং, প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য ॥ ৫৩ ॥
স চানুনীতঃ প্রণতেন পশ্চাৎ, ময়া মহর্ষির্মৃদুতামগচ্ছৎ।
উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসম্প্রয়োগাৎ, শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য ॥ ৫৪ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো যদা তে, ভেৎস্যত্যজো কুম্ভময়োমুখেন।
সংযোক্ষ্যসে স্বেন বপুর্মহিম্না, তদেত্যবোচৎ স তপোনিধির্মাম্ ॥ ৫৫ ॥
সংমোচিতঃ সত্ত্ববতা ত্বয়াহং, শাপাচ্চিরপ্রার্থিতদর্শনেন।
প্রতিপ্রিয়ং চেদ্ভবতো ন কুর্য্যাং,বৃথা হি মে স্যাৎ স্বপদোপলব্ধিঃ ॥৫৬॥
সম্মোহনং নাম সখে! মমাস্ত্রং প্রয়োগসংহারবিভক্তমন্ত্রম্।
গান্ধর্ব্বমাদৎস্ব যতঃ প্রযোক্তুর্ন চারিহিংসা বিজয়শ্চ হস্তে ॥ ৫৭ ॥
অলং হ্রিয়া মাং প্রতি যন্মুহূর্ত্তং, দয়াপরোঽভূঃ প্রহরন্নপি ত্বম্।
তস্মাদপচ্ছন্দয়তি প্রয়োজ্যং, ময়ি ত্বয়া ন প্রতিষেধরৌক্ষ্যম্ ॥ ৫৮ ॥

বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫২ ॥ (রাজকুমার!) আমার নাম প্রিয়ংবদ, ক গন্ধর্ব্বপতি প্রিয়দর্শনের পুত্র বলিয়া জানিবেন; আমি গর্ব্বভরে মতঙ্গ- অবজ্ঞা করাতে তিনি রোষবশে "মাতঙ্গদেহ প্রাপ্ত হও" বলিয়া আমাকে প প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ তখন আমি প্রণতিপুরঃসর অনুনয়-বিনয় ঋষিবর প্রশান্তভাব অবলম্বন করেন। যেহেতু, অগ্নি বা আতপসংযোগেই উষ্ণতা ঘটে; কিন্তু শৈত্যই উহার স্বাভাবিক গুণ ॥ ৫৪ ॥ তখন সেই ঋষি (প্রশান্ত হইয়া) আমাকে কহিলেন, 'ইক্ষ্বাকুকুল-ধুরন্ধর দিলীপ- পুত্র অজ লৌহাগ্র বাণ দ্বারা যখন তোমার কুম্ভ ভেদ করিবেন, তখন তুমি নিজ দিব্য-শরীর প্রাপ্ত হইবে ॥'৫৫॥ আমি বহুদিন যাবৎ আপনার দর্শন- র রহিয়াছি; আপনি নিজ প্রভাবে আমাকে অভিসম্পাত হইতে বিমুক্ত : এখন যদি আমি আপনার কিছু প্রত্যুপকার না করি, তাহা হইলে এই দিব্যদেহলাভ বিফল ॥ ৫৬ ॥ হে সখে! আপনি আমার নিকট হইতে াখ্য গান্ধর্ব্বাস্ত্র গ্রহণ করুন। ইহার প্রয়োগ ও সংহার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন াপিত আছে। যে ব্যক্তি ইহা প্রয়োগ করে, ইহার প্রভাবে তাহাকে সংহার করিতে হয় না অথচ জয়লাভ ঘটে ॥ ৫৭ ॥ নিমেষকালের জন্য আমাকে প্রহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমার প্রতি অনুকম্পাই

তথেত্যুপস্পৃশ্য পয়ঃ পবিত্রং, সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতো নৃসোমঃ।
উদঙ্মুখঃ সোঽস্ত্রবিদস্ত্রমন্ত্রং, জগ্রাহ তস্মান্নিগৃহীতশাপাৎ ॥ ৫৯॥
এবং তয়োরধ্বনি দৈবযোগাদাসেদুষোঃ সখ্যমচিন্ত্যহেতু।
একো যযৌ চৈত্ররথপ্রদেশান্, সৌরাজ্যরম্যানপরো বিদর্ভান্॥ ৬০॥
তং তস্থিবাংসং নগরোপকণ্ঠে, তদাগমারূঢ়গুরুপ্রহর্ষঃ।
প্রত্যুজ্জগাম ক্রথকৈশিকেন্দ্রশ্চন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্ম্মিরিবোর্ম্মিমালী॥ ৬১॥
প্রবেশ্য চৈনং পুরমগ্রযায়ী, নীচৈস্তথোপাচরদর্পিতশ্রীঃ।
মেনে যথা তত্র জনঃ সমেতো, বৈদর্ভমাগন্তুমজং গৃহেশম্॥ ৬২॥

তস্যাধিকারপুরুষৈঃ প্রণতৈঃ প্রদিষ্টাং,
প্রাগ্দ্বারবেদিবিনিবেশিতপূর্ণকুম্ভাম্।
রম্যাং রঘুপ্রতিনিধিঃ স নবোপকার্য্যাং,
বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোঽধ্যুবাস ॥ ৬৩॥

প্রদর্শিত হইয়াছে ; সুতরাং এই অস্ত্র-গ্রহণে আপনার লজ্জা নাই ; আমি প্রার্থ
করিতেছি, আপনি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ করিয়া পরুষতা প্রকাশ করিবেন না॥৫
তখন শশাঙ্কবৎ সৌম্যমূর্ত্তি অস্ত্রবিশারদ অজ "তথাস্তু" বাক্যে স্বীকৃত হই
নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে আচমন পূর্ব্বক উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং অভিশা
মুক্ত গন্ধর্ব্ব-সকাশে সেই সমন্ত্রক অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

এই প্রকারে পথিমধ্যে দৈববশে অচিন্তনীয় হেতুতে তাঁহাদিগের উভয়ে
মধ্যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইল। তৎপরে একজন (গন্ধর্ব্ব) কুবেরের চৈত্র
নামক উদ্যানের দিকে এবং অন্যজন (অজ) সুনৃপশাসিত মনোহর বিদর্ভদেশে যা
করিলেন॥ ৬০ ॥

কুমার অজ নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র ভোজরাজ তাঁহার আগমনে প
আনন্দিত হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন। বোধ হইল যেন, সাগর উচ্ছলিত তর
মালা সহকারে শশধরের প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ৬১ ॥ বিদর্ভপতি ভোজ অ
পুরোবর্ত্তী হইয়া বিনম্রভাবে গমন করিতে লাগিলেন ; ক্রমে তিনি অজ
নগরাভ্যন্তরে লইয়া প্রফুল্লচিত্তে অনুচর ও অন্যান্য উপভোগ্য সামগ্রী প্রদান পূর্ব
তাঁহার এরূপ সেবা করিলেন যে, সমাগত দর্শকবৃন্দ তখন বিদর্ভপতিকে আগ
ও অজকেই সেই গৃহস্বামী বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ প্রণত রা
প্রকাসমা রঘু-প্রতিনিধি অজকে এক মনোহর নূতন রাজভবনে লইয়া গে

ত্র স্বয়ংবর-সমাহৃতরাজলোকং, কন্যাললামকমনীয়মজস্য লিপ্সোঃ।
ভাবাববোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ,নিদ্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী বভূব ॥ ৬৪ ॥
ং কর্ণভূষণনিপীড়িতপীবরাংসং, শয্যোত্তরচ্ছদবিমর্দ্দকৃশাঙ্গরাগম্‌।
তাত্মজাঃ সবয়সঃ প্রথিতপ্রবোধং. প্রাবোধয়ন্নুষসি বাগ্‌ভিরুদারবাচঃ ॥৬৫॥
াত্রির্গতা মতিমতাং বর ! মুঞ্চ শয্যাং, ধাত্রা দ্বিধৈব নমু ধূর্জ্জগতো বিভক্তা।
ামেকতস্তব বিভর্ত্তি গুরুর্বিনিদ্রস্তস্যা ভবানপরধূর্য্যপদাবলম্বী ॥ ৬৬ ॥
নিদ্রাবশেন ভবতাপ্যনপেক্ষমাণা, পর্য্যুৎসুকত্বমবলা নিশি খণ্ডিতেব।
ক্ষ্মীর্বিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী,সোঽপি ত্বদাননরুচিং বিজহাতি চন্দ্রঃ ॥৬৭॥
চদক্মলা যুগপদুন্মিষিতেন তাবৎ, সদ্যঃ পরস্পরতুলামধিরোহতাং দ্বে।
প্রস্পন্দমানপরুষেতরতারমন্তশ্চক্ষুস্তব প্রচলিতভ্রমরস্য পদ্মম্‌ ॥ ৬৮ ॥

। ভবনের দ্বারদেশের পুরোভাগে বেদিকার উপর পূর্ণকুম্ভ শোভিত ছিল। অজ
সেই গৃহের মধ্যে অবস্থিতি করিলে বোধ হইল যেন, কন্দর্প শৈশব অতিক্রম
র্ব্বক যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলেন ॥ ৬৩ ॥ স্ত্রী যেমন পতির হৃদয়গত ভাব
ঝিতে না পারিয়া রজনীযোগে বহু বিলম্বে স্বামিসকাশে আগমন করে, স্বয়ংবর-
ভায় নানাদেশীয় রাজবৃন্দের আগমনের হেতুস্বরূপ সেই তনয়ারত্নলাভে অভিলাষী,
বিদর্ভনগরে সমাগত অজের চক্ষুতে নিদ্রাদেবীও সেইরূপ বহুবিলম্বে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ যখন তিনি নিদ্রিত হইলেন, তখন তাঁহার স্থূল স্কন্ধদেশে
কর্ণালঙ্কারের গাঢ় রেখা অঙ্কিত হইল,. শয্যার উপরিস্থ আস্তরণ-ঘর্ষণে তাঁহার
অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইল; প্রভাতকালে সমবয়স্ক ললিতকণ্ঠ বৈতালিকবালকেরা
সেই প্রজ্ঞাবান্‌ অজকে স্তববাক্যে জাগরিত করিল ॥ ৬৫ ॥

স্তুতিপাঠকেরা কহিল, হে বুদ্ধিমান্‌গণের বরেণ্য ! নিশা প্রভাত, শয্যা পরি-
ত্যাগ করুন, বিধাতা বসুন্ধরার ভার আপনার পিতা ও আপনি এই উভয়ের
উপর যেন দুই অংশে স্থাপিত করিয়াছেন; আপনার পিতা জাগরিত হইয়া সেই
ভারের একাংশ বহন করিতেছেন, এখন আপনাকে তাহার অপরাংশ বহন
করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥ আপনি রাত্রিকালে নিদ্রার বশীভূত হওয়াতে কমলা আপ-
নার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ উপেক্ষা করিয়াও খণ্ডিতা রমণীর ন্যায় যে
চন্দ্রমাদর্শনে চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন, সেই শশধরও সংপ্রতি পশ্চিমদিক্‌-
প্রান্ত আশ্রয় করিয়া আপনার মুখকমলের সাদৃশ্য ত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥ আপনি
চক্ষুরুন্মীলন করিলেই চপল-কোমলতারকামণ্ডিত আপনার নেত্র এবং অভ্যন্তর-

বৃন্তাৎ শ্লথং হরতি পুষ্পমনোকহানাং, সংসৃজ্যতে সরসিজৈররুণাংশুভিন্নৈঃ।
স্বাভাবিকং পরগুণেন বিভাতবায়ুঃ,সৌরভ্যমীপ্সুরিব তে মুখমারুতস্য ॥৬৯॥
তাম্রোদরেষু পতিতং তরুপল্লবেষু, নির্ধৌতহারগুলিকাবিশদং হিমাম্ভঃ।
আভাতি লব্ধপরভাগতয়াধরোষ্ঠে, লীলাস্মিতং সদশনার্চ্চিরিব ত্বদীয়ম্॥৭০॥
যাবৎ প্রতাপনিধিরাক্রমতে ন ভানুরহ্নায় তাবদরুণেন তমো নিরস্তম্।
আয়োধনাগ্রসরতাং ত্বয়ি বীর! যাতে,কিংবা রিপূংস্তব গুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনত্তি॥৭১॥
শয্যাং জহত্যুভয়পক্ষবিনীতনিদ্রাঃ, স্তম্বেরমা মুখরশৃঙ্খলকর্ষিণস্তে।
যেষাং বিভান্তি তরুণারুণরাগযোগাদ্ভিন্নাদ্রিগৈরিকতটা ইব দন্তকোশাঃ॥৭২॥
দীর্ঘেষমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু, নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ! বনায়ুদেশ্যাঃ।
বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি,লেহ্যানি সৈন্ধবশিলাশকলানি বাহাঃ॥৭৩॥
ভবতি বিরলভক্তির্ম্লানপুষ্পোপহারঃ,স্বকিরণপরিবেশোদ্ভেদশূন্যাঃ প্রদীপাঃ।
অয়মপি চ গিরং নস্ত্বৎপ্রবোধপ্রযুক্তামনুবদতি শুকস্তে মঞ্জুবাক্ পঞ্জরস্থঃ॥৭৪॥

গত চপলভ্রমরে বিরাজিত পদ্ম এই উভয় মোহনভাবে বিকশিত হইয়া আশু পরস্পরের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইবে॥ ৬৮॥ যে সুগন্ধ আপনার নিশ্বাসবায়ুর নৈসর্গিক গুণ, অপরের নিকট হইতে সেই গুণটি গ্রহণ করিবার জন্যই বোধ হয়, প্রভাতবায়ু তরুবৃন্তচ্যুত পুষ্পরাশি হরণ করিতেছে এবং বালারুণকিরণে প্রস্ফুটিত পদ্মসকলকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে॥ ৬৯॥ আহা! শিশিরবিন্দুগুলি হারস্থিত বিমল মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছ; উহা অরুণবর্ণ তরুপল্লবে নিপতিত হওয়াতে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন, আপনার লোহিত অধরে বিকীর্ণ বিলাসমধুর মৃদুহাস্যের ছটা বিস্তার করিতেছে॥ ৭০॥ প্রতাপনিধি আদিত্যদেবের উদয়ের অগ্রেই অরুণ উদিত হইয়া সমগ্র তিমিররাশি বিনাশ করেন, অতএব হে বীর! আপনি রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে কি আপনার পিতা স্বয়ং শত্রুবধে উদ্যত হইবেন? ৭১॥ আপনার গজবৃন্দ পার্শ্বদ্বয় পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রা হইতে উত্থানকালে বন্ধনশৃঙ্খল আকর্ষণ করিতেছে; উহাদের দন্তকোষ বালসূর্য্য-কিরণে আলোহিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, উহারা পর্ব্বতের গৈরিকশৃঙ্গ উৎখাত করিয়াছে॥ ৭২॥ হে পদ্মপলাশলোচন! যে সমস্ত বনায়ুদেশজাত অশ্ব সুবিস্তৃত পটবাসে সংবদ্ধ ছিল, তাহারা নিদ্রা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সম্মুখদত্ত সৈন্ধব-শিলাখণ্ড সমূহ অবলেহনার্থ মুখমারুত দ্বারা মলিন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে॥ ৭৩॥ উপঢৌকনপ্রাপ্ত পুষ্পমালা সকল ম্লান ও তাহাদের গ্রন্থনপারিপাট্য শিথিল হই-

ইতি বিরচিতবাগ্‌ভির্বন্দিপুত্রৈঃ কুমারঃ,সপদি বিগতনিদ্রস্তল্পমুজ্‌ঝাঞ্চকার।
দপটুনিনদদ্ভির্বোধিতো রাজহংসৈঃ,সুরগজ ইব গাঙ্গং সৈকতং সুপ্রতীকঃ॥৭৫॥
থ বিধিমবসায্য শাস্ত্রদৃষ্টং, দিবসমুখোচিতমঞ্চিতাক্ষিপক্ষ্মা।
শলবিরচিতানুকূলবেশঃ, ক্ষিতিপসমাজমগাৎ স্বয়ংবরস্থম্॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অজস্বয়ংবরাভিগমনো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

স তত্র মঞ্চেষু মনোজ্ঞবেশান্, সিংহাসনস্থানুপচারবৎসু।
বৈমানিকানাং মরুতামপশ্যদাকৃষ্টলীলান্ নরলোকপালান্॥ ১॥

ছে, প্রদীপের তেজোহ্রাস হওয়াতে প্রভা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং আপনার
ঞ্জরবাসী কলভাষী শুকপক্ষী আপনাকে জাগরিত করিবার জন্য আমাদিগের
চারিত শব্দের প্রতিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিয়াছে॥ ৭৪॥

সুপ্রতীকনামা দেবগজ যেমন প্রাতঃকালে মরালমালার হর্ষমধুর কলরবে
গরিত হইয়া জাহ্নবীর তটদেশ হইতে গাত্রোত্থান করে, রাজনন্দন অজ সেই-
বন্দিবালকগণের সুরচিত স্তবে জাগরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ
রলেন॥ ৭৫॥

তদনন্তর মোহন-নেত্রপক্ষ্মে বিরাজিত রাজনন্দন অজ যথাবিধি প্রাতঃকালীন
ত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক সুদক্ষ কিঙ্করগণের সাহায্যে মনোমত বেশবিন্যাস
রয়া নৃপতিবৃন্দসঙ্কুল স্বয়ংবরসভায় গমন করিলেন॥ ৭৬॥

রঘুনন্দন অজ স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মনোজ্ঞবেশধারী
তিবৃন্দ রাজযোগ্য উপচারবিশিষ্ট মঞ্চোপরি সিংহাসনে সমাসীন হইয়া সুর-

রতের্গৃহীতানুনয়েন কামং, প্রত্যর্পিতস্বাঙ্গমিবেশ্বরেণ।
কাকুৎস্থমালোকয়তাং নৃপাণাং, মনো বভূবেন্দুমতী-নিরাশম্॥ ২॥
বৈদর্ভনির্দ্দিষ্টমসৌ কুমারঃ, ক্লৃপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্।
শিলাবিভঙ্গৈর্ম্মৃগরাজশাবস্তুঙ্গং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ॥ ৩॥
পরার্দ্ধ্যবর্ণাস্তরণোপপন্নমাসেদিবান্ রত্নবদাসনং সঃ।
ভূয়িষ্ঠমাসীদুপমেয়কান্তির্ময়ূরপৃষ্ঠাশ্রয়িণা গুহেন॥ ৪॥
তাসু শ্রিয়া রাজপরম্পরাসু, প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ, পয়োমুচাং পঙ্‌ক্তিষু বিদ্যুতেব॥ ৫॥
তেষাং মহার্হাসনসংস্থিতানামুদারনেপথ্যভৃতাং স মধ্যে।
ররাজ ধাম্না রঘুসূনুরেব, কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাতঃ॥ ৬॥
নেত্রব্রজাঃ পৌরজনস্য তস্মিন্, বিহায় সর্ব্বান্ নৃপতীন্নিপেতুঃ।
মদোৎকটে রেচিতপুষ্পবৃক্ষা, গন্ধদ্বিপে বন্য ইব দ্বিরেফাঃ॥ ৭॥

গণের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন॥ ১॥ রতিদেবীর সকরুণ বিনয়ে প্রীত হইয়া মহাদেব পুনর্ব্বার দেহ প্রত্যর্পণ করিলে কামদেব যে প্রকার মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রূপসম্পন্ন ককুৎস্থকুলধুরন্ধর কুমার অজকে দেখিয়া রাজাদিগের চিত্ত ইন্দুমতী-লাভের আশায় নিরুৎসাহ হইল॥ ২॥ সিংহশিশু যেমন সোপানপরম্পরায় চরণক্ষেপ করিয়া উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, অজও সেইরূপ সুগঠিত সোপানরাজিতে পদক্ষেপ করিয়া বিদর্ভপতি-প্রদর্শিত মঞ্চে আরূঢ় হইলেন॥ ৩॥ ময়ূরপৃষ্ঠে সমাসীন হইলে ষড়াননের যেরূপ শোভা হয়, বিবিধবর্ণে রঞ্জিত আস্তরণমণ্ডিত, রত্নখচিত, অত্যুত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অজও সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন॥ ৪॥ সৌদামিনী যেমন সহস্র সহস্র জলদখণ্ডে সহস্রধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ করে, সৌন্দর্য্যশ্রীও সেইরূপ প্রভাবিশেষের উদয়ে দুর্দ্দর্শ এবং সেই নৃপতিমণ্ডলে সহস্র সহস্র অংশে বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল॥ ৫॥ দেবতরুরাজির মধ্যে যেমন পারিজাতেরই অধিকতর শোভা হয়, মহামূল্য সিংহাসনে সমাসীন অত্যুত্তম বেশভূষায় বিভূষিত অজও সেইরূপ নৃপতিমণ্ডলীমধ্যে তেজোরাশি দ্বারা অধিকতর শোভা ধারণ করিলেন॥ ৬॥ অলিকুল যেমন পুষ্পবৃক্ষ ছাড়িয়া মদস্রাবী আরণ্য গজের উপর নিপতিত হয়, পৌরবৃন্দের লোচনমালাও সেইরূপ সমগ্র রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া

অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ, সোমার্কবংশ্যে নরদেবলোকে ।
সঞ্চারিতে চাগুরুসারযোনৌ, ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ ॥ ৮ ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতো দিগন্তান্, তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে ॥ ৯ ॥
মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযানমধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি ।
বিবেশ মঞ্চান্তররাজমার্গং, পতিংবরা ক্লৃপ্তবিবাহবেশা ॥ ১০ ॥
তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ, কন্যাময়ে নেত্রশতৈকলক্ষ্যে ।
নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রা, দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু ॥ ১১ ॥
তাং প্রত্যভিব্যক্তমনোরথানাং, মহীপতীনাং প্রণয়াগ্রদূত্যঃ ।
প্রবালশোভা ইব পাদপানাং, শৃঙ্গারচেষ্টা বিবিধা বভূবুঃ ॥ ১২ ॥
কশ্চিৎ করাভ্যামুপগূঢ়নালমালোলপত্রাভিহতদ্বিরেফম্ ।
রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি, লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার ॥ ১৩ ॥

তদনন্তর রাজবংশাভিজ্ঞ স্তুতিপাঠকেরা চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় নৃপতিবৃন্দের গুণগানে [illegible]ত্ত হইলে অগুরুনির্য্যাসজাত ধূপের ধূমপংক্তি সমন্তাৎ সঞ্চারিত ও পতাকা-[illegible]া ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হইল ॥ ৮ ॥ শঙ্খশব্দের সহিত মাঙ্গল্যবাদ্যনাদ সমন্তাৎ [illegible]প্ত করিলে সেই শব্দ শ্রবণে মেঘগর্জ্জন ভ্রমে নগরপ্রান্তবর্ত্তী উদ্যান-ময়ূরেরা [illegible]ত্ত হইয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৯ ॥

তখন স্বয়ংবরা রাজকুমারী ইন্দুমতী পরিণয়োচিত বেশে বিভূষিত হইয়া পরি-[illegible]পরিবৃত চতুষ্কোণ নরবাহ্য শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত মঞ্চশ্রেণীর [illegible]্যবর্ত্তী রাজপথে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০ ॥ সেই কুমারী তৎকালে শত শত নয়নের [illegible]মাত্র লক্ষ্য হইলেন। বিধাতার অলৌকিকী সৃষ্টিস্বরূপিণী সেই কুমারীর [illegible]র নৃপতিবৃন্দের সমগ্র চিত্ত নিপতিত হওয়াতে যেন সিংহাসনে তাঁহাদিগের শূন্য [illegible]ীরমাত্র সংস্থিত রহিল ॥ ১১ ॥ তখন ইন্দুমতীর প্রতি আসক্তমনা নৃপতিবৃন্দ [illegible]নারূপ বিলাসচেষ্টা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ; সেই চেষ্টা তাঁহাদিগের প্রণয়ের [illegible]ম দূতীস্বরূপা হইয়া তরুরাজির নবপল্লব-শোভার ন্যায় শোভা ধারণ [illegible]রিল ॥ ১২ ॥ কোন নৃপতি লীলাপদ্মের মৃণালদণ্ড হস্তে লইয়া ঘুরাইতে আরম্ভ [illegible]রিলেন ; তৎকালে চপল কমলদলের আঘাতে অলিকুল তাড়িত হইল এবং [illegible]লমধ্যস্থিত পরাগপুঞ্জ মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ কোন বিলাসী

বিস্রস্তমংসাদপরো বিলাসী, রত্নানুবিদ্ধাঙ্গদকোটিলগ্নম্।
প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং, নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ॥ ১৪॥
আকুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিনা ততোঽন্যঃ, কিঞ্চিৎসমাবর্জ্জিতনেত্রশোভঃ।
তির্য্যগ্‌বিসংসর্পিনখপ্রভেণ, পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠম্॥ ১৫॥
নিবেশ্য বামং ভুজমাসনার্দ্ধে, তৎসন্নিবেশাদধিকোন্নতাংসঃ।
কশ্চিদ্‌বিবৃত্তত্রিকভিন্নহারঃ, সুহৃৎসমাভাষণতৎপরোঽভূৎ॥ ১৬॥
বিলাসিনীবিভ্রমদন্তপত্রমাপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ।
প্রিয়ানিতম্বোচিতসন্নিবেশৈর্বিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ॥ ১৭॥
কুশেশয়াতাম্রতলেন কশ্চিৎ, করেণ রেখাধ্বজলাঞ্ছনেন।
রত্নাঙ্গুলীয়প্রভয়ানুবিদ্ধানুদীরয়ামাস সলীলমক্ষান্॥ ১৮॥
কশ্চিদ্‌যথাভাগমবস্থিতেঽপি, স্বসন্নিবেশাদ্‌ব্যতিলঙ্ঘিনীব।
বজ্রাংশুগর্ভাঙ্গুলিরন্ধ্রমেকং, ব্যাপারয়ামাস করং কিরীটে॥ ১৯॥

নরপতি বদনমণ্ডল উত্তোলন ও কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া কেয়ূরের প্রান্তলগ্ন স্কন্ধচ্যুত মাল্য যথাযথ স্থলে সংস্থাপিত করিলেন॥ ১৪॥ কোন নরপতি নেত্রদ্বয় কিঞ্চিৎ অবনত ও চরণাঙ্গুলীর অগ্রদেশ আকুঞ্চিত করিয়া চরণাঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা কনক-পাদপীঠ বিলিখন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন তাঁহার চরণের নখকান্তি তির্য্যগ্‌ভাবে প্রকাশিত হইল॥ ১৫॥ কোন রাজা আসনার্দ্ধে বামবাহু রাখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; বামবাহু ঐ ভাবে রাখাতে তাঁহার বামস্কন্ধ কিঞ্চিৎ উন্নত হইল এবং বিবর্ত্তনহেতু (ঘুরিয়া বসাতে) তাঁহার হারমালাও পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল॥ ১৬॥ অন্য এক যুবা প্রিয়তমার নিতম্বদেশে স্থাপনযোগ্য নখাগ্র দ্বারা বিলাসিনীর বিলাসার্থ কর্ণালঙ্কারভূত আপাণ্ডুরবর্ণ কেতকপত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন॥ ১৭॥ কোন নরপতি পদ্মবৎ আলোহিত ধ্বজরেখাঙ্কিত হস্ততল দ্বারা রত্নাঙ্গুরীয়চ্ছটায় উদ্ভাসিত অক্ষসমূহ লীলাসহকারে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৮॥ কিরীট যথাযথস্থলে সংস্থিত আছে, তথাপি যেন তাহা স্থানচ্যুত হইয়াছে, এই প্রকার ছল করিয়া কোন রাজা মুকুটে হস্ত স্থাপন করিলেন; তখন কিরীটস্থ হীরককান্তিতে তাঁহার অঙ্গুলীরন্ধ্রসমূহ অনুরঞ্জিত হইল॥ ১৯॥

ততো নৃপাণাং শ্রুতবৃত্তবংশা, পুংবৎ প্রগল্‌ভা প্রতিহাররক্ষী।
প্রাক্‌ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য, নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা ॥ ২০ ॥
অসৌ শরণ্যঃ শরণোন্মুখানামগাধসত্ত্বো মগধপ্রতিষ্ঠঃ।
রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ, পরন্তপো নাম যথার্থনামা ॥ ২১ ॥
কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোহন্যে, রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্‌।
নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি, জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ॥ ২২ ॥
ক্রিয়াপ্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ।
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোললম্বান্‌, মন্দারশূন্যানলকাংশ্চকার ॥ ২৩ ॥
অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং, পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।
প্রাসাদবাতায়নসংশ্রিতানাং, নেত্রোৎসবং পুষ্পপুরাঙ্গনানাম্‌ ॥ ২৪ ॥
এবং তযোক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্ব্বাঙ্কমধূকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী, প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর নৃপতিগণের কুলশীলজ্ঞা সুনন্দানাম্নী প্রতীহাররক্ষী (দ্বারপালিকা) কুমারী ইন্দুমতীকে লইয়া প্রথমে মগধপতির নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২০ ॥ এই নরপতি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; ইহাঁর নাম পরন্তপ, শত্রুদমনকারী বলিয়া ইহাঁর এই নাম সার্থক হইয়াছে। ইনি শরণাগতের আশ্রয়, গম্ভীরচরিত্র ও প্রজারঞ্জনে পারদর্শী ॥ ২১ ॥ যামিনী যেরূপ গ্রহ, তারা ও নক্ষত্রমালাসঙ্কুলা হইলেও কেবলমাত্র শশধর দ্বারা জ্যোতিষ্মতী হয়, সেইরূপ অপর সহস্র সহস্র রাজা থাকিলেও বসুন্ধরা সেইরূপ একমাত্র ইহাঁর দ্বারা রাজন্বতী হইয়াছেন ॥ ২২ ॥ ইনি অজস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বদা দেবেন্দ্রকে আহ্বান করায় পতিবিচ্ছেদে শচীর গণ্ডদ্বয়ে পতিত অলকাবলী মন্দারপুষ্পশূন্য হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥ এই বরেণ্য নরপতি তোমার পাণিগ্রহণ করেন, ইহা যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে রাজধানীতে প্রবেশসময়ে পুষ্পপুরবাসিনী অট্টালিকা-বাতায়নস্থিতা রমণীগণের লোচনানন্দদায়িনী হও ॥ ২৪ ॥ সুনন্দা এই কথা কহিলে, ক্ষীণাঙ্গী ইন্দুমতী সেই নরপতির দিকে নেত্রপাত করিয়া কোন বাক্যোচ্চারণ না করিয়া কেবলমাত্র সরল প্রণতি দ্বারাই তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার দূর্ব্বাদলচিহ্নিত মধূককুসুমমালা কিঞ্চিৎ হেলিয়া

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা, রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা, পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম্ ॥ ২৬ ॥
জগাদ চৈনাময়মঙ্গনাথঃ, সুরাঙ্গনাপ্রার্থিতযৌবনশ্রীঃ।
বিনীতনাগঃ কিল সূত্রকারৈরৈন্দ্রং পদং ভূমিগতোঽপি ভুঙ্‌ক্তে ॥২
অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দুন্, মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনামুন্মুচ্য সূত্রেণ বিনৈব হারাঃ ॥ ২৮ ॥
নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থমস্মিন্ দ্বয়ং শ্রীশ্চ সরস্বতী চ।
কান্ত্যা গিরা সুনৃতয়া চ যোগ্যা, ত্বমেব কল্যাণি! তয়োস্তৃতীয়া ॥২
অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য চক্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী।
নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যগ্‌দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ॥

পড়িল ॥ ২৫ ॥ তরঙ্গমালা যেমন বায়ু কর্ত্তৃক আন্দোলিত হইয়া মানস-সরো বিহারিণী রাজহংসীকে একটি পদ্ম হইতে পদ্মান্তর-সমীপে লইয়া যায়, দ্বারপালি সুনন্দাও সেইরূপ রাজনন্দিনীকে সেই রাজার নিকট হইতে অন্য নৃপতির পা লইয়া গেল ॥ ২৬ ॥

অন্য রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সুনন্দা রাজকুমারীকে বলিল, ইনি দেশের অধিপতি; সুরবালারাও ইহাঁর যৌবনশ্রীর প্রার্থিনী হইয়া থাকে ইহাঁর যে সমস্ত হস্তী আছে, গজরক্ষাশাস্ত্রকার দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক তাহ শিক্ষিত; এই নরপতি মরধামে থাকিয়াও দেবেন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন॥২ ইনি অরিকুল-রমণীদিগের কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া তাহাদের স্তনমণ্ডলে মুক্তা স্থূল অশ্রুবিন্দু পাতিত করাতে বোধ হয় যেন, বিনাসূত্রে গ্রথিত মুক্তামালা পুনর্ব প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ কমলা ও বাগ্‌দেবী স্বভাবতঃ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে করেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ইহাঁর নিকট একত্র অবস্থিতি করিতেছেন। কল্যাণি! কি সৌন্দর্য্যে, কি মিষ্টবচনে তুমিই এই নরপতির অনুরূপা; অত তুমি (ইহাঁকে বরণ করিয়া) লক্ষ্মী-সরস্বতীর তৃতীয়া সপত্নী হও ॥ ২৯ ॥

তদনন্তর রাজকুমারী অঙ্গনৃপতির দিক্ হইতে নেত্র ফিরাইয়া মাত্র সুনন্দাকে কহিলেন, 'চল।' অঙ্গনৃপতি যে সুরূপ নহেন, তাহা নহে; ইন্দুমর্ত যে সৌন্দর্য্য-পরীক্ষায় অনভিজ্ঞা, তাহাও নহে; কিন্তু জগতে সকল লোকেরই স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় ॥ ৩০ ॥

ততঃ পরং দুষ্প্রসহং দ্বিষদ্ভির্নৃপং নিযুক্তা প্রতিহারভূমৌ।
নিদর্শয়ামাস বিশেষদৃশ্যমিন্দুং নবোত্থানমিবেন্দুমত্যৈ ॥ ৩১ ॥
অবন্তিনাথোঽয়মুদগ্রবাহুর্বিশালবক্ষাস্তনুবৃত্তমধ্যঃ।
আরোপ্য চক্রভ্রমমুষ্ণতেজাস্ত্বষ্ট্রেব যত্নোল্লিখিতো বিভাতি ॥ ৩২ ॥
অস্য প্রয়াণেষু সমগ্রশক্তেরগ্রেসরৈর্বাজিভিরুত্থিতানি।
কুর্ব্বন্তি সামন্তশিখামণীনাং, প্রভাপ্ররোহাস্তময়ং রজাংসি ॥ ৩৪ ॥
অসৌ মহাকালনিকেতনস্য, বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভির্জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্ ॥৩৪॥
অনেন যূনা সহ পার্থিবেন, রম্ভোরু! কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে।
সিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাসু, বিহর্তুমুদ্যানপরম্পরাসু ॥ ৩৫ ॥
তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে, প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্ ॥ ৩৬ ॥

তৎপরে দৌবারিকী সুনন্দা ইন্দুমতীকে আর একটি রাজাকে দেখাইলেন। নবোদিত তরুণচন্দ্রমাৎ কমনীয়-দর্শন ও অরিকুলের দুঃসহ ॥ ৩১ ॥ (এই রাজার পরিচয় দিয়া সুনন্দা কহিল,) ইনি অবন্তীর অধিপতি; ইনি [illegible]হু ও বিশালবক্ষা; ইহাঁর কটিদেশ কৃশ ও বর্ত্তুল; বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক চক্রযন্ত্রে [illegible]পিত ও সযত্নে ঘর্ষিত হইলে সূর্য্যের যেরূপ শোভা হইয়াছে, ইনিও সেইরূপ [illegible] ধারণ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥ সমগ্র শক্তিসম্পন্ন এই নরপতি যখন যুদ্ধযাত্রা [illegible]ন, তখন ইহাঁর পুরোগামী তুরঙ্গগণের খুরোত্থিত ধূলিজাল সামন্ত-নৃপতিগণের [illegible]ণিস্থিত প্রভার অঙ্কুর পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া ফেলে ॥ ৩৩ ॥ মহাকাল-নামক স্থানে শাঙ্কশেখর মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার অদূরেই ইহাঁর বাস; সুতরাং কৃষ্ণপক্ষীয়া রাত্রিতেও প্রিয়াগণের সহিত জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া [illegible]ন ॥ ৩৪ ॥ হে রম্ভোরু! এই যুবা অবন্তিরাজের সহিত সিপ্রানদীর তরঙ্গ-[illegible] বায়ুতে আন্দোলিত উদ্যানরাজিতে বিহার করিতে তোমার কি অভিরুচি [illegible] ৩৫ ॥

অনুত্তম-সৌকুমার্য্যবতী কুমুদিনীসমা ইন্দুমতী (সুনন্দার মুখে এই কথা শুনিয়া) [illegible]প পদ্মের উল্লাসক এবং অরাতিরূপ পঙ্কশোষক সেই সূর্য্যসদৃশ অবন্তিরাজের অনুরাগ বন্ধন করিলেন না ॥ ৩৬ ॥

তামগ্রতস্তামরসান্তরাভামনূপরাজস্য গুণৈরনূনাম্।
বিধায় সৃষ্টিং ললিতাং বিধাতুর্জগাদ ভূয়ঃ সুদতীং সুনন্দা॥ ৩৭॥
সংগ্রামনির্ব্বিষ্টসহস্রবাহুরষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ।
অনন্যসাধারণরাজশব্দো, বভূব যোগী কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ॥ ৩৮॥
অকার্য্যচিন্তাসমকালমেব, প্রাদুর্ভবংশ্চাপধরঃ পুরস্তাৎ।
অন্তঃশরীরেষ্বপি যঃ প্রজানাং, প্রত্যাদিদেশাবিনয়ং বিনেতা॥ ৩৯॥
জ্যাবন্ধনিস্পন্দভুজেন যস্য, বিনিশ্বসদ্বক্ত্রপরম্পরেণ।
কারাগৃহে নির্জ্জিতবাসবেন, লঙ্কেশ্বরেণোষিতমাপ্রসাদাৎ॥ ৪০॥
তস্যান্বয়ে ভূপতিরেষ জাতঃ, প্রতীপ ইত্যাগমবৃদ্ধসেবী।
যেন শ্রিয়ঃ সংশয়দোষরূঢ়ং, স্বভাবলোলেত্যযশঃ প্রমৃষ্টম্॥ ৪১॥
আয়োধনে কৃষ্ণগতিং সহায়মবাপ্য যঃ ক্ষত্রিয়কালরাত্রিম্।
ধারাং শিতাং রামপরশ্বধস্য, সম্ভাবয়ত্যুৎপলপত্রসারাম্॥ ৪২॥
অস্যাঙ্কলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিষ্মতীবপ্রনিতম্বকাঞ্চীম্।
প্রাসাদজালৈর্জলবেণিরম্যাং, রেবাং যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ॥ ৪৩॥

তদনন্তর সুনন্দা পদ্মোদরবৎ কান্তিমতী, সর্ব্বগুণসম্পন্না, বিধাতার ললিতসৃষ্টি স্বরূপিণী, সুদতী সেই ইন্দুমতীকে লইয়া অনুপরাজের নিকট উপস্থিত হইল এ[বং] বলিল॥ ৩৭॥ পুরাকালে কার্ত্তবীর্য্য নামে এক যোগী ছিলেন, সংগ্রামকা[লে] তাঁহার সহস্রবাহু বিনির্গত হইত; অষ্টাদশ দ্বীপে তাঁহার যজ্ঞীয় যূপ ও জয়স্ত[ম্ভ] নিখাত আছে, (প্রজারঞ্জন করাতে) তিনি অনন্যসাধারণ রাজশব্দে অভিহি[ত] হইতেন॥ ৩৮॥ যদি কখনও প্রজাবর্গের চিত্তে পাপপ্রবৃত্তি জন্মিত, সেই লোক রক্ষক কার্ত্তবীর্য্য তন্মুহূর্ত্তে শরাসন-হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের চিত্তগ[ত] পাপও দূর করিয়া দিতেন॥ ৩৯॥ যে কার্ত্তবীর্য্য শরাসনের জ্যার দ্বারা দেবেন্দ্র বিজেতা লঙ্কাপতিকে বন্ধন করিলে সেই লঙ্কানাথ দশমুখে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বা[স] বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার প্রীতিসঞ্চার যাবৎ কারাবাস করিয়াছিল, সে[ই] কার্ত্তবীর্য্যের বংশেই প্রতীপনামা এই রাজার জন্ম। ইনি বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের সে[বা] করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চপলা, আধারদোষজনিত এই অপবাদ ইনিই দূ[র] করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ ইহাঁর নিকট কমলা অচলা হইয়া অবস্থিত আছেন॥৪০-৪১॥ ইনি সংগ্রামকালে বহ্নিদেবের সহায়তায় ভৃগুরামের ক্ষত্রিয়কুলের কালরাত্রিস্বরূপ শিতধার পরশুকেও পদ্মপত্রবৎ অসার বোধ করেন॥ ৪২॥ রেবা নদী ইহাঁ[র]

তস্যাঃ প্রকামং প্রিয়দর্শনোঽপি, ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।
শরৎ-প্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ, শশীব পর্য্যাপ্তকলো নলিন্যাঃ ॥ ৪৪ ॥
সা শূরসেনাধিপতিং সুষেণমুদ্দিশ্য লোকান্তরগীতকীর্ত্তিম্।
আচারশুদ্ধোভয়বংশদীপং, শুদ্ধান্তরক্ষ্যা জগদে কুমারী ॥ ৪৫ ॥
নীপান্বয়ঃ পার্থিব এষ যজ্বা, গুণৈর্যমাশ্রিত্য পরস্পরেণ।
সিদ্ধাশ্রমং শান্তমিবেত্য সত্ত্বৈর্নৈসর্গিকোঽপ্যুৎসসৃজে বিরোধঃ ॥ ৪৬ ॥
যস্যাত্মগেহে নয়নাভিরামা, কান্তির্হিমাংশোরিব সন্নিবিষ্টা।
হর্ম্ম্যাগ্রসংরূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু, তেজোঽবিষহ্যং রিপুমন্দিরেষু ॥ ৪৭ ॥
যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং, প্রক্ষালনাদ্বারিবিহারকালে।
কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি, গঙ্গোর্ম্মিসংসক্তজলেব ভাতি ॥ ৪৮ ॥

ধানী মাহিষ্মতী নগরীর প্রাকাররূপ নিতম্বে মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে; াদবাতায়ন হইতে যদি সেই জলপ্রবাহরমণীয় রেবা নদী দেখিতে তোমার না হয়, তাহা হইলে এই দীর্ঘবাহু নৃপতির অঙ্কলক্ষ্মী হও ॥ ৪৩ ॥
শারদীয় পূর্ণচন্দ্রমা যেরূপ মেঘাবরণ হইতে বিমুক্ত হইলেও নলিনীর রুচিকর না, এই নরপতি সৌম্যদর্শন হইলেও সেইরূপ ইন্দুমতীর রুচিপ্রদ লেন না ॥ ৪৪ ॥
তদনন্তর স্বর্গেও যাঁহার কীর্ত্তিঘোষণা হয়, যিনি সদাচার দ্বারা পবিত্র, কি কুল, কি মাতৃকুল উভয় কুলের যিনি দীপস্বরূপ, সেই শূরসেনাধীশ্বরকে দেখাইয়া পুরপালিকা সুনন্দা রাজনন্দিনীকে বলিল ॥ ৪৫ ॥ ইনি নীপকুলের নরপতি, বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জন্তু সকল যেরূপ শান্তরসপূর্ণ শ্রমে থাকিয়া পরস্পর নৈসর্গিক শত্রুভাব ত্যাগ করে, সেইরূপ সমস্ত পরস্পর- াধী গুণরাজি ইহাঁকে অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পর বৈরিভাব পরিত্যাগ য়াছে ॥ ৪৬ ॥ ইনি আপন গৃহে চন্দ্রমার ন্যায় লোচনানন্দদাত্রী কান্তি বিস্তার ক অবস্থিতি করেন, কিন্তু ইহাঁর দুঃসহ তেজোরাশি শত্রুদিগের নগরীস্থিত লিকাশ্রেণীর অগ্রদেশে উৎপন্ন তৃণাঙ্কুর সকলে প্রকাশিত হয় ॥ ৪৭ ॥ এই পতির অন্তঃপুররমণীরা যখন জলকেলি করেন, তখন তাঁহাদিগের কুচস্থিত ানুলেপন ধৌত হওয়ায় বোধ হয় যেন, মথুরাবাহিনী যমুনার জল গঙ্গাস্রোতের সঙ্গত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৪৮ ॥ [illegible]

ত্রস্তেন তার্ক্ষ্যাৎ কিল কালিয়েন, মণিং বিসৃষ্টং যমুনৌকসা যঃ।
বক্ষঃস্থলব্যাপিরুচং দধানঃ, সকৌস্তুভং হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্॥ ৪৯॥
সম্ভাব্য ভর্ত্তারমমুং যুবানং, মৃদুপ্রবালোত্তরপুষ্পশয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে, নির্বিশ্যতাং সুন্দরি! যৌবনশ্রীঃ॥ ৫০॥
অথাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি, শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং, কান্তাসু গোবর্দ্ধনকন্দরাসু॥ ৫১॥
নৃপং তমাবর্ত্তমনোজ্ঞনাভিঃ, সা ব্যত্যগাদন্যবধূর্ভবিত্রী।
মহীধরং মার্গবশাদুপেতং, স্রোতোবহা সাগরগামিনীব॥ ৫২॥
অথাঙ্গদাশ্লিষ্টভুজং ভুজিষ্যা, হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাথম্।
আসেদুষীং সাদিত-শত্রুপক্ষং, বালামবালেন্দুমুখীং বভাষে॥ ৫৩॥
অসৌ মহেন্দ্রাদ্রিসমানসারঃ, পতির্মহেন্দ্রস্য মহোদধেশ্চ।
যস্য ক্ষরৎসৈন্যগজচ্ছলেন, যাত্রাসু যাতীব পুরো মহেন্দ্রঃ॥ ৫৪॥

সর্প ইহাঁর নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ ইহাঁকে যে মণি প্রদান করি য়াছে, তাহার তেজে ইহাঁর বক্ষঃস্থল সমুদ্ভাসিত হইয়াছে; সেই মণিধারণ করাতে কৌস্তুভধারী হরিও ইহাঁর নিকট লজ্জিত হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীহরি কৌস্তুভধার করিয়া যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন, কালিয়দত্ত মণি ধারণ করিয়া ইনি তদপেক্ষাও শো প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৪৯॥ হে সুন্দরি! তুমি এই যুবাকে পতিরূপে বরণ করি কুবেরের চৈত্ররথসদৃশ বৃন্দাবনবনে সুকুমার পল্লবাস্তরণ-শোভিত কুসুমশয্যা আপনার যৌবনশোভাকে কৃতার্থ কর॥ ৫০॥ ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিলে বর্ কালে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের মনোহর গুহায় বারিশীকরসিক্ত শৈলেয়গন্ধসম্পন্ন শিলাপ বসিয়া ময়ূরকুলের নৃত্য দেখিতে পাইবে॥ ৫১॥

আবর্ত্তরূপ রমণীয় নাভিমণ্ডিতা সমুদ্রগামিনী নদী যেমন পথিমধ্যে পর্ব্বত অতি ক্রম পূর্ব্বক সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, আবর্ত্তবৎ রমণীয় নাভিমণ্ডিতা, অন্য ব্যক্তি ভবিষ্যৎ পত্নী ইন্দুমতীও সেইরূপ ঐ রাজাকে অতিক্রম পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন॥৫

অনন্তর কিঙ্করী সুনন্দা পূর্ণচন্দ্রমুখী ইন্দুমতীকে লইয়া কলিঙ্গাধীশ্বর হেমা রাজার নিকট উপস্থিত হইল। এই রাজার বাহুদ্বয় অঙ্গদে বিরাজিত; ইহাঁ শত্রুকুলের সংহারকারী॥ ৫৩॥ সুনন্দা বলিল, ইনি মহেন্দ্রগিরির ন্যায় সারবা মহাসাগর ও মহেন্দ্রগিরি ইহাঁরই অধিকৃত। ইনি যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখ ... যেন মহেন্দ্রপর্ব্বতই মদস্রাবী গজসৈন্যচ্ছলে অগ্রে অগ্রে গমন কা

জ্যাঘাতরেখে সুভুজো ভুজাভ্যাং, বিভর্ত্তি যশ্চাপভৃতাং পুরোগঃ।
রিপুশ্রিয়াং সাঞ্জনবাষ্পসেকে, বন্দীকৃতানামিব পদ্ধতী দ্বে ॥ ৫৫ ॥
যমাত্মনঃ সদ্মনি সন্নিকৃষ্টো, মন্দ্রধ্বনিত্যাজিতযামতূর্য্যঃ ।
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবীচিঃ, প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্ ॥ ৫৬ ॥
অনেন সার্দ্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালীবনমর্ম্মরেষু।
দ্বীপান্তরানীতলবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃতস্বেদলবা মরুদ্ভিঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রলোভিতাপ্যাকৃতিলোভনীয়া, বিদর্ভরাজাবরজা তয়ৈবম্।
তস্মাদপাবর্ত্তত দূরকৃষ্টা, নীত্যেব লক্ষ্মীঃ প্রতিকূলদৈবাৎ ॥ ৫৮ ॥
অথোরগাখ্যস্য পুরস্য নাথং, দৌবারিকী দেবসরূপমেত্য।
ইতশ্চকোরাক্ষি ! বিলোকয়েতি,পূর্ব্বানুশিষ্টাং নিজগাদ ভোজ্যাম্ ॥৫৯॥
পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিতলম্বহারঃ, কৢপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন।
আভাতি বালাতপরক্তসানুঃ, সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৬০ ॥

ছ ॥ ৫৪ ॥ রমণীয় ভুজদ্বয়শোভিত ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ এই রাজা নিজ বাহুযুগলে
অরাতিলক্ষ্মীর কজ্জলাক্তনয়নাশ্রুসিক্ত পদ্ধতিযুগলের ন্যায় দুইটি জ্যাঘাতচিহ্ন
ণ করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥ ইঁহার অট্টালিকার বাতায়ন হইতে যাহার উর্ম্মিমালা
 যায়,সমীপবর্ত্তী সেই সাগরই নিজগৃহে প্রসুপ্ত এই নরপতিকে প্রভাতে গভীর
নলশব্দে জাগরিত করিয়া দেয় ; ইঁহাকে জাগরিত করিবার জন্য প্রহরাবসান-
 তূর্য্যধ্বনি করিতে হয় না ॥ ৫৬ ॥ তুমি এই রাজার সহিত তালীবনের মর্ম্মর-
নসম্পন্ন সমুদ্রকূলে বিহার কর ; অন্য দ্বীপ হইতে লবঙ্গকুসুমের গন্ধ হরণ পূর্ব্বক
আসিয়া সেই স্থানে তোমার ঘর্ম্মবিন্দু সকল উন্মোচন করিয়া দিবে ॥ ৫৭ ॥
পুরুষকার সহায়ে বহুদূর হইতে আকৃষ্ট হইলেও সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেমন প্রতিকূল-
ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করেন, সুনন্দা এইরূপ প্রলোভন প্রদর্শন
লেও লোভনীয়-সৌন্দর্য্যসম্পন্না বিদর্ভরাজ-ভগিনী ইন্দুমতী সেই নৃপতির নিকট
ত প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর দৌবারিকী সুনন্দা দেবতুল্য কান্তিমান্ নাগপুররাজের নিকট উপস্থিত
 ভোজকুমারীকে বলিল, 'অয়ি চকোর-নেত্রে ! এই দিকে দৃষ্টিপাত কর'।
বলিয়া সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫৯ ॥ ইনি পাণ্ড্যদেশের অধীশ্বর ;
র স্কন্ধে হার বিলম্বিত এবং অঙ্গে হরিচন্দন অনুলেপিত রহিয়াছে ;
 হইতেছে যেন, নির্ঝরধারাবিশিষ্ট তরুণ-অরুণযুক্ত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতরাজ

বিন্ধ্যস্য সংস্তম্ভয়িতা মহাদ্রের্নিঃশেষপীতোজ্‌ঝিতসিন্ধুরাজঃ।
প্রীত্যাশ্বমেধাবভৃথার্দ্রমূর্ত্তেঃ, সৌস্নাতিকো যস্য ভবত্যগস্ত্যঃ॥ ৬১
অস্ত্রং হরাদাপ্তবতা দুরাপং, যেনেন্দ্রলোকবিজয়ায় দৃপ্তঃ।
পুরা জনস্থানবিমর্দ্দশঙ্কী, সন্ধায় লঙ্কাধিপতিঃ প্রতস্থে॥ ৬২॥
অনেন পাণৌ বিধিবদ্‌গৃহীতে মহাকুলীনেন মহীব গুর্ব্বী।
রত্নানুবিদ্ধার্ণবমেখলয়া, দিশঃ সপত্নী ভব দক্ষিণস্যাঃ॥ ৬৩॥
তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপূগাস্বেলালতালিঙ্গিতচন্দনাসু।
তমালপত্রাস্তরণাসু রন্তুং, প্রসীদ শশ্বন্মলয়স্থলীষু॥ ৬৪॥
ইন্দীবরশ্যামতনুর্নৃপোঽসৌ, ত্বং রোচনাগৌরশরীরযষ্টিঃ।
অন্যোন্যশোভাপরিবৃদ্ধয়ে বাং, যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু॥ ৬৫
স্বসুর্বিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ো, লেভেঽন্তরং চেতসি নোপদেশঃ।
দিবাকরাদর্শনবদ্ধকোষে নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে॥ ৬৬॥

বিরাজিত রহিয়াছে॥ ৬০॥ যাঁহার দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বতের অতিবৃদ্ধি নিবারিত ছিল, যিনি নিঃশেষে সাগর পান করিয়া পুনরায় উদ্গার করিয়া ফেলিয়াছি এই নরপতি অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে স্নাত হইলে সেই অগস্ত্যঋষি প্রীতিবশে মঙ্গলস্নানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন॥ ৬১॥ এই নরপতি মহেশ্বরের ব্রহ্মশিরোনামক দুর্লভ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; পাছে সেই অস্ত্রবলে জনস্থান হয়, এই ভয়ে মহাগর্ব্বী দশাননও প্রথমে ইহাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন পরে ইন্দ্রলোক জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন॥৬২॥ এই মহাকুলজাত নর সহিত যথাবিধি বিবাহিতা হইয়া তুমিও মহতী পৃথিবীর ন্যায় সাগরমেখলা দিকের সপত্নী হও॥ ৬৩॥ যে মলয়গিরি তাম্বূললতাপরিবৃত পূগতরুর বিমণ্ডিত, এলালতালিঙ্গিত চন্দনবৃক্ষে বিরাজিত এবং তমালমালায় আকীর্ণ সর্ব্বদা সেই মলয়গিরিতে বিহার করিতে স্বীকৃত হও॥ ৬৪॥ এই নরপতি কমলবৎ শ্যামতনু, তুমিও গোরোচনাবৎ গৌরাঙ্গী; সৌদামিনী ও মেঘের প যেমন মিলন ঘটে, তোমাদের দুই জনের সমাগমও সেইরূপ পরস্পরের শোভা কারণ হউক॥ ৬৫॥

সূর্য্যদেবের অদর্শনে কমলদল মুদিত হইলে যেরূপ শশাঙ্করশ্মি অভ্যন্তরে সেইরূপ স্ফ

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ, যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে, বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥ ৬৭ ॥
তস্যাং রঘোঃ সূনুরুপস্থিতায়াং, বৃণীত মাং নেতি সমাকুলোঽভূৎ।
বামেতরঃ সংশয়মস্য বাহুঃ, কেয়ূরবন্ধোচ্ছ সিতৈর্নুনোদ ॥ ৬৮ ॥
তং প্রাপ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যং, ব্যাবর্ত্ততান্যোপগমাৎ কুমারী।
ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য, বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্‌পদালী ॥ ৬৯ ॥
তস্মিন্‌ সমাবেশিতচিত্তবৃত্তিমিন্দুপ্রভামিন্দুমতীমবেক্ষ্য।
প্রচক্রমে বক্তুমুপক্রমজ্ঞা, সবিস্তরং বাক্যমিদং সুনন্দা ॥ ৭০ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশ্যঃ ককুদং নৃপাণাং, ককুৎস্থ ইত্যাহিতলক্ষণোঽভূৎ।
কাকুৎস্থশব্দং যত উন্নতেচ্ছাঃ, শ্লাঘ্যং দধত্যুত্তরকোশলেন্দ্রাঃ ॥ ৭১ ॥
মহেন্দ্রমাস্থায় মহোক্ষরূপং, যঃ সংযতি প্রাপ্তপিনাকিলীলঃ।
চকার বাণৈরসুরাঙ্গনানাং, গণ্ডস্থলীঃ প্রোষিতপত্রলেখাঃ ॥ ৭২ ॥

বাক্য প্রবিষ্ট হইল না ॥ ৬৬ ॥ রজনীযোগে রাজমার্গে কেহ প্রদীপ লইয়া গমন করিলে, সেই দীপরশ্মি পথের যে যে প্রাসাদ ছাড়াইয়া যায়, সেই সেই প্রাসাদই যেরূপ তিমিররাশিতে ডুবিয়া পড়ে, স্বয়ংবরা ইন্দুমতী সেইরূপ যে যে রাজাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই রাজাই বিষাদতিমিরে মগ্ন হইলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর রাজকুমারী ইন্দুমতী রঘুনন্দন অজের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। তখন অজ মনে 'ইনি আমাকে বরণ করিবেন কি না,' এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তাঁহার দক্ষিণবাহুর কেয়ূরবন্ধনস্থল পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইয়া তাঁহার সে সন্দেহ দূর করিয়া দিল ॥ ৬৮ ॥ সর্ব্বাঙ্গবিমোহন রঘু-নন্দন অজকে প্রাপ্ত হইয়া রাজবালা ইন্দুমতী আর অন্য নৃপতিসকাশে গমন করিলেন না। কেন না, ভ্রমরপংক্তি বিকসিত আম্রবৃক্ষকে প্রাপ্ত হইলে আর অন্য তরুর বাসনা করে না ॥ ৬৯ ॥ অপ্রতিম-কান্তিমতী ইন্দুমতীকে অজের প্রতি নিবিষ্টহৃদয়া দেখিয়া বচন-চতুরা সুনন্দা সবিস্তারে বলিতে লাগিল ॥ ৭০ ॥ পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুকুলে ককুৎস্থ নামে রাজা ছিলেন; তিনি প্রথিত গুণরাজিতে বিমণ্ডিত এবং সমস্ত নৃপতি-গণের অগ্রণী; সেই ককুৎস্থ হইতেই মহানুভব উত্তরকোশলরাজগণ শ্লাঘনীয় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭১ ॥ যুদ্ধকালে সেই রাজা মহাবৃষভরূপী মহেন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মহেশ্বর-মূর্ত্তির অনুকরণ করিয়া শর দ্বারা অসুর-

ঐরাবতাস্ফালনবিশ্লথং যঃ, সঙ্ঘট্টয়ন্নঙ্গদমঙ্গদেন।
উপেয়ুষঃ স্বামপি মূর্ত্তিমগ্র্যামর্দ্ধাসনং গোত্রভিদোঽধিতষ্ঠৌ ॥ ৭৩॥
জাতঃ কুলে তস্য কিলোরুকীর্ত্তিঃ, কুলপ্রদীপো নৃপতির্দিলীপঃ।
অতিষ্ঠদেকোনশতক্রতুত্বে, শক্রাভ্যসূয়াবিনিবৃত্তয়ে যঃ ॥ ৭৪ ॥
তস্মিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং, নিদ্রাং বিহারার্দ্ধপথে গতানাম্।
বাতোঽপি নাস্রংসয়দংশুকানি, কো লম্বয়েদাহরণায় হস্তম্ ॥ ৭৫॥
পুত্রো রঘুস্তস্য পদং প্রশাস্তি, মহাক্রতোর্বিশ্বজিতঃ প্রযোক্তা।
চতুর্দ্দিগাবর্জ্জিতসম্ভৃতাং যো, মৃৎপাত্রশেষামকরোদ্‌বিভূতিম্ ॥ ৭৬॥
আরূঢ়মদ্রীনুদধীন্ বিতীর্ণং, ভুজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টম্।
ঊর্দ্ধং গতং যস্য ন চানুবন্ধি, যশঃ পরিচ্ছেত্তুমিয়ত্তয়ালম্ ॥ ৭৭।
অসৌ কুমারস্তমজোঽনুজাতস্ত্রিবিষ্টপস্যেব পতিং জয়ন্তঃ।
গুর্ব্বীং ধুরং যো ভুবনস্য পিত্রা, ধুর্য্যেণ দম্যঃ সদৃশং বিভর্ত্তি॥ ৭৮॥

রমণীদিগের গণ্ডপ্রদেশ পত্ররচনাবিহীন করিয়াছিলেন অর্থাৎ অসুরগণ তাঁ হস্তে নিহত হওয়াতে তাহাদিগের রমণীরা বিধবা হয়, কাজেই আর গণ্ডে পত্ররচনা করিতে পারিত না ॥ ৭২ ॥ দেবরাজ স্বভাবতঃ দিব্যমূর্ত্তি; তথাপি ককুৎস্থনৃপতি আপনার অঙ্গদ দ্বারা ঐরাবতচালনে শ্লথীভূত ইন্দ্রহস্তস্থ কে সংঘর্ষণ পূর্ব্বক একাসনে সমাসীন হইতেন॥৭৩॥ সেই ককুৎস্থের বংশে দিলী নামা মহাযশা কুল-প্রদীপের জন্ম হয়। তিনি একোনশত অশ্বমেধানুষ্ঠা পূর্ব্বক দেবেন্দ্রের অসূয়াবর্জ্জনার্থই ঐ যজ্ঞের শতসংখ্যা পূর্ণ করেন নাই।৭ দিলীপ যখন রাজ্যশাসন করিতেন, তখন মত্ত বারবিলাসিনীরা বিহারস্থা অর্দ্ধপথে প্রসুপ্ত হইয়া পড়িলে অনিলদেবও ভয়ে তাহাদের অঙ্গবস্ত্র কম্পি করিতে সাহসী হইতেন না। তাহাদিগের দেহ হইতে কোন দ্রব্য হরণ করি হস্তপ্রসারণ করে, এরূপ সামর্থ্য কাহার? ৭৫ ॥ বিশ্বজিৎ-যজ্ঞানুষ্ঠাতা সেই দিলী নন্দন রঘু সংপ্রতি পৈতৃক-সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন। তিনি ঐ যজ্ঞ সম করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগৃহীত ও বর্দ্ধিত ধন দানপূর্ব্বক কেবলমাত্র মৃৎ অবশিষ্ট রাখিয়াছেন॥৭৬॥ রঘুর কীর্ত্তিরাশি গিরিশৃঙ্গে আরোহণ, সাগরে অবগা পাতালে প্রবেশ এবং ত্রিদিবধামে গমন করিয়াছে। তাঁহার চিরস্থায়িনী কী ইয়ত্তা করিতে কেহই সক্ষম নহে ॥ ৭৭ ॥ দেবরাজ হইতে যেমন জয়ন্তের উদ্ভব

— —ইয়াছে। এখনও রাজকুমা

কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন, গুণৈশ্চ তৈস্তৈর্বিনয়প্রধানৈঃ ।
ত্বমাত্মনস্তুল্যমমুং বৃণীষ্ব, রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন ॥ ৭৯ ॥
ততঃ সুনন্দাবচনাবসানে, লজ্জাং তনূকৃত্য নরেন্দ্রকন্যা ।
দৃষ্ট্যা প্রসাদামলয়া কুমারং, প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণস্রজেব ॥ ৮০ ॥
সা যূনি তস্মিন্নভিলাষবন্ধং, শশাক শালীনতয়া ন বক্তুম্‌ ।
রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাত্রযষ্টিং, ভিত্ত্বা নিরাক্রামদরালকেশ্যাঃ ॥ ৮১ ॥
তথাগতায়াং পরিহাসপূর্ব্বং, সখ্যাং সখী বেত্রভৃদাবভাষে ।
আর্য্যে ! ব্রজামোঽন্যত ইত্যথৈনাং, বধূরসূয়াকুটিলং দদর্শ ॥ ৮২ ॥
সা চূর্ণগৌরং রঘুনন্দনস্য, ধাত্রীকরাভ্যাং করভোপমোরুঃ ।
আসঞ্জয়ামাস যথাপ্রদেশং, কণ্ঠে গুণং মূর্ত্তমিবানুরাগম্‌ ॥ ৮৩ ॥
তয়া স্রজা মঙ্গলপুষ্পময্যা, বিশালবক্ষঃস্থললম্বয়া সঃ ।
অমংস্ত কণ্ঠার্পিতবাহুপাশাং, বিদর্ভরাজাবরজাং বরেণ্যঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রাপ্তির বয়স হইলেও ইনি ধুরন্ধর পিতার সহিত সমানভাবে গুরুতর সাম্রাজ্য-
বহন করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥ কৌলীন্যে, কান্তিতে, নবীন বয়ঃক্রমে এবং বিনয়-
ন গুণরাজিতে ইনি তোমার উপযুক্ত পাত্র ; তুমি ইহাঁকে পতিত্বে বরণ কর ;
নের সহিত রত্নের যোগ হউক ॥ ৭৯ ॥

সুনন্দার কথা শেষ হইলে রাজনন্দিনী ইন্দুমতী লজ্জাসঙ্কোচ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ
াল্যের ন্যায় প্রীতিবিকসিত নেত্রপাত দ্বারা অজকে বরণ করিলেন ॥ ৮০ ॥

অজের প্রতি যে গাঢ় চিত্তানুরাগ জন্মিয়াছে, লজ্জাবশে যদিও তাহা রাজ-
ী মুখে ব্যক্ত করিতে পারিলেন না ; তথাপি সুকেশী কুমারীর অঙ্গ ভেদ
া রোমাঞ্চচ্ছলে সেই অনুরাগ প্রকাশ পাইল ॥ ৮১ ॥

মারীর সেই অবস্থা দেখিয়া বেত্রধারিণী সখী সুনন্দা পরিহাস সহকারে
, 'হে পূজনীয়ে ! চল, অন্য নৃপতি-সমীপে যাই।' এই কথা শুনিয়া কুমারী
টিলদৃষ্টিতে সুনন্দার প্রতি নেত্রপাত করিলেন ॥ ৮২ ॥

নন্তর করভসদৃশ উরুদ্বয়শোভিতা ইন্দুমতী ধাত্রীর হস্ত দ্বারা অজের কণ্ঠদেশে
 অনুরাগের ন্যায় মঙ্গলচূর্ণরঞ্জিত মাল্য প্রদান করিলেন ॥ ৮৩ ॥ সেই মঙ্গল-
য়ী মালা কণ্ঠদেশে ধৃত হইয়া বিশাল বক্ষঃপ্রদেশে বিলম্বিত হইলে বরেণ্য
নে করিলেন, যেন বিদর্ভরাজকুমারী ইন্দুমতী মালারূপ ভুজপাশে তাঁহার
ঙ্গন করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং,জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতী

ইতি সমগুণযোগপ্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ,

শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ, ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।

উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মং, কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ স্বয়ংবরবর্ণনো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬

সপ্তমঃ সর্গঃ।

--:০:--

অথোপযন্ত্রা সদৃশেন যুক্তাং, স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেবসেনাম্।

স্বসারমাদায় বিদর্ভনাথঃ, পুরপ্রবেশাভিমুখো বভূব ॥ ১ ॥

সেনানিবেশান্ পৃথিবীক্ষিতোঽপি, জগ্মুর্বিভাতগ্রহমন্দভাসঃ।

ভোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বাৎ, রূপেষু বেশেষু চ সাভ্যসূয়াঃ ॥ ২ ॥

এই প্রকারে পরস্পর অনুরূপ-গুণবিশিষ্ট বর-বধূর মিলন হইলে পুরবাসি পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিল, ‘অহো! যেন মেঘমুক্ত শশধরের সহিত জ্যোৎ মিলন সংঘটিত হইল; যেন জাহ্নবী অনুরূপ পতি সাগরের সহিত সম্মি হইলেন।’ পুরবাসীদিগের এই সকল কথা অন্যান্য রাজাদিগের কর্ণে যার পর ন কর্কশ বোধ হইতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥ তখন সেই স্বয়ংবর-সভার একদিকে আন বিকসিত বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ এবং অপরদিকে ভগ্নমনোরথ মলিনমুখ নৃপতি-মণ্ড অবস্থান করাতে বোধ হইল যেন, প্রাতঃকালে সরোবরের একদিকে বিক পদ্মকানন এবং অপরদিকে মুদিত কুমুদবন বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮৬ ॥

ষড়াননের সহিত যেমন দেবসেনার মিলন হয়, সেইরূপ অনুরূপ বরের সহি সংমিলিতা ভগিনী ইন্দুমতীকে লইয়া বিদর্ভরাজ নগরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। এ দিকে অন্যান্য রাজমণ্ডলী ভোজকুমারীলাভে বিফলমনোরথ হইয়া নিজ নিজ ... ন্যায় বিমর্ষভাবে শিবি

সান্নিধ্যযোগাৎ কিল তত্র শচ্যাঃ, স্বয়ংবরক্ষোভকৃতামভাবঃ।
কাকুৎস্থমুদ্দিশ্য সমৎসরোঽপি, শশাম তেন ক্ষিতিপাললোকঃ ॥ ৩ ॥
তাবৎপ্রকীর্ণাভিনবোপচারমিন্দ্রায়ুধদ্যোতিততোরণাঙ্কম্।
বরঃ স বধ্বা সহ রাজমার্গং, প্রাপ ধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষ্ণম্ ॥ ৪ ॥
ততস্তদালোকনতৎপরাণাং, সৌধেষু চামীকরজালবৎসু।
বভূবুরিত্থং পুরসুন্দরীণাং, ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫ ॥
আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা, কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ, করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ॥৬ ॥
প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমিব।
উৎসৃষ্টলীলাগতিরাগবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৭ ॥
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন, সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং, যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৮ ॥

...গত হইলেন ॥ ২ ॥ স্বয়ংবরক্ষেত্রে শচীদেবী সন্নিহিত ছিলেন; সুতরাং ...নরূপ বিঘ্ন উৎপাদনে কাহারও সাহস হয় নাই; অজের প্রতি রাজবৃন্দের ...সঞ্চার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন সকলেই (ধৈর্য্যসহকারে) সে রোষ দমন ...রিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ এ দিকে বর ও বধূ রাজপথে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ...রাজমার্গ মাল্যাদি উপচারদ্রব্যে শোভিত, সহস্র ইন্দ্রধনুর্বৎ সমুদ্ভাসিত তোরণ-...ন্ন ও পতাকার ছায়ায় নিবারিতাতপ হইয়া শোভা পাইতেছিল ॥ ৪ ॥ তখন পুরবাসিনী রমণীরা বরদর্শনে উৎসুক হইয়া অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ ...ক স্বর্ণময়-গবাক্ষ-শোভিত প্রাসাদমালায় উঠিয়া নানারূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ ...তে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ কোন রমণী দ্রুতগতিতে গবাক্ষসন্নিধানে গমন ...তেছিলেন, তখন তাঁহার কবরীবন্ধন খুলিয়া গেল এবং তাহা হইতে মাল্য-...স্খলিত হইয়া পড়িল; তিনি হস্ত দ্বারা তাহা ধরিয়া রাখিলেন, তাহা যে বন্ধন ...তে হইবে, সে চিন্তা মনে উপস্থিত হইল না; সেই ভাবেই তিনি গমন করিতে ...গলেন ॥ ৬ ॥ বেশবিন্যাসকারিণী হস্ত দ্বারা কোন রমণীর চরণে অলক্তক ...ত করিতেছিল, তিনি সেই আর্দ্রপদ আকর্ষণ পূর্ব্বক বিলাসগতি বিসর্জন ...য়া গবাক্ষসমীপে গমন করিলেন; গবাক্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র পথ লাক্ষারঞ্জিত চরণ-...ে চিহ্নিত হইল ॥ ৭ ॥ কোন রূপবতীর দক্ষিণনেত্রে অঞ্জন প্রদত্ত হইয়াছিল, ...নয়ন, অঞ্জনশূন্য ছিল; তিনি সেই অবস্থাতেই কজ্জলশলাকা লইয়া গবাক্ষ-

জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা, প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ, হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥ ৯ ॥
অর্দ্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ, পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা ॥ ১০ ॥
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ, সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥ ১১ ॥
তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো, নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং, সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ১২ ॥
স্থানে বৃতা ভূপতিভিঃ পরোক্ষৈঃ, স্বয়ংবরং সাধুমমংস্ত ভোজ্যা।
পদ্মেব নারায়ণমন্যথাসৌ, লভেত কান্তং কথমাত্মতুল্যম্ ॥ ১৩ ॥
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং, ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ, পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥ ১৪

সমীপে গমন করিলেন॥ ৮॥ কোন রমণী গবাক্ষের দিকে নেত্রপাত করি গমন করিতেছিলেন, গমনবেগে তাঁহার নীবী স্খলিত হইয়া পড়িল, উহা ব বন্ধন করা হইল না; তিনি কঙ্কণাদি অলঙ্কারপ্রভায় নাভিবিবর রঞ্জিত করি হস্ত দ্বারা পরিধেয়-বস্ত্র ধরিয়াই রহিলেন॥ ৯॥ কোন রমণী অর্দ্ধগ্রথিত কাঞ্চীদ সহ ত্বরিতবেগে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করাতে পদে পদে কাঞ্চী হইতে মণি সকল খুলিয়া পড়িতে লাগিল; অবশেষে তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমূলে সূত্র অবশিষ্ট রহিল, (তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না)॥ ১০॥ কৌতূহলব বর্ত্তিনী সেই সকল পৌরাঙ্গনার আসবগন্ধপূর্ণ চপলনেত্ররূপ ভ্রমরবিশিষ্ট বদ রাজিতে গবাক্ষগর্ভ সমাকীর্ণ হওয়াতে পদ্মমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হই লাগিল॥ ১১॥ তাঁহারা তদ্‌গত-হৃদয়ে অজকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হইল যেন, তাঁহাদিগের অপরাপর ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহ সর্ব্বপ্রকারে এ মাত্র নয়নেই প্রবিষ্ট হইয়াছে॥ ১২॥

তখন মহিলাকুল পরস্পর বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন;—ভোজরাজকুমারী ইন্দু পরোক্ষে বহুসংখ্য নৃপতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেও যে স্বয়ংবর মঙ্গলপ্রদ বলিয়া বো করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে; নচেৎ কমলা যেমন জনার্দ্দনকে প্র হইয়াছেন, সেইরূপ অনুরূপ পতিলাভে কি সক্ষম হইতেন? ১৩॥ বিধা

রতিস্মরৌ নূনমিমাবভূতাং, রাজ্ঞাং সহস্রেষু তথাহি বালা।
গতেয়মাত্মপ্রতিরূপমেব, মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুদ্গতাঃ পৌরবধূমুখেভ্যঃ, শৃণ্বন্ কথাঃ শোত্রসুখাঃ কুমারঃ।
উদ্ভাসিতং মঙ্গলসংবিধাভিঃ, সম্বন্ধিনঃ সদ্ম সমাসসাদ ॥ ১৬ ॥
ততোঽবতার্য্যাশু করেণুকায়াঃ, স কামরূপেশ্বরদত্তহস্তঃ।
বৈদর্ভনির্দ্দিষ্টমথো বিবেশ, নারীমনাংসীব চতুষ্কমন্তঃ ॥ ১৭ ॥
মহার্হসিংহাসনসংস্থিতোঽসৌ, সরত্নমর্ঘ্যং মধুপর্কমিশ্রম্।
ভোজোপনীতঞ্চ দুকূলযুগ্মং, জগ্রাহ সার্দ্ধং বনিতাকটাক্ষৈঃ ॥ ১৮ ॥
দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং, নিন্যে বিনীতৈরবরোধরক্ষৈঃ।
বেলাসকাশং স্ফুটফেনরাজির্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ১৯ ॥
তত্রার্চ্চিতো ভোজপতেঃ পুরোধা, হুত্বাগ্নিমাজ্যাদিভিরগ্নিকল্পঃ।
তমেব চাধায় বিবাহসাক্ষ্যে, বধূবরৌ সঙ্গময়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥

যে এই বরবধূর রূপগঠনে যত্ন করিয়াছেন, তাহা বিফল হইত ॥ ১৪
দম্পতি উভয়ে রতি ও কন্দর্প সন্দেহ নাই; নচেৎ এই কুমারী অসংখ্য
তমধ্যে কি প্রকারে আত্মসদৃশ পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন? জন্মান্তরীণ
মনের অগোচর থাকে না ॥ ১৫ ॥
রাজপুত্র অজ পৌরাঙ্গনাগণের মুখ হইতে এই প্রকার শ্রুতিমনোহর বাক্য
পূর্ব্বক মাঙ্গল্যদ্রব্য-পূরিত কন্যাদাতৃগৃহে উপনীত হইলেন ॥ ১৬ ॥ তিনি
রূপাধিপতির হস্ত ধরিয়া হস্তিনীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কামিনীজনের
র ন্যায় ভোজনৃপতিপ্রদর্শিত অভ্যন্তরস্থিত চত্বরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৭ ॥ সেই
তিনি মহার্ঘ সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভোজরাজদত্ত মধুপর্কসংযুক্ত সরত্ন
ও বসনযুগল গ্রহণ করিলেন। তৎকালে পুরবালারা তাঁহার প্রতি কটাক্ষ-
করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ নববাদিত চন্দ্ররশ্মি যেমন ফেনমালামণ্ডিত
ক বেলা-সমীপে লইয়া যায়, অন্তঃপুরবাসী বিনীত ব্যক্তিরা সেইরূপ পট্ট-
গলপরিহিত অজকে বধূ ইন্দুমতীসমীপে লইয়া গেল ॥ ১৯ ॥ তথায় অগ্নি-
তেজস্বী পুরোহিত ভোজরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান
ন এবং সেই অগ্নিকেই বিবাহের সাক্ষিস্বরূপ রাখিয়া দম্পতিকে একত্র
জিত করিয়া দিলেন ॥ ২০ ॥ সহকার-বৃক্ষ যেমন আপনার পল্লব দ্বারা নিকট-

হস্তে হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ, স রাজসূনুঃ সুতরাং চকাশে।
অনন্তরাশোকলতাপ্রবালং, প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন ॥ ২১ ॥
আসীদ্‌বরঃ কণ্টকিতপ্রকোষ্ঠঃ, স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংববৃতে কুমারী।
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন, সমং বিভক্তেব মনোভবস্য ॥ ২২ ॥
তয়োরপাঙ্গপ্রতিসারিতানি, ক্রিয়াসমাপত্তিনিবর্ত্তিতানি।
হ্রীযন্ত্রণামানশিরে মনোজ্ঞামন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥ ২৩ ॥
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানোরুদর্চ্চিষস্তম্মিথুনং চকাশে।
মেরোরুপান্তেম্বিব বর্ত্তমানমন্যোন্যসংসক্তমহস্ত্রিযামম্ ॥ ২৪ ॥
নিতম্বগুর্ব্বী গুরুণা প্রযুক্তা, বধূর্ব্বিধাতৃপ্রতিমেন তেন।
চকার সা মত্তচকোরনেত্রা, লজ্জাবতী লাজবিসর্গমগ্নৌ ॥ ২৫ ॥
হবিঃশমীপল্লবলাজগন্ধী, পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ।
কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্যা, মুহূর্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ২৬ ॥

বর্ত্তিনী অশোকলতিকার পল্লবে সংমিলিত হইয়া শোভা পায়, রাজকুমার [illegible] সেইরূপ আপনার হস্ত দ্বারা বধূর হাত ধরিয়া অলৌকিক শোভা ধারণ [illegible]লেন ॥ ২১ ॥ বধূর হস্তস্পর্শে বরের প্রকোষ্ঠদেশ রোমাঞ্চিত হইল ; বরের স্পর্শেও ভোজকুমারীর অঙ্গুলীসমূহ স্বেদবিন্দুতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তৎ[illegible] উভয়ের হস্তস্পর্শ যেন অনঙ্গদেবের সাত্ত্বিকভাবের উদয়রূপ ব্যাপারকে নবীন দম্পতিতে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিল ॥ ২২ ॥ তাঁহারা উভ[illegible] উভয়কে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র ; সুতরাং উভয়েরই সতৃষ্ণ দৃষ্টি অপাঙ্গে প্রসা[illegible] ও ইচ্ছাবশে মিলিত হইল ; আবার তৎক্ষণাৎ নিবর্ত্তিত হইয়া লজ্জাজনিত মনোরম যাতনা প্রাপ্ত হইল ॥ ২৩ ॥ যখন সেই দম্পতি উত্থিতশিখ বহ্নি [illegible] প্রদক্ষিণ করেন, তখন সুমেরুগিরির উপান্তে প্রদক্ষিণকারী পরস্পর মিলিত [illegible] নিশির ন্যায় বিরাজমান হইলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর মত্তচকোরলোচনা, নিতম্বগুর্ব্বী, লজ্জাবনতা ইন্দুমতী বিধাতৃ[illegible] পুরোহিতের আদেশে অগ্নিতে লাজাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন [illegible] অগ্নি হইতে ঘৃত, শমীপল্লব ও লাজগন্ধপূর্ণ পবিত্র ধূম উদ্গত হইল এবং [illegible] কপোলদেশে সেই ধূমশিখা সংলগ্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন, ক্ষণকালের [illegible] ॥ ২৬ ॥ আচারধূম গ্রহণ করাতে বধূর [illegible]

তদঞ্জনক্লেদসমাকুলাক্ষং, প্রম্লানবীজাঙ্কুরকর্ণপূরম্।
বধূমুখং পাটলগণ্ডলেখমাচারধূমগ্রহণাদ্‌বভূব ॥ ২৭ ॥
তৌ স্নাতকৈর্বন্ধুমতা চ রাজ্ঞা, পুরন্ধ্রিভিশ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তম্।
কন্যাকুমারৌ কনকাসনস্থাবার্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্ ॥ ২৮ ॥
ইতি স্বসুর্ভোজকুলপ্রদীপঃ, সম্পাদ্য পাণিগ্রহণং স রাজা।
মহীপতীনাং পৃথগর্হণার্থং, সমাদিদেশাধিকৃতানধিশ্রীঃ ॥ ২৯ ॥
লিঙ্গৈর্মুদঃ সংবৃতবিক্রিয়াস্তে, হ্রদাঃ প্রসন্না ইব গূঢ়নক্রাঃ।
বৈদর্ভমামন্ত্র্য যযুস্তদীয়াং, প্রত্যর্প্য পূজামুপদাচ্ছলেন ॥ ৩০ ॥
স রাজলোকঃ কৃতপূর্ব্বসংবিদারম্ভসিদ্ধৌ সময়োপলভ্যম্।
আদাস্যমানঃ প্রমদামিষং তদাবৃত্য, পন্থানমজস্য তস্থৌ ॥ ৩১ ॥
ভর্ত্তাপি তাবৎ ক্রথকৈশিকানামনুষ্ঠিতানন্তরজাবিবাহঃ।
সত্ত্বানুরূপাহরণীকৃতশ্রীঃ, প্রস্থাপয়দ্রাঘবমন্বগাচ্চ ॥ ৩২ ॥

। যবাঙ্কুরের কর্ণপূর ম্লান হইল, গণ্ডদেশ পাটলবর্ণ ধারণ করিল এবং নেত্র-
ঞ্জনসংযুক্ত বাষ্পবিন্দুতে সমাকীর্ণ হইল ॥ ২৭ ॥ তৎপরে স্নাতকবৃন্দ, সবন্ধু-
ভোজরাজ ও পৌরাঙ্গনামণ্ডলী স্বর্ণসিংহাসনাসীন বর-বধূকে আর্দ্র অক্ষত
ক্রমে ক্রমে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ২৮ ॥
শ্রীমান্ ভোজকুলপ্রদীপ বিদর্ভরাজ এই প্রকারে ভগিনীর পরিণয়ক্রিয়া সমা-
প্তে অভ্যাগত রাজন্যবৃন্দকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সৎকারার্থ অনুচরগণের প্রতি
প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥ সেই সকল নৃপতিমণ্ডলী স্বচ্ছজলপূরিত অথচ
াবে কুম্ভীরসমাকুল হ্রদের ন্যায় বহির্ভাগে প্রীতিচিহ্ন প্রদর্শন ও অন্তরে অন্তরে
গোপন পূর্ব্বক ভোজরাজদত্ত সামগ্রীসম্ভার উপহারচ্ছলে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ
। বিদায় গ্রহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ সেই সমস্ত রাজারা কার্য্যসাধনার্থ পূর্ব্ব হই-
সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কুমার অজ যৎকালে (নিজ রাজধানীতে)
মন করিবেন, তৎকালে প্রমদারূপ উপভোগ্য বস্তু অনায়াসে লাভ করা
ব, এই ইচ্ছায় (পূর্ব্ব হইতেই) তাঁহারা অজের পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি
লেন ॥ ৩১ ॥
। দিকে বিদর্ভরাজও কনিষ্ঠা ভগিনীর পরিণয়-কার্য্য সমাধানান্তে আপনার
হানুরূপ যৌতুকাদি দিয়া অজকে বিদায় প্রদান করিলেন . আপনিও তাঁহার

তিস্রস্ত্রীলোকীপ্রথিতেন সার্দ্ধমজেন মার্গে বসতীরুষিত্বা।
তস্মাদপাবর্ত্তত কুণ্ডিনেশঃ, পর্ব্বাত্যয়ে সোম ইবোষ্ণরশ্মেঃ ॥ ৩৩॥
প্রমন্যবঃ প্রাগপি কোশলেন্দ্রে, প্রত্যেকমাত্তস্বতয়া বভূবুঃ।
অতো নৃপাশ্চক্ষমিরে সমেতাঃ, স্ত্রীরত্নলাভং ন তদাত্মজস্য ॥ ৩৪॥
তমুদ্বহন্তং পথি ভোজকন্যাং, রুরোধ রাজন্যগণঃ স দৃপ্তঃ।
বলিপ্রদিষ্টাং শ্রিয়মাদদানং, ত্রৈবিক্রমং পাদমিবেন্দ্রশত্রুঃ ॥ ৩৫॥
তস্যাং স রক্ষার্থমনল্পযোধমাদিশ্য পিত্র্যং সচিবং কুমারঃ।
প্রত্যগ্রহীৎ পার্থিববাহিনীং তাং, ভাগীরথীং শোণ ইবোত্তরঙ্গঃ ॥ ৩
পত্তিঃ পদাতিং রথিনং রথেশস্তুরঙ্গসাদী তুরগাধিরূঢ়ম্।
যন্তা গজস্যাভ্যপতদ্গজস্থং, তুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বি বভূব যুদ্ধম্॥ ৩৭॥
নদৎসু তূর্য্যেষ্বভিভাব্য বাচো, নোদীরয়ন্তি স্ম কুলোপদেশান্।
বাণাক্ষরৈরেব পরস্পরস্য, নামোর্জ্জিতং চাপভৃতঃ শশংসুঃ ॥ ৩৮॥

অনুগামী হইলেন ॥ ৩২ ॥ অমাবস্যান্তে শশধর যেমন ভাস্করদেবের নিকট হ
প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ বিদর্ভরাজও পথে ত্রিভুবন-বিশ্রুত অজের সহিত ত্রির
অবস্থিতি করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বে নৃপতিবৃন্দ রঘু কর্ত্তৃক হৃতৈশ্বর্য্য হইয়াছিলেন; সুতরাং রঘুর এ
প্রত্যেক রাজারই বিদ্বেষ ছিল; এখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া তৎ
অজের নারীরত্নলাভ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৪ ॥ বামনদেব বলি
ঐশ্বর্য্য-গ্রহণে উদ্যত হইলে বলিনন্দন প্রহ্লাদ যেমন তাঁহার চরণরোধ ক
ছিলেন, অজ ভোজকুমারীকে লইয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলে দৃপ্ত রাজন্যগণও সেই
তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ॥ ৩৫ ॥ উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল শোণনদ (
জাহ্নবীকে আক্রমণ করিয়াছিল, কুমার অজও সেইরূপ পিতৃসচিবকে অসংখ্য (
সমভিব্যাহারে ইন্দুমতীর রক্ষায় আদেশ করিয়া (স্বয়ং) সেই মিলিত নৃপতি
আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর তুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বিতানুসারে সংগ্রাম বাধিল। পদাতি পদাতির স
রথী রথীর সহিত, সাদী সাদীর সহিত এবং গজারোহী গজারোহীর সহিত স
প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ তূর্য্যধ্বনি সমুত্থিত হওয়াতে ধনুর্দ্ধারীরা পরস্পর পরস্প
কথা বুঝিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং নিজ নিজ বংশের নাম উচ্চারণ না ক
... নাম জানাইতে জা

ঊত্থাপিতঃ সংযতি রেণুরশ্বৈঃ, সান্দ্রীকৃতঃ স্যন্দনবংশচক্রৈঃ।
বিস্তারিতঃ কুঞ্জরকর্ণতালৈর্নেত্রক্রমেণোপরুরোধ সূর্য্যম্ ॥ ৩৯ ॥
ৎস্যধ্বজা বায়ুবশাদ্বিদীর্ণৈর্মুখৈঃ প্রবৃদ্ধধ্বজিনীরজাংসি।
ভুঃ পিবন্তঃ পরমার্থমৎস্যাঃ, পর্য্যাবিলানীব নবোদকানি ॥ ৪০ ॥
থো রথাঙ্গধ্বনিনা বিজজ্ঞে, বিলোলঘণ্টাক্বণিতেন নাগঃ।
ভর্তৃনামগ্রহণাদ্বভূব, সান্দ্রে রজস্যাত্মপরাববোধঃ ॥ ৪১ ॥
াবৃণ্বতো লোচনমার্গমাজৌ, রজোঽন্ধকারস্য বিজৃম্ভিতস্য।
স্ত্রক্ষতাশ্বদ্বিপবীরজন্মা, বালারুণোঽভূদ্রুধিরপ্রবাহঃ ॥ ৪২ ॥
ছিন্নমূলঃ ক্ষতজেন রেণুস্তস্যোপরিষ্টাৎ পবনাবধূতঃ।
ঙ্গারশেষস্য হুতাশনস্য, পূর্ব্বোত্থিতো ধূম ইবাবভাসে ॥ ৪৩ ॥
হারমূর্চ্ছাপগমে রথস্থা, যন্তৄনুপালভ্য নিবর্ত্তিতাশ্বান্।
ঃ সাদিতা লক্ষিতপূর্ব্বকেতূংস্তানেব সামর্ষতয়া নিজঘ্নুঃ ॥ ৪৪ ॥

॥ ৩৮ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বখুর দ্বারা ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া (প্রথমতঃ) রথ-
কল দ্বারা ঘনীভূত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই গজবৃন্দের কর্ণসঞ্চালন দ্বারা
তঃ) বিকীর্ণ হইয়া আদিত্যদেবকে আবৃত করিয়া ফেলিল; বোধ হইল
র্য্যদেবের উদ্দেশে চন্দ্রাতপ সমুত্থিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ বর্ষাকালে অভিনব
জলপানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত মৎস্য যেমন শোভা পায়, মৎস্যাকৃতি ধ্বজ-
অনিলবেগে বিদীর্ণমুখ হইয়া সেনাগণোত্থিত ধূলি পান পূর্ব্বক সেইরূপ
পাইতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ তদনন্তর ধূলিপটল ঘনীভূত হইলে চক্রের শব্দে
নতে পারা গেল, (গলদেশে লম্বিত) বিলোল ঘণ্টার শব্দে হস্তী অনুমিত
এবং সৈন্যবৃন্দ নিজ নিজ প্রভুর নামোল্লেখে আত্মপর চিনিয়া লইতে
॥ ৪১ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে সমন্তাৎ ব্যাপ্ত ধূলিজালাবৃত অন্ধকারে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ
সুতরাং অশ্ব, গজ ও যোদ্ধৃবৃন্দের দেহ শস্ত্রচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইলে যে
প্রবাহ পুঞ্জীভূত হইল, তাহা তরুণ অরুণতুল্য বোধ হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥
সেই রুধির কর্তৃক ছিন্নমূল ও তদুপরিদেশে অনিলভরে সঞ্চালিত হইয়া
বশিষ্ট বহ্নির পূর্ব্বোদ্গত ধূমের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ রথি-
হারজনিত বেদনায় অচেতন হইলে সারথিরা তদ্দর্শনে অশ্বগণকে যুদ্ধক্ষেত্র
স্থানান্তরিত করিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণে রথিগণ পুনরায় চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া

অপ্যর্দ্ধমার্গে পরবাণলূনা, ধনুর্ভৃতাং হস্তবতাং পৃষৎকাঃ।
সংপ্রাপুরেবাত্মজবানুবৃত্ত্যা, পূর্ব্বার্দ্ধভাগৈঃ ফলিভিঃ শরব্যম্॥ ৪
আধোরণানাং গজসন্নিপাতে, শিরাংসি চক্রৈর্নিশিতৈঃ ক্ষুরাগ্রৈ
হৃতান্যপি শ্যেননখাগ্রকোটিব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ॥ ৪৬
পূর্ব্বং প্রহর্ত্তা ন জঘান ভূয়ঃ, প্রতিপ্রহারাক্ষমমশ্বসাদী।
তুরঙ্গমস্কন্ধনিষণ্ণদেহং, প্রত্যাশ্বসন্তং রিপুমাচকাঙ্ক্ষ॥ ৪৭॥
তনুত্যজাং বর্ম্মভৃতাং বিকোষৈর্বৃহৎসু দন্তেষ্বসিভিঃ পতদ্ভিঃ।
উদ্যন্তমগ্নিং শময়াম্বভূবুর্গজা বিবিগ্নাঃ করশীকরেণ॥ ৪৮॥
শিলীমুখোৎকৃত্তশিরঃফলাঢ্যা, চ্যুতৈঃ শিরস্ত্রৈশ্চষকোত্তরেব।
রণক্ষিতিঃ শোণিতমদ্যকুল্যা, ররাজ মৃত্যোরিব পানভূমিঃ॥ ৪৯
উপান্তয়োর্নিষ্কুষিতং বিহঙ্গৈরাক্ষিপ্য তেভ্যঃ পিশিতপ্রিয়াপি।
কেয়ূরকোটিক্ষততালুদেশা, শিবা ভুজচ্ছেদমপাচকার॥ ৫০॥

সারথিদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বদৃষ্ট পতাকাচিহ্ন দ্বারা প্রঃ
সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া রোষবশে তাহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল
ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্দ্ধারীদিগের শরসমূহ অর্দ্ধপথে শত্রুশরে ছিন্ন হইয়াও নি
প্রভাবে লৌহফলকবিশিষ্ট পূর্ব্বার্দ্ধাংশ দ্বারা লক্ষ্যের উপর নিপতিত হইল
হস্তিযুদ্ধে হস্ত্যারোহিগণের মস্তক-সকল ক্ষুরাগ্রসদৃশ তীক্ষ্ণ চক্রাস্ত্রে ছি
(কিন্তু সহসা ভূতলে পতিত হইল না ;) শ্যেনপক্ষীর নখাগ্রভাগে কেশপা
হইল, সুতরাং ঐ সকল মস্তক অনেক বিলম্বে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল॥ ৪৬
রোহী যোদ্ধা দেখিল, তাহার প্রহারে শত্রুপক্ষ তুরঙ্গপৃষ্ঠে অচেতন ও প্রতি
অসমর্থ হইয়াছে ; তদ্দর্শনে আর তাহাকে প্রহার না করিয়া তাহার
সঞ্চারের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল॥ ৪৭॥ দেহপাতে কৃতসঙ্কল্প বর্ম্মধারী যো
নিষ্কোষিত তরবারির প্রহারে মহাগজবৃন্দের বৃহৎ দন্ত হইতে বহ্নি বিনির্গত
লাগিল ; হস্তীরা তাহাতে ভীতিবিত্রস্ত হইয়া শুণ্ডনিঃসৃত সলিল দ্বারা সে
নির্ব্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৪৮॥ তখন সেই যুদ্ধক্ষেত্র শমনরাজের প
বৎ শোভা প্রাপ্ত হইল, বাণরাজিচ্ছিন্ন মস্তক-সমূহ উহার ফল, পতিত
সকল পানপাত্র এবং শোণিতধারা মদ্যপ্রবাহস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল
একটি ভুজদণ্ডের প্রান্তভাগ পক্ষিগণ খণ্ডীকৃত করিয়া ফেলিয়াছে ; একটি

চাশ্চদ্‌দ্বিষৎখড়্গহৃতোত্তমাঙ্গঃ, সদ্যোবিমানপ্রভুতামুপেত্য।
মাঙ্গসংসক্তসুরাঙ্গনঃ স্বং, নৃত্যৎ কবন্ধং সমরে দদর্শ ॥ ৫১ ॥
ন্যোন্যসূতোন্মথনাদভূতাং, তাবেব সূতৌ রথিনৌ চ কৌচিৎ।
শ্বৌ গদাব্যায়তসম্প্রহারৌ, ভগ্নায়ুধৌ বাহুবিমর্দ্দনিষ্ঠৌ ॥ ৫২ ॥
রস্পরেণ ক্ষতয়োঃ প্রহর্ত্রোরুৎকান্তবায়্বোঃ সমকালমেব।
মর্ত্যভাবেঽপি কয়োশ্চিদাসীদেকাপ্সরঃপ্রার্থিতয়োর্বিবাদঃ ॥ ৫৩ ॥
্যহাবুভৌ তাবিতরেতরস্মাদ্‌ভঙ্গং জয়ঞ্চাপতুরব্যবস্থম্।
শ্চাৎ পুরোমারুতয়োঃ প্রবৃদ্ধৌ, পর্য্যায়বৃত্তেব মহার্ণবোর্ম্মী ॥ ৫৪ ॥
রেণ ভগ্নেঽপি বলে মহৌজা, যযাবজঃ প্রত্যরিসৈন্যমেব।
মা নিবর্ত্তেত সমীরণেন, যতস্তু কক্ষস্তত এব বহ্নিঃ ॥ ৫৫ ॥

ক্ষণের লোভে সেই খণ্ডিত হস্তখণ্ড বিহঙ্গগণের নিকট হইতে কাড়িয়া কিন্তু ভক্ষণকালে সেই হস্তস্থিত কেয়ূরাগ্র দ্বারা তালুদেশ ক্ষত হওয়াতে তৎ- তাহা পরিত্যাগ করিল ॥ ৫০ ॥ শত্রুর অসিপ্রহারে কোন বীরের মস্তক ছিন্ন সে তৎক্ষণাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুরবালাকে বামাঙ্গসঙ্গিনী করিল এবং লাগিল, তাহার মস্তকশূন্য দেহ রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছে ॥ ৫১ ॥ কোন (রথী) বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল, ইত্যবসরে উভয়েরই সারথি নিহত তখন বীরদ্বয় সারথি ও রথী উভয়ের কার্য্যই সম্পন্ন করিতে লাগিল; রথাশ্ব বিনাশ প্রাপ্ত হইলে অনেকক্ষণ গদাযুদ্ধ করিল, অবশেষে গদা লে পরস্পর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়েই শমন-ভবনে প্রস্থান করিল ॥৫২॥ দুই বীর পরস্পর অস্ত্রাঘাতে আহত ও যুগপৎ বিনষ্ট হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত ট, কিন্তু (সুরপুরে গিয়া) একটি অপ্সরাকে পাইবার জন্য পরস্পর কলহে ইল ॥ ৫৩ ॥ পশ্চাৎ প্রবাহিত ও সম্মুখে প্রবাহিত সমীরণ-প্রভাবে মহা- তরঙ্গ যেরূপ পর্য্যায়ক্রমে একবার উন্নত ও একবার অবনত হয়, ব্যূহ- য় সেইরূপ একবার এক পক্ষের জয়, আবার হয় ত সেই পক্ষের পরা- ত আরম্ভ হইল ॥ ৫৪ ॥

নন্তর মহাবীর অজ দেখিলেন, বিপক্ষসৈন্য কর্ত্তৃক আপনার সৈন্য বিমুখী- াছে; তখন তিনি স্বয়ং (যুদ্ধার্থ) বিপক্ষসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। ধূম দূরীকৃত হয় বটে, কিন্তু বহ্নি কিছুতেই অপসারিত হয় না, উহা সংলগ্ন থাকে ॥ ৫৫ ॥ প্রলয়সময়ে মহাবরাহ যেমন মহাসাগরের

রথী নিষঙ্গী কবচী ধনুষ্মান্, দৃপ্তঃ স রাজন্যকমেকবীরঃ।
নিবারয়ামাস মহাবরাহঃ, কল্পক্ষয়োদ্বৃত্তমিবার্ণবাম্ভঃ ॥ ৫৬ ॥
স দক্ষিণং তূণমুখেন বামং, ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষ্যতাজৌ।
আকর্ণকৃষ্টা সকৃদস্য যোদ্ধুর্মৌর্ব্বীব বাণান্ সুষুবে রিপুঘ্নান্ ॥ ৫৭ ॥
স রোষদষ্টাধিকলোহিতোষ্ঠৈর্ব্যক্তোর্দ্ধরেখা ভ্রূকুটীর্বহদ্ভিঃ।
তস্তার গাং ভল্লনিকৃত্তকণ্ঠৈর্হুঙ্কারগর্ভৈর্দ্বিষতাং শিরোভিঃ ॥ ৫৮ ॥
সর্ব্বৈর্বলাঙ্গৈর্দ্বিরদপ্রধানৈঃ, সর্ব্বায়ুধৈঃ কঙ্কটভেদিভিশ্চ।
সর্ব্বপ্রযত্নেন চ ভূমিপালাস্তস্মিন্ প্রজহ্রুর্যুধি সর্ব্ব এব ॥ ৫৯ ॥
সোঽস্ত্রব্রজৈশ্ছন্নরথঃ পরেষাং, ধ্বজাগ্রমাত্রেণ বভূব লক্ষ্যঃ।
নীহারমগ্নো দিনপূর্ব্বভাগঃ, কিঞ্চিৎপ্রকাশেন বিবস্বতেব ॥ ৬০ ॥
প্রিয়ংবদাৎ প্রাপ্তমসৌ কুমারঃ, প্রাযুঙ্ক্ত রাজস্বধিরাজসূনুঃ।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং কুসুমাস্ত্রকান্তঃ, প্রস্বাপনং স্বপ্ননিবৃত্তলৌল্যঃ ॥ ৬১ ॥

উচ্ছলিত জলবেগ প্রশান্ত করিয়াছিলেন, তূণীর-বর্ম্মধারী ধনুর্দ্ধর অজও সে
রথারূঢ় হইয়া একাকীই নরপতিগণের আক্রমণ নিবারণ করিতে লাগিলেন॥
সংগ্রামকালে দেখা গেল, তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত তূণীরমুখে উত্তমরূপে সংলগ্ন অ
কিন্তু তিনি যে কোন্ সময়ে বাণসঞ্চালন ও কোন্ সময়ে বাণ প্রয়োগ করিতে
তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না। সেই বীরবরের কার্ম্মুকজ্যা এক
মাত্র আকর্ণ সমাকৃষ্ট হইয়া অনবরত শত্রুনাশী বাণরাশি প্রসব করিতে আ
করিল ॥ ৫৭ ॥ তাঁহার ভল্লাস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হইয়া শত্রুপক্ষের শিরোদেশ ধর
সমাবৃত করিল। ঐ সকল মস্তক সুস্পষ্ট উর্দ্ধরেখাযুক্ত-ভ্রূকুটিকুটিল এবং ত
দিগের ওষ্ঠপুট লোহিতবর্ণ এবং রোষদষ্ট। অজ এরূপ ক্ষিপ্রহস্তে সেই সকল ম
ছেদিত করিলেন যে, সেই ছিন্নমস্তকও হুঙ্কারশব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল॥
রাজবৃন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযত্ন সহকারে অজের প্রতি গজপ্রধান চতুরঙ্গ
ও নানাপ্রকার বর্ম্মভেদী অস্ত্ররাজি প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ বি
কুল-প্রক্ষিপ্ত অস্ত্ররাজিতে অজের রথ সমাবৃত হইয়া পড়িল, কেবলমাত্র উ
ধ্বজ দৃষ্ট হইতে লাগিল। আদিত্যদেব কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হইলে নীহার
প্রাতঃকাল যেরূপ শোভা পায়, অজও তখন সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন॥
সতত জাগরূক, মদনসুন্দর, মহারাজকুমার অজ প্রিয়ংবদনামা গন্ধর্ব্বের নি
[illegible] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতঃপর তিনি বিপক্ষ রাজন্যবৃন্দের

ততো ধনুস্কর্ষণমূঢ়হস্তমেকাংসপর্য্যস্তশিরস্ত্রজালম্‌।
তস্থৌ ধ্বজস্তম্ভনিষণ্ণদেহং, নিদ্রাবিধেয়ং নরদেবসৈন্যম্‌॥ ৬২ ॥
ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে, নিবেশ্য দধ্মৌ জলজং কুমারঃ।
যেন স্বহস্তার্জ্জিতমেকবীরঃ, পিবন্‌ যশো মূর্ত্তমিবাবভাসে॥ ৬৩ ॥
শঙ্খস্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাস্তং সন্নশত্রুং দদৃশুঃ স্বযোধাঃ।
নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং, মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কম্‌॥ ৬৪ ॥
সশোণিতৈস্তেন শিলীমুখাগ্রৈর্নিক্ষেপিতাঃ কেতুষু পার্থিবানাম্‌।
যশো হৃতং সম্প্রতি রাঘবেণ, ন জীবিতং যঃ কৃপয়েতি বর্ণাঃ॥ ৬৫ ॥
স চাপকোটিনিহিতৈকবাহুঃ, শিরস্ত্রনিষ্কর্ষণভিন্নমৌলিঃ।
ললাটবদ্ধশ্রমবারিবিন্দুর্ভীতাং, প্রিয়ামেত্য বচো বভাষে॥ ৬৬॥
ইতঃ পরানর্ভকহার্য্যশস্ত্রান্‌, বৈদর্ভি! পশ্যানুমতা ময়াসি।
এবংবিধেনাহবচেষ্টিতেন, ত্বং প্রার্থ্যসে হস্তগতা মমৈভিঃ॥ ৬৭ ॥

াহা প্রয়োগ করিলেন॥ ৬১॥ সেই অস্ত্রপ্রভাবে সসৈন্য নৃপতিমণ্ডলী নিদ্রাভি-ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের হস্ত-সমূহ আর ধনুরাকর্ষণে সক্ষম হইল না; তাঁহা-দের শিরস্ত্রাণ-সকল স্কন্ধোপরি নিপতিত হইল; তাঁহারা ধ্বজ অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন॥ ৬২॥ তৎপরে রাজনন্দন অজ প্রিয়তমা কর্ত্তৃক ত্তরস নিজ অধরোষ্ঠে শঙ্খস্থাপন পূর্ব্বক মুখবায়ুতে উহা পরিপূরিত করিলেন; দর্শনে অনুমিত হইল যেন,সেই অদ্বিতীয় বীর স্বকরোপার্জ্জিত প্রত্যক্ষ যশোরাশি ন করিতেছেন॥ ৬৩॥ সেই শঙ্খের ধনি হইবামাত্র তাঁহার সৈন্যমণ্ডলী অজে-ই শঙ্খধ্বনি জানিতে পারিয়া আশু তথায় উপস্থিত হইল; দেখিল, মুকুলিত দলমধ্যে বারি-প্রতিবিম্বিত শশধর যেমন শোভা প্রাপ্ত হন, যুবরাজ অজও ইরূপ প্রসুপ্ত বিপক্ষকুলমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন॥ ৬৪॥

তদনন্তর অজ রুধিরলিপ্ত বাণ দ্বারা রাজন্যবর্গের ধ্বজ-সমূহে এই কয়েকটি ক্ষর সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন যে, 'হে রাজন্যবৃন্দ! রঘুনন্দন তোমাদিগের র্ত্তিরাশি হরণ করিলেন,কিন্তু কৃপাবশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ হরণ করিলেন না॥' ৬৫॥ শ্রমে অজের ভালতট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল, শিরস্ত্রাণ অপ-রিত হওয়াতে কেশবন্ধন শিথিলীভূত হইল; তখন তিনি ভয়চকিতা ইন্দু-তীর নিকট উপস্থিত হইয়া শরাসনের কোটিপ্রদেশে একটি হস্ত রাখিয়া বলিতে রম্ভ করিলেন॥৬৬॥ হে বিদর্ভরাজকুমারি! আমার আদেশে তুমি এই শত্রুকুলের

তস্যাঃ প্রতিদ্বন্দ্বিভবাদ্বিষাদাৎ, সদ্যো বিমুক্তং মুখমাবভাসে।
নিঃশ্বাসবাষ্পাপগমাৎ প্রপন্নঃ, প্রসাদমাত্মীয়মিবাত্মদর্শঃ॥ ৬৮॥
হৃষ্টাপি সা হ্রীবিজিতা ন সাক্ষাদ্বাগ্‌ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ
স্থলী নবাম্ভঃপৃষতাভিবৃষ্টা, ময়ূরকেকাভিরিবাভ্রবৃন্দম্॥ ৬৯॥
ইতি শিরসি স বামং পাদমাদায় রাজ্ঞামুদবহদনবদ্যাং তামবদ্যাদপে
রথতুরগরজোভিস্তস্য রূক্ষালকাগ্রা,সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ সৈব মূর্ত্তা বভূ
প্রথমপরিগতার্থস্তং রঘুঃ সন্নিবৃত্তং,বিজয়িনমভিনন্দ্য শ্লাঘ্যজায়াসমে
তদুপহিতকুটুম্বঃ শান্তিমার্গোৎসুকোঽভূৎ,
ন হি সতি কুলধুর্য্যে সূর্য্যবংশ্যা গৃহায়॥ ৭
ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাকৃতৌ অজপাণিগ্রহণো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখন একটি শিশুও ইহাদিগের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র
করিয়া লইতে সমর্থ। হায়! ইহারা এইরূপ রণকৌশলে আমার হস্ত হ
তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল॥ ৬৭॥

নিশ্বাসবায়ু অপসারিত হইলে মুকুরে যেমন নিজ নির্ম্মলতা পরিদৃষ্ট হয়, (
কুমারের বাক্য শ্রবণে) শত্রুভয়জনিত বিষাদ হইতে পরিমুক্ত হইয়া ইন্দু
বদনপদ্মও তখন সেইরূপ বিমলভাব ধারণ করিল॥ ৬৮॥ তখন তিনি যার
নাই আনন্দ-বিজড়িত হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জাবশে প্রিয়তম অজকে অভি
করিতে সক্ষম হইলেন না। নববারিসিক্ত বনস্থলী যেরূপ ময়ূরের কেকা
জলদমণ্ডলের অভিনন্দন করে, তিনিও সেইরূপ সখীবৃন্দের প্রমুখাৎ প
অভিনন্দিত করিলেন॥৬৯॥ এই প্রকারে অনিন্দ্যচরিত যুবরাজ অজ নৃপতিমণ্
শিরোদেশে বামচরণ সমর্পণ পূর্ব্বক অনিন্দনীয়া ইন্দুমতীকে লইয়া প্রস্থান ক
রথাশ্বখুরে ধূলিজাল সমুত্থিত হইয়া ইন্দুমতীর অলকরাজি রূক্ষ করিয়া ফেলিল;
সময়ে ইন্দুমতীকেই অজের মূর্ত্তিমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল॥

এ দিকে অজের জয়লাভ ও পরিণয়বৃত্তান্ত সমস্তই মহীপতি রঘু পূর্ব্বেই বি
হইয়াছিলেন। এখন সেই অজকে বিজয়ী ও প্রশংসনীয়া পত্নীর সহিত সমাগত দ
তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। তদনন্তর তিনি আপনার সহধর্ম্মিণীর রক্ষাভার অ
উপর সমর্পণ করিয়া মোক্ষপথের পথিক হইলেন। কারণ,পুত্র কুলভার বহন ক
সক্ষম হইলে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ আর গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিতি করেন না॥ ৭১।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

—০ঃ*ঃ০—

অথ তস্য বিবাহকৌতুকং, ললিতং বিভ্রত এব পার্থিবঃ।
বসুধামপি হস্তগামিনীমকরোদিন্দুমতীমিবাপরাম্॥ ১॥
দুরিতৈরপি কর্ত্তুমাত্মসাৎ, প্রযতন্তে নৃপসূনবো হি যৎ।
তদুপস্থিতমগ্রহীদজঃ, পিতুরাজ্ঞেতি ন ভোগতৃষ্ণয়া॥ ২॥
অনুভূয় বশিষ্ঠসম্ভৃতৈঃ, সলিলৈস্তেন সহাভিষেচনম্।
বিশদোচ্ছ্বসিতেন মেদিনী, কথয়ামাস কৃতার্থতামিব॥ ৩॥
স বভূব দুরাসদঃ পরৈর্গুরুণাথর্ব্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ।
পবনাগ্নিসমাগমো হ্যয়ং, সহিতং ব্রহ্ম যদস্ত্রতেজসা॥ ৪॥
রঘুমেব নিবৃত্তযৌবনং, তমমন্যন্ত নরেশ্বরং প্রজাঃ।
স হি তস্য ন কেবলাং শ্রিয়ং, প্রতিপেদে সকলান্ গুণানপি॥ ৫॥
অধিকং শুশুভে শুভংযুনা, দ্বিতয়েন দ্বয়মেব সঙ্গতম্।
পদমৃদ্ধমজেন পৈতৃকং, বিনয়েনাস্য নবঞ্চ যৌবনম্॥ ৬॥

দনন্তর রঘু পরিণয়-সূত্রধারী পুত্র অজের হস্তে দ্বিতীয়া ইন্দুমতীর ন্যায় কেও সমর্পণ করিলেন॥ ১॥ অপরাপর রাজকুমারেরা নানারূপ কুকার্য্য রাজ্য করগত করিতে প্রয়াস পান, যুবরাজ অজ পিতার অনুমতি-পাল-তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন, ভোগতৃষ্ণা-শান্তির জন্য নহে॥ ২॥ মহামুনি ত অভিষেকসলিলে অজের সহিত পৃথিবীও অভিষিক্ত হইলেন; তখন হইল যেন, ধরা সতী গুণশীল পতি লাভ করায় সুস্পষ্ট উচ্ছ্বাস দ্বারা কৃতার্থতা করিলেন॥ ৩॥

থর্ব্ববেদবিশারদ কুলগুরু বশিষ্ঠ বিধানানুসারে অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত যুবরাজ অজ বিপক্ষকুলের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। কারণ, অগ্নির সহিত ংযোগ হইলে বহ্নির তেজ যেমন সুদুঃসহ হয়, ক্ষত্রিয়তেজের সহিত ব্রহ্মতেজের ঘটিলে ক্ষাত্র তেজও সেইরূপ দুঃসহ হইয়া উঠে॥ ৪॥ প্রজাপুঞ্জ (অজকে াপ্ত হইয়া মনে করিল, যেন রঘুই পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। কেবলমাত্র রাজ্য নহে, অজ সমগ্র পৈতৃক গুণরাশিরই অধিকারী হই-৫॥ তখন সমৃদ্ধিমান্ পৈতৃক পদ মঙ্গলভাজন অজের সহিত এবং অজের

সদয়ং বুভুজে মহাভুজঃ, সহসোদ্বেগমিয়ং ব্রজেদিতি।
অচিরোপনতাং স মেদিনীং, নবপাণিগ্রহণাং বধূমিব ॥ ৭ ॥
অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিম্বচিন্তয়ৎ।
উদধেরিব নিম্নগাশতেষ্বভবন্নাস্য বিমাননা ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদুঃ, পবমানঃ পৃথিবীরুহানিব।
স পুরস্কৃতমধ্যমক্রমো, নময়ামাস নৃপাননুদ্ধরন্ ॥ ৯ ॥
অথ বীক্ষ্য রঘুঃ প্রতিষ্ঠিতং, প্রকৃতিষ্বাত্মজমাত্মবত্তয়া।
বিষয়েষু বিনাশধর্ম্মসু, ত্রিদিবস্থেষ্বপি নিঃস্পৃহোঽভবৎ ॥ ১০ ॥
গুণবৎসুতরোপিতশ্রিয়ঃ, পরিণামে হি দিলীপবংশজাঃ।
পদবীং তরুবল্কবাসসাং, প্রযতাঃ সংযমিনাং প্রপেদিরে ॥ ১১ ॥
তমরণ্যসমাশ্রয়োন্মুখং, শিরসা বেষ্টনশোভিনা সুতঃ।
পিতরং প্রণিপত্য পাদয়োরপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

নবযৌবন বিনয়ের সহিত সমবেত হইয়া অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইল নবপরিণীতা বধূর প্রতি বলপ্রকাশ করিলে সে যেমন উদ্বেজিত হয়, পাছে বলপ্রয়োগ করিলে অচিরপ্রাপ্ত বসুন্ধরা সহসা উদ্বেজিত হইয়া এই আশঙ্কায় মহাবাহু অজ সদয়ভাবে তাঁহাকে ভোগ করিতে লাগিলেন শত শত তরঙ্গিণী গিয়া মিলিত হইলেও সমুদ্র যেরূপ কখনও কাহারও অবহেলা প্রদর্শন করেন না, অজও সেইরূপ কোন প্রজার প্রতিও অবমাননা র্শন করিতেন না; সুতরাং প্রজাপুঞ্জমধ্যে সকলেই মনে করিত, " মহীপতি অজের প্রিয়পাত্র ॥" ৮ ॥

অজের স্বভাব নাত্যুগ্র ও নাতিমৃদু ছিল; তিনি এই উভয়ের মধ্যস্থল করিয়া অবস্থিত ছিলেন; নাত্যুগ্র ও নাতিমৃদু বায়ু বৃক্ষসমূহ উৎ না করিয়া অবনমিত করিয়া দেয়, অজও সেইরূপ রাজন্যমণ্ডলীকে (উন্মূ করিয়া) বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ অজ নির্ব্বিকার-হৃদয়, প্রজাপুঞ্জের অনুরাগপাত্র, ইহা দেখিয়া নরপতি রঘু নশ্বর স্বর্গীয় বিষয়েও স্পৃহ হইলেন ॥ ১০ ॥

দিলীপকুলসম্ভূত নৃপতিরা শেষজীবনে গুণশীল পুত্রের প্রতি সমগ্র প্রদান পূর্ব্বক সংযতহৃদয়ে তরুণবল্কলবাসা সংযমী ঋষিগণের পদবী অ
— ...মণ্ডিত শিরে

রঘুরশ্রুমুখস্য তস্য তৎ, কৃতবানীপ্সিতমাত্মজপ্রিয়ঃ।
ন তু সর্প ইব ত্বচং পুনঃ, প্রতিপেদে ব্যপবর্জ্জিতাং শ্রিয়ম্॥ ১৩॥
স কিলাশ্রমমন্ত্যমাশ্রিতো, নিবসন্নাবসথে পুরাদ্বহিঃ।
সমুপাস্যত পুত্রভোগ্যয়া, স্নুষয়েবাবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ শ্রিয়া॥ ১৪॥
প্রশমস্থিতপূর্ব্বপার্থিবং, কুলমভ্যুদ্যতনূতনেশ্বরম্।
নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলামুদিতার্কেণ সমারুরোহ॥ ১৫॥
যতিপার্থিবলিঙ্গধারিণৌ, দদৃশাতে রঘুরাঘবৌ জনৈঃ।
অপবর্গমহোদয়ার্থয়োর্ভুবমংশাবিব ধর্ম্ময়োর্গতৌ॥ ১৬॥
অজিতাধিগমায় মন্ত্রিভির্যুযুজে নীতিবিশারদৈরজঃ।
অনপায়িপদোপলব্ধয়ে, রঘুরাপ্তৈঃ সমিয়ায় যোগিভিঃ॥ ১৭॥
নৃপতিঃ প্রকৃতীরবেক্ষিতুং, ব্যবহারাসনমাদদে যুবা।
পরিচেতুমুপাংশু ধারণাং, কুশপূতং প্রবয়াস্তু বিষ্টরম্॥ ১৮॥

পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাই-
...॥ ১২॥

...ত্মজবৎসল রঘু বাষ্পাকুলনেত্র পুত্র অজের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন বটে, ...সর্প যেমন পরিত্যক্ত নির্ম্মোক পুনর্ব্বার গ্রহণ করে না, তিনিও সেইরূপ ...ক্ত রাজ্যশ্রী আর গ্রহণ করিলেন না॥ ১৩॥ সেই জিতেন্দ্রিয় রঘু প্রব্রজ্যা ...রিয়া গ্রামের বহির্দ্দেশে এক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র-...রাজশ্রী পুত্রবধূবৎ তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন॥১৪॥ সমুদিত সূর্য্য ও ...নোদ্যত শশাঙ্কমণ্ডল দ্বারা গগনতল যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, শান্তিপক্ষাশ্রিত ...নৃপতি রঘু ও নবাভ্যুদয়বান্ অজ কর্ত্তৃক সেই রাজবংশও সেইরূপ শোভা ...রিল॥ ১৫॥ যতিলক্ষণধারী রঘু এবং রাজলক্ষণধারী তৎপুত্র অজ এই ...কে দেখিয়া লোকে মনে করিতে লাগিল যেন, অপবর্গ ও মহোদয় সাধন-...দ্বয়ের অংশ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে॥ ১৬॥

...পরে যে সকল রাজ্য অধিকার করা হয় নাই, তৎসমস্ত অধিকৃত করিবার-...র অজ নীতিজ্ঞ অমাত্যবৃন্দসহ এবং মোক্ষপদাভিলাষী রঘু তত্ত্বদর্শী যোগি-...মিলিত হইলেন॥ ১৭॥ যুবরাজ অজ প্রজাপুঞ্জের চরিত্র জানিবার অভি-...চারালয়ে ধর্ম্মাসন গ্রহণ ...

অনয়ৎ প্রভুশক্তিসম্পদা, বশমেকো নৃপতীননন্তরান্।
অপরঃ প্রণিধানযোগ্যয়া, মরুতঃ পঞ্চ শরীরগোচরান্॥ ১৯॥
অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতৌ, দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ।
ইতরো দহনে স্বকর্ম্মণাং, ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা॥ ২০॥
পণবন্ধমুখান্ গুণানজঃ, ষড়ুপাযুঙ্ক্ত সমীক্ষ্য তৎফলম্।
রঘুরপ্যজয়দ্গুণত্রয়ং, প্রকৃতিস্থং সমলোষ্টকাঞ্চনঃ॥ ২১॥
ন নবঃ প্রভুরা ফলোদয়াৎ, স্থিরকর্ম্মা বিররাম কর্ম্মণঃ।
ন চ যোগবিধের্নবেতরঃ, স্থিরধীরা পরমাত্মদর্শনাৎ॥ ২২॥
ইতি শত্রুষু চেন্দ্রিয়েষু চ, প্রতিষিদ্ধপ্রসরেষু জাগ্রতৌ।
প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়োরুভয়ীং সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ॥ ২৩॥
অথ কাশ্চিদজব্যপেক্ষয়া, গময়িত্বা সমদর্শনঃ সমাঃ।
তমসঃ পরমাপদব্যয়ং, পুরুষং যোগসমাধিনা রঘুঃ॥ ২৪॥

সাধনার্থ পবিত্র কুশাসন আশ্রয় করিলেন॥ ১৮॥ একজন প্রভুশক্তিবলে নিকা রাজবৃন্দকে বশীভূত করিতে উদ্যত হইলেন আর একজন সমাধিপ্রভাবে পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৯॥ নবীন রাজা ভূমণ্ডলস্থ বি গণের নিখিল কর্ম্মফল ব্যর্থ করিয়া দিলেন আর রঘু তত্ত্বজ্ঞানময় অগ্নিতে নিজ ফল দগ্ধীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২০॥ অজ ফলানুসন্ধান সহকারে বিগ্রহ ইত্যাদি ষড়্গুণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন আর রঘু কাঞ্চ মৃৎপিণ্ডে তুল্যদৃষ্টি ও নির্ব্বিকার হইয়া সত্ত্বাদি ত্রিগুণকে পরাভূত করিতে করিলেন॥ ২১॥ যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হইত, ততক্ষণ নবভূপতি অজ সে হইতে ক্ষান্ত হইতেন না আর স্থিরকর্ম্মা রঘুও যাবৎ পরমাত্মার দর্শনলাভ না তাবৎ যোগসাধন হইতে বিরত হইতেন না॥ ২২॥ এই প্রকারে তাঁহারা দয় ও মোক্ষলাভে একান্ত অনুরাগী হইয়া শত্রু ও ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রতি সতর্ক রহিলেন এবং ঐ সকলের স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিয়া আশু উভ সিদ্ধিই প্রাপ্ত হইবেন॥ ২৩॥

এইরূপে পুত্রের অনুরোধে সর্ব্বভূতে তুল্যদর্শী রঘু কতিপয় বৎসর বাহিত করিয়া যোগ ও সমাধি-প্রভাবে সেই মায়াতীত অব্যয় পরমপুরুষ প

শ্রুতদেহবিসর্জ্জনঃ পিতুশ্চিরমশ্রূণি বিমুচ্য রাঘবঃ।
বিদধে বিধিমস্য নৈষ্ঠিকং, যতিভিঃ সার্দ্ধমনগ্নিমগ্নিচিৎ॥ ২৫॥
অকরোৎ স তদৌর্দ্ধদৈহিকং, পিতৃভক্ত্যা পিতৃকার্য্যকল্পবিৎ।
ন হি তেন পথা তনুত্যজস্তনয়াবর্জ্জিতপিণ্ডকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২৬॥
স পরার্দ্ধ্যগতেরশোচ্যতাং, পিতুরুদ্দিশ্য সদর্থবেদিভিঃ।
শমিতাধিরধিজ্যকার্ম্মুকঃ, কৃতবানপ্রতিশাসনং জগৎ॥ ২৭॥
ক্ষিতিরিন্দুমতী চ ভামিনী, পতিমাসাদ্য তমগ্র্যপৌরুষম্।
প্রথমা বহুরত্নসূরভূদপরা বীরমজীজনৎ সুতম্॥ ২৮॥
দশরশ্মিশতোপমদ্যুতিং, যশসা দিক্ষু দশস্বপি শ্রুতম্।
দশপূর্ব্বরথং যমাখ্যয়া, দশকণ্ঠারিগুরুং বিদুর্বুধাঃ॥ ২৯॥
ঋষিদেবগণস্বধাভুজাং, শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ।
অনৃণত্বমুপেয়িবান্ বভৌ পরিধের্মুক্ত ইবোষ্ণদীধিতিঃ॥ ৩০॥

পিতার দেহত্যাগ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাগ্নিক রঘুনন্দন অজ অনেকক্ষণ ৎ অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিলেন; তৎপরে সন্ন্যাসিবৃন্দের সাহায্যে পিতার ন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন; পিতার দেহ অগ্নিসৎকার করিলেন না; কারণ, ন জানিতেন, যাঁহারা সমাধিবলে দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদের দেহ অগ্নিসৎকার া নিষিদ্ধ॥ ২৫॥ যাঁহারা যোগপ্রভাবে দেহ ত্যাগ করেন, সেই সকল মহাত্মারা দত্ত পিণ্ডের কামনা করেন না সত্য, তথাপি শ্রাদ্ধবিধিবিশারদ অজ পিতৃভক্তি ঃ পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ (যথাবিধি) সম্পাদন করিলেন॥২৬॥ পিতা ক্ষলাভ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে শোক করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনা য়া নরপতি অজ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে আপনার মনঃকষ্ট দূর করিলেন ঃ কার্ম্মুকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সমগ্র জগৎ নিজ শাসনের আয়ত্ত করিয়া ফেলি- ন॥ ২৭॥ সেই প্রবলপরাক্রান্ত অজকে স্বামী প্রাপ্ত হইয়া বসুমতী ও ইন্দুমতী দুই জনের মধ্যে একজন (বসুমতী) রত্নপ্রসবিনী এবং দ্বিতীয়া (ইন্দুমতী) প্রসবিনী হইলেন॥ ২৮॥ ইন্দুমতীর গর্ভে যে বীরপুত্রের জন্ম হইয়াছিল, তিনি ননবৈরী রামের পিতা। তিনি অযুত সূর্য্যবৎ দ্যুতিমান্ ছিলেন; তাঁহার প্রভা দশদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল; রথশব্দের প্রথমে দশ-শব্দ যোগ করিলে যাহা বুধমণ্ডলী তাঁহাকে সেই 'দশরথ' নামে অভিহিত করিতেন॥ ২৯॥
ধরণীপতি অধ্যয়ন দ্বারা মুনিবৃন্দের, যজ্ঞ-সম্পাদন দ্বারা সুরবৃন্দের, এবং

বলমার্ত্তভয়োপশান্তয়ে, বিদুষাং সৎকৃতয়ে বহু শ্রুতম্।
বসু তস্য বিভোর্ন কেবলং, গুণবত্তাপি পরপ্রয়োজনা॥ ৩১॥
স কদাচিদবেক্ষিতপ্রজঃ, সহ দেব্যা বিজহার সুপ্রজাঃ।
নগরোপবনে শচীসখো, মরুতাং পালয়িতেব নন্দনে॥ ৩২॥
অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ, শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্।
উপবীণয়িতুং যযৌ রবেরুদয়াবৃত্তিপথেন নারদঃ॥ ৩৩॥
কুসুমৈগ্রর্থিতামপার্থিবৈঃ, স্রজমাতোদ্যশিরোনিবেশিতম্।
অহরৎ কিল তস্য বেগবানধিবাসস্পৃহয়েব মারুতঃ॥ ৩৪॥
ভ্রমরৈঃ কুসুমানুসারিভিঃ, পরিকীর্ণা পরিবাদিনী মুনেঃ।
দদৃশে পবনাবলেপজং, সৃজতী বাষ্পমিবাঞ্জনাবিলম্॥ ৩৫॥
অভিভূয় বিভূতিমার্ত্তবীং, মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্।
নৃপতেরমরস্রগাপ সা, দয়িতোরুস্তনকোটিসুস্থিতিম্॥ ৩৬॥

পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃবৃন্দের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিবেষশূন্য সূর্য্যের বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥ বিপন্নদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই মহ অজের বল এবং পণ্ডিতগণের সম্মানরক্ষার জন্যই তাঁহার প্রভূত শাস্ত্রচর্চ্চা হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্য যে কেবলমাত্র পরোপকারোদ্দেশেই ছিল নহে; তাঁহার সমগ্র গুণরাজিই পরপ্রয়োজনসাধক হইয়াছিল॥ ৩১॥

দেবরাজ যেমন শচী সহ নন্দনবনে বিহার করেন, সুপুত্রবান্ প্রজারঞ্জক অজ একদিন সেইরূপ ইন্দুমতী সমভিব্যাহারে রাজধানীর সমীপবর্ত্তী উ বিহারার্থ গমন করিলেন॥ ৩২॥ দক্ষিণায়নকালে আদিত্যদেব যেমন দক্ষি হইতে উত্তরভাগে গমন করেন, সেইরূপ সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ দক্ষিণ-সমু উপকূলবর্ত্তী গোকর্ণনগরে স্থাপিত মহেশ্বরকে বীণাবাদন সহকারে উপাসনা বার ইচ্ছায় দক্ষিণদিক্ হইতে উত্তরদিকে গমন করিতেছিলেন॥ ৩৩॥ তঁ বীণাগ্রভাগে দিব্যপুষ্প দ্বারা গ্রথিত এক ছড়া মালা সংস্থাপিত ছিল; বায়ুদেব সেই মাল্যগন্ধে সুগন্ধী হইবার অভিলাষেই অতিবেগে আসিয়া তাহা করিলেন॥ ৩৪॥ ভ্রমরপংক্তি তখন সেই মালার অনুগামী হইতেছিল; তাহ বোধ হইল যেন, ঋষিবরের বীণাযন্ত্র বায়ুদেবকৃত এই পরাজয়-দুঃখে অঞ্জন বাষ্পবিন্দু পরিত্যাগ করিতেছে॥ ৩৫॥

[illegible] তারাজির বহু

ক্ষণমাত্রসখীং সুজাতয়োঃ, স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া, হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭ ॥
বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা, নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা, সহ দীপার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্‌ ॥ ৩৮ ॥
উভয়োরপি পার্শ্ববর্ত্তিনাং, তুমুলেনার্ত্তরবেণ বেজিতাঃ।
বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ, সমদুঃখা ইব তত্র চুক্রুশুঃ ॥ ৩৯ ॥
নৃপতের্ব্যজনাদিভিস্তমো, নুনুদে সা তু তথৈব সংস্থিতা।
প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ, সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ ৪০ ॥
প্রতিযোজয়িতব্যবল্লকীসমবস্থামথঃ সত্ত্ববিপ্লবাৎ।
স নিনায় নিতান্তবৎসলঃ, পরিগৃহ্যোচিতমঙ্কমঙ্গনাম্‌ ॥ ৪১ ॥
পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া, করণাপায়বিভিন্নবর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং, মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥
বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং, সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্‌।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবং, ভজতে কৈব কথা শরীরিষু ॥ ৪৩ ॥

াকে পরাজিত করিয়া প্রিয়তমা ইন্দুমতীর কুচাগ্রদেশে নিপতিত হইল ॥ ৩৬॥ র স্তনদ্বয়ের ক্ষণমাত্র জন্য সখীস্বরূপিণী সেই মালা দর্শন করিয়া রাজমহিষী বিহ্বলা এবং রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-চন্দ্রিকার ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ তিনি াৎ অচেতনা হইয়া স্বয়ং ধরাতলে নিপতিত হইলেন; পতি অজকেও নিপাতিত ন। বস্তুতঃ দীপশিখা ক্ষরিত তৈলবিন্দুর সঙ্গেই ধরাতলে পতিত হইয়া ৩৮ ॥ এই ঘটনা দেখিয়া তাঁহাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরেরা মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন উঠিল। সেই তুমুল আর্ত্তনাদ শুনিয়া সরসীস্থিত হংস-সারসাদি বিহগকুল বেদনায় ব্যথিত হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯ ॥ ব্যজনাদি লে নরপতি অজের মোহ দূর হইল বটে, কিন্তু ইন্দুমতী মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই রহিলেন। পরমায়ু বিদ্যমান থাকিলেই প্রতীকারচেষ্টা ফলবতী হয় ॥ ৪০ ॥ নন্তর নিতান্ত প্রিয়তমাবৎসল রাজা অজ তন্ত্রীসমন্বিতা বীণার ন্যায় ইন্দু- তাঁহার চিরপরিচিত ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ॥ ৪১ ॥ জীবিতবিহীনা মলিন- মতীকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিলে রাজা অজকে প্রভাতকালীন মলিন ধারী চন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥
মতী-বিরহে অজের [illegible]

কুসুমান্যপি গাত্রসঙ্গমাৎ, প্রভবন্ত্যায়ুরপোহিতুং যদি।
ন ভবিষ্যতি হন্ত সাধনং, কিমিবান্যৎ প্রহরিষ্যতো বিধেঃ ॥ ৪৪ ॥
অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং, মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে, নলিনী পূর্ব্বনিদর্শনং মতা ॥ ৪৫ ॥
স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা, হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্‌ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৬ ॥
অথবা মম ভাগ্যবিপ্লবাদশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা।
যদনেন তরুর্ন পাতিতঃ, ক্ষপিতা তদ্‌বিটপাশ্রিতা লতা ॥ ৪৭ ॥
কৃতবত্যসি নাবধীরণামপরাদ্ধেঽপি যদা চিরং ময়ি।
কথমেকপদে নিরাগসং, জনমাভাষ্যমিমং ন মন্যসে ॥ ৪৮ ॥
ধ্রুবমস্মি শঠঃ শুচিস্মিতে, বিদিতঃ কৈতববৎসলস্তব।
পরলোকমসন্নিবৃত্তয়ে, যদনাপৃচ্ছ্য গতাসি মামিতঃ ॥ ৪৯ ॥

ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেহিগণের কথা দূরে থাকুক, সন্তপ্ত হইলে কোমলভাব ধারণ করে ॥ ৪৩ ॥ "অহো! দেহসঙ্গত হইয়া পুষ্পও যদি প্রাণ সক্ষম হইল, তবে বিধাতা বিনষ্ট করিতে বাসনা করিলে কোন্ দ্রব্য দ্বারা করিতে না পারেন? ৪৪ ॥ অথবা কৃতান্তদেব মৃদুবস্তুর দ্বারাই বিনাশসাধন ক ইহার এক দৃষ্টান্ত পদ্মিনী। কেন না, শিশিরবিন্দুপাতেই তাহার বিনাশ ঘটে যদি এই পারিজাতমালাই প্রণয়িনীর প্রাণ সংহার করিল, তবে আমিও এইম বক্ষে স্থাপন করিতেছি, আমাকে সংহার করিতেছে না কেন? হায়! বি বাসনাবশে কখন কখন গরলও অমৃতে এবং অমৃতও গরলে পরিণত হয় অথবা আমারই ভাগ্যদোষে বিধাতা এই মাল্য (আমার পক্ষে) অশ রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেন না, ইহা বৃক্ষকে নিপাতিত না করিয়া তদ স্থিত লতিকাকেই নিপাতিত করিল ॥ ৪৭ ॥ প্রিয়ে! পূর্ব্বে আমি অনে অপরাধ করিয়াছি, তুমি কখনও আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর কিন্তু সংপ্রতি আমি তোমার নিকট কোন অপরাধেই অপরাধী নহি, তবে তুমি আমাকে সম্ভাষণের উপযুক্ত মনে করিতেছ না? ৪৮ ॥ অয়ি শুচি আমাকে কিছু না বলিয়াই চিরদিনের জন্য এখান হইতে পরধামে গমন
...প্রণয়ী) বলি

দয়িতাং যদি তাবদম্বগাদ্বিনিবৃত্তং কিমিদং তয়া বিনা।
সহতাং হতজীবিতং মম, প্রবলামাত্মকৃতেন বেদনাম্ ॥ ৫০ ॥
সুরতশ্রমসম্ভৃতো মুখে, ধ্রিয়তে স্বেদলবোদ্গমোঽপি তে।
অথ চাস্তমিতা ত্বমাত্মনা, ধিগিমাং দেহভৃতামসারতাম্ ॥ ৫১ ॥
মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া, কৃতপূর্ব্বং তব কিং জহাসি মাম্।
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং, ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৫২ ॥
কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃতশ্চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু! করোতি মারুতস্ত্বদুপাবর্ত্তনশঙ্কি মে মনঃ ॥ ৫৩ ॥
তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে, প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমস্তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ ॥ ৫৪ ॥
ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং, তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং, বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্ ॥ ৫৫ ॥

তে ॥ ৪৯ ॥ রে হতজীবন! যদি তুই প্রিয়তমার অনুগামী হইয়াছিলি, তবে ার তাহাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিলি কেন? এখন নিজকৃত দুঃসহ বিচ্ছেদ-না সহ কর্ ॥ ৫০ ॥ প্রণয়িনি! এখনও তোমার বদনমণ্ডলে সম্ভোগশ্রমজাত বিন্দু বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যেই তুমি নিজে প্রাণশূন্য হইলে; এব শরীরিগণের এই প্রকার অসারতাকে ধিক্ ॥ ৫১ ॥ আমি পূর্ব্বে মনে মনেও তোমার কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করি নাই, তবে আমাকে পরিত্যাগ করিলে? দেখ, আমি নামমাত্রে পৃথিবীর পতি, কিন্তু আমার আন্তরিক অনুরাগ াত্র তোমার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল ॥ ৫২ ॥ হে করভোরু! বায়ু তোমার পুষ্প-চত ভ্রমরোপম কৃষ্ণবর্ণ কুটিল অলকাবলী কম্পিত করিতেছে, তাহাতে আমার হইতেছে, তুমি বুঝি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৫৩ ॥ প্রিয়তমে! প্রদীপ্ত রাজি যেমন যামিনীযোগে হিমাচলের কন্দরগত তিমিররাশি দূরীভূত করে, প আশু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আমার চিত্তবিষাদ দূর করাও তোমার কর্ত্তব্য ॥ ৫৪ ॥ গে তোমার বদনমণ্ডলে অলকাবলী সঞ্চালিত হইতেছে, কিন্তু তোমার বাক্-া একেবারে ক্ষান্ত হইয়াছে। যামিনীযোগে মুকুলিত এবং অভ্যন্তরভাগে গুঞ্জন-শূন্য পদ্ম যেমন সন্তাপের কারণ হয়, তোমার মুখমণ্ডলও এখন কে সেইরূপ নিরতিশয় সন্তাপ প্রদান করিতেছে ॥ ৫৫ ॥ [illegible]

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী, দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ, কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ ॥ ৫৬॥
নবপল্লবসংস্তরেঽপি তে, মৃদু দূয়েত যদঙ্গমর্পিতম্।
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং, বদ বামোরু! চিতাধিরোহণম্ ॥ ৫৭॥
ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং, রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী।
গতিবিভ্রমসাদনীরবা, ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে ॥ ৫৮ ॥
কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং, কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং, পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ ॥ ৫৯ ॥
ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং, নিহিতাঃ সত্যমমী গুণাস্ত্বয়া।
বিরহে তব মে গুরুব্যথং, হৃদয়ং ন ত্ববলম্বিতুং ক্ষমাঃ ॥ ৬০ ॥
মিথুনং পরিকল্পিতং ত্বয়া, সহকারঃ ফলিনী চ নন্বিমৌ।
অবিধায় বিবাহসৎক্রিয়ামনয়োর্গম্যত ইত্যসাম্প্রতম ॥ ৬১ ॥

চন্দ্রমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়, চক্রবাকীও সখা চক্রবাককে পুনরায় লাভ করিয়া থা সুতরাং শশধর ও চক্রবাক বিরহযাতনা সহ্য করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু তুমি প্রত্যাগত হইবে না; সুতরাং তোমার বিরহে আমি দগ্ধ না হইব কেন? অয়ি বামোরু! নবপল্লবগঠিত শয্যায় শয়ন করিয়াও তোমার যে সুকুমার বেদনা অনুভব করিত, সেই দেহ এখন কি প্রকারে চিতারোহণকষ্ট সহ্য ক সমর্থ হইবে? ৫৭ ॥ এই কাঞ্চীদাম রতিরঙ্গকালে অনুগামিনী হইয়া তে রহস্যসহচরীরূপে শোভা পাইয়াছিল, এখন তোমার চিরনিদ্রা দেখিয়া বিলাস বিরামে মৌনভাব ধারণ করিয়াছে; ইহাতে ইহাকে শোকে অনুমৃতাব হইতেছে না কি? ৫৮ ॥ প্রিয়তমে! তুমি ত্রিদিবধামে গমনার্থ নিরতিশয় হইয়া আমার যাতনানিবারণমানসে কোকিলে মধুরালাপ, মরালীগণে মন্থর মৃগীকুলে চপলদৃষ্টি এবং বায়ুবিকম্পিত লতিকাসমূহে হাবভাব স্থাপন করিয়া গি কিন্তু তোমার বিচ্ছেদে দারুণ বেদনায় ব্যথিত হওয়াতে ঐ সমস্ত দেখিয়াও আ হৃদয় ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৫৯-৬০॥ হে প্রিয়ে! তুমি স্থির করিয়াছি এই সহকারবৃক্ষ ও প্রিয়ঙ্গুলতিকাকে পতি-পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে; এখন ইহাদের পরিণয়সংস্কার শেষ না করিয়া তুমি গমন করিলে; ইহা তো পক্ষে যার পর নাই অকর্ত্তব্য ॥৬১॥ অশোকবৃক্ষের কুসুমোদ্গমের জন্য তুমি যে

কুসুমং কৃতদোহদস্ত্বয়া, যদশোকোঽয়মুদীরয়িষ্যতি ।
অলকাভরণং কথং নু তৎ, তব নেষ্যামি নিবাপমাল্যতাম্ ॥ ৬২ ॥
স্মরতেব সশব্দনূপুরং, চরণানুগ্রহমন্যদুর্লভম্
অমুনা কুসুমাশ্রুবর্ষিণা, ত্বমশোকেন সুগাত্রি ! শোচ্যসে ॥ ৬৩ ॥
তব নিশ্বসিতানুকারিভির্বকুলৈরর্দ্ধচিতাং সমং ময়া ।
অসমাপ্য বিলাসমেখলাং, কিমিদং কিন্নরকণ্ঠি ! সুপ্যতে ॥ ৬৪ ॥
সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ, প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ ।
অহমেকরসস্তথাপি তে, ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫ ॥
ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা, বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং, পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬ ॥
গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা, হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭ ॥

না করিয়া কি প্রকারে তোমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যে নিয়োজিত করিব ? ৬২॥ ত্রি ! এখন এই অশোকবৃক্ষ অপরের দুষ্প্রাপ্য নূপুরশব্দমুখরিত তোমার স্মরণ করিয়াই যেন অবিরল পুষ্পাশ্রু পরিবর্ষণ পূর্ব্বক তোমার জন্য শোক করিতেছে ॥ ৬৩ ॥ হে কিন্নরকণ্ঠি ! বকুল-কুসুম তোমার নিশ্বাসের সদৃশ , তুমি তদ্দ্বারা আমার সহিত যে বিলাসরশনা অর্দ্ধরচনা করিয়াছিলে, র্ণ না করিয়া নিদ্রাগত হইলে কেন ?৬৪॥ তোমার এই সমস্ত সখী তোমার খী ও তোমার দুঃখেই দুঃখী ; প্রতিপত্তিথিতে উদিত চন্দ্রের ন্যায় তোমার ও রমণীয়দর্শন, আমিও তোমার প্রতি যার পর নাই অনুরাগী, তথাপি মাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হইলে, ইহা তোমার পক্ষে নিষ্ঠুরের কার্য্য দহ নাই ॥ ৬৫ ॥ এখন হইতে আমি ধৈর্য্যশূন্য হইলাম, আমার ভোগ-য হইল,সঙ্গীতে বিরক্তি জন্মিল এবং বসন্তাদি ঋতু আমার নিকট নিরুৎ-পড়িল। আর আমার বিভূষণ-ধারণে আবশ্যক নাই ; শয্যাও অদ্য হইতে ॥৬৬॥ প্রিয়ে ! তুমি আমার গৃহিণী, সচিব,রহস্যসহচরী এবং নৃত্যগীতাদি প্রিয়শিষ্যা ; অতএব বল দেখি, নিষ্করুণ মৃত্যু তোমাকে হরণ করিয়া কি না হরণ করিল ? ৬৭ ॥

মদিরাক্ষি ! মদাননার্পিতং, মধু পীত্বা রসবৎ কথং নু মে।
অনুপাস্যসি বাষ্পদূষিতং, পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্॥ ৬৮॥
বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা, সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্মম সর্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ॥ ৬৯॥
বিলপন্নিতি কোশলাধিপঃ, করুণার্থগ্রথিতাং প্রিয়াং প্রতি।
অকরোৎ পৃথিবীরুহানপি, স্রুতশাখারসবাষ্পদূষিতান্॥ ৭০॥
অথ তস্য কথঞ্চিদঙ্কতঃ, স্বজনস্তামপনীয় সুন্দরীম্।
বিসসর্জ্জ তদন্ত্যমণ্ডনামনলায়াগুরুচন্দনৈধসে॥ ৭১॥
প্রমদামনুসংস্থিতঃ শুচা, নৃপতিঃ সন্নিতি বাচ্যদর্শনাৎ।
ন চকার শরীরমগ্নিসাৎ, সহ দেব্যা ন তু জীবিতাশয়া॥ ৭২॥
অথ তেন দশাহতঃ পরে, গুণশেষামুপদিশ্য ভামিনীম্।
বিদুষা বিধয়ো মহর্দ্ধয়ঃ, পুর এবোপবনে সমাপিতাঃ॥ ৭৩॥

রসবৎ মধু পান করিয়া এখন কি প্রকারে আমা কর্ত্তৃক দত্ত পরলোকে বাষ্পদূষিত জলাঞ্জলি পান করিবে ? ৬৮॥ অতুল বিভব বিদ্যমান আছে বটে তোমার অভাবে আজি হইতেই আমার সুখভোগ শেষ হইল, অন্য কোন প্রলোভন আর আমাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। আমার ভোগাদি বিষয়ই তোমার আয়ত্ত॥' ৬৯॥

কোশলেশ্বর অজ প্রণয়িনী ইন্দুমতীর জন্য এইরূপে করুণ-রসগ্রথিত প্র করিয়া তত্রত্য বৃক্ষদিগকেও নির্য্যাস ও মকরন্দরূপ অশ্রু-বর্ষণে ক্রন্দন ক লাগিলেন অর্থাৎ বৃক্ষসমূহের নির্য্যাস ও মকরন্দ ক্ষরিত হওয়াতে বোধ হই তাহারাও অজরাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছে॥ ৭০॥

তদনন্তর আত্মীয়-স্বজনেরা অতিকষ্টে অজের অঙ্কদেশ হইতে সেই কামি অপনয়ন করিয়া চরমকালোচিত সজ্জায় সজ্জিত করিলেন এবং অগুরুচন্দন প্রজ্বলিত বহ্নিমধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া দিলেন॥ ৭১॥ (অজ বনিতাশোকে কাতর হইয়াছিলেন যে, এক চিতাশয্যাতেই শয়ন করিতেন ; কিন্তু) 'অজ হইয়াও ভার্য্যাশোকে কাতর হইয়া সহমরণে প্রস্থান করিলেন,' এই লোকাপ ভয়ে রাজা মহিষী সমভিব্যাহারে এক চিতায় দগ্ধ হইলেন না ; নতুবা এ আশায় তিনি শরীর রক্ষা করেন নাই॥ ৭২॥

স বিবেশ পুরীং তয়া বিনা, ক্ষণদাপায়শশাঙ্কদর্শনঃ।
পরিবাহমিবাবলোকয়ন্, স্বশুচঃ পৌরবধূমুখাশ্রুষু॥ ৭৪॥
অথ তং সবনায় দীক্ষিতঃ, প্রণিধানাদ্গুরুরাশ্রমস্থিতঃ।
অভিষঙ্গজড়ং বিজজ্ঞিবানিতি শিষ্যেণ কিলান্ববোধয়ৎ॥ ৭৫॥
অসমাপ্তবিধির্যতো মুনিস্তব বিদ্বানপি তাপকারণম্।
ন ভবন্তমুপস্থিতঃ স্বয়ং, প্রকৃতৌ স্থাপয়িতুং পথশ্চ্যুতম্॥ ৭৬॥
ময়ি তস্য সুবৃত্ত! বর্ত্ততে, লঘুসন্দেশপদা সরস্বতী।
শৃণু বিশ্রুতসত্ত্বসার! তাং, হৃদি চৈনামুপধাতুমর্হসি॥ ৭৭॥
পুরুষস্য পদেম্বজন্মনঃ, সমতীতঞ্চ ভবচ্চ ভাবি চ।
স হি নিষ্প্রতিঘেন চক্ষুষা, ত্রিতয়ং জ্ঞানময়েন পশ্যতি॥ ৭৮॥
চরতঃ কিল দুশ্চরং তপস্তৃণবিন্দোঃ পরিশঙ্কিতঃ পুরা।
প্রজিঘায় সমাধিভেদিনীং, হরিরস্মৈ হরিণীং সুরাঙ্গনাম্॥ ৭৯॥

ইন্দুমতীর উদ্দেশ্যে সেই উপবনাভ্যন্তরেই সমারোহ সহকারে শ্রাদ্ধাদি
[illegible]য় কার্য্য সম্পাদিত করিলেন॥ ৭৩॥ প্রাতঃকালীন চন্দ্রমা যেমন ক্ষীণকান্তি
করে, প্রিয়তমাবিরহে অজের কন্তিও সেইরূপ ক্ষীণ হইল। তিনি পৌরা-
[illegible]গের বাষ্পাকুলনেত্রে আপনার শোকসমুদ্রের উচ্ছ্বাস দেখিয়াই যেন অন্তঃ
প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৭৪॥

[illegible]দিকে যজ্ঞদীক্ষিত (সূর্য্যবংশের) কুলগুরু বশিষ্ঠ নিজ আশ্রমে থাকিয়াই
[illegible]ভাবে জানিতে পারিলেন যে, মহীপতি অজ প্রিয়তমা-শোকে নিতান্ত
হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি রাজাকে প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য
শিষ্যকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন॥ ৭৫॥

[illegible]নন্তর ঋষিবর বশিষ্ঠের শিষ্য রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্!
যজ্ঞ পরিসমাপ্ত না হওয়াতে (স্বয়ং আসিতে না পারিয়া) আপনাকে
[illegible]-প্রদানার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আপনার সন্তাপের কারণ
পারিয়াছেন॥ ৭৬॥ হে সদাচার-পূত! আমি তাঁহার সংক্ষিপ্ত উপদেশ-
বাহক। হে ধৈর্য্যশীল! আপনি তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করুন॥ ৭৭॥
[illegible]নচক্ষু দ্বারা অনাদিপুরুষ ত্রিবিক্রমের বিক্রমস্থল এই ত্রিভুবনমধ্যে ভূত,
[illegible]র্ত্তমান তিনিই অপ্রতিবন্ধরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন॥ ৭৮॥ [illegible]

স তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা, প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং, শমবেলাপ্রলয়োর্ম্মিণা ভুবি ॥ ৮০॥
ভগবন্ পরবানয়ং জনঃ, প্রতিকূলাচরিতং ক্ষমস্ব মে।
ইতি চোপনতাং ক্ষিতিস্পৃশং, কৃতবানা সুরপুষ্পদর্শনাৎ ॥ ৮১॥
ক্রথকৈশিকবংশসম্ভবা, তব ভূত্বা মহিষী চিরায় সা।
উপলব্ধবতী দিবশ্চ্যুতং, বিবশা শাপনিবৃত্তিকারণম্ ॥ ৮২॥
তদলং তদপায়চিন্তয়া, বিপদুৎপত্তিমতামুপস্থিতা।
বসুধেয়মবেক্ষ্যতাং ত্বয়া, বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ ॥ ৮৩॥
উদয়ে মদবাচ্যমুজ্‌ঝতা, শ্রুতমাবিষ্কৃতমাত্মবৎ ত্বয়া।
মনসস্তদুপস্থিতে জ্বরে, পুনরক্লীবতয়া প্রকাশ্যতাম্ ॥ ৮৪॥

নামে এক ঋষি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্র ই
বিত্রস্ত হইয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিবার উদ্দেশে হরিণীনাম্নী এক সুরবা
তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন ॥ ৭৯ ॥ সেই দেববালা তৃণবিন্দু-সমীপে উপস্থিত
হাবভাব-প্রদর্শন সহকারে তপস্যার বিঘ্ন-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। তখন সেই
শান্তিরূপ বেলার প্রলয়তরঙ্গস্বরূপ তপোভঙ্গজাত রোষে অধীর হইয়া তা
অভিসম্পাত করেন, 'তুমি নরলোকে যাইয়া মানুষীরূপ ধারণ কর॥' ৮০।
হরিণী বিনয় সহকারে কহিল, 'ভগবন্! আমি পরের অধীনে; আপনি
করিয়া আমার এই প্রতিকূলাচরণজনিত অপরাধ ক্ষমা করুন।' তখন ঋষিব
নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে, যাবৎ দেবকুসুম-দর্শন না ঘটে, তাবৎ তুমি নর
অবস্থান করিবে ॥ ৮১ ॥ সেই সুরবালা হরিণী ক্রথকৈশিককুলে জন্মধারণ
আপনার মহিষী হইয়াছিলেন, এখন বহুদিন পরে সেই শাপমুক্তির নিদান
গগনতলচ্যুত দিব্যপুষ্প দেখিয়া মানুষী তনু বিসর্জ্জন করিয়াছেন ॥ ৮২। হ
তাঁহার মরণজন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন; জন্মধারণ হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত। মহা
আপনি বসুন্ধরা পালন করুন, রাজারা বসুন্ধরা দ্বারাই কলত্রবান্ ব
অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥ আপনি উন্নতির সময়ে মদজনিত লোকাপব
আস্পদ না হইয়া অবিকৃতচিত্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ করিয়া
অধুনা এই শোকের সময় ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শাস্ত্রজ্ঞান প্রক
করুন ॥ ৮৪ ॥ ক্রন্দন করিলে কি মহিষীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন?

রুদতা কুত এব সা পুনর্ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে ।
পরলোকজুষাং স্বকর্ম্মভির্গতয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্ ॥ ৮৫ ॥
অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীমনুগৃহ্ণীষ্ব নিবাপদত্তিভিঃ ।
স্বজনাশ্রু কিলাতিসন্ততং, দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে ॥ ৮৬ ॥
মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং, বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্, যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ ॥ ৮৭ ॥
অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ, প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমর্পিতম্ ।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে, কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৮৮ ॥
স্বশরীরশরীরিণাবপি, শ্রুতসংযোগবিপর্য্যয়ৌ যদা ।
বিরহঃ কিমিবানুতাপয়েদ্বদ বাহ্যৈর্বিষয়ৈর্বিপশ্চিতম্ ॥ ৮৯ ॥
ন পৃথগ্‌জনবচ্ছুচো বশং, বশিনামুত্তম ! গন্তুমর্হসি ।
দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং, যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ ॥ ৯০ ॥
স তথেতি বিনেতুরুদারমতেঃ, প্রতিগৃহ্য বচো বিসসর্জ্জ মুনিম্।
তদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে, প্রতিযাতমিবান্তিকমস্য গুরোঃ ॥ ৯১ ॥

ও তাহার সহিত মিলনের সম্ভাবনা নাই। কেন না, মানবগণ পরধামে
নিজ নিজ কর্ম্মফলে পৃথক্ পৃথক্ গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৫ ॥ অধুনা শোক
ন পূর্ব্বক জলপিণ্ডাদি দান করিয়া পত্নীর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ
। বৃথা আর ক্রন্দন করিবেন না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বন্ধুগণ অবি-
শ্রু পরিত্যাগ করিলে সেই অশ্রুজল মৃতব্যক্তির সন্তাপের কারণ হয় ॥ ৮৬ ॥
গণ বলেন, মৃত্যুই জীবকুলের প্রকৃতি, জীবনই বিকৃতি। জীব দেহ ধারণ
যদি ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করে, তাহাও পরম লাভ বলিয়া গণনীয় ॥ ৮৭ ॥
নের বিরহ হৃদয়ের শল্যস্বরূপ, ইহা মূঢ়েরাই বিবেচনা করে; কিন্তু যাঁহারা
ধী, তাঁহারা প্রিয়-বিনাশকে মোক্ষের দ্বার মনে করিয়া থাকেন, বিবেচনা
হৃদয়নিহিত শল্য উদ্ধৃত হইল ॥ ৮৮ ॥ নিজ দেহের সহিত আত্মার সংযোগ-
যখন নির্দ্দিষ্ট, তখন বলুন দেখি, পুত্রকলত্রাদি বাহ্যবিষয়ের বিরহ মনীষী
ক সন্তপ্ত করিবে কেন? ৮৯ ॥ হে ধীরসত্তম! সামান্য ব্যক্তির ন্যায়
। অধীন হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু বহিলে যদি বৃক্ষ ও
ই-ই বিচলিত হয়, তবে ঐ উভয়ের কি পার্থক্য রহিল? ৯০ ॥
ারচেতা কুলগুরু বশিষ্ঠ-দত্ত উপদেশ 'তথাস্তু' বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক নরপতি

তেনাষ্টৌ পরিগমিতাঃ সমাঃ কথঞ্চিদ্‌বালত্বাদবিতথসূনৃতেন সূনোঃ।
সাদৃশ্যপ্রতিকৃতিদর্শনৈঃ প্রিয়ায়াঃ, স্বপ্নেষু ক্ষণিকসমাগমোৎসবৈশ্চ॥ ৯২॥
তস্য প্রসহ্য হৃদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ, প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।
প্রাণান্তহেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং,
লাভং প্রিয়ানুগমনে ত্বরয়া স মেনে॥ ৯৩॥
সম্যগ্‌বিনীতমথ বর্ম্মহরং কুমারমাদিশ্য রক্ষণবিধৌ বিধিবৎ প্রজানাম্।
রোগোপসৃষ্টতনুদুর্বসতিং মুমুক্ষুঃ, প্রায়োপবেশনমতির্নৃপতির্বভূব॥ ৯৪॥
তীর্থে তোয়ব্যতিকরভবে জহ্নুকন্যাসরয্বো-
র্দেহত্যাগাদমরগণনালেখ্যমাসাদ্য সদ্যঃ।
পূর্ব্বাকারাধিকচতুরয়া সঙ্গতঃ কান্তয়াসৌ,
লীলাগারেষ্বরমত পুনর্নন্দনাভ্যন্তরেষু॥ ৯৫॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অজবিলাপো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮

অজ ঋষিশিষ্যকে বিদায় প্রদান করিলেন, অজের হৃদয়ে প্রিয়তমাশোক এত ঘনী-ভূত হইয়াছিল যে, সেই উপদেশবাণী তাঁহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত না হইয়া যেন সেই কুলগুরু বশিষ্ঠ-সমীপেই প্রতিগমন করিল॥ ৯১॥

পুত্র দশরথের তখন শৈশবাবস্থা, রাজ্যভার-বহনে তাঁহার ক্ষমতা হয় নাই; সুতরাং সত্যবাদী প্রিয়ভাষী রাজা অজ পুত্রে প্রণয়িনীর সাদৃশ্য ও প্রতিকৃতি দেখিয়া এবং সুপ্তাবস্থায় স্বপ্নযোগে প্রিয়তমাসহ ক্ষণিক সমাগমসুখের আস্বাদনে অতি কষ্টে আট বৎসর অতিবাহিত করিলেন॥ ৯২॥ তদনন্তর বটবৃক্ষ যেমন হর্ম্ম্যতল ভেদ করিয়া উঠে, শোকশঙ্কু সেইরূপ সবলে তাঁহার হৃদয় ভেদ করিল। সেই শোকশঙ্কু উত্তোলনে চিকিৎসকের সামর্থ্য রহিল না; উহা প্রাণনাশের কারণ হইলেও প্রণয়িনীর অনুগমন জন্য উৎকণ্ঠাবশে উহা তিনি অভীষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন॥৯৩॥

তদনন্তর রাজা অজ সর্ব্বথা বিনয়শীল, বর্ম্মধারণসমর্থ পুত্র দশরথকে যথানিয়মে রাজ্যরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া রুগ্নদেহে প্রাণধারণের যাতনানিবারণোদ্দেশে প্রায়োপবেশনব্রত ধারণ করিলেন॥ ৯৪॥ তৎপরে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে তীর্থে দেহবিসর্জ্জন পূর্ব্বক তিনি সুরপুরে গিয়া দেবমধ্যে গণনীয় হইলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপবতী কামিনীর সহিত সঙ্গত হইয়া নন্দনবনমধ্যস্থ ক্রীড়াগৃহে পুনর্ব্বার বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৯৫॥

নবমঃ সর্গঃ।

—০:*:০—

পিতুরনন্তরমুত্তরকোশলান্, সমধিগম্য সমাধিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দশরথঃ প্রশশাস মহারথো, যমবতামবতাঞ্চ ধুরি স্থিতঃ॥ ১॥
অধিগতং বিধিবদ্‌যদপালয়ৎ, প্রকৃতিমণ্ডলমাত্মকুলোচিতম্।
অভবদস্য ততো গুণবত্তরং, সনগরং, নগরন্ধ্রকরৌজসঃ॥ ২॥
উভয়মেব বদন্তি মনীষিণঃ, সময়বর্ষিতয়া কৃতকর্ম্মণাম্।
বলনিসূদনমর্থপতিঞ্চ তং, শ্রমনুদং মনুদণ্ডধরান্বয়ম্॥ ৩॥
জনপদে ন গদঃ পদমাদধাবভিভবঃ কুত এব সপত্নজঃ।
ক্ষিতিরভূৎ ফলবত্যজনন্দনে, শমরতেঽমরতেজসি পার্থিবে॥ ৪॥
দশদিগন্তজিতা রঘুণা যথা, শ্রিয়মপুষ্যদজেন ততঃ পরম্।
তমধিগম্য তথৈব পুনর্ব্বভৌ, ন ন মহীনমহীনপরাক্রমম্॥ ৫॥
সমতয়া বসুবৃষ্টিবিসর্জ্জনৈর্নিয়মনাদসতাঞ্চ নরাধিপঃ।
অনুযযৌ যমপুণ্যজনেশ্বরৌ, সবরুণাবরুণাগ্রসরং রুচা॥ ৬॥

সমাধিপ্রভাবে জিতেন্দ্রিয়, সংযমিপ্রবর, রক্ষকগণের অগ্রগণ্য, মহারথ দশরথ
ার লোকান্তরপ্রাপ্তির পর উত্তরকোশলের আধিপত্য লাভ করিয়া তাহা শাসন
ত প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১॥ ষড়ানন সদৃশ মহাতেজা রাজা দশরথ পৈতৃক রাজ-
ও প্রজাপুঞ্জ করগত করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে
বৃন্দও তৎপ্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠিল॥ ২॥ মনুকুলসম্ভূত সেই নর-
ও সুরপতি দেবেন্দ্র যথাসময়ে অর্থ ও জলবর্ষণ করিতেন; এই জন্য বুধমণ্ডলী
কেই নিজকর্ম্মরত লোকবৃন্দের শ্রমদূরকারী বলিয়া সম্বোধন করিতেন॥ ৩॥
জা প্রশান্তমনা অজনন্দন রাজা দশরথের শাসনসময়ে শত্রুকৃত পরাজয়ের কথা
থাকুক, রাজ্যমধ্যে রোগেরও প্রবেশ করিবার সামর্থ্য ছিল না; অধিকন্তু
ও পর্য্যাপ্তপরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল॥ ৪॥ ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী রঘু ও তৎপরে
ত অজের রাজ্যশাসনসময়ে বসুমতী যেমন শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিপুল-
শালী নরপতি দশরথের হস্তগত হইয়াও সেইরূপ সুশোভিত হইয়া উঠিল॥ ৫॥
র প্রতিই রাজা দশরথের দৃষ্টি সমভাবে বিস্তারিত হইত; সুতরাং তিনি সেই

ন মৃগয়াভিরতির্ন দুরোদরং, ন চ শশিপ্রতিমাভরণং মধু।
তমুদয়ায় ন বা নবযৌবনা, প্রিয়তমা যতমানমপাহরৎ ॥ ৭ ॥
ন কৃপণা প্রভবত্যপি বাসবে, ন বিতথা পরিহাসকথাস্বপি।
ন চ সপত্নজনেষ্বপি তেন বাগপরুষা পরুষাক্ষরমীরিতা ॥ ৮ ॥
উদয়মস্তময়ঞ্চ রঘূদ্বহাদুভয়মানশিরে বসুধাধিপাঃ।
স হি নিদেশমলঙ্ঘয়তামভূৎ, সুহৃদয়োহৃদয়ঃ প্রতিগর্জ্জতাম্ ॥ ৯ ॥
অজয়দেকরথেন স মেদিনীমুদধিনেমিমধিজ্যশরাসনঃ।
জয়মঘোষয়দস্য তু কেবলং, গজবতী জবতীব্রহয়া চমূঃ ॥ ১০ ॥
অবনিমেকরথেন বরূথিনা, জিতবতঃ কিল তস্য ধনুর্ভৃতঃ।
বিজয়দুন্দুভিতাং যযুরর্ণবা, ঘনরবা নরবাহনসম্পদঃ ॥ ১১ ॥
শমিতপক্ষবলঃ শতকোটিনা, শিখরিণাং কুলিশেন পুরন্দরঃ।
স শরবৃষ্টিমুচা ধনুষা দ্বিষাং, স্বনবতা নবতামরসাননঃ ॥ ১২ ॥

তুল্যদৃষ্টি দ্বারা শমনের, অর্থবর্ষণ দ্বারা কুবেরের, অসাধুগণের শাসন দ্বারা বরুণের এবং কান্তি দ্বারা সূর্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

এই প্রকারে রাজা দশরথ নানারূপ উন্নতিলাভে যত্নশীল হইয়া উঠিলেন। মৃগয়াসক্তি; দ্যূতক্রীড়া,চন্দ্রতুল্য সুশোভন পাত্রস্থিত সুরা ও নবযৌবনা কামিনী—কেহই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৭ ॥ সুররাজ দেবেন্দ্র (সকলের) প্রভু সত্য,তথাপি নরপতি দশরথ (কখনও) তৎসকাশে দীনবাক্য উচ্চারণ করেন নাই,পরিহাসচ্ছলেও তাঁহার মুখ হইতে মিথ্যাবাক্য উচ্চারিত হইত না এবং ক্রোধশূন্য ছিলেন বলিয়া তিনি শত্রুর প্রতিও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেন না ॥ ৮ ॥ যাহারা তাঁহার প্রতিকূলচারী, তাহাদের প্রতি কঠোরহৃদয় ছিলেন। সেই রঘুকুলধুরন্ধর দশরথ হইতে অপরাপর রাজারা উন্নতি অবনতি উভয়ই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥৯॥ তদনন্তর নরপতি দশরথ কার্ম্মুকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী জয় করিবার অভিলাষে বিনির্গত হইলেন। তখন বেগগামী অশ্ব-গজ-সমাকুল সৈন্যবৃন্দ কেবল তাঁহার জয়ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ১০ ॥ তিনি বরূথসমন্বিত এক রথে (আরূঢ় হইয়া) সমগ্র ধরা জয় করিলেন; সেই সময়ে ঘোররাবী চতুঃসাগর কুবেরতুল্য সমৃদ্ধিমান্ সেই বিজয়ী ধনুর্দ্ধর নৃপতির বিজয়দুন্দুভির কার্য্য সম্পাদন করিল ॥ ১১ ॥ দেবরাজ শতকোটি বক্র বজ্র দ্বারা যেমন পর্ব্বতসমূহের পক্ষব

চরণয়োর্নখরাগসমৃদ্ধিভির্মুকুটরত্নমরীচিভিরস্পৃশন্।
নৃপতয়ঃ শতশো মরুতো যথা, শতমখং তমখণ্ডিতপৌরুষম্॥ ১৩॥
নিববৃতে মহার্ণবরোধসঃ সচিবকারিতবালসুতাঞ্জলীন্।
সমনুকম্প্য সপত্নপরিগ্রহাননলকানলকানবমাং পুরীম্॥ ১৪॥
উপগতোঽপি চ মণ্ডলনাভিতামনুদিতান্যসিতাতপবারণঃ।
শ্রিয়মবেক্ষ্য স রন্ধ্রচলামভূদনলসোঽনলসোমসমদ্যুতিঃ॥ ১৫॥
তমপহায় ককুৎস্থকুলোদ্ভবং, পুরুষমাত্মভবঞ্চ পতিব্রতা।
নৃপতিমন্যমসেবত দেবতা, সকমলা কমলাধবমর্থিষু॥ ১৬॥
তমলভন্ত পতিং পতিদেবতাঃ, শিখরিণামিব সাগরমাপগাঃ।
মগধকোশলকেকয়শাসিনাং, দুহিতরোঽহিতরোপিতমার্গণম্॥১৭॥

ন করিয়াছিলেন, নবীনকমলবৎ মোহনবদন দশরথও সেইরূপ বাণবর্ষী ঘোর-ধনুর্দ্বারা বিপক্ষকুলের বল অপহরণ করিলেন॥ ১২॥ অমরবৃন্দ যেমন সুর-দেবেন্দ্রসকাশে প্রণত হন, শতসহস্র রাজাও সেইরূপ অখণ্ডিতপরাক্রম দশরথ র পদতলে প্রণত হইলেন। প্রণতিসময়ে দশরথের পাদদ্বয়ের নখকিরণ দ্বারা গুলীর কিরীটস্থ রত্নসমূহের দ্যুতি অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল॥ ১৩॥ কল রাজা নরপতি দশরথের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদিগের অলক-বিহীনা রমণীরা নিজ নিজ শিশুপুত্রদিগকে অমাত্যসমভিব্যাহারে তৎসকাশে করিলেন; সেই সকল শিশু মন্ত্রিগণের আদেশে করপুটে রাজা দশরথ-া দণ্ডায়মান হইলে তিনি তাহাদিগের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক সমুদ্রতীর কুবেরপুরীপ্রতিম অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন॥ ১৪॥ এই প্রকারে অগ্নি-মহাতেজা, চন্দ্রমাতুল্য মনোহরদর্শন, নরনাথ দশরথ বসুন্ধরাকে একচ্ছত্রা ন এবং নিজে চক্রবর্ত্তী হইয়াও ভগবতী কমলাকে দুর্নীতি প্রভৃতি উপদ্রব পলা দর্শনে একেবারে আলস্যশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥১৫॥ রিণী পতিপরায়ণা কমলাদেবী যেমন নারায়ণকে পরিত্যাগ করেন না, ও সেইরূপ সেই ককুৎস্থবংশসম্ভূত, বিষয়ে অপরাঙ্মুখ, দানশীল দশরথকে করিয়া অপর কোন রাজার উপাসনা করিলেন না॥ ১৬॥ নদীসকল যেমন চ আশ্রয় করে, মগধ, কোশল ও কেকয়দেশীয় পতিব্রতা রাজকুমারী সুমিত্রা, া ও কেকয়ী সেইরূপ দশরথের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; শত্রুবিনাশসমর্থ য় নরপতি দশরথকে তাঁহারা পতি লাভ করিলেন॥ ১৭॥

প্রিয়তমাভিরসৌ তিসৃভির্ব্বভৌ, তিসৃভিরেব ভুবং সহ শক্তিভিঃ।
উপগতো বিনিনীষুরিব প্রজা, হরিহয়োঽরিহযোগবিচক্ষণঃ॥ ১৮॥
স কিল সংযুগমূর্দ্ধ্নি সহায়তাং, মঘবতঃ প্রতিপদ্য মহারথঃ।
স্বভুজবীর্য্যমগাপয়দুচ্ছ্রিতং, সুরবধূরবধূতভয়াঃ শরৈঃ॥ ১৯॥
ক্রতুষু তেন বিসর্জ্জিতমৌলিনা, ভুজসমাহৃতদিগ্‌বসুনা কৃতাঃ।
কনকযূপসমুচ্ছ্রয়শোভিনো, বিতমসা তমসাসরযূতটাঃ॥ ২০॥
অজিনদণ্ডভৃতং কুশমেখলাং, যতগিরং মৃগশৃঙ্গপরিগ্রহাম্।
অধিবসংস্তনুমধ্বরদীক্ষিতামসমভাসমভাসয়দীশ্বরঃ॥ ২১॥
অবভৃথপ্রয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ, সুরসমাজসমাক্রমণোচিতঃ।
নময়তি স্ম স কেবলমুন্নতং, বনমুচে নমুচেররয়ে শিরঃ॥ ২২॥
অসকৃদেকরথেন তরস্বিনা, হরিহয়াগ্রসরেণ ধনুর্ভৃতা।
দিনকরাভিমুখা রণরেণবো, রুরুধিরে রুধিরেণ সুরদ্বিষাম্॥ ২৩॥

অরিসংহারদক্ষ নরপতি দশরথ সেই তিন পত্নী প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই [illegible] প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন,ত্রিদশনাথ ইন্দ্র প্রজাপালনার্থ প্রভু, উৎসাহ এই ত্রিশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তৎপরে মহারথ দশরথ যুদ্ধক্ষেত্রে দেবেন্দ্রের সাহায্য করিয়া বাণসমূহ দ্বারা [illegible] বালাগণের ভয় দূর করিলে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার বাহুবল কীর্ত্তন [illegible] লাগিলেন॥ ১৯॥

তদনন্তর তমোগুণবিহীন সেই নরপতি বাহুবলে দিগ্‌দিগন্ত হইতে অর্থ [illegible] করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার অত্যুন্নত স্বর্ণময় যজ্ঞী[illegible] তমসা ও সরযুনদীর কূলপ্রদেশ সুশোভিত হইল। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হই[illegible] নিয়মে কিরীট উন্মোচন করিলেন এবং কৃষ্ণাজিন, উডুম্বরদণ্ড, কুশময়ী মে[illegible] মৃগশৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইলেন। ভগবান্ শশাঙ্কশেখর সে[illegible] দশরথের দেহে অধিষ্ঠান করিলে নরপতির শোভা যার পর নাই পরিবর্দ্ধি[illegible] উঠিল॥ ২০-২১॥ সুরসভাতলে উপবেশনের উপযুক্ত পাত্র সেই নরপতি যজ্ঞান্তস্নান করিয়া পবিত্রদেহ ও নিয়তেন্দ্রিয় হইলেন; জলবর্ষী নমুচি[illegible] দেবরাজের নিকটেই কেবল তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত হইত॥ ২২॥ [illegible] বিক্রমশালী ধনুর্দ্ধর রথিপ্রবর রাজা দশরথ অনেকবার দেবরাজের পু[illegible]

অথ সমাবব্রতে কুসুমৈর্নবৈস্তমিব সেবিতুমেকনরাধিপম্।
যমকুবেরজলেশ্বরবজ্রিণাং, সমধুরং মধুরঞ্জিতবিক্রমম্॥ ২৪॥
জিগমিষুর্ধনদাধ্যুষিতাং দিশং, রথযুজা পরিবর্ত্তিতবাহনঃ।
দিনমুখানি রবির্হিমনিগ্রহৈর্বিমলয়ন্ মলয়ন্নগমত্যজৎ॥ ২৫॥
কুসুমজন্ম ততো নবপল্লবাস্তদনু ষট্পদকোকিলকূজিতম্।
ইতি যথাক্রমমাবিরভূন্মধুর্দ্রুমবতীমবতীর্য্য বনস্থলীম্॥ ২৬॥
নয়গুণোপচিতামিব ভূপতেঃ, সদুপকারফলাং শ্রিয়মর্থিনঃ।
অভিযযুঃ সরসো মধুসম্ভৃতাং, কমলিনীমলিনীরপতত্রিণঃ॥ ২৭॥
কুসুমমেব ন কেবলমার্ত্তবং, নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্।
কিসলয়প্রসরোঽপি বিলাসিনাং, মদয়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ॥ ২৮॥
বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়ামভিনবা ইব পত্রবিশেষকাঃ।
মধুলিহাং মধুদান-বিশারদাঃ, কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ॥ ২৯॥

। দানবকুলের শোণিতপ্রবাহে যুদ্ধক্ষেত্রস্থ উড্ডীন ধূলিজাল অপসারিত
য়াছিলেন॥ ২৩॥

অনন্তর বসন্তকাল সমাগত হইল। বোধ হইল যেন, মাধ্যস্থ্যে ধর্ম্মরাজ, দানে
া, নিয়মনে বরুণ ও ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্রের তুল্য পূজিতবিক্রম সম্রাট্ দশরথকে সেবা
ার জন্যই নব নব পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া বসন্ত প্রাদুর্ভূত হইল॥ ২৪॥
সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমনাভিলাষী হইয়া সারথি অরুণের সহায়তায় রথাশ্ব
র্ত্তন পূর্ব্বক মলয়গিরি পরিত্যাগ করিলেন; তখন তুষাররাশি দূরীভূত
তে প্রভাতকাল পরম নির্ম্মলতা ধারণ করিল॥ ২৫॥ অগ্রে পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত
তৎপরে নবপল্লবরাজি বহির্গত হইল, অবশেষে ভ্রমরপংক্তি ও কোকিলগণের
শ্রুত হইতে লাগিল। এই প্রকারে বিটপিকুলবহুল কাননস্থলীতে অবতীর্ণ
বসন্ত ক্রমে ক্রমে আপনার চিহ্নসকল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল॥ ২৬॥
প্রার্থিগণ যেরূপ নরপতি দশরথের নীতিগুণসংবর্দ্ধিত পরহিতফলা সম্পত্তিকে
করিতে লাগিল, ভ্রমর, হংস ও সারসাদি জলচর পক্ষীরাও সেইরূপ বসন্ত-
া পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইল॥ ২৭॥ তখন বসন্তজাত অশোকপুষ্পই যে কেবল
র কামোদ্দীপনা করিল, তাহা নহে; উহার নবপল্লবও কামিনীদিগের কর্ণ-
ভূষণরূপে প্রদত্ত হইয়া বিলাসীবৃন্দকে যার পর নাই উন্মত্ত করিয়া তুলিল॥২৮॥
ক কুরবকপুষ্প প্রস্ফুটিত হইল; তৎকালে বোধ হইল যেন, ঈদৃশই উপবন

সুবদনাবদনাসবসম্ভৃতস্তদনুবাদিগুণঃ কুসুমোদ্গমঃ।
মধুকরৈরকরোন্মধুলোলুপৈর্বকুলমাকুলমায়তপঙ্‌ক্তিভিঃ ॥ ৩০ ॥
উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া, মুকুলজালমশোভত কিংশুকে।
প্রণয়িনীব নখক্ষতমণ্ডনং, প্রমদয়া মদয়ার্পিতলজ্জয়া ॥ ৩১ ॥
ব্রণগুরুপ্রমদাধরদুঃসহং, জঘননির্বিষয়ীকৃতমেখলম্।
ন খলু তাবদশেষমপোহিতুং, রবিরলং বিরলং কৃতবান্ হিমম্ ॥ ৩২ ॥
অভিনয়ান্ পরিচেতুমিবোদ্যতা, মলয়মারুতকম্পিতপল্লবা।
অমদয়ৎ সহকারলতা মনঃ, সকলিকা কলিকামজিতামপি ॥ ৩৩ ॥
প্রথমমন্যভৃতাভিরুদীরিতাঃ, প্রবিরলা ইব মুগ্ধবধূকথাঃ।
সুরভিগন্ধিষু শুশ্রুবিরে গিরঃ, কুসুমিতাসু মিতা বনরাজিষু ॥ ৩৪ ॥
শ্রুতিসুখভ্রমরস্বনগীতয়ঃ, কুসুমকোমলদন্তরুচো বভুঃ।
উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ, কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ ॥ ৩৫

লক্ষ্মীর নবপত্র রচনা করিয়া দিয়াছে। তখন মধুকরকুল মধুদানদক্ষ কুরবকের পান করিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল ॥২৯॥ রমণীদিগের মুখম বকুলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহার গন্ধ মদ্যগন্ধের অনুকরণ করিল। তখন পানলুব্ধ মধুকরগণ দীর্ঘশ্রেণীতে সজ্জিত হইয়া বকুলতরুকে একান্ত আকুল কি তুলিল ॥ ৩০ ॥ বসন্তলক্ষ্মী কিংশুকবৃক্ষে যে সকল পুষ্প প্রদান করিল, তদ্দর্শনে হইল যেন,মধুপানমত্তা নির্লজ্জা রমণী প্রণয়ীর দেহে নখক্ষত করিয়া দিয়াছে ॥ ৩ প্রিয়তম কর্ত্তৃক অধরোষ্ঠে দশনক্ষত হইলে প্রণয়িনীগণ যে হিম সহ্য করিতে স হয় নাই, যে হিমের প্রতাপে প্রমদাকুল নিতম্বপ্রদেশে মেখলা ধারণ করিতে প নাই, এখন সূর্য্যদেব সেই হিমরাশি নিঃশেষে দূরীকৃত করিতে না পারিলেও বি করিয়া দিলেন ॥ ৩২ ॥ মুকুলমালামণ্ডিত সহকারলতা মলয়সমীরপ্রভাবে পল্লব কম্পিত করাতে বোধ হইল যেন, অভিনয় অভ্যাসচ্ছলে রাগদ্বেষবর্জ্জিত লো চিত্ত উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে ॥ ৩৩ ॥ পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হওয়াতে তাহার সৌগ বনস্থলী সুরভিত হইয়া উঠিল ; তখন কোকিলাগণের কূজন শ্রুত হওয়াতে,বো হইল যেন, মুগ্ধবধূর মুখ হইতে বিরল (অল্প অল্প) বাক্য বিনির্গত হইতেছে ॥ কাননস্থিত লতাসমূহের কিসলয়সকল বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া নর্ত্তকীবৃন্দের সমন্বিত হস্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; পুষ্পরাজি তাহাদের কোমলদন্ত ভ্রমরকুলের শ্রুতিমনোহর ঝঙ্কারশব্দ সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥

ললিতবিভ্রমবন্ধবিচক্ষণং, সুরভিগন্ধপরাজিতকেসরম্ ।
পতিষু নির্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ, স্মরসখং রসখণ্ডনবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥
শুশুভিরে স্মিতচারুতরাননাঃ, স্ত্রিয় ইব শ্লথশিঞ্জিতমেখলাঃ ।
বিকচতামরসা গৃহদীর্ঘিকা, মদকলোদকলোলবিহঙ্গমাঃ ॥ ৩৭ ॥
উপযযৌ তনুতাং মধুখণ্ডিতা, হিমকরোদয়পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ ।
সদৃশমিষ্টসমাগমনির্বৃতিং, বনিতয়ানিতয়া রজনীবধূঃ ॥ ৩৮ ॥
অপতুষারতয়া বিষদপ্রভৈঃ, সুরতসঙ্গপরিশ্রমনোদিভিঃ ।
কুসুমচাপমতেজয়দংশুভির্হিমকরো মকরোর্জ্জিতকেতনম্ ॥ ৩৯ ॥
হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ, প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং, তদলকে দলকেশরপেশলম্ ॥ ৪০ ॥
অলিভিরঞ্জনবিন্দুমনোহরৈঃ, কুসুমপঙ্ক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ ।
ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীং, ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব ॥ ৪১ ॥

যে মদ্য দ্বারা অনঙ্গোদ্দীপন হয়,যাহা মনোরম হাবভাববর্দ্ধনের প্রধান সহায়স্বরূপ, কামিনীবৃন্দ সেই মদ্য নিজ নিজ প্রিয়তমের সহিত সানুরাগে পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ মদ্যের দিব্যগন্ধে বকুলপুষ্পের গন্ধও পরাভূত হয় ॥ ৩৬ ॥ প্রফুল্ল পদ্মদলে গৃহদীর্ঘিকা বিরাজিত হইল, হংসসারসাদি জলচর বিহঙ্গেরা অব্যক্তমধুর শব্দ সহকারে উহার জলে বিহার করিতে আরম্ভ করিল। শিথিলভাবে শব্দায়মান কাঞ্চীদামে অলঙ্কৃত হাস্যমুখী রমণীগণ যেমন শোভা পায়, ঐ সমস্ত দীর্ঘিকাও তখন সেইরূপ শোভা ধারণ করিল ॥ ৩৭ ॥ প্রিয়সমাগমসুখে বঞ্চিত হইলে নারীজন যেমন কৃশা হয়, বসন্তকালীন যামিনীবধূও সেইরূপ কৃশা হইয়া গেল এবং চন্দ্রমার উদয়ে উহার বদনকান্তি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল ॥ ৩৮ ॥ নীহাররাশি বিদূরিত হওয়াতে চন্দ্রমা বিমলকান্তি ধারণ করিলেন এবং রতিশ্রমহারক রশ্মিমালা বিস্তার করিয়া কামের পুষ্পশরকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন ॥ ৩৯ ॥ রমণীবৃন্দ প্রণয়িপ্রদত্ত সুকুমার কর্ণিকারপুষ্প নিজ নিজ অলকে বিন্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল; ঐ সকল পুষ্প উপবনলক্ষ্মীর স্বর্ণভূষণের প্রতিনিধিস্বরূপ, ঘৃতাহুতিপ্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, কোমল দল ও কেশরবিশিষ্ট ॥ ৪০ ॥ তিলক যেমন নারীজনকে অলঙ্কৃত করে, অঞ্জনবিন্দুসুন্দর ভ্রমরকুল সেইরূপ তিলকবৃক্ষের কুসুমোপরি বসিয়া কাননশোভা বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিল ॥ ৪১ ॥ বৃক্ষদিগের চিত্তহারিণী বিলা-

অমদয়ন্মধুগন্ধসনাথয়া, কিসলয়াধরসঙ্গতয়া মনঃ।
কুসুমসম্ভৃতয়া নবমল্লিকা, স্মিতরুচা তরুচারুবিলাসিনী ॥ ৪২ ॥
অরুণরাগনিষেধিভিরংশুকৈঃ, শ্রবণলব্ধপদৈশ্চ যবাঙ্কুরৈঃ।
পরভৃতাবিরুতৈশ্চ বিলাসিনঃ, স্মরবলৈরবলৈকরসাঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥
উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বকযোগমুপেয়ুষী।
সদৃশকান্তিরলক্ষ্যত মঞ্জরী, তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ধ্বজপটং মদনস্য ধনুর্ভৃতশ্ছবিকরং মুখচূর্ণমৃতুশ্রিয়ঃ।
কুসুমকেশররেণুমলিব্রজাঃ, সপবনোপবনোত্থিতমন্বয়ুঃ ॥ ৪৫ ॥
অনুভবন্নবদোলমৃতূৎসবং, পটুরপি প্রিয়কণ্ঠজিঘৃক্ষয়া।
অনয়দাসনরজ্জুপরিগ্রহে, ভুজলতাং জড়তামবলাজনঃ ॥ ৪৬ ॥
ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈর্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ।
পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে, স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ ॥ ৪৭ ॥
অথ যথাসুখমার্ত্তবমুৎসবং, সমনুভূয় বিলাসবতীসখঃ।
নরপতিশ্চকমে মৃগয়ারতিং, স মধুমন্মধুমন্মথসন্নিভঃ ॥ ৪৮ ॥

সিনী নবমল্লিকা মধুগন্ধসুরভি পুষ্পসম্ভারে মণ্ডিত হইয়া কিসলয়াধরে পতিত হাস্যশোভায় যেন পথিকবৃন্দের মন হরণ করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ অরুণরাগ-রঞ্জিত বস্ত্র, কর্ণে নিবেশিত যবাঙ্কুর ও কৌকিলকূজন, এই সমস্ত মদনসৈন্য দ্বারা বিলাসিকুলের চিত্ত কামিনীগণের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া উঠিল ॥ ৪৩ ॥ শ্বেতবর্ণ-পরাগসমাকীর্ণ অলিকদম্বব্যাপ্ত তিলকবৃক্ষোত্থ মঞ্জরী নারীগণের অলকন্যস্ত মুক্তা-মালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ৪৪ ॥ অলিকুল শরাসনধারী কন্দর্পের পতাকা-স্বরূপ, বসন্তলক্ষ্মীর মুখ-শোভাসম্পাদক, কুঙ্কুমাদিচূর্ণ তুল্য, উপবনোত্থ পুষ্পরেণুর অণুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ মহিলাকুল দোলারোহণে সমর্থ হইলেও বসন্ত-রচিত দোলার আলোড়নজনিত সুখানুভব-সময়ে প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গনার্থ উৎ-কণ্ঠিত হইয়া দোলাসনের রজ্জু-গ্রহণে ভুজলতা শিথিল করিয়া দিল ॥ ৪৬ ॥ 'হে মানিনীবৃন্দ! মান ত্যাগ কর, বৃথা কলহ করিও না, এই উপভোগসমর্থ যৌবন বিগত হইল আর প্রত্যাবৃত্ত হইবে না,' কোকিলেরা কামদেবের এই প্রকার অভিপ্রায় ঘোষণা করিলেই যেন অবলাগণ বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥

তখন বিষ্ণু, বসন্ত ও মদনসন্নিভ রাজা দশরথ বিলাসিনীবৃন্দের সহিত যথা-

পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে, ভয়রুষোশ্চ তদিঙ্গিতবোধনম্।
শ্রমজয়াৎ প্রগুণাঞ্চ করোত্যসৌ, তনুমতোহনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ ॥ ৪৯ ॥
মৃগবনোপগমক্ষমবেশভৃৎ, বিপুলকণ্ঠনিষক্তশরাসনঃ।
গগনমশ্বখুরোদ্ধৃতরেণুভির্নৃসবিতা স বিতানমিবাকরোৎ ॥ ৫০ ॥
গ্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া, তরুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ।
তুরগবল্‌গনচঞ্চলকুণ্ডলো, বিরুরুচে রুরুচেষ্টিতভূমিষু ॥ ৫১ ॥
তনুলতাবিনিবেশিতবিগ্রহা, ভ্রমরসংক্রমিতেক্ষণবৃত্তয়ঃ।
দদৃশুরধ্বনি তং বনদেবতাঃ, সুনয়নং নয়নন্দিতকোশলম্ ॥ ৫২ ॥
শ্বগণিবাগুরিকৈঃ প্রথমাস্থিতং, ব্যপগতানলদস্যু বিবেশ সঃ।
স্থিরতুরঙ্গমভূমি নিপানবন্মৃগবয়োগবয়োপচিতং বনম্ ॥ ৫৩ ॥

নিয়মে ঋতুসুখ অনুভব করিয়া মৃগয়াবিহারে অভিলাষী হইলেন ॥ ৪৮ ॥ মৃগয়া দ্বারা ধাবমান মৃগ-গবয়াদি চললক্ষ্য-ভেদ শিক্ষা করা যায়, পশুদিগের ভয়-রোষজনিত ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে এবং শ্রমসহিষ্ণুতা বশতঃ দেহ নিরতিশয় লঘু হয়, এই সমস্ত হেতুতে অমাত্যবৃন্দ নরপতির মৃগয়াগমনে অনুমোদন করিলে তিনি রাজপুরী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি যখন মৃগয়া-যাত্রা করেন, তখন বনবিহারযোগ্য বেশভূষা ধারণ করিলেন এবং নিজ বিশাল স্কন্ধে কার্ম্মুক স্থাপন পূর্ব্বক অশ্বখুরোত্থ ধূলিপটলে নভোমণ্ডল আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫০ ॥ তৎপরে তিনি বনফুলের মালায় কেশপাশ বন্ধন ও পল্লবতুল্য বর্ণবিশিষ্ট বর্ম্ম দ্বারা দেহ সমাচ্ছাদিত করিলেন। গমনকালে ঘোটকের প্লুতিগতিবশে তাঁহার কর্ণ-কুণ্ডল দুলিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকার শোভায় বিমণ্ডিত হইয়া তিনি রুরু-নামক মৃগের প্রচারভূমিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তৎকালে বন-দেবতারা সূক্ষ্ম লতাসমূহে দেহ বিনিবেশিত ও অলিবৃন্দে নেত্র সমর্পণ পূর্ব্বক নীতিগুণে কোশলরাজ্যবাসী প্রজাপুঞ্জের চিত্তরঞ্জনকারী সুলোচন অজকুমার নৃপতি দশরথকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ (মৃগয়াযাত্রাকালে) অগ্রে ব্যাধেরা হস্তে লগুড় ধারণ পূর্ব্বক কুক্কুরদল সহ কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; তৎপরে রাজা সেই বন অগ্নি ও দস্যুভয়বিহীন জানিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। সেই বনে তুরঙ্গমদিগের গমনযোগ্য দৃঢ়ভূমি ও কূপ বিদ্যমান ছিল; তথায় মৃগ-গবয়াদি পশুসকলও পরিভ্রমণ করিত ॥ ৫৩ ॥ ভাদ্রমাস যেরূপ স্বর্ণপ্রভা পিশঙ্গবর্ণা বিদ্যুল্লতারূপ মৌর্ব্বী দ্বারা ইন্দ্রায়ুধ ধারণ করে, রাজা দশরথও সেইরূপ হৃষ্টচিত্তে

অথ নভস্য ইব ত্রিদশায়ুধং, কনকপিঙ্গতড়িদ্‌গুণসংযুতম্।
ধনুরধিজ্যমনাধিরুপাদদে, নরবরো রবরোষিতকেশরী ॥ ৫৪ ॥
তস্য স্তনপ্রণয়িভির্মুহুরেণশাবৈর্ব্যাহন্যমানহরিণীগমনং পুরস্তাৎ।
আবির্বভূব কুশগর্ভমুখং মৃগাণাং, যূথং তদগ্রসরগর্ব্বিতকৃষ্ণসারম্ ॥ ৫৫ ॥
তৎ প্রার্থিতং জবনবাজিগতেন রাজ্ঞা, তূণীমুখোদ্ধৃতশরেণ বিশীর্ণপঙ্‌ক্তি।
শ্যামীচকার বনমাকুলদৃষ্টিপাতৈর্বাতেরিতোৎপলদলপ্রকরৈরিবার্দ্রৈঃ ॥ ৫৬॥
লক্ষ্যীকৃতস্য হরিণস্য হরিপ্রভাবঃ, প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহম্।
আকর্ণকৃষ্টমপি কামিতয়া স ধন্বী, বাণং কৃপামৃদুমনাঃ প্রতিসঞ্জহার ॥ ৫৭ ॥
তস্যাপরেষ্বপি মৃগেষু শরান্ মুমুক্ষোঃ,কর্ণান্তমেত্য বিভিদে নিবিড়োঽপি মুষ্টিঃ
ত্রাসাতিমাত্রচটুলৈঃ স্মরতঃ সুনেত্রৈঃ,প্রৌঢ়প্রিয়ানয়নবিভ্রমচেষ্টিতানি ॥৫৮॥
উত্তস্থুষঃ সপদি পল্বলপঙ্কমধ্যান্মুস্তাপ্ররোহকবলাবয়বানুকীর্ণম্।
জগ্রাহ চ দ্রুতবরাহকুলস্য মার্গং, সুব্যক্তমার্দ্রপদপংক্তিভিরায়তাভিঃ ॥ ৫৯ ॥

শরাসন ধারণ পূর্ব্বক জ্যারোপণ করিলেন। তখন কার্ম্মুকেরে টঙ্কার-শব্দে সিংহগণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৫৪ ॥

ইত্যবসরে হরিণের একটি দল কুশগ্রাস চর্ব্বণ করিতে করিতে নরপতি দশরথের সম্মুখে সমাগত হইল। ঐ দলের অগ্রে অগ্রে মদগর্ব্বিত কৃষ্ণসারেরা গমন করিতেছিল এবং মৃগশাবকেরা স্তন্যপানের বাসনায় মৃগীদিগের গমনে বাধা উৎপাদন করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ রাজা দশরথ তাহা দেখিয়া তূণীর হইতে বাণ উত্তোলন পূর্ব্বক ক্ষিপ্রগামী তুরঙ্গ-সহায়ে উহাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন যূথভ্রষ্ট মৃগকুলের কাতর দৃষ্টি পবনচালিত জলসিক্ত উৎপলদলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ; তাহাদের সেই দৃষ্টিপাতে বনস্থলী শ্যামবর্ণ ধারণ করিল ॥ ৫৬ ॥

তদনন্তর ইন্দ্রসদৃশ মহাবল রাজা দশরথ কার্ম্মুক ধারণ করিয়া একটি মৃগের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তদ্দর্শনে ঐ মৃগের প্রিয়-সহচরী মৃগী আপন প্রিয়তমের দেহ ব্যবধান করিয়া মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইল ; তাহা দেখিয়া প্রেমানুরাগী নরপতির হৃদয় করুণরসে অভিষিক্ত হইল ; তিনি আকর্ণ আকৃষ্ট বাণ প্রতিসংহার করিলেন ॥ ৫৭ ॥ পরে অপরাপর মৃগদিগের প্রতি শরক্ষেপে তাঁহার ইচ্ছা হইল বটে ; কিন্তু তাহাদিগের ত্রাসতরল চক্ষু দর্শনে প্রগল্‌ভা প্রিয়তমার নেত্র-বিভ্রম স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে আকর্ণ আকৃষ্ট দৃঢ় মুষ্টি পুনরায় শিথিল করিলেন ॥ ৫৮ ॥

এ দিকে একদল বরাহ পল্বলপঙ্কগর্ভ হইতে উঠিয়া ত্বরিতগতি পলায়ন করিতে-

তং বাহনাদবনতোত্তরকায়মীষদ্‌বিধ্যন্তমুদ্ধৃতসটাঃ প্রতিহন্তুমীষুঃ।
নাত্মানমস্য বিবিদুঃ সহসা বরাহা, বৃক্ষেষু বিদ্ধমিষুভির্জঘনাশ্রয়েষু॥ ৬০॥
তেনাভিঘাতরভসস্য বিকৃষ্য পত্রী, বন্যস্য নেত্রবিবরে মহিষস্য মুক্তঃ।
নির্ভিদ্য বিগ্রহমশোণিতলিপ্তপুঙ্খস্তং পাতয়াম্প্রথমমাস পপাত পশ্চাৎ॥৬১॥
প্রায়ো বিষাণপরিমোক্ষলঘূত্তমাঙ্গান্,খড়্গাংশ্চকার নৃপতির্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ।
শৃঙ্গং স দৃপ্তবিনয়াধিকৃতঃ পরেষামত্যুচ্ছ্রিতং ন মমৃষে ন তু দীর্ঘমায়ুঃ॥৬২॥
ব্যাঘ্রানভীরভিমুখোৎপতিতান্ গুহাভ্যঃ, ফুল্লাসনাগ্রবিটপানিব বায়ুরুগ্নান্।
শিক্ষাবিশেষলঘুহস্ততয়া নিমেষাৎ, তূণীচকার শরপূরিতবক্ত্ররন্ধ্রান্॥ ৬৩॥

ছিল; রাজা দশরথ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সুদীর্ঘ আর্দ্রচরণপংক্তি লক্ষ্য করিয়া অনুগামী হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন, বরাহেরা যে সকল মুস্তাঙ্কুর চর্ব্বণ করিয়াছিল, সেই সমস্ত মুস্তাঙ্কুর-খণ্ড তাহাদের বদনবিবর হইতে স্খলিত হইয়া পথিমধ্যে নিপতিত হইয়াছে॥ ৫৯॥ তখন রাজা দশরথ দেহের উত্তরার্দ্ধ কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া বাণ দ্বারা বরাহদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; বরাহেরাও সটাজাল উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিতে উদ্যত হইল; রাজা দশরথ এরূপ শরক্ষেপে সুদক্ষ যে, বরাহদিগের জঘনদেশ বৃক্ষের সহিত বাণবিদ্ধ হইল, তাহারা তাহা জানিতেও সমর্থ হইল না॥ ৬০॥ তৎপরে একটা আরণ্য মহিষ রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তিনি কার্ম্মুক আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার নেত্রগহ্বরে একটি বাণ প্রয়োগ করিলেন; প্রক্ষিপ্ত বাণ এরূপ আশু-গতি গমন করিল যে, মহিষদেহ ভেদ পূর্ব্বক রুধির-লিপ্ত না হইয়াই অগ্রে মহিষকে পাতিত করিল, পরে আপনিও পতিত হইল॥ ৬১॥ দুষ্টদমনে নিযুক্ত রাজা দশরথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা গণ্ডারকুলের খড়্গাকার শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তাহাদের শিরোভার লঘু করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু প্রাণবধ করিলেন না; কারণ, শত্রুগণের প্রাধান্য তাঁহার সহ্য হইত না; কিন্তু তিনি দীর্ঘ-জীবনের বিরোধী ছিলেন না॥ ৬২॥ প্রফুল্ল সর্জ্জতরুর শাখা বায়ুভগ্ন হইলে যেরূপ দেখায়, সেরূপ কতকগুলি শার্দ্দূল পর্ব্বত-কন্দর হইতে বহির্গত হইয়া রাজার অভিমুখে উপস্থিত হইল; নির্ভীক রাজা দশরথ সবিশেষ অভ্যাস হেতু ক্ষিপ্রহস্ততা-প্রদর্শন সহকারে বাণজালে তাহাদিগের মুখবিবর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ৬৩॥

নির্ঘাতোগ্রৈঃ কুঞ্জলীনান্ জিঘাংসুর্জ্যানির্ঘোষৈঃ ক্ষোভয়ামাস সিংহান্।
নূনং তেষামভ্যসূয়াপরোঽভূদ্‌বীর্য্যোদগ্রে রাজশব্দে মৃগেষু ॥ ৬৪ ॥
তান্ হত্বা গজকুলবদ্ধতীব্রবৈরান্, কাকুৎস্থঃ কুটিলনখাগ্রলগ্নমুক্তান্।
আত্মানং রণকৃতকর্ম্মণাং গজানামানৃণ্যং গতমিব মার্গণৈরমংস্ত ॥ ৬৫ ॥
চমরান্ পরিতঃ প্রবর্ত্তিতাশ্বঃ, ক্বচিদাকর্ণবিকৃষ্টভল্লবর্ষী।
নৃপতীনিব তান্ বিযোজ্য সদ্যঃ, সিতবালব্যজনৈর্জগাম শান্তিম্ ॥ ৬৬ ॥
অপি তুরগসমীপাদুৎপতন্তং ময়ূরং, ন স রুচিরকলাপং বাণলক্ষ্যীচকার।
সপদি গতমনস্কশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ণে,রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ
তস্য কর্কশবিহারসম্ভবং, স্বেদমাননবিলগ্নজালকম্।
আচচাম সতুষারশীকরো, ভিন্নপল্লবপুটো বনানিলঃ ॥ ৬৮ ॥
ইতি বিস্মৃতান্যকরণীয়মাত্মনঃ, সচিবাবলম্বিতধুরং ধরাধিপম্।
পরিবৃদ্ধরাগমনুবন্ধসেবয়া, মৃগয়া জহার চতুরের কামিনী ॥ ৬৯ ॥

তৎপরে তিনি নিকুঞ্জশায়ী সিংহদিগের বধাভিলাষে অশনিগর্জ্জনবৎ ভয়ঙ্কর মৌর্ব্বী টঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে সংক্ষোভিত করিয়া তুলিলেন; বোধ হইল যে সমস্ত পশু অপেক্ষা অধিক বলবান্ সিংহের উন্নত মৃগরাজপদবীতে তাঁহার ঈর্ষাসঞ্চার হইয়াছে॥ ৬৪ ॥ সিংহেরা হস্তীদিগের চিরশত্রু; তাহাদিগের কুটিল নখাগ্রে (হস্তীদিগের মস্তকস্থ) মুক্তাসকল সংলগ্ন রহিয়াছে; ককুৎস্থকুল-সম্ভূত রাজা দশরথ বাণ দ্বারা সেই সকল সিংহকে বধ করিয়া রণক্ষেত্রের সহায়ভূত হস্তীদিগের নিকট আপনাকে ঋণমুক্ত করিলেন॥ ৬৫ ॥ এক স্থানে তিনি চমরী নামক মৃগদিগের প্রতি অশ্বচালনা করিলেন এবং আকর্ণ আকৃষ্ট বাণ ও ভল্লাস্ত্র বর্ষণে বিজিত নৃপতিকুলের ন্যায় উহাদিগকে শ্বেতচামরশূন্য করিয়া আশু শান্তি লাভ করিলেন॥ ৬৬ ॥ কোন স্থানে কতকগুলি ময়ূর তাঁহার অশ্বের সমক্ষে উড্ডীন হইতে লাগিল; কিন্তু উহাদিগের পুচ্ছ দেখিয়া, প্রিয়তমাদিগের সুরতকালীন আলুলায়িতবন্ধন বিচিত্র-মাল্যমণ্ডিত কেশপাশ তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল অমনি তিনি ঐ মোহনবর্হভূষিত ময়ূরদিগের প্রতি আর শরপ্রয়োগ করিলেন না॥ ৬৭ ॥ শিশিরস্নিগ্ধ বনবায়ু বৃক্ষরাজির পল্লবপুট ভেদ করিয়া রাজার মৃগয়া জনিত মুখলগ্ন ঘর্ম্মবিন্দু হরণ করিল॥ ৬৮ ॥ এই প্রকারে নরপতি দশরথ অমাত্য গণের উপর রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক কার্য্যান্তর বিস্মৃত হইয়া অবিরত মৃগয়া

ললিতকুসুমপ্রবালশয্যাং, জ্বলিতমহৌষধিদীপিকাসনাথাম্।
পতিরতিবাহয়াম্বভূব, ক্বচিদসমেতপরিচ্ছদস্ত্রিযামাম্॥ ৭০ ॥
সি স গজযূথকর্ণতালৈঃ, পটুপটহধ্বনিভির্বিনীতনিদ্রঃ।
রমত মধুরাণি তত্র শৃণ্বন্, বিহগকূজিতবন্দিমঙ্গলানি ॥ ৭১ ॥
থ জাতু রুরোর্গৃহীতবর্ত্মা, বিপিনে পার্শ্বচরৈরলক্ষ্যমাণঃ।
মফেনমুচা তপস্বিগাঢ়াং, তমসাং প্রাপ নদীং তুরঙ্গমেণ ॥ ৭২ ॥
ম্ভপূরণভবঃ পটুরুচ্চৈরুচ্চচার নিনদোঽম্ভসি তস্যাঃ।
ত্র স দ্বিরদবৃংহিতশঙ্কী, শব্দপাতিনমিষুং বিসসর্জ্জ ॥ ৭৩ ॥
পতেঃ প্রতিসিদ্ধমেব তৎ, কৃতবান্ পঙ্‌ক্তিরথো বিলঙ্ঘ্য যৎ।
পথে পদমর্পয়ন্তি হি, শ্রুতবন্তোঽপি রজোনিমীলিতাঃ ॥ ৭৪ ॥

কান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। তখন মৃগয়া যেন চতুরা কামিনীর ন্যায় তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল ॥ ৬৯ ॥

তদনন্তর পরিজন-বিহীন রাজা দশরথ কোন স্থানে কোমল পল্লব ও কুসুম-বিরচিত শয্যায় শয়ান হইয়া উদ্ভাসিত মহৌষধিরূপ দীপালোকে যামিনী অতি-বাহিত করিলেন ॥ ৭০ ॥

অনন্তর রজনী-প্রভাতে পটহধ্বনিতুল্য করিবৃন্দের কর্ণাস্ফালনশব্দে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তখন তিনি স্তুতিপাঠকদিগের মঙ্গল-গীতির ন্যায় শ্রুতিমধুর বিহগকূজন শুনিতে শুনিতে সেই মনোরম বনভূভাগে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৭১ ॥ তৎপরে তিনি রুরুমৃগের মার্গানুসরণ পূর্ব্বক অশ্বের গতিবেগবশে অনুচরবৃন্দের অলক্ষিতে গহনকাননমধ্যস্থিত তাপসকুলসেবিত তমসানদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন নিরতিশয় পরিশ্রান্ত তুরঙ্গের বদনবিবর হইতে ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৭২ ॥ সহসা সেই তমসার গর্ভ হইতে কুম্ভপূরণজনিত এক মধুর শব্দ উত্থিত হইল; ঐ শব্দকে হস্তীর বৃংহিত-ধ্বনি বোধ করিয়া রাজা সেই শব্দানুসারে একটি শব্দভেদী বাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৩ ॥ নৃপতিদিগের পক্ষে বন্যহস্তিবধ বিধিবিরুদ্ধ; তথাপি যে রাজা সেই বিধি লঙ্ঘন করিলেন, তাহা বিচিত্র নহে। কারণ, রজোগুণে মলিন হইলে বুধগণও অপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

হা তাতেতি ক্রন্দিতমাকর্ণ্য বিষণ্ণস্তস্যান্বিষ্যন্ বেতসগূঢ়ং প্রভবং সঃ।
শল্যপ্রোতং প্রেক্ষ্য সকুম্ভং মুনিপুত্রং,
তাপাদন্তঃশল্য ইবাসীৎ ক্ষিতিপোঽপি ॥ ৭৫ ॥

তেনাবতীর্য্য তুরগাৎ প্রথিতান্বয়েন, পৃষ্টান্বয়ঃ স জলকুম্ভনিষণ্ণদেহঃ।
তস্মৈ দ্বিজেতরতপস্বিসুতং স্খলদ্ভিরাত্মানমক্ষরপদৈঃ কথয়াম্বভূব ॥ ৭৬ ॥
তচ্চোদিতশ্চ তমনুদ্ধৃতশল্যমেব, পিত্রোঃ সকাশমবসন্নদৃশোর্নিনায়।
তাভ্যাং তথাগতমুপেত্য তমেকপুত্রমজ্ঞানতঃ স্বচরিতং নৃপতিঃ শশংস ॥৭৭॥
তৌ দম্পতী বহু বিলপ্য শিশোঃ প্রহর্ত্তা, শল্যং নিখাতমুদহারয়তামুরস্তঃ।
সোঽভূৎ পরাস্যুরথ ভূমিপতিং শশাপ, হস্তার্পিতৈর্নয়নবারিভিরেব বৃদ্ধঃ ॥৭৮॥
দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্তবন্তম্।
আক্রান্তপূর্ব্বমিব মুক্তবিষং ভুজঙ্গং, প্রোবাচ কোশলপতিঃ প্রথমাপরাদ্ধঃ ॥৭৯॥

শব্দভেদী বাণ প্রযুক্ত হইবামাত্র তমসার সেই বেতসকুঞ্জাভ্যন্তর হইতে সহসা "হা তাত" এইরূপ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল; তাহা শ্রবণমাত্র রাজা দশরথ একান্ত বিষণ্ণ হইয়া সেই আর্ত্তনাদের কারণ অন্বেষণ করিলেন; (নিকটে উপস্থিত হইয়া) দেখিলেন, বাণবিদ্ধ এক মুনিকুমার কুম্ভের উপর নিপতিত হইয়া রহিয়াছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাজাও যেন হৃদয়ে শল্যবিদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥ ৭৫ ॥ তখন প্রথিতকুলসম্ভূত রাজা দশরথ আশু অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই কুম্ভসংশ্লিষ্টকায় মুনিবালকের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তখন স্খলিত-বচনে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিলেন যে, হে নৃপতে! বৈশ্যতাপসের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে আমার জন্ম ॥ ৭৬ ॥ মুনিকুমার এই কথা বলিলে নরপতি তাঁহার শল্যোদ্ধার না করিয়াই তাঁহাকে লইয়া তাঁহার জনক-জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সেই একমাত্র সন্তানের ঈদৃশী অবস্থা ও অজ্ঞানে আপনার কৃত কুকর্ম্মের যথাযথ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৭৭ ॥

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে তাপসদম্পতি অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিলেন এবং শিশুহন্তা সেই রাজাকে পুত্রের বক্ষঃস্থল হইতে শরমোচনে আদেশ করিলেন। নরপতি যেমন শরমোচন করিলেন, অমনি মুনিকুমারেরও প্রাণত্যাগ হইল। বৃদ্ধ তপস্বী তখন নয়নাশ্রু হস্তে লইয়া তদ্দ্বারা রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, "হে নৃপতে! তুমিও আমার ন্যায় চরমাবস্থায় পুত্রশোকে দেহত্যাগ করিবে।" এই প্রকারে অভিশপ্ত কৃতাপরাধ কোশলেশ্বর দশরথ

াপোঽপ্যদৃষ্টতনয়াননপদ্মশোভে, সানুগ্রহো ভগবতা ময়ি পাতিতোঽয়ম্।
ষ্যাং দহন্নপি খলু ক্ষিতিমিন্ধনেদ্ধো,বীজপ্ররোহজননীং জ্বলনঃ করোতি॥৮০॥
থঙ্গতে গতঘৃণঃ কিময়ং বিধত্তাং, বধ্যস্তবেত্যভিহিতো বসুধাধিপেন।
ধান্ হুতাশনবতঃ স মুনির্যযাচে, পুত্ত্রং পরাসুমনুগন্তুমনাঃ সদারঃ॥ ৮১॥
াপ্তানুগঃ সপদি শাসনমস্য রাজা, সম্পাদ্য পাতকবিলুপ্তধৃতির্নিবৃত্তঃ।
ন্তর্নিবিষ্টপদমাত্মবিনাশহেতুং, শাপং দধজ্জ্বলনমৌর্ব্বমিবাম্বুরাশিঃ॥ ৮২॥
তি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ মৃগয়াবর্ণনো নাম নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

দশমঃ সর্গঃ।

—:০:—

পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসনতেজসঃ।
কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদাময়ুতং যযৌ॥ ১॥

াহত মুক্তবিষ ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্! আপনার এই ভিসম্পাতে আজ আমি অনুগৃহীত হইলাম। কারণ, অদ্যাবধি পুত্ত্রমুখকমল-র্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রদীপ্ত বহ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদি সহায়ে কর্ষণোপ-াগী ভূমিকে দগ্ধ করিয়াও তাহার শস্যোৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধিত করে, আপনার দত্ত অভিশাপও আমার পক্ষে সেইরূপ বর সদৃশ হইল॥ ৭৮-৮০॥

তদনন্তর অভিশপ্ত ধরণীপতি দশরথ সেই তাপসকে কহিলেন, "এই বধার্হ রুণাশূন্য আপনাদিগের কি হিতসাধন করিবে, অনুমতি করুন।" তখন ীক ঋষি পুত্ত্র সহ চিতারোহণ-কামনায় নরপতিকে কহিলেন, "আমাদিগের প্রজ্বলিত কাষ্ঠরাশি প্রস্তুত কর॥" ৮১॥

তখন নরপতি দশরথ অনুচরবৃন্দের সাহায্যে আশু তাঁহার চিতা সজ্জিত রিয়া, ঋষিকুমারবধজনিত পাতকে নিরুৎসাহ হইয়া রাজধানী উদ্দেশে প্রতি-ন করিলেন। বাড়বাগ্নি যেরূপ সমুদ্রগর্ভে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকে, আত্ম-নাশকর সেই মুনিশাপও সেইরূপ তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ়-সন্নিবিষ্ট রহিল॥ ৮২॥

ইন্দ্রতুল্য মহাতেজা মহাসমৃদ্ধিশালী রাজা দশরথ ধরাশাসনে নিরত থাকিয়া কিঞ্চি অযুত বৎসর অতিবাহিত করিলেন॥ ১॥ কিন্তু এই দীর্ঘকালমধ্যে

ন চোপলেভে পূর্ব্বেষামৃণনির্মোক্ষসাধনম্
সুতাভিধানং স জ্যোতিঃ সদ্যঃ শোকতমোঽপহম্ ॥ ২ ॥
অতিষ্ঠৎ প্রত্যয়াপেক্ষসন্ততিঃ স চিরং নৃপঃ।
প্রাঙ্মন্থাদনভিব্যক্তরত্নোৎপত্তিরিবার্ণবঃ ॥ ৩ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গাদয়স্তস্য সন্তঃ সন্তানকাঙ্ক্ষিণঃ।
আরেভিরে জিতাত্মানঃ পুত্রীয়ামিষ্টিমৃত্বিজঃ ॥ ৪ ॥
তস্মিন্নবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম্।
অভিজগ্মুর্নিদাঘার্ত্তাশ্ছায়াবৃক্ষমিবাধ্বগাঃ ॥ ৫ ॥
তে চ প্রাপুরুদন্বন্তং বুবুধে চাদিপূরুষঃ।
অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্যসিদ্ধের্হি লক্ষণম্ ॥ ৬ ॥
ভোগিভোগসমাসীনং দদৃশুস্তং দিবৌকসঃ।
তৎফণামণ্ডলোদর্চ্চির্মণিদ্যোতিতবিগ্রহম্ ॥ ৭ ॥
শ্রিয়ঃ পদ্মনিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে।
অঙ্কে নিক্ষিপ্তচরণমাস্তীর্ণকরপল্লবে ॥ ৮ ॥

পিতৃঋণ-পরিশোধের সাধনস্বরূপ সদ্যঃ শোকতিমিরহারী পুত্রজ্যোতিলাভে সমর্থ হইলেন না ॥ ২ ॥ অপত্যলাভ কোন কারণবিশেষসাপেক্ষ, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি মন্থনের পূর্ব্বে অলক্ষিতরত্ন সাগরের ন্যায় বহুদিন অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর অপত্যার্থী রাজা দশরথের প্রার্থনায় জিতেন্দ্রিয় ঋষ্যশৃঙ্গাদি ঋত্বিক্‌বৃন্দ পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৪॥

এ দিকে গ্রীষ্মপীড়িত পথিকেরা যেমন ছায়াবহুল বৃক্ষের নিকট গমন করে, দেবগণও সেইরূপ পৌলস্ত্যনন্দন রাক্ষসপতি রাবণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বিষ্ণু-সকাশে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥ দেবগণ জলধিকূলে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ আদিপুরুষ নারায়ণও যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যাঁহার নিকট গমন করা যায়, আশু তাঁহার সহিত সমাগম হইলে তাহা ভাবী কার্য্যসিদ্ধির শুভলক্ষণ সংশয় নাই ॥ ৬ ॥

সুরগণ সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জনার্দ্দন অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং সেই অনন্তনাগের ফণামণ্ডলস্থিত মণিরাজির প্রভায় তাঁহার দেহ উদ্ভাসিত হইতেছে ॥ ৭ ॥ পদ্মাসনা কমলা দুকূল দ্বারা কাঞ্চীদাম আচ্ছাদন

প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্‌।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্‌॥ ৯॥
প্রভানুলিপ্তশ্রীবৎসং লক্ষ্মীবিভ্রমদর্পণম্‌।
কৌস্তুভাখ্যমপাং সারং বিভ্রাণং বৃহতোরসা॥ ১০॥
বাহুভির্বিটপাকারৈর্দিব্যাভরণভূষিতৈঃ।
আবির্ভূতমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্‌॥ ১১॥
দৈত্যস্ত্রীগণ্ডলেখানাং মদরাগবিলোপিভিঃ।
হেতুভিশ্চেতনাবদ্ভিরুদীরিতজয়স্বনম্‌॥ ১২॥
মুক্তশেষবিরোধেন কুলিশব্রণলক্ষ্মণা।
উপস্থিতং প্রাঞ্জলিনা বিনীতেন গরুত্মতা॥ ১৩॥
যোগনিদ্রান্তবিশদৈঃ পাবনৈরবলোকনৈঃ।
ভৃগ্বাদীননুগৃহ্লন্তং সৌখশায়নিকানৃষীন্‌॥ ১৪॥
প্রণিপত্য সুরাস্তস্মৈ শময়িত্রে সুরদ্বিষাম্‌।
অথৈনং তুষ্টুবুঃ স্তুত্যমবাঙ্‌মনসগোচরম্‌॥ ১৫॥

রিয়া তদুপরি নারায়ণের পদদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন॥ ৮॥ প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ রুণ-অরুণসন্নিভ-পীতাম্বরধারী সেই জনার্দ্দন শারদ প্রভাতের ন্যায় রমণীয়-নি॥ ৯॥ যাহার প্রভায় অনুলিপ্ত হইয়া শ্রীবৎসচিহ্ন সমুদ্ভাসিত হইয়াছে, হা লক্ষ্মীর বিলাসদর্পণস্বরূপ, সাগরের সারভূত সেই কৌস্তুভমণি তাঁহার প্রশস্ত ঃপ্রদেশে শোভা পাইতেছে॥ ১০॥ তিনি শাখাকার সালঙ্কার দীর্ঘবাহুচতুষ্টয়ে লক্ষিত; তাঁহাকে দর্শনমাত্র বোধ হইল যেন, সাগরগর্ভে আর একটি পারি-তরু প্রাদুর্ভূত হইয়াছে॥ ১১॥ যাহারা দানববালাগণের গণ্ডদেশ হইতে রাগ বিলুপ্ত করিয়াছিল, সেই সকল সজীব অস্ত্রসমূহ তাঁহার জয়শব্দ উচ্চারণ রিতেছে॥ ১২॥ বজ্রক্ষতকায় বিহগরাজ গরুড় বাসুকির সহিত নৈসর্গিক শত্রুতা র্জন পূর্ব্বক করযোড়ে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা করিতেছে॥১৩॥ যোগনিদ্রাভঙ্গ হইলে সেই ত্রিলোকনাথ তাঁহার সুখশয়নজিজ্ঞাসু ভৃগুপ্রমুখ দিগকে পাবন দৃষ্টিদ্বারা অনুগৃহীত করিতেছেন॥ ১৪॥
তদনন্তর অমরবৃন্দ অসুরহন্তা অবাঙ্মনসগোচর স্তবনীয় সেই নারায়ণকে তিসহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৫॥

নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং বিশ্বং তদনু বিভ্রতে।
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে তুভ্যং ত্রেধা স্থিতাত্মনে ॥ ১৬ ॥
রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে।
দেশে দেশে গুণেষ্বেবমবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
অমেয়ো মিতলোকস্ত্বমনর্থী প্রার্থনাবহঃ।
অজিতো জিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্তো ব্যক্তকারণম্ ॥ ১৮ ॥
হৃদয়স্থমনাসন্নমকামং ত্বাং তপস্বিনম্।
দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্ব্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ।
সর্ব্বপ্রভুরনীশস্ত্বমেকস্ত্বং সর্ব্বরূপভাক্ ॥ ২০ ॥

(ভগবন্!) আপনি প্রথমে বিশ্বের সৃষ্টি করেন, তৎপরে উহা পালন করেন এবং অবশেষে সংহার করিয়া থাকেন; এই ত্রিমূর্ত্তিধারী আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ এক প্রকার মধুররসপূর্ণ দিব্য জল যেমন দেশভেদে রসান্তরস্বাদ (ভিন্নরূপ আস্বাদ) ধারণ করে, আপনিও সেইরূপ নিজে নির্ব্বিকার হইয়াও সত্ত্বাদি গুণভেদে সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ হে দেব! আপনি অমেয়, মিতলোক, অনর্থী, প্রার্থনাবহ, অজিত, জিষ্ণু, অত্যন্ত অব্যক্ত এবং ব্যক্তের কারণ ॥ ১৮ ॥ * (হে ভগবন্!) আপনি হৃদয়স্থ (সর্ব্বান্তর্যামিত্ব হেতু নিত্যসন্নিহিত) হইয়াও অনাসন্ন (অগম্যরূপত্ব হেতু) দূরবর্ত্তী; (পরিপূর্ণত্ব হেতু) নিষ্কাম হইয়াও তপস্বী (ঋষিরূপে দুস্তর তপস্যায় রত); দয়ালু, নিষ্পাপ, পুরাণপুরুষ ও অক্ষর বলিয়া অভিহিত ॥ ১৯ ॥ আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু আপনাকে কেহ জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে; আপনি সর্ব্বযোনি (সকলের কারণ), কিন্তু স্বয়ং আত্মযোনি (আপনার কারণ নাই); আপনি সকলের প্রভু, কিন্তু আপনার প্রভু কেহ নাই এবং আপনি এক হইয়া সর্ব্বরূপভাক্ (বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন) ॥ ২০ ॥ আপনাকে সপ্তসামোপগীত,

---

* অমেয়—লোকে যাহার পরিমাণের ইয়ত্তা করিতে পারে না। মিতলোক—যিনি সমগ্র জগতের পরিচ্ছেদ (ইয়ত্তা) করিতে সমর্থ। অনর্থী—নিস্পৃহ। প্রার্থনাবহ—কামপ্রদ। অজিত—অন্য কর্ত্তৃক জিত নহে। জিষ্ণু—জয়শীল। অত্যন্ত অব্যক্ত—অতিসূক্ষ্মরূপ। ব্যক্তের কারণ—স্থূলরূপের কারণ।

সপ্তসামোপগীতং ত্বাং সপ্তার্ণবজলেশয়ম্ ।
সপ্তার্চ্চির্মুখমাচখ্যুঃ সপ্তলোকৈকসংশ্রয়ম্ ॥ ২১ ॥
চতুর্ব্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগাঃ ।
চতুর্ব্বর্গময়ো লোকস্ত্বত্তঃ সর্ব্বং চতুর্মুখাৎ ॥ ২২ ॥
অভ্যাসনিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্ ।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে ॥ ২৩ ॥
অজস্য গৃহ্নতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব ॥ ২৪ ॥
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং দুশ্চরং তপঃ ।
পর্য্যাপ্তোঽসি প্রজাঃ পাতুমৌদাসীন্যেন বর্ত্তিতুম্ ॥ ২৫ ॥
বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে ॥ ২৬ ॥

র্ণবজলেশয়, সপ্তার্চ্চির্মুখ ও সপ্তলোকৈকসংশ্রয় বলিয়া কীর্ত্তন করে ॥ ২১ ॥ * র্গফলপ্রদ জ্ঞান, চতুর্যুগাদি কালপরিমাণ এবং বিপ্রাদি চতুর্ব্বর্ণময় লোক- এই সকলই চতুর্ম্মুখরূপ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২২ ॥ যোগিবৃন্দ কামনায় অভ্যাসনিগৃহীত মনোদ্বারা অন্তরাত্মাকে বিষয়ান্তর হইতে নিব- করিয়া হৃদয়াধিষ্ঠিত আপনারই ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ । আপনি অজ গও জন্ম ধারণ করেন, নিরীহ (চেষ্টারহিত) হইয়াও শত্রু সংহার করেন এবং গনিদ্রাগত হইয়াও সতত জাগরূক ; সুতরাং আপনার তত্ত্ব কে জানিতে রবে বলুন ॥ ২৪ ॥ ঔদাসীন্য সহকারে অবস্থিত হইয়াও আপনি রূপরসাদি য়সম্ভোগ, দুষ্কর তপস্যা ও প্রজারক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ২৫ ॥ সমন্তাৎ প্রবহমান জল যেরূপ সাগরে মিলিত হয়, সেইরূপ আগমাদিশাস্ত্রে সিদ্ধিপথ নানা- নিরূপিত থাকিলেও আপনার সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু উহা আপনাতে পতিত হই-

---

* রথন্তরাদি সপ্ত সামবেদে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাঁহার নাম 'সপ্তসামোপগীত'। াগরের জলে যিনি শয়ন করেন, তাঁহাকে 'সপ্তার্ণবজলেশয়' বলে। অগ্নিরূশিখা সপ্তবিধ, ন্ত অগ্নির একটি নাম সপ্তার্চ্চিঃ, অগ্নি যাঁহার মুখ, তাঁহাকে 'সপ্তার্চ্চির্মুখ' বলে। ভূঃ, ভুবঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য এই সপ্তলোকের যিনি একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার নাম 'সপ্তলোকৈক-

ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্ম্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয়ঃ সন্নিবৃত্তয়ে॥ ২৭॥
প্রত্যক্ষোঽপ্যপরিচ্ছেদ্যো মহ্যাদির্মহিমা তব।
আপ্তবাগনুমানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি কা কথা॥ ২৮॥
কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ।
অনেন বৃত্তয়ঃ শেষা নিবেদিতফলাস্ত্বয়ি॥ ২৯॥
উদধেরিব রত্নানি তেজাংসীব বিবস্বতঃ।
স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যন্তে দূরাণি চরিতানি তে॥ ৩০॥
অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ॥ ৩১॥
মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥ ৩২॥
ইতি প্রসাদয়ামাসুস্তে সুরাস্তমধোক্ষজম্।
ভূতার্থব্যাহৃতিঃ সা হি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৩৩॥

য়াছে॥ ২৬॥ যাঁহারা সমগ্র কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া আপনাতে চিত্ত বিন্যস্ত করিয়াছেন, আপনিই সেই সকল বীতরাগ সংসারিবৃন্দের পুনর্জ্জন্মশান্তির একমাত্র গতিস্বরূপ॥ ২৭॥ বসুন্ধরাদি যে সকল দৃশ্যমান বস্তু বিদ্যমান, এতৎসমস্ত আপনার ঐশ্বর্য্যস্বরূপ; যখন ইহাদেরই ইয়ত্তা করা যায় না, তখন বেদাদি আপ্তবচন দ্বারা অনুমেয় আপনার বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? ২৮॥ যে ব্যক্তি আপনাকে স্মরণ করে, আপনি তাহাকেই পবিত্র করেন, অতএব বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আপনার দর্শনশ্রবণাদি অবশিষ্ট বৃত্তি সকল মহাফল প্রসব করে॥ ২৯॥ যেমন সমুদ্রের গর্ভস্থ রত্নরাজির ও দিবাকরের কিরণজালের বর্ণনা করা অসম্ভব, সেইরূপ স্তব দ্বারা আপনার অনন্তমহিমাও বর্ণন করা যায় না॥ ৩০॥ আপনার প্রাপ্তব্য কিছু নাই, অপ্রাপ্তও কিছু দেখা যায় না। তবে যে আপনি জন্ম ধারণ ও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা কেবল লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন মাত্র॥ ৩১॥ আপনার মহিমা বর্ণন করিয়াই যে আমাদের বাক্য শেষ হইল, তাহা নহে; গুণবর্ণনে সমর্থ না হওয়াতে কিংবা পরিশ্রম হওয়াতেই আমরা ক্ষান্ত হইলাম॥ ৩২॥

এই প্রকারে দেবগণ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিলেন। বস্তুতঃ এই সকল (দেবগণ-

তস্মৈ কুশলসংপ্রশ্নব্যঞ্জিতপ্রীতয়ে স্ুরাঃ ।
ভয়মপ্রলয়োদ্বেলাদাচখ্যুর্নৈর্ঋতোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥
অথ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধ্রানুনাদিনা ।
স্বরেণোবাচ ভগবান্ পরিভূতার্ণবধ্বনিঃ ॥ ৩৫ ॥
পুরাণস্য কবেস্তস্য বর্ণস্থানসমীরিতা ।
বভূব কৃতসংস্কারা চরিতার্থৈব ভারতী ॥ ৩৬ ॥
বভৌ সদশনজ্যোৎস্না সা বিভোর্বদনোদ্গতা ।
নির্যাতশেষা চরণাদ্গঙ্গেবোর্দ্ধপ্রবর্ত্তিনী ॥ ৩৭ ॥
জানে বো রক্ষসাক্রান্তাবনুভবপরাক্রমৌ ।
অঙ্গিনাং তমসেবোভৌ গুণৌ প্রথমমধ্যমৌ ॥ ৩৮ ॥
বিদিতং তপ্যমানঞ্চ তেন মে ভুবনত্রয়ম্ ।
অকামোপনতেনেব সাধোর্হৃদয়মেনসা ॥ ৩৯ ॥
কার্য্যেষু চৈককার্য্যত্বাদভ্যর্থ্যোঽস্মি ন বজ্রিণা ।
স্বয়মেব হি বাতোঽগ্নেঃ সারথ্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪০ ॥

) বাক্য পরমেষ্ঠী বিষ্ণুর পক্ষে স্বরূপোক্তি, কেবলমাত্র স্তব নহে ॥ ৩৩ ॥
র জনার্দ্দন দেবগণের কুশলপ্রশ্ন করিলে তাঁহারা প্রভুর সন্তোষ জন্মি-
বুঝিয়া বলিলেন, ভগবন্! রাক্ষসরূপ সমুদ্র অসময়ে উদ্বেলিত হওয়াতে
বাই পর নাই ভয়প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥
নন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন গম্ভীরস্বরে সাগরকূলসন্নিহিত পর্ব্বতকন্দর প্রতিধ্বনিত
বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পুরাণকবি নারায়ণের বর্ণোচ্চারণ-
ইতে সংস্কারপূত বাক্য উচ্চারিত হইয়া যেন কৃতার্থম্মন্য হইল ॥ ৩৬ ॥ সেই
ভগবানের মুখ হইতে শ্বেতদশনচ্ছটায় উদ্ভাসিত হওয়াতে বোধ হইল যেন,
। পাদপদ্মস্খলিতাবশিষ্ট গঙ্গাদেবী ঊর্দ্ধে গমন করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥
ভগবান্ কহিলেন, হে সুরবৃন্দ!) তমোগুণ দ্বারা যেরূপ জীবকুলের সত্ত্ব ও
গুণ পরাভূত হয়, রাক্ষসপতি রাবণ কর্ত্তৃক তোমাদিগের মহিমা ও পুরুষ-
সেইরূপ পরাভূত হইয়াছে, ইহা আমি অবগত আছি ॥ ৩৮ ॥ প্রমাদবশে
তে পাপ যেমন সাধুজনের হৃদয়কে সন্তপ্ত করে, সেই রাক্ষস কর্ত্তৃক সেই-
এই ত্রিভুবন পরিতপ্ত হইয়াছে, তাহাও আমি জানি ॥ ৩৯ ॥ প্রজারক্ষারূপ

স্বাসিধারাপরিহৃতঃ কামং চক্রস্য তেন মে।
স্থাপিতো দশমো মূর্দ্ধা লভ্যাংশ ইব রক্ষসা॥ ৪১॥
স্রষ্টুর্বরাতিসর্গাত্তু ময়া তস্য দুরাত্মনঃ।
অত্যারূঢ়ং রিপোঃ সোঢ়ং চন্দনেনেব ভোগিনঃ॥ ৪২॥
ধাতারং তপসা প্রীতং যযাচে স হি রাক্ষসঃ।
দৈবাৎ সর্গাদবধ্যত্বং মর্ত্ত্যেষ্বাস্থাপরাঙ্মুখঃ॥ ৪৩॥
সোঽহং দাশরথির্ভূত্বা রণভূমের্বলিক্ষমম্।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃকমলোচ্চয়ম্॥ ৪৪॥
অচিরাদ্‌যজ্বভির্ভাগং কল্পিতং বিধিবৎ পুনঃ।
মায়াবিভিরনালীঢ়মাদাস্যধ্বে নিশাচরৈঃ॥ ৪৫॥
বৈমানিকাঃ পুণ্যকৃতস্ত্যজন্তু মরুতাং পথি।
পুষ্পকালোকসংক্ষোভং মেঘাবরণতৎপরাঃ॥ ৪৬॥
মোক্ষ্যধ্বে স্বর্গবন্দীনাং বেণীবন্ধনদূষিতান্।
শাপযন্ত্রিতপৌলস্ত্যবলাৎকারকচগ্রহৈঃ॥ ৪৭॥

এক কার্য্যে দেবরাজ ইন্দ্র ও আমি উভয়ে নিযুক্ত; সুতরাং এ বিষয়ে ইন্দ্রে প্রার্থনা অনাবশ্যক। কারণ, পবনদেব নিজেই বহ্নির সহায় হইয়া থাকেন॥৪০ রাবণ যখন তপস্যায় নিযুক্ত ছিল, তখন শাণিত খড়্গ দ্বারা আপনার নয় মস্তক ছেদন করে; সেই সময়েই যেন তাহার অবশিষ্ট দশম মস্তকটি আমা চক্রের প্রাপ্য অংশ বলিয়া রাখিয়াছে॥ ৪১॥ চন্দনবৃক্ষ যেমন ভুজঙ্গের দাঃ উপদ্রব সহ্য করে,আমিও সেইরূপ ব্রহ্মবরগর্ব্বিত সেই দুরাচার রাক্ষসরাজের অত্যা চার সহ্য করিতেছি॥ ৪২॥ ঐ রাক্ষস কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা বিরিঞ্চিকে প্রস করিয়া, খাদ্যদ্রব্য বোধে মানবলোকের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবের অবধ্য বর প্রার্থনা করে॥ ৪৩॥ অতএব আমি দাশরথিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তীক্ষ্ণ শর দ্বা তাহার শিরঃপদ্মশ্রেণী ছেদন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রের বলি প্রদান করিব॥ ৪৪॥ তোম আশু যাজ্ঞিকগণ কর্তৃক বিধিদত্ত নিজ নিজ যজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হইবে, মায়াবী নিশা চরেরা তাহা কদাচ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৪৫॥ গগনপথে বৈমানিক গণ রাবণের পুষ্পকরথ দেখিয়া ভয়ে মেঘান্তরালে লুক্কায়িত হইতেন, এখন তাঁহা সে ভয় ত্যাগ করুন॥ ৪৬॥ নলকূবরের অভিশাপহেতু রাক্ষস রাবণ বন্দীকৃ

রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ।
অভিবৃষ্য মরুৎশস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে॥ ৪৮॥
পুরুহূতপ্রভৃতয়ঃ সুরকার্য্যোদ্যতং সুরাঃ।
অংশৈরনুযযুর্বিষ্ণুং পুষ্পৈর্বায়ুমিব দ্রুমাঃ॥ ৪৯॥
অথ তস্য বিশাম্পত্যুরন্তে কাম্যস্য কর্ম্মণঃ।
পুরুষঃ প্রবভূবাগ্নের্বিস্ময়েন সহর্ত্বিজাম্॥ ৫০॥
হেমপাত্রগতং দোর্ভ্যামাদধানঃ পয়শ্চরুম্।
অনুপ্রবেশাদাদ্যস্য পুংসস্তেনাপি দুর্ব্বহম্॥ ৫১॥
প্রাজাপত্যোপনীতং তদন্নং প্রত্যগ্রহীন্নৃপঃ।
বৃষেব পয়সাং সারমাবিষ্কৃতমুদন্বতা॥ ৫২॥
অনেন কথিতা রাজ্ঞো গুণাস্তস্যান্যদুর্লভাঃ।
প্রসূতিং চকমে তস্মিন্ ত্রৈলোক্যপ্রভবোঽপি যৎ॥ ৫৩॥

ববালাগণের কেশকলাপ সবলে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই, এখন তোমরা হাদের সেই স্পর্শদোষরহিত বেণীবন্ধন উন্মোচন কর॥ ৪৭॥

জলদরূপী জনার্দ্দন এইরূপে দশাননরূপ অনাবৃষ্টিবশে শুষ্ক শস্যরূপ দেবগণকে নামৃতে অভিষিক্ত করিয়া তিরোধান প্রাপ্ত হইলেন॥ ৪৮॥ বৃক্ষগণ যেন পুষ্পশি দ্বারা বায়ুর অনুসরণ করে, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ সেইরূপ নিজ নিজ অংশানুবে দেবকার্য্যসাধনোদ্যত হরির অনুগামী হইলেন॥ ৪৯॥

এ দিকে দশরথ নৃপতির কাম্য পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদিত হইলে এক দিব্যপুরুষ ই হস্তে স্বর্ণপাত্রস্থ পায়সচরু ধরিয়া বহ্নিগর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন; চরুমধ্যে দিপুরুষ হরির আবির্ভাব হওয়াতে ঐ পাত্র অতি গুরুভার হইয়াছিল, দিব্যপুরুষ ষ্টে উহা বহন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ঋত্বিকেরা বিস্ময়ে অভিভূত ইলেন॥ ৫০-৫১॥ সাগরগর্ভ হইতে অমৃত উত্থিত হইলে দেবরাজ যেমন তাহা হণ করিয়াছিলেন, দশরথনৃপতিও সেইরূপ প্রজাপতি-প্রেরিত দিব্যপুরুষ কর্ত্তৃক ানীত সেই পায়সচরু গ্রহণ করিলেন॥ ৫২॥ ত্রিভুবনকারণ বিষ্ণু যে তাঁহার ংশে জন্মগ্রহণে বাসনা করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই তাঁহার অন্যদুর্লভ গুণের পরিচয় াপ্ত হওয়া যায়॥ ৫৩॥ সূর্য্য যেমন স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে তাপ প্রদান করেন, দশরথও

স তেজো বৈষ্ণবং পত্ন্যোর্বিভেজে চরুসংজ্ঞিতম্।
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রমহর্পতিরিবাতপম্ ॥ ৫৪ ॥
অর্চ্চিতা তস্য কৌশল্যা প্রিয়া কেকয়দেশজা।
অতঃ সম্ভাবিতাং তাভ্যাং সুমিত্রামৈচ্ছদীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥
তে বহুজ্ঞস্য চিত্তজ্ঞে পত্ন্যৌ পত্যুর্মহীক্ষিতঃ।
চরোরর্দ্ধার্দ্ধভাগাভ্যাং তামযোজয়তামুভে ॥ ৫৬ ॥
সা হি প্রণয়বত্যাসীৎ সপত্ন্যোরুভয়োরপি।
ভ্রমরী বারণস্যেব মদনিস্যন্দরেখয়োঃ ॥ ৫৭ ॥
তাভির্গর্ভঃ প্রজাভূত্যৈ দধ্রে দেবাংশসম্ভবঃ ॥
সৌরীভিরিব নাড়ীভিরমৃতাখ্যাভিরম্ময়ঃ ॥ ৫৮ ॥
সমমাপন্নসত্ত্বাস্তা রেজুরাপাণ্ডুরত্বিষঃ।
অন্তর্গতফলারম্ভাঃ শস্যানামিব সম্পদঃ ॥ ৫৯ ॥
গুপ্তং দদৃশুরাত্মানং সর্ব্বাঃ স্বপ্নেষু বামনৈঃ।
জলজাসিগদাশার্ঙ্গচক্রলাঞ্ছিতমূর্ত্তিভিঃ ॥ ৬০ ॥

সেইরূপ চরুরূপ সেই বৈষ্ণবতেজ কৌশল্যা ও কৈকেয়ী নাম্নী পত্নীদ্বয়কে ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥ কৌশল্যা রাজার সম্মাননীয়া, কৈকেয়ী প্রিয়তমা (তৎপ্রতি রাজা অনুরাগবান্), এই কারণে দশরথের বিশ্বাস ছিল, এই দুই রাণী নিজ নিজ অংশ হইতে সুমিত্রাকে চরু প্রদান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ কৌশল্যা ও কেকয়ীও সর্ব্বজ্ঞ স্বামীর এই অভিপ্রায় বুঝিয়া স্ব স্ব চরুর অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন ॥৫৬॥ ভ্রমরী যেমন মদস্রাবী হস্তীর গণ্ডদ্বয়ে আসক্ত হয়, সুমিত্রাও সেইরূপ কৌশল্যা ও কেকয়ী এই দুই সপত্নীর একান্ত প্রণয়পাত্রী ছিলেন ॥ ৫৭ ॥

তদনন্তর ভাস্করদেবের অমৃতাখ্য কিরণজাল যেরূপ জলময় গর্ভ ধারণ করে, রাজা দশরথের তিন পত্নীও সেইরূপ প্রজাহিতার্থ বেদাংশসম্ভূত গর্ভ ধারণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ সম-সময়েই রাজমহিষীত্রয় গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন তাঁহাদের বদনকান্তি ঈষৎপাণ্ডুবর্ণ হইল; শস্যসম্পত্তির অভ্যন্তরে ফল জন্মিলে তাহার যেমন শোভা হয়, তাঁহারাও তখন সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ পরে তাঁহারা স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কতিপয় বামনদেহধারী পুরুষ শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের রক্ষাবিধান করিতেছে ॥ ৬০ ॥ আরও

হেমপক্ষপ্রভাজালং গগনে চ বিতন্বতা।
উহ্যন্তে স্ম সুপর্ণেন বেগাকৃষ্টপয়োমুচা॥ ৬১॥
বিভ্রত্যা কৌস্তুভন্যাসং স্তনান্তরবিলম্বিতম্।
পর্য্যুপাস্যন্ত লক্ষ্ম্যা চ পদ্মব্যজনহস্তয়া॥ ৬২॥
কৃতাভিষেকৈর্দিব্যায়াং ত্রিস্রোতসি চ সপ্তভিঃ।
ব্রহ্মর্ষিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণদ্ভিরুপতস্থিরে॥ ৬৩॥
তাভ্যস্তথাবিধান্ স্বপ্নান্ শ্রুত্বা প্রীতো হি পার্থিবঃ।
মেনে পরার্দ্ধ্যমাত্মানং গুরুত্বেন জগদ্গুরোঃ॥ ৬৪॥
বিভক্তাত্মা বিভুস্তাসামেকঃ কুক্ষিষ্বনেকধা।
উবাস প্রতিমাচন্দ্রঃ প্রসন্নানামপামিব॥ ৬৫॥
অথাগ্র্যমহিষী রাজ্ঞঃ প্রসূতি সময়ে সতী।
পুত্রং তমোপহং লেভে নক্তং জ্যোতিরিবৌষধিঃ॥ ৬৬॥
রাম ইত্যভিরামেণ বপুষা তস্য চোদিতঃ।
নামধেয়ং গুরুশ্চক্রে জগৎ-প্রথমমঙ্গলম্॥ ৬৭॥

খিলেন, বিহগপতি গরুড় আকাশমার্গে স্বর্ণ-পক্ষ-প্রসারণ সহকারে মহাবেগে াদপটল আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেবী লা স্তনযুগলমধ্যে বিলম্বিত কৌস্তুভমণি বিন্যাস পূর্ব্বক কমল-দলে বীজন র্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন। সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া দমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে তাঁহাদিগের আরাধনা করিতেছেন॥ ৬১-৬৩॥

রাজা দশরথ রাণীদিগের মুখে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া প্রীতিলাভ করিলেন এবং গদ্গুরু হরির পিতা হইলেন বলিয়া আপনাকে যার পর নাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে াগিলেন॥ ৬৪॥ প্রতিবিম্বিত শশধর যেমন বিমল জলগর্ভে অবস্থান করে, ই অদ্বিতীয় বিভু নারায়ণও সেইরূপ চতুরংশে বিভক্ত হইয়া রাজমহিষীত্রয়ের র্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ৬৫॥

তদনন্তর রজনীযোগে ওষধি যেরূপ তিমিরনাশক জ্যোতিঃ প্রসব করে, প্রধানা হিষী সতী কৌশল্যা সেইরূপ যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করিলেন॥ ৬৬॥ কুমার দেহকান্তি দেখিয়া পিতা দশরথ সেই পুত্রের সংসারের আদিমঙ্গলভূত শ্রীরাম' নাম রাখিলেন॥ ৬৭॥ তখন সেই অপ্রতিমতেজা রঘুকুলপ্রদীপ কুমা-

রঘুবংশপ্রদীপেন তেনাপ্রতিমতেজসা।
রক্ষাগৃহগতা দীপাঃ প্রত্যাদিষ্টা ইবাভবন্ ॥ ৬৮ ॥
শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতোদরী বভৌ।
সৈকতাম্ভোজ-বলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা ॥ ৬৯ ॥
কৈকেয্যাস্তনয়ো জজ্ঞে ভরতো নাম শীলবান্।
জনয়িত্রীমলঞ্চক্রে যঃ প্রশ্রয় ইব শ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥
সুতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রা সুষুবে যমৌ।
সম্যগারাধিতা বিদ্যা প্রবোধবিনয়াবিব ॥ ৭১ ॥
নির্দ্দোষমভবৎ সর্ব্বমাবিষ্কৃতগুণং জগৎ।
অন্বগাদিব হি স্বর্গো গাং গতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭২ ॥
তস্যোদয়ে চতুর্মূর্ত্তেঃ পৌলস্ত্যচকিতেশ্বরাঃ।
বিরজস্কৈর্নভস্বদ্ভির্দিশ উচ্ছ্বসিতা ইব ॥ ৭৩ ॥
কৃশানুরপধূমত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ প্রভাকরঃ।
রক্ষোবিপ্রকৃতাবাস্তামপবিদ্ধশুচাবিব ॥ ৭৪ ॥

রের প্রভায় সূতিকাগৃহস্থ প্রদীপরাজি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল ॥ ৬৮ ॥ পুত্রপ্রসবের পর দেবী কৌশল্যা কৃশোদরী হইয়া পড়িলেন; রাম তাঁহার নিকটস্থ শয্যায় শয়ান থাকাতে বোধ হইল যেন, পদ্মোপহার দ্বারা পূজিত, সৈকত-প্রদেশবর্ত্তিনী, শারদীয়া কৃশাঙ্গী জাহ্নবীর ন্যায় তিনি শোভা ধারণ করিয়াছেন ॥৬৯॥

তৎপরে কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতনামা এক শীলবান্ পুত্র জন্মধারণ করিলেন। সম্পদ্ যেরূপ বিনয় দ্বারা শোভা পায়, সেই পুত্র দ্বারা কেকয়ীরও সেইরূপ শোভা সম্পাদিত হইল ॥ ৭০ ॥ সম্যক্ অধীতবিদ্যা যেমন জ্ঞান ও বিনয় উৎপাদন করে, সুমিত্রাও সেইরূপ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন ॥ ৭১ ॥

তৎকালে সমস্ত জগৎ নির্দ্দোষ (দুর্ভিক্ষাদি দোষরহিত) এবং (আরোগ্যাদি) বিবিধ গুণবিশিষ্ট হইয়া শোভা পাইল। বোধ হইল যেন, ত্রিদিবধামই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই পুরুষোত্তম হরির অনুগমন করিয়াছে ॥ ৭২ ॥

এই প্রকারে বিভু জনার্দ্দন রামাদি চারি মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইলে বায়ু ধূলি-বিরহিত হইয়া বহিতে আরম্ভ হইল এবং রাবণভীত দিক্-সমূহ আপনার পতির আশ্রয়লাভে প্রীত হইয়াই যেন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৭৩ ॥ অগ্নি নির্ধূম ও দিবাকর প্রসন্ন হইলেন; বোধ হইল যেন, পূর্ব্বে তাঁহারা দশানন কর্ত্তৃক

দশাননকিরীটেভ্যস্তৎক্ষণাৎ রাক্ষসশ্রিয়ঃ।
মণিব্যাজেন পর্য্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ ॥ ৭৫ ॥
পুত্রজন্মপ্রবেশ্যানাং তূর্য্যাণাং তস্য পুত্রিণঃ।
আরম্ভং প্রথমং চক্রুর্দেবদুন্দুভয়ো দিবি ॥ ৭৬ ॥
সন্তানকময়ী বৃষ্টির্ভবনে চাস্য পেতুষী।
সন্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাদিরচনাভবৎ ॥ ৭৭ ॥
কুমারাঃ কৃতসংস্কারাস্তে ধাত্রীস্তন্যপায়িনঃ।
আনন্দেনাগ্রজেনেব সমং ববৃধিরে পিতুঃ ॥ ৭৮ ॥
স্বাভাবিকং বিনীতত্বং তেষাং বিনয়কর্ম্মণা।
মুমূর্চ্ছ সহজং তেজো হবিষেব হবির্ভুজাম্ ॥ ৭৯ ॥
পরস্পরাবিরুদ্ধাস্তে তদ্রঘোরনঘং কুলম্।
অলমুদ্যোতয়ামাসুর্দেবারণ্যমিবর্ত্তবঃ ॥ ৮০ ॥
সমানেঽপি হি সৌভ্রাত্রে যথোভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ প্রীত্যা দ্বন্দ্বং বভূবতুঃ ॥ ৮১ ॥

প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সে দুঃখ দূরীভূত হইল ॥ ৭৪ ॥ রাম
ন ভূমিষ্ঠ হন, সেই মুহূর্ত্তেই রাবণের কিরীট হইতে রত্নচ্ছলে রাক্ষস-লক্ষ্মীর
শ্রুবিন্দু ধরাতলে নিপতিত হইল ॥ ৭৫ ॥ রাজা দশরথের পুত্রজন্মোৎসবে সে
য়ে যে বাদ্যক্রিয়া হওয়া উচিত, সুরধামে দেবদুন্দুভি সকল তাহা প্রথমেই সম্পা-
ত করিল ॥ ৭৬ ॥ তৎকালে রাজপুরীতে যে পারিজাত-পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, পুত্র-
মহেতু তাহাই তৎকালোচিত মাঙ্গল্যক্রিয়ার আদিরচনা হইল ॥ ৭৭ ॥
(যথাকালে) কুমারগণের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে সংস্কৃত হইয়া
হারা ধাত্রীর স্তন্যপান পূর্ব্বক দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৮ ॥
হুর নৈসর্গিক তেজ যেমন ঘৃত দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সৎশিক্ষা দ্বারা কুমারগণের
ভাবিক বিনীতভাবও সেইরূপ (দিন দিন) বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥৭৯॥ বসন্তাদি
তুসকল যেরূপ পরস্পরবিরোধী গুণ পরিহার পুরঃসর দেবোদ্যান নন্দনবনকে
দ্ভাসিত করে, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দসম্পন্ন কুমারেরাও সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক রঘুবংশকে যার
র নাই উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন ॥ ৮০ ॥ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃবন্ধন পরস্পর
ন্য হইলেও প্রীতিবশে রাম ও লক্ষ্মণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর দ্বন্দ্ব-সহচর

তেষাং দ্বয়োর্দ্বয়োরৈক্যং বিভিদে ন কদাচন।
যথা বায়ুবিভাবস্বোর্যথা চন্দ্রসমুদ্রয়োঃ ॥ ৮২ ॥
তে প্রজানাং প্রজানাথাস্তেজসাং প্রশ্রয়েণ চ।
মনো জহ্রুর্নিদাঘান্তে শ্যামাভ্রা দিবসা ইব ॥ ৮৩ ॥
স চতুর্দ্ধা বভৌ ব্যস্তঃ প্রসবঃ পৃথিবীপতেঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামবতার ইবাঙ্গবান্ ॥ ৮৪ ॥
গুণৈরারাধয়ামাসুস্তে গুরুং গুরুবৎসলাঃ।
তমেব চতুরন্তেশং রত্নৈরিব মহার্ণবাঃ ॥ ৮৫ ॥
সুরগজ ইব দন্তৈর্ভগ্নদৈত্যাসিধারৈর্নয় ইব পণবন্ধব্যক্তযোগৈরুপায়ৈঃ ॥
হরিরিব যুগদীর্ঘৈর্দোর্ভিরংশৈস্তদীয়ৈঃ,
পতিরবনিপতীনাং তৈশ্চকাশে চতুর্ভিঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রামাবতারো নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০

হইলেন ॥ ৮১ ॥ বায়ুর সহিত বহ্নির এবং চন্দ্রের সহিত সমুদ্রের ন্যায় তাঁহাদিগে মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই দ্বন্দ্বের পরস্পর সাহচর্য্য কোন সময়েই দূরী ভূত হয় নাই ॥ ৮২ ॥ নিদাঘশেষে নীলমেঘাচ্ছন্ন দিবসের ন্যায় সেই প্রজানাথ রাজ পুত্রগণ তেজ ও বিনয়বিভব দ্বারা প্রজাপুঞ্জের চিত্তরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮৩ তাঁহারা যেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বর্গরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

তদনন্তর চতুঃসাগর যেমন রত্নরাজি দ্বারা দিগীশ্বর দশরথের উপাসনা করে গুরুবৎসল কুমারেরাও সেইরূপ গুণরাশি দ্বারা পিতার সন্তোষ উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮৫ ॥ দানবগণের অসিভেদী দশনচতুষ্টয় দ্বারা ঐরাবত যেমন শোভা পায়, ফলানুমেয় সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ে নীতি যেমন সুশোভিত হয়, যুগকাষ্ঠবৎ চতুর্ভুজ দ্বারা নারায়ণ যেমন শোভা পান, নরপতি দশরথও সেইরূপ নারায়ণাংশজাত পুত্রচতুষ্টয় দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

একাদশঃ সর্গঃ।

—০৪৪৪০—

কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীশ্বরো, রামমধ্বরবিঘাতশান্তয়ে।
কাকপক্ষধরমেত্য যাচিতস্তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ১ ॥
কৃচ্ছ্রলব্ধমপি লব্ধবর্ণভাক্, তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষ্মণম্।
অপ্যসুপ্রণয়িনাং রঘোঃ কুলে, ন ব্যহন্যত কদাচিদর্থিতা ॥ ২ ॥
যাবদাদিশতি পার্থিবস্তয়োর্নির্গমায় পুরমার্গসংস্ক্রিয়াম্।
তাবদাশু বিদধে মরুৎসখৈঃ, সা সপুষ্পজলবর্ষিভির্ঘনৈঃ ॥ ৩ ॥
তৌ নিদেশকরণোদ্যতৌ পিতুর্ধন্বিনৌ চরণয়োর্নিপেততুঃ।
ভূপতেরপি তয়োঃ প্রবৎস্যতোর্নম্রয়োরুপরি বাষ্পবিন্দবঃ ॥ ৪ ॥
তৌ পিতুর্নয়নজেন বারিণা, কিঞ্চিদুক্ষিতশিখণ্ডকাবুভৌ।
ধন্বিনৌ তমৃষিমন্বগচ্ছতাং, পৌরদৃষ্টিকৃতমার্গতোরণৌ ॥ ৫ ॥
লক্ষ্মণানুচরমেব রাঘবং, নেতুমৈচ্ছদৃষিরিত্যসৌ নৃপঃ।
আশিষঃ প্রযুযুজে ন বাহিনীং, সা হি রক্ষণবিধৌ তয়োঃ ক্ষমা ॥ ৬ ॥

তদনন্তর কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নরপতি দশরথ-সকাশে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ-বিঘ্ন-নিবারণার্থ কাকপক্ষধারী রামকে প্রার্থনা করিলেন। (রাম বালক হইলেও মহর্ষি যে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন, ইহা বিচিত্র নহে,) কারণ, তেজস্বীদিগের বয়ঃক্রমের দিকে কেহই লক্ষ্য করে না ॥ ১ ॥ সুবিজ্ঞ রাজা দশরথ বহুকষ্টলব্ধ সলক্ষ্মণ রামকে ঋষিবরের হস্তে অর্পণ করিলেন। রঘুবংশীয়দিগের নিকট প্রাণ প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থী কদাচ বিমুখ হয় না ॥ ২ ॥ রাজা পুত্রদ্বয়ের গমনার্থ নগরমার্গের সংস্কার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, সেই সময়ে বায়ু ও জলদজাল পুষ্প ও বারিবর্ষণ করিয়া পথের সংস্কার সম্পাদন করিল ॥ ৩ ॥ ধনুর্দ্ধর রাম-লক্ষ্মণ পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে উদ্যত হইয়া তাঁহার পাদমূলে প্রণত হইলেন; প্রবাস-যাত্রায় সমুদ্যত বিনীত কুমারদ্বয়ের উপর তখন রাজার অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল ॥ ৪ ॥ ধনুর্দ্ধারী রাম-লক্ষ্মণ পিতার অশ্রুজলে কিঞ্চিৎ আর্দ্রশীর্ষ হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইলেন। তখন পুরবাসীরা একদৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের লোচনমালা যেন রাজমার্গের তোরণদ্বার-স্বরূপ হইল ॥ ৫ ॥ মহর্ষি বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র লক্ষ্মণের সহিত রামকে

মাতৃবর্গচরণস্পৃশৌ মুনেস্তৌ প্রপদ্য পদবীং মহৌজসঃ।
রেজতুর্গতিবশাৎ প্রবর্ত্তিনৌ, ভাস্করস্য মধুমাধবাবিব ॥ ৭ ॥
বীচিলোলভুজয়োস্তয়োর্গতং, শৈশবাচ্চপলমপ্যশোভত।
তোয়দাগম ইবোদ্ধ্যভিদ্যয়োর্নামধেয়সদৃশং বিচেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥
তৌ বলাতিবলয়োঃ প্রভাবতো, বিদ্যয়োঃ পথি মুনিপ্রদিষ্টয়োঃ।
মম্লতুর্ন মণিকুট্টিমোচিতৌ, মাতৃপার্শ্বপরিবর্ত্তিনাবিব ॥ ৯ ॥
পূর্ব্ববৃত্তকথিতৈঃ পুরাবিদঃ, সানুজঃ পিতৃসখস্য রাঘবঃ।
উহ্যমান ইব বাহনোচিতঃ, পাদচারমপি ন ব্যভাবয়ৎ ॥ ১০ ॥
তৌ সরাংসি রসবদ্ভিরম্বুভিঃ, কূজিতৈঃ শ্রুতিসুখৈঃ পতত্রিণঃ।
বায়বঃ সুরভিপুষ্পরেণুভিশ্ছায়য়া চ জলদাঃ সিষেবিরে ॥ ১১ ॥

লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; সুতরাং নরপতি কেবলমাত্র আশীর্ব্বাদ দান করিলেন, সঙ্গে রক্ষাবিধানার্থ আর সৈন্য প্রদান করিলেন না। কারণ, তাঁহার আশীর্ব্বাদই কুমারদ্বয়ের রক্ষাবিধানে সমর্থ হইবে। ৬॥ রামলক্ষ্মণ মাতৃগণের পাদবন্দনা করিয়া মহাতেজা ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন। মেষাদি রাশি-সংক্রমণকালে সূর্য্যের গতিবশে প্রবর্ত্তমান চৈত্র ও বৈশাখ মাস যেমন শোভা পায়, গমনকালে তাঁহাদিগেরও সেইরূপ শোভা হইল ॥ ৭ ॥ বর্ষা-ঋতুতে ভিদ্য ও উদ্ধ্য নদের নামানুযায়ী জলোচ্ছ্বাস ও কূলভেদের যেমন শোভা হয় শৈশবহেতু রামলক্ষ্মণের গমনসময়ে তাঁহাদিগের তরঙ্গবৎ চঞ্চল বাহুদ্বয়ও সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ৮ ॥ যাঁহারা মণিময় চত্বর-ভূমিতে বিচরণ করিবার যোগ্য, সেই রামলক্ষ্মণ মহর্ষিদত্ত বলা ও অতিবলা নাম্নী বিদ্যাদ্বয়ের প্রভাবে দুর্গম পথপর্য্যটনেও কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিলেন না, বরং তাঁহারা যেন জননীর নিকটেই অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ যাঁহারা যানবাহনে গমনের উপযুক্ত, সেই রামলক্ষ্মণ পদব্রজে গমন করিয়াও কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। কারণ, পিতৃমিত্র পুরাবৃত্তবিদ্ বিশ্বামিত্রের মুখে পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত সকল শুনিতে শুনিতে তাঁহারা অনন্যমনা হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ গমনকালে সরোবর সকল রসপূর্ণ জল দ্বারা, বিহঙ্গমগণ শ্রুতিমধুর রব দ্বারা, বায়ু সুগন্ধি পুষ্পপরাগ দ্বারা এবং নীরদমালা ছায়াদান দ্বারা তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ বনবাসী তাপসেরা প্রিয়দর্শন রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া

নাম্ভসাং কমলশোভিনাং তথা, শাখিনাঞ্চ ন পরিশ্রমচ্ছিদাম্।
দর্শনেন লঘুনা যথা তয়োঃ, প্রীতিমাপুরুভয়োস্তপস্বিনঃ॥ ১২ ॥
স্থাণুদগ্ধবপুষস্তপোবনং, প্রাপ্য দাশরথিরাত্তকার্ম্মুকঃ।
বিগ্রহেণ মদনস্য চারুণা, সোঽভবৎ প্রতিনিধির্ন কর্ম্মণা॥ ১৩ ॥
তৌ সুকেতুসুতয়া খিলীকৃতে, কৌশিকাদ্‌বিদিতশাপয়া পথি।
নিন্যতুঃ স্থলনিবেশিতাটনী, লীলয়ৈব ধনুষী অধিজ্যতাম্॥ ১৪ ॥
জ্যানিনাদমথ গৃহ্লতী তয়োঃ, প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা, কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥ ১৫ ॥
তীব্রবেগধুতমার্গবৃক্ষয়া, প্রেতচীবরবসা স্বনোগ্রয়া।
অভ্যভাবি ভরতাগ্রজস্তয়া, বাত্যয়েব পিতৃকাননোত্থয়া॥ ১৬ ॥

। আনন্দলাভ করিলেন, পদ্মরাজিরাজিত জল অথবা শ্রমাপনোদন বৃক্ষসমূহ খিয়াও তাহাদিগের সেরূপ প্রীতিলাভ হয় না॥ ১২॥ ধনুর্দ্ধারী দশরথনন্দন রাম কোপানলদগ্ধ কামদেবের তপোবনে সমাগত হইয়া মনোরম দেহকান্তি দ্বারা নের অনুরূপ হইলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার সমকক্ষ হইলেন না॥ ১৩॥
(পথিমধ্যে) কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের নিকট রামলক্ষ্মণ জানিলেন যে, সুকেতু-দনী তাড়কা অভিশাপবশে রাক্ষসরূপিণী হইয়া পথ অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থিতি রতেছে। ইহা বিদিত হইবামাত্র তাঁহারা ধরাতলে কার্ম্মুকের অগ্রদেশ স্থাপন ক অনায়াসে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন॥ ১৪॥ *
ইত্যবসরে সেই কার্ম্মুক-টঙ্কার শ্রবণমাত্র কৃষ্ণপক্ষীয়া যামিনীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা ড়কা কর্ণাবলম্বী নরকপালকুণ্ডল আন্দোলন করিতে করিতে বলাকামালামণ্ডিত বিড়কৃষ্ণ জলদাবলীর ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইল॥ ১৫॥ তখন সেই প্রেতচীবর-রণী বিকটনাদিনী তাড়কা তীব্রগতিবেগবশে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষসমূহ কম্পিত রিয়া শ্মশানোত্থিত বাত্যার ন্যায় দাশরথিকে অভিভূত করিল॥ ১৬॥ সে নিতম্ব-

* এইরূপ পৌরাণিকী বার্ত্তা শ্রুত আছে যে, পূর্ব্বকালে সুকেতু নামক যক্ষের নন্দিনীর ধুন্দুদৈত্যকুমার সুন্দের বিবাহ হয়। সেই সুন্দপত্নীর নামই তাড়কা। একদা পতির হইলে ব্রহ্মদত্তবরে গর্ব্বিতা, সহস্র মত্তহস্তিতুল্য বলশালিনী সেই সুন্দপত্নী তাড়কা অগস্ত্য-ক আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ঋষিবর এই বলিয়া, অভিশাপ প্রদান করেন যে, তুমি রূপিণী হইয়া অবস্থান কর। সেই শাপবশেই তাড়কার এই দশা ঘটে।

উদ্যতৈকভুজযষ্টিমায়তীং, শ্রোণিলম্বিপুরুষান্ত্রমেখলাম্।
তাং বিলোক্য বনিতাবধে ঘৃণাং, পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥
যচ্চকার বিবরং শিলাঘনে, তাড়কোরসি স রামসায়কঃ।
অপ্রবিষ্টবিষয়স্য রক্ষসাং, দ্বারতামগমদন্তকস্য তৎ ॥ ১৮ ॥
বাণভিন্নহৃদয়া নিপেতুষী, সা স্বকাননভুবং ন কেবলাম্।
বিষ্টপত্রয়পরাজয়স্থিরাং, রাবণশ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ ॥ ১৯ ॥
রামমন্মথশরেণ তাড়িতা, দুঃসহেন হৃদয়ে নিশাচরী।
গন্ধবদ্রুধিরচন্দনোক্ষিতা, জীবিতেশবসতিং জগাম সা ॥ ২০ ॥
নৈঋর্তঘ্নমথ মন্ত্রবন্মুনেঃ, প্রাপদস্ত্রমবদানতোষিতাৎ।
জ্যোতিরিন্ধননিপাতি ভাস্করাৎ, সূর্য্যকান্ত ইব তাড়কান্তকঃ ॥ ২১ ॥
বামনাশ্রমপদং ততঃ পরং, পাবনং শ্রুতমৃষেরুপেয়িবান্।
উন্মনাঃ প্রথমজন্মচেষ্টিতান্যস্মরন্নপি বভূব রাঘবঃ ॥ ২২ ॥

দেশে পুরুষের অন্ত্র-নির্ম্মিত কাঞ্চীদাম ধারণ করিয়াছে, তাহার একটি বাহুযষ্টি উত্তোলিত; তাহাকে আগত দর্শনমাত্র রামচন্দ্র যুগপৎ নারীবধজনিত ঘৃণা ও বাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ রাম-প্রক্ষিপ্ত সেই বাণ তাড়কার পাষাণসদৃশ কঠিন বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া যে ছিদ্র উৎপাদন করিল, তাহাই যেন শমনরাজের অপ্রবেশ্য রাক্ষসদেশে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হইল ॥ ১৮ ॥ শ্রীরামনিক্ষিপ্ত শরে বিদীর্ণহৃদয়া হইয়া তাড়কা যখন পতিত হয়, তখন সে যে কেবল তাহার বসতি-স্থান বনস্থলী কম্পিত করিয়াছিল, তাহা নহে; ত্রিভুবনবিজয়হেতু রাক্ষসপতি রাবণের অচলা বিজয়লক্ষ্মীও চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই নিশাচরী তাড়কা দুঃসহ রামরূপ কন্দর্পবাণে বক্ষঃপ্রদেশে আহত হইয়া অঙ্গে দুর্গন্ধপূর্ণ-শোণিতরূপ চন্দন লেপন পূর্ব্বক শমনরাজের গৃহে প্রস্থান করিল ॥ ২০ ॥

তদনন্তর সূর্য্যকান্ত-মণি যেরূপ আদিত্যদেব হইতে কাষ্ঠদহনসমর্থ তেজ লাভ করে, তাড়কাহন্তা রামও সেইরূপ তাঁহার পরাক্রম দর্শনে হৃষ্ট ঋষিপ্রবর বিশ্বামিত্রের নিকট নিশাচরসংহারকর সমন্ত্রক অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর রাম পরমপবিত্র বামনাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এই আশ্রমের ক ইতিপূর্ব্বে তিনি বিশ্বামিত্রের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তথায় গমন করিয়া পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না; তখন তিনি নিরতিশয় উন্মনা হইয়া উঠিলেন ॥ ২২ ॥

আসসাদ মুনিরাত্মনস্ততঃ, শিষ্যবর্গপরিকল্পিতার্হণম্।
বদ্ধপল্লবপুটাঞ্জলিদ্রুমং, দর্শনোন্মুখমৃগং তপোবনম্॥ ২৩॥
তত্র দীক্ষিতমৃষিং ররক্ষতুর্বিঘ্নতো দশরথাত্মজৌ শরৈঃ।
লোকমন্ধতমসাৎ ক্রমোদিতৌ, রশ্মিভিঃ শশিদিবাকরাবিব॥ ২৪॥
বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভির্বন্ধুজীবপৃথুভিঃ প্রদূষিতাম্।
সম্ভ্রমোঽভবদপোঢ়কর্ম্মণামৃত্বিজাং চ্যুতবিকঙ্কতস্রুচাম্॥ ২৫॥
উন্মুখঃ সপদি লক্ষ্মণাগ্রজো, বাণমাশ্রয়মুখাৎ সমুদ্ধরন্।
রক্ষসাং বলমপশ্যদম্বরে, গৃধ্রপক্ষপবনেরিতধ্বজম্॥ ২৬॥
তত্র যাবধিপতী মখদ্বিষাং, তৌ শরব্যমকরোৎ স নেতরান্।
কিং মহোরগবিসর্পিবিক্রমো, রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ত্ততে॥ ২৭॥
সোঽস্ত্রমুগ্রজবমস্ত্রকোবিদঃ, সন্দধে ধনুষি বায়ুদৈবতম্।
তেন শৈলগুরুমপ্যপাতয়ৎ, পাণ্ডুপত্রমিব তাড়কাসুতম্॥ ২৮॥

তদনন্তর বিশ্বামিত্রমুনি রামলক্ষ্মণসহ আপনার আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ষ্যবৃন্দ পূজোপকরণ সকলই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, আশ্রমবৃক্ষরাজি পল্লব-রূপ অঞ্জলি-বন্ধন সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান এবং দর্শনোন্মুখ মৃগ- তাঁহাদের দিকে নির্নিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে॥ ২৩॥ সূর্য্য ও যরূপ পর্য্যায়ক্রমে উদিত হইয়া রশ্মিমালা দ্বারা তিমিরপুঞ্জ হইতে লোক র রক্ষাবিধান করেন, দাশরথি রামলক্ষ্মণও সেইরূপ বাণসমূহ দ্বারা যজ্ঞদীক্ষিত ন্দকে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিলেন॥ ২৪॥
তখন বন্ধুজীবকুসুমের ন্যায় স্থূল স্থূল রুধিরবিন্দু দ্বারা যজ্ঞবেদী দূষিত হইতে ল; তদ্দর্শনে ঋত্বিকেরা যজ্ঞক্রিয়া পরিত্যাগ করিলেন; ভয় হেতু তাঁহাদিগের হইতে বিকঙ্কত নামক বৃক্ষের কাষ্ঠনির্ম্মিত স্রুক্ (দর্ব্বী) স্খলিত হইয়া ল॥২৫॥ লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তূণীর হইতে শর লইয়া ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টিপাত- ারে দেখিলেন, সুরদ্বেষী রাক্ষসসেনারা গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং শকুনিদিগের পক্ষবায়ুতে উহাদের ধ্বজপতাকাপংক্তি কম্পিত হইতেছে॥২৬॥
তখন রামচন্দ্র যজ্ঞদ্বেষী অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য না করিয়া অগ্রে তাহাদিগের াতি মারীচ ও সুবাহুর প্রতি শরক্ষেপ করিলেন। কারণ, মহাসর্পহন্তা বিহগ- গরুড় কখন ডুণ্ডুভের প্রতি আপনার বিক্রম প্রদর্শন করেন না॥ ২৭॥ অস্ত্র-

যঃ সুবাহুরিতি রাক্ষসোঽপরস্তত্র তত্র বিসসর্প মায়য়া।
তং ক্ষুরপ্রশকলীকৃতং কৃতী, পত্রিণাং ব্যভজদাশ্রমাদ্‌বহিঃ ॥ ২৯॥
ইত্যপাস্তমখবিঘ্নয়োস্তয়োঃ, সংযুগীনমভিনন্দ্য বিক্রমম্।
ঋত্বিজঃ কুলপতের্যথাক্রমং, বাগ্‌যতস্য নিরবর্ত্তয়ন্ ক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥
তৌ প্রণামচলকাকপক্ষকৌ, ভ্রাতরাবভৃথপ্লুতো মুনিঃ।
আশিষামনুপদং সমস্পৃশৎ, দর্ভপাটিততলেন পাণিনা ॥ ॥ ৩১ ॥
তং ন্যমন্ত্রয়ত সম্ভৃতক্রতুর্মৈথিলঃ স মিথিলাং ব্রজন্ বশী।
রাঘবাবপি নিনায় বিভ্রতৌ, তদ্ধনুঃশ্রবণজং কুতূহলম্ ॥ ৩২ ॥
তৈঃ শিবেষু বসতির্গতাধ্বভিঃ, সায়মাশ্রমতরুষ্বগৃহ্যত।
যেষু দীর্ঘতপসঃ পরিগ্রহো, বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ ॥ ৩৩ ॥

কোবিদ শ্রীরাম তখন কার্ম্মুকে মহাবেগবান্ বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিয়া পর্ব্বতসদৃশ সারবান্ তাড়কানন্দন মারীচকে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের ন্যায় ধরাতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৮ ॥ সুবাহুনামা অন্য যে নিশাচর মায়াজাল-বিস্তার সহকারে তথায় পরিভ্রমণ করিতেছিল, শত্রুসংহারক্ষম রাম ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাহাকে বধ করিয়া আশ্রমের বহির্দ্দেশে পক্ষিগণের আহারার্থ খণ্ডখণ্ডাকারে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥২৯॥ এই প্রকারে যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন প্রশমিত হইলে ঋষিগণ রামলক্ষ্মণের রণবিক্রমে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; ঋত্বিকেরাও বাগ্‌যত কুলপতি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞক্রিয়া ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাহ করিলেন ॥ ৩০ ॥

তদনন্তর বিশ্বামিত্র ঋষি অবভৃথস্নান সম্পাদন পূর্ব্বক চপলকাকপক্ষধারী প্রণত ভ্রাতৃদ্বয় রামলক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশক্ষত করতল দ্বারা তাঁহাদিগের অঙ্গস্পর্শ করিলেন ॥ ৩১ ॥

এই সময়ে মিথিলেশ্বর জনকরাজা যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে সেই যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। (তাঁহার মুখে) ধনুর্ভঙ্গবৃত্তান্ত শুনিয়া রামলক্ষ্মণ (তদ্দর্শনার্থ)কুতূহলী হইলে তিনি গমনকালে তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন ॥ ৩২ ॥

ক্রমে ক্রমে অনেক পথ অতিক্রান্ত হইল। সন্ধ্যাকালে তাঁহারা তিন দীর্ঘতপা গৌতমঋষির মনোহর আশ্রমতরুমূলে অবস্থিতি করিলেন। গৌতমপত্নী অহল্যা ঐ স্থানে ক্ষণকালের জন্য দেবরাজের কলত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৩

হ্রেপিতা হি বহবো নরেশ্বরাস্তেন তাত ধনুষা ধনুর্ভৃতঃ।
জ্যানিঘাতকঠিনত্বচো ভুজান্, স্বান্ বিধূয় ধিগিতি প্রতস্থিরে॥ ৪০॥
প্রত্যুবাচ তমৃষির্নিশম্যতাং, সারতোঽয়মথবা গিরা কৃতম্।
চাপ এব ভবতো ভবিষ্যতি, ব্যক্তশক্তিরশনির্গিরাবিব॥ ৪১॥
এবমাপ্তবচনাৎ স পৌরুষং, কাকপক্ষকধরেঽপি রাঘবে।
শ্রদ্দধে ত্রিদশগোপমাত্রকে, দাহশক্তিমিব কৃষ্ণবর্ত্মনি॥ ৪২॥
ব্যাদিদেশ গণশোঽথ পার্শ্বগান্, কার্ম্মুকাভিহরণায় মৈথিলঃ।
তৈজসস্য ধনুষঃ প্রবৃত্তয়ে, তোয়দানিব সহস্রলোচনঃ॥ ৪৩॥
তৎ প্রসুপ্তভুজগেন্দ্রভীষণং, বীক্ষ্য দাশরথিরাদদে ধনুঃ।
বিদ্রুতক্রতুমৃগানুসারিণং, যেন বাণমসৃজদ্বৃষধ্বজঃ॥ ৪৪॥

পণ হেতু কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! যে কার্য্য সম্পাদন করা বৃহৎ বৃহৎ বারণেরও দুষ্কর, সেই কার্য্যে করিশিশুকে বিফলপ্রয় দেখিবার জন্য আমি অনুমোদন করিতে সাহস করি না॥ ৩৯॥ হে তাত! বহু সংখ্য ধনুর্দ্ধারী মহাবল রাজা এই শরাসনের নিকট লজ্জা পাইয়া নিজ নিজ জ্যা ঘাতকঠিন বাহুদণ্ডে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন॥ ৪০॥

তখন মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, এই রামচন্দ্রের বলের বিষয় আকর্ণন করুন। বাক্যেই বা ইঁহার পরিচয় দিবার আবশ্যক কি? গিরিপৃষ্ঠে যেমন বজ্রের পরীক্ষা হয়, আপনার এই কার্ম্মুক দ্বারাই সেইরূপ রামের বলবত্তা প্রদর্শিত হউক॥ ৪১॥

মহর্ষির এইরূপ বিশ্বস্তবাক্য শুনিয়া রাজার বিশ্বাস হইল যে, ইন্দ্রগোপকীট প্রমাণ অগ্নিতে যেমন দাহিকাশক্তি থাকে, এই কাকপক্ষধারী রামচন্দ্রেও সেইরূপ পরাক্রম থাকা অসম্ভব নহে॥ ৪২॥

তদনন্তর সুরপতি যেরূপ নিজ তেজোময় শরাসন প্রকাশের জন্য মেঘদিগকে অনুমতি প্রদান করেন, মিথিলেশ্বর জনকও সেইরূপ শরাসন আনয়নার্থ পার্শ্বচর দিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন॥ ৪৩॥

(আদেশমাত্র শরাসন আনীত হইল।) বৃষধ্বজ মহেশ্বর যে ধনুর্দ্বারা মৃগরূপ ধারী পলায়নপরায়ণ যজ্ঞের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দাশরথি রামও সেই রূপ প্রসুপ্ত সর্পরাজ বাসুকির ন্যায় মহাভয়ঙ্কর সেই কার্ম্মুক দেখিবামাত্র আ ধারণ করিলেন॥ ৪৪॥ * কামদেব সুকোমল পুষ্পশরাসনে যেমন জ্যারোপ

---

* এইরূপ পৌরাণিকী বার্ত্তা শ্রুত আছে যে, পূর্ব্বকালে সতী যখন দক্ষযজ্ঞে নিজদেহ বিস

আততজ্যমকরোৎ স সংসদা, বিস্ময়স্তিমিতনেত্রমীক্ষিতঃ।
শৈলসারমপি নাতিযত্নতঃ, পুষ্পচাপমিব পেশলং স্মরঃ॥ ৪৫॥
ভজ্যমানমতিমাত্রকর্ষণাৎ, তেন বজ্রপরুষস্বনং ধনুঃ।
ভার্গবায় দৃঢ়মন্যবে পুনঃ, ক্ষত্রমুদ্যতমিব ন্যবেদয়ৎ॥ ৪৬॥
দৃষ্টসারমথ রুদ্রকার্ম্মুকে, বীর্য্যশুল্কমভিনন্দ্য মৈথিলঃ।
রাঘবায় তনয়ামযোনিজাং, রূপিণীং শ্রিয়মিব ন্যবেদয়ৎ॥ ৪৭॥
মৈথিলঃ সপদি সত্যসঙ্গরো, রাঘবায় তনয়ামযোনিজাম্।
সন্নিধৌ দ্যুতিমতস্তপোনিধেরগ্নিসাক্ষিক ইবাতিসৃষ্টবান্॥ ৪৮॥
প্রাহিণোচ্চ মহিতং মহাদ্যুতিঃ, কোশলাধিপতয়ে পুরোধসম্।
ভৃত্যভাবি দুহিতুঃ পরিগ্রহাদ্দিশ্যতাং কুলমিদং নিমেরিতি॥ ৪৯॥
অন্বিয়েষ সদৃশীং স চ স্নুষাং, প্রাপ চৈনমনুকূলবাগ্দ্বিজঃ।
সদ্য এব সুকৃতাং হি পচ্যতে, কল্পবৃক্ষফলধর্ম্মি কাঙ্ক্ষিতম্॥ ৫০॥

রন, রামও সেইরূপ অনায়াসে পর্ব্বততুল্য সুদৃঢ় সেই কার্ম্মুকে গুণ আরোপণ রিলেন। তখন সভাস্থ সকলে অনিমেষলোচনে সবিস্ময়ে তাঁহাকে দর্শন রিতে লাগিল॥ ৪৫॥ রামচন্দ্রের নিরতিশয় কর্ষণে বজ্রতুল্য কঠোরনিস্বন ারিশরাসন ভগ্ন হইল। তৎকালে সেই ধনুর্ভঙ্গধ্বনিই যেন ক্ষত্রিয়বংশের প্রতি মহারুষ্ট পরশুরামকে জানাইল যে, পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়কুল উন্নত হইয়াছে॥ ৪৬॥ তদনন্তর জনকরাজ হরশরাসনভঙ্গে রঘুকুলনন্দন শ্রীরামের বলবিক্রম দেখিয়া সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট শরাসনভঙ্গরূপ শুল্ক (কন্যা-) স্থাপন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কমলারূপিণী অযোনিজা নন্দিনী জানকীকে তাঁহার ্ সম্প্রদান করিলেন॥ ৪৭॥ সত্যপ্রতিজ্ঞ মিথিলানাথ জনক তৎক্ষণাৎ মহা- ্মা ঋষিপ্রবর বিশ্বামিত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ বহ্নিদেবকে সাক্ষী করিয়া অযোনিজা াকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন॥ ৪৮॥ তদনন্তর মহাতেজা জনক াধ্যানাথ রাজা দশরথের নিকট পূজনীয় পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন; ার প্রমুখাৎ বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি আমার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ াক এই নিমিবংশকে কিঙ্করস্বরূপ জ্ঞান করুন॥৪৯॥ এ দিকে দশরথ নিজবংশের

ঃ, তখন ভগবান্ মহেশ্বর রুদ্রমূর্ত্তিতে সেই যজ্ঞ-ধ্বংসের উদ্যম করিলে, পিনাকপাণির রৌদ্রী- দেখিয়া যজ্ঞ ভয়ে মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন; রুদ্রও সেই পলায়- যজ্ঞের উদ্দেশে এই ধনুর্দ্বারা বাণক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তস্য কল্পিতপুরস্ক্রিয়াবিধেঃ, শুশ্রুবান্ বচনমগ্রজন্মনঃ।
উচ্চচাল বলভিৎসখো বশী, সৈন্যরেণুমুষিতার্কদীধিতিঃ॥ ৫১॥
আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্, পীড়িতোপবনপাদপাং বলৈঃ।
প্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী, স্ত্রীব কান্তপরিভোগমায়তম্॥ ৫২॥
তৌ সমেত্য সময়ে স্থিতাবুভৌ, ভূপতী বরুণবাসবোপমৌ।
কন্যকাতনয়কৌতুকক্রিয়াং, স্বপ্রভাবসদৃশীং বিতেনতুঃ॥ ৫৩॥
পার্থিবীমুদবহদ্রঘূদ্বহো, লক্ষ্মণস্তদনুজামথোর্ম্মিলাম্।
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ, তৌ কুশধ্বজসুতে সুমধ্যমে॥ ৫৪॥
তে চতুর্থসহিতাস্ত্রয়ো বভুঃ, সূনবো নববধূপরিগ্রহাৎ।
সামদানবিধিভেদনিগ্রহাঃ, সিদ্ধিমন্ত ইব তস্য ভূপতেঃ॥ ৫৫॥

অনুরূপা পুত্রবধূ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এখন অনুকূলবাদী সেই ব্রাহ্মণ (জন[illegible] পুরোহিত) তাঁহার নিকট উপস্থিত; সুতরাং বুঝিতে হইবে, কল্পতরুজাত [illegible] যেরূপ সত্বই পরিণত হয়, পুণ্যশীল লোকের মনোবাঞ্ছাও সেইরূপ আপনা হ[illegible]তেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৫০॥

দেবেন্দ্রের প্রিয়সখা জিতেন্দ্রিয় রাজা দশরথ সেই বিপ্রের যথাযথ পূজা ক[illegible]লেন এবং তাঁহার প্রমুখাৎ পুত্রের বিবাহ-সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক মিথিলাভিমুখে যা[illegible] করিলেন। গমনকালে তাঁহার সেনাগণের পদধূলি উত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল অ[illegible]রোধ করিল॥ ৫১॥

তদনন্তর রাজা দশরথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সৈন্যমণ্ডলী দ্বা[illegible] মিথিলা পরিবেষ্টিত হইল; সেই সকল সেনা তত্রত্য উদ্যানতরুর ক্লেশ উৎপাদ[illegible] করিতে লাগিল; যুবতী রমণীরা যেরূপ গাঢ়তর প্রিয়সম্ভোগ সহ্য করে, মিথি[illegible] নগরীও সেইরূপ প্রণয়াবরোধ সহ্য করিয়া রহিল॥ ৫২॥

অনন্তর বরুণ ও ইন্দ্র সদৃশ দুই রাজা যথাকালে পরস্পর মিলিত হইয়া নি[illegible] নিজ বিভবানুসারে কন্যাপুত্রের বিবাহোৎসব সম্পাদন করিলেন॥ ৫৩॥

তদনন্তর রঘুপতি রামচন্দ্র পৃথ্বীনন্দিনী সীতাকে, লক্ষ্মণ সীতার কনি[illegible] জনককন্যা উর্ম্মিলাকে এবং মহাতেজা ভরত ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে জনকানুজ কুশ[illegible]জের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করিলেন॥ ৫৪॥ তখন সেই কুমা[illegible] চতুষ্টয় নববধূ পরিগ্রহ করিয়া সিদ্ধিসমন্বিত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই উপায়-[illegible]

তা নরাধিপসুতা নৃপাত্মজৈস্তে চ তাভিরগমন্‌ কৃতার্থতাম্‌।
সোঽভবদ্বরবধূসমাগমঃ, প্রত্যয়প্রকৃতিযোগসন্নিভঃ ॥ ৫৬ ॥
এবমাত্তরতিরাত্মসম্ভবাংস্তান্‌ নিবেশ্য চতুরোঽপি তত্র সঃ।
অধ্বসু ত্রিষু বিসৃষ্টমৈথিলঃ, স্বাং পুরীং দশরথো ন্যবর্ত্তত ॥ ৫৭ ॥
তস্য জাতু মরুতঃ প্রতীপগা, বর্ত্মসু ধ্বজতরুপ্রমাথিনঃ।
চিক্লিশুর্ভৃশতয়া বরূথিনীমুত্তটা ইব নদীরয়া স্থলীম্‌ ॥ ৫৮ ॥
লক্ষ্যতে স্ম তদনন্তরং রবির্বদ্ধভীমপরিবেষমণ্ডলঃ।
বৈনতেয়শমিতস্য ভোগিনো, ভোগবেষ্টিত ইব চ্যুতো মণিঃ ॥ ৫৯ ॥
শ্যেনপক্ষপরিধূসরালকাঃ, সন্ধ্যামেঘরুধিরার্দ্রবাসসঃ।
অঙ্গনা ইব রজস্বলা দিশো, নো বভূবুরবলোকনক্ষমাঃ ॥ ৬০ ॥
ভাস্করশ্চ দিশমধ্যুবাস যাং, তাং শ্রিতাঃ প্রতিভয়ং ববাশিরে।
ক্ষত্রশোণিতপিতৃক্রিয়োচিতং, চোদয়ন্ত্য ইব ভার্গবং শিবাঃ ॥ ৬১ ॥

ষ্টয়ের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ রাজকুমারীরা রাজনন্দনদিগের সহিত সমবেত হইয়া পরস্পর কৃতার্থম্মন্য হইলেন। বস্তুতঃ তৎকালে সেই বরবধূ-সমাগম প্রত্যয়-প্রকৃতি-সংযোগবৎ বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

পুত্রবৎসল রাজা দশরথ এই প্রকারে পুত্রদিগের বিবাহোৎসব সম্পাদন করিয়া নিজরাজধানী অযোধ্যাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন; মিথিলেশ্বর জনকও তিন দিবসের পথ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইলেন, পরে দশরথ নৃপতির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

তদনন্তর নদীবেগ যেরূপ তটদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক বেলাভূমি নিপীড়িত করে, সেইরূপ পথিমধ্যে একদা অকস্মাৎ এক প্রতিকূলবায়ু উত্থিত হইয়া ধ্বজরূপ বৃক্ষ সকল উন্মূলিত করিল; রাজা দশরথের সৈন্যমণ্ডলী তাহাতে যার পর নাই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ৫৮ ॥ তৎপরে গরুড় কর্ত্তৃক নিহত ভুজঙ্গমের ফণাবেষ্টিত মণি যেমন দৃষ্ট হয়, সূর্য্যদেবকেও সেইরূপ ভীষণ পরিবেষমণ্ডলে বেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ দিগ্বধূগণ শ্যেনপক্ষীর পক্ষরূপ ধূসরবর্ণ অলকা ধারণ করিল, সায়ংকালীন জলদরূপ রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল এবং ধূলিজালে সমাকীর্ণ হইয়া রজঃস্বলার ন্যায় অদর্শনীয়া হইয়া উঠিল ॥ ৬০ ॥ শৃগালেরা সূর্য্যাধিষ্ঠিত পূর্ব্বদিক্‌ আশ্রয় পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়রুধির দ্বারা পিতৃতর্পণকারী ভৃগুরামকে প্রেরণ করিবার জন্যই যে

তৎপ্রতীপপবনাদিবৈকৃতং, প্রেক্ষ্য শান্তিমধিকৃত্য কৃত্যবিৎ।
অন্বযুঙ্‌ক্ত গুরুমীশ্বরঃক্ষিতেঃ, স্বস্তমিত্যলঘয়ৎ স তদ্ব্যথাম্॥ ৬২॥
তেজসঃ সপদি রাশিরুত্থিতঃ, প্রাদুরাস কিল বাহিনীমুখে।
যঃ প্রমৃজ্য নয়নানি সৈনিকৈর্লক্ষণীয়পুরুষাকৃতিশ্চিরাৎ॥ ৬৩॥
পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং, মাতৃকঞ্চ ধনুরূর্জ্জিতং দধৎ।
যঃ সসোম ইব ঘর্ম্মদীধিতিঃ, সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দনদ্রুমঃ॥ ৬৪॥
যেন রোষপরুষাত্মনঃ পিতুঃ, শাসনে স্থিতিভিদোঽপি তস্থুষা।
বেপমানজননীশিরশ্ছিদা, প্রাগজীয়ত ঘৃণা ততো মহী॥ ৬৫॥
অক্ষবীজবলয়েন নির্বভৌ, দক্ষিণশ্রবণসংস্থিতেন যঃ।
ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবিংশতের্ব্যাজপূর্ব্বগণনামিবোদ্‌বহন্॥ ৬৬॥

ভীষণ স্বরে ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল॥ ৬১॥ সর্ব্বকার্য্যবিশারদ রাজা দশরথ প্রতিকূল বায়ু ও অন্যান্য দুর্নিমিত্ত দেখিয়া তাহার শান্তিবিধানার্থ কুলগুরু বশিষ্ঠকে কহিলে, তিনিও 'শুভ হইবে' বলিয়া নৃপতির মনঃকষ্ট দূর করিয়া দিলেন॥ ৬২॥ তখন সৈন্যমণ্ডলীর পুরোভাগে অকস্মাৎ এক তেজোরাজি আবির্ভূত হইল; সৈনিকবৃন্দ নেত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক দেখিল, তেজঃপুঞ্জই যেন একটি দিব্য পুরুষদেহ পরিগ্রহ করিয়াছে॥ ৬৩॥ সেই পুরুষ তৎকালে শশধর-সমন্বিত সূর্য্য এবং ভুজগবেষ্টিত চন্দনবৃক্ষের ন্যায় পৈতৃকচিহ্ন যজ্ঞোপবীত ও মাতৃকচিহ্ন তেজঃপুঞ্জোদ্ভাসিত শরাসন ধারণ পূর্ব্বক বিরাজমান হইলেন॥ ৬৪॥ যিনি রোষপরীতাত্মা মর্য্যাদাতিক্রমকারী পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কম্পিতকলেবরা মাতার মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রথমে ঘৃণা, পরে বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলেন, তিনি যেন দক্ষিণ কর্ণমূলে ধৃত অক্ষমালাচ্ছলে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বংশধ্বংসের গণনা বহন করিতেছেন॥ ৬৫-৬৬॥ *

---

* এইরূপ পৌরাণিকী বার্ত্তা প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বকালে পরশুরামের জননী রেণুকা দেবী একদা জল আনয়নার্থ নদীতীরে গমন করিয়াছিলেন। সেই নদীতটে এক গন্ধর্ব্বদম্পতী বিহার করিতেছিল; তদ্দর্শনে রেণুকার চিত্তবিকার জন্মে। তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভগবান্ জমদগ্নি যোগবলে পত্নীর মনোবিকার জানিতে পারিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদনার্থ জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি আদেশ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্মসাধনে অস্বীকার করেন। পরে কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম পিতার আদেশপালনার্থ কুঠারাঘাতে জননীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন।

তং পিতুর্বধভবেন মন্যুনা, রাজবংশনিধনায় দীক্ষিতম্ ।
বালসূনুরবলোক্য ভার্গবং, স্বাং দশাঞ্চ বিষসাদ পার্থিবঃ ॥ ৬৭ ॥
রাম নাম ইতি তুল্যমাত্মজে, বর্ত্তমানমহিতে চ দারুণে ।
হৃদ্যমস্য ভয়দায়ি চাভবদ্রত্নজাতমিব হারসর্পয়োঃ ॥ ৬৮ ॥
অর্ঘ্যমর্ঘ্যমিতি বাদিনং নৃপং, সোঽনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজো যতঃ ।
ক্ষত্রকোপদহনার্চ্চিষং ততঃ, সন্দধে দৃশমুদগ্রতারকাম্ ॥ ৬৯ ॥
তেন কর্ম্মুকনিষক্তমুষ্টিনা, রাঘবো বিগতভীঃ পুরোগতঃ ।
অঙ্গুলীবিবরচারিণং শরং, কুর্ব্বতা নিজগদে যুযুৎসুনা ॥ ৭০ ॥
ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে, তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতাঃ ।
সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাদ্রোষিতোঽস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ ॥ ৭১ ॥
মৈথিলস্য ধনুরন্যপার্থিবৈস্ত্বং কিলানমিতপূর্ব্বমক্ষণোঃ ।
তন্নিশম্য ভবতা সমর্থয়ে, বীর্য্যশৃঙ্গমিব ভগ্নমাত্মনঃ ॥ ৭২ ॥

পিতৃবধজনিত রোষে উত্তেজিত ও রাজকুলসংহারে প্রবৃত্ত ভৃগুরামকে দেখিবা-
ত্র রাজা দশরথ আপনার দৌর্ব্বল্য ও পুত্রগণ শিশু এই সমস্ত চিন্তা করিয়া যার
। নাই বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ নিজ পুত্র ও ঘোর শত্রু এই দুই জনেরই
ক প্রকার 'রাম' নাম যেন সেই সময় দশরথের ভুজঙ্গ ও কণ্ঠহারে লগ্ন রত্নের ন্যায়
ম প্রীতিজনক ও ভয়াবহ বোধ হইতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ নরপতি দশরথ তখন
াব্যস্ত হইয়া 'অর্ঘ্য অর্ঘ্য' এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ভৃগুরাম
দিকে দৃক্পাত না করিয়া যে স্থানে ভরতাগ্রজ রঘুপতি অবস্থিতি করিতেছিলেন,
ই দিকে নেত্রপাত করিলেন ; তাঁহার তৎকালীন চক্ষু ক্ষত্রিয়রোষাগ্নির শিখা-
শ উগ্রতারকায় সমুদ্ভাসিত ॥ ৬৯ ॥

তদনন্তর যুযুৎসু ভৃগুরাম এক মুষ্টি কার্ম্মুকে ও অন্য মুষ্টির অঙ্গুলীবিবরে শর
স্থাপন পূর্ব্বক সম্মুখস্থ নির্ভীক রামকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭০ ॥ "পিতৃ-
্যারূপ অনিষ্ট করাতে ক্ষত্রিয়জাতি আমার শত্রু হইয়াছে, আমি ত্রিসপ্ততিবার
াদিগকে নির্ম্মূল করিয়া প্রশান্ত হইয়াছি ; কিন্তু সংপ্রতি তোমার পরাক্রম-
নে দণ্ডঘট্টিত নিদ্রিত ভুজঙ্গের ন্যায় আমার ক্রোধসঞ্চার হইয়াছে ॥ ৭১ ॥ পূর্ব্বে
ন্য কোন নরপতি জনকের শরাসন আনত করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু
নিলাম, তুমি তাহা অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিয়াছ ; সুতরাং আমার যেন মনে
ইতেছে, তোমা দ্বারা আমার বীর্য্যশৃঙ্গ ভগ্ন হইল ॥ ৭২ ॥ আর একটি বিশেষ

অন্যদা জগতি রাম ইত্যয়ং, শব্দ উচ্চারিত এব মামগাৎ।
ব্রীড়মাবহতি মে স সম্প্রতি, ব্যস্তবৃত্তিরুদয়োন্মুখে ত্বয়ি ॥ ৭৩ ॥
বিভ্রতোঽস্ত্রমচলেঽপ্যকুন্ঠিতং, দ্বৌ রিপূ মম মতৌ সমাগসৌ।
ধেনুবৎসহরণাচ্চ হৈহয়স্ত্বঞ্চ কীর্ত্তিমপহর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৭৪ ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরণোঽপি বিক্রমস্তেন মামবতি নাজিতে ত্বয়ি।
পাবকস্য মহিমা স গণ্যতে, কক্ষবজ্জ্বলতি সাগরেঽপি যঃ ॥ ৭৫ ॥
বিদ্ধি চাত্তবলমোজসা হরেরৈশ্বরং ধনুরভাজি যত্ত্বয়া।
খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ, পাতয়ত্যপি মৃদুস্তটদ্রুমম্ ॥ ৭৬ ॥
তন্মদীয়মিদমায়ুধং জ্যয়া, সংগময্য সশরং বিকৃষ্যতাম্।
তিষ্ঠতু প্রধনমেবমপ্যহং, তুল্যবাহুতরসা জিতস্ত্বয়া ॥ ৭৭ ॥
কাতরোঽসি যদি বোদ্গতার্চ্চিষা, তর্জ্জিতঃ পরশুধারয়া মম।
জ্যানিঘাতকঠিনাঙ্গুলির্বৃথা, বধ্যতামভয়যাচনাঞ্জলিঃ ॥ ৭৮ ॥

কথা আছে; 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বোধগম্য হইত; কিন্তু সংপ্রতি তোমার অভ্যুদয় হওয়াতে ঐ রামনাম দ্বিধা বিভক্ত হইল; ইহাও আমার পক্ষে লজ্জার কারণ ॥ ৭৩ ॥ হোমধেনু হরণ করাতে হৈহয়কুলজাত কার্ত্তবীর্য্য অপরাধী হইয়াছিল, সংপ্রতি আমার কীর্ত্তি হরণ করাতে তোমারও অপরাধ হইয়াছে; সুতরাং তোমরা উভয়ে সমান অপরাধী এবং আমার শত্রু। আমি যে অস্ত্র ধারণ করি, তাহা পর্ব্বতবিদারণেও কুণ্ঠিত নহে; সম্প্রতি তোমাকে পরাজয় না করিলে ক্ষত্রিয়সংহারজনিত বিক্রমে আমার সন্তোষলাভ হইতেছে না। অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণে প্রজ্বলিত হয়, সমুদ্রেও সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে; ইহাই অগ্নির মহিমা ॥ ৭৪-৭৫ ॥ তুমি যে হরশরাসন ভগ্ন করিয়াছ, তাহার সকল সারই ভগবান্ জনার্দ্দন পূর্ব্বে হরণ করিয়াছিলেন, এ কথা স্থির বুঝিবে; সুতরাং নদীস্রোতে যে বৃক্ষের মূল জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে,মৃদুমন্দ বায়ুও তাদৃশ তীরতরুকে অনায়াসে পাতিত করিতে সমর্থ হয়। (সুতরাং এ ধনুর্ভঙ্গে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই) ॥ ৭৬ ॥ যাহা হউক, এখন সংগ্রামে আর আবশ্যক নাই, তুমি (কেবলমাত্র) আমার এই ধনুতে জ্যারোপণ ও বাণসন্ধান পূর্ব্বক আকর্ষণ কর, (যদি তাহা পার,) তাহা হইলেই তোমাকে আমার সদৃশ বলবান্ জ্ঞান করিয়া আমি তোমার নিকট পরাভব স্বীকার করিব। আর যদি তুমি আমার উদ্ভাসিত

এবমুক্তবতি ভীমদর্শনে, ভার্গবে স্মিতবিকম্পিতাধরঃ ।
তদ্ধনুগ্রর্হণমেব রাঘবঃ, প্রত্যপদ্যত সমর্থমুত্তরম্ ॥ ৭৯ ॥
পূর্ব্বজন্মধনুষা সমাগতঃ, সোঽতিমাত্রলঘুদর্শনোঽভবৎ ।
কেবলোঽপি সুভগো নবাম্বুদঃ, কিং পুনস্ত্রিদশচাপলাঞ্ছিতঃ ॥ ৮০ ॥
তেন ভূমিনিহিতৈককোটি তৎ, কার্ম্মুকঞ্চ বলিনাধিরোপিতম্ ।
নিষ্প্রভঞ্চ রিপুরাস ভূভৃতাং, ধূমশেষ ইব ধূমকেতনঃ ॥ ৮১ ॥
তাবুভাবপি পরস্পরস্থিতৌ, বর্দ্ধমানপরিহীনতেজসৌ ।
পশ্যতি স্ম জনতা দিনাত্যয়ে, পার্ব্বণৌ শশিদিবাকরাবিব ॥ ৮২ ॥
তং কৃপামৃদুরবেক্ষ্য ভার্গবং, রাঘবঃ স্খলিতবীর্য্যমাত্মনি ।
স্বঞ্চ সংহিতমমোঘমাশুগং, ব্যাজহার হরসূনুসন্নিভঃ ॥ ৮৩ ॥
ন প্রহর্ত্তুমলমস্মি নির্দ্দয়ং, বিপ্র ইত্যভিভবত্যপি ত্বয়ি ।
শংস কিং গতিমনেন পত্রিণা, হন্মি লোকমুত তে মখার্জ্জিতম্ ॥ ৮৪ ॥

ারধারার তজ্জনে নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া থাক, তাহা হইলে বৃথা জ্যাঘাতবশে ঠোর অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্ততলে অঞ্জলিবন্ধন সহকারে আমার নিকট অভয় প্রার্থনা ॥ ৭৭-৭৮ ॥" ভীমদর্শন ভৃগুরাম এই কথা কহিলে ঈষৎ হাস্যে রামচন্দ্রের অধর পিত হইতে লাগিল ; তিনি সেই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার কথার যথাযথ র প্রদান করিলেন ॥ ৭৯ ॥ তিনি গতজন্মে যে শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন, ন তাহা ধারণ করিয়া যার পর নাই সুদর্শন হইয়া উঠিলেন। একে ত নব-দই পরম প্রিয়দর্শন, তাহার উপর আবার ইন্দ্রধনুঃসংযুক্ত হইলে যে উহা কতর শোভা প্রাপ্ত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ৮০ ॥

তদনন্তর মহাবল রামচন্দ্র যেমন ধরাতলে শরাসনের অগ্রভাগ স্থাপন পূর্ব্বক াতে জ্যারোপণ করিলেন, অমনই ক্ষত্রিয়কুলের চিরশত্রু ভৃগুরাম ধূমাবশিষ্ট র ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন ॥ ৮১ ॥ পর্ব্বকালে দিবাশেষে চন্দ্র ও সূর্য্যকে প দেখায়, তখন দর্শকবৃন্দ পরস্পর অভিমুখে সংস্থিত সেই বীরযুগলের মধ্যে দ্ধিততেজা রাম ও হীনতেজা ভৃগুরামকে সেইরূপ দেখিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥ রামকে নিরতিশয় হীনতেজা ও আপনার সংযোজিত বাণ অব্যর্থ দেখিয়া তখন ল রামচন্দ্র জামদগ্ন্যকে কহিলেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং আপনি আমাকে ভব করিলেও আমি আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে অভিলাষী নহি।

প্রত্যুবাচ তমৃষির্ন তত্ত্বতস্ত্বাং ন বেদ্মি পুরুষং পুরাতনম্।
গাং গতস্য তব ধাম বৈষ্ণবং, কোপিতো হ্যসি ময়া দিদৃক্ষুণা ॥ ৮৫ ॥
ভস্মসাৎ কৃতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ, পাত্রসাচ্চ বসুধাং সসাগরাম্।
আহিতো জয়বিপর্য্যয়োঽপি মে, শ্লাঘ্য এব পরমেষ্ঠিনা ত্বয়া ॥ ৮৬ ॥
তদ্গতিং মতিমতাং বরেপ্সিতাং, পুণ্যতীর্থগমনায় রক্ষ মে।
পীড়য়িষ্যতি ন মাং খিলীকৃতা, স্বর্গপদ্ধতিরভোগলোলুপম্ ॥ ৮৭ ॥
প্রত্যপদ্যত তথেতি রাঘবঃ, প্রাঙ্মুখশ্চ বিসসর্জ্জ সায়কম্।
ভার্গবস্য সুকৃতোঽপি সোঽভবৎ, স্বর্গমার্গপরিঘো দুরত্যয়ঃ ॥ ৮৮ ॥
রাঘবোঽপি চরণৌ তপোনিধেঃ, ক্ষম্যতামিতি বদন্ সমস্পৃশৎ।
নির্জ্জিতেষু তরসা তরস্বিনাং, শত্রুষু প্রণতিরেব কীর্ত্তয়ে ॥ ৮৯ ॥
রাজসত্ত্বমবধূয় মাতৃকং, পিত্র্যমস্মি গমিতঃ শমং যদা।
নন্বনিন্দিতফলো মম ত্বয়া, নিগ্রহোঽপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ ॥ ৯০ ॥

সংপ্রতি বলুন, আমি যে শরযোজনা করিয়াছি,ইহা দ্বারা আপনার স্বৈরগতি কিং যজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গপথ অবরোধ করিব ?' ৮৩-৮৪ ॥

তখন ভৃগুরাম শ্রীরামকে উত্তর দিলেন, 'আপনি যে পুরাতন পুরুষ, প্রকৃতপ্র ইহা আমি জানিতে পারি নাই, তাহা নহে ; তবে আপনি ধরাতলে অবতার গ্র করিয়াছেন,অধুনা আপনার বৈষ্ণবতেজ দেখিবার কামনাতেই এই ভাবে আপনা ক্রোধসঞ্চার করিয়াছি ॥ ৮৫ ॥ পিতৃশত্রুদিগকে ভস্মীভূত ও সাগরাম্বরা বসুন্ধরা পাত্রসাৎ করিয়া আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি ; আপনি সনাতন পরম-পুরুষ, আপনা নিকট আমি যে পরাভূত হইলাম, ইহা এখন আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় ॥ ৮৬ ভোগসুখে আমার বাসনা নাই, সুতরাং স্বর্গপথ অবরোধ করিলে আমার ক্লেশে কারণ হইবে না ; কিন্তু হে বুদ্ধিমান্‌গণের বরেণ্য ! পুণ্যতীর্থগমনার্থ আমা বাঞ্ছিত স্বৈরগতি রক্ষা করুন ॥' ৮৭ ॥ তখন রামচন্দ্র "তথাস্তু" বাক্যে তাঁহা প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া বাণত্যাগ করিলেন ; তখন সেই বা পুণ্যশীল ভৃগুরামের দুর্লঙ্ঘ্য স্বর্গপথ অবরোধ করিয়া দিল ॥ ৮৮ ॥ অনন্তর তিনি 'ক্ষমা করুন' বলিয়া তপোনিধি ভার্গবের পদদ্বয় স্পর্শ করিলেন। ভুজবলবি অরাতির নিকট প্রণত হওয়া বীরের পক্ষে কীর্ত্তির বিষয় সংশয় নাই ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর ভৃগুরাম কহিলেন, 'হে রামচন্দ্র ! আপনি আমাকে জননীসম্বন্ধী

সাধয়াম্যহমবিঘ্নমস্তু তে, দেবকার্য্যমুপপাদয়িষ্যতঃ ।
উচিবানিতি বচঃ সলক্ষ্মণং, লক্ষ্মণাগ্রজমৃষিস্তিরোদধে ॥ ৯১ ॥
তস্মিন্ গতে বিজয়িনং পরিরভ্য রামং, স্নেহাদমন্যত পিতা পুনরেব জাতম্ ।
তস্যাভবৎ ক্ষণশুচঃ পরিতোষলাভঃ,কক্ষাগ্নিলঙ্ঘিততরোরিব বৃষ্টিপাতঃ ॥৯২॥

অথ পথি গময়িত্বা ক্লৃপ্তরম্যোপকার্য্যে,
কতিচিদবনিপালঃ শর্ব্বরীঃ শর্ব্বকল্পঃ ।
পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনীনাং,
কুবলয়িতগবাক্ষাং লোচনৈরঙ্গনানাম্ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সীতাবিবাহবর্ণনো নাম
একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

ক্ষত্রসিক প্রকৃতি ত্যাগ করাইয়া যে পৈতৃক শান্তিগুণ অবলম্বন করাইয়াছেন, তাহাতে অনিন্দিত ফলপ্রদ স্বর্গপথ-রোধরূপ এই নিগ্রহকেও আমি অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি ॥ ৯০ ॥ হে রাম! সুরকার্য্য-সাধনোদ্দেশে আপনি ভূতলে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার কল্যাণ হউক ; এখন আমি প্রস্থান করি।' ঋষি ভৃগুরাম লক্ষ্মণসহচর রঘুপতিকে এই বলিয়া তিরোধান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯১ ॥ ভৃগুরাম প্রস্থিত হইলে (রামের) পিতা দশরথ বিজয়ী রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশে মনে করিতে লাগিলেন যেন, রাম পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন ; দাবাগ্নি দ্বারা আক্রান্ত বৃক্ষের উপর সলিলপাত হইলে যেমন সন্তোষের কারণ হয়, তিনিও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী দুঃখের পর পরিতোষ লাভ করিলেন ॥ ৯২ ॥ তদনন্তর শিবকল্প ধরাপতি দশরথ পথিমধ্যে পরিচারকবৃন্দ কর্তৃক রচিত মণ্ডপে কয়েক রাত্রি বাস করিয়া নিজ রাজধানী অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। ঐসময়ে জানকীকে দেখিবার অভিলাষে পুরমহিলারা গবাক্ষ-বিবরে নেত্রপাত করায় বোধ হইল যেন, গবাক্ষসমূহে পদ্মরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯৩ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

—:০:—

নির্ব্বিষ্টবিষয়স্নেহঃ স দশান্তমুপেয়িবান্।
আসীদাসন্ননির্ব্বাণঃ প্রদীপার্চ্চিরিবোষসি ॥ ১ ॥
তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি।
কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদ্মনা জরা ॥ ২ ॥
সা পৌরান্ পৌরকান্তস্য রামস্যাভ্যুদয়শ্রুতিঃ।
প্রত্যেকং হ্লাদয়াঞ্চক্রে কুল্যেবোদ্যানপাদপান্ ॥ ৩ ॥
তস্যাভিষেকসম্ভারং কল্পিতং ক্রূরনিশ্চয়া।
দূষয়ামাস কৈকেয়ী শোকোষ্ণৈঃ পার্থিবাশ্রুভিঃ ॥ ৪ ॥
সা কিলাশ্বাসিতা চণ্ডী ভর্ত্রা তৎসংশ্রুতৌ বরৌ।
উদ্ববামেন্দ্রসিক্তা ভূর্বিলমগ্নাবিবোরগৌ ॥ ৫ ॥
তয়োশ্চতুর্দ্দশৈকেন রামং প্রাব্রাজয়ৎ সমাঃ।
দ্বিতীয়েন সুতস্যৈচ্ছৎ বৈধব্যৈকফলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

পাত্রস্থ তৈল ও বর্ত্তিকা নিঃশেষ হইলে উষাকালীন দীপশিখা যেরূপ নির্ব্বাণো-মুখ হইয়া পড়ে, নরপতি দশরথও সেইরূপ ঐহিক বিষয়ভোগে স্নেহ পরিহা-পুরঃসর চরমাবস্থায় উপস্থিত হইলেন; মুক্তিলাভের সময় নিকটবর্ত্তী হইল ॥ ১ ॥ জরা যেন কৈকেয়ীর ভয়ে ব্যগ্র হইয়াই পলিতচ্ছলে তাঁহার শ্রবণমূলে উপস্থি-হইয়া বলিল, 'শ্রীরামকে রাজলক্ষ্মী অর্পণ কর' ॥ ২ ॥

তদনন্তর প্রজাবৎসল রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা প্রচারিত হইলে, কৃত্রিম ন-যেমন উপবনস্থিত বৃক্ষরাজিকে প্রফুল্ল করে, সেইরূপ সেই অভিষেকবার্ত্তা প্রত্যে-পৌরজনকে আনন্দিত করিল ॥ ৩ ॥ শ্রীরামের অভিষেকার্থ যে সকল দ্রব্য আহৃ-হইল, ক্রূরচরিত্রা কেকয়ী রাজা দশরথের শোকসন্তপ্ত অশ্রু দ্বারা তৎসমস্ত দ্রব্যজা-কলুষিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪ ॥ পূর্ব্বে রাজা কেকয়ীকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রু-হইয়াছিলেন; এখন স্বভাবকোপনা কেকেয়ী পতিকর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সে-দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। বোধ হইল যেন, প্রাবৃট্‌কালীন জলদজলধারা-সিক্ত ভূমি বাল্মীকাভ্যন্তরস্থ দুইটি ভুজঙ্গ উদ্গীরণ করিল ॥ ৫ ॥ সেই দুইটি বরে-মধ্যে একটি দ্বারা রামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস, অন্যটির দ্বারা আপনার বৈধব্যফল-

পিত্রা দত্তাং রুদন্‌ রামঃ প্রাঙ্মহীং প্রত্যপদ্যত।
পশ্চাদ্‌বনায় গচ্ছেতি তদাজ্ঞাং মুদিতোঽগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥
দধতো মঙ্গলক্ষৌমে বসানস্য চ বল্কলে।
দদৃশুর্বিস্মিতাস্তস্য মুখরাগং সমং জনাঃ ॥ ৮ ॥
স সীতালক্ষ্মণসখঃ সত্যাদ্‌গুরুমলোপয়ন্‌।
বিবেশ দণ্ডকারণ্যং প্রত্যেকঞ্চ সতাং মনঃ ॥ ৯ ॥
রাজাপি তদ্বিয়োগার্ত্তঃ স্মৃত্বা শাপং স্বকর্ম্মজম্‌।
শরীরত্যাগমাত্রেণ শুদ্ধিলাভমমন্যত ॥ ১০ ॥
বিপ্রোষিতকুমারং তদ্রাজ্যমস্তমিতেশ্বরম্‌।
রন্ধ্রান্বেষণদক্ষাণাং দ্বিষামামিষতাং যযৌ ॥ ১১ ॥

রতের রাজ্যাভিষেক বাসনা করিলেন ॥ ৬ ॥ * (নরপতি দশরথ আপনার াধিপত্য ত্যাগ করিতেছেন,এই হেতু) রাম প্রথমে অশ্রুত্যাগ সহকারে পিতৃপ্রদত্ত সুন্ধরা গ্রহণ করিলেন ; তৎপরে 'বনগমন কর' এই আদেশ শ্রবণে আনন্দের হিত তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৭ ॥ যে সময়ে রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকার্থ মঙ্গলকর ট্টবস্ত্রদ্বয় ধারণ করেন এবং পুনরায় যৎকালে বনগমনার্থ বল্কল ধারণ করিলেন, এই দুই সময়েই পৌরগণ তাঁহার একপ্রকার মুখশ্রী দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল ॥৮॥ তদনন্তর রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডককাননে প্রবিষ্ট হইলেন ; তখন বোধ হইল যেন, তাঁহারা প্রত্যেক সাধুব্যক্তির চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৯ ॥ সেই সময়ে মুনিকুমারবধ হেতু নিজ কর্ম্মকৃত অভিশাপ ত্রবিরহবিধুর রাজার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, হবিসর্জ্জন করাই নিজকৃত পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১০ ॥ পুত্রদ্বয় বনগমন

---

* এইরূপ পৌরাণিকী বার্ত্তা প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে যুদ্ধে অসুরদিগের পরাক্রম ় করিতে না পারিয়া দেবরাজ দশরথের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাসবসখা দশরথও ইন্দ্রের ার্থনায় অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে রাজার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসুরবাণে ক্ষত-ক্ষত হইলে কেকেয়ী সযত্নে শুশ্রূষা দ্বারা আরোগ্য করেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালে দুইটি দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্থরার প্রদত্ত উপদেশে কৃতনিশ্চয়া কেকেয়ী তৎকালে না লইয়া বলিয়াছিলেন, 'আবশ্যকমতে যখন ইচ্ছা বর গ্রহণ করিব।' এখন উপযুক্ত সময় িয়া সেই দুইটি বরের মধ্যে এক বরে রামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্য-প্রার্থনা করিলেন।

অথানাথাঃ প্রকৃতয়ো মাতৃবন্ধুনিবাসিনাম্।
মৌলৈরানায়য়ামাসুর্ভরতং স্তম্ভিতাশ্রুভিঃ॥ ১২॥
শ্রুত্বা তথাবিধং মৃত্যুং কৈকেয়ীতনয়ঃ পিতুঃ।
মাতুর্ন কেবলং তস্যাঃ শ্রিয়োঽপ্যাসীৎ পরাঙ্মুখঃ॥ ১৩॥
সসৈন্যশ্চান্বগাদ্রামং দর্শিতানাশ্রমালয়ৈঃ।
তস্য পশ্যন্ সসৌমিত্রেরুদশ্রুর্বসতিদ্রুমান্॥ ১৪॥
চিত্রকূটবনস্থঞ্চ কথিতস্বর্গতির্গুরোঃ।
লক্ষ্ম্যা নিমন্ত্রয়াঞ্চক্রে তমনুচ্ছিষ্টসম্পদা॥ ১৫॥
স হি প্রথমজে তস্মিন্নকৃতশ্রীপরিগ্রহে।
পরিবেত্তারমাত্মানং মেনে স্বীকরণাদ্ভুবঃ॥ ১৬॥
তমশক্যমপাক্রষ্টুং নির্দেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুঃ।
যযাচে পাদুকে পশ্চাৎ কর্ত্তুং রাজ্যাধিদেবতে॥ ১৭॥

ও নরপতি দশরথ নিজ দেহ ত্যাগ করিলে কোশলরাজ্য যেন ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণের প্রলোভনের বস্তু হইল॥ ১১॥ তখন প্রভুবিহীন অমাত্যবৃন্দ অশ্রুসংবরণ করিয়া, নরপতির মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ না করে, এরূপ বিশ্বাসী সচিবসমূহ দ্বারা মাতুল-গৃহবাসী ভরতকে আনয়ন করাইলেন॥ ১২॥

কেকয়ীনন্দন ভরত অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক শুনিলেন, তাঁহার জননীর দোষেই পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছে; ইহা শুনিয়া কেবল যে তিনি জননীর প্রতি বিরক্ত হইলেন, তাহা নহে; রাজ্যশ্রী-গ্রহণেও বিমুখ হইলেন॥ ১৩॥ তখন তিনি সজল লোচনে তপোবনবাসী ঋষিজনপ্রদর্শিত রামলক্ষ্মণের বাসস্থানস্থ বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে সসৈন্যে রামের অনুসরণ করিলেন॥ ১৪॥ তখন রাম চিত্রকূটকাননে বাস করিতেছিলেন, ভরত তথায় উপস্থিত হইয়া পিতার স্বর্গারোহণসংবাদ নিবেদন পূর্ব্বক অভুক্ত রাজ্যশ্রী-সম্ভোগের জন্য রামকে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিলেন॥ ১৫॥ অগ্রজ শ্রীরাম রাজ্যশ্রী-গ্রহণে সম্মত হইলেন না; তখন ভরত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে পৃথিবী গ্রহণ করিলে পরিবেত্তা হইতে হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিলেন॥১৬॥ তিনি স্বর্গগত পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ না হইয়া রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ রামসকাশে তাঁহার পাদুকাদ্বয় প্রার্থনা করিলেন॥ ১৭॥

স বিসৃষ্টস্তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাত্রা নৈবাবিশৎ পুরীম্‌।
নন্দিগ্রামগতস্তস্য রাজ্যং ন্যাসমিবাভুনক্‌॥ ১৮॥
দৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্যতৃষ্ণাপরাঙ্মুখঃ।
মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ॥ ১৯॥
রামোঽপি সহ বৈদেহ্যা বনে বন্যেন বর্ত্তয়ন্‌।
চচার সানুজঃ শান্তো বৃদ্ধেক্ষ্বাকুব্রতং যুবা॥ ২০॥
প্রভাবস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ সঃ বনস্পতিম্‌।
কদাচিদঙ্কে সীতায়া শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ॥ ২১॥
ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ।
প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরোভাগ্যমিবাচরন্‌॥ ২২॥
তস্মিন্নাস্থদিষীকাস্ত্রং রামো রামাবধোধিতঃ।
আত্মানং মুমুচে তস্মাদেকনেত্রব্যয়েন সঃ॥ ২৩॥
রামস্ত্বাসন্নদেশত্বাদ্‌ভরতাগমনং পুনঃ।
আশঙ্ক্যোৎসুকসারঙ্গাং চিত্রকূটস্থলীং জহৌ॥ ২৪॥

াম‌ও ‘তথাস্তু’ বলিয়া পাদুকাযুগল প্রদান পূর্ব্বক ভরতকে বিদায় প্রদান করিলে রত অযোধ্যায় প্রবিষ্ট না হইয়া নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন; তথায় থাকিয়া াপরের গচ্ছিত ধনরক্ষার ন্যায় রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৮॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ্রতি অচলা ভক্তি হেতু ভরত রাজ্যতৃষ্ণাবিমুখ হইয়া যেন নিজ মাতৃকৃত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৯॥

এ দিকে শান্তশীল রামচন্দ্র কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কাননজাত ফলমূল-ক্ষণে দিনযাপন করিয়া যৌবনাবস্থাতেই বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশ্যদিগের কর্ত্তব্য ব্রতের নুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২০॥

একদা রামচন্দ্র নিজ শক্তিবলে তরুচ্ছায়া স্তম্ভিত করিয়া যেন কিঞ্চিৎ শ্রান্তি তে বৃক্ষমূলে জানকীর ক্রোড়শয্যায় শয়ান হইলেন। ইত্যবসরে জয়ন্তনামক কটি কাক রামকৃতসম্ভোগচিহ্নে দোষদর্শী হইয়া যেন নখদ্বারা জানকীর কুচযুগল দারণ করিল॥ ২১-২২॥ তখন জানকী যত্নসহকারে রামকে জাগরিত করিলেন। চন্দ্রও সেই বায়সের প্রতি ঈষীকাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, কাক একটিমাত্র চক্ষু ান করিয়া সেই ঈষীকাস্ত্র হইতে প্রাণরক্ষা করিল॥ ২৩॥

প্রযযাবাতিথেয়েষু বসন্ন্ ঋষিকুলেষু সঃ।
দক্ষিণাং দিশমৃক্ষেষু বার্ষিকেষ্বিব ভাস্করঃ॥ ২৫ ॥
বভৌ তমনুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সুতা।
প্রতিষিদ্ধাপি কৈকেয্যা লক্ষ্মীরিব গুণোন্মুখী॥ ২৬ ॥
অনসূয়াতিসৃষ্টেন পুণ্যগন্ধেন কাননম্।
সা চকারাঙ্গরাগেণ পুষ্পোচ্চলিতষট্পদম্॥ ২৭ ॥
সন্ধ্যাভ্র-কপিশস্তস্য বিরাধো নাম রাক্ষসঃ।
অতিষ্ঠন্ মার্গমাবৃত্য রামস্যেন্দোরিব গ্রহঃ॥ ২৮ ॥
সংজহার তয়োর্মধ্যে মৈথিলীং লোকশোষণঃ।
নাভোনভস্যয়োর্বৃষ্টিমবগ্রহ ইবান্তরে॥ ২৯ ॥
তং বিনিষ্পিষ্য কাকুৎস্থৌ পুরা দূষয়তি স্থলীম্।
গন্ধেনাশুচিনা চেতি বসুধায়াং নিচখ্নতুঃ॥ ৩০ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিলেন যে, অযোধ্যার অতিসন্নিহিত স্থানে থাকিলে ভরত পুনর্ব্বার আগমন করিতে পারেন, এই বিবেচনায় চিত্রকূট ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদিগের বিরহে তৎকালে সেই চিত্রকূটবনবাসী মৃগের যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইল॥ ২৪॥ সূর্য্য যেমন ক্রমে ক্রমে বর্ষাকালীন রাশিসমূহ সংক্রমণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ অতিথিবৎসল মুনিবৃন্দের আশ্রমে বিশ্রাম করিতে করিতে দক্ষিণদিগ্‌ভাগে গমন করিলেন॥ ২৫। জনকনন্দিনী জানকী রঘুপতির অনুগামিনী হওয়ায় বোধ হইল যেন, রাজলক্ষ্মী কেকয়ী কর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও শ্রীরামের গুণপক্ষপাতিনী হইয়া তাঁহার অনুসারিণী হইয়াছেন॥ ২৬॥ অত্রিপত্নী অনসূয়া জানকীর অঙ্গরাগ রচনা করিয়া দিলেন, সেই অঙ্গরাগের পবিত্র গন্ধে বনভূমি এরূপ সৌরভে পূর্ণ হইল যে, ভ্রমরপংক্তি কুসুমরাশি ত্যাগ করিয়া সীতার চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইল॥ ২৭॥

ইত্যবসরে রাহু যেমন চন্দ্রমার পথ অবরোধ করে, সেইরূপ সান্ধ্যমেঘসদৃশ কপিশবর্ণ বিরাধনামা রাক্ষস রামচন্দ্রের পথ অবরোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল॥২৮॥ অবগ্রহনামা মেঘ যেমন শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের মধ্যগত বৃষ্টি হরণ করে, লোকশোষক সেই রাক্ষসও সেইরূপ রামলক্ষ্মণের মধ্যবর্ত্তিনী জানকীকে হরণ করিয়া লইল॥ ২৯॥ তখন রামলক্ষ্মণ সেই রাক্ষসের নিধনসাধন পূর্ব্বক, পাছে উহার

পঞ্চবট্যাং ততো রামঃ শাসনাৎ কুম্ভজন্মনঃ ।
অনপোঢ়স্থিতিস্তস্থৌ বিন্ধ্যাদ্রিঃ প্রকৃতাবিব ॥ ৩১ ॥
রাবণাবরজা তত্র রাঘবং মদনাতুরা ।
অভিপেদে নিদাঘার্ত্তা ব্যালীব মলয়দ্রুমম্ ॥ ৩২ ॥
সা সীতা-সন্নিধাবেব তং বব্রে কথিতান্বয়া ।
অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ ॥ ৩৩ ॥
কলত্রবানহং বালে ! কনীয়াংসং ভজস্ব মে ।
ইতি রামো বৃষস্যন্তীং বৃষস্কন্ধঃ শশাস তাম্ ॥ ৩৪ ॥
জ্যেষ্ঠাভিগমনাৎ পূর্ব্বং তেনাপ্যনভিনন্দিতা ।
সাভূদ্রামাশ্রয়া ভূয়ো নদীবোভয়কূলভাক্ ॥ ৩৫ ॥
সংরম্ভং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং নিনায় তাম্ ।
নিবাতস্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদয় ইবোদধেঃ ॥ ৩৬ ॥

বদেহের দুর্গন্ধে তপোবন দূষিত হয়, এই ভয়ে তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফলিলেন ॥ ৩০ ॥ তদনন্তর ঋষিবর অগস্ত্যের আজ্ঞায় বিন্ধ্যগিরি যেমন বর্দ্ধিত না ইয়া পূর্ব্ববৎ প্রশান্তভাবে অবস্থিত ছিল, মর্য্যাদাপালক শ্রীরামও সেইরূপ অগস্ত্যের াজ্ঞায় আর অগ্রবর্ত্তী না হইয়া পঞ্চবটী-বনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

গ্রীষ্মপীড়িতা সর্পিণী যেমন চন্দনবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হয়, একদা রাবণের গিনী শূর্পণখা সেইরূপ কামাতুরা হইয়া শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥ ই রাক্ষসী নিজ পরিচয় দিয়া জানকীর সমক্ষেই রামকে বিবাহার্থ বরণ করিল। রণীজাতির নিরতিশয় বর্দ্ধিত মদনপীড়া কদাচ কালাকাল বিচার করিতে র্থ হয় না ॥ ৩৩ ॥

তখন বৃষস্কন্ধ রামচন্দ্র সেই মদনাতুরা শূর্পণখাকে কহিলেন, "বালে ! আমার র্য্যা বিদ্যমান, তুমি আমার অনুজ লক্ষ্মণকে ভজনা কর ॥" ৩৪ ॥

তখন শূর্পণখা লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। অগ্রে জ্যেষ্ঠের নিকট বিবাহের গিয়াছিল বলিয়া সৌমিত্রিও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন কূলদ্বয়- মিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় নিশাচরী পুনরায় রামের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৩৫ ॥

এই ঘটনা দেখিয়া জানকী মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। তাহা দেখিয়া নির্ব্বাত- চল সমুদ্রবারিরাশি যেমন চন্দ্রোদয়ে উচ্ছ্বসিত হয়, সেইরূপ কিয়ৎক্ষণের সৌম্যমূর্ত্তিধারিণী নিশাচরীও বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৬ ॥ সে জানকীকে

ফলমস্যোপহাসস্য সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি পশ্য মাম্।
মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাঘ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্॥ ৩৭॥
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং ভর্ত্তুরঙ্কে নিবিশতীং ভয়াৎ।
রূপং শূর্পণখা নাম্নঃ সদৃশং প্রত্যপদ্যত॥ ৩৮॥
লক্ষ্মণঃ প্রথমং শ্রুত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনীম্।
শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাদ্‌বুবুধে বিকৃতেতি তাম্॥ ৩৯॥
পর্ণশালামথ ক্ষিপ্রং বিকৃষ্টাসিঃ প্রবিশ্য সঃ।
বৈরূপ্যপৌনরুক্ত্যেন ভীষণাং তামযোজয়ৎ॥ ৪০॥
সা বক্রনখধারিণ্যা বেণুকর্কশপর্ব্বয়া।
অঙ্কুশাকারয়াঙ্গুল্যা তাবতর্জ্জয়দম্বরে॥ ৪১॥
প্রাপ্য চাশু জনস্থানং খরাদিভ্যস্তথাবিধম্।
রামোপক্রমমাচখ্যৌ রক্ষঃপরিভবং নবম্॥ ৪২॥
মুখাবয়বলূনাং তাং নৈর্ঋতা যৎ পুরো দধুঃ।
রামাভিযায়িনাং তেষাং তদেবাভূদমঙ্গলম্॥ ৪৩॥

সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুমি অচিরে এই উপহাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। আমার প্রতি তোমার এই উপহাস হরিণী কর্ত্তৃক শার্দ্দূলের পরিভবের ন্যায় বিবেচনা করিও ; আমি কেমন, তাহা (এখনই) দর্শন করিবে।" এই বলিয়া সে "শূর্পণখা" নামের অনুরূপ বিকৃত আকার পরিগ্রহ করিল। তখন জা[নকী] ভয়বিহ্বলা হইয়া পতির অঙ্কমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৩৭-৩৮॥

লক্ষ্মণ প্রথমে সেই নিশাচরীর কণ্ঠস্বর কোকিলার স্বরের ন্যায় মধুর শ্র[বণ] করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষে জম্বূকীর ন্যায় ঘোরধ্বনি শ্রবণে বুঝিতে পারি[লেন] এই নারী মায়াবিনী॥৩৯॥ তখন লক্ষ্মণ আশু কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত ক[রিয়া] পর্ণশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক সেই নৈসর্গিক বিরূপা রাক্ষসীর নাসা-কর্ণ ছেদন ক[রিয়া] তাহাকে অধিকতর ভীমরূপিণী করিয়া দিলেন॥ ৪০॥ তখন সেই কুটিলনখধা[রিণী] শূর্পণখা বংশতুল্য কর্কশপর্ব্বসমন্বিত অঙ্কুশাকৃতি অঙ্গুলি দ্বারা আকাশমার্গ হই[তে] রামলক্ষ্মণকে তর্জ্জন করিল এবং তৎক্ষণাৎ জনস্থানে গমন পূর্ব্বক খরদূষণসমী[পে] এই অভিনব রাক্ষসপরিভবের কথা নিবেদন করিল॥ ৪১-৪২॥

(ক্রমে যুদ্ধের সূচনা উপস্থিত হইল)। রামের সহিত সংগ্রামোদ্দেশে যা[ত্রা]

উদায়ুধানাপততস্তান্‌ দৃপ্তান্‌ প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।
নিদধে বিজয়াশংসাং চাপে সীতাঞ্চ লক্ষ্মণে ॥ ৪৪ ॥
একো দাশরথিঃ কামং যাতুধানাঃ সহস্রশঃ।
তে তু যাবন্ত এবাজৌ তাবাংশ্চ দদৃশে স তৈঃ ॥ ৪৫ ॥
অসজ্জনেন কাকুৎস্থঃ প্রযুক্তমথ দূষণম্‌।
ন চক্ষমে শুভাচারঃ স দূষণমিবাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥
তং শরৈঃ প্রতিজগ্রাহ খরত্রিশিরসৌ চ সঃ।
ক্রমশস্তে পুনস্তস্য চাপাৎ সমমিবোদ্যযুঃ ॥ ৪৭ ॥
তৈস্ত্রয়াণাং শিতৈর্বাণৈর্যথাপূর্ব্ববিশুদ্ধিভিঃ।
আয়ুর্দেহাতিগৈঃ পীতং রুধিরন্তু পতত্রিভিঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্মিন্‌ রামশরোৎকৃত্তে বলে মহতি রক্ষসাম্‌।
উত্থিতং দদৃশেঽন্যচ্চ কবন্ধেভ্যো ন কিঞ্চন ॥ ৪৯ ॥

[…]ালে রাক্ষসেরা নাসাকর্ণবিহীন শূর্পণখাকে যে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া গমন করিয়া-[…]ল, তাহাই তাহাদিগের অমঙ্গলের কারণ হইল ॥৪৩॥ শ্রীরাম দেখিলেন, গর্ব্বিত [রা]ক্ষসেরা অস্ত্র উদ্যত করিয়া আগমন করিতেছে; তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণের প্রতি [সী]তার রক্ষাভার এবং নিজ কার্ম্মুকে বিজয়াশা সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ [রাম]চন্দ্র একাকী, রাক্ষস সহস্র সহস্র; কিন্তু রণক্ষেত্রে রাক্ষসেরা যতগুলি উপস্থিত [হই]য়াছিল, তাহারা দেখিতে লাগিল, রাম যেন তাহাদের তুল্যসংখ্যকরূপে [উপ]স্থিত আছেন ॥ ৪৫ ॥ সদাচারী ককুৎস্থনন্দন রাম অসাধুকীর্ত্তি নিজ দূষণের [ন্যা]য় দূষণ-রাক্ষসের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন না ॥ ৪৬ ॥ তিনি বাণরাশি সহায়ে […], খর ও ত্রিশিরার নিপাতসাধন করিলেন। তাঁহার বাণরাজি যথানিয়মে [মু]ক্ত হইল বটে, কিন্তু বোধ হইল যেন, ধনু হইতে তাহারা সমকালেই বিনির্গত [হই]তেছে ॥ ৪৭ ॥ তাঁহার তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণজাল ঐ তিনটি রাক্ষসের দেহে বিদ্ধ [হই]য়া তাহাদের পরমায়ু গ্রাস করিল; পরে বিহঙ্গকুল তাহাদের রুধির পান [করি]ল। সেই সমস্ত বাণ এরূপ বেগে রাক্ষসদেহ ভেদ করিল যে, উহারা পূর্ব্বের [ন্যায়] বিশুদ্ধভাবেই রহিল, তাহাদের অঙ্গে কিছুমাত্র রক্তও স্পৃষ্ট হইল না ॥ ৪৮ ॥ [সেই]কালে রামবাণচ্ছিন্ন সেই অসংখ্য রাক্ষসসেনার মধ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, [কে]বল সকল উত্থিত হইতেছে, ইহা ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইল না ॥ ৪৯ ॥ বাণবর্ষী

সা বাণবর্ষিণং রামং যোধয়িত্বা সুরদ্বিষাম্।
অপ্রবোধায় সুষ্বাপ গৃধ্রচ্ছায়ে বরূথিনী ॥ ৫০॥
রাঘবাস্ত্রবিদীর্ণানাং রাবণং প্রতি রক্ষসাম্।
তেষাং শূর্পণখৈবৈকা দুষ্প্রবৃত্তিহরাভবৎ ॥ ৫১ ॥
নিগ্রহাৎ স্বসুরাপ্তানাং বধাচ্চ ধনদানুজঃ।
রামেণ নিহিতং মেনে পদং দশসু মূর্দ্ধসু ॥ ৫২ ॥
রক্ষসা মৃগরূপেণ বঞ্চয়িত্বা স রাঘবৌ।
জহার সীতাং পক্ষীন্দ্রপ্রয়াসক্ষণবিঘ্নিতঃ ॥ ৫৩ ॥
তৌ সীতান্বেষিণৌ গৃধ্রং লূনপক্ষমপশ্যতাম্।
প্রাণৈর্দশরথপ্রীতেরনৃণং কণ্ঠবর্ত্তিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
স রাবণহৃতাং তাভ্যাং বচসাচষ্ট মৈথিলীম্।
আত্মনঃ সুমহৎ কর্ম্ম ব্রণৈরাবেদ্য সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥

রাম একাকী, দেবদ্বেষী রাক্ষসসৈন্যেরা তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিয়া গৃধ্রগণের পক্ষচ্ছায়ায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল ॥ ৫০ ॥ সেই সংগ্রামে একটি রাক্ষসও জীবিত অবশিষ্ট রহিল না, তখন কেবলমাত্র শূর্পণখা (গমন পূর্ব্বক) রামাস্ত্রবিদারিত রাক্ষসকুলের নিধনসংবাদ রাবণের নিকট নিবেদন করিল ॥ ৫১ ॥

সহোদরার নিগ্রহ ও বান্ধবকুলের নিধনসংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক কুবেরানুজ রাব বিবেচনা করিল, রামচন্দ্র তাহার দশটি মস্তকেই চরণাঘাত করিয়াছেন ॥ ৫২। তখন সে মৃগরূপধারী মারীচের সাহায্যে রামলক্ষ্মণকে বঞ্চনা করিয়া জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তৎকালে বিহগরাজ জটায়ু কিয়ৎক্ষণের জন্য দশাননের (গমনে) বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

এ দিকে সলক্ষ্মণ রামচন্দ্র জানকীর অনুসন্ধান করিতে করিতে ছিন্নপক্ষ বিহগরাজ জটায়ুর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই পক্ষিরাজ যেন কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, (রামের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র) সে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক নরপতি দশরথের সৌহার্দ্দরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইল ॥ ৫৪ ॥ সেই বিহগরাজ রামলক্ষ্মণের নিকট নিবেদন করিল যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। দশাননের সহিত যুদ্ধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া জটায়ু যে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তাহাও প্রদর্শন পূর্ব্বক সে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল ॥ ৫৫ ॥

তয়োস্তস্মিন্নবীভূতপিতৃব্যাপত্তিশোকয়োঃ।
পিতরীবাগ্নিসংস্কারাৎ পরা ববৃতিরে ক্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥
বধনির্ধূতশাপস্য কবন্ধস্যোপদেশতঃ।
মুমূর্চ্ছ সখ্যং রামস্য সমানব্যসনে হরৌ ॥ ৫৭ ॥
স হত্বা বালিনং বীরস্তৎপদে চিরকাঙ্ক্ষিতে।
ধাতোঃ স্থান ইবাদেশং সুগ্রীবং সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৫৮ ॥
ইতস্ততশ্চ বৈদেহীমন্বেষ্টুং ভর্ত্তৃচোদিতাঃ।
কপয়শ্চেরুরার্ত্তস্য রামস্যেব মনোরথাঃ ॥ ৫৯ ॥
প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং তস্যাঃ সম্পাতিদর্শনাৎ।
মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ সংসারমিব নির্ম্মমঃ ॥ ৬০ ॥
দৃষ্টা বিচিন্বতা তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃতা।
জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ ॥ ৬১ ॥
তস্যৈ ভর্ত্তুরভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়ং দদৌ কপিঃ।
প্রত্যুদ্গতমিবানুষ্ণৈস্তদানন্দাশ্রুবিন্দুভিঃ ॥ ৬২ ॥

জটায়ু প্রাণত্যাগ করিলে রামলক্ষ্মণের পিতৃবিয়োগ-শোক যেন পুনর্ব্বার নবী- হইয়া উঠিল ; তাঁহারা পিতৃবৎ জটায়ুর অগ্নিসংস্কারাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ লেন ॥ ৫৬ ॥

তদনন্তর রামচন্দ্র কবন্ধনামা যে রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, অভি- মুক্ত সেই কবন্ধের উপদেশে সমান-বিপদাপন্ন সুগ্রীবের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থা- করিলেন ॥ ৫৭ ॥ পরে বীরবর রঘুপতি বালীর প্রাণসংহার করিয়া, ধাতুর ন যেমন আদেশ স্থাপিত হয়, সেইরূপ সুগ্রীবকে সেই বালীর পদে প্রতিষ্ঠিত লেন ॥ ৫৮ ॥

তদনন্তর রামচন্দ্রের মনোরথ যেমন সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইরূপ রেরা কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে জানকীর অন্বেষণার্থ চারিদিকে বিচরণ তে আরম্ভ করিল ॥ ৫৯ ॥ নির্ম্মম ব্যক্তি যেমন অবলীলাক্রমে ভবসাগর পার হনুমান্‌ও সেইরূপ সম্পাতি-প্রমুখাৎ সীতার বার্ত্তা বিদিত হইয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ ॥ ৬০ ॥ তৎপরে হনুমান্ লঙ্কানগরীতে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে তে দেখিল, জানকী (এক স্থানে) [illegible]

নির্ব্বাপ্য প্রিয়সন্দেশৈঃ সীতামক্ষবধোদ্ধতঃ।
স দদাহ পুরীং লঙ্কাং ক্ষণসোঢ়ারিনিগ্রহঃ॥ ৬৩॥
প্রত্যভিজ্ঞানরত্নঞ্চ রামায়াদর্শয়ৎ কৃতী।
হৃদয়ং স্বয়মায়াতং বৈদেহ্যা ইব মূর্ত্তিমৎ॥ ৬৪॥
স প্রাপ হৃদয়ন্যস্তমণিস্পর্শনিমীলিতঃ।
অপয়োধরসংসর্গাং প্রিয়ালিঙ্গননির্বৃতিম্॥ ৬৫॥
শ্রুত্বা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ।
মহার্ণবপরিক্ষেপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্॥ ৬৬॥
স প্রতস্থেঽরিনাশায় হরিসৈন্যৈরনুদ্রুতঃ।
ন কেবলং ধরাপৃষ্ঠে ব্যোম্নি সংবাধবর্ত্তিভিঃ॥ ৬৭॥
নিবিষ্টমুদধেঃ কূলে তং প্রপেদে বিভীষণঃ।
স্নেহাদ্রাক্ষসলক্ষ্ম্যেব বুদ্ধিমাবিশ্য চোদিতঃ॥ ৬৮॥

করিতেছেন। তখন হনুমান্ সীতার হস্তে রামের অভিজ্ঞান-সূচক অঙ্গুরীয় প্রদান করিলে সীতার সুস্নিগ্ধ হর্ষাশ্রুবিন্দুই যেন সেই অঙ্গুরীয়কের প্রত্যুদ্গমন করিল॥ ৬১-৬২॥ হনুমান্ প্রিয়সংবাদ-প্রদান দ্বারা জানকীকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক অক্ষনামা রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তৎপরে কিয়ৎক্ষণ ইন্দ্রজিৎকৃত নিগ্রহ সহ্য করিয়া লঙ্কানগরী দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিল॥ ৬৩॥ এই প্রকারে কৃতকৃত্য হইয়া সাক্ষাৎ সীতার হৃদয়স্বরূপ প্রত্যভিজ্ঞানরত্ন লইয়া হনুমান্ (পুনরায়) শ্রীরামসকাশে আসিয়া সেই চিহ্ন প্রদর্শন করিল॥ ৬৪॥

সীতাদত্ত প্রত্যভিজ্ঞানরত্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক রঘুপতি তাহার স্পর্শসুখে নিরতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রণয়িনীর স্তনস্পর্শশূন্য আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিলেন॥ ৬৫॥ জানকীর মঙ্গলসংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলনার্থ রামচন্দ্র নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং লঙ্কাবেষ্টনকারী সাগরকে পরিখার ন্যায় অবলীলাক্রমে পার হইবার যোগ্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন॥ ৬৬॥ তিনি শত্রুসংহারের অভিলাষে তথা হইতে বহির্গত হইলেন, কপিসৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল; ক্ষিতিতলের কথা দূরে থাকুক, গগনমার্গেও এই সকল কপিসৈন্যের স্থান-সঙ্কুলান হইল না॥ ৬৭॥

অতঃপর রামচন্দ্র সমুদ্রকূলে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ইত্যবসরে বিভী-

তস্মৈ নিশাচরৈশ্বর্য্যং প্রতিশুশ্রাব রাঘবঃ।
কালে খলু সমারব্ধাঃ ফলং বধ্নন্তি নীতয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবগৈর্লবণাম্ভসি।
রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৭০ ॥
তেনোত্তীর্য্য পথা লঙ্কাং রোধয়ামাস পিঙ্গলৈঃ।
দ্বিতীয়ং হেমপ্রাকারং কুর্ব্বদ্ভিরিব বানরৈঃ ॥ ৭১ ॥
রণঃ প্রববৃতে তত্র ভীমঃ প্লবগরক্ষসাম্‌।
দিগ্‌বিজৃম্ভিতকাকুৎস্থপৌলস্ত্যজয়ঘোষণঃ ॥ ৭২ ॥
পাদপাবিদ্ধপরিঘঃ শিলানিষ্পিষ্টমুদ্গরঃ।
অতিশস্ত্রনখন্যাসঃ শৈলরুগ্নমতঙ্গজঃ ॥ ৭৩ ॥
অথ রামশিরশ্ছেদদর্শনোদ্‌ভ্রান্তচেতনাম্‌।
সীতাং মায়েতি শংসন্তী ত্রিজটা সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন ; তখন বোধ হইল যেন, স্নেহবশে রাক্ষস-
ই বিভীষণের বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে (রামের নিকট) প্রেরণ
য়াছেন ॥ ৬৮ ॥ ধর্ম্মশীল বিভীষণকে রাক্ষসৈশ্বর্য্যের আধিপত্য প্রদান করি-
। বলিয়া রামচন্দ্র প্রতিশ্রুত হইলেন। বস্তুতঃ উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হইলে
ত ফলপ্রসবিনী হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর রাম কপিসৈন্যের সহায়তায় লবণসাগরে একটি সেতু বন্ধন করিলেন।
র্শনে বোধ হইল যেন, জনার্দ্দনের শয়নার্থ শেষনাগ পাতালতল হইতে মস্তক
লন করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥ সেই সেতুযোগে সাগর পার হইয়া রামচন্দ্র পিঙ্গল-
বানরসৈন্য দ্বারা লঙ্কানগরী অবরোধ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন,
সমস্ত বানর দ্বারা লঙ্কার অপর একটি কাঞ্চনময় প্রাচীর গঠিত হইয়াছে ॥ ৭১ ॥
অনন্তর রাক্ষস ও কপিকুলের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ; রামরাবণের জয়নাদে
ক্‌ মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই সংগ্রামে বৃক্ষদ্বারা পরিঘাস্ত্র বিচূর্ণিত ও প্রস্তর
মুদ্গর নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, রাক্ষসকুলের শস্ত্রপ্রহার অপেক্ষাও কপি-
। নখাঘাত অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অধিক কি, হস্তী সকল পর্য্যন্ত
প্রহারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িল ॥ ৭২-৭৩ ॥

তদনন্তর একদা জানকী রামচন্দ্রের ছিন্নমস্তক দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।
। ত্রিজটানাম্নী রাক্ষসী 'উহা রাক্ষসের [illegible]

কামং জীবতি মে নাথ ইতি সা বিজহৌ শুচম্।
প্রাঙ্মত্বা সত্যমস্যান্তং জীবিতাস্মীতি লজ্জিতা ॥ ৭৫ ॥
গরুড়াপাতবিশ্লিষ্টমেঘনাদাস্ত্রবন্ধনঃ।
দাশরথ্যোঃ ক্ষণক্লেশঃ স্বপ্নবৃত্ত ইবাভবৎ ॥ ৭৬ ॥
ততো বিভেদ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা বক্ষসি লক্ষ্মণম্।
রামস্ত্বনাহতোঽপ্যাসীদ্বিদীর্ণহৃদয়ঃ শুচা ॥ ৭৭ ॥
স মারুতিসমানীতমহৌষধিগতব্যথঃ।
লঙ্কাস্ত্রীণাং পুনশ্চক্রে বিলাপাচার্য্যকং শরৈঃ ॥ ৭৮ ॥
স নাদং মেঘনাদস্য ধনুশ্চেন্দ্রায়ুধপ্রভম্।
মেঘস্যেব শরৎকালো ন কিঞ্চিৎ পর্য্যশেষয়ৎ ॥ ৭৯ ॥
কুম্ভকর্ণঃ কপীন্দ্রেণ তুল্যাবস্থঃ স্বসুঃ কৃতঃ।
রুরোধ রামং শৃঙ্গীব টঙ্কচ্ছিন্নমনঃশিলঃ ॥ ৮০ ॥

করিলে তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হইল ॥ ৭৪ ॥ তখন 'প্রিয়তম জীবিত আছেন' ইহা নিঃসংশয়ে অবগত হইয়া জানকী শোক বিসর্জ্জন করিলেন ; কিন্তু ইত্যগ্রে রাম জীবিত নাই, ইহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াও যে তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই, এই কারণে তিনি নিরতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৫ ॥

একদা যুদ্ধে মেঘনাদ রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিলে গরুড় আসিয়া ঐ বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়, সুতরাং সে বন্ধন কিয়ৎক্ষণের জন্য স্বপ্নবৃত্তান্তের ন্যায় তাঁহাদের কষ্টকর হইয়াছিল ॥ ৭৬ ॥ তৎপরে একদা দশানন শক্তিশেল-প্রহারে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল ভেদ করে ; রাম আঘাত প্রাপ্ত না হইলেও সে সময়ে শোকে তিনি বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥ তখন পবননন্দন মারুতি মহৌষধি আনয়ন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের বেদনা দূর করে। তখন লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার বাণসহায়ে রাক্ষসদিগের সংহার-সাধন পূর্ব্বক তাহাদের রমণীগণকে বিলাপ করিতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৮ ॥ শরৎকালে যেমন জলদগর্জ্জন বা ইন্দ্রধনু কিছুই থাকে না, তিনিও সেইরূপ মেঘনাদের নাদ ও তাহার ইন্দ্রায়ুধতুল্য শরাসনের কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না, (সমস্তই বিলুপ্ত করিয়া ফেলিলেন) ॥ ৭৯ ॥

তদনন্তর কপিপতি সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে তাহার সহোদরা শূর্পণখার সদৃশ করিলে সেই টঙ্কাস্ত্রদলিত মনঃশিলারাগরঞ্জিত

অকালে বোধিতো ভ্রাতা প্রিয়স্বপ্নো বৃথা ভবান্ ।
রামেষুভিরিতীবাসৌ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৮১ ॥
ইতরাণ্যপি রক্ষাংসি পেতুর্বানরকোটিষু ।
রজাংসি সমরোত্থানি তচ্ছোণিতনদীষ্বিব ॥ ৮২ ॥
নির্যযাবথ পৌলস্ত্যঃ পুনর্যুদ্ধায় মন্দিরাৎ ।
অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ ॥ ৮৩ ॥
রামং পদাতিমালোক্য লঙ্কেশঞ্চ বরূথিনম্ ।
হরিযুগ্যং রথং তস্মৈ প্রজিঘায় পুরন্দরঃ ॥ ৮৪ ॥
তমাধূতধ্বজপটং ব্যোমগঙ্গোর্ম্মিবায়ুভিঃ ।
দেবসূতভুজালম্বী জৈত্রমধ্যাস্ত রাঘবঃ ॥ ৮৫ ॥
মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদম্ ।
যত্রোৎপলদলক্লৈব্যমস্ত্রাণ্যাপুঃ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৮৬ ॥
অন্যোন্যদর্শনপ্রাপ্তবিক্রমাবসরং চিরাৎ ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং চরিতার্থমিবাভবৎ ॥ ৮৭ ॥

শৃঙ্গতুল্য কুম্ভকর্ণ শ্রীরামকে অবরোধ করিল ॥ ৮০ ॥ "তুমি নিরতিশয় নিদ্রালু, ...ার ভ্রাতা রাবণ তোমাকে বৃথা অকালে জাগরিত করিয়াছে", রামপ্রক্ষিপ্ত ...এই কথা বলিয়াই যেন তাহাকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিল ॥ ৮১ ॥ ...মরোত্থ ধূলিপটল যেরূপ রাক্ষসদিগের রুধিরনদীতে পড়িতে লাগিল, রাক্ষ-...ও সেইরূপ অগণিত কপিসৈন্যের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন ...তে লাগিল ॥ ৮২ ॥

...দনন্তর দশানন সংকল্প করিল, 'অদ্য বসুন্ধরা অরাবণ বা অরাম হইবে', এই ...ব স্থিরসংকল্প করিয়া সে সংগ্রামার্থ পুর হইতে বিনির্গত হইল ॥ ৮৩ ॥

এ দিকে দেবরাজ দেখিলেন, যুদ্ধে শ্রীরাম পাদচারী ও দশানন রথারূঢ় ; ...নে তিনি রামের জন্য তুরঙ্গদ্বয়যুক্ত একখানি রথ পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৮৪ ॥ ...াশগঙ্গার তরঙ্গোত্থ বায়ুতে সেই রথের ধ্বজপট কম্পিত হইতেছিল ; শ্রীরাম ...সারথি মাতলির হাত ধরিয়া সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৮৫ ॥ ...বর্মে অসুরকুলের বাণরাশিও কমলপত্রের ন্যায় বিফল হয়, মাতলি সেই ...দ্য ইন্দ্রকবচ দ্বারা শ্রীরামের দেহ আবৃত করিয়া দিলেন ॥ ৮৬ ॥ রাম ও রাবণে

ভুজমূর্দ্ধোরুবাহুল্যাদেকোঽপি ধনদানুজঃ।
দদৃশে হ্যযথাপূর্ব্বো মাতৃবংশ ইব স্থিতঃ ॥ ৮৮ ॥
জেতারং লোকপালানাং স্বমুখৈরর্চ্চিতেশ্বরম্।
রামস্তুলিতকৈলাসমরাতিং বহ্বমন্যত ॥ ৮৯ ॥
তস্য স্ফুরতি পৌলস্ত্যঃ সীতাসঙ্গমশংসিনি।
নিচখানাধিকক্রোধঃ শরং সব্যেতরে ভুজে ॥ ৯০ ॥
রাবণস্যাপি রামাস্ত্রো ভিত্ত্বা হৃদয়মাশুগঃ।
বিবেশ ভুবমাখ্যাতুমুরগেভ্য ইব প্রিয়ম্ ॥ ৯১ ॥
বচসৈব তয়োর্বাক্যমস্ত্রমস্ত্রেণ নিঘ্নতোঃ।
অন্যোঽন্যজয়সংরম্ভো ববৃধে বাদিনোরিব ॥ ৯২ ॥
বিক্রমব্যতিহারেণ সামান্যাভূদ্দ্বয়োরপি।
জয়শ্রীরন্তরা বেদির্মত্তবারণয়োরিব ॥ ৯৩ ॥

পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে বিক্রম-প্রদর্শনের অবসর হইল; সুতরাং 'রাম-রাবণের যুদ্ধ' এই বাক্যটি সার্থক হইল ॥ ৮৭ ॥ (যুদ্ধে) পুত্রমিত্রাদি বিনষ্ট হইল: রাবণ একাকী হইল বটে; কিন্তু হস্তপদ ও মস্তকের আধিক্যে তাহাকে রাক্ষসগণপরিবৃতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৮৮ ॥ যে দশানন ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালবর্গকে সংগ্রামে পরাভূত, নিজ মস্তক দ্বারা মহেশ্বরকে প্রসন্ন ও বাহুবলে কৈলাসপর্ব্বত উৎপাটিত করিয়াছিল, শত্রু হইলেও শ্রীরাম যুদ্ধে তাহার প্রতি নিরতিশয় আদর প্রদর্শন করিলেন ॥ ৮৯ ॥ (যুদ্ধকালে) শ্রীরামের যে দক্ষিণ-হস্ত স্পন্দিত হইয়া সীতাসমাগমের সূচনা করিতেছিল, নিরতিশয় রোষপরায়ণ দশানন সেই দক্ষিণহস্তে একটি বাণ প্রক্ষেপ করিল ॥ ৯০ ॥ এ দিকে রামনিক্ষিপ্ত বাণও দশাননের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যেন ভুজঙ্গদিগকে তাহার বধরূপ প্রিয়সংবাদ দিবার জন্য ভূগর্ভে প্রবেশ করিল ॥ ৯১ ॥ তখন রাম-রাবণ উভয়ের মধ্যে বাক্য দ্বারা বাক্যের এবং অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রের প্রতিসংহার আরম্ভ হইল; পরস্পর বিজিগীষু বাদিযুগলের ন্যায় তাঁহাদিগের বিজয়চেষ্টা পরস্পর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৯২ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে দুইটি মত্তহস্তীর মধ্যগত বেদী যেমন নিয়ত কাহারও অধিকারে থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে জয়পরাজয় হয়, সেইরূপ হওয়াতে রাম-রাবণের জয়শ্রীও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল ॥ ৯৩ ॥ দেবদানবেরা তাঁহাদিগের অস্ত্রপ্রয়োগ ও প্রতিসংহার

কৃতপ্রতিকৃতপ্রীতৈস্তয়োর্মুক্তাং সুরাসুরৈঃ।
পরস্পরশরব্রাতাঃ পুষ্পবৃষ্টিং ন সেহিরে ॥ ৯৪ ॥
অয়ঃসঙ্কুচিতাং রক্ষঃ শতঘ্নীমথ শত্রবে।
হৃতাং বৈবস্বতস্যেব কূটশাল্মলিমক্ষিপৎ ॥ ৯৫ ॥
রাঘবো প্রথমপ্রাপ্তাং তামাশাঞ্চ সুরদ্বিষাম্।
অর্দ্ধচন্দ্রমুখৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ কদলীসুখম্ ॥ ৯৬ ॥
অমোঘং সন্দধে চাস্মৈ ধনুষ্যেকধনুর্দ্ধরঃ।
ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রিয়াশোকশল্যনিষ্কর্ষণৌষধম্ ॥ ৯৭ ॥
তদ্ব্যোম্নি শতধা ভিন্নং দদৃশে দীপ্তমুম্মুখম্।
বপুর্মহোরগস্যেব করালফণমণ্ডলম্ ॥ ৯৮ ॥
তেন মন্ত্রপ্রযুক্তেন নিমেষার্দ্ধাদপাতয়ৎ।
স রাবণশিরঃপঙ্‌ক্তিমজ্ঞাতব্রণবেদনাম্ ॥ ৯৯ ॥
বালার্কপ্রতিমেবাপ্সু বীচিভিন্না পতিষ্যতঃ।
ররাজ বক্ষঃকায়স্য কণ্ঠচ্ছেদপরম্পরা ॥ ১০০ ॥

...খিয়া প্রীতিসহকারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু বীরযুগলের অস্ত্রসমূহে ...র অবরোধ হওয়ায় বোধ হইল যেন, পরস্পরের বাণরাজি ঐ পুষ্পবৃষ্টি সহ্য ...রতে সমর্থ হইল না ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর রাক্ষসপতি দশানন শমনরাজের গদার ন্যায় নিজ বিজয়লব্ধ লৌহশঙ্কু-...চিত শতঘ্নী নামক অস্ত্র রামচন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিল, শ্রীরামও রথের নিকট আসিতে আসিতে সেই শতঘ্নীকে রাক্ষসগণের জয়াশার সহিত অর্দ্ধচন্দ্রমুখ দ্বারা কদলীর ন্যায় অনায়াসে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯৫-৯৬ ॥ তৎপরে ...ই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর রামচন্দ্র রাক্ষসরাজকে লক্ষ্য করিয়া জানকীর শোকশল্য ...রের মহৌষধস্বরূপ অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন ॥ ৯৭ ॥ সেই প্রজ্বলিত ...স্ত্র গগনমার্গে শতধা ভিন্ন হইয়া ফণামণ্ডলবিশিষ্ট ভুজগপতি বাসুকির ...হের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৯৮ ॥ রামচন্দ্র মন্ত্রপ্রযুক্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ...নিমেষমধ্যে দশাননের শিরঃশ্রেণী ভূপাতিত করিলেন। এই কার্য্য এত ...সম্পাদিত হইল যে, দশানন মস্তকচ্ছেদনজনিত কষ্ট কিছুমাত্র বোধ করিতে ...ল না ॥ ৯৯ ॥ তরুণ অরুণকিরণ ...

মরুতাং পশ্যতাং তস্য শিরাংসি পতিতান্যপি।
মনো নাতিবিশশ্বাস পুনঃসন্ধানশঙ্কিনাম্॥ ১০১॥

অথ মদগুরুপক্ষৈর্লোকপালদ্বিপানামনুগতমলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তীর্বিহায়।
উপনতমণিবন্ধে মূর্দ্ধ্নি পৌলস্ত্যশত্রোঃ,
সুরভি সুরবিমুক্তং পুষ্পবর্ষং পপাত॥ ১০২॥

যন্তা হরেঃ সপদি সংহৃত-কার্ম্মুকজ্যমাপৃচ্ছ্য রাঘবমনুষ্ঠিতদেবকার্য্যম্।
নামাঙ্করাবণশরাঙ্কিতকেতুযষ্টিমূর্দ্ধং রথং হরিসহস্রযুজং নিনায়॥ ১০৩॥

রঘুপতিরপি জাতবেদোবিশুদ্ধাং প্রগৃহ্য প্রিয়াং,
প্রিয়সুহৃদি বিভীষণে সংগময্য শ্রিয়ং বৈরিণঃ।
রবিসুতসহিতেন তেনানুযাতঃ সসৌমিত্রিণা,
ভুজবিজিতবিমানরত্নাধিরূঢ়ঃ প্রতস্থে পুরীম্॥ ১০৪॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রাবণবধো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২

যেমন বিভিন্ন হয়, রাক্ষসপতি রাবণের দেহ ক্ষিতিতলে পতিত হইবার পূর্বে তাহার মস্তকপংক্তি সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইল॥ ১০০॥ রাক্ষসরাজ দশাননের মস্তকশ্রেণী ধরাতলে পতিত দর্শন করিয়াও পুনর্ব্বার মিলনাশঙ্কায় সুরগণের হৃদয়ে পূর্ণবিশ্বাস জন্মিল না॥ ১০১॥

তদনন্তর দশাননজয়ী শ্রীরামের মস্তকোপরি আসন্নরাজ্যাভিষেকসূচক দেবগণকৃত পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। তৎকালে মত্ত দিগ্‌গজদিগের মদজলভারে ভারাক্রান্তপক্ষ হইয়া ভ্রমরপংক্তি তাহাদের গণ্ডদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ পুষ্পগন্ধে অনুগামী হইয়া উঠিল॥ ১০২॥

রঘুপতি রামচন্দ্র এই প্রকারে দেবকার্য্যসাধন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আপনার কার্ম্মুকের গুণ উন্মোচন করিলেন; মাতলিও রামের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক দশাননের নামাঙ্কিত বাণরাশিচিহ্নিত ধ্বজযষ্টিবিশিষ্ট সহস্রাশ্বযুক্ত রথ লইয়া অম্বরমার্গে গমন করিলেন॥ ১০৩॥ তৎপরে রামচন্দ্র অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধা প্রণয়িনী সীতাকে লইয়া প্রিয়সখা বিভীষণকে রাক্ষসরাজশ্রী প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত আপনার বাহুবিজিত বিমানযোগে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ১০৪॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

—০ঃ*ঃ০—

অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ, পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং, রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ॥ ১॥

বৈদেহি! পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং, মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥ ২॥

গুরোর্যিযক্ষোঃ কপিলেন মেধ্যে, রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে।
তদর্থমুর্ব্বীমবদারয়দ্ভিঃ, পূর্ব্বৈঃ কিলায়ং পরিবর্দ্ধিতো নঃ॥ ৩॥

গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাৎ, বিবৃদ্ধিমত্রাশ্নুবতে বসূনি।
অবিন্ধনং বহ্নিমসৌ বিভর্ত্তি, প্রহ্লাদনং জ্যোতিরজন্যনেন॥ ৪॥

তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং, স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥ ৫॥

নাভিপ্ররূঢ়াম্বুরুহাসনেন, সংস্তূয়মানঃ প্রথমেন ধাত্রা।
অমুং যুগান্তোচিতযোগনিদ্রঃ,সংহৃত্য লোকান্ পুরুষোঽধিশেতে॥ ৬॥

তদনন্তর গুণবিশারদ নারায়ণাংশজাত রাম-নামধারী হরি পুষ্পক বিমানে রূঢ় হইয়া গগনমার্গে গমনকালে সমুদ্র দর্শন করিয়া জানকীকে (সম্বোধন র্ব্বক) বলিলেন, সীতে! ঐ দেখ, ছায়াপথ দ্বারা বিমল তারকাসমাকুল শারদীয় ছ আকাশের ন্যায় আমার নির্ম্মিত সেতু দ্বারা বিভক্ত হইয়া ফেনপুঞ্জ-সুশোভিত গর ও মলয়-পর্ব্বত দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইতেছে॥ ১-২॥ ষি-প্রবর কপিলদেব যজ্ঞানুষ্ঠাতা সগর-রাজের পবিত্র অশ্বমেধাশ্ব লইয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সগর-কুমারেরা সেই অশ্বের অন্বেষণার্থ বসুমতী নন করিয়া এই সাগরকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন॥ ৩॥ সূর্য্যদেবের রশ্মিজাল ই সমুদ্র হইতেই সলিল আকর্ষণ পূর্ব্বক গর্ভ ধারণ করে; এই সাগরগর্ভেই রাজি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এই সমুদ্রই বাড়বাগ্নি বহন করিতেছে এবং এই সমুদ্র হইতেই আনন্দপ্রদ চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে॥ ৪॥ সত্ত্বাদি-অবস্থাগত সর্ব্বব্যাপী ায়ণের স্বরূপ-কীর্ত্তন অথবা ইয়ত্তা করা যেমন অসম্ভব, সেই প্রকার আপন মাপ্রভাবে অক্ষোভণীয়তাদি অবস্থাবিশিষ্ট দশদিগ্ব্যাপী এই মহাসাগরেরও -নির্ণয় করা বা ইহার ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নহে॥ ৫॥ [illegible]

পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাত্তগন্ধাঃ, শরণ্যমেকং শতশো মহীধ্রাঃ।
নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যো, ধর্ম্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে ॥ ৭ ॥
রসাতলাদাদিভবেন পুংসা, ভুবঃ প্রযুক্তোদ্বহনক্রিয়ায়াঃ।
অস্যাচ্ছমম্ভঃ প্রলয়প্রবৃদ্ধং, মুহূর্ত্তবক্ত্রাভরণং বভূব ॥ ৮ ॥
মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগল্‌ভাঃ, স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ, পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধূঃ ॥ ৯ ॥
সমত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ, সংমীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈরূর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্ ॥ ১০ ॥
মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভির্ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।
কপোলসংসর্পিতয়া য এষাং, ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম্ ॥ ১১ ॥
বেলানিলায় প্রস্থতা ভুজঙ্গা, মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জ্জথুনির্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ ॥ ১২ ॥

নারায়ণ সমগ্র লোক সংহার করিয়া আপন নাভিদেশ হইতে উদ্গত পদ্মাসনে উপবিষ্ট আদি-বিধাতা চতুরানন কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া যোগ-নিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক ইহারই অঙ্কদেশে শয়ান হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ রাজগণ যেরূপ বিপক্ষ হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মশীল মধ্যস্থের আশ্রিত হন, শত শত পর্ব্বতরাজিও সেইরূপ গিরিপক্ষচ্ছেত্তা ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া এই সাগরের গর্ভেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৭ ॥ আদিপুরুষ বরাহদেব যৎকালে পাতালতল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার-সাধন করেন, তৎকালে এই সমুদ্রের প্রলয়কাল-বর্দ্ধিত স্ফীত বারিরাশি ক্ষণকালের জন্য ঐ পৃথিবীর বদনমণ্ডলে অবগুণ্ঠনরূপে বিরাজ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥ এই সাগরের প্রিয়তমা-সম্ভোগ অনন্যসাধারণ। কারণ, তরঙ্গরূপ অধরামৃতদানে সুচতুর এই সমুদ্র আপনার মুখদানে নদীসমূহকে প্রগল্‌ভিত করিয়া নিজে তাহাদের অধর-সুধা পান করিতেছে এবং তাহাদিগকেও পান করাইতেছে ॥ ৯ ॥ আরও দেখ তিমি-নামক মৎস্যেরা অপরাপর মৎস্যের সহিত নদীসঙ্গমস্থানের জল লইয়া এক একবার মুখ মুদিত, এক একবার বা বদনব্যাদান সহকারে শিরঃপ্রদেশস্থ রন্ধ্র দ্বার উহা ঊর্দ্ধভাগে ক্ষেপণ করিয়া ফেলিতেছে ॥ ১০ ॥ ঐ দেখ, বারণাকৃতি কুম্ভীরেরা অকস্মাৎ উৎপতিত হওয়ায় দ্বিধা বিভক্ত সাগরের ফেনপুঞ্জ জলহস্তীদিগের কপোলদেশে সংলগ্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ কর্ণপ্রদেশে চামরের ন্যায় শোভা ধারণ করি-
॥ ১১ ॥ সর্প সকল তটদেশের বায়ুসেবনার্থ প্রধাবিত হইতেছে ; এই হেতু

তবাধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু, পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ।
উর্দ্ধাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ, ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথম্॥ ১৩॥
প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতুমাবর্ত্তবেগাদ্ভ্রমতা ঘনেন।
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ, প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ॥ ১৪॥
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী, তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥ ১৫॥
বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে, সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি!
মামক্ষমং মণ্ডনকালহানের্বেত্তীব বিম্বাধরবদ্ধতৃষ্ণম্॥ ১৬॥
এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি-পর্য্যস্তমুক্তা-পটলং পয়োধেঃ।
প্রাপ্তা মুহূর্ত্তেন বিমানবেগাৎ, কূলং ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্॥ ১৭॥
কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু! পশ্চান্মার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি! দৃষ্টিপাতম্।
এষা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ, সকাননা নিষ্পততীব ভূমিঃ॥ ১৮॥

মুদ্রের উত্তালতরঙ্গের সহিত উহাদের দেহের কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে না; কেবলমাত্র ফণামণ্ডলস্থ মণি সকল অরুণ-কিরণে সমুদ্ভাসিত হওয়াতেই উহাদিগকে ভুজঙ্গ বলিয়া অনুমিত হইতেছে॥ ১২॥ দেবি! ঐ দেখ, শঙ্খ সকল তোমার অধররাগতুল্য শোণিতবর্ণ প্রবালমধ্যে তরঙ্গবেগে সমুত্থিত হইতেছে, উহাদের মুখদেশ প্রবালের উন্মুখ অঙ্কুর-সমূহে গ্রথিত হইতেছে; সুতরাং অতিক্লেশে উহারা আবার বিনিক্রান্ত হইতেছে॥ ১৩॥ জলদজাল যেমন জলপানে উদ্যত হইতেছে, অমনি সমুদ্রের আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িতেছে; ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, দ্র যেন মন্দরগিরি দ্বারা মথিত হইতেছে॥ ১৪॥ তমাল ও তালীবনশ্রেণী দূর তে অতি সূক্ষ্মরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে; ঐ সকল বনশ্রেণীতে বেলাভূমি লবর্ণ ধারণ করিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন, উহা লবণ-সাগরের বারিরাশির ধারাবাহিক কলঙ্করেখারূপে বিরাজিত রহিয়াছে॥ ১৫॥ হে আয়তাক্ষি! আমাকে তোমার বিম্বাধরপানে বদ্ধতৃষ্ণ ও অলঙ্কারধারণার্থ কালবিলম্বে অসহিষ্ণু দেখিয়া প্রদেশস্থ বায়ু যেন কেতকপুষ্পের পরাগরাশি দ্বারা তোমার বদনমণ্ডল বিমণ্ডিত রিতেছে॥ ১৬॥ আমরা বিমানযোগে মুহূর্ত্তমধ্যে এই সমুদ্র-কূলে উপস্থিত হইম। অত্রত্য সৈকত-প্রদেশে বিদীর্ণ শুক্তি হইতে নিপতিত মুক্তাপংক্তি সমন্তাৎ ক্ষিপ্ত এবং গুবাফবৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে॥ ১৭॥ হে করভোরু! হে হরিণলোচনে! একবার পশ্চাদ্ভাগে নেত্রপাত কর, দেখ, আমরা সমুদ্র

ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং, ক্বচিদ্ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ, প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্॥ ১৯॥

অসৌ মহেন্দ্রদ্বিপদানগন্ধিস্ত্রিমার্গগাবীচিবিমর্দ্দশীতঃ।
আকাশবায়ুর্দ্দিনযৌবনোত্থানাচামতি স্বেদলবান্ মুখে তে॥ ২০॥

করেণ বাতায়নলম্বিতেন, স্পৃষ্টস্ত্বয়া চণ্ডি! কুতূহলিন্যা।
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়মুদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ো ঘনস্তে॥ ২১॥

অমী জনস্থানমপোঢ়বিঘ্নং, মত্বা সমারব্ধনবোটজানি।
অধ্যাসতে চীরভৃতো যথাস্বং, চিরোজ্ঝিতান্যাশ্রমমণ্ডলানি॥ ২২॥

সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং, ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্ব্যাম্।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্॥ ২৩॥

ত্বং রক্ষসা ভীরু! যতোঽপনীতা, তং মার্গমেতাঃ কৃপয়া লতা মে।
অদর্শয়ন্ বক্তুমশক্নুবন্ত্যঃ, শাখাভিরাবর্জ্জিতপল্লবাভিঃ॥ ২৪॥

হইতে যত দূরে আসিতেছি, বনভূমিও যেন ততই সাগর হইতে বহির্গত হইতেছে॥ ১৮॥ দেবি! এই বিমান আমার ইচ্ছানুসারে কখন দেবমার্গে বিচরণ করিতেছে, কখন মেঘপথে যাইতেছে, কখন বা বিহঙ্গমপথে গমন করিতেছে॥১৯॥ মধ্যাহ্নকালজনিত ঘর্ম্ম-বিন্দু তোমার মুখপ্রদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে; কিন্তু দেখ, স্বর্গগঙ্গার তরঙ্গস্পর্শে সুশীতল, ঐরাবতমদগন্ধি আকাশবায়ু সেই সকল ঘর্ম্মবিন্দু দূর করিয়া দিতেছে॥ ২০॥ হে চণ্ডি! কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া যেমন তুমি বিমানের বাতায়নদেশে হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক মেঘ স্পর্শ করিতে সমুদ্যত হইতেছ, অমনি তড়িদ্বলয়ধারী মেঘ যেন তোমার হস্তে দ্বিতীয় অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দিতেছে॥ ২১॥ ঐ দেখ, চীরধারী ঋষিবৃন্দ রাক্ষসাকীর্ণ জনস্থানকে নিরাপজ্জাত হইয়া চিরপরিত্যক্ত আশ্রমে নিজ নিজ অবস্থিতিস্থলে পুনরায় নব নব কুটী নির্ম্মাণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছে॥২২॥ যে স্থানে তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষিতিতলে একটি নূপুর দেখিয়াছিলাম, এই দেখ সেই বনভূমি। তৎকালে আমার বোধ হইয়াছিল, তোমার পাদপদ্ম হইতে স্খলিত হইয়া সেই নূপুর দুঃখ হেতু মৌনভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে॥২৩॥ অয়ি ভীরু! রাক্ষস রাবণ তোমাকে যে পথে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই পথস্থ লতিকারা বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা বলিতে সমর্থ না হইলেও আমার প্রতি কৃপাপ্রদর্শন সহকারে অবনত পল্লব দ্বারা

মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুরনির্ব্ব্যপেক্ষাস্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্ মাম্ ।
ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণস্যামুৎপক্ষ্মরাজীনি বিলোচনানি ॥ ২৫ ॥
এতদ্‌গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদাবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্ ।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ, ত্বদ্বিয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্ ॥ ২৬ ॥
গন্ধশ্চ ধারাহতপল্বলানাং, কাদম্বমর্দ্ধোদ্‌গতকেশরঞ্চ ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুর্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে ॥ ২৭ ॥
পূর্ব্বানুভূতং স্মরতা চ যত্র, কম্পোত্তরং ভীরু ! তবোপগূঢ়ম্ ।
গুহাবিসারীণ্যতিবাহিতানি, ময়া কথঞ্চিদ্‌ঘনগর্জ্জিতানি ॥ ২৮ ॥
আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ, মামক্ষিণোদ্‌যত্র বিভিন্নকোশৈঃ ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে, বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ ॥ ২৯ ॥
উপান্তবানীরবনোপগূঢ়ান্যালক্ষ্যপারিপ্লবসারসানি ।
দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদাদমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥ ৩০ ॥

ই পথ প্রদর্শন করিয়াছিল ॥২৪॥ তৎকালে তুমি গগনপথে নীত হইয়াছিলে, তাহা মি জানিতাম না ; হরিণীরা কুশাঙ্কুরের প্রতি (তাহা ভক্ষণে) বীতস্পৃহ হইয়া ত্রপক্ষ্মশ্রেণী উন্মোচন পূর্ব্বক আপন আপন নেত্র দক্ষিণদিকে পাতিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল ॥ ২৫ ॥ ঐ দেখ, পুরোভাগে মাল্যবান্ পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে, র একটি শৃঙ্গ গগনদেশ স্পর্শ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে ; ঐ স্থানে জলদজালের নীরধারা ও তোমার বিরহজনিত আমার অশ্রুবিন্দু এক সময়েই নিপতিত য়াছিল ॥ ২৬ ॥ ঐ স্থানের প্রাবৃট্‌কালীন জলধারাসিক্ত পল্বলের গন্ধ, অর্দ্ধ-ফুটিত কদম্বপুষ্প ও ময়ূর-কুলের শ্রুতিমধুর কেকাধ্বনি, এতৎসমস্তই তোমার ছেদে আমার নিরতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ২৭ ॥ হে ভীরু ! পূর্ব্বে যে আমাকে সকম্প আলিঙ্গন প্রদান করিতে, এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে তাহা স্মৃতিপথে ত হওয়াতে গহ্বরবিসর্পি জলদগর্জ্জন আমি অতি কষ্টে সহ্য করিয়াছিলাম ॥২৮॥ গিরিশৃঙ্গে প্রস্ফুটিত নবীন কন্দলীপুষ্প সকল নববারিধারাসিক্ত ভূমি হইতে ত ধূম্রবর্ণ বাষ্পের সহিত একত্র হওয়াতে বিবাহোৎসবে বহ্নিধূম দ্বারা অরুণ-তোমার নেত্রশোভার অনুকরণ করিয়াছিল ; তাহাতে আমি যার পর নাই হইয়াছিলাম ॥ ২৯ ॥ ঐ দেখ পম্পাসরোবর, উহার উপান্তদেশ বেতসবনে ত, ঐ উপান্তদেশে চঞ্চল সারসকুলকে ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে ...

অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশরাণি।
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্ত্তিনা তে, ময়া প্রিয়ে! সস্পৃহমীক্ষিতানি॥ ৩১॥
ইমাং তটাশোকলতাঞ্চ তন্বীং, স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রাম্।
ত্বৎপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা পরিরব্ধুকামঃ, সৌমিত্রিণা সাশ্রুরহং নিষিদ্ধঃ॥ ৩২॥
অমূর্বিমানান্তরলম্বিনীনাং, শ্রুত্বা স্বনং কাঞ্চনকিঙ্কিণীনাম্।
প্রত্যুদ্ব্রজন্তীব খমুৎপতন্ত্যো, গোদাবরীসারসপংক্তয়স্ত্বাম্॥ ৩৩॥
এষা ত্বয়া পেশলমধ্যয়াপি, ঘটাম্বুসংবর্দ্ধিতবালচূতা।
আনন্দয়ত্যুন্মুখকৃষ্ণসারা, দৃষ্ট্বা চিরাৎ পঞ্চবটী মনো মে॥ ৩৪॥
অত্রানুগোদং মৃগয়ানিবৃত্তস্তরঙ্গবাতেন বিনীতখেদঃ।
রহস্ত্বদুৎসঙ্গনিষণ্ণমূর্দ্ধা, স্মরামি বানীরগৃহেষু সুপ্তঃ॥ ৩৫॥
ভ্রূভেদমাত্রেণ পদান্ মঘোনঃ প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার।
তস্যাবিলাম্ভঃপরিশুদ্ধিহেতোর্ভৌমো মুনেঃ স্থানপরিগ্রহোঽয়ম্॥ ৩৬॥

হইতে অবতীর্ণ হইয়া যেন ঐ সরসীসলিল পান করিতেছে॥ ৩০॥ প্রিয়তমে! আমি যখন তোমার নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিলাম, সেই সময়ে ঐ পম্পাসরোবরে চিরসম্মিলিত চক্রবাকমিথুন পরস্পরকে যে কমল-কেশর প্রদা করিত, সতৃষ্ণনেত্রে তাহা দর্শন করিতাম॥ ৩১॥ ঐ দেখ, উহার তীরে ক্ষী অশোকবৃক্ষ স্তনসদৃশ অভিরাম স্তবকভারে আনত হইয়া রহিয়াছে; উহা দর্শনে তোমাকে লাভ করিলাম মনে করিয়া যেমন আমি আলিঙ্গন করিতে উদ্য হইতাম, অমনি লক্ষ্মণ 'এ জানকী নহে' বলিয়া আমাকে নিবারণ করিত; তৎ অশ্রুজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত॥ ৩২॥ ঐ দেখ, গোদাবরীতটস্থি সারসপংক্তি বিমানমধ্যবিলম্বিত কাঞ্চন-কিঙ্কিণীর শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক গগনমার্গে উঠিয়া যেন আমাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিতেছে॥ ৩৩॥ তোমার কটিদেশ অতী সুকোমল, তথাপি তুমি কলসজল সেচন করিয়া যে স্থানের নবজাত সহকার-বৃক্ষ দিগকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলে এবং যে স্থানে কৃষ্ণসার হরিণেরা ঊর্দ্ধমুখে আমা দিগের প্রতি নেত্রপাত করিতেছে, বহুদিনের পর সেই পঞ্চবটী দেখিয়া হর্ষরসে আমার চিত্ত পরিপ্লুত হইতেছে॥ ৩৪॥ আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, আমি মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই গোদাবরীর তরঙ্গ-স্পর্শে সুস্নিগ্ধ বায়ু-সেবন দ্বারা মৃগয়াজাত পরিশ্রম দূর করিতাম এবং এই পঞ্চবটীর জনশূন্য বেতসগৃহে তোমার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিতাম॥ ৩৫॥ যাঁহার ভ্রূভঙ্গী

ত্রেতাগ্নিধূমাগ্রমনিন্দ্যকীর্ত্তেস্তস্যেদমাক্রান্তবিমানমার্গম্ ।
ঘ্রাত্বা হবির্গন্ধি রজোবিমুক্তঃ, সমশ্নুতে মে লঘিমানমাত্মা ॥ ৩৭ ॥
এতন্মুনের্মানিনি ! শাতকর্ণেঃ, পঞ্চাপ্সরো নাম বিহারবারি ।
আভাতি পর্য্যন্তবনং বিদূরাৎ, মেঘান্তরালক্ষ্যমিবেন্দুবিম্বম্ ॥ ৩৮ ॥
পুরা স দর্ভাঙ্কুরমাত্রবৃত্তিশ্চরন্ মৃগৈঃ সার্দ্ধমৃষির্মঘোনা ।
সমাধিভীতেন কিলোপনীতঃ, পঞ্চাপ্সরোযৌবনকূটবন্ধঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্যায়মন্তর্হিতসৌধভাজঃ, প্রসক্তসঙ্গীতমৃদঙ্গঘোষঃ ।
বিয়দ্গতঃ পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ, ক্ষণং প্রতিশ্রুন্মুখরাঃ করোতি ॥ ৪০ ॥
হবির্ভুজামেধবতাং চতুর্ণাং, মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্তিঃ ।
অসৌ তপস্যত্যপরস্তপস্বী, নাম্না সুতীক্ষ্ণশ্চরিতেন দান্তঃ ॥ ৪১ ॥

রাজা ইন্দ্রপদপরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, যাঁহার উদয়ে জলের আবিলতা দূর হয়, দেখ, সেই ঋষিপ্রবর অগস্ত্যের ক্ষিতিতলস্থ তপোবন শোভা পাইতেছে ॥ ৩৬ ॥* অনিন্দ্যকীর্ত্তি ঋষিবরের গার্হপত্যাদি বহ্নিত্রয়ের গগনস্পর্শী হবির্গন্ধপূর্ণ ধূমশিখা াণ করিয়া আমার চিত্ত রজোবিহীন হইতেছে,আমি যেন পবিত্র হইলাম ॥৩৭॥ নি ! ঐ দেখ,শাতকর্ণি ঋষির পঞ্চাপ্সর নামক কেলি-সরোবর দেখা যাইতেছে ; র চতুর্দ্দিক্ বনরাজিতে পরিবৃত ; সুতরাং দূর হইতে মেঘাবৃত ঈষৎ প্রতীয়মান বিম্বের ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ পুরাকালে এই শাতকর্ণি ঋষি গবৃন্দ সহ ভ্রমণ ও কুশাঙ্কুরমাত্র ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর ধিদর্শনে ভীত হইয়া দেবেন্দ্র পঞ্চাপ্সরার যৌবনরূপ কূটযন্ত্র বিস্তার করিয়া- ন ॥ ৩৯ ॥ অধুনা সেই ঋষি জলগর্ভস্থ প্রাসাদে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর র তুল্য স্বর ও লয় সহকারে সঙ্গীতে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহার সেই গীতশব্দ ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পুষ্পকবিমানের চূড়াগৃহ নিনাদিত করিতেছে ॥ ৪০ ॥ দেখ, আর একটি তাপস আদিত্যাভিমুখ হইয়া সমন্তাৎ প্রজ্বলিত বহ্নি-

---

* এইরূপ পৌরাণিকী বার্ত্তা প্রসিদ্ধ আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবেন্দ্র অসুর-হস্তে প্রপীড়িত পলায়ন পূর্ব্বক হিমালয়ের গহ্বরে লুক্কায়িত হন। তখন দেবতারা স্বর্গরাজ্য-রক্ষার জন্য ন হইতে নহুষ রাজাকে লইয়া গিয়া ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নহুষ শচীকে বরণার্থ ান করিলে শচী ভীতা হইয়া নহুষকে বলেন, 'রাজন্ ! ব্রাহ্মণবাহিত যান ব্যতিরেকে আপ- নকট গমন করিতে আমি অসমর্থ।' নহুষ এই কথা শুনিয়া অগস্ত্যকে যানবহনের আদেশ ল মহর্ষি অভিশাপ প্রদান করেন। [illegible]

অমুং সহাসপ্রহিতেক্ষণানি, ব্যাজার্দ্ধসন্দর্শিতমেখলানি।
নালং বিকর্ত্তুং জনিতেন্দ্রশঙ্কং, সুরাঙ্গনাবিভ্রমচেষ্টিতানি ॥ ৪২॥
এবোঽক্ষমালাবলয়ং মৃগাণাং, কণ্ডূয়িতারং কুশসূচিলাবম্।
সভাজনে মে ভুজমূর্দ্ধবাহুঃ, সব্যেতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ৪৩॥
বাচংযমত্বাৎ প্রণতিং মমৈষঃ, কম্পেন কিঞ্চিৎ প্রতিগৃহ্য মূর্দ্ধ্নঃ।
দৃষ্টিং বিমানব্যবধানমুক্তাং, পুনঃ সহস্রার্চ্চিষি সন্নিধত্তে ॥ ৪৪ ॥
অদঃ শরণ্যং শরভঙ্গনাম্নস্তপোবনং পাবনমাহিতাগ্নেঃ।
চিরায় সন্তর্প্য সমিদ্ভিরগ্নিং, যো মন্ত্রপূতাং তনুমপ্যহৌষীৎ ॥ ৪৫ ॥
ছায়াবিনীতাধ্বপরিশ্রমেষু, ভূয়িষ্ঠসম্ভাব্যফলেষ্বমীষু।
তস্যাতিথীনামধুনা সপর্য্যা, স্থিতা সুপুত্রেষ্বিব পাদপেষু ॥ ৪৬ ॥
ধারাস্বনোদ্‌গারিদরীমুখোঽসৌ, শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ।
বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি! চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ ॥ ৪৭ ॥

চতুষ্টয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইহাঁর নাম সুতী সত্য, কিন্তু ইনি শান্ত-স্বভাব ॥ ৪১ ॥ ইহাঁর তপস্যা দেখিয়া দেবেন্দ্র ভয়ে অপ্সরা সমূহকে উহাঁর নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদের সহাস্য কটাক্ষপাত ও ছলসহকারে অর্দ্ধনির্গত কাঞ্চীদামপ্রদর্শন কোন বিলাসবিভ্রমই ইহাঁর সমাধিভঙ্গ করিতে পারে নাই ॥ ৪২ ॥ আরও দেখ, ঐ ঊর্দ্ধবাহু তাপসের যে হস্ত হরিণদিগের গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিত এবং যাহা কুশচ্ছেদন করিত, সেই অক্ষমালাবলয়-ধারী দক্ষিণকর আমার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৪৩ ॥ ঐ ঋষি মৌনব্রত ধারণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মস্তক-কম্পন সহকারে আমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিমানব্যবধানমুক্ত দৃষ্টি পুনর্ব্বার আদিত্যমণ্ডলে বিন্যস্ত করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥ ঐ দেখ, সাগ্নিক শরভঙ্গ ঋষির শরণ্য পবিত্র আশ্রম দেখা যাইতেছে; এই ঋষি বহুদিন সমিধ্ সহযোগে অগ্নির সন্তোষসাধন করিয়া আপনার মন্ত্রপূত দেহকে সেই অগ্নিতেই আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ এখন সেই মহর্ষির বহুফল-পূরিত আশ্রমবৃক্ষেরা ছায়াদান করিয়া অতিথিদিগের পথপর্য্যটনজনিত শ্রম দূর করিয়া দেয়, ফল দান করিয়া প্রীতিসাধন করে; এই প্রকার সেবা দ্বারা যেন উহারা মহর্ষির পুত্রের ন্যায় কার্য্যসম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৬ ॥ অয়ি বন্ধুরগাত্রি! ঐ দেখ, চিত্রকূটগিরি মহাগর্ব্বী বৃষের ন্যায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা, সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে, মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥ ৪৮॥
অয়ং সুজাতোঽনুগিরং তমালঃ, প্রবালমাদায় সুগন্ধি যস্য।
যবাঙ্কুরাপাণ্ডুকপোলশোভী, ময়াবতংসঃ পরিকল্পিতস্তে॥ ৪৯॥
অনিগ্রহত্রাসবিনীতসত্ত্বমপুষ্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধিবৃক্ষম্।
বনং তপঃসাধনমেতদত্রেরাবিষ্কৃতোদগ্রতরপ্রভাবম্॥ ৫০॥
অত্রাভিষেকায় তপোধনানাং, সপ্তর্ষিহস্তোদ্ধৃতহেমপদ্মাম্।
প্রবর্ত্তয়ামাস কিলানসূয়া, ত্রিস্রোতসং ত্র্যম্বকমৌলিমালাম্॥ ৫১॥
বীরাসনৈর্ধ্যানজুষামৃষীণামমী সমধ্যাসিতবেদিমধ্যাঃ।
নির্ব্বাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি, যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোঽপি॥ ৫২॥
ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ, সোঽয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ।
রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং, সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি॥ ৫৩॥

র গহ্বরমুখে পতিত নির্ঝরের ধারাধ্বনিরূপ শব্দ শুনা যাইতেছে এবং শিখর- শৃঙ্গের অগ্রদেশে মেঘরূপ বপ্রক্রীড়ার কর্দ্দম সংলগ্ন রহিয়াছে॥ ৪৭॥ ঐ দেখ, মলসলিলা, স্থিরপ্রবাহা, সুরনদী মন্দাকিনী শোভা পাইতেছেন; উহাঁকে নকট-সমীপবর্ত্তিনী ভূমির কণ্ঠলগ্ন মুক্তামালার ন্যায় বোধ হইতেছে; অতিদূরে কাতে উহা সূক্ষ্মবৎ বোধ হইতেছে॥ ৪৮॥ ঐ চিত্রকূটগিরির সমীপে একটি কৃষ্ট তমালবৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, উহার সুগন্ধপূর্ণ পল্লব দ্বারা আমি তোমার যবা- সদৃশ শ্বেতবর্ণ কপোলদেশে কর্ণালঙ্কার করিয়া দিয়াছিলাম॥৪৯॥ ঐ দেখ, অত্রি- ষির আশ্রম, উহা মহাপ্রভাবিশিষ্ট, ঐ স্থানে যে সকল জন্তু অবস্থিতি করে, তাহারা ভয়শূন্য হইয়া শান্তভাবে রহিয়াছে, ঐ স্থানের বৃক্ষ সকল বিনা পুষ্পোদ্গমেও ল প্রসব করে॥ ৫০॥ সপ্তর্ষিবৃন্দ যাঁহার জন্য কনকপদ্ম উত্তোলন করেন, যিনি হাদেবের শিরোমালাস্বরূপ, অত্রিপত্নী অনসূয়া ঋষিদিগের অভিষেকসম্পাদনার্থ ই মন্দাকিনীকে এই স্থানেই প্রবাহিত করিয়াছিলেন॥৫১॥ ঐ দেখ, মুনিবৃন্দ বীরা- বসিয়া ধ্যানযোগে নিমগ্ন আছেন। উহাঁদিগের অধ্যুষিত বেদীমধ্যস্থ তরু- ও যেন বায়ুর অভাবে স্থিরভাবে যোগাসীন ঋষিদিগের ন্যায় বিরাজ করি- ছ॥ ৫২॥ ঐ দেখ, সুপ্রসিদ্ধ শ্যামবট দেখা যাইতেছে; উহাঁরই নিকট তুমি র্ব্ব অভীষ্টসিদ্ধিকামনায় প্রার্থনা করিয়াছিলে। এই বৃক্ষ ফলরাশিতে পরিপূর্ণ ওয়ায় বোধ হইতেছে যেন

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তামযী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব ॥ ৫৪ ॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং, কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা, ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব ॥ ৫৫ ॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়াবিলীনৈঃ শকলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা, রন্ধ্রেম্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা ॥ ৫৬ ॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব, ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা, ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ ॥ ৫৭ ॥
সমুদ্রপত্ন্যোর্জলসন্নিপাতে, পূতাত্মনামত্র কিলাভিষেকাৎ।
তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়স্তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধঃ ॥ ৫৮ ॥
পুরং নিষাদাধিপতেরিদং তৎ, যস্মিন্ ময়া মৌলিমণিং বিহায়।
জটাসু বদ্ধাস্বরুদৎ সুমন্ত্রঃ, কৈকেয়ি! কামাঃ ফলিতাস্তবেতি ॥ ৫৯ ॥
পয়োধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং, নির্বিষ্টহেমাম্বুজরেণু যস্যাঃ।
ব্রাহ্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচো, বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি ॥ ৬০ ॥

বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ৫৩ ॥ হে অনিন্দিতাঙ্গি! ঐ দেখ, যমুনার তরঙ্গের সহিত জাহ্নবীপ্রবাহ সম্মিলিত হইয়াছে; উহা কোন স্থানে সমুদ্ভাসিত ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা গ্রথিত মুক্তামালার ন্যায়, কোন স্থানে নীলপদ্মে খচিত শ্বেতপদ্মমালার ন্যায়, কোথাও বা নীলহংসমালাবিমণ্ডিত মানসপ্রিয় রাজহংসপংক্তির ন্যায়, কোথাও বা ছায়াশ্রিত তিমিরে খণ্ডীকৃত জ্যোৎস্নার ন্যায়, কোন স্থানে নীলগগনদর্শিনী শারদীয়া নির্ম্মল জলদমালার ন্যায়, কোন কোন স্থানে কৃষ্ণসর্পালঙ্কৃত বিভূতি-বিমণ্ডিত দেবদেব পশুপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ৫৪-৫৭ ॥ যে সকল ব্যক্তি এই সাগর মনোমোহিনী জাহ্নবী ও কালিন্দীর সঙ্গমস্থানে অবগাহন পূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করেন, বিনা তত্ত্বজ্ঞানেই সেই পবিত্রাত্মাদিগের পুনর্জ্জন্ম বিনাশ পায় ॥৫৮॥ ঐ দেখ, নিষাদরাজ গুহের পুরী নেত্রগোচর হইতেছে। আমি ঐ স্থানে শিরোমণি পরিহার পুরঃসর জটাবল্কল পরিলে সারথি সুমন্ত্র ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 'হা কৈকেয়ি! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল॥' ৫৯॥ প্রিয়তমে! যাঁহার কাঞ্চন-পদ্মের পরাগপুঞ্জ যক্ষকামিনীদিগের কুচদ্বয়ে সংলগ্ন হয়, প্রকৃতি যেমন মহত্ত্বের
[illegible] কীর্ত্তন করেন

জলানি যা তীরনিখাতযূপা, বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্।
তুরঙ্গমেধাবভৃতাবতীর্ণৈরিক্ষ্বাকুভিঃ পুণ্যতরীকৃতানি ॥ ৬১ ॥
যাং সৈকতোৎসঙ্গসুখোচিতানাং, প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্দ্ধিতানাম্।
সামান্যধাত্রীমিব মানসং মে, সম্ভাবয়ত্যুত্তরকোশলানাম্ ॥ ৬২ ॥
সেয়ং মদীয়া জননীব তেন, মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্মাং, তরঙ্গহস্তৈরুপগূহতীব ॥ ৬৩ ॥
বিরক্তসন্ধ্যাকপিশং পুরস্তাদ্‌যতো রজঃ পার্থিবমুজ্জিহীতে।
শঙ্কে হনুমৎকথিতপ্রবৃত্তিঃ, প্রত্যুদ্‌গতো মাং ভরতঃ সসৈন্যঃ ॥ ৬৪ ॥
অদ্ধা শ্রিয়ং পালিতসঙ্গরায়, প্রত্যর্পয়িষ্যত্যনঘাং স সাধুঃ।
হত্বা নিবৃত্তায় মৃধে খরাদীন্, সংরক্ষিতাং ত্বামিব লক্ষ্মণো মে ॥ ৬৫ ॥
অসৌ পুরস্কৃত্য গুরুং পদাতিঃ, পশ্চাদবস্থাপিতবাহিনীকঃ।
বৃদ্ধৈরমাত্যৈঃ সহ চীরবাসা, মামর্ঘ্যপাণির্ভরতোঽভ্যুপৈতি ॥ ৬৬ ॥

...র তটপ্রদেশে যজ্ঞীয় যূপসকল প্রোথিত আছে, অযোধ্যারাজধানীর উপকণ্ঠ ...যাঁহার বারিপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা অশ্বমেধ-যজ্ঞাবসানে অব-...স্নানার্থ অবগাহন করাতে যাঁহার বারিরাশি অধিকতর পবিত্র হইয়াছে, ...যোধ্যাবাসিগণ সৈকতক্রোড়ে পরমসুখে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রভূত বারিদানে ...াকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং আমার বিবেচনায় যিনি সকলেরই ধাত্রী-...পিণী; ঐ দেখ, আমার জননীতুল্য পূজনীয়া সেই সরযুনদী রাজা দশরথ কর্ত্তৃক ...হিত হইয়া বনবাসপ্রত্যাগত পুত্রের ন্যায় আমাকে স্নিগ্ধবায়ুসংযুক্ত তরঙ্গরূপ ... দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৬০-৬৩ ॥ ঐ দেখ, পুরো-...গে ভূতল হইতে ধূলিপটল উড্ডীন হইতে আরম্ভ করিয়াছে, উহার বর্ণ সূর্য্যকিরণ-...রক্ত সন্ধ্যাকালের ন্যায় কপিশ, আমার বোধ হয়, মারুতিপ্রমুখাৎ আমাদের ...গমনসংবাদ অবগত হইয়া ভরত সৈন্যসমভিব্যাহারে আমাদের প্রত্যুদ্গমন ...তেছে ॥ ৬৪ ॥ আমি যুদ্ধে খরপ্রমুখ নিচাচরদিগকে বধ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত ...ল লক্ষ্মণ যেমন তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করিয়াছিল, সাধুপ্রকৃতি ভরতও ...রূপ আমাকে পিতার আদেশপালন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া অমুচ্ছিষ্ট রাজ্য-...। সমর্পণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৫ ॥ ঐ দেখ, [illegible]ধারী ভরত পশ্চাতে সৈন্য-...নী স্থাপন পূর্ব্বক কুলগুরু [illegible]

পিত্রা বিসৃষ্টাং মদপেক্ষয়া যঃ, শ্রিয়ং যুবাপ্যঙ্কগতামভোক্তা।
ইয়ন্তি বর্ষাণি তয়া সহোগ্রমভ্যস্যতীব ব্রতমাসিধারম্॥ ৬৭॥
এতাবদুক্তবতি দাশরথৌ তদীয়ামিচ্ছাং বিমানমধিদেবতয়া বিদিত্বা।
জ্যোতিষ্পথাদবততার সবিস্ময়াভিরুদ্বীক্ষিতং প্রকৃতিভির্ভরতানুগাভিঃ॥৬৮॥
তস্মাৎ পুরঃসরবিভীষণদর্শিতেন, সেবাবিচক্ষণহরীশ্বরদত্তহস্তঃ।
যানাদবাতরদদূরমহীতলেন, মার্গেণ ভঙ্গিরচিতস্ফটিকেন রামঃ॥ ৬৯॥
ইক্ষ্বাকুবংশগুরবে প্রয়তঃ প্রণম্য, সভ্রাতরং ভরতমর্ঘ্যপরিগ্রহান্তে।
পর্য্যশ্রুরস্বজত মূর্দ্ধনি চোপজঘ্রৌ, তদ্ভক্ত্যপোঢ়পিতৃরাজ্যমহাভিষেকে॥৭০॥
শ্মশ্রুপ্রবৃদ্ধিজনিতাননবিক্রিয়াংশ্চ, প্লক্ষান্ প্ররোহজটিলানিব মন্ত্রিবৃদ্ধান্।
অন্বগ্রহীৎ প্রণমতঃ শুভদৃষ্টিপাতৈর্ব্বার্ত্তানুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাচা॥ ৭১॥
দুর্জাতবন্ধুরয়মৃক্ষহরীশ্বরো মে, পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃপ্রহর্ত্তা।
ইত্যাদৃতেন কথিতৌ রঘুনন্দনেন,ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে॥৭২॥

আগমন করিতেছে॥ ৬৬॥ ভরত যুবা হইয়াও পিতৃদত্ত ক্রোড়গত রাজ্যশ্রী উপভোগ করে নাই, আমার প্রতীক্ষায় এই চতুর্দ্দশবর্ষ সেই রাজ্যশ্রীর সহিত যেন অতি দুষ্কর অসিধারব্রত ধারণ করিয়া রহিয়াছে॥ ৬৭॥

শ্রীরাম জানকীকে এই প্রকার বলিতেছেন,ইত্যবসরে পুষ্পকবিমান অধিদেবতা দ্বারা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গগনমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইল; তখন ভরতের অনুগামী প্রজাপুঞ্জ ঊর্দ্ধমুখে বিস্ময়সহকারে সেই বিমান দেখিতে লাগিল॥ ৬৮॥ শ্রীরাম সেবাকার্য্যে সুবিচক্ষণ সুগ্রীবের হস্ত ধরি বিভীষণ-প্রদর্শিত ভূতলসমীপস্থ নানাভঙ্গীতে বিরচিত সোপানরাজি দ্বারা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন॥৬৯॥

রামচন্দ্র ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাগ্রে ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠদেবে প্রণাম করিলেন; তদনন্তর যথাক্রমে ভরতদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ ও আনন্দাশ্রু-পূরি লোচনে শত্রুঘ্নসহ ভরতকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিমত্তা হেতু রাজ্যা ষেকে বিমুখ ভরতের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন॥ ৭০॥ যে সকল মন্ত্রী বৃদ্ধ, যাঁহাদি মুখ (বয়োবাহুল্যে) বিকৃত হইয়াছে, যাঁহাদের শ্মশ্রুরাজি প্ররোহজটিল বটবৃক্ষে ন্যায়, রামচন্দ্র সেই সমস্ত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত সহকারে কুশলপ্র ও মধুর সম্ভাষণাদি দ্বারা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন॥ ৭১॥

... আমার বিপদের পরমবন্ধু

ৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈনমুত্থাপ্য নম্রশিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
ঢেন্দ্রজিৎপ্রহরণব্রণকর্কশেন, ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন ॥ ৭৩ ॥
মাজ্ঞয়া হরিচমূপতয়স্তদানীং, কৃত্বা মনুষ্যবপুরারুরুহুর্গজেন্দ্রান্।
ষু ক্ষরৎসু বহুধা মদবারিধারাঃ, শৈলাধিরোহণসুখান্যুপলেভিরে তে ॥৭৪
মুপ্লবঃ প্রভুরপি ক্ষণদাচরাণাং, ভেজে রথান্ দশরথপ্রভবানুশিষ্টঃ।
াাবিকল্পরচিতৈরপি যে তদীয়ৈর্ন স্যন্দনৈস্তুলিতকৃত্রিমভক্তিশোভাঃ ॥৭৫॥
াস্ততো রঘুপতির্বিলসৎপতাকমধ্যাস্ত কামগতি সাবরজো বিমানম্।
ষাতনং বুধবৃহস্পতিযোগদৃশ্যস্তারাপতিস্তরলবিদ্যুদিবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৭৬ ॥
ত্রশ্বরেণ জগতাং প্রলয়াদিবোর্ব্বীং, বর্ষাত্যয়েন রুচমভ্রঘনাদিবেন্দোঃ।

রামেণ মৈথিলসুতাং দশকণ্ঠকৃচ্ছ্রাৎ,
প্রত্যুদ্ধৃতাং ধৃতিমতীং ভরতো ববন্দে ॥ ৭৭ ॥

পৌলস্ত্যতনয় বিভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পুরোবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন,'
াম এই প্রকার পরিচয় দিলে ভরত লক্ষ্মণকে অতিক্রম পূর্ব্বক অগ্রে সুগ্রীব ও
ষণকে বন্দনা করিলেন ॥ ৭২ ॥ তৎপরে ভরত লক্ষ্মণের নিকট আগমন
লে সৌমিত্রি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; ভরতও তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া
াদ কর্ত্তৃক আঘাতজনিত-ব্রণকঠোর তাঁহার বক্ষোদেশ আপনার বক্ষঃস্থল
গাঢ়নিপীড়নসহকারে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৭৩ ॥

তখন কপিসেনাপতি সুগ্রীব রামের অনুমত্যনুসারে মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া
ষ্ঠে আরূঢ় হইল। সেই সময়ে বারণ-রাজদিগের মদধারা ভূরিপরিমাণে
ত হওয়াতে সুগ্রীব পর্ব্বতারোহণের আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥
চরপতি বিভীষণও রামের আজ্ঞায় অনুচরবৃন্দসহ রথে আরোহণ করিলেন;
র রথ মায়াবিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও রচনানৈপুণ্যে দাশরথির নির্দ্দিষ্ট
সমকক্ষ নহে ॥ ৭৫ ॥

দনন্তর রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত পতাকাবিমণ্ডিত একখানি কামগামী
পুনর্ব্বার আরূঢ় হইলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, তারাপতি শশধর বুধ
র সহিত সংযোগ হেতু চঞ্চলতড়িৎমণ্ডিত আকাশস্থ নিশাকালীন বারিদবৃন্দে
হণ করিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

লয়সময়ে দেবদেব জনার্দ্দন [illegible]

লঙ্কেশ্বর-প্রণতিভঙ্গদৃঢ়ব্রতং তৎ, বন্দ্যং যুগং চরণয়োর্জনকাত্মজায়াঃ।
জ্যেষ্ঠানুবৃত্তিজটিলঞ্চ শিরোঽস্য সাধোরন্যোন্যপাবনমভূদুভয়ং সমেত্য ॥ ৭৮

ক্রোশার্দ্ধং প্রকৃতিপুরঃসরেণ গত্বা, কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ।
শত্রুঘ্ন-প্রতিবিহিতোপকার্য্যমার্য্যঃ, সাকেতোপবনমুদারমধ্যুবাস ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ দণ্ডকাপ্রত্যাগমনো নাম
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

—০ঃ*ঃ০—

ভর্ত্তুঃ প্রণাশাদথ শোচনীয়ং, দশান্তরং তত্র সমং প্রপন্নে।
অপশ্যতাং দাশরথী জনন্যৌ, ছেদাদিবোপঘ্নতরোর্ব্রততৌ ॥ ১ ॥

উভাবুভাভ্যাং প্রণতৌ হতারী, যথাক্রমং বিক্রমশোভিনৌ তৌ।
বিস্পষ্টমস্রান্ধতয়া ন দৃষ্টৌ, জ্ঞাতৌ সুতস্পর্শসুখোপলম্ভাৎ ॥ ২ ॥

মগ্না ধরণীর উদ্ধারসাধন করেন, শরৎ-ঋতু যেমন গাঢ়তর জলদাবরণ উন্মো
পূর্ব্বক জ্যোৎস্না প্রকটিত করে, রামও সেইরূপ ঘোর বিপদ্ হইতে যে সীতা
উদ্ধার করিয়াছেন,ভরত সেই ধৈর্য্যশালিনী জানকীকে অগ্রে বন্দনা করিলেন ॥৭
যিনি রাবণের প্রণতিভঙ্গে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আপনার পাতিব্রত্য অখণ্ডিত রাখি
ছেন, সেই জানকীর পাদদ্বয় এবং জ্যেষ্ঠের অনুবৃত্তি হেতু সাধুশীল ভরতের মস্ত
এই দুইটি একত্র সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে পবিত্র করিল ॥ ৭৮ ॥

তদনন্তর আর্য্য দাশরথি প্রজাপুঞ্জকে বিমানের পুরোভাগে স্থাপন পূর্ব্বক শনৈঃ
শনৈঃ অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন এবং আপনার রাজধানী অযোধ্যা
[illegible] ...লেন ॥ ৭৯ ॥

আনন্দজঃ শোকজমশ্রু বাষ্পস্তয়োরশীতং শিশিরো বিভেদ।
গঙ্গাসরয্বোর্জলমুষ্ণতপ্তং, হিমাদ্রিনিস্যন্দ ইবাবতীর্ণঃ ॥ ৩॥
তে পুত্রয়োর্নৈঋতশস্ত্রমার্গানার্দ্রানিবাঙ্গে সদয়ং স্পৃশন্ত্যৌ।
অভীপ্সিতং ক্ষত্রকুলাঙ্গনানাং, ন বীরসূশব্দমকাময়েতাম্ ॥ ৪ ॥
ক্লেশাবহা ভর্ত্তুরলক্ষণাহং, সীতেতি নাম স্বমুদীরয়ন্তী।
স্বর্গপ্রতিষ্ঠস্য গুরোর্মহিষ্যাবভক্তিভেদেন বধূর্ব্ববন্দে ॥ ৫ ॥
উত্তিষ্ঠ বৎসে! ননু সানুজোঽসৌ, বৃত্তেন ভর্ত্রা শুচিনা তবৈব।
কৃচ্ছ্রং মহত্তীর্ণ ইতি প্রিয়ার্হাং, তামূচতুস্তে প্রিয়মপ্যমিথ্যা ॥ ৬ ॥
অথাভিষেকং রঘুবংশকেতোঃ, প্রারব্ধমানন্দজলৈর্জনন্যোঃ।
নির্ব্বর্ত্তয়ামাসুরমাত্যবৃদ্ধাস্তীর্থাহৃতৈঃ কাঞ্চনকুম্ভতোয়ৈঃ ॥ ৭ ॥
সরিৎ-সমুদ্রান্ সরসীশ্চ গত্বা, রক্ষঃকপীন্দ্রৈরুপপাদিতানি।
তস্যাপতন্ মূর্দ্ধ্নি জলানি জিষ্ণোর্বিন্ধ্যস্য মেঘপ্রভবা ইবাপঃ ॥ ৮ ॥

য় তাঁহাদিগকে সম্যক্ নেত্রগোচর করিতে সমর্থ না হইয়া কেবলমাত্র স্পর্শসুখ রাই পুত্র বলিয়া অবগত হইলেন ॥ ২ ॥ হিমাচলের নির্ঝরোদক পতিত হইলে ঙ্গা ও সরযূর গ্রীষ্মতপ্ত বারিরাশি যেমন সুশীতল হয়, কৌশল্যা ও সুমিত্রার হর্ষ-নিত সুস্নিগ্ধ নেত্রবারি বিগলিত হওয়াতে সেইরূপ তাঁহাদের শোকাশ্রুর উষ্ণতাও দূরিত হইল ॥ ৩ ॥

অনন্তর জননীদ্বয় সদয়ভাবে পুত্রদ্বয়ের দেহে নিশাচরশস্ত্রজনিত ক্ষতচিহ্ন ার্দ্রবৎ স্পর্শ করিয়া ক্ষত্রিয়কুলরমণীদিগের বাঞ্ছিত বীরপ্রসবিনী নামের প্রতি াতিশয় হতাদর হইলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর 'আমি পতির যন্ত্রণাদায়িনী অশুভলক্ষণা জানকী' এই প্রকারে আপ-ার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বিদেহকুমারী জানকী স্বর্গগত রাজার মহিষীদ্বয়কে ক্তিভাবে বন্দনা করিলে তাঁহারাও 'বৎসে! উঠ, তোমার পবিত্র চরিত্রবলে ষ্টকর মহাবিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এই প্রকার সত্য ও ধূকে প্রবোধ প্রদান করিলেন ॥ ৫-৬ ॥ সর্ব্বাগ্রে জননীদ্বয়ের তিলক রামের অভিষেক আরম্ভ হইল, পরে গঙ্গাদি তীর্থ সলিল দ্বারা বৃদ্ধ সচিবগণ তাঁহার রাজ্যাভিষেকক্রিয়া ীন্দ্রবৃন্দ ও নিশাচর-প্রধানেরা গঙ্গাদি নদীসমূহ

তপস্বিবেশক্রিয়য়াপি তাবৎ, যঃ প্রেক্ষণীয়ঃ সুতরাং বভূব।
রাজেন্দ্রনেপথ্যবিধানশোভা, তস্যোদিতাসীৎ পুনরুক্তদোষা ॥ ৯ ॥
স মৌলরক্ষোহরিভিঃ সসৈন্যস্তূর্য্যস্বনানন্দিতপৌরবর্গঃ।
বিবেশ সৌধোদ্গতলাজবর্ষামুত্তোরণামন্বয়রাজধানীম্ ॥ ১০ ॥
সৌমিত্রিণা সাবরজেন মন্দমাধূতবালব্যজনো রথস্থঃ।
ধৃতাতপত্রো ভরতেন সাক্ষাৎ, উপায়সঙ্ঘাত ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ১১ ॥
প্রাসাদকালাগুরু-ধূমরাজিস্তস্যাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না।
বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন, মুক্তা স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে ॥ ১২ ॥
শ্বশ্রূজনানুষ্ঠিতচারুবেশাং, কর্ণীরথস্থাং রঘুবীরপত্নীম্।
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবন্ধৈঃ, সাকেতনার্য্যোহঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ১৩ ॥

সাগর ও (পবিত্র) তীর্থে গমন পূর্ব্বক ভূরিপরিমাণে তীর্থোদক আনয়ন করি ছিল, ঐ সমস্ত জল এক সময় জিষ্ণু রামচন্দ্রের মস্তকে পতিত হওয়াতে বোধ হ যেন, বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরদেশে বৃষ্টি নিপতিত হইতেছে ॥ ৮ ॥ পূর্ব্বে বনব কালে তাপসবেশ-রচনাতে রামচন্দ্রের যে প্রকার শোভা হইয়াছিল, এখন অ ষেকসময়ে নৃপযোগ্য বেশভূষা ধারণ করাতে যে তদপেক্ষা তিনি অধিক সুশোভিত হইলেন, ইহা বলিলে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে ॥ ৯ ॥

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র প্রধান প্রধান অমাত্য, রাক্ষস, কপিকুল ও সৈন্য সমভিব্যাহারে পৌরজনের হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক উন্নত তোরণশোভিতা রঘুকুলরা ধানী অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে হর্ম্যতল হইতে লাজব ও ক্ষিতিতলে তূর্য্যধ্বনি নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥ ভরত রামের শীর্ষদে রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়ে শনৈঃ শনৈঃ চামরবীজনে প্র হইলেন। সেই সময়ে বোধ হইল যেন, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই উপায়চতু মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ১১ ॥ রাজধানী অযোধ্যার অট্টালিকা সক হইতে কালাগুরুর ধূমপটল সমুত্থিত হইল; সমীরণবেগে ঐ ধূম-পংক্তি ভি হওয়াতে বোধ হইল যেন, রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্ব রাজধানীর বেণী উন্মোচন করিয়া দিলেন ॥১২॥ শ্বশ্রূজনেরা রঘুবীর-পত্নী জানকীকে মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দিলে পুরবালারা তাঁহাকে শিবিকাভ্যন্তরে সম্পষ্ট দর্শন করিয়া বাতায়নপথ হইতে অঞ্জলিবন্ধন সহকারে প্রণাম করিতে

স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমানুসূয়ং, সা বিভ্রতী শাশ্বতমঙ্গরাগম্।
ররাজ শুদ্ধেতি পুনঃ স্বপুর্য্যৈ, সন্দর্শিতা বহ্নিগতেব ভর্ত্রা॥ ১৪॥
বেশ্মানি রামঃ পরিবর্হবন্তি, বিশ্রাণ্য সৌহার্দ্দনিধিঃ সুহৃদ্ভ্যঃ।
বাষ্পায়মানো বলিমন্নিকেতমালেখ্যশেষস্য পিতুর্বিবেশ॥ ১৫॥
কৃতাঞ্জলিস্তত্র যদম্ব! সত্যান্নাভ্রশ্যত স্বর্গফলাদ্‌গুরুর্নঃ।
তচ্চিন্ত্যমানং সুকৃতং তবেতি, জহার লজ্জাং ভরতস্য মাতুঃ॥ ১৬॥
তথৈব সুগ্রীব-বিভীষণাদীনুপাচরৎ কৃত্রিমসংবিধাভিঃ।
সংকল্পমাত্রোদিতসিদ্ধয়স্তে, ক্রান্তা যথা চেতসি বিস্ময়েন॥ ১৭॥
সভাজনায়োপগতান্ স দিব্যান্, মুনীন্ পুরস্কৃত্য হতস্য শত্রোঃ।
শুশ্রাব তেভ্যঃ প্রভবাদি বৃত্তং, স্ববিক্রমে গৌরবমাদধানম্॥ ১৮॥
প্রতিপ্রয়াতেষু তপোধনেষু, সুখাদবিজ্ঞাতগতার্দ্ধমাসান্।
সীতাস্বহস্তোপহৃতাগ্র্যপূজান্, রক্ষঃকপীন্দ্রান্ বিসসর্জ্জ রামঃ॥ ১৯॥

ম্ভাবস্থ করিল॥ ১৩॥ জানকী (পূর্ব্বেই) অনসূয়া-রচিত স্ফুরৎপ্রভা-সম্পন্ন সনাতন অঙ্গরাগে বিমণ্ডিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং পুরবালারা দেখিল, তিনি যেন পুনর্ব্বার রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অগ্নিপরীক্ষিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন॥ ১৪॥ সৌজন্যের আধার রামচন্দ্র সুহৃদ্‌বৃন্দকে নানারূপ উপকরণে সজ্জিত গৃহসকল দান করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে আলেখ্যমাত্রাবশিষ্ট পিতার পূজোপকরণমণ্ডিত ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ১৫॥ রাম তথায় প্রবিষ্ট হইয়া করপুটে ভরতজননী কৈকেয়ীকে বলিলেন, "জননি! আপনারই পুণ্যপ্রভাবে আমাদিগের পিতা স্বর্গফলপ্রদ সত্য হইতে বিচ্যুত হন নাই।" শ্রীরাম এই কথা বলিয়া কৈকেয়ীর লজ্জা দূর করিয়াছিলেন॥ ১৬॥ তৎপরে তিনি নানারূপ ভোজ্যসামগ্রী দ্বারা সুগ্রীব ও বিভীষণ প্রভৃতি সকলের এ প্রকার পরিচর্য্যা করিলেন যে, তাঁহাদিগের যখন যে বিষয়ের ইচ্ছা হইল, তাহাই সুসিদ্ধ হইতে লাগিল; সুতরাং তাঁহাদিগের বিস্ময়ের সীমা রহিল না॥ ১৭॥ রামচন্দ্রের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ অগস্ত্যপ্রমুখ তাপস-গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন; রামচন্দ্র তাঁহাদিগের যথাযথ সৎকার সম্পাদন করিয়া এবং তাঁহাদিগের মুখে দশাননের জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া আপনার বিক্রমের গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন॥ ১৮॥ তৎপরে ঋষিবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে প্রতিপ্রস্থিত হইলে রামচন্দ্র জানকীর স্বহস্ত-রচিত অত্যুত্তম উপহারদান দ্বারা

তচ্চাত্মচিন্তা-সুলভং বিমানং, হৃতং সুরারেঃ সহ জীবিতেন।
কৈলাসনাথোদ্বহনায় ভূয়ঃ, পুষ্পং দিবঃ পুষ্পকমন্বমংস্ত ॥ ২০ ॥
পিতুর্নিয়োগাদ্বনবাসমেবং, নিস্তীর্য্য রামঃ প্রতিপন্নরাজ্যঃ।
ধর্ম্মার্থকামেষু সমাং প্রপেদে, যথা তথৈবাবরজেষু বৃত্তিম্ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বাসু মাতৃম্বপি বৎসলত্বাৎ, স নির্বিশেষপ্রতিপত্তিরাসীৎ।
ষড়াননাপীতপয়োধরাসু, নেতা চমূনামিব কৃত্তিকাসু ॥ ২২ ॥
তেনার্থবান্ লোভপরাঙ্মুখেন, তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা, তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী ॥২৩॥
স পৌরকার্য্যাণি সমীক্ষ্য কালে, রেমে বিদেহাধিপতের্দুহিত্রা।
উপস্থিতশ্চারুবপুস্তদীয়ং, কৃত্বোপভোগোৎসুকয়েব লক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥

রাক্ষসপতি বিভীষণ ও বানরপতি সুগ্রীবকে সম্মানিত করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধমাস অযোধ্যায় ছিলেন বটে, কিন্তু এত সুখে সময় যাপন করিয়াছিলেন যে, তাহা অবগত হইতে পারেন নাই ॥১৯॥ শ্রীরাম দেবশত্রু দশাননের বিনাশসাধন পূর্ব্বক তাহার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে যে পুষ্পকবিমান হরণ করিয়াছিলেন, স্মরণ করিবামাত্র যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কৈলাসনাথ কুবেরকে পুনরায় বহন করিবার জন্য সেই পুষ্পকবিমানকে আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ২০॥

এই প্রকারে রঘুপতি রাম পিতার আদেশে বনবাস হইতে প্রত্যাগমন ও রাজ্যগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্থকামের প্রতি যেরূপ আস্থা স্থাপন করিলেন, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই তিন ভ্রাতার প্রতিও সেইরূপ তুল্য ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ দেবসেনানী কার্ত্তিকেয় যেরূপ ছয়টি মুখ দ্বারা মাতৃরূপিণী ষট্‌-কৃত্তিকার স্তন্যপান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি তুল্যপ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জননীবৎসল শ্রীরামচন্দ্রও সেইরূপ কৌশল্যাদি মাতৃবৃন্দের প্রতি সমান আদর প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২ ॥ শ্রীরাম নিজে লোভবিহীন হইয়া প্রজাপুঞ্জের বিঘ্নভয় নিরাস পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধনশালী ও ক্রিয়াশীল করিলেন এবং বিনয়শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের পিতৃতুল্য ও শোক দূর করিয়া পুত্রসদৃশ হইয়া উঠিলেন ॥ ২৩ ॥ তিনি যথাসময়ে পৌরজনের কার্য্যকলাপ দর্শন পূর্ব্বক জানকীর সহিত ক্রীড়া করিতেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইত যেন, রাজশ্রী উপভোগবাসনায় জানকীর মনোরম দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক রামের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥২৪॥ রাম ও জানকী বিচিত্র গৃহে অবস্থান ও অভীপ্সিত ইন্দ্রিয়প্রীতির

তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানাসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু, সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্ ॥২৫॥
অথাধিকস্নিগ্ধবিলোচনেন, মুখেন সীতা শরপাণ্ডুরেণ।
আনন্দয়িত্রী পরিণেতুরাসীদনক্ষরব্যঞ্জিতদৌহৃর্দেন ॥ ২৭ ॥
তামঙ্কমারোপ্য কৃশাঙ্গযষ্টিং, বর্ণান্তরাক্রান্তপয়োধরাগ্রাম্।
বিলজ্জমানাং রহসি প্রতীতঃ, পপ্রচ্ছ রামো রমণোঽভিলাষম্॥ ২৭ ॥
সা দষ্টনীবারবলীনি হিংস্রৈঃ, সংবদ্ধবৈখানসকন্যকানি।
ইয়েষ ভূয়ঃ কুশবন্তি গন্তুং, ভাগীরথীতীরতপোবনানি ॥ ২৮ ॥
তস্যৈ প্রতিশ্রুত্য রঘুপ্রবীরস্তদীপ্সিতং পার্শ্বচরানুযাতঃ।
আলোকয়িষ্যন্ মুদিতামযোধ্যাং, প্রাসাদমভ্রংলিহমারুরোহ ॥ ২৯ ॥
ঋদ্ধাপণং রাজপথং স পশ্যন্, বিগাহ্যমানাং সরযূঞ্চ নৌভিঃ।
বিলাসিভিশ্চাধ্যুষিতানি পৌরৈঃ, পুরোপকণ্ঠোপবনানি রেমে ॥ ৩০ ॥

গ্যসামগ্রী উপভোগ করিয়া দণ্ডকবনের পূর্ব্বতন অসহ্য ক্লেশ যতই চিন্তা করিতে গলেন, ততই তাঁহাদিগের অধিকতর আনন্দ জন্মিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥
তদনন্তর বিদেহকুমারী জানকীর লোচনযুগল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নিগ্ধভাব ণ করিল, বদনমণ্ডল শরতৃণের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইল; যদিও তিনি বাক্যে কিছু শ করিলেন না, তথাপি এই সমস্ত গর্ভচিহ্ন দ্বারা তিনি শ্রীরামের পরম নন্দদাত্রী হইয়া উঠিলেন ॥ ২৬ ॥ জানকীর স্তনযুগলের অগ্রদেশ নীলাভ ও হযষ্টি ক্ষীণ দর্শনে রাম বুঝিতে পারিলেন, সীতার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। তখন নি বিরলে লজ্জাশীলা বৈদেহীকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে! ন্ দ্রব্যে তোমার বাসনা হয়?" ॥ ২৭ ॥ যেখানে হিংস্রশ্বাপদেরা ভিক্ষুকগণের স্বাধসাধনার্থ আনীত ধান্যের নীবার চর্ব্বণ করে, যে স্থানে বৈখানস ঋষিদিগের ারা একত্র সমবেত হইয়া পরস্পর সখীভাব প্রদর্শন করেন, জনকনন্দিনী নকী সেই কুশসমাকীর্ণ জাহ্নবীকূলবর্ত্তী তাপসাশ্রম দর্শনের বাসনা প্রকাশ করি- ন ॥ ২৮ ॥ জানকীর ঈপ্সিত বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া রঘুবীর রামচন্দ্র অনুচর- দ সমভিব্যাহারে অযোধ্যাপুরী পরিদর্শনার্থ গগনস্পর্শী প্রাসাদশিখরে আরো- ণ করিলেন ॥ ২৯ ॥ তিনি দেখিলেন, অযোধ্যানগরীর রাজমার্গ সকল সমৃদ্ধি- স্পন্ন আপণপংক্তিতে শোভিত, সরযূনদী তরণীসমূহে পরিপূর্ণ [illegible]

স কিংবদন্তীং বদতাং পুরোগঃ, স্ববৃত্তমুদ্দিশ্য বিশুদ্ধবৃত্তঃ।
সর্পাধিরাজোরুভুজোপসর্পং, পপ্রচ্ছ ভদ্রং বিজিতারিভদ্রঃ॥ ৩১॥
নির্ব্বন্ধপৃষ্টঃ স জগাদ সর্ব্বং, স্তুবন্তি পৌরাশ্চরিতং ত্বদীয়ম্।
অন্যত্র রক্ষোভবনোষিতায়াঃ, পরিগ্রহান্মানবদেব দেব্যাঃ॥ ৩২॥
কলত্রনিন্দাগুরুণা কিলৈবমভ্যাহতং কীর্ত্তিবিপর্য্যয়েণ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং, বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে॥ ৩৩॥
কিমাত্মনির্ব্বাদকথামুপেক্ষে, জায়ামদোষামুত সন্ত্যজামি।
ইত্যেকপক্ষাশ্রয়বিক্লবত্বাদাসীৎ স দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ॥ ৩৪॥
নিশ্চিত্য চানন্যনিবৃত্তি বাচ্যং, ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্ষ্টুমৈচ্ছৎ।
অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাদ্‌যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ॥৩৫॥

বিলাসীরা নগরসমীপবর্ত্তি-উদ্যানরাজিতে অবস্থিত রহিয়াছে; তদ্দর্শনে তাঁহার পরম প্রীতি জন্মিল॥ ৩০॥

অনন্তর বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, বিশুদ্ধস্বভাব, বাসুকিসদৃশ ভুজবীর্য্যশালী, জিতশত্রু রঘুবীর রামচন্দ্র আপনার চরিত্রসম্বন্ধে (রাজ্যমধ্যে) জনশ্রুতি কিরূপ, তাহা জানিবার ইচ্ছায় ভদ্রনামক গুপ্তচরকে (তদ্বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩১॥ তিনি নির্ব্বন্ধ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে ভদ্র নিবেদন করিল, "রাজন্! পৌরগণের মুখে সর্ব্বাং-শেই আপনার সুচরিত্রের প্রশংসা শ্রুত হয়; কিন্তু রাক্ষসগৃহে অবস্থিতির পর আপনি দেবী বৈদেহীকে যে গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য আপনার নিন্দাও ঘোষিত হইয়াছে॥ ৩২॥

লৌহমুদ্গরের প্রহারে সন্তপ্ত লৌহ যেমন বিদীর্ণ হয়, দারুণ অযশস্কর গুরুতর কলত্রনিন্দা শুনিয়া সীতাবল্লভ সীতাপতির হৃদয়ও সেইরূপ বিদীর্ণ হইল॥ ৩৩॥ "এখন কি নিজনিন্দা উপেক্ষা করা উচিত কিংবা নিরপরাধিনী ভার্য্যাকে বিসর্জ্জন দিব?" এই প্রকার দুই পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়, এই চিন্তায় ব্যাকুল হওয়াতে শ্রীরামের চিত্ত দোলার ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল॥ ৩৪॥ তদনন্তর অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, "এ অপবাদ দূর করা অন্য উপায়ে অসম্ভব।" এই স্থির করিয়া তিনি জানকীবিসর্জ্জন দ্বারাই এই অপবাদ দূর করিতে বাসনা করিলেন। বস্তুতঃ যাঁহারা যশোধন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের কথা দূরে থাকুক, আপনার দেহ অপেক্ষাও তাঁহারা যশকে গুরুতর জ্ঞান করিয়া থাকেন॥ ৩৫॥

স সন্নিপাত্যাবরজান্ হতৌজাস্তদ্বিক্রিয়াদর্শনলুপ্তহর্ষান্।
কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে, তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্॥ ৩৬॥
রাজর্ষিবংশস্য রবিপ্রসূতেরুপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোঽয়ম্।
মত্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ, পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য॥ ৩৭॥
পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্তং, অপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢ়ুং ন তৎপূর্ব্বমবর্ণমীশে, আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ॥ ৩৮॥
তস্যাপনোদায় ফলপ্রবৃত্তাবুপস্থিতায়ামপি নির্ব্যপেক্ষঃ।
ত্যক্ষ্যামি বৈদেহসুতাং পুরস্তাৎ, সমুদ্রনেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব॥ ৩৯॥
অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু, লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥ ৪০॥
রক্ষোবধান্তো ন চ মে প্রয়াসো, ব্যর্থঃ স বৈরঃ প্রতিমোচনায়।
অমর্ষণঃ শোণিতকাঙ্ক্ষয়া কিং, পদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ॥ ৪১॥

তখন রামের দেহকান্তি নিষ্প্রভ হইল। তিনি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিলেন। [অ]নুজগণ রামসকাশে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার নিরতিশয় মনোবিকার দর্শনে বিষণ্ণ [হই]য়া (সমীপে) উপবেশন করিলেন। তখন রাম অপবাদ-বিষয় তাঁহাদিগের [নি]কট বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! দেখ, সজলবায়ুস্পর্শে বিশুদ্ধ মুকুর [যে]মন মলিনতা প্রাপ্ত হয়, আমা দ্বারা সেইরূপ পবিত্রচরিত সূর্য্যবংশীয় রাজর্ষি-[দি]গের আজ এক মহাকলঙ্ক উপস্থিত হইল॥ ৩৬-৩৭॥ বন্ধনস্তম্ভ যেমন বারণ-[েন্দ্রে]র নিরতিশয় অসহ্য হয়, আমারও সেইরূপ এই প্রথম অপবাদ একান্ত অসহ্য [হই]য়া উঠিয়াছে; তরঙ্গনিক্ষিপ্ত তৈলের ন্যায় এই অপবাদ প্রজাপুঞ্জমধ্যে (একান্ত) [বি]স্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ৩৮॥ আমি পূর্ব্বে যেমন পিতার আজ্ঞায় সাগরমেখলা [বসু]ন্ধরাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এখন অপবাদ-বিদূরণার্থ সেইরূপ অপত্যোৎ-[প]ত্তির সময় সমাগত হইলেও তাহাতে নিস্পৃহ হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিতে [ই]চ্ছা করিয়াছি॥ ৩৯॥ জানকী নিষ্পাপা, তাহা আমি জানি, কিন্তু লোকাপবাদ [আ]মার নিকট গুরুতর; দেখ, লোকে ভূমির ছায়াকে কলঙ্কবিহীন চন্দ্রমার [কল]ঙ্করূপে আরোপ করে॥ ৪০॥ নিশাচরবধের প্রয়াস আমার নিষ্ফল হয় নাই। [কা]রণ, বৈরনির্য্যাতনার্থ উহা আমি সম্পাদন করিয়াছি। পদাহত ভুজঙ্গ যে [ক্রুদ্ধ] হইয়া দংশন করে, তাহা রুধিরপানের বাসনায় নহে॥ ৪১॥ এই অপবাদ-

তদেষ সর্গঃ করুণার্দ্রচিত্তৈর্ন মে ভবদ্ভিঃ প্রতিষেধনীয়ঃ।
যদ্যর্থিতা নির্হৃতবাচ্যশল্যান্, প্রাণান্ ময়া ধারয়িতুং চিরং বঃ॥ ৪২॥
ইত্যুক্তবন্তং জনকাত্মজায়াং, নিতান্তরূক্ষাভিনিবেশমীশম্।
ন কশ্চন ভ্রাতৃষু তেষু শক্তো, নিষেদ্ধুমাসীদনুমোদিতুং বা॥ ৪৩॥
স লক্ষ্মণং লক্ষ্মণপূর্ব্বজন্মা, বিলোক্য লোকত্রয়গীতকীর্ত্তিঃ।
সৌম্যেতি চাভাষ্য যথার্থভাষী, স্থিতং নিদেশে পৃথগাদিদেশ॥ ৪৪॥
প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে, তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব।
স ত্বং রথী তদ্‌ব্যপদেশনেয়াং, প্রাপয্য বাল্মীকিপদং ত্যজৈনাম্॥ ৪৫
স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ, পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ, আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥ ৪৬॥
অথানুকূলশ্রবণপ্রতীতামত্রস্নুভির্যুক্তধুরং তুরঙ্গৈঃ।
রথং সুমন্ত্রপ্রতিপন্নরশ্মিমারোপ্য বৈদেহসুতাং প্রতস্থে॥ ৪৭॥
সা নীয়মানা রুচিরান্ প্রদেশান্, প্রিয়ঙ্করো মে প্রিয় ইত্যনন্দৎ।
নাবুদ্ধ কল্পদ্রুমতাং বিহায়, জাতং তমাত্মন্যসিপত্রবৃক্ষম্॥ ৪৮॥

রূপ শল্য উন্মূলন পূর্ব্বক আমাকে অধিক দিন জীবিত রাখা যদি তোমাদিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে তোমরা করুণাপরবশ হইয়া আমার অধ্যবসায়ে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিও না; আমি যাহা স্থির করিয়াছি, ইহা দৃঢ়-সংকল্প॥ ৪২

রঘুপতি জনকনন্দিনী সীতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারে স্থিরসংকল্প হইয়া এই প্রকারে রূক্ষভাবে অবহেলা প্রদর্শন করিলে ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারণ বা তাঁহার আজ্ঞার অনুমোদন করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৪৩॥

তদনন্তর ত্রিভুবনবিশ্রুতকীর্ত্তি সত্যবাদী লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র আজ্ঞাবহ লক্ষ্মণের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে আদেশ করিলেন, "ভদ্র! গর্ভাবস্থায় তপোবন-দর্শনে জানকীর বাসনা হইয়াছে, অতএব তুমি রথযোগে এই ছলে জানকীকে লইয়া বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আইস॥" ৪৪-৪৫॥

লক্ষ্মণের, শ্রুত ছিল, ভৃগুরাম পিতার আজ্ঞায় শত্রুর ন্যায় আপনার মাতার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন; সুতরাং গুরুজনের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়; এই হেতু তিনি তখন অগ্রজের আদেশে স্বীকৃত হইলেন॥ ৪৬॥ অনন্তর তিনি ঈপ্সিতবাক্য-শ্রবণে প্রীতা জানকীকে নির্ভীক-অশ্বযোজিত সুমন্ত্রসারথি-চালিত রথে আরোহণ করাইয়া বনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন॥ ৪৭॥ চিত্তপ্রসাদন স্থানে উপস্থিত হইয়া

জুগূহ তস্যাঃ পথি লক্ষ্মণো যৎ, সব্যেতরেণ স্ফুরতা তদক্ষ্ণা ।
আখ্যাতমন্তে গুরু ভাবি দুঃখং, অত্যন্তলুপ্তপ্রিয়দর্শনেন ॥ ৪৯ ॥
সা দুর্নিমিত্তোপগতাদ্বিষাদাৎ, সদ্যঃ পরিম্লানমুখারবিন্দা ।
রাজ্ঞঃ শিবং সাবরজস্য ভূয়াৎ, ইত্যাশংসে করণৈরবাহ্যৈঃ ॥ ৫০ ॥
গুরোর্নিয়োগাৎ বনিতাং বনান্তে, সাধ্বীং সুমিত্রাতনয়ো বিহাস্যন্ ।
অবার্য্যতেবোত্থিতবীচিহস্তৈর্জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ ॥ ৫১ ॥
রথাৎ স যন্ত্রা নিগৃহীতবাহাৎ, তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেঽবতার্য্য ।
গঙ্গাং নিষাদাহৃতনৌবিশেষস্ততার সন্ধ্যামিব সত্যসন্ধঃ ॥ ৫২ ॥
অথ ব্যবস্থাপিতবাক্ কথঞ্চিৎ, সৌমিত্রিরন্তর্গতবাষ্পকণ্ঠঃ ।
ঔৎপাতিকং মেঘ ইবাশ্মবর্ষং, মহীপতেঃ শাসনমুজ্জগার ॥ ৫৩ ॥

জানকী মনে মনে ভাবিলেন, প্রিয়তম আমার নিরতিশয় প্রীতিসাধন করিয়াছেন । এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না ; কিন্তু রামচন্দ্র যে তাঁহার প্রতি কল্পতরুভাব বিসর্জ্জন দিয়া অসিপত্র বৃক্ষের ভাব ধারণ করিয়াছেন, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪৮ ॥ গমনকালে পথিমধ্যে সৌমিত্রি যে দুঃখ গোপন করিয়াছিলেন, জানকীর দক্ষিণনেত্র স্পন্দিত হইয়া অন্যের মত প্রিয়তমের অদর্শনরূপ সেই ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সূচনা করিল ॥ ৪৯ ॥ এই দুর্নিমিত্তহেতু দুঃখে আশু তাঁহার মুখপদ্ম মলিনভাব ধারণ করিল। তখন তিনি মনে মনে পুনঃ পুনঃ এই প্রকার কামনা করিতে লাগিলেন যে, অনুজবৃন্দের সহিত নরপতি শ্রীরামের কল্যাণ হউক ॥ ৫০ ॥

সৌমিত্রি লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশে ভ্রাতৃগৃহিণী পতিরতা জানকীকে বনমধ্যে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলে ভগবতী সুরধুনী যেন তাঁহার পুরোবর্ত্তিনী হইয়া উত্থিত তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তৎপরে সারথি সুমন্ত্র রথাশ্ব সংযত করিলে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভার্য্যা জানকীকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন সত্যপালন করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ নিষাদানীত নৌকায় আরোহণ করিয়া জাহ্নবী পার হইলেন ॥ ৫২ ॥ তৎপরে মেঘ যেরূপ ঔৎপাতিক শিলা বর্ষণ করে, অন্তর্গত বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ লক্ষ্মণও সেইরূপ অতি কষ্টে বাক্যোচ্চারণ সহকারে রাজা রামের আজ্ঞা উদ্গীরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা, প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্ত্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং, লতেব সীতা সহসা জগাম ॥ ৫৪ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ কথং ত্বাং, ত্যজেদকস্মাৎ পতিরার্য্যবৃত্তঃ।
ইতি ক্ষিতিঃ সংশয়িতেব তস্যৈ, দদৌ প্রবেশং জননী ন তাবৎ ॥ ৫৫ ॥
সা লুপ্তসংজ্ঞা ন বিবেদ দুঃখং, প্রত্যাগতাসুঃ সমতপ্যতান্তঃ।
তস্যাঃ সুমিত্রাত্মজযত্নলব্ধো, মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ ॥ ৫৬ ॥
ন চাবদম্ভর্ত্তুরবর্ণমার্য্যা, নিরাকরিষ্ণোর্ব্বৃজিনাদৃতেঽপি।
আত্মানমেব স্থিরদুঃখভাজং, পুনঃ পুনর্দুষ্কৃতিনং নিনিন্দ ॥ ৫৭ ॥
আশ্বাস্য রামাবরজঃ সতীং তাং, আখ্যাতবাল্মীকিনিকেতমার্গঃ।
নিঘ্নস্য মে ভর্ত্তৃনিদেশরৌক্ষ্যং, দেবি! ক্ষমস্বেতি বভূব নম্রঃ ॥ ৫৮ ॥
সীতা তমুত্থাপ্য জগাদ বাক্যং, প্রীতাস্মি তে সৌম্য! চিরায় জীব।
বিড়ৌজসা বিষ্ণুরিবাগ্রজেন, ভ্রাত্রা যদিত্থং পরবানসি ত্বম্ ॥ ৫৯ ॥

কুসুমালঙ্কৃতা লতিকা যেমন প্রবলসমীরণবেগে অকস্মাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলে তাহার পুষ্পরাশি সমন্তাৎ ছড়াইয়া পড়ে, অপবাদসূচক শ্রীরামের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র জানকীও সেইরূপ জননী ধরণীর অঙ্কে পতিত হইলেন; তাঁহার অলঙ্কার সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৫৪ ॥ সেই সময়ে বোধ হয়, সীতার জননী বসুমতী তাঁহাকে এই সন্দেহে ক্রোড়ে স্থান দিলেন না যে, ইক্ষ্বাকুকুলজাত পবিত্রচরিত তোমার পতি রাম সহসা তোমাকে বিসর্জ্জন করিলেন কেন? ৫৫॥ জানকী প্রথমে সংজ্ঞাহীনা হইয়া কোন কষ্টই বোধ করিলেন না, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই চেতনা লাভ করিলেন; তখন যেন সেই চেতনা তাঁহার পক্ষে ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥ পতিব্রতা জানকী নিষ্পাপা হইলেও যে স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য তিনি শ্রীরামের প্রতি কোন প্রকার দোষ প্রদান করিলেন না; আপনাকেই চিরদুঃখভাগিনী ও পাপকারিণী বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

তখন রামানুজ লক্ষ্মণ পতিব্রতা জানকীকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে গমনের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দেবি! আমি পরাধীন, প্রভুর আদেশপালনার্থ আপনার প্রতি যে পরুষ ব্যবহার করিলাম, তাহা ক্ষমা করুন।' লক্ষ্মণ এই বলিয়া জানকীর চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৫৮ ॥ তখন সীতা লক্ষ্মণকে উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, 'ভদ্র! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি

শ্রূজনং সর্ব্বমনুক্রমেণ, বিজ্ঞাপয় প্রাপিতমৎপ্রণামঃ।
প্রজানিষেকং ময়ি বর্ত্তমানং, সূনোরনুধ্যায়ত চেতসেতি॥ ৬০॥
াচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা, বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্‌।
ং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ, শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য॥ ৬১॥
ল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং, ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মৈব জন্মান্তরপাতকানাং, বিপাকবিস্ফূর্জ্জথুরপ্রসহ্যঃ॥ ৬২॥
পস্থিতাং পূর্ব্বমপাস্য লক্ষ্মীং, বনং ময়া সার্দ্ধমপি প্রপন্নঃ।
দাস্পদং প্রাপ্য তয়াতিরোষাৎ, সোঢ়াস্মি ন ত্বদ্ভবনে বসন্তী॥ ৬৩॥
নশাচরোপপ্লুতভর্ত্তৃকাণাং, তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ।
ত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং, কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে॥ ৬৪॥

র্ঘজীবন অতিবাহিত কর। উপেন্দ্র যেমন দেবেন্দ্রের অধীন, তুমিও সেই-জ্যষ্ঠের অধীন; সুতরাং এ বিষয়ে তোমার অপরাধ নাই॥ ৫৯॥ হে ত্র! তুমি যথাক্রমে শ্বশ্রূগণকে আমার প্রণাম নিবেদন করিবে;—বলিবে, তাঁহাদিগের পুত্রের ঔরসজাত গর্ভ ধারণ করিয়াছি, তাঁহারা যেন সর্ব্বান্তঃ-সেই গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলকামনা করেন॥ ৬০॥ আর আমার বাক্যানুসারে তকে বলিও, আপনার সম্মুখে অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক পরীক্ষা দিয়া আমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলাম, তবে যে আপনি লোকনিন্দাভয়ে আমাকে বিস-লেন, ইহা কি সুপ্রথিত রঘুবংশের অনুরূপ কার্য্য হইল? ৬১॥ অথবা সুবুদ্ধি, আপনি যে যথেচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া আমাকে বিসর্জ্জন দিয়া-ইহা আমি বিবেচনা করিতে পারি না; জন্মান্তরে অসংখ্য পাপাচরণ ছিলাম, তাহারই এই অশনিনির্ঘাতসদৃশ অসহ্য ফল॥ ৬২॥ পূর্ব্বে আপনি ত রাজলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া আমার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন, এখন অবসর বুঝিয়া সেই রাজলক্ষ্মী আপনার গৃহে আমার অবস্থিতি দর্শনে শে যেন তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছেন না॥ ৬৩॥ পূর্ব্বে রাক্ষসেরা দর প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে মুনিপত্নীরা আমারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; সে সময় আপনারই প্রসাদে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলাম; সেই আপনি দেদীপ্যমান থাকিতে আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব? ৬৪॥

কিংবা তবাত্যন্তবিয়োগমোঘে, কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেঽস্মিন্।
স্যাদ্রক্ষণীয়ং যদি মে ন তেজস্ত্বদীয়মন্তর্গতমন্তরায়ঃ ॥ ৬৫ ॥
সাহং তপঃসূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্দ্ধং, প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি, ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥ ৬৬ ॥
নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ, স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্ব্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং, তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া ॥ ৬৭ ॥
তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং, রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ, চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা, দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি ॥ ৬৯ ॥
তামভ্যগচ্ছদ্রুদিতানুসারী, কবিঃ কুশেধ্মাহরণায় যাতঃ।
নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ, শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ ॥ ৭০ ॥

আপনার সন্তান আমার গর্ভে বিদ্যমান, তাহাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য সেই সন্তান আমার অন্তরায় না হইলে আমি কি আপনার সহিত চিরবিচ্ছেদে এই বিফল অসার জীবন ধারণ করিতাম ? ৬৫ ॥ প্রসবের পর আমি আদিত্যাভিমুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া এই বলিয়া তপস্যা করিব যে, জন্মান্তরেও যেন আপনাকে পতি লাভ করি ; কিন্তু এই প্রকার কঠোর বিরহ-যাতনা যেন পুনর্ব্বার সহ্য করিতে না হয় ॥ ৬৬ ॥ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমসমূহ রক্ষা করাই রাজাদিগের ধর্ম্ম ; ভগবান্ মনু এইরূপ স্থির করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি আমাকে নির্ব্বাসিত করিলেন বটে, সামান্য তপস্বিজ্ঞানেও অবশ্য দৃষ্টি রাখিবেন ॥' ৬৭ ॥

তখন লক্ষ্মণ 'আমি এতৎসমস্তই নিবেদন করিব,' এই প্রকার প্রতিশ্রুত হইয়া দৃষ্টিপথের সীমা অতিক্রম করিলে সীতা শোকভরে ভীতা কুররীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে পুনর্ব্বার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ তখন ময়ূরেরা নৃত্য, তরুরাজি পুষ্প এবং মৃগসকল সংগৃহীত কুশগ্রাস পরিত্যাগ করিল। এই প্রকারে কাননবাসী সকলেই যেন জানকীর দুঃখে সমদুঃখী হইয়া ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৯ ॥

ইত্যবসরে ব্যাধশরাবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুন দর্শনে যাঁহার উচ্ছলিত শোক শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই আদিকবি বাল্মীকি সমিৎকুশাদি সংগ্রহার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করিয়া জানকীর নিকট উপস্থিত হই

তমশ্রু নেত্রাবরণং প্রমৃজ্য, সীতা বিলাপাদ্বিরতা ববন্দে।
তস্যৈ মুনির্দোহদলিঙ্গদর্শী, দাশ্বান্ সুপুত্রাশিষমিত্যুবাচ ॥ ৭১ ॥

ান ॥ ৭১ ॥ * তখন অশ্রুজলে জানকীর লোচনযুগল অবরুদ্ধ ছিল, তিনি অশ্রু
রা মার্জ্জন পুরঃসর রোদনে ক্ষান্ত হইয়া ঋষিকে বন্দনা করিলেন। ঋষিপ্রবর

* এইরূপ পৌরাণিকী বার্ত্তা প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বকালে রত্নাকর নামে এক ব্রাহ্মণ
লেন। তিনি দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা তিনি বনভ্রমণ করিতেছেন,
বসরে ব্রহ্মা ও নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রত্নাকর তাঁহাদিগকে বধ করিতে সমুদ্যত
য়া তাঁহাদিগের হস্ত রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন। তখন নারদ কহিলেন, 'রে দুর্ব্বুদ্ধে! কেন
প পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ? দুর্লভ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মণ্যরহিত হইলে;
ন এই পাপাচরণ করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছ?' রত্নাকর বলিলেন, 'সত্য বটে,
মার এই কার্য্য পাপাবহ, কিন্তু শত অকার্য্য করিয়াও পরিবারবর্গ পোষণ করিবে, ইহা দোষা-
নহে। বিশেষতঃ আমি যাহাদিগের ভরণপোষণার্থ এই পাপানুষ্ঠান করি, তাহারাও অবশ্য
পাপের অংশভাগী, তাহারাও আমার সহিত নরকে গমন করিবে; সুতরাং ইহাতে আমি
মাত্র কষ্ট বোধ করি না।' রত্নাকরের এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি বলিলেন; 'তুমি ভ্রান্ত
াছ; সংসারে পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র কেহই তোমার কৃত পাতকের ফলভাগী হইবে না।
আমার বাক্যে তোমার আস্থা না হয়, তবে গৃহে যাইয়া পিতা-মাতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা
য়া আইস। যদি তাঁহারা তোমার পাপের ভাগ গ্রহণ করেন, তখন আসিয়া যাহা ইচ্ছা
ও।' রত্নাকর এই কথা শুনিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক পিতা, মাতা প্রভৃতি সকলকেই জিজ্ঞাসা
লেন; কিন্তু কেহই তাঁহার পাপের অংশগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। তখন তিনি পুনরায়
দের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মনিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি তাঁহাকে রামনামে
ত করিলেন। কিন্তু রত্নাকর এরূপ মহাপাপী যে, জিহ্বার জড়তা হেতু 'রাম' নাম উচ্চারিত
না। তখন তিনি নারদের উপদেশে 'মরা মরা' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; ক্রমে রাম
উচ্চারিত হইল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইল। রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে যখন
র নির্ব্বিকারভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন নারদ পুনরায় তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন;
লেন, রত্নাকরের সর্ব্বাঙ্গ বল্মীকে আচ্ছাদিত হইয়াছে। তখন দেবর্ষি তাঁহার 'বাল্মীকি' এই
রণ করিলেন। অহো! রামনামের কি মাহাত্ম্য! একদা এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে
কে শরবিদ্ধ করিলে তদ্দর্শনে বাল্মীকির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল; তাঁহার মুখ হইতে
ই শ্লোক নির্গত হইল;—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥'

ন নারদ বাল্মীকিকে 'আদিকবি' উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। তৎপরে নারদের
শ বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন।

জানে বিসৃষ্টাং প্রণিধানতস্ত্বাং, মিথ্যাপবাদক্ষুভিতেন ভর্ত্রা।
তন্মা ব্যথিষ্ঠা বিষয়ান্তরস্থং, প্রাপ্তাসি বৈদেহি! পিতুর্নিকেতম্॥ ৭২॥
উৎখাতলোকত্রয়কণ্টকেঽপি, সত্যপ্রতিজ্ঞেঽপ্যবিকত্থনেঽপি।
ত্বাং প্রত্যকস্মাৎ কলুষপ্রবৃত্তাবস্ত্যেব মন্যুর্ভরতাগ্রজে মে॥ ৭৩॥
তবোরুকীর্ত্তিঃ শ্বশুরঃ সখা মে, সতাং ভবচ্ছেদকরঃ পিতা তে।
ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাং, কিং তন্ন যেনাসি মমানুকম্প্যা॥ ৭৪॥
তপস্বিসংসর্গবিনীতসত্ত্বে, তপোবনে বীতভয়া বসাস্মিন্।
ইতো ভবিষ্যত্যনঘপ্রসূতেরপত্যসংস্কারময়ো বিধিস্তে॥ ৭৫॥
অশূন্যতীরাং মুনিসন্নিবেশৈস্তমোপহন্ত্রীং তমসাং বগাহ্য।
তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ, সম্পৎস্যতে তে মনসঃ প্রসাদঃ॥ ৭৬॥
পুষ্পং ফলং চার্ত্তবমাহরন্ত্যো, বীজঞ্চ বালেয়মকৃষ্টরোহি।
বিনোদয়িষ্যন্তি নবাভিষঙ্গামুদারবাচো মুনিকন্যকাস্ত্বাম্॥ ৭৭॥

বাল্মীকিও তাঁহার গর্ভলক্ষণ দর্শনে 'সুপুত্রপ্রসবিনী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ সহকারে বলিলেন,"জানকি! তোমার পতি মিথ্যা অপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া যে তোমাকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আমি সমাধিযোগে অবগত হইয়াছি; তুমি দুঃখ করিও না; তুমি দেশান্তরস্থ পিতৃগৃহেই উপস্থিত হইয়াছ॥ ৭১-৭২॥ ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র দশাননের সংহারসাধন পূর্ব্বক ত্রিভুবনের কণ্টকোদ্ধার করিয়াছেন। তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও নিরহঙ্কার; তথাপি তোমার উপর যে সহসা এ প্রকার নিন্দিতাচরণ করিয়াছেন, এ হেতু তাঁহার প্রতি আমার রোষসঞ্চার হইতেছে॥৭৩॥ তোমার শ্বশুর উদারকীর্ত্তি নরপতি দশরথ আমার সখা ছিলেন, তোমার পিতা জনকরাজর্ষি জ্ঞানোপদেশপ্রদান দ্বারা সাধুগণের সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া দেন, তুমিও পতিব্রতাকুলের অগ্রগণ্যা; সুতরাং তুমি আমার দয়ার পাত্রী না হইবে কেন? ৭৪॥ তাপসগণের সংসর্গে এই আশ্রমস্থ হিংস্র শ্বাপদেরাও নিরতিশয় শান্তভাব পরিগ্রহ করিয়াছে; সুতরাং তুমি নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থিতি কর, এখানে তোমার সন্তানপ্রসবের কোন কষ্ট হইবে না; তাহাদের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কারও বিধানে সম্পাদিত হইবে॥ ৭৫॥ ঐ দেখ, তমসা নদীর কূলপ্রদেশ ঋষিগণের পর্ণকুটীর দ্বারা সমাকীর্ণ রহিয়াছে, তুমি ঐ পাপহারিণী তমসার সলিলে স্নান ও উহাঁর তীরে অভীষ্টদেবের অর্চ্চনা কর, তোমার চিত্ত প্রফুল্ল হইবে।৭৬। ঋষিকুমারীরা সময়োচিত ফল, কুসুম ও অকৃষ্টপচ্য পূজোপকরণযোগ্য নীবারাদি

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্, সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ, স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্ ॥ ৭৮ ॥
অনুগ্রহপ্রত্যভিনন্দিনীং তাং, বাল্মীকিরাদায় দয়ার্দ্রচেতাঃ ।
সায়ং মৃগাধ্যাসিতবেদিপার্শ্বং, স্বমাশ্রমং শান্তমৃগং নিনায় ॥ ৭৯ ॥
তামর্পয়ামাস চ শোকদীনাং, তদাগমপ্রীতিষু তাপসীষু ।
নির্ব্বিষ্টসারাং পিতৃভির্হিমাংশোরন্ত্যাং কলাং দর্শ ইবৌষধীষু ॥ ৮০ ॥
তা ইঙ্গুদী-স্নেহকৃতপ্রদীপমাস্তীর্ণমেধ্যাজিনতল্পমন্তঃ ।
তস্যৈ সপর্য্যানুপদং দিনান্তে, নিবাসহেতোরুটজং বিতেরুঃ ॥ ৮১ ॥
তত্রাভিষেকপ্রয়তা বসন্তী, প্রযুক্তপূজা বিধিনাতিথিভ্যঃ ।
বন্যেন সা বল্কলিনী শরীরং, পত্যুঃ প্রজাসন্ততয়ে বভার ॥ ৮২ ॥
অপি প্রভুঃ সানুশয়োঽধুনা স্যাৎ, কিমুৎসুকঃ শক্রজিতোঽপি হন্তা ।
শশংস সীতা পরিদেবনান্তমনুষ্ঠিতং শাসনমগ্রজায় ॥ ৮৩ ॥

আহরণ পূর্ব্বক উদার-বচনে তোমার নবীনশোকক্লিষ্ট চিত্তের বিনোদন বে ॥ ৭৭ ॥ তুমি নিজ শক্ত্যনুসারে সেচনকলস দ্বারা তপোবনস্থিত বালতরু কে সংবর্দ্ধিত করিয়া অপত্যোৎপত্তির অগ্রেই স্তন্যপায়ী শিশুর পরিপালন- ত আনন্দ অনুভব করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৭৮ ॥

দয়ার্দ্রচিত্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি এই প্রকার সানুগ্রহ বচনে প্রত্যভিনন্দন পূর্ব্বক কীকে লইয়া সন্ধ্যাকালে আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন শান্তশীল গেরা তাঁহার যজ্ঞবেদীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ছিল ॥ ৭৯ ॥ অমাবস্যাতিথি ন অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের আহারাবশিষ্ট শশধরের শেষকলা ওষধিপংক্তিতে র্পণ করে, ঋষিবর সেইরূপ তাঁহার শুভাগমনে প্রীতিমতী মুনিপত্নীদিগের হস্তে কীকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ৮০ ॥ তখন সেই সকল মুনিপত্নীরা জানকীর যোগ্য সৎকার করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে ইঙ্গুদী-তৈলে প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার স্থিতির জন্য পবিত্র অজিনশয্যায় সজ্জিত একখানি পর্ণকুটীর নির্দ্দেশ করিয়া লন ॥৮১॥ জানকী তমসাসলিলে স্নান, বল্কল পরিধান ও যথাবিধি অতিথিদিগের না করিয়া অতি বিশুদ্ধভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পতি শ্রীরামের অপত্যরক্ষার জন্য ণ্য ফলমূল দ্বারা আপনার দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

এ দিকে মেঘনাদহন্তা লক্ষ্মণ 'এখনও কি প্রভু শ্রীরামের চিত্ত অনুতপ্ত হয়

বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা, ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ ॥ ৮৪ ॥
নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্, বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।
স ভ্রাতৃসাধারণভোগমৃদ্ধং, রাজ্যং রজোরিক্তমনাঃ শশাস ॥ ৮৫ ॥
তামেকভার্য্যাং পরিবাদভীরোঃ, সাধ্বীমপি ত্যক্তবতো নৃপস্য।
বক্ষস্যসংঘট্টসুখং বসন্তী, রেজে সপত্নীরহিতের লক্ষ্মীঃ ॥ ৮৬ ॥
সীতাং হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদন্যাং,
তস্যা এব প্রতিকৃতিসখো যৎ ক্রতূনাজহার।
বৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়প্রাপিণা তেন ভর্ত্তুঃ,
সা দুর্ব্বারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সীতাপরিত্যাগো নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

নাই ?' এই প্রকার বিতর্ক করিতে করিতে অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে (উপস্থিত হইয়া) সীতাবিয়োগান্ত সমগ্র বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৮৩ ॥ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র রামচন্দ্র হিমবর্ষী পৌষমাসের চন্দ্রের ন্যায় তৎক্ষণাৎ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিলেন। কারণ, তিনি লোকনিন্দার ভয়েই ভীত হইয়া জানকীকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন ; কিন্তু জানকী তাঁহার হৃদয়মন্দির হইতে নির্ব্বাসিত হন নাই ॥ ৮৪ মহামতি রঘুপতি নিজেই (সযত্নে) শোকসংবরণ পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমপর্য্যবেক্ষণে নিরন্তর জাগরূক ও রজোগুণবিরহিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তুল্যসুখসম্ভোগে সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥ নরপতি রামচন্দ্র লোকনিন্দাভয়ে ভীত হইয়া একমাত্র পতিগতপ্রাণা সাধ্বী জানকীকে বিসর্জ্জন করিলে রাজলক্ষ্মী নির্ব্বিঘ্ন হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিঃসপত্নীকের ন্যায় শোভা পাইলেন ॥ ৮৬ ॥

এ দিকে রাবণহন্তা রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আর অন্য নারীর পাণি গ্রহণ করিলেন না। তিনি জানকীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎসহায়ে নানারূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। পতিগতপ্রাণা জানকী লোকপরম্পরায় এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক দুর্নিবার স্বামিপরিত্যাগ-জনিত ক্লেশ অতি কষ্টে সহ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

—ঃ০ঃ—

কৃতসীতাপরিত্যাগঃ স রত্নাকরমেখলাম্।
বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্॥ ১॥
লবণেন বিলুপ্তেজ্যাস্তামিস্রেণ তমভ্যয়ুঃ।
মুনয়ো যমুনাভাজঃ শরণ্যং শরণার্থিনঃ॥ ২॥
অবেক্ষ্য রামং তে তস্মিন্ ন প্রজহ্রুঃ স্বতেজসা।
ত্রাণাভাবে হি শাপাস্ত্রাঃ কুর্ব্বন্তি তপসো ব্যয়ম্॥ ৩॥
প্রতিশুশ্রাব কাকুৎস্থস্তেভ্যো বিঘ্নপ্রতিক্রিয়াম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থৈব প্রবৃত্তির্ভুবি শার্ঙ্গিণঃ॥ ৪॥
তে রামায় বধোপায়মাচখ্যুর্ব্বিবুধদ্বিষঃ।
দুর্জ্জয়ো লবণঃ শূলী বিশূলঃ প্রার্থ্যতামিতি॥ ৫॥
আদিদেশাথ শত্রুঘ্নং তেষাং ক্ষেমায় রাঘবঃ।
করিষ্যন্নিব নামাস্য যথার্থমরিনিগ্রহাৎ॥ ৬॥

বসুমতীপালক শ্রীরাম এই প্রকারে জানকীকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবলমাত্র গিন-মেখলা ধরাকেই পালন করিতে লাগিলেন॥ ১॥ তদনন্তর লবণ নামক ক রাক্ষস কালিন্দীকূলবাসী মুনিবৃন্দের যজ্ঞক্রিয়া লোপ করিতে আরম্ভ করিলে সকল মুনিবৃন্দ শরণার্থী হইয়া শরণাগতবৎসল শ্রীরামের নিকট উপস্থিত লেন॥ ২॥ শ্রীরাম প্রজারক্ষণে নিযুক্ত, এই হেতু তাপসেরা তখন আপন পন তেজঃপ্রভাবে লবণের বধসাধন করিলেন না; কারণ, রক্ষকের অভাব লেই শাপাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ঋষিরা কষ্টার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় করিয়া থাকেন॥৩॥ ৎস্থনন্দন রামচন্দ্র বিঘ্নপ্রশমনার্থ মুনিগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। কারণ, বান্ নারায়ণ ধর্ম্মরক্ষার্থই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন॥ ৪॥

তখন তাপসবৃন্দ শ্রীরামের নিকট সুরশত্রু লবণ রাক্ষসের বধোপায় সম্বন্ধে এই ার বলিলেন যে, উহার হস্তে যে সময় শূল বিদ্যমান থাকে, তখন অসুর যার নাই দুর্জ্জয় হয়; সুতরাং যখন সে শূল ত্যাগ করিবে, তখন তাহাকে সংগ্রামার্থ বান করিবেন॥ ৫॥

তদনন্তর রঘুবংশধুরন্ধর রামচন্দ্র তাপসগণের মঙ্গলকামনায় লবণরাক্ষসের

যঃ কশ্চন রঘূণাং হি পরমেকঃ পরন্তপঃ।
অপবাদ ইবোৎসর্গং ব্যবর্ত্তয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥
অগ্রজেন প্রযুক্তাশীস্ততো দাশরথী রথী।
যযৌ বনস্থলীঃ পশ্যন্ পুষ্পিতাঃ সুরভীরভীঃ ॥ ৮ ॥
রামাদেশাদনুগতা সেনা তস্যার্থসিদ্ধয়ে।
পশ্চাদধ্যয়নার্থস্য ধাতোরধিরিবাভবৎ ॥ ৯ ॥
আদিষ্টবর্ত্মা মুনিভিঃ স গচ্ছংস্তপতাং বরঃ।
বিররাজ রথপ্রষ্ঠৈর্বালখিল্যৈরিবাংশুমান্ ॥ ১০ ॥
তস্য মার্গবশাদেকা বভূব বসতির্যতঃ।
রথস্বনোৎকণ্ঠমৃগে বাল্মীকীয়ে তপোবনে ॥ ১১ ॥
তমৃষিঃ পূজয়ামাস কুমারং ক্লান্তবাহনম্।
তপঃপ্রভাবসিদ্ধাভির্বিশেষপ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১২ ॥

সংহারার্থ শত্রুঘ্নের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুঘ্ন নাম সার্থক করা তাঁহার অভিপ্রেত ॥ ৬ ॥ অপবাদবিধি যেমন উৎসর্গবিধিকে বাধা দিতে সমর্থ রঘুবংশীয়দিগের মধ্যে যে কেহ হউন না কেন, সেইরূপ একাকীই শত্রুদমনে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

তদনন্তর দশরথনন্দন নির্ভীক শত্রুঘ্ন অগ্রজ শ্রীরামের আশীর্ব্বাদ লইয়া প্রফুল্ল-পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ বনভূমি দর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ অধি উপসর্গ যেমন অধ্যয়নার্থক ইঙ ধাতুর অনুবর্ত্তন করে, রামের আজ্ঞায় শত্রুঘ্নের বাসনাপূরণার্থ সেনাবৃন্দও সেইরূপ তাঁহার অনুগামী হইল ॥ ৯ ॥ তাপসগণ যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, মহাতেজা শত্রুঘ্ন সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন। সূর্য্য যেমন বালখিল্যমুনিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথে গমন পূর্ব্বক শোভা প্রাপ্ত হন, গমনকালে শত্রুঘ্নও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি পথিমধ্যে বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রি অবস্থিতি করিলেন। যখন তিনি সেই তপোবনে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার রথের ঘর্ঘরধ্বনিতে আশ্রমবাসী হরিণকুল উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল ॥ ১১ ॥ তখন রাজকুমার শত্রুঘ্নের বাহন শ্রান্ত হইয়াছিল; ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি নিজ তপঃপ্রভাবে অত্যুৎকৃষ্ট উপচার সকল সংগ্রহ করিয়া যথাবিধানে তাঁহার অতিথিসৎকার সম্পাদন করিলেন ॥ ১২ ॥ পৃথিবী যেমন সমগ্র কোশ ও

তস্যামেবাস্য যামিন্যামন্তর্বত্নী প্রজাবতী।
সুতাবসূত সম্পন্নৌ কোষদণ্ডাবিব ক্ষিতিঃ॥ ১৩॥
সন্তানশ্রবণাদ্ভ্রাতুঃ সৌমিত্রিঃ সৌমনস্যবান্।
প্রাঞ্জলির্মুনিমামন্ত্র্য প্রাতর্যুক্তরথো যযৌ॥ ১৪॥
স চ প্রাপ মধূপঘ্নং কুম্ভীনস্যাশ্চ কুক্ষিজঃ।
বনাৎ করমিবাদায় সত্বরাশিমুপস্থিতঃ॥ ১৫॥
ধূমধূম্রো বসাগন্ধী জ্বালাবভ্রুশিরোরুহঃ।
ক্রব্যাদ্গণপরীবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ॥ ১৬
অপশূলং তমাসাদ্য লবণং লক্ষ্মণানুজঃ।
রুরোধ সংমুখীনো হি জয়ো রন্ধ্রপ্রহারিণাম্॥ ১৭॥
নাতিপর্য্যাপ্তমালক্ষ্য মৎকুক্ষেরদ্য ভোজনম্।
দিষ্ট্যা ত্বমসি মে ধাত্রা ভীতেনেবোপপাদিতঃ॥ ১৮॥

ও প্রসব করেন, শত্রুঘ্নের ভ্রাতৃজায়া জানকীও সেইরূপ সেই রজনীতেই দুইটি ত্র প্রসব করিলেন॥ ১৩॥ অগ্রজের পুত্রোৎপত্তিসংবাদ শ্রবণ করিয়া সুমিত্রাকুমার ক্রঘ্নের প্রীতির পরিসীমা রহিল না। (অনন্তর) রজনীপ্রভাতে তিনি করযোড়ে মিবরকে অভিবাদন পূর্ব্বক রথারোহণে প্রস্থান করিলেন॥ ১৪॥

ক্রমে ক্রমে শত্রুঘ্ন লবণরাক্ষসের মধুপঘ্ন নামক নগরীতে সমাগত হইলেন। ম্ভীনসীতনয় লবণও সেই সময়ে বন হইতে রাজকরস্বরূপ জীবসকল সংগ্রহ করিয়া জধানীতে উপস্থিত হইল॥ ১৫॥ তাহার বর্ণ ধূম্রের ন্যায়, অঙ্গের গন্ধ বসাগন্ধের দৃশ, কেশকলাপ অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গল এবং মাংসভোজী নিশাচর-সমূহে সে রিবেষ্টিত। তাহাকে দর্শন করিলেই সঞ্চরণশীল চিতাগ্নি বলিয়া অনুমিত হয়॥১৬॥

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দেখিলেন, লবণের হস্তে তৎকালে শূল বিদ্যমান নাই। দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবরোধ করিলেন। শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ করিয়া হাকে প্রহার করিতে যাঁহারা উদ্যত হন, বিজয়শ্রী তাঁহাদেরই অভিমুখী হইয়া ন সন্দেহ নাই॥ ১৭॥

(শত্রুঘ্নকে দর্শনমাত্র) লবণ রাক্ষস তাঁহাকে এই বলিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল, াতা অদ্য আমার জঠরের (তৃপ্তিপ্রদ) খাদ্য অপ্রচুর দর্শন করিয়াই বোধ হয়, ভয়ে আমার সৌভাগ্যবশে তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।” এই

ইতি সন্তর্জ্জ্য শত্রুঘ্নং রাক্ষসস্তজ্জিঘাংসয়া।
প্রাংশুমুৎপাটয়ামাস মুস্তাস্তম্বমিব দ্রুমম্॥ ১৯॥
সৌমিত্রের্নিশিতৈর্বাণৈরন্তরা শকলীকৃতঃ।
গাত্রং পুষ্পরজঃ প্রাপ ন শাখী নৈর্ঋতেরিতঃ॥ ২০॥
বিনাশাৎ তস্য বৃক্ষস্য রক্ষস্তস্মৈ মহোপলম্।
প্রজিঘায় কৃতান্তস্য মুষ্টিং পৃথগিব স্থিতম্॥ ২১॥
ঐন্দ্রমস্ত্রমুপাদায় শত্রুঘ্নেন স তাড়িতঃ।
সিকতাত্বাদপি পরাং প্রপেদে পরমাণুতাম্॥ ২২॥
তমুপাদ্রবদুদ্যম্য দক্ষিণং দোর্নিশাচরঃ।
একতাল ইবোৎপাতপবনপ্রেরিতো গিরিঃ॥ ২৩॥
কার্ষ্ণেন পত্রিণা শত্রুঃ স ভিন্নহৃদয়ঃ পতন্।
আনিনায় ভুবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাম্॥ ২৪॥

বলিয়া সে শত্রুঘ্নের বধকামনায় অবলীলাক্রমে মুস্তাস্তম্বসদৃশ এক অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপাটিত করিল॥ ১৮-১৯॥ (দুর্ব্বৃত্ত সেই বৃক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র) শত্রুঘ্ন পথি মধ্যেই তীক্ষ্ণ বাণরাশি দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; সেই বৃক্ষ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না; বৃক্ষের পুষ্পপরাগমাত্র কেবল তাঁহার গাত্রস্পৃষ্ট হইয়াছিল॥ ২০॥

বৃক্ষ বিফল হইল দেখিয়া লবণরাক্ষস এক বিশাল পাষাণখণ্ড লইয়া শত্রুঘ্নের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। ঐ পাষাণখণ্ডের সর্ব্বস্থানেই যেন শমন-রাজের মুষ্টি পৃথক্‌ভাবে সংস্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল॥ ২১॥ তখন শত্রুঘ্নও ঐন্দ্রাস্ত্র লইয়া ঐ পাষাণখণ্ডকে এরূপভাবে আহত করিলেন যে, উহা বালুকা হইতেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হইয়া পড়িল॥ ২২॥ তখন রাক্ষস দক্ষিণবাহু উত্তোলন পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের প্রতি প্রধাবিত হইল। তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, উৎপাতবায়ুচালিত একমাত্র তালবৃক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বত চলিয়া যাইতেছে॥২৩॥ (দেখিতে দেখিতে) শত্রুঘ্ন বৈষ্ণবাস্ত্র-সহায়ে পরম শত্রু লবণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন; সে ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র তাহার দেহের গুরুভারে যেন ভূকম্প উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহার সংহারে তপোবনবাসিগণের হৃৎকম্প বিদূরিত হইল॥ ২৪॥ তৎকালে সেই গতাসু শত্রু লবণের উপর বিহঙ্গকুল নিপতিত হইত

বয়সাং পঙ্‌ক্তয়ঃ পেতুর্হতস্যোপরি বিদ্বিষঃ।
তং প্রতিদ্বন্দ্বিনো মূর্দ্ধ্নি দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৫ ॥
স হত্বা লবণং বীরস্তদা মেনে মহৌজসঃ।
ভ্রাতুঃ সৌদর্য্যমাত্মানমিন্দ্রজিদ্বধশোভিনঃ ॥ ২৬ ॥
তস্য সংস্তূয়মানস্য চরিতার্থৈস্তপস্বিভিঃ।
শুশুভে বিক্রমোদগ্রং ব্রীড়য়াবনতঃ শিরঃ॥ ২৭ ॥
উপকূলং স কালিন্দ্যাঃ পুরীং পৌরুষভূষণঃ।
নির্ম্মমে নির্মমোঽর্থেষু মথুরাং মধুরাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥
যা সৌরাজ্যপ্রকাশাভির্বভৌ পৌরবিভূতিভিঃ।
স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা ॥ ২৯ ॥
তত্র সৌধগতঃ পশ্যন্‌ যমুনাং চক্রবাকিনীম্‌।
হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে॥ ৩০ ॥
সখা দশরথস্যাপি জনকস্য চ মন্ত্রকৃৎ।
সঞ্চস্কারোভয়প্রীত্যা মৈথিলেয়ৌ যথাবিধি ॥ ৩১ ॥

ং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুঘ্নের শীর্ষদেশে গগনতল হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে গেল॥ ২৫ ॥ বীরপ্রবর শত্রুঘ্ন লবণের বধসাধন পূর্ব্বক আপনাকে মেঘনাদ-স্তা মহাবীর্য্য ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহোদর বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে গিলেন॥ ২৬ ॥ তখন তাপসবৃন্দ চরিতার্থ হইয়া শত্রুঘ্নের বলবিক্রমের প্রশংসা তে আরম্ভ করিলে লজ্জাবশে তাঁহার উচ্চমস্তক অবনত হইয়া পরম শোভা ণ করিল॥ ২৭ ॥ তৎপরে পৌরুষভূষণে বিভূষিত, সৌম্যরূপী, বিষয়নিস্পৃহ য় যমুনাতীরে মথুরা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন॥ ২৮ ॥ সুরাজার পালন-া সেই মথুরাপুরবাসিগণ ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিমান্‌ হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ধ হইল যেন, সুরপুরী হইতে অতিরিক্ত লোকসংগ্রহ করিয়া এই মথুরাতে নিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে॥ ২৯ ॥ শত্রুঘ্ন পুরীর অট্টালিকোপরি আরূঢ় হইয়া খলেন, চক্রবাক-মিথুনে সমাকীর্ণা কালিন্দীনদী ভূমির কাঞ্চনখচিত বেণীর ন্যায় ভা পাইতেছে; তদ্দর্শনে তাঁহার প্রীতির পরিসীমা রহিল না॥ ৩০ ॥
এ দিকে জনকরাজর্ষি ও কোশলপতি দশরথের সখা মন্ত্রকর্ত্তা ঋষিপ্রবর বাল্মীকি য়ের প্রতি প্রীতিহেতু সীতার গর্ভজাত পুত্রদ্বয়ের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন

স তৌ কুশলবোন্মৃষ্টগর্ভক্লেদৌ তদাখ্যয়া।
কবিঃ কুশলবাবেব চকার কিল নামতঃ ॥ ৩২ ॥
সাঙ্গঞ্চ বেদমধ্যাপ্য কিঞ্চিদুৎক্রান্তশৈশবৌ।
স্বকৃতিং গাপয়ামাস কপিপ্রথমপদ্ধতিম্ ॥ ৩৩ ॥
রামস্য মধুরং বৃত্তং গায়ন্তৌ মাতুরগ্রতঃ।
তদ্বিয়োগব্যথাং কিঞ্চিৎ শিথিলীচক্রতুঃ সুতৌ ॥ ৩৪ ॥
ইতরেঽপি রঘোর্বংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রেতাগ্নিতেজসা।
তদ্‌যোগাৎ পতিবত্নীষু পত্নীষ্বাসন্ দ্বিসূনবঃ ॥ ৩৫ ॥
শত্রুঘাতিনি শত্রুঘ্নঃ সুবাহৌ চ বহুশ্রুতে।
মথুরাবিদিশে সূন্বোর্নিদধে পূর্ব্বজোৎসুকঃ ॥ ৩৬ ॥
ভূয়স্তপোব্যয়ো মাভূদ্‌বাল্মীকেরিতি সোঽত্যগাৎ।
মৈথিলীতনয়োদ্‌গীতনিস্পন্দমৃগমাশ্রমম্ ॥ ৩৭ ॥

করিলেন ॥ ৩১ ॥ সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের কুশ দ্বারা ও অন্যটির লব (গোপুচ্ছরোম) দ্বারা গর্ভক্লেদ মার্জ্জিত হইয়াছিল; এই হেতু মহর্ষি তাহাদের কুশ ও লব নামকরণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ ক্রমে ক্রমে কুমারদ্বয়ের শৈশবকাল অতীত হইল। বাল্মীকি তাঁহাদিগকে সমগ্র সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। পরে কবিগণের আদিসোপানস্বরূপ নিজকৃত রামায়ণকাব্য তাঁহাদিগকে গান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ কুমারদ্বয় জননী সীতার নিকট শ্রীরামের মধুরচরিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে (তচ্ছ্রবণে) জানকীর পতিবিরহবেদনার অনেক লাঘব হইল ॥ ৩৪ ॥

এ দিকে গার্হপত্যাদি বহ্নিত্রয়ের ন্যায় মহাতেজা রঘুকুলতিলক ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই তিন ভ্রাতার নিজ নিজ ভার্য্যায় দুই দুইটি করিয়া কুমার জন্মগ্রহণ করিল ॥৩৫ ॥ জ্যেষ্ঠপ্রিয় শত্রুঘ্ন দুই পুত্রের শত্রুঘাতী ও সুবাহু নামকরণ করিলেন। তন্মধ্যে ভূরিশাস্ত্রজ্ঞানবিশারদ শত্রুঘাতীকে মথুরা ও সুবাহুকে বিদিশা নগরীর আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥৩৬॥ জানকীকুমারদ্বয়ের সঙ্গীতশ্রবণে আশ্রমমৃগেরা নিস্পন্দ হইয়া অবস্থান করিত। পুনরায় সে স্থানে থাকিলে পাছে তাঁহার আতিথ্য সম্পাদন করিতে ঋষিবর বাল্মীকির তপোবিঘ্ন ঘটে, এই আশঙ্কায় শত্রুঘ্ন আর পুনর্ব্বার তথায় অবস্থিতি করিলেন না; তিনি সে আশ্রম অতিক্রম পূর্ব্বক (অযো-

বশী বিবেশ চাযোধ্যাং রথ্যাসংস্কারশোভিনীম্।
লবণস্য বধাৎ পৌরৈরীক্ষিতোঽত্যন্তগৌরবম্ ॥ ৩৮ ॥
স দদর্শ সভামধ্যে সভাসদ্ভিরুপস্থিতম্।
রামং সীতাপরিত্যাগাদসামান্যপতিং ভুবঃ ॥ ৩৯ ॥
তমভ্যনন্দৎ প্রণতং লবণান্তকমগ্রজঃ।
কালনেমিবধাৎ প্রীতস্তুরাষাড়িব শার্ঙ্গিণম্॥ ৪০ ॥
স পৃষ্টঃ সর্ব্বতো বার্ত্তমাখ্যদ্রাজ্ঞে ন সন্ততিম্।
প্রত্যর্পয়িষ্যতঃ কালে কবেরাদ্যস্য শাসনাৎ ॥ ৪১ ॥
অথ জানপদো বিপ্রঃ শিশুমপ্রাপ্তযৌবনম্।
অবতার্য্যাঙ্কশয্যাস্থং দ্বারি চক্রন্দ ভূপতেঃ ॥ ৪২ ॥
শোচনীয়াসি বসুধে ! যা ত্বং দশরথাৎ চ্যুতা।
রামহস্তমনুপ্রাপ্য কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা ॥ ৪৩ ॥

ভিমুখে) প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ তৎকালে অযোধ্যার রাজপথ সুসংস্কৃত
া পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল; জিতেন্দ্রিয় শত্রুঘ্ন সেই পথে অযোধ্যায়
ষ্ট হইলেন। লবণরাক্ষসকে বধ করাতে পুরবাসিগণ তৎকালে সগৌরবে
াকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ তিনি অযোধ্যায় উপনীত হইয়া সভাসদ্-
কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, জানকীকে পরিত্যাগ হেতু কেবলমাত্র বসুন্ধরারই পতি
ামকে দর্শন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন দেবরাজ যেমন কালনেমিবধ হেতু সন্তুষ্ট
া বিষ্ণুর অভিনন্দন করিয়াছিলেন, অগ্রজ শ্রীরামও সেইরূপ লবণনিহন্তা প্রণতি-
যণ শত্রুঘ্নের অভিনন্দন করিলেন ॥ ৪০ ॥ নরপতি শ্রীরাম শত্রুঘ্নকে মঙ্গলসংবাদ
করিলে তিনিও সর্ব্বথা কুশল বিজ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু রামচন্দ্রের পুত্রজন্ম-
াদ প্রকাশ করিলেন না; আদিকবি বাল্মীকি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই যথাসময়ে
কে কুমারদ্বয় প্রদান করিবেন, এই কারণেই তিনি এ বিষয় প্রকাশ করিতে
ধ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ তদনন্তর একদা জনপদবাসী এক ব্রাহ্মণ অপ্রাপ্ত-
ন একটি মৃত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রাজদ্বারে আগমন পূর্ব্বক রোদন করিতে
 হইলেন ॥ ৪২ ॥ (তিনি বলিতে লাগিলেন,) "হে পৃথিবি ! একে ত তুমি
তি দশরথের করভ্রষ্ট হইয়া শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার উপর আবার
 রামচন্দ্রের করগত হইয়া কষ্ট হইতেও কষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ॥" ৪৩ ॥

শ্রুত্বা তস্য শুচো হেতুং গোপ্তা জিহ্রায় রাঘবঃ।
ন হ্যকালভবো মৃত্যুরিক্ষ্বাকুপদমস্পৃশৎ ॥ ৪৪ ॥
স মুহূর্ত্তং ক্ষমস্বেতি দ্বিজমাশ্বাস্য দুঃখিতম্।
যানং সস্মার কৌবেরং বৈবস্বতজিগীষয়া ॥ ৪৫ ॥
আত্তশস্ত্রস্তদধ্যাস্য প্রস্থিতঃ স রঘূদ্বহঃ।
উচ্চচার পুরস্তস্য গূঢ়রূপা সরস্বতী ॥ ৪৬ ॥
রাজন্! প্রজাসু তে কশ্চিদপচারঃ প্রবর্ত্ততে।
তমন্বিষ্য প্রশময়ের্ভবিতাসি ততঃ কৃতী ॥ ৪৭ ॥
ইত্যাপ্তবচনাদ্রামো বিনেষ্যন্ বর্ণবিক্রিয়াম্।
দিশঃ পপাত পত্রেণ বেগনিষ্কম্পকেতুনা ॥ ৪৮ ॥
অথ ধূমাভিতাম্রাক্ষং বৃক্ষশাখাবিলম্বিনম্।
দদর্শ কঞ্চিদৈক্ষ্বাকস্তপস্যন্তমধোমুখম্ ॥ ৪৯ ॥

প্রজারক্ষক নরপতি রঘুপতি বিপ্রবরের শোকের হেতু শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন। কারণ, ইহার অগ্রে অকালমৃত্যু ইক্ষ্বাকুবংশ কখনও স্পর্শ করে নাই ॥ ৪৪ ॥ তিনি তখন শোকাকুল ব্রাহ্মণকে 'আপনি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন্' বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক শমনরাজকে পরাজয় করিবার অভিলাষে কুবেরের পুষ্পকরথকে স্মরণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ (স্মৃতিমাত্র পুষ্পকবিমান সমুপস্থিত হইল।) রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র শস্ত্রগ্রহণ করিয়া পুষ্পকযানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পুরোভাগে এইরূপ এক অশরীরিণী আকাশবাণী উপস্থিত হইল যে, 'নরপতে! আপনার প্রজাপুঞ্জমধ্যে কোন এক অপচার সংঘটিত হইয়াছে, তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধান করুন্; তাহা হইলেই আপনি কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হইবেন ॥' ৪৬-৪৭ ॥ রামচন্দ্র এইরূপ বিশ্ব-বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মবিকারনিবারণাভিলাষে দ্রুতবেগে নিষ্কম্পপতাকাশোভিত রথারোহণে সমন্তাৎ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৮

তদনন্তর ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব রামচন্দ্র দেখিলেন, একটি লোক তরুশাখা বিলম্বিত হইয়া অধোমুখে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যায় নিরত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষে মূলদেশে (প্রজ্বলিত) অগ্নি বিদ্যমান; তাহার ধূমপানে সেই ব্যক্তির নেত্রযুগ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে ॥ ৪৯ ॥ শ্রীরাম তাহার নাম ও কুলপরিচয়াদি জিজ্ঞা

পৃষ্টনামান্বয়ো রাজ্ঞা স কিলাচষ্ট ধূমপঃ।
আত্মানং শম্বূকং নাম শূদ্রং সুরপদার্থিনম্‌॥ ৫০ ॥
তপস্যনধিকারিত্বাৎ প্রজানাং তমঘাবহম্‌।
শীর্ষচ্ছেদ্যং পরিচ্ছিদ্য নিয়ন্তা শস্ত্রমাদদে ॥ ৫১ ॥
স তদ্বক্ত্রং হিমক্লিষ্টকিঞ্জল্কমিব পঙ্কজম্‌।
জ্যোতিষ্কণাহতশ্মশ্রু কণ্ঠনালাদপাতয়ৎ ॥ ৫২ ॥
কৃতদণ্ডঃ স্বয়ং রাজ্ঞা লেভে শূদ্রঃ সতাং গতিম্‌।
তপসা দুশ্চরেণাপি ন স্বমার্গবিলঙ্ঘিনা ॥ ৫৩ ॥
রঘুনাথোঽপ্যগস্ত্যেন মার্গসন্দর্শিতাত্মনা।
মহৌজসা সংযুযুজে শরৎকাল ইবেন্দুনা ॥ ৫৪ ॥
কুম্ভযোনিরলঙ্কারং তস্মৈ দিব্যপরিগ্রহম্‌।
দদৌ দত্তং সমুদ্রেণ পীতেনেবাত্মনিষ্ক্রয়ম্‌॥ ৫৫ ॥
তং দধন্মৈথিলীকণ্ঠনির্ব্যাপারেণ বাহুনা।
পশ্চান্নিববৃতে রামঃ প্রাক্‌ পরাসুর্দ্বিজাত্মজঃ ॥ ৫৬ ॥

রিলে সেই ধূমপায়ী তাপস কহিল, 'আমার নাম শম্বূক, আমি শূদ্রজাতি, স্বর্গ-
মনায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি॥' ৫০ ॥ তপস্যানুষ্ঠানে অনধিকার হেতু প্রজা-
ঞ্জের অকল্যাণকর সেই শূদ্রকের মস্তকচ্ছেদন করা উচিত, এই বিবেচনা করিয়া
কনিয়ন্তা শ্রীরাম তৎক্ষণাৎ শস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫১ ॥ সেই শূদ্রকের মুখমণ্ডল
স্ফুলিঙ্গে দগ্ধশ্মশ্রু হইয়াছিল, শ্রীরাম উহা হিমপরিক্লিষ্টপরাগ পদ্মের ন্যায়
নাল হইতে পাতিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫২ ॥ সেই শূদ্রক স্বয়ং নরপতি কর্ত্তৃক
ত হইয়া সাধুদিগের ন্যায় গতি প্রাপ্ত হইল ; সে যেরূপ গতি লাভ করিল,
ধিকারদুষ্ট কঠোর তপশ্চরণ দ্বারাও তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইত না ॥ ৫৩ ॥
অনন্তর পথিমধ্যে অতি তেজস্বী ঋষিপ্রবর অগস্ত্যের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ
ন। বর্ষাবসানে শরৎঋতুর সহিত যেমন স্নিগ্ধরশ্মি চন্দ্রমার সুহৃদ্ভাবে মিলন ঘটে,
াদের তৎকালীন মিলনও সেইরূপ হইল ॥ ৫৪ ॥ কুম্ভযোনি মহামুনি অগস্ত্য
কে নিঃশেষরূপে পান করিলে আত্মনিষ্ক্রয়ার্থ সমুদ্র যে সুরবাঞ্ছিত দিব্যবিভূষণ
ান করিয়াছিল, অগস্ত্য শ্রীরামকে সেই সকল অলঙ্কার প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥
াম জানকীর কণ্ঠালিঙ্গনসম্বন্ধবিরহিত বাহুতে ঋষিপ্রদত্ত সেই বিভূষণ ধারণ

তস্য পূর্ব্বোদিতাং নিন্দাং দ্বিজঃ পুত্রসমাগতঃ।
স্তুত্যা নিবর্ত্তয়ামাস ত্রাতুর্বৈবস্বতাদপি ॥ ৫৭ ॥
তমধ্বরায় মুক্তাশ্বং রক্ষঃকপিনরেশ্বরাঃ।
মেঘাঃ শস্যমিবাম্ভোভিরভ্যবর্ষন্নুপায়নৈঃ ॥ ৫৮ ॥
দিগ্‌ভ্যো নিমন্ত্রিতাশ্চৈনমভিজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ।
ন ভৌমান্যেব ধিষ্ণ্যানি হিত্বা জ্যোতির্ম্ময়ান্যপি ॥ ৫৯ ॥
উপশল্যনিবিষ্টৈস্তৈশ্চতুর্দ্বারমুখী বভৌ।
অযোধ্যা সৃষ্টলোকেব সদ্যঃ পৈতামহী তনুঃ ॥ ৬০ ॥
শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্‌বংশবাসিনঃ।
অনন্যজানেঃ সৈবাসীৎ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী ॥ ৬১ ॥
বিধেরধিকসম্ভারস্ততঃ প্রববৃতে মখঃ।
আসন্ যত্র ক্রিয়াবিঘ্না রাক্ষসা এব রক্ষিণঃ ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। এ দিকে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মৃ বিপ্রশিশু পুনর্জ্জীবন লাভ করিল ॥ ৫৬ ॥ তখন সেই বিপ্র পুত্রলাভ করিয়া শমন রাজের নিকট হইতে পুত্রোদ্ধারকারী নরপতি রঘুবরের স্তব দ্বারা পূর্ব্বকৃত নিন্দা প্রত্যাহার করিলেন ॥ ৫৭ ॥ অনন্তর অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে রামের অভিলাষ হইল তিনি যজ্ঞীয় অশ্বকে অবাধে বিচরণ করিবার জন্য বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। মে যেরূপ শস্যের উপর জলবর্ষণ করে, সেইরূপ রাক্ষসরাজ বিভীষণ, বানরপতি সুগ্রী এবং অপরাপর রাজারা নানাপ্রকার উপঢৌকন দ্বারা শ্রীরামের অভিনন্দন করি লেন ॥ ৫৮ ॥ তখন কেবলমাত্র ভূলোক হইতে নহে, নিমন্ত্রিত মহর্ষিবৃন্দ জ্যোতির্ম্ম স্থানসকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্ত হইতে সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করি লেন ॥ ৫৯ ॥ সেই সকল পবিত্রচিত্ত ঋষিবরেরা নগরোপান্তে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা চতুর্দ্বারমুখী অযোধ্যানগরী যেন লোকসৃষ্টিকারী পিতামহের দেহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥৬০ ॥ শ্রীরাম প্রাগ্‌বংশ-নামক যজ্ঞগৃহে অবস্থিতি করিলেন ; তিনি আর অন্য নারী গ্রহণ করেন নাই ; সীতার কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সহধর্ম্মিণীর কার্য্য নিষ্পাদন করিয়াছিলেন। এই কারণে স্বামী কর্ত্তৃক বিসর্জ্জনও জানকীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইয়াছিল ॥৬১ ॥ শ্রীরামের যজ্ঞে যে সকল দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইল, তাহা বিধিবিহিত উপকরণ অপেক্ষাও পরিমাণে

অথ প্রাচেতসোপজ্ঞং রামায়ণমিতস্ততঃ ।
মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুর্গুরুচোদিতৌ ॥ ৬৩ ॥
বৃত্তং রামস্য বাল্মীকেঃ কৃতিস্তৌ কিন্নরস্বনৌ ।
কিং তদ্‌যেন মনো হর্ত্তুমলং স্যাতাং ন শৃণ্বতাম্ ॥ ৬৪ ॥
রূপে গীতে চ মাধুর্য্যং তয়োস্তজ্‌জ্ঞৈর্নিবেদিতম্ ।
দদর্শ সানুজো রামঃ শুশ্রাব চ কুতূহলী ॥ ৬৫ ॥
তদ্‌গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ ।
হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতর্নির্বাতেব বনস্থলী ॥ ৬৬ ॥
বয়োবেশবিসংবাদি রামস্য চ তয়োস্তদা ।
জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত ॥ ৬৭ ॥
উভয়োর্ন তথা লোকঃ প্রাবীণ্যেন বিসিস্মিয়ে ।
নৃপতেঃ প্রীতিদানেষু বীতস্পৃহতয়া যথা ॥ ৬৮ ॥

[ধি]ধিক। ইতিপূর্ব্বে যাহারা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, রামের যজ্ঞানুষ্ঠান [হ]ইলে সেই সকল রাক্ষসেরাই তাঁহার যজ্ঞের রক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬২ ॥

ইত্যবসরে এ দিকে সীতার কুমারদ্বয় লব ও কুশ গুরু ঋষিবর বাল্মীকির [আ]জ্ঞায় তাঁহার রচিত রামায়ণ গান করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ [ক]রিলেন ॥ ৬৩ ॥ একে ত শ্রীরামচন্দ্রের (পবিত্র) চরিত, তাহার উপর বাল্মী[কি]র রচনা, আবার গায়ক কিন্নরকণ্ঠ লব-কুশ; সুতরাং (সকলের মনোহরণ [হ]ইল) ইহা ব্যতীত আর কোন্ পদার্থ শ্রোতৃবৃন্দের মন হরণ করিতে সমর্থ [হ]ইবে ? ৬৪ ॥ কুশ-লবের রূপ ও সংগীতমাধুর্য্য জ্ঞাত হইয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা [রা]মের নিকট নিবেদন করিল; রামও ভ্রাতৃগণসহ কুতূহলী হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে [দে]খিলেন ও তাঁহাদিগের সংগীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥ ৬৫ ॥ (সংগীত [আ]রম্ভ হইলে) সভাস্থিত সকলেই গীতশ্রবণে একাগ্রচিত্ত হইলেন; সকলেরই নেত্রে [অ]শ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল; প্রভাতকালে হিমবর্ষিণী বায়ুবিরহিতা বনভূমি [যে]মন শোভা পায়, তৎকালে সেই সভা সেই প্রকার শোভা ধারণ করিল ॥ ৬৬ ॥ রামের বয়ঃক্রম ও বেশ ভিন্ন আর সমস্ত আকারগত সৌসাদৃশ্য সেই লবকুশে [দৃ]শ্যমান; তদ্দর্শনে সমস্ত লোক সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি নির্নিমেষনেত্রে দৃষ্টিপাত [ক]রিয়া রহিলেন ॥ ৬৭ ॥ নরপতি রামচন্দ্র পারিতোষিক-প্রদানে উদ্যত হইলে লব-

গেয়ে কো নু বিনেতা বাং কস্য চেয়ং কৃতিঃ কবেঃ।
ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্টৌ তৌ বাল্মীকিমশংসতাম্ ॥ ৬৯॥
অথ সাবরজো রামঃ প্রাচেতসমুপেয়িবান্।
উরীকৃত্যাত্মনো দেহং রাজ্যমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭০ ॥
স তাবাখ্যায় রামায় মৈথিলেয়ৌ তদাত্মজৌ।
কবিঃ কারুণিকো বব্রে সীতায়াঃ সম্পরিগ্রহম্ ॥ ৭১ ॥
তাত! শুদ্ধা সমক্ষং নঃ স্নুষা তে জাতবেদসি।
দৌরাত্ম্যাদ্রক্ষসস্তাস্তু নাত্রত্যাঃ শ্রদ্দধুঃ প্রজাঃ ॥ ৭২ ॥
তাঃ স্বচারিত্র্যমুদ্দিশ্য প্রত্যায়য়তু মৈথিলী।
ততঃ পুত্রবতীমেনাং প্রতিপৎস্যে ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ৭৩ ॥
ইতি প্রতিশ্রুতে রাজ্ঞা জানকীমাশ্রমান্মুনিঃ।
শিষ্যৈরানায়য়ামাস স্বসিদ্ধিং নিয়মৈরিব ॥ ৭৪ ॥

কুশ তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; তদ্দর্শনে সকলের যেরূপ বিস্ময়ের সঞ্চার হইল, লবকুশের গীতিচাতুর্য্য দেখিয়াও সেরূপ বিস্ময় জন্মিল না॥ ৬৮॥

অনন্তর রাজা রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই গীত কে রচনা করিয়াছেন এ.. তোমরাই বা কাহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ?' শ্রীরাম এই প্রশ্ন করিলে লব-কুশ বাল্মীকির নাম করিলেন॥ ৬৯॥ তখন ভ্রাতৃগণসহ রামচন্দ্র বাল্মীকির নিকটবর্ত্তী হইয়া আপনার দেহ ভিন্ন সমগ্র রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন॥ ৭০॥

তখন পরমদয়াশীল কবিপ্রবর বাল্মীকি কহিলেন, 'এই শিশুদ্বয় সীতার গর্ভজাত, আপনারই পুত্র।" এইরূপ পরিচয় দিয়া তিনি জানকীকে গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন॥ ৭১॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "তাত! আপনার বধূ জানকী আমাদিগের সম্মুখেই বহ্নিপরীক্ষায় পবিত্র হইয়াছেন; কিন্তু নিশাচরপতি দশাননের দৌরাত্ম্য হেতু এখানকার প্রজারা তাঁহাকে বিশুদ্ধা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না; সুতরাং এখন সীতা নিজ চরিত্রসম্বন্ধে প্রজাপুঞ্জের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, তৎপরে আপনার আজ্ঞায় সপুত্রা জানকীকে গ্রহণ করিব॥" ৭২-৭৩॥

নররাজ রঘুপতি এই প্রকার প্রতিশ্রুতি করিলে, নিয়ম দ্বারা যেমন আত্মসিদ্ধি আনীত হয়, মহর্ষিপ্রবর বাল্মীকি সেইরূপ শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা আশ্রম হইতে সীতাকে

অন্যেদ্যুরথ কাকুৎস্থঃ সন্নিপাত্য পুরৌকসঃ।
কবিমাহ্বায়য়ামাস প্রস্তুতপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৭৫ ॥
স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া।
ঋচেবোদর্চ্চিষং সূর্য্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥
কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা ॥ ৭৭ ॥
জনাস্তদালোকপথাৎ প্রতিসংহৃতচক্ষুষঃ।
তস্থুস্তেঽবাঙ্মুখাঃ সর্ব্বে ফলিতা ইব শালয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
তাং দৃষ্টিবিষয়ে ভর্ত্তুর্মুনিরাস্থিতবিষ্টরঃ।
কুরু নিঃসংশয়ং বৎসে! স্ববৃত্তে লোকমিত্যশাৎ ॥ ৭৯ ॥
অথ বাল্মীকিশিষ্যেণ পুণ্যমাবর্জ্জিতং পয়ঃ।
আচম্যোদীরয়ামাস সীতা সত্যাং সরস্বতীম্ ॥ ৮০ ॥
বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি ॥ ৮১ ॥

ানয়ন করিলেন ॥ ৭৪ ॥ ককুৎস্থকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র সীতার পরীক্ষার্থ একটি দিন ্থির করিয়া পৌরবৃন্দকে সমবেত করিলেন; মহর্ষি আদিকবি বাল্মীকিও আহূত ইলেন ॥ ৭৫ ॥ উদাত্তাদি স্বরসংবলিত ঋক্ দ্বারা যেমন চণ্ডরশ্মি সূর্য্যের আরাধনা রিতে হয়, সেইরূপ ঋষিপ্রবর বাল্মীকি লব, কুশ ও জানকী দ্বারা চিত্তবিনোদনার্থ হাতেজা শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

জানকী কাষায়বস্ত্র পরিধান ও আপনার পাদমূলে চক্ষুর্দ্বয় বিন্যাস পূর্ব্বক তথায় পস্থিত হইলে তাঁহার প্রশান্তদেহ দেখিয়াই সকলে তাঁহাকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান রিতে লাগিল ॥ ৭৭ ॥ তখন প্রজাপুঞ্জ জানকীর দিক্ হইতে নেত্র প্রত্যাহরণ র্ব্বক ফলিতশালিধান্যের ন্যায় অবনতমস্তকে অবস্থান করিল ॥ ৭৮ ॥ তৎপরে হামুনি বাল্মীকি আসনে সমাসীন হইয়া জানকীকে কহিলেন, 'বৎসে! তুমি তির সম্মুখে আপনার চরিত্রসম্বন্ধে লোকের সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া দেও॥'৭৯ ॥

তদনন্তর জানকী বাল্মীকিশিষ্য কর্ত্তৃক আহৃত পবিত্র জলে আচমন পূর্ব্বক এই কার সত্যবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮০ ॥ 'হে বিশ্বম্ভরে দেবি বসুন্ধরে! ামি শরীর, মন ও কর্ম্ম দ্বারাও স্বামীর প্রতি যদি কোনরূপ ব্যভিচার না করিয়া

এমমুক্তে তথা সাধ্ব্যা রন্ধ্রাৎ সদ্যোভবাদ্‌ভুবঃ।
শাতহ্রদমিব জ্যোতিঃ প্রভামণ্ডলমুদ্‌যযৌ ॥ ৮২ ॥
তত্র নাগফণোৎক্ষিপ্তসিংহাসননিষেদুষী।
সমুদ্ররশনা সাক্ষাৎ প্রাদুরাসীদ্‌বসুন্ধরা ॥ ৮৩ ॥
সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্‌।
মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্‌ পাতালমভ্যগাৎ ॥ ৮৪ ॥
ধরায়াং তস্য সংরম্ভং সীতাপ্রত্যর্পণৈষিণঃ।
গুরুর্বিধিবলাপেক্ষী শময়ামাস ধন্বিনঃ ॥ ৮৫ ॥
ঋষীন্‌ বিসৃজ্য যজ্ঞান্তে সুহৃদশ্চ পুরস্কৃতান্‌।
রামঃ সীতাগতং স্নেহং নিদধে তদপত্যয়োঃ ॥ ৮৬ ॥
যুধাজিতস্য সন্দেশাৎ স দেশং সিন্ধুনামকম্‌।
দদৌ দত্তপ্রভাবায় ভরতায় ভৃতপ্রজঃ ॥ ৮৭ ॥
ভরতস্তত্র গন্ধর্ব্বান্‌ যুধি নির্জ্জিত্য কেবলম্‌।
আতোদ্যং গ্রাহয়ামাস সমত্যাজয়দায়ুধম্‌ ॥ ৮৮ ॥

থাকি, তাহা হইলে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দান কর ॥'৮১॥ পতিব্রতা জানকী এই প্রকার বলিবামাত্র সদ্যোজাত ভূগহ্বর হইতে বিদ্যুদগ্নিবৎ এক জ্যোতির্ম্মণ্ডল সমুত্থিত হইল ॥ ৮২ ॥ সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের অভ্যন্তর হইতে সাগরমেখলা সাক্ষাৎ বসুন্ধরা আবির্ভূতা হইলেন। সর্পরাজের ফণার উপর সিংহাসনে তিনি সমাসীনা ॥ ৮৩ ॥ জানকী সেই সময়ে পতি রামচন্দ্রের দিকে নেত্রস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন, ধরাসতী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন; রাম পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না॥ ৮৪ ॥ তখন জানকীকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য রামের বাসনা জন্মিল; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ধরিত্রীর প্রতি ধনুর্দ্ধারণ করিলে দৈবশক্তিদর্শী কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁহার রোষের শান্তি করিলেন ॥ ৮৫ ॥ অনন্তর শ্রীরাম যজ্ঞসমাপনান্তে অভ্যাগত মুনিবৃন্দ ও সুহৃদ্‌বর্গকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। রামের সীতাগত স্নেহভার তখন পুত্রদ্বয়ের উপর সন্নিবেশিত হইল ॥ ৮৬ ॥ তৎপরে প্রজাপালক রামচন্দ্র ভরতমাতুল যুধাজিতের আদেশানুসারে ভরতকে অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত সিন্ধুদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন ॥ ৮৭ ॥ সেই দেশে ভরতের হস্তে গন্ধর্ব্বেরা যুদ্ধে পরাভূত

স তক্ষপুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়োঃ।
অভিষিচ্যাভিষেকার্হৌ রামান্তিকমগাৎ পুনঃ॥ ৮৯॥
অঙ্গদং চন্দ্রকেতুঞ্চ লক্ষ্মণোঽপ্যাত্মসম্ভবৌ।
শাসনাদ্রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ॥ ৯০॥
ইত্যারোপিতপুত্রাস্তে জননীনাং জনেশ্বরাঃ।
ভর্ত্তৃলোকপ্রপন্নানাং নিবাপান্‌ বিদধুঃ ক্রমাৎ॥ ৯১॥
উপেত্য মুনিবেশোঽথ কালঃ প্রোবাচ রাঘবম্‌।
রহঃ সংবাদিনৌ পশ্যেদাবাং যস্তং ত্যজেরিতি॥ ৯২॥
তথেতি প্রতিপন্নায় বিবৃতাত্মা নৃপায় সঃ।
আচখ্যৌ দিবমধ্যাস্স্ব শাসনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৯৩॥
বিদ্বানপি তয়োর্দ্বাঃস্থঃ সময়ং লক্ষ্মণোঽভিনৎ।
ভীতো দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ রামসন্দর্শনার্থিনঃ॥ ৯৪॥

ইল; ভরত তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া কেবল বীণাধারী করিলেন॥ ৮৮॥
রতের দুই পুত্রের নাম তক্ষ ও পুষ্কল। ভরত সেই দুই পুত্রকে তাঁহাদিগের
স্ব নামচিহ্নিত তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নামক রাজধানীদ্বয়ে অভিষিক্ত করিয়া
নর্ব্বার রামের নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ৮৯॥ রামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণও আপনার
ই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন॥ ৯০॥
ই প্রকারে রামপ্রমুখ লোকপতিগণ নিজ নিজ পুত্রদিগকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত
রিয়া স্বর্গগত মাতৃবর্গের যথাক্রমে পারলৌকিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন॥ ৯১॥
অনন্তর একদা কাল ঋষিবেশ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হই-
েন;—বলিলেন, "বিরলে আমরা দুই জনে কোন বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন
বব, তৎকালে যে ব্যক্তি আমাদিগকে দর্শন করিবে, তোমাকে তাহাকে পরি-
াগ করিতে হইবে॥" ৯২॥ রামচন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে কাল
জমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'পরমেষ্ঠী বিধাতার আদেশে এখন তোমাকে
াপুরে গমন করিতে হইবে॥' ৯৩॥
কালের সহিত রামচন্দ্রের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে দুর্ব্বাসা ঋষি
ামকে দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে তৎকালে লক্ষ্মণ উপস্থিত
েলন; ঋষিশাপভয়ে ভীত হইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াও রাম ও

স গত্বা সরযূতীরং দেহত্যাগেন যোগবিৎ।
চকারাবিতথাং ভ্রাতুঃ প্রতিজ্ঞাং পূর্ব্বজন্মনঃ ॥ ৯৫ ॥
তস্মিন্নাত্মচতুর্ভাগে প্রাঙ্‌নাকমধিতস্থুষি।
রাঘবঃ শিথিলং তস্থৌ ভুবি ধর্ম্মস্ত্রিপাদিব ॥ ৯৬ ॥
স নিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগাঙ্কুশং কুশম্।
শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জ্জনিতাশ্রুলবং লবম্ ॥ ৯৭ ॥
উদক্ প্রতস্থে স্থিরধীঃ সানুজোঽগ্নিপুরঃসরঃ।
অন্বিতঃ পতিবাৎসল্যাৎ গৃহবর্জ্জমযোধ্যয়া ॥ ৯৮ ॥
জগৃহুস্তস্য চিত্তজ্ঞাঃ পদবীং হরিরাক্ষসাঃ।
কদম্বমুকুলস্থূলৈরভিবৃষ্টাং প্রজাশ্রুভিঃ ॥ ৯৯ ॥
উপস্থিতবিমানেন তেন ভক্তানুকম্পিনা।
চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরযূরনুযায়িনাম্ ॥ ১০০ ॥
যদ্‌গোপ্রতরকল্লোঽভূৎ সংমর্দ্দস্তত্র মজ্জতাম্।
অতস্তদাখ্যয়া তীর্থং পাবনং ভুবি পপ্রথে ॥ ১০১ ॥

কালের রহস্যনিয়ম ভঙ্গ করিলেন ॥ ৯৪ ॥ তৎপরে যোগবিৎ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন পূর্ব্বক শরীর বিসর্জ্জন করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্রীরামের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন ॥৯৫॥ সর্ব্বাগ্রে আপনার চতুর্থাংশভূত লক্ষ্মণ পরলোকে প্রস্থিত হইলে শ্রীরাম ত্রিপাদ ধর্ম্মের ন্যায় অবসন্নভাবে ধরাতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৬ ॥ তদনন্তর স্থিরবুদ্ধি রামচন্দ্র শত্রুরূপ হস্তীর অঙ্কুশস্বরূপ কুশকে কুশাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যাঁহার মনোহর বাগ্‌বিন্যাসে সাধুবর্গের অশ্রুপাত হয়, সেই লব শরাবতী-রাজ্যের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎপরে শ্রীরাম ভ্রাতৃবৃন্দসহ অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় বোধ হইল যেন, পতিবাৎসল্যহেতু অযোধ্যাপুরী গৃহত্যাগ পূর্ব্বক রামের অনুগামিনী হইয়াছেন ॥ ৯৭-৯৮ ॥ সেই সময়ে প্রজাবৃন্দের কদম্বপুষ্পতুল্য স্থূল অশ্রুবিন্দু দ্বারা পথ অভিষিক্ত হইল; রামের চিত্তজ্ঞ রাক্ষস ও বানরেরা সেই পথে রামের অনুগামী হইল ॥ ৯৯ ॥ বিমানারূঢ় ভক্তবৎসল রামচন্দ্র সরযূনদীকে অনুযায়িগণের স্বর্গারোহণের সোপান করিয়া দিলেন ॥ ১০০ ॥ তখন সমস্ত লোক সরযূগর্ভে নিমজ্জন করাতে সেই জনসংমর্দ্দ যেন গোপ্রতরণের সদৃশ হইয়া উঠিল; তদবধি

স বিভুর্বিবুধাংশেষু প্রতিপন্নাত্মমূর্ত্তিষু।
ত্রিদশীভূতপৌরাণাং স্বর্গান্তরমকল্পয়ৎ॥ ১০২॥

নিবর্ত্ত্যৈবং দশমুখশিরশ্ছেদকার্য্যং সুরাণাং,
বিশ্বক্‌সেনঃ স্বতনুমবিশৎ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠাম্‌।
লঙ্কানাথং পবনতনয়ং চোভয়ং স্থাপয়িত্বা,
কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বয়মিব গিরৌ দক্ষিণে চোত্তরে চ॥ ১০৩॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ শ্রীরামস্বর্গারোহণো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

—০ঃ*ঃ০—

অথেতরে সপ্ত রঘুপ্রবীরা, জ্যেষ্ঠং পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্চ।
চক্রুঃ কুশং রত্নবিশেষভাজং, সৌভ্রাত্রমেষাং হি কুলানুসারি॥ ১॥

তে সেতুবার্ত্তাগজবন্ধমুখ্যৈরভ্যুচ্ছ্রিতাঃ কর্ম্মভিরপ্যবন্ধ্যৈঃ।
অন্যোন্যদেশ-প্রবিভাগসীমাং, বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ॥ ২॥

স্থান 'গোপ্রতরণ' নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া ধরাতলে প্রথিত হইয়াছে॥ ১০১। ...বংশজাত সুগ্রীবপ্রমুখ সকলে নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সুরপুরে প্রস্থান ...লে বিভু রামচন্দ্র সুরভাবাপন্ন পৌরবৃন্দের জন্য নূতন স্বর্গান্তরের নির্দ্দেশ ...য়া দিলেন॥ ১০২॥ ভগবান্‌ নারায়ণ এই প্রকারে রাক্ষস রাবণের সংহার- ...দেবর্ন্দের হিতসাধন পূর্ব্বক লঙ্কাপতি বিভীষণ ও পবননন্দন হনুমান্‌ এই ...জনকে দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় দক্ষিণে চিত্রকূটে ও উত্তরে হিমাচলে সংস্থাপন ...য়া সর্ব্বলোকের আশ্রয়স্বরূপ নিজমূর্ত্তিতে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইলেন॥ ১০৩॥

শ্রীরামের নির্ব্বাণলাভের পর লবপ্রমুখ সপ্ত রঘুবীরেরা গুণশ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ...য়া কুশকে রত্নরাজির আধিপত্য প্রদান করিলেন। কারণ, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ ইহাঁ- ...দের কুলপরম্পরাগত॥১॥ সেতুগঠন, আকর হইতে হস্তিগ্রহণ, কৃষি, পশুরক্ষণ ...াদি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ফলবান্‌ কার্য্যের অনুষ্ঠানপ্রভাবে তাঁহারা নিরতিশয় বলশালী

চতুর্ভুজাংশপ্রভবঃ স তেষাং, দানপ্রবৃত্তেরনুপারতানাম্।
সুরদ্বিপানামিব সামযোনির্ভিন্নোঽষ্টধা বিপ্রসসার বংশঃ ॥ ৩ ॥
অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে, শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশামদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥ ৪ ॥
সা সাধুসাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ, স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্ব্বং, তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ ॥ ৫ ॥
অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারং, ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।
সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ, প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধবিসৃষ্টতল্পঃ ॥ ৬ ॥
লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে, যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং, মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥ ৭ ॥
কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা, কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে।
আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং, মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি ॥ ৮ ॥

হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সমুদ্র যেমন নিজ বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তাঁহারাও সেইরূপ আপন আপন রাজ্যের সীমা অতিক্রম করেন নাই ॥ ২ ॥ বিষ্ণুর অংশাবতার শ্রীরাম হইতে উৎপন্ন, দানধর্ম্মে নিরতিশয় আসক্ত কুশলবাদির বংশ সামবেদোত্থ অষ্টদিক্-হস্তীর বংশের ন্যায় আট ভাগে বিভক্ত ও বিস্তীর্ণ হইল ॥ ৩ ॥

একদা নিশীথকালে দীপশিখা স্তিমিত ও ভবনস্থ লোক সকল নিজ নিজ শয়নাগারে নিদ্রিত আছে, ইত্যবসরে সহসা কুশের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, বিরহবেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব্বা একটি নারী পুরোভাগে দণ্ডায়মান ॥ ৪ ॥ মোহনাকৃতি সেই রমণী ইন্দ্রতুল্য প্রভাসম্পন্ন, সাধুজনভোগ্য-রাজশ্রীমান্, অরিবিজয়ী কুশের নিকট জয়োচ্চারণ সহকারে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৫ ॥ শ্রীরামনন্দন ধনুর্দ্ধর কুশ শয়নাগারের দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও মুকুর-পতিত প্রতিবিম্ব সদৃশ সেই কামিনীকে গৃহে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সবিস্ময়ে দেহের পূর্ব্বভাগ উন্নমিত করিয়া বলিলেন, 'কল্যাণি! এই রুদ্ধদ্বার শয়নগৃহে কি প্রকারে প্রবেশ করিলে? তোমার বিশেষ কোন যোগবলও দৃষ্ট হইতেছে না; দেখিতেছি, তুমি হিমপাতক্লিষ্ট পদ্মিনীর ন্যায় ক্লেশভার বহন করিতেছ ॥ ৬-৭ ॥ কল্যাণি! তুমি কে, কাহার স্ত্রী, আমার নিকটেই বা আসিয়াছ কেন? রঘুবংশীয়গণ জিতেন্দ্রিয়, পরনারীতে তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নির্ভয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দেও॥" ৮ ॥

তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্যা, যা নীতপৌরা স্বপদোন্মুখেন।
তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং, জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাম্॥ ৯॥
বস্বৌকসারামভিভূয় সাহং, সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে, সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্॥ ১০॥
বিশীর্ণতল্পাট্টশতো নিবেশঃ, পর্য্যস্তশালঃ প্রভুণা বিনা মে।
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্য্যং, দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্॥ ১১॥
নিশাসু ভাস্বৎকলনূপুরাণাং, যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ, স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ॥ ১২॥
আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈর্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ, শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্॥ ১৩॥
বৃক্ষেশয়া যষ্টিনিবাসভঙ্গাৎ, মৃদঙ্গশব্দাপগমাদলাস্যাঃ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ, ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্॥ ১৪॥

কুশের এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক সেই অনিন্দনীয়া রমণী কহিলেন, "মহারাজ! পনার পিতা যখন নিজ পদে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে দোষবিরহিতা যে যাধ্যার অধিবাসিবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, আমিই সেই অনাথা অযো- র অধিদেবতা॥ ৯॥ সুনৃপতির শাসনপালনগুণে উৎসববিভূতিতে আমি র্য্যবতী হইয়া কুবেরের অলকাপুরীকেও পরাভূত করিতাম; সংপ্রতি প্রভু- ক্তিমান্ সূর্য্যকুলধুরন্ধর আপনি বর্ত্তমানেও দেখুন, আমার কিরূপ শোচনীয় স্থা ঘটিয়াছে॥ ১০॥ প্রভু নাই, সুতরাং শত শত প্রাসাদ ভগ্ন, প্রাচীর সকল তত; কাজেই দিবাশেষে সূর্য্যদেব অস্তগত ও প্রবল সমীরণবেগে জলদজাল চ্ছিন্ন হইলে সন্ধ্যাকালের যে দশা ঘটে, আমার বাসগৃহের অবস্থাও সেইরূপ য়াছে॥ ১১॥ পূর্ব্বে রাত্রিকালে অভিসারিকারা উদ্ভাসিত নূপুরের শ্রুতিসুখ- শব্দ করিতে করিতে নির্ভয়ে যে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইত, এখন জম্বুকীরা নির্গত উল্কার সাহায্যে শব্দ করিতে করিতে সেই রাজমার্গে মাংসের অন্বেষণ রিয়া বেড়াইতেছে॥ ১২॥ পূর্ব্বে জলক্রীড়া-সময়ে যে বিমল দীর্ঘিকাবারি নীকুলের হস্তাগ্র দ্বারা আস্ফালিত হইয়া শ্রুতিমনোহর মৃদঙ্গের গভীর ধ্বনির করণ করিত, এখন সেই স্বচ্ছ জল আরণ্য মহিষকুলের শৃঙ্গ দ্বারা আলোড়িত য়াতে আর সেরূপ শ্রুতিসুখকর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না॥ ১৩॥ ক্রীড়া- রেরা আবাসযষ্টি ভগ্ন হওয়াতে বৃক্ষের উপর শয়ন করিতেছে; মৃদঙ্গশব্দের

সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা, নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং, ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে॥ ১৫॥
চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ, করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ, সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি॥ ১৬॥
স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানামুৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরণাম্।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গাৎ, নির্ম্মোকপট্যাঃ ফণিভির্বিমুক্তা॥ ১৭॥
কালান্তরশ্যামসুধেষু নক্তমিতস্ততো রূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু।
ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োঽপি, হর্ম্ম্যেষু মূর্চ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ॥ ১৮॥
আবর্জ্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং, পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ, ক্লিশ্যন্ত উদ্যানলতা মদীয়াঃ॥ ১৯॥

অভাবে আর তাহারা নৃত্য করে না এবং বহ্নিস্ফুলিঙ্গে তাহাদের কলাপের কিয়
দংশ ভস্মীভূত হওয়াতে এখন তাহারা আরণ্যময়ূরের স্বভাব ধারণ করিয়াছে॥ ১৪
পূর্ব্বে পুরবালারা আমার যে সকল সোপানমার্গে অলক্তকাঙ্কিত পদ নিক্ষেপ করিত
এখন সেই সকল স্থানে ব্যাঘ্রেরা মৃগবধ পূর্ব্বক তাহাদের উষ্ণ শোণিতলিপ্ত চর
ক্ষেপণ করিতেছে॥ ১৫॥ চিত্রপটে যে সমস্ত করেণু চিত্রিত আছে, যাহার
কমলকানন হইতে অবতীর্ণ হইয়া যেন হস্তিগণকে মৃণালখণ্ড প্রদান করিত, আর
যাহারা নির্ভয়ে যেন নিরন্তর কাননে পরিভ্রমণ করিত, এখন রোষান্ধ সিংহের
জীবিত বিবেচনায় নখাঙ্কুশের প্রহারে সেই সমস্ত চিত্রপটগত হস্তিবৃন্দের কুম্ভ
বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে॥ ১৬॥ স্তম্ভের উপর যে সকল দারুময়ী নারী-প্রতি
কৃতি বিন্যস্ত ছিল, কালসহকারে বর্ণবিন্যাস লোপ প্রাপ্ত হওয়াতে সেই সকল
প্রতিকৃতি ধূসরবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদিগের উপর সর্পনির্ম্মুক্ত কঞ্চুক সকল
নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, উহাদিগের স্তনাবরণ প্রদত্ত হইয়াছে॥১৭
কালসহকারে রাজপ্রাসাদের শ্বেতবর্ণ চূর্ণ সকল বিলুপ্ত হইয়া মলিনতা প্রাপ্ত
হইয়াছে; সমন্তাৎ তৃণাঙ্কুরও জন্মিয়াছে; সুতরাং নিশাকালীন মুক্তা সদৃশ বিমল
চন্দ্রকিরণ আর নগরীমধ্যে প্রতিফলিত হয় না॥ ১৮॥ পূর্ব্বে বিলাসিনী রমণীরা
উপবনস্থ যে সকল লতার শাখা সদয়ভাবে আনত করিয়া পুষ্পচয়ন করিত, এখন
বন্য পুলিন্দদিগের ন্যায় বানরেরা আমার সেই উদ্যানলতা সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া
ফেলিতেছে॥ ১৯॥ এখন আর যামিনীযোগে আমার গবাক্ষ দিয়া নগরাভ্যন্তরে

রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ, কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে ক্রিমিতন্তুজালৈর্বিচ্ছিন্নধূমপ্রসরা গবাক্ষাঃ॥ ২০॥
বলিক্রিয়াবর্জ্জিতসৈকতানি, স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি।
উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট্বা, শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি॥ ২১॥
তদর্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য, মামভ্যুপেতুং কুলরাজধানীম্।
হিত্বা তনুং কারণমানুষীং তাং, যথা গুরুস্তে পরমাত্মমূর্ত্তিম্॥ ২২॥
তথেতি তস্যাঃ প্রণয়ং প্রতীতঃ, প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘূণাম্।
পূরপ্যভিব্যক্তমুখপ্রসাদা, শরীরবন্ধেন তিরোবভূব॥ ২৩॥
তদদ্ভুতং সংসদি রাত্রিবৃত্তং, প্রাতর্দ্বিজেভ্যো নৃপতিঃ শশংস।
শ্রুত্বা ত এনং কুলরাজধান্যা, সাক্ষাৎ পতিত্বে বৃতমভ্যনন্দৎ॥ ২৪॥
কুশাবতীং শ্রোত্রিয়সাৎ স কৃত্বা, যাত্রানুকূলেঽহনি সাবরোধঃ।
অনুদ্রুতো বায়ুরিবাভ্রবৃন্দৈঃ, সৈন্যৈরযোধ্যাভিমুখং প্রতস্থে॥ ২৫॥

শিখা বিনির্গত হয় না, দিবাভাগে রমণীকুলের বদনচ্ছটায় বাতায়নদ্বার
াজিত হয় না এবং কালসহকারে অগুরুচন্দনমিশ্রিত পবিত্র ধূমনির্গম একে-
ব বিলুপ্ত হওয়াতে প্রাসাদ সকল সংপ্রতি কেবল কৃমিকুলসম্ভূত তন্তুজাল
ীর্ণ করিতেছে॥ ২০॥ সরযুর তটদেশে আর বলি প্রদত্ত হয় না, তাঁহার
লে আর স্নানসাধন সুরভিবস্তুর সম্বন্ধ নাই এবং তীরপ্রদেশস্থ বেতসকুঞ্জে
র মনুষ্যমাত্র নেত্রগোচর হয় না। এই দশা দেখিয়া আমার দুঃখের পরিসীমা
॥ ২১॥ আপনার পিতা কার্য্যানুরোধে যেমন মানুষী মূর্ত্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক
নারায়ণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ কুশাবতী বিসর্জ্জন পূর্ব্বক
ক রাজধানী অযোধ্যানগরীতে প্রবিষ্ট হউন॥ ২২॥

রশ্রেষ্ঠ কুশ 'তথাস্তু' বলিয়া সানন্দহৃদয়ে সেই রমণীর বাক্যে স্বীকৃত হইলেন।
ন পুরাধিদেবতার বদনকমলে প্রসাদচিহ্ন পরিস্ফুট হইল, তিনি মানুষী তনু
হার পুরঃসর দেবরূপ পরিগ্রহ করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন॥ ২৩॥
পরদিন প্রত্যূষে রাজা কুশ সভাগত বিপ্রমণ্ডলীর নিকট রজনীঘটিত অদ্ভুত
বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা শ্রবণমাত্র কুলরাজধানী স্বয়ং তাঁহাকে পতিত্বে
করিয়াছেন, এই হেতু কুশকে আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা অভিনন্দন করিলেন॥ ২৪॥
া কুশ তখন বেদবিশারদ বিপ্রবর্গের হস্তে কুশাবতীর ভার সমর্পণ পূর্ব্বক
ঃপুরচারিণীগণসহ শুভদিনে অযোধ্যার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। জলদমালা

সা কেতুমালোপবনা বৃহদ্ভির্বিহারশৈলানুগতেব নাগৈঃ।
সেনা রথোদারগৃহা প্রয়াণে, তস্যাভবৎ জঙ্গমরাজধানী ॥ ২৬ ॥
তেনাতপত্রামলমণ্ডলেন, প্রস্থাপিতঃ পূর্ব্বনিবাসভূমিম্।
বভৌ বলৌঘঃ শশিনোদিতেন, বেলামুদন্বানিব নীয়মানঃ ॥ ২৭ ॥
তস্য প্রয়াতস্য বরূথিনীনাং, পীড়ামপর্য্যাপ্তমতীব সোঢ়ুম্।
বসুন্ধরা বিষ্ণুপদং দ্বিতীয়মধ্যারুরোহেব রজশ্ছলেন ॥ ২৮ ॥
উদ্যচ্ছমানা গমনায় পশ্চাৎ, পুরো নিবেশে পথি চ ব্রজন্তী।
সা যত্র সেনা দদৃশে নৃপস্য, তত্রৈব সামগ্রামতিং চকার ॥ ২৯ ॥
তস্য দ্বিপানাং মদবারিসেকাৎ, ক্ষুরাভিঘাতাচ্চ তুরঙ্গমানাম্।
রেণুঃ প্রপেদে পথি পঙ্কভাবং, পঙ্কোঽপি রেণুত্বমিয়ায় নেতুঃ ॥ ৩০ ॥
মার্গৈষিণী সা কটকান্তরেষু, বৈন্ধ্যেষু সেনা বহুধা বিভিন্না।
চকার রেবেব মহাবিরাবা, বদ্ধপ্রতিশ্রুন্তি গুহামুখানি ॥ ৩১ ॥

যেমন বায়ুর অনুসরণ করে, সেই সময়ে সৈন্যমণ্ডলীও সেইরূপ তাঁহার অনুগামী হইল ॥ ২৫ ॥ সৈন্যবৃন্দের গমনসময়ে ধ্বজপংক্তি উপবনের, অত্যুন্নত হস্তিগ বিহারপর্ব্বতের এবং রথসকল বিশাল গৃহের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হওয়াতে বো হইল যেন, রাজধানী নিজেই গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ শুভ্রচ্ছত্রমণ্ডল মণ্ডিত কুশ এই প্রকারে সেনাদিগকে পূর্ব্ববাসস্থলী অযোধ্যায় প্রেরণ করিলে সৈন্যবৃন্দ যেন চন্দ্রোদয়ে বেলাভূমিগত সাগরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ২৭ ॥ কুশের গমনসময়ে ধরিত্রীদেবী সেনাগণের বাধা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াই যেন ধূলিপটলচ্ছলে আকাশমণ্ডলে আরূঢ় হইলেন ॥ ২৮ ॥ সৈন্যবৃন্দের কিয়দংশ কুশা বতী হইতে বহির্গমনের উদ্যম করিল, কিয়দংশ পুরোভাগে অবস্থিতির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কিয়দংশ পথিমধ্যে গমন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু যে অংশ দর্শকদিগের দর্শনপথে পতিত হইল, তাহাই যেন সমগ্র বলিয়া বিবেচনা হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ সেনানায়ক রাজা কুশের হস্তিবৃন্দের মদজলক্ষরণে এবং তুরঙ্গ-গণের খুরাঘাতে পথিমধ্যে ধূলিপটল পঙ্কত্ব প্রাপ্ত হইল এবং কর্দ্দমসকল শুষ্ক হইয়া ধূলিতে পরিণত হইল ॥ ৩০ ॥

সৈন্যগণ বিন্ধ্যগিরির শৃঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া পথ অন্বেষণ করাতে বহুধা বিভিন্ন হইয়া পড়িল; তখন তাহারা মহা কলরব করিতে করিতে রেবা নদীর

স ধাতুভেদারুণযাননেমিঃ, প্রভুঃ প্রয়াণধ্বনিমিশ্রতূর্য্যঃ।
ব্যলঙ্ঘয়দ্‌বিন্ধ্যমুপায়নানি, পশ্যন্ পুলিন্দৈরুপপাদিতানি ॥ ৩২ ॥
তীর্থে তদীয়ে গজসেতুবন্ধাৎ, প্রতীপগামুত্তরতোঽস্য গঙ্গাম্।
অযত্নবালব্যজনীবভূবুর্হংসা নভোলঙ্ঘনলোলপক্ষাঃ ॥ ৩৩ ॥
স পূর্ব্বজানাং কপিলেন রোষাৎ, ভস্মাবশেষীকৃতবিগ্রহাণাম্।
সুরালয়প্রাপ্তিনিমিত্তমম্ভস্ত্রৈস্রোতসং নৌলুলিতং ববন্দে ॥ ৩৪ ॥
ইত্যধ্বনঃ কৈশ্চিদহোভিরন্তে, কূলং সমাসাদ্য কুশঃ সরয্বাঃ।
বেদিপ্রতিষ্ঠান্ বিততাধ্বরাণাং, যূপানপশ্যচ্ছতশো রঘূণাম্ ॥ ৩৫ ॥
আধূয় শাখাঃ কুসুমদ্রুমাণাং, স্পৃষ্ট্বা চ শীতান্ সরযূতরঙ্গান্।
তং ক্লান্তসৈন্যং কুলরাজধান্যাঃ, প্রত্যুজ্জগামোপবনান্তবায়ুঃ ॥ ৩৬ ॥
অথোপশল্যে রিপুমগ্নশল্যস্তস্যাঃ, পুরঃ পৌরসখঃ স রাজা।
কুলধ্বজস্তানি চলধ্বজানি, নিবেশয়ামাস বলী বলানি ॥ ৩৭ ॥

য় গহ্বরমুখ সকল মুখরিত করিয়া তুলিল ॥ ৩১ ॥ তাঁহার রথচক্রের অগ্রদেশ গৈরিকাদি ধাতু বিদারণ করাতে রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং তূর্য্যধ্বনিতে সৈন্য-গুলীর গমনশব্দ মিশ্রিত হইয়া পড়িল। এই প্রকারে রাজা কুশ পুলিন্দগণদত্ত পহার দেখিতে দেখিতে বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিলেন ॥ ৩২ ॥ তিনি যে ময় বিন্ধ্যগিরির অবতরণপথে হস্তী দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পশ্চিমবাহিনী াহ্নবী উত্তীর্ণ হন, তখন হংসশ্রেণী অবনত পক্ষ সঞ্চালন করিয়া কিয়ৎকালের ন্য তাঁহার অযত্নসম্ভূত চামরের কার্য্য সম্পন্ন করিল ॥ ৩৩ ॥ তখন রাজা কুশ রণীযোগে আলোড়িত সুরধুনীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সগর-ানেরা কপিলের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে এই সুরনদীই তাঁহাদিগের দেব-াকলাভের হেতুস্বরূপিণী হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ এই প্রকারে কতিপয় দিবস অতিক্রমের পর রাজা কুশ সরযূকূলে উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন, সেই াঙ্গিণীর তীরদেশে সতত যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত রঘুবংশীয় নৃপতিদিগের বেদি-প্রতি-ঠ শত শত যূপ প্রোথিত রহিয়াছে ॥ ৩৫ ॥ নদী-তরঙ্গসম্পর্কে,কুলরাজধানী যাধ্যার উদ্যানবায়ু তখন শীতলতা ধারণ করিয়াছিল এবং পুষ্পসমাকীর্ণ শাখা কম্পিত করিয়া পথশ্রান্ত সৈন্যমণ্ডলীবেষ্টিত রাজা কুশের প্রত্যুদ্গমন ল ॥ ৩৬ ॥ তখন অরিবিজয়ী পুরবৎসল মহাবল কুলশ্রেষ্ঠ রাজা কুশ চঞ্চলধ্বজ-মণ্ডিত সৈন্যবৃন্দকে অযোধ্যাপুরীর প্রান্তভাগে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তাং শিল্পিসংঘাঃ প্রভুণা নিযুক্তাস্তথাগতাঃ সম্ভৃতসাধনত্বাৎ।
পুরং নবীচক্রুরপাং বিসর্গাৎ, মেঘা নিদাঘগ্লপিতামিবোর্ব্বীম্॥ ৩৮॥
ততঃ সপর্য্যাং সপশূপহারাং, পুরঃ পরার্দ্ধ্যপ্রতিমাগৃহায়াঃ।
উপোষিতৈর্বাস্তুবিধানবিদ্ভির্নিবর্ত্তয়ামাস রঘুপ্রবীরঃ॥ ৩৯॥
তস্যাঃ স রাজোপপদং নিশান্তং, কামীব কান্তাহৃদয়ং প্রবিশ্য।
যথার্হমন্যৈরনুজীবিলোকং, সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্॥ ৪০॥
সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তুরঙ্গৈঃ, শালাবিধিস্তম্ভগতৈশ্চ নাগৈঃ।
পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা, সর্ব্বাঙ্গনদ্ধাভরণেব নারী॥ ৪১॥
বসন্ স তস্যাং বসতৌ রঘূণাং পুরাণশোভামধিরোপিতায়াম্।
স মৈথিলেয়ঃ স্পৃহয়াম্বভূব, ভর্ত্রে দিবো নাপ্যলকেশ্বরায়॥ ৪২॥
অথাস্য রত্নগ্রথিতোত্তরীয়মেকান্তপাণ্ডুস্তনলম্বিহারম্।
নিশ্বাসহার্য্যাংশুকমাজগাম, ঘর্ম্মঃ প্রিয়াবেশমিবোপদেষ্টুম্॥ ৪৩॥

জলদজাল যেরূপ জলবর্ষণ দ্বারা গ্রীষ্মসন্তপ্ত ধরিত্রীর নবীন অবস্থা সম্পাদন করে, রাজা কর্ত্তৃক নিয়োজিত শিল্পিবৃন্দ সেইরূপ ভূরিপরিমাণ উপকরণ দ্বারা দুর্দ্দশাগ্র অযোধ্যানগরীকে নূতন করিয়া তুলিল॥ ৩৮॥ তৎপরে রঘুকুলবীর কুশ অযোধ্যার সুবিশাল দেবালয়ে বাস্তুবিধানবিশারদ উপবাসী লোকসমূহ দ্বারা পশুবলি সমন্বিত পূজাবিধি সম্পাদন করিলেন॥ ৩৯॥ কামী ব্যক্তি যেমন কান্তার হৃদয়ে প্রবেশ করে, রাজা কুশও সেইরূপ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রধান প্রধান সচিববৃন্দকে মর্য্যাদানুসারে বাসগৃহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিলেন না॥ ৪০॥ তখন সেই অযোধ্যানগরী বিপণিস্থিত রাশীকৃত নানারূপ পণ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; যথানিয়মে অশ্বশালায় অশ্ব ও গজশালায় গজরাজি বন্ধনস্তম্ভে নিবদ্ধ হইল; সুতরাং তৎকালে সেই পুরী যেন আভরণবিমণ্ডিতা কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল॥ ৪১॥ এই প্রকারে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অযোধ্যা শোভাময়ী হইয়া উঠিলে বৈদেহীনন্দন রাজা কুশ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্রপুরী অমরাবতী ও কুবেরনগরী অলকার প্রতিও তাঁহার স্পৃহা জন্মিল না॥ ৪২॥

অনন্তর গ্রীষ্মঋতু সমাগত হইল। বোধ হইল যেন, কুশরাজের মহিলাগ মুক্তামণিখচিত উত্তরীয় ধারণ, পাণ্ডুবর্ণ কুচমণ্ডলে হার পরিধান এবং নিশ্বাসবা সঞ্চরণশীল অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র ধারণ প্রভৃতি বেশবিন্যাসে উপদেশ দিবার জন্যই গ্রী

অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং, দিগুত্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।
আনন্দশীতামিব বাষ্পবৃষ্টিং, হিমস্রুতিং হৈমবতীং সসর্জ্জ ॥ ৪৪ ॥
প্রবৃদ্ধতাপো দিবসোঽতিমাত্রমত্যর্থমেব ক্ষণদা চ তন্বী।
উভৌ বিরোধক্রিয়য়া বিভিন্নৌ, জায়াপতী সানুশয়াবিবাস্তাম্‌॥ ৪৫ ॥
দিনে দিনে শৈবলবন্ত্যধস্তাৎ, সোপানপর্ব্বাণি বিমুঞ্চদম্ভঃ।
উদ্দণ্ডপদ্মং গৃহদীর্ঘিকাণাং, নারীনিতম্বদ্বয়সং বভূব ॥ ৪৬ ॥
বনেষু সায়ন্তনমল্লিকানাং, বিজৃম্ভণোদ্‌গন্ধিষু কুট্মলেষু।
প্রত্যেকনিক্ষিপ্তপদঃ সশব্দং, সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার ॥ ৪৭ ॥
স্বেদানুবিদ্ধার্দ্রনখক্ষতাঙ্কে, ভূয়িষ্ঠসন্দষ্টশিখং কপোলে।
চ্যুতং ন কর্ণাদপি কামিনীনাং, শিরীষপুষ্পং সহসা পপাত ॥ ৪৮ ॥
যন্ত্রপ্রবাহৈঃ শিশিরৈঃ পরীতান্‌, রসেন ধৌতান্‌ মলয়োদ্ভবস্য।
শিলাবিশেষানধিশয্য নিন্যুর্ধারাগৃহেষ্বাতপমৃদ্ধিমন্তঃ ॥ ৪৯ ॥
স্নানার্দ্রমুক্তেষ্বনুধূপবাসং, বিন্যস্তসায়ন্তনমল্লিকেষু।
কামো বসন্তাত্যয়মন্দবীর্য্যঃ, কেশেষু লেভে বলমঙ্গনানাম্‌॥ ৫০ ॥

গমন হইল॥ ৪৩॥ তৎকালে সূর্য্যদেব অগস্ত্যাশ্রিত দক্ষিণদিক্‌ পরিহার ক উত্তরায়ণ আশ্রয় করিলে উত্তরদিক্‌ স্নিগ্ধ অশ্রুরাশির ন্যায় তুষারসলিল । করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৪৪॥ দিবসের উত্তাপ তখন নিরতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত ন, রজনীর পরিমাণ হ্রাস হইয়া পড়িল; তখন দিবা-নিশি উভয়ে যেন প্রণয় হ সহকারে বিরোধাচরণ পূর্ব্বক দম্পতির ন্যায় অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে ম্ভ করিল ॥ ৪৫ ॥ দিন দিন গৃহসরোবরের শৈবালপংক্তি নিম্নগত সোপান-জ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, পদ্মের মৃণালদণ্ড ঊর্দ্ধভাগে সমুত্থিত হইল; এই গারে সরোবরসলিল শনৈঃ শনৈঃ রমণীনিতম্বের সমদৃশ্য হইয়া উঠিল॥ ৪৬॥ নমধ্যে সায়ংকালীন মল্লিকাপুষ্প সকল বিকসিত হইয়া সৌগন্ধ্য বিস্তার করিল, রকুল প্রতি পুষ্পেই চরণক্ষেপ করিয়া গুন্‌ গুন্‌ গুঞ্জন-সহকারে যেন তাহাদের া গণনা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥ শিরীষপুষ্প অবলাদিগের কর্ণপুট হইতে । পড়িল বটে, কিন্তু নূতন নখক্ষতে অঙ্কিত স্বেদবারিসিক্ত গণ্ডদেশে উহার র সংলগ্ন থাকাতে তাহা আর অকস্মাৎ ভূপতিত হইতে পারিল না॥ ৪৮॥ ান্‌ লোকেরা যন্ত্রচালিত সুস্নিগ্ধ জলে সংসিক্ত সুগন্ধচন্দনরসে প্রক্ষালিত শিলা-শয়ন পূর্ব্বক রৌদ্রতাপের শান্তি করিতে লাগিল॥ ৪৯ ॥ বসন্তাপগমে অবলা-

আপিঞ্জরাবদ্ধরজঃকণত্বাৎ, মঞ্জর্য্যুদারা শুশুভেহর্জ্জুনস্য।
দগ্ধ্বাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ, খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য ॥৫১॥
মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং, পুরাণশীধুং নবপাটলঞ্চ।
সংবধ্নতা কামিজনেষু দোষাঃ, সর্ব্বে নিদাঘাবধিনা প্রমৃষ্টাঃ ॥ ৫২॥
জনস্য তস্মিন্ সময়ে বিগাঢ়ে, বভূবতুর্দ্বৌ সবিশেষকান্তৌ।
তাপাপনোদক্ষমপাদসেবৌ, স চোদয়স্থৌ নৃপতিঃ শশী চ ॥ ৫৩॥
অথোর্ম্মিলোলোন্মদরাজহংসে, রোধোলতাপুষ্পবহে সরয্বাঃ।
বিহর্ত্তুমিচ্ছা বনিতাসখস্য, তস্যাম্ভসি গ্রীষ্মমুখে বভূব ॥ ৫৪॥
স তীরভূমৌ বিহিতোপকার্য্যামানায়িভিস্তামপকৃষ্টনক্রাম্।
বিগাহিতুং শ্রীমহিমানুরূপং, প্রচক্রমে চক্রধরপ্রভাবঃ ॥ ৫৫॥
স তীরসোপানপথাবতারাদন্যোন্যকেয়ূরবিঘট্টনীভিঃ।
সনূপুরক্ষোভপদাভিরাসীতুদ্বিগ্নহংসা সরিদঙ্গনাভিঃ ॥ ৫৬॥

দিগের উন্মুক্ত ধূপগন্ধামোদিত সায়ংকালীন মল্লিকাপুষ্পমণ্ডিত কেশপাশের বিলাস-বিভ্রমে হীনবীর্য্য কামও উত্তেজিত হইয়া উঠিল ॥ ৫০॥ অর্জ্জুনফুলের কিঞ্চিৎ পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ মঞ্জরীগুলি পরাগরাশিতে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, হররোষাগ্নিতে ভস্মীভূত কামদেবের খণ্ডীকৃত ধনুর্গুণ শোভা পাইতেছে ॥৫১। এই সময়ে গ্রীষ্মঋতু মনোজ্ঞগন্ধপূর্ণ চূতপল্লব, সুরভি পুরাতন শীধু মদ্য ও নবীন পাটলকুসুম প্রভৃতি দ্রব্য সকল সংযোজন করাতে বোধ হইল যেন, নিদাঘঋতু। আতপসন্তাপ প্রদান করিয়া কামিগণের নিকট যে অপরাধ করিয়াছে, ঐ সম দ্রব্যপ্রদান দ্বারা সেই অপরাধের ক্ষালন করিল ॥ ৫২॥ গ্রীষ্ম এইরূপে কঠোর ভাবে আবির্ভূত হইলে তখন কেবলমাত্র উদয়শীল শশধর ও রাজা কুশের পাদদ্ব এই দুইটি দ্রব্য লোকের সন্তাপ দূর করিয়া দিল ॥ ৫৩॥

এ দিকে তরঙ্গবিহারী সরযূসলিলে রাজহংসমালা বিচরণ করিতে লাগিল তীরবর্ত্তী লতাজালের পুষ্পপরাগ ঐ জলে ভাসিতে আরম্ভ হইল ; রাজা কুশ তখন রমণীজন সমভিব্যাহারে সেই গ্রীষ্মকালসুপ্রতর সলিলে বিহার করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৫৪॥ বিষ্ণুতুল্য মহাতেজা রাজা কুশ সরযূকূলে পট-মণ্ডপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জালজীবী ধীবরকুল দ্বারা (জলগর্ভস্থ) কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তুগণকে দূর করাইয়া দিলেন ; তদনন্তর আপনার ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপানুরূপ জল-কেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৫ ॥ কুলবালারা তীর হইতে যখন সোপানমার্গে অবতরণ করে

পরস্পরাভ্যুক্ষণতৎপরাণাং, তাসাং নৃপো মজ্জনরাগদর্শী।
নৌসংশ্রয়ঃ পার্শ্বগতাং কিরাতীমুপাত্তবালব্যজনাং বভাষে॥ ৫৭॥
পশ্যাবরোধৈঃ শতশো মদীয়ৈর্বিগাহ্যমানো গলিতাঙ্গরাগৈঃ।
সন্ধ্যোদয়ঃ সাভ্র ইবৈষ বর্ণং, পুষ্যত্যনেকং সরযূপ্রবাহঃ॥ ৫৮॥
বিলুপ্তমন্তঃপুরসুন্দরীণাং, যদঞ্জনং নৌলুলিতাভিরদ্ভিঃ।
তদ্বধ্নতীভির্মদরাগশোভাং, বিলোচনেষু প্রতিমুক্তমাসাম্॥ ৫৯॥
এতা গুরুশ্রোণিপয়োধরত্বাদাত্মানমুদ্বোঢ়ুমশক্নুবত্যঃ।
গাঢ়াঙ্গদৈর্বাহুভিরপ্সু বালাঃ, ক্লেশোত্তরং রাগবশাৎ প্লবন্তে॥ ৬০॥
অমী শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ, প্রভ্রংশিনো বারিবিহারিণীনাম্।
পারিপ্লবাঃ স্রোতসি নিম্নগায়াঃ,শৈবাললোলান্ ছলয়ন্তি মীনান্॥৬১॥
আসাং জলাস্ফালনতৎপরাণাং, মুক্তাফলস্পর্দ্ধিষু শীকরেষু।
পয়োধরোৎসর্পিষু শীর্য্যমাণঃ, সংলক্ষ্যতে ন চ্ছিদুরোঽপি হারঃ॥৬২॥

র পরস্পরের দেহঘর্ষণজনিত রবে ও পদস্থিত নূপুরশিঞ্জিতে সরযুবিহারী মালা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল॥ ৫৬॥ সেই সকল অবলারা জলে অবতরণ পূর্ব্বক পর পরস্পরের অঙ্গে জলসেক করিতে আরম্ভ করিলেন। জলকেলিতে দিগকে একান্ত অনুরাগিণী দেখিয়া নৌকারোহী রাজা কুশ পার্শ্ববর্ত্তিনী চামর-নধারিণী এক কিরাত-কামিনীকে বলিলেন,'কল্যাণি! ঐ দেখ,আমার অসংখ্য পুরবালাদিগের অবগাহনধৌত অঙ্গরাগ দ্বারা সরযুর জলপ্রবাহ জলদজাল-ত সায়ংকালের ন্যায় নানারূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে॥ ৫৭-৫৮॥ অবগাহন-। পুরমহিলাদিগের যে কজ্জলরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তরণীযোগে াড়িত বারিরাশি সেই কজ্জলের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের লোচনে মদরাগজনিত । বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে॥ ৫৯॥ নিতম্ব ও স্তনের গুরুভার হেতু ঐ সমস্ত ারা দেহবহনে সমর্থ হইতেছে না; তথাপি জলকেলিতে নিরতিশয় অনু-া হইয়া কেয়ূরমণ্ডিত ভুজপাশ দ্বারা অতিক্লেশে সন্তরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছে॥৬০॥ হারিণী অবলাদিগের কর্ণচ্যুত শিরীষপুষ্পের কর্ণালঙ্কার সকল সরযুর বারি-হ নিপতিত হওয়াতে শৈবাললোলুপ মৎস্যেরা উহা ভক্ষণ করিতে আসিয়া রত হইতেছে॥ ৬১॥ রমণীগণ সলিলাস্ফালনে নিরতিশয় অনুরাগিণী; ং উহাদিগের কুচলগ্ন মুক্তাহার সকল মুক্তাফলসদৃশী বারিকণার মধ্যে ছিন্ন শত হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু উহারা তাহা কিছুই দেখিতে পাইতেছে না॥৬২॥

আবর্ত্তশোভা নতনাভিকান্তের্ভঙ্গো ভ্রুবাং দ্বন্দ্বচরাঙ্গনানাম্।
জাতানি রূপাবয়বোপমানান্যদূরবর্ত্তীনি বিলাসিনীনাম্॥ ৬৩॥
তীরস্থলীবর্হিভিরুৎকলাপৈঃ, প্রস্নিগ্ধকেকৈরভিনন্দ্যমানম্।
শ্রোত্রেষু সংমূর্চ্ছতি রক্তভাসাং, গীতানুগং বারিমৃদঙ্গবাদ্যম্॥ ৬৪॥
সন্দষ্টবস্ত্রেষ্বলানিতম্বেষ্বিন্দুপ্রকাশান্তরিতোড়ুতুল্যাঃ।
অমী জলাপূরিতসূত্রমার্গা, মৌনং ভজন্তে রশনাকলাপাঃ॥ ৬৫॥
এতাঃ করোৎপীড়িতবারিধারা, দর্পাৎ সখীভির্বদনেষু সিক্তাঃ।
বক্রেতরাগ্রৈরলকৈস্তরুণ্যশ্চূর্ণারুণান্ বারিলবান্ বমন্তি॥ ৬৬॥
উদ্বন্ধকেশশ্চ্যুতপত্রলেখো, বিশ্লেষিমুক্তাফলপত্রবেষ্টঃ।
মনোজ্ঞ এব প্রমদামুখানামম্ভোবিহারাকুলিতোঽপি বেশঃ॥ ৬৭॥
স নৌবিমানাদবতীর্য্য রেমে, বিলোলহারঃ সহ তাভিরপ্সু।
স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপদ্মিনীকঃ, করেণুভির্বন্য ইব দ্বিপেন্দ্রঃ॥ ৬৮॥

দেহের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপমানদ্রব্য সকল ঐ বিলাসিনী কামিনীগণের নিকটস্থ রহিয়াছে। ঐ দেখ, গভীরনাভির সহিত আবর্ত্ত-শোভার, ভ্রূভঙ্গীর সহিত তরঙ্গভঙ্গীর এবং পয়োধরশোভার সহিত চক্রবাকমিথুনের সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে॥৬৩॥ সরযুর বারিপ্রবাহরূপ মৃদঙ্গনাদ শ্রবণবিবর পরিপূরিত করিতেছে; তীরস্থিত উন্নতকলাপ ময়ূরেরা শ্রুতিসুখকর কেকারবে উহাকে অভিনন্দন করিতেছে; ঐ শব্দ সুমধুর সঙ্গীতানুগত বিলাসিনীগণকৃত হওয়াতে মন বিমোহিত করিতেছে॥৬৪॥ ঐ সকল রমণীর কাঞ্চনময়ী রশনা বসনলিপ্ত নিতম্বদেশে জ্যোৎস্নান্তরিত তারকামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং জলবেগে উহার সূত্রপ্রবেশদ্বার রুদ্ধ হওয়াতে আর উহা শব্দিত হইতেছে না॥ ৬৫॥ ঐ দেখ, একটি অবলা গর্ব্বসহকারে করপল্লব দ্বারা সখীর প্রতি জল-প্রক্ষেপ করাতে ঐ সখীও আবার উহার বদনদেশে সলিল নিক্ষেপ করিতেছে। এই প্রকারে অবলাবৃন্দ অকুটিল অলকাগ্রে লগ্ন কুঙ্কুমাদিচূর্ণে অরুণবর্ণ বারিবিন্দু সকল বর্ষণ করিতে নিরত রহিয়াছে॥৬৬॥ আরও দেখ, অবলাকুলের কেশপাশ শিথিলবন্ধ, বদনপদ্মে পত্ররচনা বিলুপ্ত ও মৌক্তিকবেষ্টন বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যদিও জলকেলি করাতে উহাদের বেশরচনা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তথাপি উহাদিগের শোভা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই॥ ৬৭॥

রাজা কুশ কিরাতবালাকে এই প্রকার বলিয়া স্বয়ং তরণী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বারণরাজ যেমন উন্মূলিত পদ্মিনীকে স্কন্ধে লইয়া করিণীর সহিত বিহার

ততো নৃপেণানুগতাঃ স্ত্রিয়স্তা, ভ্রাজিষ্ণুনা সাতিশয়ং বিরেজুঃ ।
প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ, প্রাপ্যেন্দ্রনীলং কিমুতোন্ময়ুখম্ ॥ ৬৯ ॥
বর্ণোদকৈঃ কাঞ্চনশৃঙ্গমুক্তৈস্তমায়তাক্ষ্যঃ প্রণয়াদসিঞ্চন্ ।
তথাগতঃ সোঽতিতরাং বভাসে, সধাতুনিষ্যন্দ ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৭০ ॥
তেনাবরোধ-প্রমদাসখেন, বিগাহমানেন সরিদ্বরাং তাম্ ।
আকাশগঙ্গারতিরপ্সরোভির্বৃতো মরুত্বাননুযাতলীলঃ ॥ ৭১ ॥
যৎ কুম্ভযোনেরধিগম্য রামঃ, কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ ।
তদস্য জৈত্রাভরণং বিহর্তুরজ্ঞাতপাতং সলিলে মমজ্জ ॥ ৭২ ॥
স্নাত্বা যথাকামমসৌ সদারস্তীরোপকার্য্যাং গতমাত্র এব ।
দিব্যেন শূন্যং বলয়েন বাহুমপোঢ়নেপথ্যবিধির্দদর্শ ॥ ৭৩ ॥
জয়শ্রিয়ঃ সংবননং যতস্তদামুক্তপূর্ব্বং গুরুণা চ যস্মাৎ ।
সেহেঽস্য ন ভ্রংশমতো ন লোভাৎ,ন তুল্যপুষ্পাভরণো হি ধীরঃ ॥৭৪॥

ত্ত হয়, তিনিও সেইরূপ বক্ষঃপ্রদেশে হারযষ্টি আন্দোলিত করিতে করিতে দাকুলের সহিত জলকেলি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ মহাতেজে উদ্ভাসিত গা কুশের সহিত সমবেত হইয়া অবলাকুল পরম শোভা ধারণ করিল ; মুক্তা ইই লোচনপ্রীতিকর, তাহাতে আবার সমুজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণির সহিত মিলিত লে যে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে ॥ ৬৯ ॥ তখন য়তলোচনা প্রমদাগণ প্রণয়সহকারে কাঞ্চনশৃঙ্গনিঃসৃত কুঙ্কুমাদি জলধারায় শর দেহ অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলে নরপতি গৈরিকাদি-ধাতুদ্রবমিশ্রিত তপতির ন্যায় নিরতিশয় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৭০ ॥ তিনি অন্তঃপুরবাসিনী লাকুলের সহিত সরিদ্বরা সরযুতে অবগাহন করাতে বোধ হইল যেন, মন্দা-নীসলিলে সুরপতি অপ্সরাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৭১ ॥ াম ঋষিপ্রবর অগস্ত্যের নিকট যে দিব্য অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাজ্যের ত তাহা তিনি কুশকেই প্রদান করিয়াছিলেন ; জলকেলিসময়ে 'সেই জয়শীল ষণ কুশের অলক্ষিতে সলিলগর্ভে নিপতিত হইল ॥ ৭২ ॥ যখন তিনি বাসনা-া জলকেলিসমাপনান্তে পুরবালাগণ সহ পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দি পরিধান করিবার অগ্রেই দেখিলেন, তাঁহার বাহু বলয়শূন্য হইয়াছে ॥ ৭৩ ॥ াভ ধীরপ্রকৃতি সমৃদ্ধিমান কুশের নিকট পুষ্পাভরণ ও রত্নালঙ্কার উভয়ই সমান

ততঃ সমাজ্ঞাপয়দাশু সর্ব্বানানায়িনস্তদ্বিচয়ে নদীষ্ণান্।
বন্ধ্যশ্রমাস্তে সরযূং বিগাহ্য, তমূচুরম্লানমুখপ্রসাদাঃ॥ ৭৫॥
কৃতঃ প্রযত্নো ন চ দেব! লব্ধং, মগ্নং পয়স্যাভরণোত্তমং তে।
নাগেন লৌল্যাৎ কুমুদেন নূনমুপাত্তমন্তর্হ্রদবাসিনা তৎ॥ ৭৬॥
ততঃ স কৃত্বা ধনুরাততজ্যং, ধনুর্দ্ধরঃ কোপবিলোহিতাক্ষঃ।
গারুত্বতং তীরগতস্তরস্বী, ভুজঙ্গনাশায় সমাদদেঽস্ত্রম্॥ ৭৭॥
তস্মিন্ হ্রদঃ সংহিতমাত্র এব, ক্ষোভাৎ সমাবিদ্ধতরঙ্গহস্তঃ।
রোধাংসি নিঘ্নন্নবপাতমগ্নঃ, করীব বন্যঃ পরুষং ররাস॥ ৭৮॥
তস্মাৎ সমুদ্রাদিব মথ্যমানাৎ, উদ্বৃত্তনক্রাৎ সহসোন্মমজ্জ।
লক্ষ্ম্যেব সার্দ্ধং সুররাজবৃক্ষঃ, কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ॥ ৭৯॥
বিভূষণপ্রত্যুপহারহস্তমুপস্থিতং বীক্ষ্য বিশাম্পতিস্তম্।
সৌপর্ণমস্ত্রং প্রতিসঞ্জহার, প্রহ্বেষ্বনির্বন্ধরুষো হি সন্তঃ॥ ৮০॥

বোধ হইত; কেবল সেই বিভূষণপ্রভাবেই জয়শ্রী বশীভূত হন এবং তাঁহা[র] পিতা রামচন্দ্র পূর্ব্বে তাহা ধারণ করিতেন, এই জন্যই তিনি ঐ আভরণনা[শ] সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৭৪॥ তখন তিনি আশু স্রোতস্বতী-সলিলে মজ্জনচতুর জালজীবী ধীবরদিগকে অলঙ্কার অন্বেষণার্থ অনুমতি প্রদান করিলে তাহারাও সরযূগর্ভে নিমজ্জন করিল; কিন্তু সফলপ্রযত্ন হইল না। তখন তাহারা বিষণ্ণচিত্তে নরপতিকে কহিল, "চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কোনরূপেই আপ[-] নার জলগর্ভে পতিত বিভূষণ প্রাপ্ত হইলাম না। রাজন্! আমাদের বো[ধ] হয়, সরযূগর্ভশায়ী কুমুদনাগ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেই আভরণরত্ন হর[ণ] করিয়াছে॥" ৭৫-৭৬॥

তদনন্তর মহাবল ধনুর্দ্ধর রাজা কুশ রোষবশে আরক্তনয়নে শরাসনে গু[ণ] রোপণ পূর্ব্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলেন এবং কুমুদনাগের নিধনকামনায় গা[রু]ড়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন॥ ৭৭॥ বাণসন্ধানমাত্র সরযূহ্রদ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এ[বং] তরঙ্গরূপ বাহুপ্রসারণ সহকারে তটপ্রদেশ নিপাতিত করিয়া বিবরমধ্যগত হস্তী[র] ন্যায় ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল॥ ৭৮॥ সমুদ্রমন্থনসময়ে যেমন লক্ষ্মীর সহি[ত] কল্পতরুর উদ্ভব হইয়াছিল, কুমুদনাগও সেইরূপ একটি তনয়ারত্ন হস্তে লইয়া সে[ই] নক্রসমাকুল হ্রদ হইতে সহসা আবির্ভূত হইল॥ ৭৯॥ তাহাকে অলঙ্কার-হস্তে সমাগত দর্শনমাত্র রাজা কুশ সংহারাস্ত্রের প্রতিসংহার করিলেন। কারণ, বিন[-]

ত্রৈলোক্যনাথপ্রভবং প্রভাবাৎ, কুশং দ্বিষামঙ্কুশমস্ত্রবিদ্বান্।
মানোন্নতেনাপ্যভিনন্দ্য মূর্দ্ধ্না, মূর্দ্ধাভিষিক্তং কুমুদো বভাষে॥ ৮১॥
অবৈমি কার্য্যান্তরমানুষস্য, বিষ্ণোঃ সুতাখ্যামপরাং তনুং ত্বাম্।
সোঽহং কথং নাম তবাচরেয়মারাধনীয়স্য ধৃতের্বিঘাতম্॥ ৮২॥
করাভিঘাতোত্থিতকন্দুকেয়মালোক্য বালাতিকুতূহলেন।
হ্রদাৎ পতজ্জ্যোতিরিবান্তরীক্ষাদাদত্ত জৈত্রাভরণং ত্বদীয়ম্॥ ৮৩॥
তদেতদাজানুবিলম্বিনা তে, জ্যাঘাতরেখাকিণলাঞ্ছনেন।
ভুজেন রক্ষাপরিঘেন ভূমেরুপৈতু যোগং পুনরংসলেন॥ ৮৪॥
ইমাং স্বসারঞ্চ যবীয়সীং মে, কুমুদ্বতীং নার্হসি নানুমন্তুম্।
আত্মাপরাধং সুদতীং চিরায়, শুশ্রূষয়া পার্থিব! পাদয়োস্তে॥ ৮৫॥

ইত্যূচিবানুপহৃতাভরণঃ ক্ষিতীশং,
শ্লাঘ্যো ভবান্ স্বজন ইত্যনুভাষিতারম্।
সংযোজয়াং বিধিবদাস সমেতবন্ধুঃ,
কন্যাময়েন কুমুদঃ কুলভূষণেন॥ ৮৬॥

...াগত হইলে সাধুশীল ব্যক্তিগণের কোপ তাহার প্রতি কখনও চিরস্থায়ী না॥ ৮০॥ অস্ত্রবিদ্ কুমুদনাগ ত্রিভুবনপতি রামনন্দন শত্রুজয়ী নরপতি কুশকে ...নান্নত-মস্তকাবনমন সহকারে অভিবাদন করিয়া বলিল, "নরপতে! আমি ...নি, আপনি ভূভারহরণার্থ মানবদেহধারী ভগবান্ জনার্দ্দনের পুত্রসংজ্ঞক দেহা-...াত্র, আপনি আমার পূজার্হ, সুতরাং আপনার বিরাগ উৎপাদনে আমার ...স হইবে কেন? ৮১-৮২॥ যৌবনস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য হেতু এই বালিকা ...া করিতে করিতে যখন একটি কন্দুক ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক তৎপ্রতি নেত্র-... করিতেছিল, সেই সময়ে গগনতল হইতে পতিত নক্ষত্রের ন্যায় হ্রদতীর...ত পতিত আপনার এই জয়শীল অলঙ্কার দেখিতে পায়; দেখিয়াই কৌতুহল-...উহা গ্রহণ করে। মহারাজ! আপনার যে আজানুলম্বিত বাহুদণ্ড ধরা-...ণের অর্গলদ্বারস্বরূপ, যাহা জ্যাঘাতরেখায় চিহ্নিত, সেই প্রচণ্ড বাহুদণ্ডে এই ...ার পুনর্ব্বার মিলিত হউক। হে রঘুবংশতিলক! এখন আমার এই প্রার্থনা ...আমার অনুজা এই কুমুদ্বতীকে চিরদিন আপনার পাদপদ্মসেবা দ্বারা আভরণ-...রূপ অপরাধ পরিহার করিতে আদেশ প্রদান করুন॥ ৮৩-৮৫॥

তস্যাঃ পৃষ্টে মনুজপতিনা সাহচর্য্যায় হস্তে,
মাঙ্গল্যোর্ণাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিখস্য।
দিব্যস্তূর্য্যধ্বনিরুদচরদ্‌ব্যশ্নুবানো দিগন্তান্‌,
গন্ধোদগ্রং তদনু ববৃষুঃ পুষ্পমাশ্চর্য্যমেঘাঃ॥ ৮৭॥
ইত্থং নাগস্ত্রিভুবনগুরোরৌরসং মৈথিলেয়ং,
লব্ধা বন্ধুং তমপি চ কুশঃ পঞ্চমং তক্ষকস্য।
একঃ শঙ্কাং পিতৃবধরিপোরত্যজদ্‌বৈনতেয়াৎ,
শান্তব্যালামবনিরপরঃ পৌরকান্তঃ শশাস॥ ৮৮॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমুদ্বতীপরিণয়ো নাম
ষোড়শঃ সর্গঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

—০ঃ❋ঃ০—

অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্ত্রমাপ কুমুদ্বতী।
পশ্চিমাদ্‌যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতনা॥ ১॥

অলঙ্কারপ্রদান পুরঃসর নাগপতি কুমুদ এই কথা বলিলে রাজা কুশ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,"নাগরাজ! তোমার সহিত সম্বন্ধবন্ধন শ্লাঘনীয় বিবেচনা করি।" তখন নাগপতি বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া উভয়কুলের অলঙ্কারস্বরূপিণী নিজ অনুজা কুমুদ্বতীকে কুশের হস্তে সম্প্রদান করিল॥ ৮৬॥ নরনাথ কুশ একত্র ধর্ম্মাচরণার্থ উত্থিতশিখাসম্পন্ন বহ্নির সম্মুখে কুমুদ্বতীর মাঙ্গলিক উর্ণাসংবদ্ধ হস্ত স্পর্শ করিলে দিগন্তবিসারী তূর্য্যনাদ সমুত্থিত হইল এবং বিচিত্র জলদজাল উত্থিত হইয়া সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল॥ ৮৭॥ এই প্রকারে নাগপতি কুমুদ ত্রিভুবনগুরু নরনাথ রামের ঔরসে ও পতিব্রতাশিরোমণি জানকীর গর্ভে সঞ্জাত কুশকে বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া সর্পকুলনিহন্তা গরুড় হইতে ভয় পরিত্যাগ করিল; প্রজারঞ্জন নরপতি কুশও তক্ষকের পঞ্চম পুত্ত্র কুমুদকে বন্ধু লাভ করিয়া সর্পভয় দূরীকরণ পূর্ব্বক ধরা শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৮৮॥

বুদ্ধি যেমন রজনীর শেষ প্রহর হইতে প্রসাদগুণ প্রাপ্ত হয়, নাগরাজভগি-

স পিতুঃ পিতৃমান্ বংশং মাতুশ্চানুপমদ্যুতিঃ।
অপুনাৎ সবিতেবোভৌ মার্গাবুত্তরদক্ষিণৌ ॥ ২ ॥
তমাদৌ কুলবিদ্যানামর্থমর্থবিদাং বরঃ।
পশ্চাৎ পার্থিবকন্যানাং পাণিমগ্রাহয়ৎ পিতা ॥ ৩ ॥
জাতস্তেনাভিজাতেন শূরঃ শৌর্য্যবতা কুশঃ।
অমন্যতৈকমাত্মানমনেকং বশিনা বশী ॥ ৪ ॥
স কুলোচিতমিন্দ্রস্য সাহায়কমুপেয়িবান্।
জঘান সমরে দৈত্যং দুর্জ্জয়ং তেন চাবধি ॥ ৫ ॥
তং স্বসা নাগরাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী।
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী ॥ ৬ ॥
তয়োর্দিবস্পতেরাসীদেকঃ সিংহাসনার্দ্ধভাক্।
দ্বিতীয়াপি সখী শচ্যাঃ পরিজাতাংশভাগিনী ॥ ৭ ॥

দ্বতীও সেইরূপ নরপতি কুশ হইতে অতিথি নামে একটি পুত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥১॥ পমদ্যুতি সূর্য্য যেমন উত্তর দক্ষিণ উভয় দিক্‌কেই পবিত্র করেন, পিতৃমান্ তিথিও সেইরূপ পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলকেই পবিত্র করিলেন ॥ ২ ॥ অর্থ-গণের বরেণ্য কুশ সর্ব্বাগ্রে পুত্র অতিথিকে বংশপরাম্পরাগত নিয়মে অস্ত্রশিক্ষা, ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করিলেন; তৎপরে রাজ-ারীগণের সহিত তাঁহার বিবাহসংস্কার সম্পাদন করিলেন ॥ ৩ ॥ মহাবংশ-তে বীরশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় কুশ কৌলীন্যবিশিষ্ট শৌর্য্যবান্ সুধীর পুত্র অতিথিকে াপনার তুল্য সর্ব্বগুণে গুণশালী দেখিয়া নিজের রূপান্তর বলিয়াই বিবেচনা রিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তদনন্তর কোন সময়ে কুশ বংশের নিয়মানুসারে যুদ্ধে দেবরাজের সাহায্যার্থ মন করেন, সেই যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য (তাঁহার হস্তে) নিহত হয় এবং তিনিও ত্যকরে জীবন বিসর্জ্জন করেন ॥ ৫ ॥ জ্যোৎস্না যেমন কুমুদানন্দকর চন্দ্রের নুগামিনী হয়, নাগরাজভগিনী কুমুদ্বতীও সেইরূপ নিজ পতি অতিথির সহ-মনী হইলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহারা উভয়ে সুরধামে গমন পূর্ব্বক এক জন দেবরাজের াসনের ভাগী হইলেন, দ্বিতীয়া কুমুদ্বতী ইন্দ্রাণীর সহচরীরূপে পারিজাত-পুষ্পের াংশভাগিনী হইয়া অবস্থিতি করিলেন ॥ ৭ ॥

তদাত্মসম্ভবং রাজ্যে মন্ত্রিবৃদ্ধাঃ সমাদধুঃ।
স্মরন্তঃ পশ্চিমামাজ্ঞাং ভর্ত্তুঃ সংগ্রামযায়িনঃ ॥ ৮ ॥
তে তস্য কল্পয়ামাসুরভিষেকায় শিল্পিভিঃ।
বিমানং নবমুদ্বেদি চতুঃস্তম্ভপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৯ ॥
তত্রৈনং হেমকুম্ভেষু সম্ভৃতৈস্তীর্থবারিভিঃ।
উপতস্থুঃ প্রকৃতয়ো ভদ্রপীঠোপবেশিতম্ ॥ ১০ ॥
নদদ্ভিঃ স্নিগ্ধগম্ভীরং তূর্য্যৈরাহতপুষ্করৈঃ।
অন্বমীয়ত কল্যাণং তস্যাবিচ্ছিন্নসন্ততি ॥ ১১ ॥
দূর্ব্বাযবাঙ্কুরপ্লক্ষত্বগভিন্নপুটোত্তরান্।
জ্ঞাতিবৃদ্ধৈঃ প্রযুক্তান্ স ভেজে নীরাজনাবিধীন্ ॥ ১২ ॥
পুরোহিতপুরোগাস্তং জিষ্ণুং জৈত্রৈরথর্ব্বভিঃ।
উপচক্রমিরে পূর্ব্বমভিষেক্তুং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩ ॥
তস্যৌঘমহতী মূর্দ্ধ্নি নিপতন্তী ব্যরোচত।
সশব্দমভিষেকশ্রীর্গঙ্গেব ত্রিপুরদ্বিষঃ ॥ ১৪ ॥

এ দিকে প্রাচীন সচিববৃন্দ সমরগমনোদ্যত রাজার চরম আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র অতিথিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৮ তাঁহারা অতিথির অভিষেকের জন্য শিল্পিবৃন্দ দ্বারা সমুচ্চ বেদিবিশিষ্ট স্তম্ভচতুষ্টয়ে উপর একটি অভিনব পটমণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন ॥ ৯ ॥ সেই মণ্ডপমধ্যে ভদ্রপীঠে উপর অতিথি সমাসীন হইলে প্রজাপুঞ্জ তাঁহার অভিষেকার্থ আনীত স্বর্ণকলসস্থ তীর্থোদক লইয়া উপস্থিত হইল ॥ ১০ ॥ তখন করতাড়িত হইয়া তূর্য্যের সুমধুর গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল ; বোধ হইল যেন, সেই শব্দ অতিথির ভবিষ্যৎ কল্যাণ-সন্ততি বিঘোষিত করিতেছে ॥ ১১ ॥ তখন প্রাচীন জ্ঞাতিবৃন্দ দূর্ব্বা, যবাঙ্কুর, বটবৃক্ষের বল্কল ও নূতন পল্লব দ্বারা তাঁহার নীরাজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১২ ॥ পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা প্রথমেই জয়সাধন অথর্ব্ববেদকথিত মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে জয়শীল অতিথির অভিষেকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ অতিথির মস্তকোপরি সশব্দে জলধারা পড়িতে লাগিল ; বোধ হইল যেন, ত্রিপুরারি মহেশ্বরের শীর্ষপ্রদেশে জাহ্নবী-প্রবাহ পতিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। ১৪

স্তূয়মানঃ ক্ষণে তস্মিন্নলক্ষ্যত স বন্দিভিঃ।
প্রবৃদ্ধ ইব পর্জ্জন্যঃ সারঙ্গৈরভিনন্দিতঃ॥ ১৫॥
তস্য সন্মন্ত্রপূতাভিঃ স্নানমদ্ভিঃ প্রতীচ্ছতঃ।
ববৃধে বৈদ্যুতস্যাগ্নের্বৃষ্টিসেকাদিব দ্যুতিঃ॥ ১৬॥
স তাবদভিষেকান্তে স্নাতকেভ্যো দদৌ বসু।
যাবত্তেষাং সমাপ্যেরন্ যজ্ঞাঃ পর্য্যাপ্তদক্ষিণাঃ॥ ১৭॥
তে প্রীতমনসস্তস্মৈ যামাশিষমুদীরয়ন্।
সা তস্য কর্ম্মনির্বৃত্তৈর্দূরং পশ্চাৎ কৃতা ফলৈঃ॥ ১৮॥
বন্ধচ্ছেদং স বদ্ধানাং বধার্হাণামবধ্যতাম্।
ধূর্য্যাণাঞ্চ ধুরো মোক্ষমদোহঞ্চাদিশদ্গবাম্॥ ১৯॥
ক্রীড়াপতত্রিণোঽপ্যস্য পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ।
লব্ধমোক্ষাস্তদাদেশাৎ যথেষ্টগতয়োঽভবন্॥ ২০॥
ততঃ কক্ষান্তরন্যস্তং গজদন্তাসনং শুচি।
সোত্তরচ্ছদমধ্যাস্ত নেপথ্যগ্রহণায় সঃ॥ ২১॥

লদজালের আবির্ভাবে চাতক যেমন তাহার অভিনন্দন করে, তখন স্তুতিপাঠ-করা উপস্থিত হইয়া সেইরূপ অতিথির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল॥ ১৫॥ বর্ষাকালে দ্যুদগ্নি যেমন অধিকতর দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, মন্ত্রপূত শুদ্ধজলে অভিষিক্ত হইয়া তিথি সেইরূপ দ্বিগুণতর দীপ্তি ধারণ করিলেন॥ ১৬॥ অভিষেকক্রিয়া সমাপ্ত ইলে অতিথি স্নাতক ব্রাহ্মণদিগকে এই পরিমাণে ধনদান করিলেন যে, তাহারা তাঁহাদিগের ভূরিদক্ষিণ বহুযজ্ঞ সম্পাদিত হয়॥ ১৭॥ বিপ্রবৃন্দ প্রফুল্লচিত্তে াজা অতিথিকে যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাঁহার জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে উহার ফল স সময়ে ফলিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইল না॥ ১৮॥ রাজা অতিথি তখন এই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে) কারাবদ্ধ ব্যক্তিদিগের কারামোচন করিয়া দিলেন, বধার্হ ব্যক্তিগণের বধদণ্ড নিবারণ করিলেন, ভারবাহী বলীবর্দ্দ প্রভৃতি পশুদিগের ভারমোচনের ব্যবস্থা করিলেন এবং বৎস-সকলের দুগ্ধপানার্থ ধেনুবৃন্দের দোহন করা নিবারণ করিলেন॥ ১৯॥ তাঁহার আজ্ঞায় পিঞ্জররুদ্ধ শুক প্রভৃতি ক্রীড়ন-পক্ষীরা বন্ধন-মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থিত হইল॥ ২০॥

তদনন্তর রাজা কুশ বিভূষণে বিভূষিত হইবার জন্য একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ

তং ধূপাশ্যানকেশান্তং তোয়নির্ম্মুক্তপাণয়ঃ।
আকল্পসাধনৈস্তৈস্তৈরুপসেদুঃ প্রসাধকাঃ॥ ২২॥
তেঽস্য মুক্তাগুণোন্নদ্ধং মৌলিমন্তর্গতস্রজম্।
প্রত্যূপুঃ পদ্মরাগেণ প্রভামণ্ডলশোভিনা॥ ২৩॥
চন্দনেনাঙ্গরাগঞ্চ মৃগনাভিসুগন্ধিনা।
সমাপয্য ততশ্চক্রুঃ পত্রং বিন্যস্তরোচনম্॥ ২৪॥
আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী হংসচিহ্নদুকূলবান্।
আসীদতিশয়প্রেক্ষ্যঃ স রাজশ্রীবধূবরঃ॥ ২৫॥
নেপথ্যদর্শিনশ্ছায়া তস্যাদর্শে হিরন্ময়ে।
বিররাজোদিতে সূর্য্যে মেরৌ কল্পতরোরিব॥ ২৬॥
স রাজককুদব্যগ্রপাণিভিঃ পার্শ্ববর্ত্তিভিঃ।
যযাবুদীরিতালোকঃ সুধর্ম্মানবমাং সভাম্॥ ২৭॥
বিতানসহিতং তত্র ভেজে পৈতৃকমাসনম্।
চূড়ামণিভিরুদ্ঘৃষ্টপাদপীঠং মহীক্ষিতাম্॥ ২৮॥

করিলেন। তথায় আস্তরণাবৃত গজদন্তখচিত আসন বিন্যস্ত ছিল; সেই পবিত্র আসনে তিনি সমাসীন হইলেন॥ ২১॥ প্রসাধকেরা জল দ্বারা হস্ত ধৌত করিয়া গন্ধমাল্যাদি সুখসেব্য সামগ্রী দ্বারা অতিথির বেশ রচনা করিয়া দিল। সেই সময়ে ধূপোত্তাপে অতিথিরও কেশপাশ শুষ্ক হইয়াছিল। প্রসাধকেরা সেই কেশ-কলাপে সমুদ্ভাসিত মৌক্তিকমালা বেষ্টন করিল এবং সমুজ্জ্বল পদ্মরাগমণিতে খচিত করিয়া দিল॥ ২২-২৩॥ তৎপরে মৃগনাভি-সুবাসিত চন্দন দ্বারা তাঁহার অঙ্গ বিলেপন পূর্ব্বক রোচনা দ্বারা পত্রাবলী রচনা করিল॥ ২৪॥ মাল্য, সমগ্র বিভূষণ ও হংসাঙ্কিত পট্টবসন ধারণ করিয়া রাজা অতিথি বধূ রাজশ্রীর পরিণেতার ন্যায় রমণীয়দর্শন হইলেন॥ ২৫॥ তিনি যখন কাঞ্চনমুকুরে আপনার বেশবিন্যাস দর্শন করেন, তখন তন্মধ্যে তাঁহার প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, সূর্য্যোদয়সময়ে সুমেরুগিরিস্থিত কল্পতরুর প্রতিচ্ছায়া শোভা পাইতেছে॥ ২৬॥ তখন অনুচরবৃন্দ ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া জয়শব্দোচ্চারণ সহকারে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইল॥ ২৭॥

অনন্তর অতিথি সুরসভা সদৃশ রাজসভায় গমন পূর্ব্বক পাদপীঠবিশিষ্ট চন্দ্রা-

শুশুভে তেন চাক্রান্তং মঙ্গলায়তনং মহৎ।
শ্রীবৎসলক্ষণং বক্ষঃ কৌস্তুভনেব কেশবম্॥ ২৯॥
বভৌ ভূয়ঃ কুমারত্বাদধিরাজ্যমবাপ্য সঃ।
রেখাভাবাদুপারূঢ়ঃ সামগ্র্যমিব চন্দ্রমাঃ॥ ৩০॥
প্রসন্নমুখরাগং তং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণম্।
মূর্ত্তিমন্তমমন্যন্ত বিশ্বাসমনুজীবিনঃ॥ ৩১॥
স পুরং পুরহূতশ্রীঃ কল্পদ্রুমনিভধ্বজম্।
ক্রমমাণশ্চকার দ্যাং নাগেনৈরাবতৌজসা॥ ৩২॥
তস্যৈকস্যোচ্ছ্রিতং ছত্রং মূর্দ্ধ্নি তেনামলত্বিষা।
পূর্ব্বরাজবিয়োগৌষ্ম্যং কৃৎস্নস্য জগতো হৃতম্॥ ৩৩॥
ধূমাদগ্নেঃ শিখাঃ পশ্চাদুদয়াদংশবো রবেঃ।
সোঽতীত্য তেজসাং বৃত্তিং সমমেবোত্থিতো গুণৈঃ॥ ৩৪॥
তং প্রীতিবিশদৈর্নেত্রৈরন্বয়ুঃ পৌরযোষিতঃ।
শরৎপ্রসন্নৈর্জ্যোতির্ভির্বিভাবর্য্য ইব ধ্রুবম্॥ ৩৫॥

অপরাজিত পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই পাদপীঠ অন্যান্য রাজগণের চূড়ামণি-ঘর্ষণে রেখাঙ্কিত॥ ২৮॥ অতিথি সিংহাসনে সমাসীন হইলে বোধ হইল যেন, কল্যাণময় শ্রীবৎসসভাতলে, শ্রীবৎসচিহ্নিত কৌস্তুভমণি-বিরাজিত কেশববক্ষের ন্যায় ঐ সভা শোভা ধারণ করিয়াছে॥ ২৯॥ রাজনন্দন অতিথি বাল্যকালেই যৌবরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, পরে অধিরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র-রেখান্তে পূর্ণতা-প্রাপ্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন॥৩০॥ অনুজীবী ব্যক্তিরা সেই প্রফুল্লমুখকান্তি স্মিতপূর্ব্বভাষী রাজা অতিথিকে প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের ন্যায় মূর্ত্তিমান্ বিবেচনা করিতে লাগিল॥ ৩১॥ ইন্দ্রতুল্য শ্রীমান্ অতিথি ঐরাবতোপম বলবান্ বারণরাজের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সমন্তাৎ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কল্পতরুতুল্য ধ্বজদণ্ড-বিমণ্ডিত রাজধানী অযোধ্যাকে অমরপুরীর সদৃশ করিয়া তুলিলেন॥ ৩২॥ সেই অদ্বিতীয় রাজা অতিথির শীর্ষদেশে বিমলকান্তি আতপত্র ধৃত হইলে পূর্ব্ব-নৃপতি-বৃন্দের বিরহসম্ভূত জগতের সমগ্র খেদ দূরীভূত হইল॥ ৩৩॥ ধূমনির্গমনের পর অগ্নির শিখা বহির্গত হইয়া থাকে, সূর্য্যের উদয়ের পর রশ্মিমালা বিনির্গত হয়; কিন্তু রাজা অতিথি তেজীয়ান্‌গণের এই প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ সকল অতিক্রম পূর্ব্বক যুগপৎ সমগ্র গুণের সহিত অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩৪॥ শারদীয়া রজনী যেরূপ

অযোধ্যাদেবতাশ্চৈনং প্রশস্তায়তনার্চ্চিতাঃ।
অনুদধ্যুরনুধ্যেয়ং সান্নিধ্যৈঃ প্রতিমাগতৈঃ॥ ৩৬॥
যাবন্নাশ্যায়তে বেদিরভিষেকজলাপ্লুতা।
তাবদেবাস্য বেলান্তং প্রতাপঃ প্রাপ দুঃসহঃ॥ ৩৭॥
বশিষ্ঠস্য গুরোর্মন্ত্রাঃ সায়কাস্তস্য ধন্বিনঃ।
কিং তং সাধ্যং যদুভয়ে সাধয়েয়ুর্ন সঙ্গতাঃ॥ ৩৮॥
স ধর্ম্মস্থসখঃ শশ্বদর্থিপ্রত্যর্থিনাং স্বয়ম্।
দদর্শ সংশয়চ্ছেদ্যান্ ব্যবহারানতন্দ্রিতঃ॥ ৩৯॥
ততঃ পরমভিব্যক্তসৌমনস্যনিবেদিতৈঃ।
যুযোজ পাকাভিমুখৈর্ভৃত্যান্ বিজ্ঞাপনাফলৈঃ॥ ৪০॥
প্রজাস্তদ্‌গুরুণা নদ্যো নভসেব বিবর্দ্ধিতাঃ।
তস্মিংস্তু ভূয়সীং বৃদ্ধিং নভস্যে তা ইবাযযুঃ॥ ৪১॥

প্রফুল্লতারকারূপ নয়নদ্বারা ধ্রুবতারা নিরীক্ষণ করে, পুরবালারাও সেইরূপ প্রীতি বিকসিতনেত্রে অতিথিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল॥ ৩৫॥ অযোধ্যার প্রশ আয়তনে যে সমস্ত দেববিগ্রহ বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা যথাযথ পূজিত হইলে এবং নিজ নিজ প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হইয়া অনুগ্রহপাত্র অতিথির মঙ্গলচিন্তনে নিরত রহিলেন॥ ৩৬॥ অতিথি যে অভিষেকবেদীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেই অভিষেকসলিল শুষ্ক হইতে না হইতেই তাঁহার দুঃসহ প্রতাপ সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত গমন করিল॥ ৩৭॥ কুলগুরু ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠের মন্ত্রশক্তি এবং ধনুর্দ্ধর অতিথির বাণসমূহ, এই দুইটি সমবেত হইলে কোন কার্য্য তাঁহাদের ক্ষমতার অতীত হইত না॥ ৩৮॥ তিনি নিরন্তর ধর্ম্মশীল সভ্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রত্যহ নিরলসভাবে অর্থি-প্রত্যর্থিগণের সন্দেহ হেতু অবশ্যনির্ণেয় ঋণদানাদি বিরোধ সকল নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন॥ ৩৯॥ ভৃত্যেরা তাঁহাকে নানারূপ সংবাদ প্রদান করিলে ব্যবহারাদি দর্শনান্তে তিনি তাহাদিগকে আশাধিক বহু অর্থ প্রদান করিতেন। তখন তাঁহার বদনের প্রফুল্লতাদি মনঃপ্রসাদ বুঝিতে পারিয়া সকলেই সম্যক বুঝিতে পারিত যে, পুরস্কারদানস্বরূপ ফল ফলিত হইয়াছে॥ ৪০॥ তাঁহার পিতা কুশের শাসনকালে প্রজাপুঞ্জ শ্রাবণমাসের নদীর ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু এখন তাঁহার শাসনকালে যেন ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত

যদুবাচ ন তন্মিথ্যা যদ্দদৌ ন জহার তৎ ।
সোঽভূদ্ভগ্নব্রতঃ শত্রূনুদ্ধৃত্য প্রতিরোপয়ন্‌ ॥ ৪২ ॥
বয়োরূপবিভূতীনামেকৈকং মদকারণম্‌ ।
তানি তস্মিন্‌ সমস্তানি ন তস্যোৎসিষিচে মনঃ ॥ ৪৩ ॥
ইত্থং জনিতরাগাসু প্রকৃতিষ্বনুবাসরম্‌ ।
অক্ষোভ্যঃ স নবোঽপ্যাসীৎ দৃঢ়মূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৪৪ ॥
অনিত্যাঃ শত্রবো বাহ্যা বিপ্রকৃষ্টাশ্চ তে যতঃ ।
অতঃ সোঽভ্যন্তরান্‌ নিত্যান্‌ ষট্‌ পূর্ব্বমজয়দ্রিপূন্‌ ॥ ৪৫ ॥
প্রসাদাভিমুখে তস্মিন্‌ চপলাপি স্বভাবতঃ ।
নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাসীদনপায়িনী ॥ ৪৬ ॥
কাতর্য্যং কেবলা নীতিঃ শৌর্য্যং শ্বাপদচেষ্টিতম্‌ ।
অতঃ সিদ্ধিং সমেতাভ্যামুভাভ্যামন্বিয়েষ সঃ ॥ ৪৭ ॥

ইল ॥ ৪১ ॥ তিনি যে কথা উচ্চারণ করিতেন, কখন তাহা মিথ্যা হইত না ; াহা দান করিতেন, তাহা আর পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেন না ; কিন্তু একস্থানে কবল তাঁহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইত ; তাঁহার দ্বারা একবার যে সকল ত্রু উৎখাঁত হইত, তিনি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার তাহাদিগের নিজ নিজ পদে তিষ্ঠিত করিতেন ॥ ৪২ ॥ বয়ঃক্রম (যৌবন), রূপ ও বিভূতি ইহারা প্রত্যেকেই হঙ্কারের হেতুভূত ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাতে এই সকল একত্র সমবেত ইলেও তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার ঘটে নাই ॥ ৪৩ ॥ এই হেতু প্রজাপুঞ্জ ন দিন তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল । নবীন-নৃপতিপদে প্রতি-ত হইলেও তিনি দৃঢ়মূল বৃক্ষের ন্যায় অপ্রধৃষ্য হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥ বাহ্যশত্রুগণ নিত্য, সুতরাং তাহারা দূরবর্ত্তী ; এই কারণে সর্ব্বাগ্রে তিনি আভ্যন্তর কামাদি ্রিপুকে পরাজিত করিলেন ॥ ৪৫ ॥ নিকষপাষাণে স্বর্ণরেখা যেমন নিশ্চলভাবে বস্থিতি করে, স্বভাবচঞ্চলা কমলাদেবী সেইরূপ রাজা অতিথির নিকট অচলা য়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ যে নীতিতে শৌর্য্য বিদ্যমান থাকে, হা ভীরুতার চিহ্ন আর কেবলমাত্র শৌর্য্যও হিংস্রের আচরণসদৃশ ; সুতরাং জা অতিথি ঐ উভয়ের সাহায্যেই জয়লাভের অনুসন্ধান করিতেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি

ন তস্য মণ্ডলে রাজ্ঞো ন্যস্তপ্রণিধিদীধিতেঃ।
অদৃষ্টমভবৎ কিঞ্চিৎ বভ্রস্যেব বিবস্বতঃ ॥ ৪৮ ॥
রাত্রিন্দিববিভাগেষু যদাদিষ্টং মহীক্ষিতাম্।
তৎ সিষেবে নিয়োগেন স বিকল্পপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৯ ॥
মন্ত্রঃ প্রতিদিনং তস্য বভূব সহ মন্ত্রিভিঃ।
স জাতু সেব্যমানোঽপি গুপ্তদ্বারো ন সূচ্যতে ॥ ৫০ ॥
পরেষু স্বেষু চ ক্ষিপ্তৈরবিজ্ঞাতপরস্পরৈঃ।
সোঽপসর্পৈর্জজাগার যথাকালং স্বপন্নিব ॥ ৫১ ॥
দুর্গাণি দুর্গ্রহাণ্যাসংস্তস্য রোদ্ধুরপি দ্বিষাম্।
ন হি সিংহো গজাস্কন্দী ভয়াদ্গিরিগুহাশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
ভব্যমুখ্যাঃ সমারম্ভাঃ প্রত্যবেক্ষ্যা নিরত্যয়াঃ।
গর্ভশালিসধর্ম্মাণস্তস্য গূঢ়ং বিপেচিরে ॥ ৫৩ ॥

প্রণিধিরূপ (চররূপ) রশ্মি প্রেরণ পূর্ব্বক মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আপনার সাম্রাজ্যের সকল সংবাদই জ্ঞাত হইতেন॥ ৪৮॥ মনুপ্রমুখ মহর্ষিবৃন্দ অহোরাত্রের বিভাগ করিয়া যে সময়ে যে কর্ম্ম করিবার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, অতিথি অসংশয়ে তাহা সম্পাদন করিতেন, সে বিষয়ে কদাচ বিমুখ হইতেন না॥ ৪৯ তিনি প্রত্যহ অমাত্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতেন ; ঐ সকল মন্ত্রণা প্রতিদিন আলোচিত হইত বটে, কিন্তু চিত্তগত ভাব ও বাহিক আকার দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইত না॥ ৫০ ॥ নিজ পক্ষেই হউক, অথবা বিপক্ষের পক্ষেই হউক, তিনি যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিতেন, সেই সমস্ত চরেরা পরস্পর পরস্পরকে (চর বলিয়া) জানিতে সমর্থ হইত না ; সুতরাং রাজা অতিথি যথাসময়ে নিদ্রিত হইলেও চর দ্বারা জাগরিত থাকিতেন॥ ৫১ ॥ বিপক্ষ-কুলের অবরোধকারী রাজা অতিথির দুর্গ সকল দুরতিক্রম্য ছিল, তিনি যে বিপক্ষের ভয়ে দুর্গের দৃঢ়তাসম্পাদন করিতেন, তাহা নহে। কারণ, বারণনিহন্তা মৃগরাজ কদাচ হস্তীর ভয়ে পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করে না॥ ৫২ ॥ শালিধান্য যেমন গর্ভমধ্যে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া পরিপক্ক হয়, অতিথি বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করিতেন, বিঘ্নশূন্য শুভফলপ্রদ সেই সমস্ত কার্য্যও সেই প্রকার গূঢ়ভাবে সম্পাদিত হইত॥৫৩॥

অপথেন প্রববৃতে ন জাতূপচিতোঽপি সঃ।
বৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ॥ ৫৪॥
কার্য্যং প্রকৃতিবৈরাগ্যং সদ্যঃ শময়িতুং ক্ষমঃ।
যস্য কার্য্যঃ প্রতীকারঃ স তন্নৈবোদপাদয়ৎ॥ ৫৫॥
শক্যেষ্বেবাভবদ্‌যাত্রা তস্য শক্তিমতঃ সতঃ।
সমীরণসহায়োঽপি নাম্ভঃপ্রার্থী দবানলঃ॥ ৫৬॥
ন ধর্ম্মমর্থকামাভ্যাং ববাধে ন চ তেন তৌ।
নার্থং কামেন কামং বা সোঽর্থেন সদৃশস্ত্রিষু॥ ৫৭॥
হীনান্যনুপকর্ত্তৃণি প্রবৃদ্ধানি বিকুর্ব্বতে।
তেন মধ্যমশক্তীনি মিত্রাণি স্থাপিতান্যতঃ॥ ৫৮॥
পরাত্মনোঃ পরিচ্ছিদ্য শক্ত্যাদীনাং বলাবলম্।
যযাবেভির্বলিষ্ঠশ্চেৎ পরস্মাদাস্ত সোঽন্যথা॥ ৫৯॥

[স]মুদ্রজল যেমন উদ্বেল হইলেও তাহা অপথে যায় না, নদীমুখেই ধাবিত হয়, [অ]তিথিও সেইরূপ নিরতিশয় উন্নতিশালী হইয়াও কখনও কুপথগামী হন নাই॥৫৪॥ [ব]হস। প্রজাপুঞ্জের বিরাগ জন্মিলে তিনি আশু তাহার প্রশমন করিতেন; কিন্তু [যে] বিরাগ প্রশমিত করিতে হয়, তাদৃশ কার্য্য প্রাণান্তেও তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত [হ]ইত না॥ ৫৫॥ শক্তিমান্‌গণের যে সকল শক্তি থাকা আবশ্যক, তিনি সেই [স]মস্ত শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন হইলেও, যাহাকে পরাভূত করিতে পারিবেন, ঈদৃশ [ব্য]ক্তির সঙ্গেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। কেন না, দাবাগ্নি বায়ুর সহায়তা প্রাপ্ত [হ]ইলে তৃণাদিরই অনুসন্ধান করে, জলের নিকট কখনই উপস্থিত হয় না॥ ৫৬॥ [ন]রপতি অতিথি কদাচ অর্থ-কাম দ্বারা ধর্ম্মের, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ-কামের, কাম দ্বারা [অ]র্থের অথবা অর্থ দ্বারা কামের অবহেলা করেন নাই। তিনি সমভাবেই ধর্ম্ম, [অ]র্থ ও কামে অনুরক্ত থাকিতেন॥ ৫৭॥ যাহারা হীনাবস্থ, তাহাদের সহিত [সৌ]হৃদ্যে কোন ফল নাই, আবার যাহারা অতিসমৃদ্ধিমান্, তাহাদের সহিত সৌহৃদ্যে [কু]ফলের উৎপত্তি হয়; এই বিবেচনায় অতিথি মধ্যাবস্থ লোকের সঙ্গেই সৌহৃদ্য [স্থা]পন করিতেন॥ ৫৮॥ তিনি আপনার বলবীর্য্যের সহিত শত্রুর বলবীর্য্যের [ন্যূ]নাধিক্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেন। যদি বুঝিতেন যে, শত্রু অপেক্ষা তিনি [অ]ধিক বলবান্, তাহা হইলে তাহার সহিত সংগ্রামার্থ যাত্রা করিতেন, যদি তাহার [বি]পরীত বুঝিতেন, তাহা হইলে সত্বরে নিবৃত্ত হইতেন॥ ৫৯॥ কোষ (ধনভাণ্ডার)

কোশেনাশ্রয়ণীয়ত্বমিতি তস্যার্থসংগ্রহঃ।
অম্বুগর্ভো হি জীমূতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে ॥ ৬০ ॥
পরকর্ম্মাপহঃ সোঽভূদুদ্যতঃ স্বেষু কর্ম্মসু।
আবৃণোদাত্মনো রন্ধ্রং রন্ধ্রেষু প্রহরন্ রিপূন্ ॥ ৬১ ॥
পিত্রা সংবর্দ্ধিতো নিত্যং কৃতাস্ত্রঃ সাম্পরায়িকঃ।
যস্য দণ্ডবতো দণ্ডঃ স্বদেহান্ন ব্যশিষ্যত ॥ ৬২ ॥
সর্পস্যেব শিরোরত্নং নাস্য শক্তিত্রয়ং পরঃ।
স চকর্ষ পরস্মাৎ তদয়স্কান্ত ইবায়সম্ ॥ ৬৩ ॥
বাপীষ্বিব স্রবন্তীষু বনেষূপবনেষ্বিব।
সার্থাঃ স্বৈরং স্বকীয়েষু চেরুর্বেশ্মস্বিবাদ্রিষু ॥ ৬৪ ॥
তপো রক্ষন্ স বিঘ্নেভ্যস্তস্করেভ্যশ্চ সম্পদঃ।
যথাস্বমাশ্রমৈশ্চক্রে বর্ণৈরপি ষড়ংশভাক্ ॥ ৬৫ ॥

পূর্ণ থাকিলে সকলেই বশ্যতা স্বীকার করে ; সুতরাং তিনি অর্থসঞ্চয় করিতেন কারণ, চাতকেরা জলগর্ভ মেঘেরই সেবা করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥ বিপক্ষের কার্য্যে যাহাতে বিঘ্ন ঘটে, রাজা অতিথি অগ্রে সেই বিষয়ে যত্নবান্ থাকিয়া পরে নিজ উদ্‌যোগী হইতেন এবং শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতেন ; কিন্তু আপনার রন্ধ্র নিরন্তর গুপ্তভাবে রাখিতেন ॥ ৬১ ॥ রাজা অতিথির পিতা কুশ যে সকল সৈন্যকে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত, সমরদক্ষ ও সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, অতিথি তাহাদিগকে নিজ দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন ॥ ৬২ ॥ সর্পের শীর্ষস্থিত মণি যেমন কেহই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, অতিথির শত্রুগণও সেইরূপ তাঁহার প্রভাবজ, মন্ত্রজ ও উৎসাহজ এই তিনটি শক্তিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই ; কিন্তু অয়স্কান্ত মণি দ্বারা যেমন লৌহ আকৃষ্ট হয়, অতিথিও সেইরূপ বিপক্ষের ঐ তিনটি শক্তিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥ তাঁহার অধিকারকালে বণিকেরা নদীতে দীর্ঘিকার ন্যায়, গহন বনে উদ্যানের ন্যায় এবং পর্ব্বতোপরি নিজ গৃহের ন্যায় যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিত ॥ ৬৪ ॥ অতিথি বিঘ্নজাল হইতে তপস্যা ও তস্কর হইতে সম্পত্তির রক্ষাবিধান করিতেন এবং ইহার বিনিময়ে ব্রহ্মচর্য্যাদি-চতুরাশ্রমস্থ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নিকট হইতে তাঁহাদিগের সঞ্চিত তপস্যা ও শস্যাদি সম্পদের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন ॥ ৬৫ ॥ তাঁহার অধিকারসময়ে ধরিত্রী আন...

খনিভিঃ সুষুবে রত্নং ক্ষেত্রৈঃ শস্যং বনৈর্গজান্‌।
দিদেশ বেতনং তস্মৈ রক্ষাসদৃশমেব ভূঃ ॥ ৬৬ ॥
স গুণানাং বলানাঞ্চ ষণ্ণাং ষণ্মুখবিক্রমঃ।
বভূব বিনিয়োগজ্ঞঃ সাধনীয়েষু বস্তুষু ॥ ৬৭ ॥
ইতি ক্রমাৎ প্রযুঞ্জানো রাজনীতিং চতুর্বিধাম্‌।
আতীর্থাদপ্রতীঘাতং স তস্যাঃ ফলমানশে ॥ ৬৮ ॥
কূটযুদ্ধবিধিজ্ঞোঽপি তস্মিন্‌ সন্মার্গযোধিনি।
ভেজেঽভিসারিকাবৃত্তিং জয়শ্রীর্বীরগামিনী ॥ ৬৯ ॥
প্রায়ঃ প্রতাপভগ্নত্বাদরীণাং তস্য দুর্লভঃ।
রণো গন্ধদ্বিপস্যেব গন্ধভিন্নান্যদন্তিনঃ ॥ ৭০ ॥
প্রবৃদ্ধৌ হীয়তে চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি তথাবিধঃ।
স তু তৎসমবৃদ্ধিশ্চ ন চাভূত্তাবিব ক্ষয়ী ॥ ৭১ ॥
সন্তস্তস্যাভিগমনাদত্যর্থং মহতঃ কৃশাঃ।
উদধেরিব জীমূতাঃ প্রাপুর্দাতৃত্বমর্থিনঃ ॥ ৭২ ॥

াহে রত্ন, ক্ষেত্রসকলে শস্য ও কাননপংক্তিতে গজসকল উৎপাদন পূর্ব্বক রাজার ক্ষাকার্য্যের অনুরূপ বেতন প্রদান করিতেন অর্থাৎ অতিথির রাজত্বকালে আকর ইতে বহু রত্ন, ক্ষেত্রে ভূরিপরিমাণ শস্য ও অরণ্যে অসংখ্য হস্তী উৎপন্ন হইত ॥৬৬॥ ানানসদৃশ বিক্রমশালী রাজা অতিথি সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্‌গুণের ও মূলভৃত্যাদি লর যথাকালে যথাযথ স্থানেই প্রয়োগ করিতেন ॥ ৬৭ ॥ এই প্রকারে যথানিয়মে জনীতিচতুষ্টয় প্রয়োগ পূর্ব্বক অষ্টাদশমন্ত্রবিষয়ে নির্ব্বিঘ্নে ফল প্রাপ্ত হইয়া-লেন ॥ ৬৮ ॥ কপটযুদ্ধের প্রণালী তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তিনি তাহা করিয়া ন্যায়যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইতেন। বীরপুরুষগামিনী জয়শ্রী যেন অভিসারিকা-ত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতেন ॥ ৬৯ ॥ মদস্রাবী হস্তীর মদগন্ধে রূপ অপর হস্তী নিরুদ্যম হইয়া বিমুখ হয়, অতিথির বিক্রমে বিপক্ষগণও সেইরূপ ৎসাহ হইয়াছিল; সুতরাং অতিথির পক্ষে যুদ্ধলাভ দুষ্প্রাপ্য হইয়া ঠিয়াছিল ॥ ৭০ ॥ নরপতি অতিথি চন্দ্র ও সাগরের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেন; ন্তু বৃদ্ধির আধিক্য হেতু চন্দ্র ও সাগরের যেরূপ ক্ষয় ঘটে, অতিথি সেরূপ ক্ষয় াপ্ত হন নাই ॥ ৭১ ॥ মেঘ যেমন সাগর হইতে জল লইয়া পুনর্ব্বার তাহা বর্ষণ

স্তূয়মানঃ স জিহ্রায় স্তুত্যমের সমাচরন্।
তথাপি ববৃধে তস্য তৎকারিদ্বেষিণো যশঃ ॥ ৭৩ ॥
দুরিতং দর্শনেন ঘ্নন্ তত্ত্বার্থেন নুদংস্তমঃ।
প্রজাঃ স্বতন্ত্রয়াঞ্চক্রে শশ্বৎ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৭৪ ॥
ইন্দোরগতয়ঃ পদ্মে সূর্য্যস্য কুমুদেঽংশবঃ।
গুণাস্তস্য বিপক্ষেঽপি গুণিনো লেভিরেঽন্তরম্ ॥ ৭৫ ॥
পরাভিসন্ধানপরং যদ্যপ্যস্য বিচেষ্টিতম্।
জিগীষোরশ্বমেধায় ধর্ম্ম্যমেব বভূব তৎ ॥ ৭৭ ॥
এবমুদ্যন্ প্রভাবেণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টবর্ত্মনা।
বৃষেব দেবা দেবানাং রাজ্ঞাং রাজা বভূব সঃ ॥ ৭৭ ॥
পঞ্চমং লোকপালানামূচুঃ সাধর্ম্ম্যযোগতঃ।
ভূতানাং মহতাং ষষ্ঠমষ্টমং কুলভূভৃতাম্ ॥ ৭৮ ॥

করে, সেইরূপ দীন সচ্চরিত্র প্রার্থীরা সেই উচ্চাশয় অতিথিসকাশে প্রার্থনাধিক অ
লাভ করিয়া তাহা দান পূর্ব্বক আপনারা দাতা নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন॥৭২
অতিথি স্তুতিবাদের উপযুক্ত কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন; কিন্তু কেহ তাঁহার প্রশংসা
প্রবৃত্ত হইলে যার পর নাই লজ্জা প্রাপ্ত হইতেন; তাহা হইলেও স্তাবকবিদ্বি
অতিথির কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল ॥ ৭৩ ॥ তিনি উদীয়মান সূর্য্যের ন্যা
দর্শনদান দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের পাপ দূর করিতেন এবং বস্তুতত্ত্বের প্রকাশ দ্বারা তাহা
দিগের অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট করিয়া দিতেন। এই প্রকারে নরপতি অতিথি প্রজা
পুঞ্জকে আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥ চন্দ্ররশ্মি কমলে প্রবেশ করে না
কুমুদেও সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হয় না; কিন্তু গুণবান্ রাজা অতিথির গুণরাজি বি
সপক্ষ কি বিপক্ষ সর্ব্বত্রই নির্ব্বিঘ্নে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অধিক কি, অশ্বমেধাং
দিগ্বিজয়েচ্ছু রাজার শত্রুপীড়নও ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছিল ॥ ৭৫-৭৬ ॥ ইন্দ্র যেরূপ সুর
বৃন্দের দেবতা, রাজা অতিথি সেইরূপ বিধিবিহিত মার্গে অবস্থিত থাকিয়া নিজ
প্রতাপে নৃপতিগণেরও নৃপতি হইয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥ তুল্যগুণবত্তা হেতু লোকে
তাঁহাকে ইন্দ্রাদি লোকপালচতুষ্টয়ের পঞ্চম, ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চকের ষষ্ঠ ও মহেন্দ্রাদি
সপ্তকুলপর্ব্বতের অষ্টম বলিয়া নির্দ্দেশ করিত ॥ ৭৮ ॥ দেবগণ যেমন সুরপতি

দূরাপবর্জ্জিতচ্ছত্রৈস্তস্যাজ্ঞাং শাসনার্পিতাম্‌।
দধুঃ শিরোভির্ভূপালা দেবাঃ পৌরন্দরীমিব ॥ ৭৯ ॥
ঋত্বিজঃ স তথানর্চ্চ দক্ষিণাভির্মহাক্রতৌ।
তথা সাধারণীভূতং নামাস্য ধনদস্য চ ॥ ৮০ ॥
ইন্দ্রাদ্‌বৃষ্টির্নিয়মিতগদোদ্রেকবৃত্তির্যমোঽভূৎ,
যাদোনাথঃ শিবজলপথঃ কর্ম্মণে নৌচরাণাম্‌।
পূর্ব্বাপেক্ষী তদনু বিদধে কোষবৃদ্ধিং কুবের-
স্তস্মিন্‌ দণ্ডোপনতচরিতং ভেজিরে লোকপালাঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অতিথিচরিতবর্ণনো নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

—ঃ০ঃ—

স নৈষধস্যার্থপতেঃ সুতায়ামুৎপাদয়ামাস নিষিদ্ধশত্রুঃ।
অনূনসারং নিষধান্নগেন্দ্রাৎ, পুত্রং যমাহুর্নিষধাখ্যমেব ॥ ১ ॥

ইন্দ্রের আদেশ পালন করেন, নৃপতিমণ্ডলী সেইরূপ দূর হইতে শীর্ষস্থিত ছত্র পরিহার পুরঃসর নিশ্ছত্র-মস্তকে অতিথির আদেশ পালন করিতেন ॥ ৭৯ ॥ অতিথি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যাজ্ঞিকদিগকে এরূপ ভূরিপরিমাণে দক্ষিণা দিয়াছিলেন যে, সেই সময়ে তিনি কুবের সদৃশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥ সুরপতি তাঁহার রাজ্যে ভূরিপরিমাণ জলবর্ষণ, শমনরাজ রোগের অভ্যুদয় নিবারণ এবং জলপতি বরুণদেব নৌবিহারীদের সুখসঞ্চরণার্থ জলপথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। রঘুপ্রমুখ পূর্ব্বতন মহা মহা বীরনৃপতিদিগের গৌরব স্মরণ পূর্ব্বক কুবের অতিথির কোষাগার ধনপরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। এই প্রকারে লোকপালবৃন্দ আশ্রিতের ন্যায় তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিতেন ॥ ৮১ ॥

শত্রুবিজেতা রাজা অতিথি নিষধেশ্বর অর্থপতির কন্যার গর্ভে নিষধ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্র পর্ব্বতপতি নিষধের ন্যায় বলবান্‌ ॥ ১ ॥

তেনোরুবীর্য্যেণ পিতা প্রজায়ৈ, কল্পিষ্যমাণেন ননন্দ যূনা।
সুবৃষ্টিযোগাদিব জীবলোকঃ, শস্যেন সম্পত্তিফলোন্মুখেন ॥ ২ ॥
শব্দাদিনির্বিশ্য সুখং চিরায়, তস্মিন্ প্রতিষ্ঠার্পিতরাজশব্দঃ।
কৌমুদ্বতেয়ঃ কুমুদাবদাতৈর্দ্যামর্জ্জিতাং কর্ম্মভিরারুরোহ ॥ ৩ ॥
পৌত্রঃ কুশস্যাপি কুশেশয়াক্ষঃ, সসাগরাং সাগরধীরচেতাঃ।
একাতপত্রাং ভুবমেকবীরঃ, পুরার্গলাদীর্ঘভুজো বুভোজ ॥ ৪ ॥
তস্যানলৌজাস্তনয়স্তদন্তে, বংশশ্রিয়ং প্রাপ নলাভিধানঃ।
যো নড্বলানীব গজঃ পরেষাং, বলান্যমৃদ্নান্নলিনাভবক্ত্রঃ ॥ ৫ ॥
নভশ্চরৈর্গীতযশাঃ স লেভে, নভস্তলশ্যামতনুং তনূজম্।
খ্যাতং নভঃশব্দময়েন নাম্না, কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্ ॥ ৬ ॥
তস্মৈ বিসৃজ্যোত্তরকোশলানাং, ধর্ম্মোত্তরস্তৎ প্রভবে প্রভুত্বম্।
মৃগৈরজর্য্যং জরসোপদিষ্টমদেহবন্ধায় পুনর্ববন্ধ ॥ ৭ ॥

সুবৃষ্টি হেতু শস্যসম্পত্তি ফলোন্মুখ হইলে জীবলোক যেমন প্রীতিলাভ করে, মহাবলশালী নিষধকে যৌবনকালে প্রজাপালনকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা স্থির করিয়া অতিথিও সেইরূপ আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২ ॥

তদনন্তর কুমুদ্বতীনন্দন অতিথি শব্দস্পর্শাদি সুখসাধন বিষয়সুখ ভোগ করিয়া (যথাকালে) নিজ পুত্র নিষধের প্রতি সাম্রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক অশ্বমেধাদি পবিত্রকর্ম্মলব্ধ ত্রিদিবধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩ ॥ পদ্মপলাশনয়ন, সমুদ্রবৎ ধৈর্য্যশালী, পুরদ্বয়ের অর্গলসদৃশ দীর্ঘবাহু, একবীর (অদ্বিতীয় বীর) কুশপৌত্র নিষধ একচ্ছত্রা সাগরমেখলা বসুন্ধরাকে পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ তদনন্তর যথাকালে রাজা নিষধ পরলোকে প্রস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র অগ্নিসম মহাতেজা নল রাজশ্রী প্রাপ্ত হইলেন। বারণপতি যেমন নলবন ভগ্ন করে, কমলানন নলও সেইরূপ শত্রুসমূহ বিমর্দ্দিত করিলেন ॥ ৫ ॥ সেই সময়ে বিমানচারী গন্ধর্ব্বেরা রাজা নলের কীর্ত্তিগাথা গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি গগনসম শ্যামবর্ণ একটি পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। আকাশের শব্দময় নাম হইতে সেই নলকুমারেরও নাম 'নাভ' বলিয়া প্রথিত হইল। শ্রাবণমাসের জলধারা যেমন লোকের প্রীতি উৎপাদন করে, নাভও সেইরূপ প্রকৃতিপুঞ্জের নিরতিশয় প্রীতিসাধন করিলেন ॥৬॥ ধর্ম্মপরায়ণ রাজা নল উপযুক্ত পুত্রের হস্তে অযোধ্যার আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক মোক্ষলাভবাসনায় বার্দ্ধক্যোচিত বনবাস আশ্রয় পূর্ব্বক মৃগকুল সহ পরিভ্রমণ

তেন দ্বিপানামিব পুণ্ডরীকো, রাজ্ঞামজয্যোঽজনি পুণ্ডরীকঃ।
শান্তে পিতর্য্যাহৃতপুণ্ডরীকা, যং পুণ্ডরীকাক্ষমিব শ্রিতা শ্রীঃ ॥ ৮ ॥
স ক্ষেমধন্বানমমোঘধন্বা, পুত্রং প্রজাক্ষেমবিধানদক্ষম্।
ক্ষ্মাং লম্ভয়িত্বা ক্ষময়োপপন্নং, বনে তপঃ ক্ষান্ততরশ্চচার ॥ ৯ ॥
অনীকিনীনাং সমরেঽগ্রযায়ী, তস্যাপি দেবপ্রতিমঃ সুতোঽভূৎ।
ব্যশ্রূয়তানীকপদাবসানং, দেবাদি নাম ত্রিদিবেঽপি যস্য ॥ ১০ ॥
পিতা সমারাধনতৎপরেণ, পুত্রেণ পুত্রী স যথৈব তেন।
পুত্রস্তথৈবাত্মজবৎসলেন, স তেন পিত্রা পিতৃমান্ বভূব ॥ ১১ ॥
পূর্ব্বস্তয়োরাত্মসমে চিরোঢ়ামাত্মোদ্ভবে বর্ণচতুষ্টয়স্য।
ধুরং নিধায়ৈকনিধির্গুণানাং, জগাম যজ্বা যজমানলোকম্ ॥ ১২ ॥
বশী সুতস্তস্য বংশবদত্বাৎ, স্বেষামিবাসীদ্দ্বিষতামপীষ্টঃ।
সকৃদ্বিবিগ্নানপি হি প্রযুক্তং, মাধুর্য্যমীষ্টে হরিণান্ গ্রহীতুম্ ॥ ১৩ ॥

রিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ দিক্‌হস্তিগণের মধ্যে পুণ্ডরীকনামক হস্তী যেমন শ্রেষ্ঠ, ঠও সেইরূপ নৃপতিমণ্ডলীর অজেয় 'পুণ্ডরীক' নামে পুত্র লাভ করিলেন। শ্বেত-ধারিণী কমলা দেবী যেমন বিষ্ণুকে আশ্রয় করেন, পিতা নাভের স্বর্গারোহণের রাজলক্ষ্মীও সেইরূপ পদ্মপলাশনয়ন পুণ্ডরীকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ ক্ষমধন্বা নামে পুণ্ডরীকের একটি পুত্র উৎপন্ন হইল।) অমোঘশরাসন পুণ্ডরীক তিপুঞ্জের হিতসাধনে নিরত, ক্ষমাশীল ক্ষেমধন্বার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক ন্তর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; তিনি বনবাসে গমন পূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হই-ন ॥ ৯ ॥ নরপতি ক্ষেমধন্বা দেবানীক নামে একটি পুত্র লাভ করিলেন। সেই বানীক সংগ্রামকালে সৈন্যবৃন্দের পুরোবর্ত্তী থাকিতেন ; সুরধামেও তাঁহার নাম সিদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ পিতৃসেবাপরায়ণ দেবানীককে লাভ করিয়া ক্ষেমধন্বা রূপ সুখ লাভ করিয়াছিলেন, দেবানীকও সেইরূপ পুত্রবৎসল পিতার স্নেহে পনাকে পিতৃমান্ জ্ঞান করিতেন ॥ ১১ ॥ গুণসমূহের একমাত্র আস্পদ রাজা মধন্বা আত্মসদৃশ পুত্রের প্রতি বিপ্রাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের চিরকৃত রক্ষাভার প্রদান র্বক ত্রিদিবধামে প্রস্থান করিলেন ॥১২॥ অহীনগু নামে দেবানীকের একটি পুত্র পন্ন হইল। সেই পুত্র পরম জিতেন্দ্রিয়। মৃগগণ একবার ভয় পাইলেও মাধুর্য্য-ণ পুনর্ব্বার যেরূপ বশীভূত হয়, অহীনগুও সেইরূপ প্রিয়ংবদতাগুণে আত্মীয়গণের

অহীনগুর্নাম স গাং সমগ্রামহীনবাহুদ্রবিণঃ শশাস।
যো হীনসংসর্গপরাঙ্মুখত্বাদ্যুবাপ্যনর্থৈর্ব্যসনৈর্বিহীনঃ॥ ১৪॥
গুরোঃ স চানন্তরমন্তরজ্ঞঃ, পুংসাং পুমানাদ্য ইবাবতীর্ণঃ।
উপক্রমৈরস্খলিতৈশ্চতুর্ভিশ্চতুর্দিগীশশ্চতুরো বভূব॥ ১৫॥
তস্মিন্ প্রয়াতে পরলোকযাত্রাং, জেতর্য্যরীণাং তনয়ং তদীয়ম্।
উচ্চৈঃশিরস্ত্বাজ্জিতপারিযাত্রং, লক্ষ্মীঃ সিষেবে কিল পারিযাত্রম্॥১৬॥
তস্যাভবৎ সূনুরুদারশীলঃ, শিলঃ শিলাপট্টবিশালবক্ষাঃ।
জিতারিপক্ষোঽপি শিলীমুখৈর্যঃ, শালীনতামব্রজদীড্যমানঃ॥ ১৭॥
তমাত্মসম্পন্নমনিন্দিতাত্মা, কৃত্বা যুবানং যুবরাজমেব।
সুখানি সোঽভুঙ্‌ক্ত সুখোপরোধি, বৃত্তং হি রাজ্ঞামুপরুদ্ধবৃত্তম্॥ ১৮॥
তং রাগবন্ধিষ্ববিতৃপ্তমেব, ভোগেষু সৌভাগ্যবিশেষভোগ্যম্।
বিলাসিনীনামরতিক্ষমাপি, জরা বৃথা মৎসরিণী জহার॥ ১৯॥

ন্যায় বিপক্ষদিগেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন॥ ১৩॥ ভুজবলসম্পন্ন দেবানীকনন্দন অহীনগু যৌবনাবস্থায় উপগত হইয়াও নীচসংসর্গে পরাঙ্মুখ ছিলেন; সুতরাং সুরাপানাদি কামরোষজনিত ব্যসনে তাঁহার বিরাগ জন্মিত; তিনি (যথাসময়ে) সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ পিতা দেবানীক দেহবিসর্জন করিলে, চারি অংশে অবতীর্ণ আদিপুরুষ বিষ্ণুর ন্যায় সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা অহীনগু চতুর্দ্দিকের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন॥ ১৫॥

তদনন্তর শত্রুবিজেতা অহীনগু সুরধামে প্রস্থান করিলে তাঁহার পুত্র পারিযাত্র আপন উন্নতমস্তক দ্বারা পারিযাত্র নামক কুলপর্ব্বতকে অতিক্রম করিলেন; রাজশ্রী তখন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন॥ ১৬॥ নরপতি পারিযাত্রের একটি পুত্র উৎপন্ন হইল; তাহার নাম শিল। এই পুত্র উদারচরিত এবং ইঁহার বক্ষঃ শিলা-পট্টের ন্যায় বিশাল। ইঁহার বাণে শত্রুপক্ষ পরাজিত হইত; কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি যার পর নাই লজ্জিত হইতেন॥ ১৭॥ রাজারা নানারূপ কার্য্যভার হেতু কারাবাসীর ন্যায় সুখভোগে নিরতিশয় বঞ্চিত থাকেন, এই কারণে অনিন্দিতচরিত্র পারিযাত্র সুবুদ্ধিমান্ যুবা পুত্র শিলকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে শান্তিসুখভোগে পরিলিপ্ত হইলেন॥ ১৮॥ অনুরাগজাত ভোগসুখে অতৃপ্ত সৌন্দর্য্য হেতু কামিনীকুলের একান্ত উপভোগ্য রাজা শিলের প্রতি রমণীগণের

উন্নাভ ইত্যুদ্‌গতনামধেয়স্তস্যাযথার্থোন্নতনাভিরন্ধ্রঃ।
সুতোঽভবৎ পঙ্কজনাভকল্পঃ, কৃৎস্নস্য নাভির্নৃপমণ্ডলস্য ॥ ২০ ॥
ততঃ পরং বজ্রধরপ্রভাবস্তদাত্মজঃ সংযতি বজ্রঘোষঃ।
বভূব বজ্রাকরভূষণায়াঃ, পতিঃ পৃথিব্যাঃ কিল বজ্রনাভঃ ॥ ২১ ॥
তস্মিন্ গতে দ্যাং সুকৃতোপলব্ধাং, তৎসম্ভবং শঙ্খণমর্ণবান্তা।
উৎখাতশত্রুং বসুধোপতস্থে, রত্নোপহারৈরুদিতৈঃ খনিভ্যঃ ॥ ২২ ॥
তস্যাবসানে হরিদশ্বধামা, পিত্র্যং প্রপেদে পদমশ্বিরূপঃ।
বেলাতটেষূষিতসৈনিকাশ্বং, পুরাবিদো যং ব্যুষিতাশ্বমাহুঃ ॥ ২৩ ॥
আরাধ্য বিশ্বেশ্বরমীশ্বরেণ, তেন ক্ষিতের্বিশ্বসহো বিজজ্ঞে।
পাতুং সহো বিশ্বসখঃ সমগ্রাং, বিশ্বম্ভরামাত্মজমূর্ত্তিরাত্মা ॥ ২৪ ॥
অংশে হিরণ্যাক্ষরিপোঃ স জাতে, হিরণ্যনাভে তনয়ে নয়জ্ঞঃ।
দ্বিষামসহ্যঃ সুতরাং তরূণাং, হিরণ্যরেতা ইব সানিলোঽভূৎ ॥ ২৫ ॥

তদর্শনে মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়াই যেন জরা তাঁহাকে একেবারে আয়ত্ত করিয়া লিল ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর রাজা শিল একটি পুত্র লাভ করিলেন; সেই রাজকুমার পদ্মনাভ-শ গভীরনাভিহ্রদবিশিষ্ট এবং সমগ্র রাজমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ; তিনি উন্নাভ নামে খ্যাতি লাভ করিলেন ॥ ২০ ॥ উন্নাভের পুত্রের নাম বজ্রনাভ। এই বজ্রনাভ ধর সুররাজের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এবং যুদ্ধে বজ্রনাদী। তিনি হীরকাকরালঙ্কৃতা ন্ধরার অধিপতি হইলেন ॥ ২১ ॥ এই বজ্রনাভ যথাকালে নিজ পুণ্যপ্রভাবে দিবধামে প্রস্থান করিলে তাঁহার পুত্র শত্রুহন্তা রাজা শঙ্খণ পৃথিবীর অধীশ্বর লেন; বসুন্ধরা দেবী আকরজাত রত্ন উপহার-দান দ্বারা ইহাঁর পরিচর্য্যা করিতে গিলেন ॥ ২২ ॥ রাজা শঙ্খণ ইহধাম পরিত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র পৈতৃক পদে ষ্ঠিত হন। ইনি অশ্বিনীকুমার তুল্য সুদৃশ্য এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। সমুদ্রোপ-ল ইহাঁর সৈন্য ও তুরঙ্গ সকল সন্নিবেশিত ছিল; এই হেতু পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ ইহাঁর ষিতাশ্ব নামকরণ করেন ॥ ২৩ ॥ নরপতি ব্যুষিতাশ্ব মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া শ্বসহ নামক একটি পুত্র প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বসহ নিখিল ধরিত্রীশাসনে সমর্থ ও শ্বর সখাস্বরূপ ছিলেন ॥ ২৪ ॥ বায়ুর সহায়তা প্রাপ্ত হইলে অগ্নি যেমন বৃক্ষ-হের অসহ্য হয়, সেইরূপ নীতিবিশারদ বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভের তেজ শত্রু-লের পক্ষে নিরতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠিল। এই পুত্র হিরণ্যাক্ষরিপু বিষ্ণুর

পিতা পিতৄণামনৃণস্তমন্তে, বয়স্যনন্তানি সুখানি লিপ্সুঃ।
রাজানমাজানুবিলম্বিবাহুং, কৃত্বা কৃতী বল্কলবান্ বভূব ॥ ২৬॥
কৌশল্য ইত্যুত্তরকোশলানাং, পত্যুঃ পতঙ্গান্বয়ভূষণস্য।
তস্যৌরসঃ সোমসুতঃ সুতোঽভূৎ, নেত্রোৎসবঃ সোম ইব দ্বিতীয়ঃ ॥২৭॥
যশোভিরাব্রহ্মসভং প্রকাশঃ, স ব্রহ্মভূয়ং গতিমাজগাম।
ব্রহ্মিষ্ঠমাধায় নিজেঽধিকারে, ব্রহ্মিষ্ঠমেব স্বতনুপ্রসূতম্ ॥ ২৮ ॥
তস্মিন্ কুলাপীড়নিভে নিপীড়ং, সম্যঙ্‌মহীং শাসতি শাসনাঙ্কাম্।
প্রজাশ্চিরং সুপ্রজসি প্রজেশে, ননন্দুরানন্দজলাবিলাক্ষ্যঃ ॥ ২৯ ॥
পাত্রীকৃতাত্মা গুরুসেবনেন, স্পষ্টাকৃতিঃ পত্ররথেন্দ্রকেতোঃ।
তং পুত্রিণাং পুষ্করপত্রনেত্রঃ, পুত্রঃ সমারোপয়দগ্রসঙ্খ্যাম্ ॥ ৩০ ॥
বংশস্থিতিং বংশকরেণ তেন, সম্ভাব্য ভাবী স সখা মঘোনঃ।
উপস্পৃশন্ স্পর্শনিবৃত্তলৌল্যস্ত্রিপুষ্করেষু ত্রিদশত্বমাপ ॥ ৩১ ॥

অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ প্রজাপতি কৃতী বিশ্বসহ পুত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চরমবয়সে অবিনশ্বর সুখপ্রাপ্তির বাসনায় আজানুলম্বিতবাহু হিরণ্যনাভকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনবাসে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬ ॥ তদনন্তর সূর্য্যকুলতিলক অযোধ্যানাথ যাগশীল হিরণ্যনাভ কৌশল্য নামে একটি লোচনানন্দপ্রদ দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় ঔরসপুত্র লাভ করিলেন ॥ ২৭ ॥ কৌশল্যের কীর্ত্তিপ্রভা দ্বারা ব্রহ্মসভা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল; তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ নামে একটি পুত্র লাভ করেন। যথাকালে কৌশল্য সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মিষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮ ॥

রঘুবংশবিভূষণ প্রজাপালক ব্রহ্মিষ্ঠ আপনার শাসনাঙ্কিত বসুন্ধরা সম্যক্‌প্রকারে শাসন করিতে আরম্ভ করিলে হর্ষাশ্রু দ্বারা আপ্লুতচক্ষু প্রজাবৃন্দ বহুদিন যাবৎ প্রীত হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মিষ্ঠের একটি পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম পুত্র। তিনি পিতা প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষা দ্বারা আপনাকে উপযুক্ত পাত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন এবং তাঁহার আকৃতি বিষ্ণুর সদৃশ। এই পুত্র দ্বারা ব্রহ্মিষ্ঠ পুত্রবান্‌গণের মধ্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ বিষয়নিস্পৃহ, সুরপতির ভাবী প্রিয়সখা ব্রহ্মিষ্ঠ বংশধর পুত্র দ্বারা আপনার কুলমর্য্যাদা রক্ষা

তস্য প্রভানির্জ্জিতপুষ্পরাগং, পৌষ্যান্তিথৌ পুষ্যমসূত পত্নী।
তস্মিন্নপুষ্যন্নুদিতে সমগ্রাং, পুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইব দ্বিতীয়ে॥ ৩২॥
মহীং মহেচ্ছঃ পরিকীর্য্য সূনৌ, মনীষিণে জৈমিনয়েঽর্পিতাত্মা।
তস্মাৎ সযোগাদধিগম্য যোগং, অজন্মনেঽকল্পত জন্মভীরুঃ॥ ৩৩॥
ততঃ পরং তৎপ্রভবঃ প্রপেদে, ধ্রুবোপমেয়ো ধ্রুবসন্ধিরুর্ব্বীম্।
যস্মিন্নভূজ্জ্যায়সি সত্যসন্ধে, সন্ধির্ধ্রুবঃ সন্নমতামরীণাম্॥ ৩৪॥
সুতে শিশাবেব সুদর্শনাখ্যে, দর্শাত্যয়েন্দুপ্রিয়দর্শনে সঃ।
মৃগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী, সিংহাদবাপদ্বিপদং নৃসিংহঃ॥ ৩৫॥
স্বর্গামিনস্তস্য তমৈকমত্যাদমাত্যবর্গঃ কুলতন্তুমেকম্।
অনাথদীনাঃ প্রকৃতীরবেক্ষ্য, সাকেতনাথং বিধিবচ্চকার॥ ৩৬॥
নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ং, শাবৈকসিংহেন চ কাননেন।
রঘোঃ কুলং কুট্মলপুষ্করেণ, তোয়েন চাপ্রৌঢ়নরেন্দ্রমাসীৎ॥ ৩৭॥

করিয়া স্বর্গলাভবাসনায় পুষ্করতীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩১॥ রাজা পুত্রের মহিষী পৌর্ণমাসী তিথিতে পুষ্য নামে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমার পুষ্পরাগ মণি অপেক্ষাও অধিকতর তেজস্বী। দ্বিতীয় পুষ্যানক্ষত্রের ন্যায় পুষ্যের আবির্ভাবে প্রকৃতিপুঞ্জ নিরতিশয় উন্নতি প্রাপ্ত হইল॥ ৩২॥ উচ্চাভিলাষী রাজা পুনর্জ্জন্মে ভীত হইয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ববিশারদ মহাযোগী জৈমিনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; তৎপরে পুনর্জ্জন্মশান্তির অভিলাষে যোগবিদ্যা লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩৩॥

তদনন্তর ধর্ম্মশীল পুষ্যনন্দন ধ্রুব-সদৃশ ধ্রুবসন্ধি ধরিত্রীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন; সত্যসন্ধ রাজশ্রেষ্ঠ সেই ধ্রুবসন্ধির নিকট অনুদ্ধত শত্রুকুলের সন্ধি কদাচ ভগ্ন হয় নাই॥ ৩৪॥ রাজা ধ্রুবসন্ধি সুদর্শন নামে একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন; এই পুত্র প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য। এই পুত্রের যখন শৈশবাবস্থা, সেই সময়েই মৃগয়াবিহারী, মৃগলোচন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ধ্রুবসন্ধি সিংহের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন॥ ৩৫॥ তদনন্তর প্রজাপুঞ্জের দীনদশা দেখিয়া, মন্ত্রিগণ একমত হইয়া মৃত রাজকুলের অবলম্বন-স্বরূপ সেই শিশুপুত্র সুদর্শনকে যথাবিধি অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন॥ ৩৬॥ তখন সেই শিশুরাজপালিত রঘুকুল নবোদিতচন্দ্রমারাজিত নভস্তলের ন্যায়, একমাত্র সিংহশাবকমণ্ডিত বনের ন্যায় এবং

লোকেন ভাবী পিতুরেব তুল্যঃ সম্ভাবিতো মৌলিপরিগ্রহাৎ সঃ।
দৃষ্টৌ হি বৃণ্বন্ কলভপ্রমাণোঽপ্যাশাঃ পুরোবাতমবাপ্য মেঘঃ ॥ ৩৮ ॥
তং রাজবীথ্যামধিহস্তি যান্তমাধোরণালম্বিতমগ্র্যবেশম্।
ষড়্বর্ষদেশীয়মপি প্রভুত্বাৎ, প্রৈক্ষন্ত পৌরাঃ পিতৃগৌরবেণ ॥ ৩৯ ॥
কামং ন সোঽকল্পত পৈতৃকস্য, সিংহাসনস্য প্রতিপূরণায়।
তেজোমহিম্না পুনরাবৃতাত্মা, তদ্ব্যাপ চামীকরপিঞ্জরেণ ॥ ৪০ ॥
তস্মাদধঃ কিঞ্চিদিবাবতীর্ণাবসংস্পৃশন্তৌ তপনীয়পীঠম্।
সালক্তকৌ ভূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈর্ববন্দিরে মৌলিভিরস্য পাদৌ ॥ ৪১ ॥
মণৌ মহানীল ইতি প্রভাবাদল্পপ্রমাণেঽপি যথা ন মিথ্যা।
শব্দো মহারাজ ইতি প্রতীতস্তথৈব তস্মিন্ যুযুজেঽর্ভকেঽপি ॥ ৪২ ॥
পর্য্যন্তসঞ্চারিতচামরস্য, কপোললোলোভয়কাকপক্ষাৎ।
তস্যাননাদুচ্চরিতো বিবাদশ্চস্খাল বেলাস্বপি নার্ণবানাম্ ॥ ৪৩ ॥

পদ্মাকররাজিত জলের ন্যায় পরম শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ প্রকৃতিপুঞ্জ সেই কিরীট-মণ্ডিত শিশু নৃপতিকে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, ইনিও পিতার ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রভাববান্ হইবেন। কারণ, কলভ-পরিমিত মেঘও বায়ুর সহায়তায় দিক্ সকল আবৃত করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ সুদর্শন যৎকালে সমুজ্জ্বল রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইতেন, হস্তিপকবৃন্দ সেই সময়ে বাল্যাবস্থা হেতু তাঁহার হাত ধরিয়া থাকিত; তাঁহার ষড়্বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম হইলেও তাঁহার প্রভুত্বগুণে দর্শকেরা তাঁহাকে তাঁহার পিতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিত ॥ ৩৯ ॥ বালকত্ব হেতু তাঁহার দেহ ক্ষুদ্র, সুতরাং সমগ্র সিংহাসন তাঁহার দেহ দ্বারা আবৃত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহার কাঞ্চন-গৌর কান্তিসম্পদ্ দ্বারা যেন উহা পরিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইত ॥ ৪০ ॥

নরপতিবৃন্দ তাঁহার নিম্নভাগে কিঞ্চিৎ লম্বমান কাঞ্চন-পাদপীঠস্পর্শে অসমর্থ অলক্তলাঞ্ছিত পাদ-দ্বয়ে নিজ নিজ উচ্চমুকুট অবনত করিয়া প্রণাম করিতেন ॥ ৪১ ॥ অল্পপ্রমাণ ইন্দ্রনীলমণিতে মহানীল শব্দের প্রয়োগ হইলে যেমন নীলশব্দ নিরর্থক হয় না, সেইরূপ প্রভাবাধিক্য হেতু সেই শিশু রাজার প্রতি প্রথিত মহারাজ শব্দের প্রয়োগ হইলেও তাহা নিরর্থক হয় নাই ॥ ৪২ ॥ সেই শিশু রাজা সুদর্শনের দুই পার্শ্বে যখন চামরবীজন হইত, তখন তাঁহার গণ্ডস্থলে শিখণ্ডক বিমণ্ডিত থাকাতে যে মুখের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই মুখনির্গত বাক্য

নির্বৃত্তজাম্বূনদপট্টশোভে, ন্যস্তং ললাটে তিলকং দধানঃ ।
তেনৈব শূন্যান্যরিসুন্দরীণাং, মুখানি স স্মেরমুখশ্চকার ॥ ৪৪ ॥
শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমার্য্যঃ, খেদং স যায়াদপি ভূষণেন ।
নিতান্তগুর্ব্বীমপি সোঽনুভাবাদ্ধুরং ধরিত্র্যা বিভরাম্বভূব ॥ ৪৫ ॥
ন্যস্তাক্ষরামক্ষরভূমিকায়াং, কাৎর্স্ন্যেন গৃহ্ণাতি লিপিং ন যাবৎ ।
সর্ব্বাণি তাবচ্ছ্রুতবৃদ্ধযোগাৎ, ফলান্যুপাযুঙ্‌ক্ত স দণ্ডনীতেঃ ॥ ৪৬ ॥
উরস্যপর্য্যাপ্তনিবেশভাগা, প্রৌঢ়ীভবিষ্যন্তমুদীক্ষ্যমাণা ।
সঞ্জাতলজ্জেব তমাতপত্রচ্ছায়াচ্ছলেনোপজুগূহ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৭ ॥
অনশ্নুবানেন যুগোপমানমাবদ্ধমৌর্ব্বীকিণলাঞ্ছনেন ।
অস্পৃষ্টখড়্গৎসরুণাপি চাসীদ্রক্ষাবতী তস্য ভুজেন ভূমিঃ ॥ ৪৮ ।
ন কেবলং গচ্ছতি তস্য কালে, যয়ুঃ শরীরাবয়বা বিবৃদ্ধিম্ ।
বংশ্যা গুণাঃ খল্বপি লোককান্তাঃ, প্রারম্ভসূক্ষ্মাঃ প্রথিমানমাপুঃ ॥ ৪৯ ॥

াগববেলা পর্য্যন্ত ধরিত্রীর কুত্রাপি বিফল হয় নাই ॥ ৪৩ ॥ সেই সহাস্যবদন শিশু নরপতি কাঞ্চনবিনিন্দিত পট্টবিরাজিত ভালতটে রাজতিলক ধারণ পূর্ব্বক বপক্ষসুন্দরীদিগের বদনপদ্ম তিলকশূন্য করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥ শিরীষপুষ্পাধিক ়কোমলাঙ্গ সেই রাজকুমার অলঙ্কারভার-বহনে কষ্ট বোধ করিতেন ; কিন্তু িরিত্রীভার নিরতিশয় গুরুতর হইলেও আঁপনার প্রভাববলে অবলীলাক্রমে তাহা হন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ সম্যক্‌প্রকারে অক্ষর-পরিচয় না হইতে হইতেই জ্ঞানবৃদ্ধ সচিববৃন্দের সাহায্যে তিনি নিখিল দণ্ডনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজশ্রী তাঁহার অল্পায়তন বক্ষঃপ্রদেশে আশ্রয়স্থান না পাইয়া তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; তবে অধুনা যেন লজ্জাবশে আতপত্রচ্ছায়াচ্ছলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন ॥ ৪৭ ॥ সেই শিশু রাজার বাহুদ্বয় অদ্যাপি জ্যাঘাতচিহ্নে অঙ্কিত হয় নাই, হস্তের মুষ্টিদেশও অসি স্পর্শ করে নাই, বাহুদ্বয়ও যুগের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় নাই ; তথাপি তিনি সেই বাহুবলে ধরিত্রীর রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ কাল সহকারে তাঁহার দেহই যে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহা নহে ; সর্ব্বজনচিত্তরঞ্জন কুলপরম্পরাগত ঔদার্য্য, শৌর্য্য প্রভৃতি যে সকল গুণরাজি তাঁহার দেহে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ছিল, তৎসমস্তও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৯ ॥ পূর্ব্বজন্মে গুরুজনপ্রীতিপ্রদ

স পূর্ব্বজন্মান্তরদৃষ্টপারাঃ, স্মরন্নিবাক্লেশকরো গুরূণাম্।
তিস্রস্ত্রিবর্গাধিগমস্য মূলং, জগ্রাহ বিদ্যাঃ প্রকৃতীশ্চ পিত্র্যাঃ॥ ৫০॥
ব্যূহ্য স্থিতঃ কিঞ্চিদিবোত্তরার্দ্ধমুন্নদ্ধচূড়োঽঞ্চিতসব্যজানুঃ।
আকর্ণমাকৃষ্টসবাণধন্বা, ব্যরোচতাস্ত্রেষু বিনীয়মানঃ॥ ৫১॥

অথ মধু বনিতানাং নেত্রনির্বেশনীয়ং,
মনসিজতরুপুষ্পং রাগবন্ধপ্রবালম্।
অকৃতকবিধি সর্ব্বাঙ্গীণমাকল্পজাতং,
বিলসিতপদমাদ্যং যৌবনং স প্রপেদে॥ ৫২॥

প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দূতিসন্দর্শিতাভ্যঃ,
সমধিকতররূপাঃ শুদ্ধসন্তানকামৈঃ।
অধিবিবিদুরমাত্যৈরাহৃতাস্তস্য যূনঃ,
প্রথমপরিগৃহীতে শ্রীভুবৌ রাজকন্যাঃ॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ বংশানুক্রমো নাম
অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮॥

সুদর্শন যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অধুনা ত্রিবর্গপ্রাপ্তির নিদানস্বরূপ সেই সমস্ত যেন তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল এবং পৈতৃক প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার বশীভূত হইল॥ ৫০॥ ধনুর্বিদ্যাভ্যাসসময়ে তিনি ঊর্দ্ধভাগে কেশবন্ধন, দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ প্রসারিত ও বামজানু আকুঞ্চিত করিয়া যখন সশর শরাসন আকর্ষণ করিতেন, তৎকালে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদিত হইত॥ ৫১॥ যে যৌবন রমণীবৃন্দের লোচনাভিরাম মধুস্বরূপ, অনুরাগ-বন্ধনরূপ পল্লববিশিষ্ট, মনোভববৃক্ষের পুষ্পস্বরূপ, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী, স্বভাবোৎপন্ন অলঙ্কারস্বরূপ, তিনি সেই একমাত্র বিলাসাস্পদ যৌবন প্রাপ্ত হইলেন॥ ৫২॥ তখন অমাত্যবৃন্দ সৎপুত্রলাভবাসনায় দূতীপ্রদর্শিত চিত্রিত রমণীমূর্ত্তি অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী রাজকুমারী আনয়ন করিলেন। সেই রাজকুমারী নবযৌবনবিশিষ্ট রাজনন্দন সুদর্শনের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া প্রথম-পরিগৃহীতা রাজশ্রী ও ধরিত্রীর সপত্নীভাব আশ্রয় করিলেন॥ ৫৩॥

ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

—০:*:০—

অগ্নিবর্ণমভিষিচ্য রাঘবঃ, স্বে পদে তনয়মগ্নিতেজসম্।
শিশ্রিয়ে শ্রুতবতামপশ্চিমঃ, পশ্চিমে বয়সি নৈমিষং বশী॥ ১॥
তত্র তীর্থসলিলেন দীর্ঘিকাস্তল্পমন্তরিতভূমিভিঃ কুশৈঃ।
সৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ, সঞ্চিকায় ফলনিস্পৃহস্তপঃ॥ ২॥
লব্ধপালনবিধৌ ন তৎসুতঃ, খেদমাপ গুরুণা হি মেদিনী।
ভোক্তুমেব ভুজনির্জ্জিতদ্বিষা, ন প্রসাধয়িতুমস্য কল্পিতা॥ ৩॥
সোঽধিকারমভিকঃ কুলোচিতং, কাশ্চন স্বয়মবর্ত্তয়ৎ সমাঃ।
সন্নিবেশ্য সচিবেষ্বতঃপরং, স্ত্রীবিধেয়নবযৌবনোঽভবৎ॥ ৪॥
কামিনীসহচরস্য কামিনস্তস্য বেশ্মসু মৃদঙ্গনাদিষু।
ঋদ্ধিমন্তমধিকর্দ্ধিরুত্তরঃ, পূর্ব্বমুৎসবমপোহদুৎসবঃ॥ ৫॥

জ্ঞানিগণশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় রঘুকুলধুরন্ধর নরপতি সুদর্শন চরমদশায় অগ্নিসদৃশ মহাতেজা পুত্র অগ্নিবর্ণকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৈমিষকানন আশ্রয় করিলেন॥ ১॥ তিনি সেই কাননে তীর্থোদক দ্বারা গৃহদীর্ঘিকা, ভূতলে আস্তৃত কুশ দ্বারা শয্যা ও পর্ণশালা দ্বারা রাজ-অট্টালিকা বিস্মৃত হইয়া নিষ্কাম-হৃদয়ে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২॥

অগ্নিবর্ণ রাজ্যলাভ করিয়া ধরাপালনে কোন ক্লেশই বোধ করেন নাই। কেন না, তাঁহার পিতা সুদর্শন আপনার বাহুবলে বিপক্ষকুল নির্ম্মূল করিয়া কেবলমাত্র উপভোগের জন্যই তাঁহাকে ধরা সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন; কোন প্রকার কণ্টক উন্মূলন করিতে হইবে, ঈদৃশ কিছুই তিনি অবশিষ্ট রাখিয়া যান নাই॥ ৩॥ কামুক অগ্নিবর্ণ কতিপয় বর্ষ নিজবংশোচিত নিয়মে রাজ্যশাসন পূর্ব্বক সচিববৃন্দের প্রতি সাম্রাজ্যভার প্রদান করিয়া নিরতিশয় রমণীনিরত হইয়া উঠিলেন॥ ৪॥ সেই কামুক অগ্নিবর্ণ নিরন্তর রমণীজনসহবাসে দিনযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মৃদঙ্গশব্দে প্রতিশব্দিত গৃহে ক্রমে ক্রমে অধিকতর সমৃদ্ধিবিশিষ্ট উৎসবে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সমৃদ্ধ উৎসব সকলও সমাবৃত হইয়া পড়িল॥ ৫॥

ইন্দ্রিয়ার্থপরিশূন্যমক্ষমঃ, সোঢ়ুমেকমপি স ক্ষণান্তরম্।
অন্তরেব বিহরন্ দিবানিশং, ন ব্যপৈক্ষত সমুৎসুকাঃ প্রজাঃ॥ ৬॥
গৌরবাদ্‌যদপি জাতু মন্ত্রিণাং, দর্শনং প্রকৃতিকাঙ্ক্ষিতং দদৌ।
তদ্‌গবাক্ষবিবরাবলম্বিনা, কেবলেন চরণেন কল্পিতম্॥ ৭॥
তং কৃতপ্রণতয়োঽনুজীবিনঃ, কোমলাত্মনখরাগরূষিতম্।
ভেজিরে নবদিবাকরাতপস্পৃষ্টপঙ্কজতুলাধিরোহণম্॥ ৮॥
যৌবনোন্নতবিলাসিনীস্তনক্ষোভলোলকমলাশ্চ দীর্ঘিকাঃ।
গূঢ়মোহনগৃহাস্তদম্বুভিঃ, স ব্যগাহত বিগাঢ়মন্মথঃ॥ ৯॥
তত্র সেকহৃতলোচনাঞ্জনৈর্ধৌতরাগপরিপাটলাধরৈঃ।
অঙ্গনাস্তমধিকং ব্যলোভয়ন্নর্পিতপ্রকৃতকান্তিভির্মুখৈঃ॥ ১০॥
ঘ্রাণকান্তমধুগন্ধকর্ষিণীঃ, পানভূমিরচনাঃ প্রিয়াসখঃ।
অভ্যপদ্যত স বাসিতাসখঃ, পুষ্পিতাঃ কমলিনীরিব দ্বিপঃ॥ ১১॥

তিনি সর্ব্বদা অন্তঃপুরাভ্যন্তরে বিহার করিতেন এবং ভোগ্যসামগ্রীসম্ভোগ ভিন্ন মুহূর্ত্তমাত্রও অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইতেন না; অধিক কি, তাঁহার দর্শনেচ্ছায় যে সমস্ত প্রজা উপস্থিত হইত, তাহাদের কথা একবারও মনে করিতেন না॥ ৬॥ যদি কদাচিৎ সম্মাননীয় অমাত্যদিগের অনুরোধে প্রজাপুঞ্জের বাঞ্ছিত দর্শন প্রদান করিতেন, তাহাও কেবলমাত্র বাতায়নদ্বারে পদস্থাপন পূর্ব্বক তদ্দ্বারাই নিষ্পাদিত করিতেন; প্রকৃতিপুঞ্জ কদাচ তাঁহার মুখদর্শন করিতে সমর্থ হইত না॥ ৭॥ অনুজীবিবৃন্দ তরুণ-অরুণ-কিরণস্পৃষ্ট পদ্মের ন্যায় কোমল নখরাগরঞ্জিত তাঁহার পাদদ্বয়ে অভিবন্দন পূর্ব্বক ভজনা করিত॥ ৮॥ মদনবাণে গাঢ় মত্ত অগ্নিবর্ণ যৎকালে রমণীবৃন্দসহ দীর্ঘিকাজলে বিহার করিতেন, তৎকালে অবলাকুলের পীনোন্নত-পয়োধর-কুম্ভ দ্বারা জল আলোড়িত হওয়াতে পদ্মদল চঞ্চল হইয়া উঠিত। ঐ সমস্ত দীর্ঘিকাজলগর্ভে যে সকল গুপ্ত রতিগৃহ বিরচিত হইয়াছিল, সেই স্থানে তাঁহার কেলিক্রিয়া সম্পাদিত হইত॥ ৯॥ জলকেলিসময়ে জলসিঞ্চন হেতু প্রমদাগণের নয়নকজ্জল ও অধররাগ প্রক্ষালিত হওয়াতে সেই জল পাটলবর্ণ ধারণ করিত; সুতরাং সেই সময়ে রমণীদিগের মুখমণ্ডলের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজা নিরতিশয় প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেন॥ ১০॥ হস্তী যেমন হস্তিনীসহচর হইয়া প্রস্ফুটিত পদ্মদল সম্ভোগ করে, নরপতি অগ্নিবর্ণও সেইরূপ রমণীজনসহ বিরচিত পানস্থলীতে

সাতিরেকমদকারণং রহস্তেন দত্তমভিলেষুরঙ্গনাঃ ।
তাভিরপ্যুপহৃতং মুখাসবং, সোঽপিবদ্বকুলতুল্যদোহদঃ ॥ ১২ ॥
অঙ্কমঙ্কপরিবর্ত্তনোচিতে, তস্য নিন্যতুরশূন্যতামুভে ।
বল্লকী স হৃদয়ঙ্গমস্বনা, বল্গুবাগপি চ বামলোচনা ॥ ১৩ ॥
স স্বয়ং প্রহতপুষ্করঃ কৃতী, লোলমাল্যবলয়ো হরন্মনঃ ।
নর্ত্তকীরভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ, পার্শ্ববর্ত্তিষু গুরুষ্বলজ্জয়ৎ ॥ ১৪ ॥
চারু নৃত্যবিগমে চ তন্মুখং, স্বেদভিন্নতিলকং পরিশ্রমাৎ ।
প্রেমদত্তবদনানিলঃ পিবন্, অত্যজীবদমরালকেশ্বরৌ ॥ ১৫ ॥
তস্য সাবরণদৃষ্টসন্ধয়ঃ, কাম্যবস্তুষু নবেষু সঙ্গিনঃ ।
বল্লভাভিরুপসৃত্য চক্রিরে, সামিভুক্তবিষয়াঃ সমাগমাঃ ॥ ১৬ ॥

গমন পূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়প্রীতিপ্রদ মিষ্টগন্ধ মদ্য পান করিতেন ॥ ১১ ॥ প্রমদাকুল নিরতিশয় মদের কারণীভূত রাজদত্ত মুখ-মদ্য নির্জ্জনে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিত, বকুলের ন্যায় অভিলাষী রাজাও তাহাদিগের মুখাসব পান করিতেন ॥১২॥ * দুইটি বস্তু অঙ্ক-বিহারার্থ সর্ব্বদা অগ্নিবর্ণের ক্রোড়দেশে বিরাজ করিত ;—মনোহরনাদিনী বীণা আর মিষ্টভাষিণী বামলোচনা। অঙ্কাধিষ্ঠিত বীণার শব্দ ও রমণীর সঙ্গীত শ্রবণে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিতেন ॥ ১৩ ॥ যখন নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইত, তখন কলাবিদ্যাবিশারদ অগ্নিবর্ণ নিজে বলয় ও মাল্য আন্দোলিত করিতে করিতে বাদ্যবাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতেন ; তখন অভিনয়োচিত প্রণালী হইতে নর্ত্তকীরা স্খলিত হইত ; সুতরাং পার্শ্বস্থিত নাট্যাচার্য্যদিগের নিকট নিরতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইত ॥ ১৪ ॥ নৃত্য শেষ হইলে পরিশ্রম হেতু নর্ত্তকীদিগের বদনে মন্দ মন্দ স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইয়া তাহাদিগের তিলক-রচনা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিত। রাজা তখন প্রেমভরে তাহাদিগের মোহন মুখপদ্মে আপনার মুখবায়ুর ফুৎকার দিতে দিতে তাহাদিগের বদনচুম্বন করিয়া আপনাকে অমরাবতীশ্বর দেবেন্দ্র ও অলকেশ্বর কুবের অপেক্ষাও সমধিক ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতেন ॥ ১৫ ॥ রাজা যখন স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক নব নব কাম্য-দ্রব্যভোগে আসক্ত হইতেন, অবলাগণ তখন কখন গুপ্তভাবে, কখন বা প্রকাশ্য-ভাবে অন্বেষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিয়া উপভোগবস্তু সকল অর্দ্ধোপভোগ

* এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে যে, বকুলবৃক্ষ প্রমদাজনের মুখমদ্য বা মুখনিঃসৃত জলের প্রত্যাশা করে। ঐ জল প্রাপ্ত হইলেই বকুলের পুষ্পোদ্গম হয়।

অঙ্গুলীকিসলয়াগ্রতর্জ্জনং, ভ্রূবিভঙ্গকুটিলঞ্চ বীক্ষিতম্।
মেখলাভিরসকৃচ্চ বন্ধনং, বঞ্চয়ন্ প্রণয়িনীরবাপ সঃ ॥ ১৭ ॥
তেন দূতিবিদিতং নিষেদুষা, পৃষ্ঠতঃ সুরতবাররাত্রিষু।
শুশ্রুবে প্রিয়জনস্য কাতরং, বিপ্রলম্ভপরিশঙ্কিনো বচঃ ॥ ১৮ ॥
লৌল্যমেত্য গৃহিণীপরিগ্রহান্নর্ত্তকীষ্বসুলভাসু তদ্বপুঃ।
বর্ত্ততে স্ম স কথঞ্চিদালিখন্নঙ্গুলীক্ষরণসন্নবর্ত্তিকঃ ॥ ১৯ ॥
প্রেমগর্ব্বিতবিপক্ষমৎসরাদায়তাচ্চ মদনান্মহীক্ষিতম্।
নিন্যুরুৎসববিধিচ্ছলেন তং, দেব্য উজ্‌ঝিতরুষঃ কৃতার্থতাম্। ২০ ॥
প্রাতরেত্য পরিভোগশোভিনা, দর্শনেন কৃতখণ্ডনব্যথাঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণয়িনীঃ প্রসাদয়ন্, সোঽদুনোৎ প্রণয়মন্থরঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥

করাইত। তাহারা মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিত যে, 'যদি রাজা স্থানান্তরে যথেষ্ট উপভোগ করেন, তাহা হইতে ভোগে আর তাঁহার ততদুর স্পৃহা থাকিবে না; সুতরাং আর আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইবেন না॥' ১৬॥ রাজা অপরা কামিনীর নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণয়িনীগণকে প্রতারিত করিতেন; সুতরাং তাহারাও অঙ্গুলিপল্লবাগ্র দ্বারা তাঁহাকে তর্জ্জন, ভ্রূভঙ্গী দ্বারা কুটিলদর্শন ও মেখলা-রজ্জু দ্বারা পুনঃ পুনঃ বন্ধন করিত॥ ১৭॥ পর্য্যায়াগত সুরতযামিনীতে প্রিয়তমা যখন বিরহাশঙ্কায় কাতর হইয়া 'আমাকে রক্ষা কর' এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিত, তখন রাজা অগ্নিবর্ণ প্রণয়িনীর পশ্চাদ্‌ভাগে দূতীর জ্ঞাতসারে উপস্থিত হইয়া সেই প্রিয়ামুখনির্গত কাতরবাক্য শ্রবণ করিতেন॥ ১৮॥ তিনি যখন মহিষীদিগের সহিত একত্র অবস্থান করিতেন, তৎকালে নর্ত্তকীবৃন্দের প্রতি তাঁহার লোভ জন্মিলেও তাহাদিগের সম্ভোগ ঘটিয়া উঠিত না; তখন তাহা-দিগের বিচ্ছেদে অধীর হইয়া স্বেদবিজড়িত অঙ্গুলী হইতে স্খলিত চিত্রশলাকা দ্বারা তাহাদের প্রতিকৃতি অঙ্কন পূর্ব্বক অতি ক্লেশে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতেন॥ ১৯॥ মহিষীরা মদনযন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া রাজপ্রেমলাভে দৃপ্ত অবলাদিগের প্রতি ঈর্ষ্যা ও অসহ ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদনমহোৎসবচ্ছলে নরপতিকে আনয়ন করিয়া আপনাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিতেন॥ ২০॥ প্রত্যূষকালে অগ্নিবর্ণ যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতেন, তখন তাঁহার অঙ্গে অন্য নারীর সম্ভোগচিহ্ন দর্শনে মহিষী-গণ অভিমানের বশবর্ত্তিনী হইতেন, রাজা করযোড়ে সবিনয়ে তাঁহাদিগের মনো-বেদনা দূর করিয়া দিতেন; কিন্তু প্রণয়শৈথিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজেও বেদনা

স্বপ্নকীর্ত্তিতবিপক্ষমঙ্গনাঃ, প্রত্যভৈৎস্বরবদন্ত্য এব তম্।
প্রচ্ছদান্তগলিতাশ্রুবিন্দুভিঃ, ক্রোধভিন্নবলয়ৈর্বিবর্ত্তনৈঃ ॥ ২২ ॥
ক্লৃপ্তপুষ্পশয়নান্ লতাগৃহান্, এত্য দূতিকৃতমার্গদর্শনঃ।
অন্বভূৎ পরিজনাঙ্গনারতং, সোঽবরোধভয়বেপথূত্তরম্ ॥ ২৩ ॥
নাম বল্লভজনস্য তে ময়া, প্রাপ্য ভাগ্যমপি তস্য কাঙ্ক্ষ্যতে।
লোলুপং ননু মনো মমেতি যং, গোত্রবিস্খলিতমূচুরঙ্গনাঃ ॥ ২৪ ॥
চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং, ছিন্নমেখলমলক্তকাঙ্কিতম্।
উত্থিতস্য শয়নং বিলাসিনস্তস্য বিভ্রমরতান্যপাবৃণোৎ ॥ ২৫ ॥
স স্বয়ং চরণরাগমাদধে, যোষিতাং ন চ তথা সমাহিতঃ।
লোভ্যমাননয়নঃ শ্লথাংশুকৈর্মেখলাগুণপদৈর্নিতম্বিভিঃ ॥ ২৬ ॥
চুম্বনে বিপরিবর্ত্তিতাধরং, হস্তরোধি রশনাবিঘট্টনে।
বিঘ্নিতেচ্ছমপি তস্য সর্ব্বতো, মন্মথেন্ধনমভূদ্বধূরতম্ ॥ ২৭ ॥

ভব করিতেন ॥ ২১ ॥ রাজা অগ্নিবর্ণ নিদ্রাঘোরে কোন নারীর নাম উচ্চারণ
লে (তত্রত্য) কামিনীগণ মৌনভাবধারণ সহকারে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া
কত, তাহাদের নয়নজলে শয্যা সিক্ত হইয়া যাইত; তখন তাহারা রোষভরে
নাদিগের বলয় চূর্ণ করিয়া ফেলিত এবং নরপতিকে তিরস্কার করিতে
কত ॥২২॥ রাজা যে সময় দূতীসন্দর্শিত পথে পুষ্পশয্যামণ্ডিত লতাকুঞ্জে উপস্থিত
য়া অবলাকুলের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন অন্তঃপুররমণীদিগের
তাঁহার দেহ কম্পিত হইত ॥ ২৩ ॥ রাজার মুখে কোন সময়ে অন্য কোন
লার নাম উচ্চারিত হইলে তাঁহার প্রণয়িনীরা বলিত, 'কামুক, তোমার প্রেয়-
নাম অবগত হইলাম, সংপ্রতি তাহার ন্যায় সৌভাগ্যলাভের জন্য আমার
নিরতিশয় লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে ॥' ২৪ ॥ রাজা যৎকালে (বিহারান্তে) শয্যা
তে উত্থিত হইতেন, সে সময় তাঁহার শয্যার কোন স্থানে অলক্তকের চিহ্ন,
ন স্থানে ছিন্ন রশনা, কোন স্থানে কুঙ্কুমের পিঙ্গলরাগ, কোথাও বা বিলুলিত
দাম প্রভৃতি দ্রব্য তাঁহার সুরতলীলা প্রকাশ করিয়া দিত ॥২৫॥ রাজা নিজ হস্তে
মিনীদিগের পদ অলক্তে রঞ্জিত করিয়া দিতেন, কিন্তু যে সময় তাঁহার চিত্ত
হাদিগের প্রতি সমাকৃষ্ট হইত, তখন আর রাগবিন্যাসে চিত্ত ধৈর্য্য ধারণ করিত
॥২৬॥ রাজা অবলাকুলের বদনচুম্বনের উদ্যম করিলে তাহারা আপন আপন

দর্পণেষু পরিভোগদর্শিনীর্নর্ম্মপূর্ব্বমনুপৃষ্ঠসংস্থিতঃ।
ছায়য়া স্মিতমনোজ্ঞয়া বধূর্হ্রীনিমীলিতমুখীশ্চকার সঃ॥ ২৮॥
কণ্ঠসক্তমৃদুবাহুবন্ধনং, ন্যস্তপাদতলমগ্রপাদয়োঃ।
প্রার্থয়ন্ত শয়নোত্থিতং প্রিয়াস্তং নিশাত্যয়বিসর্গচুম্বনম্॥ ২৯॥
প্রেক্ষ্য দর্পণতলস্থমাত্মনো, রাজবেশমতিশক্রশোভিনম্।
পিপ্রিয়ে ন স তথা যথা যুবা, ব্যক্তলক্ষ্ম পরিভোগমণ্ডনম্॥ ৩০॥
মিত্রকৃত্যমপদিশ্য পার্শ্বতঃ, প্রস্থিতং তমনবস্থিতং প্রিয়াঃ।
বিদ্ম হে শঠ! পলায়নচ্ছলান্যঞ্জসেতি রুরুধুঃ কচগ্রহৈঃ॥ ৩১॥
তস্য নির্দ্দয়রতিশ্রমালসাঃ, কণ্ঠসূত্রমপদিশ্য যোষিতঃ।
অধ্যশেরত বৃহদ্ভুজান্তরং, পীবরস্তনবিলুপ্তচন্দনম্॥ ৩২॥

মুখ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইত; বসন আকর্ষণের উদ্যম করিলে তাঁহার হস্তরো[ধ] করিত; এই প্রকারে তাহারা রাজার বাসনা-পূরণের প্রতিবন্ধ উৎপাদন করি[লে] উহা যেন কামাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ হইত॥ ২৭॥ বিলাসিনীরা যে সময়ে মুকুরপ্রতি বিম্বে আপন আপন সম্ভোগচিহ্ন লক্ষ্য করিত, নরপতি সেই সময়ে তাহাদিগে[র] পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইতেন; তখন তাহারা রাজার স্মিতহাস্যসুন্দর আদর্শ ছায়াগত মুখ দেখিয়া লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া থাকিত॥ ২৮॥ রাত্রিশেষে রাজ[া] অগ্নিবর্ণ যখন শয্যাত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেন, বিলাসিনী কামিনীরা তখন মৃদু[ল] ভুজপাশ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন ও পদের উপর পদস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার বদন চুম্বনে অভিলাষ করিত॥ ২৯॥ যুবা রাজা অগ্নিবর্ণ মুকুরতলে আপনাকে সুস্পষ্টদৃ[শ্য] উপভোগচিহ্নরূপ অলঙ্কারে বিমণ্ডিত দেখিয়া যে প্রকার আনন্দলাভ করিতেন, বো[ধ] হয়, দেবেন্দ্রবেশবিনিন্দিত আপন রাজবেশ দর্শনেও সেরূপ প্রীতি লাভ করিতে[ন] না॥ ৩০॥ মিত্রকার্য্যব্যপদেশে অগ্নিবর্ণ যে সময় পার্শ্বদেশ হইতে প্রস্থানের উদ্য[োগ] করিতেন, অবলাকুল সেই সময় তাঁহার কেশপাশ ধারণ পূর্ব্বক এই বলিয়া অব[-] রোধ করিত যে, "রে শঠ! আমরা তোমার পলাইবার ছল বুঝিতে সম[র্থ] হইয়াছি॥" ৩১॥ নরপতির নির্দ্দয় সুরতশ্রমবশে অবলাগণের অঙ্গ যখন একা[ন্ত] অবসন্ন হইত, তখন তাহারা কণ্ঠসূত্র নামক আলিঙ্গনের ছলে তাঁহার বিশা[ল] ভুজমধ্যগত বক্ষঃপ্রদেশে শয়ান হইত, সেই সময়ে তাহাদিগের পীনোন্নত পয়োধর দ্বয়ের আঘাতে নৃপতির অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া যাইত॥ ৩২॥ রাজা যখন কো[-]

সঙ্গমায় নিশি গূঢ়চারিণং, চারদূতিকথিতং পুরোগতাঃ।
বঞ্চয়িষ্যসি কুতস্তমোবৃতঃ, কামুকেতি চকৃষুস্তমঙ্গনাঃ ॥ ৩৩ ॥
যোষিতামুড়ুপতেরিবার্চ্চিষাং, স্পর্শনির্বৃতিমসাববাপ্নুবন্।
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং, রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
বেণুনা দর্শনপীড়িতাধরা, বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ।
শিল্পকার্য্য উভয়েন বেজিতাস্তং বিজিহ্মনয়না ব্যলোভয়ন্ ॥ ৩৫ ॥
অঙ্গসত্ত্ববচনাশ্রয়ং মিথঃ, স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্।
স প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ, সঙ্ঘর্ষ সহ মিত্রসন্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥
অংসলম্বি-কুটজার্জ্জুনস্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ, কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

[কা]মিনীর সঙ্গম-বাসনায় রাত্রিকালে গুপ্তভাবে কেলিগৃহে উপস্থিত হইতেন, সে[ই স]ময়ে অন্য গুপ্তবিহারিণী দূতী দ্বারা এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহার পুরোভাগে [ধ]াবমান হইয়া পথরোধ করিত এবং এই বলিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ [নি]জ মন্দিরে লইয়া যাইত যে, 'হে কামুক! আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া তুমি [কো]থায় যাইয়া গুপ্তভাবে রজনীযাপন করিবে?' ৩৩॥ অগ্নিবর্ণ চন্দ্রমার চন্দ্রিকার [ন্য]ায় প্রীতিপ্রদ কামিনীদিগের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া নিশাযোগে জাগরিত ও [দি]বাভাগে প্রসুপ্ত থাকিয়া কুমুদাকরের অনুকারী হইয়াছিলেন॥ ৩৪॥ তিনি [অ]ধর দ্বারা নর্ত্তকীদিগের অধর দংশন করিতেন এবং নিজ নখ দ্বারা তাহাদিগের [বক্ষ]ঃপ্রদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেন; সুতরাং দষ্ট অধর দ্বারা বেণুবাদন করিতে [ও] ক্ষতবিক্ষত বক্ষঃপ্রদেশে বীণাস্থাপন করিতে তাহাদের কষ্টবোধ হইলেও তাহারা [কু]টিল কটাক্ষনিক্ষেপ সহকারে রাজার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিত; তাহাতেই [অ]গ্নিবর্ণের চিত্ত অপহৃত হইত॥ ৩৫॥ রাজা বিরলে নর্ত্তকীদিগকে আঙ্গিক, [বা]চিক ও সাত্বিক এই তিন প্রকার অভিনয়ে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। যখন [ত]াহারা বন্ধুবৃন্দ-সমক্ষে শিক্ষার পরীক্ষা প্রদর্শন করিত, তখন প্রয়োগকলাবিশারদ [ন]াট্যাচার্য্যবৃন্দের সহিত রাজার ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইত॥ ৩৬॥

বর্ষা-ঋতু উপস্থিত হইলে নরপতি অগ্নিবর্ণ কুটজ ও অর্জ্জুনকুসুমের মাল্য ধারণ [ক]রিতেন; কদম্ব-পুষ্পের পরাগ দ্বারা তাঁহার অঙ্গরাগ সম্পাদিত হইত; তিনি এই [প্র]কারে সজ্জিত হইয়া মত্তময়ূরমুখরিত কৃত্রিমশৈলে বিহার করিতেন॥ ৩৭॥

বিগ্রহাচ্চ শয়নে পরাঙ্মুখীর্নানুনেতুমবলাঃ স তত্বরে।
আচকাঙ্ক্ষ ঘনশব্দবিক্লবাস্তা বিবৃত্য বিশতীর্ভুজান্তরম্॥ ৩৮॥
কার্ত্তিকীষু সবিতানহর্ম্ম্যভাগ্, যামিনীষু ললিতাঙ্গনাসখঃ।
অন্বভুঙ্‌ক্ত সুরতাশ্রমাপহাং, মেঘমুক্তবিশদাং স চন্দ্রিকাম্॥ ৩৯॥
সৈকতঞ্চ সরযূং বিবৃণ্বতীং, শ্রোণিবিম্বমিব হংসমেখলম্।
স্বপ্রিয়াবিলসিতানুকারিণীং, সৌধজালবিবরৈর্ব্যালোকয়ৎ॥ ৪০॥
মর্ম্মরৈরগুরুধূপগন্ধিভির্ব্যক্তহেমরশনৈস্তমেকতঃ।
জহ্রু রাগ্রথনমোক্ষলোলুপং, হৈমনৈর্নিবসনৈঃ সুমধ্যমাঃ॥ ৪১॥
অর্পিতস্তিমিতদীপদৃষ্টয়ো, গর্ভবেশ্মসু নিবাতকুক্ষিষু।
তস্য সর্ব্বসুরতান্তরক্ষমাঃ, সাক্ষিতাং শিশিররাত্রয়ো যযুঃ॥ ৪২॥
দক্ষিণেন পবনেন সম্ভৃতং, প্রেক্ষ্য চূতকুসুমং সপল্লবম্।
অন্বনৈষুরবধূতবিগ্রহাস্তং দুরুৎসহবিয়োগমঙ্গনাঃ॥ ৪৩॥

কামিনীগণ প্রণয়-কলহ করিয়া বিমুখভাবে শয়ন করিলে এই বর্ষাকালে রাজা আর তাহাদিগকে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রসন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন না; জলদ-জালের ঘনগর্জ্জনে তাহারা নিরতিশয় চমকিত হইয়া আপনারাই পার্শ্ববিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিতে অভিলাষিণী হইত॥ ৩৮॥ শরৎকালে কোন কোন সময়ে রাজা কামিনীদলসহ চন্দ্রাতপমণ্ডিত সৌধশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক বিমল জ্যোৎস্নাসেবন দ্বারা রতিশ্রান্তি অপনোদন করিতেন॥ ৩৯॥ হংস-মালারূপ কাঞ্চীদামে বিমণ্ডিত যে সরযূ নদী সৈকতরূপ নিতম্ব প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রেয়সীবৃন্দের বিলাসের অনুকরণ করিয়াছিল, রাজা অগ্নিবর্ণ বাতায়ন-দ্বারের অভ্যন্তর দিয়া তাহাকে দর্শন করিতেন॥ ৪০॥ সুমধ্যমা নারীগণ মর্ম্মর-শব্দায়মান-অগুরুধূপগন্ধে সুবাসিত হেমন্তকালীন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বসন-গ্রন্থি-মোচনে রাজার চিত্ত হরণ করিত; সেই সময় বসনাভ্যন্তর হইতে সেই বিলাসিনী-বৃন্দের কাঞ্চনময়ী কাঞ্চী পরিদৃষ্ট হইত॥ ৪১॥ রতিক্রিয়ার উপযোগিনী শীতরজনী সকল বায়ুসঞ্চারশূন্য অন্তর্গৃহাভ্যন্তরে দীপরূপ স্তিমিতদৃষ্টিসঞ্চার পূর্ব্বক রাজা অগ্নি-বর্ণের কেলিকার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিত॥ ৪২॥ অঙ্গনাগণ মলয়বায়ুজনিত নব-কিসলয়মণ্ডিত আম্রকুসুম দর্শন পূর্ব্বক কলহ বিসর্জ্জন করিয়া বিরহবিধুর ধরাধীশ্বর অগ্নিবর্ণকে নিজেই অনুনয় করিত॥৪৩॥ রাজা অবলাকুলকে আপনার অঙ্কে স্থাপন

তাঃ স্বমঙ্কমধিরোপ্য দোলয়া, প্রেঙ্খয়ন্‌ পরিজনাপবিদ্ধয়া ।
মুক্তরজ্জু নিবিড়ং ভয়চ্ছলাৎ, কণ্ঠবন্ধনমবাপ বাহুভিঃ ॥ ৪৪ ॥
তং পয়োধরনিষিক্তচন্দনৈর্মৌক্তিকগ্রথিতচারুভূষণৈঃ ।
গ্রীষ্মবেশবিধিভিঃ সিষেবিরে শ্রোণিলম্বিমণিমেখলৈঃ প্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥
যৎ স লগ্নসহকারমাসবং, রক্তপাটলসমাগমং পপৌ ।
তেন তস্য মধুনির্গমনাৎ কৃশশ্চিত্তযোনিরভবৎ পুনর্নবঃ ॥ ৪৬ ॥
এবমিন্দ্রিয়সুখানি নির্বিশন্নন্যকার্য্যবিমুখঃ স পার্থিবঃ ।
আত্মলক্ষণনিবেদিতানৃতূনত্যবাহয়দনঙ্গবাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥
তং প্রমত্তমপি ন প্রভাবতঃ, শেকুরাক্রমিতুমন্যপার্থিবাঃ ।
আময়স্তু রতিরাগসম্ভবো, দক্ষশাপ ইব চন্দ্রমক্ষিণোৎ ॥ ৪৮ ॥
দৃষ্টদোষমপি তন্ন সোঽত্যজৎ, সঙ্গবস্তু ভিষজামনাশ্রবঃ ।
স্বাদুভিস্তু বিষয়ৈর্হৃতস্ততো, দুঃখমিন্দ্রিয়গণো নিবার্য্যতে ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বক তাহাদিগকে দোলারজ্জু ত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়া পরিজনগণ-সাহায্যে ঐ দোলা সঞ্চালিত করিলে তাহারা ভীতিচ্ছলে দোলা পরিহার পুরঃসর ভুজপাশে দৃঢ়ভাবে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিত ॥ ৪৪ ॥ গ্রীষ্মকালে রাজার প্রিয়তমারা কুচদ্বয়ে চন্দনবিলেপন, নিতম্বে বিলম্বিত রশনা বিন্যাস ও মুক্তাবহুল বিভূষণধারণ প্রভৃতি নিদাঘকালোচিত বেশরচনা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিত ॥ ৪৫ ॥ এই সময়ে রাজা অগ্নিবর্ণ রক্তপাটলপুষ্পে বিরাজিত সহকারকিসলয়যুক্ত মদ্য পান করিয়া বসন্তবিগমে নিরতিশয় ক্ষীণ কন্দর্পকে যেন পুনর্ব্বার নবীন করিয়া তুলিলেন ॥৪৬॥

এই প্রকারে কামুক রাজা অগ্নিবর্ণ অন্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনঙ্গের প্ররোচনায় ইন্দ্রিয়সুখে নিরত থাকিয়া আপনার দেহধৃত কুটজমাল্যাদি চিহ্ন দ্বারা বিদিত ঋতু সকল অতিবাহিত করিলেন ॥৪৭॥ বিপক্ষগণ তাঁহাকে এই প্রকার ব্যসনাসক্ত দেখিয়াও তাঁহার প্রভাবাতিশয্য হেতু (রাজ্য) আক্রমণে সাহস করে নাই; কিন্তু দক্ষশাপে চন্দ্রমা যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ নারীসম্ভোগজাত ভয়ঙ্কর ক্ষয়রোগ তাঁহাকে একেবারে ক্ষয় করিয়া ফেলিল ॥ ৪৮ ॥ চিকিৎসকেরা নিবারণ করিলেও তাহাতে তিনি কর্ণপাত করিলেন না; নারীসম্ভোগ ও আসবসেবনে যে মহৎ দোষ, তাহা দেখিয়াও তিনি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ফল কথা, ইন্দ্রিয়গ্রাম একবার সুস্বাদু-বিষয়ে আসক্ত হইলে তাহাদিগকে নিবৃত্ত

তস্য পাণ্ডুবদনাল্পভূষণা, সাবলম্বগমনা মৃদুস্বনা।
রাজযক্ষ্মপরিহানিরাযযৌ, কামযানসমবস্থয়া তুলাম্॥ ৫০॥
ব্যোম পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু বা, পঙ্কশেষমিব ঘর্ম্মপল্বলম্।
রাজ্ঞি তৎকুলমভূৎ ক্ষয়াতুরে, বামনার্চ্চিরিব দীপভাজনম্॥ ৫১॥
বাঢ়মেষ দিবসেষু পার্থিবঃ, কর্ম্ম সাধয়তি পুত্ত্রজন্মনে।
ইত্যদর্শিতরুজোঽস্য মন্ত্রিণঃ, শশ্বদূচুরঘশঙ্কিনীঃ প্রজাঃ॥ ৫২॥
স ত্বনেকবনিতাসখোঽপি সন্, পাবনীমনবলোক্য সন্ততিম্।
বৈদ্যযত্নপরিভাবিনং গদং, ন প্রদীপ ইব বায়ুমত্যগাৎ॥ ৫৩॥
তং গৃহোপবন এব সঙ্গতাঃ, পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা।
রোগশান্তিমপদিশ্য মন্ত্রিণঃ, সম্ভৃতে শিখিনি গূঢ়মাদধুঃ॥ ৫৪॥
তৈঃ কৃতপ্রকৃতিমুখ্যসংগ্রহৈরাশু তস্য সহধর্ম্মচারিণী।
সাধু দৃষ্টশুভগর্ভলক্ষণা, প্রত্যপদ্যত নরাধিপশ্রিয়ম্॥ ৫৫॥

করা নিতান্ত দুঃসাধ্য॥ ৪৯॥ ক্রমে রাজার বদনমণ্ডল পাণ্ডুতা ধারণ করিল, অলঙ্কার-ধারণে আর অভিরুচি রহিল না, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া পড়িল; অধিক কি, বিনা যষ্টির সাহায্যে কুত্রাপি যাতায়াতের শক্তি থাকিল না। এই প্রকারে যক্ষ্মারোগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি কামিজনের সদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন॥৫০॥ কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রমাযুক্ত হইলে গগনমণ্ডলের দৃশ্য যেমন হয়, পঙ্কাবশিষ্ট গ্রীষ্মকালীন পল্বল যেমন পরিলক্ষিত হয় এবং ক্ষীণ-শিখাবিশিষ্ট নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপপাত্র যেমন দেখায়, রাজা ক্ষয়াতুর হইলে সেই রঘুবংশও সেইরূপ অনুমিত হইতে লাগিল॥৫১॥ রাজা অগ্নিবর্ণের অমাত্যবৃন্দ অনিষ্টাশঙ্কিনী প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট এই বলিয়া রাজার পীড়া গোপন করিয়া রাখিলেন যে, 'রাজা সংপ্রতি সন্তানোৎপাদনার্থ দিবসে কোন দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন॥' ৫২॥ রাজা অগ্নিবর্ণের অনেকগুলি ভার্য্যা বিদ্যমান বটে, কিন্তু তথাপি কুলপ্লাবন সন্তানের মুখদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া দুশ্চিকিৎস্য ক্ষয়রোগে বাতাহতপ্রদীপবৎ ইহলীলা সংবরণ করিলেন॥৫৩ মন্ত্রিগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবিশারদ পুরোহিতের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রোগশান্তিচ্ছলে তাঁহাকে গৃহোদ্যানে আনয়ন করিলেন; সেই স্থানেই গোপনে নরপতির শবদেহ প্রজ্বলিত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল॥ ৫৪॥ তৎপরে অমাত্যবৃন্দ আশু প্রধান প্রধান পুরনারীদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলেন; তন্মধ্যে প্রধানা মহিষীকে

তস্যাস্তথাবিধনরেন্দ্রবিপত্তিশোকা-
দুষ্ণৈর্বিলোচনজলৈঃ প্রথমাভিতপ্তঃ।
নির্ব্বাপিতঃ কনককুম্ভমুখোজ্ঝিতেন,
বংশাভিষেকবিধিনা শিশিরেণ গর্ভঃ ॥ ৫৬ ॥
তং ভাবার্থং প্রসবসময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানা-
মন্তর্গূঢ়ং ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা।
মৌলৈঃ সার্দ্ধং স্থবিরসচিবৈর্হেমসিংহাসনস্থা,
রাজ্ঞী রাজ্যং বিধিবদশিষদ্ভর্ত্তুরব্যাহতাজ্ঞা ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অগ্নিবর্ণশৃঙ্গারো নাম
একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট শুভগর্ভলক্ষণা বলিয়া বোধ হইল। অমাত্যগণ তাঁহারই হস্তে রাজশ্রী প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ রাজার বিয়োগজনিত শোকোষ্ণজলে রাজমহিষীর গর্ভ প্রথমে সন্তপ্ত হইল সত্য, কিন্তু অবশেষে কুলোচিত কাঞ্চনকুম্ভনিঃসৃত স্নিগ্ধ অভি-ষেকোদক দ্বারা উহা নির্ব্বাপিত হইল ॥ ৫৬ ॥ শ্রাবণমাসে ধরাদেবী যেমন গর্ভে রোপিত বীজমুষ্টি ধারণ করেন, রাজমহিষী সেইরূপ প্রসবসময়াপেক্ষী প্রকৃতি-পুঞ্জের কল্যাণার্থ অন্তর্গত গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্ণসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া বংশপরম্পরা-গত প্রবীণ অমাত্যবৃন্দের সহিত অপ্রতিহতভাবে যথানিয়মে পতিরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

রঘুবংশ সম্পূর্ণ।

মেঘদূতম্

পূর্ব্বমেঘঃ।

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ,
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু,
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥ ১ ॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী,
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং,
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥

কোন যক্ষ আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে অনবধানতা হেতু একবর্ষব্যাপী ভর্ত্তৃশাপে রুতব পত্নীবিরহে নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন। (যক্ষরাজ তাঁহাকে এই অভিশাপ প্রদান রেন যে, এক বৎসরকাল প্রিয়তমার সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিবে।) যক্ষ অভিশপ্ত হইয়া) চিত্রকূটগিরির অভ্যন্তরস্থ আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আশ্রমস্থ তরুরাজির ছায়া সুশীতল। (তথায় পূর্ব্বে রামচন্দ্র বনবাসকালে সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন।) সেই আশ্রমের সলিলে জনকনন্দিনী স্নান রাতে ঐ জল পবিত্র হইয়াছে ॥ ১ ॥ প্রিয়তমা কর্ত্তৃক বিযুক্ত সেই মদনাতুর কতিপয় মাস সেই পর্ব্বতে বাস করিলেন; (দিন দিন কৃশ হওয়াতে) হার হস্তের প্রকোষ্ঠদেশ হইতে কনকবলয় স্খলিত হইয়া পড়িল; কাজেই কাষ্ঠদেশ ভূষণশূন্য হইল। অনন্তর আষাঢ় মাসের প্রথমদিনে তিনি দেখিলেন, ব আবির্ভূত হইয়া গিরিশৃঙ্গ আলিঙ্গন করিয়াছে; বপ্রক্রীড়াপরায়ণ হস্তীর য় ঐ জলদরাজ অতি সুদৃশ্য ॥ ২ ॥ প্রিয়তমার বিরহশোকজাত বাষ্পভরে যক্ষ-

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ,
কণ্ঠাশ্লেষি প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥ ৩॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থাং,
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ,
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥ ৪॥

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ক মেঘঃ,
সন্দেশার্থাঃ ক্ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে,
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥ ৫॥

রাজের অনুচর সেই যক্ষের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; সেই অভীষ্টসম্পাদক মেঘের সম্মু দাড়াইয়া তিনি ক্ষণকাল মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, নবজলধর দর্শনে চিরসুখেচ্ছু একত্রসমবেত দম্পতিরও চিত্তবিকার ঘটে; কিন্তু কণ্ঠালিঙ্গন প্রার্থী প্রণয়পাত্র প্রিয়জন দূরদেশে থাকিলে যে চিত্তের কি প্রকার অবস্থা ঘটে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য॥ ৩॥

অনন্তর শ্রাবণমাস উপস্থিত হইল। তখন প্রিয়াবিরহবিধুর যক্ষ মনে মনে চিন্ত করিতে লাগিলেন, ‘বিরহীর পক্ষে এই নিদারুণ বর্ষাকাল সহ্য করা একান্ত কঠিন এ সময়ে পতিবিরহবিধুরা প্রিয়তমা কিরূপে প্রাণধারণ করিবেন?’ এইরূপ চিন্ত করিতে করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, এই নবজলধর দ্বারাই (ইহাকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া) প্রণয়িনীর নিকট নিজের মঙ্গলসংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করা যাউক। (মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া) তখন যক্ষ প্রফুল্ল হৃদয়ে পর্ব্বতজাত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুটজকুসুম দ্বারা অর্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণভাবে সেই মেঘের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥৪॥ ধূম, জ্যোতিঃ, জল ও বা এই সকলের মিলনস্বরূপ মেঘই বা কোথায় আর করচরণাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রা দ্বারা প্রেরণীয় সেই সংবাদগর্ভ বাক্যই বা কোথায়? ফল কথা, এ উভয়ে অনে
[illegible] হেত এ সমস্ত বিবেচনা না করিয়া মেঘের নিকট দৌত

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং,
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং,
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥ ৬ ॥
সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ! প্রিয়ায়াঃ,
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং,
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা ॥ ৭ ॥
ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ,
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যপেক্ষেত জায়াং,
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

কার্য্যসম্পাদনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। (বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ প্রকার প্রার্থনা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াও বোধ হয় না;) কারণ, যাহারা কামার্ত্ত, স্বভাবতই তাহারা চেতনাচেতনবিষয়ে কৃপণ; (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে বিবেকশক্তিবিহীন) ॥৫॥

যক্ষ বলিলেন, হে জলদ! পুষ্কর ও আবর্ত্তক প্রভৃতি ভুবনবিশ্রুত মেঘশ্রেষ্ঠদিগের বংশে তোমার উদ্ভব; আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি; তুমি দেবরাজের প্রধান পুরুষ ও কামরূপী; এই কারণেই আমি বিধিবশে প্রিয়তমাবিরহে বিহ্বল হইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। কারণ, অধিকগুণশালী মহাকুলজাত মহাত্মার নিকট প্রার্থনা বিফলবতী হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি নীচ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা ফলবতী হইলে তাহা শ্রেয়ঃ নহে ॥ ৬ ॥ হে পয়োদ! তুমি সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের আশ্রয়স্থান, আমি ধনপতি কুবেরের ক্রোধবশে প্রিয়তমার সহিত বিযুক্ত হইয়া সতত সন্তাপানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছি; তুমি আমার মঙ্গলসংবাদ লইয়া প্রণয়িনীর নিকট প্রদান কর। এখন তোমাকে কুবেরের অলকাপুরীতে যাইতে হইবে। সেখানে দেখিবে, কুসুমোদ্যানস্থ শশাঙ্কশেখরের কিরীটস্থ চন্দ্রকিরণে সৌধরাজি অধিকতর বিমল ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭ ॥ তুমি যখন আকাশমার্গে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিবে, তখন প্রোষিতভর্ত্তৃকা (যাহাদিগের পতি বিদেশে অবস্থিতি করিতেছে) মহিলারা প্রিয়সমাগমের আশায় আশ্বস্ত হইয়া অলকাবলী উত্তোলন পূর্ব্বক তোমাকে দর্শন করিবে। যে ব্যক্তি আমার ন্যায়

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং,
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ,
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং,
সদ্যঃ পাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥ ১০ ॥

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং,
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ,
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

পরাধীন নহে, স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতে পারে, তাদৃশ কোন্ ব্যক্তি তোমাকে সম্মুখে আবির্ভূত ও নিজকার্য্যসাধনে উদ্যত দর্শনে চিরবিধুরা প্রণয়িনীকে উপেক্ষা করিয়া প্রবাসে থাকিতে সমর্থ হয়? ৮ ॥

হে জলদ! ঐ দেখ, পবন অনুকূল হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে তোমাকে প্রণোদিত করিতেছে। চাতক তোমার বামদিকে অবস্থিতি করিয়া সগর্ব্বে মধুর কূজন করিতেছে; তোমার অন্তরে জল বিদ্যমান, বিশেষতঃ সুসংবাদ নিহিত রহিয়াছে সুতরাং বলাকামালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তোমার সেবা করিবে; কারণ, তুমি নয়ন[illegible]ন ॥ ৯ ॥ হে জলদ! সর্ব্বত্রই তোমার গতি অব্যাহত; তুমি আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিবে, পতিপরায়ণা সাধ্বী তোমার ভ্রাতৃজায়া অভিশাপের নির্দ্দিষ্ট সময় এক বর্ষের কত দিন অতিবাহিত হইয়াছে, কতই বা অবশিষ্ট আছে, তাহা গণনা করিতে নিযুক্ত আছেন। এই বিরহানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়াও তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন নাই; কারণ, প্রমদাকুলের আশাবন্ধই বিচ্ছেদকালে সদ্যোভ্রংশ[illegible] প্রণয়িজীবনরূপ পুষ্প ধারণ করিয়া রাখে ॥ ১০ ॥ তোমার যে ঘোরতর গর্জ্জন ধরাতলে ভবিষ্যৎ শস্যসম্পত্তির সূচনা করিয়া দেয় এবং শিলীন্ধ্র উৎপাদন করে, মানসসরোবরে গমনোদ্যত রাজহংসেরা সেই শ্রুতিমনোহর শব্দ শুনিয়া মৃণাল[illegible] [illegible] পথে সেই শন্যমার্গে কৈলাসপর্ব্বত পর্য্যন্ত তোমার অনুগমন করিবে ॥ ১[illegible]

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং,
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য,
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্॥ ১২॥
মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎ-প্রয়াণানুরূপং,
সন্দেশং মে তদনু জলদ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র,
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য॥ ১৩॥
অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং,
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ ১৪॥
রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্-
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।

যাহার নিতম্বপ্রদেশ সর্ব্বজনবন্দনীয় রামপদচিহ্নে চিহ্নিত, (গমনকালে) তোমার সেই প্রিয়সখা এই সমুচ্চ রামগিরিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সম্ভাষণ কর। দেখ, এই রামগিরি প্রতি বর্ষে বর্ষাকালে তোমার মিলনসুখ লাভ করিয়া চিরবিচ্ছেদজাত উষ্ণবাষ্প পরিহার পুরঃসর অনন্যদুর্লভ স্নেহ প্রদর্শন করে॥ ১২॥

হে বাগ্বিদ! এখন তোমার গমনের উপযুক্ত পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। তদনন্তর শ্রোত্রপেয় অমৃতায়মান বাচনিক সংবাদ জানাইব, শুনিও। গমনকালে পথিমধ্যে তোমার শ্রমক্লম বোধ হইলে পথিমধ্যগত পর্ব্বতে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিও, আর যদি অধিকতর ক্ষীণ হইয়া পড়, তবে রুক্ষত্বদোষহীন স্রোতোজল পান করিয়া গমন করিও॥ ১৩॥ এই সরস-স্থলবেতস-পরিমণ্ডিত আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া যখন তুমি যাত্রা করিবে, সে সময় পথিমধ্যে আর তোমাকে দিক্‌হস্তিগণের স্থূলতর শুণ্ডাবিক্ষেপ সহ্য করিতে হইবে না। গমনকালে মুগ্ধসিদ্ধরমণীরা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া সচকিতনেত্রে বিস্মিতচিত্তে তোমার উদ্যম দর্শন করিবে। তাহাদের মনে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইবে যে, এ কি! সমীরণ কি রামগিরির শৃঙ্গ উত্তোলন পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন? ১৪॥
হে জলদ! ঐ দেখ, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিসকলের প্রভা একত্র মিশ্রিত হইলে যেরূপ

যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে,
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫ ।
ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ,
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকর্ষণসুরভি-ক্ষেত্রমারুহ্য মালং,
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬ ॥
ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না,
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়,
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥ ১৭ ॥
ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।

মনোহর দেখায়, সেই প্রকার প্রিয়দর্শন ইন্দ্রধনু সম্মুখে বল্মীকাগ্রভাগ হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে। উহা দ্বারা তোমার শ্যামাঙ্গ পরম শোভা ধারণ করিবে; বোধ হইবে যেন, সমুজ্জ্বলদীপ্তি শিখিপুচ্ছমণ্ডিত গোপবেশধারী শ্রীহরির দিব্যশোভা হরণ করিয়া লইয়াছে ॥ ১৫ ॥ কৃষিকর্ম্মের ফল শস্যাদি তোমার আয়ত্ত, তুমি জল বর্ষণ না করিলে কোন প্রকারেই শস্যাদির উৎপত্তি হয় না; সুতরাং ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞা জনপদনিবাসিনী রমণীরা অকৃত্রিমপ্রেমগর্ভনেত্রে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। তুমিও সেই সময় হলকর্ষণজাত সৌরভে সুরভীকৃত সমুচ্চ মাল নামক ক্ষেত্রে জলবর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিবে। তখন জলক্ষয় ও দেহের লঘুতা সম্পাদিত হইলে শীঘ্রগতিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার উত্তরদিকে গমন করিও ॥ ১৬ ॥ হে নীরধর! তুমি অবিশ্রান্ত জলধারাবর্ষণ কর বলিয়া দাবানলাদি বনোপদ্রব সকল বিনষ্ট হয়, তুমি এইরূপ পরহিতৈষী সুহৃৎ। তুমি পথশ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইলে আম্রকূট পর্ব্বত তোমাকে পরম বন্ধু জ্ঞানে সাদরে মস্তকোপরি ধারণ করিবে। কারণ, হিতৈষী বন্ধু ব্যক্তি অভ্যাগত হইলে আম্রকূট পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্রব্যক্তিও পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া অভ্যাগত সুহৃদ্বরের প্রতি পরাঙ্মুখ হয় না ॥ ১৭ ॥ তোমার বর্ণ সুস্নিগ্ধ বেণীর ন্যায় শ্যামল, আম্রকূট পর্ব্বতের উপান্তভাগ পরিপক্ক ফলকুসুমে বিভূষিত ও আরণ্য চূতবাজিতে সমাবৃত। তুমি শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিলে

নূনং যাস্যত্যমরমিথুন-প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং,

মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ॥

(অধ্বক্লান্তং প্রতিমুখগতং সানুমাংশ্চিত্রকূট-

স্তুঙ্গেন ত্বাং জলদ ! শিরসা বক্ষ্যতি শ্লাঘমানঃ।

আসারেণ ত্বমপি শময়েস্তস্য নৈদাঘমগ্নিং,

সদ্ভাবার্দ্রঃ ফলতি ন চিরেণোপকারো মহৎসু ॥ * ॥)

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং,

তোয়োৎসর্গাদ্দ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।

রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং,

ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥

তস্যাস্তিক্তৈর্ব্বনগজমদৈর্ব্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-

র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।

অন্তঃসারং ঘন ! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং,

রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥

সেই পর্ব্বতরাজ ত্রিদশমিথুনের নয়নরঞ্জন হইবে। সেই অচলরাজের মধ্যভাগে তুমি অবস্থিতি করিলে উহার মধ্যভাগ শ্যামল ও অবশিষ্টাংশ পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হইবে; সুতরাং সেই সময় উহা ধরা সতীর স্তনের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইবে ॥১৮॥ (হে পয়োদ ! তুমি যখন পথশ্রান্তিতে কাতর হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতরাজ চিত্রকূট তোমাকে শ্লাঘনীয় জ্ঞানে উচ্চ-মস্তকে বহন করিবে। তুমি জলবর্ষণ দ্বারা তাহার নিদাঘজনিত সন্তাপ নির্ব্বাণ করিতে যত্ন করিও। কারণ, প্রণয়বশে উচ্চব্যক্তির উপকার করিলে অচিরে তাহার শুভফল লাভ করা যায় ॥ *) বনচরবধূরা ঐ পর্ব্বতরাজের যে স্থলে কুঞ্জাভ্যন্তরে বিহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তুমি ক্ষণকাল তথায় বিশ্রাম করিও; তাহা হইলে তোমার দেহ লঘু হইবে, সুতরাং দ্রুতগমনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। তদনন্তর কিছু দূর গমনের পর দেখিবে, বিমলসলিলা স্রোতস্বতী রেবা বিন্ধ্যগিরির উন্নতাবনত পাষাণস্তূপে কৃশাঙ্গী হইয়া মদোন্মত্ত গজশরীরে চিত্রিত রচনার ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৯ ॥ হে জলদ ! জম্বুকুঞ্জে ঐ রেবা নদীর স্রোত প্রতিহত হইতেছে; বন্য মত্তহস্তিগণের তিক্ত

---

* এ শ্লোকটি সকল পুস্তকে নাই।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ,
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্॥ ২১॥
অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষ্যমাণাঃ,
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ,
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি॥ ২২॥
উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে! মৎপ্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ,
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ,
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ॥ ২৩॥

মদ দ্বারা তাহার জলরাশি সুগন্ধে পূর্ণ হইয়াছে। তুমি জলধারাবর্ষণ পূর্ব্বক ঐ নদীর কিঞ্চিৎ জল লইয়া পুনর্ব্বার গমন করিও। কারণ, যদি তোমার গর্ভে সা দ্রব্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে অনিলদেব কদাচ তোমাকে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখ, কেহ রিক্ত হইলে সকলের নিকটেই তাহাকে লঘু হইতে হয়; পূর্ণ বা সারগর্ভ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গৌরবের আস্পদ হইয়া থাকে॥ ২০॥ হে বারিধর! গমনকালে দেখিবে, স্থলকদম্বসকল অর্দ্ধোত্থি কিঞ্জল্ক দ্বারা হরিতকপিশবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সারঙ্গেরা উহা দর্শন অনূপদেশজাত ভূমিকদলীর প্রথমোৎপন্ন মুকুল ভক্ষণ পূর্ব্বক অরণ্যে অরণ্যে ভূমি সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে তোমার পথ দেখাইয়া দিবে॥ ২১॥ গমনসময়ে তুমি দেখিতে পাইবে, কিম্পুরুষেরা জলকণা-গ্রহণে উৎকণ্ঠিত চাতকদিগকে দেখিতে দেখিতে শ্রেণীবদ্ধ বকমালা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একে একে গণনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তুমি সেই সময়ে গর্জ্জন করিও; কারণ, তোমার প্রসাদে সিদ্ধগণ প্রিয়তমার সসম্ভ্রম সকম্প আলিঙ্গনজন্য সুখ অনুভব করিয়া তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন॥ ২২॥ হে সখে! আমার উপকারার্থ আশু গমনে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, প্রস্ফুটিত কুটজপুষ্পের সৌরভে সুরভিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে তোমার বহু বিলম্ব ঘটিবে। কারণ, সে সময় পর্ব্বতবাসী ময়ূরেরা কেকারবে স্বাগত-সম্ভাষণে শুভ-দৃষ্টিতে প্রত্যুদ্গমন

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
নীড়ারম্ভে গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ,
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৪ ॥
তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং,
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ,
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ॥ ২৫ ॥
নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বক অতিকষ্টে অনিচ্ছার সহিত তোমাকে বিদায় প্রদান করিবে। তাহার পর তুমি দ্রুতগমনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥

অনন্তর তুমি যখন দশার্ণনামক জনপদের নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন তথাকার উপবনস্থিত গ্রাম্য চৈত্যবৃক্ষ সকল বায়সাদি পক্ষিগণের নীড়নির্ম্মাণব্যাপারে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে; কেতকপুষ্প সকল বিকসিত হওয়াতে ঐ স্থানের উপবন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে; তখন দেখিবে, পরিপক্ক ফলসমূহে শ্যামবর্ণ জম্বুবন দ্বারা ঐ স্থান সুদৃশ্য হইবে; মরালনিকর কিছু দিন ঐ স্থানে বাস করিয়া পরে মানস-সরোবরে গমন করিবে ॥ ২৪ ॥ ঐ দশার্ণ জনপদের অন্তর্গত বিদিশানাম্নী নগরী সর্ব্বত্র প্রথিত; তুমি সেখানে উপস্থিত হইলে বিলাসিতার সমগ্র ফল সর্ব্বথা ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। কারণ, তুমি বেত্রবতী নদীর তীরদেশে অবস্থিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার সুস্বাদু জল পান করিবে, চঞ্চল তরঙ্গসমূহে ঐ জল বিলসিত এবং ভ্রূকুটিসংযুক্ত মুখের ন্যায় প্রিয়দর্শন ॥ ২৫ ॥ তুমি বিদিশা নগরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তথায় কিয়ৎক্ষণ নীচৈঃ নামক পর্ব্বতে বিশ্রাম করিও; তথায় অগণিত কদম্বপুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, তদ্দর্শনে বোধ হইবে যেন, তোমার সমাগমে আনন্দসঞ্চার হওয়াতে সেই গিরিরাজ রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে। ঐ গিরিরাজের গুহাভ্যন্তরে বারবিলাসিনীরা রতিক্রিয়া সম্পাদন করে; সেই রতিক্রিয়ার সুরভিগন্ধ বিকীর্ণ হওয়াতে তদ্দ্বারা নাগরিকবৃন্দের উদ্দাম যৌবন

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদী*তীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং,
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥ ২৭॥
বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং,
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈ†স্তত্র পৌরাঙ্গনানাং,
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥ ২৮॥
বীচিক্ষোভস্তনিত‡বিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ,
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।

প্রকটিত হয় সন্দেহ নাই॥ ২৬॥ তথায় নদীকূলে যে সকল বনরাজি বিদ্যমান, সেই সমস্ত বনে যুথিকাপুষ্পের মুকুল সকল স্বয়ংই উৎপন্ন হইয়াছে; তোমার পথ-শ্রান্তি দূর হইলে তুমি সেই সকল মুকুলের উপর নবজলকণা বর্ষণ করিতে করিতে প্রস্থান করিও। যে সকল বিলাসিনীরা পুষ্পচয়নে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদিগের গণ্ডস্থলস্থ ঘর্ম্মবিন্দু অপনোদনসময়ে যখন কর্ণোৎপল ম্লান ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়িবে, তখন তুমি তাহাদিগের মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্ব প্রদান করিয়া ক্ষণকালের জন্য পরিচিত হইও॥ ২৭॥

হে জলধর! উজ্জয়িনী নগরী হইয়া গমন করিলে যদি তোমার পথ কিছু বক্র হয়, এমন বিবেচনা কর, তাহা হইলেও ঐ রাজধানীর উচ্চ অট্টালিকার উপর একবার উপবেশন করিতে বিমুখ হইও না; কারণ, তথাকার পুরনারীগণের নয়নকটাক্ষ চকিতচঞ্চল এবং তড়িন্মালার ন্যায় স্ফুরিত; যদি তুমি সেই কটাক্ষের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে বঞ্চিত হও, তাহা হইলে তোমার জন্মধারণ বিফল॥ ২৮॥ উজ্জয়িনীর পথে গমনকালে পথিমধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা-নাম্নী নদী তোমার নয়নপথে পতিত হইবে; তুমি তাহার সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ সহকারে কেলিরসে পরিপূর্ণ হইবে। ঐ স্রোতস্বতীর তরঙ্গক্ষোভ হেতু বিহগগণ শব্দ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে; সেই সকল বিহগশ্রেণীরূপ রশনাদামে ঐ নদী অলঙ্কৃতা ও

* নগনদী ইতি পাঠান্তরম্।

† বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিতৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

‡ বীচিক্ষোভক্বণিত ইতি চ পাঠো দৃশ্যতে।

নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য,
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥ ২৯॥
বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ, *
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী,
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥ ৩০॥
প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্,
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং,
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥ ৩১॥ †

লিতগামিনী; ঐ নদী তোমাকে তাহার আবর্ত্তরূপ নাভি প্রদর্শন করিবে। বনা প্রার্থনায় কিরূপে তাহার সহিত সঙ্গত হইবে, এ আশঙ্কা করিও না। কেন না, রমণীরা প্রথমে নিজমুখে কোন কথা প্রকাশ করে না, প্রণয়ীর নিকট বভ্রমবিলাস-প্রদর্শনই তাহাদের প্রথম প্রেমসূচক বাক্যস্বরূপ॥ ২৯॥ হে সুভগ! য নদীর গ্রীষ্মকালীন জলপ্রবাহ বিরহদশাতে একবেণীস্বরূপ হইয়াছে, তীরজাত রুরাজি হইতে স্খলিত জীর্ণপত্র দ্বারা যে নদী পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তোমার প্রবাসে অবস্থানকালে যে নদী বিরহিণী হইয়া তোমার সৌভাগ্য সূচনা করিয়াছে, সেই নির্ব্বিন্ধ্যা-নাম্নী নদীর ক্ষীণতা যাহাতে দূর হয়, সে বিষয়ে যত্ন করিতে তুমি ত্রুটি করিও না॥ ৩০॥

অনন্তর তুমি অবন্তীরাজ্যে উপস্থিত হইবে। তথাকার গ্রাম্যবৃদ্ধ ব্যক্তিরা উদয়নরাজার বাসবদত্তা হরণাদি বিস্ময়কর উপাখ্যান-কীর্ত্তনে পারদর্শী। তুমি সেই অবন্তীদেশ হইয়া সৌভাগ্যসম্পৎপূর্ণা উজ্জয়িনীতে গমন করিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনী নগরী দেখিয়া তোমার বোধ হইবে, যেন ত্রিদিববাসী পুণ্যবান্‌দিগের পুণ্যফল শেষ হইলে যখন তাঁহারা পুনর্ব্বার ধরাধামে আগমন করেন, সেই

---

* বেণীভূতপ্রতনুসলিলা তামতীতস্য সিন্ধুঃ ইতি পাঠভেদঃ।

† এই শ্লোকের পর কোন কোন পুস্তকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুধীমণ্ডলীর বিবেচনায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যথা—

হারাংস্তারাংস্তরলগুটিকান্ কোটিশঃ শঙ্খশুক্তীঃ,
শষ্পশ্যামান্মরকতমণীনুন্ময়খপ্ররোহান্।

দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং,
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ,
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥ ৩২॥
জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ,
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু॥ ৩৩॥

সময়ে তাঁহারাই অবশিষ্ট পুণ্যবলে স্বর্গধামের একখণ্ড সমুদ্ভাসিত সারাংশ ঐ স্থানে আনয়ন করিয়াছেন॥ ৩১॥ সেই রাজধানীতে প্রভাতকালে যে মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, প্রফুল্ল-পদ্মকানন-গন্ধের সংসর্গে উহা অতীব সুরভিত, সুখস্পর্শ এবং শিপ্রানাম্নী স্রোতস্বতীর জলস্পর্শে সুস্নিগ্ধ। রতিক্রীড়াভিলাষে প্রিয়বচন-বিন্যাসে পটু, দেহসংবাহনে প্রবৃত্ত, প্রণয়াস্পদ নায়ক যেমন রমণীকুলের রতিশ্রান্তি দূর করে, ঐ বায়ুও সেইরূপ সারসকুলের স্ফুটতর মদকলকূজন বিস্তার করিয়া রমণীজনের সুরতগ্লানি অপনোদন করিতেছে॥ ৩২॥ যে সকল অট্টালিকা পুষ্পগন্ধে আমোদিত, এবং রূপবতী যুবতীবৃন্দের চরণতলস্থ অলক্তরাগে রঞ্জিত; তুমি সেই সকল অট্টালিকার উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া বিশালা নগরীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী দর্শন পূর্ব্বক পথশ্রম দূর করিবে। ঐ সময়ে কেশসুরভীকরণ সুগন্ধি ধূপগন্ধ বাতায়নমার্গ হইতে বহির্গত হইয়া তোমার দেহের পুষ্টিসাধন করিবে। সুহৃদের

দৃষ্টা। যস্যাং বিপণিরচিতান্ বিদ্রুমাণাঞ্চ ভঙ্গান্,
সংলক্ষ্যন্তে সলিলনিধয়স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ॥
প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে,
হৈমং তালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্য দর্পা-
দিত্যাগন্তূন্ রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ॥
পত্রশ্যামা দিনকরহয়স্পর্দ্ধিনো যত্র বাহাঃ,
শৈলোদগ্রাস্ত্বমিব করিণো বৃষ্টিমন্তঃ প্রভেদাৎ।
যোধাগ্রণ্যঃ প্রতিদশমুখং সংযুগে তস্থিবাংসঃ,
[illegible]সরণাঙ্কৈঃ॥

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ,
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডেশ্বরস্য ।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৪ ॥
অপ্যন্যস্মিন্ জলধর ! মহাকালমাসাদ্য কালে,
স্থাতব্যন্তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাম্ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্ ॥ ৩৫ ॥
পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ,
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ ।
বেশ্যাস্তত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু-
ন্নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৬ ॥

প্রতি যে প্রকার প্রণয় প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, গৃহপালিত ময়ূরেরা সেই প্রণয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে প্রীতিকর নৃত্যরূপ উপহার প্রদান করিবে ॥ ৩৩ ॥

হে নীরবর ! তদনন্তর তুমি ত্রিভুবনগুরু চণ্ডেশ্বর মহেশ্বরের মহাকালাখ্য পবিত্র স্থলে গমন করিবে। দেবদেব নীলকণ্ঠের কণ্ঠ যেমন নীলবর্ণ, তোমার বর্ণও সেইরূপ; সুতরাং প্রমথবৃন্দ সাদরে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। ঐ স্থানে যে কাননরাজি বিদ্যমান, উশীরচন্দন-তৈলাদি দ্বারা উহা সুরভীকৃত, কমলকুসুমের পরাগস্পর্শে সুগন্ধপূর্ণ নদীস্পৃষ্ট শীতল সমীরণ দ্বারা উহা সতত বিকম্পিত হইতেছে ॥ ৩৪ ॥ যদি তুমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে তথায় গমন করিতে পার, তাহা হইলে যাবৎ সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন না করেন, তাবৎ তথায় অবস্থান করিও। কারণ, সন্ধ্যাকালে দেবদেব শূলপাণির যে শ্লাঘনীয় অর্চ্চনা-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তৎকালে তুমি তাহার পটহের কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক গভীর-গর্জ্জনের পূর্ণফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥ প্রতি চরণক্ষেপে যাহাদিগের রশনাদাম শ্রুতিমনোহর ধ্বনি করে, কঙ্কণমণিখচিত-দণ্ডবিশিষ্ট বালব্যজন লীলাসহকারে আন্দোলন করিয়াও যাহাদিগের করপদ্ম ব্যথিত হয়, সেই সকল নর্ত্তকী বিলাসিনীরা তোমা হইতে পদনখপ্রীতিজনক প্রথমবর্ষাকালীন বারিবিন্দু প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রতি ভ্রমরপংক্তির ন্যায় বিশাল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবে সন্দেহ

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ,
সান্ধ্যন্তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তন্দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং,
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৭ ॥

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং,
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং,
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লাবাস্তাঃ ॥ ৩৮ ॥

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং,
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং,
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৩৯ ॥

নাই ॥ ৩৬ ॥ সন্ধ্যাকালীন অর্চ্চনা শেষ হইলে যখন ভূতপতির নৃত্যারম্ভ হইবে, তখন তুমি প্রত্যগ্র জবাকুসুমসন্নিভ লোহিতবর্ণ সন্ধ্যারাগ পরিগ্রহ করিয়া দেবদেবের অত্যুন্নত ভুজতরুবন মণ্ডলাকারে সমাবৃত করিযা ফেলিবে; তাহা হইলেই প্রভুর শোণিতাক্ত অজিনধারণের বাসনা পরিপূর্ণ হইবে অর্থাৎ তুমি রক্তবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক ঐ ভাবে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিলে বোধ হইবে যেন, দেবদেব পিনাকপাণি নাগাজিনে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ৩৭ ॥ ঘোরতরা যামিনীযোগে উজ্জয়িনীর রাজমার্গ সূচিভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে যখন অভিসারিকা বিলাসিনীরা প্রেমপাত্রের গৃহে অভিসার করিবে, সেই সময়ে তুমি নিকষপ্রস্তরাঙ্কিত স্বর্ণরেখার ন্যায় সমুদ্দীপ্ত তড়িল্লতা-সহায়ে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিও; কিন্তু তখন জলবর্ষণ বা গর্জ্জন করিও না; কারণ, অভিসারে গমনোদ্যত কামিনীগণের হৃদয় স্বভাবতই নিরতিশয় ভীরু ॥ ৩৮ ॥ হে জলদ বিদ্যুল্লতা তোমার প্রণয়িনী, রজনীযোগে অনেকক্ষণ বিলাসসুখ সম্ভোগ করাতে তোমার পরিশ্রম হইবে, ইহা বিচিত্র নহে; অতএব পারাবত সকল যেখানে প্রসুপ্ত থাকে, রমণীয় প্রাসাদের উপর সেইরূপ কোন স্থানে থাকিয়া তুমি নিশা যাপন করিও। যখন তিমিরহারী সূর্য্যদেব উদিত হইবেন, তখন পুনর্ব্বার অবশিষ্ট পথবাহনে প্রবৃত্ত হইবে। যাঁহারা সুহৃদের হিতসাধনার্থ দৃঢ়সঙ্কল্প হন তাঁহাদিগকে [illegible] কখনও শিথিল হইতে দেখা যায় না ॥ ৩৯ ॥ হে জলদ! সূর্য্যোদ

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং,
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু ।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ * সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ,
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥ ৪০ ॥
গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে,
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্ ।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-
ন্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪১ ॥
তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং,
নীত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্ ।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে ! লম্বমানস্য ভাবি,
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং † কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪২ ॥

প্রণয়ীরা খণ্ডিতা নায়িকাগণের নয়নাশ্রু দূর করিয়া দিবে ; অতএব সে সময়ে তুমি আদিত্যদেবের গতিরোধ করিও না। কারণ, সূর্য্যদেবও প্রণয়িনী নলিনীর বদনপদ্ম হইতে হিমরূপ অশ্রুবারি অপনোদন করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন। যদি তখন তুমি তাঁহার পথ অবরোধ কর, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাঁহার ক্রোধসঞ্চার ও অসূয়া জন্মিবার সম্ভব ॥ ৪০ ॥ তুমি যখন গম্ভীরানাম্নী নদীর নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন তোমার স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তি তাহার স্বচ্ছজলরূপ বিমলহৃদয়ে প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই ; সুতরাং যদি তুমি সেই অনুরাগিণী সকামা স্রোতস্বতীর কুমুদতুল্য নির্ম্মল চপলসফরীর উল্লম্ফনরূপ দর্শন বিফল করিয়া ধৈর্য্যসহকারে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না ॥ ৪১ ॥ হে জলদ ! তুমি সেই গম্ভীরা নদীর নির্ম্মল বারিরূপ শীতবস্ত্র হরণ করিয়া লইবে। বেতসশাখা তাহার জলে সংস্পৃষ্ট হওয়াতে বোধ হইবে যেন, সেই সরিদ্বরা লজ্জাবশে পুলিননিতম্ববিশিষ্ট বস্ত্র হস্ত দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র ধারণ করিয়া আছে। তুমি একবারমাত্র সেই সর্ব্বাবয়বসুন্দরীর উপরিদেশে লম্বমান হইলে তোমাকে অতিকষ্টে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। কারণ, যে পুরুষ একবার রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, সে কি কদাচ প্রসারিতজঘনা তাদৃশী রূপবতীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে পারে ? ৪২ ॥

* কমলনয়নাৎ ইতি পাঠভেদঃ ।   † পুলিনজঘনাং ইতি বা পাঠঃ ।

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ,
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে,
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্॥ ৪৩॥
তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা,
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ॥ ৪৪॥
জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী,
পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং,
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ॥ ৪৫॥

হে সখে! তৎপরে তুমি দেবগিরি নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইবে। তুমি তথায় সলিলবর্ষণ করিলে উচ্ছ্বসিত ধরণীর গন্ধস্পর্শে তথাকার বায়ু সৌগন্ধ্যে পরিপূর্ণ হইবে; তথায় যে সকল উডুম্বরফল বিদ্যমান আছে, গজবৃন্দ নাসারন্ধ্র দ্বারা শ্রুতিসুখকর শব্দ করিতে করিতে সেই সকল আরণ্য উডুম্বর আঘ্রাণ করিতেছে; ঐ সকল পক্ক উডুম্বরের গন্ধে বায়ুও সুস্নিগ্ধ হইয়াছে, সেই বায়ু তখন তোমার সেবা করিবে॥ ৪৩॥ ঐ দেবগিরিতে মহেশ্বরনন্দন কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। তুমি কামরূপী, সুতরাং সেই স্থানে পুষ্প-মেঘরূপ ধারণ করিয়া মন্দাকিনীবারিসিক্ত কুসুমরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক সেই গৌরীকুমারকে অভিষিক্ত করিতে ত্রুটি করিও না। দেবরাজের সৈন্যবৃন্দের পরিরক্ষণার্থ সর্ব্বদেবদেব পশুপতির সূর্য্যাধিক যে পরম তেজ বহ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, * সেই তেজ হইতেই ঐ মহাতেজা ষড়াননের উৎপত্তি হইয়াছে॥ ৪৪॥ হে প্রিয় সুহৃদ! এইরূপ পুষ্পবৃষ্টি করিলে ভগবতী গৌরী পুত্রবাৎসল্যবশে যাহার জ্যোতিঃপুঞ্জ-

* অগ্নিমুখে যে পাশুপততেজ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, রামায়ণেই তাহার প্রমাণ আছে। যথা

"তে গত্বা পর্ব্বতং নাম কৈলাসং ধাতুমণ্ডিতম্।
অগ্নিং নিযোজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্ব্বদেবতাঃ॥
দেবকার্য্যমিদং দেব সমাধৎস হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজা গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ॥"

আরাধ্যৈনং শরবনভবং দূরমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা,
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্,
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্ ॥ ৪৬ ॥
ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে,
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৭ ॥
তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং,
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্।

বাজিত স্বয়ং-পতিত পুচ্ছপত্র কর্ণযুগলে কুবলয়ধারণস্থানে ধারণ করেন, যাহার শ্বেতবর্ণ লোচনযুগল হরচূড়াস্থিত চন্দ্রকলা দ্বারা ধৌত হওয়াতে অধিকতর শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, কার্ত্তিকেয়ের সেই ময়ূরকে তুমি গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত গম্ভীর গর্জ্জন দ্বারা নৃত্য করাইবে ॥ ৪৫ ॥

হে পয়োদ! এইরূপে তুমি শরবনসম্ভূত কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিবে। যে সমস্ত সিদ্ধদম্পতি সুমধুর বীণাবাদন সহকারে ষড়াননের উপাসনা করিতে আগমন করিবেন, তুমি শীঘ্রগতি তাঁহাদিগের পথ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে; কারণ, তোমার জলবর্ষণ যাহাতে তাঁহাদের বীণাতে পতিত না হয়, সে দিকে তোমার অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে তুমি চর্ম্মণ্বতী নদীর নিকট উপস্থিত হইও। এই নদী রাজা রন্তিদেবের গোমেধযজ্ঞজনিত কীর্ত্তিস্বরূপিণী;—যেন স্রোতোরূপে তাঁহার কীর্ত্তি প্রবাহিত হইতেছে। তুমি সেই নদীর সম্মানবর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাতে অবতীর্ণ হইও ॥ ৪৬ ॥ তুমি কৃষ্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তুমি যে সময় অবগাহনার্থ ঐ নদীতে অবতীর্ণ হইবে, নদীর প্রবাহ বিস্তীর্ণ হইলেও দূর হইতে তখন উহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া অনুমিত হইবে সন্দেহ নাই। তখন আকাশবিহারী দেব, দানব প্রভৃতি সকলেই দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবে, যেন ধরাদেবীর একতার মৌক্তিকী মালার মধ্যস্থলে একটি স্থূলতর ইন্দ্রনীলমণি শোভা পাইতেছে ॥ ৪৭ ॥

তদনন্তর তুমি ঐ চর্ম্মণ্বতী অতিক্রম পূর্ব্বক রন্তিদেবের দশপুরনামক নগরে গমন করিবে। দশপুরনিবাসিনী প্রমদাকুল কৌতুহলসহকারে তোমাকে দেখিতে

কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীজুষামাত্মবিম্বং,
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমধশ্ছায়য়া গাহমানঃ,
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা,
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৪৯ ॥
হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতী-লোচনাঙ্কাং,
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য! সারস্বতীনাং,
অন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫০ ॥
তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং,
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ,
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা ॥ ৫১ ॥

থাকিবে। তখন তাহাদিগের চির-অভ্যস্ত ভ্রূলতাবিলাস প্রকাশ পাইবে এবং লোচনরাজির পক্ষ্মসকল উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে কৃষ্ণসারের শোভা প্রকটিত হইবে; তখন বোধ হইবে যেন, অলিকুল উৎক্ষিপ্ত কুন্দপুষ্পের অনুসরণ করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

হে নীরদ! তাহার পর তুমি তোমার ছায়াসহায়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তদনন্তর কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে। ঐ স্থানেই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়বংশ সমূলে ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। তুমি যেমন পদ্মদলের উপর জলধারা বর্ষণ কর, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনও সেইরূপ ঐ স্থানে ক্ষত্রিয়রাজবৃন্দের মুখপদ্মে শত শত তীক্ষ্ণ বাণজাল বর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥ ঐ স্থানেই বলদেব কুরুপাণ্ডবের প্রতি বাৎসল্য হেতু যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া রেবতী-লোচন-প্রতিবিম্ব-সদৃশ পরম শোভন একান্তপ্রিয় হালা মদিরা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সরস্বতীসলিল পান করিয়াছিলেন। তুমি সেই পবিত্র জল গ্রহণ করিও; যদিও তুমি নিজে কৃষ্ণবর্ণ, তথাপি ঐ জল গ্রহণ করিলে তোমার অন্তর নিরতিশয় নির্ম্মল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥

হে জলধর! তৎপরে তুমি কুরুক্ষেত্র পরিহার পুরঃসর কনখল সমীপে পর্ব্বত পাদ-সমীপে উপস্থিত হইবে। যিনি সগরসন্তানদিগের স্বর্গতির সোপান-পংক্তিরূপিণী সেই জহ্নু নন্দিনী ভাগীরথী এই স্থলেই অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী,
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ,
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২ ॥
আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্ম্মৃগাণাং,
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ,
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্‌ ॥ ৫৩ ॥
তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসঙ্ঘট্টজন্মা,
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্‌ ॥ ৫৪ ॥

হলেন। সপত্নীভাব সহ্য করা যেমন প্রৌঢ়া কামিনীদিগের অসাধ্য, সেই জাহ্নবীও সেইরূপ ফেনপুঞ্জরূপ হাস্য দ্বারা পার্ব্বতীর ভ্রূভঙ্গীরচনা অবজ্ঞা করিয়া শিরোভূষণ চন্দ্ররেখার উপর তরঙ্গরূপ বাহুপ্রসারণ সহকারে দেবদেব শূলপাণির কেশ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ সুরগজের ন্যায় গগনপ্রদেশে পশ্চার্দ্ধ দ্বারা বিলম্বিত হইয়া তুমি জাহ্নবীর স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছজল বক্রভাবে পান করিবার জন্য যখন ব্যাকুল হইবে, তখন সেই মুহূর্ত্তে উহার সলিলমধ্যে তোমার ছায়া পতিত হইবে; তৎকালে সুরধুনী অস্থানে প্রাপ্ত যমুনাসঙ্গমের ন্যায় সুদৃশ্য হইবেন ॥ ৫২ ॥ তৎপরে তুমি জাহ্নবীর উৎপত্তিস্থল হিমাচল প্রাপ্ত হইবে। কস্তূরীমৃগগণ উপবেশন করাতে ঐ অচলরাজের শিলাতল সুগন্ধে পরিপূর্ণ; হিমরাশি বিদ্যমান থাকাতে ঐ পর্ব্বত শ্বেতবর্ণ। তুমি তাহার পথশ্রমহারক শৃঙ্গে উপবেশন করিও; তাহা হইলে মহাদেবের শ্বেতবর্ণ বৃষভের শৃঙ্গে বপ্রক্রীড়োৎক্ষিপ্ত কর্দ্দম লগ্ন হইলে যেরূপ শোভা হয়, তোমারও সেইরূপ শোভা সম্পাদিত হইবে ॥ ৫৩ ॥ যদি সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে দেবদারুতরুর স্কন্ধশাখাদির ঘর্ষণজাত দাবাগ্নি চমরীমৃগের পুচ্ছলোমাদি দগ্ধ করিয়া হিমাচলের কষ্ট উৎপাদন করে, তাহা হইলে তুমি জলধারাসহস্র-বর্ষণ দ্বারা সেই দাবাগ্নি নিঃশেষে নির্ব্বাপিত করিয়া দিও। কেন না, বিপন্নদিগের ক্লেশোপশম করাই মহাত্মগণের সম্পদের ফল ॥ ৫৪ ॥ তুমি পথ

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্,
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্ব্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্,
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ॥ ৫৫॥
তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ,
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ,
সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ॥ ৫৬
শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ,
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ে গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ,
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ॥ ৫৭॥
প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্,
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।

পরিত্যাগ করিলেও, যে সমস্ত শরভ রোষবশে বেগে উৎপতিত হইয়া নিজের অঙ্গ চূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যম করিবে, সঙ্কুল করকাবর্ষণ দ্বারা তুমি তাহাদিগকে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিবে। বিফল কার্য্যে যত্ন করিলে কোন্ ব্যক্তি পরিভবের পাত্র না হয়? ৫৫॥ শ্রদ্ধাশীল ভক্তবৃন্দ যাহা দর্শন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া দেহবিসর্জ্জনান্তে নিত্য প্রমথপদলাভের উপযুক্ত হয় এবং যাহা সিদ্ধবৃন্দ কর্ত্তৃক সতত পূজোপচারাদির দ্বারা পূজিত, হিমাচলশিলাখণ্ডে সুস্পষ্ট অঙ্কিত চন্দ্রশেখরের সেই চরণচিহ্ন তুমি ভক্তিনম্রভাবে প্রদক্ষিণ করিও॥ ৫৬॥ তথায় বংশ সকল সমীরণ দ্বারা পূর্ণবিবর হইয়া মনোহর ধ্বনি করিতেছে; কিন্নরীরা দলবদ্ধ হইয়া ত্রিপুরবিজয়গানে নিরত রহিয়াছে। মুরজশব্দের ন্যায় তোমার গর্জ্জন যদি কন্দরমধ্যে বিস্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তথায় শূলপাণির গীত পূর্ণাঙ্গে সম্পাদিত হইবে॥ ৫৭॥

হিমাচলের তটসমীপে ঐ সমস্ত দ্রষ্টব্য পদার্থ (দর্শন পূর্ব্বক) অতিক্রম করিলে হংসসমূহের মানস-সরোবরে গমনের পথ। উহা পরশুরামের কীর্ত্তির কারণ-স্বরূপ। তুমি ক্রৌঞ্চগিরির বিবর দ্বারা নির্গমনকালে বক্রভাবে লম্বিত হইয়া উত্তর-[illegible] করিবার জন্য উদ্যত হইলে বিষ্ণুর

তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী,
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৮ ॥
গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ,
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং,
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৯ ॥
উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে,
সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনৈরচ্ছগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৬০ ॥
হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা,
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ,
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬১ ॥

শ্যামল চরণ যেমন শোভা পাইয়াছিল, তুমিও তৎকালে সেইরূপ শোভা ধারণ করিবে ॥ ৫৮ ॥

তদনন্তর তুমি ঊর্দ্ধদিকে গমন পূর্ব্বক কৈলাসাচলের অতিথি হইবে। ঐ পর্ব্বত (অতিশুভ্র ও স্বচ্ছ হেতু) অমরনারীগণের দর্পণস্বরূপ। মহাদেব প্রতিদিন যে অট্টহাস্য করেন, সেই সকল হাস্য পুঞ্জীভূত হইলে যেরূপ দেখায়, ঐ পর্ব্বতও যেন সেইরূপ শোভা পাইতেছে; ঐ অচলরাজ অত্যুচ্চ শুভ্রবর্ণ শিখরসমূহ দ্বারা দিঙ্মুখ ও অম্বরতল ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। পূর্ব্বে বাহুবলোদ্ধত রাবণ বাহু দ্বারা উত্তোলন করাতে ঐ পর্ব্বতের প্রস্থসন্ধি শিথিল হইয়া গিয়াছে ॥৫৯॥ সেই কৈলাস পর্ব্বত আশুচ্ছিন্ন হস্তিদন্তখণ্ডের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; তোমার বর্ণও অতিমসৃণ মর্দ্দিত কজ্জলবৎ কৃষ্ণ; এইরূপ নীলবর্ণ তুমি যখন শুভ্রবর্ণ সেই কৈলাসের শৃঙ্গে আরোহণ করিবে, তখন সেই পর্ব্বত স্কন্ধে নীলবসনধারী বিসকিসলয়-খণ্ডবৎ ধবলবর্ণ বলরামের কান্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিবে ॥ ৬০ ॥ (পাছে সর্পদর্শনে স্ত্রীস্বভাবসুলভ ভীতিবশে পার্ব্বতী ভয় প্রাপ্ত হন, এই আশঙ্কায়) মহেশ্বর সর্পবলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহাকে হস্তাবলম্বন দান করিয়াছেন, (যাঁহার হাত

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং,
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে! ঘর্ম্মলব্ধস্য ন স্যাৎ,
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জ্জিতৈর্ভীষয়েস্তাঃ ॥ ৬২ ॥
হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ,
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জ্জলদ! ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ৬৩ ॥
তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং,
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্!

ধরিয়া লইয়া যান), সেই পার্ব্বতীসহ যদি ঐ ক্রীড়াপর্ব্বতে পদব্রজে তিনি পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে তুমি অগ্রে গমন পূর্ব্বক অভ্যন্তরগত নিজ বারিরাশি স্তম্ভিত করিবে এবং ভঙ্গীক্রমে আপনার দেহকে বিরচিত করিয়া তাঁহার মণিময়তটে আরোহণার্থ সোপানস্বরূপ হইবে ॥ ৬১ ॥ সেই পর্ব্বতে ক্রীড়াসক্ত অমরনারীরা নিজ নিজ বলয়াগ্রভাগ দ্বারা তোমাকে তাড়িত করিলে তোমার অভ্যন্তর হইতে জলশীকর উদ্গীর্ণ হইবে; কৃত্রিমধারাগৃহে জলযন্ত্রনির্ম্মুক্ত শীকরবৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দলাভ করে, তোমার ঐ জলশীকর দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তাহারা সেইরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। গ্রীষ্মাবসানে প্রথমপতিত জলবিন্দু শীতলত্ব হেতু সুখাবহ, এই জন্য যদি সেই সকল অমরাঙ্গনারা তোমাকে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে শ্রুতিকঠোর হস্তিবৃংহিততুল্য গর্জ্জন দ্বারা তাহাদিগের ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিবে ॥ ৬২ ॥ অতিরমণীয়, নানাশ্চর্য্যের আকরস্বরূপ সেই কৈলাসাচলে তুমি যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে। তথায় কনকপদ্মের পরাগস্পর্শে সুরভীকৃত মানসসরসীজল যথেষ্ট পান করিবে। ঐ স্থানে ইন্দ্রহস্তী ঐরাবত বিহার করিতে আসিয়া থাকে; তুমি ক্ষণকালের জন্য তাহার মুখাবরণবস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাহার প্রীতি সমুৎপাদন করিবে এবং সূক্ষ্মবসনের ন্যায় কল্পতরুর কিসলয়-গুলিকে বায়ু দ্বারা আকম্পিত করিয়া নানারূপ ক্রীড়া দ্বারা সেই অচলরাজকে যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করিবে ॥ ৬৩ ॥ হে কামচারিন্! প্রণয়ীর ক্রোড়ে যেমন বিগলিতবসনা রমণী অবস্থিতি করে, সেইরূপ কৈলাসগিরির উপরিভাগে বিগলদগঙ্গা অলকাপুরী দর্শন করিয়া তুমি চিনিতে পারিবে না, এমন নহে।

যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা,
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি পূর্ব্বমেঘঃ ।

উত্তরমেঘঃ ।

—:০:—

বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ,
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ,
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ১ ॥
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং,
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং,
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥

বিগতমান প্রসন্নসুমুখী রমণী যেমন মৌক্তিকরাজিরাজিত কুন্তলকলাপ ধারণ করে, সপ্ততল-প্রাসাদমণ্ডিত সেই অলকাপুরীও সেইরূপ বর্ষাকালে জলস্রাবিণী মেঘমালা বহন করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

যে স্থানে প্রাসাদমালা রূপবতী কামিনীবৃন্দে বিরাজিত, নানারূপ চিত্রবিশিষ্ট, সঙ্গীতের জন্য মুরজধ্বনিতে নিনাদিত, মণিকুট্টিমে পরিশোভিত ও মেঘস্পর্শী শিখর-বিশিষ্ট ; যে সমস্ত সৌধরাজি বিদ্যুদ্বিলসিত, ইন্দ্রধনুর্মণ্ডিত, স্নিগ্ধ-গম্ভীর গর্জ্জন-সম্পন্ন, অভ্যন্তরে জলপূর্ণ উন্নত মেঘের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে সমর্থ ; যে স্থানে রমণীগণের হস্তে লীলাকমল, অলকে নববিকসিত কুন্দপুষ্প, বদনশোভা লোধ্র-কুসুমের পরাগ দ্বারা পাণ্ডুতাপ্রাপ্ত, কেশপাশে অভিনব কুরুবককুসুম, শ্রবণপুটে মনোরম শিরীষপুষ্প এবং সীমন্তপ্রদেশে বর্ষাঋতুজাত নীপকুসুম শোভা পায় ; যে স্থানে পুষ্পতরুগুলি নিত্যকুসুমে বিমণ্ডিত ও উন্মত্ত অলিকুলের গুঞ্জনহেতু সশব্দ,

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা,
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা,
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥ ৩॥
আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥ ৪॥
যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি,
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধুরতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং,
ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু॥ ৫॥

যে স্থানে সরোবর-সমূহে প্রত্যহ পদ্ম বিকসিত হওয়াতে তদুপরি বলাকামালা উপ বেশন পূর্ব্বক মেখলা রচিত করিয়াছে; যে স্থানে গৃহময়ূরেরা সতত সমুদ্ভাসি কলাপ ধারণ পূর্ব্বক কেকাশব্দ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে; যে স্থানে যামিনী প্রাক্কাল নিত্যজ্যোৎস্নার প্রকাশ হেতু তিমিরাভাবে পরম রমণীয়; যে স্থানে যক্ষ বৃন্দের নয়নে হর্ষজনিত বাষ্পের উদ্‌গম হয়, অন্য কারণে নহে; যে স্থানে প্রিয় জনের সমাগমে নিবারণীয় মদনসন্তাপ ভিন্ন অন্য সন্তাপ পরিদৃষ্ট হয় না; যে স্থানে প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কারণে প্রিয়জনবিচ্ছেদ ঘটে না; যে স্থানে যৌবন ব্যতী অন্য বয়স নাই; যে স্থানে শ্বেতমণিখচিত, গ্রহতারাদির প্রতিবিম্বস্বরূপ কুসুম প্রকরমণ্ডিত সৌধতলে জলদগম্ভীরধ্বনি বাদ্যভাণ্ড শনৈঃ শনৈঃ বাদিত হইলে যক্ষ বৃন্দ উত্তমা রমণীগণের সহিত কল্পতরুজাত রতিরসবর্দ্ধক মধু পান করে; যে স্থানে দেবগণবাঞ্ছিত যক্ষকুমারীরা সুরধুনীর তরঙ্গ-সংস্পর্শে সুশীতল সমীরণ কর্ত্তৃ সেবিত হয় এবং তীরদেশজাত মন্দারতরুর ছায়াতলে আতপনিবারণ পূর্ব্বক কনকময় বালুকাতে মুষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রচ্ছন্ন অন্বেষণীয় মণি দ্বারা ক্রীড়া করে যে স্থানে প্রিয়তমগণ অনুরাগভরে ভ্রষ্টবন্ধন শিথিল বসন ধরিয়া চপলহস্তে আকর্ষ করিলে লজ্জা-বিমূঢ়া বিম্বোষ্ঠী কামিনীরা দীপনির্ব্বাণার্থ যে চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা প্রদীপ্ত-শিখাসম্পন্ন রত্নপ্রদীপের অভিমুখে পড়িয়াও বিফল হইয়া যায়; যে স্থানে বায়ু দ্বারা অলকাপুরীর সপ্ততল হর্ম্মোর অগ্রদেশে নীত তোমার তুল্য বারি

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনু তটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ,
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৬ ॥
নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং,
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু ।
অর্চ্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্,
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥ ৭ ॥
নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং নবজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি ॥ ৮ ॥
যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিষদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে,
ব্যালুম্পতি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৯ ॥

বর্ষী মেঘ সলিলকণা দ্বারা আলেখ্যের দোষ উৎপাদন পূর্ব্বক তন্মুহূর্ত্তে ভীত হইয়াই যেন ধূমোদ্গারের অনুকরণে নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া জর্জ্জরভাবে বাতায়নপথে বহির্গত হইয়া যায়; যে স্থানে চন্দ্রাতপ হইতে বিলম্বিত সূত্রগ্রথিত চন্দ্রকান্তমণি সকল নিশীথকালে মেঘোপরোধযুক্ত, সুতরাং বিমল চন্দ্রকরস্পর্শে পরিস্ফুট সলিলবিন্দু নিঃসারিত করিয়া প্রিয়তমের ভুজপাশালিঙ্গন হইতে নির্ম্মুক্ত রমণী-দিগের রতিজনিত অঙ্গগ্লানি দূর করিয়া দেয়; যে স্থানে গৃহাভ্যন্তরে স্থিত অক্ষীয়মাণ শঙ্খাদি নিধির অধিকারী কামিবৃন্দ অপ্সরোরূপ বারযোষিতের সহিত আলাপে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রত্যহ কুবেরের কীর্ত্তিগানপরায়ণ কলকণ্ঠ কিন্নরদিগের সহিত বৈভ্রাজ নামক বাহ্যোপবনে বিহার করে; যে স্থানে অভি-সারিকা রমণীরা রাত্রিকালে সঙ্কেতস্থলে গমন করে, পরে তাহাদের দ্রুতগতি-বশে অলক হইতে স্খলিত মন্দারকুসুমের দ্বারা, শ্রুতিপুট হইতে স্খলিত কনক-কমল ও কিসলয়খণ্ড দ্বারা, পতিত মুক্তাপংক্তি দ্বারা এবং স্তনতটস্থ ছিন্নসূত্র

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ,
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্ব্বিশন্তি॥ ১০॥
গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ,
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥ ১১॥
মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং,
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ॥ ১২॥
বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং,
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ॥ ১৩॥
তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং,
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।

হার দ্বারা প্রাতঃকালে তাহাদের নৈশপথ সূচিত হয়; যে স্থানে কুবেরসখা দে
দেব মহেশ্বর প্রত্যক্ষ অবস্থান করাতে অনঙ্গদেব ভয়ে ভ্রমরপংক্তিরূপ গুণ আরো
পিত করিয়া প্রায়শঃ শরাসন ধারণ করেন না; কিন্তু কার্য্যচতুরা রমণীকুলে
ভ্রূভঙ্গসহকৃত কটাক্ষপাতসহিত কামিগণরূপ লক্ষ্যের প্রতি অমোঘসন্ধান বিলা
চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হয়; যে স্থানে একমাত্র কল্পতরু হইতেই নানাবর্ণের বস
চক্ষুর সবিলাস অপাঙ্গতরঙ্গিতের উপদেশগুরুস্বরূপ মধু, সপল্লব পুষ্প, অঙ্গে ধ্যা
হার্য্য অলঙ্কারস্থানীয় পুষ্পাদি ও পাদকমলে বিন্যস্ত করিবার যোগ্য লাক্ষারস প্রভৃ
অবলাকুলের সমগ্র বিভূষণ উৎপন্ন হয়; সেই অলকাপুরীতে যক্ষরাজ কুবেরে
ভবনের উত্তরভাগে আমাদিগের গৃহ। ইন্দ্রধনুর তুল্য মনোরম তোরণ দেখিলে
দূর হইতে উহা চিনিতে পারা যায়। ঐ গৃহের প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র মন্দারবৃ

যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বৰ্দ্ধিতো মে,
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ১৪ ॥
বাপী চাস্মিন্মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা,
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ সিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং,
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫ ॥
তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ,
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে! চেতসা কাতরেণ,
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ১৬ ॥
রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ,
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী,
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

দ্যমান আছে; আমার প্রিয়তমা ঐ বৃক্ষটিকে পুত্ররূপে পরিগৃহীত করিয়া বৰ্দ্ধিত রিয়াছেন; বৃক্ষটি পুষ্পপত্রভারে অবনত; হস্ত দ্বারা অনায়াসে উহার পুষ্প-ত্রাদি গ্রহণ যায় ॥ ১-১৪ ॥

হে নীরধর! আমার বাটীতে একটি দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে; উহার াপানপরম্পরা মরকতশিলা দ্বারা বিরচিত; ঐ দীর্ঘিকা বিকসিত কনকপদ্মে মাচ্ছন্ন; সেই সকল পদ্মের নাল স্নিগ্ধবৈদুর্য্যমণিতে গঠিত। সেই দীর্ঘিকার ল যে সকল হংস অবস্থিতি করে, তোমাকে দেখিয়া তাহারা শোক হইতে রিমুক্ত হইবে; নিকটবর্ত্তী মানসসরোবরকেও আর তাহারা স্মরণ করিবে ॥ ১৫ ॥ সেই দীর্ঘিকার তীরপ্রদেশে একটি বিহারশৈল বিদ্যমান আছে; উহার মনোরম ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা নির্ম্মিত; কনককদলীর বেষ্টন থাকাতে উহা তীব সুদৃশ্য। সেই বিহারশৈল আমার প্রিয়তমার পরম প্রিয় পদার্থ; তড়িদ্-লাস হেতু তোমার প্রান্তভাগও সমুদ্দীপ্ত; সুতরাং তোমাকে দেখিয়া আমি াতরহৃদয়ে সেই ক্রীড়াশৈলকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১৬ ॥ তথায় কুরুবকপরিবৃত াধবীমণ্ডপের নিকটে দুইটি বৃক্ষ আছে;—একটি চপলকিসলয়সম্পন্ন রক্তাশোক, পরটি মনোরম বকুলবৃক্ষ। ঐ দুইটির মধ্যে একটি (রক্তাশোক) আমার সহিত

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে,
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ॥ ১৮॥
এভিঃ সাধো! হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ,
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং,
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্॥ ১৯॥
গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ,
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং,
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্॥ ২০॥
তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী,
মধ্যে ক্ষামা চরিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

তোমারি সখীর বামপদতাড়নের প্রার্থী, দ্বিতীয়টি (বকুল) দোহদচ্ছলে বদনমদি[illegible] অভিলাষী॥ ১৭॥ ঐ দুইটি বৃক্ষের মধ্যভাগে কনকনির্ম্মিত একটি বাসযষ্টি আ[illegible] তাহার মূল তরুণ বংশের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মণি দ্বারা সংবদ্ধ ও উহা স্ফাটিক ফল[illegible] উপর সংস্থাপিত। তোমাদের সুহৃৎ নীলকণ্ঠ দিবাশেষে সেই বাসযষ্টির উ[illegible] উপবিষ্ট হয়, আমার প্রণয়িনী বলয়কঙ্কণাদি অলঙ্কারের ঝণৎকারশব্দের স[illegible] মনোরম তাল দিয়া তাহাকে নৃত্য করাইয়া থাকেন॥ ১৮॥ হে ভদ্র! যে স[illegible] চিহ্ন কথিত হইল, এইগুলি চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিলে আমার বিরহে অ[illegible] নষ্টশ্রী সেই গৃহ চিনিতে সমর্থ হইবে। সূর্য্যের অভাবে পদ্মের নৈসর্গিক শো[illegible] নষ্ট হইয়া যায়॥ ১৯॥

হে মেঘ! শীঘ্রগতির জন্য তুমি হস্তিশাবকের ন্যায় দেহ ধারণ করিবে। পূ[illegible] যে পর্ব্বতের কথা বলা হইয়াছে, সেই মনোহরশৃঙ্গ ক্রীড়াশৈলে উপবেশন পূ[illegible] তুমি খদ্যোতের দীপ্তিবৎ ক্ষীণকান্তি বিদ্যুৎস্ফুরণরূপ দৃষ্টি গৃহমধ্যে নি[illegible] করিও॥ ২০॥ সেই গৃহের মধ্যে যে কৃশাঙ্গী শ্যামা স্ত্রী আছেন, যাঁহার ঘনসন্নি[illegible]
[illegible] দৃষ্টির ন্যায় চঞ্চল, না[illegible]

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং,
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১ ॥
তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং,
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং,
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ২২ ॥
নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়া,
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ॥ ২৩ ॥
আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা,
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পিঞ্জরস্থাং,
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে! ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ২৪ ॥

গভীর, নিতম্বভারে যিনি মন্থরগামিনী, পীনপয়োধরভারে অবসন্না এবং যিনি বতীবৃন্দের মধ্যে বিধাতার প্রথম সৃষ্টির ন্যায়, তিনিই তোমার সখী ॥ ২১ ॥ আমি াহার সহচর, আমি দূরবর্ত্তী হওয়ায় তিনি চক্রবাকীর ন্যায় একাকিনী অবস্থিতি রিতেছেন; সেই পরিমিতভাষিণী স্ত্রী আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। আমার মনে নে বোধ হইতেছে; বিরহ হেতু দীর্ঘায়মাণ এই কয় দিনে গুরুতরবিরহব্যথাক্লিষ্ট ই বালিকা শিশিরমথিতা মৃণালিনীর ন্যায় রূপান্তর ধারণ করিয়াছেন ॥২২॥ আরও বেচনা হয়, অতিশয় ক্রন্দন করাতে তাঁহার লোচন স্ফীত হইয়াছে, উষ্ণনিশ্বাস রিত্যাগ হেতু অধর বিবর্ণ হইয়াছে এবং কুন্তলরাজি বিলম্বিত হওয়াতে সেই প্রয়তমার বদন সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতেছে না; তিনি করতলে কপোলবিন্যাস র্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং মেঘাচ্ছাদন হইলে মলিনকান্তি চন্দ্রের যে শা হয়, তাঁহারও সেইরূপ হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ হয় ত আমার সেই প্রয়তমা দেবপূজায় নিরত রহিয়াছেন, কিংবা মনে মনে উৎপ্রেক্ষা করিয়া আমি চ্ছেদে কৃশ হইয়াছি, এই প্রকার চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত আছেন, অথবা 'অয়ি রসিকে, মি পতির প্রিয়, তাঁহার কথা কি তোমার স্মরণ আছে?' এইরূপ বাক্যে পিঞ্জর-

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য! নিক্ষিপ্য বীণাং,
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্-
ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥ ২৫ ॥
শেষান্মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা,
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুষ্পৈঃ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী,
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬ ॥
সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ,
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতররুচং নির্বিনোদাং সখীং তে।
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে,
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭ ॥

গত মধুরভাষিণী সারিকাকে প্রশ্ন করিতেছেন, এইরূপ অবস্থায় আশু তে
দৃষ্টিপথে নিপতিত হইবেন ॥ ২৪ ॥ অথবা মলিনবস্ত্রাবৃত নিজ ক্রোড়দেশে
রাখিয়া আমার নামাঙ্কিত একটি গান রচনা পূর্ব্বক সঙ্গীতে অভিলাষিণী হইয়া
কিন্তু নয়নজলে বীণার তন্ত্রী অভিষিক্ত হইতেছে, তিনি ঘর্ষণাদি দ্বারা তা
সজ্জিত করিয়া পুনঃ পুনঃ আত্মকৃত মূর্চ্ছনাও ভুলিয়া যাইতেছেন, এই অ
তোমার নয়নপথে নিপতিত হইবেন ॥ ২৫ ॥ যে দিন প্রথমে আমাদের উ
বিরহঘটনা হয়, সেই দিন হইতে প্রত্যহ তিনি দেহলীর (দ্বারোপরিস্থ কাষ্ঠনি
আধার) উপর এক একটি পুষ্প রাখিয়া থাকেন; সেই সকল পুষ্প ভূমি
স্থাপন পূর্ব্বক শাপাবসানসময়ের আর কয় মাস অবশিষ্ট আছে, তাহা গ
নিযুক্ত আছেন, ইত্যবসরে তিনি তোমার নয়নপথে নিপতিত হইবেন।
কল্পনাবশে হৃদয়ে আমার সমাগমসুখ অনুভব করিতেছেন, এই অবস্থায় ে
দর্শনপথে পতিত হইবেন। পতিবিচ্ছেদে এই সকল উপায়েই রমণীরা
বিনোদন করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

হে জলধর! দিবাভাগে তোমার সখী আমার বিরহে তত ব্যথিত হইবেন
কারণ, সে সময়ে তিনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু রজনীযোগে গু
শোকে অভিভূত হইবেন। আমার বিবেচনা হয়, সে সময়ে তাঁহার চিত্ত
রূনের কোন উপায়ই থাকিবে না। অতএব রাত্রিকালেও তিনি জাগরিতা

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং,
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা,
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্॥ ২৮॥
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্,
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃখেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং,
সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥ ২৯॥
নিশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং,
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্॥ ৩০॥

রোশয্যায় শয়ান থাকিবেন। তুমি সেই পতিরতাকে আমার সংবাদ-প্রদান দ্বারা নিরতিশয় প্রফুল্ল করিবার জন্য গৃহগবাক্ষে নিষণ্ণ হইয়া দর্শন করিও॥ ২৭॥ তুমি দেখিতে পাইবে, সেই সাধ্বী মনোবেদনায় কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি এক পার্শ্ব বিরহশয্যায় স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া আছেন এবং পূর্ব্বদিক্‌প্রান্তে কলামাত্রাবশিষ্টা চন্দ্ররেখার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছেন। পূর্ব্বে আমার সহিত ইচ্ছাকৃত সুখসম্ভোগে যিনি মুহূর্ত্তের ন্যায় রাত্রি অতিবাহিত করিতেন, এখন বিরহ হেতু দীর্ঘায়মাণা সেই রাত্রিকে সন্তাপোষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে করিতে যাপন করিতেছেন॥ ২৮॥ বাতায়নবিবর দিয়া (আমার) গৃহের মধ্যে অমৃতায়মান স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে; তিনি পূর্ব্বপ্রীতি হেতু সেই কিরণের দিকে একবার নেত্রপাত করিয়াই তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্লেশ হেতু পক্ষ্ম দ্বারা অশ্রুভারাবনত চক্ষু আবৃত করিতেছেন; সুতরাং তুমি দেখিতে পাইবে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে প্রস্ফুটিতও নয়, মুদিতও নয়, এরূপ স্থলপদ্মিনীর ন্যায় তাঁহার অবস্থা ঘটিয়াছে॥ ২৯॥ বিনা তৈলে স্নান করাতে তাঁহার কুন্তলকলাপ রুক্ষ হইয়াছে; পল্লবোপম অধরের গ্লানিসম্পাদক নিশ্বাসের দ্বারা তিনি গণ্ডোপরি পতিত সেই কুন্তলকলাপকে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। কিরূপে স্বপ্নে আমার সহিত সমাগমলাভ হইবে, এই অভিলাষে নিরুদ্ধপ্রসর নিদ্রালাভের বাসনা করিতেছেন। (হয় ত এই অবস্থায় তিনি তোমার দর্শনপথে পতিত হইবেন)॥ ৩০॥ (অথবা

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা,
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং,
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ॥ ৩১॥
সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী,
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃৎ দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং,
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা॥ ৩২॥
জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি,
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ॥ ৩৩॥
রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং,
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।

তুমি দেখিবে,) প্রথম বিরহঘটনার দিন কুসুমমালা পরিত্যাগ করিয়া তি[illegible] শিখা বন্ধন করিয়াছেন, শাপাবসানে নিঃশোক হইয়া যাহা আমি বন্ধনে[illegible] করিয়া দিব, যাহা স্পর্শ করিলে বেদনাবোধ হয়, সেই কঠোর বিষমা এব[illegible] অচ্ছিন্ননখ হস্ত দ্বারা গণ্ডস্থল হইতে পুনঃ পুনঃ অপসারিত করিতেছেন॥ প্রিয়তমার দেহ আভরণশূন্য, কোমল এবং অতি কষ্টে শয্যাতলে পুনঃ পুনঃ স্থাপন করিতেছেন; সেরূপ দেহধারণ করিয়া সেই অবলা তোমাকে বারি[illegible] রূপ অশ্রু ত্যাগ করাইবে সন্দেহ নাই। কেন না, যাঁহাদিগের হৃদয় কে[illegible] তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ প্রায়ই দয়ার্দ্র ও পর-দুঃখকাতর হয়॥ ৩২॥

হে ভ্রাতঃ! আমি বিলক্ষণ জানি, তোমার সখীর হৃদয় আমার প্রতি স্নেহ[illegible] এই জন্যই প্রথমবিরহে তাঁহার এই প্রকার অবস্থা বিবেচনা করিতেছি। [illegible] স্ত্রী আমাতে নিরতিশয় অনুরাগিণী, আমি অতি ভাগ্যবান্, এই অহঙ্কার[illegible] যে আমি বাচালতা প্রকাশ করিলাম, তাহা নহে; আমি যাহা যাহা ব[illegible] তুমি অচিরে তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে॥ ৩৩॥ কুন্তল বিক্ষিপ্ত হ[illegible] যাহার আর অপাঙ্গস্ফুরণ লক্ষিত হয় না, কজ্জলাভাবে যাহা তৈলাদি বিরহিত, মদ্যত্যাগ হেতু যাহা ভ্রূবিলাস ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি নিকটবর্ত্তী

ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা,
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥
বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং,
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৩৫ ॥
তস্মিন্ কালে জলদ! যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ,
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥ ৩৬ ॥
তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন,
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্গর্ভস্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে,
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৭ ॥

মৃগনয়নার সেই চক্ষু ঊর্দ্ধে স্পন্দিত হইয়া উঠিবে। মৎস্যের সঞ্চলন হেতু চপ[ল] নীলকমলের যেরূপ শোভা হয়, আমার বিবেচনা হয়, সেই সময়ে সেই চক্ষু[র] শোভাও সেইরূপ হইবে ॥ ৩৪ ॥ আমি সৌভাগ্যফলে প্রিয়তমার যে উরুদেশ নখক্ষত করিয়া দিতাম, এখন তাহা নখব্রণশূন্য, যাহাতে মুক্তাজাল চির-অভ্যস্ত ছিল, এখন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, সম্ভোগান্তে আমার হস্ত দ্বারা মর্দ্দনে যে উর[ু] চির-অভ্যস্ত, যাহা সরসকদলীস্তম্ভবৎ গৌরবর্ণ, (তুমি নিকটবর্ত্তী হইলে) (ভাবি রতিসুখ স্মরণ করিয়া) প্রিয়তমার সেই বাম উরুও স্পন্দিত হইবে ॥ ৩৫ ॥ [হে] বারিদ! যদি দেখ, তিনি সে সময়ে নিদ্রাসুখে মগ্ন রহিয়াছেন, তাহা হইলে গর্জ্জন করিও না, নিকটে বসিয়া এক প্রহরকাল প্রতীক্ষা করিও। হয় ত সে[ই] সময় স্বপ্নযোগে তিনি কোনরূপে আমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বপ্নযোগে বাহু পাশে আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়াছেন, যেন সে বাহুপাশের বন্ধন স্খলিত হইয়া গাঢ়ালিঙ্গন উন্মুক্ত না হয় ॥ ৩৬ ॥ তুমি যে গবাক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সে[ই] মানিনী অনিমেষদৃষ্টিতে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন। তুমি আপনা[র] বারিবিন্দুস্পর্শে শীতল বায়ু দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত ও নবীন মালতীকোরকে

ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে! বিদ্ধি মামম্বুবাহং,
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং,
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি॥ ৩৮॥
ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা,
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য! সীমন্তিনীনাং,
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপগতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ॥ ৩৯॥
তামায়ুষ্মন্মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং,
ব্রূয়াদেবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে! পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ,
পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব॥ ৪০॥

সহিত তাঁহাকে উজ্জীবিত করিয়া ধীরভাবে গর্জ্জনরূপ বাক্যে (বক্ষ্যমাণ কথাগুলি বলিতে আরম্ভ করিবে; সে সময়ে তুমি আপনার অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ প্রচ্ছন্ন করিয় রাখিও॥ ৩৭॥ (তাঁহাকে বলিবে,) 'অয়ি অবিধবে! আমি তোমার পতি প্রিয় সখা মেঘ, তাঁহার সংবাদ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তোমার নিকট আগম করিয়াছি। যে সকল পথিক পথশ্রান্ত ও নিজ নিজ ভার্য্যার বেণীমোক্ষে উদ্গ্রীব আমি ধীরস্নিগ্ধ শব্দের দ্বারা তাহাদিগকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া থাকি॥' ৩৮॥ তু এই কথা বলিলে, জানকী যেমন হনুমান্‌কে দেখিয়াছিলেন, আমার প্রিয়তমা সেইরূপ উদ্গ্রীব হইয়া ঔৎসুক্যপূরিতচিত্তে তোমাকে দর্শন করিবেন এবং তোমা সৎকার সম্পাদন পূর্ব্বক অবহিত হইয়া অন্যান্য (পরবর্ত্তী) কথাও মনোযো প্রদান সহকারে শ্রবণ করিবেন। হে ভদ্র! বন্ধু কর্ত্তৃক আনীত পতিবিষয় সংবাদ রমণীগণের নিকট প্রায়ই প্রিয়সমাগমের সদৃশ হইয়া থাকে॥ ৩৯॥ (আয়ুষ্মন্! আমার প্রার্থনা হেতু এবং (পরহিতসাধনা দ্বারা) আপনার জীব সার্থক করিবার উদ্দেশে তুমি তাঁহাকে বলিবে, 'তোমার সহচর তোমা হই বিযুক্ত হইয়া রামগিরিতে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কোন প্রকারে প্রাণধারণ করি আছেন; তিনি তোমার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।' জীবগণের বি সুলভ অর্থাৎ পদে পদেই বিপদ্ ঘটে, এই জন্য এই ভাবে প্রথম সম্ভাষণ করা

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং,
সাস্রেনাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী,
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ॥ ৪১॥
শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ,
কর্ণে লোলং কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্য-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ॥ ৪২॥
শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং,
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্,
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি॥ ৪৩॥
ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।

কর্ত্তব্য॥ ৪০॥ (তাঁহাকে বলিবে,) তোমার সেই সহচর এখন দূরদেশে অবস্থিত নির্দ্দয় বিধাতা তাহার আগমনের পথরোধ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার দেহ এখন তোমার বিরহ হেতু কৃশ, সন্তপ্ত, লোচন বাষ্পজলে আর্দ্র, সে এখন উৎকণ্ঠিত ও অনুক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; তোমার দেহও এখন ক্ষীণ, কাম-সন্তপ্ত, লোচনাশ্রু-পরিপ্লুত, সতত উৎকণ্ঠাপূর্ণ ও উষ্ণশ্বাসময়; সে তাহার এই-রূপ শরীর দ্বারা কল্পনাশক্তিবলে তোমার ঐ প্রকার দেহে প্রবেশ করিতেছে॥ ৪১॥ যে কথা সখীদিগের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেও অসঙ্গত হয় না, তোমার বদন-স্পর্শলোভে সেরূপ বাক্যও যে ব্যক্তি কর্ণের নিকট বলিতে ব্যগ্র হইত, তোমার সেই সহচর এখন শ্রুতিপথের অতীত ও দর্শনের অযোগ্য হইয়া উৎকণ্ঠাবশে (বক্ষ্যমাণ) এই সমস্ত বাক্য রচনা করিয়া আমার দ্বারা তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন॥ ৪২॥ আমি (এই দূরদেশে থাকিয়া) প্রিয়ঙ্গুলতিকায় তোমার অঙ্গের সৌকুমার্য্য, চকিতমৃগীর লোচনে তোমার দৃষ্টিনিক্ষেপ, শশাঙ্কে তোমার বদনকান্তি, ময়ূরগণের পুচ্ছে কেশপাশ এবং মৃদুমন্দ নদীতরঙ্গে তোমার সবিভ্রম ভ্রূবিলাস দর্শন করিতেছি; কিন্তু হায়! হে কোপশীলে! একাধারে কুত্রাপি তোমার সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে না॥ ৪৩॥ এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, প্রণয়া-

অভ্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে,
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ৪৪ ॥
ধারাসিক্তস্থলসুরভিণস্ত্বন্মুখস্যাস্য বালে,
দূরীভূতং প্রতনুমপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
ঘর্ম্মান্তেঽস্মিন্ বিগণয় কথং বাসরাণি ব্রজেয়ু-
র্দিক্সংসক্তপ্রবিততঘনব্যস্তসূর্য্যাতপানি ॥ *
মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতোঃ,
লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং,
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেপাঃ পতন্তি ॥ ৪৫ ॥
ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং,
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ,
পূর্ব্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ৪৬ ॥

ভিমানিনী তোমার চিত্র শিলাপট্টে অঙ্কিত করিয়া আপনাকে তোমার পদত পাতিত করি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নয়নাশ্রু মুহুর্ম্মুহুঃ বর্দ্ধিত হইয়া আমার নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। অহো! নির্দ্দয় বিধাতা চিত্রেও আমাদিগের সমাগ সহ্য করিতে পারেন না ॥ ৪৪ ॥ হে বালে! তোমার মুখপদ্ম ধারাসিক্ত ভূমির ন্যা সুগন্ধপূর্ণ, আমি সেই মুখপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত হইয়া দূরদেশে বাস করাতে নিতা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি; তথাপি কন্দর্প আমাকে অহর্নিশি দারুণ কষ্ট প্রদা করিতেছে। যাহা হউক, এই গ্রীষ্মঋতু শেষ হইলে দিক্সমূহ মেঘজালে আর এবং সূর্য্যতাপ রুদ্ধপ্রায় হইবে। কোন প্রকারে এই কয়দিন অতিবাহিত হউক্॥ স্বপ্নযোগে যদি কোন প্রকারে তোমার দর্শন লাভ করি এবং তোমাকে গা আলিঙ্গন করিবার অভিলাষে শূন্যে বাহু প্রসারণ করিয়া দিই, তদ্দর্শনে রু দেবতাদিগের মুক্তাবৎ স্থূল অশ্রুবিন্দু যে বহুবার বৃক্ষপল্লবে নিপতিত না হয় তাহাও নহে ॥ ৪৫ ॥ হে গুণবতি! দেবদারুতরুর পল্লবপুট ভগ্ন করিয়া তাহা নির্য্যাসক্ষরণ হেতু সুগন্ধপূর্ণ যে হিমাচলসমীর দক্ষিণদিগ্‌ভাগে প্রবাহিত হয়

---

* এই শ্লোকটি সকল পুস্তকে নাই।

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা,
সর্ব্বাবস্থাস্বহরহরপি মন্দমন্দাতপঃ স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে! দুর্লভপ্রার্থনং মে,
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ৪৭ ॥
নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে,
তৎ কল্যাণি! ত্বমপি নিতরাং মাগমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা,
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৮ ॥
শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ,
মাসানন্যান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং,
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ৪৯ ॥
ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে,
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরমং বিপ্রবুদ্ধা।

যদি সেই বায়ু ইহার পূর্ব্বে তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া থাকে, এই বিবেচনায় আমি তাহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হই ॥ ৪৬ ॥ অয়ি চপললোচনে! কি প্রকারে দীর্ঘযামা যামিনীকে মুহূর্ত্তের ন্যায় সংক্ষিপ্ত করা যায়, কি প্রকারেই বা সকল অবস্থায় দিবাজনিত সকল সন্তাপের অবসান হয়, এই দুর্লভ চিন্তায় আমার চিত্ত সর্ব্বদা চিন্তিত থাকে; তোমার বিরহব্যথার প্রবল সন্তাপে আমার চিত্ত কোনরূপ উপায়ই দেখিতে পায় না ॥ ৪৭ ॥ অয়ি কল্যাণময়ি! (এইরূপ) নানা চিন্তা করিয়া (অবশেষে) আমি নিজেই ধৈর্য্য ধারণ করি। তুমিও একান্ত কাতর হইও না। সংসারে কেহই ঐকান্তিক সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করে না। দশা (প্রতিনিয়ত) চক্রধারার ন্যায় নীচে ও উপরে গমনাগমন করিতেছে ॥ ৪৮ ॥ যখন ভগবান্ শার্ঙ্গধর শ্রীহরি অনন্তশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবেন, সেই সময় আমার শাপবিমোচন হইবে। আর চারি মাস অবশিষ্ট আছে; এই সময়টি মুদিতলোচনে অতিবাহিত কর। বিচ্ছেদদশায় মনে মনে যে সকল বাসনা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি, ইহার পর শারদীয় জ্যোৎস্নাসুন্দর রজনীতে তৎসমস্তই চরিতার্থ করিব।" ৪৯।

(হে মেঘ! প্রিয়তমাকে আরও বলিবে যে,) তোমার পতি ইহাও বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে একদা তুমি শয্যাতলে আমার কণ্ঠালিঙ্গন পুরঃসর প্রসুপ্ত

সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে,
দৃষ্টং স্বপ্নে কিতব! রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি॥ ৫০।
এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা,
মা কৌলীনাদসিতনয়নে! মষ্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি॥ ৫১॥
আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে,
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি,
প্রাতঃ কুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ॥ ৫২॥
কচ্চিৎ সৌম্য! ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে,
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।

হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোন কথা বলিতে বলিতে রোদন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিলে; আমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় তুমি অন্তরে হাস্য করিয়া বলিয়াছিলে, 'ধূর্ত্ত! আমি স্বপ্নযোগে দেখিলাম, তুমি যেন অন্য কোন কামিনীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছ॥' ৫০॥ আমি এই যে অভিজ্ঞান প্রদান করিলাম, ইহা হইতেই জানিবে যে, আমি কুশলে আছি। হে ইন্দীবরাক্ষি! লোকবাদ শুনিয়া আমার প্রতি অবিশ্বাস করিও না। বিরহে স্নেহের লোপ হয়, কোন কোন কারণে লোকে এই কথা বলে বটে, কিন্তু ভোগের অভাব হেতু স্নেহ বরং বাঞ্ছিত বিষয়ে বর্দ্ধিতস্পৃহ হইয়া প্রেমরাশিরূপে পরিণত হয়॥ ৫১॥

হে পয়োধর! প্রথমবিরহবশে গুরুশোকাতুরা তোমার সখীকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিও। যাহার শৃঙ্গ মহাদেবের বৃষ দ্বারা বিদারিত, তৎপরে সেই কৈলাসপর্ব্বত হইতে আশু প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। প্রিয়তমা অভিজ্ঞান সহ যে সকল কুশলসংবাদ প্রদান করেন, সেই বাক্য দ্বারা (এখানে আসিয়া) আমার জীবন রক্ষা করিও। প্রাতঃকালীন কুন্দপুষ্পের ন্যায় আমার জীবনগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে॥ ৫২॥ হে ভদ্র! তুমি কি সুহৃদের এই কার্য্য সম্পাদন করিবে? (তুমি উত্তর প্রদান করিতেছ না,) আমার বোধ হয়, তোমার এই ধীর নিরুত্তর-ভাব প্রত্যাদেশসূচক নহে। আরও বিবেচনা হয়, 'করিব' ইত্যাদি অঙ্গীকার-বচন দ্বারা কদাচ ধীরত্ব প্রকাশ হয় না। প্রার্থিত হইয়া নীরবে তুমি চাতকদিগকে

নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ,
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়েষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫৩ ॥
এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্ত্তিনো মে,
সৌহার্দ্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা ।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ ! বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৪ ॥
শ্রুত্বা বার্ত্তাং জলদকথিতাং তাং ধনেশোঽপি সদ্যঃ,
শাপস্যান্তং সদয়হৃদয়ঃ সংবিধায়াস্তকোপঃ ।
সংযোজ্যৈতৌ বিগলিতশুচৌ দম্পতী হৃষ্টচিত্তৌ,
ভোগানিষ্টানবিরতসুখং ভোজয়ামাস শশ্বৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসকৃতং মেঘদূতং সমাপ্তম্ ॥

বারি দান করিয়া থাক। বাঞ্ছিত কার্য্যসম্পাদন করাই সজ্জনবৃন্দের পক্ষে প্রার্থি-গণের প্রত্যুত্তরস্বরূপ ॥ ৫৩ ॥ হে বারিধর ! আমার প্রতি সৌহার্দ্দ হেতুই হউক, আমি ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি, এই বিবেচনাতেই হউক, আমার প্রতি করুণাবুদ্ধিতেই হউক, তোমার অযোগ্য হইলেও আমার অনুরোধে এই কার্য্য সম্পাদন কর, পরে বর্ষাগমে পরম শোভাময় হইয়া যথেচ্ছ স্থলে ভ্রমণ করিও। আমি যেমন পত্নীর সহিত বিযুক্ত হইয়া রহিয়াছি, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন সৌদামিনী পত্নীর সহিত তোমার সেরূপ বিচ্ছেদ না ঘটে ॥ ৫৪ ॥

মেঘকথিত এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া ধনপতি কুবেরের কোপশান্তি হইল। তিনি সদয়-চিত্তে তৎক্ষণাৎ শাপবিমোচন করিয়া দিলেন। তখন যক্ষদম্পতি পুনর্ম্মিলিত হইয়া অশোকচিত্তে পুলকিত-মনে নিরন্তর সুখসম্ভোগে নিরত রহিলেন ॥ ৫৫ ॥

মেঘদূত সমাপ্ত ।

পুষ্পবাণবিলাসম্।

শ্রীমদ্‌গোপবধূস্বয়ং-গ্রহপরিষ্বঙ্গেষু তুঙ্গস্তন-
ব্যামর্দ্দাদ্‌গলিতেঽপি চন্দনরজস্যঙ্গে বহন্ সৌরভম্।
কশ্চিদ্‌জাগরজাতরাগনয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং,
বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ॥ ১॥
ভুবনবিদিতমাসীদ্‌যচ্চরিত্রং বিচিত্রং,
সহ যুবতিসহস্রৈঃ ক্রীড়তো নন্দসূনোঃ।
তদখিলমবলম্ব্য স্বাদু শৃঙ্গারকাব্যং,
রচয়িতুমনসো মে সারদাস্তু প্রসন্না॥ ২॥
কান্তে দৃষ্টিপথঙ্গতে নয়নয়োরাসীদ্‌বিকাশো মহান্,
প্রাপ্তে নির্জ্জনমালয়ং পুলকিতা জাতা তনুঃ সুভ্রুবঃ।

সর্ব্বাবয়বসুন্দরী নবযুবতী গোপরমণীরা কণ্ঠাশ্লেষ সহকারে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে তাহাদিগের পীনোন্নতপয়োধরের ঘর্ষণবশে অঙ্গের চন্দনরাগ বিলুপ্ত হইলেও যাঁহার দেহে সৌগন্ধ্য প্রকটিত হইতেছিল, নিশাজাগরণ হেতু যাঁহার নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ, এই ভাবে প্রাতঃকালে যিনি নিরুপম অঙ্গশ্রীসম্পন্ন হইয়া বেণু-বাদনে প্রবৃত্ত আছেন, সেই গোপিকাজীবিতবল্লভ জারচূড়ামণি বাসুদেব আপনা-দিগের কল্যাণবিধান করুন॥ ১॥ যাঁহার অদ্ভুত চরিত্র জগতে প্রথিত, সহস্র সহস্র যুবতীর সহিত যিনি লীলা করেন, তাঁহার সেই সমস্ত লীলা অবলম্বন পূর্ব্বক আমি এই আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করিতে অভিলাষী হইয়াছি; সৎকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হউন॥ ২॥

মনোরম ভ্রূদ্বয়মণ্ডিতা হরিণনয়নার প্রাণবল্লভ যে সময়ে লোচনপথের পথিক হইলেন, তখন সেই নিতম্বিনীর লোচনযুগল নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; আবার প্রিয়বল্লভ যখন বিরলে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই প্রমদার অঙ্গ পুলককণ্টকিত হইয়া উঠিল; যখন প্রিয়তম পীনোন্নত কুচযুগল ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন,

বক্ষোজগ্রহণোৎসুকে সমভবৎ সর্ব্বাঙ্গকম্পোদয়ঃ,
কণ্ঠালিঙ্গনতৎপরে বিগলিতা নীবী দৃঢ়াপি স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
মাং দূরাদরবিন্দসুন্দরদরস্মেরাননা সম্প্রতি,
দ্রাগুত্তুঙ্গঘনস্তনাঙ্গনগলচ্চারূত্তরীয়াঞ্চলা।
প্রত্যাসন্নজনপ্রতারণপরা পাণিং প্রাসার্য্যান্তিকে,
নেত্রান্তস্য চিরং কুরঙ্গনয়না সাকূতমালোকতে ॥ ৪ ॥
নীরন্ধ্রমেতদবলোকয় মাধবীনাং,
মধ্যে নিকুঞ্জসদনঞ্চ্যুতপুষ্পকীর্ণম্।
কুর্য্যুর্যদীহ মণিতানি বিলাসবত্যো,
বোদ্ধুং ন শক্যমবলে নিনদৈঃ পিকানাম্ ॥ ৫ ॥
দষ্টং বিম্বধিয়াধরাগ্রমরুণং পর্য্যাকুলো ধাবনাদ্-
ধম্মিল্লস্তিলকং শ্রমাম্বুগলিতং ছিন্না তনুঃ কণ্টকৈঃ।

তখন সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল; যে সময়ে কণ্ঠালিঙ্গনে উদ্যত হইলেন, তখন সেই সুমধ্যমার কটিদেশস্থ দৃঢ়বদ্ধ নীবিবন্ধন স্বয়ংই স্খলিত হইয়া পড়িল ॥ ৩॥ ঈষৎ-বিকসিত পদ্মের ন্যায় মোহনমুখী হরিণনয়না প্রিয়তমা যেমন দূর হইতে আমাকে দর্শন করিলেন, অমনি তাঁহার পীনপয়োধর হইতে উত্তরীয় স্খলিত হইয়া পড়িল; তখন তিনি সমীপবর্ত্তী ধূর্ত্তদিগকে নিজ মনোভাব-গ্রহণে বঞ্চিত করিয়া নয়ন-সমীপস্থ কপোলতলে করতল বিন্যাস পূর্ব্বক সাগ্রহে ভাববিলাসসহকারে আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ হে অবলে! এই মাধবীলতামণ্ডপান্তর্গত নিকুঞ্জ-বাটিকা দর্শন কর, লতাজাল ঘনসন্নিবিষ্টভাবে নিবদ্ধ থাকাতে ইহাতে ছিদ্রের লেশমাত্র নাই, পুষ্পরাশি স্বয়ং পতিত হইয়া ইহার মধ্যস্থল পরিবেষ্টিত করিয়াছে; ইহার অভ্যন্তরভাগে যে সকল বিলাসিনী প্রমদাকুল বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রুতিসুখকর কলকণ্ঠে উহা সমাকীর্ণ হইবে; অতএব প্রিয়তমে! এই জনশূন্য নিকুঞ্জগৃহই আমাদিগের বিহারের উপযুক্ত স্থল; সুতরাং এখন তুমি প্রসন্না হও ॥ ৫ ॥

পতির সহিত সমবেত রমণীর সহচরী রতিচিহ্নাদির অপলাপ করিয়া সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন, সখি! তোমার অধরাগ্র বিম্বফলবৎ লোহিতবর্ণ, তদ্দর্শনে শুক চঞ্চুপুট দ্বারা উহা বিদ্ধ করিয়াছে; উহাকে ধরিবার জন্য তুমি যেমন প্রধাবিত হইয়াছ, অমনি তোমার কেশপাশ বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে; শ্রমজনিত

আঃ কর্ণজ্বরকারিকঙ্কণঝণৎকারং করৌ ধুন্বতী,
কিং ভ্রাম্যস্যটবীশুকায় কুসুমান্যেষা ননান্দাগ্রহীৎ॥ ৬॥
বিভ্রাণা করপল্লবেন কবরীমেকেন পর্য্যাকুলা-
মন্যেন স্তনমণ্ডলে নিদধতী স্রস্তং দুকূলাঞ্চলম্।
এষা চন্দনলেশলাঞ্ছিততনুস্তাম্বূলরক্তাধরা,
নির্যাতি প্রিয়মন্দিরাদ্রতিপতেঃ সাক্ষাজ্জয়শ্রীরিব॥ ৭॥
কান্তো যাস্যতি দূরদেশমিতি মে চিন্তা পরং জায়তে,
লোকানন্দকরোঽপি চন্দ্রবদনে বৈরায়তে চন্দ্রমাঃ।
কিঞ্চায়ং বিতনোতি কোকিলকলালাপো বিলাপোদয়ং,
প্রাণানেব হরন্তি হন্ত নিতরামারামমন্দানিলাঃ॥ ৮॥

স্বেদোদ্গম হওয়াতে তিলক অপসারিত হইয়া গিয়াছে; দেহযষ্টি কণ্টক দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; আর কেন বৃথা শ্রুতিকঠোর কঙ্কণঝণৎকার করিয়া হস্ত-কম্পন করিতেছ? দুর্গ্রহ আরণ্য শুকপক্ষী ধরিবার জন্য বনে বনে এ প্রকার বিচরণ করিয়া কষ্ট পাইবারই বা প্রয়োজন কি? আর তুমি যে পুষ্পচয়নার্থ উদ্যানে আসিয়াছিলে, ঐ দেখ, তোমার ননদী আসিয়া সেই সমস্ত পুষ্প লইয়া যাইতেছে॥ ৬॥

কোন রমণী প্রিয়বল্লভের সহিত কেলি করিয়া কেলিগৃহ হইতে বহির্গত হই-তেছে, ইত্যবসরে এক রসিক পুরুষ তাহাকে দেখিয়া বলিতেছে,—এই কামিনী এক হস্তে বিস্রস্ত কেশপাশ ধারণ করিয়া আছেন, অন্য হস্ত দ্বারা পয়োধরমণ্ডলের উপর বিগলিত বসন বিন্যস্ত করিতেছেন, তাম্বুলরাগে ইহাঁর অধরদেশ অনুরঞ্জিত হইয়াছে, অঙ্গে চন্দনচর্চ্চার অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, আর সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইনি যেন কামদেবের মূর্ত্তিমতী জয়শ্রীর ন্যায় প্রিয়বল্লভের মন্দির হইতে বহির্গত হইতেছেন॥ ৭॥

হে সখি! প্রাণবল্লভ সংপ্রতি প্রবাসে গমনার্থ সমুদ্যত হইতেছেন, কিন্তু আমার চিত্ত চিন্তায় আকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, শশধর সমগ্রলোকের সুখসংবিধান করিতেছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার নিরতিশয় শত্রুভাব সূচিত হইতেছে; এই কোকিলদিগের কলকণ্ঠকূজনও আমার পরিতাপের কারণ। আবার এ দিকে সমীরণ মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া আমার প্রাণহরণে উদ্যত হইয়াছে॥ ৮॥

নবকিসলয়তল্পং কল্পিতং তাপশান্ত্যৈ,
করসরসিজসঙ্গাৎ কেবলং ম্লাপয়ন্ত্যাঃ।
কুসুমশরকৃশানুপ্রাপিতাঙ্গারতায়াঃ,
শিব শিব পরিতাপং কো বদেৎ কোমলাঙ্গ্যাঃ ॥ ৯ ॥
শেতে শীতকরোঽম্বুজে কুবলয়দ্বন্দ্বাদ্বিনির্গচ্ছতি,
স্বচ্ছা মৌক্তিকসংহতির্ধবলিমা হৈমীং লতামঞ্চতি।
স্পর্শাৎ পঙ্কজকোশয়োরভিনবা যান্তি স্রজঃ ক্লান্ততাং,
এষোৎপাতপরম্পরা মম সখে যাত্রাস্পৃহাং কৃন্ততি ॥ ১০ ॥

বিরহিণীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রিয়সহচরী বলিতেছে,—কোমলাঙ্গীর তাপপ্রশমনের জন্য যে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল, করপদ্মের সংঘর্ষণে তাহা ম্লান হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার দেহও কামাগ্নিতে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া অঙ্গারের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। অহো! এই পরিতাপের বিষয় বলা কাহার সাধ্য? ৯ ॥

এক ব্যক্তি দূরদেশে যাত্রা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াও বিলম্ব করিতেছে; তদ্দর্শনে তাহার এক বন্ধু বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্যক্তি বলিল, আমার যাত্রাকালে স্নিগ্ধরশ্মি গগনতল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদ্মোপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছে; কুবলয়দ্বয় হইতে নির্ম্মল মৌক্তিকী মালা বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, কাঞ্চনলতিকা শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং পদ্মকোরকদ্বয়ের স্পর্শে নবীন কুসুমমালা মলিন হইয়া যাইতেছে! সখে! এই সমস্ত উৎপাত-পরম্পরা দর্শনে ভবিষ্যৎ অনিষ্টাশঙ্কা হওয়াতে আমার আর বিদেশযাত্রার বাসনা নাই। (বিদেশে গমন করিলে প্রণয়িনীর কষ্ট হয়, এই বিবেচনায় রসিক পুরুষ সে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর নিকটে কৌশলে উত্তর প্রদান করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাকে বিদেশযাত্রায় উদ্যত দেখিয়া প্রণয়িনীর চিন্তার পরিসীমা নাই; তিনি করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু সকল নিপতিত হইতেছে, মনস্তাপে অঙ্গযষ্টি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বিরহসন্তপ্ত পয়োধরদ্বয়ের স্পর্শবশে কুসুমমালা মলিন হইয়া যাইতেছে; এ অবস্থায় প্রিয়তমাকে ছাড়িয়া বিদেশে গমন করিলে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়; সুতরাং সে বাসনা পরিত্যাগ করিলাম। প্রিয়তমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বিদেশগমনে আমার আর এক পদও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা নাই) ॥ ১০ ॥

দূতীদং নয়নোৎপলদ্বয়মহো তান্তং নিতান্তং তব,
স্বেদাম্ভঃকণিকা ললাটফলকে মুক্তাশ্রিয়ং বিভ্রতি।
নিশ্বাসাঃ প্রচুরীভবন্তি নিতরাং হা হন্ত চন্দ্রাতপে,
যাতায়াতবশাদ্বৃথা মম কৃতে শ্রান্তাসি কান্তাকৃতে॥ ১১ ॥
অধিবসতি বসন্তে মর্ত্তুকামা দুরন্তে,
নবকিসলয়তল্পং পুঞ্জিতাঙ্গারকল্পম্ ।
বিরহমসহমানা চক্রবাকীসমানা,
চকিতবনকুরঙ্গীলোচনা কোমলাঙ্গী ॥ ১২ ॥
নৈষ্ঠুর্য্যং কলকণ্ঠকোমলগিরাং পূর্ণস্য শীতদ্যুতে-
স্তিগ্মত্বং বত দক্ষিণস্য মরুতো দাক্ষিণ্যহানিশ্চ তাম্ ।
স্মর্ত্তব্যাকৃতিমেব কর্ত্তুমবলাং সন্নাহমাতন্বতে,
তদ্বিঘ্নঃ ক্রিয়তে তৃণাদিচলনোদ্ভূতৈস্তদাপ্তিভ্রমৈঃ ॥ ১৩ ॥

প্রেরিত দূতীর সহিত নিজ বল্লভের মিলন ঘটিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া নায়িকা সেই দূতীকে বলিতেছে,—দূতি ! তোমার পদ্মপলাশনয়নদ্বয় নিরতিশয় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, তোমার ভালতটে স্বেদবারিবিন্দু উদগত হইয়া মুক্তার ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এবং ঘন ঘন তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হইতেছে ; হে কোমলাঙ্গি ! আমার কার্য্যসাধনার্থ এই শশাঙ্ককিরণে যাতায়াত করাতে তোমার যার পর নাই শ্রমবোধ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

চপলমুখী হরিণীর ন্যায় চপলনেত্রা কোমলাঙ্গী নায়িকা দুরন্ত বসন্ত ঋতুতে চক্রবাকীর ন্যায় বিরহযাতনা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কোমল পল্লবনির্ম্মিত শয্যাতলে শয়ান হইয়া মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছে ; শয্যা তাহার নিকট পুঞ্জীভূত জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ক্লেশপ্রদ বোধ হইতেছে ॥ ১২ ॥

প্রিয়বল্লভের আগমনসময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তখন দূতী নায়কের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছে,—কলকণ্ঠ কোকিলদিগের কলকূজনের নিষ্ঠুরতা পূর্ণশশধরের তীক্ষ্ণতা ও দক্ষিণবায়ুর অদাক্ষিণ্য এই সমস্ত একত্র মিলিত হইয়া দেহমাত্রাবশিষ্টা সেই অবলাকে চরমদশায় উপনীত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে ; এখন তাঁহার অঙ্গযষ্টি দেখিলে চিনিতে পারা অসম্ভব, অনেক কষ্টে পূর্ব্বতন আকৃতি স্মরণ করিতে হয় ; তৃণাদি কম্পিত হইলেও ঐ বুঝি প্রাণকান্ত

সাস্রে মা কুরু লোচনে বিগলতি ত্বত্তং শলাকাঞ্জনং,
তীব্রং নিঃশ্বসিতং নিবর্ত্তয় নবাম্লাযন্তি কণ্ঠস্রজঃ।
তল্পে মা লুঠ কোমলাঙ্গি! তনুতাং হন্তাঙ্গরাগোঽস্রুতে,
নাতীতো দয়িতোপযানসময়ো মা স্মান্যথা মন্মথাঃ ॥ ১৪ ॥
কাচিৎ সর্ব্বজনীনবিভ্রমপরা মধ্যে সখীমণ্ডলং,
লোলাক্ষিভ্রুবসংজ্ঞয়া বিদধতী সখ্যা সহাভাষণম্।
অক্ষোরঞ্জনমঞ্জসা শশিমুখী বিন্যস্য বক্ষোজয়োঃ,
স্থূলস্তাবুকয়োঃ স্থিতং মণিসরঞ্চেলাঞ্চলেন প্যধ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

আসিতেছেন, মনে করাতে তাঁহার প্রাণে লুপ্ত আশা জাগরিত হইতেছে; অতএব এখনও আপনি তাঁহার নিকট গমন করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন? ১৩॥

কোন প্রমদা নানারূপ বিভূষণে সম্যক্‌প্রকারে আপনার অঙ্গ বিভূষিত করিয়া প্রাণবল্লভের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু কোন কারণে নায়কের আসিতে বিলম্ব ঘটিল। তখন দুর্ব্বার কামানলে সেই প্রমদা নিরতিশয় কাতর হইলে তাহার চতুরা সখী বলিতে আরম্ভ করিল, হে কোমলাঙ্গি! আর অশ্রুবিসর্জ্জন করিও না, তোমার শলাকাঞ্জন বিগলিত হইয়া পড়িতেছে; আর দীর্ঘতর তীব্র-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিও না, ঐ নিশ্বাসস্পর্শে তোমার কণ্ঠস্থিত নবীন মালা ম্লান হইয়া যাইতেছে; শয্যাতেও আর বিলুণ্ঠিত হইও না, কেন না, ঐ লুণ্ঠনবশে তোমার অঙ্গরাগ বিলোপ প্রাপ্ত হইতেছে; তোমার প্রিয়তমের আগমনসময় এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই; তিনি নিঃসন্দেহ আসিবেন, তুমি মনে দ্বিধাভাব ভাবিও না॥ ১৪॥

কোন অবলার নিকট এক নায়ক দূতীকে প্রেরণ করিয়াছে; সঙ্কেতসময় জানাই প্রয়োজন। এ দিকে নায়িকা যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, তথায় অপরাপর অনেকগুলি রমণী উপস্থিত; সুতরাং কৌশলে দূতীর নিকট সঙ্কেতসময় বুঝাইয়া দিতেছে, সেই চঞ্চলনেত্রা চন্দ্রমুখী রমণী সখীগণের মধ্যে সকলের ভ্রান্তি উৎপাদন পূর্ব্বক ভ্রূভঙ্গী দ্বারা জারপ্রেরিত দূতীকে এইরূপ সঙ্কেত জানাইল, আপনার চক্ষুর অঞ্জন পীনোন্নত পয়োধরদ্বয়ে স্থাপন পূর্ব্বক ঐ কুচযুগলের উপরিলম্বিত মুক্তমালা বসনাঞ্চল দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিল। ইহাতে বুঝাইল যে, সায়ংকালীন শশাঙ্ককিরণ বিলুপ্ত হইয়া যে সময় ঘোর তিমিররাশির আবির্ভাব হইবে, সেই সময়ে সঙ্কেতস্থানে গমন করিবে॥ ১৫॥

জিঘ্রত্যাননমিন্দুকান্তিরধরং বিম্বপ্রভা চুম্বতি,
স্প্রষ্টুং বাঞ্ছতি চারুপদ্মমুকুলচ্ছায়াবিশেষঃ স্তনৌ।
লক্ষ্মীঃ কোকনদস্য খেলতি করাবালম্ব্য কিঞ্চাদরা-
দেতস্যাঃ সুদৃশঃ করোতি পদয়োঃ সেবাং প্রবালদ্যুতিঃ ॥ ১৬ ॥
দূতি! ত্বয়া কৃতমহো নিখিলং মদুক্তং,
ন ত্বাদৃশী পরহিতপ্রবণাস্তি লোকে।
শ্রান্তাসি হন্ত মৃদুলাঙ্গি! গতা মদর্থং,
সিধ্যন্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ ॥ ১৭ ॥
ন বরীভরীতি কবরীভরে স্রজো,
ন চরীকরীতি মৃগনাভিচিত্রকম্।
বিজরীহরীতি ন পুরেব মৎপুরো,
বিবরীবরীতি ন চ বিপ্রিয়ং প্রিয়া ॥ ১৮ ॥

একটি নবযুবতীকে দেখিয়া কোন পুরুষের মনে ভোগবাসনার সঞ্চার হওয়াতে সেই পুরুষ আপনার এক সখাকে বলিতেছেন,—সখে! কোন্ ব্যক্তি এই প্রকটিতযৌবনা-রমণীর সেবা না করিতেছে? দেখ, শশাঙ্করশ্মি এই সুলোচনার বদন আঘ্রাণ করিতেছে, কোকনদশ্রী সাদরে ইহাঁর হাত ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, পল্লবের কান্তিও ইহাঁর পদযুগলের সেবা করিতেছে ॥ ১৬ ॥

কোন প্রৌঢ়া নায়িকা প্রিয়তমের নিকট যে দূতীকে প্রেরণ করিয়াছিল, সেই দূতী বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া সেই নায়কের সহিত সঙ্গত হইয়াছে; তাহাকে রতিশ্রান্তা দেখিয়া প্রৌঢ়া নায়িকা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিতেছে,—হে দূতি! আমি যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম, তুমি তৎসমস্তই সম্পন্ন করিয়াছ; তোমার ন্যায় পরমহিতৈষিণী আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। হে কোমলাঙ্গি! আমার জন্য তোমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে; যাহা হউক, তোমার এ পরিশ্রমও সার্থক; কেন না, বিনা পরিশ্রমে শুভকার্য্য সম্পন্ন হয় না ॥ ১৭ ॥

কোন ধীরা নায়িকা ঈর্ষা ও অভিমানভরে মৌনভাবে থাকিলে তাহার প্রিয়তম এক সখীকে বলিতেছে,—সখি! এখন দেখিতেছি, প্রিয়তমা কেশপাশে আর পুনঃ পুনঃ মালা পরিবেষ্টন করেন না, এখন আর পুনঃ পুনঃ মৃগনাভিকস্তূরিকার তিলক রচিত হয় না; আমার সমক্ষে পূর্ব্ববৎ সখীদিগের সঙ্গে আর

গূঢ়ালিঙ্গনগণ্ডচুম্বনকুচস্পর্শাদিলীলায়িতং,
সর্ব্বং বিস্মৃতমেব বিস্মৃতবতো বালে! খলেভ্যো ভয়াৎ।
সংলাপস্ত্বধুনা সুদুর্ঘটতমস্তত্রাপি নাতিব্যথা,
যৎ ত্বদ্দর্শনমপ্যভূদসুলভং তেনৈব দূয়ে ভৃশম্॥ ১৯॥
যা চন্দ্রস্য কলঙ্কিনো জনয়তি স্মেরাননেন ত্রপাং,
বাচা মন্দিরকীরসুন্দরগিরো যা সর্ব্বদা নিন্দতি।
নিশ্বাসেন তিরস্করোতি কমলামোদান্বিতান্যানিলান্,
সা তৈরেব রহস্ত্বয়া বিরহিতা কাঞ্চিদ্দশাং নীয়তে॥ ২০॥
তন্বী সা যদি গায়তি শ্রুতিকটুর্বীণাধ্বনির্জায়তে,
যস্যাবিস্ফুরতে স্মিতানি মলিনৈবালক্ষ্যতে চন্দ্রিকা।
আস্তে ম্লানমিবোৎপলং নবমপি স্যাচ্চেৎ পুরো নেত্রয়ো-
স্তস্যাঃ শ্রীরবলোক্যতে যদি তড়িদ্বল্লী বিবর্ণৈব সা॥২১॥

ক্রীড়াকৌতুকও করেন না; অধিক কি, কি অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার উত্তর পাই না; এ যে বিষম মান দেখিতেছি॥ ১৮॥

কোন নায়কের প্রণয়িনী এখন অপরের প্রতি আসক্ত হইয়াছে, আর তাহার সহিত সম্ভাষণও করে না। সহসা তাহাকে বিরলে পাইয়া সেই নায়ক বলিল, অবলে! তুমি বালসুলভ মুগ্ধতা হেতু ভীত হইয়া পূর্ব্বের গুপ্ত আলিঙ্গন, গণ্ডচুম্বন ও স্তনস্পর্শাদি সকল লীলাই কি বিস্মৃত হইলে? তোমার সঙ্গে সম্ভাষণও যে এখন দুর্ঘট। যাহা হউক, সে জন্যও আমি কষ্ট বোধ করি না, কিন্তু এখন যে তোমার দর্শনলাভও দুষ্প্রাপ্য হইল, ইহাই আমার যার পর নাই দুঃখ॥ ১৯॥

যে চিত্তহারিণী রমণীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া কলঙ্কী শশধরও লজ্জিত হয়, যাহার বাক্য গৃহস্থিত সুশিক্ষিত শুকবাক্যকেও পরাভূত করে, যাহার নিশ্বাস দ্বারা পদ্মগন্ধপূর্ণ বায়ুও তিরস্কৃত হয়, সেই অবলাই তোমার বিরহে এখন নিরতিশয় দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ২০॥ সেই কলকণ্ঠী শ্রুতিকঠোর সঙ্গীত করিলেও বীণাধ্বনির ন্যায় শব্দ উত্থিত হয়, যদি মৃদুহাস্য করে, তবে শশাঙ্ককিরণও ম্লান বোধ হয়; তাহার নয়নের নিকট অভিনব উৎপলও মলিন অনুমিত হয়, এবং তাহার সৌন্দর্য্যকান্তির নিকট বিদ্যুল্লতাও বিবর্ণ হইয়া পড়ে॥ ২১॥

সত্যং তৎ যদবোচথা মম মহান্ রাগস্ত্বদীয়াদিতি,
ত্বং প্রাপ্তোঽসি বিভাত এব সদনং মাং দ্রষ্টুকামো যতঃ।
রাগং কিঞ্চ বিভর্ষি নাথ! হৃদয়ে কাশ্মীরপত্রোদিতং,
নেত্রে জাগরজং ললাটফলকে লাক্ষারসাপাদিতম্॥ ২২ ॥
এতস্মিন্ সহসা বসন্তসময়ে প্রাণেশ! দেশান্তরং,
গন্তুং ত্বং যতসে তথাপি ন ভয়ং তাপাৎ প্রপদ্যেঽধুনা।
যস্মাৎ কৈরবসারসৌরভমুষা সাকং সরোবায়ুনা,
চান্দ্রী দিক্ষু বিজৃম্ভতে রজনিষু স্বচ্ছা ময়ূখচ্ছটা॥ ২৩॥
চক্ষুর্জাড্যমুপৈতি মানিনি! মুখং সন্দর্শয় শ্রোত্রয়োঃ,
পীযূষস্রুতিসৌখ্যমস্তু মধুরাং বাচং প্রিয়ে! ব্যাহর।
তাপঃ শাম্যতু মে প্রসাদশিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয়,
ত্যক্ত্বা দীর্ঘমভূতপূর্ব্বমচিরাদ্রোষং সখীদোষজম্॥ ২৪ ॥

কোন প্রিয়বল্লভ অন্য রমণীর গৃহে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে আসিলে তাহার নায়িকা স্তুতি ও নিন্দাচ্ছলে বলিতেছে,—আপনি যে বলেন, আপনার উপরেই আমার মহান্ অনুরাগ, সে কথা সত্য। কারণ, আপনি আমাকে দর্শনার্থ প্রাতঃকালে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি হৃদয়াভ্যন্তরে কুঙ্কুমপত্র-লেখার ন্যায় রক্তিমরাগ ধারণ করিয়াছেন, নয়নে নিশাজাগরণজনিত রাগ ও ভালতটে লাক্ষারসরাগ লক্ষিত হইতেছে॥ ২২ ॥

কোন প্রণয়িনী প্রাণবল্লভকে বলিতেছে,—প্রাণনাথ! এই বসন্তকাল, এ সময়ে আপনি বিদেশে যাইতে প্রয়াস পাইতেছেন; তথাপি আমি তাহাতে ভীত হইতেছি না। আরও দেখুন, যামিনীযোগে কুসুমগন্ধে সুগন্ধী সরোবর-বায়ুর সহিত নির্ম্মল চন্দ্রকিরণচ্ছটা সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইতেছে; ইহাতেও আমি ভীত নহি। মনোগত অভিপ্রায় এই যে, আপনি ইচ্ছা করিলে বিদেশে যাইতে পারেন, কিন্তু আমার ভাবী সন্তাপ নিশ্চয়ই ঘটিবে, জীবনধারণ আমার পক্ষে কঠিন; যদি আমার প্রাণরক্ষা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে আপনি বিদেশে যাত্রা করিবেন না॥ ২৩ ॥

তখন প্রিয়বল্লভ বলিলেন, হে মানময়ি! এখন তুমি সত্বর সখীর দোষজাত অভূতপূর্ব্ব ক্রোধ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তোমার বদনসুধাকর আমাকে দেখাও, আমার

মানম্লানমনা মনাগপি নতং নালোকতে বল্লভং,
নির্যাতে দয়িতে নিরন্তরমিয়ং বালা পরস্তপ্যতে।
আনীতে রমণে বলাৎ পরিজনৈর্মৌনং সমালম্বতে,
ধত্তে কণ্ঠগতানসূন্ প্রিয়তমে নির্গন্তুকামে পুনঃ॥ ২৫॥
কর্ণারুন্তুদমেব কোকিলরুতং তস্যাঃ শ্রুতে ভাষিতে,
চন্দ্রে লোকরুচিস্তদাননরুচেঃ প্রাগেব সন্দর্শনাৎ।
চক্ষুর্মীলনমেব তন্নয়নয়োরগ্রে মৃগীণাং বরং,
হৈমী বল্ল্যপি তাবদেব ললিতা যাবন্ন সা লক্ষ্যতে॥ ২৬॥

ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাসকৃতং পুষ্পবাণবিলাসকাব্যং সমাপ্তম্॥

নেত্রের জড়তা দূর হউক; প্রিয়তমে! তুমি অমৃতধারার ন্যায় শ্রুতিমধুর বা[ক্য] উদ্গীরণ কর, আমার শ্রবণদ্বয় পরিতৃপ্ত হউক এবং আমার প্রতি স্নিগ্ধকটাক্ষপা[ত] কর, আমার যাবতীয় সন্তাপ বিনষ্ট হউক্॥ ২৪॥

প্রণয়কলহ করিয়া প্রিয়তম ক্রুদ্ধ হইয়াছে; তাহার দর্শন না পাইয়া কো[ন] নায়িকা পরিতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। তদ্দর্শনে তাহার এক সখী অন্য এক[টি] রমণীর নিকট বলিতেছে,—প্রাণবল্লভ সমক্ষে উপস্থিত হইলেও আমাদের প্রিয়সখ[ী] তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতও করেন না, আবার প্রাণবল্লভ প্রস্থান করিলে পরিতপ্ত হন; আবার যদি আত্মীয়জনেরা প্রিয়তমকে আনয়ন করে, তাহা হইলে সখী মৌনভাব ধারণ করিয়া থাকেন; পুনরায় যখন প্রাণনাথ গমনে অভিলাষী হন তখন সখীর প্রাণ গমনেচ্ছু হইয়া কণ্ঠাগত হয়॥ ২৫॥

এক কামুক পুরুষ আপনার বয়স্যের নিকট চিত্তচঞ্চলকারিণী এক যুবতী[র] বিষয় বর্ণনা করিতেছেন,—সেই রূপবতীর বাক্য শ্রবণ করিলে কোকিল-কূজনও শ্রুতিকঠোর বলিয়া অনুমিত হয়; যত দিন তাঁহার বদন-সৌন্দর্য্য দৃষ্টিপথে না পড়িয়াছিল, তত দিনই চন্দ্রকান্তির প্রতি সকলের অভিরুচি ছিল; যত দিন তাঁহার নয়নপ্রান্ত দৃষ্ট হয় নাই, তত দিনই হরিণীর নয়ননিমীলন উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত এবং যতক্ষণ সেই যুবতী নয়নের পথিক না হইয়াছিলেন, ততক্ষণই কাঞ্চন-লতিকা সুন্দর জ্ঞান হইত॥ ২৬॥

পুষ্পবাণবিলাসকাব্য সম্পূর্ণ।

ঋতুসংহারম্।

গ্রীষ্মবর্ণনম্।

—:*:—

প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ, সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো, নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ, ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্র-মন্দিরম্।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং, শুচৌ প্রিয়ে! যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥২
সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোহরং, প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং, শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩ ॥
নিতম্ববিম্বৈঃ সদুকূলমেখলৈঃ, স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ।
শিরোরুহৈঃ স্নানকষায়বাসিতৈঃ,স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্ ॥৪॥
নিতান্তলাক্ষারসলাগলোহিতৈর্নিতম্বিনীনাং চরণৈঃ সনূপুরৈঃ।
পদে পদে হংসরুতানুকারিভির্জনস্য চিত্তং ক্রিয়তে সমন্মথম্ ॥ ৫ ॥

প্রিয়তমে! এখন গ্রীষ্মকাল সমাগত। এ সময়ে সূর্য্য প্রচণ্ড তেজ ধারণ করিয়াছেন, চন্দ্রমার দৃশ্য স্পৃহণীয় হইয়াছে, নিরন্তর অবগাহন করায় জলাশয়স্থ জলের হ্রাস হইয়া গিয়াছে, দিবাশেষ (সন্ধ্যাকাল) রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং কামবেগ প্রশান্ত হইয়াছে। ১ ॥ প্রিয়ে! এই গ্রীষ্মকালে শশাঙ্করশ্মি দ্বারা বিগতান্ধকার রাত্রি, রমণীয় জলযন্ত্রগৃহ, মণিসমূহ ও সরস চন্দন এই সমস্তই ব্যবহারের উপযুক্ত ॥ ২ ॥ এই সময়ে কামিগণ সুবাসিত মনোহর হর্ম্ম্যতল, প্রিয়তমার মুখমারুতকম্পিত সুধা এবং মদনোদ্দীপক সুতন্ত্রিগীতিশ্রবণসুখ উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ এই সময়ে রমণীগণ দুকূল ও কাঞ্চীদামমণ্ডিত নিতম্ববিম্ব, আভরণসমন্বিত (হারযষ্টিমণ্ডিত) চন্দনলিপ্ত পয়োধর এবং স্নানান্তে গন্ধদ্রব্যবাসিত কেশপাশ দ্বারা কামিগণের নিদাঘসন্তাপ নিবারণ করিয়া দেয় ॥ ৪ ॥ এই ঋতুতে নিতম্বিনীগণের নূপুরমণ্ডিত চরণ লাক্ষারসে নিরতিশয় লোহিতবর্ণ হয় এবং

পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্কশীতলাস্তুষার-গৌরার্পিতহারশেখরাঃ।
নিতম্বদেশাশ্চ সহেমমেখলাঃ, প্রকুর্ব্বতে কস্য মনো ন সোৎসুকম্॥
সমুদ্‌গতস্বেদচিতাঙ্গসন্ধয়ো, বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাম্প্রতম্।
স্তনেষু তন্বংশুকমুন্নতস্তনা, নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ॥ ৭॥
সচন্দনাম্বুব্যজনোদ্ভবানিলৈঃ, সহারযষ্টিস্তনমণ্ডলার্পিতৈঃ।
সবল্লকীকাকলিগীতনিস্বনৈঃ, প্রবুধ্যতে সুপ্ত ইবাদ্য মন্মথঃ॥ ৮॥
সিতেষু হর্ম্ম্যেষু নিশাসু যোষিতাং, সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ।
বিলোক্য নূনং ভৃশমুৎসুকশ্চিরং, নিশাক্ষয়ে যাতি হ্রিয়েব পাণ্ডুতাম্।
অসহ্যবাতোদ্‌গতরেণুমণ্ডলা, প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ, প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ॥১০
মৃগাঃ প্রচণ্ডাতপতাপিতা ভৃশং, তৃষা মহত্যা পরিশুষ্কতালবঃ।
বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা, নিরীক্ষ্য ভিন্নাঞ্জনসন্নিভন্নভঃ॥ ১১॥

পদে পদে হংসধ্বনির ন্যায় গুঞ্জন করে; সুতরাং বিলাসী পুরুষের চিত্ত মন্মথে বশবর্ত্তী হইয়া উঠে॥ ৫॥ এই সময়ে কামিনীগণের চন্দনলেপনে স্নিগ্ধ পয়োধর তুষারবৎ গৌরবর্ণ হারশোভিত কণ্ঠদেশ এবং মেখলামণ্ডিত নিতম্ব—এই সম কাহার চিত্তকে (কামবিলাসে) সমুৎসুক না করে? ৬॥ (দেখ,) এই সম সমস্ত অঙ্গসন্ধি স্বেদজলে আপ্লুত হওয়াতে উন্নতস্তনী যুবতী প্রমদাগণ সম্প্রা স্থূলবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা বক্ষঃপ্রদেশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে॥৭ এখন চন্দনজলসিক্ত ব্যজনসমুত্থিত বায়ুতে, হারযষ্টিমণ্ডিত কামিনীস্তনস্পর্শে এব বীণাবাদ্যের সহিত শ্রুতিমনোহর গীতধ্বনিতে নিদ্রিত কামও জাগরিত হইয় উঠে॥৮॥ শ্বেতবর্ণ সৌধতলে রাত্রিকালে নারীগণ সুখপ্রসুপ্ত থাকে; চন্দ্রদেব বহুক্ষ উৎসুক হইয়া তাহাদিগের বদনমণ্ডল দর্শন করেন; অনন্তর রজনীশেষে লজ্জা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেন; উহাদিগের বদনকান্তি দেখিয়া নিজের কান্তিকেও চন্দ্রম ধিক্কার প্রদান করেন এবং দুঃখে ও ক্ষোভে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়েন॥ ৯॥ এই ঋতুতে প্রবল বায়ুবেগে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতেছে, প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে বসুন্ধর সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রবাসিগণ আর সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছে না, প্রিয়তমার বিরহানলে তাহাদিগের চিত্ত দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছে॥ ১০॥

(প্রিয়তমে! দেখ,) মৃগকুল প্রচণ্ড আতপতাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত ও মহতী তৃষ্ণায় শুষ্কতালু হইয়া অরণ্যে অরণ্যে জলের অন্বেষণ করিতে করিতে খণ্ডিত

সবিভ্রমৈঃ সস্মিতজিহ্মবীক্ষিতৈর্বিলাসবত্যো মনসি প্রবাসিনাম্।
অনঙ্গসন্দীপনমাশু কুর্ব্বতে, যথা প্রদোষাঃ শশিচারুভূষণাঃ॥ ১২॥
রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং, বিদহ্যমানঃ পথি তপ্তপাংশুভিঃ।
অবাঙ্‌মুখো জিহ্মগতিং শ্বসন্মুহুঃ, ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি॥ ১৩॥
তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোদ্যমঃ, শ্বসন্মুহুর্দূরবিদারিতাননঃ।
ন হন্ত্যদূরেঽপি গজান্ মৃগেশ্বরো, বিলোলজিহ্বঃ শ্চলিতাগ্রকেশরঃ॥১৪॥
বিশুষ্ককণ্ঠাহৃতশীকরাম্ভসো, গভস্তিভির্ভানুমতোঽভিতাপিতাঃ।
প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো, ন দন্তিনঃ কেশরিণোঽপি বিভ্যতি॥১৫।
হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুর্গভস্তিভিঃ, কলাপিনঃ ক্লান্তশরীরচেতসঃ।
ন ভোগিনং ঘ্নন্তি সমীপবর্ত্তিনং, কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্॥ ১৬॥
সভদ্রমুস্তং পরিশুষ্ককর্দ্দমং, সরঃ খনন্নায়তপোথমণ্ডলৈঃ।
রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং, বরাহযূথো বিশতীব ভূতলম্॥ ১৭॥

অঞ্জনসন্নিভ গগনতলকে জলাশয়ভ্রমে সমস্তাৎ ধাবিত হইতেছে॥ ১১॥ বিলাসবতী কামিনীগণ সবিলাস মৃদুহাস্যসমন্বিত কুটিল কটাক্ষপাত দ্বারা চন্দ্রমাভূষণে বিভূষিতা রজনীর ন্যায় আশু প্রবাসিগণের হৃদয়ে অনঙ্গের উদ্দীপন করিয়া দিতেছে॥১২॥ প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত ও পথিগত তপ্তধূলিজালে দহ্যমান হইয়া কুটিলগতিতে অধোমুখে পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সর্প সকল ময়ূরের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে॥ ১৩॥ (ঐ দেখ,) মহতী তৃষ্ণা হেতু মৃগরাজ সিংহের বিক্রম ও উদ্যম হ্রাস হইয়া গিয়াছে, মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে উহারা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, জিহ্বা বিলোল ও কেশরের অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে; অদূরে হস্তিগণকে দেখিয়াও বধার্থ উদ্যম করিতেছে না॥১৪॥ বিন্দুমাত্র জল প্রাপ্ত না হওয়াতে হস্তিগণের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অত্যন্ত পিপাসাবশে কাতর হইয়া জলের জন্য প্রধাবিত হইতেছে; নিকটে সিংহকে দেখিয়াও ভয় প্রাপ্ত হইতেছে না॥১৫॥ আহুতিপ্রদত্ত অগ্নির ন্যায় সূর্য্যকিরণে ময়ূরের দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সর্প নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার পুচ্ছচক্রের ছায়ায় মুখ রাখিয়া অবস্থিতি করিতেছে; তথাপি সে সর্পকে বধ করিতেছে না॥১৬॥ বরাহেরা আয়ত মুখাগ্র দ্বারা ভদ্রমুস্তাপরিপূর্ণ শুষ্ককর্দ্দমবিশিষ্ট সরোবর খনন করিতেছে; বোধ হইতেছে যেন, তাহারা সূর্য্যতাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়া পাতালতলে প্রবেশে ইচ্ছা করিতেছে॥ ১৭॥

বিবস্বতা তীব্রতরাংশুমালিনা, সপঙ্কতোয়াৎ সরসোঽভিতাপিতঃ।
উৎপ্লুত্য ভেকস্তৃষিতস্য ভোগিনঃ, ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি॥ ১৮
সমুদ্ধৃতাশেষমৃণালজালকং, বিপন্নমীনং দ্রুতভীতসারসম্।
পরস্পরোৎপীড়নসংহতৈর্গজৈঃ, কৃতং সরঃ সান্দ্রবিমর্দ্দকর্দ্দমম্॥ ১৯
রবিপ্রভোদ্ভিন্নশিরোমণিপ্রভো, বিলোলজিহ্বাদ্বয়লীঢ়মারুতঃ।
বিষাগ্নিসূর্য্যাতপতাপিতঃ ফণী, ন হন্তি মণ্ডূককুলং তৃষাকুলঃ॥ ২০॥
সফেনলালাবৃতবক্ত্র সম্পুটং, বিনিঃসৃত্য লোহিতজিহ্বমুন্মুখম্।
তৃষাকুলং নিঃসৃতমদ্রিগহ্বরাদ্গবেষমাণং মহিষীকুলং জলম্॥ ২১॥

পটুতরদবদাহোচ্ছুষ্ক-শষ্পপ্ররোহাঃ,
পরুষপবনবেগোৎক্ষিপ্তসংশুষ্কপর্ণাঃ।
দিনকরপরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাৎ,
বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমাণা বনান্তাঃ॥ ২২॥
শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণপর্ণদ্রুমস্থঃ,
কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্।

তীব্রতর-রশ্মিমালী সূর্য্যের তাপে অভিসন্তপ্ত হইয়া ভেক পঙ্কাবশিষ্ট সরোবর হই উল্লম্ফন পূর্ব্বক তৃষ্ণার্ত্ত সর্পের ফণাতপত্রতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে॥ ১৮ গজযূথ পরস্পরকে উৎপীড়িত করিবার অভিলাষে সরোবর হইতে মৃণালজ নিঃশেষে তুলিয়া ফেলিয়াছে, (তদ্গর্ভস্থ) মৎস্যসকল বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে সারসকুল ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে; সুতরাং সরোবরটিকে যেন গাঢ়র মর্দ্দিত কর্দ্দমে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে॥ ১৯॥ সূর্য্যকিরণে সর্পের মস্তকি মণির প্রভা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে, বিলোল জিহ্বাদ্বয় দ্বারা তাহারা বায়ু প করিতেছে; আপনার বিষাগ্নির প্রভাবে ও সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াও সে আর ভেককুলের বিনাশে উদ্যত হইতেছে না॥ ২০॥ মহি কুলের মুখ ফেনরাশি ও লালাপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; জিহ্বা লোহিতবর্ণ হইয়াছে তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উদ্গ্রীবভাবে পর্ব্বতকন্দর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক জলে অন্বেষণে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে॥ ২১॥ প্রচণ্ড দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া তৃণাঙ্কুর সকল দগ্ধ করিতেছে, প্রবল বায়ুবেগে শুষ্ক পত্ররাশি চতুর্দ্দিকে উৎক্ষি হইতেছে, সূর্য্যতাপে জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; সুতরাং বনস্থল সমন্তাৎ নিরীক্ষণ করিলে মহাভীতির সঞ্চার হয়॥ ২২॥ বিহঙ্গকুল শীর্ণপত্র বৃক্ষে

ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্ব্বতস্তোয়মিচ্ছন্,
শরভকুলমজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বু কূপাৎ ॥ ২৩ ॥

বিকচনবকুসুম্ভস্বচ্ছসিন্দুরভাসা,
প্রবলপবনবেগোদ্ভূতবেগেন তূর্ণম্।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গনব্যাকুলেন,
দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন ॥ ২৪ ॥

জ্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্ব্বতানাং দরীষু,
স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যে লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন,
গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ ॥ ২৫ ॥

বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং বনেষু,
স্ফুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু দ্রুমাণাম্।
পরিণতদলশাখামুৎপত্যাশু বৃক্ষাৎ,
ক্রমতি পবনধূতঃ সর্ব্বতোঽগ্নির্বনান্তে ॥ ২৬ ॥

উপর উপবেশন পূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, বানরকুল ক্লান্ত হইয়া পর্ব্বতনিকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, গবয়দল জলান্বেষণে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং শরভগণ ঋজুভাবে কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছে ॥ ২৩ ॥ নবপ্রস্ফুটিত কুসুমস্তবক ও স্বচ্ছ সিন্দূরের ন্যায় সমুদীপ্ত বহ্নি প্রচণ্ড বায়ুবেগে অধিক-[illegible]র তেজস্বী হইয়া তরুলতাদির অগ্রদেশ আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে [illegible]ন সমন্তাৎ পৃথিবী দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে ॥ ২৪ ॥ দাবানল বায়ুবেগে বর্দ্ধিত [illegible]ইয়া পর্ব্বতকন্দরে জ্বলিয়া উঠিতেছে; শুষ্ক বংশকাননে ঘোররবে প্রবিষ্ট [illegible]ইতেছে, তৃণপুঞ্জমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে [illegible]বং মৃগকুলের দেহপ্রান্তে (রোমে) সংলগ্ন হইয়া তাহাদের বধসাধন করি-[illegible]তেছে ॥ ২৫ ॥ শাল্মলীকাননাভ্যন্তরে অগ্নি পুঞ্জীভূত হইয়া তরুকোটরাভ্যন্তরে [illegible]র্ণবৎ প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, শুষ্কতরুপ্রাপ্তিমাত্র তাহার [illegible]খর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া উঠিতেছে এবং সমীরণের সাহায্যে সমন্তাৎ বিঘূর্ণিত

গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহ্নিসন্তপ্তদেহাঃ,
সুহৃদ ইব সমস্তাদ্দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।
হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদ্-
বিপুলপুলিনদেশান্নিম্নগাং সংবিশন্তি ॥ ২৭ ॥
কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ,
সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহাসঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো,
নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥ ২৮ ॥

ইতি গ্রীষ্মবর্ণনম্ ॥

বর্ষাবর্ণনম্।

—ঃ*ঃ—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎ-পাতকোহশনিশব্দমর্দ্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

হইতেছে ॥ ২৬ ॥ হস্তী, গবয় ও সিংহকুল দাবাগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া পরস্পর সুহৃদে ন্যায় শত্রুতা বিস্মরণ পূর্ব্বক বহ্নিতপ্ত বন হইতে বহির্গত হইয়া পুলিনপ্রদেশে আশ্রয় লইতেছে, পরক্ষণেই নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৭ ॥ প্রিয়তমে ! ঐ দেখ জলাশয়ে কমলদল বিকসিত হইয়া মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে, পাটল কুসুমের গন্ধে সমস্তাৎ সুরভীকৃত হইয়াছে। এই সময়ে শীতল সলিলে অবগাহ ও স্বচ্ছ চন্দ্রমাকিরণই লোকের আদরের বস্তু। এই নিদাঘকালে রমণীগণের সহিত সৌধতলে অবস্থান পূর্ব্বক সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে সুখে রজনীযাপন করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥

প্রিয়তমে ! ঐ দেখ, পরমশোভাময় বর্ষাকাল রাজার ন্যায় সমাগত হইল সলিলপূর্ণ মেঘই এই প্রাবৃট্‌রাজের মত্তহস্তিস্বরূপ, বিদ্যুল্লতাই পতাকা এবং বজ্র শব্দই ইহার বাদ্যযন্ত্র। এই ঋতু বিলাসিগণের পরমপ্রিয় ॥ ১ ॥ আকাশের সমস্তাৎ

নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ, ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ।
ক্বচিৎ সগর্ভপ্রমদাস্তনপ্রভৈঃ, সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ॥ ২॥

তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ, প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
প্রয়ান্তি মন্দং বহুধারবর্ষিণো, বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ॥ ৩॥

বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দ্দলাঃ, সুরেন্দ্রচাপং দধতস্তড়িদ্গুণম্।
সুতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তুদন্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্॥ ৪॥

প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ, সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা, বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ॥ ৫॥

সদা মনোজ্ঞঃ স্বনদুৎসবোৎসুকং, বিকীর্ণবিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্।
সসম্ভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং, প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম্॥ ৬॥

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্, প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্ম্মলৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ, প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতাঃ পয়োনিধিম্॥ ৭॥

জলদজালে আবৃত; ঐ সকল মেঘ গাঢ় নীলোৎপলপত্রের ন্যায় কৃষ্ণকান্তি, কোন কোন স্থানে প্রভিন্ন অঞ্জনরাশির তুল্য, কোন কোন স্থানে মেঘ সকল গর্ভবতী রমণীজনের স্তনের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়াছে॥ ২॥ (ঐ দেখ,) তৃষ্ণাকুল চাতক পক্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া জলভারাবলম্বী মেঘসমূহ শ্রুতিমনোহর গর্জ্জন করিতে করিতে মন্দ মন্দ জলধারা বর্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে॥ ৩॥ বজ্রধ্বনিরূপ বাদ্যবাদন করিয়া, সৌদামিনীরূপ ইন্দ্রধনু ধারণ করিয়া মেঘজাল সুতীক্ষ্ণ বর্ষণধারারূপ কঠোর শরাঘাতে প্রবাসিগণের চিত্ত প্রমথিত করিয়া দিতেছে॥ ৪॥ খণ্ডিত বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ তৃণাঙ্কুর সমূহ এবং নবজাত কন্দলীপত্রসমূহ ও লোহিতবর্ণ ইন্দ্রগোপকীটে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ভূমি যেন শ্বেতাদি নানাবর্ণের মণিরত্নে বিমণ্ডিতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে॥৫॥ এই বর্ষাকাল যার পর নাই মনোহর। ঐ দেখ, সম্প্রতি ময়ূরেরা আনন্দভরে উৎসুক হইয়া রব করিতেছে, আয়ত কলাপ বিস্তীর্ণ করিয়া শোভা পাইতেছে, ময়ূরীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে॥ ৬॥ এই সময়ে নদীর জল আবিল, স্রোতোবেগও বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুতরাং স্রোতস্বতী সকল (জলবেগে) তটস্থিত বৃক্ষ সকলকে সমন্তাৎ উৎপাটিত করিয়া ভ্রষ্টা বিলাসিনী রমণীগণের ন্যায় সাগরাভিমুখে দ্রুত প্রধাবিত হইয়াছে॥ ৭॥ বিন্ধ্যগিরিস্থিত

তৃণোৎকরৈরুদ্গতকোমলাঙ্কুরৈর্বিচিত্রনীলৈর্হরিণীমুখক্ষতৈঃ।
বনানি বৈন্ধ্যানি হরন্তি মানসং, বিভূষিতান্যুদ্গতপল্লবদ্রুমৈঃ॥ ৮॥
বিলোলনেত্রোৎপলশোভিতাননৈর্মৃগৈঃ সমন্তাদুপজাতসাধ্বসৈঃ।
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী, সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ॥ ৯॥
অভীক্ষ্মমুচ্চৈর্ধ্বনতা পয়োমুচা, ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীষ্বপি।
তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ, প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০॥
পয়োধরৈর্ভীমগভীরনিস্বনৈস্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিতচেতসো ভৃশম্।
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্, পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরম্॥ ১১
বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভির্নিষিক্তবিম্বাধরচারুপল্লবাঃ।
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনা, স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্॥১২
বিপাণ্ডুরং কীটরজস্তৃণান্বিতং, ভুজঙ্গবদ্বক্রগতিপ্রসর্পিতম্।
সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈর্নিরীক্ষিতং, প্রয়ান্তি নিম্নাভিমুখং নবোদকম্॥১৩
প্রফুল্লপদ্মং নলিনীসমুৎসুকং, বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিস্বনাঃ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং, কলাপচক্রেষু নবোৎপলাশয়া॥১৪

বনরাজি হরিণীগণের মুখক্ষত (চর্ব্বিত), বিচিত্র নীলবর্ণ, নবোত্থিত কোম অঙ্কুরবিশিষ্ট তৃণরাজি ও নবপল্লবান্বিত তরুমালায় শোভিত হইয়া লোকের ম হরণ করিতেছে॥ ৮॥ চঞ্চল-নয়নকমলশোভিত-বদন-সম্পন্ন ও ভয়চকিত মৃগগ দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া নদীতীরস্থ বালুকাময়ী বনস্থলী লোকের চিত্তে কৌতূহলে সঞ্চার করিয়া দিতেছে॥ ৯॥ জলদজাল নিরন্তর ঘোররবে গর্জ্জন করিতেছে, রজ নীও ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তথাপি অভিসারিকারা (নায়কের প্রতি অনুরাগ হেতু তড়িল্লতার আলোকেই পথ নিরূপণ করিয়া (সঙ্কেতস্থলে) গম করিতেছে॥ ১০॥ মেঘের ঘনগভীর গর্জ্জনে এবং তড়িল্লতার দীপ্তিতে নিরতিশ চমকিত হইয়া কামিনীগণ শয্যাতলে শয়ান কৃতাপরাধ প্রিয়তমগণকে নিরন্ত আলিঙ্গন করিতেছে॥ ১১॥ বিদেশবাসিগণের পত্নীরা নয়নকমলবিগলিত বা বিন্দু দ্বারা নিজ নিজ মনোহর বিম্বাধরপল্লব সিক্ত করিয়া মাল্য, বিভূষণ ও অ লেপন পরিহার পুরঃসর নিরাশভাবে অবস্থান করিতেছে॥ ১২॥ কীট, ধূলি তৃণাদিযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ নূতন জল দর্শনে ভেককুল ভীত হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় বক্র গতিতে নিম্নাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে॥ ১৩॥ মূঢ় ভৃঙ্গগণ মধুদানোৎসুক প্র পদ্মিনীকে ত্যাগ করিয়া শ্রুতিমনোহর ধ্বনি করিতে করিতে নবনীলোৎপলজ্ঞা

বনদ্বিপানাং নববারিদস্বনৈর্ম্মদান্বিতানাং ধ্বনতাং মুহুর্ম্মুহুঃ।
কপোলদেশা বিমলোৎপলপ্রভাঃ, সভৃঙ্গযূথৈর্ম্মদবারিভিশ্চিতাঃ॥ ১৫।
সতোয়নম্রাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ, সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ।
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলৈঃ, সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ॥ ১৬॥
কদম্বসর্জ্জার্জ্জুননীপকেতকীঃ, প্রকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধিবাসিতঃ।
সশীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ, সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্॥ ১৭॥
শিরোরুহৈঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ, কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্তনৈঃ সহারৈর্ব্বদনৈঃ সসীধুভিঃ,স্ত্রিয়ো রতিং সঞ্জনয়ন্তি কামিনাম্॥ ১৮॥
তড়িল্লতাশক্রধনুর্ব্বিভূষিতাঃ, পয়োধরাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
স্ত্রিয়শ্চ কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলা,হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাম্॥ ১৯॥

মালাঃ কদম্বনবকেশরকেতকীভি-
রাযোজিতা শিরসি বিভ্রতি ঘোষিতোঽদ্য।
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুমমঞ্জরীভি-
রিচ্ছানুকূলরচিতানবতংসকাংশ্চ॥ ২০॥

শীল ময়ূরদিগের কলাপচক্রে উপবেশন করিতেছে॥ ১৪॥ আরণ্য হস্তিসকল জলদগর্জ্জন-শ্রবণে মদোন্মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বৃংহিতধ্বনি করিতেছে; তাহা- া মদবারিসিক্ত বিমল উৎপলতুল্য কান্তিবিশিষ্ট গণ্ডস্থলে ভৃঙ্গগণ যুথে যুথে বিষ্ট হইতেছে॥ ১৫॥ পর্ব্বতের সমন্তাৎ জলভারাবনত জলদজালে সমাবৃত য়াছে, চতুর্দ্দিকে প্রস্রবণসমূহ জলে পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে, শিখিগণ কুল হইয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এই প্রকারে পর্ব্বত সকল লোকের সুক্য সঞ্চার করিয়া দিতেছে॥ ১৬॥ সজল মেঘসংস্পর্শে সুশীতল বায়ু কদম্ব, , নীপ ও কেতকী বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিয়া এবং তাহাদিগেরই পুষ্পসৌরভে াভীকৃত হইয়া কাহাকে উন্মত্ত করিয়া না তুলিতেছে? ১৭॥ রমণীগণ নিতম্ব ান্ত বিলম্বিত কেশপাশ, সুগন্ধি পুষ্পে বিরচিত কর্ণভূষণ, হারমণ্ডিত স্তন ও গন্ধপূর্ণ বদনরাজি দ্বারা কামিগণের হৃদয়ে রতিবাসনা সমুদ্দীপ্ত করিয়া তেছে॥ ১৮॥ তড়িল্লতা ও ইন্দ্রধনুর্মণ্ডিত জলভারাবনত মেঘমালা এবং কাঞ্চী- ম ও মণিকুণ্ডলালঙ্কৃত রমণীরা যুগপৎ প্রবাসিগণের মন হরণ করিতেছে॥ ১৯॥ ই সময়ে রমণীগণ কদম্বের নবীন কেশর ও কেতকীপুষ্পের মাল্য রচনা করিয়া স্তকে এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের মঞ্জরী দ্বারা ইচ্ছামত কর্ণভূষণ রচনা করিয়া কর্ণপুটে

কালাগুরুপ্রচুরচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গাঃ,
পুষ্পাবতংসসুরভীকৃতকেশপাশাঃ।
শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে,
শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ ॥ ২১ ॥
কুবলয়দলনীলৈরুন্নতৈস্তোয়নম্রৈ-
র্মৃদুপবনবিধূতৈর্মন্দমন্দং চলদ্ভিঃ।
অপহৃতমিব চেতস্তোয়দৈঃ সেন্দ্রচাপৈঃ,
পথিকজনবধূনাং তদ্বিয়োগাকুলানাম্ ॥ ২২ ॥
মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমন্তাৎ,
পবনচলিতশাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং,
নবসলিলনিষেকাচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ ॥ ২৩ ॥
শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং,
বিকসিতবনপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং,
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪ ॥

ধারণ করিতেছে ॥ ২০ ॥ রমণীগণ প্রচুর পরিমাণে কালাগুরুচন্দনে অঙ্গ চর্চ্চি এবং কুসুমভূষণে কেশপাশ সুরভীকৃত করিয়া সন্ধ্যাকালে জলদগর্জ্জন শ্রবণমা গুরুজনের গৃহ হইতে নিজ নিজ শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২১ ॥ কুবলয়দলব নীলবর্ণ, উন্নত (আয়ত), জলভারাবনত, ইন্দ্রধনুর্ম্মণ্ডিত, মন্দ মন্দগামী জলদজা মৃদু মৃদু সমীরণে পরিচালিত হইয়া পতিবিরহবিধুরা প্রবাসিগণের রমণীদিগের চি যেন আকুল করিয়া তুলিতেছে ॥ ২২ ॥ নবজলসেক হেতু বনভূমির পূর্ব্বতাপ বিদূ রিত হইয়াছে; কদম্বকুসুম বিকসিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, বনভূভাগ হর্ষভরে রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে, সমীরণপ্রভাবে তরুশাখা সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, সমগ্র বনানী আনন্দবেগে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এব কেতকীকুসুম বিকসিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, সমগ্র বনভূভাগ হাস্য করি তেছে ॥ ২৩ ॥ ঐ দেখ, এই জলদজালমণ্ডিত বর্ষাকাল যেন প্রিয়তমের ন্যা রমণীগণের মস্তকে মালতী, যূথিকামুকুল ও বিকসিত বনকুসুমসমূহের সহিত বকুল

দধতি কুচযুগাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং,
প্রতনুসিতদুকূলান্যায়তৈঃ শ্রোণিবিম্বৈঃ।
নবজলকণসেকাদুদ্গতাং রোমরাজীং,
ত্রিবলিবলিবিভাগৈর্মধ্যদেশে চ নার্য্যঃ॥ ২৫ ॥

নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ,
কুসুমভরনতানাং নাশকঃ পাদপানাম্‌।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভি-
রপহরতি নভস্বান্‌ প্রোষিতাণাং মনাংসি॥ ২৬ ॥

জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈ-
রয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ,
সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্‌॥ ২৭ ॥

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী,
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ।
জলদসময় এষঃ প্রাণিনাং প্রাণভূতো,
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥ ২৮ ॥

ইতি বর্ষাবর্ণনং সমাপ্তম্‌॥

মালা এবং কর্ণপুটে প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পের কর্ণালঙ্কার পরাইয়া দিতেছে॥ ২৪॥ এই সময়ে রমণীগণ উচ্চ কুচযুগাগ্রে হারযষ্টি, বিশাল নিতম্বদেশে সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ দুকূল এবং ত্রিবলিবিভাগশোভিত কটিদেশে নবজলসেকহেতু উদ্গত রোমরাজি ধারণ করিতেছে॥ ২৫॥ এই সময়ে বায়ু নবজলকণাস্পর্শে শীতল, পুষ্পভারাবনত বৃক্ষসমূহের উন্মূলনকারী এবং কেতকীপুষ্পের পরাগ দ্বারা মনোরম গন্ধে পরিপূর্ণ, সুতরাং প্রবাসিগণের চিত্ত হরণ করিতেছে॥২৬॥ 'আমরা জলভারে অবনত হইলে ইনিই আমাদিগের মহৎ আশ্রয়,' এই মনে করিয়া যেন তোয়ভারনম্র জলদজাল নিদাঘাগ্নির কঠোর তাপে সন্তপ্ত বিন্ধ্যগিরিকে আনন্দিত করিতেছে॥ ২৭॥ বহুগুণবত্তা হেতু সুদৃশ্য, নারীজনের চিত্তহারী, তরুলতিকাদির অকৃত্রিম সুহৃদ্‌ ও প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ এই বর্ষাকাল তোমার অভিমত হিতসাধন করুক॥ ১৮॥

শরদ্বর্ণনম্।

—০:*:০—

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা,
সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ,
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥ ১॥
কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো,
হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ,
শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥ ২॥
চঞ্চলমনোজ্ঞসফরীরশনাকলাপাঃ,
পর্য্যন্তসংস্থিতসিতাণ্ডজপঙ্‌ক্তিহারাঃ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা,
মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য॥ ৩॥
ব্যোম ক্বচিদ্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈ-
স্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ।

বিকসিত পদ্মের ন্যায় চারুমুখী শরৎ-ঋতু কাশকুসুমরূপ বসন পরিধান পূর্ব্
মদোন্মত্ত হংসধ্বনির ন্যায় নূপুরশব্দে শোভিত হইয়া রূপবতী নববধূর ন্যায় উপ
হইল; ইহার কৃশ অঙ্গযষ্টি ঈষৎপক্ব শালিধান্যে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে॥ ১
এই সময়ে বসুন্ধরা কাশপুষ্প দ্বারা, রজনী শিশিররশ্মি চন্দ্রমা দ্বারা, নদীজল হ
দ্বারা, সরোবর কুমুদ দ্বারা, বনান্তপ্রদেশ পুষ্পভারাবনত সপ্তবর্ণবৃক্ষ দ্বারা এ
উপবন সকল মালতীপুষ্প দ্বারা শুক্লীকৃত (সুশোভিত) হইয়াছে॥ ২॥ এ
সময়ে নদীসকল যেন মদোন্মত্ত প্রমদাকুলের ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহি
হইতেছে; চপল মনোহরদৃশ্য সফরীই উহার কাঞ্চীদাম, প্রান্তস্থিত শুভ্রবর্ণ হং
মালা হার এবং বিস্তৃত পুলিনান্তপ্রদেশ উহার নিতম্ববিম্বরূপে শোভা পাইতেছে।
এই সময়ে গগনতল যেন অত্যুত্তম চামর দ্বারা বীজ্যমান নরপতির ন্যায় সংলক্ষি
হইতেছে; বায়ুবেগচালিত মেঘমণ্ডলই উহার চামরস্বরূপ; ঐ সকল মেঘ কো

সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ,
রাজেব চামরবরৈরুপবীজ্যমানঃ ॥ ৪ ॥
ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞং,
বন্ধূকপুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ।
বপ্রাশ্চ চারুকমলাবৃতভূমিভাগাঃ,
প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ন মনো ভুবি কস্য যূনঃ ॥ ৫ ॥
মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশাখঃ,
পুষ্পোদ্গমপ্রচয়কোমলপল্লবাগ্রঃ।
মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেক-
শ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ ॥ ৬ ॥
তারাগণপ্রচুরভূষণমুদ্বহন্তি,
মেঘাবরোধপরিমুক্তশশাঙ্কবক্ত্রা।
জ্যোৎস্না দুকূলমমলং রজনী দধানা,
বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা ॥ ৭ ॥
কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ,
কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।

নে রজত, শঙ্খ ও মৃণালের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ; বর্ষণ দ্বারা জলভারের হ্রাস হওয়াতে হারা লঘু হইয়া শত শত খণ্ডে ধাবমান হইয়াছে ॥ ৪ ॥ এই সময়ে নভোমণ্ডল দ্দিত অঞ্জনবৎ মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছে, ভূমিভাগ বন্ধূকপুষ্পে সমাকীর্ণ ইয়া অরুণবর্ণ হইয়াছে এবং ক্ষেত্রস্থলীসকল মনোহর কমলদলে সমাবৃত হইয়া ঠিয়াছে ; সুতরাং এই শরৎকাল ধরাতলে কোন্ যুবা পুরুষের চিত্তকে উৎকণ্ঠিত া করে ? ৫ ॥ কোবিদার (কাঞ্চন) বৃক্ষের মনোহর শাখাগ্রভাগ মন্দ মন্দ বায়ুরে আকম্পিত হইতেছে, উহা রাশি রাশি পুষ্প ও কোমলপল্লবাগ্র দ্বারা সুশোভিত এবং মত্ত ভ্রমরপংক্তি উহার মধুপানে নিরত রহিয়াছে ; সুতরাং এই কোবিারবৃক্ষ কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না করে ? ৬ ॥ অসংখ্য নক্ষত্ররূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া মেঘাবগুণ্ঠনমুক্ত চন্দ্রমুখী রজনী জ্যোৎস্নারূপ বিমল (শুভ্র) দুকূলবসন পরিধান পূর্ব্বক বালা প্রমদার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৭ ॥ কারণ্ডবগণের মুখ দ্বারা তরঙ্গমালা বিঘট্টিত হইতেছে, তীরদেশ কাদম্ব (শ্যামপক্ষ কল-

কুর্ব্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য,
প্রীতিং পরাং কমলরেণুবৃতাস্তটিন্যঃ ॥ ৮ ॥
নেত্রোৎসবো হৃদয়হারিমরীচিমালঃ,
প্রহ্লাদকঃ শিশিরশীকরবারিবর্ষী।
পত্যুর্বিয়োগবিষদিগ্ধশরক্ষতানাং,
চন্দ্রো দহত্যতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্ ॥ ৯ ॥
আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালিজালান্,
আনর্ত্তয়ন্ কুরবকান্ কুসুমাবনম্রান্।
প্রোৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধুন্বন্,
যূনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভস্বান্ ॥ ১০ ॥
সোন্মাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি,
স্বচ্ছানি ফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি।
মন্দপ্রভাতপবনোদ্গতবীচিমালা-
ন্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি ॥ ১১ ॥
নষ্টং ধনুর্বলভিদো জলদোদরেষু,
সৌদামিনী স্ফুরতি নাদ্য বিয়ৎপতাকা।

হংস) ও সারসকুলে সমাকীর্ণ হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে হংসগণ শব্দ করিয়া বে
ইতেছে ; সুতরাং কমলরেণুপরিমণ্ডিত নদী সকল এ সময়ে লোকের পরম প্রী
উৎপাদন করিতেছে ॥ ৮ ॥ নয়নের আনন্দপ্রদ, হৃদয়হারি-কিরণমালামণ্ডি
প্রীতিপ্রদ, শিশিরশীকরবর্ষী চন্দ্রমা এই সময়ে পতিবিরহরূপ বিষদিগ্ধশরে ক্ষ
বিক্ষত অঙ্গনাগণের দেহ নিরতিশয় দগ্ধ করিতেছেন ॥ ৯ ॥ বায়ু ফলভারাব
শালিধান্য-সমূহকে আকম্পিত, কুসুমভারাবনত কুরবকবৃক্ষদিগকে আনর্ত্তিত
বিকসিত পদ্মবনস্থিত নলিনীকে কম্পিত করিয়া যুবকদিগের চিত্তকে সবলে চ
করিয়া তুলিতেছে ॥ ১০ ॥ এই ঋতুতে সরোবর সকল মদোন্মত্ত হংসমিথুন দ্ব
পরিশোভিত, স্বচ্ছ, বিকসিত কমল ও উৎপলদলে বিভূষিত এবং মন্দ মন্দ প্রভা
বায়ু কর্ত্তৃক উত্থিত তরঙ্গমালায় বিমণ্ডিত হইয়া লোকের হৃদয়কে উৎকণ্ঠিত করি
তুলিতেছে ॥ ১১ ॥ এখন জলদজালের অভ্যন্তরে ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব বিলুপ্ত হ
য়াছে, গগনপতাকাস্বরূপিণী সৌদামিনী আর বিস্ফুরিত হয় না, বলাকামালা

ধুন্বন্তি পক্ষপবনৈর্ন নভো বলাকাঃ,
পশ্যন্তি নোন্নতমুখা গগনং ময়ূরাঃ ॥ ১২ ॥
নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায়,
হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্ ।
মুক্ত্বা কদম্বকুটজার্জ্জুনসর্জনীপান্,
সপ্তচ্ছদানুপগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ ॥ ১৩ ॥
শেফালিকাকুসুমরাগমনোহরাণি,
স্বস্থস্থিতাণ্ডজগণপ্রতিনাদিতানি ।
পর্য্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি,
প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যুপবনানি মনাংসি পুংসাম্ ॥ ১৪ ॥
কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্বিধুন্ব-
স্তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে,
পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ ॥ ১৫ ॥
সম্পন্নশালিনিচয়াবৃতভূতলানি,
স্বস্থস্থিতপ্রচুরগোকুলশোভিতানি ।

পক্ষবায়ু সঞ্চালন করিয়া নভস্তল কম্পিত করে না এবং ময়ূরগণ আর উদ্গ্রীব হইয়া গগনমার্গে দৃষ্টিপাত করিতেছে না ॥ ১২ ॥ এখন মদনদেব নৃত্য হইতে নিবৃত্ত ময়ূরগণকে পরিত্যাগ করিয়া মধুরকণ্ঠ হংসগণের নিকট উপস্থিত হইতেছেন এবং পুষ্পোদ্গমশ্রী কদম্ব, কুটজ, অর্জ্জুন, সর্জ্জ ও নীপবৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সপ্তপর্ণবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥ উপবন সকল এই সময়ে শেফালিকা-কুসুমের রাগে (মনোহর বর্ণে) রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে, বিহঙ্গমকুল সুস্থচিত্তে উপবেশন পূর্ব্বক রব করিতেছে এবং প্রান্তভাগস্থিত হরিণীগণের নয়নপদ্মে শোভা পাইতেছে ; সুতরাং ঐ সকল উপবন এখন পুরুষদিগের চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে ॥ ১৪ ॥ প্রভাতকালীন বায়ু এখন মুহুর্মুহুঃ কহ্লার, পদ্ম ও কুমুদগণকে কম্পিত করিয়া, তাহাদিগের সংস্পর্শহেতু অধিকতর স্নিগ্ধতা ধারণ করিয়াছে এবং পত্রপ্রান্তলগ্ন শিশিরবিন্দু সকলকে কম্পিত করিয়া লোকের নিরতিশয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে ॥ ১৫ ॥ সীমান্তপ্রদেশে ভূমি সকল পরিপক্ক শালিধান্য-সমূহে

হংসৈশ্চ সারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি,
সীমান্তরাণি জনয়ন্তি জনপ্রমোদম্ ॥ ১৬ ॥
হংসৈর্জ্জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানা-
মম্ভোরুহৈর্বিকসিতৈর্ম্মুখচন্দ্রকান্তিঃ।
নীলোৎপলৈর্ম্মদকলানি বিলোকিতানি,
ভ্রূবিভ্রমাশ্চ রুচিরাস্তনুভিস্তরঙ্গৈঃ ॥ ১৭ ॥
শ্যামা লতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ,
স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
ওষ্ঠাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং,
কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালিকাশ্চ ॥ ১৮ ॥
কেশান্নিতান্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্রান্,
আপূরয়ন্তি বনিতা নবমালতীভিঃ।
কর্ণেষু চ প্রবরকাঞ্চনকুণ্ডলেষু,
নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥
হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি,
শ্রোণীতটং সুবিপুলং রশনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজানি কলনূপুরশেখরৈশ্চ,
নার্য্যঃ প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি ॥ ২০ ॥

আবৃত হইয়াছে, অসংখ্য ধেনু সুস্থচিত্তে অবস্থিতি করায় শোভা পাইতেছে, হংস ও সারসকুল কর্ত্তৃক প্রতিশব্দিত হইতেছে, সুতরাং উহা সাধারণের হর্ষ জন্মাইয়া দিতেছে ॥ ১৬ ॥ হংসকুল অঙ্গনাগণের সুললিত গতি, বিকসিত কমল সকল মুখচন্দ্রকান্তি, নীলোৎপল সকল মদকল কটাক্ষ এবং মৃদু মৃদু তরঙ্গরাজি চারুতর ভ্রূবিলাসকে পরাজয় করিতেছে ॥ ১৭ ॥ শ্যামালতার প্রবাল সকল কুসুমভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, উহারা অঙ্গনাকুলের অলঙ্কৃত ভুজলতার শোভা এবং অশোককুসুমমণ্ডিতা নবমালিকা সকল ওষ্ঠকান্তিবিরাজিত বিমলহাস্যরূপ চন্দ্রকান্তি হরণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ অঙ্গনাগণ নবীন মালতীকুসুম দ্বারা গাঢ় নীলবর্ণ কুটিলাগ্র কেশপাশ অলঙ্কৃত করিতেছে, এবং মনোহর স্বর্ণকুণ্ডলমণ্ডিত কর্ণপুটে নানাবিধ নীলোৎপল সন্নিবেশিত করিতেছে ॥ ১৯ ॥ এই সময়ে রমণীগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং,
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং,
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্ ॥ ২১ ॥

শরদি কুসুমসঙ্গাদ্বায়বো যান্তি শীতা,
বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ।
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী,
বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্ ॥ ২২ ॥

দিবসকরময়ূখৈর্বোধ্যমানং প্রভাতে,
বরযুবতিমুখাভং পঙ্কজং জৃম্ভতেঽদ্য।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে,
হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু ॥ ২৩ ॥

অসিতনয়নলক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু,
ক্বণিতকনককাস্তিং মত্তহংসস্বনেষু।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং,
পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচেতাঃ ॥ ২৪ ॥

ন্দনরসসিক্ত হার দ্বারা স্তনমণ্ডল, কাঞ্চীদাম দ্বারা সুবিশাল নিতম্বদেশ এবং মঞ্জু-াদী নূপুর দ্বারা পাদপদ্ম বিভূষিত করিতেছে ॥ ২০ ॥ এই শরৎঋতুতে মেঘনির্মুক্ত ন্দ্রমা ও নক্ষত্রপরিমণ্ডিত গগনমণ্ডল এবং বিকসিত-কুমুদবেষ্টিত, রাজহংসবিভূষিত, মরকতমণিবৎ স্বচ্ছবারিরাজিমণ্ডিত জলাশয় সকল মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ২১ ॥ এই শরৎকালে কুসুমস্পর্শে বায়ু শীতলতা ধারণ করে, দিগ্বিভাগ সকল মেঘমুক্ত হওয়াতে মনোহরদর্শন হইয়া উঠে, জল আবিলতাশূন্য হয়, বসুন্ধরা কর্দমশূন্যা হইয়া থাকে এবং গগনতল বিমল চন্দ্রকিরণে ও তারকামালায় বিচিত্রিত হইয়া উঠে ॥ ২২ ॥ এই সময়ে প্রভাতকালে পদ্মসকল দিনকর-কিরণে প্রস্ফুটিত হইয়া উত্তমা যুবতীর মুখের ন্যায় আভা ধারণ করে এবং চন্দ্রবিম্ব অস্তগত হইলে কুমুদ সকল প্রোষিতভর্তৃকা কামিনীর হাস্যের ন্যায় বিলীন (মুদিত) হয় ॥ ২৩ ॥ এই ঋতুতে প্রবাসিগণ নীলোৎপলে আপনার প্রিয়তমার অসিত নয়নশ্রী, মত্তহংস-ধ্বনিতে শব্দায়মান কাঞ্চনভূষণের শোভা এবং বন্ধুজীব-পুষ্প প্রিয়তমার মনোহর

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং,
কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু।
বন্ধূককান্তিমধরেষু মনোহরেষু,
ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ ॥ ২৫ ॥
বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী,
বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরহাসা কামিনীবোন্মদেয়ং,
প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শরদ্বর্ণনং সমাপ্তম্ ॥

হেমন্ত-বর্ণনম্।

—০:*:০—

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ, প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো, হেমন্তকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
মনোহরৈঃ কুঙ্কুমরাগরক্তৈস্তুষারকুন্দেন্দুনিভৈশ্চ হারৈঃ।
বিলাসিনীনাং স্তনশালিনীনাং, নালঙ্ক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ২ ॥

অধরশোভা দেখিয়া বিভ্রান্তচিত্তে রোদন করে ॥ ২৪ ॥ (ক্রমে ক্রমে) সৌন্দর্য্য
শারদীয়শ্রী অঙ্গনাকুলের মুখে শশাঙ্ককান্তি, মণিনূপুরে মনোহর হংসধ্বনি
সুরুচির অধরপুটে বন্ধূকপুষ্পের শোভা স্থাপন পূর্ব্বক যেন কোথায় তিরো
প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ২৫ ॥ বিকসিত-কমলাননা, প্রফুল্লনীলোৎপলাক্ষী, প্রস্ফু
নবকাশপুষ্পরূপ শুভ্রবসনধারিণী, কুমুদরূপহাস্যমুখী এই শরৎ ঋতু উন্মদা রম
ন্যায় তোমাদিগের নিরতিশয় চিত্তবিনোদন করুক ॥ ২৬ ॥

প্রিয়তমে! (দেখ,) হেমন্তকাল সমাগত হইল। শস্যসমূহের নবপ
উদগত হওয়াতে এই সময় রমণীয়; এই সময়ে লোধ্রপুষ্প প্রস্ফুটিত, শালিধান্য স
পরিপক্ব, পদ্ম সকল বিলীন এবং তুষার নিপতিত হয় ॥ ১ ॥ এ সময়ে পীনো
স্তনী বিলাসিনীদিগের স্তনমণ্ডল মনোহর কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিতাঙ্গ এবং তুষার, কুন্দ

ন বাহুযুগ্মেষু বিলাসিনীনাং, প্রয়ান্তি সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি ।
নিতম্বদেশেষু নবং দুকূলং, তন্বংশুকং পীনপয়োধরেষু ॥ ৩ ॥
কাঞ্চীগুণৈঃ কাঞ্চনরত্নচিত্রৈর্ন ভূষয়ন্তি প্রমদা নিতম্বান্ ।
ন নূপুরৈর্হংসরুতং ভজদ্ভিঃ, পাদাম্বুজান্যম্বুজকান্তিভাঞ্জি ॥ ৪ ॥
গাত্রাণি কালীয়কচর্চ্চিতানি, সপত্রলেখানি মুখাম্বুজানি ।
শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি, কুর্ব্বন্তি নার্য্যঃ সুরতোৎসবায় ॥ ৫ ॥
রতিশ্রমক্ষীণবিপাণ্ডুবক্ত্রাঃ, প্রাপ্তেঽপি হর্ষ্যাভ্যুদয়ে তরুণ্যঃ ।
হসন্তি নোচ্চৈর্দশনাগ্রভিন্নান্, প্রপীড্যমানানধরানবেক্ষ্য ॥ ৬ ॥
পীনস্তনোরুস্থলভাগশোভামাসাদ্য তৎপীড়নজাতখেদঃ ।
তৃণাগ্রলগ্নৈস্তুহিনৈঃ পতদ্ভিরাক্রন্দতীবোষসি শীতকালঃ ॥ ৭ ॥
প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি, মৃগাঙ্গনাযূথবিভূষিতানি ।
মনোহরক্রৌঞ্চনিনাদিতানি, সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ ॥ ৮ ॥
প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি, সোন্মাদকাদম্ববিভূষিতানি ।
প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি, সরাংসি চেতাংসি হরন্তি পুংসাম্ ॥ ৯ ॥

ন্দুসন্নিভ হার দ্বারা সমলঙ্কৃত হয় না ॥ ২ ॥ এখন আর বিলাসিনীগণের বাহু-
[যু]গলে বলয় ও অঙ্গদ, নিতম্বদেশে নবীন দুকূল এবং পীনপয়োধরে সূক্ষ্মবসন স্থান
প্রাপ্ত হইতেছে না ॥ ৩ ॥ এখন আর রমণীগণ স্বর্ণরত্নখচিত কাঞ্চীগুণ দ্বারা নিতম্ব-
দেশ এবং হংসরবের অনুকারী নূপুর দ্বারা পদ্মবৎ কান্তিপূর্ণ পাদপদ্ম অলঙ্কৃত
করিতেছে না ॥ ৪ ॥ এ সময়ে কামিনীকুল সুরতোৎসবের জন্য কালীয়ক (দারু-
হরিদ্রা) দ্বারা অঙ্গ চর্চ্চিত, বদনকমল পত্ররেখা-বিভূষিত এবং মস্তক কালাগুরুধূপ
দ্বারা ধূপিত করিতেছে ॥ ৫ ॥ (দেখ,) এই ঋতুতে রতিশ্রমবশে যুবতীগণের
বদনমণ্ডল ক্ষীণ ও নিরতিশয় পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, হর্ষসঞ্চার হইলেও অধরদেশ দন্ত-
ক্ষত ও প্রপীড্যমান দর্শনে আর উচ্চহাস্য করিতে পারিতেছে না ॥ ৬ ॥ এই শীত-
কাল অবলাদিগের পীন-পয়োধর ও উরুস্থলগত শোভার আশ্রিত হইল ; কিন্তু ঐ
উভয়ের পীড়ন (মর্দ্দন) হেতু খিন্ন হইয়া উষাকালে তৃণাগ্রলগ্ন হিমপাতের ছলে
যেন ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৭ ॥ সীমান্তপ্রদেশ সকল প্রভূত শালিধান্য দ্বারা
পরিব্যাপ্ত, মৃগাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক বিভূষিত এবং ক্রৌঞ্চগণের মনোহর ধ্বনিতে নিনা-
দিত হইয়া লোকের চিত্ত উৎকণ্ঠিত করিতেছে ॥ ৮ ॥ প্রফুল্লনীলোৎপলমণ্ডিত,
মদোন্মত্ত কলহংসগণ দ্বারা বিরাজিত, [illegible], সুশীতল সরোবর সকল পুরু-

পাকং ব্রজন্তী হিমজাতশীতৈরাধূয়মানা সততং মরুদ্ভিঃ।
প্রিয়ে প্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়বিপ্রযুক্তাং, বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীনাম্॥১০॥
পুষ্পাসবামোদসুগন্ধিবক্ত্রো, নিশ্বাসবাতৈঃ সুরভীকৃতাঙ্গঃ।
পরস্পরাঙ্গব্যতিসঙ্গশায়ী, শেতে জনঃ কামশরানুবিদ্ধঃ॥ ১১ ॥
দন্তচ্ছদৈঃ সব্রণদন্তচিহ্নৈঃ, স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ।
সংসূচ্যতে নির্দ্দয়মঙ্গনানাং, রতোপভোগে নবযৌবনানাম্॥ ১২ ॥
কাচিদ্বিভূষয়তি দর্পণসক্তহস্তা, বালাতপেষু বনিতা বদনারবিন্দম্।
দন্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং,দন্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষ্যতে চ॥১৩॥

অন্যা প্রকামসুরতশ্রমখিন্নদেহা,
রাত্রিপ্রজাগরবিপাটলনেত্রপদ্মা।
শয্যান্তদেশলুলিতাকুলকেশপাশা,
নিদ্রাং প্রয়াতি মৃদুসূর্য্যকরাভিতপ্তা॥১৪॥
নির্ম্মাল্যদামপরিমুক্তমনোজ্ঞগন্ধং,
মূর্দ্ধ্নোঽপনীয় ঘননীলশিরোরুহান্তাঃ।

দের চিত্ত হরণ করিতেছে॥ ৯॥ হে প্রিয়তমে! (আরও দেখ,) প্রিয়ঙ্গুলতি (শ্যামালতা) হিমজনিত শীতে পরিপাক-প্রাপ্ত ও বায়ু দ্বারা নিরন্তর কম্পিত হ পতিবিরহিতা বিলাসিনীদিগের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে॥ ১০॥ লোে মুখ পুষ্পাসবগন্ধে সুগন্ধি হইয়াছে এবং নিশ্বাসবায়ুতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ সুরভী হইতেছে; সুতরাং তাহারা কামশরবিদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের গাত্র আলি পূর্ব্বক শয়ন করিতেছে॥ ১১॥ দন্ত দ্বারা নবযুবতী অঙ্গনাদিগের অধর ব্রণা (ক্ষতচিহ্নযুক্ত) এবং নখাঘাত দ্বারা স্তনমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে নির্দ্দয়ত রতিসম্ভোগের সূচনা করিয়া দিতেছে॥ ১২॥ কোন মহিলা দর্পণ-হস্তে তরুণ অর কিরণে আপনার বদনপদ্ম অলঙ্কৃত করিতেছে এবং প্রিয়তম কর্ত্তৃক নিপীত (চুম্বিত) অধরদেশ দন্তাগ্র দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক দেখিতেছে॥ ১৩॥ নিরতিশ রূপে রতিসম্ভোগ করাতে কোন রমণীর দেহ শ্রমবশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে রাত্রিজাগরণ হেতু নয়নকমল পাটলবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং শয্যাতলে কেশপ আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে; তরুণ অরুণকিরণে সন্তপ্ত হইয়াও সে নিদ্রাসু ভোগ করিতেছে॥ ১৪॥ গাঢ় নীলবর্ণ কেশপাশধারিণী পীনোন্নত স্তনভারে অ নতগাত্রী কতকগুলি যুবতী মনোহর গন্ধহীন পর্য্যুষিত মাল্যদাম মস্তক হইে

পীনোন্নতস্তনভরানতগাত্রযষ্ট্যঃ,
কুর্ব্বন্তি কেশরচনামপরাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৫ ॥
অন্যা প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাত্রং,
হর্ষান্বিতা বিরচিতাধরচারুশোভা।
রক্তাংশুকং পরিদধাতি নবং নতাঙ্গী,
ব্যালম্বিনী বিলুলিতাকুলকুঞ্চিতাক্ষী ॥ ১৬ ॥
অন্যাশ্চিরং সুরতকেলিপরিশ্রমেণ,
স্বেদং গতাঃ প্রশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
সংহৃষ্যমাণবিপুলোরুপয়োধরাস্তাঃ,
অভ্যঞ্জনং বিদধতি প্রমদাঃ সুশোভাঃ ॥ ১৭ ॥
বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী,
পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ,
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি হেমন্তবর্ণনং সমাপ্তম্ ॥

...ীকৃত করিয়া কেশ-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ১৫ ॥ কোন অবনতাঙ্গী প্রমদা ...াপনার দেহকে প্রিয়তম কর্ত্তৃক উপভুক্ত দেখিয়া হর্ষভরে পুলকিত হওয়ায় ...াহার অধরশোভা মনোহারিণী হইয়াছে; সে নূতন রক্তবস্ত্র পরিধান করিতেছে ...বং কবরীবন্ধনার্থ আকর্ষণবশে তাহার নয়নযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥ ঐ দেখ,) অন্য কতকগুলি শোভনসুন্দরী প্রমদা সুরতকেলিজনিত পরিশ্রমে ...্বেদজলে আপ্লুত হইয়াছে; উহাদের অঙ্গযষ্টি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং বিশাল ...উরু ও পয়োধরমণ্ডল প্রস্ফুরিত হইতেছে; উহারা গাত্রে অভ্যঞ্জন প্রদান করি-...তেছে (তৈলহরিদ্রাদি ম্রক্ষণ করিতেছে) ॥ ১৭ ॥ এই ঋতু পরিণত শালিধান্যসমূহ ...দ্বারা গ্রামের সীমান্তভাগ সমাকীর্ণ করিয়াছে; বহুগুণবত্তা হেতু রমণীয়দর্শন, নারীগণের চিত্তহারী, ক্রৌঞ্চশব্দে প্রতিনাদিত, সতত অতি মনোহর এই হেমন্ত-কাল তোমাদিগের আনন্দবিধান করুক ॥ ১৮ ॥

শিশির-বর্ণনম্।

—০ঃ-*-ঃ০—

প্ররূঢ়শালীক্ষুচয়াবৃতক্ষিতিং, সুস্থস্থিতক্রৌঞ্চনিনাদশোভিতম্।
প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং, বরোরু! কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু॥ ১
নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং, হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ।
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ, প্রয়ান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্।
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং, ন হর্ম্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্ম্মলম্।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা, জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্॥ ৩॥
তুষারসঙ্ঘাত-নিপাতশীতলাঃ, শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ।
বিপাণ্ডুতারাগণচারুভূষণা, জনস্য সেব্যা ন ভবন্তি রাত্রয়ঃ॥ ৪॥
গৃহীততাম্বূলবিলেপনস্রজঃ, পুষ্পাসবামোদিতবক্ত্রপঙ্কজাঃ।
প্রকামকালাগুরুধূপবাসিতা, বিশন্তি শয্যাগৃহমুৎসুকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৫॥
কৃতাপরাধান্ বহুশোঽপি তর্জ্জিতান্, সবেপথূন্ সাধ্বসলুপ্তচেতসঃ।
নিরীক্ষ্য ভর্তৄন্ সুরতাভিলাষিণঃ, স্ত্রিয়োঽপরাধান্ সমদা বিসস্মরুঃ

হে বরোরু! এখন শীতনামক কালের (ঋতুর) বিষয় শ্রবণ কর। এই স
ধান্য ও ইক্ষুদণ্ড সকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষিতিতল সমাবৃত করে, সুখসংস্থিত ক্রৌ
গণের শব্দে চতুর্দ্দিক্ শোভা প্রাপ্ত হয় ও এই সময়ে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য পর্য্যা
পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ঋতু প্রমদাজনের পরম প্রিয়॥ ১॥ রুদ্ধগ
গৃহের অভ্যন্তরভাগ, অগ্নি, সূর্য্যকিরণ, স্থূল বস্ত্র ও যুবতী রমণী এই সকলই
ঋতুতে উপভোগ্য॥ ২॥ এ সময়ে চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ চন্দন, শরদি
নির্ম্মল হর্ম্ম্যতল, গাঢ়তুষারতুল্য শীতল বায়ু কিছুই লোকের চিত্তবিনোদন
না॥ ৩॥ হিমরাশিনিপতন হেতু শীতল, শশাঙ্ককিরণ দ্বারা শিশিরীকৃত, পা
তারকাদিচক্রে মণ্ডিত রজনী আর এখন লোকের সেবনীয় (প্রীতিকর) নহে॥
(ঐ শেষ), অবলাকুল তাম্বূলসেবন, বিলেপন ও মাল্যধারণ পূর্ব্বক পুষ্পা
মুখপদ্ম আমোদিত ও কালাগুরুধূপে প্রচুর পরিমাণে ধূপিত হইয়া ঔৎসুক্য
কারে শয়নগৃহে প্রবেশ করিতেছে॥ ৫॥ মদমত্তা রমণীগণ বহুবার কৃতাপ
ভর্ৎসিত, কম্পান্বিত, ভয়ে লুপ্তবুদ্ধি প্রিয়তমগণকে দর্শন পূর্ব্বক সুরতাভিলা

প্রকামকামৈর্যুবভিঃ সুনির্দ্দয়ং, নিশাসু দীর্ঘাস্বভিরামিতা ভৃশম্।
ভ্রমন্তি মন্দং শ্রমখেদিতোরসঃ, ক্ষপাবসানে নবযৌবনাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥
মনোজ্ঞকূর্পাসকপীড়িতস্তনাঃ, সরাগকৌষেয়বিভূষিতোরসঃ।
নিবেশিতান্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈর্বিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥
পয়োধরৈঃ কুঙ্কুমরাগপিঞ্জরৈঃ, সুখোপসেব্যৈর্নবযৌবনোষ্মভিঃ।
বিলাসিনীনাং পরিপীড়িতোরসঃ, স্বপন্তি শীতং পরিভূয় কামিনঃ ॥৯॥

সুগন্ধিনিশ্বাসবিকম্পিতোৎপলং,
মনোহরং কামরতিপ্রবোধকম্।
নিশাসু হৃষ্টাঃ সহ কামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ,
পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

অপগতমদরাগা যোষিদেকা প্রভাতে,
কৃতবিনতকুচাগ্রা পত্যুরালিঙ্গনেন।
প্রিয়তমপরিভুক্তং বীক্ষমাণা স্বদেহং,
ব্রজতি শয়নবাসাদ্বাসমন্যং হসন্তী ॥ ১১ ॥

হইয়া তাহাদিগের পূর্ব্বাপরাধ বিস্মৃত হইতেছে ॥ ৬ ॥ (ঐ দেখ), এই সময়ে নবযুবতী রমণীরা রাত্রিকালে যুবাগণের সহিত পুনঃ পুনঃ নিরতিশয় নির্দ্দয়ভাবে সুরতসম্ভোগ করিয়া যামিনীপ্রভাতে মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতেছে, রতিশ্রমবশে উহাদের বক্ষঃস্থল অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে ॥ ৭ ॥ কামিনীগণ মনোহর কূর্পাস (কাঁচুলি) দ্বারা স্তনমণ্ডল আবৃত, রক্তবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল বিভূষিত এবং কেশপাশমধ্যে কুসুম নিবেশিত করিয়া যেন শিশিরাগমকে অধিকতর বিভূষিত করিতেছে ॥ ৮ ॥ এই সময়ে কামিগণ বিলাসিনীদিগের কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত ও নবযৌবনের উষ্ণতার আধারস্বরূপ সুখসেব্য স্তনমণ্ডল দ্বারা বক্ষঃস্থলে পরিমর্দ্দিত হইয়া শীতকে পরাজয় পূর্ব্বক সুখে নিদ্রিত রহিয়াছে ॥ ৯ ॥ রমণীগণ এই সময়ে যামিনীযোগে কামিগণের সহিত পুলকিত হইয়া উন্মাদকর অত্যুত্তম মদিরা পান করিতেছে; ঐ সকল মদ্য কামিগণের নিশ্বাসে বিকম্পিত উৎপলগন্ধে পরিপূর্ণ, মনোহর এবং কামরতির উদ্দীপক ॥ ১০ ॥ প্রভাতকালে পতির আলিঙ্গনবশে আনতস্তনী কোন প্রমদা মদমত্ততা অপগত হইলে নিজ দেহ প্রিয়তম কর্তৃক পরিভুক্ত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে শয়নগৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রস্থান করিতেছে ॥ ১১ ॥

অগুরুসুরভিধূপামোদিতং কেশপাশং,
গলিতকুসুমমালং কুঞ্চিতাগ্রং বহন্তী।
ত্যজতি গুরুনিতম্বা নিম্ননাভিঃ সুমধ্যা,
উষসি শয়নবাসং কামিনী চারুশোভা ॥ ১২ ॥
কনককমলকান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ,
শ্রবণতটনিষণ্ণৈঃ পাটলোপান্তনেত্রৈঃ।
উষসি বদনবিম্বৈঃ স্কন্ধসংযুক্তকেশৈঃ,
শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽদ্য ॥ ১৩ ॥
পৃথুজঘনভরার্ত্তাঃ কিঞ্চিদানম্রমধ্যাঃ,
স্তনভরপরিখেদান্মন্দমন্দং ব্রজন্ত্যঃ।
সুরতশয়নবেশং নৈশমাশু বিহায়,
দধতি দিবসযোগ্যং বেশমন্যাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৪ ॥
নখপদকৃতভঙ্গান্ বীক্ষ্যমাণা স্তনান্তান্,
অধরকিশলয়াগ্রং দন্তভিন্নং স্পৃশন্ত্যঃ।
অভিমতরতবেশং নন্দয়ন্ত্যস্তরুণ্যঃ,
সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি ॥ ১৫ ॥

মনোহরশোভাময়ী,বিশালনিতম্বা, গভীরনাভি, ক্ষীণমধ্যা কোন অবলা প্রভাতকা[illegible] সুগন্ধি অগুরুধূপে ধূপিত, মাল্যশূন্য, কুটিলাগ্র কেশপাশ ধারণ পূর্ব্বক শয়ন[illegible] পরিত্যাগ করিতেছে ॥ ১২ ॥ প্রভাতকালে কামিনীগণের আকর্ণবিশ্রান্ত চ[illegible] কাঞ্চনপদ্মের ন্যায় মনোহর, সদ্যজলধৌত ও তাহার প্রান্তভাগ আরক্তবর্ণ হইয়াছে[illegible] কেশপাশ স্কন্ধদেশে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা সেইরূপ মুখশ্রী[illegible] সুশোভিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥ কেহ কেহ বিশা[illegible] জঘনভরে অবসন্ন হইয়া বক্ষোভারবহনের কষ্টে মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে এ[illegible] রাত্রিকালীন বিলাসবেশ বিসর্জ্জন পুরঃসর দিবসের উপযুক্ত বেশ ধার[illegible] করিতেছে ॥ ১৪ ॥ রাত্রিকালীন সম্ভোগ হেতু প্রমদাগণের স্তনদ্বয় প্রিয়বল্লভে[illegible] নখদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় বিশৃঙ্খলভাব ধারণ করিয়াছে এবং চুম্বন ও দশনাঘা[illegible] দ্বারা গণ্ড, ওষ্ঠ ও মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং লজ্জাবশে তাহারা গৃহ[illegible] ভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইতেছে ॥ ১৫ ॥ এই ঋতুতে শালিধান্য, গুড় ও ইক্ষুদণ্ড ভূরি

প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ,
প্রবলসুরতকেলির্জাতকন্দর্পদর্পঃ।
প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ,
শিশিরসময় এষঃ শ্রেয়সে বোঽস্তু নিত্যম্‌॥ ১৬॥

ইতি শিশিরবর্ণনম্‌॥

বসন্ত-বর্ণনম্‌।

—*৹*৹*—

প্রফুল্লচূতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো, দ্বিরেফমালাবিলসদ্ধনুর্গুণঃ।
মনাংসি ভেত্তুং সুরতপ্রসঙ্গিনাং, বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥ ১॥
দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং, স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ, সর্ব্বং প্রিয়ে! চারুতরং বসন্তে॥ ২॥
বাপীজলানাং মণিমেখলানাং, শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্‌।
চূতদ্রুমাণাং কুসুমানতানাং, দদাতি সৌরভ্যময়ং বসন্তঃ॥ ৩॥

রমাণে উৎপন্ন হয়, লোকের হৃদয়ে ভোগবাসনা বলবতী হইয়া উঠে এবং র্পদর্পও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রিয়জনবিরহীদিগের চিত্ত সন্তপ্ত য়া উঠে। এই শিশিরসময় তোমাদিগের কল্যাণবিধান করুক॥ ১৬॥

প্রিয়তমে! সুরতকামিগণের চিত্ত বিদীর্ণ করিবার জন্য যোদ্ধৃপ্রবর বসন্ত উপস্থিত ল। বিকসিত সহকারমুকুল এই যোদ্ধৃপ্রবর বসন্তের তীক্ষ্ণ শর এবং ভ্রমরমালা গুণরূপে শোভা পাইতেছে॥ ১॥ এ সময়ে বৃক্ষসকল কুসুমিত, সরোবরসকল মলপূর্ণ, কামিনীকুল সকামা, পবন সুগন্ধপূর্ণ, প্রদোষকাল প্রীতিকর এবং দিবাগ রমণীয়। প্রিয়তমে! দেখ, বসন্তকালে সকলই মনোহর॥ ২॥ এই বসন্ত তু সরোবরজল, মণিময় কাঞ্চীদাম (চন্দ্রহার), চন্দ্রকিরণ, রমণীজন এবং পুষ্পারাবনত আম্রবৃক্ষ—এই সকলের শোভা সম্পাদন করে॥৩॥ এ সময়ে বিলাসিনী

কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
তন্বংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগগৌরৈরলঙ্ক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ৪ ॥
কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং, চলেষু নীলেম্বলকেম্বশোকঃ।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ, প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্য ॥ ৫ ॥
স্তনেষু হারাঃ সিতচন্দনার্দ্রা, ভুজেষু সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি।
প্রয়ান্ত্যনঙ্গাতুরমানসানাং, নিতম্বিনীনাং জঘনেষু কাঞ্চ্যঃ ॥ ৬ ॥
সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং, বক্ত্রেষু হেমাম্বুরুহোপমেষু।
স্তনান্তরে মৌক্তিকসঙ্গজাতঃ, স্বেদোদ্গমো বিস্তরতামুপৈতি ॥ ৭ ॥
উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি, গাত্রাণি কন্দর্পসমাকুলানি।
সমীপবর্ত্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু, সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ ॥ ৮ ॥
তনূনি পাণ্ডূনি মদালসানি, মুহুর্মুহুর্জৃম্ভণতৎপরাণি।
অঙ্গান্যনঙ্গঃ প্রমদাজনস্য, করোতি লাবণ্যরসোৎসুকানি ॥ ৯ ॥
নেত্রেষু লোলো মদিরালসেষু, গণ্ডেষু পাণ্ডুঃ কঠিনঃ স্তনেষু।
মধ্যেষু নিম্নো জঘনেষু পীনঃ, স্ত্রীণামনঙ্গো বহুধা স্থিতোঽদ্য ॥ ১০ ॥

রমণীরা কুসুম্ভপুষ্পের বর্ণে অনুরঞ্জিত বস্ত্র দ্বারা নিতম্বদেশ এবং কুঙ্কুমরাগরা সূক্ষ্মবসন দ্বারা স্তনমণ্ডল অলঙ্কৃত করিতেছে ॥ ৪ ॥ এই ঋতুতে কামিনীগ কর্ণালঙ্কারযোগ্য নবকর্ণিকারপুষ্প, নীলবর্ণ চপল অলকে বিন্যাসযোগ্য অশে পুষ্প ও প্রফুল্ল নবমল্লিকাপুষ্প পরম শোভা ধারণ করে ॥ ৫ ॥ এই সময়ে মদনা নিতম্বিনীগণের স্তনমণ্ডলে শ্বেতচন্দনাক্ত হার, হস্তে বলয় ও অঙ্গদ এবং জঘনে কাঞ্চীদাম সঙ্গলাভ করে অর্থাৎ সেই সেই অঙ্গে রমণীরা ঐ সমস্ত অলঙ্কার ধ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ এই সময়ে বিলাসিনী রমণীরা কনকপদ্মসদৃশ মুখমং পত্ররচনা করিলে সেই বদনপদ্মে এবং বক্ষঃস্থলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মসঞ্চার হ মুক্তাপংক্তির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥ এই সময়ে প্রিয়বল্লভদিগের ক জর্জ্জরিত অঙ্গ শিথিলবন্ধ হইয়া পড়িতেছে ; তাহারা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র র গণ (আলিঙ্গনাভিলাষে) উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে ॥ ৮ ॥ কামিনীগণের মদভরে অলস, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া পড়িতেছে ; তাহারা (নিশাজাগরণ হে মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভণ (হাই) তুলিতেছে ; এইরূপে অনঙ্গ সেই অঙ্গনাকুলকে লাব সম্পাদনে ও রসালাপে উৎসুক করিতেছে ॥ ৯ ॥ এই ঋতুতে অনঙ্গ বহুবিধ

অঙ্গানি নিদ্রালসবিভ্রমাণি, বাক্যানি কিঞ্চিন্মদলালসানি।
ভ্রূক্ষেপজিহ্মানি চ বীক্ষিতানি, করোতি কামঃ প্রমদাঙ্গনানাম্‌॥ ১১॥
প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুঙ্কুমানি, স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভির্মদালসাভির্মৃগনাভিযুক্তম্‌॥ ১২॥
গুরূণি বাসাংসি বিহায় তূর্ণং, তনূনি লাক্ষারসরঞ্জিতানি।
সুগন্ধিকালাগুরুধূপিতানি, ধত্তে জনঃ কামশরানুবিদ্ধঃ॥ ১৩॥
পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন, মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ।
গুঞ্জন্‌ দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থং, প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটুম্‌॥১৪॥
তাম্রপ্রবালস্তবকাবনম্রাশ্চূতদ্রুমাঃ পুষ্পিতচারুশাখাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামঃ পবনাবধূতাঃ, পর্য্যুৎসুকং মানসমঙ্গনানাম্‌॥ ১৫॥
আমূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং, সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ।
কুর্বন্ত্যশোকো হৃদয়ং সশোকং, নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্‌॥ ১৬॥

মণীদিগের দেহে অবস্থান করিতেছে; ঐ দেখ, মদিরালস চক্ষুতে চঞ্চলভাবে, গুদেশে পাণ্ডুরূপে, স্তনতটে কঠিনভাবে, নাভিদেশে গভীররূপে এবং জঘন-াদেশে আয়তভাবে শোভা পাইতেছে॥১০॥ কামদেব প্রমদাকুলের অঙ্গ নিদ্রাবশে লস, বাক্য মদবশে জড়তাযুক্ত এবং কটাক্ষ ভ্রূক্ষেপবশে কুটিল করিয়া লিতেছে॥ ১১॥ মদভরে অলস বিলাসিনী অঙ্গনাগণ এই সময়ে গৌরবর্ণ স্তন-গলে ও সর্ব্বাঙ্গে প্রিয়ঙ্গু, কালীয়, কুঙ্কুম ও মৃগনাভিযুক্ত চন্দন বিলেপন রিতেছে॥ ১২॥ এই সময়ে পুরুষগণ কামশরবিদ্ধ হইয়া আশু স্থূলবস্ত্র পরিত্যাগ র্ব্বক লাক্ষারসরঞ্জিত ও সুগন্ধি কালাগুরুবাসিত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেছে॥১৩॥ াকিলেরা আম্রমুকুলের রসপানে মত্ত হইয়া অনুরাগ ও হর্ষভরে প্রিয়তমা াকিলাকে চুম্বন করিতেছে এবং মধুকরও প্রীতিকর কমলমধু পান করিয়া গুন্‌ ন্‌ ধ্বনি করিতে করিতে প্রিয়তমার সন্তোষবিধানে প্রবৃত্ত হইতেছে॥ ১৪॥ ম্রবৃক্ষসকল তাম্রবর্ণ পল্লবস্তবকে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, মনোহর শাখাসমূহে ষ্পাগম হওয়ায় শোভা পাইতেছে; ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুভরে কম্পিত হইয়া নাকুলের চিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে॥ ১৫॥ অশোকবৃক্ষ ল মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রবালবর্ণের ন্যায় তাম্রবর্ণ পুষ্প ও পল্লব ধারণ করিয়াছে; া দেখিয়া নবযুবতীগণের শোকহীন হৃদয়ও শোকসমাকুল হইয়া উঠিতেছে॥১৬॥

মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা,
মন্দানিলাকুলিতনম্রমৃদুপ্রবালাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামিমনসঃ সহসোৎসুকত্বম্,
বালাতিমুক্তলতিকাং সমবেক্ষ্যমাণাঃ ॥ ১৭ ॥
কান্তাননদ্যুতিমুষামচিরোদ্গতানাং,
শোভাং পরাং কুরবকদ্রুমমঞ্জরীণাম্।
দৃষ্ট্বা প্রিয়ে! সহৃদয়স্য ভবেন্ন কস্য,
কন্দর্পবাণনিকরৈর্ব্যথিতং হি চেতঃ ॥ ১৮ ॥
আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ,
সর্ব্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি,
রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥ ১৯ ॥
কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্বিভিন্নং,
কিং কর্ণিকারকুসুমৈর্ন কৃতং ন দগ্ধম্।
যঃ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্বচোভি-
র্যূনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি ॥ ২০ ॥
পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ,
কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ।

নবীন মাধবীলতিকার মৃদু পল্লবসকল মন্দ মন্দ বায়ুভরে আকম্পিত ও হইতেছে; মত্ত অলিকুল উহার মনোহর পুষ্পে বসিয়া চুম্বন করিতেছে; দেখিয়া কামিগণের চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিতেছে ॥ ১৭ ॥ নবজাত কুরবক মঞ্জরী প্রিয়তমের মুখকান্তিকে হরণ করিয়াছে, তাহার সেই মনোহর শোভা কোন্ সচেতন প্রাণীর হৃদয় মদনবাণে ব্যথিত না হয়? ১৮ ॥ ঐ দেখ, বস প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য রক্তবর্ণ পুষ্পভারাবনত কিংশুকবনস্থলী বায়ুভরে কম্পিত রক্তবস্ত্রধারিণী নববধূর ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ১৯ ॥ শুকপক্ষীর চঞ্চুর কুটিল কিংশুকপুষ্প দর্শন করিয়া কি এই সময়ে যুবতীগতহৃদয় যুবকগণের বিদীর্ণ হয় না? অথবা কুসুমিত কর্ণিকারপুষ্প দর্শনে দগ্ধ হয় না যে, যে ——— পঞ্চমরাগ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে? ২০ ॥ হর্ষপু

লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন,
পর্য্যাকুলং নিজগৃহেঽপি কৃতং বধূনাম্॥ ২১॥
আকম্পয়ন্ কুসুমিতাঃ সহকারশাখাঃ,
বিস্তারয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষু।
বায়ুর্বিবাতি হৃদয়ানি হরন্ নরাণাং,
নীহারপাতবিগমাৎ সুভগো বসন্তে॥ ২২॥
কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহসিতাবদাতৈ-
রুদ্যোতিতান্যুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং,
প্রাগেব রাগকলুষিতানি মনাংসি যূনাম্॥ ২৩॥
আলম্বিহেমরশনাঃ স্তনসক্তহারাঃ,
কন্দর্পদর্পশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
মাসে মধৌ মধুরকোকিলভৃঙ্গনাদৈ-
র্নার্য্যো হরন্তি হৃদয়ং প্রসভং নরাণাম্॥ ২৪॥
নানামনোজ্ঞকুসুমদ্রুমভূষিতান্তান্,
হৃষ্টান্যপুষ্টনিনাদাকুলসানুদেশান্।

পুংস্কোকিলগণের কলকূজনে এবং মদমত্ত ভৃঙ্গকুলের গুঞ্জনে নিজ নিজ গৃহেও কুলবধূগণের বিনয়নম্র সলজ্জ হৃদয় ক্ষণকালমধ্যে পর্য্যাকুল হইয়া উঠিতেছে॥২১॥ এই বসন্তঋতুতে হিমরাশি বিদূরিত হওয়াতে মন্দ মন্দ বায়ু কুসুমিত আম্রশাখা কম্পিত ও কোকিলগণের কুহুরব চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করিয়া মানুষের মন হরণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে॥ ২২॥ কামিনীকুলের সবিলাস হাস্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ কুন্দকুসুমবিরাজিত মনোরম উপবনসমূহ প্রথমেই ত যুবকবৃন্দের রাগকলুষিত (বাসনাসংপৃক্ত) মন হরণ করিয়াছে; এখন আবার ভোগনিস্পৃহ মুনিজনের চিত্তহরণেও প্রবৃত্ত হইতেছে॥ ২৩॥ এই সময়ে চৈত্রমাসে রমণীগণ কটিদেশে কনকময়ী কাঞ্চী ও স্তনমণ্ডলে হারযষ্টি ধারণ করিয়াছে; কামদেবের দর্পে তাহাদিগের অঙ্গযষ্টি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; কোকিল ও ভৃঙ্গকুলের মনোহর ধ্বনির সহিত তাহারা সহসা লোকের চিত্ত হরণ করিতেছে॥ ২৪॥ এই সময়ে পর্ব্বতসকল নানাবিধমনোরম পুষ্পবৃক্ষে বিমণ্ডিত হইয়াছে; পুলকিত কোকিলগণ

শৈলেয়জালপরিণদ্ধশিলাতলৌঘান্,
দৃষ্ট্বা জনঃ ক্ষিতিভৃতো মুদমেতি সর্ব্বঃ ॥ ২৫ ॥
নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং,
ঘ্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি বিরৌতি চোচ্চৈঃ।
কান্তাবিয়োগপরিখেদিতচিত্তবৃত্তি-
র্দৃষ্ট্বাধ্বগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্ ॥ ২৬ ॥
সমদমধুকরাণাং কোকিলানাং চ নাদৈঃ,
কুসুমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যৈঃ।
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্মানসং মানিনীনাং,
তুদতি কুসুমমাসো মন্মথোদ্বেজনায় ॥ ২৭ ॥
আম্রীমঞ্জুলমঞ্জরীবরশরঃ সৎকিংশুকং যদ্ধনুর্জ্যা,
যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতং ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতো যদ্বন্দিনো লোকজিৎ,
সোঽয়ং বো তরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
ঈষত্তুষারৈঃ কৃতশীতহর্ম্ম্যো,
সুবাসিতং চারু শিরশ্চ চম্পকৈঃ।

তাহাদিগের শৃঙ্গোপরি উপবেশন পূর্ব্বক রব করিয়া চতুর্দ্দিক্ আকুলিত করিতে
শিলাতল সকল শৈলেয়রাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; ইহা দেখিয়া সকল ব্য
আনন্দ লাভ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ এই সময়ে পথিক (প্রবাসী) ব্যক্তি প্রিয়
বিরহে খিন্নচিত্ত হইয়া পুষ্পমণ্ডিত আম্রবৃক্ষ দর্শনে (বিষাদভরে) নয়ন নিমী
করিতেছে, রোদনে প্রবৃত্ত হইতেছে, শোক প্রকাশ করিতেছে, হস্ত দ্বারা না
আবৃত করিতেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ২৬ ॥ এই ম
মদমত্ত মধুকর ও কোকিলের ধ্বনি, পুষ্পিত আম্রবৃক্ষ এবং রমণীয় কর্ণিকা
দ্বারা কামোদ্দীপনের জন্য যেন সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা মনীষিগণের মন ব্যথিত ক
দিতেছে ॥ ২৭ ॥ আম্রের মনোহর মঞ্জরী যাঁহার শর, কিংশুকপুষ্প যাঁহার শর
ভ্রমরকুল যাঁহার ধনুকের জ্যা, চন্দ্র যাঁহার শ্বেতচ্ছত্র, মলয়ানিল যাঁহার ম
হস্তী এবং কোকিলকুল যাঁহার স্তুতিপাঠকস্বরূপ, সেই অনঙ্গদেব সহচর ব
সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের কল্যাণবিধান করুন ॥ ২৮ ॥ এই বসন্ত

কুর্ব্বন্তি নার্য্যোঽপি বসন্তকালে,
স্তনং সহারং কুসুমৈর্মনোহরৈঃ ॥ ২৯ ॥

রুচিরকনককান্তীন্ মুঞ্চতঃ পুষ্পরাশীন্,
মৃদুপবনবিধূতান্ পুষ্পিতাংশ্চূতবৃক্ষান্।
অভিমুখমভিবীক্ষ্য ক্ষামদেহোঽপি মার্গে,
মদনশরনিঘাতৈর্মোহমেতি প্রবাসী ॥ ৩০ ॥

পরভৃতকলগীতৈর্হ্লাদিভিঃ সদ্বচাংসি,
স্মিতদশনময়ূখান্ কুন্দপুষ্পপ্রভাভিঃ।
করকিসলয়কান্তিং পল্লবৈর্বিদ্রুমাভৈ-
রুপহসতি বসন্তঃ কামিনীনামিদানীম্ ॥ ৩১ ॥

কনককমলকান্তৈরাননৈঃ পাণ্ডুগৌরৈঃ,
উপরিনিহিতহারৈশ্চন্দনার্দ্রৈঃ স্তনান্তৈঃ।
মদজনিতবিলাসৈর্দৃষ্টিপাতৈর্মুনীন্দ্রান্,
স্তনভরনতনার্য্যঃ কাময়ন্তি প্রশান্তান্ ॥ ৩২ ॥

মধুসুরভিমুখাব্জং লোচনে লোধ্রতাম্রে,
নবকুরবকপূর্ণঃ কেশপাশো মনোজ্ঞঃ।

অল্পপরিমাণ তুষারপাত দ্বারা হর্ম্যাতল শীতল হইলে রমণীগণ চম্পকপুষ্প দ্বারা মনোহর মস্তকপ্রদেশ সুবাসিত করে এবং মনোহর পুষ্পরাশি দ্বারা হারযষ্টিমণ্ডিত স্তনমণ্ডল অলঙ্কৃত করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ কুসুমিত আম্রবৃক্ষসমূহ হইতে মৃদুমন্দ বায়ুভরে আকম্পিত হইয়া স্বর্ণকান্তি মনোহর পুষ্পরাশি নিপতিত হইতেছে পথিমধ্যে প্রবাসী ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ক্ষীণদেহ হইলেও মদনশরাঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৩০ ॥ এই বসন্তকাল এখন প্রীতিজনক কোকিলকূজন দ্বারা কামিনীগণের মধুর বাক্যকে, কুন্দকুসুমের কান্তি দ্বারা সস্মিত দশনশোভাকে এবং প্রবালসন্নিভ নবীন পল্লব দ্বারা তাহাদিগের করপল্লবকান্তিকে উপহাস করিতেছে ॥ ৩১ ॥ স্তনভারাবনত রমণীরা কনকপদ্মের ন্যায় মনোহর পাণ্ডুবর্ণ বদন, উপরিভাগে হারমণ্ডিত চন্দনসিক্ত স্তনমণ্ডল এবং মদজনিত বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিপাত দ্বারা প্রশান্তচিত্ত মুনিগণকেও বিলাসভোগে অভিলাষী করিয়া তুলিতেছে ॥ ৩২ ॥ রমণীগণের মধুগন্ধপূর্ণ মুখপদ্ম, লোধ্রপুষ্পবৎ রক্তবর্ণ নয়নদ্বয়, নবকুরবকপুষ্প-

গুরুভরকুচযুগ্মং শ্রোণিবিম্বং তথৈব,
ন ভবতি কিমিদানীং যোষিতাং মন্মথায় ॥ ৩৩ ॥

আকম্পিতানি হৃদয়ানি মনস্বিনীনাং,
বাতৈঃ প্রফুল্লসহকারকৃতাধিবাসৈঃ।
সংবাধিতং পরভৃতস্য মদাকুলস্য,
শ্রোত্রপ্রিয়ৈর্মধুকরস্য চ গীতনাদৈঃ ॥ ৩৪ ॥

রম্যপ্রদোষসময়ঃ স্ফুটচন্দ্রহাসঃ,
পুংস্কোকিলস্য বিরুতঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
মত্তালিযূথবিরুতং নিশি সীধুপানং,
সর্ব্বং রসায়নমিদং কুসুমায়ুধস্য ॥ ৩৫ ॥

ছায়াং জনঃ সমভিবাঞ্ছতি পাদপানাং,
নক্তং তথেচ্ছতি পুনঃ কিরণং সুধাংশোঃ।
হর্ম্ম্যং প্রয়াতি শয়িতুং সুখশীতলঞ্চ,
কান্তাঞ্চ গাঢ়মুপগূহতি শীতলত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি বসন্তবর্ণনম্ ॥

ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাসকৃতং ঋতুসংহারকাব্যং সমাপ্তম্ ॥

বেষ্টিত মনোহর কেশপাশ, গুরুভার স্তনদ্বয় এবং নিতম্বপ্রদেশ এই সকলে কোন্‌টি এই সময়ে কামোদ্দীপক নহে? ৩৩ ॥ এই ঋতুতে প্রফুল্ল সহকারমুকুলে গন্ধে সুবাসিত বায়ুভরে মনস্বিনী রমণীগণের হৃদয় আকম্পিত হইতেছে এবং ম মত্ত কোকিল ও মধুকরের শ্রুতিসুখকর গীতিশব্দে পীড়িত হইয়া উঠিতেছে ॥ ৩ রমণীয় সন্ধ্যাকাল, বিমল চন্দ্রকিরণ, পুংস্কোকিলের কূজন, সুগন্ধী বায়ু, মত্ত ভ্রম পংক্তির গুন্ গুন্ রব এবং রজনীযোগে মধুপান এই সমস্ত এই ঋতুতে মদে উদ্দীপক ॥ ৩৫ ॥ এই ঋতুতে মানবগণ দিবাভাগে তরুচ্ছায়া ও রজনীযোগে চ কিরণ বাসনা করে, সুখশীতল হর্ম্ম্যতলে শয়নার্থ গমন করে এবং শীতল ব প্রিয়তমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

ঋতুসংহারকাব্য সমাপ্ত।

শৃঙ্গার-রসাষ্টকম্।

অবিদিতসুখদুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ,
জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।
মম তু মতমনঙ্গস্মেরতারুণ্যঘূর্ণন্-
মদকলমদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ ॥ ১ ॥
কদা কান্তাগারে পরিমলমিলৎপুষ্পশয়নে,
শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচযুগমহং বক্ষসি বহন্।
অয়ে কান্তে! মুগ্ধে! কুটিলনয়নে! চন্দ্রবদনে!
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ ॥ ২ ॥
সায়ং নায়মুদেতি বাসরমণিশ্চন্দ্রো ন চণ্ডদ্যুতি-
র্দাবাগ্নিঃ কথমম্বরে কিমশনিঃ স্বচ্ছান্তরীক্ষে কুতঃ।

জগতে কোন কোন জড়বুদ্ধি বলিয়া থাকে যে, অবিদিত-সুখদুঃখ (যাহাতে সুখ বা দুঃখ বোধ নাই, সুখ বা দুঃখ কিছুই যে জানে না,) নির্গুণ বস্তুই মোক্ষ কিন্তু আমার বিবেচনায় অনঙ্গশরে জর্জ্জরিতা, কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ-নয়না, মদমত্তা মদিরাক্ষী রমণীদিগের নীবিবন্ধনমোক্ষই (নাভির অধোদেশস্থ বস্ত্রমোচনই) মোক্ষ॥ ১ ॥

(বন্ধুদ্বয় পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। এক জন অপরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,)—সখে! তুমি কি ভাবে কালযাপন করিতে ইচ্ছা কর? বন্ধু উত্তর করিলেন, রমণীয় গৃহে সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পশয্যায় প্রিয়তমার সহিত শয়ন পূর্ব্বক প্রিয়ার স্তনদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া 'অয়ে কান্তে, অয়ি মুগ্ধে! অয়ি কুটিলনেত্রে! অয়ি বিধুমুখি! আমার প্রতি প্রসন্না হও', এই কথা বলিয়া প্রিয়তমার চিত্ত-বিনোদন করিতে করিতে নিমেষের ন্যায় দিনপাত করিতে পারি ॥ ২ ॥

সন্ধ্যাকালে কোন্ পতিবিরহবিধুরা কামিনী বিভ্রান্তচিত্তে বলিতেছে।—এই কি সন্ধ্যাকাল?—না, এ যে সূর্য্য উদিত হইতেছে; চন্দ্র (উদিত) হইলে এরূপ প্রচণ্ড দ্যুতি হইবে কেন? (ইহার [illegible]

হস্তেদং নিরণায়ি পান্থরমণীপ্রাণানিলাস্বাশয়া,
যাবদেবারবিভাবরীবিষধরীভোগস্য ভীমো মণিঃ ॥ ৩ ॥
আয়াতি যাতি পুনরেব জলং প্রয়াতি,
পদ্মাঙ্কুরাণি বিচিনোতি ধুনোতি পক্ষৌ।
উন্মত্তবদ্ভ্রমতি কূজতি মন্দমন্দং,
কান্তাবিয়োগবিধুরো নিশি চক্রবাকঃ ॥ ৪ ॥

ভঙ্‌ক্ত্বা ভোক্তুং ন ভুঙ্‌ক্তে কুটিলবিসলতাখণ্ডমিন্দোর্বিতর্কাৎ,
তারাকারাস্তৃষার্তো ন পিবতি পয়সাং বিপ্রুষঃ পত্রসংস্থাঃ।
ছায়ামম্ভোজিনীনামলিকুলশবলাং বীক্ষ্য সন্ধ্যামসন্ধ্যাং,
কান্তাবিশ্লেষভীরুর্দিনমপি রজনীং মন্যতে চক্রবাকঃ ॥ ৫ ॥

চন্দ্র হইলে তাহার কিরণে দেহ স্নিগ্ধ হইত।) তবে কি ইহা দাবাগ্নি?—তাহা বা সম্ভব কি? দাবাগ্নি হইলে অম্বরতলে দেখা দিবে কেন? তবে কি বজ্র?—না, তাহাও নয়, নির্ম্মল অন্তরীক্ষে বজ্রের আবির্ভাব কিরূপে হইবে? (আকা মেঘাচ্ছন্ন হইলেই বজ্রের সম্ভাবনা হইত)। হায়! বুঝিয়াছি, প্রোষিতভর্তৃ (যাহাদিগের পতি বিদেশবাসী) রমণীকুলের প্রাণবায়ু গ্রাস করিবার বাসন ঘোরতরা রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে; ভুজঙ্গিনীর দেহস্থিত ভীষণ মণি যেরূপ প্রা ঘাতী; এই বিভাবরীও বিরহিণীদিগের পক্ষে সেইরূপ সন্দেহ নাই॥ ৩ (দিবাভাগে চক্রবাক ও চক্রবাকী পরস্পর মিলিত থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে উহ দের বিচ্ছেদ ঘটে, একত্র থাকিতে পারে না; একটি জলাশয়ের এ পারে ও অন্য অপরপারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিতি করে; ইহাই বিধাতৃবিহিত নিয়ম; কাজে রাত্রিকালে বিরহবশে উভয়েই ব্যাকুল হইয়া উঠে। কবি তাহাই বর্ণনা করিতে ছেন)।—এই যামিনীযোগে চক্রবাক প্রিয়তমাবিরহে কাতর হইয়া একব আসিতেছে, একবার গমন করিতেছে; (এপার ওপার ছুটাছুটি করিতেছে; পুনর্ব্বার জলমধ্যে পতিত হইতেছে; কখন বা পদ্মের অঙ্কুর চয়ন করিতেছে কখন বা পক্ষদ্বয় কম্পিত করিতেছে; কখন বা উন্মত্তবৎ মন্দ মন্দ ধ্বনি কর তেছে। অহো! চক্রবাক কান্তার বিরহে বিধুর হইয়া উঠিয়াছে॥ ৪॥ চক্রবা পদ্মের বক্র মৃণালখণ্ড ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, উহা চন্দ্র বলি তাহার ভ্রম উৎপন্ন হইতেছে। কমলদলে যে সকল জলবিন্দু সংলগ্ন রহিয়াছে [illegible] তাহারা পান করিতে সমর্থ হইতেছে না; ঐ সকল জলবিন্দু তাহা

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা,
পদ্মভ্রান্ত্যা চপলমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতং কুসুমরজসা কণ্টকৈর্লূনপক্ষঃ,
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে! নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ ॥ ৬॥
তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমর্পয়ন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ,
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ ৭॥

নিকট তারকামণ্ডলী বলিয়া বোধ হইতেছে। ভ্রমরসকল উপবেশন করাতে পদ্ম-সমূহের বর্ণ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে; জলগর্ভে সেই সকল পদ্মের ছায়া দেখিয়া কান্তাবিরহবিধুর চক্রবাকের এরূপ ভ্রান্তি জন্মিতেছে যে, সে অসন্ধ্যাকে সন্ধ্যা ও দিবাকে যামিনী বলিয়া জ্ঞান করিতেছে; (ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণ,পদ্ম লোহিতবর্ণ; সুতরাং দিবা কি রাত্রি, তাহা চক্রবাক কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছে না) ॥ ৫॥
কেতকী স্বর্ণবর্ণা, উহার গন্ধও মনোহর, ইহা ভুবনবিদিত। চঞ্চল মধুকর পদ্মভ্রমে যেমন উহার পুষ্পমধ্যে পতিত হইয়াছে, অমনি পুষ্পপরাগে তাহার চক্ষু অন্ধ ও কণ্টকে পক্ষ ছিন্ন হইয়া গেল; ঐ দেখ সখে! ভ্রমর আর পুষ্পমধ্যে অবস্থান করিতেও পারিতেছে না, প্রস্থান করিতেও সমর্থ হইতেছে না ॥ ৬॥

(পার্ব্বতী যখন মহাদেবকে পতি লাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন, সেই সময়ে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য দেবদেব পশুপতি ব্রহ্মচারিবেশে পার্ব্বতীর আশ্রমে উপস্থিত হন এবং কথোপকথনচ্ছলে তাঁহার নিকট শিবের নিন্দা করেন। অযথা নিন্দা শুনিয়া পার্ব্বতীর ক্রোধের উদয় হয়; যে স্থানে সজ্জনের নিন্দা হয়, তথায় অবস্থান করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া পার্ব্বতী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যম করেন; ত্বরা প্রদর্শন করাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে বল্কলাসন স্খলিত হইয়া পড়ে। তখন মহেশ্বর নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সহাস্যে পার্ব্বতীকে ধারণ করেন, পার্ব্বতীর হৃদয় তখন সাত্ত্বিকরসে পূর্ণ হয়, দেহযষ্টি কম্পিত হইতে থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে আপ্লুত হইয়া উঠে। তিনি প্রস্থান করিতে অভিলাষিণী হইয়া একটি পদ উত্তোলন করেন, আর একটি পদ ভূমিতেই সংলগ্ন থাকে। উত্তোলিত পাখানি শূন্যেই রহিল। কবি সেই অবস্থা বর্ণন করিতেছেন।)—
মহাদেবকে দর্শনমাত্র গৌরী কম্পিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার অঙ্গযষ্টি সরস (ঘর্ম্মা-

কা কাবলা নিধুবনশ্রমপীড়িতাঙ্গী,
নিদ্রাং গতা দয়িতবাহুলতানুবদ্ধা।
সা সা তু যাতু ভবনং মিহিরোদ্গমোঽয়ং,
সঙ্কেতবাক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসকৃতং শৃঙ্গার-রসাষ্টক-কাব্যং সমাপ্তম্ ॥

প্লুত) হইল, তিনি ভূতলে নিক্ষেপের জন্য যে চরণখানি উত্তোলন করিয়াছি তাহা সেইরূপই রহিল। পথিমধ্যে কোন পর্ব্বত দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইলে নদী অগ্রবর্ত্তিনী হইতে পারে না, গিরিরাজনন্দিনী পার্ব্বতীও সেই সময়ে সেইরূপ প্রাপ্ত হইলেন; সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেও পারিলেন না, স্থির থাকি সমর্থ হইলেন না ॥ ৭ ॥

(রজনীপ্রভাতে বায়সেরা 'কা কা' ধ্বনি করিয়া থাকে। তাহাই লক্ষ্য ক কবি বলিতেছেন।)—বায়সগণ 'কা কা' শব্দে এই সঙ্কেতবাক্য প্রচার করি যে, কোন্ কোন্ অবলা সুরতশ্রমে অবশাঙ্গী ও প্রিয়বল্লভের বাহুলতায় হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছ, শীঘ্র তাহারা উঠিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন কর; ঐ সূর্য্যোদয় হইল ॥ ৮ ॥

শৃঙ্গার-রসাষ্টক সমাপ্ত।

শৃঙ্গার-তিলকম্।

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলং,
শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্রশফরং ধম্মিল্লশৈবালকম্।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ-
র্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্ম্মিতম্॥ ১॥

আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াতি মে স প্রভুঃ,
প্রাণা যান্তু বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্মগ্রহং প্রার্থয়ে।
ব্যাধঃ কোকিলবন্ধনে হিমকরধ্বংসে রাহুগ্রহঃ,
কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতিরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ॥ ২॥

(কবি কামিনীগণকে সরোবররূপে বর্ণন করিতেছেন; সরোবরে যে সমস্ত) থাকে, কামিনীগণেও তাহাই আছে, ইহাই দেখাইতেছেন।)—রমণীদিগের দ্বয় মৃণালস্বরূপ, মুখ পদ্মস্বরূপ, অঙ্গের লাবণ্য জলস্বরূপ, নিতম্ব সোপানস্বরূপ, ত্র সফরীস্বরূপ, স্তনদ্বয় চক্রবাকযুগলস্বরূপ এবং কেশপাশ শৈবালস্বরূপ। তা কন্দর্পবাণাগ্নিতে দগ্ধ পুরুষদিগের অবগাহনার্থ এই রমণীরূপ রমণীয় সরো- নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ ১॥

(কোন রমণীর পতি বহুদিনযাবৎ বিদেশে বাস করিতেছে, অনেক দিন গৃহে ত্যাগত হয় নাই; এ দিকে বসন্তকাল উপস্থিত। তদ্দর্শনে সেই রমণী বিরহ- াপে দগ্ধ হইয়া পরিতাপ করিতেছে।)—এই ত মধুযামিনী সমাগত হইল; এ ময়ে যদি প্রভু গৃহে আগমন না করেন, তাহা হইলে এ প্রাণ বিরহানলেই দগ্ধী- ত হউক। যদি পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রার্থনা রি, যেন কোকিলদিগকে বন্ধন করিবার জন্য ব্যাধ হইয়া জন্ম লই, আর চন্দ্রকে াস করিবার জন্য রাহুগ্রহ হইয়া দেহ ধারণ করি, জন্মান্তরে যেন হরনেত্রজাত ্ছি হইয়া কন্দর্পকে ভস্ম করিতে সমর্থ হই এবং মন্মথরূপে আবির্ভূত হইয়া যেন প্রাণবল্লভকে ব্যাকুল করিতে পারি॥ ২॥

কস্তূরী-বরপত্রভঙ্গনিকরো ভ্রষ্টো ন গণ্ডস্থলে,
নো লুপ্তং সখি চন্দনং স্তনতটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনম্।
রাগো ন স্খলিতস্তবাধরপুটে তাম্বূলসংবর্দ্ধিতঃ,
কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্রগমনে! কিংবা শিশুস্তে পতিঃ॥ ৩॥
সমায়াতে কান্তে কথমপি চ কালেন বহুনা,
কথাভির্দেশানাং সখি! রজনীরর্দ্ধং গতবতী।
ততো যাবল্লীলা-কলহকুপিতাস্মি প্রিয়তমে,
সপত্নীব প্রাচীদিগিয়মভবত্তাবদরুণা॥ ৪॥
এতেষাং শৃণু কারণং সখি! পুনর্বক্ষ্যামি সর্ব্বঞ্চ তে,
নো রুষ্টা রতিমন্দরে প্রিয়তমে বালো ন মে বল্লভঃ।

(নবীন যুবকের সহিত রতিসুখসম্ভোগান্তে প্রভাতে কোন রমণী গাত্রো করিলে তাহার এক সখী তাহাকে বলিতেছে।)—সখি! নবীনবল্লভের সং বর্দ্ধনার্থ বিগত রাত্রিতে তুমি গণ্ডদেশে যে কস্তূরী বিলেপন করিয়াছিলে, ভ্রষ্ট হয় নাই; স্তনতটে যে চন্দনলেপন করিয়াছিলে, তাহাও বিলুপ্ত হয় নেত্রের কজ্জলও ধৌত হইয়া যায় নাই, তোমার অধরপুটে তাম্বূলসেবনজনিত রক্তিমা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাও স্খলিত হয় নাই; হে গজেন্দ্রগমনে! কি তুমি তোমার প্রিয়বল্লভের প্রতি কুপিত হইয়াছিলে? অথবা তোমার পতি অতিশয় শিশু? ৩॥

(বহুকালের পর যুবা পতি বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে রজ তাহার প্রণয়িনী তৎসহ নিশাযাপনান্তে প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সখীর বলিতেছে।)—সখি! বহুদিনের পর প্রিয়বল্লভ প্রত্যাগত হইয়াছেন। দেশের নানা কথায় অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইল, তাহার পর আমি প্রণয়কলহ ক প্রিয়তমের প্রতি কুপিত হইলাম, তাহাতেও অনেক সময় অতিবাহিত হ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক্ সপত্নীস্বরূপ ঈর্ষাবশে অরুণবর্ণা হইয়া উঠিল; মনের আশা কিছুই মিটিল না॥ ৪॥

পূর্ব্বকথিত প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে সখীকে নায়িকা বলিতেছে।—সখি! যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার কারণ শ্রবণ কর, পুনর্ব্বার তোমার সমস্ত বলিতেছি। কেলিগৃহে আমি আমার প্রিয়তমের প্রতি কুপিত হই আমার প্রিয়বল্লভও বালক নহেন; কিন্তু আমাকে নবযুবতী, সচকিতা ও ক

মাং দৃষ্ট্বা নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দর্পদর্পাপহাং,
মুক্তো দৈত্যগুরুঃ প্রিয়েণ সহসানঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন,
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা,
কান্তে! কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ ॥ ৬ ॥
একো হি খঞ্জনবরো নলিনী-দলস্থো,
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গবলাধিপত্যম্।
কিংবা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে,
জানামি নো নয়নখঞ্জনযুগ্মমেতৎ ॥ ৭ ॥
যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ ক্বচিৎ,
তে সর্ব্বে কৃতিনো ভবতি সুতরাং বিখ্যাতভূমীভুজঃ।
ত্বদ্বক্ত্রাম্বুজনেত্রখঞ্জনযুগং পশ্যন্তি যে যে জনা
স্তে তে মন্মথবাণ-জালবিকলা মুগ্ধে কিমিত্যদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥

নাশে সমর্থা দেখিয়া প্রিয়তম সহসা দৈত্যগুরুকে পরিত্যাগ করিলেন; সুতরাং ঙ্গপ্রসঙ্গ হইবে কিরূপে? ৫ ॥

কোন নায়িকাকে প্রতিকূলবর্ত্তিনী দেখিয়া এক নায়ক বলিতেছেন।—প্রিয়ে! বিধাতা ইন্দীবর দ্বারা তোমার নয়ন, পদ্ম দ্বারা মুখমণ্ডল, কুন্দপুষ্প দ্বারা পংক্তি, নবপল্লব দ্বারা অধরদেশ এবং চম্পকদল দ্বারা অঙ্গযষ্টি নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু অন্তঃকরণটি পাষাণের দ্বারা গড়িয়াছেন কেন? ৬ ॥

কোন নবীন রসিক পুরুষ এক নবীনা যুবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন।—লিনীদলের উপর যদি একটিমাত্র খঞ্জনপক্ষী নেত্রগোচর হয়, তাহা হইলে চতুরঙ্গলের আধিপত্যলাভ হইয়া থাকে; আমি অদ্য তোমার মুখকমলে লোচনযুগলরূপ ইটি খঞ্জন দর্শন করিলাম; জানি না, ইহা দ্বারা আমার কি লাভ হইবে? ৭ ॥

কোন নায়ক এক সুন্দরীর মনোহর নয়নযুগল দেখিয়া বলিতেছে।—মুগ্ধে! যাহারা কোন সময়ে দৈবাৎ পদ্মের উপর একটিমাত্র খঞ্জনপক্ষী দর্শন করে, তাহারা কৃতী হইয়া প্রথিত নরপতিপদ লাভ করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তোমার মুখপদ্মে যাহারা নয়নরূপ দুইটি খঞ্জন দৃষ্টিগোচর করে, তাহাদিগকে মন্মথশরজালে আবদ্ধ হইয়া বিকল হইতে হয়। ৮ ॥

ঝটিতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে,
গ্রহণসময়বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি! সুবিমল-কান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহু-
গ্র্সতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায় ॥ ৯ ॥
শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ,
শ্লাঘ্যং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽতিদাহানলঃ।
যৎকান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকা-হিল্লোললীলাসুখং,
লব্ধং কুম্ভবর! ত্বয়া ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ॥ ১০ ॥
কিং কিং বক্ত্রমুপেত্য চুম্বসি বলান্নির্লজ্জ! লজ্জা ক তে,
বস্ত্রান্তং শঠ! মুঞ্চ শপথৈঃ কিং ধূর্ত্ত! নির্ব্বন্ধসে।

একদা চন্দ্রগ্রহণের দিন গ্রহণ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক পরমরূপবতী যুব
দেখিয়া কোন রসিক পুরুষ বলিতেছেন।—অয়ি সুন্দরি! শীঘ্র গৃহমধ্যে
কর, বাহিরে থাকিও না, চন্দ্রগ্রহণের সময় আগত; তোমার সুবিমলকা
মুখচন্দ্র দেখিলে রাহুগ্রহ (গগনতলস্থ) পূর্ণচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া উহাই
করিয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

একটি রূপবতী যুবতী জলপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে লইয়া মন্থরগতিতে গমন করিতে
তদ্দর্শনে কোন রসিক নায়ক তাহার কক্ষস্থিত কুম্ভকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে
হে কুম্ভশ্রেষ্ঠ! (যখন কুম্ভকার প্রথমে তোমাকে মৃত্তিকা দ্বারা গঠন ক
প্রবৃত্ত হয়, তখন) তুমি যে শুষ্ক কাষ্ঠের তাড়না সহ্য করিয়াছিলে, তাহা শ্লাঘ
প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে যে শুষ্ক হইয়াছিলে, তাহাও শ্লাঘার বিষয়; তোমার গা
(কুম্ভকার) পঙ্ক বিলেপন করিয়াছিল, তাহাও শ্লাঘনীয় এবং পরিশেষে
পুনরায় প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলে, তাহাও শ্লাঘ্য। কারণ, এখন রূ
কামিনীর বক্ষঃস্থলে উঠিয়া তাহার কুচকুম্ভ ও বাহুলতার আন্দোলনজনিত লী
প্রাপ্ত হইতেছ; অতএব বুঝিলাম, দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় না। (তুমি
ঐরূপ নানাবিধ কষ্টভোগ করিয়াছিলে বলিয়াই এখন এই সুখের অ
হইয়াছ) ॥ ১০ ॥

পতির অঙ্গে পরনারীসঙ্গজনিত চিহ্ন দেখিয়া ঈর্ষাবশে এক রমণী বলিতে
—রে নির্লজ্জ! কেন আমার মুখের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলপূর্ব্বক চুম্বন করিতে

ক্ষীণাহং গতরাত্রিজাগরণবশাৎ তামেব যাহি প্রিয়াং,
নির্মাল্যোজ্‌ঝিতপুষ্পদামনিকরে কা ষট্‌পদানাং রতিঃ ॥ ১১ ॥
বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহপতির্বার্ত্তাপি ন শ্রূয়তে,
প্রাতস্তজ্জননী প্রসূততনয়া জামাতৃগেহং গতা।
বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্থাতব্যমস্মদ্‌গৃহে,
সায়ং সম্প্রতি বর্ত্ততে পথিক হে স্থানান্তরে গম্যতাম্‌ ॥ ১২ ॥
যামিন্যেষা গহনজলদৈর্ব্বিদ্ধভীমান্ধকারা,
নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্ম্মদুঃখৈঃ।

তোমার লজ্জা কোথায়? রে শঠ! বস্ত্রাঞ্চল পরিত্যাগ কর, আর শপথে প্রয়োজন নাই; রে ধূর্ত্ত! কেন আর নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেছ? গত রাত্রে (তোমার আগমনপ্রত্যাশায়) জাগরণ করিয়া আমি ক্ষীণ (অবসন্ন) হইয়া পড়িয়াছি। যাহাকে ভালবাস, তাহার নিকট যাও। গন্ধশূন্য পুষ্পদামে কি ষট্‌পদের আসক্তি জন্মে? ১১ ॥

কোন যুবতীর পতি বিদেশে অবস্থিতি করিতেছে। একদা এক পথিক সন্ধ্যাকালে সেই পতিবিরহিণীর গৃহে উপস্থিত হইয়া রাত্রিযাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে যুবতী সঙ্কেতে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে।—গৃহস্বামী বহুদিন হইল বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদই শুনিতে পাই না; অদ্য প্রভাতে তাঁহার জননী (আমার শ্বাশুড়ী) কন্যার একটি পুত্রজন্মসংবাদ পাইয়া (দৌহিত্রদর্শনার্থ) জামাতৃভবনে গমন করিয়াছেন; আমি বালিকা—নবযুবতী; সুতরাং আমার গৃহে রাত্রিকালে থাকিবে কি প্রকারে? সংপ্রতি সন্ধ্যাও উপস্থিত; অতএব হে পথিক! স্থানান্তরে প্রস্থান কর। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার গৃহে আমি একাকিনীমাত্র অবস্থিতি করিতেছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, আবার আমি নবযুবতী—পতিবিরহবিধুরা; অতএব তুমি নির্ব্বিঘ্নে এখানে পরমসুখে রত্রিবাস করিতে পার।) ॥ ১২ ॥

কোন গৃহে একটি পথিক আসিয়া রাত্রিকালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গৃহস্বামী ও তাহার রসিকা যুবতী পত্নী ভিন্ন গৃহে আর কেহই নাই। পতি সমস্ত দিন নিজকার্য্যে পরিশ্রম করিয়া অবসন্নভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে। তখন তাহার রসবতী পত্নী সঙ্কেতে পথিককে সম্বোধন পূর্ব্বক আপনার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে।—এই দেখ ঘোরতরা যামিনী [illegible]

বালা চাহং মনসিজ-ভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ়প্রকম্পা,
গ্রামশ্চৌরৈরয়মুপহতঃ পান্থ! নিদ্রাং জহীহি॥ ১৩॥
ইয়ং ব্যাধায়তে বালা ভ্রূরস্যাঃ কার্ম্মুকায়তে।
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে মনো মে হরিণায়তে॥ ১৪॥
ক ভ্রাতশ্চলিতোঽসি বৈদ্যকগৃহে কিন্তত্র শান্ত্যৈ রুজঃ,
কিন্তে নাস্তি সখে! গৃহে প্রিয়তমা সর্ব্বান্ গদান্ হন্তি যা।
বাতশ্চেৎ কুচকুম্ভমর্দ্দনবশাৎ পিত্তঞ্চ বক্ত্রামৃতাৎ,
শ্লেষ্মাণং বিনিহন্তি হন্ত সুরতব্যাপার-কেলিশ্রমাৎ॥ ১৫॥

অন্ধকারে আবৃত; আমার পতি নিজকার্য্যে পরিশ্রম করিয়া কষ্টবোধ হও
নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন; আমি বালিকা, কন্দর্পের ভয়ে ঘন
কম্পিত হইতেছি; গ্রামেও চোরের বড়ই উপদ্রব; অতএব হে পান্থ!
পরিত্যাগ কর॥ ১৩॥

কোন সময়ে দুই বন্ধু একত্র ভ্রমণ করিতেছে। সহসা একটি সুন্দরী য
তাহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন এক জন অপর বন্ধুকে সম্বোধন ক
বলিতেছে।—সখে! দেখ, এই যুবতী ব্যাধের সদৃশ, ইহার ভ্রূযুগল শরাস
ন্যায় আয়ত, কটাক্ষ শরস্বরূপ এবং আমার মন হরিণের তুল্য অর্থাৎ "এই ব
রূপিণী বালা ভ্রূশরাসনে কটাক্ষরূপ বাণসন্ধান করিয়া আমার মনোমৃগকে
করিতেছে॥ ১৪॥

এক ব্যক্তি পথিমধ্যে তাহার এক বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া "জি
করিতেছে।—'সখে! এখন কোথায় গমন করিতেছ?' বন্ধু উত্তর ক
'চিকিৎসকের গৃহে যাইতেছি।' প্রশ্নকর্ত্তা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'সেখানে
প্রয়োজন?' বন্ধু উত্তর করিল, 'রোগশান্তির জন্য অর্থাৎ আমার পীড়া হইয়
তাহারই চিকিৎসার্থ যাইতেছি।' বন্ধু পুনরায় বলিল, 'সখে! যে সকল প্র
রোগের শান্তি করিয়া দেয়, সেই প্রিয়তমা কি তোমার গৃহে নাই? যদি
বায়ু-প্রকোপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক প্রিয়তমার কু
মর্দ্দন করিলেই আরোগ্যলাভ হইবে; যদি পিত্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে, তাহা হ
প্রণয়িনীর মুখসুধা পান কর, নীরোগ হইবে আর যদি দেহে কফের প্রাবল্য য
থাকে, সুরতব্যাপারে প্রবৃত্ত হও, কেলিশ্রমে শ্রান্ত হইলেই শ্লেষ্মার প্র

দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে, হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্ ॥ ১৬ ॥

অন্তর্গতা মদনবহ্নিশিখাবলী যা,
সা বাধতে কিমিহ চন্দনপঙ্কলেপৈঃ।
যঃ কুম্ভকারপয়নোপরি পঙ্কলেপ-
স্তাপায় কেবলমসৌ ন চ তাপশান্ত্যৈ ॥ ১৭ ॥

দৃষ্ট্বা যাসাং নয়নসুষমাং বঙ্গবারাঙ্গনানাং,
দেশত্যাগঃ পরমকৃতিভিঃ কৃষ্ণসারৈরকারি।
তাসামেব স্তনযুগজিতাঃ কুম্ভিনঃ সন্তি মত্তাঃ,
প্রায়ো মূর্খঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং তনোতি ॥ ১৮ ॥

কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।
বালে! তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥

এক মৃগাক্ষী সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া নায়ক বলিতেছে।—হে হরিণায়ত-লোচনে! পুনর্ব্বার দৃষ্টি প্রদান কর (আমার দিকে কটাক্ষপাত কর)। কারণ, পুরাকাল হইতেই জগতে শ্রুত আছি যে, বিষই বিষের মহৌষধ। (তুমি একবার-মাত্রে কটাক্ষপাত করাতেই আমার দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে; পুনরায় কটাক্ষশর সন্ধান না করিলে আর আমার পরিত্রাণ নাই) ॥ ১৬ ॥

কোন ব্যক্তি মদনবাণে জর্জ্জরিত হওয়াতে অন্য একজন তাহার তাপশান্তির জন্য গাত্রে চন্দনলেপন করিতেছে। তদ্দর্শনে এক রসিকপুরুষ বলিতেছে।—অন্তঃকরণমধ্যে মদনাগ্নির যে শিখাসমূহ প্রজ্বলিত হইতেছে, বাহিরে চন্দন লেপন করিলে সে জ্বালার নিবৃত্তি হইবে কেন? কুম্ভকার পয়নের উপর যে কর্দ্দম লেপন করে, তাহা তাপশান্তির জন্য নহে, তাহাতে তাপের বৃদ্ধিই হয় ॥ ১৭ ॥

যে সকল বঙ্গবারাঙ্গনাগণের নয়নশোভা দেখিয়া পরমকৃতী কৃষ্ণসারেরা দেশ-ত্যাগ করিয়াছে (বনবাস আশ্রয় করিয়াছে), সেই সকল বঙ্গযুবতীগণের কুচকুম্ভ দ্বারা পরাজিত হইয়াও হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া রহিয়াছে। (বস্তুতঃ ইহা বিচিত্র নহে)। পরাজিত হইলেও মূর্খকে প্রায় অভিমান ত্যাগ করিতে দেখা যায় না ॥ ১৮ ॥

কোন যুবতীর বদনকমলে মনোহর বিশাল নয়নদ্বয় দর্শনে পুলকিত হইয়া এক রসিক পুরুষ বলিতেছে।—পুষ্পের উপর পুষ্পের উৎপত্তি হয়, এই কথা শুনিতে

কথমেতৎ কুচদ্বন্দ্বং পতিতং তব সুন্দরি।
পশ্যাধঃখননাৎ মূঢ়! পতন্তি গিরয়োঽপি চ ॥ ২০ ॥
অপূর্ব্বো দৃশ্যতে বহ্নিঃ কামিন্যাঃ স্তনমণ্ডলে।
দূরতো দহতে গাত্রং হৃদি লগ্নস্তু শীতলঃ ॥ ২১ ॥
এনং পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য,
খেদং বৃথা বহসি কিং কমলায়তাক্ষি।
যস্মাৎ সহস্রকিরণো জনতাপকারী,
অত্যুন্নতঃ প্রভবতীতি কিমত্র চিত্রম্ ॥ ২২ ॥
কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষি,
সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।

পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না; পরন্তু হে বালে! তে
মুখপদ্মে দুইটি ইন্দীবরের উৎপত্তি হইল কিরূপে? ১৯ ॥

যৌবনাবস্থাতেই কোন সুন্দরীর কুচদ্বয় লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে
যুবক জিজ্ঞাসা করিতেছেন।—'সুন্দরি! তোমার এই স্তনদ্বয় (এই অল্পবয়ে
বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে কেন?' যুবতী উত্তর করিল, 'রে মূর্খ! যদি (নিয়
নিম্নভাগ খনন করা যায়, তাহা হইলে পর্ব্বতও নিপতিত হইয়া থাকে॥' ২০ ॥

একটি রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া কামশরজর্জ্জরিত কোন পুরুষ তাহার ব
সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছে।—রমণীজনের স্তনমণ্ডলে অপূর্ব্ব অগ্নি দৃষ্ট হয়;
(এ অগ্নির কি আশ্চর্য্য গুণ দেখ,) দূর হইতে গাত্র দাহ করে, আর হৃদয়ে স
হইলে শীতল বোধ হয় (প্রাণ জুড়ায়) ॥ ২১ ॥

স্তনযুগল বিলম্বিত হইয়া পড়ায় কোন যুবতী বিষণ্ণভাবে রহিয়াছে দেখিয়া
রসিক পুরুষ তাহাকে প্রবোধ প্রদান করিতেছে।—হে পদ্মপলাশলোচনে! প
ধরযুগলকে পতিত (লম্বিত) দেখিয়া বৃথা খেদ করিতেছ কেন? কারণ, সর্ব্ব
সন্তাপহারী সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবকেও পতিত হইতে হয়। অত্যুন্নত হইলেই তা
পতন অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে বিচিত্র কি? ২২ ॥

কুপিতা প্রণয়িনীর মানভঙ্গ করিতে না পারিয়া নায়ক বলিতেছে।—হে ক
নয়নে! যদি আমার উপর তুমি ক্রোধ করিয়া থাক, তাহাই যদি তোমার f
হয়, হউক, এ বিষয়ে আর কি বলিব? তবে এই অনুরোধ করি যে, ইতিপ

আশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্ব্বমুচ্চৈ-
রুচ্চৈঃ সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনঞ্চ ॥ ২৩ ॥

অয়ি! মন্মথচূতমঞ্জরি! কমলায়তচারুলোচনে!
অপহৃত্য মনঃ ক্ব যাসি মে কিমরাজকমত্র বর্ত্ততে? ২৪ ॥

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো, তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তম্‌।
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ,করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ॥ ২৫ ॥

কল্যাণি! চন্দনরসৈঃ পরিষিচ্য গাত্রং,
দ্বিত্রীণ্যহানি কথমপ্যতিবাহয়েথাঃ।
আগত্য তত্রভবতীং পরিরভ্য দোর্ভ্যাং,
নেষ্যামি শীতকিরণাদতিশীতলত্বম্‌ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসকৃতং শৃঙ্গারতিলকং সমাপ্তম্‌ ॥

আমি যে তোমাকে গাঢ় অলিঙ্গন ও গাঢ়তর চুম্বন করিয়াছিলাম, আমার সে আলিঙ্গন ও চুম্বন ফিরাইয়া দেও ॥ ২৩ ॥

কোন রসিক পুরুষকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া এক যুবতী দ্রুতগতি প্রস্থা করিতেছে,তদ্দর্শনে সেই রসিক বলিতেছে।—অয়ি মদনচূতমঞ্জরি! অয়ি পদ্ম পলাশনয়নে! আমার মন হরণ পূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিতেছ? এটি কি অরাজক রাজ্য? ২৪ ॥

কোন পতিবিরহবিধুরা বালা আপনার বিরহযন্ত্রণা জানাইবার জন্য সঙ্কেতে প্রিয়তমের নিকট পত্র লিখিতেছে।—হে প্রাণসুহৃদ্‌! আপনার নিকট আমা এই নিবেদন যে, আপনি যে স্থানে আছেন, সেইখানেই আর কিছু দিন অবস্থা করুন্‌। কারণ, সংপ্রতি (আমাদের) এ দেশ বাসের যোগ্য নহে; এখানে চন্দ্রের কিরণেও গাত্রদাহ উপস্থিত হয় ॥ ২৫ ॥

উপরি-উক্ত পত্রের উত্তরে স্বামী লিখিতেছেন।—হে কল্যাণি! তুমি চন্দন রসে অঙ্গযষ্টি সিক্ত করিয়া আর দুই তিন দিন কোনরূপে অতিবাহিত কর, পরে আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বাহুপাশে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শীতরশ্মি চন্দ্রম হইতেও অধিকতর শীতলত্ব ভোগ করাইব ॥ ২৬ ॥

শৃঙ্গারতিলক সমাপ্ত।

নলোদয়ঃ।

প্রথমঃ সর্গঃ।

—০:*:০—

হৃদয়! সদা যাদবতঃ পাপাটব্যা দুরাসদায়া দবতঃ।
অরিসমুদায়াদবতস্ত্রিজগন্মা গাঃ স্মরেণ দায়াদবতঃ॥ ১॥

যোঽজনি না গোপীতশ্চচার যো বল্লবাঙ্গনাগোপীতঃ।
ভূর্য্যেনাগোপীতঃ কংসাদেষা দ্বেষমেব নাগোঽপীতঃ॥ ২॥

যদরিষু সন্নামানস্থিতয়ো যন্নু ন্নমুদলসন্নামানঃ।
যত্র সসাম্নামানঃ স্যুর্ভবভাজশ্চ পঠিতসন্নামানঃ॥ ৩॥

সমনিন্দানবনাশঞ্জনতালিকুলং যথৈব দানবনাশম্।
দ্বিরদাদ্দানবনাশং জগচ্চ লভতে যতঃ সদানবনাশম্॥ ৪॥

হে হৃদয়! যিনি দুঃসহ পাপারণ্যের পক্ষে দাবানলস্বরূপ, (যাঁহার প্র
পাপরূপ বনভূমি ভস্মীভূত হয়), শত্রুকুল হইতে যিনি এই ত্রিভুবনের রক্ষা
করিয়া থাকেন, কামদেব দ্বারা যিনি পুত্রবান্, সেই যদুকুলতিলক বাসুদেব হ
তুমি কখনও বিচ্যুত হইও না (তাঁহার উপরেই আসক্ত থাকিও, এব
তিনিই যাবতীয় পুরুষার্থ প্রদান করিতে সমর্থ)॥ ১॥ দৈবকীর গর্ভে যে প
শ্রেষ্ঠের জন্ম, গোপিকাগণ নয়নমালা দ্বারা যাঁহাকে পান করেন, (আদরের স
প্রেমাশ্রুপূর্ণনেত্রে যাঁহাকে দর্শন করেন,) যাঁহার দ্বারা বসুমতী পরিরক্ষিত
কালিয়নামা সর্প ও কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে যিনি দূরীভূত ও পরাজিত ক
ছিলেন, কংস যাঁহার প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করে, তুমি কখনও তাঁহাকে পরি
করিও না॥ ২॥ শত্রুকুলের মান ও মর্য্যাদা যাঁহা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়, যিনি (শৈশ
শকটভঞ্জন করিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন, সংসারী মানবেরা নিরন্তর ভক্তিসহ
প্রণতিপুরঃসর যাঁহার সৎনামাবলী পাঠ করিয়া সংসারাশ্রয় হইতে উন্মুক্ত
সামাবলী নিরন্তর যাঁহাতে বিরাজমান, কি নিন্দা, কি স্তুতি, উভয়ই যাঁ

অস্তি স রাজানীতে রামাখ্যো যো গতীঃ পরাজানীতে।
যস্য ররাজানীতে রত্নানি জনঃ কুলে ধরাজানীতে॥ ৫॥
যঃ সেনামাবারিপ্রকরনদীঃ শরময়ং ধুনানাবারি।
অতরন্নানাবারি ব্যসনৈর্যদ্‌ভুবি বনঞ্চ নানাবারি॥ ৬॥
অপি যো দায়াদায় ক্ষয়প্রদোংহসি সতাং যদায়াদায়ঃ।
করমাদায়াদায় শ্রিয়োক্কিরধিরাজমসিগদায়াদায়ঃ॥ ৭॥
অবিদূরাজাদিত্যা কৃতাল্পভেদৈব ভূঃ সরাজাদিত্যা।
যেন সরাজাদিত্যাৎ ত্রিদিবাৎ সংযুক্তশক্ররাজাদিত্যা॥ ৮॥

নিকট তুল্য, মানবগণ যাঁহার প্রসাদে শ্রেয়োলাভ করে; ভ্রমরকুল যেমন একমাত্র হস্তীর নিকট হইতেই মদবারিরূপ ভোজ্য প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র যিনি সকলের রক্ষাবিধান করেন, অন্য কোন ব্যক্তি হইতে রক্ষার আশা নাই, এবং দানববৃন্দ যাঁহা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, হে হৃদয়! তুমি তাঁহা হইতে বিচলিত হইও না॥ ৩-৪॥

পূর্ব্বকালে পরমরূপবান্ ও পবিত্রনামা এক নরপতি ছিলেন। উৎকৃষ্ট নীতিমার্গ তাঁহার অবিদিত ছিল না। তাঁহার শাসনসময়ে রাজ্যে অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিদোষ লক্ষিত হয় নাই; * সুতরাং শস্যহানিরও সম্ভাবনা ছিল না; আকরজাত রত্নাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রজাপুঞ্জ সুখে কালযাপন করিত॥ ৫॥ যে রাজা সেনারূপ তরণীসহায়ে বাণরাশিরূপ জলপূর্ণ শত্রুরূপ নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি কদাচ ব্যসনে আসক্ত হইতেন না, যাঁহার রাজত্বকালে বনানী-প্রদেশ গজরাজিতে পূর্ণ ছিল, দোষ করিলে পুত্রের প্রতিও যিনি বধদণ্ডবিধান করিতেন, যাঁহার ধনে সাধুগণের ন্যায্য অংশ বিদ্যমান ছিল, যিনি অধীন সামন্তনৃপতিগণের নিকট কর গ্রহণ পূর্ব্বক গদা-খড়্গরূপ জলজীবপূর্ণ ঐশ্বর্য্যসাগরের ন্যায় বিরাজ করিতেন, সেই শত্রুদলনিহন্তা রাজশ্রেষ্ঠের রাজত্বকালে বসুন্ধরা দেবজননী অদিতি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন স্বর্গ অপেক্ষাও অধিক শোভা পাইত; স্বর্গের সহিত পৃথিবীর অল্পমাত্রই পার্থক্য ছিল; সেই রাজার পূজায় ও তাঁহার গুণে প্রীত হইয়া সুরপতি

---

* ঈতিদোষ যথা—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ। অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, পক্ষী, অত্যাসন্ন রাজা এই [illegible]

খলসেনানাবেন্তঃ স্বাংহোঙ্কৌ ভুবি চ যস্য নানাবেন্তঃ।
স্নিগ্ধজনানাবেন্ত প্রযতেঽস্য সুকাব্যবিরচনানাবেন্ত ॥ ৯ ॥
অথ নিজরাজ্যস্তেন প্রাশাসি নলেন শক্ররাজ্যস্তেন।
ব্যোরাজ্যস্তেনশ্রিয়া দিশো যস্য বিহতিরাজ্যস্তেন ॥ ১০ ॥
মূর্ত্তিং মারসমানাং যোঽদধদায়ুঃ সহস্রমারসমানাম্।
রুদ্রকুমারসমানামজয়দ্দ্বিষতাং পঙ্‌ক্তিমারসমানাম্ ॥ ১১ ॥
সাশ্বনিয়ামা ন যতঃ শ্রেষ্ঠা বিদ্যাস্তদাশ্রয়া মানয়তঃ।
অধিকায়া মা নয়তঃ শত্রাবপি যস্য ধীর্দয়ামানয়তঃ ॥ ১২ ॥
অহিতানামায়স্য ত্রাতা যঃ শরণগামিনামায়স্য।
গতনানামায়স্য শ্রুতঃ পিতা বীরসেননামা যস্য ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্র বসুন্ধরার সন্নিহিত থাকিতেন ॥ ৬-৮ ॥ তাঁহার সেনামধ্যে কাহাকেও খ[...] যায় নাই; ধরাতলে তাঁহার অসংখ্য যজ্ঞবেদি বিরাজিত ছিল। আমি সাধুবৃন্দের নিকট নিবেদন পূর্ব্বক নিজ পাপসাগরে সুশোভন কাব্যরচ[...] তরণীর জন্য প্রয়াস পাইতেছি। বস্তুতঃ সেই পুণ্যশীল নৃপতির চরিত[...] করাতেই আমার পাপপুঞ্জ ধ্বংস হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

সেই রাজার নাম নল। তিনি শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া রাজ্যশাসন করি[...] তিনি যে সময়ে রাজ্যশাসন করেন, তখন সেই আদিত্যবৎ প্রতাপশালী কর্ত্তৃক দশদিক্ সমলঙ্কৃত হইত। তিনি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, কুত্রাপি [...] জয়লাভের বিঘ্ন ঘটিত না ॥ ১০ ॥ তিনি কন্দর্পতুল্য রূপধারণ পূর্ব্বক স[...] পরমায়ু ধারণ করিয়াছিলেন; মহেশ্বর-নন্দন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় মর্য্যাদ[...] হইয়া আক্রোশবান্ অরাতিকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ ঋতুপর্ণ [...] যে সকল রাজারা তাঁহার আশ্রিত ছিলেন, তাঁহারা কেহই অশ্ববিদ্যাবিশার[...] হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নীতি দ্বারা যেরূপ ধনসঞ্চয় হয়, কমলা তাহা অ[...] তাঁহাকে অধিক ধন প্রদান করিতেন। শত্রুর প্রতিও তাঁহার সদয়বুদ্ধি বি[...] ছিল ॥ ১২ ॥ তিনি উদ্যম ও যত্নসহকারে আশ্রিত শত্রুগণকেও রক্ষা করি[...] তিনি কপটতা ও ছলনা জানিতেন না। তাঁহার পিতা বীরসেন নামে [...] বিখ্যাত ॥ ১৩ ॥

ভুব্যতনোদস্তেন দ্বিষতাং সযশাংসি শোভনোদন্তেন।
নীতানোদন্তেন ক্ষিতিমভজন্নহিতদন্তিনো দন্তেন ॥ ১৪ ॥
সচিবগিরাগোপায়ন্নলঃ স পৃথিবীং নিরন্তরাগোপায়ম্।
শত্রোরাগোপায়ং নীত্বা নেমুর্মহত্তরাগোপায়ম্ ॥ ১৫ ॥
সোঽদন্তী মান্যায়াদধিকোঽথ রিপুর্যমেত্য ভীমান্যায়াৎ।
বৈদর্ভী মান্যা যা ত্রিজগতি কন্যা বভূব ভীমান্যায়াৎ ॥ ১৬ ॥
মহিততমারম্ভাভির্দময়ন্তী সদৃগুমারমারম্ভাভিঃ।
দধতী মারম্ভাভির্ববৃধে সোরুদ্বয়ে সমা রম্ভাভিঃ ॥ ১৭ ॥
সা রত্নং নারীণাং নলঃ শ্রিয়ামজনি নিলয়নং নারীণাম্
যস্যানন্নারীণাং মরুভুবমাপদ্‌ঘটাবনং নারীণাম্ ॥ ১৮ ॥

নরপতি নল অরিকুল নির্ম্মূল করিয়া ধরাতলে কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছি তাঁহার প্রহারে (জর্জ্জরিত হইয়া) শত্রুদিগের হস্তি সকল ভূতলে দশন [illegible] জীবন বিসর্জ্জন করিত ; সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়শব্দ নির্ঘোষিত হইত ॥ ১৪ ॥ তাঁহা মন্ত্রী যে সকল ব্যসনশূন্য উপদেশ প্রদান করিতেন, তদনুসারেই তিনি ধরণী শাস করিতেন। প্রধান প্রধান রাজারা অপরাধ মার্জ্জনা হেতু তাঁহাকে প্রণা করিতেন ॥ ১৫ ॥

সেই সময়ে বিদর্ভদেশে ভীম নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী দন্তহীন রাজা ছিলেন তাহার একটি কন্যা জন্মে ; কন্যার নাম বৈদর্ভী (বা দময়ন্তী)। সেই ভীমনন্দিনী ময়ন্তী ত্রিলোকীতলে ধন্যা ও সম্মাননীয়া ছিলেন। অসংখ্য অসংখ্য শত্রু এই দর্ভরাজের নিকট (সংগ্রামাভিলাষে) উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু (তৎ[illegible] য়ে পলায়ন করিত ॥ ১৬ ॥

দময়ন্তী মনোহর বিভ্রমাদি দ্বারা বিলাসবতী ছিলেন ; তাঁহার রামরম্ভা সদৃশ রুদ্বয়ের মনোহারিতা দর্শনে উমা সদৃশী বলিয়া বোধ হইত ; তিনি নিজ কান্তি রা যেন কন্দর্পকে ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয় তনি ক্রমে যৌবনপদবীতে আরোহণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ দময়ন্তী রমণীকুলের ধ্যে রত্নরূপিণী ; নলরাজাও মানবকান্তির পূর্ণ নিকেতন। নলরাজার শত্রুকুল নরন্ন হইয়া, কোন স্থানে পরিত্রাণের উপায় নাই দেখিয়া, ঘৃণাকর মরুভূমিতে লায়ন করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥ নলরাজা আপনার তেজঃপ্রভাবে উদ্ভাসিত হইয়া

চকমে সা রাজন্যশ্রেষ্ঠস্তং স তেজসা রাজন্য।
আত্তবিসারা জন্যশ্রিয়োঽধিত বন্না জিতাঃ সমারাজন্যঃ॥ ১৯॥
নার্স্তির্মোত্থানেন প্রভাবিহীনেন শোভনোত্থানেন।
স্মরধ্যানোত্থানেন স্ফুটমিতি গতিমিহ নলোঽতনোত্থানেন॥ ২০
সোঽহস্তিতহস্তাপততঃ কাংশ্চিদপশ্যদ্বিতায় হস্তাপততঃ।
সস্নেহস্তাপততস্তান্যদমী তোষমাবহস্তাপততঃ॥ ২১॥
তস্মরসারসমানঃ সবিহঙ্গগণোঽব্রবীৎ সসারসমানঃ।
গতহিংসারসমানস্তদ লভ্যো নিক্রয়ঃ স্বসারসমানঃ॥ ২২॥
ত্বং ঝষকেতঙ্গাদধিকো ভৈম্যাঃ স্তমোঽন্তিকে ত্বঙ্গত্বা।
সা তেঽস্তেঙ্গত্বাসক্তা নল তৎসকাশকে ত্বঙ্গত্বা॥ ২৩॥

অসংখ্য যুদ্ধে জয়শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই হেতু দময়ন্তী সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ [illegible] পতিত্বে বরণ করিতে বাসনা করেন। নলরাজাও দময়ন্তীলাভে অভি[illegible] হইয়াছিলেন; কারণ, বৈদর্ভী রূপে সংসারের সমস্ত সুন্দরী কামিনীগণকে [illegible] জয় করিয়াছিলেন॥ ১৯॥

ক্রমে কামশরে নলের শরীর জর্জ্জরিত হইল। তিনি কামরোগে আক্রান্ত [illegible]লেন। যেখানে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করে না, সেইরূপ মনোরম উদ্যানে [illegible] পূর্ব্বক কামসন্তাপ দূর করিতে তাঁহার বাসনা হইল; তখন তিনি অশ্বারো[illegible] উদ্যানে গমন করিলেন॥ ২০॥ উদ্যানে গমন করিয়া অরিকুলনিহন্তা, বিরহস[illegible] কামজ্বরদিগ্ধ নল দেখিলেন, কতকগুলি হংস তথায় বিচরণ করিতেছে; উ[illegible] তাঁহারই হিতসাধনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। হংসদিগকে দর্শনমাত্র ন[illegible] হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধারণ করিলেন॥ ২১॥

তখন সারসের ন্যায় শব্দকারী হংসেরা নলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, [illegible] রাজ! তোমার হৃদয়ে হিংসারসের উদয় হইয়াছে, আমাদিগকে অযথা কষ্ট দে[illegible] তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। তুমি নিজে যেমন সৌন্দর্য্যের আধার, আমাদি[illegible] সাহায্যে তুমি তদনুরূপ উপহার লাভ করিবে॥ ২২॥ তোমার অঙ্গযষ্টি কন্দ[illegible] অঙ্গ অপেক্ষাও মনোহর। তোমার ন্যায় রূপবতী ভীমনন্দিনী দময়ন্তীর নি[illegible] উপস্থিত হইয়া আমরা তোমার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিব, তাহা হইলে [illegible] তোমার প্রতি নিরতিশয় অনুরাগিণী হইয়া তোমার অনুগত হইবেন, তুমি তাঁ[illegible] সহিত বিহার করিবে॥ ২৩॥

ইতি হংসারামায়ানিকটং বাম্বুরুভৈর্ব সারামায়া।

জগ্মুঃ সারামায়া জগদুশ্চালীভিঃসসারামায়া ॥ ২৪ ॥

শ্রীসঙ্কাশাস্তস্য ত্বস্তেমি নলস্য শশিনিকাশাস্যস্য।

অরিলোকাশাস্যস্য যদি ভার্য্যা স্যাঃ কুমারিকাশাস্যস্য ॥ ২৫ ॥

ইতি হংসেনোদিতয়া গণেন ভৈম্যামুদারসেনোদিতয়া।

নবভাসেনোদিতয়া স্মরেণ স পুনর্নলোকসেনোদিতয়া ॥ ২৬ ॥

তাবদুধাবাযস্য শ্রেণ্যঃ পুনরস্য সন্নিধাবা যস্য।

তাঞ্চ নিধাবাযস্য ব্যমুবংস্তুলনায় ন বিবুধাবাযস্য ॥ ২৭ ॥

ইতি স বিনামানিতয়া জহ্রে ভৈম্যা নলোঽপি নামানিতয়া।

স্বাস্থ্যং নামানিতয়া শিশ্যে চ বিচিন্ত্য তস্য নামানিতয়া ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর হংসকুল সেই আনন্দদাত্রী দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া (বক্ষ্য-মাণ বাক্য) বলিতে আরম্ভ করিল। দৈত্যশিল্পী ময়বিনির্ম্মিত মায়া যেমন বি-মোহিনী, সেইরূপ চিত্তবিনোদিনী দময়ন্তী সখীগণের সহিত হংসদিগের নি-উপস্থিত হইয়া তাহাদের কথাগুলি শুনিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥

হংসেরা কহিল, "বৈদর্ভি! তুমি যদি চন্দ্রবদন, শত্রুকুলনাশী, কুমারী অব-গণের স্পৃহণীয় নলের সহধর্ম্মিণী হও, তাহা হইলে তুমি শ্রীবৎসলাঞ্ছিতা কম-ন্যায় শোভা ধারণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥

হংসগণের বাক্য শ্রবণে ভীমনন্দিনীর হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইল এবং তাঁহ-চিত্ত কামশরে বিদ্ধ হইয়া উঠিল; তখন সেই নবযুবতী রসবতী অনির্ব্বচনী-শোভা ধারণ করিলেন। তিনি তখন আশু সেই হংসদিগকে পুনরায় নল-নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর হংসেরা যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের আস্পদ, দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ নলরাজে-নিকট উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর নানারূপ প্রশংসাকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৭ ॥

হংসেরা নলসমীপে দময়ন্তীর প্রশংসা কীর্ত্তন করিলে নিষধরাজ সেই বিরহ-বিধুরা বৈদর্ভীর একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন; বস্তুতঃ দময়ন্তীর প্রতি (পূ-হইতেই) নিরতিশয় অনুরক্ত হওয়াতে তাঁহার অধীরতা জন্মিল। এ দিকে দময়ন্তীও নিরভিমান নলের গুণরাশি চিন্তা করিতে করিতে দিনযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

অথ স সমুদ্রাগস্য ক্ষ্মাস্তস্যালঙ্কৃতেঃ সমুদ্রাগস্য।
যৌবনসমুদ্রাগস্য স্বসুতারত্নস্য সাসমুদ্রাগস্য ॥ ২৯ ॥
দৃষ্ট্বা রাজা তনুত স্বয়ংবরং বিধিবদিন্দি রাজাতনুতঃ।
যস্য জরাজাতনুতঃ পৃথগব্যথাসৌ জনাদ্ররাজাতনুতঃ ॥ ৩০ ॥
তং হংসেনাপালিঃ স্বয়ংবরং ক্ষিতিভুজাং স সেনাপালিঃ।
নবভাসেনাপালিঃ স্রগেষু যৈঃ শিরসিষারসেনাপালিঃ ॥ ৩১ ॥
তাং গাং সেনারাজিঃ স্বর্গসদাং যৈঃ সদারসেনারাজি।
আয়াসেনারাজি ক্ষয়িতরিপৌ চলতি বিবুধসেনারাজি ॥ ৩২ ॥
সোথ পরমহস্তেন প্রাপি নলেনোৎসবঃ পরমহস্তেন।
স্ফুরিতপরমহস্তেন প্রবভৌ ররিণেব তৎপুরং পরমহস্তেন ॥ ৩৩ ॥

এ দিকে নরপতি ভীম দেখিলেন, সাগরভূধরসমাকুলা ধরণীর অলঙ্কারস্বরূ[illegible] উদ্গতযৌবনা, নবীনকুচযুগলশালিনী, বরলাভে অনুরাগিণী কন্যারত্ন দ[illegible] মদনজনিত পীড়ায় একান্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তখন তিনি য[illegible] নিয়মে কন্যার স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ২৯ ॥ তিনি যাবতীয় নরপতি[illegible] প্রধান; বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াও তিনি যুবার ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেন, কাম[illegible] অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গযষ্টি মনোহর ছিল ॥ ৩০ ॥

(স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান হইল।) অসংখ্য অসংখ্য নরপতি সৈন্যসামন্ত স[illegible] ব্যাহারে মহাড়ম্বরে মহানন্দে স্বয়ংবরস্থলে সমাগত হইলেন। তাঁহাদিগের ম[illegible] ইন্দ্রনীলাদি-মণিসংশ্লিষ্ট, ভ্রমরবিশিষ্টের ন্যায় উপলক্ষিত রত্নমাল্য সকল [illegible] পাইতেছে ॥ ৩১ ॥ রণস্থলে শত্রুকুল যাঁহার হস্তে নিহত হয়, যিনি সুরসেনা[illegible] অধীশ্বর, সেই সুরপতি দেবেন্দ্রও স্বয়ং স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইলেন; যাব[illegible] সুরসেনাও পরিশ্রান্ত হইয়া বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইল। দময়ন্তীর প্রতি অনু[illegible] সঞ্চার হওয়াতে সকল দেবতাই উৎসাহে সমুৎসাহিত হইয়া শোভা পা[illegible] লাগিল ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর আজানুলম্বিতবাহু নলরাজা মহামহোৎসবপূর্ণ সেই স্বয়ংবরস্থলে [illegible] স্থিত হইলেন। সূর্য্যকিরণে যেমন চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ নলরা[illegible] [illegible] দেহকান্তি দ্বারা ভীমনগরী যারপর নাই শোভা ধারণ করিল ॥ [illegible]

ক্ষিপ্তলসন্নালীকান্ অধীতেষু মুখেন্দু তুলিতসন্নালীকান্।
রাজ্ঞঃ সন্নালীকান্ কান্তির্বিবুধাংশ্চ নাহসন্নালীকান্॥ ৩৪॥
অজনি কলাপাস্যন্তং স্বযশোহনিজকং মহঃ কলাপাস্যন্তম্।
শক্রকলাপাস্যন্তং প্রেক্ষ্য নলং সুরততিঃ কলাপাস্যন্তম্॥ ৩৫॥
স্বর্নিলয়ানামনলঙ্কৃতমপি জেতুস্ততিঃ শ্রিয়া নাম নলম্।
যমজেয়ানামনলং প্রোচে শক্রস্তমমরিচয়ানামনলম্॥ ৩৬॥
বদ কাময়াসন্নস্ত্বস্তৈস্ম্যৈ যদ্গুণাঃ শ্রমায়াসন্নঃ॥
শ্রেষ্ঠতমা যাসন্নস্ত্বান্দ্রষ্টা নতু জনঃ স্বমায়াসন্নঃ॥ ৩৭॥
ইতি সরবে কে হাস্তং ন্যস্য স মুকুলং সুরপ্রবেকেহহাস্ত।
তামবিবেকেহাস্তঃ শ্রয়তি স্ত্রী তত্র পার্থিবে কেহাস্ত॥ ৩৮॥

যাঁহারা অরাতিকুলের প্রতি প্রজ্বলিত নালীকাস্ত্র প্রয়োগ করেন, যাঁহাদি[illegible] বদনকান্তি পদ্মের ন্যায় মনোহর, যাঁহারা কপটাদির লেশমাত্রও জানেন না, [illegible] সমস্ত নরপতি ও দেবগণ নলের দেহকান্তি দ্বারা পরাভূত হইলেন। বস্তুতঃ [illegible]দেবতা, কি রাজা, ইহাঁদিগের মধ্যে নলের সদৃশ অঙ্গকান্তি কাহারই ছিল না॥৩[illegible]

অনন্তর যিনি আপনার কীর্ত্তি রক্ষা করেন, অরাতিকুলের কীর্ত্তি লোপ করি[illegible]দেন, নিজের যশোবিস্তার করিয়া থাকেন এবং তরবারির সাহায্যে শক্রকুলে[illegible] সংহার করেন, সেই চন্দ্রবদন নলকে দর্শনে অমরবর্গ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জড়[illegible] অবস্থিত রহিলেন॥ ৩৫॥ যাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, যিনি শ[illegible]গণের পক্ষে অগ্নিস্বরূপ, সেই নলের অঙ্গে তখন অলঙ্কার ছিল না, তথাপি অম[illegible]ন্দ সৌন্দর্য্যশ্রী দ্বারা তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই। তখন দেবে[illegible] নলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নল! তুমি আমাদিগের দৌত্যকার্য্য স্বীক[illegible]র, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দময়ন্তীর নিকট যাও; তাঁহাকে এই কথা বলিবে যে, 'তোমা[illegible]ন্য অনঙ্গ আমাদিগকে যার পর নাই ক্লেশ প্রদান করিতেছে, তোমার গুণাব[illegible] শ্রবণ করিয়া আমরা বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক এখানে উপস্থিত হইয়াছি।' ([illegible]নল!) আমরা প্রীত হইয়া তোমাকে মায়াপ্রচ্ছন্নতারূপ বর প্রদান করিতেছি[illegible] সেই বরপ্রভাবে (দময়ন্তীর ভবনস্থিত) দ্বাররক্ষকাদি কিঙ্করেরা তোমাকে দর্শ[illegible] করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৩৬-৩৭॥

দেবরাজের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নলরাজা মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক (তাঁ[illegible]দিগকে নমস্কার করিয়া) [illegible]

হরিপবমানয়মানাং দূতোঽস্মি নলো মহারমানয়মানান্।
ভবতীং মানয়মানান্ ভৈমি! সুরান্ বিদ্ধি মহমিমানয়মানান্ ॥

তুল্যোঽপ্সরসা দেহিপ্রভবো মগ্নাঃ স্মরপ্রসরসাদেহি।
তামভিসর সা দেহি স্রজঞ্চ নাকাৎ সুখঞ্চ সরসাদে হি॥ ৪০॥

ইতি কৃতসামারবতঃ সুরলোকাৎ তন্মুখেন সা মারবতঃ।
ন রিরংসামার বত স্থলাদিব নলোৎকমানসা মারবতঃ॥ ৪১॥

সা বিররাজায়তয়া বীক্ষ্য দৃশা তং স্মরাতুরাজায়ত যা।
স্থিতিরত্রাজায়তয়া দ্যুসদাঞ্চাভাষি নিষধরাজায়ত তয়া॥ ৪২॥

হইলে দময়ন্তী তাঁহাকে বরণ করিবেন না, এ কথা তৎকালে তাঁহার মনে
হয় নাই ; সুতরাং গমনকালে তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল। নলরাজা স্বয়ংবর-
বিদ্যমান থাকিলে, এমন রমণী দেখা যায় না যে, সে ইঁহাকে পরিত্যাগ ক
অন্য পুরুষকে বরণ করে॥ ৩৮॥

অনন্তর নরপতি নল বৈদর্ভীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে
নন্দিনি! ইন্দ্র প্রভৃতি পঞ্চদেবতা আমাকে দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ
য়াছেন। তোমার এই মহা স্বয়ংবর-সভায় তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহ
ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই এবং তাঁহারা সকলেই নীতিবিশারদ। তাঁহারা তে
পাণিগ্রহণে অভিলাষী॥ ৩৯॥ হে অপ্সরোপমে দময়ন্তি! এই পঞ্চদেবতা
কুলের ঈশ্বর ; মদনশরে ইঁহারা প্রপীড়িত হইয়াছেন ; অতএব তুমি সত্বর
তাঁহাদিগের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ কর, স্বর্গধামে অমৃতাদি দুর্লভ বস্তু বিদ্য
তাঁহাদিগকে বরণ করিলে তুমি স্বর্গসুখভোগে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৪০।

অমরগণ কামার্ত্ত হইয়া নল দ্বারা ভীমনন্দিনীর নিকট এই প্রকার প্র
বাক্য বলিয়া পাঠাইলেন বটে, কিন্তু হংস যেমন জলজাত বস্তুতেই অনুরক্ত থ
মরুভূমিজাত পদার্থে তাহার অনুরাগ থাকে না, সেইরূপ নলের প্রতি পূর্ব্ব হ
চিত্ত আসক্ত থাকাতে দময়ন্তী দেবতাদিগের প্রতি অনুরাগিণী হইলেন না॥

বিশাললোচনা দময়ন্তী পরম শোভাময়ী হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন,
সহসা নিজগৃহে নলকে সমাগত দেখিয়া কামবাণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলে
নলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি দেবগণের ভার্য্যা হ

[illegible] ৪২।

নলোদয়ঃ।

তস্যা দেবাস্তস্থ প্রণম্য চ নলেন ধীঃ পদেঽবাস্তস্থ।
সতি নিনদে বাস্তস্থ স্বয়ং প্রিয়ায়াঃ পদং মুখেঽবাস্তস্থ ॥ ৪৩ ॥
অথ তরসা রঙ্গেঽয়ং নৃপতিগণোঽস্থিত পদেষু সারঙ্গেয়ম্।
চঞ্চলসারঙ্গেঽর্য়ন্ দময়ন্তী চাক্ষিতুলিতসারঙ্গেয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
ব্যধুরবনামান্যেষু প্রজ্ঞা নৃপেষ্বথ নিবেশ্য নামান্যেষু।
সূতৈর্নামান্যেষু প্রকীর্ত্ত্যমানেষু শোভনা মান্যেষু ॥ ৪৫ ॥
সাঙ্গেন নলসমানাননলসমানানমুত্র কতিচিৎ পুরুষান্।
ঐক্ষত ন ন লসমানাননলসমানানভূন্ন তেষাস্তেদঃ ॥ ৪৬ ॥
রুচিকৃতনাসত্যাগাঃ স্ফুরতু নলো যদি চ বচ্মি নাসত্যা গাঃ।
অপি দীনাসত্যাগাং ন্যায়যুতেনৈব বর্ত্মনা সত্যাগা ॥ ৪৭ ॥

এ দিকে তূর্য্যধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন নল সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের নিকট ও গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদদ্বয়ে প্রণাম মরিয়া বরণবিষয়ে দময়ন্তীর অভিপ্রায় [illegible] দন করিলেন ;—বলিলেন, 'সুররাজ ! দময়ন্তী আপনাদিগের কাহাকেও বরম প্রদানে স্বীকৃত নহেন।' নল যে এই কথা কহিলেন, ইহা তাঁহার নিজের আনন্দের কারণ সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

এ দিকে নিমন্ত্রিত রাজারা অত্যুৎকৃষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে স্বয় সভাতলে ভীমকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মঞ্চোপরি সমাসীন হইলেন। ঐ সভার সম সৌরভ বিকীর্ণ হওয়াতে অলিকুল চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছিল। তৎপরে নয়না দময়ন্তী সুসজ্জিত হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ স্বয়ংবর-সভায় যে সকল রাজা ও সম্মানার্হ দেবগণ উপস্থিত ছিলেন, সূতবৃন্দ তাঁ দিগের বংশগুণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করিলে সকলে তাঁহাদিগকে প্র করিল ॥ ৪৫ ॥ (সভাস্থলে ইন্দ্রাদি পঞ্চদেবতা নলের রূপ ধারণ করিয়া উপ ছিলেন) মোহনাক্ষী দময়ন্তী স্বয়ংবর-সভাস্থিত অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান্ নিরলস তুল্য দেহধারী ইন্দ্রাদির পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। ভীমনন্দিনী ন বরণ করিতে প্রস্তুত জানিয়া ইন্দ্রাদি পঞ্চদেবতা নলের তুল্য আকার গ্রহণ কি ছিলেন ; তাঁহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, দময়ন্তী পার্থক্য বুঝি অসমর্থ হইয়া আমাদিগের মধ্যে এক জনকেই বরণ করিবেন। সুতরাং ে ব্যক্তি প্রকৃত নল, ইহা ভীমনন্দিনী স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪

যদি বা ভাবং ন্যস্য স্থিতাস্মি নল এব নরবিভাবন্যস্য।
দেবসভাবন্যস্য দ্বিপস্য বপুষো ভবেদ্‌বিভাবনস্য ॥ ৪৮ ॥
কৃতভাবাসাবনিতানিতি ভুবমৈক্ষৎ সুরান্ সুবাসা বনিতা।
স্বপতিং বা সাবনিতাচিহ্নং ধার্ম্মিকজনে ধ্রুবাসাবনিতা ॥ ৪৯ ॥
স্বরিরংসাদেবাল্যাকুলয়া দৃষ্ট্যার্থিতাপি সা দেবাল্যা।
বপুষি সসাদে বাল্যাদবৃত্ত নলমুপস্থিতং রসাদেবাল্যা ॥ ৫০ ॥
সৎসদসো মাননয়া রুদ্রসমো যঃ স্বতেজসোমা ন ন যা।
প্রবৃতঃ সোমাননয়া নলো বভৌ ভুবি গুণেন সোঽমাননয়া ॥ ৫১ ॥
মদদম্ভাবরমস্যজ্‌ জ্ঞাত্বাথ মনো গুরুপ্রভাবরমস্য।
সুরবৃষভা বরমস্য প্রদিশ্য জগ্মুর্গতপ্রভাবরমস্য ॥ ৫২ ॥

তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দময়ন্তী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'আমার মুখ হইতে কখন যদি মিথ্যাবাক্য বহির্গত হইয়া না থাকে, আমি যদি সতী হই, আ[illegible] হীনা হইয়াও যদি সর্ব্বদা ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত পথে চলিয়া থাকি, আমি যদি দা[illegible] ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা হইলে অশ্বিনীকুমার অপেক্ষাও অধিক[illegible] মোহনকান্তি নলরাজ আমার জ্ঞানের বিষয়ী হউন্ ॥ ৪৭ ॥ যদি আমি পুরুষান্তরে[illegible] প্রতি অনুরাগ পরিহার পুরঃসর নরপতি নলের উপরেই চিত্তভাব বন্ধন করি[illegible] থাকি, তাহা হইলে বসুন্ধরা তাঁহার সুরসভারূপ আরণ্যহস্তীর ন্যায় শরীরকা[illegible] রক্ষা করুন' ॥ ৪৮ ॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিশুদ্ধচরিত্রা দময়ন্তীর মনে পড়িল যে, 'যাঁহা[illegible] দিগের চরণ ভূতলস্পর্শ করে না, তাঁহারাই দেবতা, আর যাঁহার চরণ ভূতলস্প[illegible] করিয়া আছে, তিনিই সাধুজন-প্রতিপালক নল ॥ ৪৯ ॥ তখন বালস্বভাবসুল[illegible] পরিশ্রমে প্রপীড়িতা দময়ন্তী সুরগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়াও ভ্রমর সদৃশ চকি[illegible] দৃষ্টিতে নলের প্রতি নেত্রপাত করিলেন এবং অনুরাগভরে তাঁহার নিকট গম[illegible] পূর্ব্বক প্রীতিরসে অভিষিক্তা হইয়া সখী দ্বারা তাঁহার গলদেশে বরমাল্য প্রদা[illegible] করিলেন ॥ ৫০ ॥ চন্দ্রবদনা উমাসদৃশ পতিপরায়ণা দময়ন্তী পৃথিবীতে শৌর্য্যা[illegible] গুণাবলী দ্বারা অতুলনীয় রুদ্রোপম নলরাজকে বরমাল্য প্রদান করিলে সে[illegible] সজ্জনগণপরিবৃত সভা পরম শোভা ধারণ করিল ॥ ৫১ ॥ নলরাজা দিব্যকান্তিতে[illegible] শোভিত, মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ; তাঁহার হৃদয় দম্ভশূন্য দেখিয়া [illegible] প্রদান করিলেন ॥ ৫২

গুরুমহিমা পরমায়াস্তস্তী নল এষ বসতিমাপ রমায়াঃ।
প্রিয়যামা পরমায়াঃ স্বপুরমগুর্যত্র তং ক্ষমাপরমায়াঃ ॥ ৫৩ ॥
শশিনা সমহাসমহা নগরে জনতা সমহা সমহাস্ত মুদম্।
অতিভাস্বরয়া স্বরয়া ব্যহরৎ ব্যতনোৎ স্বরয়া স্বরযাগমপি ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসকৃতে নলোদয়ে সৎকাব্যে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

—০:*:০—

অথ রতিরেকান্তেন প্রাপি নলেনাত্র মন্দিরে কান্তেন।
তাং পুনরেকান্তেন প্রাপ্তবতা রিপুমদাতিরেকান্তেন ॥ ১ ॥
বভৌ স সারসাগরশ্চকাস সা রসার্দ্রধীঃ।
মধুঃ সসারসারবস্তদা সসার সার্ত্তবঃ ॥ ২ ॥
সমুদধিতাশালীনাং করেণ কণিশাগ্ররুচিজিতা শালীনাম্।
দিনভর্ত্তা শালীনামিব নলিনীমথ সমুত্থিতাশালীনাম্ ॥ ৩ ॥

তদনন্তর শক্রর মায়াবিনাশী, মহাগৌরবান্বিত, ক্ষমাশীল, ঐশ্বর্য্যশালী নল প্রিয়তমা দময়ন্তীর সহিত কমলার নিবাসস্থলী নিজ রাজধানীতে প্রস্থান ক লেন ॥ ৫৩ ॥ তখন নলের রাজধানীতে প্রজাপুঞ্জ নিরতিশয় আনন্দে উ হইয়া উঠিল, তাহারা মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া বিমল সুরাপান পূর্ব্বক বি করিতে লাগিল। তখন ঐ নিষধনগরীতে নানাপ্রকার দেবযজ্ঞ ও দেবপূ অনুষ্ঠান হইল ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর অরাতিকুলের গর্ব্বখর্ব্বকারী মনোহরকায় নলরাজা চিত্তবিনোদি রমণীপ্রধানা দময়ন্তীকে লাভ করিয়া মনোহর গৃহাভ্যন্তরে অহর্নিশি বি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ সেই সময়ে শক্তির সাগরস্বরূপ নলরাজা শোভা ধারণ করিলেন; প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া কোমলহৃদয়া দময়ন্তীও পরম প্রাপ্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে বসন্তঋতু সারসকুলের কূজন ও ঋতুজাত মাদিতে বিভূষিত হইয়া আবির্ভূত হইল ॥ ২ ॥ যে কমলিনী সূর্য্যের লজ্জিতা এবং চন্দ্রকিরণস্পর্শে [illegible]

কুরবাপ চ সারসকাকুরবান্ কুরবাখ্যনগোঽপি তদাঙ্কুরবান্।
কমলং কৃতবদ্‌গতপঙ্কমলং কমলং ন বিলোভয়িতুঙ্কমলম্॥ ৪॥
অগুরতিমহিমানীতস্ততো রবিমহাংসি গুরুতমহিমানীতঃ।
ভবনং মহি মানীতঃ স্মরেণ পরিতঃ শরাখ্যমহিমানীতঃ॥ ৫॥
স্মরসূচিতয়া জগতঃ ক্ষিতিসূচিতয়াভবদ্ধি চম্পকমুকুলম্।
তদসূচি তয়া ব্যথয়া নিরসূ চিতয়া যয়া বিযুগ্‌দম্পতিকৌ॥ ৬॥
বিরলোচ্চপলাশস্য প্রচুরম্পুষ্পং বভূব চ পলাশস্য।
স্মরনীচপলাশস্য প্রাশ্যাধ্বগপিশিতচারুচপলাশস্য॥ ৭॥
ঋতৌ বভুর্নিশাহ্বয়া বিভা বিভা বিভা বিভাঃ।
কলাশ্চ তেষু সৎপতেরদা রদা রদা রদাঃ॥ ৮॥

তখন সূর্য্যদেব শস্যমঞ্জরীর অগ্রভাগস্থ শোভা অপেক্ষা অধিকতর শোভাময় বি
দ্বারা সেই কমলিনীকে বিকাসিত করিলেন; তাহা দেখিয়া অলিকুলের মধুপানে
অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল॥ ৩॥ সেই বসন্তঋতুতে বসুন্ধরা সারসকু
কাকুধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল, কুরবকবৃক্ষে অঙ্কুরোদ্গম হইল এবং স্বচ্ছ
পদ্ম সকল বিকম্পিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিল। বস্তুতঃ বসন্তকা
স্বচ্ছজল কাহার চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ না হয়? ৪॥ তখন মহাপ্রতাপশ
দিবাকরের তেজ নিরতিশয় প্রখর হইয়া উঠিল এবং হিমানীপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বি
হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। সেই সময় কামদেব চারিদিকে বিষধর সদৃশ ব
সন্ধান করাতে অভিমানী নলরাজা সূর্য্যতেজে ও কন্দর্পবাণে কাতর হইয়া প
লেন; সুতরাং বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতে সমর্থ না হইয়া গৃহাভ্যন্তরেই ব
করিতে লাগিলেন॥ ৫॥ তখন চম্পকমুকুল যেন অনঙ্গসূচির ভাব ধারণ পূ
ধরাতলে সকলকে প্রহারবেদনা প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং বিরহী দম্পতিগ
প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইল॥ ৬॥ উচ্চপত্র পলাশতরুতে ভূরিপরিমাণে পুষ্প সঞ্চ
হইতে লাগিল; ঐ সকল পুষ্পকে তখন লালসাবিশিষ্ট কামরূপ মাংসাশী রাক্ষ
ভক্ষণযোগ্য, পথিকজনের স্বাদু মনোরম মাংস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল॥
এইরূপে মনোহর বসন্তঋতু চারিদিকে নিজ শোভা প্রসারিত করিলে রাত্রি
গজরাজি এবং চন্দ্রকলা ভার্য্যাবিরহিত লোকের হৃদয়-বিদারক দণ্ডরূপে শো
[illegible] বিরহী [illegible] কামোৎসব সম্পাদন ক

ইহ ললনাশোকালিপ্রদেন যেনাত্মমদবিনাশোঽকালি।
কামেনাশোকালিস্বনচ্ছলৃতিভিঃ স দিক্ষ্ নাশোঽকালি ॥ ৯ ॥
স্মরস্য যুদ্ধরঙ্গতাং রসা রসা রসা রসা।
জিতা বিয়োগিনঃ সমুন্নতে নতে নতে নতে ॥ ১০ ॥
নুন্নমনা মধুনা নাশ্রয়তি মৃতিং কো বিনাঙ্গনামধুনা না।
ইতি ললনা মধু মানাবিধমধয়ৎ কিল তদর্থনামধুনানা ॥ ১১ ॥
পিকো পিকো পিকো পিকো বিয়োগিনীরভৎর্সয়ৎ।
বচাংসি ভঙ্গমালপন্বিতা নিতা নিতা নিতাঃ ॥ ১২ ॥
শ্রীরাপি কলাপেন প্রবৃদ্ধমাম্রাবলিষু পিকলাপেন।
ন কলাপিকলাপেন প্রণর্ত্তনমকারি বাগপি কলাপে ন ॥ ১৩ ॥
সহকারবৃতে সময়ে সহকা রহণস্য কে ন সম্মার পদম্।
সহকারমুপরি কান্তৈঃ সহ কা রমণী পুরঃ সকলবর্ণমপি ॥ ১৪ ॥

সে বাসনাবিরহিত হইলেও সমন্তাৎ অশোকতরুস্থিত ভ্রমরকুলের গুঞ্জনরূপ হু
হেতু কামশরে সংবিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ এই সময়ে বিরহী পুরুষেরা কামকর্ত্তৃক
প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ বিরহিণী কামিনীদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া কামোৎ
সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ এই সময়ে চারিদিকে সারসকুল ভ্রমণ করা
বসুমতী অতিশয় শোভনদর্শন হইয়া উঠে; যেন কামদেবের রণরঙ্গস্থল ব
বোধ হয়। এইরূপে সেই বসন্তকালে সম্যক্ প্রতাপবান্ কাম কি সস্ত্রীক,
প্রিয়তমাবিরহিত সকল ব্যক্তিকেই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০ ॥ এই সম
পুরুষমাত্রেই বসন্তপ্রভাবে চপলচিত্ত হইয়া বিনা রমণীতে জীবনধারণে অসম
হইয়া মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করে। মহিলাকুলও নায়কবৃন্দের প্রার্থনায় অসম্ম
না হইয়া নিজে সুধাপান পূর্ব্বক তাহাদিগকেও অধরসুরা পান করায় ॥ ১১ ॥

এইরূপে বসন্তের আবির্ভাব হইলে এক একটি কোকিল ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব
ভঙ্গিমামিলিত আলাপ সহকারে বিরহিণীকুলকে যেন তিরস্কার করিতে প্রবৃ
হইল ॥ ১২ ॥ তখন চন্দ্রমা নিরতিশয় শোভা ধারণ করিলেন, কোকিলকুলে
আলাপে সহকারবৃক্ষ সকল আকুল হইয়া উঠিল এবং ময়ূরগণ সমবেত হই
কেকারব ও নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৩ ॥ এই সহকার-কুসুম-শোভি
বসন্তকালে কোন ব্যক্তি প্রিয়তমার বিরহজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে পারে ? অ

অধিগতকামধুরাগাদগমেত্য ভ্রমরপটলিকা মধুরাগাৎ।
পীত্বোৎকা মধুরাগাৎ দ্রুতমকৃত ততঃ শ্রিয়োঽধিকা মধুরাগাৎ
ন সমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥ ১৬॥
গতমত্র চ যেন গৃহাদসমুত্তরতাঽন্তরতান্তরতান্তরতাম্।
পর এব বিকার ইয়ায় বৃহত্তমসন্তমসন্তমসন্তমসন্॥ ১৭॥
ক্রুধি কান্তবশং নবদামসমাপনয়াপনয়াপ ন যাপনয়া।
তমৃতেঽনুশয়েন চ তামশনৈরবতা রবতা রবতা রবতা॥ ১৮॥
নভসো বিবরং কুসুমেক্ষণভাগতরো গতরো গতরোঽগতরো।
বদ কান্তমবক্ষ্য যথাত্থ মধাবরমেব রমেব রমে বর মে॥ ১৯॥

কোন্ কামিনীই বা ছলপূর্ব্বক হকারযুক্ত পদ (কলহ) স্মরণ করিয়া ি
থাকিতে সমর্থ হয়? (এ সময়ে প্রিয়তমের সহিত কলহ হইলেও রমণীরা
ভুলিয়া যায় এবং বল্লভকে লইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হয়)॥ ১৪॥ মধুপকুল এই ঋ
প্রীতিবশতঃ কুসুমমধু পান করিয়া আশু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে এবং ক
আজ্ঞা বহন পূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া শ্রুতিসুখকর গুঞ্জন করিতে
হয়; সুতরাং এই ঋতু মনোহারিণী শোভা ধারণ করে॥ ১৫॥ এই
বিচরণশীল জলদজাল বাসন্তিক গগনে উদিত হইলে গগনমণ্ডলকে নির
মদোন্মত্ত ভ্রমরকুলসমাকীর্ণ বলিয়া ভ্রম জন্মে; সুতরাং কামুকেরা তাহা'
যেন মানসস্থিত অভিমানী বন্ধুর সমাগম প্রাপ্ত হয়॥ ১৬॥ এই সময়ে যে
স্থানান্তরে গমনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হয়, সে নিতান্ত বিবেচনারহিত ও অ
কারণ, সুরতক্রীড়া সম্যক্‌রূপে সমাপ্ত না হওয়াতে তাহার হৃদয় মদ
নিরতিশয় বিকারে অভিভূত হইয়া পড়ে॥ ১৭॥ এই সময়ে যে রমণী ক্রো
বশীভূত হয়, তাহার নীতিজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। কারণ, নবীন কুসুমমালা
পরিসমাপ্ত করিয়া প্রিয়তমের নিকট সুখে কালযাপন করিতে পারে না;
কন্ত প্রিয়তম বিনা তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া মৌনভাবে অব
করিতে হয়॥ ১৮॥ 'হে পর্ব্বতোপরিস্থ বৃক্ষরাজ! তুমি পুষ্পরূপ নয়নে বি
এবং নীরোগশরীরে গগনবিবর পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া রহিয়াছ; অতএব অ
[illegible] আমি এই বসন্তঋতুতে রমার ন্যায় তাঁহার সহিত ি

শ্রিতেতি গামনাগতস্বস্বন্ধুকা মনাগতঃ।
পরাপ নাম নাগতস্ততাম কামনাগতঃ॥ ২০॥

কা ললনা দিবসন্তং কুসুমশরমসোঢ় হৃদ্যনাদি বসন্তম্।
অলিভিরনাদি বসন্তং দৃষ্ট্বা যত্রাত্মনোঽর্থনাদিব সন্তম্॥ ২১॥

স্বয়মথ মন্দারিতয়া যুক্তো যুক্তং নলঃ স মন্দারিতয়া।
আরামন্দারিতয়া মদনেন ধিয়াপদ্দুত্তমন্দারিতয়া॥ ২২॥

অনুব্রতা সমাননং সমানননন্দ ভীমজা।
তমিন্দুনা সমাননং সমানননন্দনে বনে॥ ২৩॥

ইহ রুচিরামাবলয়স্ব দৃশমিতি পৃথক্ প্রিয়স্য রামাবলয়ঃ।
প্রাপ্তারামা বলয়স্ফুরো গিরা যদুদরেঽভিরামা বলয়ঃ॥ ২৪॥

নবকুসুমানমনাগা গন্তুং নৈচ্ছৎ পরা সমানমনা গাঃ।
অজনি পুমানমনাগাশ্রিত্য স সৎকুসুমদানমানমনাগাঃ॥ ২৫॥

করিব॥ ১৯॥' যাহার নিজ প্রিয়তম নিকটে উপস্থিত হয় নাই, এরূপ ে নায়িকাপ্রধানা এই প্রকারে বিলাপ করিয়া উন্মাদ ও কামপীড়ায় পীড়িত হ গিরিতরুর শরণাগত হইলে সেই বৃক্ষরাজের নিকট হইতে কোন উত্তর ও হইল না; সুতরাং সে কামরূপ কালভুজঙ্গের বিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল॥ ২ এই ঋতুতে ভ্রমরবৃন্দ মধুরস্বরে গুন্ গুন্ ধ্বনি করে, বোধ হয় যেন, উহা বস ন্যায় আপনাদের তুল্য মদমত্ত দেখিয়া কেলি প্রার্থনা করিতেছে। এই স রমণীকুলের হৃদয়ে নিরন্তর দারুণ কামশর অবস্থিতি করে; সুতরাং তাহ কি প্রকারে তাহা সহ্য করিবে? ২১॥

তদনন্তর নিঃশত্রু নলরাজা আপনার প্রিয়তমার সহিত মন্দারতরুরাজিসজ্জি উদ্যানে গমন করিলেন॥ ২২॥ তখন সৌন্দর্য্যরাশিবিমণ্ডিতা দময়ন্তী চন্দ্রো মুখকান্তি নলের অনুগমন পূর্ব্বক নন্দনবনসদৃশ উপবনে উপস্থিত হইয়া হর্ষ বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৩॥ 'সুন্দরি! তোমার মোহন লোচনযুগল সম সঞ্চালন পূর্ব্বক এই বনশোভা দর্শন কর', প্রিয়তমেরা এই কথা বলিলে ব বিমণ্ডিতা, উদরদেশে ত্রিবলিধারিণী অন্যান্য কামিনীরাও ক্রমে ক্রমে সেই উদ্য উপস্থিত হইল॥ ২৪॥ ইতিপূর্ব্বে প্রিয়তমেরা অপরাধ করাতে অন্যান্য কতক অভিমানিনী রমণী নবপুষ্পভারাবনত তরুরাজিমণ্ডিত সেই উদ্যানে যখন গ করিতে বাসনা করিল না, তখন তাহাদের প্রিয়বল্লভেরা নিজে নিজে পুষ্প

রুষিতং সখি ! সাদমমুষ্য লসত্তনুস্তেতমুত্তে তনু তে তনুতে।
ন ন বাননবাননবাননবাগিহ তে চরণে মৃতিমেষ্যতি সঃ॥ ২৬
অপি চৈত্য নগানবতানবতা নবতা ন বতাহস্তুতরা মধুনা।
ইহ সৌখ্যমগোচরমাচর মা চ রমা চরমাহস্তু ন রম্যতরা॥ ২৭
ইতি লালিকয়াহলিকয়াতকচৈরতিকালিকয়ালিকয়া কথিতা
দয়িতং সময়া সময়াদপরা ব্যহরৎ স ময়া সময়া চ তয়া॥ ২৮
অতিরুচিমানস্তবকঃ সরস্তটোহয়ং বিচীয়মানস্তবকঃ।
ইহ খলু মানস্তব কঃ প্রিয়ামিতি পরোহনয়ৎ সমানস্তবকঃ॥ ২

করিয়া তাহাদের হস্তে প্রদান করিল; তখন সেই সকল কামিনী প্রীত
অভিমান পরিত্যাগ করিল॥ ২৫॥

কোন দূতী নায়ক কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সখীর নিকট গমন পূর্ব্বক
হে প্রশংসনীয়রূপবতি! তুমি কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেও
প্রিয়তমের বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহার মুখ শুকাইয়া যায়, সে তোমার স্তা
করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তোমার পদে জীবনসমর্পণ পূর্ব্বক কোনরূপে প্রা
করে; নতুবা কামশরে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত॥ ২৬॥ হে সখি! এই বসন্ত
বৃক্ষ প্রভৃতিতে যে নবীনতা দৃষ্ট হয়, ইহার কি হ্রাস হইবে না? বস্তুতঃ
পর উহার আর এ প্রকার শোভা থাকিবে না; সুতরাং তুমি এই সময়ে
বল্লভের সহিত মিলিত হইয়া সুরতসুখভোগে প্রবৃত্ত হও। এখন ে
অভিমানভরে থাকা উচিত নহে॥ ২৭॥

কোন যুবতী সখীর এইরূপ কথায় মুগ্ধ হইয়া প্রিয়তমের নিকট উপস্থিত হ
তখন সেই কামুক পুরুষ প্রিয়তমার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইল; বিহার
কপোলদেশে কুন্তল পতিত হওয়াতে নায়িকার বদনদেশ শ্যামলতা
করিল॥ ২৮॥

কোন নায়ক আপনার অভিমানবতী প্রিয়তমাকে সম্বোধন করিয়া ব
সুন্দরি! দেখ, ঐ শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন সরোবরতীর কেমন মনোহারিণী
ধারণ করিয়াছে। উহা কুসুমগুচ্ছে বিমণ্ডিত; একটিমাত্র বকপক্ষী উহার
দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; এ স্থানে তুমি কেন মানভরে অবস্থিতি করিতেছ?
[illegible] সেই [illegible] নানারূপ [illegible] প্রণয়িনীকে বশবর্ত্তিনী করিয়া

অরুণতরপরাগস্য প্রসবং প্রৈক্ষিষ্ট ন পুনরপরাঽগস্য।
হসিতৈরপরাগস্য শ্বৈস্তিস্তৈত্স্যাপি লবেপ্স্যুরপরাগস্য ॥ ৩০ ॥
অবেক্ষ্য পল্লবালয়ানগান্ শ্রিতালবালয়া।
লতাতয়েব বালয়া বভেঽন্যয়া ববাল যা ॥ ৩১ ॥
ব্রততীনামালীনাং মধ্যেঽন্যো ব্যচিনুতাঽঙ্গনামালীনাম্।
অপ্যেনামালীনাং স্মিতাচ্চ জানন্ মদাচ্চ নামালীনাম্ ॥ ৩২
কমিতুঃ কলুষাক্ষিসুখার্থনভাগপরাগপরাগপরাগপরা।
স্থিতিমাপ তথৈব হৃতঃ স পুমাননয়াননয়ানবয়া ন ন যা ॥ ৩৩
স্বমনেনসমায়তয়া ব্যধিতাগঃ স্বৈব কশ্চন সমানয়তয়া।
ঋতুমানসমায়তয়া তস্মৈ নাক্রোধি জীবনসমায় তয়া ॥ ৩৪ ॥

ভরে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৯ ॥ একটি বৃক্ষ অরুণবর্ণ কুসুমরেণুতে প
পূর্ণ ছিল, কোন রমণী সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া হাস্য করাতে তা
হাস্যচ্ছটায় পুষ্পগুলিও শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল; সে তখন আর অরুণবর্ণ
দেখিতে না পাইয়া যার পর নাই বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥ কোন যো
রূপসী নবপল্লবশোভিত বৃক্ষ দেখিয়া উৎসুকচিত্তে পল্লব আনয়নের জন্য যে
তাহার আলবালের উপর দণ্ডায়মান হইল, অমনি বোধ হইল যেন, একটি লতি
দণ্ডায়মান হইয়া শোভা পাইতেছে; যেন ঐ লতিকা সেই তরুরাজকে আ
করিয়া উঠিয়াছে ॥ ৩১ ॥ কোন রমণী একটি লতাকুঞ্জের মধ্যে সখীগণের সহি
হাস্যকৌতুকে লুক্কায়িত ছিল, ভ্রমরেরা মদভরে গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছি
তাহার কামী প্রিয়তম তাহা জানিতে পারিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে তাহ
কট উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥ কোন কামিনী বৃক্ষের পুষ্পপরাগ দেখিয়া কো
ভাগে মুখ উত্তোলন করিয়াছে, অমনি সেই পরাগ দ্বারা তাহার নেত্রদ্বয় ক
ত হইল; সে তখন প্রিয়তমের নিকট উপস্থিত হইয়া চক্ষুমধ্যগত পরাগ বাহি
রিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার জন্য প্রার্থনা করিল এবং প্রিয়বল্লভের দিকে ভঙ্গি
কোরে মুখ বাড়াইয়া দিয়া তাহার চিত্ত বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ৩৩ ॥ কো
মুক প্রণয়িনীর নিকট অপরাধ করিয়া নানারূপ কপটতাজাল বিস্তার পূর্ব
পনার অপরাধের ক্ষালন করিতে আরম্ভ করিলে সেই সরলা অবলা প্রাণে
ব প্রিয়বল্লভের প্রতি [illegible]

অভবদনেনা না বিস্ময়দোঽন্যো মানিনীজনে নানাবি।
অতিসুজনেনানাবিস্খলনং, যদুপবনমনেনানাবি ॥ ৩৫ ॥
জনাদসোঃ সমানতঃ পদাহতিং সমানতঃ।
পরো দধৌ সমানতঃ স্বমূর্দ্ধ্নি ভাসমানতঃ ॥ ৩৬ ॥
তনুচ্ছটোত্তমালয়া তয়া ভুবোত্তমালয়া।
অহারি শীতমালয়ানিলাবধূতমালয়া ॥ ৩৭ ॥
শ্রিতলসদারামাভিঃ প্রাপ্যেতি জনো বিহৃতিমুদারামাভিঃ।
আরাদারামাত্তিস্ফুরিতসরোজং সরস্তদা রামাভিঃ ॥ ৩৮ ॥
কিমপঃ সরসীমা যা ধাম গুণামৃতপ্রসরসীমায়াঃ।
দ্রুতমিতি স রসী মায়াত্যক্তো ভৈম্যা নলশ্চ সরসীমায়াৎ ॥ ৩
গতপঙ্কাঃ সারস্য শ্রিয়োঽস্য জহ্রুর্মনোধিকাঃ সারস্যঃ।
অপি কোকাঃ সারস্থস্থিতাঃ কুরর্য্যশ্চ হংসিকাঃ সারস্থঃ ॥ ৪০
কা ক্ষতিরস্তি মিতাভিঃ স্ফুটমস্তির্বিহৃতিরস্তিমিতাভিঃ।
অনতিতরস্তিমি তাভিঃ কমেত্য যদশক্ষি ধৃতিভিরস্তিমিতাভিঃ।

আবার কোন কামুক নানারূপ পক্ষিকুল-সমাকীর্ণ কাননের বর্ণনা দ্বারা উৎপাদন পূর্ব্বক প্রিয়তমার নিকট নিরপরাধ হইল ॥ ৩৫ ॥ কোন স্থানে কামুক পুরুষ প্রাণসদৃশী প্রণয়িনীর গর্ব্বসহকৃত পদাঘাতও প্রসাদের ন্যায় ধারণ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ যে স্থানে সুগন্ধী শীতল মলয়পবন বৃক্ষ কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হয়, যে স্থানে তমালতরুশূন্য উদ্যান শোভা পায়, সকল স্থানস্থিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিনীগণ কাননে আসিয়া প্রিয়তম সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই প্রকারে কামী পুরুষেরা শোভমান শ্রয়কারিণী প্রিয়তমাগণের সহিত সম্যক্‌রূপে কেলি করিতে করিতে নিব বিকসিত পদ্মদলশোভিত সরোবরে গমন করিল ॥ ৩৮ ॥

তখন নলরাজা প্রিয়তমা পত্নী দময়ন্তীকে কহিলেন, 'হে অশেষগুণসুধা জলবিহারে কি তোমার ইচ্ছা হয়?' এই বলিয়া দন্তবিরহিত নরপতি নল নন্দিনীর সহিত সরোবরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ সরোবরের স্বচ্ছ অত্যন্ত দেখিয়া নলের চিত্ত বিমুগ্ধ হইল। সরোবরে চক্রবাকী, কুররী, হংসী ও প্রভৃতি পক্ষিগণ শব্দ করিতে করিতে জলক্রীড়া করিতেছিল; তদ্দর্শনে ... তিনি

অলির্মিলৎপরাগতঃ সরোরুহাৎ পরাগতঃ।
মুখং মুদাপরাগতস্তদীয়মাপ রাগতঃ ॥ ৪২ ॥
অথ কামানলিনীনাং স্ত্রীণাং সংঘৈর্মনোরমা নলিনীনাম্।
বিধুততমা নলিনীনাং পংক্তির্বিততান সংভ্রমানলিনীনাম্ ॥ ৪৩ ॥
সরঃ শ্রিয়োঽস্তরঙ্গতঃ সরোজনৃত্তরঙ্গতঃ।
ভয়ং মহত্তরঙ্গতস্তনূজনস্তরঙ্গতঃ ॥ ৪৪ ॥
অথ নীরাৎ সারসতঃ ফেনপরীতাদ্যথাম্বরাৎ সারসতঃ।
অতিমুখরাৎ সারসতস্তীরমিতা স্ত্রীততিশ্চিরাৎ সারসতঃ ॥ ৪৫ ॥
স চোদয়াবলীনতঃ সমুৎপ্রভাবলীনতঃ।
নয়ন্ যযাবলীনতঃ পদং জনো বলীনতঃ ॥ ৪৬ ॥

রাদি-বিবর্জ্জিত সেই সরসীসলিলে উপস্থিত হইলে মৃদু মৃদু তরঙ্গ আসিয়া তা
দিগের অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল; তখন তাহারা মনে মনে এইরূপ বি
চনা করিল যে, এই সরসীসলিলে ভয়ের কোনই কারণ নাই; সুতরাং ইহা
বিহার করিতে ক্ষতি কি? এই প্রকার চিন্তা করিয়া সকলেই তথায় জলবিহা
প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১ ॥ তখন ভ্রমরেরা পরাগপূর্ণ কমলদল পরিহার পুরঃসর সৌর
লাভের ইচ্ছায় অনুরাগভরে আসিয়া অঙ্গনাগণের বদনপদ্মে উপবিষ্ট হই
লাগিল ॥ ৪২ ॥

অনন্তর কামাগ্নিদগ্ধ কামিনীবৃন্দ স্নানাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলে কমলিনী
কম্পিত ও ভ্রমরীরা ভীত হইয়া উঠিল; ভ্রমরীরা মনোহর গুঞ্জনে ঝঙ্কার করি
সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ॥ সেই সময়ে সরোবরের শোভ
পরিসীমা রহিল না। কমলদল নৃত্য করাতে (কম্পিত হওয়াতে) সেই রঙ্গভূ
স্বরূপ সরসীসলিলে তরঙ্গ উত্থিত হওয়াতে কামিনীগণ মনে করিল, জলগর্ভে কুম্ভী
কুল বিলোড়িত হইতেছে, এই ভাবিয়া তাহারা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ৪৪
এই প্রকারে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জলকেলি সম্পাদিত হইলে রমণীবৃন্দ শব্দায়মানসার
কুল-সমাকীর্ণ সারসসমাকুল গগনসদৃশ জলগর্ভ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ফে
পুঞ্জপরিব্যাপ্ত তটপ্রদেশে উপস্থিত হইল ॥ ৪৫ ॥ তদনন্তর সেই সমস্ত ত্রিবলী
বিরাজিত কামিনীরা অঙ্গসৌরভে ভ্রমরকুলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক সরসীতীর হই
উদয়গিরিস্থিত সূর্য্যপ্রভাভজা [illegible]

দিশ কামানঙ্গেহস্মস্তো মদনেষুবিক্লতিমানঙ্গেহহম্।
ইতি পরমানঙ্গেহং নলঃ ক্রিয়ামনয়দতিবিমানং গেহম্॥ ৪৭॥
অরুণমহস্তেনেন প্রাপি চ সোহস্তৈগুর্ণগ্রহস্তেনে ন।
ভাব্যম্বিহস্তেনেন স্ফুটমস্থ হি তদ্গতেহংশুস্তেনেন॥ ৪৮॥
যতো যতো যতো যতো রবের্মরীচিসঞ্চয়ঃ।
মহান্ধকারসঞ্চয়স্ততস্ততস্ততস্ততঃ॥ ৪৯॥
ছাদিতরবিতানেন প্রাপি চ কালেন সম্বরবিতানেন।
জিতরুধিরবিতানেন ব্যোম্না চ স্ফুরিতমুড়ুভিরবিতানেন॥ ৫০
অথোচ্ছ্রতোহম্বুরাজতঃ শ্রিয়ং খমাপ রাজতঃ।
যথা ঘটো ব্যরাজত স্মরাগ্রগঃ সরাজতঃ॥ ৫১॥
দধতং কালং কালংকালংকালং বিয়োগিনী শশিনং তম্।
অধ্বগকালং কালংকালং কাহলং প্রসমীক্ষিতুং প্রোদ্যন্তম্॥ ৫২

তখন নলরাজা দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমার সুকোমল কামশরে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং আমি এখন মদনদমনের অভিলাষ তুমি আমার সুরতবিষয়ক মনোরথ পরিপূর্ণ কর।' এই বলিয়া তিনি দময় চিত্রাদিবিশিষ্ট কামোদ্দীপক একটি কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন। ঐ গৃহের পুষ্পকবিমানকেও পরাভূত করিয়াছে॥ ৪৭॥

ইত্যবসরে সূর্য্যদেব সন্ধ্যারাগ প্রাপ্ত হইয়া অরুণবর্ণ ধারণ করিলেন, কা আর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন না; সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আদিত্যদেব কর্মা নিকট হইতে আপনার অংশুরূপ হস্ত অপসারিত করিয়া লইলেন॥ ৪৮॥ যে যে স্থান হইতে সূর্য্যকিরণ সরিয়া যাইতে লাগিল, সেই সেই স্থানই তিমিরজালে আবৃত হইয়া পড়িল॥ ৪৯॥ সন্ধ্যা সমাগত দর্শনে বিহগকুল স্বরে শব্দ করিতে লাগিল, অরুণবর্ণ সূর্য্যকিরণ তিমিরজালে আবৃত হইল, মালা দলে দলে নিজ আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং গগনতল নক্ষত্রমালায় বিরাজিত হইল॥ ৫০॥ ক্রমে ক্রমে চন্দ্রমা জলগর্ভ হইতে উত্থিত গগনতলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে চন্দ্রমা কামরাজের কালীন পুরোবর্ত্তী রজতকুম্ভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৫১॥ প্র

— — শরিত সে

ক্ষরত্তুষারশীকরাঃ প্রবুদ্ধকৈরবাকরাঃ।
ততো জজৃম্ভিরে করা জগৎসু শার্ব্বরীকরাঃ॥ ৫৩॥
বধূস্তদামুনিন্যিরে নয়েন যেন যেন যে।
বশং নরোঽনয়ন্ সমুন্নতেন তেন তেন তে॥ ৫৪॥
সহাসহাবমাদরৈঃ সহাঽসহাঃ স্মরস্য তে।
সুরাসুরা যথাঽমৃতে সুরাসু রাগমাদধুঃ॥ ৫৫॥
মধু প্রপীয় চাভবন্ নতানতা ন তা ন তাঃ।
রমা রমার মারমাকুলে জনেঽত্র হালয়া॥ ৫৬॥
ভ্রমরৈর্দ্রাগস্তানি প্রপীয় চ মধূনি সানুরাগস্তানি।
দত্তনিরাগস্তানি প্রাপচ্ছয়নঞ্জনস্তরাগস্তানি॥ ৫৭॥
সসমুদ্রমহেলাভিস্ফুরিতগুণাভিস্ততঃ স্মরমহেঽলাভি।
শ্রীঃ প্রবরমহেলাভিস্তথৈব যুবপঙ্‌ক্তিভিঃ পরমহেলাভিঃ॥ ৫৮॥

। বিরহিণীই সমর্থ হইল না অর্থাৎ চন্দ্রমাকে উদিত হইতে দেখিয়া বিরহিণী শরে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল॥ ৫২॥

অনন্তর চন্দ্রমার কিরণজালে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল; ঐ কিরণসমূ ত হিমবিন্দু সকল ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং উহা প্রাপ্ত হওয়াতে কুমুদশ্রে সিত হইয়া উঠিল॥ ৫৩॥ তখন যে যে পুরুষ যে যে উপায়ে প্রিয়তমাগণে য় করিতে আরম্ভ করিল, সেই সেই উপায়েই সেই সেই ব্যক্তি তাহাদিগ ত করিতে সমর্থ হইল॥ ৫৪॥ দেবদানবেরা যেমন অমৃতের প্রতি আদ নি করেন, কামুকী রমণী সেইরূপ কামদমনে অসহিষ্ণু হইয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে সুরার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া উহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৫৫॥ সকল অঙ্গনারা মধুপান করাতে কেহ বা বিনম্র ভাব ধারণ করিল, কেহ জিত হইয়া উঠিল। রমণী যদি অনঙ্গশোভায় সুশোভিতা হয়, তা ল সুরাপান করিলে তাহার শোভা আর একরূপ হইয়া উঠে॥ ৫৬॥ ভ্রমরের আশু পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যাহা পান করিলে অপরাধ ভুলিয়া যাওয় কামী ব্যক্তিরা সেই সুরা পান করিয়া আশু বিতানসংযুক্ত শয্যাতল আশ্র ল॥ ৫৭॥ সসাগরা ধরাতলে যাহাদিগের গুণরাজি প্রথিত, যাহারা মোহ ব লীলাবিলাসে বিমণ্ডিতা, সেই সকল অঙ্গনাকুল মদনোৎসবে মত্ত হইয়

তয়ার্দ্রধীরমায়য়া মুদামনারমায়য়া।
নলো বিহারমাযযাবধঃকৃতা রমা যয়া ॥ ৫৯ ॥
সাশঙ্কামায়াসীৎ কৃতিনী ভৈমী নলস্য কামায়াসীৎ।
কামনিকামায়াসী দ্যুতিস্তদিষ্টাং স চাধিকামায়াসীৎ ॥ ৬০ ॥
ইতি নানামায়ানাং নলঃ কলিভুবাং বলেন নানামায়ানাম্।
ব্যসনানামায়ানান্নিধিররমদ্রাজ্যজন্মনামায়ানাম্ ॥ ৬১ ॥
স্বয়ংবরাদনন্তরং মহী মহীমহীনধীঃ।
ররক্ষ নৈষধস্তদা ররাজ রাজরাজরাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাসকৃতে নলোদয়ে সৎকাব্যে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

—০ঃ০—

অথ সুরবৃষভাঃ স্বরতঃ প্রেক্ষ্য কলিং প্রস্থিতা মহাদ্ভাস্বরতঃ
যঃ কৃতিষু শুভাস্বরতঃ পপ্রচ্ছুস্তদ্‌গতিং ঘননিভাঃ স্বরতঃ ॥ ১

অধিকারী হইয়া উঠিল ॥ ৫৮ ॥ শৃঙ্গাররসে নলরাজার বুদ্ধি আর্দ্র (স্নিগ্ধ বা
হইয়া উঠিল; তিনি সতত সুখসৌভাগ্যশালিনী অকপটহৃদয়া দময়ন্তীর
বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দময়ন্তী রূপ ও সৌভাগ্য দ্বারা কমলাকেও প
করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ অকপটহৃদয়া পুণ্যশীলা দময়ন্তী এই প্রকারে নলের
রথ পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে, নিরতিশয় কামপীড়িত নলও দ
বাসনাধিক বিহার দ্বারা তাঁহার মনোভিলাষ পূরণ করিতে লাগিলেন
বিবিধকপটতার কারণস্বরূপ কলি কর্তৃক যতদিন বিপদের সঞ্চার না হয়, ত
রাজ্যোৎপন্ন বহুবিধ অর্থের আধারস্বরূপ নরপতি নল এই প্রকারে পর
বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥ এইরূপে মহামতি নলরাজা স্বয়ংবরে
হইতে কুবেরসদৃশ ধনের ঈশ্বর হইয়া মহোৎসবসহকারে বসুন্ধরা শাসন
বিরাজমান রহিলেন ॥ ৬২ ॥

এ দিকে সমুদ্ভাসিত স্বয়ংবর-মহোৎসব হইতে জলদগম্ভীর-স্বরসম্পন্ন ই
দেবশ্রেষ্ঠগণ যখন সুরধামে প্রস্থান করেন, তখন শুভকার্য্যবিমুখ কলিকে প

নলোদয়ঃ।

যশসামায়ামিতয়া হৃতঃ শ্রিয়া ভীমদুহিতৃমায়ামিতয়া।
তদধিগমায়ামিতয়া স্পৃহয়াস্থ মনুষ্যমায়ামি তয়া॥ ২॥
ইতি বিকলো মায়ায়াস্তদুক্ত উচে জনোঽমলো মা যায়াঃ।
শুভশীলোঽমায়ায়াঃ স্থিতো নলোঽস্যা বরোঽনুলোমায়ায়াঃ॥
বচ ইতি বস্বাদিভ্যঃ শ্রুত্বা কলিরুৎসবাসবস্বাদিভ্যঃ।
মখসর্ব্বস্বাদিভ্যশ্চুকোপ দোষাৎ স মদভুবঃ স্বাদিভ্যঃ॥ ৪॥
প্রবলতমানবলতয়া সংযোজ্য নলে সুরোত্তমানবলত যা।
তেনামা নবলতয়া তরুণেব তয়াস্তুতাং ন মানবলতয়া॥ ৫॥
ইতি বলবানন্তরতঃ কলিঃ কিলৈতজ্জগাদ বানন্তরতঃ।
অবহিতবানন্তরতঃ সমৃদ্ধিষু নলস্য বিবিশিবানন্তরতঃ॥ ৬॥
সোঽথ সদা রোদরতঃ পুষ্করবিজিতো নলঃ সদারো দরতঃ।
ব্যাজাদ্দারোদরতঃ স্বপুরান্নির্যাতবানুদারোদরতঃ॥ ৭॥

কলি কহিল, নিরতিশয়কীর্ত্তিমতী দময়ন্তীকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় মর্ত্ত্যে গমন করিতেছি। শুনিয়াছি, যেন স্বয়ং কমলা সেই সৌন্দর্য্যশালিনী দময়ন্তী অবতীর্ণা হইয়াছেন॥ ২॥

কলির মুখে এই কথা শুনিয়া দেবগণ কহিলেন, গৌরীতুল্য সৌভাগ্যশালি অকপটহৃদয়া, শুভাদৃষ্টবতী দময়ন্তী সুচরিত নলরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে তুমি আর তথায় গমন করিও না॥ ৩॥

যজ্ঞসর্ব্বস্ব ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের মুখে এই কথা শুনিয়া নিজ স্বভাবদোষে ক হৃদয় ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িল॥ ৪॥ তখন সে এই বলিয়া দারুণ অভি প্রদান করিল যে, 'যে নারী নিজ দর্পে দর্পিত হইয়া প্রবলপ্রতাপ সুরকু পরিহার পুরঃসর হীনশক্তি তুচ্ছ মনুষ্যের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে, নবীনল যেমন তরুবর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, সেই দময়ন্তীও সেইরূপ নলের সহিত বি প্রাপ্ত হউক্॥' ৫॥ মহাবল কলি এই প্রকারে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক ক্ষণ সাবধানে থাকিয়া নলরাজের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে এই ত কাননপথে যাইতে যাইতে নলের ছিদ্র পাইয়া তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল

পুষ্কর নামে নলরাজের এক ভ্রাতা ছিলেন, কলি নলশরীরে প্রবেশ কা সেই পুষ্কর দ্যূতক্রীড়ায় নলকে পরাভূত করিয়া তাঁহার সমগ্র রাজ্য অপ করিলেন। তখন নল [illegible]

অসমানানাহারিঃ স্বৈনং শব্দাংশ্চ কিমমুনা নাহারি।
অপি তেনানাহারি ভ্রান্তস্তুষণমপাস্য নানাহারি ॥ ৮ ॥
শুচমকরোদন্যস্য ভ্রমন্নলঃ পথি পদং সরোদন্যস্য।
ন চ পুনরোদন্যস্য ত্রাণায়াভূৎ পরস্পরোদন্যস্য ॥ ৯ ॥
নাস্য রমা নাবাসস্তচ্চ খগা জহ্রুরর্থ্যমানা বাসঃ।
অপি মদমানাবাস স্বরোষজলধিং তরন্ ক্ষমানাবা সঃ ॥ ১০ ॥
তাপশতেন বসা নৌ দ্রবেদিতীমৌ নগাবৃতেঽনবসানৌ।
চেলাস্তেন বসানৌ চেরতুরেকেন পর্ব্বতে নবসানৌ ॥ ১১ ॥
তদ্‌বাসঃ স্বাপায়ান্নীতিরিয়ং চেতি বিপদি সস্বাপায়াম্।
নিজবাসঃ স্বাপায়ান্নিকৃত্য তামমুঞ্চদিহ সস্বাপায়াম্ ॥ ১২ ॥

আপনার বিশাল রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৭ ॥ শক্রুরূপী পুষ্কর তখন নলরাজকে নানারূপ অবক্তব্য কটূক্তি দ্বারা তিরস্কৃত করিয়া তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি হরণ করিয়া লইলেন। নল হারকুণ্ডলকেয়ূরাদি অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভার্য্যাসমভিব্যাহারে অনাহারে কাননে কাননে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥ কণ্টকসমাকুল আরণ্যপথে ক্রন্দন করিতে করিতে যখন তিনি প্রস্থান করেন, তখন দর্শকবৃন্দও শোকে কাতর হইয়া উঠিল। তৃষ্ণার সময় পানীয় বা ক্ষুধার সময় নলকে অন্ন দেয়, এমন লোক কেহই ছিল না ॥ ৯ ॥ এই-রূপে নল শ্রীহীন ও গৃহহীন হইয়া পড়িলেন। কোন সময়ে দময়ন্তী (কতকগুলি হংসকে দেখিতে পাইয়া) তাঁহার নিকট ঐগুলি ক্রীড়ার্থ ধরিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলে নল সেই পক্ষীদিগের উপর আপনার বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; (কলি কর্ত্তৃক মায়াগঠিত) সেই হংসেরা বস্ত্রসমেত উড়িয়া পলায়ন করিল। তখন নলরাজ ক্ষমারূপ তরণীসহায়ে আপনার রোষসাগর পার হইয়া অভিমান বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ১০ ॥ প্রখর রৌদ্রতাপে আমাদিগের বসা ও মেদ প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া যাইবে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি একখানিমাত্র বস্ত্র উভয়ে পরিধান পূর্ব্বক নবীনশৃঙ্গ-সমন্বিত তরুরাজিরাজিত পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

এই প্রকার বিপত্তিকালে কলিপ্রভাবে নলের বুদ্ধি বিমোহিত হইল। 'ইহা উত্তম নীতি', (এই কার্য্যই এখন কর্ত্তব্য) এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন করিয়া দুরদৃষ্টভাগিনী, নিঃসহায়া, নিদ্রিতা দময়ন্তীকে

• বভ্রামানন্তেন শ্রমেণ কলিনা বিধূয়মানস্তে ন।
স হি রিপুমানস্তেনঃ স্বভাগ্যদোষাঃ ক্ব সমহিমানস্তেন ॥ ১৩॥
মৃগকুলমারসদাবিশ্রমমভিতাপাতুরো মমার সদা বিঃ।
স্ফুরিততমা রসদা বিস্তৃতা নগা যত্র বিপিনমার সদাবি ॥ ১৪॥
শোকভরোদস্তেন শ্রুতঃ স চ নলাদ্রবেতি রোদস্তেন।
দ্রুতিমকরোদস্তেন স্বয়মিত্যাচে ভয়ং পুরোঽদস্তেন ॥ ১৫॥
ক্ব ভবান্ শংসত্বস্যত্বাপদমিত্যাশ্রয়োঽনৃশংসত্বস্য।
তদ্দেশং সত্বস্য প্রাপ নলঃ সত্বরো ভৃশং সত্বসা ॥ ১৬॥
অথ পবনাশময়ন্তং ক্বাপি দবাগ্নৌ দদর্শ নাশময়ন্তম্।
স্ববলেনাশময়ন্তং রুজমজিঘৃক্ষচ্চ পুনরনাশময়ন্তম্ ॥ ১৭॥

মধ্যে পরিত্যাগ পুরঃসর প্রস্থান করিলেন ॥ ১২॥ শত্রুগর্ব্বাপহারী নল নিরন্তর প্রয়াস ও পরিশ্রম সহকারে ভ্রমণ করিতে করিতে কলির প্রভাবে অবসন্ন ও দগ্ধ-হৃদয় হইয়া উঠিলেন। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলেই তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিল। কেন না, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই সর্ব্বস্থানে বলবান্ হয়; নতুবা এরূপ ধরণীধর নরপতি নল রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া একাকী অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিবেন কেন? ১৩॥

অনন্তর নলরাজা দাবাগ্নিপ্রজ্বলিত এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় মৃগকুল অবিশ্রান্তভাবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে জলাভাবে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; পক্ষিগণ তাপসন্তপ্ত ও ক্লান্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে; দীর্ঘশাখ সরস বৃক্ষসকল অগ্নিতাপে বিদীর্ণ হইয়া সশব্দে ভূতলে নিপতিত হইতেছে; এইরূপ ভীতিপ্রদ গহনবনে রাজা নল উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪॥

এইরূপে নলরাজা শোকভরে উদ্‌ভ্রান্তভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার কর্ণে এই আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল যে, 'হে নল! সত্বর আগমন কর।' তখন নলও উত্তর করিলেন, 'হে অনাথ! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই॥' ১৫॥

করুণাসাগর নলরাজা অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়া 'কোথায় তুমি? তোমার বিপদ্ দূর হউক', এই বলিতে বলিতে সেই আর্ত্তনাদকারীর উদ্দেশে দাবাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬॥ তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, কর্কোটনাগ দাবাগ্নিতে পতিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে; নিজ শক্তিপ্রভাবে দাবাগ্নি হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেছে না; সে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তখন নল-রাজা (পরিত্রাণ করিবার জন্য) তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৭॥

স চ ধৃতনাগস্তেন স্ববিষেণ বিরূপিতো মনাগস্তেন।
সহিতোঽনাগস্তেন প্রোক্তশ্চাত্মাস্তু বেদনাগস্তে ন ॥১৮॥
স্যাত্তরসা কল্যান্তে বপুরমুনাত্তেন বাসসা কল্যান্তে।
যে যশসা কল্যান্তে গুণোদয়ৈর্দধতি ভূতিসাকল্যান্তে॥ ১৯ ॥

তখন নল কর্কোটকে ধরিয়া কিঞ্চিৎ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময়ে (নলে হিতৈষী নিরপরাধী কর্কোট তাঁহাকে দংশন করিল; সর্পের প্রাণরক্ষক উপকা নল সেই সর্পবিষে বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সর্প কহিল, 'হে নল আমার প্রসাদে তোমার আত্মা বিষজনিত বেদনায় কষ্ট প্রাপ্ত হইবে না॥ ১৮ হে নল! আমি তোমাকে এই দুইখানি বস্ত্র প্রদান করিতেছি, এই বস্ত্র দ্বা দেহ আচ্ছাদন করিলেই কলিকৃত যন্ত্রণা দূর হইবে, দেহও নীরোগ হইবে ধরাতলে যাহারা তোমার এই কীর্ত্তি গান করিবে, তাহারা গুণসম্পন্ন হইয়া সম সম্পত্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হইবে। তুমি আর দুঃখিত হইও না॥ ১৯

---

* মহাভারতে বর্ণিত আছে, কর্কোটনামক সর্প দেবর্ষি নারদের শাপে অচল হইয়া বনমে পতিত ছিল। নারদ বলিয়াছিলেন, 'যখন নলরাজা আসিয়া তোমাকে এ স্থান হইতে অন্য লইয়া যাইবেন, তখন তোমার শাপবিমুক্তি হইবে, ততদিন তুমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া এ স্থানে অবস্থিতি কর।' অনন্তর যখন নলরাজা তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণে দাবাগ্নিমধ্যে তাহার নিক উপস্থিত হইলেন, তখন কর্কোট বলিল, 'আমাকে এ স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া চল, তোম যাহাতে উপকার হয়, আমি সেইরূপ উপদেশ দিব।' এই বলিয়া সেই সর্প মুষ্টিপ্রমাণ আক ধারণ করিল। তখন নল তাহাকে ধরিয়া দাবাগ্নি হইতে দূরে অন্য স্থানে উপস্থিত হইলে যখন তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সে পুনরায় বলিল, 'তুমি এক পা দুই পা করি গণনা করিতে করিতে গমন কর, আমি তোমার উপকার করিব।' নলও তাহার বাক্যানুসা এক দুই করিয়া গণনা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন; যেমন 'দশ' বলিলেন, অমনি কর্কো তাঁহাকে দংশন করিল। তাহার দংশনবিষে নলরাজা বিকৃতরূপী হইয়া উঠিলেন। তখন কর্কো বলিল, 'রাজন্! কেহ আপনাকে চিনিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই আমি আপনাকে দংশ করিয়া এই প্রকার বিকৃতরূপী করিলাম, এ জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। আপনার দেহম কলি অবস্থিত আছে; আমার দংশনজনিত বিষে সে অসহ্য যাতনা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে প ত্যাগ করিবে। আপনি এখন অযোধ্যায় গমন করুন্, তথায় বাহুক নাম ধারণ পূর্ব্বক ঋতু রাজার সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হউন্। সেই রাজা আপনাকে অক্ষবিজয়বিদ্যা প্রদান পূর্ব্বক আপ নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিবেন। সেই রাজ্যেই আপনার কল্যাণলাভ হইবে। স্মরণার্থ আপনাকে দুইখানি বস্ত্র দিতেছি, যখন এই বস্ত্র পরিধান করিবেন, তখনই পূর্ব্বরূপ হইবেন।' কর্কোট এই বলিয়া প্রস্থান করিল

অপি চ বিমা মামেন শ্রয়ণীয়ঃ সর্ত্তুপর্ণমামানেনঃ।
স্বাঙ্গেনামানেন স্যুর্বিপদো ন হি নৃণাং ক্ব নামানেন॥ ২০॥
ব্রজ সুখমায়াহীনশ্রীরিত্যন্তর্হিতঃ শমায়াহীনঃ।
স্নিগ্ধো মায়াহীনঃ স্যাজ্জনতায়াঃ ক্ব নোত্তমায়া হীনঃ॥ ২১॥
প্রীতিবশাদনবনতঃ কৃত্বা তদ্বসমাত্তসাদনবনতঃ।
বহুমাংসাদনবনতঃ সোহস্মাদৃতুপর্ণমাসসাদ ন বনতঃ॥ ২২॥
অকৃত মুদা যন্তারন্তমমনুত সোহধ্বনো যদা যন্তারম্।
ধ্বনিসমুদায়ন্তারন্দধতোহস্য হয়াশ্চ তন্তুদায়ন্তারম্॥ ২৩॥
অথ সহসা দময়ন্ত্যা সা দময়ন্ত্যাত্মশর্ম্ম নিদ্রা মুমুচে।
জীবিতসাদময়ন্ত্যা সাদময়ন্ত্যাগমকৃত স চ যদা তস্যাঃ॥ ২৪॥
সাত্র সসাদা রামা সীতেব ত্রাসমাসসাদারামা।
যা প্রাসাদারামানুপেত্য ভর্ত্রা রতিং রসাদারামা॥ ২৫॥

নিষ্কলুষ! তুমি অভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ঋতুপর্ণরাজার আশ্রয় [গ্রহ]ণ কর। কারণ, যাহারা বিপদে পড়ে, সজ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করাই তাহাদের [কর্ত্ত]ব্য॥ ২০॥ তুমি সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক আদিত্যতুল্য কান্তি ধারণ কর, [অভ]িলাষার্থ তথায় গিয়া সুখের অধিকারী হও; দম্ভহীন স্নিগ্ধ মিত্র সজ্জনের [নি]কট উপস্থিত হইয়া কোথায় সুখ লাভ না করে?' কর্কোটনাগ এই বলিয়া [অন্ত]রোহিত হইল॥ ২১॥

তদনন্তর নলরাজা প্রীতিসহকারে সেই (নাগদত্ত) বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রক্ষক-[বি]হীন, মাংসাশী হিংস্র শ্বাপদপূর্ণ সেই বন হইতে বহির্গত হইয়া ঋতুপর্ণরাজার [রা]জ্যে উপস্থিত হইলেন॥ ২২॥ ঋতুপর্ণনরপতি পুলকিত হইয়া নলকে সারথি-[প]দে নিযুক্ত করিলেন। নল যখন সারথিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন ঋতুপর্ণের [ঘো]টকেরা হ্রেষারব সহকারে শূন্যমার্গে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল॥ ২৩॥

এ দিকে নলরাজা যে সময় পত্নীকে শোকসাগরে ফেলিয়া প্রস্থান করেন, সেই [স]ময় আপনার সুখদমনকারিণী অরণ্যমধ্যে নিদ্রিতা দময়ন্তী সহসা জাগরিত [হ]ইয়া উঠিলেন॥ ২৪॥ পূর্ব্বে যিনি অট্টালিকা ও রাজোদ্যানে থাকিয়া নলের [স]হিত পরমানন্দে অবস্থিতি করিতেন, সেই দময়ন্তী তখন রামবিরহিণী জানকীর [ন্য]ায় বিষণ্ণ হইয়া নলের অন্বেষণার্থ শ্বাপদসমাকুল, ভুজঙ্গিনী ও বিহঙ্গিনীদিগের

তত্র পদে ব্যালীনামথ বিভ্রান্তং বনে চ দেব্যালীনাম্।
তরুবৃন্দে ব্যালীনাং ততিন্দধানে তয়াস্পদে ব্যালীনাম্॥ ২৬॥
বেগবলাপাসিতয়া বেণ্যা ভৈমী যুতা ললাপাসিতয়া।
নৃপ! সকলাপাসিতয়া হত্বারীন্ বান্ধবান্ কিলাপাসিতয়া॥ ২৭॥
স কথং মানবনানান্যায়বিদাচরসি সেব্যমানবনানাম্।
ধৃতসীমানবনানান্দারাণাস্ত্যাগমনুপমানবনানাম্॥ ২৮॥
পরকৃতমেতত্ত্বেনঃ স্মরামি যন্ন স্মৃতোঽসি মে তত্ত্বেন।
দোষসমেতত্বে ন প্রদূষয়ে নাত্র সম্ভ্রমে তত্ত্বেন॥ ২৯॥
হৃদয়ৌকা যস্তেন স্বীয়েত যথৈব পবকায়স্তেন।
যাবৎ কায়স্তে ন ত্যজ্যেত স্বহৃদি চাধিকায়স্তেন॥ ৩০॥

আশ্রয়স্থল, বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন, ভৃঙ্গকুলপূর্ণ অরণ্যে অরণ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥ দ্রুতবেগে গমন করাতে তাঁহার শ্যামল কবরী স্খলিত হইয়া পড়িল, তিনি তাহা ধারণ পূর্ব্বক এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, 'হে নল! তুমি অসি ধারণ করিলে অরাতিগণের হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া পড়ে, তুমি শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া বান্ধবগণের রক্ষাবিধান করিয়া থাক, তবে কেন তুমি অরণ্যমধ্যে আমাকে একাকিনী বিসর্জ্জন করিয়া প্রস্থান করিলে? এখন পর্য্যন্তও বা ফিরিয়া আসিতেছ না কেন? ২৬-২৭॥ হে নিরুপম! মনু-প্রণীত নানারূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম তোমার বিদিত আছে, আমি তোমার পত্নী, এখন বনবাস আশ্রয় করিয়াছি, আমার রক্ষাকর্ত্তা কাহাকেও দেখি না, এ অবস্থায় তুমি আমাকে কেন বিসর্জ্জন করিলে? যে সহধর্ম্মিণীর বিন্দুমাত্র দোষ নাই, সেই মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যাকে পরিত্যাগের সময় কি মনে মনে একটুও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিলে না? ২৮॥ হে স্বামিন্! আমাকে পরিত্যাগরূপ পাপ তোমার কৃত নহে, উহা পাপাত্মা কলি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি আমাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত আছ, এ কর্ম্ম তুমি কর নাই; সুতরাং কলির অপরাধে তোমাকে আমি দোষী করিতে পারি না॥ ২৯॥ রে প্রাণ! যাবৎ তুমি এই শরীর পরিত্যাগ না কর, তাবৎ তোমার নল অগ্নিগত লৌহের ন্যায় নিরতিশয় সন্তপ্ত ও একান্ত কাতর হইয়া অবস্থান করিবেন; সুতরাং তুমি শীঘ্র দেহ হইতে বহির্গত হও; তাহা হইলেই প্রিয়বল্লভের সন্তাপ বিদূরিত হইবে।৩০॥

যস্য পদে শঙ্কমিতঃ স্বজনোঽয়ং প্রাপ্য জনপদে শঙ্কমিত !
অরিবৃন্দেঽশঙ্ক ! মিতস্মিত ! স ত্বমুপাগতোঽসি দেশঙ্কমিতঃ ॥ ৩১ ॥
যদ্যশসানুরু রোদঃ কুহরং যো দ্বেষ্টুরঞ্জসা মুরুরোদঃ।
অদ্রেঃ সানু রুরোঽদঃ কিমাপ দয়িতো মমেতি সাঽনুরুরোদ ॥৩২॥
শ্রয় কলনামানস্তেত্যয়ঞ্জনো দদতি চাঙ্গনা মানস্তে।
হার্দ্দে নামানন্তে জনমেনমশোকং কুরু সনামানস্তে ॥ ৩৩ ॥
উচ্চশিরোদারাবালপ্যেতি বনে সুবন্ধুরোদারাবা।
দ্রুতিমকরোদারাবা রুক্ষং মরুতলময়ো সরোদারাবা ॥ ৩৪ ॥
মৃগকুলমারব্যাধিপ্রচুরং বিভ্রদ্বনং সমারব্যাধি।
বীথ্যা মারব্যাধিষ্ঠিতভুজগং ভীমজেয়মার ব্যাধি ॥ ৩৫ ॥

হে প্রিয়তম ! আত্মীয়বন্ধুগণ তোমাকে অধিপতি প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিয়াছে; তুমি নিঃশক্র ও নির্ভীক হইয়াও এই গহনারণ্য হইতে কোথায় প্রস্থান করিলে ? তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ ?—না, এতক্ষণ পরিহাস করিয়া কদাচ নিরস্ত থাকিতে পারিতে না। তবে তুমি আমাকে দুষ্পার দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় গমন করিলে ?' এই প্রকারে দময়ন্তী নিরতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩১ ॥

তদনন্তর ভীমকুমারী দেবী দময়ন্তী মৃগকুলকে সম্বোধন করিয়া বিলাপের স্বরে বলিলেন, 'হে রুরুমৃগ ! যাঁহার কীর্ত্তিরাশি দ্বারা বসুন্ধরা ও স্বর্গের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছে, যিনি শক্রকুলের বক্ষঃস্থল বিদারণ করেন, আমার প্রাণবল্লভ সেই নল কি এই পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে গমন করিয়াছেন ?' দময়ন্তী এই কথা বলিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর তিনি অশোকবৃক্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "হে অশোক ! কামিনীগণ তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তোমাকে দোহদ প্রদান করে; আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, তুমি আমাকে তোমার নিজ নামের তুল্য কর অর্থাৎ আমাকে অশোক করিয়া দেও ॥" ৩৩ ॥

অনন্তর পরমরূপবতী মোহনগতি দময়ন্তী দেবদারুকাননে উপস্থিত হইয়াও ঐ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে এক মরুভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৪॥ ভীমনন্দিনী দময়ন্তী কামব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে মরুভূমির পথ দিয়া গমন

সাশ্রবনাসারা সাবেগমনা ভীমনন্দনা সারাসা।
সুনয়ননাসারাসাবজগরমগ্রাসি চামুনা সারা সা ॥ ৩৬ ॥
অথ শবরো হাস্তস্তং স্বাসূংস্তদসূংশ্চ রিপুতরোহাস্যন্তম্।
সমধিরুরোহাস্যন্তং ন্যস্য তদাস্যেঽকরোৎ খরো হাস্যন্তম্ ॥ ৩৭ ॥
তাম্পুনরেকাময়তঃ কৃশাং কিরাতঃ স্মরাত্তিরেকাময়তঃ।
কান্তারেঽকাময়ত স্ত্রিয়ং ন কাঙ্ক্ষেদুপহ্বরে কাময়তঃ ॥ ৩৮ ॥
ধৃতবনমহ্যস্তেন ত্রাতাসি ময়া নন্বু ত্বমহ্যস্তেন।
মানিনি! মহ্যস্তেন প্রসীদ শরণাগতাঃ ক মহ্যস্তে ন ॥ ৩৯ ॥
সুমুখনিশাপে! তে নঃ স্মর দাসানিতি প্রোচ্য বসাপেতেন।
দস্তে শাপে তেন স্থিতয়াসাস্ত্বেন চলদৃশা পেতে ন ॥ ৪০ ॥

করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন সেই অশ্রুভারাক্রান্তলোচনা উদ্বেগসমাকু দময়ন্তীর সম্মুখে এক অজগর সর্প উপস্থিত হইল; সেই মহাভুজঙ্গ তাঁহাকে গ্রা করিতে উদ্যত হইল ॥ ৩৬ ॥ সহসা শত্রুদর্পহারী কঠোরস্বভাব এক ব্যাধ তথ উপস্থিত হইল; সে নিজের প্রাণ নষ্ট হইবে, এ চিন্তা না করিয়া দময়ন্তীর প্রা নাশে উদ্যত সেই মহাসর্পের বদনাভ্যন্তরে আপনার খড়্গের অগ্রভাগ প্রবে করাইয়া দিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণ সংহ করিয়া ফেলিল ॥ ৩৭ ॥ (দময়ন্তীকে দর্শনে) সেই ব্যাধ নিরতিশয় কামবা জর্জ্জরিত হইয়া সেই জনশূন্য অরণ্যমধ্যে অসহায়া দময়ন্তীকে প্রার্থনা করিয়া বলি 'হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি আমার পত্নীত্বে দীক্ষিত হও। কোন্ কামার্ত্ত ব্যা জনশূন্য স্থানে (রমণীদর্শনে) তাহার প্রতি অভিলাষী না হইয়া থাকিতে পারে?'৩

এই বলিয়া সেই ব্যাধ পুনরায় দময়ন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, ' মানিনি! আমি বনস্থলীতে বাস করি, অজগর সর্পকে সংহার করিয়া আ তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছি; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমা ভজনা কর। যে ব্যক্তি অন্যের জীবন রক্ষা করে, ধরাতলে সে কাহার সম্মান না হয়? আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর ॥৩ হে মোহনচন্দ্রবদনে! আমাকে তোমার কিঙ্কর বলিয়া জানিবে।' দুরা ব্যাধের এই কথা শুনিয়া রোষভরে দময়ন্তীর নেত্রদ্বয় চঞ্চল হইয়া উঠিল; তি অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র সেই ব্যাধের মেদাস্থিসমন্বিত দেহ ভস্মীভূত হই পড়িল। তাহার দগ্ধীভূত দেহ ধরাতলে নিপতিত হইল ॥ ৪০ ॥

দগ্ধসরাগাহিতয়া দময়ন্ত্যা বিপিনভূঃ পরাগাহি তয়া।
উচ্চতরাগাহিতয়া দৃষ্ট্যা ঘোরা চ কন্দরাগাহি তয়া ॥ ৪১ ॥
পদবাপদবাপদবাপদবারয়তোঽদ্রিবনং বিললাপ চ সা।
তরসান্তরসান্তরসান্তর সাম্বয়দুঃখ ! বৃণীষ্ব সখে ! মরণম্ ॥ ৪২ ॥
বৃক ! কোপপুরঃসর মা সরমা সর মা সরমা ভবতা ননু সা।
কিমৃতে দয়িতাদয়তোদয়তোদয়তোদয়তোঽস্তি মমেহ সুখম্ ॥ ৪৩॥
অয়ি রাক্ষস ! ভক্ষয় মাং ক্ষুধিতো ন বসানবসান বসান বসাঃ।
রুজ মুঞ্চ জনেঽত্র চ হে করুণান্তরদান্তরদান্তরদান্তরদাম্ ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর দময়ন্তী এইরূপে কিরাতকে ভস্মীভূত করিয়া বৃক্ষসমাকুল নিবিড় বন-ধ্যস্থ এক কন্দরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ ক্রমে ক্রমে পদব্রজে গমন করিতে রিতে শুভদৈববশে তিনি এক গিরিকানন প্রাপ্ত হইলেন ; তথায় দাবাগ্নির চহ্নমাত্র নাই ; কিন্তু জলের নিতান্ত অভাব। তখন তিনি বিলাপ করিয়া বলিতে াগিলেন, 'হে সখে প্রাণ ! এখন তুমি আশু মৃত্যুকে বরণ কর, আর এই অসীম ঃখ সহ্য করা যায় না ॥' ৪২ ॥

অনন্তর দময়ন্তী সেই কন্দর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে এক টিলমুখ তরক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই তরক্ষুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে তরক্ষো ! তুমি রোষভরে আসিয়া আমাকে গ্রাস কর, তুমি এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিও না। হে বৃক ! তোমার প্রিয়তমা বৃকী তোমার হিত (সমবেত থাকিয়া) বিরাজ করুক, তুমি আমাকে গ্রাস কর। অশুভদৈব কর্ত্তৃক আক্রান্ত প্রাণবল্লভ নল ব্যতিরেকে আমার আবার সুখ কি ?' ৪৩ ॥

অনন্তর ভীমনন্দিনী দময়ন্তী এক রাক্ষসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসকে দেখিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'হে রাক্ষস ! তোমার দেহ মেদে সমাচ্ছন্ন, তোমার মৃত্যু হইবে না, তোমার এখন ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে ; অতএব আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, আমাকে ভক্ষণ কর। তুমি নির্দ্দয়ভাবে আমার অঙ্গে দন্ত বেশিত করিয়া দেও, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করিব না। হে ক্ষস ! নারীজাতি বলিয়া আমাকে অবধ্য বিবেচনা করিও না, আমি নিজে তামাকে আমার শরীর দান করিতেছি' ॥ ৪৪ ॥

করমা করমা করমা করমা কলয় ব্যসনং মম পাহি হরে!
দরতো দরতো দরতো দরতো বিকৃতৈর্মরুতাং সুকর! ত্বমপি॥ ৪৫॥
ত্বদরির্নিষধেশ! সমৃদ্ধিমনা রময়া রময়া রময়া রময়াঃ।
ব্যসনস্ত্বমুপৈষি কদা নু সভীশমনা শমনা শমনা শমনাঃ॥ ৪৬॥
যমনা যমনা যমনা যমনাগভিবীক্ষ্য রতন্দ্রবতীহ পরঃ।
স রুষো নিষধক্ষিতিনাথ! গলন্ নবমা নবমা নবমা নবমাঃ॥ ৪৭॥
নয়মা নয়মা নয়মা নয়মা বস এত্য নিবাসমমুং ভবতা।
ভবনীয়মপায়মরীনুদয়ান্নয়তানয়তা নয়তানয়তা॥ ৪৮॥
সনয়া সনয়া সনয়া স ন যা হ্যসুহৃদ্ঘটয়া বিপদং স্বপদম্।
হিতদে হিতদে হিতদে হিতদেত্যলপদ্বহুধা নরদেবসুতা॥ ৪৯॥

অনন্তর দময়ন্তী একান্তঃকরণে হরিকে স্মরণ করিয়া স্তুতিবাদসহকারে বলিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! হে হরে! হে শ্রীপ্রদ! আমি এখন মকরালয় সাগরের ন্যায় বিপদ্‌সমুদ্রে পড়িয়াছি। আপনি অমরগণের দুঃখ দূর করিয়া থাকেন, এই মহান্ দুঃখপ্রদ ভয়ের সময় আশ্বাসবাক্যে আমাকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করুন॥ ৪৫॥' (এই বলিয়া দময়ন্তী নলের উদ্দেশে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,) 'হে নিষধপতে! তোমার ঐশ্বর্য্যশ্রীর অবসান হইয়াছে, পুষ্কর সেই ঐশ্বর্য্যশ্রী লাভ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছে, তুমি আমার সহিত এই প্রকার বিপদে নিপতিত হইয়াছ; আমার আর আশা নাই; কবে আমার ভয় বিদূরি[illegible] হইবে? কবেই বা আমি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সুখের অধিকারিণী হইব? ৪[illegible] হে নিষধেশ্বর! তুমি শত্রুকুলের প্রাণনাশে অত্যল্পমাত্র ইচ্ছা করিলেও সেই সব[illegible] নীতিভ্রষ্ট শত্রুরা ভয়ে দূর হইতেই পলায়িত হয়, তরুণ যুবকগণও তোমার নি[illegible] হতগর্ব্ব হইয়া থাকে; তবে এখন অত্যন্ত রোষ প্রদর্শন করিতেছ না কেন? ৪[illegible] হে নীতিবিশারদ! হে অভিমানিন্! তুমি যে রাজ্যের অধিপতি হইয়া অবস্থি[illegible] কর, সেখানে যে সকল অসদাচারী শত্রু বাস করে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করি[illegible] থাক; এখন তুমি নিজ রাজ্যে যাও, অরিকুল নির্ম্মূল কর॥ ৪৮॥ হে হি[illegible]কারিন্! নীতিশূন্য শত্রুর হস্তীরাও তোমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ন[illegible] যেখানে তোমার হিতৈষী ব্যক্তি আছেন, তুমি সেই আপন রাজধানীতে গ[illegible] কর।' রাজনন্দিনী দময়ন্তী এই প্রকারে বহুতর বিলাপ করিতে আ[illegible] করিলেন॥ ৪৯॥

সা বিধুরা ধাবন্তং রত্নৌঘং ক্বাপি নিরপরাধাবন্তম্।
সার্থং রাধাবন্তং প্রৈক্ষিষ্টাপচ্চ সুতনুরাধাবন্তম্॥ ৫০॥
ব্যাকুলয়েবারিতয়া বিধের্গতিরনেন সিন্ধয়েঽবারি তয়া।
অপি চ যযে বারিতয়া যথা শফর্য্যা জলোচ্চয়ে বারিতয়া॥ ৫১॥
প্রতিষিদ্ধান্যায়স্য প্রাপি সুবাহোশ্চ রাজধান্যায়স্য।
বহুধনধান্যা যস্য প্রবভুর্বৃন্দানি বহুবিধান্যায়স্য॥ ৫২॥
সঙ্গুন্না মাত্রা সানন্দং রাজ্ঞো ভৃতা চ নামাত্রাসা।
শোকেনামাত্রাসাববসদ্ধৃতদেহযাপনামাত্রা সা॥ ৫৩॥
পদা পদা পরিভ্রমং নয়েন যা পদা পদা।
বনাবনাবনাথবৎ সজীবনাবনাভবৎ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসকৃতে নলোদয়ে সংকাব্যে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

অনন্তর বিরহবিধুরা মোহনমূর্ত্তি নিরপরাধিনী দময়ন্তী (গমন করিতে করিতে) দেখিলেন, কতকগুলি সার্থবাহ এক স্থানে আপন আপন রত্নসকল (সযত্নে) রক্ষা করিয়া আড়ম্বরসহকারে (গন্তব্যপ্রদেশে) গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহার দুঃকষ্টের (কথঞ্চিৎ) অবসান হইল॥ ৫০॥ জল প্রাপ্ত হইলে শফরী যেমন উদ্‌গ্রস্ত হয়, দময়ন্তীও সেইরূপ প্রতিকূল দৈববশে বিভ্রান্ত হইয়া নলান্বেষণরূপ কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেই সার্থবাহ-(বণিক্) গণের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বণিক্‌গণের প্রশ্নে তিনি আত্মপরিচয় দিয়া নির্ভয়ে তাহাদিগের অনুগামিনী হইলেন॥ ৫১॥ বহুক্লেশে পদব্রজে গমন করিয়া তিনি সুবাহুরাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যে অন্যায়ের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না, ঐ রাজধানী বহুতর ধনধান্যে পরিপূরিত॥ ৫২॥ পাছে কেহ চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায় দময়ন্তী অঙ্গে মালিন্যাদি ধারণ পূর্ব্বক সুবাহুর জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন; তথায় নির্ব্বিঘ্নে তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুবাহুর জননী তাঁহার ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। রাজজননীর নিকট অবস্থিতি করাতে তাঁহার আর কোন প্রকার ভয়ের আশঙ্কা রহিল না, তিনি শোকবিদগ্ধহৃদয়ে জীবনধারণের উপযুক্তমাত্র আহার করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥ নির্ভীকা দময়ন্তী এই প্রকারে বিপন্ন হইয়া নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক অনাথার ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই ভাবে জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ৫৪॥

চতুর্থঃ সর্গঃ।

—ঃ*ঃ—

অথ তুঙ্গোপায়স্য শ্রবণেন নলস্য সানুগোঽপায়স্য।
বশগা গোপা যস্য স্বমনো ভীমশ্চিরং জুগোপায়স্য ॥ ১ ॥
নিশি চ দিবা চার্য্যস্তংক্ষতস্য নলবিচিন্তয়েঽথ বাচার্য্যস্য।
ভৃশমেবাচার্য্যস্য দ্বিজোত্তমৈঃ শিষ্যকৈরিবাচার্য্যাস্য ॥ ২ ॥
অথ নয়নেত্রা সাদিপ্রচুরা পূঃ কেনচিজ্জনেঽত্রাসাদি।
যত্র সুনেত্রা সা দিগ্‌ভ্রমেণ দুঃখং গতা বনে ত্রাসাদি ॥ ৩ ॥
সহ দীনায়ত তেন স্বগৃহঞ্চ ভৈমী যযেঽমুনায়ততেন।
স্বনয়েনায়ততেন প্রাপ্তো স্বাসোশ্চ শোভনায়ততে ন ॥ ৪ ॥
বসনাংশস্য স্তেন ! ক্বাসি মমায়ং বিধির্যশস্যস্তে ন।
ছন্ন বিশস্যস্তেন স্বজনেন ভূতেন ভবসি শস্যস্তেন ॥ ৫ ॥

এ দিকে সামাদি উপায়চতুষ্টয়ে অভিজ্ঞ নলরাজা নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বনে গমন করিলে রাজা ভীমের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত হইল। অসংখ্য গ্রামাধিপতিগণের অধীশ্বর সানুচর ভীম বহুযত্নে নলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। (কোন অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া) তিনি অতি ক্লেশে কোনরূপে চিত্ত স্থির করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ শক্রর খড়্গেও আঘাত প্রাপ্ত হওয়া ভীমের সম্ভব ছিল না। তিনি নলের অন্বেষণার্থ কতকগুলি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে নিযুক্ত করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের প্রধান আচার্য্যের আদেশে শিষ্যের ন্যায় অহর্নিশি নলের অনুসন্ধানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে একজনের নাম সুদেব; তিনি সুচতুর ও নীতিবিশারদ; তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে একটি অশ্বপ্রচুর নগরীতে উপস্থিত হইলেন। অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণপূর্ব্বক ভয় পাইয়া সুলোচনা দময়ন্তী আসিয়া সেই নগরীতেই বাস করিতেছিলেন। সেই শোভনচরিত্রা দময়ন্তী নীতি অনুসারে নলকে প্রাপ্ত করিবার জন্য যেরূপ যত্নবতী হইলেন, নিজের জীবনরক্ষায় সেরূপ প্রয়াস পাইলেন না ॥ ৪ ॥

এ দিকে অন্তঃপুরচারি প্রেরিত এক ব্যক্তি নলের অন্বেষণার্থ পর্ব্বতাদি নানা স্থানে বিচরণ পূর্ব্বক এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিল যে, 'হে বস্ত্রার্দ্ধতস্কর!

স জনস্তেনাঽগাদিক্রামীতি জনেন তন্মতেনাঽগাদি।
ভর্ত্তৃকৃতে নাগাদিস্যদেন ভুবি বস্তুপরিহৃতেনাঽগাদি ॥ ৬ ॥

কোপ্যূচে তনয়ায়াঃ পদমেত্য নৃপস্য তেষু চেতনয়ায়াঃ।
ভীমুর্ঞ্চেত ন যায়াদর্ত্তিস্ত্বাং দুঃসহা চ চেতনয়া যা ॥ ৭ ॥

নিজধামেতং সময়ামৃতুপর্ণং শ্রাবিতোঽর্থমেতং স ময়া।
সচিবসমেতং সময়া গিরোত্তরং নাজনিষ্ট মেতং সময়া ॥ ৮ ॥

দীনানায়তনস্থো নানায়তনক্ষমোঽস্য সৌত্যেঽধিকৃতঃ।
নাঽনায়তনকরো লীনানায়ত নঃ পথ্যুবাচাথ রহঃ ॥ ৯ ॥

দীনায়াঽনায়তয়া বিবাসসেঽস্মৈ বিহীনয়ানায় তয়া।
ন খলু ধিয়াঽনায়তয়া ক্রোধব্যঞ্চর্ম্মনিশ্চয়ানায়ত যা ॥ ১০ ॥

।! তুমি এখন কোথায় আছ? দময়ন্তীর বনগমনাদিকার্য্য তোমার যশের
রণ নহে। হে প্রিয়! তুমি আত্মীয়জনকে পালন করিয়া প্রশংসা লাভ কর।’
ইরূপ শ্লোক উচ্চারণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, উহা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি
াহার উত্তর প্রদান করিবে, সেই কথা আসিয়া দময়ন্তীর নিকট বলিবে। ঐ
প্ররিত ব্যক্তি নাগরিক বেশ পরিহার পুরঃসর নাগভোজী গরুড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে
ন্যবেশে পর্য্যটন করিতে লাগিল ॥ ৫-৬॥

যে সকল ব্যক্তি নলের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক
জন প্রাপ্তকন্যক ভীমরাজের গৃহে উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীকে কহিল, “দময়ন্তি!
এখন অসহ্য ক্লেশ ও ভয় তোমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি নলকে প্রাপ্ত হইয়াছি,
তুমি এখন সুস্থভাবে অবস্থান কর ॥ ৭ ॥ হে দময়ন্তি! নিজ রাজধানী অযোধ্যা-
স্থিত ঋতুপর্ণ রাজার নিকট আমি গমন করিয়াছিলাম, তথায় উচ্চৈঃস্বরে, কখন বা
নিম্নস্বরে আমি তোমার বস্ত্রাচৌর্য্যের বিষয় সেই রাজার নিকট উচ্চারণ করিলাম;
কিন্তু শ্রীমান্ অমাত্যবৃন্দের সহিত উপবিষ্ট রাজার নিকট হইতে কোন উত্তরই
প্রাপ্ত হইলাম না ॥ ৮ ॥ তৎপরে যখন আমরা বিষণ্ণভাবে গমন করি, তখন
ঋতুপর্ণের ভবনস্থিত সারথিপদে নিযুক্ত একটি কুব্জাকৃতি পুরুষ পথিমধ্যে আমার
নিকট উপস্থিত হইয়া সশঙ্ক-ভাবে বিরলে নানারূপ যত্নসহকারে (বক্ষ্যমাণ) কথা-
গুলি বলিল ॥ ৯ ॥ (সে বলিল,) ‘আমি সে সময়ে দীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম,
আমার কিছুমাত্র অর্থাগম ছিল না, তখন বস্ত্রহীন ছিলাম, এই সমস্ত বিষয় বুদ্ধি
সহকারে সূক্ষ্মবিবেচনা করিয়া যেন দময়ন্তী ক্রোধ পরিত্যাগ করেন। আমি

কৃতকর্ম্মাঽনেন স্বাগতোঽস্মি বচসেতি তস্য মানেন ত্বা।
বেদয়মানে নত্বা বিপ্রে চ ধনেষু দীয়মানেনত্বা ॥ ১১ ॥
তত্রাঽপর্ণায় ততস্তনয়াদ্‌ভৈমী তপস্যপর্ণাঽযতত।
তুলিতসুপর্ণায় ততস্তস্যাগমনায় সর্ত্তুপর্ণায় ততঃ ॥ ১২ ॥
সা কৃতসামাঽন্যেন শ্রাবিতবত্যমুমনন্যসামান্যেন।
স্বং রহসা মান্যেন স্বয়ংবরং স্মরতি নাঞ্জসা মান্যেনঃ ॥ ১৩॥
রহসি তদা সন্নাঽস্থিতঃ স্ম স নলং যুতো মুদা সন্নাহ।
শ্রীস্তু মদাসন্নাহ স্ফুটং প্রয়ামো ব্রজেদিতি ব্যূদাসন্নাহঃ ॥ ১৪ ॥
সা বনিতা বদ্ধা নঃ স্বগুণৈঃ কর্ষতি কে হৃতাশ্চ বধ্বা ন।
সমহস্তাবদ্ধানঃ শ্ব ইতি যোজনশতং মিতাবধ্বা নঃ ॥ ১৫ ॥

অনুনয় সহকারে তাঁহাকে ইহা জানাইলাম। কারণ, ধর্ম্মনির্ণয় তাঁহার অবিদিত নাই। বস্তুতঃ দুর্দ্দৈববশেই এ সকল ঘটিয়াছে' ॥" ১০ ॥

এই বলিয়া প্রেরিত ব্রাহ্মণ (পুনরায়) কহিলেন, "দময়ন্তি! সেই (সারথিরূপী) ব্যক্তির প্রমাণসঙ্গত সত্য কথায় আমি কৃতকৃত্য হইয়া তোমার নিকট প্রত্যাগত হইলাম।" ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে দময়ন্তী সেই (কুব্জাকৃতি) ব্যক্তিকেই নল বলিয়া স্থির করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া অসংখ্য ধেনু ও অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর একভক্তাদিব্রতধারিণী, নিয়মবতী, গৌরী-সদৃশী দময়ন্তী সুনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক অযোধ্যা হইতে ঋতুপর্ণের সহিত গরুড়বৎ বেগগামী অশ্বপী নলকে আনিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ 'সামগুণ-শালিনী ভীমনন্দিনী অপর একটি অসাধারণ ব্রাহ্মণ দ্বারা ঋতুপর্ণ রাজার নিকট নিজের পুনঃস্বয়ংবরবার্ত্তা জানাইলেন; অধিকন্তু বলিয়া পাঠাইলেন যে, মানী ব্যক্তি সহসা পাপ স্মরণ করে না। দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ংবরবার্ত্তা শুনিয়া ঋতুপর্ণ সারথিরূপী নলকে সমভিব্যাহারে লইয়া অবশ্য এখানে উপস্থিত হইবেন, ইহাই দময়ন্তীর অভিপ্রায় ॥ ১৩ ॥ যে ব্রাহ্মণ এই সংবাদ লইয়া ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন তাঁহার নাম সুদেব। তাঁহার মুখে দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ংবরবার্ত্তা শ্রবণে ঋতুপর্ণ রাজ কবচে নিজ অঙ্গ আবৃত করিয়া নলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সম্মানার্হ আমরা এক দিবসের মধ্যে দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ংবরসভায় গমন করিব। সেই ভীম-নন্দিনী মূর্ত্তিমতী কমলারূপিণী, তিনি আমাকে পতিত্বে বরণ করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ দময়ন্তী নিজ গুণরজ্জুতে বান্ধিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন

তত্ত্বরয়ামা যামঃ প্রণয়ের্যদি মানিতত্রিযামায়ামঃ।
নলজায়ামায়ামস্মৃত্বেত্যূচে ক্ব দুর্ধিয়ামায়ামঃ॥ ১৬॥
মাং ভজমানা শ্বঃ স্তাম্ নমসৌ তৎপ্রণোত্সমানাশ্বঃ স্তাম্।
ইতি মতিমানাশ্বস্তাম্নায়মনাশঙ্ক্য বিকৃতিমানাশ্বস্তাম্॥ ১৭॥
অথ রথমারাবন্তং শস্ত্রাণি নলঃ শুভাশ্বমারাবন্তম্।
স জগামারাবন্তং নৃপতিমারোপ্য চ গুরুতমারাবন্তম্॥ ১৮॥
স্বাংসকৃতাবসনস্য ক্ষণদূরত্বেন সঙ্গতাবসনস্য।
ভূভর্ত্তা বসনস্য ব্যস্ময়ত রথদ্রুতের্ধুতাবসনস্য॥ ১৯॥

তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, মহিলা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত অপহৃত না হয়? আগামী কল্য সেই স্বয়ংবরমহোৎসব সম্পন্ন হইবে; এ দিকে পথ শতযোজন, অতএব আশু তুমি রথ সুসজ্জিত কর॥ ১৫॥ সারথে! রজনীর প্রহর অতীত হইতে না হইতে যদি তুমি দ্রুতবেগে তথায় আমাকে লইয়া উপস্থিত হইতে পার, তাহা হইলেই আমি তোমার সহিত দময়ন্তী-সন্নিধানে যাইতে পারি, এরূপ হইলে দুষ্ট নৃপতিদিগের আর রোষসঞ্চারের সম্ভাবনা নাই, অনায়াসে আমি দময়ন্তীলাভে সমর্থ হইব।' দময়ন্তী যে ছল করিয়া নলকে প্রাপ্ত হইবার জন্য এই মিথ্যা বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, ঋতুপর্ণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নলকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন॥ ১৬॥ তিনি (পুনরায়) বলিলেন, 'হে বাহুক! তুমি এই প্রকারে অশ্বচালনা করিতে পারিলে আগামী প্রভাতেই দময়ন্তী আমাকে ভজনা করিবেন।' পরদারার প্রতি বাসনারূপ অনুচিত আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া রাজা ঋতুপর্ণ এইরূপ নিজবুদ্ধিতে বিকৃতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। কাজেই তাঁহার মুখ হইতে ঐ প্রকার অসম্ভব বাক্য উচ্চারিত হইল॥ ১৭॥

অনন্তর নল রশ্মি সংযত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ তুরঙ্গমদিগকে নিয়মিত করিলেন। রথের উপর অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র স্থাপিত হইল। নল সেই গুরুভার রথে অরিহন্তা ঋতুপর্ণকে আরোহণ করাইয়া ভীমনগরী কুণ্ডিন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন॥ ১৮॥ গমনকালে নরপতি ঋতুপর্ণের স্কন্ধে উত্তরীয়বস্ত্র স্থাপিত ছিল, রথবেগজনিত বায়ুবেগে তাহা উড্ডীন হইয়া পড়িয়া গেল। তখন রাজা সারথি বাহুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সারথে! (কিয়ৎক্ষণ) রথ রাখ, আমার উত্তরীয়বসন ভূপতিত হইয়াছে।' বাহুক কহিলেন, 'তাহা এখন বহুদূরে রহিয়াছে, আর আনয়নের সম্ভাবনা নাই।' এই কথা শুনিয়া রথবেগের বিষয় চিন্তা করাতে ঋতুপর্ণের

ফলগণনাদক্ষস্য ব্যথিত তদা সোঽশ্বনোদনাদক্ষস্য।
তপসি চ না দক্ষস্য প্রহর্ষণং হৃদয়বোধনাদক্ষস্য ॥ ২০ ॥
বলজিতদেবার্য্যাভ্যাং বিদ্যাবিনিময়ো যুগপদেবার্য্যাভ্যাম্।
সংমর্দ্দেঽবার্য্যাভ্যাং ব্যধায়ি সংস্পৃশ্য সম্পদে বার্য্যাভ্যাম্ ॥ ২১ ॥
তদনু দ্রুতমক্ষমতঃ স্বীকৃত্যাস্বদহনেঽধিকতমক্ষমতঃ।
কলিরুন্নতমক্ষমতঃ স্ফুটমেব গতো নলস্তু ন তমক্ষমত ॥ ২২ ॥
পতিতমলসমেতস্যা ভৈম্যা রুষি বিদ্ধি মানলসমে তস্যাঃ।
আর্ত্ত্যনলসমেতস্যাশ্রিতস্য শরণপ্রদো নল! স মে ত স্যাঃ॥ ২৩
কলিমিতি নানামায়ং নমস্তমমুঞ্চন্মহামনা নামায়ম্।
কীর্ত্তিধনানামায়ং স দধাতি হরন্তি রিপুজনানামমা যম্ ॥ ২৪ ॥

নিরতিশয় বিস্ময় জন্মিল ॥ ১৯ ॥ ঋতুপর্ণ অক্ষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; সুতর তিনি সেই বিদ্যাবলে বিভীতকবৃক্ষের ফল গণনা করিয়া অশ্বপরিচালনদক্ষ দক্ষপ্রজ পতি সদৃশ মহাতপা নলের সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। নল মনে মনে এই ভাবি আনন্দিত হইলেন যে, যখন এই ঋতুপর্ণ অঙ্কগণনায় পারদর্শী, তখন পাশব ক্রীড়াতেও সুদক্ষ সন্দেহ নাই; অতএব আমি ইহাঁর নিকট হইতে সেই বি গ্রহণ করিব এবং পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বিজয়ী হইব ॥ ২০ ॥ যে দু রাজা সবলে দেবেন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণ যাঁহাদিগ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাজা নল ও ঋতুপর্ণ উভয়ে রথবেগ ও বৃক্ষ ফলগণনারূপ কৌতুকপ্রদর্শনান্তে জলস্পর্শ সহকারে আচমন পূর্ব্বক উভয়ে উভয়ে মঙ্গলোদ্দেশে দানবিনিময় করিলেন ॥ ২১ ॥

তখন কলি দেখিল, তাহাকে দগ্ধ করিতে নলরাজার সামর্থ্য জন্মিয়াছে সুতরাং সে (ভীত হইয়া) তাঁহার দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্নত বিভীতকবৃক্ষে আশ্র গ্রহণ করিল। কলির উপর নলের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ২২ ॥

তখন কলি নলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে নল! আমি তোমার হৃদ বিরাজমানা দময়ন্তীর অগ্নিতুল্য ক্রোধে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া যার পর নাই কষ্ট প্রা হইয়াছি; এখন বহ্নিসদৃশ যাতনায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া তোমার শরণাগত হইলা তুমি দময়ন্তীর রোষাগ্নি হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥' ২৩ ॥

কলি এই প্রকারে নানারূপ বিনয় ও স্তুতিবাদ করিলে উদারহৃদয় নল বিবি কপটতাপূর্ণ সেই কলিকে ছাড়িয়া দিলেন, কোনরূপ শাস্তি প্রদান করিলেন না

অথ নুন্নাশ্বস্তেন প্রাস্থিত রাজা মহাত্মনা শ্বস্তেন।
সা ললনাশ্বস্তেন স্যাদিতি হসতা বিরোধিনাশ্বস্তেন ॥ ২৫ ॥
সোঽয়মনেনা যততামিষ্ট ইতি নলঃ সমন্ত্রনেনায়ততাম্।
বহতি দিনেঽনায়ততাং পুরীং প্রিয়েণাশ্রিতাঞ্জনেনায়ত তাম্ ॥ ২৬ ॥
কর্ত্তুস্মানস্তে ন শ্রম ইতি নীতো ভুবোঽয়মানস্তেনঃ।
স্বন্ধামাঽনস্তেন প্রেম্না ভীমেন জিতবিমানস্তেন ॥ ২৭ ॥
সজ্জনতামহিতস্য ব্যগ্রেতরলোকসূচিতামহিতস্য।
স দ্বিষতামহিতস্য দ্রুতং পুরসোক্ষণাত্তাম হি তস্য ॥ ২৮ ॥
প্রথিততমায়া মায়াং শুচিরথ বসতাবনুত্তমায়ামায়াম্।
চারুতমায়ামায়ান্নলঃ স্মরন্ বাসমস্তুসমায়া মায়াম্ ॥ ২৯ ॥

প্রণতি দ্বারা যে ব্যক্তির চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সে অতুল কীর্ত্তিধনের অধিকারী থাকে। এই প্রকারে নলের অভিশাপ হইতে কলির মুক্তিলাভ হইল ॥২৪॥ কলি ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে মহাপ্রতাপশালী নলের বিশ্রান্তিলাভ হইল। মনে মনে ঋতুপর্ণের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, 'কল্য দময়ন্তী তোমার বনা।' এই চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল; তিনি লনা পূর্ব্বক ঋতুপর্ণকে লইয়া দময়ন্তীর উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২৫ ॥ দিবা নপ্রায়, এমন সময়ে কলিমুক্ত, নিষ্কলুষ, যতিগণের সম্মানিত নলরাজা ঋতুক লইয়া কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগর বহুধনসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, নে সমাকীর্ণ ও দময়ন্তী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ॥ ২৬ ॥

ঋতুপর্ণকে দেখিয়া কুণ্ডিনাধিপতি ভীম সাদরসম্ভাষণে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন 'আপনার পথশ্রম দূর হউক' বলিয়া বিমান অপেক্ষাও অধিকতর উৎকৃষ্ট পন গৃহাভ্যন্তরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ঋতুপর্ণও ভীমকে নমস্কার রলেন ॥ ২৭ ॥ ভীমের অনুচরবৃন্দ শান্তপ্রকৃতি, তাহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত সবে কুণ্ডিননগরী পরম শোভাময়ী, ভীমও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত; রাজা পর্ণ সেই শত্রুকুলনিহন্তা ভীমের রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে আপনার রাজধানী যোধ্যাপুরীকে হীন বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার চিত্ত-নি উপস্থিত হইল ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর নল পবিত্রভাবে নাগদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রাণসদৃশী, দেহ-ত্তিতে সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়া দময়ন্তীর স্থল মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন;

তং স্বনয়ানন্তরসান্নিধ্যগতমবেক্ষ্য মুন্ময়ানন্তরসা।
অভ্যুদয়ানন্তরসাবধিত মুদা নৈষধপ্রিয়াঽনন্তরসা॥ ৩০॥
তন্নু ম্নালী কেন স্থীয়ত ইত্যত্র সুমুখনালীকেন।
কিং হীনালীকেন স্বকমিত্রা কৃত্তরিপুনালীকেন॥ ৩১॥
তং সাম্নামানয়তঃ পরীক্ষ্য বহুধা গুণাভিরামাঃ ন যতঃ।
স্বজনগিরা মানয়তঃ স্ববয়স্যাবসতিমপি পরামানয়ত॥ ৩২॥
তরসৈবাসাবাস স্বাং বিকৃতিমহের্বহন্ সুবাসঃ বাসঃ।
স্থিরভাবা সাবাস স্নিগ্ধশ্চারংস্ত নৃপতিবাসাবাসঃ॥ ৩৩॥
নৃপধামনি শান্তেন ব্যতীত্য ভৈমীসমাগমনিশান্তেন।
দ্বিষতামনিশান্তেন শ্বশুরো দৃষ্টঃ শ্রিতোত্তমনিশান্তেন॥ ৩৪॥

ঋতুপর্ণের আগমন হইলেই সেই সঙ্গে নল উপস্থিত হইবেন, দময়ন্তীর এই ছল বিবেচনা করিতে করিতে তিনি একটি অত্যুত্তম আয়ত মনোহর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন॥ ২৯॥ দময়ন্তী নিজের বিবেচনাসিদ্ধ নীতি অনুসারে স্বয়ংবরঘোষণা করিয়াছিলেন, তৎপরেই অবিলম্বে রথপরিচালন পূর্ব্বক নল নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; ইহা দেখিয়া ভীমনন্দিনীর চিত্ত নিরতিশয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল; তিনি চিত্তমন্দিরে আনন্দ ও হৃদয়দেশে সুখ ধারণ করিলেন॥৩০॥ যিনি অরিকুলের মস্তকচ্ছেদন করেন, যাঁহার বদনপদ্ম অতিশয় সুশোভন, সেই পাপপরিমুক্ত নল কি প্রকারে ঋতুপর্ণের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইহা জানিবার জন্য দময়ন্তী কেশিনীনাম্নী সখীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন॥৩১॥ দময়ন্তীপ্রেরিতা কেশিনী যথানিয়মে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল 'এই ব্যক্তিই নল।' তখন সে আত্মীয়ভাবে নানারূপ কথায় তাঁহার সম্মান করিয়া সখী দময়ন্তীর নিকট পুনঃ প্রত্যাগত হইল॥ ৩২॥

নলরাজা নাগদত্ত বস্ত্র পরিধান করিবামাত্র তাঁহার কুব্জত্বাদি যাবতীয় অঙ্গ বিকৃতি বিলুপ্ত হইল। দময়ন্তী গৃহাভ্যন্তরে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন (পতিপত্নী উভয়ের সম্মিলন হইল।) নল কুণ্ডিনেশ্বরের প্রাসাদে গৃহমধ্যে স্নিগ্ধ ভাবে (সুখে) অবস্থিত হইয়া দময়ন্তীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৩॥

এই প্রকারে ক্ষমাশীল অরিনিহন্তা নরপতি নল রাজপ্রাসাদমধ্যে অত্যুত্তম কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক দময়ন্তীর সহিত সমাগত হইয়া রাত্রিযাপন করিলে অনন্তর যামিনীপ্রভাতে শ্বশুর ভীমরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল॥৩৪॥

তজড়িমা নেহাসীদৃতুপর্ণোঽপি প্রদৃশ্যমানে হাসী।
আত্মসমানেঽহাসীদভিপূজ্যৈনং নলোঽরিমানেহাসী ॥ ৩৫ ॥
সাম্লসমাসামা স্বয়মত্র পুরে নলোঽয়মাসামাস।
স্ত্রীণামাসামাস শ্রমমমুনাঽনায়ি স্বমুখমাসা মাসঃ ॥ ৩৬ ॥
অথ মহদরাজিতয়া স্বপুরকম্বা নলস্তদা রাজিতয়া।
সাসিগদারাজিতয়া পুষ্করমভ্যধাদুদারাজিতয়া ॥ ৩৭ ॥
ময়ি গহনা মায়াঽসি ত্বয়া মনো নাত্র মানিনামায়াসি।
ধনুরবনামায়াঽসি দ্যূতায়ালং ক্ব চেতনামায়াসি ॥ ৩৮ ॥
ইত্যুক্তো দেবনতঃ সেঽর্থ্যভবৎ পুষ্করঃ প্রমাদেঽবনতঃ।
যেন সঃ বিভিদেঽবনতঃ পুরাবনেঃ শ্রমমপি প্রপেদে বনতঃ ॥ ৩৯ ॥

ভীমরাজের সভাতলে নলকে দেখিয়া রাজা ঋতুপর্ণের বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়া পড়িল। তখন শক্রসম্মানদর্শনে হাস্যকারী নল ঋতুপর্ণকে বহু অর্থদান ও সম্মানাদি দ্বারা সাদরে অর্চ্চনা করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥ এইরূপে নলরাজা ভীম-নগরীতে সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; দময়ন্তী তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান ও তাঁহার সুখসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্তঃপুরচারিণী দময়ন্তীর চিরবিচ্ছেদ-জনিত ক্লেশ নল কর্ত্তৃক বিদূরিত হইল। চন্দ্রবদন নল এই প্রকারে একমাস সেই নগরে অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর শক্রগণের অজেয় রাজা নল অসি, গদা ও অপরাপর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে পরম শোভা ধারণ পূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন। তখন পুষ্করের সহিত তাঁহার যুদ্ধের উপক্রম হইল ॥ ৩৭ ।

নররাজা পুষ্করকে বলিলেন, হে পুষ্কর! তুমি নানারূপ কপটতাজাল বিস্তার করিয়া আমাকে যার পর নাই ক্লেশ ও দুঃখ প্রদান করিয়াছ; এখন তোমার ইচ্ছা কি? হয় শরাসনে জ্যা-সংযোজন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর অথবা (পুনরায়) দ্যূত-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৮ ॥

নলের এই কথা শুনিয়া পুষ্করের প্রমাদ ঘটিল; তিনি নানারূপ চিন্তা করিয়া শেষে দ্যূতক্রীড়া করাই স্থির করিলেন। পুষ্কর দ্যূতক্রীড়া দ্বারা নলকে পৃথিবী হইতে বঞ্চিত করিয়া বনবাসে প্রেরণ পূর্ব্বক নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন; এখন আবার তিনি সেই দ্যূতক্রীড়ার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

স চ রাজায়ততেন দ্যূতেঽসুপণে জিতো ব্যজায়ত তেন।
নির্ব্যাজায়ততেন ত্যক্তশ্চাগসস্তু গতরজা যততে ন ॥ ৪০ ॥
অয়ি! ভবনে ত্রায়স্ব স্বভুবং পুষ্কর! মুদঙ্গনেঽত্রায়স্ব।
যুগবলনেত্রায় স্বস্নেহায় পুরেব বিমলনেত্রায় স্বঃ ॥৪১ ॥
হরিপবনযমানস্য স্ববলাদিতি তুলয়তোঽমুনয়মানস্য।
স্নেহানয়মানস্য প্রণতিমধাৎ পুষ্করঃ সুনয়মানস্য ॥ ৪২ ॥
অরিসেনাশস্যাশ্রিতবৎসল! তেঽস্তু চেতনা নাশস্যা।
পূরিতনানাশস্যাস্তোকযশোভিঃ কদাপি ন অনাশঃ স্যাঃ ॥ ৪৩ ॥
ইতি স নমাম নলস্য প্রণতোঽজ্রী ফুল্লবক্ত্রনামনলস্য।
অহিতানামনলস্য প্রযযৌ সার্দ্ধং তেন নামনলস্য ॥ ৪৪ ॥
মুদমমুনামুক্তেন প্রাপ্য স্বরাজ্যং মহাত্মনামুক্তেন।
ধৃতনানামুক্তেন রাজ্যং চিরং প্রাশাসি বিঘট্টনামুক্তেন ॥ ৪৫ ॥

তখন প্রচুর অর্থশালী শুভসৌভাগ্যসম্পন্ন নলের সহিত পুষ্কর প্রাণপণ করিয় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেই পরাজিত হইতে হইল তখন তিনি প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করিলে নল তাঁহাকে অকপট বোধে প্রাণ ভিক্ষা দিলেন ॥ ৪০ ॥

অনন্তর নল পুষ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে পুষ্কর! আমি তোমাকে যে ভূসম্পত্তি প্রদান করিতেছি, তুমি নিজ গৃহে থাকিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং সেই স্থানেই তুমি পুলকিতহৃদয়ে অবস্থান কর। তোমাতে আমাতে পূর্ব্বে যেরূপ স্নেহ ছিল, এখন সেই স্নেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক ॥ ৪১ ॥

তখন পুষ্কর ইন্দ্র, বায়ু ও ধর্ম্মরাজের সদৃশ, শক্তিমান্ নলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 'শরণাগতবৎসল! আপনার ভূয়সী কীর্ত্তিমালায় দশদিক্ সুশোভিত হইয়াছে, আপনি নিজ বিক্রম-প্রভাবে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন, আপনার বুদ্ধি চিরকালই প্রশংসনীয় থাকুক ॥ ৪৩ ॥' পুষ্কর এই প্রকারে বিনয়াবনতভাবে প্রফুল্লবদন, শত্রুগণের পক্ষে অগ্নিতুল্য, তুণবৎ নমনশীল নলের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন ॥ ৪৪ ॥

তদনন্তর নিষধেশ্বর নল কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুষ্করের সহিত পুলকিত-

মরিসংহতিরস্য বনেষু শুচাং পদমাপদমাপদমাপদমা।
সুখদঞ্চ যথৈব জনায় হরিং যতমায়তমায় তমায়ত মা ॥ ৪৬ ॥
নলেন পুর্য্যতা যতা যতা যতা পুরেব সা।
সদায়মুম্মহা মহা মহা মহা স্তু সম্পদম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসকৃতে নলোদয়ে সৎকাব্যে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

হৃদয়ে অবস্থিতি করিলেন। তিনি সজ্জনগণের উপদেশের অনুযায়ী ও বিরহ-বিরহিত হইয়া নানারূপ মৌক্তিকী মালা ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ নলের যে সকল শত্রু ছিল, তাহারা হতশ্রীক ও বিপৎশোকে অভিভূত হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিল। কমলা যেমন নিরন্তর শ্রীহরির নিকটে বিরাজ করেন, রাজশ্রীও সেইরূপ কপটতাবিরহিত নলের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ শুভদৈবতসম্পন্ন নলের রাজধানী পূর্ব্ববৎ বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইল। মহাতেজা নল নিরন্তর উৎসবময়ী রাজ-শ্রীতে সুশোভিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

নলোদয় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা।

ভর্ত্তৃহরের্বৈরাগ্যকথা।

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূর্ম্মম। মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী ॥

শ্রীপুরাণপুরুষং পুরাতনং, পদ্মসম্ভবমুমাসুতং ময়া।

সুপ্রণম্য সুভগাং সরস্বতীং, বিক্রমার্কচরিতং বিরচ্যতে ॥

শ্রীকৈলাসশিখরে সমাসীনং পরমেশ্বরং জগদম্বিকা সমবদৎ।

বেদশাস্ত্রবিবাদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।

ইতরেষাং তু মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা ॥

ইত্যুক্ত্বা কালাপনয়নার্থং কাপি সকললোকচিত্তচমৎকারিণী কথা কথনীয়েতি।

ততঃ পরমেশ্বরঃ পার্ব্বতীং প্রত্যাহ,—ভো প্রাণেশ্বরি! শ্রূয়তাম্। সকলহৃদয়হারিণী কথা ময়া কথ্যতে।

চতুরানন ব্রহ্মার বদনপদ্মে যিনি বনহংসবধূর ন্যায় বিরাজ করেন, সেই সর্ব্বাঙ্গশুভ্রা সরস্বতী সতত আমার মানসক্ষেত্রে ক্রীড়া করুন্। আমি পুরাতন পুরাণপুরুষ, কমলযোনি ব্রহ্মা, উমানন্দন গণপতি ও সুভগা সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করিয়া বিক্রমাদিত্যের চরিত্র বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

একদা কৈলাসশিখরে পরমেশ্বর মহেশ্বর উপবিষ্ট আছেন, দেবী জগদম্বা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (ভগবন্!) বেদশাস্ত্রের বিচার করিয়াই ধীমান্‌গণের কাল অতিবাহিত হয়, তদ্ভিন্ন মূর্খেরা নিদ্রা ও কলহেই সময় যাপন করে; অতএব সময় অতিবাহিত করিবার জন্য সর্ব্বজনচিত্তচমৎকারিণী কথা বর্ণন করাই কর্ত্তব্য।

অনন্তর পরমেশ্বর সদাশিব (এই কথা শুনিয়া) পার্ব্বতীকে বলিলেন, প্রাণেশ্বরি! শ্রবণ কর, আমি সর্ব্বজনচিত্তহারিণী কথা বলিতেছি।

অস্তি সমস্তবস্তুবিস্মিতদেবা গুণপরাভূতপুরন্দরনিবাসা উজ্জয়িনী নাম নগরী। তত্র সামন্তসীমন্তিনী-সিন্দুরারুণিতচরণকমলযুগলো ভর্ত্তৃহরির্নাম রাজাভূৎ, সকল-কলা-প্রবীণঃ সমস্ত-শাস্ত্রাভিজ্ঞশ্চ তস্যানুজো বিক্রমাদিত্যনামা স্ববিক্রমপরিহৃতবৈরবিক্রমোঽভূৎ। তস্য ভ্রাতুর্ভর্ত্তৃহরের্ভার্য্যা রূপলাবণ্যাদিগুণবিনির্জ্জিতসুরাঙ্গনা অনঙ্গসেনানামাভূৎ।

তস্মিন্নগরে ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সকলশাস্ত্রবিচক্ষণো বিশেষতো মন্ত্রশাস্ত্রবিৎ পরং দরিদ্রো মন্ত্রানুষ্ঠানেন ভুবনেশ্বরীমতোষয়ৎ।

তুষ্টা সা ব্রাহ্মণমবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! তব মন্ত্রানুষ্ঠানেন ভক্ত্যা চ প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। ব্রাহ্মণেনোক্তং, যদি মে প্রসন্নাসি, তর্হি মাং জরামরণবর্জ্জিতং কুরুষ্বেতি।

ততো দেব্যা দিব্যমেকং ফলং দত্ত্বা ভণিতঞ্চ, ভো পুত্র! ফলং ভক্ষয়,

---

উজ্জয়িনী নামে একটি নগরী আছে। তথায় যে সকল বস্তু বিদ্যমান আছে, তদ্দর্শনে দেবগণেরও বিস্ময় উৎপন্ন হয়; সে স্থানের গুণে (সৌন্দর্য্যে) ইন্দ্রপুরী অমরাবতীও পরাভূত হইয়াছে। তথায় ভর্ত্তৃহরি নামে এক নরপতি ছিলেন। সমস্ত নৃপতিগণের পত্নীদিগের মস্তকস্থ সিন্দূর দ্বারা তাঁহার চরণকমলদ্বয় অনুরঞ্জিত হইত। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি যাবতীয় কলাবিদ্যায় পারদর্শী এবং সমগ্র শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি নিজ পরাক্রমপ্রভাবে শত্রুগণের বিক্রম পরিহৃত করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির পত্নীর নাম অনঙ্গসেনা; তাঁহার রূপলাবণ্যে সুরাঙ্গনারাও পরাভূত হইয়াছিলেন।

সেই উজ্জয়িনীতে একটি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তিনি সকলশাস্ত্রে বিচক্ষণ, বিশেষতঃ মন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী; কিন্তু দরিদ্র। তিনি মন্ত্রানুষ্ঠান দ্বারা ভুবনেশ্বরীকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

দেবী ভুবনেশ্বরী তুষ্ট হইয়া (দর্শন প্রদান পূর্ব্বক) ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! তোমার মন্ত্রানুষ্ঠানে ও ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে জরামরণবর্জ্জিত করুন।

অনন্তর দেবী একটি দিব্য ফল প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, 'বৎস! এই ফল ভক্ষণ কর, তাহা হইলেই তুমি [illegible] হইবে।' তখন ব্রাহ্মণ সেই

জরামরণরহিতো ভবিষ্যসীতি। তদা ব্রাহ্মণস্তৎ ফলং গৃহীত্বা ভবনং প্রত্যাগত্য দেবার্চ্চনাদিকং বিধায় যাবৎ ফলং ভক্ষয়তি তাবৎ মনস্যেবং বুদ্ধিরভূৎ, কিমিতি অহং তাবদ্দরিদ্রঃ, অমরো ভূত্বা কস্যোপকারং করিষ্যামি? পরং বহুকালং জীবিনাপি ভিক্ষাটনমেব কার্য্যং, অতঃ পরোপকারিণঃ পুরুষস্য তৎ ফলং শ্রেয়সে ভবতি। যতঃ, যস্তু বিজ্ঞানবিভবাদিগুণৈর্যুক্তঃ ক্ষণমপি জীবতি, তস্যৈব জীবিতং সফলং ভবতি। তথা চোক্তম্,—

যজ্জীবতি ক্ষণমপি প্রথিতো মনুষ্যো,
বিজ্ঞানশৌর্য্যবিভবাদিগুণৈঃ সমেতঃ।
তত্তস্য জীবিতফলং প্রবদন্তি সন্তঃ,
কাকোঽপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে॥
যজ্জীব্যতে যশোধর্ম্মসহিতং তদ্ধি জীবিতম্।
বলিং কবলয়ন্ ক্লিশ্যন্ চিরঞ্জীবতি বায়সঃ॥
অপি চ—
যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ স তু জীবতি।
বয়াংসি কিং ন কুর্ব্বন্তি চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণম্॥

ফল লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেবপূজাদি সমাপনান্তে যেমন ফলভক্ষণে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার মনে এই বুদ্ধির উদয় হইল যে, 'এ কি করিতেছি? আমি দরিদ্র, আমি অমর হইয়া কাহার উপকার করিব? অধিকন্তু বহুদিন জীবিত থাকিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে হইবে; অতএব যে ব্যক্তি পরোপকারী, (পরের উপকার করিতে যে সমর্থ), এই ফল তাহার পক্ষেই মঙ্গলকর। যে হেতু, যে ব্যক্তি বিজ্ঞান ও বিভবাদিগুণসম্পন্ন, সে যদি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করে, তাহা হইলেও তাহার জীবনধারণ সার্থক। শাস্ত্রেও কথিত আছে, বিজ্ঞান, শৌর্য্য ও বিভবাদিগুণসম্পন্ন প্রথিতনামা ব্যক্তি যদি ক্ষণকালও জীবিত থাকেন, তাহাই তাঁহার জীবনধারণের সুফল, সাধুগণ এই কথা বলিয়া থাকেন।, কাকও বহুদিন বাঁচিয়া থাকে এবং বলি (পূজার দ্রব্য) ভক্ষণ করে। যে জীবনে যশ ও ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয়, তাহাই প্রকৃত জীবন। কাক বলি ভক্ষণ করিয়া বহুদিন জীবিত থাকে; (কিন্তু তাহার জীবনে সুফল কি?) আরও দেখ, যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে বহুলোকের জীবনরক্ষা হয়, তাহারই জীবনধারণ সার্থক। পক্ষীরাও কি

কিঞ্চ—ক্ষুদ্রাঃ সন্তু সহস্রশঃ স্বভরণব্যাপারপূরোদরাঃ,
স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ।
দুষ্পূরোদরপূরণায় পিবতি স্রোতঃপতিং বাড়বা,
জীমূতস্তু নিদাঘসংহৃতজগৎসন্তাপবিচ্ছিত্তয়ে॥

ইতি বিচার্য্য এতৎ ফলং রাজ্ঞে দীয়তে চেৎ, স রাজা জরামরণবর্জ্জিতো ভূত্বা সর্ব্বোপকারকর্ত্তা ভবিষ্যতীতি সঞ্চিন্ত্য, তৎ ফলং গৃহত্বা রাজসমীপমাগত্য,—

অহীনাং মালিকাং বিভ্রৎ তথা পীতাম্বরং দধৎ।
হরো হরিশ্চ ভূপাল! করোতু তব মঙ্গলম্॥

ইত্যাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং রাজহস্তে ফলং দত্ত্বাব্রবীৎ, ভো রাজন্! দেবতাবরপ্রসাদলব্ধমিদমপূর্ব্বফলং ভক্ষয়, জরামরণবর্জ্জিতো ভবিষ্যসি।

রাজা তৎ ফলং গৃহীত্বা তস্মৈ বহূন্যগ্রহারাণি দত্ত্বা বিসৃজ্য বিচারয়তি

চঞ্চু দ্বারা উদর পূর্ণ করে না? (কিন্তু তাহাতে তাহাদের আপন আপন উদর পূর্ণ হয়, অপরের কি?) আরও দেখ, সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি আছে, তাহারা কেবল আপন আপন ভরণপোষণ-কার্য্যেই নিরত থাকে; কিন্তু পরের উপকার করাই যাহার বিবেচনায় স্বার্থ, একমাত্র সেই ব্যক্তিই সাধুগণের অগ্রগণ্য। বাড়বাগ্নি নিজের দুষ্পূরণীয় জঠর পূর্ণ করিবার জন্য স্রোতঃপতি সাগরকেও পান করে; (কিন্তু তাহাতেও সে তৃপ্তি বোধ করে না)। আবার মেঘ গ্রীষ্মসন্তপ্ত বিনষ্টপ্রায় জগতের তাপশান্তির জন্য সাগরসলিল পান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ এই প্রকার বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, 'যদি এই ফল রাজাকে প্রদান করি, তাহা হইলে তিনি জরামরণবর্জ্জিত হইয়া সকলের উপকার করিতে পারিবেন।' এই প্রকার স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ সেই ফল গ্রহণ পূর্ব্বক রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'হে ভূপাল! সর্পমাল্যধারী হর ও পীতাম্বরধারী হরি আপনার মঙ্গল করুন' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদসহকারে রাজার হস্তে সেই ফল প্রদান করিলেন;—বলিলেন, 'রাজন্! এই ফলটি দেবতার বরপ্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি এই অপূর্ব্ব ফল ভক্ষণ করুন, তাহা হইলে জরামরণরহিত হইবেন।'

রাজা সেই ফল গ্রহণ পূর্ব্বক ভূরিপরিমিত পুরস্কার-প্রদান সহকারে ব্রাহ্মণকে

অহো! মমৈতৎ ফলভক্ষণাদমরত্বং ভবিষ্যতি। মম অনঙ্গ-সেনায়া- ীব প্রীতিঃ। যদি সা ময়ি জীবত্যেব মরিষ্যতি, তদা তস্যা বিয়োগদুঃখং ঢুং ন শক্নোমি। তস্মাদিদং ফলং প্রাণপ্রিয়ায়ৈ অনঙ্গসেনায়ৈ দাস্যামী- নঙ্গসেনামাহূয় দত্তবান্। তস্যা অনঙ্গসেনায়াঃ কশ্চিন্মাথুরিকঃ প্রিয়তমো সোঽভূৎ, সা চ বিচার্য্য তস্মৈ ফলং দদৌ। তস্য মাথুরিকস্য কাচিদ্দাসী য়তমা, তস্যৈ সঃ প্রাদাৎ। তস্যা অপি কশ্চিদ্গোপালকে প্রীতিঃ, সা স্মৈ দত্তবতী। তস্যাপি কস্যাঞ্চিদ্গোময়ধারিণ্যাং প্রীতিঃ, সোঽপি তস্যৈ যচ্ছৎ। ততঃ সা গোময়ধারিণী গ্রামাদ্বহির্গোময়ং ধৃত্বা, গোময়ভাজনং রসি নিধায়, তদুপরি তৎ ফলং নিক্ষিপ্য, যাবদ্রাজবীথ্যামাগচ্ছতি, বদ্রাজা ভর্ত্তৃহরিঃ রাজকুমারৈঃ সহ বিহারার্থং বহির্গতঃ, তস্যাঃ শিরসি গাময়াগ্রে স্থিতং ফলং দৃষ্ট্বা গৃহীত্বা গৃহমাগতঃ। ততো ব্রাহ্মণমাকার্য্য বাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বয়া যৎ ফলং দত্তং, তাদৃশমন্যৎ ফলমস্তি কিম্?

দায় প্রদান করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'অহো! এই ফল ভক্ষণ রিলে আমার অমরত্বলাভ হইবে। অনঙ্গসেনার উপর আমার মহান্ অনুরাগ; মার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি বিরহদুঃখ সহ্য করিতে সমর্থ হইব না, তএব এই ফল প্রাণপ্রিয়া অনঙ্গসেনাকেই প্রদান করিব।' মনে মনে এইরূপ র করিয়া রাজা অনঙ্গসেনাকে আহ্বান পূর্ব্বক সেই ফল প্রদান করিলেন। থুরাদেশবাসী একটি কিঙ্কর অনঙ্গসেনার প্রীতিপাত্র ছিল; অনঙ্গসেনা মনে মনে বেচনা করিয়া ফলটি সেই ভৃত্যকে প্রদান করিলেন। একটি দাসী সেই মাথুরিক- ত্যের প্রণয়পাত্রী ছিল, মাথুরিক আবার ফলটি সেই দাসীকে প্রদান করিল। সীও আবার একজন গোপালকের প্রতি অনুরাগবতী ছিল, সে সেই গোপালক- ই ফলটি সমর্পণ করিল। কোন গোময়ধারিণীর (ঘুঁটেওয়ালীর) প্রতি সেই াপালকের অনুরাগ থাকাতে, সে সেই ফল সেই অনুরাগপাত্রীকে দিল। তখন গাময়ধারিণী গ্রামের বহির্দ্দেশ হইতে গোময় সংগ্রহ পূর্ব্বক মস্তকে গোময়পাত্র াখিয়া তদুপরি ফলটি স্থাপন করিয়া যেমন রাজপথে উপস্থিত হইয়াছে, অমনি দখিল, রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজকুমারগণের সহিত বিহারার্থ বহির্গত হইয়াছেন। রাজা গাময়ধারিণীর মস্তকস্থিত গোময়পাত্রের উপরিভাগে সেই ফলটি দেখিবামাত্র াহা লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন পূর্ব্বক

ততো ব্রাহ্মণেনোক্তং, ভো রাজন্! তৎ ফলং দেবতাবরপ্রসাদলভ্যং দিব্য তাদৃশমন্যন্নাস্তি। রাজা তু সাক্ষাদীশ্বরঃ, তস্যাগ্রে অনৃতং ন বাচ্যং, দেবতেব নিরীক্ষণীয়ঃ। তথা চোক্তম্,—

সর্ব্বদেবময়ো রাজা ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ তং দেববৎ পশ্যন্ অলীকং ন বদেৎ সুধীঃ॥

ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, তাদৃশং ফলং দর্শয়তি কাচিৎ, তৎ ক সম্ভবতি?

ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ, তৎ ফলং ভক্ষিতং বা ন বা?

রাজাভণৎ, ন ময়া ভক্ষিতং,মম প্রাণবল্লভায়ৈ অনঙ্গসেনায়ৈ দত্তম্

ব্রাহ্মণেনোক্তং, তাং পৃচ্ছত, তৎ ফলং কিং কৃতমিতি।

ততো রাজা তামাকার্য্য তৎফলং কিং কৃতমিতি শপথং কারয়িত্বাঽপৃচ্ছ তয়োক্তং মাথুরিকায় দত্তমিতি। ততঃ স আকারিতঃ পৃষ্টঃ দাস্যৈ দত্তি অকথয়ৎ। দাসী গোপালকায়, গোপালকো গোময়ধারিণ্যৈ।

বলিলেন, 'হে বিপ্র! তুমি আমাকে যে ফল প্রদান করিয়াছিলে, সেইরূপ আর আছে কি?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্! দেবতার বরপ্রসাদে সেই ফল প্র হইয়াছিলাম; সেরূপ ফল আর নাই। রাজা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরস্বরূপ, তাঁহার নি মিথ্যা বলিতে নাই; তাঁহাকে দেবতার তুল্য দর্শন করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও আছে, ঋষিরাও বলিয়াছেন, রাজা সর্ব্বদেবময়, তাঁহাকে দেবতুল্য দর্শন করি তাঁহার নিকট মিথ্যাকথা বলা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।'

অনন্তর রাজা বলিলেন, 'কোন রমণীর নিকট সেই ফল দৃষ্ট হইল, ইহা প্রকারে সম্ভব হয়?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনি কি সেই ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন?

রাজা বলিলেন, না, আমি ভক্ষণ করি নাই; আমি আমার প্রাণব অনঙ্গসেনাকে তাহা দিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনি তাঁহাকে (রাজ্ঞীকে) জিজ্ঞাসা করুন, তিনি সে কি করিয়াছেন?

তখন রাজা অনঙ্গসেনাকে আহ্বান পূর্ব্বক শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে 'তুমি সেই ফল কি করিয়াছ?' রাণী কহিলেন, 'মাথুরিককে দিয়াছি।' রা

ততো রাজা চ প্রলাপ্য পরমবিষাদং গত্বা পরং শ্লোকমপঠৎ।—

রূপে মনোহারিণি যৌবনে চ, বৃথৈব পুংসামভিমানবৃদ্ধিঃ।
নতভ্রুবাং চেতসি চিত্তজন্মা, প্রভুর্যদেবেচ্ছতি তৎ করোতি॥

অহো! স্ত্রীচিত্তং কেনাপি হর্ত্তুং ন শক্যতে। তথা চোক্তম্—

অশ্বপ্লুতং মাধবগর্জ্জিতং চ, স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্।
অবর্ষণঞ্চাপ্যতিবর্ষণঞ্চ, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

গৃহ্নন্তি বিপিনে ব্যাধা বিহঙ্গং চলতেঽস্থিতম্।
সরিদ্ধৃতবতে নাবং ন স্ত্রীণাং চপলাং গতিম্॥
কিঞ্চ—বন্ধ্যাপুত্রস্য রাজ্যশ্রীঃ পুষ্পশ্রীর্গগনস্য চ।
স্যাদ্দৈবান্ন তু নারীণাং মনঃশুদ্ধির্মনাগপি॥

পি চ—সুখদুঃখজয়ং জীবিতং যে হি জীবন্তি যোগিনঃ সদা।
মুহ্যন্তি তেঽপি হি নূনং ন বিদুশ্চেষ্টিতং স্ত্রীণাম্॥

খুরিককে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'উহা দাসীকে দেওয়া হইয়াছে।' তখন দাসীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'গোপালককে দিয়াছি' বং গোপালককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'আমি উহা গোময়ধারিণীকে দান করিয়াছিলাম।'

তখন রাজা পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রলাপ সহকারে এই শ্লোক পাঠ রিলেন,—'মনোহর রূপযৌবন থাকিলে যে পুরুষের অভিমানবৃদ্ধি হয়, উহা থা। কেন না, রমণীগণ নতভ্রূ (লজ্জা বশতঃ নতশীর্ষ) হইলেও তাহাদিগের ত্তে যদি কামদেব অধিষ্ঠান করেন, তবে সেই কামদেব প্রভু হইয়া যাহা ইচ্ছা ইরূপ কার্য্য সম্পাদন করেন অর্থাৎ সেই রমণীরা সর্ব্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়াই সম্পন্ন রিতে পারে। অহো! রমণীর চিত্ত হরণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। শাস্ত্রেও থিত আছে—ঘোটকগণের প্লুতগতি, বৈশাখমাসের জলদগর্জ্জন, স্ত্রীজাতির রিত্র, পুরুষের ভাগ্য, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এই সকল মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বতারাও বুঝিতে পারেন না। ব্যাধেরা বনমধ্যে চঞ্চল গতিশীল পক্ষীকে ধরিতে রে, নদী তরণীধারণে সমর্থ হয়, কিন্তু নারীজাতির চপল মনোগতি কেহই স্থির রিতে সমর্থ নহে। আরও দেখ, বন্ধ্যা রমণীর পুত্র রাজশ্রী লাভ করিলেও রিতে পারে, দৈববশে আকাশে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেও পারে; কিন্তু নারী-

অন্যচ্চ—স্মরোৎসর্গমনুপ্রাপ্য বাঞ্ছন্তি পুরুষান্তরম্।
নার্য্যঃ সর্ব্বাঃ স্বভাবেন বদন্তীত্যমলাশয়াঃ॥
তথা চ—বিনাঞ্জনেন মন্ত্রেণ তন্ত্রেণ বিনয়েন চ।
বঞ্চয়ন্তি নরং নার্য্যঃ প্রজ্ঞাধনমপি ক্ষণাৎ॥
কুলজাতিপরিভ্রষ্টং নিকৃষ্টং দুষ্টচেষ্টিতম্।
অস্পৃশ্যং মরণপ্রাপ্তং মন্যে স্ত্রীণাং প্রিয়ং বরম্॥
গৌরবেষু প্রতিষ্ঠাসু গণেষু সাধুগোষ্ঠিষু।
ধৃতা নাপি বিসৃজ্যন্তি দোষমঙ্কে স্বয়ং স্ত্রিয়ঃ॥
নার্য্যো হসন্তি চ রুদন্তি চ বিত্তহেতোর্বিশ্বাসয়ন্তি নরং ন তু বিশ্বসন্তি
তস্মান্নরেণ কুলশীলবতা সদৈব, নার্য্যঃ শ্মশানকুসুমা ইব বর্জ্জনীয়াঃ॥
ন বৈরাগ্যাৎ পরং ভাগ্যং ন বোধাৎ পরমঃ সখা।
ন হরেরপরস্ত্রাতা ন সংসারাৎ পরো রিপুঃ॥

জাতির চিত্তশুদ্ধি কদাচ হইতে পারে না। যে সকল যোগী সুখদুঃখ জয় করি জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাও মুগ্ধ হইয়া নারীজাতির অভিসন্ধি বুঝিতে স হন না, বিশুদ্ধচিত্ত মনীষীরা বলিয়া থাকেন, রমণীজাতি রতিক্রিয়া সম্পা পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আবার অন্য পুরুষের বাসনা করে; নারীমাত্রেরই এই স্বভা স্ত্রীজাতি মুহূর্ত্তমধ্যে জ্ঞানবান্ মনীষিগণকেও প্রতারিত করিয়া ফেলে; তাহা অঞ্জন, মন্ত্রতন্ত্র, বিনয় কিছুরই আবশ্যক নাই। তাহারা ভাল মন্দ বিচার না; কুলভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত, হীন, দুষ্ক্রিয়ান্বিত, অস্পৃশ্য ও আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করে। গৌরবের সহিত, প্রতিষ্ঠার সহিত সাধুসং রাখিলেও, অধিক কি, ক্রোড়ে করিয়া রাখিলেও নারীজাতি নিজ স্বভাবদো কুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। ধনপ্রাপ্তির আশায় নারীজাতি কখন হাস্য ক কখন ক্রন্দন করে এবং পুরুষের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু নি তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং কুলশীলবান্ ব্যক্তি শ্মশানপুষ্পের জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে পরিত্যাগ করিবে। বৈরাগ্যের তুল্য পরম ভ জ্ঞানের তুল্য পরম সখা, হরির তুল্য পরম পরিত্রাতা এবং সংসারের তুল্য প শত্রু আর নাই।

ইত্যেতানি পদ্যানি পঠিত্বা পরমং বৈরাগ্যং গতো বিক্রমার্কং রাজ্যে ভিষিচ্য স্বয়ং বনং জগাম ॥

ইতি ভর্তৃহরের্বৈরাগ্যকথা।

বহুশ্রুতোপাখ্যানম্।

—০ঃ*ঃ০—

ততো রাজা বিক্রমাদিত্যঃ দেবব্রাহ্মণানাথদীনার্ত্তকুব্জপঙ্গ্বাদীনাং মনো-রথান্ পূরয়ন্ প্রজাঃ সম্যগপালয়ৎ। পরিচারকাদীনাং সন্তোষমুৎপাদয়ন্ মন্ত্রিসামন্তাদীনাং বচনপরিপালনেন মনোঽহরৎ। এবং সকলানুরঞ্জনেন রাজা রাজ্যং করোতি স্ম।

ততঃ একদা কশ্চিদ্দিগম্বরো রাজসমীপমাগত্য—

লীলয়া মণ্ডলীকৃত্য ভুজঙ্গান্ ধারয়ন্ হরঃ।
দেয়াদ্দেবো বরাহশ্চ তুভ্যমভ্যধিকাং শ্রিয়ম্ ॥

ইত্যাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং রাজ্ঞো হস্তে ফলং দত্ত্বাব্রবীৎ, ভো রাজন্! অহং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত্রেণ হবনং করিষ্যামি। তত্র ত্বয়া উত্তর-

---

রাজা ভর্ত্তৃহরি এই সকল শ্লোক পাঠপূর্ব্বক পরম বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তিনি অবিলম্বে বিক্রমাদিত্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বনবাসে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, অনাথ, দীন, আর্ত্ত, কুব্জ, পঙ্গু প্রভৃতি সকলের মনোরথ পূরণ পূর্ব্বক সম্যক্‌বিধানে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি পরিচারকাদির সন্তোষ উৎপাদন এবং মন্ত্রী ও সামন্তাদি সকলের বাক্য প্রতিপালন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মন হরণ করিলেন। এই প্রকারে সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা এক দিগম্বর রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, 'রাজন্! যিনি লীলাবশে সর্পগণকে মণ্ডলাকারে ধারণ করেন, সেই মহেশ্বর এবং বরাহদেব আপ-নাকে অধিকতর শ্রী প্রদান করুন' বলিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে একটি ফল প্রদান করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আমি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাশ্মশানে

সাধকেন ভবিতব্যম্। রাজ্ঞা চ প্রতিজ্ঞাতম্। তস্য তেন প্রসঙ্গেন রাজ্ঞো বেতালঃ প্রসন্নো জাতঃ, অষ্টৌ মহাসিদ্ধয়শ্চ প্রাপ্তাঃ; ভূতলে বিক্রমস্য সাদৃশ্যং ন কোঽপি বভার। ত্রিভুবনে অস্য কীর্ত্তিরনর্গলা গঙ্গেব প্রবহতি স্ম।

অত্রান্তরে সুরলোকে দেবেন্দ্রো বিশ্বামিত্রতপোভঙ্গকরণায় রম্ভামুর্ব্বশীং চাহূয় অবাদীৎ, ভবত্যোর্মধ্যে নৃত্যে গীতে যা চাতিপ্রবীণা, সা বিশ্বামিত্র-তপোভঙ্গকরণায় তত্তপোবনং গচ্ছতু। যা বিশ্বামিত্রতপোবিনাশিনী, তস্যৈ পারিতোষিকমহং দাস্যামি।

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা রম্ভয়া ভণিতং, অহং নৃত্যে প্রবীণা। উর্ব্বশ্যা ভণিতং, দেব! যথাশাস্ত্রদৃষ্টং নৃত্যং জানামীতি। তয়োর্ব্বিবাদে জাতে নির্ণয়ার্থং দেবসভা চাহূতা আসীৎ। প্রথমং রম্ভানৃত্যমভূৎ। ততঃ সর্ব্বোঽপি দেবগণ উভয়োর্নৃত্যং দৃষ্ট্বা সন্তোষমগমৎ। ইয়মত্যন্তং নৃত্যে কুশলেতি ন কশ্চিৎ নির্ণয়ং চকার।

অঘোরমন্ত্র দ্বারা হোম করিব; তথায় আপনাকে উত্তরসাধকরূপে থাকিতে হইবে।' রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই প্রসঙ্গে বেতাল রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; রাজার অষ্টসিদ্ধিলাভ হইল। তৎকালে ধরাতলে বিক্রমাদিত্যের তুল্য নরপতি আর কেহই ছিলেন না। গঙ্গা যেমন ত্রিভুবনে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিও সেইরূপ ত্রিলোকীতলে বিঘোষিত হইল।

এই সময়ে সুরপুরে দেবেন্দ্র বিশ্বামিত্রঋষির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য রম্ভা ও উর্ব্বশীকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, 'তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে যে নৃত্যগীতে অধিকতর প্রবীণা, সে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য যাত্রা কর। যে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে, সেই পুরস্কৃত হইবে।'

দেবরাজের এই কথা শুনিয়া রম্ভা বলিল, 'আমি নৃত্যে অতিশয় প্রবীণা।' উর্ব্বশী কহিল, 'প্রভু! শাস্ত্রবিহিত নিয়মে আমি নৃত্য করিতে জানি।' এই প্রকারে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে ইহার মীমাংসার জন্য দেবেন্দ্র একা সভা আহূত করিলেন। প্রথমে রম্ভা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় দিবসে উর্ব্বশীর নৃত্য প্রদর্শিত হইল। উভয়ের নৃত্য দেখিয়া দেবগণ সকলেই প্রীতিলাভ করিলেন; কে অধিকতর পটীয়সী, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

তস্মিন্নবসরে নারদেনোক্তং, ভো দেবরাজ! ভূতলে বিক্রমাদিত্যো-ঽস্তি, স সকলকলাভিজ্ঞো বিশেষতঃ সঙ্গীতনৃত্যবিদ্যাবিচক্ষণঃ, স এবৈতয়োর্ব্বাদনির্ণয়ং করিষ্যতি।

ততো মহেন্দ্রেণ বিক্রমাদিত্যাহ্বানার্থং উজ্জয়িনীং প্রতি মাতলিঃ প্রেষিতঃ, ততো বিক্রমস্তেনাহূতো নমস্কৃত্য সম্মানপূর্ব্বকমুপবেশিতঃ। তদনন্তরং পুনরপি নৃত্যাবসরো মণ্ডিতঃ। প্রথমং রম্ভা রঙ্গে স্থিতা নৃত্যমকরোৎ। দ্বিতীয়দিবসে উর্ব্বশী রঙ্গমধিষ্ঠিতা যথাশাস্ত্রং নৃত্যমকরোৎ। ততো বিক্রমাদিত্যেন উর্ব্বশী প্রশংসিতা জয়োঽপি দত্তঃ।

ইন্দ্রেণ ভণিতং, কথমস্যৈ জয়ো দত্তঃ? বিক্রমেণ ভণিতং, দেব! নৃত্যে প্রথমমঙ্গসৌষ্ঠবং প্রধানম্। তথা চোক্তং নৃত্যশাস্ত্রে—

অনুচ্চনীচং চরতামঙ্গানাং চলপাদতা।
কটিকূর্পরশীর্ষাক্ষিকর্ণানাং সমরূপতা।
রম্যা প্রথিতবিশ্রান্তিরুরসশ্চ সমুন্নতিঃ।
অভ্যাসাগর্হিতে পাদসৌষ্ঠবং নৃত্যবেদিনাম্॥

ইত্যবসরে (দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া) নারদ কহিলেন, 'সুররাজ! ধরাতলে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা আছেন। তিনি সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শী, বিশেষতঃ নৃত্য ও গীতবিদ্যায় বিচক্ষণ; তিনিই রম্ভা ও উর্ব্বশী ইহাদিগের উভয়ের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

তখন দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিয়া আনয়নার্থ মাতলিকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিলেন। বিক্রমাদিত্যও দেবরাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সুরধামে আগমন পূর্ব্বক নমস্কার করিলে দেবেন্দ্র সসম্মানে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। তখন পুনরায় নৃত্যস্থল সুসজ্জিত হইল। প্রথমে রম্ভা রঙ্গস্থলে নৃত্য করিল। দ্বিতীয় দিন উর্ব্বশী রঙ্গভূমিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যথাশাস্ত্র নৃত্য প্রদর্শন করিল। তখন বিক্রমাদিত্য উর্ব্বশীকেই প্রশংসা করিয়া জয় প্রদান করিলেন।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উর্ব্বশীর জয় হইল কেন?' বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 'নৃত্যশাস্ত্রে কথিত আছে, নর্ত্তনক্রিয়ায় অঙ্গসৌষ্ঠবই শ্রেষ্ঠ। অত্যুচ্চনীচভাবে অঙ্গসমূহের সঞ্চালন, চরণচালনা, কটি, কূর্পর, মস্তক, বক্ষঃস্থল ও কর্ণ এই সকলের সমরূপতা, প্রধান প্রধান বিশ্রামস্থানসকলের মনোহারিতা, বক্ষঃস্থলের যথাযোগ্য

অন্যচ্চ।—নর্ত্তক্যা রঙ্গোচিতাবস্থানবিশেষঃ প্রকাশনীয়ঃ।

উক্তশ্চাবস্থানবিশেষো নৃত্যশাস্ত্রে—

চতুরস্রত্বসহিতৌ সমপাদৌ লতাকরৌ।
প্রারম্ভে সর্ব্বনৃত্যানামেতৎ সামান্যমুচ্যতে॥
যথা হ্যন্যৈর্নৈব দৃশ্যস্তথা হ্যস্যা বপুর্ভবেৎ॥
দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহূ লতেবাংসয়োঃ,
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রবিষ্টাবিব।
মধ্যঃ পাণিমিতো নিতম্বজঘনং পাদাবতারাঙ্গুলীঃ,
ছন্দো নর্ত্তয়িতুং যথৈব মনসাশ্লিষ্টং তথা স্বং বপুঃ॥

নৃত্যাবস্থানবিশেষঃ স্মরণীয়ঃ।

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে,
তন্বী শ্যামা বিটপসদৃশং ত্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুল্যাং ললিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং,
নৃত্যাদ্ বামা স্থগয়তিতরাং কান্তিভৃৎ পাদযুগ্মম্॥

উন্নতি, সম্যক্‌বিধানে অভ্যাস, অস্খলন এবং চরণসৌষ্ঠব এই সমস্তই নৃত্যবিশারদ-গণের প্রধান বিষয়। ইহা ভিন্ন রঙ্গের উপযুক্ত ভাবে কিরূপে কখন্ অবস্থিতি করিতে হয়, তাহাও প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। নৃত্যশাস্ত্রেও এই অবস্থান সম্বন্ধে কথিত আছে যে, নৃত্যের প্রাক্কালে যে চতুষ্কোণ ভাবের সহিত চরণযুগল সমান-ভাবে এবং হস্তদ্বয় লতাকারভাবে থাকে, তাহাই নৃত্যের সাধারণ লক্ষণ। নর্ত্তকীর দেহ এ প্রকার হইবে যে, অন্য ব্যক্তি তাহা নূতনবৎ দর্শন করিবে। নর্ত্তকীর নেত্র আয়ত, মুখ শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় কান্তিপূর্ণ, বাহুযুগল লতিকার ন্যায়, স্কন্ধ-যুগল সংক্ষিপ্ত, কুচযুগল ঘনসন্নিবিষ্ট ও উচ্চ, বক্ষঃস্থল যেন বাহুতে প্রবিষ্ট, কটিদেশ হস্তপরিমিত, নিতম্ব ও জঘন পীন ও অঙ্গুলিসকল সুগঠিত হইবে এবং বোধ হইবে যেন, তাহার চিত্ত সমস্ত দেহেই আশ্লিষ্টভাবে সংস্থিত আছে। কি ভাবে অবস্থিতি করিয়া নৃত্য করিতে হয়, নর্ত্তকীর পক্ষে তাহা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। নর্ত্তকী কৃশাঙ্গী শ্যামার লক্ষণসম্পন্ন হইবে; হস্তের সন্ধিস্থানে বলয় স্থিরভাবে রাখিবে, বামহস্ত নিতম্বদেশে স্থাপন করিবে, দক্ষিণহস্ত শাখার ন্যায় স্রস্তভাবে চরণের অঙ্গুলীতে স্থাপন করিবে, দৃষ্টি চরণযুগলে নিক্ষেপ করিবে এবং কমনীয়কান্তিপূর্ণ পাদ-যুগল রমণীয় পুষ্পাবৃত কুট্টিমে স্থিরভাবে স্থাপন করিবে। অধিক কি বলিব, সম

অথবা কিং বহুনোক্তেন—

অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ,
পাদন্যাসো লয়মনুগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনির্মৃদুরভিবিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ,
ভাবো ভাবাদভিমতিবিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব॥

এবং নৃত্যশাস্ত্রোক্তলক্ষণযুক্তা নর্ত্তকী প্রশংসিতা ময়োর্ব্বশী।

ততো মহেন্দ্রঃ সন্তুষ্টঃ সন্ বিক্রমার্কং বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য, মহার্ঘ্যং বররত্ন-খচিতং সিংহাসনং তস্মৈ দদৌ। তৎসিংহাসনে খচিতা দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাঃ সন্তি। তাসাং শিরসি পদং দত্ত্বা তৎসিংহাসনমধ্যাসিতব্যম্। তদতিমনোহরং সিংহাসনং ইন্দ্রাজ্ঞাং চ গৃহীত্বা বিক্রমার্কো নিজাং পুরীমগমৎ। তদনন্তরং শুভে মুহূর্ত্তে শুভে লগ্নে সিংহাসনমধিষ্ঠায় রাজ্যং করোতি স্ম।

ততোঽনন্তরং বর্ষেষু বহুষু গতেষু প্রতিষ্ঠানগরে শালিবাহনঃ সার্দ্ধবর্ষদ্বয়-ন্যায়াং শেষনাগেন্দ্রাদুৎপন্নঃ। উজ্জয়িন্যাং ভূকম্পধূমকেতুদিগ্‌দাহাদ্যুৎ-তা জনৈশ্চ দৃষ্টাঃ। ততো বিক্রমাদিত্যো দৈবজ্ঞানাহূয়াবাদীৎ, ভো

ক্য যেন অঙ্গযষ্টির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হইবে; চরণযুগল য়র অনুগামী হইয়া রসসমূহে তন্ময়ত্বভাব প্রদর্শন করিবে। শাখাকৃতি কর-ল মৃদু, বিনয়পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করিবে। ইহাকেই রাগবন্ধ বলে। নৃত্য-ত্রে এই প্রকার যে সকল লক্ষণ উক্ত আছে, উর্ব্বশী সেই সমস্ত লক্ষণে লক্ষিতা; ই জন্যই আমি ইহার প্রশংসা করিয়াছি।

(বিক্রমাদিত্যের বাক্য শ্রবণে) পরিতুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র বস্ত্রাদিদান দ্বারা তাঁহার মানবর্দ্ধন পূর্ব্বক রত্নখচিত মহামূল্য একখানি সিংহাসন প্রদান করিলেন। সেই সিংহাসনে বত্রিশটি পুত্তলিকা অঙ্কিত ছিল; তাহাদিগের মস্তকে পদবিন্যাস পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করিতে হয়। ইন্দ্রের আদেশে সেই সিংহাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে শুভ লগ্নে শুভ মুহূর্ত্তে সেই সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুবর্ষ সমতীত হইলে, প্রতিষ্ঠানগরে সার্দ্ধদ্বিবর্ষবয়স্কা এক কন্যার গর্ভে শেষনাগের ঔরসে শালিবাহন জন্মগ্রহণ করিলেন। (যখন শালিবাহন ভূমিষ্ঠ হন), সেই সময়ে উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, ধূমকেতুদয়, দিগ্‌দাহ ইত্যাদি উৎপাতপরম্পরা

দৈবজ্ঞাঃ! কিমেতদুৎপাতা রাজ্ঞা জনৈশ্চ প্রতিদিনং দৃষ্টা ভবন্তি
এতেষাং ফলং কিং কস্যানিষ্টং কথয়তি? তৈরুক্তম্, দেব! অয়ং ভূকম্প
সন্ধ্যাকালে জাতঃ, অতো রাজ্ঞোঽনিষ্টং সূচয়তি। তথা চ নারদীয়ে-

অনিষ্টদঃ ক্ষিতীশানাং ভূকম্পঃ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
রাজ্ঞাং বিনাশপিশুনো ধূমকেতুরুদাহৃতঃ।
দিগ্‌দাহঃ পীতবর্ণশ্চেৎ ক্ষিতীশানাং ভয়প্রদঃ॥ ইতি॥

দৈবজ্ঞবচনং শ্রুত্বা রাজা তু পুনরব্রবীৎ, ভো দৈবজ্ঞ! ময়া তপ
সন্তোষিত ঈশ্বরঃ প্রাহ, ভো রাজন্! প্রসন্নোঽস্মি, পর্য্যায়েনামরত্বং যা
য়েতি। তদা ময়া ভণিতম্, ভো দেব! সার্দ্ধবর্ষদ্বয়কন্যায়াং পুত্রো ভবিষ্য
তস্মাৎ মম মরণমস্তু, নান্যেন। ঈশ্বরেণ তথাস্তু ইতি ভণিতম্। তর্হি তাদৃ
কুতো জনয়িষ্যতি? দৈবজ্ঞৈরুক্তম্, দেব! দৈবী সৃষ্টিরচিন্ত্যা, তাদৃ
কস্মিন্নপি দেশে উৎপন্নো ভবিষ্যতি, তথা চ দৃশ্যতে।

রাজা ও প্রজাপুঞ্জের নেত্রগোচর হইল। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞগণ
আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে দৈবজ্ঞবৃন্দ! রাজা প্রজা সকলেই প্রত্যহ এই সব
উৎপাতপরম্পরা দেখিতেছে কেন? ইহার ফল কি? কাহারই বা অনিষ্টসূচ
করিতেছে?' দৈবজ্ঞেরা কহিলেন, 'রাজন্! যখন সন্ধ্যাকালে ভূমিক
হইয়াছে, তখন ইহা রাজার পক্ষেই অনিষ্টসূচক। নারদীয় পুরাণেও উক্ত আ
উভয় সন্ধ্যার মধ্যে যে কোন সন্ধ্যাকালে ভূকম্প হইলেই ক্ষিতিপতির অনিষ্ট ঘটে
ধূমকেতু উদিত হইলে রাজার বিনাশসূচনা হয় এবং দিগ্‌দাহ পীতবর্ণ হইলে তা
রাজার পক্ষে ভীতিপ্রদ।

রাজা বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, '
দৈবজ্ঞ! আমি যখন তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতিসাধন করি, তখন ভগবান্ প্র
হইয়া বলিয়াছিলেন, 'রাজন্! আমি প্রসন্ন হইলাম, তুমি পর্য্যায়ক্রমে অম
প্রার্থনা কর।' আমি বলিলাম, 'দেব! যখন সার্দ্ধদ্বিবর্ষবয়স্কা কন্যার গর্ভে
জন্মিবে, তখন তাহার হস্তেই যেন আমার মৃত্যু ঘটে, অন্যের হস্তে যেন আ
মৃত্যু না হয়।' ঈশ্বর 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন। সুতরাং সেরূপ
কোথায় জন্মিবে?' দৈবজ্ঞ কহিলেন, 'রাজন্! দৈবসৃষ্টি অচিন্ত্য, সেই প্র
কোন দেশে জন্মিতে পারে এবং দৃষ্টিগোচরও হইয়াছে।

ততো রাজা বেতালমাহূয়ৈনং সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদ্যাব্রবীৎ, ভো যক্ষ! ং সর্ব্বত্র পৃথ্বীমধ্যে পরিভ্রমন্নেবংবিধঃ কস্মিন্ দেশে কস্মিন্নবসরে সমুৎপন্ন ইতি নিশ্চিত্য, স্থানং জ্ঞাত্বা ঝটিতি সমাগচ্ছ।

ততো বেতালো মহাপ্রসাদ ইতি বীটিকাং গৃহীত্বা কুশদ্বীপাদিদ্বীপানালোক্য প্রত্যাগত্য প্রতিষ্ঠানগরং প্রবিশ্য কুম্ভকারগৃহে কঞ্চিন্মানবকং কাঞ্চনকন্যকাং ক্রীড়মাণৌ দৃষ্ট্বাপৃচ্ছৎ, অহো! যুবাং পরস্পরং কিং প্রভবতঃ? তদা কন্যয়োক্তং, অয়ং মম পুত্রঃ। বেতালেনোক্তং, তব পিতা কঃ? তদা কোঽপি ব্রাহ্মণো দর্শিতঃ। ততো ব্রাহ্মণমপৃচ্ছৎ, কেয়মিতি। ব্রাহ্মণেনোক্তং, ইয়ং মম কন্যা, অস্যাঃ পুত্রোঽয়ম্। তৎ শ্রুত্বা বিস্ময়ং গতো বেতালঃ পুনর্ব্রাহ্মণমব্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কথমেতৎ? ব্রাহ্মণেনোক্তং, দেবানাং চরিতমগোচরং, অস্যাং শেষনাগেন্দ্রঃ সঙ্গমকরোৎ। তস্মাদস্যাং জাতঃ পুত্রোঽয়ং শালিবাহনঃ।

তখন রাজা বেতালকে আহ্বান পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন, হে যক্ষ! তুমি ধরাতলে সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে কোন্ নগরে ঐপ্রকার পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া ত্বরায় প্রত্যাগত হইবে।

অনন্তর বেতাল 'মহাপ্রসাদ' (আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য) বলিয়া বীটিকা (সম্মানার্থ পানের খিলি) গ্রহণ পূর্ব্বক কুশদ্বীপাদি নানা স্থান পর্য্যটন করিল; শেষে জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠানগরে উপস্থিত হইয়া এক কুম্ভকারগৃহে গমন পূর্ব্বক দেখিল, একটি বালক ও একটি স্বর্ণপুত্তলিকা তুল্য কন্যা ক্রীড়া করিতেছে। তদ্দর্শনে বেতাল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধ কি?' কন্যাটি (শিশুটিকে দেখাইয়া) বলিল, 'এটি আমার পুত্র।' বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার পিতা কে?' তখন কন্যা এক ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিল। বেতাল সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কন্যাটি আপনার কে?' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'এটি আমার কন্যা এবং এই শিশুটি আমার এই কন্যারই গর্ভজাত সন্তান।' এই কথা শুনিয়া বেতালের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে ব্রাহ্মণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহা কি প্রকারে সম্ভবে?' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'দেবচরিত্র মানববুদ্ধির অগম্য। নাগপতি শেষ এই কন্যার সহিত সঙ্গত হওয়াতেই ইহার গর্ভে এই শিশুর জন্ম হইয়াছে; শিশুটির নাম শালিবাহন।'

তচ্ছ্রুত্বা বেতালঃ সত্বরমুজ্জয়িনীং আগত্য রাজ্ঞে বিক্রমাদিত্যায় সর্ব্বমপি বৃত্তান্তমকথয়ৎ। রাজা তু পারিতোষিকং দত্ত্বা খড়গমাদায় প্রতিষ্ঠানগরং গতঃ। যাবৎ খড়্গেন শালিবাহনং হন্তুং প্রবৃত্তস্তাবত্তেন দণ্ডেন তাড়িতঃ প্রতিষ্ঠানগরাদুজ্জয়িন্যাং পতিতঃ বেদনামসহমানঃ শরীরং বিসসর্জ্জ। তস্য রাজ্ঞঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়োঽগ্নিপ্রবেশং কর্ত্তুং প্রবৃত্তাঃ।

তদা মন্ত্রিভির্বিচারিতং, রাজায়মপুত্রঃ, কিং কর্ত্তব্যম্? ভট্টিনোক্তং, বিচার্য্যতাম্। আসাং স্ত্রীণাং মধ্যে কাচিদ্‌যদি গর্ভিণী ভবিষ্যতি। ততো বিচার্য্যমাণে একা সপ্তমাসগর্ভিণী সমভবৎ। তদা সর্ব্বৈর্মিলিত্বা গর্ভাভিষেকঃ কৃতঃ, মন্ত্রিণঃ স্বয়ং রাজ্যং পালয়িতুং প্রবৃত্তাঃ। তদিন্দ্রদত্তং সিংহাসনং তথৈব শূন্যমাসীৎ।

একদা সভামধ্যে অশরীরিণী বাগাসীৎ। ভো মন্ত্রিণঃ! স্বয়ং রাজ্যং পালয়িতুমেতস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং চ যোগ্যস্তাদৃশো রাজা নাস্তি, ত

বেতাল এই কথা শ্রবণমাত্র উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যে নিকট সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিল। তখন রাজা বেতালকে পুরস্কৃত করিয়া স্ব অসিহস্তে প্রতিষ্ঠাপুরে যাত্রা করিলেন। তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া যেমন অসি প্রহারে শালিবাহনকে বধ করিতে উদ্যম করিলেন, অমনি শালিবাহন তাঁহাকে দণ্ড দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে রাজা বিক্রমাদিত্য উৎক্ষিপ্ত হই প্রতিষ্ঠা হইতে উজ্জয়িনীতে আসিয়া নিপতিত হইলেন এবং আঘাতজনিত বেদন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার পত্নীগণ বহ্নিপ্রবে পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হইতে উদ্যত হইলেন।

তখন অমাত্যবৃন্দ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, 'নৃপতি অপুত্রক; এখ কর্ত্তব্য কি?' ভট্টি কহিলেন, 'রাজপত্নীগণের মধ্যে কেহ গর্ভবতী আছেন কি ন তাহা পর্য্যবেক্ষণ করুন্।' তখন অনুসন্ধানে দৃষ্ট হইল, একটি রমণী সপ্তমা গর্ভবতী আছেন। তখন মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া সেই গর্ভের অভিষেক করিলে এবং আপনারাই (প্রতিনিধিরূপে) সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

একদা সভাতলে দৈববাণী হইল যে, 'হে মন্ত্রিবৃন্দ! এই সিংহাসনে বা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে পারেন, এরূপ উপযুক্ত রাজা নাই; অতএব এই সি সন কোন পবিত্র ক্ষেত্রে নিক্ষেপ কর।' এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মন্ত্রি

সুক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতামিদং সিংহাসনম্। তচ্ছ্রুত্বা সর্বৈর্মন্ত্রিভিরতিপবিত্র-ক্ষেত্রে তৎ সিংহাসনং নিক্ষিপ্তম্। নিক্ষেপণানন্তরং বহূনি বর্ষাণি গতানি। ততঃ ভোজরাজো রাজ্যং প্রাপ্য, তস্মিন্ রাজ্যং কুর্ব্বতি, একদা কশ্চিদ্-ব্রাহ্মণো যত্র সিংহাসনং নিক্ষিপ্তং তৎ ক্ষেত্রং কৃত্বা যাবনালানবপৎ। তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহৎ ফলমভূৎ। স ব্রাহ্মণঃ যত্র তৎ সিংহাসনং নিক্ষিপ্তং, তদুচ্চস্থানমিতি মত্বা পক্ষিণামুত্থাপনার্থং তদুপরি মঞ্চং কৃত্বোপবিশ্য পক্ষিণ উত্থাপয়তি। তত একদা ভোজরাজো বৈ বিহারং কর্ত্তুং সকলরাজকুমারৈঃ সমবেতস্তৎক্ষেত্রসমীপং যাবদ্‌গচ্ছতি, তাবন্মঞ্চোপরিস্থিতেন ব্রাহ্মণে-নোক্তম্, ভো রাজন্! এতৎ ক্ষেত্রং সম্যক্ ফলিতমস্তি, সসৈন্যং সমাগত্য যথেচ্ছং ভুজ্যতাম্। অশ্বেভ্যশ্চণকা দীয়ন্তাম্। অদ্য মজ্জন্ম সফলমভূৎ, যতো ভবান্ মমাতিথির্জাতঃ। যত ঈদৃশঃ প্রস্তাবঃ কদা সম্পদ্যতে।

তচ্ছ্রুত্বা স রাজা সসৈন্যঃ ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্টঃ। অথ ব্রাহ্মণোঽপি মঞ্চকাদবরুহ্য রাজানং ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতং ভণতি, ভো রাজন্! কিময়মধর্ম্মঃ

কোন পবিত্র ক্ষেত্রে সিংহাসন নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে বহুবর্ষ অতীত হইল। অনন্তর ভোজরাজ রাজ্য লাভ করিয়া শাসন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে সেই সিংহাসন নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সেই স্থানে শস্যক্ষেত্র করিয়া যাবনাল বপন করিলেন। সেই ক্ষেত্রে ভূরিপরিমাণে শস্য জন্মিল। যে স্থানে সিংহাসন নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ক্ষেত্রমধ্যে সেই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; (মৃত্তিকারাশিতে আচ্ছাদিত হওয়াতে তথায় যে সিংহাসন আছে, তাহা দৃষ্ট হইত না, কেহ এতৎসম্বন্ধে কোন সংবাদও রাখিত না; মৃত্তিকাস্তূপ বলিয়াই সকলের বোধ হইত) তদ্দর্শনে পক্ষিগণকে তাড়াইবার জন্য তাহার উপর মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণ (শস্যভক্ষণার্থ আগত) পক্ষীদিগকে তাড়াইয়া দিতেন। একদিন ভোজরাজ রাজকুমারগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে যেমন সেই ক্ষেত্রসমীপে উপস্থিত হইলেন, অমনি ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্! এই ক্ষেত্রে সম্যক্‌রূপে (ভূরিপরিমাণে) শস্য জন্মিয়াছে, আপনি সসৈন্যে আগমন পূর্ব্বক যথেচ্ছ উপভোগ করুন্, অশ্বগণকেও চণকরাশি প্রদান করুন। অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল; যেহেতু, আপনি আমার অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। (সৌভাগ্য না হইলে) এরূপ ঘটনা কি (সহজে) সংঘটিত হয়?' রাজা ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সসৈন্যে সেই ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রিয়তে? ইদং ব্রাহ্মণক্ষেত্রং বিনশ্যতে ত্বয়া। যত্ত্বন্যায়ঃ ক্রিয়তে, তা তুভ্যং নিবেদ্যতে, ত্বমেবান্যায়ং কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। ইদানীং কো নিবারয়িষ্যতি? উক্তঞ্চ—

গজে কণ্ডুগরীয়ে চ রাজ্ঞি জারিণি বা পুনঃ।
পাপকৃৎসু চ বিদ্বৎসু নিয়ন্তা জন্তুরত্র কঃ॥

ভবান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞশ্চ ব্রাহ্মণদ্রব্যং কথং নাশয়তি? ব্রহ্মস্বমেতদ্ বিষমম্। তথাহি—

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকম্॥

ইতি তেনোক্তং শ্রুত্বা রাজা যাবৎ ক্ষেত্রাদ্বহিঃ সপরিবারো নির্গচ্ছতি, তাবৎ পক্ষিণঃ সমুত্থাপ্য পুনর্মঞ্চারূঢ়ো ব্রাহ্মণো বদতি, ভো রাজন্! কিমিতি গম্যতে, ক্ষেত্রং সাধু ফলিতমস্তি। যাবনালদণ্ডানশ্বাদয়ো ভক্ষয়ন্তু। উর্ব্বারুকফলানি সন্তি, উপভুজ্যন্তাম্। পুনর্ব্রাহ্মণবচনমাকর্ণ্য সপরিবারো রাজা যাবৎ ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিশতি, তাবৎ পক্ষ্যুত্থাপনার্থং মঞ্চাদবরুহ্য পুনস্তথৈবাভণৎ। ততো রাজা স্বমনসি বিচা-

---

তখন ব্রাহ্মণ মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষেত্রমধ্যস্থিত রাজাকে কহিলেন, 'রাজন্! কেন এরূপ অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন? আপনি ব্রাহ্মণের এই ক্ষেত্রটিকে নষ্ট করিতেছেন। কেহ অন্যায় করিলে আপনার নিকটেই সে বিষয় বিজ্ঞাপিত হয় (আপনিই তাহার বিচার করেন), সে স্থলে আপনিই অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং কে নিবারণ করিবে? শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—কণ্ডূমণ্ডিত (মত্ত) হস্তী, প্রজাপালনকারী রাজা আর পাপাচারী বিদ্বান্, ইহাদিগকে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? আপনি ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া ব্রাহ্মণের দ্রব্য এই ক্ষেত্র নষ্ট করিতেছেন কেন? ব্রহ্মস্ব অতীব বিষম। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, বিষকে বিষ বলে না, ব্রহ্মস্বই বিষ বলিয়া অভিহিত। বিষ এক ব্যক্তিকে বিনাশ করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব পুত্র পৌত্র সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলে।

রাজা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সপরিবারে যেমন ক্ষেত্রের বাহিরে গমন করিলেন, অমনি পক্ষিগণকে তাড়াইবার জন্য ব্রাহ্মণ সেই মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তখন পুনরায় রাজাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'রাজন্!

রয়তি, অহো আশ্চর্য্যম্! যদায়ং ব্রাহ্মণো মঞ্চমারোহতি, তদাস্য দাতব্যং ভোক্তব্যমিতি বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, যদা অবতরতি, তদা দীনবুদ্ধির্ভবতি। তদহং মঞ্চমারুহ্য পশ্যামীতি মঞ্চমারুরোহ। ভোজরাজস্য চেতসি তদা বাসনা এবমভূৎ;—বিশ্বস্যার্ত্তিঃ পরিহরণীয়া, সর্ব্বস্য লোকস্যাপি দারিদ্র্যং সম্যক্ নিবারণীয়ম্, দুষ্টা দণ্ডনীয়াঃ, সজ্জনাঃ পালনীয়াঃ, প্রজা ধর্ম্মেণ পালনীয়াঃ। কিং বহুনা, অস্মিন্ সময়ে কশ্চিৎ শরীরমপি প্রার্থয়তি, তদপি দেয়মিতি। আনন্দপরিপূর্ণঃ পুনর্বিচারয়তি,—অহো! এতৎ ক্ষেত্রমস্য এবংবিধাং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। উক্তঞ্চ—

জলে তৈলং খলে গুহ্যং পাত্রে দানং মনাগপি।
প্রাজ্ঞে শাস্ত্রং স্বয়ং যাতি বিস্তারং বস্তুশক্তিতঃ॥

কথমেতৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং জ্ঞায়ত ইতি বিচার্য্য ব্রাহ্মণমাহূয়াবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! তবৈতস্মাৎ ক্ষেত্রাৎ কিয়ল্লাভো ভবতি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্,

---

প্রস্থান করিতেছেন কেন? এই ক্ষেত্র ভূরিপরিমাণে ফলিত হইয়াছে, আপনার অশ্বগণ এই ক্ষেত্রস্থ যাবনালদণ্ড ভক্ষণ করুক্, উর্ব্বারুকফল (কাঁকুড়) রহিয়াছে, ভক্ষণ করুক্।' ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া রাজা পুনরায় সানুচর সেই ক্ষেত্রের মধ্যে যেমন প্রবেশ করিলেন, অমনি ব্রাহ্মণও সেই মঞ্চ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্তরূপ (বিপরীত) বাক্য বলিতে লাগিলেন। তখন রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! এই ব্রাহ্মণ যখন মঞ্চে আরোহণ করেন, তখন ইহাঁর দাতব্য-ভোক্তব্য-বুদ্ধির উদয় হয়, আবার যখন মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হন, তখন দীনবুদ্ধির উদয় হয়; অতএব আমি এই মঞ্চে আরোহণ করিয়া দেখিব।' এইরূপ স্থির করিয়া রাজা মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখন রাজার চিত্তমন্দিরে এইরূপ বাসনার উদয় হইল;—'জগতের দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য, সকল ব্যক্তিরই দারিদ্র্য মোচন করা উচিত, দুষ্টের দণ্ডবিধান ও সাধুর পরিপালন কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মানুসারে প্রজাপুঞ্জের রক্ষাবিধান করা বিধেয়। অধিক কি, এখন কেহ যদি আমার দেহ প্রার্থনা করে, তাহাও আমি প্রদান করি।' এই প্রকারে রাজা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পুনরায় মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 'অহো! এই ক্ষেত্রই আমার হৃদয়ে এই প্রকার বুদ্ধির উদয় করিয়া দিতেছে। শাস্ত্রেও কথিত আছে, তৈল জলে পতিত হইলে, খলব্যক্তির নিকট গুপ্তবিষয় প্রকাশ

ভো রাজন্! সকল-কুশলেন ত্বয়া অবিদিতং কিমপি নাস্তি, যদর্হতি তৎ করোতু। রাজা নাম সাক্ষাৎ বিষ্ণোরবতারভূতঃ, তস্য দৃষ্টির্যস্যোপরি পততি, তস্য দৈন্যদুর্ভিক্ষাদয়ো নশ্যন্তি। রাজা নাম সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষঃ। স ত্বং মম দৃষ্টের্গোচরোঽভূঃ, অদ্য মম দৈন্যদারিদ্র্যাদীনামবসানং জাতম্। ক্ষেত্রং কিয়ৎ ?

ততো রাজা তং ব্রাহ্মণং ধনধান্যাদিনা পরিতোষ্য তৎক্ষেত্রং গৃহীত্বা মঞ্চকাধঃ খনয়িতুং প্রারম্ভমকার্ষীৎ, পুরুষপ্রমাণে গর্ত্তে জাতে শিলৈকা সুমনোহরা অবলোকিতা। তদধশ্চন্দ্রকান্তশিলাবিনির্ম্মিতা নানারত্নখচিতা দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাভির্যুক্তং অতিরমণীয়ং দিব্যমেকং সিংহাসনমপশ্যৎ। তৎ সিংহাসনং দৃষ্ট্বা ভোজরাজঃ পরমানন্দলহরীপরিপূর্ণহৃদয়ো ভূত্বা সিংহাসনং গ্রামং প্রতি নেতুং যাবদুচ্চালয়তি, তাবদধিকং গুরু ভবতি, নোচ্চলতি চ। ততো মন্ত্রিণমবদৎ, ভো মন্ত্রিন্! কিমর্থমেতৎ সিংহাসনং নোচ্চলতি? মন্ত্রিণোক্তম্, রাজন্! এতৎ সিংহাসনং দিব্য-

---

করিলে, সৎপাত্রে কিঞ্চিন্মাত্রও দান করিলে এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিতে শাস্ত্র প্রদত্ত হইলে বস্তুশক্তি দ্বারা উহা নিজেই বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক্, এখন এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জানি কি প্রকারে ?'. মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে বিপ্র! এই ক্ষেত্র হইতে আপনার কি পরিমাণ লাভ হয় ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্! আপনি সকল বিষয়ের মীমাংসাতে পারদর্শী, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। যাহা বিবেচনাসঙ্গত হয়, তাহাই করুন। রাজা প্রত্যক্ষ বিষ্ণুর অবতার, যাহার উপর রাজার সুদৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহার দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষাদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাজা মূর্ত্তিমান্ কল্পতরু। আপনি রাজা, আপনাকে আমি অদ্য যখন সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম, তখন আমার দৈন্যদারিদ্র্যাদির অবসান হইল, ক্ষেত্র ত তুচ্ছ।'

তখন রাজা ধনধান্যাদিদান দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া সেই ক্ষেত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মঞ্চের অধোভাগ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষপ্রমাণ গর্ত্ত হইবামাত্র একটি মনোহারিণী শিলা নেত্রগোচর হইল। দেখিলেন, সেই শিলার নিম্নভাগে চন্দ্রকান্তশিলানির্ম্মিত নানারত্নখচিত দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকাযুক্ত অতিরমণীয় একখানি দিব্যসিংহাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সিংহাসনদর্শনে ভোজ-

মপূর্ব্বং চ বালহোমপূজাদিকং বিনা নোচ্চলিষ্যতি, তব সাধ্যঞ্চ ন ভবিষ্যতি। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা ব্রাহ্মণানাহূয় তৈঃ সর্ব্বমপি বিধানং কারিতবান্। ততস্তৎ সিংহাসনং লঘু ভূত্বা স্বয়মেবোচ্চলতি স্ম। তদ্দৃষ্ট্বা রাজা মন্ত্রিণমুবাচ, ভো মন্ত্রিন্! এতৎ সিংহাসনং প্রথমং মমাসাধ্যমভবৎ, পরন্তু ইদানীং তব বুদ্ধিপ্রভাবেণ মম হস্তগতমাসীৎ। অহো! বুদ্ধিমতাং সংসর্গো লাভায় সুখায় চ ভবতি। ততো মন্ত্রিণা ভণিতম্, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। যঃ স্বয়ং বুদ্ধিমান্ ভবতি, অন্যেষামপি বুদ্ধিং ন শৃণোতি, স সর্ব্বথা নাশং প্রাপ্নোতি। ত্বং তথাবিধো ন ভবসি। বুদ্ধিমানপি আপ্তবচনং শৃণোতি, অতস্তব সকলার্থেষ্বন্তরায়ো নাস্তি।

রাজা অব্রবীৎ, যোঽনর্থকার্য্যং নিবারয়তি, আগাম্যর্থং সাধয়তি চ, স এব মন্ত্রী। তথা চোক্তম্,—

রাজের হৃদয় পরম আনন্দলহরীতে পরিপূর্ণ হইল; তিনি সেই সিংহাসন গ্রামাভিমুখে লইয়া যাইবার জন্য যখন চালিত করিলেন, তখন উহা গুরুভার বোধ হইল, চালনা করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি (সমভিব্যাহারী) মন্ত্রীকে কহিলেন, 'মন্ত্রিন্!' এই সিংহাসন চালনা করা যাইতেছে না কেন?' মন্ত্রী কহিলেন, 'রাজন্! এই সিংহাসন দিব্য ও অপূর্ব্ব, বলি, হোম ও পূজাদি ব্যতিরেকে ইহা চালিত হইবে না, চালনা করিতে আপনারও সামর্থ্য নাই।' রাজা মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা (পূজাহোমাদি) সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। তখন সেই সিংহাসন লঘুভার হইয়া আপনিই চালিত হইল। তদ্দর্শনে রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'মন্ত্রিন্! এই সিংহাসন চালনা করিতে প্রথমে আমার সামর্থ্য হয় নাই, কিন্তু এখন তোমার বুদ্ধিমত্তায় আমার হস্তগত হইল। অহো! বুদ্ধিমান্‌গণের সংসর্গলাভও সুখেরই কারণ হয়।' তখন মন্ত্রী কহিলেন, 'রাজন্! শ্রবণ করুন। যিনি নিজে বুদ্ধিমান্, কিন্তু পরের বুদ্ধি শ্রবণ না করেন, তিনি সর্ব্বথা বিনাশ প্রাপ্ত হন। আপনি সে প্রকৃতির লোক নহেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও আপ্তব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অন্তরায় নাই।'

রাজা বলিলেন, 'যিনি অনর্থনিবারণ ও আগামী কার্য্য সাধন করেন, তিনিই (প্রকৃত) মন্ত্রী। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—উপস্থিত কর্ম্মের পরিচালনার্থ, ভাবী

স্থিতস্য কার্য্যস্য সমুদ্ভবার্থং, আগামিনোঽর্থস্য চ সম্ভবার্থম্।
অনর্থকার্য্যে প্রতিঘাতনার্থং যো মন্যতেঽসৌ পরমো হি মন্ত্রী॥

মন্ত্রিণোক্তম্, ভো রাজন্! মন্ত্রিণা স্বামিহিতকার্য্যং কর্ত্তব্যম্।
মন্ত্রঃ কার্য্যানুগো যেষাং কার্য্যং স্বামিহিতানুগম্।
ত এব মন্ত্রিণো রাজ্ঞাং ন তু যে গল্লপুদ্গলাঃ॥

অন্যচ্চ,—
যন্মন্ত্রিণা বিনা রাজ্যং গৃহং ধান্যাদিকং বিনা।
বিনা তারুণ্যং সৌভাগ্যং বিনা জ্ঞানং বিরাগতা॥

দুর্জ্জনানাং শান্তিঃ, পাষণ্ডানাং মতিঃ, বেশ্যানাং প্রীতিঃ, খলানাং মৈত্রী, পরাধীনস্য স্থাতব্যম্, নির্ধনস্য রোষঃ, সেবকস্য কোপঃ, স্বামিনঃ স্নেহঃ, কৃপণস্য গৃহম্, ব্যভিচারিণ্যাঃ পুরুষভক্তিঃ, তস্করাণাং যুক্তিঃ, মূর্খাণাং সম্মতিঃ, ইত্যেতৎ সর্ব্বং কার্য্যং নিষ্ফলং জ্ঞাতব্যম্। অন্যচ্চ,—রাজ্ঞা মহতাং সেবা কর্ত্তব্যা। আপ্তানাং বচঃ শ্রোতব্যম্। দেবব্রাহ্মণাঃ পরিপালনীয়াঃ। ন্যায়মার্গেণ বর্ত্তিতব্যম্। ভো রাজন্! রাজলক্ষণোক্তা গুণাঃ সর্ব্বে ত্বয়ি বিদ্যন্তে, ত্বং সকল-রাজরাজোত্তমঃ। মন্ত্রিণাপি এবং-

---

ক্রিয়ার সম্ভবার্থ ও অনর্থকর ক্রিয়ার নিবারণার্থ যিনি বুদ্ধিসহকারে উপায় উদ্ভাবন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী।'

মন্ত্রী কহিলেন, 'রাজন্! প্রভুর হিতসাধন করাই মন্ত্রীর কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের মন্ত্রণা কার্য্যের অনুসারিণী এবং কার্য্য প্রভুর হিতানুগামী, তাঁহারাই রাজমন্ত্রী হইবার উপযুক্ত; তদ্ভিন্ন আর সকলে গণ্ডদেশজাত বৃথা মাংসপিণ্ডের ন্যায়। আরও দেখুন, মন্ত্রী ব্যতিরেকে রাজ্য, ধান্যাদি ব্যতিরেকে গৃহ, যৌবন ব্যতিরেকে সৌভাগ্য এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে বৈরাগ্য শোভা পায় না। দুর্জ্জনদিগের শান্তি, পাষণ্ডদিগের বুদ্ধি, বেশ্যাদিগের প্রণয়, খলদিগের মিত্রতা, পরাধীনের বাস, দরিদ্রের ক্রোধ, সেবকের কোপ, প্রভুর স্নেহ, কৃপণের গৃহ, ব্যভিচারিণীর পতিভক্তি, তস্করের যুক্তি এবং মূর্খদিগের সম্মতি এ সমস্তই বিফল। মহদ্ব্যক্তির সেবা, বিশ্বস্তজনের বাক্যশ্রবণ, দেবতা-ব্রাহ্মণরক্ষণ এবং ন্যায়পথে অবস্থিতি করাই রাজার কর্ত্তব্য। হে রাজন্! আপনাতে যাবতীয় রাজলক্ষণই বিরাজ করিতেছে;

গুণগরিষ্ঠেন ভবিতব্যম্। যঃ কুলক্রিয়াতঃ কামন্দকচাণক্য-পঞ্চ-ন্ত্রাদি-সকলশাস্ত্রকলাভিজ্ঞশ্চ। গুণাঃ—স্বামিকার্য্যার্থমুদ্যমঃ, পাপাম্, পরিচারকাণাং সংযোজনীয়ম্, রাজ্ঞশ্চিত্তবৃত্ত্যনুসরণম্, সময়োচিতঞ্চ জ্ঞানঞ্চ। অপায়কার্য্যাদ্রাজা নিবারণীয়ঃ। এবংবিধগুণযুক্তো মন্ত্রি-যোগ্যো ভবতি। যথা—নন্দরাজমন্ত্রিণা বহুশ্রুতেন রাজ্ঞো ব্রহ্মহত্যা বারিতা।

ভোজরাজেনোক্তম্, কথমেতৎ ?

মন্ত্রী বদতি,—ভো রাজন্! শ্রূয়তাং, কথয়ামি। বিশালায়াং নগর্য্যাং নন্দো নাম রাজা মহাশৌর্য্যসম্পন্নোঽভূৎ, নিজভুজবলেন সর্ব্বান্ প্রত্যর্থি-পতীন্ পাদপদ্মোপজীবিনো বিধায় একচ্ছত্রেণ রাজ্যং করোতি স্ম। তস্য রাজ্ঞো জয়পালনামা পুত্রঃ, ষড়্‌বিধদণ্ডায়ুধসাধনাভিজ্ঞো নাম মন্ত্রী বহুশ্রুতো, ভার্য্যা ভানুমতী চ নাম আসীৎ। সা রাজ্ঞোঽতিপ্রিয়া। ভূপতিঃ সর্ব্বদা তস্যামনুরক্তঃ সুরতসুখমনুভবন্ তিষ্ঠতি স্ম। যদা সিংহা-

আপনি সমগ্র রাজমণ্ডলীর মধ্যে অগ্রণী। মন্ত্রীরও এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি কুলক্রিয়ানুসারে কামন্দক, চাণক্য ও পঞ্চতন্ত্রাদি সমস্ত শাস্ত্রকলায় পারদর্শী, তিনিই মন্ত্রী হইবার যোগ্য পাত্র। প্রভুর কার্য্যসম্পাদনার্থ উদ্যম, পাপকর্ম্মে ভয়, প্রজাপুঞ্জের মধ্যে মন্ত্রণাগোপন, পরিচারকগণকে যথাযথকার্য্যে নিযুক্তকরণ, রাজার মনোবৃত্তির অনুসরণ, সময়োচিত পরিজ্ঞান, অনিষ্টকর কার্য্য হইতে রাজাকে নিবারণ এই সমস্তই মন্ত্রীর লক্ষণ; যে ব্যক্তিতে এই সকল গুণ বিদ্যমান থাকে, তিনিই মন্ত্রিপদবাচ্য। নন্দরাজার মন্ত্রী বহুজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, এই সকল লক্ষণ থাকাতেই তিনি ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিরূপ ?

মন্ত্রী কহিলেন, রাজন্! শ্রবণ করুন, বলিতেছি। বিশালা-নাম্নী নগরীতে মহাশৌর্য্যশালী নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ বাহুবলে সমস্ত শত্রু-পক্ষীয় রাজাদিগকে আপনার চরণকমলের বশীভূত করিয়া একচ্ছত্ররূপে রাজ্যপালন করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম জয়পাল, মন্ত্রীর নাম বহুশ্রুত এবং পত্নীর নাম ভানুমতী। মন্ত্রী বহুশ্রুত ষড়্‌বিধ দণ্ডশাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ভানুমতী রাজার অতীব প্রিয়তমা ছিলেন। রাজা তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া নিরন্তর সুরতসম্ভোগে কালযাপন করিতেন। যখন তিনি রাজসিংহাসনে উপ-

সনে উপবিশতি, তদা অর্দ্ধাঙ্গে ভানুমতীমুপবেশয়তি। ক্ষণমপি তস্যা বিয়োগং ন সহতে। একদা মন্ত্রিণা মনসি বিচারিতম্, অয়ং রাজা নির্লজ্জো ভূত্বা সভামধ্যে সিংহাসনে স্ত্রিয়মুপবেশয়তি। সর্ব্বোঽপি জনস্তাং পশ্যতি, মহদেতদনুচিতম্। যঃ কামী, স উচিতানুচিতং ন জানাতি তথাহি—

কিমু কুবলয়নেত্রাঃ সন্তি নো নাকনার্য্য-
স্ত্রিদশপতিরহল্যাং তাপসীং যঃ সিষেবে।
হৃদয়তৃণকুটীরে দহ্যমানে স্মরাগ্নৌ,
উচিতমনুচিতং বা বেত্তি কঃ পণ্ডিতোঽপি॥

যঃ স্ত্রীণাং কটাক্ষবাণৈর্যাবন্ন ভিদ্যতে তাবদেব প্রতিষ্ঠাং ধৈর্য্যঞ্চ বহতি। তথা চোক্তম্—

তাবদ্ধত্তে প্রতিষ্ঠাং প্রশময়তি মনশ্চাপলং তাবদেব,
তাবৎ সিদ্ধান্তসূত্রং স্ফুরতি হৃদি পরং বিশ্বলোকৈকদীপম্।
ক্ষীরাব্ধেঃ পারবেলাবলয়বিলসিতৈর্মানিনীনাং কটাক্ষৈ-
র্যাবন্নো হন্যমানং কলয়তি হৃদয়ং দীর্ঘলোলায়তাক্ষৈঃ॥

বেশন করিতেন, তাঁহার বামভাগে অর্দ্ধাঙ্গে ভানুমতী বিরাজ করিতেন। রাজা ক্ষণকালও ভানুমতীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা মন্ত্রী মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'এই রাজা নির্লজ্জ হইয়া সভাতলে সিংহাসনে পত্নীকে লইয়া উপবেশন করেন, সকল লোকই রাণীকে প্রত্যক্ষ করে, ইহা নিতান্ত অনুচিত। যে ব্যক্তি কামুক হয়, তাহার উচিতানুচিত-বিবেচনা থাকে না। শাস্ত্রেও কথিত আছে, সুররাজ ইন্দ্রের অসংখ্য পদ্মপলাশনয়না রমণী বর্ত্তমান থাকিতেও তিনি তপস্বিনী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন। যে সময় মদনাগ্নি হৃদয়রূপ পর্ণশালা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও উচিতানুচিতবিচারে সমর্থ হয় না। যাবৎ নারীজাতির কটাক্ষশরে মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়, তাবৎকালই সে ধৈর্য্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—ক্ষীর-সমুদ্রের পারস্থিত বেলাভূমি যেমন শোভা পায়, মানিনী অঙ্গনাদিগের চঞ্চল আয়ত বিশাল লোচনের কটাক্ষও সেইরূপ বিলাসবিভ্রমে সুশোভিত; যতক্ষণ পুরুষের হৃদয় সেই কটাক্ষ দ্বারা বিদ্ধ না হয়, ততক্ষণই সে ধৈর্য্য, প্রশম ও চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ

অহো মদনস্য মাহাত্ম্যং কালজ্ঞমপি বিকলয়তি। উক্তঞ্চ—

বিকলয়তি কলাকুশলং হসতি শুচিং পণ্ডিতং বিড়ম্বয়তি।
অধীরয়তি ধীরপুরুষং ক্ষণেন মকরধ্বজো দেবঃ॥

তথা চ— শ্রুতং সত্যং তপঃ শীলং বিজ্ঞানং তত্ত্বমুত্তমম্।
ইন্ধনীকুরুতে মূঢ়ঃ প্রবিশ্য বনিতানলে।
ইতিবৃত্তং বলস্যান্তং স্বকুলস্যাপি লাঞ্ছনম্।
মরণন্তু সমীপস্থং কামী লোকো ন পশ্যতি॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য একদাবসরং প্রাপ্য রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! কিঞ্চিদ্‌বিজ্ঞাপ্যমস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, কিন্তদ্‌ব্রূহি। মন্ত্রিণোক্তম্, যদেতদ্‌-ভানুমতী সভামধ্যে অর্দ্ধাসনে উপবিশতি, তন্মহদনুচিতং ভবতি। সূর্য্যম্পশ্যা রাজদারা ইতি শাস্ত্রকারবচনম্। তত্র ননাবিধো জনঃ মাগত্য তাং পশ্যতি। রাজ্ঞোক্তম্, সর্ব্বমপি জানামি, কিং করোমি। ম মহতী প্রীতিরস্যাম্। ইমাং বিহায় ক্ষণং স্থাতুং ন শক্নোমি। মন্ত্রিণোক্তম্,

---

রিতে পারে এবং ততক্ষণই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রদীপস্বরূপ সিদ্ধান্তসূত্র তাহার চিত্ত-ন্দিরে স্ফূর্ত্তি পায়। অহো! কন্দর্পের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিকল রিয়া ফেলে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—কন্দর্পদেব ক্ষণকালের মধ্যেই কলাবিদ্যা-শল ব্যক্তিকেও বিকল করিয়া ফেলে, পবিত্র ব্যক্তিকেও হাস্যাস্পদ করে, পণ্ডিত-কও বিড়ম্বিত করে এবং ধীর ব্যক্তিকেও অধীর করিয়া দেয়। আরও প্রসিদ্ধি াছে,—কামমুগ্ধ ব্যক্তি অঙ্গনারূপ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া বেদাভ্যাস, সত্য, তপস্যা, চরিত্র, বিজ্ঞান, উত্তমতত্ত্ব এ সমস্তই সেই অগ্নির কাষ্ঠস্বরূপ করিয়া থাকে। ইতিবৃত্ত, বলের সীমা, নিজ বংশের লাঞ্ছনা ও আসন্ন মৃত্যু—এ সকলের কিছুই সে দেখিতে পায় না।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া একদা উপযুক্ত অবসরে মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন, 'রাজন্! আপনার নিকট কোন বিষয় নিবেদনীয় আছে।' রাজা বলিলেন, 'কি, বল।' মন্ত্রী কহিলেন, "অসূর্য্যম্পশ্যা ভানুমতী যে সভাতলে আপনার সহিত উপবেশন করেন, শাস্ত্রকারেরা বলেন, ইহা অকর্ত্তব্য। নানাবিধ লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করে।" রাজা কহিলেন, 'সকলই জানি; কিন্তু কি করি, এই ভানুমতীর প্রতি আমার অনুরাগ অত্যন্ত অধিক, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ক্ষণকালও (একাকী) থাকিতে সমর্থ নহি।' মন্ত্রী কহিলেন, 'তাহা হইলে এক

তর্হি এবং ক্রিয়তাম্। রাজ্ঞোক্তম্, কিং তন্নিরূপ্যতাম্। তেনোক্তম্, চিত্রকারমাহূয় তেন পটস্যোপরি ভানুমত্যা রূপং লেখয়িত্বা পুরস্থিতে ভিত্তিপ্রদেশে সংঘট্য তস্যাঃ স্বরূপং দ্রষ্টব্যম্। তদ্বচনং রাজ্ঞশ্চিত্তে লগ্নম্। ততো রাজা চিত্রকারমাহূয়োক্তবান্, ভো চিত্রকার! ভানুমত্যা রূপং প্রথমং চিত্রে লেখনীয়ম্। চিত্রকারেণোক্তম্, ভো দেব! তস্যাহং রূপং প্রত্যক্ষং বিলোক্য পশ্চাদ্‌যথাবয়বং বিলিখিষ্যামি। তচ্ছ্রুত্বা রাজ্ঞা ভানুমতী আকারিতা, তস্মৈ দর্শিতা চা। স তু তাং বিলোক্য পদ্মিনী স্ত্রী ইয়মিতি বিজ্ঞায় পদ্মিনীলক্ষণযুক্তাং বিলিলেখ।

পদ্মিনীলক্ষণং যথা—

কমলমুকুলমৃদ্বী ফুল্লরাজীবগন্ধা, সুরতপয়সি যস্যাঃ সৌরভং দিব্যমঙ্গে।
চকিতমৃগসনাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে, স্তনযুগলমনর্ঘং শ্রীফলশ্রীবিড়ম্বি॥
তিলকুসুমসমানং বিভ্রতী নাসিকং স্বং,
দ্বিজসুরগুরুপূজাং শ্রদ্দধানা সদৈব।

কর্ম্ম করুন।' রাজা বলিলেন, 'কি করিব, স্থির কর।' মন্ত্রী বলিলেন, 'চিত্রকরকে আহ্বান করিয়া তাহার দ্বারা ভানুমতীর চিত্রপট অঙ্কিত করাইয়া লউন; সেই চিত্রপট সম্মুখস্থ ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহার রূপ দর্শন করুন।' মন্ত্রীর বাক্য রাজার মনে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তখন তিনি চিত্রকরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে চিত্রকর! তুমি ভানুমতীর রূপ চিত্রে চিত্রিত করিয়া দেও।' চিত্রকর কহিল, 'দেব! আমি সাক্ষাতে তাঁহার রূপ দেখিলে পরে যথাযথরূপে চিত্র অঙ্কন করিতে পারি।' এই কথা শুনিয়া রাজা ভানুমতীকে আহ্বান পূর্ব্বক চিত্রকরকে দেখাইলেন। চিত্রকরও তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, এই রমণী পদ্মিনী নারীর লক্ষণে সুশোভিতা; তখন সে পদ্মিনীলক্ষণে বিরাজিতা ভানুমতীর চিত্র চিত্রিত করিল।

শাস্ত্রে পদ্মিনী নারীর লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে,—যে নারীর অঙ্গযষ্টি কমলকলিকার ন্যায় কোমল, অঙ্গগন্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মগন্ধের তুল্য, যাহার সুরতরস সুগন্ধে পূর্ণ, অঙ্গে দিব্য গন্ধ প্রবাহিত হয়, যাহার নয়ন চকিত হরিণের চক্ষুর তুল্য ও প্রান্তদেশ রক্তবর্ণ, কুচযুগল শ্রীফলকেও পরাজিত করে ও উন্নত, যে রমণী তিলপুষ্পের ন্যায় নাসিকা ধারণ করে, যে কামিনী শ্রদ্ধাবতী হইয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ, দেবতা ও গুরুর সেবা করে, যাহার দেহকান্তি কুবলয়দলের ন্যায় [illegible] যে নারী

কুবলয়দলকান্তিঃ কাপি চাম্পেয়গৌরী,
বিকচকমলকোষা কামিনী কান্তবক্ত্রা ॥
ব্রজতি মৃদু সলীলং রাজহংসীব তন্বী,
ত্রিবলিললিতমধ্যা হংসবাণী সুবেশা।
মৃদু লঘু শুচি ভুঙ্‌ক্তে রাজহংসী সুকেশী,
ধবলকুসুমবাসোবল্লভা পদ্মিনী স্যাৎ।

এবমুক্তলক্ষযুক্তং তস্যা রূপং লিখিত্বা রাজ্ঞো হস্তে সমর্পিতবান্‌। রাজাপি তত্র চিত্রলিখিতাং তাং দৃষ্ট্বা অতিসন্তুষ্টস্তস্মৈ চিত্রকারায় উচিতং দদৌ ॥

তদনন্তরং শারদানন্দেন রাজগুরুণা চিত্রপটলিখিতাং ভানুমতীং দৃষ্ট্বা চিত্রকং প্রতি ভণিতম্‌, ভো চিত্রক! ভানুমত্যাঃ সর্ব্বং লক্ষণং লিখিতং, পরমেকং বিস্মৃতং ত্বয়া। তেনোক্তম্‌, ভো স্বামিন্‌! কিং বিস্মৃতং কথয়? শারদানন্দেনোক্তম্‌, তস্যা বামজঘনস্থলে তিলকসদৃশো মৎস্যোঽস্তি, স ন লিখিতস্ত্বয়া। রাজাপি শারদানন্দবচনং শ্রুত্বা তৎপ্রত্যয়নিরীক্ষণার্থং

চম্পকতুল্য গৌরাঙ্গী, যাহার অঙ্গযষ্টি প্রফুল্ল পদ্মকোষের তুল্য, যাহার মুখ মনোহর, যে লীলা সহকারে রাজহংসীর ন্যায় মন্থরগতিতে গমন করে, যে কৃশাঙ্গী, যাহার অঙ্গের মধ্যস্থলে ত্রিবলী শোভমান, যাহার কণ্ঠস্বর হংসীস্বরের ন্যায় শ্রুতিসুখকর, যে রমণী সুন্দর পরিচ্ছদে বিভূষিতা, যে রমণী মৃদু, লঘু ও পবিত্রভাবে আহার করে, যাহার কেশপাশ মনোহর এবং যে নারী শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতবসন ভালবাসে, তাহাকেই পদ্মিনী বলা যায়।

এই প্রকার লক্ষণযুক্ত চিত্র অঙ্কন করিয়া চিত্রকর চিত্রপটখানি রাজার হস্তে প্রদান করিল; রাজাও চিত্রদর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া চিত্রকরকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাজগুরু শারদানন্দ আসিয়া চিত্রপটলিখিত ভানুমতীর মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "ওহে চিত্রকর! ভানুমতীর সকল লক্ষণই তুমি অঙ্কিত করিয়াছ; কিন্তু একটিমাত্র চিহ্ন অঙ্কনে তোমার ভুল হইয়াছে।" চিত্রকর বলিল, 'প্রভো! কি ভুল হইয়াছে, বলুন।' তখন শারদানন্দ কহিলেন, 'ভানুমতীর বাম জঘনদেশে তিলকতুল্য একটি মৎস্যচিহ্ন আছে, তুমি সেটি চিত্রে

যাবৎ সুরতসময়ে তস্যা বামজঘনং পশ্যতি, তাবত্তিলকসদৃশো মৎস্যো দৃষ্টঃ। তং দৃষ্ট্বা রাজা স্বমনসি অচিন্তয়ৎ। কথমস্যা গুহ্যদেশে স্থিতং মৎস্যং দৃষ্টবান্। সর্ব্বথানয়া সহ সংসর্গো বিদ্যতে। অন্যথা কথমেতদনেন জ্ঞাতম্। স্ত্রীণাং বিষয়ে পাপসন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ।

তথাচ—জল্পন্তি সার্দ্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমা।
হৃদয়ে চিন্তয়ন্ত্যন্যং ন স্ত্রীণামেকতো রতিঃ॥
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠৌঘৈর্নাপগাভির্মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতৈশ্চ ন পুংভির্বামলোচনা॥
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা জনঃ।
ইত্থং নারদ! নারীণাং পাতিব্রত্যং হি কল্পতে॥
যো মোহান্মন্যতে মূর্খো রক্তেয়ং ময়ি কামিনী।
স ভবেৎ বশগস্তস্যা নৃত্যক্রীড়াশকুন্তবৎ॥

অঙ্কিত কর নাই।' রাজা শারদানন্দের এই কথা শুনিয়া পরীক্ষার্থ বিহারকালে ভানুমতীর বাম-জঘন দেখিলেন; সত্য সত্যই সেই স্থানে তিলকসদৃশ একটি মৎস্যচিহ্ন রহিয়াছে। তদ্দর্শনে রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'ভানুমতীর গুপ্তস্থানস্থিত এই চিহ্ন কি প্রকারে শারদানন্দের দৃষ্টিগোচর হইল? নিশ্চয়ই ইহার সহিত শারদানন্দের সংসর্গ ঘটিয়াছে; নতুবা কি প্রকারে সে ইহা জ্ঞাত' হইবে? রমণীজাতির সম্বন্ধে পাপসন্দেহ করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—নারীজাতি একজনের সহিত কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহার সবিলাস দৃষ্টি অন্য পুরুষের প্রতি থাকে এবং হৃদয়ে অন্য এক পুরুষের চিন্তা করে। রমণীজাতির রতি একজনের প্রতি স্থির থাকে না। বহ্নি যেমন কাষ্ঠপুঞ্জ দ্বারা, সাগর যেমন নদীসমূহ দ্বারা ও যমরাজ যেমন সমগ্র জীবকুল দ্বারাও তৃপ্ত হয় না, রমণীরাও সেইরূপ বহুপুরুষের সংসর্গেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কোন সময়ে নারদকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছিল যে, 'হে নারদ! স্থান নাই, উপযুক্ত সময় নাই এবং প্রার্থীও নাই, এই জন্যই রমণীজাতির পাতিব্রত্যধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। যে মূর্খ মনে মনে বিবেচনা করে যে, এই কামিনী আমার প্রতি অনুরাগিণী, সেই মূর্খ সেই রমণীর নৃত্যক্রীড়ার পক্ষীর তুল্য বশীভূত হইয়া থাকে। যে কৃতী ব্যক্তি রমণীজাতির

তাসাং বাক্যানি স্বল্পানি তথ্যানি সুগুরূণ্যপি।
করোতি যঃ কৃতী লোকে লঘুত্বং তস্য নিশ্চিতম্॥
অলক্তকো যথা রক্তো নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা।
অবলাভির্বলাদ্রক্তঃ পাদমূলে নিপত্যতে॥

ইত্যেবং বিচার্য্য মন্ত্রিণমাহূয় পূর্ব্ববৃত্তান্তমকথয়ৎ। মন্ত্রিণাপি তৎসময়ে তচ্চিত্তানুকূলং যথা তথা ভণিতম্, ভো রাজন্! কস্য চেতসি কীদৃগ্বিধমস্তি, তৎ কেন জ্ঞায়তে? সর্ব্বথা সত্যং ভবিতুমর্হত্যয়ং বৃত্তান্তঃ। রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো মন্ত্রিন্! যদি মম ত্বং প্রিয়স্তর্হি অমুং শারদানন্দং মারয়। মন্ত্রিণাপি তথাস্ত্বিতি উক্ত্বা লোকানাং পুরতো ধৃতঃ শারদানন্দো বদ্ধশ্চ।

তস্মিন্নবসরে শারদানন্দেন ভণিতম্, অহো! রাজা ন কস্যাপি প্রিয়ো ভবতীতি লোকোক্তিঃ সত্যা। তথাহি—

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদোঽস্তং গতাঃ,
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।

স্বল্প বা গুরুতর যে কোনরূপ বাক্যই হউক্ না কেন, তদনুসারে কার্য্য করে, তাহাকে নিশ্চয়ই লঘুতা প্রাপ্ত হইতে হয়। নারীজাতি রক্তবর্ণ অলক্তক যেমন নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক চরণতলে সংলগ্ন করে, সেইরূপ অনুরক্ত পুরুষকেও নিপীড়িত করিয়া চরণমূলে স্থাপিত করিয়া রাখে।

রাজা মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মন্ত্রীকে আহ্বান পূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। মন্ত্রীও সেই সময়ে রাজার অনুকূলে বলিলেন, 'রাজন্! কাহার মনে কি আছে, কে বুঝিতে পারে? আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সর্ব্বথা সত্য হইলেও হইতে পারে।' রাজা বলিলেন, 'মন্ত্রিন্! যদি তুমি আমার প্রিয়পাত্র হও, তাহা হইলে শারদানন্দের বধসাধন কর।' মন্ত্রী 'তথাস্তু' বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে শারদানন্দকে ধৃত ও বন্দী করিলেন।

ইত্যবসরে শারদানন্দ বলিলেন, 'অহো! লোকে যে বলে, রাজা কখনও কাহারও প্রীতিপাত্র হন না, এ কথা সত্য। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—কোন্ ব্যক্তি অর্থশালী হইয়া গর্ব্বিত না হয়? কোন্ বিষয়ী ব্যক্তির আপদ্ না ঘটে? ধরাতলে কোন্ পুরুষের মন রমণী দ্বারা খণ্ডিত (বিমুগ্ধ) না হয়? কোন্ ব্যক্তিই

কঃ কালস্য ন গোচরত্বমগমৎ কোঽর্থী গতো গৌরবং,
কো বা দুর্জ্জনবাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্॥
কাকে শৌচং দ্যূতকারে চ সত্যং, ক্লীবে শৌর্য্যং মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা।
সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ, রাজা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা
রাজা যস্মৈ ক্রুধ্যতি স শুচিরপ্যশুচির্ভবতি।

তথা চোক্তম্,—

শুচিরশুচিঃ পটুরপটুঃ শূরো ভীরুশ্চিরায়ুরল্পায়ুঃ।
কুলজঃ কুলেন হীনো ভবতি নরো নরপতেঃ ক্রোধাৎ॥

ততো মন্ত্রিণা বধস্থানং প্রতি নীয়মানঃ শ্লোকমপঠৎ ;—

বনে রণে শত্রুজলাগ্নিমধ্যে, মহার্ণবে পর্ব্বতমস্তকেষু।
সুপ্তং প্রমত্তং বিষমং স্থিতং বা, রক্ষন্তি পুণ্যানি পুরাকৃতানি॥

মন্ত্রিণা স্বমনসি বিচারিতম্, অহো! এতৎ সত্যং বা মিথ্যা বা কিমর্থ
ব্রাহ্মণবধঃ ক্রিয়তে? মহদনুচিতমেতদিতি শারদানন্দমন্যৈরজ্ঞাতং ভূম

বা রাজার প্রিয় হইয়া থাকে? কোন্ ব্যক্তি কালের অধীন না হয়? কো
যাচক গৌরবের পাত্র হয়? কোন্ ব্যক্তিই বা দুর্জ্জনের কূটজালে বদ্ধ হই
মঙ্গল-সহকারে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়? কাকে পবিত্রতা, দ্যূতকারে সত্য, ক্লী
শৌর্য্য, মদ্যপায়ীতে তত্ত্বচিন্তা, ভুজঙ্গে ক্ষমা, নারীজাতিতে কামদমন এ
নৃপতিতে মিত্রতা—এ সমস্ত কেহ কদাপি দর্শন বা শ্রবণ করে নাই। রা
যাহার প্রতি কুপিত হন, সে পবিত্র হইলেও অপবিত্র হয়। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,-
রাজার ক্রোধে পতিত হইলে পবিত্র অপবিত্র, পটু অপটু, শূর ভীরু, দীর্ঘা
অল্পায়ু এবং সৎকুলজ কুলহীন হয়।'

অনন্তর যখন মন্ত্রী বধ্যভূমিতে শারদানন্দকে লইয়া গমন করেন, তখ
শারদানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিলেন,—'বনে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুসন্নিধানে, জলগর্ভে
অগ্নিমধ্যে, মহাসাগরে, পর্ব্বতশৃঙ্গে মানুষ যেখানেই থাকুক এবং নিদ্রিত, প্রম
বা বিষমভাবে যেরূপেই থাকুক, পূর্ব্বকৃত পুণ্য তাহাকে রক্ষা করে।

তখন মন্ত্রী মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'অহো! এ বিষয় সত্য হউক বা মিথ
হউক, আমি ব্রহ্মহত্যা করি কেন? ইহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।' এইরূপ বিবেচন
করিয়া তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে শারদানন্দকে গুপ্তভবনে লইয়া ভূগর্ভে নিক্ষে

র্বনং নীত্বা ভূগর্ভে নিক্ষিপ্য রাজানং প্রত্যাগত্য ভণিতম্, ভো রাজন্! অনুষ্ঠিতা তবাজ্ঞা। রাজা সাধু কৃতমিতি ভণিতম্।

তদনন্তরমেকদা রাজকুমারঃ আখেটার্থং বনং প্রতি নির্গতঃ। নির্গমন-সময়েঽপশকুনোঽভূৎ। স যথা—

অকালবৃষ্টিঃ শবসূতকঞ্চ, নির্ঘাত উল্কা-পতনং তথৈব।
ইত্যাদ্যনিষ্টানি ততো বভূবুর্নিবারণার্থং সুহৃদো বচশ্চ॥

তস্মিন্নবসরে মন্ত্রিপুত্রেণ বুদ্ধিসাগরেণোক্তম্, ভো জয়পাল! অদ্য আখেটং মা গচ্ছ, মহানপশকুনো দৃশ্যতে। ততো জয়পালেনোক্তম্, অপশকুনস্য প্রতীতির্নাস্তি। তেনোক্তম্, ভো রাজকুমার! বুদ্ধিমতা পুরুষেণানিষ্টোঽপশকুনঃ প্রত্যয়েন দ্রষ্টব্যঃ। উক্তঞ্চ—

ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো ন ক্রীড়েৎ পন্নগৈঃ সহ।
ন নিন্দেৎ যোগিনাং বৃন্দং ব্রহ্মদ্বেষং ন কারয়েৎ॥

ইতি তেন নিবারিতোঽপি তদ্বচনমনাদৃত্য রাজপুত্রো নির্গতঃ। পুন-র্গমনসময়ে তেন ভণিতম্, ভো জয়পাল! তব বিনাশকালঃ সমায়াতঃ, অথৈবং বুদ্ধির্নোৎপদ্যতে। তথা চোক্তম্—

র্বক রাজার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন;—বলিলেন, 'রাজন্! আপনার দেশ প্রতিপালিত হইয়াছে।' রাজা বলিলেন, 'উত্তম করিয়াছ।'

অনন্তর একদা রাজকুমার মৃগয়ার উদ্দেশে বনে গমন করিলেন। যাত্রাকালে নারূপ অশুভলক্ষণ দৃষ্ট হইল। অকালবৃষ্টি, শবসূতক, (মৃতশিশু প্রসব) বজ্রপতন, ল্কাপাত, বন্ধুবান্ধবের নিষেধ এই সমস্তই যাত্রাকালে অশুভসূচক।

মন্ত্রীর পুত্রের নাম বুদ্ধিসাগর। তিনি এই সময়ে রাজকুমারকে সম্বোধন রিয়া কহিলেন,'জয়পাল! অদ্য মৃগয়াযাত্রায় ক্ষান্ত হউন, মহৎ অশুভলক্ষণ লক্ষিত ইতেছে।' জয়পাল কহিলেন, 'এরূপ দুর্লক্ষণে আমার বিশ্বাস নাই।' মন্ত্রিকুমার হিলেন, 'রাজকুমার! এরূপ অনিষ্টকর দুর্লক্ষণে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি বিষসেবন, ভুজঙ্গের সহিত ক্রীড়া, যোগিগণের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করিবেন না।'

মন্ত্রিপুত্র এই প্রকার নিষেধ করিলেও রাজকুমার তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। গমনকালে পুনর্ব্বার মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, 'হে

নীতা ন কেনাপি ন দৃষ্টপূর্ব্বা, ন শ্রূয়তে হেমময়ী কুরঙ্গী।
তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য, বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ॥
উপার্জ্জিতানাং কর্ম্মণামুপভোগং বিনা কথং বিনাশঃ স্যাৎ?
সদ্ভাবো নাস্তি বেশ্যানাং স্থিরতা নাস্তি সম্পদাম্।
বিবেকো নাস্তি মূর্খানাং বিনাশো নাস্তি কর্ম্মণাম্॥

ততো রাজকুমারো বনং গত্বা বহূন্ শ্বাপদান্ ব্যাপাদ্য কৃষ্ণসারং দৃষ্ট্বা তদনুগতো মহদরণ্যং প্রবিষ্টো যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ সর্ব্বোঽপি সৈন্যবর্গো নগরমার্গে লগ্নঃ। কৃষ্ণসারোঽপি তত্রাদৃশ্যো জাতঃ স্বয়মেকাকী তুরগারূঢ়ঃ সরোবরস্য অগ্রে বনমপশ্যৎ। তত্রাশ্বাদবতীর্ণো বৃক্ষশাখায়ামশ্বং নিবধ্য জলপানং বিধায় যাবদ্বৃক্ষাধঃসূক্ষ্মমায়ায়ামুপবিশতি, তাবদতি ভয়ঙ্করঃ কশ্চিদ্ব্যাঘ্রঃ সমাগতঃ। তং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বাশ্বো বন্ধনং ত্রোটয়িত্বা পলায়মানো নগরমার্গমগমৎ। রাজকুমারোঽপি ভয়াদ্বেপমানঃ শাখামবলম্ব্য বৃক্ষমারূঢ়ং ভল্লূকং দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং ভয়ং প্রাপ্তঃ।

জয়পাল! 'তোমার বিনাশকাল উপস্থিত, নতুবা এরূপ বুদ্ধির উদয় হইবে কেন? শাস্ত্রেও কথিত আছে,—কেহ কখনও স্বর্ণমৃগী দেখে নাই, কেহ কখন প্রাপ্তও হয় নাই অথবা কেহ কদাচ শ্রবণও করে নাই; তথাপি স্বর্ণমৃগীলাভের জন্য শ্রীরামের তৃষ্ণা (আগ্রহ) জন্মিল; সুতরাং নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে, আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। উপার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ ভিন্ন তাহার বিনাশ নাই। বেশ্যার প্রেম নাই, সম্পদের স্থিরতা নাই, মূর্খের বিবেচনাশক্তি নাই এবং কর্ম্মেরও ধ্বংস নাই।

অনন্তর রাজকুমার বনগমন পূর্ব্বক বহুসংখ্যক হিংস্র পশু বধ করিলে পরে একটি কৃষ্ণসারদর্শনে তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক গহন অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেখিলেন, সমস্ত সৈন্য নগরপথে চলিয়া গিয়াছে, (তিনি একাকী বনমধ্যে প্রা... হইয়াছেন)। এ দিকে কৃষ্ণসার অদৃশ্য হইল। রাজকুমার একাকী অশ্বারোহে (ভ্রমণ করিতে করিতে) একটি সরোবরের সম্মুখে বনভূভাগে উপস্থিত হইলে তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অশ্বকে বন্ধন ও জলপান করাইয়া যেমন এক বৃক্ষমূলে ভূতলে উপবেশন করিলেন, অমনি এক ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। ব্যাঘ্রদর্শনে অশ্ব বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া নগরের পথে প্রধাবিত হইল। রাজপুত্রও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে একটি শাখা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষে আরো...

অথ তেন ভল্লূকেন ভণিতম্, ভো রাজকুমার! ত্বং মা ভৈষীঃ, অদ্য মম শরণাগতস্ত্বং,অতএবাহং কিমপ্যনিষ্টং ন করিষ্যামি। মাং বিশ্বস্য ব্যাঘ্রাদপি ন ভেতব্যম্।

রাজকুমারেণ ভণিতম্, ভো ঋক্ষরাজ! অহং তব শরণাগতঃ, বিশেষতো ভয়ভীতঃ, অতো মহৎ পুণ্যং শরণাগতরক্ষণাৎ ভবতি। তথা চোক্তম্,—

একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সহস্রবরদক্ষিণাঃ।
একতো ভয়ভীতানাং প্রাণিনাং প্রাণরক্ষণম্॥

তদা ভল্লূকেন সমাশ্বাসিতো রাজপুত্রঃ, ব্যাঘ্রোঽপি বৃক্ষাধঃ সমায়াতঃ। ত সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। রাত্রাবতিশ্রান্তং রাজপুত্রং যাবৎ নিদ্রা সমায়াতি দা ভল্লূকেনোক্তম্, বৃক্ষাধঃ পতিষ্যসি, এহি মমাঙ্কে নিদ্রাং কুরু, এম-ক্তস্য ভল্লূকস্যাঙ্কে নিদ্রাং গতো রাজপুত্রঃ।

তদা ব্যাঘ্রো বদতি, ভো ভল্লূক! অয়ং গ্রামবাসী, পুনরপি মৃগয়ায়াম-

---

রিলেন। ইতিপূর্ব্বে একটি ভল্লূক সেই বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসিয়া ছিল; াহাকে দেখিবামাত্র রাজকুমার পুনরায় অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন।

তখন ভল্লূক কহিল, রাজকুমার! তোমার ভয় নাই, আজি তুমি আমার রণ গ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না, মামাকে বিশ্বাস কর; এই ব্যাঘ্র হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই।

রাজপুত্র বলিলেন, ঋক্ষরাজ! আমি তোমার শরণাগত, বিশেষ ভীত, অতএব (আমাকে রক্ষা করিলে) শরণাগতরক্ষণ হেতু তোমার মহাপুণ্যসঞ্চয় হইবে। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—একদিকে সহস্রদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ আর অন্যদিকে ভয়ভীত জীবের জীবনরক্ষা, এ দুইটির ফলই তুল্য।

তখন ভল্লূক আশ্বাস প্রদান করিলে রাজপুত্র আশ্বস্ত হইলেন; ব্যাঘ্রও সেই বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইল। এ দিকে সূর্য্যদেবও অস্তাচলে গমন করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়াতে রাত্রিযোগে যখন রাজপুত্রের নিদ্রার উপক্রম হইল, তখন ভল্লূক তাঁহাকে কহিল, '(নিদ্রাঘোরে) বৃক্ষ হইতে পতিত হইবে, আমার ক্রোড়ে আসিয়া নিদ্রিত হও।' এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র ভল্লূকের ক্রোড়ে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলেন।

তখন ব্যাঘ্র ভল্লূককে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে ভল্লূক! এই ব্যক্তি গ্রাম-

স্মান্ নিহনিষ্যতি, শত্রুরয়ং, কিমর্থমঙ্কে নিবেশিতঃ ? যতোঽয়ং মানুষঃ। উক্তঞ্চ—

মানুষেষু কৃতং নাস্তি তির্য্যগ্‌যোনিষু যৎ কৃতম্।
ব্যাঘ্রবানরসর্পাণাং ভাষিতং ন কৃতং ময়া॥

ত্বয়োপকৃতোঽপ্যয়মপকারমেব করিষ্যতি, তস্মাদমুমধঃ পাতয়! অহমেনং ভক্ষয়িত্বা সুখেন গমিষ্যামি। ত্বমপি নিজাশ্রমং গচ্ছ।

ভল্লূকেনোক্তম্, অয়ং যাদৃশোঽপি ভবতু, পরং মম শরণাগতঃ। অমুং ন পাতয়িষ্যামি। শরণাগতমারণে মহৎ পাপম্। উক্তঞ্চ—

বিশ্বাসঘাতকাশ্চৈব শরণাগতঘাতকাঃ।
বসন্তি নরকে ঘোরে যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

তদনন্তরং রাজপুত্রো বিনিদ্রো জাতঃ। ভল্লূকেনোক্তং, ভো রাজকুমার! অহং ক্ষণং নিদ্রাং করিষ্যামি, ত্বমপ্রমত্তস্তিষ্ঠ। তেনোক্তম্, তথা ভবতু। ততো ভল্লূকো রাজপুত্রসমীপে নিদ্রাং গতঃ।

বাসী, পুনর্ব্বার কোন সময়ে আবার মৃগয়ায় আসিয়া আমাদিগকে বধ করিতে পারে; এ ব্যক্তি শত্রু; কেন উহাকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিয়াছ ?, যেহেতু, এ ব্যক্তি মনুষ্য। কথিত আছে,—ব্যাঘ্র, বানর ও সর্পদিগের কার্য্যের কথা বলিতেছি না, তাহা দূরে থাকুক, তির্য্যগ্‌জাতিতেও যে সমস্ত কার্য্য দৃষ্ট হয়, মনুষ্যে তাহা নাই। তুমি ইহার উপকার করিলেও এ ব্যক্তি তোমার অনিষ্ট করিবে। তুমি উহাকে নীচে ফেলিয়া দেও, আমি ভক্ষণ করিয়া সুখে প্রস্থান করি, তুমিও গৃহে গমন কর।’

ভল্লূক কহিল, এ ব্যক্তি যে চরিত্রের লোকই হউক, আমার শরণাগত হইয়াছে; আমি উহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিতে পারিব না। শরণাগতকে বধ করিলে মহাপাপ হয়। শাস্ত্রেও উক্ত আছে—যাহারা বিশ্বাসঘাতক এবং যাহারা শরণাগতকে হত্যা করে, মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঘোর নরকে অবস্থিতি করিতে হয়।

অনন্তর রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন ভল্লূক তাঁহাকে কহিল, ‘রাজপুত্র! আমি ক্ষণকাল নিদ্রিত হইব, তুমি সাবধানে অবস্থিতি কর।’ রাজপুত্র বলিলেন, “তাহাই হউক।” তখন ভল্লূক রাজপুত্রের নিকটেই নিদ্রিত হইল।

তদা ব্যাঘ্রেণোক্তম্,ভো রাজকুমার ! ত্বমস্য বিশ্বাসং মা কুরু, যতোঽয়ং নখায়ুধঃ। উক্তঞ্চ—

নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥

অয়ঞ্চ চলচ্চিত্তো দৃশ্যতে তস্মাদস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ। উক্তঞ্চ—

ক্ষণং তুষ্টাঃ ক্ষণং রুষ্টা রুষ্টাস্তুষ্টাঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

অয়ং ত্বাং মত্তো রক্ষিত্বা স্বয়মত্তুমিচ্ছতি। অতস্ত্বমমুং ভল্লূকমধঃ পাতয়, অহমেনং ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যামি, ত্বমপি নিজাগারং গচ্ছ।

তৎ শ্রুত্বা রাজপুত্রো যাবৎ তমধঃ পাতয়তি, তাবদ্ভল্লূকো বৃক্ষাৎ পতনমন্তরা শাখামন্যামবলম্বিতবান্। পুনস্তং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রো ভয়মাপ।

ভল্লূকোঽবদৎ, ভো পাপিষ্ঠ! কিমর্থং বিভেষি, যৎ পুরার্জ্জিতং কর্ম্ম তৎ ত্বয়া ভোক্তব্যমস্তি। তর্হি ত্বং সসেমিরা ইতি বদন্ পিশাচো ভব। ইতি

ইত্যবসরে ব্যাঘ্র রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রাজকুমার! এই ভল্লূককে তুমি বিশ্বাস করিও না, কারণ, এ নখায়ুধ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—নদী, নখী, শৃঙ্গী ও অস্ত্রপাণি, ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই; স্ত্রীজাতি ও রাজবংশীয়-গণকেও বিশ্বাস করিবে না। এই ভল্লূককে চপলচিত্ত দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং ইহার প্রসন্নভাবও ভয়াবহ। শাস্ত্রের উক্তি আছে যে, যাহারা কখন তুষ্ট কখন বা রুষ্ট হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে যাহাদিগকে তুষ্ট-রুষ্ট দেখা যায়, সেই প্রকার অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রসন্নভাবও ভয়াবহ। এই ভল্লূক তোমাকে আমার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া স্বয়ং তোমাকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব তুমি উহাকে নীচে ফেলিয়া দেও, আমি উহাকে ভক্ষণ করিয়া প্রস্থান করি, তুমিও নিজগৃহে গমন কর।

রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া যেমন ভল্লূককে নীচে ফেলিয়া দিবার জন্য উপক্রম করিয়াছেন (তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন), অমনি ভল্লূক পড়িতে পড়িতে বৃক্ষের একটি শাখা ধরিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে রাজপুত্র পুনরায় ভয়ভীত হইয়া উঠিলেন।

তখন ভল্লূক রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "রে পাপিষ্ঠ! কেন ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, এখন তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

শাপং দত্তবান্। ততঃ প্রভাতমাসীৎ। ব্যাঘ্রস্তস্মাৎ স্থানাৎ নির্গতঃ, ভল্লূকোঽপি রাজকুমারং শপ্ত্বা নিজস্থানমগাৎ। রাজকুমারোঽপি "সসেমিরা" ইতি বদন্ পিশাচো ভূত্বা বনং পরিভ্রমতি স্ম। রাজপুত্রস্য তুরগো রাজপুত্রেণ বিনা নগরমগমৎ। জনা অশ্বং শূন্যং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞোঽগ্রে কেবলমাগতমশ্বমাচখ্যুঃ।

ততো রাজা মন্ত্রিণমাহূয় ভণতি স্ম, ভো মন্ত্রিন্! যদা কুমারো মৃগয়ার্থং বনং প্রতি নির্গতঃ, তদা মহানপশকুন আসীৎ। তমুল্লঙ্ঘ্য নির্গতস্তস্য প্রত্যয়ো জ্ঞাতঃ তেনারূঢ়োঽশ্বঃ শূন্যঃ সন্ বনাদাগতঃ। অতস্তন্মার্গণার্থং বনং প্রতি গমিষ্যামঃ।

তেনোক্তম্, দেব! তথা কর্ত্তব্যম্। ততো রাজা মন্ত্রিণা পরিবারেণ চ সহ যেন মার্গেণ স গতঃ, তেনৈব মার্গেণ বনং গতঃ। বনমধ্যে পরিভ্রমন্তং "সসেমিরা" ইতি বদন্তং পুত্রং পিশাচীভূতং দৃষ্ট্বা মহাশোকসাগরে নিমগ্নস্তমাদায় স্বপুরমগমৎ। মণিমন্ত্রৌষধিজ্ঞান্ আহূয় তৈশ্চিকিৎসিতোঽপি

সুতরাং এখন তুমি 'সসেমিরা' এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে পিশাচরূপে অবস্থিতি কর।" ভল্লূক রাজপুত্রকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিল। এ দিকে প্রভাত হইল; ব্যাঘ্র সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল; ভল্লূকও রাজপুত্রকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক নিজস্থানে গমন করিল। রাজকুমার 'সসেমিরা সসেমিরা' বলিতে বলিতে পিশাচরূপে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের অশ্ব রাজপুত্রকে দেখিতে না পাইয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিল। আরোহিশূন্য অশ্ব দর্শনে নগরীস্থ লোকেরা রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, 'কেবলমাত্র অশ্ব ফিরিয়া আসিয়াছে। (রাজপুত্র আগমন করেন নাই)।'

তখন রাজা মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'মন্ত্রিন্! যে সময় কুমার মৃগয়ার্থ বনযাত্রা করেন, তখন নানাপ্রকার অশুভ-লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি সে সমস্ত গ্রাহ্য না করিয়া যেমন বহির্গত হইয়াছিলেন, এখন তাহার প্রত্যক্ষ ফল ফলিত হইল; অশ্ব আরোহিশূন্য অবস্থায় বন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অতএব আমি কুমারের অন্বেষণার্থ বনে গমন করিব।'

মন্ত্রী কহিলেন, 'দেব! তাহাই কর্ত্তব্য।' যে পথে রাজকুমার মৃগয়াযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন রাজাও মন্ত্রী ও পরিবারবর্গসহ সেই পথে বনপ্রস্থান করিলেন, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, রাজকুমার 'সসেমিরা' শব্দ উচ্চারণ

ন স্বস্থো বভূব। তস্মিন্নবসরে রাজা মন্ত্রিণমবদৎ, ভো মন্ত্রিন্! অস্মিন্নবসরে শারদানন্দশ্চেদতিষ্ঠৎ, তর্হি ক্ষণমাত্রেণামুমচিকিৎসয়ৎ। স ময়া মারিতঃ। পুরুষেণ যৎ কার্য্যং ক্রিয়তে, তদ্বিচার্য্যৈব কর্ত্তব্যম্। অন্যথা পরমাপদঃ স্তবন্তি। উক্তঞ্চ—

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥
অপরীক্ষ্য ন কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যঞ্চ পরীক্ষিতম্।
পশ্চাদ্‌ভবতি সন্তাপো ব্রাহ্মণী লগুড়ং যথা॥

তস্মিন্নবসরে কোঽপি নিবারকো নাসীৎ।

মন্ত্রিণোক্তম্, স সময়স্তথৈব স্থিতঃ। যাদৃশং ভবতিব্যঞ্চ তাদৃশী বুদ্ধি-রপি জাতা। উক্তঞ্চ—

আশা সম্পাদ্যতে বুদ্ধিঃ সা মতিঃ সা চ ভাবনা।
সহায়াস্তাদৃশা জ্ঞেয়া যাদৃশী ভবিতব্যতা॥

করিতে করিতে পিশাচাকারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে রাজা শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কুমারকে লইয়া নিজপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মণিমন্ত্র ও ঔষধবিষয়ে সুবিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি আহূত হইল; কিন্তু কাহারও চিকিৎসাতেই কুমার সুস্থ (রোগমুক্ত) হইলেন না। তখন রাজা (বিষণ্ণ হইয়া) মন্ত্রীকে কহিলেন, 'মন্ত্রিন্! এই সময়ে যদি শারদানন্দ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে ক্ষণকাল-মধ্যেই চিকিৎসা দ্বারা কুমারের স্বাস্থ্যসম্পাদন করিতেন। (হায়!) আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। পুরুষে যে কার্য্য করে, অগ্রে বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; নচেৎ মহান্ বিপদের সম্ভাবনা। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—যে ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, গুণমুগ্ধ সম্পদ্ নিজে আসিয়া তাহাকে বরণ করে। বিনা পরীক্ষায় কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে, পরীক্ষান্তে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। পরীক্ষা না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণী যেরূপ লগুড়ের প্রতি সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ সন্তপ্ত হইতে হয়। (অহো! যখন আমি শারদানন্দকে বধ করি,) তখন কেহই আমায় নিবারণ করে নাই।'

মন্ত্রী কহিলেন, 'যাহা হইয়াছে, তাহা তৎকালেরই উপযুক্ত। ভবিতব্য যেরূপ, বুদ্ধিও তদনুসারিণী হয়। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—ভবিতব্যতা যে প্রকার, আশা,

ন হি ভবতি যন্ন ভব্যং ভবতি ভব্যং বিনা প্রযত্নেন।
করতলগতমপি নশ্যন্তি যস্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি॥

রাজ্ঞোক্তম্, তৎকর্ম্মানুসারেণাভূৎ। ইদানীমস্য বিষয়ে মহাপ্রযত্নঃ কর্ত্তব্যঃ।

মন্ত্রিণোক্তম্, কথয়।

রাজাব্রবীৎ, যঃ কোঽপ্যস্য পুত্রস্য চিকিৎসাং করিষ্যতি, তস্যার্দ্ধং রাজ্যং দীয়ত ইতি মে ঘোষঃ প্রদাতব্যঃ।

মন্ত্রিণাপি তথা কারয়িত্বা স্বভবনমাগত্য শারদানন্দাগ্রে সর্ব্বমপি বৃত্তান্তমকথয়ৎ। তৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা শারদানন্দেন ভণিতম্, ভো মন্ত্রিন্! রাজ্ঞোঽগ্রে নিরূপয়, যৎ মম কাপি কন্যা বর্ত্ততে। তস্যা দর্শনমস্য কার্য্যং, সা কথমপ্যুপায়ং করিষ্যতি। তৎ শ্রুত্বা রাজ্ঞোঽগ্রে মন্ত্রিণা কথিতম্। রাজাপি সভাসহিতো মন্ত্রিমন্দিরমাগত্যোপবিষ্টঃ। তদা রাজপুত্রোঽপি

বুদ্ধি, মতি, চিন্তা ও সহায়ও তখন তদনুসারী হয়। ভবিতব্যতা না থাকিলে যত্ন করিলেও তাহা ঘটে না; কিন্তু ভবিতব্যতা থাকিলে বিনা যত্নেও তাহা সম্পাদিত হয়। যাহার ভবিতব্যতা নাই, হস্তগত হইলেও তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।'

রাজা কহিলেন, তাহা কর্ম্মের অনুযায়ী হয়। এখন রাজপুত্রের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী কহিলেন, সে কিরূপ? (কি প্রকার যত্নের কথা বলিতেছেন?)

রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি চিকিৎসা দ্বারা কুমারকে নীরোগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিব, সর্ব্বত্র এই ঘোষণা বিঘোষিত হউক।

তখন মন্ত্রী রাজার আদেশানুসারে সেইরূপ করিয়া (সর্ব্বত্র ঘোষণা প্রচার পূর্ব্বক) নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং (গুপ্তভাবে অবস্থিত) শারদানন্দের নিকট সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন, 'মন্ত্রিবর! আপনি রাজার নিকট এই প্রকার কথা বলুন যে, 'আমার একটি কন্যা আছে, যাহাতে রাজকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তাহা করুন, সেই কন্যা রাজকুমারের আরোগ্যের উপায় করিবে।' এই কথা শুনিয়া মন্ত্রীও রাজার নিকট তদনুরূপ ব্যক্ত করিলেন। তখন রাজা সভাসদ্গণে পরিবৃত হইয়া মন্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হইলেন; সকলেই যথাযথ স্থানে উপবেশন করিলেন।

"সসেমিরা" ইতি বদন্নুপবিষ্টঃ। তৎ শ্রুত্বা যবনিকান্তঃস্থিতেন শারদানন্দেন পদ্যান্যেতানি ভণিতানি ঃ—

সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তুঃ কিং নাম পৌরুষম্॥

তৎ পদ্যং শ্রুত্বা চতুর্ণামক্ষরাণাং মধ্যে একমক্ষরং পরিত্যক্তুম্, পুনর্দ্বিতীয়ং পদ্যমপঠৎ ;—

সেতুং গত্বা সমুদ্রস্য গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্।
ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যেত মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥

তৎ পদ্যং শ্রুত্বা অক্ষরদ্বয়ং পরিত্যক্তুম্। ততস্তৃতীয়ং পদ্যমপঠৎ ;—

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

ততঃ একমেবাক্ষরমপঠৎ। তদনন্তরং চতুর্থং পদ্যমপঠৎ ;—

রাজন্ তব চ পুত্রস্য যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥

[রাজ]কুমারও 'সসেমিরা' বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া আসন [গ্রহ]ণ করিলেন। তখন শারদানন্দ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই শ্লোক [পা]ঠ করিলেন ;—'সদ্ভাবে মিলিত সুহৃজ্জনকে প্রতারণা করিয়া কি নৈপুণ্য [প্রদ]র্শিত হইয়াছে? ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া যে নিদ্রিত আছে, তাহাকে হত্যা [ক]রিলে কি পৌরুষ হয়?' এই শ্লোক শ্রবণমাত্র রাজপুত্র 'সসেমিরা' শব্দের [প্র]থমবর্ণ 'স' পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'সেমিরা' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। [ত]খন শারদানন্দ আবার এই শ্লোক পাঠ করিলেন ;—'সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও সাগর-[স]ঙ্গমে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, কুত্রাপি [ত]াহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।' এই শ্লোক শুনিবামাত্র রাজকুমার 'সসে' পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'মিরা' বাক্য বলিতে লাগিলেন। তখন শারদানন্দ তৃতীয় শ্লোক উচ্চারণ করিলেন ;—'যত দিন মহাপ্রলয় উপস্থিত না হয়, মিত্র-দ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে তত দিন নরকে অবস্থিতি করিতে হয়।' এই শ্লোক শ্রবণমাত্র কুমার 'সসেমি' পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'রা' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন শারদানন্দ এই চতুর্থ শ্লোকটি পাঠ করিলেন ;— 'মহারাজ! কুমারের মঙ্গলকামনা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে

এবমুক্তবতি শারদানন্দে রাজপুত্রঃ স্বস্থঃ সাবধানশ্চাভবৎ। ততঃ পিতুরগ্রে ভল্লূকস্য পূর্ব্ববৃত্তান্তমকথয়ৎ।

তৎ শ্রুত্বা রাজাব্রবীৎ ;—

> গ্রামে বসসি কৌমারি ! অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।
> ঋক্ষভল্লূকব্যাঘ্রাণাং কথং জানাসি ভাষিতম্ ॥

তদা যবনিকান্তঃস্থিতেন শারদানন্দেন ভণিতম্ ;—

> দেবদ্বিজপ্রসাদেন জিহ্বাং বসতি সারদা।
> তেনাহমবগচ্ছামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা ॥

তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা সাশ্চর্য্যো ভূত্বা যাবৎ যবনিকামপকর্ষতি, তাবৎ শারদানন্দং দৃষ্টবান্। অথ নরপতিপ্রভৃতিভিঃ সর্ব্বৈর্নমস্কৃতঃ শারদানন্দঃ। তদা মন্ত্রিণা পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ কথিতঃ। রাজা বহুশ্রুতং মন্ত্রিণমুবাচ, ভো মন্ত্রিন্ ! তব সংসর্গেণ কীর্ত্তিঃ প্রাপ্তা, দুর্গতিশ্চ গতা, অতঃ পুরুষেণ সতাং সঙ্গো বিধেয়ঃ। তেনোভয়মপি প্রয়োজনং ভবতি। তথাচ—

> বারয়তি বর্ত্তমানামাপদমাগামিনীং সৎসেবা।
> তৃষ্ণাঞ্চ পীতং গঙ্গায়া দুর্গতিং নশ্যতি তথা চান্তঃ ॥

ব্রাহ্মণগণকে দান ও দেবগণের আরাধনা করুন।' এই শ্লোক শ্রবণমাত্র রাজপুত্র নীরোগ হইলেন ; তাঁহার জ্ঞানেরও উদয় হইল। তিনি পিতার নিকট ভল্লূক-বৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন।

তখন রাজা কহিলেন, 'কুমারি ! তুমি গ্রামবাসিনী, কখনও বনমধ্যে যাও নাই, তবে ব্যাঘ্রভল্লূকের বৃত্তান্ত কি প্রকারে অবগত হইলে ?'

তখন যবনিকান্তরালস্থ শারদানন্দ বলিলেন; 'দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিরাজ করেন ; তাঁহার প্রসাদেই আমি যেমন ভানুমতীর জঙ্ঘাস্থিত তিলকের বিষয় জানিয়াছিলাম, ইহাও সেইরূপে জানিতে পারিয়াছি।'

এই কথা শুনিয়া রাজার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না ; তিনি যেমন যবনিকা আকর্ষণ করিয়া অপসৃত করিলেন, অমনই শারদানন্দ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। তখন রাজা ও অন্যান্য সকলেই শারদানন্দকে প্রণাম করিলেন ; মন্ত্রীও যাবতীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তখন রাজা বহুশ্রুত মন্ত্রীকে সম্বোধন

মম পুত্রোঽপি ত্বদ্বুদ্ধিকৌশলেন মহদ্বিপজ্জালাৎ রক্ষিতঃ। রাজ্ঞ ঈদৃশানাং সতাং মহাকুলানাং সংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ। উক্তঞ্চ—

সংগ্রহং বা কুলীনস্য সর্পস্যেব করোতি যঃ।
স এব শ্লাঘ্যতে মন্ত্রী সম্যগ্‌গারুড়িকো যথা॥

ইতি নানাপ্রকারৈঃ স্তুতিকদম্বকৈর্মন্ত্রিণং স্তুত্বা বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য রাজ্যমকরোৎ।

ইতি মন্ত্রী ভোজরাজং প্রতি কথাং কথয়িত্বা পুনরব্রবীৎ, ভো রাজন্! যো রাজা মন্ত্রিবাক্যং শৃণোতি, স দীর্ঘায়ুঃ সুখী চ ভবতি।

ইতি বহুশ্রুতোপাখ্যানম্।

করিয়া বলিলেন, 'মন্ত্রিন্! তোমার সংসর্গে আমি কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইলাম, দুর্গতিও দূর হইল। এখন বুঝিলাম, সৎসংসর্গ করাই পুরুষের কর্ত্তব্য। তাহাতে দুই কার্য্যই সিদ্ধ হয়। সৎসংসর্গ বর্ত্তমান ও ভাবী উভয়বিধ বিপদ্ই দূর করে। জাহ্নবীজল পান করিলে পিপাসা দূর হয়, দুর্গতিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাজকুমার তোমার বুদ্ধিকৌশলেই বিপজ্জাল হইতে মুক্তি লাভ করিল। এই প্রকার মহৎকুলজাত ব্যক্তির সংসর্গ করাই রাজার কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—সর্পমন্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা যেমন সর্প সংগ্রহ করে, কুলীন মন্ত্রী সংগ্রহ করাও রাজার পক্ষে সেইরূপ কর্ত্তব্য; কারণ, সেই মন্ত্রীই শ্লাঘনীয়।'

এই প্রকার নানারূপ স্তুতিবাদ দ্বারা মন্ত্রীর স্তব ও বস্ত্রাদিদান দ্বারা সম্মাননা করিয়া রাজা রাজ্য করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী ভোজরাজকে এই উপাখ্যান বলিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজন্! যে রাজা মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘায়ু ও সুখী হইয়া থাকেন।

ইতি বহুশ্রুতোপাখ্যান।

প্রথমোপাখ্যানম্।

ততো ভোজরাজো স্বমন্ত্রিণং স্তুত্বা বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য তৎসিংহাস
নগরাভ্যন্তরং নীত্বা তত্র সহস্রস্তম্ভৈর্মণ্ডপং কারয়িত্বা সুমুহূর্ত্তে তত্র মন্ত্রি
বিরাজমানো বিপ্রৈরাশীর্ব্বিভিরর্চ্চিতো বন্দিভিঃ প্রশংসিতঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং দা
মানাভ্যাং সম্ভাব্য দীনবধিরপঙ্গুকুব্জাদীনাং দানং দত্ত্বা ছত্রচামরাঙ্কিতো যা
পুত্তলিকামস্তকে পাদপদ্মং নিদধাতি, তাবৎ পুত্তলিকা মনুষ্যবাচা রাজা
মব্রবীৎ, ভো রাজন্! বিক্রমস্য শৌর্য্যৌদার্য্যসত্ত্বাদিকসাদৃশ্যং যদি বিদ্যতে
তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

রাজাব্রবীৎ,ভো পুত্তলিকে! মম ত্বয়োক্তং সর্ব্বমৌদার্য্যাদিকং বিদ্যতে
কিং ন্যূনমস্তি? ময়াপি সর্ব্বেষামর্থিনাং কালোচিতং দত্তম্।

অনন্তর ভোজরাজ নিজ মন্ত্রীর স্তুতিবাদ ও বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মাননা করিয়া সে
সিংহাসন নগরাভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন। সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ নির্ম্মা
করিয়া তন্মধ্যে সেই সিংহাসন স্থাপিত হইল। শুভমুহূর্ত্তে রাজা মন্ত্রিগণের সহি
বিরাজমান হইলেন; ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন
স্তুতিপাঠকগণ স্তব দ্বারা প্রশংসা করিল; রাজা দানমান দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে
সম্মাননা করিলেন এবং দীন, বধির, পঙ্গু, কুব্জ প্রভৃতি সকলকে (যথাযোগ্য
অর্থদান করিলেন; পরে ছত্রচামরাদি রাজচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া যেমন পুত্তলিকা
মস্তকে পাদপদ্মবিন্যাসের উপক্রম করিলেন, অমনি একটি পুত্তলিকা মনুষ্যের ন্যা
বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, 'রাজন্! যদি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আপ
নার শৌর্য্য, ঔদার্য্য ও সত্ত্বাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে
উপবেশন করুন।'

রাজা কহিলেন, পুত্তলিকে! তুমি ঔদার্য্যাদি যে সকল গুণের উল্লেখ করিলে
আমাতে তৎসমস্তই বিদ্যমান আছে। তোমার বিবেচনায় কি আমাতে সেই
সমস্ত গুণের ন্যূনতা দৃষ্ট হয়? আমিও সমস্ত অর্থিগণকে সময়োচিত দান
করিয়াছি।

পুত্তলিকাব্রবীৎ, ভো রাজন্! এতদেব তবানুচিতং যৎ স্বমুখেনৈব আত্মানং কীর্ত্তয়সি। যঃ স্বগুণান্ কীর্ত্তয়তি,স কেবলং দুর্জ্জন এব, সজ্জনস্তু নৈবং বক্তি। উক্তঞ্চ—

স্বগুণান্ পরদোষান্ বা বক্তুং শক্নোতি দুর্জ্জনো লোকে।
পরদোষান্ স্বগুণান্ বা বক্তুং ন শক্নোতি সজ্জনঃ সত্যম্॥

অন্যচ্চ—

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৌষধসঙ্গমে।
দানমানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥

অতএব আত্মনো গুণা আত্মনা ন স্তোতব্যাঃ, পরেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা।

ইতি পুত্তলিকয়োক্তং শ্রুত্বা সবিস্ময়ো ভোজরাজঃ পুনঃ পুত্তলিকামবদৎ, সত্যমুক্তং ত্বয়া, যঃ স্বগুণান্ কীর্ত্তয়তি, স মূঢ় এব। ময়া মদ্গুণাঃ কীর্ত্তিতাঃ, তদনুচিতমেব। যস্যৈতৎ সিংহাসনং, তস্যৌদার্য্যং কথয়।

পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! এতৎ সিংহাসনং বিক্রমার্কস্য, স তু সন্তুষ্টশ্চেৎ অর্থিজনেভ্যঃ কোটিসুবর্ণং প্রযচ্ছতি।

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! আপনি নিজমুখে আত্মপ্রশংসা করিতিছেন, ইহাই আপনার পক্ষে অনুচিত। যে ব্যক্তি নিজগুণ নিজমুখে কীর্ত্তন করে, সে নিশ্চয়ই দুর্জ্জন। সজ্জনেরা এরূপ নিজগুণ কীর্ত্তন করেন না। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—দুর্জ্জন ব্যক্তিকেই ইহসংসারে নিজগুণ ও পরদোষ কীর্ত্তন করিতে দেখা যায়; কিন্তু সজ্জন ব্যক্তি সত্যই পরদোষ ও নিজগুণ কীর্ত্তন করেন না। আরও আয়ু, ধন, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, সঙ্গম, দান, মান, অপমান এই নয়টি যত্নসহকারে গোপন করিয়া রাখিবে। অতএব নিজে নিজের গুণকীর্ত্তন বা পরের নিন্দা করিবে না।

পুত্তলিকার মুখে এই কথা শুনিয়া ভোজরাজের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না, তিনি পুত্তলিকাকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; যে নিজগুণ কীর্ত্তন করে, নিশ্চয়ই সে মূর্খ। আমি যে নিজমুখে নিজগুণ কীর্ত্তন করিয়াছি, ইহা নিতান্ত অনুচিত। যাহা হউক, এই সিংহাসন যাঁহার, তাঁহার ঔদার্য্যের বিষয় কীর্ত্তন কর।

পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্য...

নিরীক্ষতে সহস্রন্তু অযুতন্তু প্রজল্পতে।
মহতে লক্ষদো ভূপো সন্তুষ্টঃ কোটিদঃ সদা॥

ত্বয়ি ঔদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। রা
তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে
প্রথমোপাখ্যানম্॥ ১॥

দ্বিতীয়োপাখ্যানম্।

—০ঃ*ঃ০—

পুনরপি রাজা যাবৎ পুত্তলিকামস্তকে পাদপদ্মে নিদধাতি, তা
পুত্তলিকা মনুষ্যবাচা রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! বিক্রমস্য শৌর্য্যৌদা
সত্ত্বাদিকসাদৃশ্যং যদি বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ভোজরাজো বদতি স্ম, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য
বৃত্তান্তম্।

হইলে অর্থিগণকে কোটি কোটি সুবর্ণ প্রদান করিতেন। প্রার্থী দেখিলেই তি
তাহাকে সহস্র, নিকটে উপস্থিত হইয়া কথোপকথন করিলে অযুত, মহদ্ব্যক্তি
লক্ষ এবং যাহার উপর সন্তুষ্ট হইতেন, তাহাকে কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে
আপনার যদি সেইরূপ উদারতাগুণ থাকে, আপনি এই সিংহাসনে উপবে
করুন।' পুত্তলিকার মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন

পুনরায় (পরদিন) যখন ভোজরাজ পুত্তলিকার মস্তকে পাদপদ্মস্থাপনে উ
যোগ করিলেন, অমনি একটি পুত্তলিকা মনুষ্যের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্ব
তাঁহাকে কহিল, রাজন্! যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আপনার শৌর্য্য, ঔদা
ও সত্ত্বাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ কহিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যগুণের বিব
কীর্ত্তন কর।

সা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমাদিত্যঃ রাজ্যং পালয়ন্ একদা চারানাহূয়াব্রবীৎ, ভো দূতাঃ! ভবন্তঃ পৃথিবী-পরিভ্রমণং কুর্ব্বন্তো যত্র যত্র কৌতুকং তীর্থবিশেষঞ্চ বিলোকয়ন্তি, তন্মম নিবেদয়ন্তু। অহং তত্র গমিষ্যামি।

এবং কালে গতে একদা দেশান্তরং পরিভ্রমন্নাগতঃ কশ্চিদ্দূতো রাজানমব্রবীৎ,ভো রাজন্! চিত্রকূটপর্ব্বতনিকটে তপোবনমধ্যে অতিমনোহরং দেবালয়মস্তি। তত্র পর্ব্বতোচ্চস্থানাৎ বিমলা জলধারা পততি। তত্র যদি স্নানং ক্রিয়তে, তর্হি সর্ব্বেষাং মহাপাপানাং ক্ষয়ো ভবতি। যস্তু মহাপাপং করোতি, তস্যাঙ্গাদতীবকৃষ্ণমুদকং নিঃসরতি,যস্তত্র স্নানং করোতি, স পুণ্যপুরুষঃ। অন্যচ্চ,—তত্র কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ মহতি হোমকুণ্ডে হবনং করোতি, তস্য কিয়ন্তি বর্ষাণি গতানি ইতি ন জ্ঞায়তে। প্রতিদিনং কুণ্ডাদ্বহিঃ স্থাপিতং ভস্ম পর্ব্বতাকারং সৎ অস্তি। স ব্রাহ্মণঃ কেনাপি সহ ন সম্ভাষতে। এবমতিচিত্রতরং স্থানং দৃষ্টম্।

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালন করিতে করিতে একদা চরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'দূতগণ! তোমরা সমগ্র পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হও; যেখানে যেখানে কৌতুকজনক ব্যাপার বা তীর্থবিশেষ দর্শন করিবে,আমার নিকট আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নিবেদন করিবে; আমি (দর্শনার্থ) তথায় গমন করিব।'

এই প্রকারে কিছু দিন অতীত হইল। একদা এক দূত নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'রাজন্! চিত্রকূটগিরির নিকটে তপোবনমধ্যে একটি অতিমনোহর দেবালয় আছে। তথায় পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে নির্ম্মল জলধারা পতিত হয়। সেই জলে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার মহাপাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মহাপাপের অনুষ্ঠান করে, সেই জলে স্নান করিলে তাহার দেহ হইতে কৃষ্ণবর্ণ জল নিঃসৃত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে পুণ্যবান্। আর তথায় একটি ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি প্রশস্ত হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছেন; তিনি কত বৎসর এইরূপে তথায় অতিবাহিত করিতেছেন, কেহই তাহা অবগত নহে। প্রত্যহ কুণ্ডের বহির্ভাগে পর্ব্বতাকার হোমভস্ম স্তূপীকৃত হইয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। আমি অতি বিচিত্র সেই স্থান [illegible]

তচ্ছ্রুত্বা স রাজা একাকী তেন সহ তৎ স্থানং গত্বা পরমানন্দ প্রাপ্তোঽবাদীৎ, অহো! অতিপবিত্রমেতৎ স্থানং, অত্র সাক্ষাজ্জগদম্বিব নিবসতি। এতৎ স্থানং দৃষ্ট্বা মনো মে বিমলং জাতমিত্যুক্ত্বা তত্রান্ত রীক্ষোদকস্নানং বিধায় দেবতাং নমস্কৃত্য যত্র ব্রাহ্মণো হবনং করোতি তত্র গত্বা ব্রাহ্মণমবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! হবনমারভ্য কতিবর্ষাণি জাতানি ব্রাহ্মণেনোক্তম্, যদা সপ্তর্ষিমণ্ডলং রেবতীনক্ষত্রস্য প্রথমচরণে স্থিতং তদা ময়া হবনং প্রারব্ধং; ইদানীমশ্বিনীনক্ষত্রে তিষ্ঠতি। হোমং কুর্ব্বতে বর্ষশতোঽভূৎ। তথাপি দেবতা প্রসন্না নাভবৎ।

তৎ শ্রুত্বা রাজা স্বয়ং দেবতাং স্মৃত্বা হোমকুণ্ডে আহুতিমাক্ষিপৎ তথাপি দেবী প্রসন্না নাভূৎ। তদনন্তরং রাজা স্বশিরঃকমলাহুতিং দাস্যামীতি বুদ্ধ্যা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গং করোতি, তাবৎ দেবতা অন্তরালে খড়্গং ধৃত্বা অবাদীৎ, ভো রাজন্! প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞা উক্তম্, ভো দেবি! ব্রাহ্মণোঽয়ং বহুকালং হবনং করোতি, অস্মিন্ কিমর্থং ন

রাজা এই কথা শুনিয়া একাকী সেই দূতের সহিত তথায় গমন করিলেন তথায় গমন করিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন 'অহো! এই স্থানটি অতি পবিত্র; এখানে সাক্ষাৎ জগদম্বা অবস্থিতি করেন। এই স্থান দর্শনে আমার চিত্ত নির্ম্মল হইল।' এই বলিয়া সেই অন্তরীক্ষ হইতে পতিত জলে স্নান ও দেবতাকে প্রণাম পূর্ব্বক যে স্থানে ব্রাহ্মণ হোম করিতেছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে বিপ্র! আপনি কত বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকার হোমকর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন?' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'যে সময়ে সপ্তর্ষি-মণ্ডল রেবতীনক্ষত্রের প্রথমপাদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে আমি হোমে প্রবৃত্ত হই; এখন সপ্তর্ষিমণ্ডল অশ্বিনীনক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। এই হোমকার্য্যে আমার শতবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি দেবতা (আমার প্রতি) প্রসন্ন হইলেন না।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া স্বয়ং দেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক সেই হোম-কুণ্ডে আহুতি প্রদান করিলেন; কিন্তু তাহাতেও দেবতা প্রসন্ন হইলেন না। তখন 'নিজ মস্তকপদ্ম আহুতি দিব' এই প্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন আপনার কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাতের উদ্যম করিলেন, অমনি দেবতা অলক্ষিতে সেই খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর

প্রসন্না ভবসি ? মম কিমিতি শীঘ্রং প্রসন্নাস্মি ? তয়োক্তম্, ভো রাজন্ হবনময়ং করোতি, পরমস্য চেতসি স্বার্থং নাস্তি। ততঃ প্রসন্না ন ভবামি।

উক্তঞ্চ,—অঙ্গুল্যগ্রেণ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনৈঃ।
ব্যগ্রচিত্তেন যজ্জপ্তং ত্রিবিধং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥
মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥
ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্‌ভাবো হি কারণম্ ॥

রাজাবদৎ, যদি মম প্রসন্না জাতাসি, তর্হি অস্য ব্রাহ্মণস্য মনোরথান্ পূরয়।

সাব্রবীৎ, ভো রাজন্! পরোপকারো মহাদ্রুম ইব স্বদেহকষ্টং সহিত্বা পরিশ্রমোচ্ছেদং করোতি। উক্তঞ্চ—

ছায়ামন্যস্য কুর্ব্বন্তি স্বয়ং তিষ্ঠন্তি চাতপে।
ফলন্তি হি পরার্থে চ সত্যমেতে মহাদ্রুমাঃ ॥

প্রার্থনা কর।' রাজা কহিলেন, 'দেবি! এই ব্রাহ্মণ বহুকাল যাবৎ হোমে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তবে কেন আপনি ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না? আমার উপরেই বা এত শীঘ্র প্রসন্ন হইলেন কেন?' দেবী কহিলেন, 'রাজন্! এই ব্রাহ্মণ হোম করিতেছে সত্য, কিন্তু ইহার মনে কিছুমাত্র স্বার্থ নাই; কাজেই আমি প্রসন্ন হইতে পারি নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে জপ করা যায়, মেরুলঙ্ঘন পূর্ব্বক যে জপ সাধিত হয় এবং যে জপ ব্যস্তচিত্তে সম্পাদিত হয়—এই তিন প্রকার জপই বিফল। মন্ত্র, তীর্থ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, দৈব, ঔষধ, গুরু এই সকলের উপর যাহার যে প্রকার ভাবনা, তদ্রূপই সিদ্ধি ঘটে। দেখ, কাষ্ঠে,প্রস্তরে ও মৃত্তিকাময়ী পুত্তলীতে দেবতার অধিষ্ঠান থাকে না, ভাবেই দেবতা অবস্থিতি করেন; ভাবই সিদ্ধির হেতুভূত।'

রাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন, 'দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

দেবী কহিলেন, রাজন্! তুমি পরোপকারী মহাবৃক্ষের ন্যায় আপনার শরীরে ক্লেশ সহ্য করিয়া পরের পরিশ্রমের [illegible]

পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ, পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ।
পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ, পরোপকারায় শরীরমেতৎ॥

রাজানং স্তুত্বা ব্রাহ্মণস্য মনোরথং পূরয়তি স্ম। রাজাপি স্বপুর মগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, রাজন্! এবংবিধং ধৈ বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে দ্বিতীয়োপাখ্যানম্॥ ২॥

তৃতীয়োপাখ্যানম্।

—০:*:০—

পুনরপি রাজা সিংহাসনে সমুপবেষ্টুং গচ্ছতি, ততোঽন্যা পুত্তলি সমবদৎ, ভো রাজন্! এতৎ সিংহাসনে তেনৈবাধ্যাসিতব্যম্, যস্য বিক্র তুল্যমৌদার্য্যমস্তি।

বিশাল বৃক্ষ সকল নিজে রৌদ্রতাপে থাকিয়া পরকে ছায়া দান করে, প উপকারার্থেই ফল ধারণ করে! পরের উপকারসাধনার্থই নদীসমূহ প্রবা হয়, পরের উপকারসাধনার্থই গাভীগণ দুগ্ধ প্রদান করে। বস্তুতঃ পরোপকা সাধনার্থই এই দেহধারণ।'

এইপ্রকারে রাজার প্রশংসা করিয়া দেবী ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ করিলে রাজাও নিজ নগরীতে প্রস্থান করিলেন।

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! আপনার য এইরূপ ধৈর্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা মৌনভা অবস্থিত রহিলেন।

পুনরায় যখন রাজা সিংহাসনে উপবেশনের উপক্রম করিলেন, তখন অ (তৃতীয়) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! যিনি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদিগু সম্পন্ন, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্যপাত্র।

তেনোক্তম্, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্।

সা বদতি, শ্রূয়তাং রাজন্! যস্য চেতসি অয়ং পরঃ অয়ং মদীয়, ইতি বিকল্পো নাস্তি, স সকলমপি বিশ্বং পালয়তি। উক্তঞ্চ—

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

সাহসে উদ্যমে ধৈর্য্যে তৎসমো নাস্তি, তস্মাদিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ অস্য সাহায্যং কুর্ব্বন্তি স্ম। উক্তঞ্চ—

উদ্যমঃ সাহসং ধৈর্য্যং শক্তির্বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যস্য তিষ্ঠন্তি তস্য দেবোঽপি শঙ্কতে॥

রাজন্! যস্তু অর্থিনাং মনোরথং পূরয়তি, তস্যেপ্সিতং দেবঃ সম্পাদয়তি। উক্তঞ্চ—

কৃতে বিনিশ্চয়ে পুংসাং বিষ্ণুঃ পূরয়তীপ্সিতম্।
যদি স্যাদুদার্য্যসম্পত্তিঃ সত্যং সত্যং হি মানব॥

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং, ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়নিশ্চয়ঞ্চ, লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বাঞ্ছতি বাসহেতোঃ॥

রাজা কহিলেন, পুত্তলিকে! সেই রাজার ঔদার্য্যাদি গুণের বিষয় কীর্ত্তন কর।

পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। 'এই ব্যক্তি পর, এই ব্যক্তি আত্মীয়, যাহার মনে এইরূপ বিকল্প (দ্বিধাভাব) না থাকে, সেই ব্যক্তিই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতে সমর্থ। (রাজা বিক্রমাদিত্য সেইরূপ ক্ষমতাবান্ লোক ছিলেন)। শাস্ত্রেও উক্ত আছে, 'এই ব্যক্তি পর, এই ব্যক্তি আত্মীয়,' লঘুচেতা লোকেই এইরূপ বিবেচনা করে। যাঁহারা উদারচরিত্র, পৃথিবীই তাঁহাদিগের কুটুম্বস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহারা সমস্ত লোককে আত্মীয় বিবেচনা করিয়া থাকেন। সাহসে, উদ্যমে, ধৈর্য্যে কিছুতেই বিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহই ছিল না। এই হেতু দেবগণ তাঁহার সাহায্য করিতেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে,—'উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম এই ছয়টি যাঁহার বিদ্যমান থাকে, দেবতাও তাঁহার নিকট শঙ্কিত হন।' রাজন্! যিনি প্রার্থিগণের মনোরথ পূর্ণ করেন, দেবতা তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও উক্ত আছে, যদি দৃঢ়তা (অধ্যবসায়) বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কার্য্যসম্পাদন [illegible]

এবং কৃতজ্ঞঃ সকলগুণাধিবাসঃ স বিক্রমো রাজা সর্ব্বসম্পদা পরি
একদা স্বমনসি অচিন্তয়ৎ, অহো! অসারোঽয়ং সংসারঃ কদা কস্য
ভবিষ্যতীতি ন জ্ঞায়তে। অতঃ উপার্জ্জিতং বিত্তং দানভোগৈর্বিনা স
ন ভবতি। অতো বিত্তস্য সৎপাত্রে দানমেকং ফলম্। অন্যথা না
প্রাপ্নোতি। উক্তঞ্চ—

দানং ভোগো নাশাস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে সতি বিভবে ন তস্য তদ্দ্রব্যম্॥
অতিপরুষপবনবিলুলিতদীপশিখেব চঞ্চলা লক্ষ্মীঃ।
উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগায়ৈব হি কারণম্।
তটাকোদরসংস্থানং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্॥

ইত্যেবং বিচার্য্য সর্ব্বস্বদক্ষিণং যজ্ঞং কর্ত্তুং উপক্রান্তবান্।
শিল্পিভিরতিমনোহরো মণ্ডপঃ কারিতঃ। সর্ব্বাপি যজ্ঞসামগ্রী স
দিতা। দেবমুনিগন্ধর্ব্বযক্ষসিদ্ধাদয়ঃ সমাহূতাঃ।

করিয়া দেন। যে ব্যক্তি উৎসাহী, অদীর্ঘসূত্রী, ক্রিয়াবিধিজ্ঞ, ব্যসনে অনা
শূর, কৃতী ও দৃঢ়সঙ্কল্প, কমলা স্বয়ং তাহার নিকট অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা ক

রাজা বিক্রমাদিত্য এইরূপ কৃতজ্ঞ ও সকলগুণের আধার এবং সর্ব্বসম্পা
পরিপূর্ণ ছিলেন। একদা তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'অহো!
সংসার অসার, কবে কাহার কি ঘটে, কেহই জানিতে পারে
সুতরাং যদি উপার্জ্জিত অর্থ দান বা ভোগ করা না যায়, তাহা হইলে উহা বি
অতএব সৎপাত্রে দানই অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র ফল। ইহার অন্যথা হ
বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—অর্থের গতি ত্রিবিধ;—
ভোগ ও নাশ। সম্পত্তি বিদ্যমানেও যে ব্যক্তি ভোগ বা দান না করে, সে
(সম্পত্তি) তাহার নহে। বেগবান্ বায়ু কর্ত্তৃক কম্পিত দীপশিখা যেমন চ
হয়, কমলাও সেইরূপ চঞ্চলা। তড়াগের গর্ভে যে বারিরাশি সঞ্চিত থাকে, প
দান করাই উহার হেতু; সুতরাং উপার্জ্জিত অর্থও সেইরূপ দানের জন্যই সা
হয়।' মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্বস্বদক্ষিণ য
অনুষ্ঠান করিতে উদ্যোগী হইলেন। অনন্তর শিল্পিগণ অতি মনোহর মণ্ডপ প্র
করিল; সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞসম্ভারও সংগৃহীত হইল; দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, য
সিদ্ধ প্রভৃতি সকলে নিমন্ত্রিত হইলেন।

অস্মিন্নবসরে 'সমুদ্রাহ্বানার্থং কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ সমুদ্রতীরে প্রেষিতঃ। সাঽপি সমুদ্রতীরং গত্বা গন্ধপুষ্পাদিষোড়শোপচারং বিধায়াব্রবীৎ, ভো মুদ্র! বিক্রমার্কো রাজা রাজ্যং করোতি, তেন প্রেষিতোঽহস্ত্বামহর্ত্তুং মাগত ইতি জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ক্ষণং স্থিতঃ। কোঽপি তস্য ত্যুত্তরং ন দদৌ। তদা উজ্জয়িনীং যাবৎ প্রত্যাগচ্ছতি, তাবৎ দেদীপ্যানশরীরঃ সমুদ্রো ব্রাহ্মণরূপী সন্ তমাগত্যাব্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! বিক্রমণ অস্মান্ আহ্বাতুং প্রেষিতস্ত্বং, তর্হি তেন যা সম্ভাবনা কৃতা, সা স্মাকং প্রাপ্তৈব। এতদেব সুহৃদো লক্ষণং যৎ সময়ে দানমানাদি ক্রিয়তে। উক্তঞ্চ,—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌গুণং প্রীতিলক্ষণম্॥

দূরস্থিতানাং মৈত্রী নশ্যন্তি, সমীপস্থানাং বর্দ্ধতে ইতি ন বাচ্যম্। ত্র স্নেহ এব প্রমাণম্।

দূরস্থোঽপি সমীপস্থো যো বৈ মনসি বর্ত্ততে।
যো বৈ চিত্তেন দূরস্থঃ সমীপস্থোঽপি দূরতঃ॥

ইত্যবসরে সমুদ্রকে আহ্বান করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ সাগরতীরে প্রেরিত ইলেন। সেই ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে গমন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি ষোড়শোপচারে াগরের পূজা করিয়া কহিলেন, 'হে সমুদ্র! রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসন করিতেছেন,আমি তাঁহার আদেশে তোমাকে আহ্বান করিতে উপস্থিত হইয়াছি।' এই বলিয়া সাগরগর্ভে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল তথায় অবস্থিত রহিলেন। কেহই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তখন ব্রাহ্মণ যেমন উজ্জয়িনীতে প্রতিগমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি সমুদ্র দেদীপ্যমানশরীরে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে বিপ্র! বিক্রমাদিত্য আমাকে আমন্ত্রণ করিতে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি আমাদিগের প্রতি যে সম্মানন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহাতে সম্মানিত হইলাম। যথাকালে দানমানাদিপ্রদর্শনই সুহৃদের লক্ষণ। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যকথা প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, ভোজন, আহার্য্যপ্রদান—এই ছয়টিই প্রীতির লক্ষণ। দূরস্থ হইলেই যে সৌহার্দ্দ নষ্ট হয় এবং নিকটস্থ সুহৃদের সহিত যে প্রীতিবর্দ্ধন হয়, এ কথা অলীক। স্নেহই ইহার প্রমাণ। যে ব্যক্তি চিত্তমন্দিরে বিরাজমান [illegible]

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো, লক্ষান্তরেঽর্কঃ সলিলে চ পদ্মম্
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য নাথো, যো যস্য হৃদ্যং ন হি তস্য দূরঃ॥

তস্মাৎ সর্ব্বথা গন্তব্যং মে। কিন্তু মমাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি
তস্মৈ রাজ্ঞে ব্যয়ার্থমেতদ্দ্রব্যচতুষ্টয়ং দাস্যামি। এতেষাং মাহাত্ম্যং, এ
রত্নং যদ্বস্তু স্মর্য্যতে তদ্দদাতি। দ্বিতীয়রত্নেন ভোজনাদিকমমৃততুল্যং
পচ্যতে। তৃতীয়রত্নাৎ অশ্বরথপদাতিযুতং চতুরঙ্গবলং ভবতি। চতু
রত্নাৎ দিব্যাভরণানি জায়ন্তে, তদেতানি রত্নানি গৃহীত্বা রাজ্ঞো হ
প্রযচ্ছ।

ততো ব্রাহ্মণস্তানি রত্নানি গৃহীত্বা উজ্জয়িনীং যাবদাগতস্তাবদ্যজ্ঞ
সমাপ্তির্জাতা। রাজা অবভৃথস্নানং কৃত্বা সর্ব্বান্ অর্থিজনান্ পরিপূ
মনোরথানকরোৎ। ব্রাহ্মণো রাজানং দৃষ্ট্বা রত্নান্যর্পয়িত্বা প্রত্যে
তেষাং গুণকথনমকথয়ৎ। ততো রাজাবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ভবান্ যৎ
দক্ষিণাকালং ব্যতিক্রম্য সমাগতঃ, ময়া সর্ব্বোঽপি ব্রাহ্মণসমূহো দক্ষিণ

সে দূরবর্ত্তী থাকিলেও সন্নিহিত এবং যে ব্যক্তি চিত্ত হইতে দূরে থাকে, সে নিক
বর্ত্তী থাকিলেও দূরবর্ত্তীর ন্যায় লক্ষিত হয়। দেখ, গিরিশৃঙ্গে ময়ূর ও আকা
মেঘ, লক্ষ যোজন দূরে সূর্য্য ও জলগর্ভে পদ্ম এবং দ্বিলক্ষ যোজন দূরে চন্দ্র ও জ
কুমুদ বাস করে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদিগের নিরতিশয় প্রণয় দৃষ্ট হয়। বস্তু
যে যাহার সুহৃদ্, সে দূরবর্ত্তী থাকিলেও তাহাদের প্রণয়ের হ্রাস হয় না; অতএ
আমার সেখানে যাওয়াই উচিত; কিন্তু এ স্থানে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে
আমি সেই সৎক্রিয়ার (যজ্ঞের) ব্যয়ার্থ নৃপতিকে চারিটি রত্ন প্রদান করিব। এ
রত্নচতুষ্টয়ের মাহাত্ম্য এই যে, যে বস্তু স্মরণ করা যায়, প্রথম রত্নটির সাহায্যে তা
লব্ধ হয়; দ্বিতীয় রত্নটি অমৃতবৎ খাদ্যাদি উৎপাদন করে; তৃতীয়টি হইতে
অশ্ব-রথ-পদাতিসমন্বিত চতুরঙ্গবলের আবির্ভাব হয় আর চতুর্থ রত্নটি অলঙ্কাররা
প্রদান করে। তুমি এই চারিটি রত্ন লইয়া নৃপতির হস্তে প্রদান কর।'

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই চারিটি রত্ন লইয়া উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। তথ
যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য অবভৃথস্নানান্তে প্রার্থিগণের অভিলষি
পূর্ণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাগরদত্ত রত্নচতুষ্ট
প্রদান পূর্ব্বক তাহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন। সে সময়ে রাজা ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা

তোষিতঃ, তর্হি এতেষাং চতুর্ণাং মধ্যে যৎ তুভ্যং রোচতে, তদ্গৃহাণ ব্রাহ্মণেনোক্তং, গৃহং গত্বা গৃহিণীং পুত্রং স্নুষাঞ্চ পৃষ্ট্বা সর্ব্বেভ্যো যদ্রোচতে, তদ্গ্রহীষ্যামি। রাজ্ঞোক্তম্, তথা কুরু। ব্রাহ্মণোঽপি স্বগৃহমাগ সর্ব্বং বৃত্তান্তং তেষামগ্রে অকথয়ৎ। তচ্ছ্রুত্বা পুত্রেণোক্তম্, যদ্রত্নং চতুরঙ্গবলং দদাতি, তদ্গ্রহীষ্যামি, যতঃ সুখেন রাজ্যং কর্ত্তুমায়াতি পিত্রোক্তম্, বুদ্ধিমতা রাজ্যং ন প্রার্থনীয়ম্। পশ্য—

রামস্য ব্রজনং বলের্নিয়মনং পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং,
বৃষ্ণীনাং নিধনং নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।
সৌদাস্যং তদবস্থমর্জ্জুনবধং সঞ্চিন্ত্য লোকেশ্বরং,
দৃষ্ট্বা রাজ্যকৃতে বিড়ম্বনগতং তস্মাৎ ন তদ্বাঞ্ছয়েৎ॥

পুনঃ পিতা বদতি, যস্মাৎ ধনং লভ্যতে তদ্গৃহাণ, ধনেন সর্ব্বমপি লভ্যতে।

ন তদস্তি জগত্যস্মিন্ যদ্ধনেন ন লভ্যতে।
নিশ্চিত্য মতিমান্ তস্মাৎ অর্থমেকং প্রসাধয়েৎ॥

দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সমস্ত অর্থই ব্যয় করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'এই রত্নচতুষ্টয়ের মধ্যে যেটি তোমার অভিরুচি, গ্রহণ কর।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'আমি গৃহে গমন পূর্ব্বক পত্নী, পুত্র,পুত্রবধূ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যেটি সকলের অভিরুচি হয়, তাহাই গ্রহণ করিব।' রাজা কহিলেন, 'তাহাই কর।' তখন ব্রাহ্মণ স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া সকলের সম্মুখে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণপ্রমুখাৎ সকল কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্র কহিল, 'যে রত্ন দ্বারা চতুরঙ্গসেনার উৎপত্তি হয়, তাহাই গ্রহণ করিব। কারণ, তাহা হইলে সুখে রাজত্ব করা যাইবে।' পিতা কহিলেন, 'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজ্য প্রার্থনা করে না। দেখ, রামের বনগমন, বলির পাতালবাস, পাণ্ডুনন্দনগণের বনবাস, বৃষ্ণিবংশীয়গণের সংহার, নলরাজার রাজ্যনাশ, সৌদাসেরও সেইরূপ অবস্থা, অর্জ্জুননিধন এবং লোকপালবর্গের রাজ্যার্থ বিড়ম্বনা—এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজ্য-বাসনা করা কর্ত্তব্য নহে।' এই বলিয়া পিতা পুনরায় কহিলেন, 'যে রত্নটি হইতে ধন উৎপন্ন হয়, তাহাই গ্রহণ কর, ধন দ্বারা সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ বস্তু সংসারে নাই—যাহা ধন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অর্থ উপার্জ্জন করেন।'

ভার্য্যয়োক্তম্, যদ্রত্নং ষড়্রসান্ সূতে, তদ্গৃহ্যতাম্।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনামন্নেনৈব প্রাণধারণং ভবতি। উক্তঞ্চ—

অন্নং বিধাত্রা বিহিতং মর্ত্ত্যানাং জীবধারণম্।
তস্মাদন্নাৎ পরং কিঞ্চিৎ প্রার্থয়ে ন কদাচন॥

স্নুষয়োক্তং, যদ্রত্নং রত্নাভরণাদিকং সূতে, তদ্গ্রাহ্যম্। উক্তঞ্চ—

ভূষয়েদ্ভূষণৈ রম্যৈর্যথা বিভবমাদরাৎ।
শুচি-সৌভাগ্যবৃদ্ধ্যর্থমায়ুর্লক্ষ্মীবিবৃদ্ধয়ে॥
সুহৃৎসু শুভদং নিত্যং বাস এব বিভূষণম্।
রত্নৈশ্চ দেবতাতুষ্টির্ভূষণস্যাপি ধারণাৎ॥

এবং চতুর্ণাং পরস্পরং বিবাদো লগ্নঃ। ততো ব্রাহ্মণো রাজসমীপমাগত্য চতুর্ণাং বিবাদবৃত্তান্তমকথয়ৎ। রাজাপি তচ্ছ্রুত্বা তস্মৈ ব্রাহ্মণায় চত্বার্য্যপি রত্নানি দদৌ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! ঔদার্য্যং নাম সহজো গুণঃ ন তু ঔপাধিকঃ।

তখন ব্রাহ্মণের পত্নী কহিলেন, 'যে রত্নটি হইতে ষড়্বিধরসযুক্ত খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাই গ্রহণ কর। অন্ন দ্বারাই সকল জীবের প্রাণধারণ হয়। শাস্ত্রেও কথিত আছে, মর্ত্ত্যবাসিগণের জীবনধারণার্থ ই বিধাতা অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং অন্ন ব্যতীত আর কিছুই কদাচ প্রার্থনীয় নহে।'

পুত্রবধূ কহিলেন, 'যে রত্ন হইতে রত্ন ও আভরণাদির উৎপত্তি হয়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত; প্রসিদ্ধিও আছে,—রমণীয় অলঙ্কারসকল বিভবানুসারে মানুষকে অলঙ্কৃত করে। অলঙ্কার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় এবং অলঙ্কার দ্বারাই সৌভাগ্য আয়ু ও লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়। বস্ত্ররূপ অলঙ্কার আত্মীয়জনের কল্যাণকর, রত্নরাজি ও অলঙ্কার দ্বারা দেবতাদিগেরও প্রীতি সম্পাদিত হয়।'

এই প্রকারে চারিজনের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর ব্রাহ্মণ নৃপতির নিকট উপস্থিত হইয়া চারিজনের এইরূপ বিবাদের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে সেই রত্নচতুষ্টয়ই প্রদান করিলেন।৮

পুত্তলিকা এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, রাজন্! উদারতা মানবের নৈসর্গিক গুণ, উহা ঔপাধিক [illegible] করিয়া উদার সাজিলেই

চম্পকেষু যথা গন্ধঃ কান্তির্মুক্তাফলেষু চ।
যথেক্ষুদণ্ডে মাধুর্য্যং ঔদার্য্যং সহজং তথা॥

ত্বয়ি এবংবিধমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ,তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে তৃতীয়োপাখ্যানম্ ॥৩॥

চতুর্থোপাখ্যানম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকা বদতি স্ম। ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং কুর্ব্বতি একদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সকলবিদ্যাবিচক্ষণঃ সমস্ত-গুণগণালঙ্কৃতোঽপি অপুত্রঃ সমভবৎ। একদা ভার্য্যয়া ভণিতঃ, ভো প্রাণেশ্বর! পুত্রং বিনা গৃহস্থস্য গতির্নাস্তি ইতি স্মৃতিবিদো বদন্তি। তথাহি—

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
তস্মাৎ পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা পুত্রাদ্ভবতি তাপসঃ॥

দার হইতে পারে না)। চম্পকপুষ্পে যেমন গন্ধ, মুক্তাফলে যেমন কান্তি এবং ক্ষুদণ্ডে যেমন স্বভাবতই মাধুর্য্য বিদ্যমান,উদারতাও সেইরূপ স্বাভাবিক। তোমাতে দি সেইরূপ উদারতা থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন কর।

পরদিন পুনরায় যখন ভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন ন্য (চতুর্থ) পুত্তলিকা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যপালন করেন, সেই সময়ে তাঁহার রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী এবং সমস্ত গুণে অলঙ্কৃত; কিন্তু অপুত্রক। একদিন তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! স্মৃতিবিদ্গণ বলেন, পুত্র বিনা গৃহস্থের গতি নাই। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—অপুত্রকের গতি নাই, তাহার স্বর্গলাভেরও আশা নাই; সুতরাং পুত্রমুখ[illegible]

শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥
নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী,
শীতেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ,
সৎপুত্রেণ কুলং তথা বসুমতী লোকত্রয়ং ভানুনা॥

ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ভো প্রিয়ে! সত্যমুক্তং ত্বয়া, পরং পরোত্তমেন দ্র লব্ধুং শক্যতে। গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যাপি লভ্যতে, যশঃ সন্ততিশ্চ পরমেশ্বর রাধনং বিনা ন সিদ্ধ্যতি। উক্তঞ্চ—

নিরন্তরা সুখাপেক্ষা হৃদয়ে যদি বিদ্যতে।
কৃত্বা ভাবং দৃঢ়তরং ভবানীবল্লভং ভজেৎ॥

ভার্য্যয়োক্তম্, ভবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ অতঃ পরমেশ্বরপ্রসাদার্থং কিমপি ব্রতাদি মনুষ্ঠেয়ম্।

পরই তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিবে। চন্দ্র যেমন রজনীর দীপক (অলঙ্কারস্বরূপ সূর্য্য যেমন প্রভাতের দীপক এবং ধর্ম্ম যেমন ত্রিভুবনের দীপক, সৎপুত্রও সেইর বংশের দীপক। হস্তী যেমন মদ দ্বারা, জল যেমন পদ্ম দ্বারা, রজনী যেমন পূ চন্দ্র দ্বারা, অবলাগণ যেমন সলজ্জ চরিত্র দ্বারা, অশ্ব যেমন বেগ দ্বারা, দেবমন্দি যেমন নিত্যোৎসব দ্বারা, বাক্য যেমন ব্যাকরণ দ্বারা, নদীসকল যেমন হংসমিথু দ্বারা, সভা যেমন পণ্ডিতগণ দ্বারা এবং পৃথিব্যাদি ত্রিভুবন যেমন সূর্য্য দ্বারা শো পায়, সৎপুত্রদ্বারাও বংশ সেইরূপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়তমে! তুমি সত্যই বলিয়াছ, পরন্তু পরের উত্তম দ্বারা দ্রব্যলাভ হইতে পারে। গুরুসেবা দ্বারা বিদ্যালাভ হয়; কিন্তু ভগবানের উপা সনা ব্যতীত কীর্ত্তি ও সন্ততি লাভ হয় না। শাস্ত্রেও উক্ত আছে, যদি অন্তরে নির সুখপ্রাপ্তির কামনা থাকে, তাহা হইলে অচলা ভক্তিসহকারে ভবানীপতি আরাধনা করিবে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব পরমেশ্বরের প্রসন্নতাসাধনা কোন ব্রতাদির অনুষ্ঠান করুন।'

তেনোক্তম্, ময়াপ্যঙ্গীকৃতমেব ত্বদ্বচনম্। কুতঃ—

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিদুষাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্ব্বচঃ॥

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং রুদ্রানুষ্ঠানং কৃতবান্। ততঃ একদা রাত্রৌ তং স্বপ্নে জটামুকুটধারী বৃষভবাহনস্থিতঃ পরমেশ্বর প্রত্যক্ষীভূয় উবাচ, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বং প্রদোষব্রতমাচর, তেন ব্রতাচরণে তব পুত্রো ভবিষ্যতি। ততঃ প্রভাতে ব্রাহ্মণেন বৃদ্ধানাং পুরতঃ স্বপ্নবৃত্তান্ত কথিতঃ। তৈরুক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ! যথার্থোঽয়ং স্বপ্নঃ। উক্তঞ্চ স্বপ্নাধ্যায়ে—

দেবো দ্বিজো গুরুর্গাবঃ পিতরো লিঙ্গিনো নৃপঃ।
যদ্বদন্তি বচঃ স্বপ্নে তৎ তথৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
অস্মিন্ ব্রতে অনুষ্ঠিতে তব পুত্রো ভবিষ্যতি।

তেষাং বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো মার্গশীর্ষশুক্লত্রয়োদশীতিথৌ শনিবারে কল্পোক্তবিধিপূর্ব্বকং প্রদোষব্রতমনুষ্ঠিতম্। তেন ব্রতাচরণেন পরমেশ্বরঃ প্রসন্নো ভূত্বা পুত্রমস্মৈ প্রাযচ্ছৎ। তদনন্তরং পুত্রে জাতে তস্য পুত্রস্য

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'তোমার বাক্যেই আমি অঙ্গীকার করিলাম। কেন না, বালকের নিকট হইতেও যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বাক্য গ্রহণ করা বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য এবং যে বাক্য অনিষ্টকর ও যুক্তিসঙ্গত নহে, বৃদ্ধের নিকট হইতেও তদ্রূপ বাক্য গ্রহণ করিবে না।' ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া পরমেশ্বরের প্রীতিসাধনার্থ রুদ্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর একদা রজনীযোগে ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন, জটামুকুটধারী বৃষবাহন মহেশ্বর প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, 'হে বিপ্র! তুমি প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি পুত্রলাভে সমর্থ হইবে।' প্রভাতে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধদিগের নিকট এই স্বপ্নবিবরণ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধেরা কহিলেন, "হে বিপ্র! এ স্বপ্ন সত্য; কারণ, স্বপ্নাধ্যায়ে কথিত আছে যে, দেবতা, বিপ্র, গো, গুরু, পিতৃগণ, সন্ন্যাসী ও রাজা যাহা বলেন, তাহা সত্য হয়; অতএব ঐ ব্রত সম্পাদন করিলে তুমি পুত্রলাভ করিতে পারিবে।"

বৃদ্ধদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে শনিবারে কল্পোক্ত নিয়মে প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। মহেশ্বরও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সকল কার্য্য

ব্রাহ্মণো জাতকর্ম্ম বিধায় দ্বাদশদিবসে তস্য দেবদত্ত ইতি নামকরণং কৃ
অন্নপ্রাশনাদ্যুপনয়নান্তানি কর্ম্মাণ্যকার্ষীৎ। ততঃ উপনীতং বেদশাস্ত্রাদি
শিক্ষয়িত্বা ষোড়শে বর্ষে গোদানানন্তরং বিবাহং কারয়িত্বা স্বয়ং তীর্থযাত্
কর্ত্তুকামঃ পুত্রায় বুদ্ধিমুপদিশতি। ভো পুত্র! অতিকষ্টাং দশাং প্রাপ্তোঽ
স্বধর্ম্মাচারং ন পরিত্যজ, পরৈঃ সহ বিবাদং মা কুরু, সর্ব্বভূতেষু দয়া কার্য
পরমেশ্বরে ভক্তির্বিধেয়া, পরস্ত্রী নাবলোকনীয়া, বলবদ্বিরোধং মা কু
মর্ম্মজ্ঞেষু অনুবৃত্তির্বিধেয়া, প্রস্তাবসদৃশং বক্তব্যম্, স্ববিত্তানুসারেণ ব্যয়ঃ ক
নীয়ঃ, সজ্জনাঃ সেবনীয়াঃ, দুর্জ্জনাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ, স্ত্রীণাং গুহ্যং ন বক্তব্যঃ

এবং হ্যনেকধা পুত্রায় হিতমুপদিশ্য স্বয়ং বারাণসীং জগাম। দে
দত্তোঽপি পিতুরুপদেশং পরিপালয়ন্ তত্রৈব নগরে স্থিতঃ। একদা হো
সমিধাহরণার্থং মহারণ্যং প্রবিষ্টো যাবৎ সমিধশ্ছিনত্তি, তাবদ্বিক্রমাদ
মৃগয়ার্থং বনং গতঃ শূকরমনুধাবন্ মহারণ্যং প্রবিষ্টঃ; পুনর্মার্গমজানন্ দে
দত্তং দৃষ্ট্বা নগরমার্গমপৃচ্ছৎ। তেন পৃষ্টো দেবদত্তঃ স্বয়মগ্রে গচ্ছন্ রাজা

নিষ্পাদন পূর্ব্বক দ্বাদশদিবসে পুত্রের নাম 'দেবদত্ত' রাখিলেন। যথাকালে পুত্
অন্নপ্রাশন ও উপনয়নাদিও সম্পাদিত হইল। পরে সেই পুত্র বেদশাস্ত্রাদি
শিক্ষিত হইল। ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম যখন ষোড়শবর্ষ হইল, তখন ব্রাহ্মণ গো
দানসহকারে পুত্রের বিবাহ দিয়া নিজে তীর্থযাত্রাভিলাষে পুত্রকে উপদেশ প্রদ
পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! নিরতিশয় কষ্টে পতিত হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করি
না, কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইও না, সর্ব্বভূতে দয়া প্রদর্শন করিবে, নিরন্ত
পরমেশ্বরে ভক্তি রাখিবে, পরদারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, বলবানের সহি
বিরোধ করিও না, মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে, কোন প্রসঙ্গ উঠিলে তদনুরূ
বাক্যপ্রয়োগ করিবে, আপনার সম্পত্তি অনুসারে ব্যয় করিবে, সাধু ব্যক্তিদিগে
সেবা করিবে, দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে এবং নারীজাতির নিকট কদাচ গু
কথা ব্যক্ত করিবে না।"

ব্রাহ্মণ পুত্রকে এইরূপ নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং বারাণসীধামে
প্রস্থান করিলেন। এ দিকে দেবদত্ত পিতৃদত্ত উপদেশ পরিপালন পূর্ব্বক সে
নগরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা তিনি হোমার্থ সমিধ আহরণের জন্য
মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি যখন সমিধ ছেদন করিতেছেন, সেই সময়ে রাজা
বিক্রমাদিত্য মৃগয়ার্থ সেই বনে উপস্থিত হইয়া একটী শূকরের অনুধাবন পূর্ব্বক সেই

নগরমানয়ৎ। ততো রাজা দেবদত্তং বহুধা সম্মান্য কস্মিংশ্চিদ্ব্যাপা নিযুক্তবান্। তদনন্তরং কালো মহান্ গতঃ। একদা রাজ্ঞা ভণিতম্, কথম দেবদত্তকৃতোপকারাদুত্তীর্ণো ভবিষ্যামি? যদনেন মহতোঽরণ্যাদ্গ্রামম নীতঃ। তস্মিন্নবসরে কেনচিদুক্তম্, অহো! অয়ং সৎপুরুষঃ কৃতমুপকা। বিস্মরতি। তদুক্তম্—

প্রথমবয়সি তোয়ং পীতমল্পং স্মরন্তঃ,
শিরসি নিহিতভারা নারিকেলীফলানাম্।
উদকমমৃতকল্পং দদ্যুরাজীবনান্তং,
ন হি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি॥

ব্রাহ্মণেন তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা স্বমনসি বিচারিতম্, অহো! রাজা এবং দতি,তৎ সত্যং বা মিথ্যা বা অস্য প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্য ইতি ভণিত্বা রাজকুমারং কেনাপ্যবিদিতং স্বমন্দিরে সংগোপ্য তস্যালঙ্কারং ভৃত্যহস্তে দত্ত্বা নগরমধ্যে

হারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু পুনরায় বন হইতে বহির্গমনের পথ ঠিক করিতে না পারিয়া দেবদত্তকে দর্শন পূর্ব্বক নগরে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবদত্ত নরপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন পূর্ব্বক রাজাকে নগরে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা দেবদত্তকে বহুমান সহকারে কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর বহুদিন অতীত হইল। তখন একদিন রাজা বলিলেন, 'কি প্রকারে আমি দেবদত্তকৃত উপকার হইতে উত্তীর্ণ হইব? অর্থাৎ তিনি যে বনমধ্য হইতে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানীতে আসিয়াছিলেন, কি করিলে তাঁহার সেই উপকার-ঋণের পরিশোধ হয়? কারণ, তিনি মহারণ্য হইতে আমাকে গ্রামে আনয়ন করিয়াছেন।' ইত্যবসরে এক ব্যক্তি বলিল, 'অহো! এই সৎপুরুষ কদাচ কৃতোপকার বিস্মৃত হ'ন না। কথিত আছে,—প্রথমবয়সে অল্পপরিমাণে জল পান করিয়াছে, এইটি স্মরণ করিয়া শীর্ষদেশে অসংখ্য ফলভার বহন পূর্ব্বক নারিকেলবৃক্ষেরা আজীবন অমৃততুল্য জল ভূরিপরিমাণে প্রদান করে; সুতরাং সজ্জনগণ কদাচ কৃতোপকার বিস্মৃত হন না।'

রাজার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শুনিয়া দেবদত্তবিপ্র মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'অহো! রাজা যাহা বলিলেন, ইহা সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা করিতে হইবে।' এইরূপ স্থির করিয়া গোপনে অন্যের অজ্ঞাতসারে রাজপুত্রকে আপনার গৃহে লুক্কায়িত রাখিয়া

বিক্রয়ার্থং প্রেষিতম্। তস্মিন্নবসরে রাজমন্দিরে রাজপুত্রঃ কেনাপি মারি
ইতি মহান্ কোলাহলো জাতঃ। রাজ্ঞাপি স্বপুত্রমার্গণায় সর্ব্বেঽধিকারি
প্রেষিতাঃ। ততস্তে যাবদ্বিপণিমধ্যে বিলোকয়ন্তি, তাবদাভরণহস্তো দে
দত্তভৃত্যো দৃষ্টঃ। ততস্তদাভরণং রাজকুমারস্যেতি জ্ঞাত্বা তং বদ্ধা রা
সকাশং নিন্যুঃ। পশ্চাদ্ভৃত্যাঃ কথয়ন্তি স্ম, রে পাপাচার! কথমেতদা
ভরণং তব হস্তে সমাগতম্? তেনোক্তং, মম হস্তে দেবদত্তেন ব্রাহ্মণেন দ
স্তস্যাহং ভৃত্যঃ। বিপণিমধ্যে এতদাভরণবিক্রয়েণ ধনমানয়েতি কথিতঞ্চ
ততো রাজ্ঞা দেবদত্ত আকারিতো ভণিতশ্চ, ভো দেবদত্ত! এতদাভরণং ত
হস্তে কেন দত্তম্? দেবদত্তেনোক্তম্, ন কেনাপি দত্তম্। অহমেব ধ
লোলুপস্তব কুমারং হত্বা তদাভরণানি সর্ব্বাণি গৃহীত্বা তন্মধ্যে ইদমেকমাভ
রণমস্য হস্তে বিক্রেতুং দত্তম্। ইদানীং তুভ্যং যদ্রোচতে তৎ কুরু। মম ক
বশাদেবংবিধা বুদ্ধিরভূদিতি ভণিত্বা অধোমুখো বভূব। তদ্বচনং শ্রু
রাজা তুষ্ণীমবস্থিতঃ।

এবং তাঁহার অঙ্গস্থিত সমস্ত অলঙ্কার ভৃত্যের হস্তে দিয়া বিক্রয়ার্থ নগরে প্রে
করিলেন। এ দিকে রাজবাটীতে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল; 'কেহ
ত রাজকুমারকে নিহত করিয়াছে', এই কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল; রাজা
কুমারের অন্বেষণার্থ চারিদিকে রাজপুরুষগণকে প্রেরণ করিলেন। রাজপুরুষে
যখন বিপণিমধ্যে অন্বেষণ করিতেছে, তখন তাহারা দেখিল, দেবদত্তের ভৃত্যে
হস্তে রাজপুত্রের অলঙ্কার রহিয়াছে। রাজকুমারের অলঙ্কার চিনিতে পারি
তাহারা সেই ভৃত্যকে বন্ধন পূর্ব্বক রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজকিঙ্করে
সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'রে পাপিষ্ঠ! তোর হস্তে এই অলঙ্কা
আসিল কিরূপে?' ভৃত্য কহিল, "আমি দেবদত্তের ভৃত্য; তিনি আমার হ
এই অলঙ্কার দিয়াছেন। আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'বিপণিতে এই অলঙ্কা
বিক্রয় করিয়া অর্থ লইয়া আইস'।" তখন রাজা দেবদত্তকে আহ্বান করিয়
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবদত্ত! এই অলঙ্কারগুলি তোমার হস্তে কে দিল?
দেবদত্ত বলিলেন, 'কেহই দেয় নাই, আমিই ধনলুব্ধ হইয়া কুমারের বধসাধ
পূর্ব্বক সমস্ত আভরণ লইয়া তন্মধ্যে এই অলঙ্কার এই ভৃত্যের হস্তে বিক্রয়া
প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি করুন। কর্ম্মফলে আমার

তদা সভামধ্যে কৈশ্চিদুক্তম্, অহো! অয়ং সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাপি কথ মীদৃশে পাপকর্ম্মণি বুদ্ধিমকরোৎ? অন্যেনোক্তম্, কিঞ্চিত্রং, স্বকর্ম্মণ প্রেরিতস্যৈবং বুদ্ধির্জাতা। উক্তঞ্চ—

কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রের্য্যমাণঃ স্বকর্ম্মণা।
প্রায়েণ হি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী॥

তত্র সভ্যৈর্ভণিতম্, ভো রাজন্! অয়ং বালঘাতী পুনঃ স্বর্ণস্তেয়ী চ, অমুং শতখণ্ডং কৃত্বা অস্য মাংসেন গৃধ্রাণাং বলির্দাতব্যঃ।

তেষাং বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞা ভণিতম্,ভো সভ্যাঃ! অয়ং মমাশ্রিতঃ, পুরা ার্গদর্শনাদুপকারী চ। অতঃ সৎপুরুষেণ আশ্রিতানাং গুণদোষচিন্তা ন ার্য্যা। তথা চোক্তম্—

চন্দ্রঃ ক্ষয়ী প্রকৃতিবক্রতনুর্জড়াত্মা, দোষাকরো ভবতি মিত্রবিপত্তিকালে।
মূর্দ্ধ্না তথাপি বিধৃতঃ পরমেশ্বরেণ, নৈবাশ্রিতেষু মহতাং গুণদোষচিন্তা॥

ইরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল।' এই বলিয়া দেবদত্ত অধোবদনে অবস্থিত হিলেন। রাজাও তাঁহার কথা শুনিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন সভামধ্যে কেহ কেহ কহিল, 'অহো! এই ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্, তথাপি এরূপ পাপকর্ম্মে ইহার মতি হইল কেন?' কেহ কেহ বলিল, 'ইহা বিচিত্র নহে, কৃতকর্ম্ম কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই ইহার এইরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে। প্রসিদ্ধিও আছে,—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও নিজকৃত কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মানুষের বুদ্ধি প্রায়ই কৃতকর্ম্মের অনুসরণ করে।'

তখন সভ্যগণ কহিলেন, 'রাজন্! এই ব্যক্তি শিশুহত্যা করিয়াছে, বিশেষতঃ স্বর্ণচোর; অতএব ইহাকে শত খণ্ড করিয়া ইহার মাংস দ্বারা গৃধ্রগণকে বলি প্রদান করা হউক।'

তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, 'হে সভ্যগণ! এই ব্যক্তি আমার আশ্রিত, বিশেষতঃ পূর্ব্বে আমাকে বনমধ্য হইতে পথ দেখাইয়া দিয়া মহোপকার করিয়াছিল; সুতরাং আশ্রিতের দোষ-গুণ চিন্তা করা সৎপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—চন্দ্র ক্ষয়রোগী, স্বভাবতঃ কুটিলাঙ্গ, জড়াত্মা ও সুহৃদের বিপৎকালে দোষের হেতু হইলেও মহেশ্বর তাঁহাকে আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং মহদ্ব্যক্তিরা আশ্রিতের দোষগুণ চিন্তা

অন্যচ্চ—উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ স সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে॥

ইত্যুক্ত্বা দেবদত্তং প্রতি ভণতি স্ম, ভো দেবদত্ত! ত্বং চেতসি কিমপি ভয়ং মা কার্ষীঃ। মম পুত্রো বলীয়সা প্রাকৃতেন কর্ম্মণা মারিতঃ। ত্বয়া কিং কৃতম্। যতঃ প্রাকৃতং কর্ম্ম কোঽপি লঙ্ঘয়িতুং ন শক্নোতি।

মাতা লক্ষ্মীঃ পিতা বিষ্ণুঃ স্বয়ঞ্চ বিষমায়ুধঃ।
তথাপি শম্ভুনা দগ্ধঃ প্রাকৃতং কেন লঙ্ঘ্যতে॥

মহারণ্যে পতিতং মাং নগরং নীতবতো মহোপকারিণস্তব প্রত্যুপকারসহস্রৈরপ্যুত্তীর্ণো ন ভবামি।

ইতি সমাশ্বাস্য বস্ত্রাভরণাদিনা দেবদত্তং সম্ভাব্য বিসসর্জ। দেবদত্তোঽপি তং কুমারমানীয় রাজ্ঞো হস্তে দদৌ। ততঃ সবিস্ময়েন রাজ্ঞা ভণিতম্, কিমিদমিতি? দেবদত্তেনোক্তম্, কৃতোপকারাৎ কথমপি উত্তীর্ণো ন ভবামীতি পূর্ব্বং ত্বয়োক্তম্। তৎ তব স্বভাবনিরীক্ষণার্থং ময়া এবং কৃতম্।

করেন না। আরও দেখ, যে ব্যক্তি উপকারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তাহার সে সদ্ব্যবহারে কি গুণ আছে? কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারীর প্রতি সাধু ব্যবহার করে, সজ্জনের মতে তিনিই প্রকৃত সাধু।'

রাজা এই বলিয়া দেবদত্তকে কহিলেন, 'দেবদত্ত! আপনি অন্তরে ভীত হইবেন না; পুরাকৃত বলবান্ কর্ম্ম কর্ত্তৃকই আমার পুত্র নিহত হইয়াছে; আপনার অপরাধ কি? কৃতকর্ম্মের ফল কেহই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহার জননী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, স্বয়ং বিষ্ণু যাঁহার পিতা, যিনি নিজে বিষমায়ুধ, সেই কামদেবও মহেশ্বর কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছিলেন; অতএব কর্ম্মফল কে লঙ্ঘন করিতে পারে? এই দেবদত্ত আমাকে গহন বনমধ্য হইতে পথ দেখাইয়া নগরে আনয়ন করিয়া আমার পরম উপকার করিয়াছিলেন; সহস্র সহস্র প্রত্যুপকার করিলেও আমি সে উপকার-ঋণ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এইরূপে আশ্বাসপ্রদান ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া দেবদত্তকে বিদায় প্রদান করিলেন। তখন দেবদত্তও রাজকুমারকে আনয়ন পূর্ব্বক রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি?' দেবদত্ত কহিলেন, "আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'ইহার কৃত

ত্বয়ি প্রত্যয়ো দৃষ্টশ্চ। রাজ্ঞোক্তম্, যঃ কৃতোপকারং বিস্মরতি সঃ পুরুষাধম এব। দেবদত্তেনোক্তম্, ভো রাজন্! কারণং বিনাপি সকল-জগদুপকারী ভবান্, অতস্ত্বমেব সুজনো লোকে। তথা চোক্তম্—

সুজনাঃ সুধনাস্তে হি কৃতিনঃ সুখিনস্তথা।
জন্তবো যে হি জীবন্তি পরস্য হিতকাম্যয়া॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, এবং পরোপকার্য্যৌ-দার্য্যাদি বিদ্যতে ত্বয়ি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ভোজরাজ-স্তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে চতুর্থোপাখ্যানম্॥ ৪॥

পঞ্চমোপাখ্যানম্।

—০✻০—

পুনরন্যয়োক্তং, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্! বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি, একদা কশ্চিদ্রত্নবণিক্ সমাগত্য রত্নমনর্ঘ্যমেকং রাজহস্তে সমর্পিতবান্,

---

উপকার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না,' সেই কথা পরীক্ষার জন্য আমি এই কার্য্য করিয়াছিলাম। এখন আপনার কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিল।" রাজা বলিলেন, 'যে ব্যক্তি উপকার বিস্মৃত হয়, সে নরাধম।' দেবদত্ত কহিলেন, রাজন্! আপনি জগতের অহেতুক উপকারী; সুতরাং আপনিই সংসারে সুজন বলিয়া গণনীয়। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—যাঁহারা পরের হিতকামনায় জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই সুজন, ধনবান্, কৃতী ও সুখী।'

পুত্তলিকা এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া রাজাকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে সেইরূপ পরোপকার ও ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' ভোজরাজ মৌনভাবে অবস্থিত রহিলেন।

পুনরায় (ভোজরাজ যখন সিংহাসনে উপবেশনের উদ্যম করিলেন,) অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যপালন করেন, সেই সময় একদা এক রত্নবণিক্ উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে একটি মহামূল্য রত্ন প্রদান

রাজাপি দেদীপ্যমানং তদ্রত্নং দৃষ্ট্বা পরীক্ষকানাকার্য্যাবদৎ, ভোঃ পরীক্ষকাঃ! কীদৃশমেতদ্রত্নং সমীচীনং অসমীচীনং বা অস্য মৌল্যং কুর্ব্বন্তু।

তৈস্তদ্রত্নং পরীক্ষ্য ভণিতং, ভো রাজন্! অমূল্যমেতদ্রত্নম্। অস্য মৌল্যমবিদিত্বাপি ক্রিয়তে চেৎ, তর্হি মহাপ্রত্যবায়োঽস্মাকং ভবিষ্যতি। তেষাং বচনং শ্রুত্বা রাজা ভূরি দ্রব্যং দত্ত্বা ভণতি স্ম, ভো বণিক! ঈদৃশং রত্নমন্যদস্তি কিম্? বণিগুবাচ, দেব! এতৎ-সদৃশানি রত্নানীহ আনীতানি ন সন্তি; পরং গ্রামে এবংবিধান্যেব দশরত্নানি বিদ্যন্তে। যদি প্রয়োজনমস্তি, তর্হি তেষাং মৌল্যং কৃত্বা গৃহ্যতাম্।

ততঃ পরীক্ষকৈরেকৈকস্য রত্নস্য ষট্‌কোটিসুবর্ণং কৃতম্। রাজা তাবৎ সুবর্ণং তস্মৈ বণিজে দত্তং, তেন সহ বিশ্বাসী কশ্চিদ্‌ভৃত্যশ্চ প্রেষিতঃ। উক্তঞ্চ,ভো মণিকার! অষ্টানাং বাসরাণাং মধ্যে রত্নানি গৃহীত্বা আয়াস্যতি চেদুচিতং তব দাস্যামি। তেনোক্তং, দেব। অষ্টানাং দিবসানাং মধ্যে

করিল। রাজা সেই দেদীপ্যমান রত্ন দেখিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পরীক্ষকদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, 'পরীক্ষকগণ! এই রত্ন কিরূপ, সমীচীন কি অসমীচীন, ইহার মূল্যই বা কত, তাহা স্থির কর।'

পরীক্ষকেরা রত্ন পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'রাজন্! এ রত্ন অমূল্য। যদি ইহার প্রকৃত মূল্য না জানিয়া ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগের মহা প্রত্যবায় (অনিষ্ট) ঘটিবে।' রাজা এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে ভূরিপরিমিত দ্রব্যাদি প্রদান পূর্ব্বক রত্নবণিককে কহিলেন, "হে বণিক্! তোমার নিকট এই প্রকার রত্ন আর আছে কি?" বণিক্ কহিল, 'দেব! এ প্রকার রত্ন আর সঙ্গে আনয়ন করি নাই বটে, কিন্তু গ্রামে (আমার গৃহে) এরূপ আরও দশটি রত্ন আছে। যদি আবশ্যক হয়, মূল্য স্থির করিয়া তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন।'

তখন পরীক্ষকেরা এক একটি রত্নের মূল্য ছয় কোটি সুবর্ণমুদ্রা ধার্য্য করিল। রাজা সেই অনুসারে সমস্ত সুবর্ণমুদ্রা সেই বণিককে প্রদান করিলেন এবং বণিকের সহিত একটি বিশ্বাসী মণিকার ভৃত্যও প্রেরিত হইল। রাজা মণিকারকে বলিয়া দিলেন, 'যদি আট দিনের মধ্যে তুমি সমস্ত রত্ন লইয়া প্রত্যাগত হইতে পার তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব।' মণিকার কহিল, 'দেব! আমি আট দিনের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিব; যদি আসিতে না পারি, দণ্ডনীয়

আগমিষ্যামি, নচেৎ দণ্ডনীয়োঽহং ; এবমুক্ত্বা স মণিকারস্তেন বণিজা সহ তস্য নিবাসনগরঙ্গতঃ। তত্র তেন দশরত্নানি দত্তানি। তানি গৃহীত্বা মার্গে যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মহতী বৃষ্টিরভূৎ। তয়া বৃষ্ট্যা উভয়তটপরিপূর্ণা নদী প্রবহতি। ততঃ অপরং তীরং গন্তুমশক্নুবন্ তত্র তটস্থিতং নাবিকমবদৎ,ভো কর্ণধার! মাং নদীং উত্তারয়। সোঽবদৎ, হে পথিক! এষা নদী বেলামতিক্রম্য বর্ত্ততে, কথমুত্তার্য্যতে। প্রবল-নদ্যুত্তরণং বুদ্ধিমতা বর্জ্জনীয়ম্। উক্তঞ্চ—

মহানদীপ্রতরণং মহাপুরুষবিগ্রহম্।
মহাজনবিরোধঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অপিচ—

চরিতে যোষিতাং পূর্ণে সরিত্তোয়ে নৃপাদরে।
সর্ব্বত্রৈব বণিক্‌স্নেহে বিশ্বাসং নৈব কারয়েৎ॥
নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলাদিষু॥

হইব।' এই কথা বলিয়া মণিকার ভৃত্য সেই রত্নবণিকের সহিত তাহার গৃহে ন করিল। তথায় উপস্থিত হইলে বণিক্ মণিকারের হস্তে দশটি রত্ন প্রদান রিলে, তাহা লইয়া মণিকার যখন আগমন করে, তখন ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ ল; সেই বৃষ্টিতে (পথিমধ্যস্থ) নদীর উভয় তট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নদীর পরপারে গমনে অসমর্থ হইয়া মণিকার তীরবর্ত্তী এক নাবিককে কহিল, 'ওহে র্ণধার! আমাকে নদী পার করিয়া দেও।' কর্ণধার কহিল, 'হে পথিক! খন নদীর জলস্রোত বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াছে; কিরূপে পার করিয়া ব? এরূপ প্রবলস্রোতস্বিনী পার হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রেও খিত আছে,—মহানদী (প্রবলস্রোতঃপূর্ণা নদী) উত্তরণ, মহাপুরুষের সহিত গ্রহ, মহাজনের সহিত বিরোধ—এ সমস্ত দূর হইতে ত্যাগ করিবে। আরও সিদ্ধি আছে, নারীজাতির চরিত্রে, পরিপূর্ণ নদীর জলে, নৃপতির আদরে ও ণিকের স্নেহে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। নদী, নখায়ুধ, শৃঙ্গী, অস্ত্রপাণি ব্যক্তি, নারীজাতি ও রাজকুলের প্রতিও বিশ্বাস করিতে নাই।'

মণিকারেণোক্তম্, ভো কর্ণধার! ত্বয়া যদুক্তং, তৎ সত্যমেব, তথাপি মম মহৎকার্য্যমস্তি। সামান্যকার্য্যাদ্‌বিশেষকার্য্যং বলবদ্‌ভবতি। উক্তঞ্চ—

সামান্যকার্য্যতো নূনং বিশেষো বলবান্ ভবেৎ।
পরেণ পূর্ব্ববাধো বা প্রায়শো দৃশ্যতামিহ॥

অতঃ মম নদ্যুত্তরণং সামান্যং, রাজকার্য্যং বলবৎ।

কর্ণধারেণোক্তং, মহদ্রাজকার্য্যং তৎ কিম্?

মণিকারেণোক্তং, অদ্য দশরত্নানি গৃহীত্বা রাজসমীপং নাগমিষ্যামীতি চেৎ, আজ্ঞাভঙ্গাদ্রাজা নিগ্রহং করিষ্যতি।

নাবিকেনোক্তং, তর্হি তেষাং রত্নানাং মধ্যে মহ্যং পঞ্চরত্নানি দাস্যসি চেৎ, ত্বাং নদীমুত্তারয়িষ্যামি।

ততো মণিকারস্তস্মৈ নাবিকায় পঞ্চরত্নানি দত্ত্বা নদীমুত্তীর্য্য রাজসমীপমাগত্য তস্য হস্তে পঞ্চরত্নানি দদৌ।

রাজাব্রবীৎ, ভো মণিকার! কিং পঞ্চৈব রত্নানি সমানীতানি? অবশিষ্টানি পঞ্চ কিং কৃতানি?

মণিকার কহিল, 'কর্ণধার! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; তথাপি (আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না), আমার বিশেষ কার্য্য আছে। সামান্য কার্য অপেক্ষা বিশেষ কার্য্যই বলবান্। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—সামান্য কার্য্য অপেক্ষা বিশেষ কার্য্য বলবান্; বিশেষ কার্য্যের নিকট সামান্য কার্য্য গণনীয় নহে; সর্ব্বত্রই ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং নদী পার হওয়া আমার পক্ষে সামান্য কার্য্য; রাজকার্য্য বলবান্।'

কর্ণধার কহিল, 'এমন মহৎ রাজকার্য্য কি?'

মণিকার কহিল, 'যদি আমি এই দশটি রত্ন লইয়া অদ্যই রাজার নিকট উপস্থিত না হই, আদেশলঙ্ঘন হেতু রাজা আমার দণ্ডবিধান করিবেন।'

নাবিক কহিল, 'যদি ঐ দশটি রত্নের মধ্যে আমাকে পাঁচটি দেও, তাহা হইলে আমি তোমাকে নদী পার করিয়া দিই।'

তখন মণিকার নাবিককে পাঁচটি রত্ন দিয়া নদী পার হইল এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে (অবশিষ্ট) রত্নপঞ্চক সমর্পণ করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মণিকার! তুমি পাঁচটি রত্ন আনিয়াছ কেন? [illegible] কি করিলে?

মণিকারেণোক্তং, দেব! শ্রূয়তাম্ বিজ্ঞাপ্যং মে। অস্মান্নগরান্নির্গত্য তেন বণিজা সহ তন্নগরং গত্বা তেন দত্তানি দশরত্নানি গৃহীত্বা ততো নির্গত্য যাবদাগচ্ছামি, তাবন্মার্গে প্রবলবৃষ্ট্যা নদী উভয়তটং বিলঙ্ঘ্য প্রবলোদকা প্রবহতি। অষ্টানাং দিনানাং মধ্যে স্বামিচরণৌ দ্রষ্টব্যৌ, নদী দুস্তরা, ইতি বিচার্য্য নদ্যুত্তরণায় নাবিকস্য পঞ্চরত্নানি দত্তানি পঞ্চ দেবসমীপমানীতানি। যদ্যষ্টদিনানাং মধ্যে নাগম্যতে চেৎ, আজ্ঞাভঙ্গাৎ স্বামিনশ্চেতসি দুঃখং স্যাৎ। উক্তঞ্চ—

আজ্ঞাভঙ্গো নরেন্দ্রাণাং বিপ্রাণাং মানখণ্ডনম্।
পৃথক্ শয্যাশ্চ নারীণাং অশস্ত্রবধ উচ্যতে॥

ইতি বিচার্য্য দত্তানি।

রাজাপি তদ্বচনং শ্রুত্বা সন্তুষ্টঃ সন্ অবশিষ্টানি পঞ্চরত্নানি তস্মৈ মণিকারায় দদৌ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা পুনর্ভোজমবদৎ, পরমৌদার্য্যগুণবরিষ্ঠো

মণিকার কহিল, 'দেব! আমার নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। আমি এই নগরী হইতে বহির্গত হইয়া সেই রত্নবণিকের সহিত তাহার গৃহে উপস্থিত হইলাম; সে দশটি রত্ন দিলে তাহা লইয়া যখন আমি প্রত্যাগমন করি, তখন পথিমধ্যে ঘোরতর বৃষ্টি হয়; বৃষ্টিজলে নদীর উভয়তট প্লাবিত হওয়াতে প্রবল জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। আটদিনের মধ্যে প্রভুর চরণদর্শন করা নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু নদী দুস্তীর্য্যা, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নদী পার হইবার জন্য নাবিককে পাঁচটি রত্ন প্রদান করি; অবশিষ্ট পাঁচটি রত্ন লইয়া প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আট দিনের মধ্যে না আসিতাম, আদেশলঙ্ঘন হেতু প্রভুর মনে কষ্ট জন্মিত। শাস্ত্রেও কথিত আছে, রাজার আদেশলঙ্ঘন, ব্রাহ্মণের মানহানি এবং পত্নীর পৃথক্ শয্যায় শয়ন এই কয়টি বিনা অস্ত্রে বধের তুল্য। এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই আমি নাবিককে রত্ন কয়টি প্রদান করিয়াছি।'

রাজা মণিকারপ্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট পঞ্চরত্ন তাহাকেই প্রদান করিলেন।

পুত্তলিকা এই কথা বলিয়া [illegible]

বিক্রমাদিত্যঃ। ত্বয়ি এতাদৃশমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে পঞ্চমোপাখ্যানম্ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোপাখ্যানম্।

—০ঃ০—

পুনরন্যা পুত্তলিকা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমার্কঃ রাজ্যং কুর্ব্বন্ একদা চৈত্রমাসে বসন্তোৎসবে সকলান্তঃপুরবধূসমেতঃ ক্রীড়ার্থং শৃঙ্গারবনমগমৎ। নানাবিধতরু-শোভিতে তস্মিন্ শৃঙ্গারবনে ইন্দ্রনীলখচিতভিত্তি-রমণীয়-চন্দ্রকান্তশিলা-বিনির্ম্মিতাঙ্গনে নানাবিধধূপবাসিতে ক্রীড়া-গৃহীত-পদ্মিনীপ্রভৃতি-চতুর্ব্বিধবনিতাভির্বস্ত্রতাম্বূল-পুষ্পালঙ্কৃতাভিঃ সহ রাজা চিরং ক্রীড়ামকার্ষীৎ। তদ্বনসমীপে চণ্ডিকাভবনমেকমাসীৎ। তত্রস্থিতঃ কশ্চিদ্-ব্রহ্মচারী রাজানং তত্রাগতং বিলোক্য স্বমনসি চিন্তয়তি স্ম। অহো! তপঃ কুর্ব্বতা ময়া বৃথৈব কালো নীয়তে। স্বপ্নেঽপি বিষয়সঙ্গমজন্যসুখং নানুভূয়তে। উক্তঞ্চ—

এইরূপ ঔদার্য্যগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আপনাতে যদি সেইরূপ উদারতা থাকে তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

অন্য (ষষ্ঠ) পুত্তলিকা পুনরায় (পরদিন রাজার সিংহাসনে বসিবার উপক্রম-কালে) বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যশাসন করেন, তখন একদা চৈত্রমাসে বসন্তোৎসবকালে তিনি সমস্ত অন্তঃপুরকামিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়ার্থ কেলিকাননে গমন করিলেন। সেই কেলিকানন নানাবিধ বৃক্ষে সুশোভিত; সেই স্থানের প্রাঙ্গণভূমি চন্দ্রকান্তশিলা দ্বারা নির্ম্মিত; ভিত্তিসকল ইন্দ্রনীলমণিতে খচিত ও রমণীয়; রাজা বিহারার্থ পদ্মিনী প্রভৃতি চারিজাতি রমণী সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছিলেন; তাহারা সকলেই বস্ত্র, তাম্বূল ও পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃত; রাজা তাহাদিগের সহিত বহুদিন বিহারে প্রবৃত্ত

যদ্‌যৎ সুখং বিষয়সঙ্গজন্ম, তচ্চ দুঃখায় সৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈব।
কো নাম সম্পরিহরেৎ সিততণ্ডুলাংশ্চ,
ভোক্তুং যতেত তুষমিশ্রকণান্ মনুষ্যঃ॥
তস্মাৎ মহৎ কষ্টং কৃত্বাপি সংসারে স্ত্রীসুখমনুভোক্তব্যম্।
অসারে খলু সংসারে পূজ্যা সারঙ্গলোচনা।
তদর্থে ধনমিচ্ছন্তি তত্ত্যাগে চ ধনেন কিম্॥
অসারভূতে সংসারে সারভূতা নিতম্বিনী।
ইতি সঞ্চিন্ত্য বৈ শম্ভুরর্দ্ধাঙ্গে পার্ব্বতীং দধৌ॥

বিক্রমার্কো রাজা প্রসঙ্গতোঽত্র সমাগতোঽস্তি। তস্মাৎ তমেকম্‌
গ্রহং যাচিত্বা কাঞ্চনকন্যকাং বিবাহ্য সংসারসুখমনুভবিষ্যামীতি বিচার্য্য
সমীপমাগত্য ;—
পঞ্চাস্যপঞ্চবদনে হিমশৈলজায়া, রত্যুৎসবে যুগপদাস্যরসং জিঘৃক্ষৌ।
ত্বাং পাতু সংকলিতবিভ্রমকর্ণপূর-লোলভ্রমদ্ভ্রমরবিভ্রমভৃৎ কটাক্ষঃ॥
ইত্যাশীর্ব্বাদং দদৌ।

হিলেন। সেই উদ্যানের নিকট চণ্ডিকাদেবীর একটি মন্দির ছিল। তথায়
একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তিনি রাজাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া মনে
মনে চিন্তা করিলেন, 'অহো! আমি তপস্যায় বৃথা সময় অতিবাহিত করিলাম;
স্বপ্নেও বিষয়সম্ভোগজনিত সুখ অনুভব করিলাম না। শাস্ত্রে কথিত আছে, বিষয়-
ভোগজনিত যে সুখ, তাহা দুঃখের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু (আমার বিবে-
চনায়) ইহা মূর্খের ধারণা। কোন্ ব্যক্তি শুভ্রবর্ণ তণ্ডুল ত্যাগ করিয়া তুষমিশ্রিত
কণা-(খুদ) ভক্ষণে প্রয়াসী হয়? সুতরাং মহাক্লেশ করিয়াও সংসারে স্ত্রীসুখ-
সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য। এই অসার সংসারে হরিণনয়না রমণীই পূজনীয়া সন্দেহ
নাই; তাহার জন্যই ধনলাভে বাসনা করিবে; নতুবা স্ত্রী না থাকিলে ধনে কি
আবশ্যক? এই অসার সংসারে নিতম্বিনী রমণীই সারভূতা, ইহা চিন্তা (বিবেচনা)
করিয়াই মহেশ্বর অর্দ্ধাঙ্গে পার্ব্বতীকে ধারণ করিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য
প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন; অতএব তাঁহার নিকট [illegible]
প্রার্থনা পূর্ব্বক একটি স্বর্ণসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারসুখ ভোগ করিব।'
এইরূপ স্থির করিয়া রাজার নিকট [illegible]

ততো রাজা তমাসনে সমুপবেশয়িত্বাব্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি।

তেনোক্তম্, অহমত্রৈব জগদম্বিকাপরিচার্য্যাং কুর্ব্বন্ তিষ্ঠামি। নিত্যমস্যাঃ সেবাং কুর্ব্বতো মে পঞ্চাশদ্বর্ষাণি গতানি। এতাবৎকালমহং ব্রহ্মচারী। অদ্য দেবতা নিশাবসানে মাং সমাগত্যাভণৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বমেতাবন্তং কালং মম পরিচর্য্যয়া শ্রান্তোঽসি, তবাহং প্রসন্না জাতাস্মি। তর্হি ইদানীং গৃহস্থাশ্রমং স্বীকুরু, পুত্রমুৎপাদয়, পশ্চাম্মনো মোক্ষে নিধেহি, অন্যথা তব গতির্নাস্তি।

আশ্রমান্ ত্রীনপাকৃত্য যো মোক্ষেঽস্তুর্নিবেশয়েৎ।
অনয়া ক্রিয়য়া মোক্ষং সেবমানঃ পতত্যধঃ॥

আদৌ ব্রহ্মচারী, ততো গৃহস্থস্ততো বনী চ ভূত্বা প্রব্রজেতি। অথ বিক্রমার্কভূপতৌ কথিতং চেৎ তব মনোরথং স পূরয়িষ্যতীতি। এবং দেব্যা

করিলেন যে, 'রত্যুৎসবকালে পঞ্চানন যুগপৎ পঞ্চমুখে গিরিনন্দিনীর মুখসুধাপানে অভিলাষ করিলে, পার্ব্বতীর কর্ণভূষণ চঞ্চল হইয়া উঠে; সুতরাং তজ্জন্য যে কটাক্ষ ভ্রমরবৎ বিলাসবিভ্রম ধারণ করে, সেই কটাক্ষ আপনাকে রক্ষা করুক।

তখন রাজা তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র! আপনি কোন্ স্থান হইতে এখানে উপস্থিত হইলেন?

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "আমি এই স্থানেই জগদম্বা চণ্ডিকার পরিচর্য্যায় নিরত আছি। ইঁহার সেবা করিয়া অমার পঞ্চাশবর্ষ অতীত হইয়াছে। আমি এত দিন ব্রহ্মচারিভাবেই আছি। অদ্য দেবী নিশাবসানসময়ে আমার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'হে বিপ্র! তুমি এত দিন আমার পরিচর্য্যা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ; আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম; তুমি এখন গৃহস্থাশ্রম স্বীকার কর, পুত্র উৎপাদন কর, শেষে মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে; নচেৎ তোমার গতি নাই। যে ব্যক্তি (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ) তিন আশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিয়া মুক্তিবিষয়ে মনোনিবেশ করে, সে কার্য্যে তাহার মোক্ষলাভ হয় না, অধিকন্তু সে ব্যক্তি অধঃপতিত হয়। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপরে গার্হস্থ্য, তদনন্তর বানপ্রস্থধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরিশেষে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে; তুমি যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা কর, তাহা হইলে

স্বপ্নে ভণিতম্। অতস্তব সমীপমাগতোঽস্মি। ইত্যেবং কপটবচনৈ রাজানমুক্তবান্।

তচ্ছ্রুত্বা রাজা স্বমনস্যচিন্তয়ৎ। অসাবেব অনৃতং বদতি, অস্তু তথাপ্যর্থী বর্ত্ততে, সর্ব্বথাস্য মনোরথঃ পূরণীয়ঃ। উক্তঞ্চ—

দত্বার্ত্তায় নৃপো দানং শূন্যং লিঙ্গং প্রপূজ্য চ।
পরিপাল্যাশ্রিতং নিত্যং অশ্বমেধফলং লভেৎ॥

ইতি বিচার্য্য তত্র নগরমেকং কারয়িত্বা তমভিষিচ্য তস্মিন্নগরে সংস্থাপ্য বিলাসিনীনাং শতমদাৎ। পঞ্চাশদ্‌গজান্, পঞ্চশতীং তুরঙ্গানাং, ভটানাং চতুঃসহস্রীং তস্মৈ ব্রাহ্মণায় দত্বা চণ্ডিকাপুরমিতি তস্য নগরস্য নাম কৃতম্। ততঃ পরিপূর্ণমনোরথো ব্রাহ্মণস্তং রাজানমাশীর্ভিরভ্যর্থয়ামাস। অথ রাজা নিজনগরমগাৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে ষষ্ঠোপাখ্যানম্॥৬॥

তিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।' দেবী স্বপ্নযোগে আমাকে এই কথা বলিয়াছেন; সেই কারণেই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" ব্রহ্মচারী রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট এই প্রকার কপটবাক্য বলিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেছে; হউক, তথাপি এ ব্যক্তি প্রার্থী; ইহার মনোরথ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও কথিত আছে, দীনজনকে দান, শূন্যলিঙ্গের পূজা এবং আশ্রিতকে সর্ব্বদা পালন করিলে রাজার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়।' রাজা মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া একটি (নূতন) নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীকে তথায় অধিপতিপদে অভিষেক করিয়া এক শত বিলাসিনী রমণী, পঞ্চাশৎ হস্তী, পাঁচশত অশ্ব এবং চতুঃসহস্র সৈন্য প্রদান করিলেন; সেই নগরের 'চণ্ডিকাপুর' নামকরণ হইল। তখন ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মচারী) পূর্ণমনোরথ হইয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজাও নিজ নগরীতে প্রস্থিত হইলেন।

পুত্তলিকা এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ উদারতা থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

সপ্তমোপাখ্যানম্।

—০:*:০—

পুনরন্যা ভোজং প্রতি বিক্রমকথাং কথয়তি। বিক্রমার্কো রাজ্যং কুর্ব্বতি, সর্ব্বোঽপি জনঃ সুখেনাসীৎ। লোকে দুর্জ্জনকণ্টকো নাস্তি, সদাচারবন্তঃ সর্ব্বে জনাঃ ব্রাহ্মণা বেদাভ্যাসস্বধর্ম্মাচারপরাঃ ষট্‌কর্ম্মনিরতা বভূবুঃ। সর্ব্বস্যাপি বর্ণস্য সিদ্ধৌ যশসি চাভিরুচিঃ, পরোপকারকরণে বাসনা, অসত্যে অপ্রণয়ঃ, লোভে দ্বেষঃ, পরাপবাদে অনাদরঃ, জীবদয়ায়া-মনুরাগঃ, পরমেশ্বরে ভক্তিঃ, দেহে নির্ম্মমতা, নিত্যানিত্যবস্তুনি বিচারঃ, পরত্রবিষয়ে বুদ্ধিঃ, বাচি সত্যম্, উক্তিপরিপালনে দার্ঢ্যং, হৃদয়ে ঔদার্য্য-গুণঃ। এবং সর্ব্বোঽপি লোকঃ সদ্‌বাসনাশ্রিতঃ পবিত্রীভূতান্তঃকরণো রাজ্ঞঃ প্রসাদাৎ সুখেন বর্ত্ততে।

তস্মিন্নগরে ধনদো নাম কশ্চিদ্‌বণিগস্তি। তস্য সম্পত্তের্ম্মর্য্যাদা নাস্তি। যেন যদ্‌বস্তু চিন্ত্যতে তদ্বস্তু তস্য গৃহে লভ্যতে। এবং সকল-

---

(পরদিন ভোজরাজ যখন সিংহাসনে উপবেশনের উদ্যম করিলেন,) অন্য (সপ্তম) পুত্তলিকা তখন পুনরায় বিক্রমাদিত্যের চরিত্র-কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। পুত্তলিকা কহিল, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বসময়ে সকল লোকই সুখে বাস করিত। তখন দুর্জ্জনকণ্টক ছিল না, সকলেই সদাচারবান্ ছিল; ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যায়ন ও নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণে রত হইয়া ষট্‌কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। সিদ্ধি ও যশোলাভে সকল বর্ণেরই অভিরুচি ছিল। পরোপকারে বাসনা, অসত্যে অনাদর, লোভের প্রতি দ্বেষ, পরনিন্দায় অনাদর, জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশে অনু-রাগ, ঈশ্বরে ভক্তি, দেহে নির্ম্মমতা, নিত্যানিত্যবস্তুবিচার, পরলোকবিষয়ে বুদ্ধি, প্রতিশ্রুতিপালনে দৃঢ়তা, হৃদয়ে ঔদার্য্য সকলেরই এই সকল গুণ বিদ্যমান ছিল। রাজার প্রসাদে সকলেই এইরূপে সদ্‌বাসনাশ্রিত ও পবিত্রচিত্ত হইয়া সুখে বাস করিত।

সেই নগরে (উজ্জয়িনীতে) ধনদ নামে এক বণিক্ বাস করিত। তাহার সম্পত্তির সীমা ছিল না। যে যে বস্তুর চিন্তা করিত, বণিকের গৃহে তাহাই প্রাপ্ত

সম্পদাশ্রয়স্য বণিজঃ সর্ব্ববস্তুসু অনিত্যত্ববুদ্ধিরুৎপন্না। অসারোঽয়ং সংসারঃ সর্ব্বং দুর্লভমপি বস্তুজাতমনিত্যম্।

গগননগরকল্পং সঙ্গমং বল্লভানাং,
জলদপটলতুল্যং যৌবনং বা ধনং বা।
স্বজনসুতশরীরাদীনি বিদ্যুচ্চলানি,
ক্ষণিকমিতি সমস্তং বিদ্ধি সংসারবৃত্তম্॥
শরণমশরণং বা বান্ধবো বন্ধমূলং,
শরণমপি তদারাদ্দারমাপদ্গ্রহাণাম্।
বিকলিতমতি পুত্রাঃ শত্রবঃ সর্ব্বমেতৎ,
ত্যজত ভজত ধর্ম্মং নির্ম্মলং কর্ম্মপাশান্॥

অতঃ সংসারিণাং ধর্ম্ম এব শরণম্। তথা চোক্তম্—

ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতো ননু হতো হন্তি ধ্রুবং প্রাণিনো,
হন্তব্যো ন ততঃ স এব শরণং সংসারিণাং সর্ব্বথা।
ধর্ম্মঃ প্রাপয়তীহ সম্পদমপি ধ্যায়ন্তি তদ্যোগিনো,
নো ধর্ম্মাৎ সুহৃদস্তি নৈব সুখিনো নো পণ্ডিতা ধার্ম্মিকাৎ॥

হওয়া যাইত।' এইরূপ সমস্ত সম্পত্তির আস্পদ হইলেও (কালসহকারে) সকল দ্রব্যেই বণিকের অনিত্যতাবুদ্ধির উদয় হইল'। সে মনে মনে বিবেচনা করিল, এই সংসার অসার, যে বস্তু দুর্লভ, তাহাও অনিত্য। প্রিয়তমাগণের সহিত মিলন আকাশে নির্ম্মিত নগরের ন্যায় মিথ্যা, ধন ও যৌবন জলদজালের তুল্য ক্ষণস্থায়ী, আত্মীয়, পুত্র, দেহ প্রভৃতি বিদ্যুদ্বৎ চঞ্চল; ফলতঃ সংসারের সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক (অনিত্য)। আশ্রিত বা অনাশ্রিতই হউক, বান্ধবমাত্রেই বন্ধনের মূল; আশ্রয়ও আপদের দ্বারস্বরূপ; পুত্র, শত্রু সকলই কর্ম্মপাশস্বরূপ; অতএব এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বিমল ধর্ম্মের ভজনা করাই কর্ত্তব্য। একমাত্র ধর্ম্মই সংসারিগণের আশ্রয়। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন; ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও তাহাকে বিনাশ করেন; সুতরাং ধর্ম্মকে নষ্ট করা অকর্ত্তব্য। কারণ, ধর্ম্মই সর্ব্বথা সংসারিগণের আশ্রয়। যোগীরা (নিয়ত) যাহা চিন্তা করেন, সেই ধর্ম্মই মানবগণকে সম্পদ্ প্রদান করেন; সুতরাং ধর্ম্ম অপেক্ষা বন্ধু আর নাই এবং ধার্ম্মিক অপেক্ষা সুখী ও বিদ্বান্ও আর কাহাকে লক্ষিত

তথা চ—

ধর্ম্মঃ শর্ম্মভুজঙ্গবপুরীসারং বিধাতুং ক্ষমো,
ধর্ম্মো মর্ত্ত্যজনস্য চ দদৎ প্রীতিং তদা শাশ্বতীম্।
ধর্ম্মঃ স্বর্গগরী নিরন্তরসুখাস্বাদোদয়স্যাস্পদং,
ধর্ম্মঃ কিং ন করোতি মুক্তিবনিতাং সম্ভোগযোগ্যাং তনুম্॥

অতো ধর্ম্মসংগ্রহার্থং উপার্জ্জিতং দ্রব্যং সৎপাত্রে দাতব্যং বুদ্ধিমতা। তস্মিন্নর্পিতং তদ্‌বহুগুণং ভবতি।

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ভজতি বিত্তং তদ্দাতুঃ।
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাং ফলতি পয়োদস্য॥
ন্যগ্রোধস্য যথা বীজং স্তোকং সুক্ষেত্রভূমিগম্।
বহুবিস্তীর্ণতাং যাতি তদ্‌বদ্‌দানং সুপাত্রগম্॥ ইতি॥

এবং বহুধা বিচার্য্য শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানাহূয় তেভ্যঃ সকাশাৎ হেমাদ্রি-প্রতিপাদিতানি দানখণ্ডোক্ত-গোদান-কন্যাদান-বিদ্যাদানভূদানোদক-দানানি শ্রুত্বা তানি দানানি সৎপাত্রে সমর্প্য পবিত্রান্তঃকরণঃ সন্ পুন-

---

হয় না। শাস্ত্রে আরও উক্ত আছে,—ধর্ম্ম অমরপুরীর সার সুখ প্রদান করে, ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যের অনশ্বর প্রীতিলাভ হয়, ধর্ম্ম সর্ব্বদা স্বর্গসুখাস্বাদের গর্গরীতুল্য। অধিক কি, ধর্ম্মই সম্ভোগযোগ্য মুক্তিরূপিণী বনিতা প্রদান করে। সুতরাং ধর্ম্ম-লাভার্থ উপার্জ্জিত বস্তু সৎপাত্রে দান করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য। যাহা সৎপাত্রে দান করা যায়,তাহার ফল বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। আরও প্রসিদ্ধ আছে,—সাগরমধ্যস্থ শুক্তিতে মেঘজল পড়িলে যেমন মুক্তার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পাত্র বিশেষে দান করিলে সেই দানজনিত ধর্ম্মও গুণান্তরপ্রাপ্ত উৎকর্ষ লাভ করে। বটবৃক্ষের ফল যেমন অল্পপরিমাণেও সুক্ষেত্রে পড়িলে বহুস্থান লইয়া বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়, সুপাত্রে দত্ত ধনও সেইরূপ বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বণিক্ এইরূপ বিচার করিয়া বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহা-দিগের প্রমুখাৎ হেমাদ্রিনামক স্মৃতিশাস্ত্রকথিত দানখণ্ডের গোদান, কন্যাদান, বিদ্যাদান, ভূমিদান ও জলদানাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া সৎপাত্রে ঐ সমস্ত দান করিতে আরম্ভ করিল। পরে পবিত্রভাবে পুনর্ব্বার মনে মনে চিন্তা করিল, 'আমি যে সমস্ত [illegible] অনুষ্ঠান করিলাম, দ্বারাবতী নগরীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে

বিচারয়তি স্ম। সর্ব্বৈতদনুষ্ঠিতং দানব্রতাদিকং তদা সফলং ভবিষ্যতি, যদা দ্বারাবতীং গত্বা কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যামীতি বিচার্য্য দ্বারাবতীং প্রতি নির্গতঃ।

সমুদ্রতীরং গত্বা নাবিকমাহূয় তস্মৈ ভূরিদ্রব্যং দত্ত্বা ভিক্ষুকযোগি-বিদেশস্থজনানাথাদীনারোপ্য তৈঃ সহ প্রিয়বচনানি ধর্ম্মগোষ্ঠীং কুর্ব্বন্ যাবদ্গচ্ছতি, তাবৎ সমুদ্রমধ্যে কশ্চিৎ ক্ষুদ্রপর্ব্বতো দৃষ্টঃ। তত্র পর্ব্বতে মহদেকং দেবালয়মাসীৎ।

ততো দেবালয়ং গত্বা দেবীং ভুবনেশ্বরীং ষোড়শোপচারৈরভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য চ যাবৎ তস্যা বামভাগে দৃষ্টিং নিদধাতি, তাবচ্ছিন্নশীর্ষং স্ত্রীপুরুষয়োর্যুগলং দৃষ্ট্বা পুরস্থিতভিত্তিভাগে লিখিতানক্ষরানপশ্যৎ। যঃ কোঽপি পরোপকারী মহাধৈর্য্যসম্পন্নঃ স্বকণ্ঠরুধিরেণ ভুবনেশ্বরীমর্চ্চয়তি, তদৈবং স্ত্রীপুরুষযুগলং সজীবং ভবিষ্যতি।

এবং লিখিতং বাচয়িত্বা সবিস্ময়ো ধনদঃ পুনরপি নাবমারুহ্য দ্বারাবতীং গতঃ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণম্য স্তৌতি ;—

প্রত্যক্ষ না করিলে ইহা সফল হইবে না।' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বণিক দ্বারাবতী পুরীতে যাত্রা করিল।

অনন্তর বণিক্ সাগরকূলে উপস্থিত হইয়া নাবিককে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাকে ভূরিপরিমিত দ্রব্যাদি প্রদান পূর্ব্বক ভিক্ষু, যোগী, বিদেশী, অনাথ ও দীনব্যক্তিগণকে তরণীতে আরোহণ করাইয়া ধর্ম্মগোষ্ঠী রচনা করিল। পরে সকলের সহিত মিষ্ট-সম্ভাষণ করিতে করিতে যখন গমন করিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখিল, সাগর-গর্ভে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই পর্ব্বতের উপর একটি বৃহৎ দেবমন্দির বিরাজমান।

অনন্তর বণিক্ সেই দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক ভুবনেশ্বরী দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা ও নমস্কার করিয়া যেমন দেবীর বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, অমনি দেখিল, একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষের ছিন্নশীর্ষ দেহ সংস্থিত আছে এবং সম্মুখস্থিত ভিত্তিগাত্রে এই কথা লিখিত আছে,—"যদি কোন ধৈর্য্যশীল পরহিতৈষী ব্যক্তি আপনার কণ্ঠ-শোণিত দ্বারা ভুবনেশ্বরীর পূজা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই পুরুষ ও স্ত্রী যুগলমূর্ত্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে।"

উহা পাঠ করিয়া ধনদ বণিকের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে পুনরায় নৌকারোহণ পূর্ব্বক দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া

একোঽপি কৃষ্ণস্য সকৃৎপ্রণামো, দশাশ্বমেধাবভৃতেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥

ইতি স্তুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য ষোড়শোপচারপূজাং বিধায় নিজনগরমগমৎ। সর্ব্বান্ বন্ধূন্ কৃষ্ণপ্রসাদদানেন সম্ভাব্য কিমপ্যপূর্ব্বং বস্তু গৃহীত্বা রাজদর্শনার্থং গতঃ। তথা চোক্তম্—

রিক্তপাণিস্তু নো পশ্যেদ্রাজানং দেবতাং গুরুম্।
নৈমিত্তিকং বিশেষেণ ফলেন ফলমাদিশেৎ ॥

তথা চ,—

ইষ্টাং ভার্য্যাং প্রিয়ং মিত্রং পুত্রং চাতিকনীয়সম্।
রিক্তপাণির্ন পশ্যেৎ তু তথা নৈমিত্তিকং নরম্।

তথা রাজ্ঞো হস্তে কৃষ্ণপ্রসাদং ভৈটকঞ্চ দত্ত্বা উপবিষ্টঃ।

ততো রাজা ক্ষেত্রযাত্রাঞ্চ পৃষ্ট্বা তং ধনদং কমপ্যপূর্ব্ববৃত্তান্তমপৃচ্ছৎ। সোঽপি সমুদ্রমধ্যস্থিতভুবনেশ্বরীদেবালয়বৃত্তান্তমকথয়ৎ। তৎ শ্রুত্বা সবি-

---

এইরূপে স্তব করিতে লাগিল,—'একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে দশটি অশ্বমেধযজ্ঞের তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; পরন্তু যে ব্যক্তি দশটি অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করে, তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু কৃষ্ণকে যে একবার প্রণাম করে, তাহাকে আর জন্মধারণ করিতে হয় না।'

এই প্রকারে স্তব করিয়া ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক নিজনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তৎপরে বন্ধুগণকে কৃষ্ণপ্রসাদ দান পূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া একটি অপূর্ব্বদ্রব্যহস্তে রাজদর্শনার্থ যাত্রা করিল। শাস্ত্রে কথিত আছে,—দেবতা, রাজা ও গুরু ইহাদিগকে রিক্তহস্তে দর্শন করিতে নাই। অধিকন্তু যদি কোন কারণে কেহ অভ্যাগত হয়, তাহা হইলে ফলপ্রদান দ্বারা তাহাকে সম্ভাষণ করিবে। কেন না, ফলপ্রদান দ্বারাই ফললাভ করা যায়। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে, প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয় সুহৃদ্, শিশু পুত্র ও নিমিত্তাগত ব্যক্তি, ইহাদিগকেও রিক্তহস্তে দর্শন করিতে নাই। এই কারণেই ধনদ বণিক্ নৃপতির হস্তে কৃষ্ণপ্রসাদ ও একটি দ্রব্য উপহার দিয়া উপবেশন করিল।

তদনন্তর রাজা শুভযাত্রাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোন অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে ধনদাসকে বলিলে, বণিক্‌ও সাগরগর্ভস্থ ভুবনেশ্বরীদেবীর মন্দিরের বিষয় কীর্ত্তন

স্বয়ো রাজা তেন ধনদেন সহ তৎস্থানং গত্বা দেবালয়ে দেবতা-বামভাগে স্থিতং কবন্ধযুগলমপশ্যৎ। তদনন্তরং দেবতাং মনসি কৃত্বা স্বকণ্ঠে খড়গং যাবৎ করোতি, তাবৎ কবন্ধদ্বয়ং সশিরস্কং সজীবমভবৎ। দেবতাপি রাজ্ঞো হস্তাৎ খড়গং আকৃষ্যাব্রবীৎ, ভো রাজন্! প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজব্রবীৎ, ভো দেবি! যদি প্রসন্নাসি, তর্হি অস্মৈ মিথুনায় রাজ্যং দেহি। ততো তস্মৈ মিথুনায় রাজ্যং দত্তম্। রাজাপি ধনদেন সহ নিজনগরমগমৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজং প্রতি ভণতি, ভো রাজন্! চেৎ ত্বয্যেবং পরোপকারকরণশক্তির্বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে সপ্তমোপাখ্যানম্॥ ৭ ॥

করিল। সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত-শ্রবণে রাজার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ ধনদের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,দেবমূর্ত্তির বামপার্শ্বে দুইটি কবন্ধমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে দেবতা স্মরণ পূর্ব্বক যেমন আপনার কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইবেন, অমনি কবন্ধ-দুটির ছিন্নশীর্ষ দেহে সংলগ্ন হইল, তাহারাও পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। এ দিকে দেবীও নৃপতির হস্ত হইতে খড়্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! আমি প্রসন্ন হইলাম, তুমি বর প্রার্থনা কর।' রাজা কহিলেন, 'দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই স্ত্রীপুরুষকে রাজ্য প্রদান করুন।' তখন দেবী সেই স্ত্রীপুরুষকে রাজ্য প্রদান করিলে, রাজাও ধনদের সহিত নিজ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পুত্তলিকা এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, রাজন্! যদি আপনাতে সেইরূপ পরহিতৈষিণী শক্তি থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

অষ্টমোপাখ্যানম্।

—০:*:০—

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্! বিক্রমো রাজা ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধঃ নানাবিনোদাশ্চর্য্যপূর্ণঃ তথা পরমকৌতুকাদিকং পরমুখেন জানাতি। উক্তঞ্চ—

গাবো গন্ধেন পশ্যন্তি বেদেনৈব দ্বিজাতয়ঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ॥

শ্রূয়তাং রাজন্! যো রাজা ভবতি, তেন সর্ব্বাপি লোকাবস্থিতির্জ্ঞাতব্যা। সর্ব্বস্য চিত্তং জ্ঞাতব্যম্। প্রজাঃ সম্যক্ পালনীয়াঃ। দুষ্টা দণ্ডনীয়াঃ। ন্যায়েন ধনোপার্জ্জনং কর্ত্তব্যম্। অর্থিষু সমত্বং, তান্যেব রাজ্ঞঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞকর্ম্মাণি। উক্তঞ্চ—

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা, ন্যায়েন কোষস্য চ সংবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাজ্যরক্ষা, পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্॥

অনন্তর (যখন পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন) অন্য (অষ্টম) পুত্তলিকা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। রাজা বিক্রমাদিত্য ধরাতলে প্রসিদ্ধ ও বিবিধ ঔদার্য্যগুণে বিমণ্ডিত ছিলেন। তিনি চরপ্রমুখাৎ নানাপ্রকার কৌতুকাবহ বিষয় অবগত হইতেন। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধিও আছে, গোগণ গন্ধ দ্বারা, ব্রাহ্মণেরা বেদ দ্বারা, নৃপতিগণ চর দ্বারা এবং অন্যান্য লোকেরা নেত্র দ্বারা দর্শন করে। হে রাজন্! শ্রবণ করুন। যিনি রাজা, সকল লোকের অবস্থিতি (কে কি ভাবে অবস্থান করিতেছে) এবং লোকের মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। রাজা প্রজাগণকে সম্যক্ পালন, দুষ্টের দণ্ডবিধান, ন্যায়ানুসারে ধনসংগ্রহ ও প্রার্থিগণের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিবেন; ইহাই তাঁহার পক্ষে পঞ্চ মহাযজ্ঞস্বরূপ। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—দুষ্টের দণ্ডবিধান, সুজনের পূজা, ন্যায়ানুসারে কোষাগারের বৃদ্ধি, প্রার্থিগণের প্রতি অপক্ষপাতিতা ও রাজ্যরক্ষা ইহাই রাজাদিগের পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। রাজার পক্ষে দৈব ক্রিয়াই বা কি, শত্রুর সহিত বিরোধই বা কি, দেবকর্ম্ম ও জপহোমযজ্ঞই বা কি

কিং দৈবকার্য্যাণি নরাধিপানাং, কিং বা বিরোধঃ পরিপন্থিভিশ্চ।
তদ্দেবকার্য্যং জপযজ্ঞহোমা, তদশ্রুপাতা ন পতন্তি রাষ্ট্রে॥

এবং বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি সতি একদা চারাঃ ভূমণ্ডলে পরিভ্রম্য সকাশমাগতাঃ, রাজা পৃষ্টাঃ প্রোচুঃ, ভো দেব! কাশ্মীরদেশে মহা-সম্পন্নঃ কশ্চিদ্বণিগাস্তে। তেন বণিজা পঞ্চক্রোশবিস্তারং তড়াগং খানিতম্। তন্মধ্যে জলশয়ানস্য লক্ষ্মীনারায়ণস্য শয়নং কারিতম্। দকং ন লগতি। পুনস্তেন বণিজা জলোদ্গমননিমিত্তং চক্রিণমুদ্দিশ্য ণৈর্জপপূজাহোমাভিষেকাদি কারিতম্। তথাপ্যুদকং ন লগ্নম্। হতিখিন্নঃ সন্ স বণিক্ তড়াগপাল্যুপরি উপবিশ্য প্রতিদিনং নিশ্বতি, অহো! কেনাপ্যুপায়েনোদকং ন লগতি, বৃথা শ্রমো জাতঃ। ইতি দা তড়াগপাল্যুপরি উপবিষ্টে সতি গগনে অমানুষী বাগাসীৎ। মিতি? ভো বণিক্পুত্র! কিমর্থং নিশ্বসিসি? দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্য রুষস্য কণ্ঠরক্তেন যদা তড়াগং সিচ্যতে, তদা বিমলোদকং ভবিষ্যতি, ন্যথা। তৎ শ্রুত্বা তেন বণিজা তড়াগপাল্যুপরি মহদন্নচ্ছত্রং কারিতম্।

জার কেবল এইটি লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, রাজ্যমধ্যে যেন কোন প্রকারে শ্রুপাত না হয়।

এই প্রকারে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিতেছেন, একদা কতকগুলি চর মণ্ডল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক রাজার নিকট উপস্থিত হইল এবং নৃপতিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ইয়া কহিল, 'দেব! কাশ্মীররাজ্যে এক মহাধনবান্ বণিক্ বাস করে। সে ঞ্চক্রোশ বিস্তৃত একটি তড়াগ খনন করিয়াছে। সেই তড়াগগর্ভে জলশায়ী ক্ষ্মীনারায়ণের শয়নস্থান বিরচিত হইয়াছে; কিন্তু তড়াগে জল উত্থিত হয় নাই। খন সেই বণিক্ পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ দ্বারা চক্রপাণির উদ্দেশে জপ, পূজা, হোম, ভিষেক প্রভৃতি সম্পাদন করিল; কিন্তু তথাপি জল উঠিল না। তখন বণিক্ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তড়াগের কূলে বসিয়া প্রত্যহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল, 'হায়! কি উপায় করিলে তড়াগে জল উঠিবে? আমার এত পরিশ্রম বিফল হইল।' এইরূপে বণিক্ চিন্তামগ্ন আছে, এমন সময় দৈববাণী হইল যে, 'এ কি? হে বণিক্পুত্র! কেন তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছ? দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের কণ্ঠরক্ত দ্বারা যদি এই তড়াগ অভিষিক্ত করিতে পার, তাহা হইলে ইহা নির্ম্মলজলে পরিপূর্ণ হইবে; নচেৎ জলের আশা নাই।'

তস্মিন্ ছত্রে ভোক্তুং স্বদেশবাসিনো জনাঃ সর্ব্বে সমায়ান্তি, তত্র স্থিতা অধিকারিণস্তেষাং বিদেশবাসিনাং পুরতঃ এবং বদন্তি, যঃ কোঽপি স্বকণ্ঠ-রুধিরেণ তড়াগং সেচয়িষ্যতি, তস্মৈ শতভারং সুবর্ণং দীয়তে। ইতি তদ্-বচঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তি, ন কোঽপি তৎ সহসা অঙ্গীকুরুতে। ইতি মহচ্চিত্রং দৃষ্টম্।

তেষাং বচনং শ্রুত্বা বিক্রমার্কো রাজা স্বয়ং তত্রগতো জলাশয়স্থ বিষ্ণোর্ম্মহাপ্রাসাদমতিমনোহরং তথা বিশালং তড়াগং দৃষ্ট্বা চ বিস্ময়ং গতো স্বমনসি বিচারয়তি। ইদং তড়াগং স্বকণ্ঠরক্তেন সেচয়িষ্যামি চেৎ, তর্হি ইদং জলৈঃ পরিপূর্ণং ভবিষ্যতি। তদা চ সকললোকস্যোপকারো ভবিষ্যতি। ইদং মম শরীরং সর্ব্বথা বর্ষশতং স্থিত্বাপি নাশং যাস্যতি, অতো মহতা পুরুষেণ শরীরে মমত্বং ন কার্য্যং, পরোপকরণার্থং শরীরমপি দাতব্যম্। উক্তঞ্চ—

শতমপি চ শরদাং জীবিতং ধারয়িত্বা,
শয়নমপি শয়ানঃ সর্ব্বথা নাশমেতি।

দৈববাণী শুনিয়া বণিক্ সেই তড়াগের তটে একটি বৃহৎ অন্নছত্র স্থাপন করিলেন। প্রত্যহ স্বদেশবাসী লোক সকল সেই ছত্রে আহারার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই অন্নছত্রের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ যাহারা নিযুক্ত ছিল, তাহারা অভ্যাগত বিদেশী ব্যক্তিদিগের সম্মুখে এই কথা বলিতে লাগিল যে, 'যে কেহ আপনার কণ্ঠরক্ত দ্বারা এই তড়াগ অভিষিক্ত করিবে, তাহাকে শতভার সুবর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হইবে।' সকলেই এই কথা শুনিল; কিন্তু কেহই সহসা (কণ্ঠরক্তদানে) স্বীকৃত হইল না। (রাজন্!) এইরূপ মহদাশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন; তথায় জলাশয়স্থ মনোহর বিষ্ণুমন্দির ও বিশাল তড়াগদর্শনে বিস্মিত হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'যদি আমি নিজ কণ্ঠরুধির দ্বারা এই তড়াগ অভিষিক্ত করি, তাহা হইলে ইহা জলে পরিপূর্ণ হইবে; তখন সকলেরই মহান্ উপকার হইবে। শতবর্ষ জীবিত থাকিলেও তৎপরে আমার এই দেহ বিনষ্ট হইবে; সুতরাং শরীরে মমতা করা মহাপুরুষের কর্ত্তব্য নহে; পরোপকারার্থ শরীরদান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও [illegible] শতবর্ষ যাবৎ প্রাণধারণ পূর্ব্বক

সুলভ-বিপদি দেহে সর্ব্বলোকৈকনিন্দ্যং,
ন বিদধতি মমত্বং যে হি লোকোত্তরাস্তে ॥
সর্ব্বদৈব রুজাক্রান্তং সর্ব্বদৈব শুচো গৃহম্।
সর্ব্বদা পতনপ্রায়ং দেহিনাং দেহপঞ্জরম্ ॥
তৈরেব ফলমেতস্য গৃহীতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ।
বিরজ্য জন্মনঃ স্বার্থে যৈঃ শরীরং কদর্থিতম্ ॥

এবং বিচার্য্য পুরস্থিতপ্রাসাদগতজলশয়ানস্য বিষ্ণোঃ পূজাং বিধায় নমস্কৃত্য চ ভণতি, ভো জলদেবতে! ত্বং দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্য পুরুষস্য কণ্ঠরক্তং বাঞ্ছসি, তর্হি মমানেন কণ্ঠরক্তেন তৃপ্তা সতী ইদং তড়াগং জলৈঃ পরিপূর্ণং কুরু, ইত্যুক্ত্বা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গং করোতি, তাবদ্দেবতয়া খড়্গং ধৃত্বা ভণিতম্, হে বীর! তবাহং প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীস্ব।

রাজা অবদৎ, যদি মম প্রসন্না জাতাসি, তর্হি ইদং তড়াগং জলৈঃ পরিপূর্ণং কুরু।

শয্যায় শয়ান থাকিলেও এই দেহ নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে। দেহে সর্ব্বদাই বিপদ্ সুলভ অর্থাৎ সর্ব্বদাই বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং যাহাতে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়, শরীরে সেরূপ মমতা প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে। দেহে যাহার মমতা নাই, সেই ব্যক্তিই লোকাতীত পুরুষ। শরীরিগণের শরীরপঞ্জর নিয়তই ব্যাধিতে আক্রান্ত, শোকের আগার ও নিয়তই পতনোন্মুখ। স্বার্থসাধনোদ্দেশে যে দেহ বিনষ্ট করা যায়, জন্মের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহা দ্বারা এই দেহের (প্রকৃত) ফললাভ হইয়া থাকে।'

বিক্রমাদিত্য এই প্রকার বিচার পূর্ব্বক পুরোবর্ত্তী মন্দিরস্থ জলশায়ী হরির অর্চ্চনা ও প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'হে জলদেবতে! আপনি দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণ-বিশিষ্ট পুরুষের কণ্ঠশোণিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; সুতরাং আমার কণ্ঠরুধির দ্বারা প্রীত হইয়া এই তড়াগ সলিলপূর্ণ করুন।' এই বলিয়া নরপতি যেমন কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি দেবতা তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—বলিলেন, 'হে বীরবর! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম; তুমি বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বলিলেন, 'দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই তড়াগ জলপূর্ণ করুন।'

পুনর্দেব্যা ভণিতম্, ভো রাজন্! ত্বং অস্মাৎ স্থানাৎ ত্বরিতং নির্গচ্ছ, যাবৎ পশ্যসি, তাবৎ জলৈঃ পরিপূর্ণং ভবিষ্যতি। তচ্ছ্রুত্বা রাজা সত্বরং তড়াগপালিং গতঃ তড়াগঞ্চ জলৈঃ পরিপূর্ণমভূৎ। রাজা বিক্রমোঽপি স্বনগরমগমৎ।

এবং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্য-পরোপকারপ্রভৃতয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে অষ্টমোপাখ্যানম্ ॥ ৮ ॥

নবমোপাখ্যানম্।

—০ঃ*ঃ০—

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ। বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি ভট্টির্মন্ত্রী বভূব। উপমন্ত্রী গোবিন্দো বভূব। চন্দ্রশেখরঃ সেনাপতিঃ। ত্রিবিক্রমঃ পুরোহিতঃ। তস্য ত্রিবিক্রমস্য পুত্রঃ কমলাকরঃ। স পিতুঃ প্রসাদাৎ দ্যূতো-

---

তখন দেবী পুনরায় কহিলেন, 'রাজন্! তুমি এই স্থান হইতে (তড়াগগর্ভ হইতে) উত্থিত হও; তৎপরে যেমন দৃষ্টিপাত করিবে, অমনি এই তড়াগ জলে পূর্ণ হইবে।' রাজা এই কথা শুনিয়া ত্বরিত-পদে যেমন তড়াগের তটদেশে উত্থিত হইলেন, অমনি সেই জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইল। রাজা বিক্রমাদিত্যও আপনার রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পুত্তলিকা এই কাহিনী বর্ণন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, রাজন্! যদি আপনাতে এই প্রকার ঔদার্য্য ও পরোপকারিতাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পুনরায় অন্য (নবম) পুত্তলিকা বলিতে আরম্ভ করিল। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যপালন করেন, তখন ভট্টি তাঁহার মন্ত্রী, গোবিন্দ উপমন্ত্রী (সহকারী মন্ত্রী), চন্দ্রশেখর সেনাপতি এবং ত্রিবিক্রম তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম কমলাকর। পিতার প্রসাদে কমলাকর দ্যূতে ভোজনে এবং রমণ-

নং ভুক্ত্বা বস্ত্রভূষণতাম্বূলাদিনা শরীরসম্পুষ্টো বিষয়সুখমনুভবন্ তিষ্ঠতি স্ম।

একদা পিত্রোক্তম্, রে পুত্র! ব্রাহ্মণজন্ম প্রাপ্য ত্বয়া কথমেবং স্বীয়তে স্বেচ্ছাবৃত্ত্যা? অয়মাত্মা জন্মশতং নানাযোনিং প্রাপ্নোতি, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম মহতা পুণ্যেন লভ্যতে, তল্লব্ধাপি দুষ্টাচারো জাতঃ। সর্ব্বথা বহিরেব বসসি, ভোজনকালে গৃহমায়াসি, অনুচিতমেতৎ ত্বয়া ক্রিয়তে, তবায়ং বিদ্যাভ্যাসকালঃ। অস্মিন্ কালে বিদ্যাভ্যাসং ন করোসি চেৎ, উত্তরত্র মহান্ সন্তাপো ভবিষ্যসি। উক্তঞ্চ—

যে বালভাবে ন পঠন্তি বিদ্যাং, কামাতুরা যৌবননষ্টচিত্তাঃ।
তে বৃদ্ধকালে পরিভূয়মানা, দহ্যন্তি গাত্রে শিশিরেঽপবস্ত্রাঃ॥
যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং, ন চাপি শীলং ন গুণো ন ধর্ম্মঃ।
তে মর্ত্ত্যলোকে ভুবি ভারভূতা, মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥

অস্মিন্ সংসারে পুরুষস্য বিদ্যায়াঃ পরং ভূষণং নাস্তি।

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং,
বিদ্যা ভোগকরী যশঃশুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।

ভূষণ ও তাম্বূলাদি দ্বারা শরীরপোষণ পূর্ব্বক বিষয়সুখসম্ভোগ করিয়া কালযাপন করিতেন।

একদা পিতা (কমলাকরকে সম্বোধন করিয়া) কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম লাভ করিয়া তুমি কেন এরূপ স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়াছ? আত্মাকে শত শত জন্ম নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়; মহাপুণ্যফলেই ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইয়া থাকে; তুমি সেই ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াও কদাচারী হইয়াছ। নিরন্তর বাহিরে বাহিরে থাক, কেবলমাত্র আহারের সময় গৃহে উপস্থিত হও; ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত; তোমার এই বিদ্যাশিক্ষার সময়; এ সময়ে যদি বিদ্যাভ্যাস না কর, উত্তরকালে মহা কষ্ট পাইতে হইবে। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—যে বাল্যাবস্থায় বিদ্যা শিক্ষা না করে এবং যৌবনাবস্থায় কামার্ত্ত হইয়া ভ্রষ্টচরিত্র হয়, শীতকালে বস্ত্রহীন ব্যক্তি যেমন কষ্ট পায়, তাহাকেও সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় দারুণ ক্লেশ পাইতে হয়। যাহাদিগের বিদ্যা নাই, তপস্যা নাই, দান নাই, শীলতা নাই, গুণ নাই ও ধর্ম্ম নাই, তাহারা মর্ত্ত্যলোকে পৃথিবীর ভারস্বরূপ;

বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং,
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ। উক্তঞ্চ—
কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ।
অকুলীনোঽপি যো বিদ্বান্ দৈবতৈরপি পূজ্যতে॥

রে পুত্র! যাবদহং জীবামি, তাবৎ ত্বয়া বিদ্যৈবাভ্যসনীয়া। অভ্যস্ত-বিদ্যা তব সকলমপি বন্ধুকৃত্যং করিষ্যতি। উক্তঞ্চ—

মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিযুঙ্‌ক্তে,
ভার্য্যেব চাভিরময়ত্যপনীয় খেদম্।
কীর্ত্তিঞ্চ দিক্ষু বিতনোতি করোতি বিত্তং,
কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা॥

এবং তৎ পিতৃবচনং শ্রুত্বা পশ্চাত্তাপযুক্তঃ কমলাকরো নিজমনসি চিন্তয়ামাস। যদাহং সর্ব্বজ্ঞো ভবিষ্যামি, তদাস্য পিতুর্মুখং দ্রক্ষ্যামি, ইত্যুক্ত্বা কাশ্মীরদেশং জগাম। তত্র চন্দ্রমৌলিভট্টোপাধ্যায়সমীপং গত্বা

তাহারা মনুষ্যদেহধারী পশুরূপেই বিচরণ করে। এই সংসারে বিদ্যা অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার আর নাই। বিদ্যা মনুষ্যের সমুজ্জ্বল রূপ ও গুপ্তধনস্বরূপ; বিদ্যা যশ ও সুখদাত্রী; বিদ্যা গুরুজনের গুরু; বিদেশে বিদ্যাই প্রকৃত বন্ধু; বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ দেবতা, বিদ্যা রাজাদিগের নিকটেও পূজনীয়, বিদ্যার সমান ধন নাই; বিদ্যা-হীন ব্যক্তি পশুর তুল্য। যাহার বিদ্যা নাই, মহৎকুলজাত হইলেও তাহার জন্ম বিফল। বিদ্বান্ ব্যক্তি অকুলীন হইলেও দেবগণ তাহার সম্মাননা করিয়া থাকেন। বৎস! যতদিন আমি জীবিত থাকি, ততদিন বিদ্যা শিক্ষা করা তোমার উচিত। বিদ্যাশিক্ষা করিলেই সেই বিদ্যা (পরিণামে) তোমার সুহৃদের ন্যায় কার্য্য (হিত-সাধন) করিবে। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—বিদ্যা জননীর ন্যায় পালন করেন, পিতার ন্যায় হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত করেন, পত্নীর ন্যায় ক্লেশ দূর করিয়া চিত্ত-বিনোদন করেন, দশদিকে যশোবিস্তার করেন এবং বিদ্যাই অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেন; সুতরাং কল্পলতিকার ন্যায় বিদ্যা কোন্ কর্ম্ম সিদ্ধ না করিয়া দেন?

পিতৃপ্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া কমলাকর অনুতাপে সন্তপ্ত হইয়া আপন মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'যদি আমি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারি, তবেই আবার পিতার মুখ দেখিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কাশ্মীরদেশে গমন করিলেন।

দণ্ডবৎ প্রণম্যোক্তবান্, ভোঃ স্বামিন্! অহং মূর্খঃ, ভবতাং নামধেয়ং শ্রুত্বা বিদ্যাভ্যাসার্থমাগতঃ। ময়ি কৃপাং বিধায় যথা বিদ্যা ভবতি তথা বিধেয়ং শ্রীমদ্ভিরিতি পুনর্দণ্ডবৎ প্রণামমকরোৎ। ততস্তৈরঙ্গীকৃতম্। অহর্নিশঞ্চ তেষাং শুশ্রূষামকরোৎ। উক্তঞ্চ—

গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে॥

এবং শুশ্রূষাং কুর্ব্বতো মহান্ কালো গতঃ। একদা উপাধ্যায়স্তস্যোপরি কৃপাং বিধায় সিদ্ধসারস্বতমন্ত্রোপদেশং কৃতবান্। তেনোপদেশেন সর্ব্বজ্ঞো ভূত্বা স কমলাকর উপাধ্যায়স্যানুজ্ঞাং গৃহীত্বা স্বনগরমগমৎ। মার্গবশাৎ কাঞ্চীনগরমগচ্ছৎ। তত্র রাজা নরেন্দ্রসেনঃ, তস্য নগর্য্যাং নরমোহিনী নাম্নী কাচিৎ বনিতা অস্তি। সা রূপেণ অদ্বিতীয়া, তাং যঃ কোঽপি পশ্যতি স কামজ্বরপীড়িতঃ উন্মাদাবস্থাং প্রাপ্নোতি। যঃ পুনঃ সম্ভোগার্থং তয়া সহ নিদ্রাং করোতি, তস্য রক্তং বিন্ধ্যাচলবাসী কশ্চিদ্রাক্ষসঃ পিবতি, স নির্জ্জীবো ভবতি।

তথায় চন্দ্রমৌলি ভট্টনামা উপাধ্যায়ের নিকট গমন ও দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, “প্রভো! আমি মূর্খ, আপনার নাম শুনিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ আসিয়াছি; যাহাতে আমার বিদ্যাভ্যাস হয়, শ্রীমান্ আপনি কৃপা করিয়া তাহা করুন।’ এই বলিয়া কমলাকর পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন উপাধ্যায় স্বীকৃত হইলে কমলাকর অহর্নিশি তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ আছে, গুরুর সেবা, প্রভূত অর্থ ও বিদ্যা দ্বারাই বিদ্যালাভ হয়; ইহার চতুর্থ উপায় নাই।

এই প্রকারে গুরুসেবা করিতে করিতে বহুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন উপাধ্যায় তাঁহার উপর কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক সিদ্ধসারস্বতমন্ত্রের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশের প্রভাবে কমলাকর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উপাধ্যায়ের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজনগরে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্র সেন ঐ নগরীর অধীশ্বর। সেই নগরীতে নরমোহিনী নামে এক রমণী বাস করিত; সে রূপে অদ্বিতীয়া, যে ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যক্ষ করে, সে কামজ্বরে পীড়িত ও উন্মাদ হয়। যে তাহার সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত হয়, বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া তাহার রক্ত পান করে; সুতরাং তাহার মৃত্যু ঘটে।

কমলাকরোঽপ্যেতৎ কৌতুকং দৃষ্ট্বা নিজনগরমাগমৎ। তমাগতং দৃষ্ট্বা মাতাপিত্রাদীনাং মহান্ উৎসবো জাতঃ। দ্বিতীয়দিবসে স্বপিত্রা সহ রাজভবনং গত্বা রাজ্ঞে আশীর্ব্বাদং অদাৎ, সভায়াং নিজবৈদগ্ধ্যং চ অদর্শয়ৎ।

ততো বিক্রমার্কেণ বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য পৃষ্টঃ, ভো কমলাকর! ত্বং যত্র দেশে গতস্তত্র কিং চিত্রং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! তস্মিন্ দেশে কিমপি ন দৃষ্টম্। পরন্তু আগমন-সময়ে কাঞ্চীনগরে অপূর্ব্বমেকং কৌতুকঞ্চ দৃষ্টম্।

রাজ্ঞোক্তং, কিং দৃষ্টং, তৎ কথয়।

কমলাকরেণোক্তম্, কাঞ্চীনগরে নরমোহিনীনাম্নী কাচিদ্‌বনিতা অস্তি। যস্তাং পশ্যতি, স উন্মাদং প্রাপ্নোতি। যস্তয়া সহ নিদ্রাং করোতি, তস্য রক্তং বিন্ধ্যাচলবাসী কশ্চিদ্রাক্ষসঃ সমাগত্য নরমোহিন্যা রূপং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ পিবতি। ততঃ স নির্জীবো ভবতি। এতৎ কৌতুকং ময়া দৃষ্টম্।

কমলাকর এই কৌতুক দর্শন করিয়া নিজ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মাতাপিতার মহান্ আনন্দ জন্মিল। পরদিন কমলাকর পিতার সহিত রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; সভাতে নিজের বিদ্যানৈপুণ্যও প্রদর্শিত হইল।

অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য বস্ত্রাদিদান দ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলাকর! তুমি যে দেশে গিয়াছিলে, সেখানে কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি?"

কমলাকর কহিলেন, 'রাজন্! সে দেশে কিছুই আশ্চর্য্য দেখি নাই; কিন্তু (গৃহে) আগমনকালে (পথিমধ্যে) কাঞ্চীনগরে এক অপূর্ব্ব কৌতুক দর্শন করিয়াছি।'

রাজা বলিলেন, কি দেখিয়াছ, বর্ণন কর।

কমলাকর কহিলেন, কাঞ্চীনগরে নরমোহিনী নামে এক রমণী আছে। তাহাকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, সেই উন্মাদ হয়। যে তাহার সহিত একত্র নিদ্রিত হয়, বিন্ধ্যাচলবাসী কোন রাক্ষস আসিয়া সেই ব্যক্তির দেহশোণিত পান করে এবং নরমোহিনীর রূপ-দর্শনে বিস্ময় প্রাপ্ত হয়। রাক্ষস যে ব্যক্তির রুধির

ততো রাজা ভণিতম্, ত্বং তর্হি আগচ্ছ, তত্র গচ্ছাবঃ। ইতি তেন সহ রাজা কাঞ্চীনগরমাগত্য নরমোহিনীরূপং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তস্তস্যা গৃহং গতঃ। তয়া পাদপ্রক্ষালনাভ্যঙ্গ-সুগন্ধপুষ্পাদিনা সম্ভাবিতা। উক্তঞ্চ, ভো রাজন্! অদ্যাহং ধন্যা জাতাস্মি, মম গৃহং শ্লাঘ্যমভূৎ ভবচ্চরণ-প্রসাদেন।

অদ্য মে সুচিরাৎ কালাৎ শ্লাঘনীয়মভূদিদম্।
যুষ্মৎপাদাম্বুজস্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং গৃহম্॥

স্বামিন্! মম গৃহে ভোজনং কার্য্যম্।

রাজ্ঞা উক্তম্, ইদানীমেব ভোজনং কৃত্বা সমাগতোঽস্মি। ততস্তয়া বীটিকা দত্তা। এবং রাত্রৌ প্রহরো গতঃ। সা নরমোহিনী নিদ্রাং গতা। দ্বিতীয়প্রহরে রাক্ষসঃ সমায়াতঃ। রাজা রাক্ষসসঞ্চারং শ্রুত্বা স্বয়ং পশ্চাৎ স্থিতঃ।

পান করে, তাহার মৃত্যু ঘটে। আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।

রাজা কহিলেন, 'তবে চল, আমরা দুইজনে তথায় যাই।' এই বলিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য কমলাকরের সহিত কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইলেন এবং নরমোহিনীর রূপ-দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার গৃহে গমন করিলেন। নরমোহিনী রাজার পাদপ্রক্ষালন, তৈলাদি অভ্যঙ্গ প্রদান ও সুগন্ধপুষ্পাদি সমর্পণ দ্বারা রাজাকে সম্মানিত করিয়া বলিল, 'রাজন্! আমি অদ্য ধন্য হইলাম; আপনার পদার্পণ-প্রসাদে আমার গৃহও অদ্য পবিত্র হইল। বহুদিনের পর অদ্য আমার এই স্থান শ্লাঘনীয় এবং আপনার পাদপদ্মস্পর্শরূপ অনুগ্রহে এই গৃহ পবিত্র হইল। প্রভো! আপনি অদ্য আমার এই গৃহে ভোজন করুন।'

রাজা কহিলেন, 'আমি এইমাত্র আহার করিয়া আসিতেছি।' তখন সেই রমণী রাজাকে তাম্বুল প্রদান করিল। এইরূপে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে নরমোহিনী নিদ্রিত হইল। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিকালে রাক্ষস উপস্থিত হইল। রাক্ষসের পদশব্দ পাইয়া রাজা পশ্চাদ্‌ভাগে (লুক্কায়িতভাবে) অবস্থিত রহিলেন। যখন রাক্ষস উপস্থিত হইল, তখন গৃহে প্রজ্বলিত দীপ জ্বলিতেছিল; রাক্ষস দেখিল, কেবল নরমোহিনী একাকিনী রহিয়াছে, আর কেহ নাই। অন্য রাজাকেও না দেখিয়া রাক্ষস তথা হইতে বহির্গত হইল। যে মন্ত্রে নরমোহিনী

ভূরি প্রজ্বলিতা দীপাস্তাবদ্রাক্ষস আগতঃ।
একৈব দৃষ্টা তেনৈব কেবলা নরমোহিনী॥

তত্র কিঞ্চিন্ন দৃষ্ট্বা রাক্ষসো নির্গতস্ততো নরমোহিন্যা মঞ্চং যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ সা একা সুপ্তা অস্তি। দ্বিতীয়ঃ কশ্চিন্নাস্তি। নির্গমন-সময়ে রাজ্ঞা ধৃতো মারিতশ্চ রাক্ষসঃ। তৎকোলাহলং শ্রুত্বা সা নর-মোহিনী নিদ্রাং বিহায় হতং রাক্ষসং দৃষ্ট্বা রাজানং ভণতি, ভো রাজন্! তৎপ্রসাদাদহং নির্ভয়া জাতা, অদ্য প্রভৃতি রাক্ষসোপদ্রবো গতঃ। তৎ-কৃতোপকারাৎ কথমহমুত্তীর্ণা ভবামি। তর্হি ত্বামনুসরামি। ত্বয়া যদু-চ্যতে তদহং করিষ্যামি।

রাজ্ঞোক্তম্, যদি ময়োক্তং করিষ্যসি, তর্হি কমলাকরং ভজস্ব। সা নরমোহিনী কমলাকরমভজৎ, বিক্রমোঽপ্যুজ্জয়িনীমাগতঃ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে নবমোপাখ্যানম্

নিদ্রিত ছিল, রাক্ষস দেখিল, তথায় অন্য কেহ নাই, কেবল একাকিনী নর মোহিনী প্রসুপ্ত রহিয়াছে। যখন রাক্ষস সে গৃহ হইতে বহির্গত হয়, রাজ বিক্রমাদিত্য সেই সময়ে তাহাকে সংহার করিলেন। তখন মহাকোলাহঃ উপস্থিত হইল; সেই কোলাহলশব্দ-শ্রবণে নরমোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া রাজাকে কহিল, রাজন্! আপনার প্রসাদে এখন আমি নির্ভয় হইলাম, অদ্য হইতে রাক্ষসের উপদ্রবও দূর হইল। আপনার কৃত উপকার আমি কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? আমি আপনার অনুগামিনী হইতে ইচ্ছা করি। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

রাজা বলিলেন, 'আমি যাহা বলিব, যদি তাহা পালন করিতে তুমি সম্মত হ তাহা হইলে এই কমলাকরকে ভজনা কর।' নরমোহিনী (রাজার আদেশে কমলাকরকেই ভজনা করিল; রাজা বিক্রমাদিত্যও উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগ হইলেন।

এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল, রাজন্! যদি আপ নাতে সেইরূপ ধৈর্য্যগুণ থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

দশমোপাখ্যানম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকা কথয়তি। শ্রূয়তাম্ রাজন্! বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি কশ্চিদ্‌যোগী উজ্জয়িনীং প্রতি আগতঃ। স চ বেদশাস্ত্রবৈদ্যক-জ্যোতিষগণিতভরতশাস্ত্রাদিসকলকলাবিচক্ষণঃ। কিং বহুনা, তৎসদৃশোঽন্যো নাস্তি, সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞ এব।

একদা বিক্রমো রাজা তস্য প্রসিদ্ধিং শ্রুত্বা তমাহ্বাতুং পুরোহিতং প্রেষিতবান্। পুরোহিতোঽপি তদন্তিকং গত্বা নমস্কৃত্যাব্রবীৎ, ভো স্বামিন্! রাজা ভবন্তমাহ্বয়তি, তত্র গন্তব্যম্।

যোগিনোক্তম্, তর্হি গম্যতাং, তত্র গত্বা রাজানং প্রতি ভণিতম্, ভো রাজন্! ত্বঞ্চেৎ মন্ত্রসাধনং করিষ্যসি, তর্হি তেন জরামরণরহিতো ভবিষ্যসি। রাজ্ঞোক্তম্, তং মন্ত্রং মমোপদিশ। অহং মন্ত্রং সাধয়িষ্যামি। ততো যোগী তস্মৈ মন্ত্রমুপদিশ্য ভণিতম্, ভো রাজন্! অমুং মন্ত্রং ব্রহ্মচর্য্যেণ বর্ষমেকং পঠিত্বা দূর্ব্বাঙ্কুরৈর্দশাংশহবনং অগ্নৌ কৃত্বা, ততঃ পূর্ণাহুতিসময়ে

অন্য (দশম) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। যখন বিক্রমাদিত্য রাজ্য পালন করেন, তখন একদিন একটি যোগী উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। সেই যোগী বেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীতবিদ্যা এবং সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী। অধিক কি, তাঁহার তুল্য আর কেহই ছিল না, তিনি মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ।

একদা বিক্রমাদিত্য সেই যোগীর সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন। পুরোহিত তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কহিলেন, স্বামিন্! রাজা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন; অতএব তথায় চলুন।

যোগী কহিলেন, "চলুন।" এই বলিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'রাজন্! যদি আপনি মন্ত্রসাধন করেন, তাহা হইলে জরামরণরহিত হইতে পারেন।' রাজা কহিলেন, 'তবে সেই মন্ত্র আমাকে প্রদান করুন, আমি উহার সাধনা করি।' তখন যোগী রাজাকে সেই মন্ত্র উপদেশ দিয়া কহিলেন, 'রাজন্! [ব্রহ্ম]চারিভাবে থাকিয়া এক বৎসর যাবৎ এই মন্ত্র জপ এবং দূর্ব্বাদল দ্বারা অগ্নিতে

হোমকুণ্ডাৎ কশ্চিৎ পুরুষঃ ফলহস্তো নির্গত্য তৎফলং তব দাস্যতি। তৎ-ফলভক্ষণেন ত্বং জরামরণরহিতো বজ্রকায়শ্চ ভবিষ্যসীতি রাজ্ঞে মন্ত্রমুপ-দিশ্য স যোগী নিজস্থানং গতঃ।

রাজাপি গ্রামাদ্বহির্বর্ষমেকং ব্রহ্মচর্য্যেণ মন্ত্রং পঠিত্বা,দূর্ব্বাদলৈর্দশাংশ-হোমমগ্নৌ কৃত্বা, যাবৎ পূর্ণাহুতিং করোতি, তাবৎ হোমকুণ্ডাৎ কশ্চিৎ পুরুষো বিনির্গত্য দিব্যমেকং ফলং রাজ্ঞো হস্তে দদৌ। রাজাপি তৎফলং গৃহীত্বা পুরং প্রবিশ্য যদা রাজমার্গে সমায়াতি,তদা কুষ্ঠব্যাধিনা বিশীর্ণাবয়বঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো রাজ্ঞে আশীষং প্রযুজ্যাবদৎ, ভো রাজন্! রাজা নাম লোকস্য মাতৃপিত্রাদিস্থানে নিয়োজিতঃ। উক্তঞ্চ—

রাজা বন্ধুরবন্ধূনাং রাজা চক্ষুরচক্ষুষাম্।
রাজা মাতা পিতা চৈব সর্ব্বস্যার্ত্তিহরো গুরুঃ॥

যতস্ত্বং বিশ্বস্যার্ত্তিং পরিহরসি, অতো মমাপ্যার্ত্তিং নাশয়। অনেন ব্যাধিনা মম শরীরং বিনশ্যতি, শরীরনাশাদনুষ্ঠানমপি নষ্টম্; যতঃ সর্ব্ব-

---

মন্ত্রজপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। যখন পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইবে, সেই সময়ে হোমকুণ্ড হইতে একটি পুরুষ ফলহস্তে আবির্ভূত হইয়া আপনাকে সেই ফল প্রদান করিবে। সেই ফল ভক্ষণ করিলেই আপনি জরামরণরহিত হইবেন; আপনার দেহও বজ্রের ন্যায় কঠিন হইবে।' এইরূপ উপদেশ দিয়া যোগী নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য গ্রামের বহির্ভাগে এক স্থানে ব্রহ্মচারিভাবে অব-স্থিতি করিয়া একবর্ষ যাবৎ সেই মন্ত্রসাধন পূর্ব্বক দূর্ব্বাদল দ্বারা অগ্নিতে জপের দশাংশ হোম করিলেন। যখন পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল, তখন হোমকুণ্ড হইতে এক দিব্যপুরুষ একটি ফলহস্তে আবির্ভূত হইয়া রাজাকে সেই ফল প্রদান করিলেন। রাজা সেই ফল লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যখন রাজপথে গমন করিতেছেন, তখন কুষ্ঠব্যাধিতে বিশীর্ণদেহ এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! রাজা লোকের পিতৃমাতৃস্বরূপ। শাস্ত্রেও কথিত আছে, রাজা বন্ধুহীনের বন্ধু,চক্ষুহীনের চক্ষু, পিতৃমাতৃস্বরূপ এবং রাজাই সকলের দুঃখহারী গুরুস্বরূপ। আপনি জগতের দুঃখ দূর করিতেছেন; অতএব আমারও দুঃখ দূর করুন। এই কুষ্ঠব্যাধি আমার দেহ নষ্ট করিতেছে, শরীরনাশ হইলে সকল কার্য্যই

স্যাপি ধর্ম্মকার্য্যস্য শরীরমেব সাধনম্। উক্তঞ্চ—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধন-মিতি। তর্হি মমৈতৎ শরীরং নিরাময়মপি ভোগ্যং চ যথা ভবতি তথা ভবতা কর্ত্তব্যম্।

তচ্ছ্রুত্বা রাজা ব্রাহ্মণায় তৎফলং দদৌ। ততো ব্রাহ্মণঃ পরমং সন্তোষং প্রাপ্য নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি স্বভবনমগাৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং চ বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তচ্ছ্রুত্বা রাজা ভোজস্তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে দশমোপাখ্যানম্॥ ১০ ॥

একাদশোপাখ্যানম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি ভূমণ্ডলে পিশুনস্তস্করশ্চ পাপকর্ম্মনিরতো নাসীৎ। অন্যচ্চ, যস্য

বিনষ্ট হয়। কারণ, শরীরই ধর্ম্মকর্ম্মের একমাত্র সাধন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, দেহই ধর্ম্মসাধন। অতএব যাহাতে আমার এই দেহ নিরাময় ও উপভোগযোগ্য হয়, আপনি তাহার উপায় করুন।'

রাজা এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে সেই ফলটি প্রদান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন; রাজাও আপন ভবনে উপস্থিত হইলেন।

এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য ও ধৈর্য্যগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া রাজা তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন।

অন্য (একাদশ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে খল, তস্কর বা পাপকর্ম্মে নিরত ব্যক্তি কেহই ছিল না। যে রাজা

রাজ্ঞঃ সদা রাজ্যভারচিন্তা বলবদ্বৈরিবিজয়চিন্তা অস্তি, স দিবারাত্রং নিদ্রাং নায়াতি। উক্তঞ্চ—

অর্থাতুরাণাং ন পিতা ন বন্ধুঃ, কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।
চিন্তাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা, ক্ষুধাতুরাণাং ন বলং ন তেজঃ॥

অয়ং বিক্রমাদিত্যো রাজা তথাবিধো ন ভবতি। সর্ব্বান্ অর্থিভূভুজঃ স্বপাদপদ্মাশ্রিতান্ বিধায় আজ্ঞাপ্রদানেন রাজ্যং করোতি। উক্তঞ্চ—

আজ্ঞামাত্রফলং রাজ্যং ব্রহ্মচর্য্যফলং তপঃ।
জ্ঞানমাত্রফলা বিদ্যা দত্তভুক্তফলং ধনম্॥

একদা রাজা রাজ্যভারং মন্ত্রিষু নিধায় স্বয়ং যোগিবেশেন দেশান্তরং নির্গতঃ। যত্রাত্মনশ্চিত্তস্য সুখং ভবতি তত্র কতিচিদ্দিনানি তিষ্ঠতি, যত্রাশ্চর্য্যং পশ্যতি, তত্রাপি কালং নয়তি। এবং পর্য্যটতস্তস্য একস্মিন্ দিবসে সূর্য্যোঽস্তং গতঃ। মহারণ্যমধ্যে রাজা বৃক্ষমূলমাশ্রিত্য রাত্রৌ স্থিতঃ। তস্য বৃক্ষস্যোপরি বৃদ্ধশ্চিরঞ্জীবীনামা কশ্চিৎ পক্ষিরাজোঽভূৎ।

নিরন্তর রাজ্যভারচিন্তা ও বলবতী শত্রুজয়চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, দিবারাত্রি-মধ্যে তাঁহার নিদ্রা উপস্থিত হয় না। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—যে ব্যক্তি অর্থাতুর, তাহার পিতাও নাই, বন্ধুও নাই; যে ব্যক্তি কামাতুর, তাহার ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই; যে ব্যক্তি চিন্তাতুর, তাহার সুখও নাই, নিদ্রাও নাই এবং যে ব্যক্তি ক্ষুধাতুর, তাহার বলও নাই, তেজও নাই। বিক্রমাদিত্য রাজা সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি যাবতীয় প্রার্থী নরপতিদিগকে আপনার পাদপদ্মের আশ্রিত করিয়া তাঁহাদের প্রতি আদেশ প্রদান পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিতেন। শাস্ত্রের উক্তি আছে যে, আজ্ঞা রাজ্যের ফল, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যের ফল, জ্ঞান বিদ্যার ফল এবং দান ও ভোগ ধনের ফল।

কোন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক নিজে যোগিবেশ ধারণ করিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। যেখানে মনের আনন্দবোধ হয়, সেইখানে কিছুদিন অবস্থিতি করেন, যেখানে আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হয়, সেই-খানেই কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সূর্য্য অস্তগমন করিলেন। মহারণ্যমধ্যে বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইয়া রাজাকে রাত্রিযাপন করিতে হইল। সেই বৃক্ষের উপর চিরঞ্জীবী নামে একটি বৃদ্ধ পক্ষী বাস করিত

তস্য পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ দেশান্তরং গত্বা স্বোদরপূরণং বিধায়, সায়ংকালে প্রত্যেকমেকৈকং ফলমাদায়, বৃদ্ধায় তস্মৈ চিরঞ্জীবিনে প্রতিদিনং প্রযচ্ছন্তি। উক্তঞ্চ—

বৃদ্ধৌ চ মাতা-পিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

ততো রাত্রৌ চিরঞ্জীবী সুখেনোপবিষ্টস্তান্ পক্ষিণঃ অপৃচ্ছৎ। রাজাপি বৃক্ষমূলে স্থিতস্তদ্বচঃ শৃণোতি। ভো পুত্রাঃ! ভবদ্ভির্নানাদেশান্ পর্য্যটদ্ভিঃ কিঞ্চিচ্চিত্রং দৃষ্টম্?

তত্রৈকেন পক্ষিণা ভণিতম্, ময়া কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টম্; পরমদ্য মম চেতসি মহাদুঃখং ভবতি।

চিরঞ্জীবিনোক্তম্, তৎ কথয় কিং নিমিত্তং দুঃখম্?

তেনোক্তম্, কেবলং কথনেন কিং ভবতি?

বৃদ্ধেনোক্তম্, ভো পুত্র! যো দুঃখী স সুহৃদি দুঃখং নিবেদ্য সুখী ভবতি।

তাহার পুত্রপৌত্রেরা (দিবাভাগে) স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক নিজ নিজ উদর পূরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে প্রত্যেকে এক একটি ফল লইয়া প্রত্যাগত হইত; বৃদ্ধ চিরঞ্জীবকে প্রত্যহ তাহারা ঐরূপে ফল আনিয়া দিত। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—শত অকার্য্য করিয়াও বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু সন্তানকে পালন করিবে ইহা মনু বলিয়াছেন।

অনন্তর রাত্রিকালে চিরঞ্জীবী সুখাসীন হইয়া পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজাও বৃক্ষমূলে থাকিয়া সেই কথা শুনিতে লাগিলেন। (বৃদ্ধ পক্ষী কহিল,) "বৎসগণ! তোমরা নানা স্থানে পর্য্যটন কর; কোথাও কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি?"

তখন একটি পক্ষী কহিল, 'আমি কুত্রাপি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য দেখি নাই কিন্তু অদ্য আমার চিত্তে মহাদুঃখের উদয় হইয়াছে।'

চিরঞ্জীবী কহিল, 'কি দুঃখ হইয়াছে, বল।'

পক্ষী কহিল, 'কেবল বলিলে কি ফল হইবে?'

বৃদ্ধ কহিল, 'বৎস! যে ব্যক্তি দুঃখী, সে সুহৃদের নিকট দুঃখের কথা প্রকাশ করিলে সুখী হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার দুঃখের লাঘব হয়।'

তস্য বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখকারণং কথয়তি। ভো তাত! শ্রূয়তাম্। অস্ত্যুত্তরদেশে শৈবালঘোষো নাম পর্ব্বতস্তৎসমীপে পলাশনগরমস্তি। তস্মিন্ পর্ব্বতে স্থিতঃ কশ্চিদ্রাক্ষসঃ প্রতিদিনং নগরমাগত্য সম্মুখাগতং কঞ্চন পুরুষং পর্ব্বতে নীত্বা ভক্ষয়তি। একদা স গ্রামবাসিভির্জ্জনৈরুক্তঃ, ভো বকাসুর! ত্বং যথেচ্ছং সম্মুখপতিতং মা ভক্ষয়। বয়ং তুভ্যং প্রতিদিনমাহারার্থং একং পুরুষং দাস্যামঃ। তদ্বচনং তেন চাঙ্গীকৃতম্। তদনন্তরং তত্রত্যো জনঃ প্রতিদিনং গৃহক্রমেণৈকৈকং পুরুষং তস্মৈ প্রযচ্ছতি। এবং মহান্ কালো গতঃ। অদ্য পূর্ব্বজন্মনিমিত্তভূতস্য মম মিত্রস্য ব্রাহ্মণস্য পালী সমায়াতা। তস্যৈক এব পুত্রঃ। পুত্রং দদাতি চেৎ, সন্ততিবিচ্ছেদো ভবিষ্যতি। আত্মানং প্রযচ্ছতি চেৎ, ভার্য্যা বিধবা ভবিষ্যতি। বৈধব্যং পুনর্ম্মহাদুঃখম্। পত্নীং দাস্যতি চেৎ, আশ্রমভ্রংশো ভবতি। ইতি তেষাং দুঃখেনাহং মহদ্দুঃখী ইতি মম মহদ্দুঃখকারণম্।

এই কথা শুনিয়া সেই পক্ষী আপনার দুঃখের কারণ বলিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, "তাত! শ্রবণ করুন। উত্তরদেশে শৈবালঘোষ নামে একটি পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতের নিকটে পলাশনগর বিদ্যমান। সেই পর্ব্বতে (বকাসুর নামে) একটি রাক্ষস বাস করে। সে প্রত্যহ নগরে আসিয়া যে কোন ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইত,তাহাকেই পর্ব্বতোপরি লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিত। একদিন গ্রামবাসী সকলে মিলিত হইয়া সেই রাক্ষসকে বলিল, 'হে বকাসুর!' যাহাকে সম্মুখে পাও, তাহাকেই তুমি এরূপ যথেচ্ছভাবে ভক্ষণ করিও না। আমরা তোমাকে প্রত্যহ এক একটি লোক আহারার্থ প্রদান করিব।' বকাসুর তাহাতেই অঙ্গীকার করিল। তৎপরে প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে এক এক বাটী হইতে এক এক ব্যক্তি রাক্ষসের আহারার্থ প্রদত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়াছে। অদ্য এক ব্রাহ্মণের পালী (পালা) উপস্থিত; সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মে আমার মিত্র ছিলেন। তাঁহার একটিমাত্র পুত্র। পুত্রকে (রাক্ষসের আহারার্থ) প্রদান করিলে সন্ততিবিয়োগ ঘটে; নিজ দেহ প্রদান করিলে পত্নী বিধবা হয়; বৈধব্য মহাদুঃখের কারণ। পত্নীকে প্রদান করিলেও গৃহ শূন্য হইয়া পড়ে। তাহাদিগের এই দুঃখ-দর্শনে আমি দুঃখিত হইয়াছি। ইহাই, আমার মহৎ দুঃখের কারণ।"

তস্য বচনং শ্রুত্বা তত্রত্যৈঃ পক্ষিভির্ভণিতম্, অহো ! অয়মেব সুহৃৎ, যঃ সুহৃদো দুঃখেন স্বয়ং দুঃখী ভবতি। এতদেব মিত্রত্বম্।

সুখিতে সুখী সুহৃজ্জনো দুঃখিনি দুঃখী স্বয়ঞ্চ যো ভবতি।
উদিতে মুদিতঃ সিন্ধুঃ শশিন্যস্তময়তি ক্ষীণঃ॥

কিঞ্চ—

ক্ষীরেণাত্মগতোদকায় হি গুণা নষ্টাঃ পুরা তেঽখিলাঃ,
পশ্চাদ্‌বহ্নিরবেক্ষ্যতে তু পয়সাপ্যাত্মা কৃশানৌ হুতঃ।
গন্তুং পাবকমুন্মনস্তদভবৎ দৃষ্ট্বাপি মিত্রাপদং,
যুক্তং তেন জলেন শাম্যতি সতাং মৈত্রী পুনস্তাদৃশী॥

ইতি পক্ষিণো বচঃ শ্রুত্বা রাজা তত্র নগরে গতঃ। ততো বধ্যশিলাং নিরীক্ষ্য ব্রাহ্মণায় অভয়ং দত্ত্বা তৎসমীপে সরোবরে স্নাত্বা বধ্যশিলায়ামুপবিষ্টঃ। অস্মিন্ সময়ে রাক্ষসঃ সমাগতঃ প্রহসিতবদনং পুরুষং দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তং বদতি, ভো মহাসত্ত্ব! ত্বং সর্ব্বার্ত্তিহরো গুরুঃ। যতস্ত্বং বিশ্বস্যার্ত্তিং পরিহরসি। অতঃ অনেন পাপকার্য্যেণ মম শরীরং বিনশ্যতি।

এই কথা শুনিয়া তত্রত্য পক্ষীরা কহিল, "অহো! বন্ধুর দুঃখে যে নিজে দুঃখ বোধ করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুহৃৎ। ইহাকেই প্রকৃত মিত্রতা বলে। যে ব্যক্তি সুহৃদের সুখে সুখী ও সুহৃদের দুঃখে দুঃখী হয়, সেই প্রকৃত বন্ধু। দেখ, চন্দ্রের উদয় হইলে সাগর আনন্দে উদ্বেল হয়, আবার চন্দ্র অস্তগত হইলে সাগরও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আরও দেখ, জলমিশ্রিত দুগ্ধ যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়, তখন অগ্নিসংযোগে জল যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন দুগ্ধ বন্ধুর বিরহে উত্থিত হইয়া বহ্নিতে নিপতিত হইতে থাকে। যদি তাহাতে পুনরায় জল প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে বন্ধুর সমাগমে পুনর্ব্বার স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। সুহৃদের প্রকৃতিই এইরূপ।

পক্ষীদিগের এই কথা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ সেই পলাশনগরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বধ্যশিলা দর্শন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অভয় দান করিলেন এবং নিকটস্থ সরোবরে স্নান করিয়া সেই বধ্যশিলার উপর উপবেশন করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাক্ষস উপস্থিত হইয়া (বধ্যশিলার উপর উপবিষ্ট) সহাস্যবদন পুরুষকে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'হে মহাসত্ত্ব! তুমি সকলের দুঃখহারী বন্ধুস্বরূপ; কারণ, তুমি বিশ্বের দুঃখ হরণ করিতেছ;

শরীরনাশাদনুষ্ঠানমপি নষ্টম্। যতঃ সর্ব্বস্যাপি ধর্ম্মকার্য্যস্য শরীরমেব সাধনম্। অত্র শিলায়াং প্রতিদিনং য উপবিশতি, স মদাগমনাৎ পূর্ব্বমেব ম্রিয়তে। যস্য মরণকালঃ সমায়াতি, তস্যেন্দ্রিয়াণি গ্লানিং প্রাপ্নুবন্তি। ত্বং পুনরধিকাং কান্তিং প্রাপ্য হসসি। তর্হি কথয় কো ভবানিতি।

রাজা ভণতি, কিমনেন বিচারেণ। ময়া পরার্থমেতচ্ছরীরং দীয়তে, ত্বমাত্মনঃ সমীহিতং কুরু।

তদা রাক্ষসেন স্বমনসি বিচারিতং, অহো! সাধুরয়ং, যঃ আত্মনঃ সুখভোগেচ্ছাং বিহায় পরদুঃখেন দুঃখী ভূত্বাত্রাগতঃ ইতি। উক্তঞ্চ—

ত্যক্ত্বাত্মসুখদুঃখেচ্ছাং সর্ব্বসত্ত্বগুণৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবোঽত্যন্তদুঃখিনঃ॥

স রাজানমব্রবীৎ, ভো মহাপুরুষ! পরার্থং শরীরং প্রযচ্ছতস্তবৈব এতচ্ছরীরং শ্লাঘ্যম্। কুতঃ—

পশবোঽপি হি জীবন্তি কেবলাঃ সোদরম্ভরাঃ।
তস্যৈব জীবিতং শ্লাঘ্যং যঃ পরার্থে হি জীবতি॥

অতএব (তোমার বিনাশরূপ) এই পাপকর্ম্ম করিলে আমার দেহনাশ হইবে; দেহনাশ হইলে অনুষ্ঠানও নাশ প্রাপ্ত হইবে। যে হেতু, একমাত্র শরীরই সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের সাধন। প্রত্যহ (পর্য্যায়ক্রমে) যে ব্যক্তি আসিয়া এই শিলার উপর উপবেশন করে, আমার আগমনের পূর্ব্বেই সে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। যাহার মৃত্যুকাল আসন্ন হয়, তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম গ্লানি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তুমি অধিকতর কান্তিমান্ হইয়া হাসিতেছ। অতএব তুমি কে, বল।'

রাজা বলিলেন, 'সে বিষয়ে বিচার করিয়া কি আবশ্যক? আমি পরের জন্য এই শরীর দান করিতেছি, তুমি নিজ কার্য্যসাধন কর।'

তখন রাক্ষস মনে মনে বিবেচনা করিল, 'অহো! এ ব্যক্তি সাধু; যে হেতু, নিজের সুখভোগেচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরদুঃখে দুঃখী হইয়া এখানে আসিয়াছে। শাস্ত্রের উক্তিও আছে,—সাধুব্যক্তিরা নিজের সুখদুঃখেচ্ছা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ণসত্ত্বগুণের অভিলাষী হইয়া পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন।' মনে মনে এইরূপ চিন্তা [illegible] রাজাকে কহিল, 'হে মহাপুরুষ! তুমি যখন পরের জন্য শরীর দান

ভবাদৃশাং পরোপকারিণামেতচ্চিত্রং ন ভবতি।

কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তঃ পরানুগ্রহতৎপরাঃ।
ন হি স্বদেহশৈত্যায় জায়ন্তে চন্দনদ্রুমাঃ॥

ভো মহাসত্ত্ব! অনেনৈব পরোপকারেণ ত্বং সর্ব্বাঃ সম্পদঃ প্রাপ্স্যসি। উক্তঞ্চ—পরোপকারব্যাপারং পুরুষো যঃ প্রজায়তে।

সম্পদং সঃ সমাপ্নোতি পরত্রাপি পরং পদম্॥
পরোপকারনিরতা যে স্বার্থসুখনিস্পৃহাঃ।
জগদ্ধিতায় জনিতাঃ সাধবস্তাদৃশা ভুবি॥

এবং ভণিত্বা রাজানমব্রবীৎ, ভো মহাসত্ত্ব! তবাহং সন্তুষ্টোঽস্মি। বরং বৃণীষ্ব।

রাজ্ঞোক্তম্, ভো রাক্ষস! ত্বং যদি মম প্রসন্নোঽসি, তর্হি অদ্য প্রভৃতি মনুষ্যমারণং পরিত্যজ। অন্যমপি ময়োচ্যমানমুপদেশং শৃণু।

তবাত্মনঃ প্রিয়াঃ প্রাণাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তথা।
তস্মান্মৃত্যুভয়াত্তেঽপি ত্রাতব্যাঃ প্রাণিনো বুধৈঃ॥

করিতেছ, তখন তোমার এই শরীর শ্লাঘ্য। কারণ, পশুরাও কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিয়া জীবিত থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি পরের জন্য প্রাণ দেয়, তাহার জীবনই শ্লাঘনীয়। তোমার ন্যায় পরোপকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে এরূপ কার্য্য বিচিত্র নহে। যে সকল সাধু পরের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। কেবল নিজ দেহ শীতল করিবার জন্য চন্দনবৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। হে মহাসত্ত্ব! এই পরোপকারের ফলে তুমি সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ লাভ করিবে। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—যে পুরুষ পরোপকারসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করে, সে (ইহলোকে) সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ ও পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে সকল সাধু পরোপকারে নিরত ও স্বার্থসুখে নিস্পৃহ, জগতের হিতের জন্যই ধরাতলে তাঁহাদিগের জন্ম হয়।

রাক্ষস এইরূপ বলিয়া পুনরায় রাজাকে কহিল, 'হে মহাসত্ত্ব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।'

রাজা কহিলেন, "হে রাক্ষস! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে অদ্য হইতে মনুষ্যবধ পরিত্যাগ কর। আমি আরও উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার নিজের প্রাণ যেরূপ প্রিয়, সকল জীবেরই সেইরূপ; সুতরাং

অন্যচ্চ—জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্নিত্যং সংসারসাগরে।
ক্লিশ্যন্তি জন্তবো ঘোরে মর্ত্ত্যাস্ত্রস্যন্তি মৃত্যুতঃ ॥
মরিষ্যামীতি যদ্দুঃখং পুরুষস্যোপজায়তে।
শক্যতে নানুমানেন তদ্বক্তুং কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ তথা চ—
যথা চ তজ্জীবিতমাত্মানঃ প্রিয়ং, তথা পরেষামপি জীবিতং প্রিয়ম্।
নিরীক্ষতে জীবিতমাত্মানো যথা, তথা পরেষামপি রক্ষ জীবিতম্ ॥

রাজ্ঞা ইতি নিরূপিতঃ রাক্ষসঃ তদাপ্রভৃতি জীবমারণং তত্যাজ। রাজা চ স্বনগরীং প্রত্যগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজং প্রতি অব্রবীৎ, ত্বয়ি এবং পরোপকারদয়াগুণাদয়ো বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে একাদশোপাখ্যানম্ ॥ ১১ ॥

মৃত্যুভয় হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করা বিধানের কর্ত্তব্য। আরও দেখ, এই ঘোরতর সংসারসাগরে জীবগণ নিত্যই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং মর্ত্ত্যগণ মৃত্যুভয়ে সর্ব্বদাই ভীত। 'মরিব' এই চিন্তা করিয়া পুরুষ যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা অনুমান বা বর্ণনা করিতেও কেহ কদাচ সমর্থ নহে। আরও দেখ, নিজের প্রাণ যেমন প্রিয়তম, পরের প্রাণও সেইরূপ; সুতরাং নিজের প্রাণ যেরূপ রক্ষণীয় বলিয়া দেখিবে, পরের প্রাণও সেইরূপ রক্ষা করা উচিত।"

রাজা এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে রাক্ষস সেই দিন হইতে জীবসংহারে ক্ষান্ত হইল। রাজাও আপনার রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকারিতাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

দ্বাদশোপাখ্যানম্।

—০✽০—

পুনরন্যা পুত্তলিকাবদৎ। ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং কুর্ব্বতি সতি, তস্য নগরে ভদ্রসেনো নাম বণিগাসীৎ। তস্য ভদ্রসেনস্য সম্পদাং মর্য্যাদা নাসীৎ। পরং ব্যয়শীলোঽপি নাসীৎ। ততঃ কালে গচ্ছতি ভদ্রসেনো মৃতঃ। তস্য পুত্রঃ পুরন্দরোঽপি পিতুঃ সর্ব্বস্বং প্রাপ্য তস্য ত্যাগং কর্ত্তুমুপক্রান্তবান্।

ততঃ একদা তস্য প্রিয়মিত্রেণ ধনদেন ভণিতম্, ভো পুরন্দর! ত্বং বণিক্পুত্রো ভূত্বাপি মহাক্ষত্রিয়কুমার ইব ধনব্যয়ং করোষি, এতদ্বণিক্কুলসম্ভবস্য লক্ষণং ন ভবতি। বণিক্পুত্রেণ যেন কেনাপ্যুপায়েন সংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ, বরাটিকায়া অপি ব্যয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। উপার্জ্জিতং দ্রব্যং একদা কস্যাঞ্চিদাপদি পুরুষস্যোপযোগং ব্রজতি। অতো বুদ্ধিমতা আপদর্থে ধনসংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ।

উক্তঞ্চ—আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥

পুনরায় (পরদিন) অন্য (দ্বাদশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যপালন করেন, তখন তাঁহার উজ্জয়িনী নগরে ভদ্রসেননামে এক বণিক্ বাস করিত। ভদ্রসেনের সম্পত্তির পরিসীমা ছিল না; সে অধিক ব্যয়শীলও ছিল না। কিছু কাল পরে ভদ্রসেনের মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র পুরন্দর পিতার সর্ব্বস্ব প্রাপ্ত হইয়া দান করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর একদা ধনদ নামক প্রিয়সুহৃদ্ পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'ওহে পুরন্দর! তুমি বণিক্পুত্র হইয়া ক্ষত্রিয়সন্তানের ন্যায় ধনব্যয় করিতেছ, ইহা বণিক্বংশজাত ব্যক্তির লক্ষণ নহে। যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করাই বণিক্পুত্রের কর্ত্তব্য; কপর্দ্দক ব্যয় করাও তাহার কর্ত্তব্য নহে। উপার্জ্জিত বস্তু (অর্থ) কোন না কোন সময়ে বিপদে পুরুষের উপকারে আইসে; সুতরাং আপন্নিবারণার্থ ধনসংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—আপন্নিবারণের জন্য ধন রক্ষা করিবে; ধন দ্বারা পত্নী এবং পত্নী ও ধন দ্বারাও সতত আত্মাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।'

এতদ্‌বচনং শ্রুত্বা পুরন্দরঃ প্রাহ, ভো ধনদ! উপার্জ্জিতং বিত্তমেকদা কস্যাঞ্চিদাপদি উপযোগায় ভবতি ইতি যদ্‌বদসি তদ্‌বিচারশূন্যম্। যদা আপদঃ আয়াস্যন্তি, তদা উপার্জ্জিতমপি ধনং নশ্যতি। অতো বুদ্ধিমতা পুরুষেণ গতস্য শোকঃ আগামিনোঽর্থস্য চিন্তা ন কর্ত্তব্যা। পরং বর্ত্তমানমেব বিচারণীয়ম্। উক্তঞ্চ—

গতশোকো ন কর্ত্তব্যো ভাবিনং নৈব চিন্তয়েৎ।
বর্ত্তমানেষু কার্য্যেষু চিন্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ॥

যদ্‌ভবিষ্যং তদনায়াসেনৈব ভবিষ্যতি।, যদ্‌গন্তব্যং তদ্‌গমিষ্যত্যেব। উক্তঞ্চ—

ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্বুবৎ।
গন্তব্যং গতমিত্যাহুর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥
ন হি ভবতি যন্ন ভাব্যং ভবতি চ ভাব্যং বিনা যত্নেন।
করতলগতমপি নশ্যতি যস্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি॥

এবং পুরন্দরবচনে ধনদো নিরুত্তরোঽভূৎ। ততঃ পুরন্দরঃ পিতৃদ্রব্যাসা সর্ব্বং ব্যয়মকরোৎ। ততো নির্ধনিকং পুরন্দরং বন্ধুমিত্রাদয়ো ন মান-

---

পুরন্দর এই কথা শুনিয়া উত্তর দিল, 'হে ধনদ! উপার্জ্জিত অর্থ এক সময়ে বিপদে উপকারে আসিতে পারে যাহা বলিলে, ইহা বিচারশূন্য কথা। যখন আপদ্ উপস্থিত হয়, তখন উপার্জ্জিত অর্থও বিনাশ পায়। এই হেতু গতানুশোচনা ও আগামী বিষয় চিন্তা করা বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু বর্ত্তমান বিষয় চিন্তা করিবে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—গতবিষয়ের জন্য শোক বা ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য চিন্তা করিবে না; বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া থাকেন। যাহা ভবিতব্য, তাহা অনায়াসেই ঘটিবে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ত অতীতই হইয়াছে। শাস্ত্রেও কথিত আছে, নারিকেলফলের মধ্যে যেমন জলসঞ্চার হয়, ভবিতব্যও সেইরূপ ঘটিবেই ঘটিবে; আর যাহা গন্তব্য, গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় তাহা গত হইয়াছে, বুঝিতে হয়। যাহা ভবিতব্য নহে, তাহ কখনই ঘটে না; যাহা ভবিতব্য, বিনা যত্নেও তাহা ঘটে; যাহার ভবিতব্যতা নাই, করতলগত হইলেও তাহার তাহা বিনষ্ট হয়।'

পুরন্দরের এই কথা শুনিয়া ধনদ নিরুত্তর হইয়া রহিল। অনন্তর পুরন্দর পিতার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিল। তখন সুহৃদ্বন্ধুরা আর সেই নির্ধন পুরন্দরকে

য়ন্তি স্ম। তেন সহ গোষ্ঠীমপি ন কুর্ব্বন্তি। পুরন্দরেণ স্বমনসি চিন্তিতম্, মম হস্তে যাবদ্ধনমভূৎ, তাবদেতে মম মিত্রাদয়ো মম সেবকা আসন্। ইদানীং ময়া সহ বাক্যমপি ন কুর্ব্বন্তি। যস্যার্থোঽস্তি, তস্যৈব মিত্রাদয়ঃ সন্তি।—উক্তঞ্চ—

যস্যার্থস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
পুংসি ক্ষীণধনে ন বান্ধবজনঃ পূর্ব্বং যথা বর্ত্ততে,
স্থিত্যা কেবলয়াশ্রিতঃ পরিজনঃ স্বচ্ছন্দতাং মুঞ্চতি।
লোলত্বং সুহৃদঃ প্রয়ান্তি বহুশঃ কিঞ্চাপরৈর্ভাষিতৈঃ,
ভার্য্যায়া হ্যপি নিশ্চিতং গতধনে বাদো মুহুঃ স্যাদ্ভৃশম্॥
যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ, স পণ্ডিতঃ সঃ শ্রুতবান্ গুণজ্ঞঃ।
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি॥
বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্॥

পূর্ব্বের ন্যায়) সম্মাননা করিত না, (অধিক কি,) তাহার সহিত সম্ভাষণাদিও পরিত্যাগ করিল। তখন পুরন্দর মনে মনে চিন্তা করিল, 'যত দিন আমার হস্তে অর্থ ছিল, তত দিন বন্ধুগণ আমার সেবকরূপে অবস্থান করিত; অধুনা আমার সহিত বাক্যালাপও করে না। যাহার অর্থ আছে, তাঁহারই মিত্রাদি বিদ্যমান থাকে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—যাহার অর্থ আছে, তাহারই মিত্র আছে; যাহার অর্থ আছে, তাহারই বান্ধব আছে; যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই সংসারে পুরুষ বলিয়া গণ্য এবং যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত। পুরুষ নির্ধন হইলে আর বন্ধুগণ পূর্ব্বের ন্যায় থাকে না, যে সকল পরিজন মর্য্যাদা সহকারে পূর্ব্বে আশ্রয়ে থাকিত, তাহারা অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যায়; সুহৃদ্গণ চঞ্চল হইয়া প্রস্থান করে; অন্যের কথা দূরে থাকুক, নির্ধন হইলে ভার্য্যাও নিরন্তর তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়। যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই কুলীন, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত, সেই ব্যক্তিই শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণজ্ঞ, সেই ব্যক্তিই বক্তা এবং সেই ব্যক্তিই দর্শনীয়। সকল গুণ কাঞ্চনকেই আশ্রয় করে। অগ্নি যখন বন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বায়ু তখন তাহার সখা হইয়া থাকে; কিন্তু অগ্নি যখন ক্ষীণ

অতো দারিদ্র্যাৎ মরণমেব বরম্। উক্তঞ্চ—

উত্তিষ্ঠ ক্ষণমাত্রমুদ্বহ সখে দারিদ্র্যভারং মম,
শ্রান্তস্তাবদহং চিরং মরণজং সেবে ত্বদীয়ং সুখম্।
ইত্যুক্তং ধনবৰ্জ্জিতস্য বচনং শ্রুত্বা শ্মশানে বসন্,
দারিদ্র্যান্মরণং বরং পরমিতি জ্ঞাত্বৈব তূষ্ণীং স্থিতঃ॥
দারিদ্র্যায় নমস্তুভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
বিশ্বস্তো হি জনঃ কশ্চিৎ ন মাং পশ্যতি সর্ব্বদা॥ উক্তঞ্চ—
মৃতো দরিদ্রপুরুষো মৃতং মৈথুনমপ্রজম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং দানং মৃতো যাগস্ত্বদক্ষিণঃ॥

ইত্যেবং বিচার্য্য দেশান্তরং গতঃ। পরিভ্রমন্ হিমাচলসমীপস্থিতং নগরমেকমগমৎ। অস্য নগরস্য নাতিদূরে বেণুনাং বনমভূৎ। স্বয়ং গ্রামাভ্যন্তরং গত্বা রাত্রৌ কস্যচিদ্‌গৃহে বেদিকায়াং সুষ্বাপ। অৰ্দ্ধরাত্রসময়ে

(হীনপ্রভ) হয়, তখন সেই বায়ুই দীপ-(অগ্নি) নির্ব্বাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং ক্ষীণ হইলে কাহার গৌরব থাকে? অতএব দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—এক ব্যক্তি শ্মশানস্থিত (মৃত) বন্ধুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিল, 'সখে! উঠ, ক্ষণকাল আমার এই দারিদ্র্যভার বহন কর; আমি চিরদিন (এই দারিদ্র্যভার বহন করিয়া) পরিশ্রান্ত হইয়াছি; সুতরাং তোমার মৃত্যুজনিত কষ্ট আমি একবার অনুভব করি।' নির্ধনের এই কথা শুনিয়া সেই শ্মশানগত মৃত বন্ধু 'দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ' বিবেচনায় তূষ্ণীম্ভাবে রহিল, সখার কথায় উত্তর প্রদান করিল না। এক ব্যক্তি স্তুতিবাদচ্ছলে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল, 'হে দারিদ্র্য! তোমাকে প্রণাম করি, তোমার অনুগ্রহে আমি সিদ্ধপুরুষ হইয়াছি; কারণ, বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিই সর্ব্বদা আমার দর্শন পায় না।' আরও কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি দরিদ্র, সে মৃতবৎ; যে নিঃসন্তান, সে মৃতের তুল্য; অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহাও মৃতবৎ এবং দক্ষিণবিহীন যজ্ঞও মৃত বলিয়া গণনীয়।

পুরন্দর মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল। নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে সে হিমাচলসমীপস্থ একটি নগরে উপস্থিত হইল। সেই নগরের অনতিদূরে একটি বেণুবন বিদ্যমান। পুরন্দর গ্রামের ভিতর গিয়া

বেণুবনমধ্যে রুদন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিৎ স্ত্রিয়া হাহাকারোঽভূৎ। ভো মহাজন! মাং পরিত্রায়ধ্বং পরিত্রায়ধ্বমিতি কোঽপি রাক্ষসো মাং মারয়তি ইতি রোদনমশ্রৌষীৎ।

ততঃ প্রভাতসময়ে গ্রামস্থান্ জনানপৃচ্ছৎ, ভো মহাজনাঃ! কিমেতদত্র বেণুবনমধ্যে কাচিৎ স্ত্রী রোদিতি?

তৈরুক্তম্, অত্র বেণুবনমধ্যে প্রতিদিনমেবং রোদনধ্বনিঃ শ্রূয়তে, পরং ন কোঽপি ভয়াদ্গচ্ছতি ন বিচারয়তি চ।

ততঃ পুরন্দরঃ স্বনগরমাগত্য রাজানমদ্রাক্ষীৎ। ততো রাজ্ঞা পৃষ্টঃ, ভো পুরন্দর! দেশান্তরং গচ্ছতা ত্বয়া কিমপি অপূর্ব্বং দৃষ্টম্? ততঃ পুরন্দরো বেণুবনবৃত্তান্তং রাজ্ঞে সমকথয়ৎ। তৎকৌতুকং শ্রুত্বা রাজা তেন সহ তং নগরং গত্বা রাত্রৌ বেণুবনমধ্যে স্ত্রিয়া রোদনশব্দং শ্রুত্বা যাবদ্বনমধ্যে প্রবিশতি, তাবদতিভয়ঙ্কররূপাং রুদতীমনাথাং স্ত্রিয়ং মারয়ন্তং

এক ব্যক্তির গৃহবেদিকায় রাত্রিকালে শয়ন করিয়া রহিল। অর্দ্ধরাত্রিকালে বেণুবনমধ্যে কোন স্ত্রীলোকের হাহাকার ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। পুরন্দর শুনিল, 'হে মহাজন! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, এক রাক্ষস আমাকে প্রহার করিতেছে' এইরূপ আর্ত্তনাদ হইতেছে।

অনন্তর প্রভাতকালে পুরন্দর গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়গণ! এ কি? রাত্রিকালে বেণুবনমধ্যে কোন স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করে কেন?'

গ্রামবাসীরা কহিল, 'এই বেণুবনমধ্যে প্রত্যহই এই প্রকার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেহই ভয়ে ঐ স্থানে গমন বা এ সম্বন্ধে কোন বিচারও করে না।'

তখন পুরন্দর আপনার নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুরন্দর! তুমি দেশান্তরে গিয়া কিছু আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছ কি?' পুরন্দর রাজার নিকট সেই বেণুবনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রাজা এই কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক তাহার সহিত সেই নগরে গমন করিলেন এবং রাত্রিকালে বেণুবনমধ্যে স্ত্রীলোকের রোদনশব্দ শুনিয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন;—দেখিলেন, এক রাক্ষস ভীরূপিণী, অনাথা, রোদনপরায়ণা কোন স্ত্রীলোককে প্রহার করিতেছে। তখ রাজা বিক্রমাদিত্য ([illegible]

রাক্ষসমেকমপশ্যৎ, অব্রবীচ্চ, রে পাপিষ্ঠ! স্ত্রিয়মনাথাং কিমর্থং মারয়সি? রাক্ষসেনোক্তম্, তব কিমনেন বিচারেণ। ত্বমাত্মমার্গেণ গচ্ছ, অন্যথা বৃথৈব মম হস্তাৎ মরিষ্যসি।

ততঃ উভয়োর্যুদ্ধং জাতম্। রাজ্ঞা স রাক্ষসো মারিতঃ। তদা স স্ত্রী সমাগত্য রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পতিত্বা ভণতি স্ম, ভো স্বামিন্! তব প্রসাদাৎ মম শাপাবসানমভূৎ, মহতো দুঃখসাগরাৎ ত্বয়াহমুদ্ধৃতা।

রাজ্ঞা ভণিতম্, কাসি ত্বম্? তয়োক্তম্, অস্মিন্নেব নগরে মহাধনসম্পন্নঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণোঽভূৎ, তস্য ভার্য্যাহং ব্যভিচারিণী ভূত্বা তস্যোপরি প্রীতির্নাসীৎ। তস্য মমোপরি মহাননুরাগশ্চাসীৎ। রূপাদিগর্ববিযুতাহং, তেন সম্ভোগার্থমাহূতাপি নাগমম্। ততো যাবজ্জীবং কামসন্তপ্তঃ স মম পতির্দেহাবসানসময়ে মামশপৎ। কিমিতি, রে দুরাচারে! যথা যাবজ্জীবং ত্বয়া মম সন্তাপঃ উৎপাদিতঃ, তথৈব বেণুবনবাসী কশ্চিদতিভয়ঙ্কররূপো রাক্ষসো রাত্রৌ ত্বামনিচ্ছন্তীং সুরতার্থং প্রতিদিনং মারয়তু। ইতি তেন

অনাথা স্ত্রীলোককে কেন প্রহার করিতেছ?' রাক্ষস কহিল, 'সে সম্বন্ধে তোমার বিচারের কি প্রয়োজন? তুমি আপনার পথ দেখ, নচেৎ কেন বৃথা আমার হস্তে নিহত হইবে?'

অনন্তর (রাজা ও রাক্ষস) উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা রাক্ষস্কে নিহত করিলেন। তখন সেই রমণী রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল;—বলিল, 'প্রভু! আপনার প্রসাদে আমার শাপবিমোচন হইল; আপনি আমাকে মহা দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিলেন।'

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' রমণী বলিল, "এই নগরে মহা ধনবান এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; আমি তাঁহার ভার্য্যা। আমি ব্যভিচারিণী হইয়া তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র প্রীতি প্রদর্শন করিতাম না; কিন্তু আমার উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি সম্ভোগার্থ আহ্বান করিলেও, রূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম না। তিনি যাবজ্জীবন কামসন্তপ্ত হইয়া দেহত্যাগকালে আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন,—'রে দুরাচারে! তুই যেমন যাবজ্জীবন আমাকে সন্তপ্ত করিলি, তুইও সেইরূপ বংশকাননে থাকিয়া সন্তাপ প্রাপ্ত হইবি, সম্ভোগে তোর ইচ্ছা না থাকিলেও প্রত্যহ রাত্রিকালে বিকটাকার এক রাক্ষস আসিয়া সুরতাভিলাষে তোকে প্রহার করিবে।' এই

গপ্তাহম্। পুনঃ শাপাবসানং ময়া যাচিতম্। কিমিতি, ভো নাথ! শাপস্যাবসানং দেহি। তেনোক্তম্, যদা পরোপকারী মহাধৈর্য্যসম্পন্নঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ সমায়াতি, স তং রাক্ষসং হনিষ্যতি, তদা তৎপাদৌ নত্বা ত্বং শাপমুক্তা ভবিষ্যসি। মদীয়মিদং ধনং তস্মৈ দেহীতি মামুক্ত্বা প্রাণা-ত্যজৎ। অতঃপরমহং ত্বদধীনাস্মি, ইমং ধনঘটং চ গৃহাণেতি শ্রুত্বা রাজাপি তং ধনঘটং তাঞ্চ পুরন্দরবণিজে দত্ত্বা তেন সহোজ্জয়িনীমগাৎ।

পুত্তলিকা ইমাং কথাং কথয়িত্বা ভোজমব্রবীৎ, রাজন্! ত্বয্যেবং ধৈর্য্যমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে দ্বাদশোপাখ্যানম্ ॥ ১২ ॥

বলিয়া আমার পতি আমাকে শাপ প্রদান করেন। আমি তখন শাপবিমোচনের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলাম;—বলিলাম, 'নাথ! আমার শাপের মোচন করিয়া দিউন।' তিনি কহিলেন, 'যদি পরোপকারী মহা ধৈর্য্যশীল কোন পুরুষ এখানে আসিয়া সেই রাক্ষসকে বধ করেন, তুমি তাঁহার চরণতলে প্রণাম করি-লেই শাপমুক্ত হইবে। আমার এই যে ধনসম্পত্তি রহিল, ইহা সেই মহাপুরুষকে প্রদান করিও।' এই বলিয়া আমার পতি প্রাণত্যাগ করিলেন। অতএব এখন আমি আপনার অধীন হইলাম; এই ধনপূর্ণ কুম্ভ আপনি গ্রহণ করুন।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ধনপূর্ণ কুম্ভ ও রমণীকে পুরন্দর বণিকের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাহার সহিত উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগত হইলেন।

পুত্তলিকা এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে সেইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপ-বেশন করুন।'

ত্রয়োদশোপাখ্যানম্।

—০:*:০—

পুনরন্যা পুত্তলিকা বদতি। শৃণু রাজন্! একদা বিক্রমো রাজা রাজ্য
ভারং মন্ত্রিবর্গে নিধায় স্বয়ং যোগিবেশেন পৃথ্বীপর্য্যটনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ
গ্রামে একরাত্রিং নয়তি, নগরে পঞ্চরাত্রীর্গময়তি, এবং পরিভ্রমন্নেক
নগরমেকমগমৎ। তন্নগরসমীপস্থিতে নদীতটে দেবালয়মেকমাসীৎ। তস্মি
দেবালয়ে সর্ব্বে মহাজনাঃ পৌরাণিকাৎ পুরাণং শৃণ্বন্তি। রাজাপি নদ্য
স্নাত্বা দেবালয়ং গত্বা দেবং নমস্কৃত্য মহাজনসমীপে উপবিষ্টঃ। তস্মি
সময়ে পৌরাণিকাঃ পুরাণবাক্যানি পঠন্তি।

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥
শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥
যো দুঃখিতানি ভূতানি দৃষ্ট্বা ভবতি দুঃখিতঃ।
সুখিতানি সুখী বাপি স ধর্ম্মং বেদ নৈষ্ঠিকম্॥

পুনরায় অন্য (ত্রয়োদশ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন! বে
সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রিবর্গের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক নিজে যো
বেশে পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামে উপস্থিত হইলে এক রাত্রি
নগরে উপস্থিত হইলে পঞ্চ রাত্রি অতিবাহিত করেন; এইরূপে ভ্রমণ কর
করিতে একদা এক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরসমীপে নদীতীরে এ
দেবালয় আছে; সেই দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া সমস্ত মহাজনগণ পৌরাণি
মুখে পুরাণ শ্রবণ করেন। রাজাও নদীতে স্নান পূর্ব্বক দেবালয়ে গমন ও দেবত
প্রণাম করিয়া মহাজনগণের নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে পৌরাণিে
পুরাণপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৌরাণিকগণ বলিতে লাগিলেন, শরীর অনিত্য, ঐশ্বর্য্যও নিত্য নহে, মৃ
সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে, অতএব ধর্ম্মোপার্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। কোটি বে
গ্রন্থে যাহা কথিত আছে, সেই ধর্ম্মসর্ব্বস্বকথা শ্রবণ কর। পরোপকার পুণ

জানে ভূয়াংস্ততো ধর্ম্মঃ কশ্চিন্নান্যোঽস্তি দেহিনঃ।
প্রাণিনাং ভয়ভীতানামভয়ং যঃ প্রযচ্ছতি॥
বরমেকস্য ত্রস্তস্য প্রদাতুর্জীবিতং ফলম্।
ন চ বিপ্রসহস্রেভ্যো গোসহস্রং ফলং লভেৎ॥
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ।
তস্য পুণ্যস্য কল্পান্তে ক্ষয়মেব ন বিদ্যতে॥
হেমধেনুধরাদীনাং দাতারঃ সুলভা ভুবি।
দুর্লভঃ পুরুষো লোকে সর্ব্বজীবে দয়াপরঃ॥
মহতামপি যজ্ঞানাং কালেন ক্ষীয়তে ফলম্।
অথাভয়প্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
চতুঃসাগরপর্য্যন্তাং যো দদ্যাদ্বসুধামিমাম্।
যশ্চাভয়ঞ্চ ভূতেভ্যস্তয়োরভয়দোঽধিকঃ॥
অধ্রুবেণ শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা।
ধ্রুবং যো নার্জ্জয়েদ্ধর্ম্মং স শোচ্যো মূঢ়চেতনঃ॥
যদি প্রাণ্যুপকারায় দেহোঽয়ং নোপযুজ্যতে।
ততঃ কিমুপকারেণ প্রত্যহং ক্রিয়তে নৃভিঃ॥

রপীড়ন পাপের হেতু। যে ব্যক্তি দুঃখিত প্রাণীকে দেখিয়া দুঃখিত এবং সুখীকে দেখিয়া সুখী হয়, সেই ব্যক্তিই নৈষ্ঠিকধর্ম্মবেত্তা। আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, যে ব্যক্তি ভয়ভীত লোকদিগকে অভয় দান করে, তাহার সেই ধর্ম্ম অপেক্ষা জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। একটি ভয়ভীত লোককে অভয়দান সহকারে জীবন দান করিলে যে ফল হয়, সহস্র ব্রাহ্মণকে গোদান করিলেও তাহার সদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া সর্ব্বজীবকে অভয় প্রদান করে, কল্পান্তকালেও তাহার পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। স্বর্ণধেনুদাতা ও পৃথিবীদাতা ধরাতলে সুলভ, কিন্তু সর্ব্বজীবে অভয়দাতা দয়াশীল পুরুষ জগতে দুর্লভ। মহান্ যজ্ঞসমূহের ফলও কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অভয়দাতার পুণ্যফলের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্যও তাহা নহে। যে ব্যক্তি চতুঃসাগরমেখলা এই পৃথিবী দান করে এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অভয়দাতা, এই উভয়ের মধ্যে অভয়দাতাই শ্রেষ্ঠ। মুহূর্ত্তমধ্যে বিনাশশীল এই অনিত্য শরীর ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জন না

একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সমগ্রবরদক্ষিণাঃ।
একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্॥

এবং পুরাণকথনসময়ে কশ্চিদ্‌বৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ পত্ন্যা সহ নদীমুত্তরন্ মহাপূরেণ নীয়মানো হাহাকারং কুর্ব্বন্ নদীমধ্যে মহাজনান্ প্রতি বদতি, ভো ভো মহাজনাঃ! ধাবধ্বং ধাবধ্বং, বৃদ্ধঃ সপত্নীকো ব্রাহ্মণোঽহং নদী-প্রবাহেণ বলাৎ নীয়মানঃ। কোঽপি সত্ত্বাধিকো ধার্ম্মিকো মম সপত্নী-কস্য জীবনদানং দদাতু।

জলেনোহ্যমানস্য দীনধ্বনিং শ্রুত্বা মহাজনাঃ সর্ব্বেঽপি সকৌতুকং পশ্যন্তি, পরং ন কোঽপি নদীমধ্যে প্রবিশ্য প্রবাহাদপনেতুং তস্যাভয়ং প্রযচ্ছতি।

ততো রাজা বিক্রমো মা ভৈষীরিতি তস্যাভয়ং দত্ত্বা নদীমধ্যে প্রবিশ্য পত্ন্যা সহ তং ব্রাহ্মণং মহাপূরাদাকৃষ্য তটমানীতবান্। ব্রাহ্মণোঽপি স্বস্থঃ সন্ রাজানমবদৎ, ভো মহাসত্ত্ব! মমৈতচ্ছরীরং পূর্ব্বং মাতাপিতৃভ্যামুৎ-

---

করে, সেই অজ্ঞানান্ধ মূঢ় নিশ্চয়ই শোচনীয় হয়। যদি জীবের উপকারার্থ এই দেহ নিযুক্ত না হয়, তবে মনুষ্যেরা প্রত্যহ আর কি উপকার করিবে? একদিকে ভূরিদক্ষিণ সমস্ত যজ্ঞ আর একদিকে ভয়ভীত জীবের প্রাণরক্ষা, এই উভয়ই তুল্য।

যখন এইরূপ পুরাণপাঠ হইতেছে, সেই সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সপত্নীক নদী পার হইতে হইতে প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া হাহাকার-ধ্বনিতে নদীগর্ভ হইতে মহাজনগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাজনবৃন্দ! শীঘ্র আইস শীঘ্র আইস, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভার্য্যার সহিত নদীস্রোতে সবেগে ভাসমান হইতেছে যে কেহ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ধার্ম্মিক থাক, আমার ও আমার ভার্য্যার প্রাণদান কর।"

মহাজনগণ সকলেই জলপ্রবাহে নীয়মান সেই ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সকৌতুকে সেই দিকে দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্রোত হইতে উদ্ধারার্থ অভয় প্রদান করিলেন না।

অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য 'মা ভৈঃ মা ভৈঃ' রবে অভয়প্রদান করিয়া নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক সেই সপত্নীক ব্রাহ্মণকে মহাপ্রবাহ হইতে তটদেশে আনয়ন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ সুস্থ হইয়া রাজাকে কহিলেন, "হে মহাসত্ত্ব! আমার এই দেহ পূর্ব্বে মাতৃপিতৃ কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সম্প্রতি আপনা

াদিতম্, ইদানীং ত্বৎসকাশাৎ দ্বিতীয়ং জন্ম প্রাপ্তম্। অতঃ প্রাণদানা-
াহোপকারিণস্তব কিমপি প্রত্যুপকারং ন করিষ্যামি চেত্তর্হি মম জীবিতং
র্থং স্যাৎ। তস্মাদ্‌গোদাবর্য্যুদকমধ্যে দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং মন্ত্রজপস্য পুণ্যং
ভ্যং দীয়তে। অন্যচ্চ, মৎকৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা কিমপি সুকৃতমুপার্জ্জিত-
স্তি, তৎ সর্ব্বং গৃহাণেত্যুক্ত্বা তৎ পুণ্যং রাজ্ঞে সমর্প্যাশিষং দত্ত্বা পত্ন্যা
হ নিজস্থানং গতঃ।

তস্মিন্ সময়ে অতিভয়ঙ্কররূপঃ কশ্চিদ্‌ব্রহ্মরাক্ষসো রাজসমীপমাগতঃ।
রাজাপি তং দৃষ্ট্বাবদৎ, ভো মহাসত্ত্ব! কোঽসি ত্বম্? তেনোক্তম্, অহ-
মত্রৈব নগরে ব্রাহ্মণঃ কশ্চন সর্ব্বদা দুষ্প্রতিগ্রহজীবী অযাজ্যযাজকশ্চ।
তথাবিধোঽপি গুরূন্ সাধূন্ মহতশ্চ দূষয়ামি। তস্মাৎ পাতকবশাৎ অস্মিন্ন-
শ্বত্থপাদপে ব্রহ্মরাক্ষসো ভূত্বা অত্যন্তদুঃখিতো দশবর্ষসহস্রং তিষ্ঠামি।
অদ্য ভবতঃ প্রসাদাদুত্তীর্ণো ভবিষ্যামি।

ইতি তদ্‌বাক্যং শ্রুত্বা তদৈব তং পুণ্যং তস্মৈ দত্তম্। সোঽপি তেন

নিকট হইতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম। আপনি প্রাণদাতা, এখন যদি আপনার
কিছু প্রত্যুপকার না করি, তাহা হইলে আমার জীবনধারণ বিফল। আমি দ্বাদশ-
বর্ষ পর্য্যন্ত গোদাবরী নদীর জলমধ্যে অবস্থিতি করিয়া মন্ত্রজপ করিয়াছি; তাহাতে
যে পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্ত আপনাকে প্রদান করিলাম। অধিকন্তু কৃচ্ছ্র
চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করিয়া আমার যে কিছু পুণ্য অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাও আপনি
গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া সমস্ত পুণ্য রাজাকে সমর্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া
ব্রাহ্মণ ভার্য্যাসহ নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে ভয়ঙ্কররূপী এক ব্রহ্মরাক্ষস রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত
হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাবল! তুমি কে?'
রাক্ষস বলিল, 'আমি ব্রাহ্মণ, এই নগরেই আমার বাস, আমি সর্ব্বদা অযাজ্য
যাজন ও দুষ্প্রতিগ্রহ করিয়া জীবনযাপন করিতাম; নিরন্তর গুরু, সাধু ও মহাজন
গণের নিন্দা করিতাম; সেই পাপের ফলে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া অতি দুঃখে এই
অশ্বত্থবৃক্ষে দশসহস্র বৎসর অবস্থান করিতেছি। অদ্য আপনার প্রসাদে আমি
উদ্ধার প্রাপ্ত হইব।'

রাজা এই কথা শুনিয়া (পূর্ব্বপ্রাপ্ত) সমস্ত পুণ্য সেই ব্রহ্মরাক্ষসকে প্রদান
করিলেন; রাক্ষসও সেই পুণ্যফলে পাপমুক্ত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজাকে

পুণ্যেন তস্মাৎ কর্ম্মণো মুক্তো দিব্যরূপধরঃ সন্ রাজানং স্তুত্বা স্বর্গং জগাম। রাজাপি স্বনগরমগমৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ত্বয্যেবং পরোপকারং ধৈর্য্যমৌদার্য্যং চেৎ বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজাপ্যধোমুখো বভূব।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে ত্রয়োদশোপাখ্যানম্॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোপাখ্যানম্।

—:*:—

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ। একদা বিক্রমাদিত্যো রাজা পৃথ্বীতলে কস্মিন্ স্থানে কিমাশ্চর্য্যং কে বা সন্তঃ কিং তীর্থং কা বা দেবতাস্তীতি বিলোকয়ন্ স্বয়ং যোগিবেশেন পরিভ্রমন্ নগরমেকমগমৎ। তৎসমীপে তপোবনমেকমস্তি। তস্মিংস্তপোবনে জগদম্বিকায়াঃ মহান্ প্রাসাদোঽভূৎ। তৎসমীপে নদী বহতি। রাজাপি নদ্যাং স্নাত্বা দেবতাং নমস্কৃত্য তত্র

স্তুতিবাদ করিয়া সুরধামে প্রস্থান করিল। রাজাও নিজনগরীতে প্রতিগমন করিলেন।

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'যদি আপনাতে এই প্রকার পরোপকার, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা অধোমুখে অবস্থিত রহিলেন।

পুনরায় অন্য (চতুর্দ্দশ) পুত্তলিকা কহিল, একদা বিক্রমাদিত্য মনে করিলেন, ধরাতলে কোথায় কি আশ্চর্য্য আছে, কোথায় কোন্ তীর্থ ও কোন্ দেবতা আছেন, দর্শন করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি যোগিবেশে পর্য্যটন করিতে করিতে এক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগর-সমীপে কোন তপোবনে জগদম্বার এক বিশাল মন্দির বিদ্যমান ছিল; তাহার নিকট একটি নদী

দেবালয়ে উপবিষ্টো যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ অবধূতসারো নাম কশ্চিদ্‌যোগী তত্র সমায়াতঃ। সুখী চেত্যুক্তঃ, তেন সহ তত্র দেবালয়ে উপবিষ্টঃ।

যোগিনোক্তম্, কুতঃ সমাগতো ভবান্? রাজ্ঞোক্তম্, মার্গস্থোঽহং কোঽপি তীর্থযাত্রিকঃ। যোগিনোক্তম্, ত্বং বিক্রমাদিত্যো রাজা ননু ময়া একদা উজ্জয়িন্যাং দৃষ্টোঽসি, অতোঽহং জানামি। কিমর্থমাগতোঽসি? রাজাব্রবীৎ, ভো যোগিরাজ! মম মনসি এমমিচ্ছা বর্ত্ততে, পৃথ্বীপর্য্যটনেন কিমপ্যাশ্চর্য্যং বিলোকনীয়মিতি, তথা সতাং সন্দর্শনমপি ভবিষ্যতি। অবধূতসারোঽব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বং তাদৃশো বিচক্ষণোঽপি প্রমত্তঃ সন্ দেশান্তরে আগতোঽসি। রাজ্যমধ্যে বিপ্লবশ্চেদ্‌ভবিষ্যতি, তদা কিং করিষ্যসি? রাজ্ঞোক্তম্, অহং সর্ব্বমপি রাজ্যভারং মন্ত্রিহস্তে নিধায় সমাগতোঽস্মি।

যোগিনোক্তম্, রাজন্! তথাপি ত্বয়া নীতিশাস্ত্রবিরোধঃ কৃতঃ। উক্তঞ্চ—

প্রবাহিত। রাজা সেই নদীতে অবগাহন ও দেবতাকে প্রণাম পূর্ব্বক মন্দিরে বসিয়া সমন্তাৎ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অবধূতসারনামা এক যোগী তথায় সমাগত হইলেন। 'সুখী হইলাম' বলিয়া সেই যোগী রাজার সহিত মন্দিরে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন?' রাজা কহিলেন, 'আমি পথিক, তীর্থযাত্রায় যাইতেছি।' যোগী কহিলেন, 'আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য, একদা আমি উজ্জয়িনীতে আপনাকে দর্শন করিয়াছি; সুতরাং আপনাকে আমি জানি। এখানে আগমনের হেতু কি?' রাজা কহিলেন, 'যোগিরাজ! আমার মনোবাসনা এই যে, বসুন্ধরা-ভ্রমণ পূর্ব্বক কোন্ স্থানে কি আশ্চর্য্য আছে দেখিব; উহাতে সাধুদর্শন হওয়াও সম্ভব।' অবধূতসার কহিলেন, 'রাজন্! আপনি বিজ্ঞ হইয়াও প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, রাজ্যে যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, আপনি কি করিবেন?' রাজা কহিলেন, 'আমি মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি।'

যোগী কহিলেন, 'রাজন্! তাহা হইলেও আপনি নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে

নিয়োগিহস্তার্পিতরাজ্যভারাস্তিষ্ঠন্তি যে শৈলবিহারসারাঃ।
বিড়ালবৃন্দাহিতদুগ্ধকুম্ভাঃ, স্বপন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ ক্ষিতীন্দ্রাঃ।

অন্যচ্চ—রাজ্যঞ্চ স্ববশাগতমিতি নোপেক্ষণীয়ম্। পুনঃ সুদৃঢ়ং কর্ত্তব্যম্।

কৃষির্বিদ্যা বণিগ্‌ভার্য্যা স্বধনং রাজ্যসম্পদঃ।
সুদৃঢ়ং চৈব কর্ত্তব্যং কৃষ্ণসর্পমুখং যথা॥

তচ্ছ্রুত্বা রাজা ভণতি, সর্ব্বমেতদনর্থকং, অত্র দৈববলমেব বলবৎ। সুদৃঢ়ীকৃতে সর্ব্বসামগ্রীসহিতেঽপি রাজ্যে পৌরুষযুক্তোঽপি পুরুষো দৈব-বৈমুখ্যাৎ পরাভবং প্রাপ্নোতি। তদুক্তম্—

নেতা যস্য বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রং সুরাঃ সৈনিকাঃ,
স্বর্গে দুর্গমনুগ্রহঃ খলু হরেরৈরাবতো বাহনঃ।
ইত্যাশ্চর্য্যবলান্বিতোঽপি বলিভির্ভগ্নঃ পরৈঃ সঙ্গরে,
তদ্‌ব্যক্তং ননু দৈবমেব শরণং ধিক্ ধিক্ বৃথা পৌরুষম্॥

রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া শৈলবিহারে প্রবৃত্ত হয়, সেই মূর্খ নৃপতিরা মার্জ্জারের নিকট দুগ্ধকুম্ভ রাখিয়া নিদ্রিত থাকে। কুলপরম্পরাগত রাজ্য হইলেও তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করা রাজার কর্ত্তব্য নহে; যাহাতে তাহা পুনরায় সুদৃঢ় হয়, তাহা করাই উচিত। কৃষিকর্ম্ম, বিদ্যা, বণিক্, পত্নী, নিজসম্পত্তি ও রাজ্যসম্পদ্—কালসর্পের মুখ যেমন রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, এইগুলি তাহার ন্যায় সুদৃঢ় করা বিধেয়।

যোগীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, 'যোগিরাজ! এ সমস্তই মিথ্যা, দৈববলই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসম্ভার-পূর্ণ রাজ্যে যদি পুরুষকার-সম্পন্ন পুরুষ বিরাজ করেন, তথাপি দৈব বিমুখ হইলে তাঁহাকে পরাভব প্রাপ্ত হইতে হয়। শাস্ত্রেও কথিত আছে, বৃহস্পতি যাঁহার নেতা, বজ্র যাঁহার অস্ত্র, দেববৃন্দ যাঁহার সেনা, অমরপুরী যাঁহার দুর্গ, শ্রীহরি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ-বান্, ঐরাবত হস্তী যাঁহার বাহন, এই প্রকার অদ্ভুতবলসম্পন্ন হইয়াও সুরপতি ইন্দ্র মহাবল শত্রুদিগের সঙ্গে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন; সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈবই মানুষের একমাত্র শরণ; পুরুষকারকে ধিক্। আরও দেখা যায়, সুরূপ বা সুদৃঢ় গঠন, (উচ্চ) কুল, সুশীলতা, বিদ্যা ও যত্নসহকারে কৃত সেবা এ সকলের কিছুই ফলিত হয় না; মানুষের পূর্ব্বকৃত তপস্যাজনিত ভাগ্যই বৃক্ষের

তথা চ—নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং,
বিদ্যাপি নৈব ন চ যত্নকৃতাপি সেবা।
ভাগ্যানি পূর্ব্বতপসা খলু সঞ্চিতানি,
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥
যেনাখণ্ডলদন্তিদন্তকুমুদাগ্র্যাকুঞ্চিতান্যাহবে,
ধারা যত্র পিনাকপাণিপরশোরাকুঞ্চিতাস্ত্রাহতাঃ।
তদ্বক্ষোহথ নৃসিংহপাণিকরজৈর্দীর্ণং হি যৎ সাম্প্রতং,
দৈবে দুর্ব্বলতাং গতে তৃণমপি প্রায়েণ বজ্রায়তে॥
বটবৃক্ষস্থিতা যক্ষা দদতীহ হরন্তি চ।
অক্ষান্ পাতয় কল্যাণি! যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি॥

যোগিনোক্তম্, কথমেতৎ?

রাজাব্রবীৎ, অস্তি উত্তরদেশে নদীপর্ব্বতবর্দ্ধনং নাম নগরম্। তত্র রাজশেখরো নাম রাজা রাজ্যভারং করোতি স্ম। স দেবদ্বিজপরায়ণো-তীবধার্ম্মিকঃ। একদা তস্য দায়াদাঃ সর্ব্বে সমাগত্য তেন সহ বিগৃহ্য রাজ্যং গৃহীত্বা সপত্নীকং তং নগরাৎ নিরাসিষুঃ। ততঃ স রাজা পত্ন্যা

ন্যায় যথাসময়ে ফলিত হইয়া থাকে। রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবতের দন্তকুমুদ যাহাতে আকুঞ্চিত হইয়াছিল এবং যাহাতে পিনাকী মহাদেবের পরশুধারও আহত হইয়া কুণ্ঠিত হইয়াছিল, নৃসিংহদেবের নখর দ্বারা সেই (হিরণ্যকশিপুর) বক্ষঃস্থলও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং দৈব যখন দুর্ব্বল হয়, তখন তৃণও বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে। আরও দেখুন, 'বটবৃক্ষস্থ যক্ষেরা যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই হরণ করিতেছেন; অতএব হে কল্যাণি! ভবিতব্য যাহা, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে; তুমি অক্ষ পাতিত কর,' এই যে কিংবদন্তী আছে, ইহা মিথ্যা নহে।"

এই কথা শুনিয়া যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কিরূপ?'

রাজা কহিলেন, উত্তরদেশে নদীপর্ব্বতবর্দ্ধন নামে এক নগর আছে। রাজশেখর নামে এক নরপতি তথায় রাজ্যশাসন করিতেন। তিনি দেবদ্বিজ-ভক্ত ও ধর্ম্মশীল। একদা জ্ঞাতিগণ মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিল এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার মহিষীকে রাজ্য হইতে

পুত্রেণ চ সহ দেশান্তরং পর্য্যটন্ কস্যচিন্নগরস্যোপবনে গতঃ। তত্র সূর্য্যো-হপ্যস্তং গতঃ। স পত্ন্যা পুত্রেণ চ সমন্বিতো বটবৃক্ষমূলে গত্বোপবিষ্টঃ। তস্মিন্ বৃক্ষে পঞ্চপক্ষিণঃ আসন্, তে পরস্পরং বদন্তি স্ম। তত্র একে-নোক্তম্, অস্মিন্ নগরে রাজা মৃতঃ, তস্য সন্ততির্নাস্তি। কো বা রাজা ভবিষ্যতি। দ্বিতীয়েনোক্তম্, অত্র বটবৃক্ষমূলে যো রাজা তিষ্ঠতি, তস্য রাজ্যং ভবিষ্যতি। অন্যৈরুক্তম্, তথাস্তু, রাজাপি পক্ষিণাং তদ্বাক্য-মশৃণোৎ। ততঃ সূর্য্যোদয়ো জাতঃ সর্ব্বোহপি জনঃ স্বস্বকর্ম্মণি কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। রাজাপি সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা সূর্য্যার্ঘং দত্ত্বা সূর্য্যং নমস্কৃত্য চ যাবদ্রাজমার্গাভিমুখং নির্গতঃ, তাবদ্রাজোৎপত্তিনিমিত্তং মন্ত্রিভির্মুক্তা ধৃত-মালা করিণী রাজানং বিলোক্য তস্য কণ্ঠে মালাং নিধায় পৃষ্ঠমারোপ্য রাজভবনং নিনায়, ততঃ সর্ব্বৈর্মন্ত্রিভির্মিলিত্বা অভিষেকং বিধায় রাজশেখরো রাজ্যে রাজা স্থাপিতঃ। একদা সর্ব্বে প্রতিস্পর্দ্ধিনো নৃপাঃ সন্ধিবদ্ধাঃ রাজশেখরমুন্মূলয়িতুং নগরমাজগ্মুঃ। তদা রাজা স্বদেব্যা সহ পাশক্রীড়াং

নির্ব্বাসিত করিল। রাজা পুত্রকলত্রসহ নানাদেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক এক নগরের বহির্দেশে উদ্যানমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন পুত্রকলত্র সহ রাজা বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রহিলেন। সেই বৃক্ষের উপর পাঁচটি পক্ষী অবস্থিত ছিল। তাহারা পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। একটি পক্ষী কহিল, 'এই নগরের অধিপতি পরলোকগত হইয়াছেন, তিনি নিঃসন্তান; সুতরা কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে?' আর একটি পাখী কহিল, 'এই বৃক্ষমূলে ে রাজা আসিয়া বসিয়াছেন, এ রাজ্য উঁহারই হইবে।' তৃতীয় পক্ষী কহিল, 'তাহা হউক।' পক্ষিগণের এই সকল কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। এ দিকে রজনী প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে সকলে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; রাজাও সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া-সমাপনান্তে সূর্য্যার্ঘ প্রদান ও আদিত্যদেবকে প্রণাম করিয়া রাজ পথে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ঐ রাজ্যের রাজা-নির্দ্ধারণার্থ অমাত্যবৃ কর্ত্তৃক নিযুক্ত মাল্যধারিণী হস্তিনী তথায় উপস্থিত হইল; সে রাজাকে দর্শনমা তাঁহার গলদেশে মাল্য প্রদান ও নিজ পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া রাজপুরী লইয়া গেল। তখন অমাত্যবৃন্দ সমবেত হইয়া অভিষেকান্তে সেই রাজশেখ কেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদনন্তর একদা বিপক্ষ নৃপতিরা পর [illegible] নগরে উপস্থিত হইলেন

রোতি। অথ দেব্যা ভণিতম্, ভো নাথ! ভবতা কথং তূষ্ণীং স্থীয়তে? প্রত্যর্থিনৃপৈর্নগরী বেষ্টিতা। প্রভাতে নগরমস্মানপি তে গ্রহীষ্যন্তি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মুগ্ধে! কিং প্রযত্নেন? যদা দৈবমনুকূলং ভবতি, তদা সর্ব্বকার্য্যং স্বয়মেব ভবেৎ। যদা প্রতিকূলং দৈবং, তদা সর্ব্বং স্বয়মেব নশ্যতি। ত্বয়া নানুভূতম্। অতো বৃদ্ধৌ ক্ষয়ে চ দৈবমেব পরং কারণম্। বৃক্ষমূলে স্থিতস্য যেন মে রাজ্যং দত্তং, তস্যৈব চিন্তা পতিতা। তেন চিন্তিতঞ্চ। অতোহয়ং ময্যেব, ময়ি স এব চিন্তাং করোতু, অপি চ মমাপি চিন্তা স এব করিষ্যতি। ইতি তস্য বাক্যং শ্রুত্বা যেনাস্য রাজ্যং দত্তম্, তস্য চিন্তা পতিতা, অহমস্য বিশ্বস্য রাজ্যভারমর্পিতবান্। যদিদানীং ময়াস্য প্রযত্নো ন ক্রিয়তে, তর্হি মহান্ প্রত্যবায়ো ভবিষ্যতীতি বিচার্য্য স দেবো ভয়ঙ্কররূপং ধৃত্বা সর্ব্বান্ শত্রূনতর্জ্জয়ৎ। তে সর্ব্বে পরাজিতা বভূবুঃ। ততো রাজশেখরো রাজা নিষ্কণ্টকং রাজ্যমকরোৎ।

সেই সময়ে রাজা মহিষীর সহিত পাশক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। মহিষী কহিলেন, প্রাণনাথ! আপনি কি প্রকারে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন? বিপক্ষরাজারা যে নগরী বেষ্টন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে তাঁহারা নগর অধিকৃত করিবেন, আমাদিগকেও গ্রহণ করিবেন।' রাজা বলিলেন, 'মুগ্ধে! যত্ন বা চেষ্টায় কোন ফল নাই, দৈব অনুকূল হইলে সকল কার্য্য আপনিই সিদ্ধ হয় আর দৈব প্রতিকূল হইলে সকলই বিনাশ পায়; ইহা কি তুমি অবগত নহ? দৈবই উন্নতি ও অবনতির হেতু। আরও দেখ, আমি যে সময়ে বৃক্ষতলে অবস্থিত ছিলাম, তখন যিনি আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সকল বিষয়ের চিন্তার ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত; তিনিই এ বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এই বিষয় আমাতে পতিত, আমার প্রতি যাহা পতিত হইয়াছে, সে বিষয়ের চিন্তা তিনি করিবেন, আমার চিন্তাও তাঁহাকে করিতে হইবে।' যিনি রাজাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, রাজার ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার চিন্তা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমি ইহাকে রাজ্যভার প্রদান করিয়াছি, যদি এখন (এই বিপত্তিকালে) আমি উহার প্রতি যত্নশীল না হই, তাহা হইলে যার পর নাই অনিষ্ট ঘটিবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া দৈব (নিজে) ভীষণরূপ ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে তর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বিপক্ষগণ কাজেই পরাভূত হইল। অনন্তর রাজা রাজশেখর নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগে প্রবৃত্ত রহিলেন।"

এষা কথা বিক্রমেণ কথিতা। ততো যোগীন্দ্র ইমাং কথাং শ্রুত্বা অতি সন্তুষ্টঃ সন্ রাজ্ঞে কাশ্মীরলিঙ্গমেকং দত্বাভণৎ, ভো রাজন্! এতৎ কাশ্মীরলিঙ্গং চিন্তামণিরিব চিন্তিতং বস্তু দদাতি। এনং সম্যক্ পূজয়।

রাজাপি তথাস্তু ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ প্রণম্য যাবন্নগরমার্গে আগচ্ছতি, তাবদ্ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সমাগত্য রাজানমাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকমবদৎ, ভো রাজন্! মম শিবলিঙ্গপূজনে নিয়মঃ, মার্গে লিঙ্গং নষ্টং, দিনত্রয়মুপোষণং জাতম্। রাজাপি তস্মৈ ব্রাহ্মণায় কাশ্মীরলিঙ্গং দত্বা নিজনগরমগমৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ, রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অত্র সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে চতুর্দ্দশোপাখ্যানম্॥ ১৪॥

বিক্রমাদিত্যকথিত এই কথা শুনিয়া যোগিবর যার পর নাই সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজাকে একটি কাশ্মীরলিঙ্গ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! এই কাশ্মীরলিঙ্গ চিন্তামণির তুল্য, মনে মনে যাহা চিন্তা করিবেন, এই লিঙ্গপ্রসাদে তাহাই প্রাপ্ত হইবেন; উত্তমরূপে এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবেন।'

তখন রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া যেমন রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন, অমনি এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ সহকারে কহিলেন, 'রাজন্! প্রত্যহ শিবলিঙ্গের পূজা করা আমার নিয়ম; কিন্তু পথিমধ্যে আমার শিবলিঙ্গটি হারাইয়া গিয়াছে; (পূজা অভাবে) আমি তিন দিবস অনাহারে রহিয়াছি; অতএব আপনি ঐ শিবলিঙ্গটি আমাকে প্রদান করুন।' রাজা ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরলিঙ্গটি প্রদান করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

পুত্তলিকা এই কাহিনী বর্ণন করিয়া ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনাতে এই প্রকার ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পঞ্চদশোপাখ্যানম্।

—০:*:০—

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্! বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি তস্য পুরোহিতো বসুমিত্রো অত্যন্তরূপবান্ সকলকলাভিজ্ঞঃ রাজ্ঞোঽত্যন্ত-প্রিয়তমশ্চ পরোপকারী সর্ব্বলোকস্য মহাধনসম্পন্নশ্চাসীৎ। ততস্তেনৈ-কদা বিচারিতং,নন্বু উপার্জ্জিতানাং পাপানাং গঙ্গাস্নানাদন্যৎ পাপক্ষয়করং নাস্তি। উক্তঞ্চ—

ন হি তীর্থাভিষেকাৎ যৎ বিদ্যতে পাবনং পরম্।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দানেন বা পুনঃ॥
গতিমপ্রাপ্য বৈ জন্তুর্গঙ্গাসংসেব্যতাং ব্রজেৎ।
স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈর্গাঙ্গৈর্যা নিয়তাত্মনাম্॥
শুদ্ধির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি।
অপহৃত্য তমস্তীব্রং যথা যাত্যুদয়ং রবিঃ।
তথাপহৃত্য পাপানি ভাতি গঙ্গাজলাপ্লুতঃ॥
অগ্নিং প্রাপ্য যথা সদ্যস্তূলরাশির্বিনশ্যতি।
তথা গঙ্গাপ্রবাহেণ সর্ব্বং পাপং বিনশ্যতি॥

পুনরায় অন্য (পঞ্চদশ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বসুমিত্র তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। বসুমিত্র অত্যন্ত রূপবান্, সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী, রাজার অতীব প্রিয়, সকললোকের হিতৈষী ও মহাধনবান্। একদা তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কিছুতেই উপার্জ্জিত পাপের ক্ষয় হয় না। শাস্ত্রেও কথিত আছে, তীর্থস্নান অপেক্ষা বিশুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, যজ্ঞ বা দান দ্বারা সদ্গতি-লাভ না হইলে জাহ্নবীসেবা দ্বারাই সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিয়তচিত্ত লোক পরমপবিত্র জাহ্নবীসলিলে স্নান করিলে যেমন শুদ্ধিলাভ করে, শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানেও সেরূপ শুদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যদেব যেমন নিবিড় তিমির-জাল দূর করিয়া উদিত হন, গঙ্গাসলিলে স্নাত ব্যক্তিরাও সেইরূপ সকল পাপ

যস্তু সূর্য্যাংশুভিস্তপ্তং গাঙ্গেয়ং সলিলং পিবেৎ।
স গব্যং বিধিযুক্তং হি পীত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
চান্দ্রায়ণসহস্রেণ যঃ কুর্য্যাৎ কায়শোধনম্।
পিবেদ্‌যশ্চাপি গঙ্গাম্ভঃ সমৌ স্যাতামুভাবপি॥
ভূতানামপি সর্ব্বেষাং দুঃখার্তিহতচেতসাম্।
গতিমন্বেষমাণানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ॥
মহদ্ভিঃ পাতকৈর্গ্রস্তান্ অনেকান্ হতমানসান্।
পততো নরকে ঘোরে গঙ্গা তরতি সেবনাৎ॥
সপ্তাবরান্ সপ্তপরান্ পিতৄংশ্চাপি হি বৈ ধ্রুবম্।
নরস্তারয়তে নিত্যং গঙ্গাতোয়াবগাহতঃ॥
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ ধ্যানাৎ তথা গঙ্গেতি কীর্ত্তনাৎ।
পুনাতি পুরুষং পুণ্যং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
জাত্যন্ধা অপি তুল্যাস্তে মৃগৈঃ পশুভিরেব চ।
সমর্থা যে ন পশ্যন্তি গঙ্গাং পাপপ্রণাশিনীম্॥

হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশমান হইয়া থাকেন। অগ্নিসংযোগে তুলারাশি যেরূপ লয় প্রাপ্ত হয়, গঙ্গার স্রোতও সেইরূপ পাপপুঞ্জ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বিধি বিহিত গব্য পান করিলে যেমন পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত গঙ্গোদক পান করিলেও সেইরূপ পাপবিমোচন হয়। সহস্র চান্দ্রায়ণ দ্বারা দেহ-শোধন করিলে যে ফল হয়, কেবলমাত্র গঙ্গাজল পান করিলেও সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সন্তাপাগ্নিতে সন্তপ্ত জীবদিগের সদ্‌গতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাহাদিগের পক্ষে গঙ্গার সমান গতি আর নাই। যাহারা দুষ্টচিত্ত ও অসংখ্য মহাপাপে লিপ্ত, তাহারা নরকে নিমগ্ন হইয়া যদি গঙ্গার সেবা করে, তাহা হইলে নরক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গোদকে স্নান করে, তাহার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও নিম্ন সপ্তপুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। শত শত, সহস্র সহস্র ব্যক্তি গঙ্গা দর্শন, তাঁহার জল স্পর্শ, তাঁহাকে ধ্যান ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। যাহারা জন্মান্ধ এবং যাহারা মৃগ বা পশুর তুল্য, পাপনাশিনী গঙ্গাকে দর্শন করিতে তাহাদের সামর্থ্য নাই।

ইত্যেবং বিচার্য্য বারাণসীং গতো বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা প্রয়াগে পুনর্মাঘস্নানং বিধায় স্বনগরাভিমুখমগচ্ছৎ, মার্গে নগরমেকমাসীৎ। তত্র নগরে শাপ-ভ্রষ্টা সুরাঙ্গনা কাচিৎ রাজ্যং করোতি, তস্যা ভর্ত্তা নাস্তি। তত্র লক্ষ্মী-নারায়ণস্য মহান্ প্রাসাদোঽস্তি। তত্র বিবাহমণ্ডপঃ কৃতোঽস্তি। তত্র দেবতাপ্রাসাদদ্বারে মহতি লৌহপাত্রে তৈলং তপ্যতে, তত্র নিযুক্তাঃ পুরুষা দেশান্তরাগতানেবং বদন্তি, যদি কশ্চিৎ সত্ত্বাধিকোঽস্মিন্ সন্তপ্তৈলমধ্যে পতিষ্যতি, তস্যেয়ং মন্মথসঞ্জীবনী-নাম্নী অপ্সরা কণ্ঠে মালামর্পয়িষ্যতি।

বসুমিত্রোঽপি সর্ব্বং পশ্যন্ স্বনগরং যযৌ। সর্ব্বৈর্ব্বন্ধুভিঃ সহ সন্দর্শনং জাতম্। ক্ষেমেণ আগত ইতি সর্ব্বেষাং আনন্দোঽভূৎ। প্রভাতে রাজমন্দিরং গতঃ রাজানং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞে গঙ্গোদকং বিশ্বেশ্বরপ্রসাদঞ্চ দত্ত্বোপবিষ্টঃ।

ততো রাজ্ঞা পৃষ্টঃ, ভো বসুমিত্র! ক্ষেমেণ তীর্থযাত্রা কৃতা?

বসুমিত্র মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বারণসীধামে গমন করিলেন; তথায় বিশ্বেশ্বর দর্শন পূর্ব্বক পুনরায় প্রয়াগধামে মাঘস্নান করিয়া আপনার নগরা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একটি নগর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। একটি শাপভ্রষ্টা সুরবালা সেই নগরের অধীশ্বরী; তাঁহার পতি বিদ্যমান নাই। তিনি অবিবাহিতা, (সুতরাং তিনিই রাজ্যশাসন করেন)। বসুমিত্র দেখিলেন, তথায় লক্ষ্মীনারায়ণের এক বিশাল মন্দির এবং একটি বিবাহমণ্ডপ নির্ম্মিত রহিয়াছে। অট্টালিকার দ্বারদেশে একটি বৃহৎ লৌহপাত্রে তৈল তপ্ত হইতেছে। যে সকল ব্যক্তি তথায় কার্য্যে নিযুক্ত আছে, দেশান্তরাগত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহারা বলিতেছে, 'যে কোন মহাসারবান্ ব্যক্তি এই তপ্ত তৈলভাণ্ডে নিপতিত হইতে সমর্থ হইবেন, এই মন্মথসঞ্জীবনী-নাম্নী অপ্সরা তাঁহারই গলদেশে মাল্য প্রদান করিবে।'

বসুমিত্র এই সকল নেত্রগোচর করিয়া নিজ নগরে প্রত্যাগত হইলেন; বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; তিনি নির্ব্বিঘ্নে দেশে প্রত্যাগত হওয়াতে সকলেরই আনন্দ জন্মিল। প্রাতঃকালে তিনি রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজাকে দর্শন পূর্ব্বক গঙ্গোদক ও বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ দিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসুমিত্র! নির্ব্বিঘ্নে তীর্থযাত্রা সমাধা হই

জৈনোক্তং, ভো স্বামিন্! তব প্রসাদাৎ তীর্থযাত্রাং বিধায় ক্ষেমেণ সমাগতোঽস্মি। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশান্তরগতেন কিমপূর্ব্বং দৃষ্টম্? বসুমিত্রেণ সুরাঙ্গনাতপ্ততৈলবৃত্তান্তঃ কথিতঃ। ততো রাজা তেন সহ তৎস্থানে গতঃ। তত্র স্নানং বিধায় লক্ষ্মীনারায়ণং নত্বা চ তপ্ততৈলমধ্যে পপাত। তত্রত্যৈর্জনৈর্হাহাকারঃ কৃতঃ। তদা রাজশরীরং মাংসপিণ্ডাকারমভূৎ। তচ্ছ্রুত্বা মন্মথসঞ্জীবনী অমৃতমানীয় মাংসপিণ্ডস্যাভিষেকমকরোৎ। ততো রাজা দিব্যরূপধরঃ পুরুষো জাতঃ। ততো মন্মথসঞ্জীবনী যাবদ্রাজকণ্ঠে মালামর্পয়তি, তাবদ্রাজ্ঞা ভণিতা, ভো মন্মথসঞ্জীবনি! যদি ত্বং মদীয়া ভবসি, তর্হি মদ্বচঃ শৃণু। তয়োক্তং, ভো স্বামিন্! নিরূপ্যতাম্, সর্ব্বথা ভবদ্বচনং করিষ্যাম্যেব। রাজ্ঞোক্তম্, যদি মদ্বচনং করিষ্যসি, তর্হি মৎপুরোহিতং বৃণীষ। তয়াপি তথাস্তু ইত্যুক্ত্বা পুরোহিতকণ্ঠে মালাং নিক্ষিপ্য বিবাহমকরোৎ। অথ রাজা স্বনগরং গতঃ।

য়াছে ত?" বসুমিত্র কহিলেন, "স্বামিন্! আপনার প্রসাদে তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করিয়া কুশলে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেশান্তরে গিয়া কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি?' বসুমিত্র (পূর্ব্বদৃষ্ট) সুরবালা ও তপ্ততৈলের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন রাজা তাঁহার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। তথায় স্নান ও লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণামপূর্ব্বক সেই তপ্ততৈলমধ্যে নিপতিত হইলেন। তখন তথাকার সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। রাজার দেহ পিণ্ডীভূত হইয়া পড়িল। এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক মন্মথসঞ্জীবনী অমৃত আনয়ন করিয়া সেই মাংসপিণ্ডের উপর প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা দিব্যরূপধারী পুরুষরূপে উত্থিত হইলেন। তখন মন্মথসঞ্জীবনী যেমন রাজার গলদেশে বরমাল্যপ্রদানে উদ্যত হইলেন, অমনি রাজা বলিলেন, 'হে মন্মথসঞ্জীবনি! যদি তুমি আমার অধীন হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর।' মন্মথসঞ্জীবনী কহিলেন, 'প্রভো! বলুন, আপনার আদেশ আমি অবশ্য প্রতিপালন করিব।' রাজা কহিলেন, 'যদি আমার আদেশ পালন করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার এই পুরোহিতকে পতিত্বে বরণ কর।' মন্মথসঞ্জীবনী 'তথাস্তু' বলিয়া পুরোহিতের কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। [illegible] নিজপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ত্বয্যেবং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে পঞ্চদশোপাখ্যানম্ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোপাখ্যানম্।

—০ঃ০—

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্! বিক্রমার্কো রাজা দিগ্বিজয়ার্থং নির্গত্য পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরদিশো বিদিশশ্চ পরিভ্রম্য, তত্রত্যান্ নৃপতীন্ পাদতলাক্রান্তান্ বিধায়, তৈঃ সমর্পিতমন্যৈরনাস্বাদিতবস্তুজাতং গৃহীত্বা, পুনস্তান্ স্বপদে সংস্থাপ্য, নিজনগরং প্রতি সমাগতঃ। অথ নগরপ্রবেশ-সময়ে দৈবজ্ঞেনোক্তম্, ভো দেব! দিনচতুষ্টয়ং নগরপ্রবেশো মুহূর্ত্তো নাস্তি। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা গ্রামাদ্বহিরেব স্থিতঃ। উদ্যানবনে পটমণ্ডপান্ কারয়িত্বা তত্রৈব দিনচতুষ্টয়ং নেতুমুপক্রান্তবান্।

পুত্তলিকা এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ধৈর্য্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পুনরায় অন্য (ষোড়শ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর সমস্ত দিগ্বিদিক্ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সেই সেই দিকের নরপতিদিগকে নিজ পদতলাশ্রিত করিলেন এবং সেই সকল রাজগণদত্ত অনাস্বাদিতপূর্ব্ব দ্রব্যসম্ভার লইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে স্থাপন পূর্ব্বক নিজ নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যখন তিনি নগরপ্রবেশ করেন, সেই সময়ে দৈবজ্ঞ কহিল, 'হে দেব! চারি দিন পর্য্যন্ত নগরপ্রবেশের শুভমুহূর্ত্ত নাই।' তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা নগরের বহির্ভাগেই অবস্থিতি করিলেন। উদ্যানমধ্যে পটমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া চারিদিন সেই স্থানেই অতিবাহিত হইল।

তস্মিন্ সময়ে ঋতুরাজো বসন্তঃ সমাগতঃ। অথ বসন্তবিলাসং দৃষ্ট্বা সুমন্ত্রির্মন্ত্রী রাজসমীপমাগত্যোক্তবান্, ভো রাজন্! ঋতুরাজো বসন্তঃ সমায়াতঃ, অদ্য বসন্তপূজা কর্ত্তব্যা। তস্মিন্ পূজিতে সর্ব্বেঽপি তব প্রসন্না ভবিষ্যন্তি। সর্ব্বোঽপি সুখী ভবিষ্যতি। সর্ব্বস্যাপ্যরিষ্টস্য শান্তির্ভবিষ্যতি।

তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা তথাস্ত্বিত্যঙ্গীকৃত্য বসন্তপূজাসম্পাদনে তমেবাদিদেশ। তদনন্তরং স মন্ত্রী সুমনোহরং সভামণ্ডপং কারয়িত্বা বেদশাস্ত্রসম্পন্নান্ ব্রাহ্মণান্ গীতবাদ্যাভিজ্ঞান্ ভরতান্ ইতরকলাকুশলা নর্ত্তকীঃ সমাহ্বয়ত। তথা দীনান্ধবধিরপঙ্গুকুব্জাদয়শ্চ স্বয়মেবাগতাঃ। তত্র সভামণ্ডপে নবরত্নখচিতং সিংহাসনং স্থাপিতম্। লক্ষ্মীনারায়ণপ্রতিমাদ্বয়ং প্রতিষ্ঠিতম্; পূজার্থং কুঙ্কুমকর্পূরকস্তূরিকাচন্দনাগুরুপ্রভৃতীনি সুগন্ধদ্রব্যাণি জাতীযূথিকামল্লিকাকুন্দশতপত্রমদনচম্পক-কেতকীপ্রভৃতীনি সমানীতানি। এবংবিধানেন রাজা স্বয়ং নারায়ণস্য স্নপনাদি ষোড়শোপচারং কারয়িত্বা

ইত্যবসরে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল। বসন্তের শোভা দেখিয়া সুমন্ত্রিনামক মন্ত্রী রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'রাজন্! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত, অদ্য বসন্তের পূজা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার পূজা করিলে সকলেই আপনার প্রতি প্রসন্ন হইবে, সকল ব্যক্তিই সুখী হইবে, সর্ব্বপ্রকার অরিষ্টের শান্তি হইবে।'

মন্ত্রীর বাক্য-শ্রবণে রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং বসন্ত-পূজা-সম্পাদনের জন্য আদেশ দিলেন। অনন্তর মন্ত্রী মনোহর সভামণ্ডপ রচনা করিয়া বেদশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণবৃন্দ, গীতবাদ্য-বিশারদ গায়কগণ ও ইতরকলায় অভিজ্ঞ নর্ত্তকীগণকে আহ্বান করিলেন; দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ প্রভৃতি সকলেও সমাগত হইল। সভামণ্ডপে নবরত্নখচিত সিংহাসন স্থাপিত এবং লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পূজা-সম্পাদনার্থ কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তূরী, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্য, আর জাতী, যূথিকা, মল্লিকা, কুন্দ, শতপত্র, মদন, চম্পক, কেতকী ইত্যাদি পুষ্পসম্ভারও আনীত হইল। রাজা বিধানানুসারে নারায়ণের স্নপন ও ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণাদি কলাবিদ্যাকুশল ব্যক্তিদিগকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সম্মানিত করিলেন। তৎপরে গায়কেরা বসন্তরাগ আলাপ

ব্রাহ্মণাদিকলাকুশলজনান্ বস্ত্রাদিনা সম্ভাবিতবান্। তদনন্তরং গায়কাঃ বসন্তরাগালাপং কৃত্বা বসন্তং জগুঃ। ততো রাজা তেষাং বীটিকা দদৌ।

ততঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য—

কল্যাণদায়ি ভবতোঽস্তু পিনাকপাণেঃ, পাণিগ্রহে ভুজগকঙ্কণভূষিতায়াঃ।
সংভ্রান্তদৃষ্টি সহসৈব নমঃ শিবায়েত্যর্দ্ধোক্তলজ্জিতনতং মুখমম্বিকায়াঃ॥

ইত্যাশিষঃ প্রযুজ্য বদতি, ভো রাজন্! বিজ্ঞপ্তিরস্তি। রাজ্ঞোক্তং, নিবেদয়। ব্রাহ্মণেনোক্তং, অহং নন্দিবর্দ্ধননগরবাসী ব্রাহ্মণঃ। মমাষ্টৌ পুত্রাঃ জাতাঃ, কন্যা নাস্তি। ততঃ সভার্য্যেণ ময়া জগদম্বিকায়াঃ পুরতঃ এবং সঙ্কল্পঃ কৃতঃ, ভো অম্বিকে! মম কন্যা যদি ভবিষ্যতি, তদা তাং তব নাম ধারয়িষ্যামি। অন্যচ্চ, কন্যায়া তুলিতং স্বুবর্ণং দাস্যামি; কন্যাং চ কস্মৈচিৎ বৈদিকবরায় দাস্যামীতি। তর্হি তস্য বিবাহকালো বর্ত্ততে, একাদশস্থানে গুরুর্বর্ত্ততে। পুনরাগামিবৎসরে কর্ত্তুং নায়াতি। অতো ময়া কন্যয়া তুলিতং স্বুবর্ণং দাতুমিচ্ছামি। অন্যঃ কশ্চিদ্বিক্রমং বিনা রাজা ভূমণ্ডলে নাস্তি ইতি ত্বদন্তিকং সমাগতোঽস্মি।

করিয়া বসন্তগুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। রাজা সকলকে বীটিকা (তাম্বূল) প্রদান করিলেন।

ইত্যবসরে এক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া "শূলপাণির পাণিগ্রহণসময়ে সর্পকঙ্কণভূষিতা পার্ব্বতীর সহসা 'নমঃ শিবায়' এই অর্দ্ধোক্তিসম্পন্ন লজ্জাবনত বদনমণ্ডল আপনার মঙ্গলপ্রদ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, 'রাজন্! আমার একটি নিবেদনীয় আছে।'. রাজা কহিলেন, 'বলুন।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, নন্দিবর্দ্ধন নগরে আমার বাস। আমার আটটি পুত্র; কিন্তু কন্যা ছিল না। আমি সস্ত্রীক জগদম্বার অগ্রে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, অম্বিকে! যদি আমার কন্যা জন্মে, তাহা হইলে আপনার নামে তাহার নাম রাখিব, অধিকন্তু কন্যার দেহ-পরিমিত স্বর্ণ দান করিব, কন্যাটিকেও কোন বৈদিক বরে সম্প্রদান করিব।' (তৎপরে আমার কন্যা জন্মে,) এখন সেই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত, একাদশ স্থানে গুরু বিদ্যমান, আগামী বর্ষে বিবাহ হইতে পারে না। আমি সেই কন্যার দেহপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে ইচ্ছা করি। ভূমণ্ডলে রাজা বিক্রমাদিত্য ভিন্ন আর তেমন দাতা নাই বিবেচনায় আপনার নিকট উপস্থিত [illegible]

রাজ্ঞোক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ! সাধু সমনুষ্ঠিতং ত্বয়া, তব যাবতা ধনেন কার্য্যং ভবতি,তাবদ্ধনং গৃহাণেতি ভাণ্ডারিকমাহূয়োক্তবান্,ভো ভাণ্ডারিক! অস্মৈ ব্রাহ্মণায় এতৎকন্যাতুলিতং স্বুবর্ণং দেহি। পুনরপ্যষ্টবর্গার্দ্ধমষ্টকোটি স্বুবর্ণং পৃথগ্দীয়তাম্। ততস্তেনাজ্ঞপ্তো ভাণ্ডারিকস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তাবৎ স্বুবর্ণং দদৌ। ব্রাহ্মণোঽপ্যতিসন্তুষ্টঃ সন্ কন্যয়া সহ নিজস্থানমগাৎ। রাজাপি শুভে মুহূর্ত্তে পুরং প্রবিবেশ।

অথ পুত্তলিকাব্রবীৎ, দেব! ত্বয়ি ঔদার্য্যমেবং চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে ষোড়শোপাখ্যানম্ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোপাখ্যানম্।

—০:❀:০—

পুনরন্যা পুত্তলিকাবদৎ, শৃণু রাজন্! ঔদার্য্যে বিক্রমসদৃশো নাসীৎ, তেন ঔদার্য্যগুণেন ত্রিভুবনে তস্য কীর্ত্তির্বিস্তারং গতা, সর্ব্বোঽপ্যর্থিজন-

---

রাজা কহিলেন, "হে বিপ্র! আপনি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন, আপনার যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক, তাহা গ্রহণ করুণ।" এই বলিয়া রাজা ভাণ্ডারিককে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাণ্ডারিক! এই ব্রাহ্মণকে ইহাঁর কন্যার দেহপরিমিত স্বর্ণ প্রদান কর; তদ্ব্যতীত আরও অষ্টবর্গার্দ্ধ অষ্টকোটি স্বর্ণ দেও।" আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র ভাণ্ডারিক ব্রাহ্মণকে সেই পরিমাণ ধন প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া কন্যা সমভিব্যাহারে নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন। রাজাও শুভমুহূর্ত্তে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পুত্তলিকা কহিল, 'হে দেব! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' ভোজরাজ মৌনভাবে রহিলেন।

পুনর্ব্বার অন্য (সপ্তদশ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্, শ্রবণ করুন! ঔদার্য্যগুণে [illegible]

স্তমেব রাজানং স্তৌতি। সর্ব্বদা স্বস্তিবচনং দাতৃণামেব প্রীত্যৈ ভবতি ন তু শূরাণাম্। উক্তঞ্চ—

দাতৃণামেব সংপ্রীত্যৈ স্বস্তিবাচো ধনার্থিনাম্।
শূরাণাং হি প্রহারায় রসিতং রণদুন্দুভিঃ॥

বীর্য্যধৈর্য্যজ্ঞানানুষ্ঠানাদয়ো গুণাঃ সর্ব্বেষামেব ভবন্তি, ন তু ত্যাগগুণঃ।

মুহ্যন্তি পশবঃ সর্ব্বে পঠন্তি চ শুকাদয়ঃ।
দদাতি কোঽপি দানং যঃ স শূরঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
কেচিৎ স্বভাববীরা হি দয়াবীরাশ্চ কেচন।
তে সর্ব্বে দানবীরস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
ত্যাগ এক গুণঃ শ্লাঘ্যঃ কিমন্যৈর্গুণরাশিভিঃ।
ত্যাগাদেব হি পূজ্যন্তে পশুপাষাণপাদপাঃ॥
ত্যাগো গুণো গুণশতাধিকো হি মতো মে,
বিদ্যাপি ভূষয়তি তং যদি তত্র কিং ব্রবীমি।
শৌর্য্যঞ্চ নাম যদি তত্র নমোঽস্তু তস্মৈ,
তচ্চ ত্রয়ং ন চ মদোঽপ্যতিবিক্রমে যৎ॥

এতচ্চতুষ্টয়ং তস্মিন্ বিক্রমার্কে সদা আসীৎ।

কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল; সকল প্রার্থীরা আসিয়াই তাঁহার স্তুতিবাদ করিত। বস্তুতঃ স্বস্তিবাচন দাতৃগণেরই প্রীতির কারণ হইয়া থাকে; শূরগণের নহে। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—প্রার্থিগণের স্বস্তিবাচন দাতৃবৃন্দের প্রীতির হেতু হয় আর প্রহারার্থ রণদুন্দুভিনাদ শূরগণের প্রীতির কারণ হইয়া থাকে। বীরত্ব, ধৈর্য্য, জ্ঞানানুষ্ঠান প্রভৃতি গুণরাজি সকলের হয় বটে, কিন্তু দানগুণ সকলের হয় না। পশুরা গুণে বিমুগ্ধ হয়, শুকপক্ষীরা দেবনাম উচ্চারণ করে, কিন্তু যে ব্যক্তি দাতা, সেই ব্যক্তিই শূর ও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। কেহ কেহ স্বাভাবিক বীর, কেহ কেহ দয়াবীর, কিন্তু কেহই দানবীরের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্য নহেন। অন্য গুণ-রাশিতে কি ফল? একমাত্র দানগুণই শ্লাঘনীয়। দানগুণের প্রভাবে পশু ও প্রস্তর-বৃক্ষাদিও পূজিত হয়। আমার বিবেচনায় শত শত গুণ অপেক্ষা বদান্যতা শ্রেষ্ঠ। তাহার উপর যদি আবার বিদ্যা-বিমণ্ডিত হয়, তবে আর কথা কি?

একদা পরমণ্ডলস্য কস্যচিদ্রাজ্ঞঃ পুরতঃ কেনচিৎ স্তুতিপাঠকেন বিক্রমার্কস্য গুণাবলী পঠিতা। তেন রাজ্ঞা তাং শ্রুত্বা মনসি স্পর্দ্ধাং বিধায় স্তুতিপাঠকং প্রতি উক্তম্, ভো বন্দিন্! কিমর্থমেতে সর্ব্বে স্তুতিপাঠকাঃ বিক্রমমেব রাজানং স্তুবন্তি, কিমন্যো রাজা নাস্তি? বন্দিনোক্তম্, ভো রাজন্! ত্যাগে উপকারে সাহসে শৌর্য্যে তেন সদৃশো রাজা ত্রিভুবনেঽপি নাস্তি। পরোপকারকরণে স্বদেহেঽপি মমত্বং নাসীৎ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স রাজা অহমপি পরোপকারং করিষ্যামীতি মনসি বিচার্য্য কঞ্চন যোগিনমাহূয় অবাদীৎ, ভো যোগিন্! পরোপকারকরণার্থং প্রতিদিনং নবং দ্রব্যং যথা ভবতি, তথা কশ্চিদুপায়োঽস্তি ন বা? যোগিনোক্তম্, ভো রাজন্! কিমপি নাস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, অস্তি চেৎ তমুপায়ং মমাগ্রে নিবেদয়, অহং তং সাধয়ামি। যোগিনোক্তম্, কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিবসে চতুঃষষ্টিযোগিনীচক্রং পূজনীয়ম্। তৎপুরতো মন্ত্রপুরশ্চরণং বিধায় দশাংশ-হোমঃ কর্ত্তব্যঃ।

তিনটি গুণ বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমান ছিল, তাহার উপর আবার মদগর্ব্ব ছিল না; সুতরাং তাঁহাতে এই গুণচতুষ্টয় বিদ্যমান ছিল।

একদা অপর কোন মণ্ডলেশ্বর রাজার সম্মুখে এক স্তুতিপাঠক বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী কীর্ত্তন করিল। তাহা শুনিয়া সেই রাজার মনে স্পর্দ্ধার সঞ্চার হইল তিনি স্তুতিপাঠককে কহিলেন, 'বন্দিন্! এই সকল স্তুতিপাঠকেরা সর্ব্বদা বিক্রমাদিত্যের গুণকীর্ত্তন করে কেন? অন্য কোন রাজা কি নাই?' বন্দী কহিল 'রাজন্! দান, পরোপকার, সাহস, শৌর্য্য—এই সকল বিষয়ে বিক্রমাদিত্যের সদৃশ ত্রিভুবনে কেহ নাই। পরোপকারার্থ নিজ দেহেও তাঁহার মমত্ব ছিল না। বন্দীর এই কথা শুনিয়া রাজা 'আমিও পরোপকার করিব' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া এক যোগীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, 'যোগিন্! পরোপকারকরণার্থ প্রত্যহ যাহাতে নূতন নূতন বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমার নিকট তাহার উপায় বলুন, আমি সেই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিব।' যোগী কহিলেন, 'সেরূপ উপায় কিছুই নাই।' রাজা পুনরায় বলিলেন, 'যদি কিছু থাকে বলুন, আমি তাহাই সাধন করিব।' যোগী বলিলেন, "কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন চতুঃষষ্টি যোগিনীচক্রের পূজা করুন। তদনন্তর মন্ত্রপুরশ্চরণ করিয়া দশাংশ হোম [illegible] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। হোমান্তে পূর্ণাহুতির জন্য নিজদেহ [illegible] করুন যে

হোমাবসানে পূর্ণাহুতিনিমিত্তং স্বশরীরমেবাগ্নৌ হোতব্যম্। ততো যোগিনীচক্রং প্রসন্নং ভূত্বা রাজ্ঞে নবং শরীরং দত্ত্বা ভণতি, রাজন্! বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মাতরঃ! যদি প্রসন্না ভবন্তি, তর্হি মম গৃহে সপ্ত মহাঘটাঃ সন্তি, তান্ প্রতিদিনং সুবর্ণপূর্ণান্ কুর্ব্বন্তু। তাভিরেবমুক্তম্, ত্বমেবং মাসত্রয়ং প্রতিদিনং স্বশরীরমগ্নৌ হোষ্যসি চেৎ, তথা বয়ং করিষ্যামঃ। রাজাপি তথেত্যুক্ত্বা প্রতিদিনং স্বশরীরমগ্নৌ জুহোতি।

একদা বিক্রমার্কো রাজা ইমাং বার্ত্তাং শ্রুত্বা তৎস্থানং সমাগত্য পূর্ণাহুতিসময়ে স্বয়মেবাগ্নৌ পপাত। ততো যোগিনীভিঃ পরস্পরং ভণিতং, অস্য তদন্তরমাংসঃ অতীব স্বাদুতরঃ বিদ্যতে,অস্য হৃদয়ং মহাসারমস্তি। ইতি পুনস্তমুজ্জীব্য ভণিতম্, ভো মহাসত্ত্ব! কো ভবান্? তব শরীরত্যাগে কিং প্রয়োজনম্? তেনোক্তম্, ময়া পরোপকারার্থং শরীরমগ্নৌ হুতম্। যোগিনীভির্ভণিতং, তর্হি বয়ং প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, যদি মম প্রসন্না ভবন্তি,অতস্তর্হি অয়ং রাজা মরণাৎ প্রতিদিনং মহাকষ্টং প্রাপ্নোতি,

---

প্রদান পূর্ব্বক বলিবেন, 'রাজন্! বর প্রার্থনা কর।' আপনি কহিবেন, 'হে মাতৃগণ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার গৃহে যে সাতটি বৃহৎ কুম্ভ আছে, প্রত্যহ তাহা স্বর্ণপূর্ণ করিয়া দিউন।' যোগিনীচক্র কহিবেন, 'যদি তিন মাস পর্য্যন্ত অগ্নিতে আপনার দেহ আহুতি দিতে পার, তাহা হইলে আমরা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি'।" তখন রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া সকল অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রত্যহ অগ্নিতে আপনার দেহ আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা বিক্রমাদিত্য রাজা এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ণাহুতি-প্রদানকালে নিজে বহ্নিমধ্যে নিপতিত হইলেন। তখন যোগিনীচক্র পরস্পর কহিলেন, 'অদ্য অপরের দেহের মাংস বলিয়া প্রতীতি হইতেছে; (প্রত্যহ যাহার মাংস আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা নহে) ইহা অধিকতর সুস্বাদু; ইহার হৃদয়ে মহাসার বিদ্যমান।' এই বলিয়া বিক্রমাদিত্যকে পুনর্জীবিত করি[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাসত্ত্ব! তুমি কে? তোমার দেহত্যাগে প্রয়োজন কি[illegible] বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 'আমি পরোপকারার্থ অগ্নিতে আত্মশরীর আহু[illegible] দিতেছি।' যোগিনীরা কহিলেন, 'আমরা প্রসন্ন হইলাম, তুমি বর প্রার্থনা কর[illegible] বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 'যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এ[illegible] রাজা প্রত্যহ যে মৃত্যুজন্য মহাক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহার প্রতিবিধান কর[illegible]

তৎ নিবারণীয়ম্,অস্য সপ্তমহাঘটাঃ নিত্যং সুবর্ণেন পূরণীয়াঃ। যোগিনীভি-র্ভণিতম্, তথা করিষ্যাম ইত্যঙ্গীকৃত্য রাজ্ঞো মরণং নিবারিতম্। ঘটাশ্চ সুবর্ণেন পূরিতাঃ। অথ রাজা নিজনগরং প্রত্যাগতঃ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং পরোপকারো ধৈর্য্যং দয়া চ বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে সপ্তদশোপাখ্যানম্ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোপাখ্যানম্।

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি। ভো রাজন্! বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনং অধ্যাসিতব্যম্। রাজ্ঞোক্তম্,নীতিমার্গঃ কথং কথ্যতাম্।

পুত্তলিকাহ, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। মণিপুরে গোবিন্দশর্ম্মা ব্রাহ্মণঃ

এবং ইঁহার গৃহস্থিত সপ্ত কুম্ভ প্রত্যহ স্বর্ণপূর্ণ হউক্।' 'তথাস্তু' বলিয়া যোগিনীরা অঙ্গীকার পূর্ব্বক সেই রাজার মৃত্যু নিবারণ করিলেন; কুম্ভগুলিও সুবর্ণে পরিপূর্ণ হইল। রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই কাহিনী বর্ণন করিয়া পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার, ধৈর্য্য ও দয়াগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

পুনরায় ভোজরাজ যেমন সিংহাসনে উপবেশনের উদ্যম করিলেন, অমনি অন্য (অষ্টাদশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যদি আপনাতে ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা বলিলেন, 'নীতিমার্গ কিরূপ, (বিক্রমাদিত্য কিরূপ নীতির অনুগামী ছিলেন,) তাহা কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! শ্রবণ করুন। মণিপুরে গোবিন্দশর্ম্মা নামে নীতিশাস্ত্রবিশারদ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে যখন নীতিশা

সকলনীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ স্বপুত্রায় নীতিশাস্ত্রং কথয়তি। তদা ময়াপি নীতিশাস্ত্রং শ্রুতম্। তৎ তুভ্যং নিবেদয়ামি। রাজ্ঞোক্তং, নিরূপয়।

পুত্তলিকয়োক্তম্, শ্রূয়তাং রাজন্! বুদ্ধিমতা পুরুষেণ দুর্জ্জনৈঃ সহ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ, যতোঽনর্থপরম্পরায়া হেতুর্ভবতি। উক্তঞ্চ—

দুর্জ্জনসঙ্গতিরনর্থপরম্পরায়া, হেতুঃ সতামধিগতং বচনীয়মত্র।
লঙ্কেশ্বরো হরতি দাশরথেঃ কলত্রং, প্রাপ্নোতি বন্ধমথ দক্ষিণসিন্ধুরাজঃ।

অপি চ—

অপনয়তি বিনয়মনয়ং ঘনয়তি যশঃ সততমযশসঃ।
নিরয়ং চয়তি তরসা পুংসামসতাং সমাগমো জগতি॥

সজ্জনানাং সঙ্গো বিধেয়ঃ। লোকে সৎসঙ্গাৎ পরো লাভো নাস্তি, যতো মহানন্দাদয়ো গুণা জায়ন্তে। উক্তঞ্চ—

কন্দলয়ত্যানন্দং নিন্দতি মন্দানিলেন্দুচন্দনম্।
মদয়তি মন্দভাবং সন্ধত্তে সম্পদোঽপি সৎসঙ্গঃ॥

অন্যচ্চ।—কেনাপি বৈরং ন কর্ত্তব্যম্, পরেষাং সন্তাপো ন করণীয়ঃ।

উপদেশ দেন, তখন আমিও তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম; তাহাই আপনার নিকট বর্ণন করিব।" রাজা বলিলেন, 'তাহাই কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুর্জ্জনের সহিত সংসর্গ করিবে না, কেন না, তাহাতে অনর্থপরম্পরার হেতু ঘটে। শাস্ত্রেও কথিত আছে, দুর্জ্জনের সংসর্গ অনর্থপরম্পরার হেতু এবং তাহাতে সাধু ব্যক্তির নিন্দা হয়। দেখ, লঙ্কাধিপতি রাবণ দাশরথির পত্নীকে হরণ করিল, কিন্তু দক্ষিণ-সাগরপতি বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন। আরও দেখ, অসতের সংসর্গ সর্ব্বদা বিনয় ও যশ নষ্ট করে, দুর্নীতি ও অযশকে ঘনীভূত করিয়া থাকে এবং নরকসঞ্চয় করিয়া দেয়; সুতরাং সাধুসংসর্গই কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ আর নাই; যেহেতু, তাহা হইতে মহান্ আনন্দাদি গুণের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রেও কথিত আছে, সাধুসঙ্গ হর্ষ উৎপাদন করে; মন্দ মন্দ বায়ু, চন্দ্র ও চন্দন অপেক্ষাও [illegible] মনোহর ভাব আনয়ন করে, মন্দ ভাব দূর করিয়া সম্পদের উৎপত্তি করিয়া দেয়। আরও দেখ, কাহারও সহিত শত্রুতা করা উচিত নহে, বিনা দোষে ভৃত্য-দিগের দণ্ডবিধান করিবে না, গুরুতর দোষ না দেখিলে স্ত্রীজাতিকে [illegible]

অনপরাধতো ভৃত্যা ন দণ্ডনীয়াঃ, মহাদোষং বিনা স্ত্রী ন ত্যাজ্যা; যতো নরকভাগ্‌ভবতি। উক্তঞ্চ—

আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং সুরূপাং শীলমণ্ডনাম্।
যোঽদৃষ্টদোষাং ত্যজতি সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ॥

লক্ষ্মী স্থিরেতি ন মন্তব্যা বারীব চঞ্চলা। উক্তঞ্চ—

অনুভব দদতু বিত্তং মান্যান্ মানয় সজ্জনান্ ভজত।
অতিপরুষপবনবিলুলিতদীপশিখেব চঞ্চলা লক্ষ্মীঃ॥

ন স্ত্রিয়ৈ গুহ্যবচনং নিবেদনীয়ম্। ভবিষ্যচ্চিন্তা ন কার্য্যা। বৈরিণামপি হিতমেব কথনীয়ম্। নিত্যং দানাধ্যয়নাদি বিনা দিবসং ন যাপয়েৎ। পিত্রোঃ সেবা কর্ত্তব্যা। চৌরৈঃ সহ সম্ভাষণং ন কর্ত্তব্যম্। সর্ব্বদা নিষ্ঠুরমুত্তরং ন বাচ্যম্। অল্পনিমিত্তং ন বহু করণীয়ম্। উক্তঞ্চ—

ন স্বল্পস্য কৃতে ভূরি নাশয়েন্মতিমান্ নরঃ।
এতদেব হি পাণ্ডিত্যং যৎ স্বল্পাদ্ভূরিরক্ষণম্॥

আর্ত্তায় দানং কর্ত্তব্যম্। ধর্ম্মস্থানে মনসা কর্ম্মণা বাচা পরোপকারঃ কর্ত্তব্যঃ। এতৎ সামান্যং পুরুষাণাং নীতিশাস্ত্রমুদ্দিষ্টম্। স বিক্রমো রাজা স্বভাবত এব নীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ।

করিতে নাই; কারণ, তাহা করিলে নরকগামী হইতে হয়। শাস্ত্রে আরও কথিত আছে যে, যে নারী আদেশ প্রতিপালন করে, যে রূপবতী, গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ও সচ্চরিত্রা, বিনা দোষে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অক্ষয় নরকবাস ঘটে। কমলা অচঞ্চলা থাকেন, ইহা বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য; বস্তুতঃ তিনি জলবিম্ববৎ চপলা। শাস্ত্রের উক্তি আছে, ধন বিতরণ কর, মাননীয় ব্যক্তির সম্মাননা কর এবং সাধুদিগের সংসর্গ কর; কেন না, মহাবেগবান্ বায়ু দ্বারা কম্পিত দীপশিখার ন্যায় কমলা নিরন্তর চপলা। নারীজাতির নিকট গুপ্তকথা প্রকাশ করিবে না, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে নাই, শত্রুর নিকটও হিতকথা ব্যক্ত করিবে, দান ও অধ্যয়নাদি ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে দিন কাটাইবে না, অল্পের জন্য বহু আড়ম্বর করিবে না স্বল্প অপেক্ষা অধিকতর রক্ষা করাই পাণ্ডিত্য, আর্ত্তজনকে দান করিবে, ধর্ম্ম বিবেচনায় বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা পরের উপকার করিবে। নীতিশাস্ত্রে সাধারণতঃ এই সকল উল্লিখিত আছে। বিক্রমাদিত্য রাজা স্বভাবতঃ নীতিশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন

এবং কালে গচ্ছতি একদা কশ্চিৎ বৈদেশিকো রাজানং দৃষ্ট্বা উপবিষ্টঃ। ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো দেবদত্ত! তব নিবাসঃ কুত্র? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! অহং বৈদেশিকঃ, মম কোঽপি নিবাসো নাস্তি। সর্ব্বদা পরিভ্রমণমেব করোমি।

রাজ্ঞোক্তম্, পৃথিবীং ভ্রমতা ত্বয়া কিং কিমপূর্ব্বং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! মহদেকং আশ্চর্য্যং দৃষ্টম্। রাজ্ঞোক্তম্, কিং দৃষ্টম্। তেনোক্তম্, উদয়াচলপর্ব্বতে আদিত্যস্য মহান্ প্রাসাদোঽস্তি। তত্র গঙ্গা বহতি। গঙ্গাতটাকে পাপবিনাশনং নাম শিবালয়মস্তি। তত্র গঙ্গা-প্রবাহাৎ কশ্চিৎ সুবর্ণস্তম্ভো নির্গচ্ছতি। তস্যোপরি নবরত্নখচিতং সিংহা-সনমস্তি। স সুবর্ণস্তম্ভঃ সূর্য্যোদয়াদুপরি পূর্ণবৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। মধ্যাহ্নে সূর্য্যমণ্ডলং প্রাপ্নোতি। ততঃ সূর্য্যো যাবদস্তং প্রাপ্নোতি, তাবৎ স্বয়মেব উত্তীর্ণো গঙ্গাপ্রবাহে মজ্জতি। প্রতিদিনমেবং তত্র ভবতি। এতন্মহ-দাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টম্।

রাজা বিক্রমোঽপি তচ্ছ্রুত্বা তেন সহ তৎস্থানং গতো রাত্রৌ নিদ্রাং

এই প্রকারে কিছুদিন অতীত হইলে একদা এক বিদেশী ব্যক্তি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবদত্ত!. তোমার নিবাস কোথায়?' সেই ব্যক্তি কহিল, 'রাজন্! আমি বিদেশী, আমার (নির্দ্দিষ্ট) বাসস্থান কোথাও নাই, আমি সর্ব্বদা পর্য্যটন করিয়া বেড়াই।'

রাজা কহিলেন, "পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া তুমি কি কি অপূর্ব্ব দেখিয়াছ?" সে ব্যক্তি কহিল, 'রাজন্, একটি মহৎ আশ্চর্য্য দেখিয়াছি।' রাজা কহিলেন, 'কি দেখিয়াছ?' বিদেশী কহিল, 'উদয়াচলে সূর্য্যদেবের বিশাল মন্দির আছে। তথায় জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছেন। গঙ্গাতীরে পাপবিনাশন নামে একটি শিবমন্দির আছে। সেই স্থানে গঙ্গাপ্রবাহ হইতে একটি সুবর্ণস্তম্ভ নির্গত হয়। সেই স্তম্ভের উপর নবরত্নখচিত একখানি সিংহাসন আছে। সূর্য্যোদয়ের পর হইতে সেই স্বর্ণস্তম্ভ পূর্ণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; মধ্যাহ্নসময়ে আদিত্যমণ্ডল প্রাপ্ত হয়; পরে যখন সূর্য্য অস্তগমন করেন, তখন সেই স্বর্ণস্তম্ভ পুনরায় নিম্নেই গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়। প্রত্যহই তথায় এইরূপ হইতেছে। আমি এই মহদাশ্চর্য্য দেখিয়াছি।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই [illegible]

গতঃ। প্রভাতসময়ে যাবত্নূদয়ো ভবতি, তাবদ্‌গঙ্গাপ্রবাহাৎ রত্নসিংহাসন-যুক্তো হেমস্তম্ভো নির্গতঃ। তস্মিন্ সময়ে স্তম্ভে রাজা স্বয়মুপবিষ্টঃ স্তম্ভোঽপি সূর্য্যমণ্ডলং প্রতি গন্তুং প্রবৃত্তঃ। যাবৎ সূর্য্যসমীপং গচ্ছতি, তাবদগ্নিকণা-সদৃশৈঃ সূর্য্যকিরণৈঃ রাজশরীরং মাংসপিণ্ডাকারমভূৎ। ততঃ পিণ্ডরূপেণ সূর্য্যমণ্ডলং প্রাপ্য,—

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎ-প্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে, বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥

ইত্যেবং নমশ্চকার।

সূর্য্যঃ স্তম্ভমমৃতেনাভ্যসিঞ্চত। রাজা দিব্যশরীরো জাতঃ। সূর্য্যে-ণোক্তম্, ভো রাজন্! ত্বং মহাসত্ত্বাধিকোঽসি, এতন্মণ্ডলং সর্ব্বস্যাপ্যগম্যং, তত্র ত্বং প্রাপ্তোঽসি, তর্হি অহং প্রসন্নোঽস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজা বদতি, কিং মত্তোঽধিকঃ পরোঽস্তি? যন্মুনীনামপ্যগম্যং তব স্থানং,তদহং প্রাপ্তঃ। তব প্রসাদাৎ সর্ব্বমপ্যর্থজাতমস্তি। তদ্‌বচনেনাপ্যতিসন্তুষ্টঃ সূর্য্যো নব

রাত্রিকালে নিদ্রিত হইলেন। প্রভাতকালে যেমন সূর্য্যোদয় হইল, অমনি (দেখ গেল,) গঙ্গাপ্রবাহ হইতে একটি রত্নসিংহাসনযুক্ত স্বর্ণস্তম্ভ নির্গত হইল। তখন রাজ বিক্রমাদিত্য সেই স্তম্ভের উপর নিজে উপবিষ্ট হইলেন; স্তম্ভও সূর্য্যমণ্ডলে গম করিতে লাগিল। যখন স্তম্ভ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন অগ্নিকণাতুল্য সূর্য্য তেজে রাজার দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হইল। সেই পিণ্ডাকারেই তিনি সূর্য্যমণ্ডে উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া আদিত্যদেবকে নমস্কার করিলেন—'জগতের সবিত (প্রসবকর্ত্তা বা উৎপাদক), জগতের একমাত্র নেত্রস্বরূপ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি সংহারের কারণ,ত্রয়ীময়, ত্রিগুণাত্মক, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপী আদিত্যদেবকে নমস্কার।

তখন সূর্য্যদেব অমৃত দ্বারা সেই স্তম্ভ অভিষিক্ত করিলেন; রাজাও দিব্যদেহ ধারী হইয়া উঠিলেন। সূর্য্য কহিলেন, 'রাজন্! তুমি মহাসারবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ; এই সূর্য্যমণ্ডল সকলেরই অগম্য, কিন্তু তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ অতএব আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম; তুমি বর গ্রহণ কর।' রাজা কহি লেন, 'মুনিগণও যে স্থানে আগমন করিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই স্থানে উপ স্থিত হইয়াছি; ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ আছে? (ইহা অপেক্ষা আর প্রার্থ নীয় বর কি হইতে পারে)? আপনার প্রসাদে সর্ব্বপ্রকার অর্থই আমার বি[illegible]

[illegible] আমার এই বাক্য শ্রবণ সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব নবরত্নখচিত নি[illegible]

রত্নখচিতে স্বকীয়ে কুণ্ডলে দত্ত্বা ভণতি, ভো রাজন্! এতৎ কুণ্ডলদ্বয়ং, প্রতিদিনমেকং সুবর্ণভারং প্রযচ্ছতি।

ততো রাজা কুণ্ডলদ্বয়ং গৃহীত্বা পুনঃ সূর্য্যং নমস্কৃত্য তস্মাদুত্তীর্য্য যাব-দুজ্জয়িনীং প্রতি আগচ্ছতি, তাবৎ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো মার্গে সমাগত্য—

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতা রোদসী,
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতঃ প্রাণাদিভির্ম্মৃগ্যতে,
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ॥

ইত্যাশীর্ব্বাদমুচ্চার্য্য ভণতি, ভো যজমান! অহং কুটুম্বী ব্রাহ্মণঃ, পরং দরিদ্রঃ, সর্ব্বত্র ভিক্ষাটনং করোমি, তথাপ্যুদরং ন পূরয়ামি।

তচ্ছ্রুত্বা রাজা কুণ্ডলদ্বয়ং তস্মৈ দত্ত্বা ভণতি, ভো ব্রাহ্মণ! এতৎ কুণ্ডলযুগং নিত্যং সুবর্ণভারমেকং তুভ্যং দাস্যতি। তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণোঽতি-সন্তুষ্টঃ রাজানং স্তুত্বা নিজস্থানং জগাম। রাজাপ্যুজ্জয়িনীমগাৎ।

কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! এই কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যহ এক এক ভার সুবর্ণ প্রদান করে।'

রাজা কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ ও পুনরায় সূর্য্যদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক তথা হইতে অব-তীর্ণ হইয়া যেমন উজ্জয়িনী অভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'বেদান্তশাস্ত্রে যিনি নিখিলজগদ্ব্যাপী অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া অভিহিত, ঈশ্বর শব্দ যাঁহাতে অনন্যগামী হইয়া অক্ষররূপে বিদ্যমান অর্থাৎ একমাত্র যিনি ঈশ্বরশব্দবাচ্য, আর কাহাকেও ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না, মুক্তিকামী ব্যক্তিরা প্রাণায়ামাদি দ্বারা যাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে নিয়মিত করেন, এবং সুদৃঢ় ও অটলা ভক্তি দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়, সেই মহেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে যাজ্ঞিক! আমি কুটুম্বী ব্রাহ্মণ (আমার অনেকগুলি পরিবার পোষ্য), কিন্তু আমি দরিদ্র; ভিক্ষা হেতু পর্য্যটন করি, কিন্তু উদর পূর্ণ হয় না।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বিপ্র! এই কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যহ তোমাকে এক এক ভার স্বর্ণ প্রদান করিবে।' এই কথা শ্রবণে ব্রাহ্মণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া রাজার স্তুতিবাদ পূর্ব্বক নিজ স্থানে গমন করিলেন;

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা অব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীং বভূব।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে অষ্টাদশোপাখ্যানম্॥ ১৮॥

ঊনবিংশোপাখ্যানম্।

—০✽০—

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকাবদৎ, ভো রাজন্! তব বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণা ভবন্তি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজ্ঞোক্তং, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তম্।

সা কথয়তি, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমে শাসতি সুমহতি ভূমণ্ডলে সর্ব্বোঽপি লোকঃ আনন্দপরিপূর্ণ আসীৎ। ব্রাহ্মণঃ ষট্কর্ম্মনিরতঃ, স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাঃ, শতায়ুষঃ পুরুষাঃ, সদাফলা বৃক্ষাঃ, কামবর্ষী পর্জ্জন্যঃ, মহী

পুত্তলিকা এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা মৌনভাবে রহিলেন।

পুনরায় রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশনের উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (ঊনবিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা কহিলেন, 'পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যগুণের বৃত্তান্ত বর্ণন কর।'

পুত্তলিকা বলিতে আরম্ভ করিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন এই বিশাল ভূমণ্ডল শাসন করেন, তখন সকল ব্যক্তিই আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণেরা ষট্কর্ম্মনিরত, স্ত্রীজাতি পতিব্রতা, মনুষ্য শতবর্ষজীবী, বৃক্ষসকল সর্ব্বদা [illegible] পরিপূর্ণা ছিল। সে সময়ে

সর্ব্বদা সম্পূর্ণা শস্যবতী, লোকানাং পাপাদ্ভয়ম্, অতিথীনাং পূজা, জীবেষু দয়া, গুরূণাং সেবা, সর্ব্বদা দানম্ ; এবং প্রজাসু বৃত্তিরাসীৎ।

অথ একদা বিক্রমঃ সিংহাসনে উপবিষ্টোঽভূৎ ; তত্র সভায়ামুপবিষ্টাঃ কীদৃগ্বিধাঃ সামন্তরাজকুমারাঃ কেচিৎ স্তুতিপাঠকৈঃ স্ববংশাবলীঃ পাঠয়ন্তি। কেচনোদ্ধতাঃ স্বভুজবলং স্বয়মেব স্তুবন্তি। কেচন ষড়্বিংশদণ্ডায়ুধসাধনাভিজ্ঞাঃ শ্মশ্রুলা যুবানঃ অন্যোঽন্যং হসন্তি। কেচন শরণাগতপরিপাপালনপ্রবণাঃ। একে পরত্র বিষয়ে সাধনাঃ। কেচন ধর্ম্মসংগ্রহকারিণঃ। এবংবিধাঃ রাজকুমারাঃ। তদা কশ্চিৎ পাপর্দ্ধিঃ সমাগত্য রাজানং প্রণম্যাবদৎ, ভো দেব, অরণ্যমধ্যে অঞ্জনপর্ব্বতাকারো মহান্ বরাহঃ সমাগতোঽস্তি। তং দেবঃ সমাগত্য পশ্যতু।

তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা কুমারৈঃ সহ বনং গত্বা তদীতটাকে স্থিতনিকুঞ্জান্তর্গতং বরাহমপশ্যৎ। ততঃ বরাহো বীরাণাং কোলাহলং শ্রুত্বা তস্মান্নিকুঞ্জান্নির্গতঃ। তদনন্তরং সর্বৈব রাজকুমারৈঃ সহ মহৎ স্বহস্তকৌশলং

লোকে পাপ হইতে ভীত হইত, অতিথির পূজা করিত, জীবের প্রতি সকলেরই দয়া ছিল, সকলেই গুরুসেবা ও সর্ব্বদা দান করিত এবং সকল প্রজামধ্যেই সদ্বৃত্তি অধিষ্ঠিত ছিল।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, সেই সভায় নানাবিধ সামন্তরাজপুত্রেরা উপবিষ্ট হইয়া কেহ কেহ আপনাদিগের বংশাবলীর স্তুতিবাদ পাঠ করাইতেছেন, কোন কোন উদ্ধতচরিত্র রাজপুত্রেরা আপন আপন বাহুবলের প্রশংসা করিতেছেন, ষড়্বিংশদণ্ডসাধনে অভিজ্ঞ শ্মশ্রুধারী কোন কোন রাজপুত্র পরস্পর পরস্পরকে উপহাস করিতেছেন ; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রিতপালনে নিবিষ্টচিত্ত, কেহ কেহ পারলৌকিক সাধনে অনুরক্ত, কেহ কেহ বা ধর্ম্মোপার্জ্জনে অনুরাগী। এই প্রকারে তাঁহারা উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে একজন মৃগয়াকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া রাজাকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিল, 'দেব! অরণ্যমধ্যে এক মহাকায় বরাহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; তাহার আকার অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় ; আপনি আসুন, তাহাকে দেখিবেন।'

এই কথা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য কুমারগণের সহিত বনমধ্যে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, নদীতীরস্থ নিকুঞ্জবনমধ্যে সেই বরাহ অবস্থিতি করিতেছে। বীরবৃন্দের কোলাহল শুনিয়া সেই বরাহ [illegible] হইতে বহির্গত হইল। [illegible]

দর্শয়তঃ বিক্রমস্য ষড়্‌বিংশায়ুধানি অগণয়ন্ পর্ব্বতান্তর্গতকন্দরং বিবেশ। রাজাপি তস্য পৃষ্ঠতো লগ্নঃ পর্ব্বতমগমৎ। তত্র কাঞ্চনং বিলদ্বারং দৃষ্ট্বা স্বয়মেব বিলদ্বারং প্রবিষ্টো মহত্যন্ধকারে কিয়ন্তং দূরং গতঃ উত্তরত্র মহান্ প্রকাশোঽভূৎ। ততঃ কিয়দ্দূরে সুবর্ণময়প্রাকারং শুভ্রং অভ্রংলিহপ্রাসাদ-বিশিষ্টং নগরমেকমপশ্যৎ। তত্র চ দেবালয়োপবনাদিভিরলঙ্কৃত-সমস্ত-বস্তু-পরিপূর্ণ-বিপণিভূষিতং ধনিকলোকসমাকীর্ণং নানাবিলাসিজনসেব্য-মানং বিলাসিনীজনমতিমনোহরমপশ্যৎ। তত্র গত্বা বিপণিমধ্যে যাবৎ প্রবিশতি, তাবদতীবমনোহরমণ্ডপযুতং রাজভবনমপশ্যৎ। অত্র বিরোচন-সুতো বলিঃ রাজ্যং করোতি।

রাজা রাজভবনে প্রবিষ্ট এব বলিনা ঝটিতি সমাগত্য আলিঙ্গিতঃ অতিরমণীয়ে সিংহাসনে চ সমুপবেশিতঃ পৃষ্টশ্চ, ভো স্বামিন্! ভবতঃ কুতঃ সমাগতিঃ? বিক্রমেণোক্তং, অহং ভবৎসন্দর্শনার্থং সমাগতোঽস্মি।

বিক্রমাদিত্য রাজপুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার ষড়্‌বিংশতিপ্রকার অস্ত্র-সহায়ে হস্তকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক বরাহকে প্রহার করিলেন; কিন্তু বরাহ সেই সকল অস্ত্রাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া গিরিগুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতকন্দরে প্রবেশ করিলেন। রাজা তথায় স্বর্ণময় বিলদ্বার দেখিয়া নিজে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, ঘোর অন্ধকার; সেই অন্ধকারে কিছুদূর গমন করিলে এক জ্যোতির্ম্ময় স্থান তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আর কিছুদূর গমন করিয়া দেখিলেন, স্বর্ণপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত শুভ্রবর্ণ গগনস্পর্শী অট্টালিকাশোভিত একটি নগর বিদ্যমান রহিয়াছে। নানাবিধ দেবমন্দির ও উপবন দ্বারা সেই নগরী সুশোভিত; তথায় সমস্ত দ্রব্যই বিদ্যমান; বিলাসী ও বিলাসিনীরা বিদ্যমান থাকাতে সেই নগরী রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা যখন একটি বিপণিমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, তখন নিরতিশয় রমণীয় মণ্ডপবিশিষ্ট একটি রাজভবন তাঁহার নয়নগোচর হইল। বিরোচননন্দন বলী তথায় রাজ্যশাসন করিতেছেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র বলিরাজ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া [illegible] আপনি কোন স্থান হইতে আসিয়াছেন?" বিক্র-

বলিঃ রাজানং ভণতি, অদ্য মম সন্ততিঃ পবিত্রীভূতা সফলা জাতা। বহুনা পুণ্যোদয়েন ভবতোঽস্মাকং গৃহে আগতিঃ সংবৃত্তা।

অদ্য মে বহুকালেন শ্লাঘনীয়মভূদিদম্।
যস্মাৎ পাদাম্বুজস্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং গৃহম্॥

বিক্রমেণোক্তম্, ভো রাজন্! ত্বং পবিত্রীভূতান্তঃকরণঃ, তবৈব জন্ম শ্লাঘ্যম্। যতঃ সাক্ষাদ্বৈকুণ্ঠাধিপো নারায়ণস্তব মন্দিরে সদা বিরাজিতঃ।

অথ বলিনোক্তম্, স্বামিন্! কিমাগমনকারণম্? বিক্রমেণোক্তম্, ভো দানবেন্দ্র! অহং ভবদ্দর্শনার্থং এব সমাগতোঽস্মি, নান্যৎ কারণম্। অথ বলিনোক্তম্, যদি ময়ি মৈত্রীং বিধায় স্বামিনা সমাগতং, তর্হি ময়ি কৃপাং কৃত্বা কিমপি বস্তু ত্বয়া যাচনীয়ম্। বিক্রমেণোক্তম্, মম কিমপি ন্যূনং নাস্তি, অহমপি তব প্রসাদাৎ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণোঽস্মি। বলিনোক্তম্, ভো স্বামিন্! ভবতো ন্যূনমিতি ন ময়োচ্যতে, কিন্তু মৈত্রীং উদ্দিশ্য দদামি; যতো বুধা এবং মিত্রলক্ষণং বদন্তি। উক্তঞ্চ—

মাদিত্য কহিলেন, 'আপনাকে দর্শনার্থ আমি উপস্থিত হইয়াছি।' বলী কহিলেন, অদ্য আমার বংশ পবিত্র ও সফল হইল। বহু পুণ্যফলে আমার গৃহে আপনার আগমন হইয়াছে। যখন আমার গৃহে আপনার পাদপদ্মস্পর্শরূপ অনুগ্রহ হইয়াছে, তখন বহুকালের পর এই গৃহ শ্লাঘনীয় হইল।'

বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 'রাজন্! আপনার হৃদয় পবিত্র; আপনার জন্মই শ্লাঘনীয়। প্রত্যক্ষ বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ আপনার গৃহে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।'

বলী কহিলেন, 'প্রভো! আপনার আগমনের কারণ কি?' বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 'হে দানবেন্দ্র! আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই আমি আগমন করিয়াছি; অন্য কারণ কিছুই নাই।' বলী কহিলেন, 'যদি আমার সহিত সৌহার্দ্দ-স্থাপনের জন্য আপনার আগমন হইয়া থাকে, তবে কৃপা করিয়া কোন দ্রব্য প্রার্থনা করুন।' বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 'আমার কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই, আপনার প্রসাদে সকল দ্রব্যই আমার গৃহে পরিপূর্ণ আছে।' বলী কহিলেন, "স্বামিন্! আপনার কোন দ্রব্যের অভাব আছে, এ কথা আমি বলিতেছি না;. সৌহার্দ্দ নিবন্ধনই আমি আপনাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু, ইহাকেই পণ্ডিতগণ মিত্রলক্ষণ বলিয়া থাকেন। আরও কথিত আছে—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥
নোপকারং বিনা প্রীতিঃ কদাচিৎ কস্য জায়তে।
উপযাচিতদানেন যথা দেবা হ্যভীষ্টদাঃ॥
অন্যত্র—পুত্রাদপি প্রিয়তমং নিয়তে হি দানে,
মেনে পশোরপি বিবেকবিবর্জ্জিতস্য।
দত্তং খলেঽপি নিখিলং খলু বৈ ন দগ্ধং,
নিত্যং দদাতি মহিষী খলু চানপত্যা॥

এবং ভণিত্বা তেন বিক্রমায় রাজ্ঞে রসায়নং রসশ্চ দত্তঃ।

ততো রাজা তস্মাদনুজ্ঞাং প্রাপ্য বিলনির্গতোঽশ্বমারুহ্য যাবদ্রাজমার্গে সমায়াতি, তাবৎ মহদ্দৈন্যযুতো দরিদ্রঃ পীড়িতঃ সপুত্রঃ কশ্চিৎ বৃদ্ধব্রাহ্মণঃ সমাগত্য—

কঠিনতরদামবেষ্টনরেখাসন্দেহদায়িনো যস্য।
বিলসন্তি বলিবিভাগাঃ স পাতু দামোদরো ভবন্তম্‌॥

দান, প্রতিগ্রহ, গুপ্তকথা প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, আহার ও আহারীয় প্রদান এই ছয়টিই প্রণয়ের চিহ্ন। উপকার ব্যতীত কদাচ কাহার সহিত প্রণয় জন্মে না; উপযাচক হইয়া দান করিলে দেবগণও অভীষ্ট প্রদান করেন। আরও কথিত আছে,—সর্ব্বদা দান করিলে বিবেকবিহীন পশুরাও পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তম হয়; খল ব্যক্তিকে দান করিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না; দেখ, অনপত্যা মহিষীও প্রত্যহ দুগ্ধ দান করিয়া থাকে।' বলিরাজা বিক্রমাদিত্যকে এই কথা বলিয়া রস ও রসায়ন এই দুইটি দ্রব্য প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য বলিরাজের অনুমতি লইয়া গহ্বর হইতে বিনির্গত হইলেন। তিনি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক যেমন রাজপথে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি মহাদৈন্যযুক্ত একটি দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সপুত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন, 'সুকঠিন রজ্জুরেখা যাহাতে সংশয়ের উৎপাদন করে, যাঁহার দেহে সেই [illegible]ভাগ সকল সুশোভিত, সেই দামোদর আপনাকে রক্ষা করুন।' [illegible]। আমি অত্যন্ত

ইত্যাশিষমুক্ত্বা ভণতি, ভো যজমান! অহং অত্যন্তদরিদ্রঃ পীড়িতঃ বহুকুটুম্বো ব্রাহ্মণঃ, অস্য সকুটুম্বস্য মম কিমপি ভোজনপর্য্যাপ্তং ধনং দেহি, মহত্যা ক্ষুধা পীড়িতা বয়ম্।

রাজা ভণিতম্, ভো ব্রাহ্মণ! ইদানীং মম হস্তে কিমপি ধনং নাস্তি, পরং রসশ্চ রসায়নঞ্চেতি বস্তুদ্বয়মস্তি। অনেন রসসম্পর্কেণ সপ্ত ধাতবঃ সুবর্ণাদয়ো ভবন্তি। ইমং রসায়নং যস্তু সেবতে, জরামরণরহিতো ভবিষ্যতি; উভয়োর্ম্মধ্যে একং গৃহাণ।

তদা পিত্রা উক্তম্, যেন রসায়নসেবনেন জরামরণরহিতো ভবিষ্যামি, তদ্দীয়তাম্। পুত্রেণোক্তম্, কিং ক্রিয়তে রসায়নেন? জরামরণরহিতেনাপি পুনর্দ্দারিদ্র্যমেবানুভবিতব্যম্। যেন রসেন সম্পর্কে সতি সুবর্ণং ভবতি, স গ্রাহ্যঃ; ইত্যুভয়োর্বিবাদো জাতঃ। ততো রাজা উভয়োর্বিবাদং শ্রুত্বা রসং রসায়নঞ্চ তাভ্যাং দদৌ। ততঃ ব্রাহ্মণঃ রাজানং স্তুত্বা নিজনিলয়ং গতঃ। রাজাপি নিজভবনমগমৎ।

দরিদ্র ও পীড়িত ব্রাহ্মণ; আমার অনেকগুলি পরিবার; যাহাতে সপরিবার আমি পর্য্যাপ্ত ভোজন প্রাপ্ত হই, আপনি সেইরূপ ধন প্রদান করুন; আমরা দারুণ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি।'

রাজা কহিলেন, 'বিপ্র! আমার হস্তে এখন কিছুমাত্র অর্থ নাই, কেবল এই রস ও রসায়ন দুইটি দ্রব্য আছে। এই রসের সংযোগে সপ্তধাতু সুবর্ণে পরিণত হয় আর এই রসায়ন যে ব্যক্তি সেবন করে, সে জরামৃত্যু-রহিত হইয়া থাকে; এই দুইটির মধ্যে (যেটি তোমার ইচ্ছা) একটি গ্রহণ কর।'

তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'যে রসায়নসেবনে জরামৃত্যুরহিত হওয়া যায়, তাহাই প্রদান করুন।' বৃদ্ধের পুত্র কহিল, 'রসায়ন লইয়া কি আবশ্যক? জরামৃত্যুরহিত হইলেও পুনরায় দারিদ্র্যভোগ করিতে হইবে। যে রসসংযোগে অন্যান্য ধাতু সুবর্ণে পরিণত হয়, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' এইরূপে পিতা-পুত্র উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য উভয়ের এইরূপ বাদবিতর্ক শ্রবণ করিয়া রস ও রসায়ন দুইটিই তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতিবাদ করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন; রাজাও নিজ নগরে যাত্রা করিলেন।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকাব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্য মৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে উনবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ১৯ ॥

বিংশোপাখ্যানম্।

—:*:—

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবেষ্টুং উপক্রমতে, তাবদন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তাদয়ঃ সন্তি, তদা সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজাবদৎ, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তাদীন্।

পুত্তলিকা বদতি, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমো রাজা ষণ্মাসং রাজ্যং করোতি, ষণ্মাসং দেশান্তরে গচ্ছতি। একদা দেশান্তরগতো নানাদেশান্ পরিভ্রম্য পদ্মালয়ং নাম নগরমগমৎ। তস্য নগরস্য বহিরুদ্যানে অতিবিমলোদকং সরোবরং দৃষ্ট্বা তত্রোদকপানং কৃত্বা উপবিষ্টঃ। ততো-

---

এই কথা কীর্ত্তন করিয়া পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে উপবেশনের উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (বিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা কহিলেন, 'পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।'

তখন পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য ছয়মাস রাজ্য-শাসন ও ছয়মাস দেশপর্য্যটন করিতেন। একদা তিনি দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পদ্মালয়-নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরের বহির্ভাগস্থ উদ্যানে স্বচ্ছজলপূর্ণ একটি সরোবর ছিল; তদ্দর্শনে রাজা সেই জল পান করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অন্যান্য কতকগুলি বিদেশী

যতোঽন্যেপি কেচন বৈদেশিকাঃ সমাগত্য জলপানং বিধায়োপবিষ্টাঃ স্পরং গোষ্ঠীঃ কুর্ব্বন্তি। অহো! অস্মাভিরনেকা দেশা দৃষ্টা, বহূনি র্থস্থানানি দৃষ্টানি, অতিদুর্গমাঃ কৈরপ্যনধিগম্যাঃ পর্ব্বতা আরূঢ়াঃ, পর-কুত্রাপি মহাপুরুষদর্শনং নাভূৎ। অন্যেন ভণিতং, কথং মহাপুরুষ-নং ভবিষ্যতি। যত্র মহাসিদ্ধোঽস্তি, তত্র গন্তুমশক্যম্। যতঃ মার্গো-দুর্গমঃ, মধ্যে অনেকবিঘ্নাঃ সম্ভবন্তি, দেহস্য নাশো ভবতি। যেনোদ্যম প্রথমমাত্রৈব বিনাশনং প্রাপ্নোতি, তস্য ফলং কো বা অনুভবিষ্যতি? ঃ কারণাৎ বুদ্ধিমতা প্রথমমেব আত্মা রক্ষণীয়ঃ। উক্তঞ্চ—

পুনর্দারাঃ পুনর্বিত্তং পুনঃ ক্ষেত্রং তথৈব চ।
পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম শরীরং ন পুনঃ পুনঃ॥

তস্মাৎ বুদ্ধিমতা পুরুষেণ অকার্য্যাণি ন কর্ত্তব্যাণি। তথা চোক্তম্—

ব্যসনানি দুরন্তানি সম্যগ্‌ব্যয়ফলানি চ।
অশক্যানি চ কার্য্যাণি নারভেত বিচক্ষণঃ

তথা চ—পর্ব্বতং বিষমং ঘোরং বহুব্যালসমাকুলম্।
নারোহেত নরঃ প্রাজ্ঞঃ সংশয়েঽপি কদাচন॥

সিয়া সেই জল পান ও তথায় উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত ল। তাহারা বলিল, 'অহো! আমরা অনেক দেশ ও বহুসংখ্য তীর্থক্ষেত্র খয়াছি, অন্যের অগম্য অতি দুর্গম পর্ব্বতেও আরোহণ করিয়াছি; কিন্তু াপি মহাপুরুষের দর্শনলাভ হইল না।' (এই কথা শুনিয়া) অন্য এক ব্যক্তি ল, 'মহাপুরুষদর্শন হইবে কি প্রকারে? মহাসিদ্ধপুরুষ যেখানে থাকেন, য় গমন করা অসাধ্য। কারণ, পথ অতি দুর্গম, পথিমধ্যে বিঘ্নও অনেক বার সম্ভব, এমন কি, প্রাণ বিনষ্টও হইতে পারে। যে উদ্যমে প্রথমে আত্ম-শের সম্ভব, তাহার ফল কে অনুভব করিতে পারে? এই কারণে অগ্রে াকে রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—ধন, স্ত্রী, ভূমি, শুভ কর্ম্ম একবার নষ্ট হইলে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। অতএব অকার্য্য (অসাধ্যকার্য্যে উদ্যম) । বুদ্ধিমান্‌গণের কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রেও লিখিত আছে,—ব্যসন দুরন্ত, সম্যক্‌ ব্যয় না করিলে সেই ব্যসনরূপ দুষ্কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না: সুতরাং অসাধ্য কার্য্য

রাজাপি তস্য এবং বচনং শ্রুত্বা ভণতি, অহো বৈদেশিক! কিমেব-মুচ্যতে? যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং সাহসং চ ক্রিয়তে, তাবদেব সকলং কার্য্যং দুর্লভং ন ভবতি। উক্তঞ্চ—

দুষ্প্রাপ্যাণি চ বস্তূনি লভ্যন্তে বাঞ্ছিতানি চ।
পুরুষৈঃ সংশয়ারূঢ়ৈরলসৈর্ন কদাচন॥

তথা চ—কদাচিদেতি নভসঃ খাতে জলন্তু পাতালাৎ।
দৈবমচিন্ত্যং বলবৎ বলবানিহ সাহসী ভবতি॥
ক্লেশস্যাগমমদত্ত্বা ন লভ্যতে সুখস্থানম্।
মধুভিন্মথনায়াসৈর্লব্ধা চিরেণ লক্ষ্মীঃ॥
তস্য ন হি কিমপি স্যাৎ বিষ্ণোর্নৃসিংহাকারস্য।
নিদ্রাং যো ভজতে মাসাশ্চতুর উদধৌ স্থিতঃ॥
দুরধিগমঃ পরভাগো যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং ন কৃতম্।
হরতি তুলাধিরূঢ়ো ভাস্বান্ স্বজলদপটলানি॥

প্রবৃত্ত হওয়া বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে।' আরও দেখ, পর্ব্বতপ্রদেশ বিষম ও ঘোরতর, তথায় অসংখ্য হিংস্র জন্তু বাস করে; সুতরাং সেরূপ সংশয়স্থলে আরোহণ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'হে বৈদেশিক! এরূপ কথা বলিতেছ কেন? মানুষ যদি পৌরুষ ও সাহস প্রদর্শন করে, তাহা হইলে কোন কার্য্যই দুঃসাধ্য হয় না। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—মানুষ সাহস করিলে বাঞ্ছিত দুষ্প্রাপ্য বস্তুও লাভ করিতে পারে; কিন্তু যাহারা সন্দিগ্ধচিত্ত ও অলস, তাহাদের তাহা লাভ হয় না। আরও দেখ, আকাশ হইতে কদাচিৎ জল আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু পাতালগর্ভ হইতে নিঃসন্দেহ জল আইসে। দৈব অচিন্তনীয় ও বলবৎ। ইহসংসারে সাহসী ব্যক্তিই বলিষ্ঠ; বিনা ক্লেশে সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। দেখ, নারায়ণ সাগরমন্থনের কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। নৃসিংহরূপী জনার্দ্দন কোন্ কর্ম্ম না সিদ্ধ করিয়াছেন? কিন্তু আবার তিনি নিজে যে সময়ে চারি মাস সাগরগর্ভে নিদ্রিত থাকেন, তখন কোন কর্ম্মই করেন না; সুতরাং আলস্য সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। যতদিন মানুষ পৌরুষ প্রদর্শন না করে, ততদিন সৌভাগ্যলাভ কঠিন। সূর্য্যদেব তুলারাশিতে আরূঢ় হইয়া মেঘ-জাল হরণ করেন।'

এতদ্রাজবচনং শ্রুত্বা তেন উক্তং, ভো মহাসত্ত্ব! কিং কার্য্যং কথয়।
জ্ঞোক্তম্, অস্মাৎ স্থানাৎ দ্বাদশযোজনপর্য্যন্তং যদি গম্যতে, তর্হি তত্র
ারণ্যমধ্যে বিষমঃ কশ্চিৎ পর্ব্বতোঽস্তি, ত্রিকালনাথো নাম যোগীশ্বরো
ষ্যতে চ। যদি তস্য দর্শনং ক্রিয়তে, তর্হি স সর্ব্বং বাঞ্ছিতমর্থং দদাতি।
ং তত্র গচ্ছামি। তৈরুক্তম্, বয়মপি গমিষ্যামঃ। রাজ্ঞোক্তম্, সুখেন
গচ্ছ।

ততস্তে রাজ্ঞা সহ নির্গতা মহারণ্যমার্গমতিবিষমং দৃষ্ট্বা রাজানং
াচুঃ, ভো মহাসত্ত্ব! কিয়দ্দূরে পর্ব্বতোঽস্তি? রাজ্ঞোক্তম্, ইত অষ্ট-
জনাৎ বিদ্যতে,তর্হি বয়ং গমিষ্যামো যদ্যপি কিয়দ্দূরমস্তি মার্গোঽপ্যতি-
মঃ, ইতি ব্রুবন্তঃ ষড়্যোজনানি গত্বা পুরতো যাবদ্‌গচ্ছন্তি, তাবন্মহা-
লবদনঃ বিষাগ্নিমুদ্বমন্ অতিভয়ঙ্করঃ কশ্চিৎ সর্পঃ মার্গমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
ঽপি তং সর্পং দৃষ্ট্বা সভয়ং পলায়াঞ্চক্রুঃ। রাজা পুনরপি মার্গং গন্তুং
ত্তঃ। অথ সর্পঃ সমাগত্য রাজানং বেষ্টয়িত্বা সমদশৎ। ততঃ স

রাজার এই কথা শুনিয়া সেই বৈদেশিক কহিল, 'হে মহাসত্ত্ব! আপনি এখন
করিবেন, তাহা বলুন।' রাজা কহিলেন, 'এই স্থান হইতে দ্বাদশ যোজন পথ
ক্রম করিলে, মহারণ্যমধ্যে একটি বিষম-পর্ব্বত দৃষ্ট হয়; তথায় ত্রিকালনাথ
ম এক যোগিশ্রেষ্ঠ অবস্থিতি করেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সর্ব্বপ্রকার
ষ্ট সিদ্ধ হয়। আমি তথায় গমন করিব।' বিদেশীরা কহিল, "আমরাও
ব।" রাজা কহিলেন, "স্বচ্ছন্দে আইস।"

অনন্তর সকলে রাজার সহিত তথা হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিতে করিতে
মহারণ্যপথ-দর্শনে রাজাকে কহিল, 'হে মহাসত্ত্ব! সে পর্ব্বত কত দূর?'
কহিলেন, 'এ স্থান হইতে আট যোজন দূরে সেই পর্ব্বত; যদিও কিছু দূর,
দুর্গম, তথাপি আমরা তথায় যাইব।' এই কথা বলিয়া সকলে ছয় যোজন
অতিক্রম করিলে দেখিল, অতি ভয়ঙ্কর এক সর্প পথরোধ করিয়া অবস্থিত
াছে; তাহার মুখ মহাকালের বদনের ন্যায়; সেই মুখ হইতে বিষাগ্নি
র্ণ হইতেছে। সেই সর্পদর্শনে সকলেই ভয়ে পলায়ন করিল; কিন্তু রাজা
মাদিত্য সেই পথেই গমন করিতে লাগিলেন। তখন সর্প সম্মুখে উপস্থিত
া রাজাকে বেষ্টন করিয়া...

বিষবৎ শরীরং বস্ত্রখণ্ডেন আবেষ্ট্য দুর্গমং পর্ব্বতমারুহ্য ত্রিকালনাথং যোগিনং দৃষ্ট্বা নমশ্চকার। যোগিসন্দর্শনমাত্রেণ সর্পস্তং ত্যক্ত্বা গতঃ, রাজাপি নির্বিষো বভূব।

যোগিনোক্তম্, ভো মহাসত্ত্ব! মহাপ্রমাদভূয়িষ্ঠমেবমমানুষং স্থানং, অতিকষ্টেন কিমর্থমাগতোঽসি? রাজ্ঞোক্তম্ ভো স্বামিন্! অহং তব সন্দর্শনার্থং আগতোঽস্মি। যোগিনোক্তম্, মহৎ কষ্টমনুভূতং খলু ত্বয়া। রাজ্ঞোক্তম্, কিমপি নাস্তি, ভবৎসন্দর্শনমাত্রেণ সকলমপি পাতকং গতম্। কষ্টং কৃত্বা অদ্যাহং ধন্যোঽস্মি,যতো মহতাং দর্শনমতীব দুর্ল্লভম্। অন্যচ্চ—

যাবৎ শরীরং সুদৃঢ়ং যাবৎ সন্তীন্দ্রিয়াণি চ।
তাবদেব চ কর্ত্তব্যং পুরুষৈর্হি হিতং সদা॥

তথা চোক্তম্—

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমখিলং যাবজ্জরা দূরতো,
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্,
উদ্দীপ্তে ভবনে চ কূপখননে প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

আবৃত করিয়া সেই দুর্গম পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন এবং ত্রিকালনাথ যোগীকে দর্শন ও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। যোগীর দর্শনমাত্র সর্প তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল; রাজাও বিষমুক্ত হইলেন।

তখন যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাসত্ত্ব! এই স্থান মনুষ্যের অগম্য ও মহাপ্রমাদসঙ্কুল; তুমি এত কষ্ট করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ কেন?' রাজা কহিলেন, 'প্রভো! আপনাকে দর্শনার্থ আমি আসিয়াছি।' যোগী কহিলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।' রাজা কহিলেন, 'কিছুই কষ্ট হয় নাই, আপনাকে দর্শন করিয়া আমার সকল পাপ দূর হইল; ক্লেশ স্বীকার করিয়া (আসিয়া) অদ্য আমি ধন্য হইলাম। যেহেতু, মহদ্ব্যক্তির দর্শন অতীব দুর্লভ। যতক্ষণ দেহ সুদৃঢ় ও ইন্দ্রিয়সকল সবল থাকে, ততক্ষণ হিতসাধন করাই মানুষের কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—যতক্ষণ শরীর সুস্থ থাকে, জরা নিকটবর্ত্তিনী না হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ বিনাশ না পায়, এবং যতক্ষণ পরমায়ু ক্ষয় না হয়,ততক্ষণ কল্যাণ-লাভে যত্নবান্ হওয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যখন গৃহ অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া

ততঃ প্রসন্নেন যোগিনা ঘুটিকা যোগদণ্ডঃ কন্থা চ দত্তা। উক্তঞ্চ, ভো রাজন্! অনয়া ঘুটিকয়া ভূমৌ যাবত্যো রেখা লিখ্যন্তে, তাবন্তি যোজনানি একস্মিন্ দিনে গন্তুং শক্যন্তে। এনং যোগদণ্ডং দক্ষিণহস্তে ধৃত্বা স্পর্শতে যদি, তর্হি মৃতসৈন্যং সঞ্জীবিতং ভূত্বা উত্তিষ্ঠতি। বামহস্তে ধৃত্বা স্পর্শতে যদি, তদা সর্ব্বস্যাপি বিপক্ষস্য সৈন্যনাশো ভবতি। ইমং কন্থাপি ঈপ্সিতবস্তূনি প্রযচ্ছতি।

রাজ্ঞাপি তৎ ত্রয়ং গৃহীত্বা যোগিনং নমস্কৃত্য অনুজ্ঞাং লব্ধ্বা যাবদ্‌গম্যতে, তাবদ্রাজমার্গে কশ্চিদ্রাজকুমারঃ সম্মুখে অগ্নিং সংস্থাপ্য কাষ্ঠানি সঞ্চিনোতি। রাজা তমপৃচ্ছৎ, ভো সৌম্য! কিমেবং ক্রিয়তে? তেনোক্তম্, অহং কশ্চিদ্রাজকুমারঃ, মম রাজ্যং দায়াদৈরপহৃতম্। দরিদ্রোঽহং জীবনং ধারয়িতুমক্ষমঃ সন্ অগ্নৌ প্রবেশং কর্ত্তুং কাষ্ঠানি সঞ্চিনোমি। ততো রাজা তস্যাভয়ং দত্ত্বা ঘুটিকাং যোগদণ্ডং কন্থাঞ্চ দদৌ, তেষাং গুণানপি অকথয়ৎ। তদনন্তরং অতিসন্তুষ্টো রাজকুমারো রাজানং প্রণম্য স্বদেশমগমৎ। বিক্রমোঽপি উজ্জয়িনীমগাৎ।

অনন্তর যোগিরাজ প্রসন্ন হইয়া রাজাকে একটি ঘুটিকা, একটি যোগদণ্ড ও একখানি কন্থা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, 'রাজন্! এই ঘুটিকা দ্বারা ভূতলে যে কয়টি রেখা অঙ্কিত করিবেন, এক দিবসের মধ্যে তত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হইবেন। এই যোগদণ্ডটি দক্ষিণ হস্তে লইয়া মৃত সৈন্যের গাত্রে স্পর্শ করিবামাত্র তাহারা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে আর যদি বাম হস্তে লইয়া স্পর্শ করেন, তবে বিপক্ষের সমস্ত সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই কন্থাখানিও অভীপ্সিত সকল দ্রব্য প্রদান করিতে পারে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য সেই তিনটি দ্রব্য লইয়া যোগীকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, একটি রাজপুত্র সম্মুখে অগ্নি জ্বালিয়া কাষ্ঠসঞ্চয় করিতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য! এ কি করিতেছ?' রাজপুত্র কহিলেন, 'আমি কোন রাজপুত্র, জ্ঞাতিগণ আমার রাজ্য হরণ করিয়াছে; আমি দরিদ্র হইয়া জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অগ্নিতে প্রবেশের জন্য কাষ্ঠসঞ্চয় করিতেছি।' তখন রাজা তাঁহাকে অভয়প্রদান পূর্ব্বক ঘুটিকা, যোগদণ্ড ও কন্থাখানি প্রদান করিলেন, সেই দ্রব্যত্রয়ের গুণও বলিয়া দিলেন। তখন রাজকুমার নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি যদি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। রাজা তূষ্ণীং স্থিতঃ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে বিংশোপাখ্যানম্॥ ২০॥

একবিংশোপাখ্যানম্।

—:*:—

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, তেন সিংহাসনে উপবেষ্টব্যং যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যং ভবতি। রাজাবদৎ, কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্।

সাব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমে রাজ্যং শাসতি, বুদ্ধিসিন্ধুনামা মন্ত্রী সমভবৎ। তস্য পুত্রঃ অনর্গলো নাম ঘৃতোদনং ভুক্ত্বা কুমারবৃত্ত্যা তিষ্ঠতি, কিমপি বিদ্যাভ্যাসনং ন করোতি। একদা পিত্রা ভণিতম্, হে

রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন; রাজাও উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই কথা কীর্ত্তন করিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ উদারতা থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা মৌনভাব ধারণ করিলেন।

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (একবিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! যাঁহার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যগুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য পাত্র।' রাজা কহিলেন, 'তবে বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যকাহিনী কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যশাসন করেন, তখন বুদ্ধিসিন্ধু নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর পুত্রের নাম [illegible] ভোজন করিয়া বাল্যক্রীড়ায় নিরত থাকিত; কিছুমাত্র

অনর্গল! ত্বং মমোদরাজ্জাতোঽপি পরমতীব দুর্বিদগ্ধঃ বিদ্যাভ্যসনং ন করোষি, হৃদয়শূন্যো মূর্খঃ সন্ তিষ্ঠসি। যস্তু হৃদয়শূন্যঃ, স এব মূর্খঃ। উক্তঞ্চ—

অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং শূন্যদেশো হ্যবান্ধবঃ।
মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥

মম তব সম্বন্ধে কোঽপ্যর্থো নাস্তি। তথাহি—

কোঽর্থং পুত্রেণ জায়েত যো ন বিদ্বান্ন ধার্ম্মিকঃ।
তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা ন দোগ্ধ্রী ন গর্ভিণী॥ অন্যচ্চ—
অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতজাতৌ বরৌ সুতৌ।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ॥ অন্যচ্চ—
কিং তেন জাতু জাতেন মাতুর্যৌবনহারিণা।
নারোহন্তি কুলং তস্য বংশস্যাগ্রে ধ্বজো যথা॥

এতৎ পিতৃবচনং শ্রুত্বা পশ্চাত্তাপযুক্তো অনর্গলো বৈরাগ্যং প্রাপ্য দেশান্তরং জগাম। তত্র দেশান্তরে একস্মিন্ নগরে কস্যচিদুপাধ্যায়স্য

বিদ্যাভ্যাস করিত না। একদিন তাহার পিতা তাহাকে কহিলেন, 'অনর্গল! আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি অতিশয় দুষ্টাচার হইয়াছ; কিছুমাত্র বিদ্যাভ্যাস কর না; হৃদয়শূন্য মূর্খের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছ। যে ব্যক্তি হৃদয়শূন্য, তাহাকেই মূর্খ বলে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—যে ব্যক্তি নিঃসন্তান, তাহার গৃহ শূন্য; যে দেশে বান্ধব নাই, সে দেশ শূন্য; মূর্খের হৃদয় শূন্য এবং দরিদ্রতা সর্ব্বশূন্য বলিয়া অভিহিত। তোমার দ্বারা আমার কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হইবে না। যে পুত্র বিদ্বান্ বা ধর্ম্মশীল না হয়, সে পুত্রে কি প্রয়োজন? যে গাভী গর্ভিণী না হয় বা দুগ্ধ প্রদান না করে, তাহাতে আবশ্যক কি? আরও দেখ, অজাত, মৃত ও মূর্খ এই তিনটির মধ্যে অজাত ও মৃত এই দুইটি বরং শ্রেয়স্কর; কেন না, ঐ দুইটি হইতে অল্পমাত্র দুঃখের উদয় হয়; কিন্তু মূর্খ পুত্র আজীবন দগ্ধ করে। আরও দেখ, বংশদণ্ডের উপরিভাগস্থ ধ্বজের ন্যায় যে পুত্র দ্বারা বংশ শোভনীয় না হয়, মাতার যৌবনহারী সে পুত্রে কি ফল?'

পিতৃপ্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া অনর্গল অনুতাপে দগ্ধ হইল; তাহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল।

সকাশাৎ সকলং নীতিশাস্ত্রং পঠিত্বা নিজনগরং প্রতি সমাগচ্ছৎ। মার্গে অরণ্যমধ্যে দেবালয়মপশ্যৎ। তদ্দেবালয়সমীপে পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতং চক্রবাকযুগযুতং অতিবিমলোদকং সর আসীৎ। অত্র সরোবরস্য একদেশে অতিসন্তপ্তমুদকং অস্তি। এতৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা অত্রোপবিষ্টে সূর্য্যোঽস্তং গতঃ। তদনন্তরং রাত্রিসময়ে তস্মাৎ সন্তপ্তোদকমধ্যাৎ অষ্টৌ দিব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ নির্গত্য দেবালয়ং গত্বা চ দেবাভিষেকাদিষোড়শোপচারং কৃত্বা নৃত্যগীতাদিকলয়া দেবং তোষয়ামাসুঃ। ততো দেবঃ প্রসন্নো ভূত্বা তাভ্যঃ প্রসাদমদাৎ। এতৎ সর্ব্বমনর্গলোঽপি পশ্যতি। প্রভাতে নির্গমনসময়ে তাভিরনর্গলো দৃষ্টঃ। তাসাং মধ্যে একয়া দিব্যাঙ্গনয়া ভণিতং, ভো সৌম্য! এহি অস্মাকং নগরং প্রতি। ইত্যুক্ত্বা সন্তপ্তোদকমধ্যে প্রবিষ্টা। সোঽপি তয়া সহ গন্তুমিয়েষ, পরং সন্তপ্তোদকমধ্যে তস্যাং প্রবিষ্টায়াং অনর্গলো ভয়ান্ন প্রবিষ্টঃ।

কোন উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সে সমগ্র নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক নিজ নগরে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে অরণ্যে একটি দেবালয় তাহার নেত্রপথে পতিত হইল। সেই দেবালয়ের নিকটে একটি বিমলজলপূর্ণ সরোবর বিদ্যমান; সরোবর-সলিলে কমলিনীদল শোভিত এবং চক্রবাকমিথুন পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই সরোবরের এক অংশের জল অত্যন্ত উষ্ণ। অনর্গল তথায় উপবিষ্ট হইয়া এই সমস্ত দর্শন করিতেছে, এ দিকে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। অনন্তর রজনীযোগে সেই উষ্ণ জলগর্ভ হইতে আটটি দিব্যস্ত্রী উত্থিত হইয়া দেবালয়ে গমন করিল এবং দেবতার অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতার সন্তোষ উৎপাদন করিল। অনন্তর দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে প্রসাদ প্রদান করিলেন। অনর্গল এই ব্যাপার সমস্তই প্রত্যক্ষ করিল। রজনী প্রভাতে সেই সকল দিব্যবালারা অনর্গলকে দৃষ্টিগোচর করিল। তাহাদিগের মধ্যে একটি দিব্যাঙ্গনা অনর্গলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'হে সৌম্য! আইস, আমরা যে নগরে থাকি, আমাদিগের সহিত তথায় চল।' এই বলিয়া তাহারা সেই উষ্ণোদকমধ্যে প্রবেশ করিল। অনর্গলেরও ইচ্ছা তাহার সহিত গমন করে, কিন্তু তাহাকে সন্তপ্ত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ভয়ে প্রবেশ করিতে

অথ স্বনগরমাগত্য পিত্রাদিসর্ব্ববন্ধুজনান্ অপশ্যৎ। তেষাং মহানুৎসাহো জাতঃ। দ্বিতীয়দিবসে রাজসন্দর্শনার্থং রাজসভাং গত্বা রাজানং প্রণম্যোপবিষ্টঃ। রাজ্ঞা কুশলং পৃষ্ট্বা উক্তম্, ভো অনর্গল! এতাবন্তি দিনানি ব্যাপ্য কুত্র স্থিতোঽসি? তেনোক্তং, বিদ্যাভ্যাসং কর্ত্তুং দেশান্তরং গতোঽস্মি। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশান্তরে কিং কিমপূর্ব্বং দৃষ্টম্? অনর্গলেন রাজ্ঞঃ সন্তপ্তোদকবৃত্তান্তঃ কথিতঃ। তৎ শ্রুত্বা রাজা তেন সহ তৎস্থানং গতঃ। সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। মধ্যরাত্রিসময়ে তাঃ দিব্যস্ত্রিয়ঃ সমাগত্য দেবস্য ষোড়শোপচারান্ বিধায় নৃত্যাদিনা দেবমুপস্থায় প্রভাতে যদাগচ্ছন্, তদা তাসাং মধ্যে কাচিদেকা রাজানং দৃষ্ট্বা সমবদৎ, ভো সৌম্য! এহি অস্মাকং নগরং প্রতি ইতি। তৎ শ্রুত্বা রাজাপি তয়া সহ নির্গতঃ, সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ তপ্তোদকমধ্যে প্রবিষ্টাঃ, সপ্তপাতালে নিজনগরে গতাঃ। রাজাপি তপ্তোদকমধ্যে নিমগ্নস্তাভিঃ সহ গতঃ। ততঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ অস্য নীরাজনাদ্যুপচারং কৃত্বা প্রোচুঃ, ভো মহাসত্ত্ব! তব সদৃশ-

---

অনন্তর অনর্গল নিজনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতা প্রভৃতি আত্মীয়জনগণকে দর্শন করিলে, তাঁহাদিগের মহা আনন্দ জন্মিল। পরদিন অনর্গল রাজাকে দর্শনার্থ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক উপবেশন করিল। রাজা কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, 'অনর্গল! এত দিন তুমি কোথায় ছিলে?' অনর্গল কহিল, 'বেদাভ্যাস করিতে দেশান্তরে গিয়াছিলাম।' রাজা কহিলেন, 'দেশান্তরে গিয়া তথায় কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি?' অনর্গল সন্তপ্ত জলের কথা নিবেদন করিল। সেই কথা শুনিয়া রাজা তাহার সহিত তথায় গমন করিলেন। (যখন সেখানে উপস্থিত হইলেন,) তখন সূর্য্যাস্ত হইল। মধ্যরাত্রিতে সেই সকল দিব্যাঙ্গনারা উপস্থিত হইয়া ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা ও নৃত্যগীতাদির দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া রজনীপ্রভাতে যেমন প্রস্থান করিবার উদ্যম করিলেন, অমনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন রাজাকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, 'ভদ্র! আইস, আমাদিগের সহিত গমন করিবে।' এই কথা শুনিয়া রাজা তাঁহার অনুগামী হইলেন। দিব্যাঙ্গনারা তপ্তোদকমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সপ্তপাতালে নিজ নগরে উপস্থিত হইলেন; রাজাও সেই তপ্তজলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত তথায় গমন করিলেন। অনন্তর রমণীরা রাজার নীরাজনাদি সৎকার করিয়া কহিলেন '[illegible]

শৌর্য্যাদিগুণসম্পন্নঃ কশ্চিৎ নাস্তি, তর্হি অস্য রাজ্যস্যাধিপতির্ভব। বয়ং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ তব সেবাং করিষ্যামঃ।

রাজ্ঞোক্তম্, মম অনেন রাজ্যেন প্রয়োজনং নাস্তি, অহমেতৎ কৌতূহলং দ্রষ্টুং সমাগতোঽস্মি। মমাপি রাজ্যমস্তি।

তাভিরুক্তম্, ভো মহাপুরুষ! বয়ং প্রসন্নাঃ স্ম, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, ভবত্যঃ কাঃ? তাভিরুক্তম্, বয়মষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ। রাজাবদৎ, তর্হি মহ্যং অষ্টমহাসিদ্ধয়ো দাতব্যাঃ। ততো রাজ্ঞে তাঃ স্ত্রিয়ঃ অষ্টৌ রত্নানি দদুঃ। তান্যেব অণিমাদ্যষ্টগুণযুক্তানি। ততো রাজা তানি রত্নানি গৃহীত্বা যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মার্গে কশ্চিদ্বৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য—

উষিতো নাভিকমলে হরের্যশ্চতুরাননঃ।
স পাতু সততং যুষ্মান্ বেদানামাদিপাঠকঃ॥

ইত্যাশিষং প্রযুক্তবান্।

ততো রাজ্ঞা পৃষ্টঃ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগম্যতে? তেন ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং চম্পাপুরনিবাসী ব্রাহ্মণঃ বহুকুটুম্বী পরমত্যন্তদরিদ্রঃ ভার্য্যয়া

কেহ নাই; অতএব এই রাজ্যের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হউন। আমরা সমস্ত রমণীই আপনার সেবা করিব।'

রাজা বলিলেন, 'এ রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই; আমি কেবল কৌতুক-দর্শনার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমারও রাজ্য আছে।'

দিব্যাঙ্গনারা কহিল, 'হে মহাপুরুষ! আমরা আপনার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, আপনি বর গ্রহণ করুন।' রাজা কহিলেন, 'আপনারা কে?' তাঁহারা কহিলেন, 'আমরা অষ্ট মহাসিদ্ধি।' রাজা কহিলেন, 'তবে আমাকে অষ্টমহাসিদ্ধি প্রদান করুন।' তখন রমণীগণ রাজাকে অষ্টগুণযুক্ত রত্ন প্রদান করিলেন। রাজা সেই সকল রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন প্রত্যাগমন করিতেছেন, অমনি পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'যিনি শ্রীহরির নাভিকমলে অবস্থিতি করেন, যিনি বেদসমূহের আদি পাঠক, সেই চতুরানন সর্ব্বদা আপনাদিগকে রক্ষা করুন।'

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বিপ্র! আপনি কোন্ স্থান হইতে [illegible] চম্পাপুরনিবাসী ব্রাহ্মণ;

নির্ভৎ´সিতো দেশান্তরং সমাগতঃ। ভো রাজন্! লোকোক্তৌ নীতৌ চ প্রসিদ্ধিঃ যৎ নির্ধনং নরং ভার্য্যাদয়ো পরিত্যজন্তি। উক্তঞ্চ—

স্বামী বেশসুবেশিতোঽপি বহুশঃ প্রোক্তোঽতি সদ্বান্ধবৈ-
র্দ্যোতন্তং সগুণাস্ত্যজন্তি মনুজং স্ফারীভবন্ত্যাপদঃ।
ভার্য্যা সাধু সুবংশজা ন ভজতে নো যান্তি মিত্রাণি চ,
ন্যায়ারোপিতবিক্রমানপি নরান্ যেষাং ন হি স্যাদ্ধনম্॥ তথা চ,—
গুরুঃ সুরূপঃ সুভগস্তু বাগ্মী, শাস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি বিদাংবরস্তু।
অর্থং বিনা নৈব কলাকলাপং, প্রাপ্নোতি মর্ত্ত্যো হি মনুষ্যলোকে॥

কিঞ্চ— তানীন্দ্রিয়াণি বিকলানি তদেব নাম,
সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থোষ্মণা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব,
সোঽপ্যন্য এব ভবতীতি কিমত্র চিত্রম্॥

রাজা তস্য বচনং শ্রুত্বা অতিসন্তুষ্টঃ অষ্টৌ রত্নানি দদৌ। স চ রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং জগাম। রাজাপ্যুজ্জয়িনীং প্রতি অনর্গলেন সহ সমাগতঃ।

আমার অনেকগুলি পরিবার; কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র। ভার্য্যা তিরস্কার করাতে আমি বিদেশে আগমন করিয়াছি। হে রাজন্! লোকোক্তি আছে এবং নীতিশাস্ত্রেও উল্লেখ দেখা যায় যে, নির্ধন হইলে ভার্য্যা প্রভৃতি সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রেও লিখিত আছে,—গৃহস্বামী নির্ধন হইয়া গৃহে থাকিলে সদ্বান্ধবেরাও তাহাকে নানা কথা বলে; সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি নির্ধন হয়, তাহা হইলে প্রতিভাবান্ লোকেরাও তাহাকে পরিত্যাগ করেন; নির্ধনের আপদ্পরম্পরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পত্নী সৎকুলজাতা হইলেও নির্ধন পতিকে ভজনা করে না। ন্যায়বান্ বিক্রমসম্পন্ন ব্যক্তি নির্ধন হইলে মিত্রগণ তাহার নিকট গমন করেন না। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে,—গুরুই হউন, সুশ্রীই হউন, সচ্চরিত্রই হউন বা শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদই হউন, নির্ধন হইলে তিনি সমাজে আদর ও সম্মান প্রাপ্ত হন না। সেই অবিকল ইন্দ্রিয়সকল বর্ত্তমান, সেই নামও বিদ্যমান, বুদ্ধি অপ্রতিহত এবং বাক্যও সেইরূপ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অর্থগৌরবশূন্য লোক যেন সে নয়, লোকে এই প্রকার বিবেচনা করে।'

রাজা ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই আটটি রত্ন

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্। তবেদৃশং ধৈর্য্যং শৌর্য্যাদিকং অস্তি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তৎ শ্রুত্বা রাজা তূষ্ণীং স্থিতঃ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে একবিংশোপাখ্যানম্॥২১॥

দ্বাবিংশোপাখ্যানম্।

—০:✱:০—

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যদা সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তং, ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে তেনোপবেষ্টব্যং, যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণা ভবন্তি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্।

সাব্রবীৎ, ভো রাজন্! শৃণু, বিক্রমাদিত্যো রাজা রাজ্যং প্রতিপালয়ন্ একদা পৃথিবীপর্য্যটনার্থং নির্গত্য নানাবিধতীর্থযাত্রায়াং দেবালয়ং পুর-পর্ব্বতাদিকং দৃষ্ট্বা কদাচিন্মহারত্ন-প্রাকারপরিবৃতমভ্রংলিহপ্রাকারোপ-

---

প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন; রাজাও অনর্গলের সহিত উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।"

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনার সেইরূপ ধৈর্য্য ও শৌর্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।" এই কথা শুনিয়া ভোজরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (দ্বাবিংশ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যাঁহার ঔদার্য্যগুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য পাত্র।' রাজা কহিলেন, 'পুত্তলিকে, সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালন করিতে করিতে কোন সময়ে পৃথিবীভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। তিনি নানাবিধ [illegible] [illegible] পর, পর্ব্বত প্রভৃতি দর্শন পূর্ব্বক একদিন একটি নগরে উপস্থিত

শোভিতং অনেকশিবালয়হরিমন্দিরসহিতমেকং নগরমপশ্যৎ। তত্র নগর-বাহ্যস্থিতং বিষ্ণুগৃহং গত্বা তত্রস্থিতে সরোবরে স্নাত্বা নমস্কৃত্য—

ময়া ন জ্ঞায়তে নাথ মাহাত্ম্যং পরমং তব।
ন জানাতি পরো ব্রহ্মা হরিং বাচামগোচরম্॥
নান্যং ভজামি ন বদামি ন চাশ্রয়ামি,
নান্যং শৃণোমি ন পঠামি ন চিন্তয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণাম্বুজমাদরেণ, শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্॥

ইত্যাদিবাক্যৈঃ স্তুত্বা রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টং ব্রাহ্মণং রাজাবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি?

ব্রাহ্মণোঽবদৎ, অহং কশ্চিৎ তীর্থযাত্রিকঃ পৃথ্বীপর্য্যটনং করোমি, ভবান্ কুতঃ সমাগতঃ?

রাজ্ঞা ভণিতং, অহং ভবাদৃশঃ কশ্চিৎ তীর্থযাত্রিকঃ। ব্রাহ্মণেন সম্যক্ বিলোক্য ভণিতম্, ভো! নৈবম্, অতি তেজস্বী দৃশ্যসে। রাজলক্ষণানি

হইলেন। সেই নগরী গগনস্পর্শী কাঞ্চনময় প্রাকারে শোভিত এবং তথায় অসংখ্য শিবালয় ও হরিমন্দির বিদ্যমান। তথায় নগরের বহির্ভাগস্থ একটি হরি-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাজা তথাকার সরোবরে স্নান ও নমস্কার পূর্ব্বক শ্রীহরিকে এই বলিয়া স্তব করিলেন যে, 'হে নাথ! আমি আপনার পরম মাহাত্ম্য কিছুই অবগত নহি; বাক্যের অগোচর শ্রীহরিকে ব্রহ্মাও জানিতে সমর্থ নহেন। আমি আর কাহাকেও ভজনা করি না, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি না, অন্য নাম শ্রবণ করি না, অন্য কিছু অধ্যয়ন বা চিন্তাও করি না; কেবল ভক্তিভরে সাদরে আপনার পাদপদ্ম ভজনা করি। হে শ্রীনিবাস! হে পুরুষোত্তম! আমাকে দাসত্ব প্রদান করুন।' এইরূপে স্তব করিয়া রাজা সেই রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্ট এক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বিপ্র! আমি এ কোন্ স্থানে আসিয়াছি?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'আমি জনৈক তীর্থযাত্রী, ধরা পর্য্যটন করিতেছি। আপনি কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন?'

রাজা কহিলেন, 'আমিও আপনার ন্যায় এক জন তীর্থযাত্রী।' ব্রাহ্মণ সম্যক্-রূপে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, 'না, আপনি তীর্থযাত্রী নহেন; আপনাকে মহাতেজস্বী দেখিতেছি

সর্ব্বাণ্যপি ত্বয়ি দৃশ্যন্তে। ত্বং রাজসিংহাসনযোগ্যঃ পৃথিবীপর্য্যটনং কিমর্থং করোষি ? অথবা শিরসি লিখিতং কো বা লঙ্ঘয়তি ? তথাহি—

হরিণাপি হরেণাপি ব্রহ্মণাপি সুরৈরপি।
ললাটে লিখিতা রেখা ন শক্যাঃ পরিমার্জ্জিতুম্॥

তস্য বচনং রাজ্ঞোপ্যঙ্গীকৃতম্। কুতঃ—যুক্তিযুক্তবিশিষ্টং হি তৎ।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিভুনাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্বচঃ॥

ভো ব্রাহ্মণ ! কিমর্থমতিশ্রান্তঃ ইব দৃশ্যতে ? তেনোক্তম্, শ্রমকারণং কিং কথয়ামি। রাজাবদৎ, কথ্যতাং কষ্টস্য কারণম্। ব্রাহ্মণঃ কথয়তি, শ্রূয়তাং ভো রাজন্ ! অত্র সমীপে নীলো নাম পর্ব্বতোঽস্তি। তত্র কামাক্ষী নাম দেবতাস্তি। তত্র পাতালবিবরদ্বারং পিনদ্ধমস্তি। তৎ কামাক্ষীমন্ত্রজপেন সমুদ্ঘাট্যতে। তন্মধ্যে রসস্য কুণ্ডমস্তি। তেন রসেন অষ্টৌ ধাতবঃ সুবর্ণাদয়ো ভবন্তি, ময়া দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং কামাক্ষীমন্ত্রজপঃ কৃতঃ, পরং বিবরদ্বারং নোদ্ঘাট্যতে।

রাজসিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য পাত্র ; আপনি পৃথিবীভ্রমণ করিতেছেন কেন ? অথবা (জিজ্ঞায় প্রয়োজন কি ?) ললাটলিখন কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, কি হরি, কি হর, কি ব্রহ্মা, কি দেবগণ কেহই ললাটলিখন খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন।'

রাজা আপনার পরিচয় দিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। কেন না, উহা যুক্তিযুক্ত। যে বাক্য যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয়, তাহা শক্তিমান্ ব্যক্তি বালকের নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ দুর্ব্বাক্য বৃদ্ধের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে না।

রাজা সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিতেছি কেন ?' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'আমার পরিশ্রমের বিষয় আর কি বলিব।' রাজা বলিলেন, 'আপনার কষ্টের কারণ বলুন।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্ শ্রবণ করুন। এই স্থানের অনতিদূরে নীল নামে একটি পর্ব্বত আছে। তথা কামাক্ষাদেবী অধিষ্ঠান করেন। তথায় পাতালবিবরের দ্বার রুদ্ধ আছে

বিবরমধ্যে রসকু

ইতি তাবদ্দেব তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গং নিক্ষিপতি, তাবদ্দেবতয়োক্তম্, তবাহং প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, ভো দেবি! যদি প্রসন্নাসি, তর্হি অস্মৈ ব্রাহ্মণায় রসং প্রযচ্ছ। দেবতাপি তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বা বিলদ্বারং সমুদ্‌ঘাট্য ব্রাহ্মণায় রসং দদৌ। সোঽপি ব্রাহ্মণঃ রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং জগাম। রাজা চ নিজনগরীমগাৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজানমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং ঔদার্য্যং বিদ্যতে যদি, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে দ্বাবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোপাখ্যানম্।

—০:*:০—

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবদুপবেষ্টুং যততে, তাবৎ পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! এতৎ সিংহাসনমধিরোঢ়ুং স এব যোগ্যো ভবতি, যস্য

বিদ্যমান আছে। সেই রসসংযোগে অষ্টবিধ ধাতু সুবর্ণে পরিণত হয়। আমি দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত কামাক্ষীমন্ত্র জপ করিয়াছি; কিন্তু বিবরদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া যেমন আপনার কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাতের উপক্রম করিলেন, অমনি দেবতা (আবির্ভূত হইয়া) কহিলেন, 'আমি প্রসন্ন হইলাম, তুমি বর প্রার্থনা কর।' রাজা কহিলেন, 'দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই ব্রাহ্মণকে রস প্রদান করুন।' দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া বিবরদ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণকে রস প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতিবাদ করিয়া নিজনগরে যাত্রা করিলেন; রাজাও নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

এই কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এই প্রকার ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (ত্রয়োবিংশ) পুত্তলিকা কহিল—

বিক্রমস্যৌদার্য্যমস্তি। রাজ্ঞোক্তম্! ভো পুত্তলিকে, কথয় তস্য বিক্রমস্যৌ-দার্য্যবৃত্তান্তম্।

পুত্তলিকা বদতি, শ্রূয়তাং রাজন্! একদা রাজা বিক্রমার্কো মহীং পরিভ্রম্য নিজনগরং সমাগতঃ। নগরবাসিনাং সর্ব্বেষাং জনানাং মহানন্দো-ঽভূৎ। রাজা স্বভবনং প্রবিশ্য মধ্যাহ্নসময়ে অভ্যঙ্গস্নানাদিকং কৃত্বা চন্দনবস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃতঃ সন্ দেবভবনং প্রবিষ্টঃ। দেবস্য ষোড়শোপচারং বিধায় চ দেবস্তুতিং করোতি।

ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

ইতি দেবং স্তুত্বা নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ কপিলা-ভূতিলাদিদানানি দত্ত্বা তদনন্তরং দীনান্ধবধিরকুব্জপঙ্গ্বনাথাদিভ্যো ভূরিদানং দত্ত্বা ভোজনগৃহং প্রবিষ্টো বালসুবাসিনী-বৃদ্ধাদীন্ সন্তোজ্য স্বয়মন্যৈর্ব্বন্ধুভিঃ সহ ভুক্তবান্। তথা চোচ্যতে—

বালসুবাসিনীবৃদ্ধা-গর্ভিণ্যাতুরকন্যকাম্।
সন্তোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্॥

আছে, তিনিই এই সিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য।' ভোজরাজ কহিলেন, 'পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্, শ্রবণ করুন। একদা রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নিজ নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরবাসী সকলের মহান্ আনন্দ জন্মিল। রাজা নিজ ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে অভ্যঙ্গস্নানাদি করিয়া, চন্দন-বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—'হে দেব-দেব! তুমিই পিতামাতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।'

এই প্রকারে দেবতার স্তব ও নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কপিলা, ভূমি তিলাদি এবং দীন,অন্ধ, বধির, কুব্জ,পঙ্গু, অনাথ প্রভৃতিকে বহুপরিমাণ দান পূর্ব্বক ভোজনগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় বালক, সুবাসিনী (সৌরভমণ্ডিতা) নারী ও ... ভোজন করিলেন। শাস্ত্রেও

এক এব ন ভুঞ্জীত য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।
দ্বাত্রিভির্বহুভিঃ সার্দ্ধং ভোজনং কারয়েন্নরঃ॥
অভীষ্টফলসংসিদ্ধিস্তুষ্টিঃ কাম্যং সুসম্পদঃ।
দ্বাত্রিভির্বহুভিঃ সার্দ্ধং ভোজনে তু প্রজায়তে॥

ততো ভোজনানন্তরং কিঞ্চিৎকালং বিশ্রাম্য সমুপবিষ্টঃ।
উক্তঞ্চ—ভুক্ত্বোপবিশতো হ্যেবং ভুক্ত্বা সংবিশতঃ সুখম্।
আয়ুষ্যং ক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥ অন্যচ্চ—
অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ, দিবাশয়াজ্জাগরণাচ্চ রাত্রৌ।
সংরোধনান্মূত্রপুরীষয়োশ্চ, ষড়্‌বিপ্রকারেণ ভবন্তি রোগাঃ॥

তদনন্তরং সন্ধ্যাকালে তাৎকালিকং কর্ম্ম বিধায় ভোজনং কৃত্বা শয়নস্থানমাগতঃ। তত্র শশিকরনিকরশুভ্রপ্রভপ্রচ্ছদপরিস্তীর্ণে কুন্দমল্লিকা-শতপত্রাদিকুসুমবিকীর্ণে মঞ্চকে স্থিত্বা সুপ্তঃ। প্রভাতসময়ে স্বপ্নে রাজা স্বয়মাত্মানং মহিষারূঢ়ং দক্ষিণাং দিশং গচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা সহসা বিষ্ণুং স্মরন্ সমুপবিষ্টঃ। প্রভাতসময়ে সন্ধ্যাকর্ম্ম সমনুষ্ঠায় সিংহাসনে সমুপবিষ্টো-ব্রাহ্মণানাং পুরতঃ স্বপ্নবৃত্তান্তমকথয়ৎ।

উক্ত আছে,—বালক, সুবাসিনী নারী, বৃদ্ধা, গর্ভিণী, আতুর, কন্যা, অতিথি, ভৃত্য ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া পরে দম্পতীর ভোজন করা কর্ত্তব্য। যিনি নিজের সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা করেন, একাকী ভোজন করা তাঁহার উচিত নহে; দুই জন, তিন জন বা বহুব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তৃপ্তি জন্মে, কামনা সিদ্ধ হয় ও সম্পদ্‌লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর রাজা ভোজনান্তে উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, ভোজনান্তে সুখে উপবেশন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি এবং ভোজনান্তে দ্রুতগমন করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় অর্থাৎ পরমায়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও প্রসিদ্ধি আছে,—অধিক পরিমাণে জলপান, বিষম ভোজন, দিবা-ভাগে শয়ন, রাত্রিজাগরণ ও মলমূত্রের বেগধারণ এই ছয়টি রোগের কারণ।

অনন্তর রাজা সন্ধ্যাকালীন কর্ম্মসমাপনান্তে আহার করিয়া শয়নস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র-বস্ত্রাবৃত, কুন্দ-মল্লিকা-পদ্মাদি-পুষ্পাকীর্ণ খট্টোপরি শয়ান হইয়া নিদ্রিত হইলেন। যামিনীর শেষভাগে রাজা স্বপ্নে দেখি-লেন, নিজে মহিষে আরোহণ পূর্ব্বক [illegible]

তৎ শ্রুত্বা সর্ব্বজ্ঞেনোক্তম্, ভো রাজন্! স্বপ্নাস্তু বিবিধাঃ সন্তি, কেচন শুভাঃ শুভফলং প্রযচ্ছন্তি, কেচন অশুভাঃ অরিষ্টং প্রযচ্ছন্তি। অত্র শুভাঃ স্বপ্নাঃ গজারোহণং প্রাসাদারোহণং রোদনং মরণং অগম্যাগমনং ছত্র-চামর-সমুদ্র-ব্রাহ্মণ-গঙ্গা-পতিব্রতা-শঙ্খ-সুবর্ণ-সন্দর্শনাদয়শ্চ। উক্তঞ্চ—

আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং, প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্।
বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ, স্বপ্নে হ্যগম্যাগমনঞ্চ ধন্যম্॥

অশুভং ফলঞ্চ।—মহিষারোহণং খরারোহণং কণ্টকবৃক্ষারোহণং ভস্ম-কার্পাস-ধূম্র-ব্যাঘ্র-সর্প-বরাহ-বানরাদিসন্দর্শনম্।

উক্তঞ্চ—খরোষ্ট্রমহিষব্যাঘ্রান্ স্বপ্নে যস্ত্বধিরোহতি।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্য মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥

অন্যচ্চ—স্বপ্নেষু প্রথমে যামে সংবৎসরবিপাকভাক্।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্মাসৈস্ত্রিভির্যামৈস্ত্রিমাসকৈঃ॥
গোবিসর্জ্জনবেলায়াং সদ্যস্তু ফলমিষ্যতে॥

কিং বহুনা, ভো রাজন্! অয়ং স্বপ্নঃ তবানিষ্টকারী।

মাত্র বিষ্ণুস্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। অনন্তর রজনীপ্রভাতে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ কহিলেন, 'রাজন্! স্বপ্ন অনেক প্রকার; কোন কোন স্বপ্ন শুভ ফল, কোন কোন স্বপ্ন অশুভ ফল প্রদান করে। হস্তীতে আরোহণ, অট্টালিকায় আরোহণ, রোদন, মৃত্যু, অগম্যাগমন এবং ছত্র, চামর, সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, পতিব্রতা নারী, শঙ্খ, ও সুবর্ণদর্শন এইরূপ স্বপ্ন শুভ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—গো, বৃষ, হস্তী, প্রাসাদ, পর্ব্বতশিখর ও বৃক্ষে আরোহণ, গাত্রে বিষ্ঠালেপন, রোদন, মরণ ও অগম্যাগমন স্বপ্নে এই সকল দর্শন শুভ। মহিষ, গর্দ্দভ ও কণ্টক-বৃক্ষে আরোহণ এবং ভস্ম, কার্পাস, ধূম, ব্যাঘ্র, সর্প, বরাহ ও বানরাদি স্বপ্নে দেখিলে অশুভ ঘটে। আরও উক্ত আছে,—যে ব্যক্তি স্বপ্নে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ ও ব্যাঘ্রের উপর আরোহণ করে, ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হয়। আরও উক্ত আছে,—রজনীর প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দৃষ্ট হইলে এক বৎসর-মধ্যে, দ্বিতীয় প্রহরে দেখিলে আট মাসের মধ্যে, তৃতীয় প্রহরে দেখিলে তিন [illegible] অর্থাৎ প্রভাতে স্বপ্ন দেখিলে

রাজ্ঞোক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ! অস্য দুঃস্বপ্নস্য উপশমনার্থং কিং করণীয়ম্? সর্ব্বজ্ঞভট্টেনোক্তম্, ত্বং স্নানং বিধায়েজ্যাবেক্ষণং কৃত্বা সর্ব্বমলঙ্কারজাতং সবস্ত্রাদিযুতং ব্রাহ্মণায় দেহি; পুনর্বস্ত্রং পরিধায় দেবস্যাভিষেকং কারয়িত্বা নবরত্নৈঃ পূজাং বিধেহি, ব্রাহ্মণেভ্যো গবাদিদশধান্যানি দেহি, অন্ধবধির-পঙ্গু-কুব্জানাথাদীন্ ভূরিদানেন সম্ভাবয়। অনেনানুষ্ঠানেন ব্রাহ্মণাশী-র্বচনেন চ তব দুঃস্বপ্নারিষ্টফলনাশায় স্বস্তি ভবিষ্যতি।

রাজা এতৎ সর্ব্বং ভট্টবচনং শ্রুত্বা যথোক্তমনুষ্ঠায় ভূরিদানার্থং দিন-ত্রয়ং ভাণ্ডারিকমুক্তবান্। ততো যস্য যাবতা ধনেন তৃপ্তির্ভবতি, তেন তাবদ্ধনং নীতম্।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এব-মৌদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে
ত্রয়োবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ২৩ ॥

সদ্যই তাহার ফল ফলিত হয়। অধিক কি বলিব, হে রাজন্! এই স্বপ্ন আপনার পক্ষে অনিষ্টসূচক।'

রাজা কহিলেন, 'হে বিপ্র! এই দুঃস্বপ্নের ফলনিবারণার্থ কি কর্ত্তব্য?' সর্ব্বজ্ঞভট্ট কহিলেন, 'আপনি স্নানান্তে যজ্ঞদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার ও বস্ত্র ব্রাহ্মণকে দান করুন; অনন্তর বস্ত্র পরিধান ও অভিষেক করিয়া নবরত্ন দ্বারা অর্চ্চনা সম্পাদন করুন; ব্রাহ্মণগণকে গো ও ধান্যাদি দশবিধ দান করুন; এবং অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ ও অনাথদিগকে প্রচুর দান দ্বারা সন্তুষ্ট করুন। এই সকল অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে আপনার দুঃস্বপ্নজনিত অনিষ্টের শান্তি হইবে।'

রাজা ভট্টের এই কথা শুনিয়া তদনুসারে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তিন দিন পর্য্যন্ত ভূরিপরিমাণে ধন দান করিতে ভাণ্ডারিকের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। যাহার যত ধনে তৃপ্তি হয়, তাহাকে সেই পরিমাণ ধন প্রদত্ত হইল।

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এই প্রকার ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন —

চতুর্ব্বিংশোপাখ্যানম্ ।

—০ঃ০—

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা সমবদৎ, ভো রাজন্ ! যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি, সোঽস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। ভোজেনোক্তম্, পুত্তলিকে ! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্ ।

সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্ ! বিক্রমাদিত্যস্য বিষয়ে পুরন্দরপুরী নাম নগরী বভূব। তত্র মহাধনিকঃ কশ্চিদ্‌বণিগাসীৎ। স চতুরঃ পুত্রানাহূয়াব্রবীৎ, ভোঃ পুত্রাঃ ! ময়ি মৃতে চতুর্ণামেকত্রাবস্থানং ভবতি বা ন বা পশ্চাদ্‌বিবাদো ভবিষ্যতি, তর্হি জীবন্নেব ভবতাং চতুর্ণাং জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ ভাগং করোমি। অথ চতুর্ণাং ভাগং কৃত্বা চ মঞ্চাধস্তাচ্চত্বারো ভাগা ময়া নিক্ষিপ্তাঃ সন্তি, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাগক্রমেণ গৃহ্লীধ্বম্। তথা চ তৈরঙ্গীকৃতম্। ততস্তস্মিন্ পরলোকগতে চত্বারো ভ্রাতরো মাসমেকত্র স্থিতাঃ। ততস্তেষাং স্ত্রীণাং পরস্পরং কলহো জাতঃ। তদনন্তরং তৈর্বিচারিতং, কিমর্থং

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে উপবেশনের উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (চতুর্ব্বিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্ ! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যাঁহার ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য পাত্র।' রাজা কহিলেন, 'পুত্তলিকে ! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যগুণ কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্ ! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে পুরন্দরপুরী নামে একটি নগরী বিদ্যমান আছে। সেই স্থানে এক ধনাঢ্য বণিক্ বাস করিত। একদা সে তাহার চারিটি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'বৎস সকল ! আমার মরণান্তে তোমরা চারিজন একত্রে থাকিবে, ইহা অসম্ভব; পরস্পর কলহ হইবে; সুতরাং আমি জীবদ্দশায় আমার সম্পত্তি জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুসারে তোমাদের চারি জনের জন্য অংশ করিয়া নিজ খট্টার নিম্নে স্থাপন করিলাম; তোমরা জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুসারে গ্রহণ করিও।' পুত্রচতুষ্টয় তাহাতেই স্বীকৃত হইল। পিতার মৃত্যুর পর চারি ভ্রাতা এক মাসমাত্র একত্র রহিল; প[illegible]

কোলাহলঃ ক্রিয়তে? পিত্রা জীবতৈব পূর্ব্বং চতুর্ণাং বিভাগঃ কৃতোঽস্তি, অস্মন্মঞ্চাধঃস্থিতং বিভাগক্রমং গৃহীত্বা বিভক্তাঃ সন্তঃ সুখেন তিষ্ঠামঃ। ইত্যুক্ত্বা যাবৎ মঞ্চাধঃ খনন্তি, তাবচ্চতুর্ণাং পাত্রাণাং অধশ্চত্বারি সম্পুটানি দৃষ্টাণি। তেষাং মধ্যে একত্র সম্পুটে মৃত্তিকাভূৎ, একত্র পলালপুঞ্জ স্থিতঃ, একস্মিন্ সম্পুটে অস্থীনি স্থিতানি, একত্র অঙ্গারা আসন্। এতৎচতুষ্টয়ং দৃষ্ট্বা তে চত্বারঃ পরস্পরং বিস্ময়ং গতাঃ প্রোচুঃ, অহো! অস্মাকং পিতৃকৃতসম্যগ্‌বিভাগক্রমাৎ অর্থবিভাগক্রমঃ কেন জ্ঞায়তে? ইত্যুক্ত্বা রাজসভামপশ্যন্। তস্যাঃ পুরতো নিবেদিতো বৃত্তান্তঃ সর্ব্বৈর্বিভাগক্রমো ন জ্ঞাতঃ। পুনশ্চত্বারো যত্র যত্র জ্ঞাতারঃ সন্তি, তেষাং পুরতঃ অমুং বৃত্তান্তং নিবেদয়ন্তি স্ম,পরং কোঽপি নির্ণয়ং কর্ত্তুং ন শশাক। একদা উজ্জয়িনীং সমাগতাঃ। রাজসভামাগম্য রাজ্ঞঃ সভায়াশ্চ পুরতো বিভাগ-বৃত্তান্তমকথয়ন্। রাজ্ঞঃ সভায়াং বিভাগক্রমো ন জ্ঞাতঃ। তদনন্তরং একদা অন্যনগরমগমন্। তত্রত্যানাং মহাজনানাং পুরতো বর্ণিতুমারব্ধং, তৈরপি নির্ণয়ো ন জ্ঞাতঃ।

তস্মিন্ সময়ে কুম্ভকারগৃহে স্থিতঃ শালিবাহনো অমুং বৃত্তান্তমাকর্ণ্য

গণ স্থির করিল যে, বিবাদবিসংবাদে প্রয়োজন কি? পিতা জীবদ্দশাতেই সকলের জন্য ধন বিভাগ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; খট্টার নিম্নে তাহা আছে; জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠক্রমে তাহা লইয়া আমরা সুখে অবস্থিতি করি।' এই বলিয়া তাহারা মঞ্চের নিম্নদেশ খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন চারিটি পাত্র তাহারা প্রাপ্ত হইল। একটিতে মৃত্তিকা, একটিতে পোয়াল তৃণ (খড়) একটিতে অস্থি ও অপরটিতে কতকগুলি অঙ্গার দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে তাহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাহারা বলিল, 'কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃকৃত এই বিভাগের রহস্য বুঝিবে?' এই বলিয়া তাহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা বর্ণন করিল; কিন্তু সভাস্থিত কেহই এই বিভাগের প্রণালী বুঝিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর তাহারা অন্য এক নগরে যাইয়া মহাজনদিগের নিকট বলিলে তাহারাও ইহার মীমাংসা করিতে পারিল না।

এই সময়ে কুম্ভকারগৃহে শালিবাহন অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া [illegible]

তত্রগতান্ মহাজনান্ প্রতি ভণতি স্ম, ভোঃ সভ্যাঃ! কিমত্র দুর্ব্বোধমস্তি, কিমাশ্চর্য্যঞ্চ কথয়। সোঽবদৎ, এতে চত্বারঃ একস্য ধনিকস্য পুত্রাঃ। জীবতা তেষাং পিত্রা জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমো বিভাগঃ কৃতঃ; তদ্‌যথা—জ্যেষ্ঠস্য মৃত্তিকা দত্তা, তেন যা সমুপার্জ্জিতা ভূমিঃ সা সর্ব্বথা দত্তা। দ্বিতীয়স্য পলালপুঞ্জো দত্তঃ, তেন সর্ব্ববিধধান্যানি। তৃতীয়স্য অস্থীনি দত্তানি, তেন সর্ব্বেঽপি পশবো দত্তাঃ। চতুর্থস্যাঙ্গারো দত্তঃ, তেন সকলমপি সুবর্ণং দত্তম্। এবং শালিবাহনেন তেষাং বিভাগঃ কৃতঃ। তেঽপি সুখিনো ভূত্বা স্বনগরং জগ্মুঃ।

রাজা বিক্রমোঽপি ইমং বিভাগবৃত্তান্তস্য নির্ণয়ং শ্রুত্বা বিস্ময়ং গতঃ প্রতিষ্ঠানগরীং প্রতি পত্রিকাং প্রেষয়ামাস। স্বস্তি শ্রীযজনযাজনাধ্যাপন-দানপ্রতিগ্রহষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠান্ যমনিয়মাদিগুণনিষ্ঠান্ প্রতিষ্ঠানগরবাসিনো মহাজনান্ কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বকং রাজা বিক্রমঃ কথয়তি, ভবতাং গ্রামে এষাং চতুর্ণাং বিভাগনির্ণয়কারী মদন্তিকং প্রেষয়িতব্যঃ। মহাজনা অপি রাজ্ঞা

হইল কেন? ইহাতে বিস্ময়ের বিষয়ই বা কি আছে? এই কথা বলিয়া তিনি কহিলেন, 'ইহারা চারি ব্যক্তিই এক বণিকের সন্তান। সেই ধনাঢ্য বণিক্ জীবদ্দশাতে এই প্রকার অংশ স্থির করিয়া গিয়াছেন। তিনি জ্যেষ্ঠকে মৃত্তিকা দিয়া গিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত ভূমিসম্পত্তি এই জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাপ্ত হইবে। দ্বিতীয় পুত্রকে পোয়ালখড় প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং এই পুত্র সমস্ত ধান্যসম্পত্তির অধিকারী। তৃতীয় পুত্রকে অস্থি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং সমস্ত পশু ইহার অধিকৃত হইবে আর কনিষ্ঠ পুত্রকে অঙ্গার প্রদান করিয়া গিয়াছেন; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই পুত্র সমস্ত সুবর্ণ প্রাপ্ত হইবে।' শালিবাহন এই প্রকার বিভাগ করিয়া দিলে পুত্রচতুষ্টয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এই বিভাগ-নির্ণয়ের কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র বিক্রমাদিত্যের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি আশু প্রতিষ্ঠানগরে এই মর্ম্মে এক লিপি প্রেরণ করিলেন, 'স্বস্তি শ্রীযজন, যাজন, অধ্যাপন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম-নিরত প্রতিষ্ঠানগরবাসী মহাজনগণকে কুশলপ্রশ্ন সহকারে রাজা বিক্রমাদিত্য আদেশ প্রদান করিতেছেন যে, আপনাদিগের অবিলম্বে এই চতুর্বিধ বিভাগ-[illegible] দিবেন।' মহা-

প্রেরিতাং পত্রিকাং বাচয়িত্বা শালিবাহনমাহূয় কথয়ামাসুঃ, ভো শালি-বাহন! ত্বাং রাজাধিরাজপরমেশ্বরঃ আসমুদ্রপৃথিবীপতিঃ বিক্রমো রাজা উজ্জয়িনীবাসী সকলকলার্থশ্লোককল্পদ্রুমঃ সমাহ্বয়তি। ত্বং তত্র গচ্ছ।

তেনোক্তং, বিক্রমো রাজা কোঽসৌ? তেনাহূতো ন গচ্ছামি। যদি তস্য প্রয়োজনমস্তি, স্বয়মেবাগচ্ছতু মম সমীপে। তেন কিমপি প্রয়োজনং নাস্তি মম। তস্য বচনং শ্রুত্বা মহাজনৈঃ সহ স ন যাতীতি পুনঃ পত্রিকা রাজানং প্রতি প্রেষিতা। ততো রাজা পত্রিকালিখিতাং শ্রুত্বা ক্রোধাগ্নিনা দেদীপ্যমানবিগ্রহোঽষ্টাদশভিরক্ষৌহিণীবলৈঃ সহ নির্গত্য প্রতিষ্ঠানগরমাগত্য শালিবাহনং প্রতি দূতং প্রেষিতবান্। তত-স্তেনাগত্য শালিবাহনো ভণিতঃ, ভোঃ শালিবাহন! রাজাধিরাজো বিক্রমো রাজা ত্বামাহ্বয়তি; তর্হি ত্বং তস্য দর্শনার্থমাগচ্ছ।

শালিবাহনেনোক্তং ভো দূতাঃ! অহং একাকী সন্ রাজানং ন দ্রক্ষ্যামি, ষড়ঙ্গবলোপেতঃ সমরাঙ্গনে বিক্রমস্য দর্শনং করিষ্যামি। রাজ্ঞে এবং নিবেদয়ন্তু ভবন্তঃ।

জনেরা বিক্রমাদিত্যের প্রেরিত লিপি শালিবাহনের সমক্ষে পাঠ পূর্ব্বক কহিলেন, 'শালিবাহন! রাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, সসাগরাধরাপতি, সকল কলাবিস্তার কল্পতরুস্বরূপ, উজ্জয়িনীবাসী বিক্রমাদিত্য রাজা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, আপনি তথায় গমন করুন।'

শালিবাহন কহিলেন, 'বিক্রমাদিত্য রাজা কে? ডাকিলেই বা যাইব কেন? তাহার আবশ্যক হইলে সে নিজে আমার নিকট উপস্থিত হউক, তাহার সহিত আমার কোন প্রয়োজন নাই।' শালিবাহনের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক মহাজনেরা রাজার নিকট উত্তর পাঠাইলেন যে, 'তিনি যাইতে স্বীকৃত নহেন।' তখন বিক্রমা-দিত্য পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া রোষাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অষ্টা-দশ অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রতিষ্ঠানগরে গমন পূর্ব্বক শালিবাহনের নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূতগণ শালিবাহনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "বিক্রমাদিত্য রাজা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, সুতরাং আপনি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

শালিবাহন কহিলেন—

তস্য বচনং শ্রুত্বা দূতা রাজ্ঞে তথৈবাচখ্যুঃ। তৎ শ্রুত্বা রাজা বিক্রমোঽপি সমরভূমিমাগতঃ। শালিবাহনোঽপি কুম্ভকারগৃহে মৃত্তিকয়া কৃতান্ হস্ত্যশ্বরথপদাতিবলান্ মন্ত্রেণ সমুজ্জীব্য তেন ষড়ঙ্গবলেন নগরাৎ নির্গত্য সমরাঙ্গনং প্রতি সমাগতঃ। তদা উভয়দলনির্গমসময়ে—

দিক্চক্রং চলিতং তদা জলনিধির্জাতো ভৃশং ব্যাকুলঃ,
পাতালে চকিতো ভুজঙ্গমপতিঃ পৃথ্বীধরঃ কম্পিতঃ।
সোৎকম্পা পৃথিবী মহাবিষভৃতঃ ক্রোড়ং নমত্যুৎকটং,
বৃত্তং সর্ব্বমনেকধা দলপতেরেবং চমূনির্গতৌ॥

পবনগতিসমানৈরশ্বযূথৈরনন্তৈর্মদধরগজযূথৈ রাজতে সৈন্যলক্ষ্মীঃ।
ধ্বজচমরবরাস্ত্রৈরাবৃতং খং সমস্তং, পটুপটহমৃদঙ্গৈর্ভেরিনাদৈস্ত্রিলোকে॥

ততঃ উভয়দলং মিলিতম্। তস্মিন্ সময়ে—

অশ্বাদেঃ খুররেণুভির্বহুতরৈর্ব্যাপ্তং চ শেষং নভ-
শ্ছত্রৈরাবৃতমন্তরালমনিশং ব্যাপ্তং চ ভেরীরবৈঃ।

করিতে পারিব না। ষড়ঙ্গসেনা সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিব। তোমরা রাজার নিকট যাইয়া ইহা জানাও।'

শালিবাহনের এই কথা শুনিয়া দূতেরা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজার নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যও রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে শালিবাহনও কুম্ভকার-গৃহে মৃত্তিকা দ্বারা হস্তী, অশ্ব, রথ পদাতি চতুরঙ্গ সেনা গঠন পূর্ব্বক মন্ত্রবলে তাহাদিগের জীবন দান করিয়া সেই ষড়ঙ্গবল সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। যখন উভয় দল যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল, তখন দিক্চক্র বিচলিত হইয়া উঠিল, সাগর বিক্ষুব্ধ হইল, ধরণী কাঁপিতে লাগিল এবং মহাবিষধর সর্পের ফণাক্রোড় উৎকটরূপে অবনত হইয়া পড়িল। যখন দুই দলের সেনা সকল বহির্গত হয়, সেই সময়ে এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। তখন বায়ুবেগগামী অসংখ্য তুরঙ্গ ও মদোন্মত্ত হস্তিযূথ দ্বারা সৈন্যশ্রী শোভা পাইতে লাগিল। ধ্বজ, চামর ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি দ্বারা গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল; উচ্চতর পটহ ও মৃদঙ্গধ্বনিতে দিক্চক্রবাল আকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন ঘোটকাদির খুরোত্থ ধূলিজালে ... করিয়া ফেলিল।

নির্ঘোষৈ রথজৈর্গজাশ্বনিনদৈস্তৎকিঙ্কিণীনাং রবৈ-
র্বীরাণাং নিনদৈঃ প্রভূতভয়দৈরন্যোন্যসেনা বভুঃ॥
খট্টাঙ্গৈর্ভল্লশস্ত্রৈঃ খলখুরণগদামুদ্গরার্দ্ধেন্দুবাণৈ-
র্নারাচৈর্ভিন্দিপালৈর্হলবরমুষলৈঃ শক্তিকুন্তৈঃ কৃপাণৈঃ।
পট্টীশৈঃ শক্তিবজ্রপ্রভৃতিভিরপরৈর্দিব্যশস্ত্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
রন্যোন্যং যুদ্ধমেবং মিলিতদলযুগে বর্ত্ততে সদ্ভটানাম্॥

তত্র রণে—

একে বৈ হন্যমানা রণভুবি সুভটা জীবহীনাঃ পতন্তি,
একে মূর্চ্ছাং প্রপন্নাঃ স্যুরপি নিজবলৈরুত্থিতাঃ সম্ভবন্তি।
মুঞ্চন্তে সাট্টহাসং অরিনিকৃতিপরং মানমাপ্তং প্রসাদং,
ভূত্বা ধাবন্তি চাগ্রে জিতমরণভয়াঃ প্রৌঢ়িমঙ্গে হি কৃত্বা॥
একে বৈ শাত্রবাণাং সমরভয়বশাৎ ত্রাসমুৎপাদয়ন্তি,
একে সম্পূর্ণঘাতৈরুপহতবপুষো নাকনারীপ্রিয়াঃ স্যুঃ।
একে বৈ বীরধূর্য্যা রিপুহতজঠরা ভিদ্যমানাশ্চ শস্ত্রৈ-
রস্ত্রৈঃ সভিন্নদেহা অপি ভয়রহিতা বৈরিভির্যান্তি যুদ্ধম্॥

তূরীধ্বনি, রথঘর্ঘর, গজবাজীর হুঙ্কার, কিঙ্কিণীশব্দ ও বীরবৃন্দের ভীষণ শব্দে ধরাতল ও নভস্তল পরিপূরিত হইল। এই প্রকারে উভয় দল পরম শোভা ধারণ করিল। তখন দুই দলের সৈন্যদিগের খট্টাঙ্গ, ভল্লাস্ত্র, তীক্ষ্ণ খুরণ, গদা, মুদ্গর, অর্দ্ধচন্দ্রবাণ, নারাচ, ভিন্দিপাল, হল, মুষল, তীক্ষ্ণ শক্তি ও কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্ররাজি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কেহ কেহ বিপক্ষ কর্ত্তৃক আহত ও গতাসু হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল; কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল পরেই নিজশক্তি-সাহায্যে আবার উঠিতে লাগিল; কেহ কেহ অট্টহাস্য সহকারে আপনার পরাভব দূর করিয়া পূর্ব্ববৎ সম্মাননা ও প্রসন্নতা ধারণ পূর্ব্বক মৃত্যুভয় পরিহার করিল এবং যথাযথ অঙ্গে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইল। কেহ কেহ বিপক্ষগণের হৃদয়ে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল; কেহ কেহ ভীষণ প্রহারে গতাসু হইয়া সুরবালাদিগের প্রণয়াস্পদ হইল; আবার কোন কোন বীর শত্রু-কর্ত্তৃক উদরদেশে আহত ও ভিদ্যমান হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে [illegible]

তত্রারেশ্ছুরিকাদিশস্ত্রনিচয়া ভান্তীব মীনাদয়ঃ,
কেশস্নায়ুশিরান্ত্রজালনিবহৈঃ শৈবালবদ্দৃশ্যতে।
যানীভেন্দ্রকলেবরাণি পতিতানীদৃঙ্ন শস্তোর্ম্মৃধে,
প্রেতানাব বিভান্তি তানি রুধিরে চাস্থীনি শঙ্খা ইব॥

ততো বিক্রমার্কেণ শালিবাহনস্য সৈন্যং সর্ব্বং পাতিতং, শালিবাহনো ঽপি শেষনাগেন্দ্রং সস্মার। শেষেণ সর্পাঃ প্রেষিতাঃ, তৈঃ সর্পৈর্দষ্ট বিক্রমাদিত্যসৈন্যং বিশেষেণ মূর্চ্ছিতং রণাঙ্গনে পপাত। তদনন্তর বিক্রমার্কো রাজা একাকী নিজনগরং জগাম। স্বসৈন্যসঞ্জীবনার্থং অর্দ্ধো দকে নববর্ষপর্য্যন্তং বাসুকিমন্ত্রমনুষ্ঠিতবান্। ততো বাসুকিঃ তস্মৈ প্রসন্নে ভূত্বা বভাণ, ভো রাজন্! বরং বৃণীষ্ব।

বিক্রমেণ ভণিতম্, ভো সর্পরাজ! যদি মম প্রসন্নোঽসি, তর্হি সর্প বিষবেগেন মূর্চ্ছিতস্য মম সৈন্যস্য সঞ্জীবনার্থমমৃতঘটং দেহি। অথ বাসু

কেশ, স্নায়ু, শিরা ও অন্ত্র সকল সেই রণসাগরে শৈবালের ন্যায় শোভা ধার করিল; রুধির-নদীর মধ্যে মৃতগজ-সমূহের দেহ প্রেতের ন্যায় এবং অস্থি সক শঙ্খের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বস্তুতঃ সেই যুদ্ধ এরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে মহেশ্বরের যুদ্ধও সেরূপ নহে।

অনন্তর শালিবাহনের সমস্ত সৈন্য বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নিপাতিত হইল। তখ শালিবাহন শেষ নাগকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতিমাত্র শেষনাগ অসংখ্য স প্রেরণ করিলেন; সেই সকল সর্প রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিক্রমাদিত্যের সৈন্য গণকে দংশন করিলে, তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া রণভূমিতে নিপতিত হইল। তখ রাজা বিক্রমাদিত্য একাকী নিজ নগরীতে প্রস্থান করিলেন। তিনি সৈন্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য জলগর্ভে অর্দ্ধমগ্ন হইয়া নয় বৎসর পর্য্যন্ত বাসুকিম জপ করিলেন। তখন বাসুকি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে কহিলেন, 'রাজন্! ব গ্রহণ কর।'

বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 'সর্পরাজ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার যে সকল সৈন্য সর্পবিষে মূর্চ্ছিত হইয়া আছে, তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য অমৃতকুম্ভ প্রদান করুন।' বাসুকি তৎক্ষণাৎ অমৃতপূ [illegible]

কিনা অমৃতঘটো দত্তঃ। তমমৃতং গৃহীত্বা রাজা বিক্রমো যাবৎ মার্গে সমায়াতি, তাবদ্‌ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাগত্য—

হরের্লীলা-বরাহস্য দংষ্ট্রাদণ্ডঃ পুনাতু বঃ।
হিমাদ্রিশিখরস্যেব ধাত্রী যস্য শ্রিয়ং দধৌ॥

ইত্যাশিষমুক্তবান্। ততো রাজা ভণিতম্, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং প্রতিষ্ঠানগরাদাগতঃ। রাজ্ঞোক্তম্, কিং বদসি? ব্রাহ্মণো বদতি, ভবান্ অর্থিজনচিন্তামণিঃ, যতশ্চিন্তিতং বস্তু দাতুং সমর্থঃ, অতো মমৈকস্মিন্ বস্তুনি প্রীতিরস্তি, তদ্দীয়তে চেৎ তর্হি বদামি। রাজ্ঞোক্তম্, যৎ ত্বয়া যাচ্যতে, তৎ দাস্যামি। ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অয়মমৃতঘটো দাতব্যঃ। রাজ্ঞোক্তম্, ত্বং কেন প্রেষিতোঽসি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং শালিবাহনেন প্রেষিতঃ।

তৎ শ্রুত্বা রাজা বিচারিতং, ময়া পূর্ব্বং অস্মৈ দাস্যামি ইতি ভণিতম্। ইদানীং ন দীয়তে চেৎ, অপকীর্ত্তিরধর্ম্মোঽপি ভবিষ্যতীতি অতঃ সর্ব্বথা দাতব্যমেব।

অমনি পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'শ্রীহরি লীলাবরাহরূপ ধারণ করিলে ধরিত্রী দেবী হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার যে দংষ্ট্রাদণ্ডে থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেই মহাদণ্ড আপনার মঙ্গল করুন।' তখন রাজা কহিলেন, 'হে বিপ্র! আপনি কোন্ স্থান হইতে আসিতেছেন?' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'আমি প্রতিষ্ঠানগর হইতে আসিতেছি।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার বক্তব্য কি?' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'অপনি প্রার্থীর নিকট চিন্তামণিস্বরূপ; কেন না, যাহা চিন্তা করা যায়, প্রার্থীকে আপনি তাহাই দান করিতে সমর্থ; সুতরাং একটি দ্রব্যে আমার নিরতিশয় আকিঞ্চন; যদি তাহা দান করেন, প্রকাশ করিয়া বলি।' রাজা কহিলেন, 'আপনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাহাই দিব।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'এই অমৃতকুম্ভ আমাকে প্রদান করুন।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে কে পাঠাইয়া দিয়াছেন?' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'আমি শালিবাহন কর্ত্তৃক প্রেরিত।'

এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'আমি পূর্ব্বে দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি; এখন যদি না দিই, অপযশ ও অধর্ম্ম হইবে; অতএব দান করাই কর্ত্তব্য।'

ব্রাহ্মণেন ভণিতম্, ভো রাজন্! কিং বিচারয়তি? ভবান্ সজ্জনঃ। সজ্জনস্য ভাষণে পুনরন্যথা ন ভবতি। তথা চোক্তম্—

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে,
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে শিলায়াং,
ন চলতি পুনরন্যৎ ভাষণং সজ্জনানাম্॥

রাজ্ঞোক্তম্, সত্যমুক্তং ভবতা। তথৈব ক্রিয়তে, গৃহ্যতামমৃতঘটঃ। অথ তস্মৈ ঘটং দদৌ। সোঽপি ব্রাহ্মণো রাজনং স্তুত্বা নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি উজ্জয়িনীমগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজানমবোচৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে
চতুর্বিংশোপাখ্যানম্॥ ২৪॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'কি চিন্তা করিতেছেন? আপনি সজ্জন; সজ্জনের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। শাস্ত্রেও কথিত আছে,—যদি সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হন, যদি সুমেরুগিরি বিচলিত হয়,যদি অগ্নি শীতলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং যদি পর্ব্বতের উপর পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তথাপি সজ্জনের বাক্য মিথ্যা হয় না।'

রাজা কহিলেন, 'আপনি সত্যই বলিয়াছেন। তাহাই হউক, আপনি অমৃত-ঘট গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া বিক্রমাদিত্য সেই ব্রাহ্মণকে অমৃতঘট প্রদান করিলে, তিনি তাহা লইয়া রাজার স্তুতিবাদ পূর্ব্বক নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন; রাজাও উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগত হইলেন।

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

পঞ্চবিংশোপাখ্যানম্।

—ঃ❀ঃ—

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণাঃ সন্তি, তেনৈব সিংহাসনে উপবেষ্টব্যম্। রাজ্ঞোক্তম্, পুত্তলিকে! কথয় বিক্রমস্য ঔদার্য্যবৃত্তান্তম্। সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং শাসতি একদা কশ্চিৎ জ্যোতিষিকঃ সমাগত্য—

সূর্য্যঃ শৌর্য্যমথেন্দুরিন্দ্রপদবীং সন্মঙ্গলং মঙ্গলঃ,
সদ্‌বুদ্ধিঞ্চ বুধো গুরুশ্চ গুরুতাং শুক্রঃ সুতং শং শনিঃ।
রাহুর্বাহুবলং করোতু নিয়তং কেতুঃ কুলস্যোন্নতিং,
নিত্যং প্রীতিকরা ভবতাং সর্ব্বেঽনুকূলা গ্রহাঃ॥

ইত্যাশিষমুক্ত্বা পঞ্চাঙ্গানি কথয়ামাস।

অথ ভূপতিঃ জ্যোতিষিকমপৃচ্ছৎ, ভো দৈবজ্ঞ! অস্মিন্ সংবৎসরে রাজাদিকং ব্রূহি। তেনোক্তম্, রাজা রবিঃ, মন্ত্রী ভৌমঃ, মেঘাধিপো

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (পঞ্চবিংশ) পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যাঁহার ঔদার্য্যাদি গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবেন।' রাজা কহিলেন, 'পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যশাসন করেন, তখন একদিন এক জ্যোতির্ব্বিৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'সূর্য্যদেব আপনাকে বীরত্ব, চন্দ্র ইন্দ্রত্ব, মঙ্গল সুমঙ্গল, বুধ বুদ্ধি, বৃহস্পতি গুরুত্ব, শুক্র পুত্র, শনি কল্যাণ, রাহু বাহুবল ও কেতু বংশের উন্নতি প্রদান করুন্। এই সকল গ্রহ আপনার প্রতি অনুকূল হইয়া সন্তোষপ্রদ হউন।' এই প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই জ্যোতির্ব্বিৎ পঞ্চাঙ্গ বর্ণনা করিলেন।

তখন রাজা সেই জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে দৈবজ্ঞ! এই বৎসরে কে রাজা, কে মন্ত্রী ইত্যাদি বর্ণন করুন।' দৈবজ্ঞ কহিলেন, 'এই বর্ষে সূর্য্য রাজা এবং মঙ্গল মন্ত্রী ও [illegible]

ভৌমঃ। শনৈশ্চরো রোহিণীশকটং ভিত্ত্বা যাস্যতি, তস্মাৎ সর্ব্বথা অনাবৃষ্টির্ভবিষ্যতি। উক্তঞ্চ বরাহমিমিহিরসংহিতায়াম্—

যদা হ্যর্কসুতো ভঙ্‌ক্তে রোহিণীশকটং খলু।
ভিত্ত্বা ন বর্ষতি তদা মেঘো দ্বাদশবর্ষাণি॥ তথা চ—
রোহিণীশকটমর্কনন্দনশ্চেদ্‌ভিনত্তি রুধিরৌঘভাঙ্‌মহী।
কিং ব্রবীমি ন হি বারিসাগরে সর্ব্বলোক উপযাতি সংক্ষয়ম্॥

মতান্তরে—

যদা ভিনত্তি মন্দোঽয়ং রোহিণ্যাঃ শকটং তদা।
বর্ষাণি দ্বাদশানীহ বারিবাহো ন বর্ষতি॥

এতদ্দৈবজ্ঞবচনং শ্রুত্বা রাজা অব্রবীৎ, তস্যাবর্ষণস্য কোঽপ্যুপায়োঽস্তি? দৈবজ্ঞেনোক্তম্, কুতো নাস্তি, কমপি গ্রহহোমাদিকং ক্রিয়তে চেৎ, বৃষ্টির্ভবিষ্যতি। ততো বিক্রমো রাজা শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানাহূয় তেষাং পুরতঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তং উক্ত্বা তৈর্হোমং কারয়িতুমারব্ধবান্। ততঃ সর্ব্বাপি হোমসামগ্রী সম্পাদিতা। রাজা দ্রব্যান্নবস্ত্রাদিনা ব্রাহ্মণাঃ সন্তোষিতাঃ, দশদানানি দত্তানি। তদনন্তরং ভূরিদানেন দীনান্ধবধিরপঙ্গ্বনাথাদয়ঃ সন্তোষিতাঃ। পরং বৃষ্টির্ন ভবতি, তদভাবেন সর্ব্বে লোকা বুভুক্ষিতাঃ

করিবেন; সুতরাং এই বর্ষে সর্ব্বথা অনাবৃষ্টি ঘটিবে। বরাহমিহিরসংহিতায় উক্ত আছে, শনিগ্রহ যখন রোহিণীশকট ভেদ করেন, তখন দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। অন্যত্রও উক্ত আছে, শনিগ্রহ রোহিণীশকট ভেদ করিলে ধরাতলে রক্তবৃষ্টি হইয়া থাকে। অধিক কথা কি, সাগরেও জল থাকে না, এবং সমস্ত লোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, শনি রোহিণীশকট ভেদ করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ঘটে।'

দৈবজ্ঞের এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, 'অনাবৃষ্টিশান্তির কোন উপায় আছে কি?' দৈবজ্ঞ কহিলেন, 'কেন থাকিবে না? গ্রহহোম করিলেই বৃষ্টি হইবে।' তখন রাজা ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক সকল কথা ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা হোমানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হোমের যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার আনীত হইল। রাজা নানারূপ দ্রব্য, অন্ন ও বসনাদিদান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সন্তোষবিধান করিয়া [illegible] দীন অন্ধ বধির পঙ্গু অনাথ প্রভৃতি সকলকে

পরং ক্লেশমগমন্। রাজাপি তেষাং দুঃখেন স্বয়ং দুঃখিতঃ সন্, একদা যজ্ঞশালায়াং সমুপবিষ্টো যাবচ্চিন্তয়তি, তাবদশরীরিণী বাগাসীৎ। ভো রাজন্! পুরস্থিতদেবালয়বাসিনী তে আশাং পূরয়িষ্যতি, দেবতায়াঃ পুরতো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্য পুরুষস্য শিরশ্ছিত্ত্বা বলির্দীয়তে চেৎ বৃষ্টির্ভবিষ্যতি। তৎ শ্রুত্বা রাজা দেবালয়ং গত্বা দেবীং নত্বা যাবৎ খড়্গং শিরসি দধাতি, তাবদ্দেবতয়া ধৃতো ভণিতশ্চ, ভো রাজন্! তব ধৈর্য্যেণ প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজা বদতি, ভো দেবি! যদি মম প্রসন্নাসি, তর্হি অনাবৃষ্টিং নিবারয়। দেবতয়োক্তং, তথা করিষ্যামি। ততো রাজা নিজসভা-মাগতঃ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! যদি ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং পরোপকারবাসনা চ বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে
পঞ্চবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ২৫ ॥

ভূরিপরিমিত দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন; কিন্তু তথাপি জলবর্ষণ হইল না। বৃষ্টির অভাবে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সকলে যার পর নাই কষ্ট প্রাপ্ত হইতে লাগিল। রাজা সকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া একদা নিজে যজ্ঞগৃহে বসিয়া চিন্তানিমগ্ন আছেন, ইত্যবসরে আকাশবাণী হইল যে, 'যদি দ্বাত্রিংশৎলক্ষণবিশিষ্ট পুরুষের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক বলি প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে এই নগরীস্থ মন্দিরবাসিনী দেবী তোমার মনোরথ সিদ্ধ করিবেন, বৃষ্টি হইবে।' রাজা এই দৈববাণী শ্রবণ পূর্ব্বক মন্দিরে গমন পূর্ব্বক দেবীকে নমস্কার করিয়া যেমন মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি দেবী তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্! তোমার ধৈর্য্যগুণ দর্শনে আমি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; তুমি বর গ্রহণ কর।' রাজা কহিলেন, 'দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনাবৃষ্টির শান্তি করুন।' দেবী কহিলেন, 'তথাস্তু।' অনন্তর রাজা সভাতলে উপস্থিত হইলেন।

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এই প্রকার ধৈর্য্য ও পরোপকারিতা গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

ষড়্বিংশোপাখ্যানম্ ।

—০✻০—

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্, ভো রাজন্ ! অস্মিন্ সিংহাসনে স এব সর্ব্বথা উপবেষ্টুং যোগ্যঃ, যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি । ভোজেনোক্তম্,ভো পুত্তলিকে ! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্ ।

সা অব্রবীৎ, ভো রাজন্ ! শ্রূয়তাম্ । ঔদার্য্যদয়াবিবেকধৈর্য্যাদিগুণৈঃ অন্যো বিক্রমসদৃশো রাজা নাস্তি । অন্যচ্চ, যদুক্তং তদন্যথা ন করোতি, যচ্চিত্তে স্থিতং, তৎ তথৈব বদতি, যদ্বচনে স্থিতং, তৎ তদেব করোতি, অতঃ সজ্জনোঽয়ম্ ।

উক্তঞ্চ—যথা চিত্তং তথা বাক্যং যথা বাক্যং তথা ক্রিয়া ।

চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াঞ্চ সাধূনামেকরূপতা ॥

একদা সুরনগর্য্যামিন্দ্রঃ সিংহাসনে উপবিষ্টোঽভূৎ । তস্য সভায়ামষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামাসন্ । ত্রয়স্ত্রিংশৎকোট্যঃ দেবতা উপবিষ্টা আসন্ । অষ্টৌ লোকপালাঃ একোনপঞ্চাশদ্মরুদ্গণাঃ দ্বাদশাদিত্যাশ্চ নারদঃ

পুনরায় রাজা যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (ষড়্বিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্ ! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যাঁহার ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য ।' ভোজরাজ কহিলেন, 'পুত্তলিকে ! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর ।'

পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্ ! শ্রবণ করুন । ঔদার্য্য, বিবেক, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে বিক্রমাদিত্যের তুল্য আর কেহই ছিল না । তিনি যাহা বলিতেন, তাহার অন্যথা করিতেন না ; যাহা তাঁহার মনে উদয় হইত, তাহাই বলিতেন এবং যাহা বলিতেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন ; সুতরাং তিনি পরম সজ্জন ছিলেন । শাস্ত্রেও কথিত আছে,—মন যে প্রকার, বাক্যও সেইরূপ এবং বাক্য যে প্রকার, কার্য্যও সেইরূপ ; সুতরাং সাধুগণের মন, বাক্য ও কার্য্য এক প্রকার ।

একদা দেবেন্দ্র অমরনগরীতে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ; সেই সভাতে ... একোনপঞ্চাশৎ

বুরুশ্চ উর্ব্বশীমেনকারম্ভাতিলোত্তমামিশ্রকেশী-ঘৃতাচীমঞ্জুঘোষাপ্রিয়-
র্শনাপ্রভৃতিদিব্যস্ত্রিয়ঃ উপবিষ্টা বভূবুঃ। সর্ব্বোঽপি গন্ধর্ব্বাণাং গণঃ
পবিষ্টোঽভূৎ। তস্মিন্নবসরে নারদেন উক্তং, ভূমণ্ডলে বিক্রমার্কসদৃশঃ
র্ত্তিমান্ পরোপকারী মহাসত্ত্বসম্পন্নো রাজা নাস্তি।

তদ্বচনমাকর্ণ্য সর্ব্বে দেবসভাস্থিতাঃ পরং বিস্ময়ং জগ্মুঃ। কামধেনুরপি
তি, কোঽত্র সন্দেহঃ, বিস্ময়োঽপি ন কার্য্যঃ। উক্তঞ্চ—

দানে তপসি শৌর্য্যে চ বিজ্ঞানে বিনয়ে নয়ে।
বিস্ময়ো ন চ কর্ত্তব্যো বহুরত্না বসুন্ধরা॥ তথাচ—
বাজিবারণলোহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্।
নারীপুরুষতোয়ানাং অন্তরং মহদন্তরম্॥

তদনন্তরং ইন্দ্রেণ সুরভির্ভণিতা, ত্বং মর্ত্ত্যলোকং গত্বা বিক্রমস্য দয়া-
রোপকারাদীন্ গুণান্ নিশ্চিত্য মম নিবেদয় ইতি।

ততঃ সুরভিরত্যন্তদুর্ব্বলং গোরূপং ধৃত্বা মর্ত্ত্যলোকং গতা। যাবৎ বিক্র-
র্কো মার্গে সমায়াতি, তাবৎ স্বয়ং অত্যন্তদুস্তরে পঙ্কে নিমগ্না আসীৎ,

---

দ্বাদশ আদিত্য, নারদ, তুম্বুরু এবং উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্র-
া, ঘৃতাচী, মঞ্জুঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনারা ও গন্ধর্ব্বগণ উপবিষ্ট
হন। ইত্যবসরে নারদ বলিলেন, 'ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্যের তুল্য কীর্ত্তিমান্,
াপকারী ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন রাজা আর নাই।'

নারদের এই কথা শুনিয়া দেবসভাস্থিত সকলেই পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।
। কামধেনু কহিলেন, 'ইহাতে সন্দেহ কি? কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। শাস্ত্রে
ত আছে, দান,তপস্যা, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, বিনয় ও নয় এ সকল বিষয়ে বিস্ময়ের
ণ কিছুই নাই। বসুন্ধরা বহুরত্নের আকর। আরও দেখ, অশ্ব, গজ, লৌহ,
, পুরুষ ও জল ইহাদিগের প্রভেদ অনেক।'

অনন্তর ইন্দ্র সুরভিকে কহিলেন, 'তুমি মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া বিক্রমাদিত্যের দয়া
রোপকারিতাদি গুণের পরীক্ষা করিয়া আমার নিকট বিজ্ঞাপিত কর।'

তদনন্তর সুরভি অত্যন্ত দুর্ব্বল গোরূপ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে গমন
লেন। যখন (যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে) বিক্রমাদিত্য রাজপথে
ত হইলেন

রাজানং দৃষ্ট্বা চ কাতরং শব্দং চকার। রাজাপি তৎসমীপমাগত্য
পশ্যতি, তদা অতিসঙ্কীর্ণে দুস্তরে পঙ্কে নিমগ্না আসীৎ, তৎসমীপে ব্যা
কশ্চিৎ সমুপবিষ্টোঽস্তি। রাজনি তাং গাং উত্থাপয়িতুং প্রযত্নং ক্রিয়ম
সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। অথ রাত্রিরাগতা। সোঽপি অনাথাং তাং গাং র
তত্রৈব স্থিতঃ। ততঃ সূর্য্যোদয়ো জাতঃ; গৌরপি রাজ্ঞো দয়া-ধৈর্য্যাদিগু
ন্নিরীক্ষ্য স্বয়মেবোত্থিতা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! অহং সুরভিধেনু
দয়াদিগুণানবলোকয়িতুং স্বর্গাৎ সমায়াতা, তত্র প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ। ত্বৎসদৃ
রাজা দয়াপরো ভূতলে নাস্তি, অতঃ প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব।

রাজ্ঞা ভণিতং, ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়ি ন্যূনতা নাস্তি, কিং ময়া প্রার্থ্য
তয়োক্তং, মম বাক্যং কথমপি নিষ্ফলং ন ভবতি, তর্হি অহং তব সমী
এব তিষ্ঠামি। ইতি রাজ্ঞা সহ নির্গতা। ততো রাজা যাবৎ তয়া সহ ম
গচ্ছতি, তাবৎ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাগত্য—

সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হি-
ত্রাসান্নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসঙ্কোচভাজি।

স্থিতি করিলেন এবং রাজার দিকে নেত্রপাত করিয়া কাতরভাবে চীৎকার ক
লাগিলেন। রাজা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, গাভীটি দুস্তর পঙ্কে
হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার নিকটে একটি ব্যাঘ্র বসিয়া আছে। রাজা গ
টিকে তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এ দিকে সূর্য্যাস্ত হইল।
সমাগত। রাজাও সেই অনাথা গাভীকে রক্ষা করিবার জন্য সেই স্থানে অব
করিলেন। তৎপরে সূর্য্যোদয় হইল। তখন গাভী রাজার দয়া ও ধৈর্য্যা
দেখিয়া নিজেই পঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া
লেন, 'রাজন্! আমি সুরভি ধেনু; তোমার দয়াদিগুণপরীক্ষার জন্য
হইতে আসিয়াছি; (তোমার গুণ সম্বন্ধে) এখন আমার বিশ্বাস জ
তোমার ন্যায় দয়াশীল রাজা ভূমণ্ডলে আর নাই; আমি প্রসন্ন হইলাম; অ
বর প্রার্থনা কর।'

রাজা কহিলেন, 'আপনার প্রসাদে আমার কিছুরই অভাব নাই, আমি
প্রার্থনা করিব?' সুরভি কহিলেন, 'আমার বাক্য কদাচ নিষ্ফল হইবে না;
—নিকটেই অবস্থিতি করিব।' এই বলিয়া সুরভি রাজার সহিত চলি
... এক ব্রাহ্মণ উ

গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণে-
বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধূতয়ঃ পান্তু চীৎকারবত্যঃ॥

ইত্যাশিষং প্রযুজ্যাব্রবীৎ, ভো রাজন্! অহং বিধাত্রা দরিদ্রঃ কৃতঃ,
তোঽহং সর্ব্বান্ জনান্ পশ্যামি, মাং কেচন ন পশ্যন্তি।—

দারিদ্র্যায় নমস্তুভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
জগৎ পশ্যামি যেনাহং ন মাং পশ্যন্তি কেচন॥

স্তু দারিদ্র্যমুদ্রিতস্তস্য গৃহে সর্ব্বদা সূতকমেব ভবতি।

স্বগ্রাসং পথিকায় দেহি সুভগে নো নো গিরো নিষ্ফলাঃ,
কস্মাদ্‌ব্রূহি সখে নু সূতকমিদং কালাবধির্নাস্তি কী।
যাবজ্জীবমিদং ন যাতি বিষমং পুত্রোদ্ভবং সূতকং,
কো জাতো ময়ি সর্ব্ববিত্তরহিতে দারিদ্র্যনামা সুতঃ॥

ইয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যের জন্য নন্দী নিজ
স্তে সহর্ষে মুরজবাদ্য করিলে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন
শবশীর্ষস্থিত সর্পরাজ ভয়ে আপন ফণামণ্ডল সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে
প্রবিষ্ট হইল; মহেশ্বর তাণ্ডবনৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার গণ্ডসমীপে ভ্রমরেরা
উড়িয়া উড়িয়া গুঞ্জনরবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল; তখন বিঘ্নহারী গণপতি
চীৎকার সহকারে আপনার গজমুণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্!
গণেশের সেই বদনকমল আপনার কল্যাণ করুন।' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া
সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, "রাজন্! বিধির বিধানে আমি দরিদ্র; সুতরাং আমি
লকে দেখিতে পাই, কিন্তু আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। হে দারিদ্র্য!
মাকে নমস্কার, আমি তোমার প্রসাদে সিদ্ধপুরুষ হইয়াছি; কেন না, সমগ্র
ৎসংসার আমি দেখিতে পাই, কিন্তু আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। যে
ক্তি নিরন্তর দারিদ্র্যবশে মুদ্রিত (যাহার হর্ষও নাই, প্রতিভাও নাই), তাহার
হ নিত্য সূতিকাশৌচ বর্ত্তমান। সখে! 'আর নাই আর নাই' এ বৃথা বাক্য
র উচ্চারণ করিও না, তুমি আপনার গ্রাসই পৃথিবীকে দান কর, কি জন্য
মার সূতবধশৌচ হইয়াছে? তোমার এই অশৌচকালের কি সীমা নাই?
মার এই পুত্রজন্মজনিত অশৌচ আজীবন দূর হইতেছে না। জিজ্ঞাস্য হইতে
রে যে, কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? তাহার উত্তরে আমি বলি, সকলপ্রকার ধন-
ন দারিদ্র্য নাম

রাজ্ঞোক্তং ভো ব্রাহ্মণ! কিং যাচসে? ব্রাহ্মণেন ভণিতং, ে
রাজন্, ভবান্ আশ্রিতকল্পবৃক্ষঃ, যাবজ্জীবং মম দারিদ্র্যবিচ্ছিত্তির্যথা ভবা
তথা বিধেয়ম্। রাজ্ঞোক্তম্, তর্হি ইয়ং কামধেনুস্তবেপ্সিতং দাস্য
ইমাং গৃহাণ, ইতি তস্মৈ কামধেনুং প্রাদাৎ। ব্রাহ্মণঃ স্বর্গসুখং গত
কামধেনুং গৃহীত্বা নিজস্থানং জগাম। রাজাপি নিজনগরীমগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজানং জগাদ, ভো রাজ
ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং যদি বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রা
তূষ্ণীমভূৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে
ষড়্বিংশোপাখ্যানম্॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোপাখ্যানম্।

—০:✱:০—

পুনরপি রাজা সিংহাসনে উপবেষ্টুং যাবৎ প্রযততে, তাবদন্যা পু
ত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা ভবা

রাজা বলিলেন, 'হে বিপ্র! আপনি কি প্রার্থনা করেন?' ব্রাহ্মণ কহি
'রাজন্! আপনি আশ্রিতের পক্ষে কল্পতরুস্বরূপ, যাহাতে যাবজ্জীবন আ
দারিদ্র্য দূর হয়, তাহাই করুন।' রাজা বলিলেন, 'তবে আপনি এই ক
ধেনুটি গ্রহণ করুন, ইনি যাবজ্জীবন আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন।' এই ব
ব্রাহ্মণকে কামধেনু প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ যেন স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইলেন
কামধেনুকে লইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজাও নিজ নগরীতে প্র
বৃত্ত হইলেন।

পুত্তলিকা এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্!
আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' র
মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন
[illegible] তাঁহার ঔদার্য

সোঽস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। রাজ্ঞোক্তং, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণবৃত্তান্তম্।

সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমো রাজা পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগরমেকমগমৎ। তত্রান্যো রাজা অতীব ধার্ম্মিকঃ শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানুষ্ঠানপরঃ তত্রস্থিতান্ ব্রাহ্মণাদিচতুর্বর্ণান্ সম্যক্ প্রতিপালয়তি স্ম, সর্ব্বো লোকঃ সদাচাররতঃ অতিথিপ্রিয়ো দয়াপরশ্চ। রাজা বিক্রমোঽপি দিনত্রয়ং দিনপঞ্চকং বা তত্র স্থাস্যামীতি কৃতনিশ্চয়ঃ কঞ্চন অতিমনোহরং দেবালয়ং গত্বা দেবং নমস্কৃত্য রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ।

অত্রান্তরে কশ্চিদ্রাজকুমার ইব অতিমনোহররূপো দুকূলবস্ত্রধারী নানাভরণালঙ্কৃতশরীরঃ কুঙ্কুমকর্পূরকস্তূরীমৃগমদমিশ্রিতৈশ্চন্দনৈর্বিলিপ্ততনুঃ যৈঃ সহ তত্রাগতঃ, তৈঃ সহ নানাবিধকামকথাপ্রস্তাববিনোদাদিকং বিধায় পুনস্তৈঃ সহ নির্গতঃ। রাজাপি তং দৃষ্ট্বা কোঽয়মিতি বিচারয়ন্ স্থিতঃ।

ততো দ্বিতীয়দিনে স এব একাকী বস্ত্রাদিরহিতঃ কৌপীনমাত্রশেষঃ

বর্ত্তমান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিতে সমর্থ।" রাজা কহিলেন, "পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যাদি গুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর।"

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। কোন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবীপর্য্যটন আরম্ভ করিয়া এক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ধর্ম্মশীল শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত আচারবান্ এক রাজা বাস করেন। তথায় যে সকল ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ বাস করেন, রাজা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করেন। তথাকার সকল ব্যক্তিই সদাচারবান্, অতিথিপ্রিয় ও দয়াশীল। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নগরে তিন দিন অথবা পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া একটি মনোহর দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাকে প্রণাম করিয়া রঙ্গমণ্ডপে উপবেশন করিলেন।

ইত্যবসরে রাজপুত্রের ন্যায় একটি রূপবান্ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান পট্টবস্ত্র, দেহ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, অঙ্গ কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তূরী ও মৃগমদমিশ্রিত চন্দনে অনুলিপ্ত। তাঁহার সঙ্গে আর যে সকল ব্যক্তি ছিল, তাহাদিগের সহিত নানাবিধ কথোপকথন ও প্রস্তাবপ্রসঙ্গে আনন্দভোগ করিয়া পুনরায় তাহাদিগের সহিত সেই সুপুরুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 'এ ব্যক্তি কে?' রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় [illegible]

রাজ্ঞোক্তং ভো ব্রাহ্মণ! কিং যাচসে? ব্রাহ্মণেন ভণিতং, হে রাজন্, ভবান্ আশ্রিতকল্পবৃক্ষঃ, যাবজ্জীবং মম দারিদ্র্যবিচ্ছিত্তির্যথা ভব তথা বিধেয়ম্। রাজ্ঞোক্তম্, তর্হি ইয়ং কামধেনুস্তবেপ্সিতং দাস্য ইমাং গৃহাণ, ইতি তস্মৈ কামধেনুং প্রাদাৎ। ব্রাহ্মণঃ স্বর্গসুখং গত কামধেনুং গৃহীত্বা নিজস্থানং জগাম। রাজাপি নিজনগরীমগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজানং জগাদ, ভো রাজ ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং যদি বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রা তুষ্ণীমভূৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে ষড়্বিংশোপাখ্যানম্॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোপাখ্যানম্।

—০:❀:০—

পুনরপি রাজা সিংহাসনে উপবেষ্টুং যাবৎ প্রযততে, তাবদন্যা পু লিকা ভণতি, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা ভবা

রাজা বলিলেন, 'হে বিপ্র! আপনি কি প্রার্থনা করেন?' ব্রাহ্মণ কহি 'রাজন্! আপনি আশ্রিতের পক্ষে কল্পতরুস্বরূপ, যাহাতে যাবজ্জীবন আ দারিদ্র্য দূর হয়, তাহাই করুন।' রাজা বলিলেন, 'তবে আপনি এই ক ধেনুটি গ্রহণ করুন, ইনি যাবজ্জীবন আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন।' এই বা ব্রাহ্মণকে কামধেনু প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ যেন স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইলেন কামধেনুকে লইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজাও নিজ নগরীতে প্র বৃত্ত হইলেন।

পুত্তলিকা এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' র মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন ... যাঁহার ঔদা

াহস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। রাজ্ঞোক্তং, ভো পুত্তলিকে! থয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণবৃত্তান্তম্।

সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমো রাজা পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগর-কমগমৎ। তত্রান্যো রাজা অতীব ধার্ম্মিকঃ শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানুষ্ঠান-ঃ তত্রস্থিতান্ ব্রাহ্মণাদিচতুর্বর্ণান্ সম্যক্ প্রতিপালয়তি স্ম, সর্ব্বো লোকঃ াচাররতঃ অতিথিপ্রিয়ো দয়াপরশ্চ। রাজা বিক্রমোঽপি দিনত্রয়ং নপঞ্চকং বা তত্র স্থাস্যামীতি কৃতনিশ্চয়ঃ কঞ্চন অতিমনোহরং দেবালয়ং য়া দেবং নমস্কৃত্য রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ।

অত্রান্তরে কশ্চিদ্রাজকুমার ইব অতিমনোহররূপো দুকূলবস্ত্রধারী নাভরণালঙ্কৃতশরীরঃ কুঙ্কুমকর্পূরকস্তূরীমৃগমদমিশ্রিতৈশ্চন্দনৈর্বিলিপ্ততনুঃ ঃ সহ তত্রাগতঃ, তৈঃ সহ নানাবিধকামকথাপ্রস্তাববিনোদাদিকং বিধায় নস্তৈঃ সহ নির্গতঃ। রাজাপি তং দৃষ্ট্বা কোঽয়মিতি বিচারয়ন্ স্থিতঃ।

ততো দ্বিতীয়দিনে স এব একাকী বস্ত্রাদিরহিতঃ কৌপীনমাত্রশেষঃ

দ্যমান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিতে সমর্থ।" রাজা কহিলেন, "পুত্ত-কে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যাদি গুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর।"

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। কোন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য থবীপর্য্যটন আরম্ভ করিয়া এক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ধর্ম্মশীল শ্রুতি-তিবিহিত আচারবান্ এক রাজা বাস করেন। তথায় যে সকল ব্রাহ্মণাদি চতু-র্ণ বাস করেন, রাজা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করেন। তথাকার সকল ব্যক্তিই াচারবান্, অতিথিপ্রিয় ও দয়াশীল। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নগরে তিন দিন থবা পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া একটি মনোহর দেবালয়ে পস্থিত হইলেন এবং দেবতাকে প্রণাম করিয়া রঙ্গমণ্ডপে উপবেশন করিলেন।

ইত্যবসরে রাজপুত্রের ন্যায় একটি রূপবান্ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। হার পরিধান পট্টবস্ত্র, দেহ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, অঙ্গ কুঙ্কুম, কর্পূর, স্তূরী ও মৃগমদমিশ্রিত চন্দনে অনুলিপ্ত। তাঁহার সঙ্গে আর যে সকল ব্যক্তি ল, তাহাদিগের সহিত নানাবিধ কথোপকথন ও প্রস্তাবপ্রসঙ্গে আনন্দভোগ রিয়া পুনরায় তাহাদিগের সহিত সেই সুপুরুষ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 'এ ক্তি কে?' রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে

সন্ সমাগতঃ দেবালয়স্য রঙ্গমণ্ডপে পপাত। রাজা তং দৃষ্ট্বা ভণতি, ভো দেবদত্ত! পূর্ব্বেদ্যুরলঙ্কৃতশরীরো রাজকুমার ইব বয়স্যৈঃ সংসেব্যমানোঽত্র সমাগতঃ, অদ্য কিমীদৃশীং কষ্টাং দশাং প্রাপ্তোঽসি? তেনোক্তম্, ভো স্বামিন্! কিমেবমুচ্যতে? অহং পূর্ব্বেদ্যুস্তদা তথৈব স্থিতঃ, ইদানীং দৈব যোগাৎ এবং তিষ্ঠামি। তথা হি—

যে বর্দ্ধিতাঃ করিকপোলমদেন ভৃঙ্গাঃ,
প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃসুরভীকৃতাঙ্গাঃ।
তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ ক্ষপয়ন্তি কালং,
নিম্বেষু চার্ককুসুমেষু চ চত্বরেষু॥

তথা চ,—

রসসহকারতালীপরিমলকেলিপরায়ণো মধুপঃ।
অধুনা হতবিধিবশাদর্কবনে শরভসঙ্কুলে ভ্রমতি॥

তথা চ,—

যে বর্দ্ধিতাঃ কনকপঙ্কজরেণুমধ্যে,
মন্দাকিনীবিমলনীরজরঙ্গভঙ্গে।
তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ কলহংসপোতাঃ,
শৈবালমালজটিলং জলমাবিশন্তি॥

উপবিষ্ট হইলেন; এবারে তাঁহার পরিধানে (পূর্ব্ববৎ) বস্ত্রাদি ছিল না কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবদত্ত! তুমি পূর্ব্বদিন (গত কল্য) রাজপুত্রে ন্যায় অলঙ্কৃত হইয়া বয়স্যগণের সহিত এখানে আসিয়াছিলে, অদ্য এরূপ কষ্টক দশা প্রাপ্ত হইয়াছ কেন?' সেই পুরুষ বলিলেন, 'স্বামিন্! কি বলিব, পূর্ব্বদি আমি সেইরূপই ছিলাম সত্য, কিন্তু সংপ্রতি দৈবযোগে আমার এই অবস্থা হই য়াছে। প্রসিদ্ধিও আছে,—যে ভ্রমরগণ প্রস্ফুটিত পদ্মপরাগস্পর্শে সুগন্ধীভূত হই হস্তিগণের গণ্ডজাত মদজল দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আবার তাহারাই এখন দৈ যোগে চত্বরপ্রদেশে নিম্ব ও আকন্দপুষ্পে বসিয়া কাল যাপন করিতেছে। আর দেখ, যে মধুপ রসাল সহকার ও তালকুসুমের গন্ধে ক্রীড়া করিত, এখন সে হ ... কলহংসেরা পূ

অপি চ,—

বাতান্দোলিতপঙ্কজচ্যুতরজঃপীঠাঙ্গরাগোজ্জ্বলো,
যঃ শ্রুত্বোৎকলকূজিতং মধুলিহাং সঞ্জাতহর্ষোৎসবঃ।
কান্তাচঞ্চুপুটাঞ্চলস্থিতবিসগ্রাসগ্রহেঽপ্যক্ষমঃ,
সোঽয়ং সম্প্রতি হংসকো বিধিবশাৎ কাষ্ঠং তৃণং যাচতে॥

অন্যচ্চ, কর্ম্মণা নিয়মিতো জনঃ কিং কষ্টং ন প্রাপ্নোতি।

তথা চোক্তম্—

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে,
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকো ভিক্ষাটনং কারিতঃ,
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥

রাজ্ঞা ভণিতং, কো ভবান্? তেনোক্তং, অহং দ্যূতকারঃ। রাজ্ঞোক্তম্, দ্যূতক্রীড়াং জানাসি কিম্? তেনোক্তং, দ্যূতবিদ্যা-বিষয়েঽহং বিচক্ষণঃ। অন্যচ্চ, সারীক্রীড়াং জানামি, বুদ্ধিবলং জানামি, পরং সর্ব্বমেব তদনর্থকং, দৈবমেব বলবদিতি। উক্তঞ্চ—

মন্দাকিনীর স্বচ্ছজলজাত চঞ্চল পদ্মের কাঞ্চনবর্ণ রেণুর মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এখন দৈববোগে তাহারা শৈবালপুঞ্জে জটিল জলগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে। আরও দেখুন, পূর্ব্বে চঞ্চল পদ্মসমূহের পরাগ দ্বারা পৃষ্ঠদেশে অঙ্গরাগসম্পন্ন হইয়া ভ্রমরগণ মনোহর গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, তাহা শুনিয়া যে কলহংস সহর্ষে আপন প্রিয়তমার চঞ্চুপুটপ্রান্তস্থ মৃণালগ্রাসগ্রহণেও অসমর্থ ছিল, সেই কলহংস অদ্য বিধিবশে কাষ্ঠ ও তৃণ প্রার্থনা করিতেছে। বিশেষতঃ কর্ম্মবদ্ধ প্রাণিগণ কোন্ কষ্ট প্রাপ্ত না হয়? কথিত আছে,—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা যাহা দ্বারা কুম্ভকারের ন্যায় সৃষ্টি করিতেছেন, যাহা দ্বারা শ্রীবিষ্ণু দশাবতারগ্রহণরূপ সঙ্কটময় কর্ম্মে লিপ্ত হইতেছেন, যাহা দ্বারা রুদ্রদেব করতলে নরকপাল লইয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেছেন এবং যাহা দ্বারা আদিত্যদেব শূন্যমার্গে প্রত্যহ পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেই কর্ম্মকে নমস্কার।'

রাজা বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" সেই পুরুষ বলিল, 'আমি দ্যূতকার।' রাজা বলিলেন, 'তুমি কি দ্যূতক্রীড়া জান?' সেই পুরুষ বলিল, 'আমি দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শী ...

গজভুজঙ্গবিহঙ্গমবন্ধনং, শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নম্।
মতিমতাঞ্চ নিরীক্ষ্য দরিদ্রতাং, বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥

তথা চ,—

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং,
বিদ্যাপি নৈব ন চ যত্নকৃতাপি সেবা।
ভাগ্যানি পূর্ব্বতপসা খলু সঞ্চিতানি,
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥

রাজ্ঞোক্তম্, ভো দেবদত্ত! ত্বমেবং অতিপ্রাজ্ঞোঽপি কথমেবমতিপাপে দ্যূতকর্ম্মণি রতোঽসি?

তেনোক্তম্, প্রাজ্ঞোঽপি পুরুষঃ কর্ম্মণা প্রেয্যমাণঃ কিং কিং ন করোতি? উক্তঞ্চ—

কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রেষ্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
প্রায়েণ হি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী॥

রাজ্ঞা ভণিতং, ভো দেবদত্ত! দ্যূতং মহদাপন্মূলম্, সর্ব্বেষাং ব্যসনানামাশ্রয়ো দ্যূতমেব। উক্তঞ্চ—

ভবনমিদমকীর্ত্তেশ্চৌরবেশ্যাঙ্গনানাং,
ব্যসনমতিরুদারঃ সন্নিধিঃ পাপভাজাম্।

কিন্তু আমার সকলই বিফল; দৈবই বলবান্। হস্তী, সর্প ও পক্ষীদিগের বন্ধন, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহপীড়ন এবং বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতদিগের দরিদ্রতা দেখিয়া আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, বিধিই বলবান্। আরও দেখুন, আঁকার, বংশ, চরিত্র, বিদ্যা ও যত্নকৃত সেবা কিছুই সফল হয় না; কেবল উপার্জ্জিত তপস্যাই যথাসময়ে বৃক্ষের ন্যায় ফলবতী হয়।'

রাজা বলিলেন, 'দেবদত্ত! তুমি এরূপ বিচক্ষণ হইয়া কেন এই পাপকর দ্যূতক্রীড়ায় নিরত হইয়াছ?'

সেই পুরুষ কহিলেন, 'প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া কি কার্য্য না করে? কথিত আছে,—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজকৃত কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কোন্ কার্য্য না করে? মানুষের বুদ্ধি কর্ম্মের অনুসারিণী।'

রাজা বলিলেন, 'দেবদত্ত! দ্যূতক্রীড়া আপদের মূল ও সর্ব্বপ্রকার ব্যসনের [illegible] পথ। কোন্ বিমলবুদ্ধি

বিষমনরকমার্গে প্রজ্ঞয়া হ্যত্র কো হি,
বিমলবিশদবুদ্ধির্দ্যূতমঙ্গীকরোতি॥

তথা চ,—

ক্বাকীর্ত্তিঃ ক্ব দরিদ্রতা ক্ব বিপদঃ ক্ব ক্রোধলোভাদয়-
শ্চৌর্য্যাদিব্যসনং ক্ব বা হি নরকে দুঃখং মৃতানাং নৃণাম্।
যদ্‌দ্যূতৈগুরুমোহতো হি মনুজো দুঃখেষু নিক্ষিপ্যতে,
প্রাজ্ঞো বা ভুবি দুর্জ্জনেষু সকলৈর্নষ্টেষু চ স্মর্য্যতে॥

তস্মাৎ কারণাৎ মহাপাপানি সপ্তব্যসনানি ত্যাজ্যানি।

উক্তঞ্চ।—দ্যূতমাংসসুরাবেশ্যাখেটচৌর্য্যপরাঙ্গনা।
মহাপাপানি সপ্তৈব ব্যসনানি ত্যজেদ্‌বুধঃ॥

অন্যচ্চ—যস্ত্বেকব্যসনাসক্তো নির্গমে চ ন পশ্যতি।
কিং পুনঃ সপ্তভির্যুক্তো ব্যসনৈঃ সঙ্কুলঃ পুমান্॥

তথা হি—দ্যূতাৎ ধর্ম্মসুতঃ পলাদিহ বকো মদ্যাদ্‌যদোর্নন্দনা-
শ্চৌরঃ কামবশাৎ মৃগান্তকরণাৎ স ব্রহ্মদত্তো হতঃ।

বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই দ্যূতক্রীড়ার অনুমোদন করে? আরও দেখ, অযশই বা কোথায়, দরিদ্রতাই বা কোথায়, বিপদ্‌ই বা কোথায়, ক্রোধলোভাদিই বা কোথায়, চৌর্য্যাদি ব্যসনই বা কোথায় আর মরণান্তে নরকগামী ব্যক্তিগণের দুঃখই বা কোথায়? মোহবশে দ্যূতক্রীড়ার ফলে যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহার সহিত এই সকলের তুলনাই হয় না। ধরাতলে দুর্জ্জনগণ নষ্ট হইলে লোকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেই স্মরণ করিয়া থাকে। এই জন্যই সপ্তবিধ ব্যসনরূপ মহাপাপ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—দ্যূত, মাংস, সুরা, বেশ্যা, মৃগয়া, চৌর্য্য ও পরদারসেবা এই সপ্তবিধ ব্যসনরূপ মহাপাপ পরিত্যাগ করা বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। আরও দেখ, যে ব্যক্তি একটিমাত্র ব্যসনে অনুরক্ত, সে মোহান্ধ হইয়া কিছুই দেখিতে সমর্থ হয় না, তাহার উপর যদি ঐ সপ্তপ্রকার ব্যসনে অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে আর কথা কি? আরও দেখ, দ্যূতক্রীড়া হইতে যুধিষ্ঠির, মাংস হইতে বকাসুর, সুরা হইতে যদুকুল, কামবশে চোর, মৃগয়া হেতু রাজা ব্রহ্মদত্ত, চৌর্য্য হেতু শিবভূতি এবং পরদারা হেতু রাবণ নিহত হইয়াছে; সুতরাং যখন একটি ব্যসনের ফলে এই [illegible]

চৌর্য্যত্বাচ্ছিন্নভূতিরন্যবনিতাসঙ্গাদ্দশাস্যো হঠা-
দেকৈকব্যসনাহৃতা ইতি নরাঃ সর্ব্বৈর্ন কো নশ্যতি॥

অতস্ত্বয়া এতানি পরিত্যজ্যানি।

দ্যূতকারেণোক্তম্, ভো স্বামিন্! মম তদেব জীবনং, কথং পরিত্যজ্যতে। যদি ত্বং মমোপরি কৃপাং বিধায় কমপি ধনার্জ্জনোপায়ং কথয়িষ্যসি, তর্হি অহং দ্যূতং ত্যক্ষ্যামি।

অস্মিন্নবসরে বিদেশবাসিনৌ দ্বৌ ব্রাহ্মণাবাগত্য দেবালয়স্য একদেশে সমুপবিষ্টৌ পরস্পরং মন্ত্রয়তঃ। তত্র একেনোক্তম্, ময়া চ সর্ব্বোঽপি পিশাচলিপিকল্পোঽবলোকিতঃ, তত্র এবং লিখিতমস্তি, অস্য দেবালয়স্য ঈশানভাগে পঞ্চধনুঃপ্রমাণে দীনারপূরিতং ঘটত্রয়ং স্থাপিতমস্তি। তৎসমীপে ভৈরবস্য প্রতিমাস্তি। ভৈরবং স্বরক্তেন সেচয়িত্বা গ্রাহ্যমিতি।

রাজাপি তস্য বচনমাকর্ণ্য তত্র গত্বা স্বদেহরক্তেন ভৈরবং যাবৎ সিঞ্চতি, তাবৎ প্রসন্নেন ভৈরবেণ ভণিতং, ভো রাজন্! বরং বৃণীষ্ব! রাজ্ঞোক্তং, অস্মৈ দ্যূতকারায় দীনারপূরিতং ঘটত্রয়ং দেহি, ততো ভৈর-

---

একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়? অতএব তুমি এই (দ্যূতক্রীড়ারূপ) ব্যসন পরিত্যাগ কর।'

দ্যূতকার কহিলেন, 'স্বামিন্! দ্যূতক্রীড়াই আমার জীবন, কি প্রকারে উহা পরিত্যাগ করিব? যদি আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া ধনোপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করি।'

ইত্যবসরে দুইটি বিদেশী ব্রাহ্মণ আসিয়া দেবালয়ের এক পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন বলিলেন, 'আমি পিশাচলিপি দর্শন করিয়াছি; তাহাতে লিখিত আছে, এই দেবমন্দিরের পঞ্চধনু-পরিমিত দূরে ঈশানকোণে স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ তিনটি কুম্ভ স্থাপিত আছে, তাহার নিকট ভৈরবমূর্ত্তি বিদ্যমান। যে ব্যক্তি নিজের কণ্ঠরুধির দ্বারা ভৈরবদেবের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি ঐ ধন প্রাপ্ত হইবে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শ্রবণমাত্র তথায় উপস্থিত হইয়া যেমন আপনার দেহরক্ত দ্বারা ভৈরবের তৃপ্তিবিধান করিলেন, অমনি ভৈরবদেব প্রসন্ন হইয়া [illegible]বলিলেন, '[illegible]। বর প্রার্থনা কর।' রাজা কহিলেন, 'এই দ্যূতকারকে স্বর্ণ-

বেণ তদ্ধনং দ্যূতকারায় দত্তম্। দ্যূতকারো রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং গতঃ। রাজাপি নিজনগরমাগতঃ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমভণৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং পরোপকারাদিগুণা চেৎ বিদ্যন্তে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে সপ্তবিংশোপাখ্যানম্ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোপাখ্যানম্।

পুনরপি রাজা যদা সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা বদতি, ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে ধৈর্য্যাদিগুণযুক্তো বিক্রম এব উপবেষ্টুং ক্ষমঃ, নান্যঃ। ভোজেনোক্তম্, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌ-দার্য্যগুণবৃত্তান্তম্।

পূরিত তিনটি ঘট প্রদান করুন।' ভৈরবদেব সেই দ্যূতকারকে তাহাই প্রদান করিলেন। দ্যূতকার রাজার স্তব করিয়া নিজ নগরে প্রস্থান করিলেন, রাজাও আপনার রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন।

পুত্তলিকা এই কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে বলিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য ও পরোপকারিতাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা মৌনভাব ধারণ করিলেন।

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (অষ্টাবিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! যিনি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ধৈর্য্যাদি-গুণযুক্ত, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত।' ভোজ কহিলেন, 'পুত্তলিকে, সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য[illegible] কীর্ত্তন কর।

সা কথয়তি, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যো রাজা পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগরমেকমগমৎ। তত্র নগরসমীপে বিমলোকদা নদী প্রবহতি। নদী-তীরে নানাবিধতরুকুসুমফলোপশোভিতং বনমাসীৎ। তন্মধ্যে অতি মনোহরং দেবালয়মাসীৎ। রাজা তত্র নদীজলে স্নাত্বা দেবং নমস্কৃত্য দেবালয়ে উপবিষ্টঃ।

অত্রান্তরে চত্বারো বৈদেশিকাঃ সমাগত্য রাজ্ঞঃ সমীপে উপবিষ্টাঃ। ততো রাজা তান্ অপ্রাক্ষীৎ, ভো! যূয়ং কুতঃ সমাগতাঃ? তত্রৈকে-নোক্তং, বয়ং অপূর্ব্বদেশাদাগতাঃ। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশে কিং অপূর্ব্বং দৃষ্টম্? তেনোক্তং,তত্র দেশে বেতালপুরী নাম পুরী বর্ত্ততে,তত্র শোণিত-প্রিয়া দেবতা অস্তি। তত্রত্যো মহাজনো রাজা চ প্রতিবৎসরং স্বমনোরথ-পূরণার্থং অশুভনিবৃত্ত্যর্থং চ তস্যৈ দেবতায়ৈ পুরুষোপহারং প্রযচ্ছতি, তস্মিন্ দিনে যদি কোঽপি বৈদেশিকঃ সমায়াতি, তর্হি তমেব দেবতায়ৈ

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য রাজা কোন সময়ে পৃথিবীভ্রমণ করিতে করিতে এক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগর-সমীপে স্বচ্ছজলপূর্ণ একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই নদীতীরে নানাবিধ বৃক্ষ, পুষ্প ও ফলশোভিত একটি বন বিদ্যমান। সেই বনমধ্যে একটি মনোহর দেবালয় শোভা পাইতেছে। রাজা সেই নদীজলে স্নান ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া দেবমন্দিরে উপবেশন করিলেন।

ইত্যবসরে চারিজন বিদেশী আসিয়া রাজার নিকট উপবেশন করিল। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন্ স্থান হইতে আসিলে?" বিদেশি-চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বলিল, 'আমরা এক অদ্ভুত দেশ হইতে আসিতেছি।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে দেশে তোমরা কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছ?' সে ব্যক্তি কহিল, 'তথায় বেতালপুরী নামে একটি নগরী আছে, সেই নগরীতে শোণিত-প্রিয়া নামে এক দেবতা অধিষ্ঠান করেন। তথাকার রাজা ও মহাজনেরা প্রতি-বৎসর অভীষ্টসিদ্ধি ও অমঙ্গলনিবারণের উদ্দেশে সেই দেবতাকে একটি পুরুষ উপহার প্রদান করেন। সে দিন যদি কোন বিদেশী তথায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই দেবতার পশুবলিরূপে অর্পিত হইয়া থাকে। আমরাও পথভ্রমণ করিতে করিতে সেই দিন তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন তথাকার সকলে

পশুবৎ সমর্পয়তি। বয়মপি তস্মিন্নেব দিবসে মার্গবশাৎ তৎ নগরং গতাঃ। ততস্তত্রত্যা অস্মান্ সমুদ্ধর্ত্তুং সমাগতাঃ। তৎ শ্রুত্বা বয়ং প্রাণান্ গৃহীত্বা পলায্য সমাগতাঃ। এতন্মহদাশ্চর্য্যং অস্মাভির্দৃষ্টম্।

তৎ শ্রুত্বা রাজা বিক্রমস্তত্র গত্বা দেবতাং প্রণমতি ভয়ঙ্করাঞ্চ বিলোক্য দেবতাং স্তৌতি।

ব্রহ্মাণী কমলেন্দুসৌম্যবদনা মাহেশ্বরী লীলয়া,
কৌমারী রিপুদর্শননাশকরী চক্রায়ুধা বৈষ্ণবী।
বারাহী ঘনঘোরঘর্ঘররবা ঐন্দ্রী চ বজ্রায়ুধা,
চামুণ্ডা গণনাথরুদ্রসহিতা রক্ষন্তু মাং মাতরঃ॥

ইতি স্তুতিং বিধায় রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ।

তস্মিন্নবসরে কশ্চিদ্দীনবদনো মহাজনৈঃ সহ বাদ্যং পুরস্কৃত্য সমায়াতঃ। রাজাপি তং দৃষ্ট্বা মনসি বিচারয়তি স্ম, অয়মেব দেবতাবলিনিমিত্তং মহাজনৈঃ সমানীতঃ। ততঃ অত্যন্তক্লান্তবদন ইব দৃশ্যতে। অস্মিন্নবসরে মম শরীরং দত্ত্বা এনং মোচয়িষ্যামি, ইদং শরীরং শতবর্ষাণি স্থিত্বা সর্ব্বথা নাশমেব যাস্যতি। অতঃ শরীরিণাং স্বদেহব্যয়েনাপি ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিশ্চোপার্জ্জনীয়া। উক্তঞ্চ—

আমাদিগকে ধৃত করিবার জন্য উপস্থিত হইল। আমরা এই কথা শুনিয়া প্রাণ লইয়া (কোনরূপে) পলাইয়া আসিয়াছি। আমরা এইরূপ মহদাশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি।’

বিক্রমাদিত্য রাজা এই কথা শুনিয়া সেই নগরে গমন করিলেন এবং দেবতাকে প্রণাম পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। তখন তিনি দেবতাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ;—‘ব্রহ্মাণী, কমলা, চন্দ্রতুল্য সুন্দরমুখী মাহেশ্বরী, শত্রুক্ষয়করী কৌমারী, চক্রপাণি বৈষ্ণবী, ঘনঘর্ঘরস্বরা বারাহী, বজ্রহস্তা ইন্দ্রাণী, গণপতি ও রুদ্রসমন্বিতা চামুণ্ডা, এই সকল মাতৃগণ আমাকে রক্ষা করুন।’ এই প্রকারে স্তব করিয়া বিক্রমাদিত্য রঙ্গমণ্ডপে উপবেশন করিলেন।

ইত্যবসরে জনকয়েক মহাজন একটি ম্লানবদন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া বাদ্যবাদন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজাও সেই আনীত পুরুষকে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে,

চলা লক্ষ্মীশ্চলাঃ প্রাণাশ্চলো দেহোঽথ যৌবনম্।
চলাচলশ্চ সংসারঃ কীর্ত্তির্ধর্ম্মশ্চ নিশ্চলঃ॥

অন্যচ্চ—অনিত্যানি শরীরাণি বৈভবং নৈব শাশ্বতম্।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥

তথাচ—অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং,
আয়ুষ্যং জলবিন্দুচঞ্চলতরং ফেনোপমং জীবিতম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং,
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥

এবং বিচার্য্য রাজা তান্ মহাজনানুবাচ, ভো মহাজনাঃ! অয়ং দীন-বদনঃ কুত্র নীয়তে? তৈরুক্তং, এনং দেবতায়ৈ বলিনিমিত্তং দাস্যামঃ। রাজ্ঞোক্তম্, কস্মাৎ কারণাৎ? তৈরুক্তং, দেবতা অনেন পুরুষোপহারেণ তুষ্টা সতী অস্মাকং মনোরথং পূরয়িষ্যতি।

আনয়ন করিয়াছে; এই হেতুই ইহার মুখ মলিন। এ সময়ে নিজের শরীরদান দ্বারা ইহাকে মুক্ত করিতে হইবে। এই দেহ শতবর্ষ যাবৎ বিদ্যমান থাকিলেও বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই; সুতরাং আপনার শরীর ব্যয় করিয়াও ধর্ম্ম ও যশ উপার্জ্জন করা দেহিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, কমলা চঞ্চলা; প্রাণ, শরীর ও যৌবন নশ্বর; সংসারও চলাচল; কেবল যশ ও ধর্ম্মই অটলভাবে বিদ্যমান থাকে। আরও দেখ, দেহ নিত্য নহে, ঐশ্বর্য্যও বিনাশশীল; মরণ সর্ব্বদাই নিকটবর্ত্তী; সুতরাং ধর্ম্মোপার্জ্জন করাই উচিত। অর্থরাশি চরণ-ধূলি-তুল্য; যৌবন পর্ব্বতনিঃসৃত নদীর প্রবাহবেগের ন্যায়, পরমায়ু বারিবুদ্বুদবৎ চপল, জীবন ফেনসদৃশ ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রমনে স্বর্গের অর্গলের উদ্ঘাটনকারী ধর্ম্ম উপার্জ্জন না করে, তাহাকে জরাজীর্ণ হইয়া শোকানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইতে হয়।'

রাজা মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মহাজনগণকে কহিলেন, "হে মহাজনবৃন্দ! এই মলিনমুখ লোকটিকে লইয়া তোমরা কোথায় গমন করিতেছ?" মহাজনেরা কহিল, 'ইহাকে দেবতাকে বলি প্রদান করিতে হইবে। এই বলি দ্বারা প্রসন্না হইয়া দেবী আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন।'

রাজ্ঞোক্তম্; ভো মহাজনাঃ! অয়মত্যন্তাল্পতনুঃ পরং ভীতশ্চ, অস্য শরীরোপহারেণ দেবতায়াঃ কা তৃপ্তির্ভবিষ্যতি? তস্মাদমুং মুঞ্চত, তদর্থং মম শরীরং দাস্যামি, অহং পুষ্টাঙ্গোঽস্মি, মম মংসোপহারেণ দেবতায়াঃ তৃপ্তির্ভবিষ্যতি। অতো মাং মারয়ত।

ইতি ভণিত্বা তং মোচয়িত্বা রাজা স্বয়মেব দেবতায়াঃ পুরতো গত্বা খড়্গং যাবৎ কণ্ঠে পাতয়তি, তাবদ্দেবতয়া ধৃত্বা ভণিতঃ, ভো মহাসত্ত্ব! তব ধৈর্য্যেণ পরোপকারকরণেন চ সন্তুষ্টাস্মি, বরং বৃণীষ্ব।

রাজ্ঞোক্তম্, দেবি! যদি মম প্রসন্নাসি, তর্হি অদ্যপ্রভৃতি পুরুষমাংসোপহারং পরিত্যজ! দেবতয়া তথাস্তু ইতি ভণিতং, মহাজনা রাজানং বদন্তি স্ম, ভো রাজন্! ত্বং সুখাভিলাষী সন্ দ্রুম ইব পরার্থমেব দেহং বহসি। তথা হি—

অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং,
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্।

রাজা কহিলেন,'হে মহাজনবৃন্দ! এই ব্যক্তির দেহ নিরতিশয় ক্ষীণ; বিশেষতঃ এ ব্যক্তি ভয়বিহ্বল; ইহার দেহ বলি দিলে দেবতার সন্তোষ জন্মিবে না; সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ কর। আমি বলির জন্য নিজ দেহ সমর্পণ করিব। আমার শরীর হৃষ্টপুষ্ট, আমার মাংস দ্বারা দেবীর সন্তোষ জন্মিবে; সুতরাং আমাকেই বধ কর।'

এই বলিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সেই ধৃত পুরুষকে মোচন পূর্ব্বক নিজে দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং যেমন আপনার গলদেশে খড়্গাঘাতে উদ্যত হইলেন, অমনি দেবতা খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাপুরুষ! তোমার ধৈর্য্য ও পরোপকারিতা দর্শনে আমি প্রীত হইলাম; তুমি বর গ্রহণ কর।'

রাজা কহিলেন, 'দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অদ্য হইতে নরমাংসবলি পরিত্যাগ করুন।' দেবীও 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন মহাজনেরা রাজাকে কহিল,' রাজন্! আপনি সুখাভিলাষী হইয়া বৃক্ষের ন্যায় পরার্থের জন্যই দেহ ধারণ করিতেছেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে,—বৃক্ষ সকল শিরোদেশে দারুণ রৌদ্রতাপ সহ্য করিয়াও ছায়াদান দ্বারা আশ্রিত লোকের সন্তাপ দূর করে। [illegible]

স্বসুখবিনিহতাশঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ;
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব॥

অথ রাজা তেষাং অনুজ্ঞাং গৃহীত্বা নিজনগরমগমৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজং অবদৎ,ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং ঔদার্য্যং পরোপকারাদিগুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে অষ্টাবিংশোপাখ্যানম্॥ ২৮॥

ঊনত্রিংশোপাখ্যানম্।

—০ঃ০—

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকয়োক্তম্, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে, স এবাত্র সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। ভোজেনোক্তম্, পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্য-গুণবৃত্তান্তম্।

সাব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! একদা বিক্রমার্কো রাজকুমারৈরুপাস্যমানঃ সভায়াং উপবিষ্টোঽস্তি, তদা কশ্চিৎ স্তুতিপাঠকঃ সমাগত্য—

করে; অথবা তাহাদের স্বভাবই এই প্রকার।’ তখন বিক্রমাদিত্য রাজা মহাজনগণের অনুমতি লইয়া নিজ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পুত্তলিকা এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, রাজন্! যদি আপনাতে সেইরূপ ধৈর্য্য, ঔদার্য্য ও পরোপকারিতাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পুনরায় যখন ভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (ঊনত্রিংশ) পুত্তলিকা কহিল, ‘রাজন্! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যাঁহার ঔদার্য্যাদি গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।’ ভোজরাজ কহিলেন, ‘পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।’

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্, শ্রবণ করুন। একদা বিক্রমাদিত্য সভায় উপবিষ্ট

যাবদ্বীচিতরঙ্গান্ বহতি সুরনদী জাহ্নবী পুণ্যতোয়া,
যাবচ্চাকাশমার্গে তপতি হি ভুবনং ভাস্করো লোকপালঃ।
যাবদ্বজ্রেন্দ্রনীলস্ফটিকমণিশিলা বিদ্যতে মেরুশৃঙ্গে,
তাবৎ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈঃ স্বজনপরিবৃতো ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং নৃপালম্॥

ইত্যাশিষমুক্ত্বা রাজানং স্তৌতি, ভো রাজন্!

যথা সরতি জীমূতে ময়ুরো গ্রীষ্মপীড়িতঃ।
তৃষিতো যাচতে তোয়ং তথাহং তব দর্শনাৎ॥

অহং হি দূরদেশবাসী তব কীর্ত্তিং সমাকর্ণ্য দূরাগতোঽস্মি, তব কীর্ত্তিঃ ...প্তার্ণবমেদিনীমণ্ডলমণ্ডিতা।

কর্পূরাদপি কৈরবাদপি দলাৎ কুন্দাদপি স্বর্ণদী-
কল্লোলাদপি হংসকাদপি চলৎকান্তাদৃগন্তাদপি।
নিঃশেষঞ্চ তথা কলঙ্করহিতাৎ শীতাংশুখণ্ডাদপি,
শ্বেতাভিস্তব কীর্ত্তিভির্ধবলিতা সপ্তার্ণবা মেদিনী॥

...ছেন, রাজকুমারেরা তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, ইত্যবসরে এক স্তুতিপাঠক ...পস্থিত হইয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, 'রাজন্! যাবৎ পবিত্রসলিলা দেব-...নী গঙ্গা কল্লোল ও তরঙ্গের সহিত প্রবাহিত থাকিবেন, যাবৎ গগনমার্গস্থ লোক-...াল সূর্য্যদেব জগতে কিরণ প্রদান করিবেন, যাবৎ সুমেরুশৃঙ্গে ইন্দ্রনীলমণি ও ...টিকশিলা বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল আপনি পুত্র, পৌত্র ও আত্মীয়গণে পরি-...বৃষ্টিত হইয়া রাজ্যভোগ করুন।' এই প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজার স্তব ...রিতে লাগিল, 'রাজন্! মেঘ উদিত হইলে তাপার্ত্ত ময়ূরেরা ও তৃষ্ণার্ত্ত ...াতকেরা যেমন জল প্রার্থনা করে, আপনার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া আমিও সেইরূপ প্রার্থনা করিতেছি। আমি দূরদেশে বাস করি, আপনার যশোরাশি শ্রবণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছি। আপনার যশোরাশি সপ্তসাগরমেখলা ধরণীতে ব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। রাজন্! কর্পূর, কৈরব, কুন্দ, গঙ্গার কল্লোল, মরালগণ, প্রিয়তমার সঞ্চালিত নয়নপ্রান্ত এবং নীরব নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষাও শুভ্রতর আপনার যশোরাশি দ্বারা সপ্তসাগরবেষ্টিতা বসুন্ধরা শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। রাজন্! আপনি প্রার্থিগণের পক্ষে কল্পবৃক্ষস্বরূপ; ইহা অবগত হইয়া আশা-বলম্বনে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; অদ্য আমি দারিদ্র্যরোগ হইতে বিমুক্ত হইব। আপনি এই রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রার্থীর পক্ষে কল্পবৃক্ষস্বরূপ; আপনাকে

ভো রাজন্! ত্বাং অর্থিজনকল্পদ্রুমমাগত্য অত্র দারিদ্র্যব্যাধিমুক্তোঽস্মি। অন্যচ্চ—অস্মিন্ দেশে সকলার্থিকল্পদ্রুমং ভবন্তং বিলোক্য ধনেশ্বরনামা কশ্চিদ্রাজা অস্মাকং স্মৃতিপথি উদেতি। উত্তরস্যাং দিশি ঈশানভাগে জম্বীরনগরে ধনেশ্বরনামা কশ্চিদ্রাজা অর্থিনাং দারিদ্র্যদুঃখনিবারণার্থং যাচকেভ্যো ধনং বিতরিতবান্। একদা ধনেশ্বরেণ মাঘশুক্ল-সপ্তমীদিবসে বসন্তপূজায়াং কৃতায়াং সর্ব্বে বিদেশবাসিনো যাচকাঃ সমায়াতাঃ। তস্মিন্ সময়ে রাজ্ঞা দানার্থং অষ্টাদশকোটি সুবর্ণং দত্তম্। এবমত্যন্তমৌদার্য্য-বরিষ্ঠঃ স রাজা ইব অস্মিন্ দেশে ত্বমেব একো দৃষ্টোঽসি।

তস্য বচনং শ্রুত্বা বিক্রমাদিত্যো ভাণ্ডারিকমাহূয় অভণৎ, ভো ভাণ্ডারিক! অমুং স্তুতিপাঠকং ভাণ্ডারগৃহে নীত্বা মহার্হাণি রত্নানি দর্শয়, ততোঽয়ং যাবন্তি রত্নানি অন্যান্যপি বস্তূনি গ্রহীষ্যন্তি, তাবন্তি গৃহ্নাতু।

তদনন্তরং ভাণ্ডারিকস্তং ভাণ্ডারে নীত্বা দিব্যানি অনেকানি বস্তূনি অদর্শয়ৎ। স্তুতিপাঠকোঽপি স্বেপ্সিত-বস্তূনি রত্নানি চ গৃহীত্বা পরিপূর্ণ-

---

নেত্রগোচর করিয়া ধনেশ্বর নামক এক রাজার কথা আমার স্মরণ হইল। তিনি উত্তরদিকে ঈশানকোণে জম্বীরনগরে রাজত্ব করেন; তিনি দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিবার জন্য প্রার্থিগণকে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমীতিথিতে সেই ধনেশ্বর রাজা বসন্তপূজা করিয়াছিলেন। অসংখ্য বৈদেশিক প্রার্থী সমাগত হইয়াছিল। রাজা সেই সময়ে অষ্টাদশকোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। উদারতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই রাজার ন্যায় এই রাজ্যে আপনাকেই একমাত্র দাতা দেখা যাইতেছে।'

তাহার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্য ভাণ্ডারিককে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, 'ভাণ্ডারিক! এই স্তুতিপাঠককে কোষাগারে লইয়া যাও; মহামূল্য রত্নরাজি দেখাও; ইনি যে সকল রত্ন ও অপরাপর উৎকৃষ্ট দ্রব্য লইতে ইচ্ছা করেন, প্রদান কর।'

অনন্তর ভাণ্ডারিক সেই স্তুতিপাঠককে কোষাগারে লইয়া গিয়া অসংখ্য দিব্য-সামগ্রী দেখাইলেন, স্তুতিপাঠক আপনার অভীপ্সিত দ্রব্য ও রত্নরাজি লইয়া পূর্ণ-মনোরথ হইল এবং রাজার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিল, 'রাজন্! আপনি মহেশ্বর, আমি আপনার কৃপায় ধনের অধিপতি হইলাম; আপনার নিখিল [illegible] [illegible] হইয়াছে; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আপনার সদৃশ সাধু আর কুত্রাপি

মনোরথঃ রাজসমীপমাগত্য ভণতি, ভো রাজন্! মহেশ্বরস্য তব প্রসাদাদহং ধনপতির্জাতোঽস্মি,তব নিধয়ো মম হস্তং প্রাপ্তাঃ,ইদানীং তব চরিত্রসাদৃশ্য-মতিক্রান্তং, তব সাদৃশ্যং হরহরিব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিভ্রতি। তথা হি—

বেধা বেদায়নাবিষ্টো গোবিন্দোঽপি গদাধরঃ।
শম্ভুঃ শূলী বিষাদী চ দেবৈঃ কেনোপমীয়তে॥

এবং স্তুত্বা স্তুতিপাঠকঃ ব্রহ্মায়ুর্ভব, ইত্যাশিষমুক্ত্বা নিজস্থানং গতঃ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এব-মৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে
ঊনত্রিংশোপাখ্যানম্॥ ২৯॥

ত্রিংশোপাখ্যানম্।

—০:*:০—

পুনরপি যাবৎ রাজা সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্, যস্ত বিক্রম ইব ঔদার্য্যাদিগুণযুক্তঃ, সোঽস্মিন্ সিংহা-সনে উপবেষ্টুং যোগ্যঃ, অন্যো ন। রাজা অব্রবীৎ, ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্।

নাই। হরি, হর ও ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণও আপনার সদৃশ নহেন। দেখুন, বিধাতা বেদপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, শ্রীহরিও গদাহস্তে শত্রুনিধনে নিরত, শূলপাণি মহেশ্বর বিষ-পান করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন; সুতরাং কোন্ দেবতার সহিত আপনার উপমা হইবে?' এই বলিয়া স্তুতিপাঠক 'ব্রাহ্মার ন্যায় আয়ুষ্মান্ হউন' বলিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিজস্থানে প্রস্থান করিল।

পুত্তলিকা এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্যগুণ থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে উপবিষ্ট হউন্।' রাজা মৌনভাব ধারণ করিলেন।

পুনরায় যখন ভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (ত্রিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! যে ব্যক্তি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি-

সাব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! একদা সকলসামন্তরাজকুমারাদিভিরুপাস্য-মানো রাজা সিংহাসনে সমুপবিষ্টোঽভূৎ। তস্মিন্ সময়ে ঐন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ সমাগত্য ব্রহ্মায়ুর্ভব, ইত্যুক্ত্বাবদৎ, দেব! সকলকলাবিদ্যাবিচক্ষ-ণস্ত্বং, অনেকৈর্মহেন্দ্রজালিকৈর্লাঘবানি দর্শিতানি, তর্হি মমাদ্য একং লাঘবং সুপ্রসন্নেন নিরীক্ষণীয়ম্।

রাজ্ঞোক্তম্, নেদানীমবসরোঽস্মাকং, স্নানভোজনবেলা জাতা, প্রভাতে দ্রক্ষ্যামঃ।

ততঃ প্রভাতে মহাকায়ো মহাশ্মশ্রুভির্দেদীপ্যমানবপুঃ বিপুলকন্ধরে দেদীপ্যমানং খড়্গং ধৃত্বা অতিমনোহরয়া স্ত্রিয়া কয়াচিদ্যুক্তো রাজসভায়াং সমুপবিষ্টে রাজ্ঞি নমশ্চকার। তদা তত্রত্যৈরধিকারিভিঃ তৎ কার্য্যং দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ৈর্ভণিতং, ভো নায়ক! কুতঃ সমায়াতঃ? তেনোক্তম্, অহং মহে-ন্দ্রস্য সেবকঃ কদাচিৎ স্বামিনা শপ্তঃ অধুনা ভূতলে তিষ্ঠামি। ইয়ং মম

গুণসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য; অন্য কেহ নহেন।' রাজা কহিলেন, 'পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। একদা রাজা বিক্রমাদিত্য সামন্ত-রাজকুমারগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে এক ঐন্দ্রজালিক উপস্থিত হইয়া 'ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুষ্মান্' হউন বলিয়া কহিল, 'দেব! আপনি সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী, অনেক বড় বড় ঐন্দ্রজালিক আসিয়া আপনার নিকট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমার ইন্দ্রজালবিদ্যার নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করুন।'

রাজা কহিলেন, 'এখন আমাদিগের অবসর নাই, স্নানাহারের সময় উপস্থিত, প্রভাতে দেখিব।'

অনন্তর (পরদিন) প্রভাতসময়ে মহাকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু, দেদীপ্যমানদেহ এক পুরুষ বিশাল স্কন্ধদেশে একখানি সমুজ্জ্বল খড়্গ স্থাপন পূর্ব্বক একটি সুন্দরী নারী সমভিব্যাহারে (সভাতলে) উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল। সভাস্থিত রাজপুরুষেরা এই ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নায়ক! তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ?' সেই পুরুষ কহিল, 'আমি দেবেন্দ্রের পরিচারক; [illegible] আমাকে অভিসম্পাত করাতে, আমি ধরাতলে অবস্থান করি-

ভার্য্যা, অদ্যৈব দেবদৈত্যয়োর্মহদ্‌যুদ্ধং প্রারব্ধং, তর্হি অহং তত্র গচ্ছামি। অয়ং বিক্রমাদিত্যঃ পরনারীসহোদরঃ ইতি বিচার্য্য অস্য সমীপে ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য যুদ্ধার্থং গমিষ্যামি।

তচ্ছ্রুত্বা রাজাপি পরং বিস্ময়ং গতঃ। সোঽপি রাজ্ঞঃ সমীপে ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য রাজানং নিবেদ্য খড়্গেন যাবদ্‌গগনে উৎপততি, তাবদাকাশে মহান্ ভৈরবরবো জাতঃ রে রে মারয় ঘাতয় ইতি। সভায়ামুপবিষ্টাঃ সর্ব্বেঽপি লোকা ঊর্দ্ধমুখাঃ সকৌতুকং পশ্যন্তি স্ম। তদনন্তরং মুহূর্ত্তে পরে রাজসভামধ্যে গগনাৎ খড়্গো রক্তলিপ্তঃ তথৈকবাহুঃ পতিতঃ, এবং সর্ব্বৈরবলোক্য ভণিতং, অহো, এতস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ বীরপতিঃ সংগ্রামে প্রতিভটৈর্হতঃ। তস্মৈকো বাহুঃ খড়্গশ্চ পতিতঃ, এবং বদতি সভাজনে পুনঃ শিরশ্চ পতিতঃ, তথা কবন্ধঃ। তৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা বীরস্য স্ত্রিয়া ভণিতং, ভো দেব! মম ভর্ত্তা রণাঙ্গনে যুদ্ধং বিধায় শত্রুভির্নিহতঃ। তস্যেদং শিরঃ সখড়্গো বাহুঃ কবন্ধোঽপি পতিতঃ, তর্হি স মে প্রিয়ো ভর্ত্তা দিব্যাঙ্গ-

---

তেছি। এইটি আমার পত্নী। সংপ্রতি দানবগণের সহিত দেবতাদিগের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে; সেই জন্য আমি তথায় যাইতেছি। এই বিক্রমাদিত্য রাজা পরস্ত্রীদিগের পক্ষে সহোদরস্বরূপ, এই বিবেচনায় ইঁহার নিকট পত্নীকে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া যুদ্ধযাত্রা করিব।'

এই কথা শুনিয়া রাজা অতীব বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। সেই ব্যক্তিও রাজার নিকট আপনার পত্নীকে রাখিয়া রাজাকে নিবেদন পূর্ব্বক খড়্গে নির্ভর করিয়া গগনমার্গে উত্থিত হইল; যেমন সে শূন্যমার্গে উঠিয়াছে, অমনি নভোমার্গে 'মার্ মার্ ধর্ ধর্' এই প্রকার ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সভাস্থ সকলে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কৌতুকের সহিত দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্র পরেই নভোমণ্ডল হইতে রাজসভাতলে রুধিরপ্লুত একটি বাহু নিপতিত হইল; সেই বাহুতে খড়্গ সংযুক্ত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলেই কহিল, 'হায়! এই রমণীর বীরপতি সংগ্রামে প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়াছে; তাহারই একটি বাহু ও খড়্গ পতিত হইল।' সভাস্থ সকলে এই কথা বলিতেছে, অমনি সেই বীরের ছিন্ন মস্তক ও কিয়ৎক্ষণ পরেই কবন্ধদেহ নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সেই বীরের রমণী কহিল, 'দেব! আমার পতি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; তাঁহার

নাভিভ্রিয়তে, তন্নিমিত্তমেতৎ শরীরং স্থিতং, স মম স্বামী রণাঙ্গনে প্রতিভটৈর্হতঃ, ইদানীমেতৎ শরীরং কস্য কৃতে রক্ষামি ? প্রমদাঃ পতিমার্গগাঃ ইত্যচেতনৈরপি জ্ঞাতম্। তথা হি—

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী, সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি, প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥

তথা চ স্মৃতিঃ—মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীব পূজ্যা সা স্বর্গলোকে নিরন্তরম্॥
যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সা হি নরকাদ্ধি কথঞ্চন॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চাপি শ্বশুরস্য কুলং তথা।
কুলত্রয়ং তারয়েদ্ধি ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

তথা চ—তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধ-কোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা স্ত্রী পতিমুদ্ধৃত্য সহ তেনৈব মোদতে॥

মস্তক, বাহু, কবন্ধ ও খড়্গ নিপতিত হইয়াছে ; অতএব দিব্যবালারা আমার প্রিয়পতিকে বরণ করিবে। আমার এই দেহ পতির জন্যই বিদ্যমান, আমার পতি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; সুতরাং কাহার জন্য আর আমি এই দেহধারণ করিব ? রমণীরা পতিমার্গেরই অনুগামিনী হয়, অচেতন বস্তুরাও এ কথা জানে। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, জ্যোৎস্না চন্দ্রমার সহিত এবং সৌদামিনী মেঘের সঙ্গেই বিলয় প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং 'নারীজাতি স্বামীর অনুসারিণী' অচেতনগণও এ কথা অনুমোদন করে। স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে, সংগ্রামে পতির মৃত্যু ঘটিলে যে রমণী অগ্নিতে (চিতায়) আরোহণ করে, অরুন্ধতীর ন্যায় সুরপুরে সে সর্ব্বদা সম্মানিত হয়। পতির মৃত্যুর পর রমণী যতদিন আপনার দেহ হুতাশনে দগ্ধ না করে, ততদিন নরক হইতে তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যে নারী পতির সহগামিনী হয়, মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলই তাহার দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানবদেহে সার্দ্ধ-ত্রিকোটি রোম বিদ্যমান ; যে স্ত্রী পতির অনুগামিনী হয়, সে ঐ রোমসংখ্য কাল সুরপুরে বাস করে। সর্পগ্রাহী (সাপুড়ে) লোকেরা যেমন গর্ত্তমধ্য

দুর্বৃত্তং বা সুবৃত্তং বা সর্ব্বপাপরতং তথা।
ভর্ত্তারং তারয়ত্যেষা ভার্য্যা ধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতা॥

অন্যচ্চ—জীবিতং পতিহীনানাং নিষ্ফলং চ ভবেদ্ধ্রুবম্।
দীনায়াঃ পতিহীনায়াঃ কিং নার্য্যা জীবিতে ফলম্।
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য চ দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

কিঞ্চ—অপি বন্ধুশতা নারী বহুপুত্রৈশ্চ সংযুতা।
শোচ্যা ভবতি সা নারী পতিহীনা তপস্বিনী॥

তথা চ—গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্বিবিধৈর্ভূষণৈরপি।
বাসোভিঃ শয়নৈশ্চৈব বিধবা কিং করিষ্যতি॥

তথা চ—নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রী বর্ত্ততে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমাপ্নোতি নারী বন্ধুশতৈরপি॥
দরিদ্রো ব্যসনী বৃদ্ধো ব্যাধিতো বিকলস্তথা।
পতিতঃ কৃপণো বাপি স্ত্রীণাং ভর্ত্তা পরা গতিঃ॥

হইতে বল পূর্ব্বক সর্পকে উদ্ধার করে, সহগামিনী সতী রমণীও সেইরূপ স্বামীকে উদ্ধার করিয়া সানন্দে তাহার সহিত বিহার করিয়া থাকে। যদি পত্নী ধর্ম্মানুরাগিণী হয়, তাহা হইলে স্বামী দুশ্চরিত্রই হউক বা সচ্চরিত্রই হউক অথবা সমস্ত পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকুক, সে আপন পতিকে পরিত্রাণ করাইয়া থাকে। আরও উক্ত আছে, পতিহীন রমণীর জীবন বিফল; যে নারী পতিহীনা, তাহাকে দীনা ও শোচনীয়া বলা যায়, তাহার প্রাণধারণে কি ফল? পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ইহারা পরিমিত দান করে, কিন্তু একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দান করিয়া থাকেন; সুতরাং কোন্ রমণী আপনার স্বামীর পূজা না করিবে? অসংখ্য পুত্র ও শত শত বন্ধু থাকিলেও যদি স্বামী বিদ্যমান না থাকেন, তবে সে রমণী শোচনীয়া। পতি না থাকিলে গন্ধদ্রব্য, মাল্য, ধূপ, নানারূপ অলঙ্কার, শয্যা, বস্ত্র, এ সকলে নারীর কি আবশ্যক? তন্ত্রীশূন্য বীণা ও চক্রশূন্য রথ যেমন বৃথা, পতিহীনা রমণীও সেইরূপ; সুতরাং শত শত বন্ধু লইয়া সে কি করিবে? পতি দরিদ্র হউক, ব্যসনাসক্ত হউক, বৃদ্ধ হউক, রুগ্ন হউক বা কৃপণ হউক, তথাপি পতিই নারীর পরম গতি সন্দেহ

কিঞ্চ—বৈধব্য-সদৃশং দুঃখং স্ত্রীণামন্যং ন বিদ্যতে।
ধন্যা সা যোষিতাং মধ্যে ভর্ত্তুরগ্রে ম্রিয়তে হি যা॥

ইত্যুক্ত্বা অগ্নিপ্রবেশার্থং রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পাপত। রাজা তস্য বচনং শ্রুত্বা করুণার্দ্রেরসসিক্তকর্ণঃ সন্ শ্রীখণ্ডাদিভিশ্চিতাং বিরচ্য তস্যৈ অনুজ্ঞাং দদৌ। সাপি রাজ্ঞঃ সকাশাৎ অনুজ্ঞাং লব্ধ্বা ভর্ত্তুঃ শরীরেণ সমং অগ্নিং বিবেশ।

ততঃ সূর্য্যোঽস্তং গতঃ। ততঃ প্রভাতে সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম সমনুষ্ঠায় সিংহাসনে সমুপবিষ্টো রাজা যাবৎ সকলসামন্তরাজকুমারাদিভিরুপাস্যতে, তাবৎ স এব নায়কঃ পূর্ব্ববৎ খড়্গহস্তঃ অতিদীর্ঘকায়ো দেদীপ্যমানবপুঃ সমাগত্য রাজ্ঞঃ কণ্ঠে কল্পতরুকমলগ্রথিতাং মালাং পরিমললুব্ধমুগ্ধমধুকর-নিকুরম্বনিরন্তরাং নিধায় ততস্তস্মৈ নানাবিধযুদ্ধগোষ্ঠীং বক্তুং প্রবৃত্তঃ। ততস্তং সমাগতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বাপি সভা বিস্ময়ং গতা। পুনস্তেন ভণিতং, ভো রাজন্! ময়ি অস্মাৎ স্থানাৎ স্বর্গং গতে তত্র মহেন্দ্রস্য দৈত্যানাং চ মহান্ সংগ্রামোঽভূৎ। তস্মিন্ সময়ে বহবো রাক্ষসা নিপাতিতাঃ, কেচন

নাই। বৈধব্যের সমান ক্লেশকরও আর কিছুই নহে। পতির সমক্ষে যে রমণীর মৃত্যু ঘটে, তাহার ন্যায় পুণ্যবতী আর কেহ নাই।"

এই বলিয়া সেই রমণী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবার জন্য রাজার পাদমূলে পতিত হইল। রাজা তখন চন্দনকাষ্ঠাদি দ্বারা চিতাসজ্জা করাইয়া রমণীকে সহমরণে আদেশ প্রদান করিলেন। সেই সতী নারীও রাজার আদেশ পাইয়া পতির শবদেহের সহিত অগ্নিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপনান্তে সিংহাসনে উপবেশন করিলে, সামন্ত ও মন্ত্রিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে সেই বিশালকায় নায়ক পূর্ব্ববৎ অসি-হস্তে দেদীপ্যমান-কলেবরে উপস্থিত হইয়া রাজার গলদেশে মধুগন্ধলুব্ধ মুগ্ধ মধুকরপুঞ্জে ব্যাপ্ত কল্পতরুজাত পুষ্পমাল্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংগ্রামবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া সমগ্র সভা বিস্ময়ে স্তম্ভিত। নায়ক পুনরায় কহিল, "রাজন্! আমি এই স্থান হইতে সুরপুরে উপস্থিত হইলে, দানবদিগের সহিত ইন্দ্রের ভীষণ যুদ্ধ বাধে। অনেক রাক্ষস তাহাতে বিনাশ

পলায্য গতাঃ। যুদ্ধাবসানে দেবেন্দ্রেণ সপ্রসাদমহং ভণিতং, ভো নায়ক! ত্বয়া অদ্য প্রভৃতি ভূর্লোকং প্রতি ন গন্তব্যম্, তব শাপস্যাবসানং জাতম্। তবাহং প্রসন্নোঽস্মি, গৃহাণেদং বলয়মিতি রত্নখচিতং স্বকরাৎ মুক্তা-বলয়ং মম হস্তে অদাৎ। পুনর্ময়া ভণিতং, ভো স্বামিন্! অত্রাগমন-সময়ে ময়া ভার্য্যা বিক্রমার্কসমীপে নিক্ষিপ্তা, তাং গৃহীত্বা ঝটিতি পুনরাগ-মিষ্যামি, ইতি পুরন্দরমুক্ত্বা সমাগতোঽস্মি। ত্বং পরনারীসহোদরঃ, সা মম ভার্য্যা দাতব্যা, তয়া সহ পুনঃ স্বর্লোকং গমিষ্যামি।

তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা সর্বৈঃ সহ সভায়াং তটস্থো জাতঃ, পরং বিস্ময়ং গত্বা তূষ্ণীং স্থিতঃ। পুনস্তেন ভণিতং, ভো রাজন্! কিমিতি জোষ-মাস্যতে? রাজ্ঞঃ সমীপস্থৈঃ ভণিতং, তব ভার্য্যা অগ্নিং প্রবিষ্টা। তেনোক্তং, কিমর্থম্? ততস্তে নিরুত্তরীভূতা আসন্। তদা তেন ভণিতং, ভো রাজশিরোমণে! পরনারীসহোদর! লোককল্পদ্রুম! বিক্রমভূমিপাল! ব্রহ্মায়ুর্ভব; অহং মহেন্দ্রজালিকঃ, তব পুরতঃ ইন্দ্রজালবিদ্যালাঘবং দর্শিতম্।

প্রাপ্ত হয়, অনেকে পলায়ন করে। সংগ্রাম শেষ হইলে, দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া আমাকে কহিলেন, 'নায়ক! অদ্য হইতে তুমি আর ধরাতলে গমন করিও না, তুমি অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, এই বলয় গ্রহণ কর।' এই বলিয়া আপনার হস্ত হইতে রত্নখচিত মুক্তাবলয় খুলিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। আমি পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলাম, 'প্রভো! আমার পত্নীকে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে লইয়া ত্বরায় আসিতেছি।' দেবরাজকে এই বলিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম; আপনি পরস্ত্রীদিগের সহোদরসদৃশ, সংপ্রতি আমার পত্নী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন, তাহাকে লইয়া পুনরায় সুরপুরে যাইব।"

এই কথা শ্রবণমাত্র রাজা ও সভাস্থ সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত ও তূষ্ণীম্ভূত রহিলেন। তখন পুনরায় সেই নায়ক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'রাজন্! মৌনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন কেন?' রাজার সমীপবর্ত্তী লোকেরা কহিল, 'তোমার পত্নী অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে।' নায়ক বলিল, "কেন?" সভাস্থ সকলে নিরুত্তর হইয়া রহিল। তখন নায়ক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে রাজ-শিরোমণে! হে পরদারাসহোদর! হে লোককল্পমহাদ্রুম! আপনি ব্রহ্মার ন্যায়

রাজাপি বিস্ময়ং গতঃ প্রসন্নোঽভূৎ। তস্মিন্নবসরে ভাণ্ডারিকেণাগত্য উক্তং, ভো মহারাজ! পাণ্ড্যরাজেন স্বামিনে করঃ প্রেষিতঃ। রাজ্ঞোক্তং, কিং প্রেষিতম্? তেনোক্তং, স্বামিন্! অবহিতং শৃণু।

অষ্টৌ হাটককোটয়স্ত্রিনবতির্মুক্তাফলানাং তুলাঃ,
পঞ্চাশদ্‌মধুগন্ধলুব্ধমধুপৈঃ সংশোভিতাঃ সিন্ধুরাঃ।
অশ্বানাং ত্রিশতঞ্চৈব চতুরং পণ্যাঙ্গনানাং শতং,
শ্রীমদ্‌বিক্রমভূমিপাল ভবতঃ শ্রীপাণ্ড্যরাট্ প্রেষিতম্॥

ততো রাজ্ঞা ভণিতং, ভো ভাণ্ডারিক! এতৎ সর্ব্বং ঐন্দ্রজালিকায় দেহীতি। তদা তৎ সর্ব্বং তেন দত্তম্।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা অধোমুখো বভূব।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে
ত্রিংশোপাখ্যানম্॥ ৩০॥

আয়ুষ্মান্ হউন্, আমি জনৈক ঐন্দ্রজালিক, আপনার সমক্ষে ইন্দ্রজালবিদ্যার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলাম।"

এই কথা শ্রবণে রাজা প্রথমে বিস্ময়মগ্ন ও পরে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তখন কোষাধ্যক্ষ (সভাতলে) উপস্থিত হইয়া কহিল, 'রাজন্! পাণ্ড্যরাজ প্রভুর নিকট কর প্রেরণ করিয়াছেন।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কি প্রেরণ করিয়াছেন?' কোষাধ্যক্ষ কহিল, 'দেব! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। অষ্ট কোটি স্বর্ণ, ত্রিনবতি কোটি মুক্তাভার, মদগন্ধলুব্ধ-মধুকরবেষ্টিত পঞ্চাশটি হস্তী, তিনশত ঘোটক ও চারিশত পণ্যনারী পাঠাইয়া দিয়াছেন।' তখন রাজা কহিলেন, 'এই সমস্ত দ্রব্যই এই ঐন্দ্রজালিককে সমর্পণ কর।' অনন্তর তৎসমস্তই ঐন্দ্রজালিককে প্রদত্ত হইল।

পুত্তলিকা এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এই প্রকার ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা অধোবদনে অবস্থিতি করিলেন।

একত্রিংশোপাখ্যানম্।

—০:*:০—

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা বদতি, ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে স এবোপবেষ্টুং ক্ষমঃ, যস্য বিক্রমেস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি। রাজ্ঞোক্তং, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্।

সা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি একদা কশ্চিদ্দিগম্বরঃ সমাগত্য রাজ্ঞো হস্তে ফলং দত্ত্বা আশীষং প্রযুজ্য ভণতি, ভো রাজন্! অহং মার্গশীর্ষচতুর্দ্দশীদিবসে শ্মশানে হবনং করিষ্যামি, তর্হি ভবান্ পরোপকারী সত্ত্বাধিকঃ, তত্র মমোত্তরসাধকেন ভবিতব্যম্। তস্য শ্মশানস্য নাতিদূরে শমীপাদপো অস্তি, তত্র কশ্চিদ্‌বেতালো লগ্নস্তিষ্ঠতি, স ত্বয়া মৌনিনা নেতব্যঃ।

রাজ্ঞা তথা করিষ্যামি ইতি প্রতিজ্ঞাতম্। অথ ক্ষপণকঃ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিবসে শ্মশানে হোমসাধনদ্রব্যাণি গৃহীত্বা স্থিতঃ। অথ তেন দর্শিতং

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (একত্রিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যাঁহার ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।' রাজা কহিলেন, 'পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যাদি গুণবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।'

পুত্তলিকা কহিল, রাজন্, শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যশাসন করেন, তখন একদা এক দিগম্বর (সন্ন্যাসী) উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে একটি ফল ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীদিনে শ্মশানে হোম করিব; আপনাকে আমার উত্তরসাধক হইতে হইবে। আপনি পরোপকারী ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন। সেই শ্মশানের অনতিদূরে একটি শমীবৃক্ষ আছে; তাহার উপর এক বেতাল অবস্থিতি করে, আপনি মৌনভাবে তাহাকে আনয়ন করিবেন।'

রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর দিগম্বর কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীদিনে শ্মশানে দ্রব্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইলেন। সে শমীবৃক্ষোপরি বেতাল

শমীপাদপস্থিতং বেতালং দৃষ্ট্বা স্কন্ধে গৃহীত্বা রাজা যাবৎ মার্গে আগচ্ছতি, তাবৎ বেতালেনোক্তম্, ভো রাজন্! মার্গশ্রমাপনোদনায় কামপি কথাং কথয়। রাজা মৌনভঙ্গভয়াৎ তূষ্ণীং স্থিতঃ। পুনর্বেতালেনোক্তম্, ত্বং মৌনভঙ্গভয়াৎ কথাং ন কথয়সি, অহং তাবৎ কথয়িষ্যামি। কথাবসানে মৌনভঙ্গভয়াৎ কথয়সি চেৎ, তব শিরঃ সহস্রধা ভবিষ্যতি, ইতি ভণিত্বা কথাং কথয়তি।

রাজন্! শ্রূয়তাম্। হিমবতো দক্ষিণপার্শ্বে বিন্ধ্যাবতীনাম্নী নগরী আসীৎ। তত্র সুবিচারকো নাম রাজা প্রতিবসতি স্ম। তস্য পুত্রো ময়সেনঃ। স একদা আখেটনার্থং বনং গতঃ, বনে হরিণমেকং দৃষ্ট্বা তমনুগতো মহারণ্যং প্রবিষ্টঃ। তদা কশ্চিন্নগরমার্গমাসাদ্য একাকী যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মধ্যে একা নদী দৃষ্টা। তত্র নদীতটাকে কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ অনুষ্ঠানং করোতি। রাজপুত্রস্তস্য সমীপং গত্বা তমবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! যাবৎ জলং পাস্যামি, তাবন্মম অশ্বং গৃহাণ। ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং কিং

অবস্থিত ছিল, তাহা দেখাইয়া দিলে রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাকে স্কন্ধে লইয়া যখন আগমন করেন, তখন পথিমধ্যে বেতাল তাঁহাকে কহিল, 'রাজন্! কোনরূপ কাহিনী বর্ণন করুন, তাহা হইলে পথশ্রান্তি দূর হইবে।' মৌনভঙ্গভয়ে রাজা তূষ্ণীভাবে রহিলেন। বেতাল পুনরায় কহিল, 'আপনি মৌনভঙ্গভয়ে কথা কহিতেছেন না; যাহা হউক, আমিই গল্প বলি। আমার কথা সমাপ্ত হইলে যদি আপনি কোন বাক্য উচ্চারণ করেন, আপনার মস্তক সহস্রধা বিদীর্ণ হইবে।' এই বলিয়া বেতাল বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

রাজন্! শ্রবণ করুন। হিমালয়ের দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যাবতী নামে একটি নগরী আছে। সুবিচারক নামে রাজা তথায় বাস করেন। তাঁহার পুত্রের নাম ময়সেন। ময়সেন একদিন মৃগয়ার্থ বনগমন করিলেন। বনমধ্যে একটি হরিণ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তিনি তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথা হইতে একটি নগরের পথে একাকী যেমন আগমন করিতেছেন, অমনি পথিমধ্যে একটি নদী দৃষ্ট হইল। সেই নদীতীরে এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছিলেন। রাজপুত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে বিপ্র! আমি যতক্ষণ জলপান করি, ততক্ষণ আমার অশ্বটি ধারণ করুন।

প্রেষ্যঃ যদশ্বং ধারয়িষ্যামি ? ততস্তেন কশয়া তাড়িতঃ ব্রাহ্মণো রুদন্ জসমীপমাগত্য নিবেদয়ামাস। রাজাপি ক্রোধাদরুণলোচনঃ সন্ পুত্রং দেশাৎ নির্ব্বাসয়িতুমাদিদেশ।

তস্মিন্নবসরে মন্ত্রিণা ভণিতম্, অয়ং রাজ্যভোগেন যোগ্যঃ কুমারো ন স্বদেশাৎ নির্ব্বাসনীয়ঃ। এতদুচিতং ন ভবতি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো ন্ত্রিন্। তদুচিতমেব, যতো ব্রাহ্মণশরীরং কশয়া তাড়িতম্; তস্মাদয়ং মীচীনদণ্ডো ভবতি, বুদ্ধিমতা ব্রহ্মদ্বেষং ন কর্ত্তব্যম্। উক্তঞ্চ—

ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো ন ক্রীড়েৎ পন্নগৈঃ সহ।
ন নিন্দেদ্‌যোগিবৃন্দানি ব্রহ্মদ্বেষং ন কারয়েৎ॥

ভো মন্ত্রিন্! কিং ত্বয়া পুরাণানি ন শ্রুতানি ? পুরা ব্রাহ্মণস্য শাপাৎ ঈশ্বরস্য লিঙ্গপাতো জাতঃ, নৃগস্য কৃকলাসত্বং, ইন্দ্রস্য দারিদ্র্যযোগঃ, নহুষস্য মহোবগত্বং, স্বয়ং সম্পন্নোঽপি পূজ্যান্ ন তিরস্কুর্য্যাৎ। উক্তঞ্চ—

অত্যুন্নতপদং প্রাপ্তঃ পূজ্যান্ নৈবাবমানয়েৎ।
নহুষঃ সর্পতাং প্রাপ্তশ্চ্যুতোঽগস্ত্যাবমাননাৎ।
অতস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পূজনীয়াশ্চ সর্ব্বদা॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'আমি কি তোমার ভৃত্য যে, অশ্বধারণ করিব ?' এই কথা শুনিয়া কুমার কশা দ্বারা ব্রাহ্মণকে আঘাত করিলেন, ব্রাহ্মণ রোদন করিতে করিতে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া এই কথা নিবেদন করিলেন। রাজা ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া পুত্রকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে আদেশ দিলেন।

ইত্যবসরে মন্ত্রী কহিলেন, 'কুমার রাজভোগের উপযুক্ত, ইহাঁকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন না; ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।' রাজা কহিলেন, "মন্ত্রিন্! ইহা উচিত; যেহেতু, কুমার ব্রাহ্মণের দেহে কশাঘাত করিয়াছে; অতএব ইহার উপযুক্ত দণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাচ ব্রাহ্মণের হিংসা করে না। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—প্রাজ্ঞব্যক্তি বিষসেবন, সর্পের সহিত ক্রীড়া, যোগিগণের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করিবে না। হে মন্ত্রিন্, তুমি কি পুরাণ শ্রবণ কর নাই? পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের শাপে ঈশ্বরের লিঙ্গপাত হইয়াছিল, নৃগরাজ কৃকলা-স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্রের দরিদ্রতা জন্মিয়াছিল, নহুষরাজা সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও পূজ্যব্যক্তির অবমাননা করিতে নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে, অত্যুচ্চ পদের অধিকারী হইলেও পূজ্যব্যক্তির অব-

তথা চ—যৈঃ কৃতঃ সর্ব্বভক্ষ্যোঽগ্নিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ।
ক্ষয়েশ্চাধ্যাসিতশ্চন্দ্রঃ কো ন নশ্যেৎ প্রকোপ্য তান্॥
কিঞ্চ—যদ্ধস্তেন সদাশ্নাতি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কো ভবেদধিকস্ততঃ॥
তথা চ—দ্বারবত্যাং স্বয়ং কৃষ্ণেনাপ্যুক্তম্—
শতং শপন্তং পরুষং বদন্তং, স পাপকৃৎ ব্রহ্মদবাগ্নিমধ্যে।
যো ব্রাহ্মণং নার্চ্চয়েৎ যথাহং, বধ্যশ্চ দণ্ড্যশ্চ সদাস্মদীয়ৈঃ॥
কিঞ্চ—যশ্চ মাং পরয়া ভক্ত্যা আরাধয়িতুমিচ্ছতি।
তেন বিপ্রাঃ সদা পূজ্যা এবং তুষ্টো ভবাম্যহম্॥

ভো মন্ত্রিন্! যেন হস্তেন তাড়িতো ব্রাহ্মণঃ, তস্য হস্তস্য ছেদঃ কার্য্যঃ।

ইতি যাবৎ তস্য হস্তং ছেদয়তি, তাবৎ স ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য ভণতি,

মাননা করিবে না; অগস্ত্যকে অবমাননা করিয়া নহুষরাজাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল; অতএব ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা পূজনীয়। আরও উক্ত আছে, যাঁহারা অগ্নিকে সর্ব্বভুক্ ও মহাসাগরকে অপেয় এবং শশধরকে যক্ষ্মারোগী করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কুপিত করিলে কোন্ ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত না হয়? আরও দেখ, সুরগণ যাঁহাদিগের হস্তদ্বারা হব্য ও পিতৃপুরুষেরা কব্য ভক্ষণ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? আরও দেখ, যাবতীয় দেবতা ও মনুষ্যেরা যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা ব্রত ও তপস্যাধারী, সেই ব্রাহ্মণগণের পূজা করা নিরন্তর কর্ত্তব্য। দেখ, দ্বারকাপুরীতে জনার্দ্দন নিজে বলিয়াছিলেন, 'শত শত গালি ও শত শত কটু কথা কহিলেও যে ব্যক্তি আমার ন্যায় বিপ্রের পূজা না করে, সেই পাপী ব্যক্তি ব্রহ্মদাবানলমধ্যে দণ্ডের যোগ্য ও বধার্হ। যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, ব্রাহ্মণের পূজা করা তাহার কর্ত্তব্য, তাহাতেই আমার সন্তোষ জন্মে।' হে মন্ত্রিন্! আমার পুত্র যে হস্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিয়াছে, তাহার সেই হস্ত কর্ত্তন কর।"

রাজা এই কথা বলিয়া যেমন কুমারের হস্তচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন, অমনি সেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'রাজন্! যখন কুমার অজ্ঞানতাবশে এ

ভো রাজন্! তদা অজ্ঞানবশাৎ তথা কৃতম্, অদ্যপ্রভৃতি এবমনুচিতং ন করিষ্যতি, মম কারণাৎ রাজপুত্রো রক্ষণীয়ঃ, অহং প্রসন্নো জাতোঽস্মি।

তস্য বচনং শ্রুত্বা স্বপুত্রং বিসসর্জ্জ। ব্রাহ্মণোঽপি নিজনিলয়ং অগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা বেতালো বদতি, ভো রাজন্! এতয়োর্ম্মধ্যে গুণাধিকঃ কঃ? রাজ্ঞা বিক্রমেণ ভণিতং, রাজা এব গুণাধিকঃ। তৎ শ্রুত্বা মৌনভঙ্গাৎ বেতালঃ শমীপাদপং জগাম। রাজাপি পুনস্তত্র গত্বা তং স্কন্ধে সমারোপ্য যাবদাগচ্ছতি, তাবৎ পুনরপি কথাং কথয়তি,এবং কথানাং পঞ্চবিংশতিঃ কথিতা বেতালেন। তস্য সূক্ষ্মবুদ্ধিবৈদগ্ধ্যেন বেতালঃ প্রসন্নো জাতো বিক্রমং জগাদ, ভো রাজন্! অয়ং দিগম্বরঃ ত্বাং নিহন্তুং প্রযত্নং করোতি।

রাজ্ঞোক্তম্, তৎ কথম্? বেতালেনোক্তং, যদা ত্বং মাং তত্র নেষ্যসি, তদা তব পরিভবো ভবিষ্যতি। "ত্বং শ্রান্তোঽসি ইদানীমগ্নিকুণ্ডং প্রদক্ষিণী-

---

কার্য্য করিয়াছেন, তখন আর কখনও এ প্রকার অকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবেন না; আমার অনুরোধে তাঁহাকে রক্ষা করুন। আমি প্রসন্ন হইয়াছি।'

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া রাজা কুমারকে ক্ষমা করিলেন; ব্রাহ্মণও নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন।

বেতাল এই কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া কহিল, 'রাজন্! এই দুই জনের মধ্যে গুণে কে শ্রেষ্ঠ? রাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন, 'রাজাই গুণে গরীয়ান্।' বেতাল এই কথা শ্রবণমাত্র রাজার মৌনভঙ্গ হেতু পুনরায় শমীবৃক্ষের উপর প্রস্থান করিল; রাজাও পুনর্ব্বার তথায় গিয়া বেতালকে স্কন্ধে লইয়া আগমন করিলেন। পথিমধ্যে বেতাল পুনরায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে বেতাল পঁচিশটি উপাখ্যান কীর্ত্তন করিল। পরে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখিয়া বেতাল পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিল, 'রাজন্! এই দিগম্বর আপনাকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।'

রাজা কহিলেন, 'কিরূপে?' বেতাল কহিল, "আপনি আমাকে যে সময়ে তাহার নিকট লইয়া উপস্থিত হইবেন, তখনই আপনার পরাজয় ঘটিবে। 'তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, সংপ্রতি অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক আপন স্থানে

কৃত্য দণ্ডবৎ প্রণম্য নিজস্থানং গচ্ছ” ইতি দিগম্বরেণ কথিতে যদা ত্বং দণ্ড-বৎ প্রণামং কর্ত্তুং নম্রো ভবিষ্যসি, তদা দিগম্বরঃ খড়্গেন ত্বাং নিহনিষ্যতি। ততস্তব মাংসেন হোমং করিষ্যতি। এবং ক্রিয়মাণে তস্য অণিমাদ্যষ্টৌ সিদ্ধয়ো ভবিষ্যন্তি।

বিক্রমেণোক্তম্, অধুনা কিং ক্রিয়তে? বেতালেনোক্তম্, ত্বমেবং কুরু। যদা দিগম্বরঃ ত্বাং “নমস্কৃত্য গচ্ছ” ইতি বদিষ্যতি, ত্বয়া এবং তৎপ্রতি বক্তব্যং, অহং সার্ব্বভৌমঃ, সর্ব্বরাজানঃ মাং প্রণামং কুর্ব্বন্তি, ময়া কদাপি কস্যাপি প্রণামো ন কৃতঃ। অতোঽহং প্রণামং কর্ত্তুং ন জানামি, ত্বং প্রথমং প্রণামং কৃত্বা দর্শয়। তদ্দৃষ্ট্বা পশ্চাদহং প্রণামং করিষ্যামি। ততঃ স যদা প্রণামং কর্ত্তুং নম্রো ভবিষ্যতি, তদা ত্বং তস্য শিরশ্ছিন্ধি, অহং তব বাধাং ন করিষ্যামি। তবাষ্টৌ সিদ্ধয়ো ভবিষ্যতি।

এবং বেতালেন নিবেদিতো রাজা বিক্রমস্তথৈব অকরোৎ। রাজ্ঞো-ঽষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ো জাতঃ। অথ বেতালেনোক্তং, ভো রাজন্! তবাহং প্রসন্নোঽস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তং, যদি মম প্রসন্নোঽস্মি, তর্হি যদাহং

প্রস্থান কর,’ দিগম্বর এই কথা কহিলে আপনি যখন সাষ্টাঙ্গ প্রণামার্থ অবনত হইবেন, তখন দিগম্বর অসিপ্রহারে আপনাকে বধ করিবে; পরে আপনার দেহমাংস দ্বারা হোম করিবে। এইরূপ করিলেই সে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হইবে।”

বিক্রমাদিত্য কহিলেন, ‘এখন কি কর্ত্তব্য?’ বেতাল কহিল, “আপনি এইরূ করুন। যখন দিগম্বর আপনাকে বলিবে, ‘নমস্কার করিয়া প্রস্থান কর,’ তখ আপনি বলিবেন, ‘আমি সার্ব্বভৌমনৃপতি, সকল রাজাই আমাকে প্রণাম করে আমি কখনও কাহাকে প্রণাম করি নাই; সুতরাং প্রণাম করিতে জানি না তুমি প্রথমে প্রণাম করিয়া (প্রণামের প্রণালী) দেখাইয়া দেও, তদ্দর্শনে আ শেষে প্রণাম করিব।’ তখন প্রণামার্থ যেমন অবনত হইবে, অমনি আপ তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন; অমি আপনাকে বাধা প্রদান করিব না। এইরূ করিলেই আপনার অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে।”

বেতাল এই প্রকার কহিলে, রাজা তদনুরূপই অনুষ্ঠান করিলেন। রা অষ্ট মহাসিদ্ধিলাভ হইল। তখন বেতাল কহিল, ‘রাজন্! আমি আপনার প্রসন্ন হইলাম, বর গ্রহণ করুন।’ রাজা কহিলেন, ‘যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হ

স্মরিষ্যামি, তদা ত্বয়া মৎসমীপে আগন্তব্যম্। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি নিজনগরীং বিবেশ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকাবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে একত্রিংশোপাখ্যানম্ ॥৩১॥

দ্বাত্রিংশোপাখ্যানম্।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবদুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! সিংহাসনেঽস্মিন্ স বিক্রমার্ক এব উপবেষ্টুং ক্ষমঃ, নান্যঃ, তস্য বিক্রমসদৃশো রাজা ভূমণ্ডলে নাস্তি। যঃ কাষ্ঠময়েন খড়্গেন পৃথিবীমধ্যে ভ্রমন্ সর্ব্বান্ পৃথ্বীধরান্ বিজিত্য একচ্ছত্রেণ রাজ্যমকরোৎ। যোঽপি অন্যেষাং শঙ্কাং নিরাকৃত্য আত্মনঃ শঙ্কাং প্রাবর্ত্তয়ৎ ভূমণ্ডলে

থাক, তবে যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব, সেই সময়েই আমার নিকট উপস্থিত হইবে।' বেতাল 'তথাস্তু' বাক্যে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রস্থান করিল; রাজাও নিজ নগরীতে প্রবেশ করিলেন।

পুত্তলিকা এই কথা কীর্ত্তন করিয়া ভোজরাজকে কহিল, 'রাজন্! যদি আপনাতে এই প্রকার ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' রাজা মৌনভাব ধারণ করিলেন।

পুনরায় যখন ভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিলেন, তখন অন্য (দ্বাত্রিংশ) পুত্তলিকা কহিল, 'রাজন্! এই সিংহাসনে একমাত্র বিক্রমাদিত্যই বসিবার যোগ্য; অন্য কেহ নহে; তাঁহার তুল্য রাজা ভূমণ্ডলে নাই। তিনি কাষ্ঠময় খড়্গ দ্বারা সমগ্র ধরা ভ্রমণ পূর্ব্বক রাজগণকে পরাভূত করিয়া একচ্ছত্র রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি অপরের ভয় দূর করিয়া আপনাকে সঙ্কটে

যাবন্তো রাজানঃ সন্তি, তেষাং সর্ব্বেষাং বশীকরণমন্ত্রঃ প্রযুক্তঃ সমস্তান্ দুর্জ্জনজনান্ নিষ্কাশ্য যাচকানাং দারিদ্র্যং মোচয়িত্বা দুর্ভিক্ষদুঃখাদীন্ নিবার্য্য চ বিক্রমেণ পৃথিবী পালিতা। অতো বিক্রমার্কসদৃশো রাজা নাস্তি, এবং ঔদার্য্যাদয়ো গুণাস্ত্বয়ি বিদ্যন্তে যদি, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তৎ শ্রুত্বা রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

পুনরপি দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা ভোজরাজমব্রবীৎ, ভো ভোজরাজ! বিক্রমাদিত্যো রাজা তথাবিধঃ, ত্বমপি সামান্যো ন ভবসি, যুবাং দ্বৌ নর-নারায়ণাবতারধারিণৌ, তস্মাৎ ত্বত্তঃ পরমপবিত্রচরিত্রঃ সকলকলাপ্রবীণঃ ঔদার্য্যগুণবিশিষ্টো রাজা বর্ত্তমানসময়ে নাস্তি। তব প্রসাদাদস্মাকং দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকানাং পাপক্ষয়ো জাতঃ; শাপাদ্‌বিমুক্তিরপি জাতা।

ভোজেনোক্তং, তৎশাপস্য বৃত্তান্তং কথয়। পুত্তলিকা অবদৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! দ্বাত্রিংশৎ সুরাঙ্গনাঃ পার্ব্বত্যাঃ সখ্যঃ, তস্যাঃ পরম-প্রেমাস্পদীভূতাশ্চ। প্রত্যেকং নামধেয়ানি শ্রূয়ন্তাম্।

ফেলিতেন। পৃথিবীতে যেখানে যত রাজা আছেন, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি বশীকরণমন্ত্র প্রয়োগ করিয়া সকলকেই অধিগত করিয়াছিলেন; তিনি রাজ্য হইতে সমস্ত দুর্ব্বৃত্তদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রার্থিগণের দারিদ্রমোচন ও দুর্ভিক্ষকষ্ট নিরাকরণ পূর্ব্বক ধরণী শাসন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার তুল্য রাজা আর নাই। যদি আপনাতে সেইরূপ ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।' এই কথা শুনিয়া ভোজরাজ মৌনভাবে অবস্থান করিলেন।

তখন সেই দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা পুনরায় ভোজরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'রাজন্! বিক্রমাদিত্য রাজা (পূর্ব্বোক্ত) সেইরূপ ছিলেন; আপনিও সামান্য নহেন; আপনারা উভয়েই নরনারায়ণের অবতারস্বরূপ; অতএব আপনার ন্যায় পরম পবিত্রচরিত্র, সকলকলাবিশারদ, ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন রাজা বর্ত্তমান সময়ে আর নাই। আপনার প্রসাদে আমাদিগের দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার পাপক্ষয় হইল; আমরা শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।'

ভোজরাজ কহিলেন, 'তোমাদিগের শাপবৃত্তান্ত বর্ণন কর।' পুত্তলিকা কহিল, রাজন্! শ্রবণ করুন।

মিশ্রকেশী ১° প্রভাবতী ২ সুপ্রভা ৩ ইন্দ্রসেনা ৪ সুদতী ৫ অনঙ্গনয়না ৬ কুরঙ্গনয়না ৭ লাবণ্যবতী ৮ কামকলিকা ৯ চণ্ডিকা ১০ বিদ্যাধরী ১১ প্রজ্ঞাবতী ১২ জনমোহিনী ১৩ বিদ্যাবতী ১৪ নিরুপমা ১৫ হরিমধ্যা ১৬ মদনসুন্দরী ১৭ বিলাসরসিকা ১৮ শৃঙ্গারকলিকা ১৯ মন্মথসঞ্জীবনী ২০ রতিলীলা ২১ মদনবতী ২২ চিত্ররেখা ২৩ সুরতগহ্বরা ২৪ প্রিয়দর্শনা ২৫ কামোন্মাদিনী ২৬ সুখসাগরা ২৭ শশিকলা ২৮ চন্দ্ররেখা ২৯ হংসগামিনী ৩০ কামরসিকা ৩১ উন্মাদিনী ৩২।

একদা সিংহাসনে সমুপবিষ্টঃ পরমেশ্বরঃ প্রেম্না বিলাসেন অস্মাসু দৃষ্টিং নিদধৌ। তৎ দৃষ্ট্বা দেবী পার্ব্বতী সকোপমস্মান্ অশপৎ, ভবত্যো নির্জীবাঃ পুত্তলিকাঃ ভূত্বা ইন্দ্রস্য সিংহাসনে লগন্তু। ততোঽস্মাভিশ্চ সপ্রণিপাতং শাপাবসানং যাচিতঃ। অথ সা দেবী সমবদৎ, যদা তৎ সিংহাসনং বিক্রমেণ অধিষ্ঠিতং ভূত্বা পুনর্ভোজস্য হস্তগতং ভবিষ্যতি, তদা সুরেশ্বরাপ্সরাদীনাং ভোজরাজসংবাদো ভবিষ্যতি। যদা চ বিক্রমচরিতং ভোজরাজঃ যুষ্মভ্যঃ শ্রোষ্যতি, তদৈব শাপাবসানো ভবিষ্যতি।

আমরা দ্বাত্রিংশৎজন সুরবালা পার্ব্বতীর সখী ছিলাম, আমরা দেবী পার্ব্বতীর পরম প্রণয়পাত্রী। আমাদিগের সকলের নাম শ্রবণ করুন ;—মিশ্রকেশী, প্রভাবতী, সুপ্রভা, ইন্দ্রসেনা, সুদতী, অনঙ্গনয়না, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামকলিকা, চণ্ডিকা, বিদ্যাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিদ্যাবতী, নিরুপমা, হরিমধ্যা, মদনসুন্দরী, বিলাসরসিকা, শৃঙ্গারকলিকা, মন্মথসঞ্জীবনী, রতিলীলা, মদনবতী, চিত্ররেখা, সুরতগহ্বরা, প্রিয়দর্শনা, কামোন্মাদিনী, সুখসাগরা, শশিকলা, চন্দ্ররেখা, হংসগামিনী, কামরসিকা ও উন্মাদিনী।

এক দিন পরমেশ্বর মহেশ্বর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগের প্রতি সপ্রেম বিলাসদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবী পার্ব্বতী সরোষে আমাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—'তোমরা নির্জীব পুত্তলিকা হইয়া দেবরাজের সিংহাসনে সংলগ্ন হইয়া থাক।' তখন প্রণিপাত সহকারে আমরা শাপের মোচনার্থ প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর দেবী কহিলেন, 'সেই সিংহাসনে রাজা বিক্রমাদিত্যের উপবেশনের পর তাহা যখন ভোজরাজের হস্তগত হইবে, সেই সময়ে তোমাদিগের দ্বাত্রিংশৎসংখ্য অপ্সরার সহিত ভোজরাজের কথোপকথন

অথ রাজ্ঞঃ সকাশাদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাঃ স্বস্থানং জগ্মুঃ। ততো ভোজরাজস্তস্য সিংহাসনোপরি দেবালয়ং কারয়িত্বা দেব্যা অষ্টদলে উমা-মহেশ্বর-মূর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতিদিনং ষোড়শোপচারৈঃ পূজাং কারয়তি স্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিরতান্ লোকান্ পরিপালয়ন্ উর্ব্বীং শশাস। ততো দেবতাপূজনেন স্তুত্যা চ গৌরী পরমসন্তোষমগমৎ।

ইতি বিক্রমার্কচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে দ্বাত্রিংশোপাখ্যানম্॥ ৩২ ॥

হইবে। তোমাদের মুখে ভোজরাজ যখন বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শ্রবণ করিবেন, তখনই তোমাদিগের শাপবিমোচন হইবে।'

অনন্তর ভোজরাজের অনুমতি লইয়া পুত্তলিকারা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তখন ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর অষ্টদলে উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যহ ষোড়শোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভোজরাজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ লোকদিগকে পালন পূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবপূজা ও স্তুতিবাদে দেবী পার্ব্বতী পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা সমাপ্ত।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ।

পাত্রগণ।

দুষ্মন্ত।		
সর্ব্বদমন	... ...	দুষ্মন্তের পুত্র।
কণ্ব কশ্যপ	}	মহর্ষি।
শার্ঙ্গরব শারদ্বত	}	কণ্বের শিষ্যদ্বয়।
মাতলি	... ...	ইন্দ্রের সারথি।
মাধব্য (বিদূষক)	... ...	দুষ্মন্তের বয়স্য।

বৈখানস, ঋষিকুমার, মন্ত্রী, পুরোহিত, সভাসদ্‌গণ,
ধীবর, রক্ষক ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

শকুন্তলা।		
মিশ্রকেশী	... ...	অপ্সরা।
গৌতমী	... ...	কণ্বের ভগিনী।
অনসূয়া প্রিয়ংবদা	}	শকুন্তলার সখীদ্বয়।

তপস্বিনীগণ, ধীবর-পত্নী ইত্যাদি।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

(প্রস্তাবনা)। *

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী,
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ,
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্য্যে! যদি নেপথ্যবিধানমবসিতং, তদিতস্তাবদাগম্যতাম্।

যাহা সৃষ্টিকর্ত্তার আদি সৃষ্টি, যাহা দ্বারা যথাবিধি হুত ঘৃত ও হব্য উদ্দিষ্ট দেবতার নিকট উপস্থিত হয়, যাহা যজমানরূপা, যে মূর্ত্তিদ্বয় দিবাযামিনীরূপ কালদ্বয় সৃষ্টি করেন, শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ যাহার গুণ, যাহা জগৎ-সংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, মনীষিগণ যাহাকে শস্য প্রভৃতির উৎপত্তিস্থল বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাহা দ্বারা জীবকুল প্রাণবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, এই প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত সেই ক্ষিতিময়ী, জলময়ী, অগ্নিময়ী, যজমানরূপা, চন্দ্রসূর্য্যময়ী, শূন্যময়ী ও বায়ুময়ী অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা সর্ব্বেশ্বর তোমাদিগকে প্রসাদ বিতরণ ও রক্ষা করুন।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।† আর বিস্তারে আবশ্যক নাই। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)‡ আর্য্যে, যদি নেপথ্যরচনা শেষ হইয়া থাকে, তবে এখানে আইস।

---

* সূত্রধার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক নান্দীসমাধান্তে তৎপরপ্রবিষ্ট নটবিশেষের সহিত কথাপ্রসঙ্গে নাটকরচয়িতা কবির ও অভিনেয়মাণ নাটকের উল্লেখ করে; কথোপকথনচ্ছলে নাটকের ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দিয়া আপনসহচরসঙ্গে রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হয়; পরে অভিনয় আরম্ভ হয়। এই অংশের নাম প্রস্তাবনা।

† সূত্রধার রঙ্গভূমিতে আসিয়া অভিমত অভিনয়ক্রিয়ার নির্ব্বিঘ্নসমাপ্তির জন্য যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহাকে নান্দী বলে, যে প্রধান নট নাটকের সূত্রপাত করে, তাহাকে সূত্রধার বলে।

‡ নেপথ্য—রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ দূরে যেখানে নটেরা বেশবিন্যাস করে, তাহাকে নেপথ্য

(প্রবিশ্য নটী)

নটী। অজ্জউত্ত! ইঅহ্মি। আণবেদু অজ্জো কো নিওত্ত্বো অণুচিট্টীঅদুত্তি।

সূত্র। আর্য্যে! রসভাববিশেষদীক্ষাগুরোর্বিক্রমাদিত্যস্য নরপতেরভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্। অস্যাং খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎ প্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ।

নটী। সুবিহিদপ্পওঅদাএ অজ্জস্‌স ণ কিংবি পরিহাইস্‌সদি॥

সূত্র। (সস্মিতং) আর্য্যে! কথয়ামি তে ভূতার্থম্।

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

(নটীর প্রবেশ) *

নটী। আমি আসিয়াছি। আদেশ করুন, কোন্ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিব?

সূত্র। আর্য্যে! রসভাববিশেষের দীক্ষাগুরু বিক্রমাদিত্য নৃপতির এই পণ্ডিতবহুল সভা। এখানে কালিদাস-বিরচিত ইতিবৃত্তমূলক অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক নূতন নাটকের অভিনয় করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। অতএব প্রত্যেক অভিনেতাই এই বিষয়ে যত্ন করুন।

নটী। আপনি অভিনয়প্রয়োগ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন; সুতরাং কোনরূপ দোষ হইবারই সম্ভাবনা নাই।

সূত্র। (সহাস্যে) আর্য্যে! আমি তোমাকে সত্য তত্ত্ব বলিতেছি। যাবৎ পণ্ডিতগণের পরিতোষ না জন্মে, তাবৎ আপনার অভিনয়নৈপুণ্য উত্তম হইল বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও আপনাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে না।

বলে। নাটকের যেখানে 'নেপথ্য' কথা লিখিত থাকে, তথায় বুঝিতে হইবে যে, কোন নট নাটকীয়বেশে রঙ্গভূমিতে প্রবেশের পূর্ব্বে নেপথ্য হইতে বলিতেছে।

* নটী—রঙ্গভূমিতে নৃত্য, গীত ও অভিনয় করা যে স্ত্রীলোকের ব্যবসায়। পরন্তু প্রস্তাবনার নটী সূত্রধারের সহকারী নটীবিশেষ।

নটী। (সবিনয়ম্) এব্বং এদম্। অনন্তকরণিজ্জং দাব অজ্জো আণবেদু।

সূত্র। কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ করণীয়মস্তি।

নটী। অধ কদমং উণ উদুং অধিকরিঅ গাইস্সম্।

সূত্র। আর্য্যে! তদিমমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্। সম্প্রতি হি—

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ॥

নটী। তহ। (ইতি গায়তি)

ইসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং॥

সূত্র। আর্য্যে! সাধু গীতম্। অহো! রাগাপহৃতচিত্তচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব বিভাতি সর্ব্বতো রঙ্গঃ। তদিদনীং কতমৎ প্রকরণমাশ্রিত্যৈনমারাধয়ামঃ।

নটী। (সবিনয়ে) এই প্রকারই বটে, অনন্তর করণীয় সম্বন্ধে এখন আর্য্য আদেশ করুন।

সূত্র। আর্য্যে! সঙ্গীত ভিন্ন এই সভায় শ্রুতিসুখকর আর কি করণীয় আছে?

নটী। তবে কোন্ ঋতু অবলম্বনে সঙ্গীত করিব?

সূত্র। আর্য্যে! তবে এই উপস্থিতপ্রায় উপভোগ-যোগ্য গ্রীষ্মঋতু অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ কর। সম্প্রতি সুখকর জলমজ্জন, দিবাশেষে পাটলিপুষ্পের বন, ছায়াপ্রধান স্থানে সুলভ নিদ্রা এই সকলেই রমণীয়।

নটী। তাহাই হউক, (এই বলিয়া সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল)।

কেশর কিঞ্জল্ক যার, অতিশয় সুকুমার,
যাহে বসি অলিগণ করিছে চুম্বন।
এ হেন শিরীষফুল, তুলিয়া প্রমদাকুল,
করিতেছে ধীরে ধীরে কর্ণের ভূষণ॥

সূত্র। আর্য্যে! উত্তম গান করিয়াছ। অহো! এই [illegible]

নটী। ণং অজ্জমিস্‌সেহিং পঢ়মং এব্ব আণত্তং অহিণ্ণাণসউন্দলং ণাম অপুব্বং ণাড়অং পওোএ অহিকরী অদুত্তি।

সূত্র। আর্য্যে! সম্যগনুবোধিতোঽস্মি, অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া। কুতঃ—

তবাস্মি গীতরাগেণ হরিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমোঽঙ্কঃ।

—০✽০—

(ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ)

সূতঃ। (রাজানং মৃগং চাবলোক্য) আয়ুষ্মন্!

সঙ্গীতমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া চিত্রলিখিতের ন্যায় সমস্তাৎ বিরাজ করিতেছে। অতএব এখন কোন্ প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ইহাঁদিগের চিত্তরঞ্জন করিব?

নটী। আপনি ত প্রথমেই বলিয়াছেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক অপূর্ব্ব নাটকের অভিনয় করা কর্ত্তব্য?

সূত্র। আর্য্যে! তুমি ঠিক স্মরণ করিয়া দিয়াছ, আমি এইমাত্র তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বিস্মৃতি না হইবেই বা কেন? মহাবেগগামী হরিণ দ্বারা আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া দুষ্মন্ত রাজা যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তোমার গীত-মাধুর্য্যে আমিও সেইরূপ মুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলাম।

ইতি প্রস্তাবনা।

(রথারোহণে সশরশরাসনধারী রাজা দুষ্মন্ত ও সারথির প্রবেশ)

সূত। (রাজাকে ও মৃগকে দেখিয়া) আয়ুষ্মন্! আপনাকে সশরশরাস

---

* অঙ্ক—নাটকীয় ইতিবৃত্তের একাংশ সমাপ্ত হইয়া যেখানে নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হ সেই পরিচ্ছেদকে অঙ্ক বলে। অঙ্কশেষে নটগণ রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হয়। পরে নূতন নূ নট প্রবেশ পূর্ব্বক অভিনয় আরম্ভ করে।

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্ম্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্॥

রাজা। সূত! দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ,
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা,
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি॥

(সবিস্ময়ম্) কথমনুপতত এব মে প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তোঽয়ং মৃগঃ।

সূত। আয়ুষ্মন্! উদ্ঘাতিনী ভূমিরিতি ময়া রশ্মিসংযমনাদ্রথস্য মন্দীভূতো বেগঃ। তেন মৃগ এষ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ সংবৃত্তঃ। সংপ্রতি হি সমদেশবর্ত্তিনস্তে ন দুরাসদো ভবিষ্যতি।

রাজা। তেন হি মুচ্যন্তামভীষবঃ।

সূতঃ। যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (রথবেগং নিরূপ্য) আয়ুষ্মন্! পশ্য পশ্য।

ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসারের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিতে দেখিয়া সাক্ষাৎ মৃগানুসারী মহাদেবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

রাজা। সারথে! কৃষ্ণসার আমাকে অনেক দূর আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসি[য়া]ছে। দেখ, এখনও সুন্দর গ্রীবাভঙ্গিসহকারে পুনঃ পুনঃ রথের দিকে দৃষ্টিক্ষে[প] করিতেছে, বাণপতন-ভয়ে দেহের পশ্চাদ্ভাগ সম্মুখভাগে অধিকতররূপে প্রবে[শ] করাইয়া দিয়াছে এবং শ্রমবশে বিবৃত মুখগর্ভ হইতে অর্দ্ধভুক্ত নবীন তৃণরাজিতে গমনপথ আকীর্ণ করিয়া অগ্রভাগে উর্দ্ধে লম্ফ দিতে দিতে চলিয়াছে; সুতরা[ং] শূন্যমার্গের বহুপথ অতিক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু ভূতলে অল্পমাত্র পথই অতিক্রান্ত হইতেছে। (সবিস্ময়ে) আমি অনুগামী হইলেও এই হরিণ আমার প্রয়া[স] দ্বারা দর্শনীয় হইল কেন?

সূত। আয়ুষ্মন্! এই বনস্থলী বন্ধুর বলিয়া আমি রশ্মি আকর্ষণ করিয়াছি তাহাতেই রথের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে; কাজেই মৃগ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে এখন রথ সমতলপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং এখন আর মৃগ আপনা[র] দুর্লভ হইবে না।

রাজা। তবে এখন রশ্মি ছাড়িয়া দেও।

সূত। আয়ুষ্মান্ যেরূপ আজ্ঞা করেন। (রথবেগ লক্ষ্য করিয়া) [illegible]

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ব্বকায়া,
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া,
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষমযেব রথ্যাঃ॥

রাজা। (সহর্ষম্) সত্যমতীত্য হরিতো হরীংশ্চ বর্ত্তন্তে বাজিনঃ।

তথাহি— যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং,
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥

সূত! পশ্যৈনং ব্যাপাদ্যমানম্। (ইতি শরসন্ধানং নাটয়তি)।

(নেপথ্যে)। ভো ভো রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

সূতঃ। (আকর্ণ্যাবলোক্য চ) আয়ুষ্মন্! অস্য খলু তে বাণপাতপথবর্ত্তিনঃ কৃষ্ণসারস্যান্তরে তপস্বিনঃ উপস্থিতাঃ।

দেখুন দেখুন, রশ্মি শিথিল হওয়াতে আপনার এই ঘোটকচতুষ্টয় শরীরের পূর্ব্বাংশ অধিক আয়ত, চামরাগ্র সকল নিশ্চল ও কর্ণগুলি উর্দ্ধীকৃত করিয়া নিজ নিজ খুরোত্থ ধূলিপটলের অস্পৃশ্য হইয়া, প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগের মহাবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন ঈর্ষাবশে প্রধাবিত হইতেছে।

রাজা। (সহর্ষে) সত্যই এই ঘোটকেরা বেগে সূর্য্যের অশ্ব ও ইন্দ্রের অশ্বগণকেও পরাভূত করিয়াছে। কেন না, রথবেগবশে যে সমস্ত দ্রব্য দুরবর্ত্তিতা হেতু সূক্ষ্ম বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাই আবার স্থূল হইয়া উঠিতেছে, আর যাহা মধ্যস্থলে যথার্থই বিচ্ছিন্ন, তাহা মিলিতবৎ প্রতীত হইতেছে; যাহা প্রকৃত বক্র, তাহা সরল রেখার তুল্য বোধ হইতেছে এবং কোন কোন দ্রব্য কিয়ৎক্ষণ আমার চক্ষুর দূরে এবং কখন বা পার্শ্বে দৃষ্ট হইতেছে না। সূত! দেখ, মৃগটি এখন বাণবধ্য হইয়াছে। (শরসন্ধানের উপক্রম)

(নেপথ্যে) ভো ভো রাজন্! এটি আশ্রমমৃগ, ইহাকে বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।

সূত। (শ্রবণ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া) আয়ুষ্মন্! আপনার বাণপথবর্ত্তী কৃষ্ণসারের মধ্যস্থলে নিশ্চয়ই তাপসগণ উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমম্) তেন হি নিগৃহ্যন্তাং বাজিনঃ।

সূতঃ। তথা। (ইতি রথং স্থাপয়তি।

(ততঃ প্রবিশতি সশিষ্যো বৈখানসঃ)

বৈখা। (হস্তমুদ্যম্য) রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্,
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং,
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥
তৎ সাধুকৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি॥

রাজা। এষ প্রতিসংহৃতঃ। (ইতি যথোক্তং করোতি)।

বৈখা। সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ।

জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি॥

রাজা। (সসম্ভ্রমে) তবে রশ্মিসংযমন পূর্ব্বক অশ্বগণকে স্থিরীকৃত কর।

সূত। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া রথ স্থির করিল)

(সশিষ্য বৈখানসের প্রবেশ)

বৈখা। (হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক) রাজন্! এটি আশ্রমমৃগ, ইহাকে ব[ধ] করিবেন না, বধ করিবেন না। তুলারাশিতে অগ্নিপতনের ন্যায় এই কোম[ল] মৃগদেহে বাণক্ষেপ করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, হরিণদিগের সহজ[ে] বিনাশ্য জীবনই বা কোথায় আর আপনার তীক্ষ্ণাগ্র বজ্রসার শরই বা কোথায় অর্থাৎ এ উভয়ে অনেক প্রভেদ। অতএব আপনি সম্যক্‌রূপে যে শরসন্ধা[ন] করিয়াছেন, তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনার বাণ আর্ত্তজনের রক্ষার জন্য নির্দ্দোষীর প্রতি প্রহারার্থ নহে।

রাজা। এই প্রতিসংহার করিলাম। (এই বলিয়া বাণ প্রতিসংহার করিলেন)

বৈখা। পুরুবংশপ্রদীপ আপনার পক্ষে ইহা উপযুক্ত হইল। যখন পুরু বংশে আপনার জন্ম, তখন ইহা আপনার উপযুক্ত। আপনি এইরূপ সর্ব্বগু[ণ] সম্পন চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করুন।

ইতরৌ। (বাহূ উদ্যম্য) সর্ব্বথা চক্রবর্ত্তিনং পুত্রমাপ্নুহি।

রাজা। (সপ্রণামম্) প্রতিগৃহীতম্।

বৈখা। রাজন্! সমিদাহরণায় প্রস্থিতা বয়ম্। এষ খলু কাশ্যপস্য কুলপতেরনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে। নচেদন্যকার্য্যাতিপাতঃ প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ।

অপি চ—রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজো মে রক্ষতি মৌর্ব্বীকিণাঙ্ক ইতি॥

রাজা। অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ?

বৈখা। ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় নিযুজ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ।

রাজা। ভবতু। তামেব দ্রক্ষ্যামি। সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি।

বৈখা। সাধয়ামস্তাবৎ।

[ইতি সশিষ্যো নিষ্ক্রান্তঃ।

শিষ্যদ্বয়। (বাহু উদ্যত করিয়া) সর্ব্বথা চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করুন।

রাজা। (প্রণাম পূর্ব্বক) আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।

বৈখা। রাজন্! আমরা সমিধ্ আহরণার্থ যাইতেছি। ঐ মালিনী নদীতীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে। যদি অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে ঐ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। তাপসগণের বিঘ্নশূন্য রমণীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সকল দর্শন করিয়া 'আমার ধনুর্গুণের আকর্ষণ-জনিত চিহ্নযুক্ত হস্ত কি প্রকারে রক্ষাকর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছে', তাহা জানিতে পারিবেন।

রাজা। কুলপতি কি আশ্রমে আছেন?

বৈখা। সম্প্রতি তিনি কন্যা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার দিয়া তাহার প্রতিকূল দৈবশান্তির জন্য সোমতীর্থে প্রস্থান করিয়াছেন।

রাজা। তাহাই হউক, শকুন্তলাকেই দেখিব। তিনি আমার ভক্তি অবগত হইয়া মহর্ষিকে জানাইবেন।

বৈখা। তবে আমরা যাই।

[শিষ্যসহ বৈখানসের প্রস্থান।

রাজা। সূত! নোদয়াশ্বান্। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন তাবদাত্মানং পুনী-মহে।

সূতঃ। যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ইতি ভূয়ো রথবেগং নিরূপয়তি)।

রাজা। (সমন্তাদবলোক্য) সূত! অকথিতোঽপি জ্ঞায়ত এব যথায়-মাশ্রমস্তপোধনস্যেতি।

সূতঃ। কথমিব?

রাজা। কিং ন পশ্যতি ভবান্? ইহ হি—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ,
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

অপি চ—

কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা,
ভিন্নো রাগঃ কিসলয়রুচামাজ্যধূমোদ্গমেন।

রাজা। সারথে! অশ্বচালনা কর। পবিত্র আশ্রম দেখিয়া আত্মাকে [পবি]ত্র করি।

সূত। আয়ুষ্মান্ যেমন আজ্ঞা করেন। (পুনর্ব্বার বেগে রথচালন)।

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া) সারথে! কেহ বলিয়া না দিলেও এই স্থান [ত]পোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।

সূত। কিরূপ?

রাজা। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? এখানে কোটরস্থ শুকশাবকের [মু]খ হইতে নীবারকণা সকল পড়িয়া বৃক্ষমূলে রহিয়াছে এবং তাপসেরা যে সকল [প্র]স্তরখণ্ড দ্বারা ইঙ্গুদীফল ভগ্ন করিয়াছিলেন, প্রস্তরখণ্ডে সেই সমস্ত ফলের [নি]র্য্যাস সংলগ্ন থাকাতে তপোবনের সূচনা করিয়া দিতেছে। আরও দেখ, রথের [শ]ব্দ শুনিয়া মৃগগণ বিশ্বাসভরে উহা সহ্য করিতেছে; জলাশয়ের পথে বল্কলাগ্রদেশ [হ]ইতে বারিধারা নিপতিত হইয়াছে; ইহাতেও তপোবনের সূচনা হইতেছে। [আ]রও দেখ, যে ক্ষুদ্রকায়া কৃত্রিম নদী বিদ্যমান, বায়ুভরে উহার জল কম্পিত [হ]ওয়াতে তীরবর্ত্তী বৃক্ষ সকলের মূলদেশ প্রক্ষালিত হইতেছে; আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নি

এতে চার্ব্বাগুপবনভুবি ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াং,
নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরন্তি ॥

সূতঃ। সর্ব্বমুপপন্নম্।

রাজা। (স্তোকমন্তরং গত্বা) তপোবনবাসিনামুপরোধো মা ভূৎ। অত্রৈব তাবদ্রথং স্থাপয় যাবদবতরামি।

সূতঃ। ধৃতাঃ প্রগ্রহাঃ অবতরত্বায়ুষ্মান্ ॥

রাজা। (অবতীর্য্য) সূত! বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ইদং তাবদ্গৃহ্যতাম্। (ইতি সূতায়াভরণানি ধনুশ্চোপনীয়ার্পয়তি) সূত! যাবদাহমাশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্যাহমুপাবর্ত্তে, তাবদার্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়তাং বাজিনঃ।

সূতঃ। তথা।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদমাশ্রমদ্বারম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য নিমিত্তং সূচয়ন্)

হইতে ধূম উত্থিত হওয়াতে নবীন পল্লব-সকলের রক্তিমা ঈষৎ মলিন হইয়াছে এবং যে উদ্যানভূমিতে তাপসগণ কুশমূল ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন, মৃগশাবকেরা তথায় নির্ভীকচিত্তে আমাদিগের নিকটেই পরিভ্রমণ করিতেছে।

সূত। সকলই ঠিক বটে।

রাজা। (কিছু দূরে গিয়া) তপোবনের ক্লেশ উৎপাদন করা অকর্ত্তব্য। অতএব তুমি এইখানে রথ রাখ, আমি রথ হইতে অবতীর্ণ হই।

সূত। রশ্মি সংযম করিয়াছি, আয়ুষ্মান্ অবতীর্ণ হউন্।

রাজা। (অবতরণ পূর্ব্বক) সূত! তপোবনে বিনীতবেশে গমন করাই উচিত। তুমি এই সমস্ত রাখ (এই বলিয়া সারথির হস্তে আভরণ ও ধনু প্রদান করিলেন) সারথে! যাবৎ আমি আশ্রমবাসীদিগকে দর্শন পূর্ব্বক ফিরিয়া না আসি, তাবৎ অশ্বগণের পৃষ্ঠে জলসেক করিয়া উহাদিগকে স্নিগ্ধ কর।

সূত। যে আজ্ঞা।

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ ও দর্শন পূর্ব্বক) এই ত আশ্রমে প্রবেশের দ্বার। এখন প্রবেশ করি। (প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণবাহুস্পন্দনরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া)

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র ॥

নেপথ্যে। ইদো ইদো সহীও।

রাজা। (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে! দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপ ইব শ্রূয়তে। যাবদত্র গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অয়ে! এতাস্তপস্বি-কন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈর্বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুমিত এবাভিবর্ত্তন্তে। (নিপুণং নিরূপ্য) অহো মধুরমাসাং দর্শনম্‌।

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥

যাবদিমাং ছায়ামাশ্রিত্য প্রতিপালয়ামি। (ইতি বিলোকয়ন্‌ স্থিতঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

শকু। ইদো ইদো সহীও।

এই আশ্রমপদ শান্তিরসের আস্পদ, কিন্তু আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইতেছে; ইহার ফল (এখানে) কোথায়? অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান।

নেপথ্যে। প্রিয়সখীদ্বয়! এই দিকে, এই দিকে।

রাজা। (সেই দিকে কর্ণপাত পূর্ব্বক). অয়ে! বৃক্ষবাটিকার * দক্ষিণদিক্‌ হইতে (রমণীজনের) কথোপকথনের শব্দ শ্রুত হইতেছে। ঐ দিকেই যাই। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক দর্শন করিয়া) অয়ে! এই সকল তাপসবালারা আপন আপন শক্তির পরিমাণানুরূপ সেচন-ঘট কক্ষে লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুমূলে জল দিবার জন্য এই দিকে আগমন করিতেছেন। (উত্তমরূপে দেখিয়া) অহো! ইঁহাদিগের দর্শন নয়নপ্রীতিকর। যদি আশ্রমবাসীজনের রূপ রাজ-অন্তঃপুরচারিণীদিগেরও দুর্লভ হয়, তাহা হইলে দেখিতেছি, বনলতিকা অদ্য নিজগুণে উদ্যান-লতাকেও পরাভূত করিল। যাহা হউক, এখন ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক তাপসবালাদিগের প্রতীক্ষা করি। (এই বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন)।

(পূর্ব্বোক্তরূপ জলসেকে নিযুক্তা সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

শকু। সখি! এই দিকে, এই দিকে।

---

* রোপিত বৃক্ষ-সমূহ যে পথে থাকে, তাহার নাম বৃক্ষবাটিকা।

অন। হলা সউন্দলে! তুবত্তো বি তাদকাসসৃঅস্স ইমে আস্সমরুক্‌খআ পিঅদরে ত্তি তক্কেমি। জেন গোমালিআকুসুমপেলবা তুমং এদানং আলবালপূরণে ণিউত্তা।

শকু। হলা অণসূত্র! ণ কেবলং তাদণিওোও এবব। অত্থি মে সোদরসিণেহো বি এদেসু। (ইতি বৃক্ষসেচনং নিরূপয়তি)।

রাজা। কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা? অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ। যঃ ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া, শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

ভবতু, পাদপান্তরিত এব বিশ্বস্তাং তাবদেনাং পশ্যামি। (ইতি তথা করোতি।

শকু। সহি অণসূএ! অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদ ম্হি। সিঢ়িলেহি দাব ণং।

অহ। তহ। (ইতি শিথিলয়তি)।

অনসূয়া। অয়ি শকুন্তলে! আমার বোধ হয়, পিতা কণ্ব তোমা অপেক্ষাও এই আশ্রমতরুগণকে অধিক ভালবাসেন। কেন না, তোমার অঙ্গ নবমালিকা-পুষ্প অপেক্ষাও কোমল, তথাপি তিনি তোমাকে এই সকল বৃক্ষের আলবাল-পূরণে (মূলদেশে জলসেচনে) নিযুক্ত করিয়াছেন।

শকু। সখি অনসূয়ে! কেবলমাত্র পিতা কণ্বের আজ্ঞায় নয়, ইহাদিগের উপর আমারও সহোদর-স্নেহ বর্ত্তমান (এই বলিয়া জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন)।

রাজা। এই কি সেই কণ্বের কন্যা? পূজ্যপাদ কণ্ব নিশ্চয়ই অবিমৃশ্যকারী; যেহেতু, ইহাঁকে আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। অহো! শকুন্তলার এই দেহ অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের আধার এবং কোমল; যিনি ইহাঁকে তপঃসমর্থ কার্য্যসম্পাদ নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি নীলোৎপলপত্র দ্বারা শমীবৃক্ষচ্ছেদনে ইচ্ছা করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি পাদপান্তরালে থাকিয়া স্বচ্ছন্দভাবে অবস্থি ইহাঁকে দর্শন করি। (তদ্রূপকরণ)।

শকু। সখি অনসূয়ে! প্রিয়ংবদা আমার পরিধেয় বক্কল অত্যন্ত কঠিনভা (আঁটিয়া) বান্ধিয়া দিয়াছে, তুমি শিথিল করিয়া দেও।

অন। আচ্ছা (শিথিলকরণ)।

প্রিয়। (সহাসম্) এত্থ পওহরবিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং পালহ।

রাজা। সম্যগিয়মাহ।

ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে,
স্তনযুগলপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং,
কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ॥

অথবা, কামমননুরূপমস্যা বয়সো বল্কলম্ ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং,
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী,
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

শকু। (অগ্রতোঽবলোক্য) এসো বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরাবেদি বিঅ মং কেসররুক্খও। জাব ণং সম্ভাবেমি। (ইতি পরিক্রামতি)।

প্রিয়ংবদা। (সহাস্যে) সখি শকুন্তলে! এ বিষয়ে তুমি কুচযুগলের বিস্তৃতির হেতুভূত আপনার যৌবনারম্ভের প্রতি তিরস্কার কর।

রাজা। প্রিয়ংবদা যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছে। শকুন্তলার স্কন্ধে সূক্ষ্মগ্রন্থি দ্বারা বল্কল বন্ধন করিয়া দেওয়ায় উহা পীনোন্নত কুচদ্বয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই জন্য শকুন্তলার নবীন অঙ্গ পরিপক্ব, সুতরাং পাণ্ডুবর্ণ পত্রের মধ্যগত পুষ্পের ন্যায় আপন কান্তির পুষ্টতা সাধন করিতে সমর্থ হইতেছে না। (পুনরায় বিতর্ক করিয়া) অথবা বল্কল শকুন্তলার দেহে অনুপযুক্ত হইলেও উহা দ্বারা তাহার আভরণ-শোভা পর্য্যাপ্তভাবে পুষ্টিসম্পাদন করিতেছে না, তাহাও নহে। যেরূপ শৈবালযুক্ত পদ্মও সুদৃশ্য হয়, চন্দ্রের চিহ্ন মলিন হইলেও শোভা সম্পাদন করে, হেমকান্তমণি ভস্মাবৃত হইলেও তাহার জ্যোতিঃ প্রকটিত হয়, সেইরূপ এই কৃশাঙ্গী শকুন্তলা তুচ্ছ বল্কল ধারণ করিয়াও যার পর নাই চিত্তরঞ্জিনী হইয়াছেন। বস্তুতঃ যাঁহাদিগের আকৃতি মনোহর, কোন্ বস্তু তাঁহাদিগের অলঙ্কারস্বরূপ না হয়?

শকু। (সম্মুখভাগে নেত্রপাত করিয়া) এই অচিরজাত বকুলবৃক্ষ বায়ু-

প্রিয়। হলা সউন্দলে ! এত্থ এব দাব মুহুত্তঅং চিট্ঠ।

শকু। কিং নিমিত্তম্ ?

প্রিয়। জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং কেসরুক্খও পড়িভাদি।

শকু। অদো ক্খু পিয়ম্বদাসি তুমম্।

রাজা। প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুন্তলাং প্রিয়ংবদা। অস্যাঃ খলু—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

অন। হলা সউন্দলে ! ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোষিণী ত্তি ণোমালিআ নং বিসুমরিদা সি।

শকু। তদা অত্তাণং পি বিসুমরিবস্সং। (লতামুপেত্যাবলোক্য চ) হলা রমণীএ ক্খু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সম্বুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্খমো সহআরো। (ইতি পশ্যন্তী তিষ্ঠতি)।

কম্পিত পল্লবরূপ অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া যেন কি বলিতেছে ; আমি উহাকে আদর করি। (এই বলিয়া তাহার নিকটে গমন)।

প্রিয়। অয়ি শকুন্তলে ! এইখানে কিয়ৎক্ষণ থাক।

শকু। কেন ?

প্রিয়। তুমি নিকটে থাকিলে,এই বকুলবৃক্ষ লতাসহকৃত বলিয়া বোধ হই

শকু। এই জন্যই তুমি প্রিয়ংবদা নামে অভিহিত হইয়া থাক।

রাজা। প্রিয়ংবদা ঠিক কথাই বলিয়াছে। কারণ, শকুন্তলার অধর নবীন পল্লবের ন্যায় লোহিতবর্ণ, বাহুযুগল কোমল শাখাদ্বয়ের তুল্য এবং পু ন্যায় বাঞ্ছনীয় যৌবন যেন দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

অন। সখি শকুন্তলে ! সহকার-বৃক্ষের এই স্বয়ংবর-বধূ নবমালিকাকে জোষিণী নামে সম্বোধন করিয়া থাক, ইহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ ?

শকু। তাহা হইলে আমি নিজেকেও ভুলিয়া যাইব। (নবমালিকার নি গমন ও দর্শন করিয়া) সখি ! অতি রমণীয় সময়ে এই লতাপাদপ-মিথুনের মি ঘটিয়াছে। এই বনজোষিণী লতিকা নবকুসুমরূপ যৌবনে শোভিতা এবং নূ

প্রিয়। (সস্মিতম্) অনসূএ! জানাসি কিণ্ণিমিত্তং সউন্দলা বণ-জোসিণিং অদিমেত্তং পেক্‌খদি ত্তি?

অন। ণ ক্খু বিভাবেমি। কহেহি।

প্রিয়। জহ বণজোসিণী অণুরূবেণ পাঅবেণ সঙ্গদা। অবি ণাম এববং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅং ত্তি।

শকু। এসো ণুণং তুহ অত্তগদো মনোরহো।

(ইতি কলসমাবর্জ্জয়তি)

রাজা। অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ। অথবা কৃতং সন্দেহেন।

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা, যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু, প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥

তথাপি তত্ত্বতঃ এবৈনামুপলপ্স্যে।

পল্লব ধারণ করাতে সহকার-বৃক্ষও উপভোগ-যোগ্য হইয়াছে। (দেখিতে দেখিতে দণ্ডায়মান হইলেন)।

প্রিয়। (সহাস্যে) অনসূয়ে! এই বনতোষিণীকে শকুন্তলা কেন এত আদরের সহিত দেখে, তুমি জান?

অন। আমি তাহা বুঝিতে পারি না, কেন বল?

প্রিয়। শকুন্তলা মনে করে, এই বনতোষিণী যেমন অনুরূপ বৃক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমিও সেই প্রকার আত্মানুরূপ বর লাভ করিব।

শকু। ইহা নিশ্চয়ই তোমার নিজের মনোগত অভিপ্রায়। (এই বলিয়া জল সেচনে প্রবৃত্ত হইলেন)।

রাজা। বোধ হয়, শকুন্তলা কুলপতি কণ্বের অসবর্ণানারীজাত কন্যা হইবেন কিংবা সন্দেহে প্রয়োজন কি? আমার পবিত্র চিত্ত যখন এই শকুন্তলাতে অভিলাষী হইয়াছে, তখন ইনি ক্ষত্রিয়-জাতির বিবাহের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কারণ সাধুদিগের যেখানে সংশয়, সেইখানেই তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তিই স্থির-নিশ্চয়ে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। তাহা হইলে ইহার পরিচয় সম্যক্ অবগত হইতে হইবে।

শকু। (সসংভ্রমম্) অম্মো! সলিলসেঅসম্ভমুগ্গদো ণোমালিঅং উজ্‌ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই। (ইতি ভ্রমবাধাং নাটয়তি)।

রাজা। (সস্পৃহং বিলোক্য) সাধ্বসারাধনমপি রমণীয়মস্যাঃ।

যতো যতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে, ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে, ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥

অপি চ—(সাসূয়মিব)—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং,
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং,
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥

শকু। ণ এসো ধিট্টো বিরমদি। অণ্ণদো গমিস্সং। (পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদোবি আঅচ্ছদি। হলা! পরিত্তাঅহ মং ইমিণা দুব্বিণীদেন দুট্‌ঠমহুঅরেণ অহিহূঅমাণং।

শকু। অহো! জলসেক হেতু উদ্বিগ্ন (চঞ্চল) হইয়া একটি ভ্রমর উড়িয়া আসিয়া আমার মুখের উপর পড়িতেছে। (ভ্রমরকৃত বাধার অভিনয়)।

রাজা। (সস্পৃহলোচনে দেখিয়া) অহো! এই শকুন্তলাকে ভ্রমরে উদ্বিগ্ন করাতে যে ইহাঁর বিরক্তিবোধ হইতেছে, ইহাও দেখিতে মনোহর। ভ্রমর যে দিকে উড়িয়া যাইতেছে, ইনিও সেই দিকে আপনার চপলদৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন; সুতরাং উহাঁর ভ্রূদ্বয় বক্রীভূত হইতেছে। এই প্রকারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইনি যেন সভয়ে দৃষ্টিবিলাস শিক্ষা করিতেছেন। (অসূয়া সহকারে ভ্রমরকে উদ্দেশ করিয়া) হে মধুকর! তুমি শকুন্তলার চপল অপাঙ্গমণ্ডিত সকম্প নেত্রদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিতেছ এবং কর্ণ-সমীপে ভ্রমণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে রহস্যালাপীর ন্যায় মৃদুস্বরে শব্দ করিতেছ; যখন ইনি হস্তসঞ্চালন করিতেন, তুমি তখন ইহাঁর সর্ব্বস্বধন অধরসুধা পান করিতেছ; সুতরাং এই ফলভোগ হেতু তুমি কৃতকৃত্য।

শকু। সখি! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই দুষ্ট মধুকর আমায় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। আঃ! যে দিকে যাই, এ দুষ্টও সেই দিকে উপস্থিত হয়।

উভে। (সস্মিতম্) কা বঅং পরিত্তাদুং। দুস্সন্দং অক্কন্দ।
ররক্‌খিদব্বাণি তবোবণাণি নাম।

রাজা। অবসরোঽয়মাত্মানং প্রকাশয়িতুম্। ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্।
অর্দ্ধোক্তে স্বগতম্) রাজভাবস্ত্বভিজ্ঞাতো ভবেৎ। ভবতু, এবং তাবদভি-
স্যে।

শকু। (পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপং) কহং ইদো বি মাং অণুসরদি।

রাজা। (সত্বরমুপসৃত্য)

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্ব্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু॥

(সর্ব্বা রাজানং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)।

অন। অজ্জ! ণ কখু কিং বি অচ্চাহিদং। ইঅং ণো পিঅসহী
হুঅরেণ অহিহূঅমাণা কাদরীভূদা। (ইতি শকুন্তলাং দর্শয়তি)।

রাজা। (শকুন্তলাভিমুখো ভূত্বা) অয়ি! তপো বর্দ্ধতে?

সখীদ্বয়। তোমাকে রক্ষা করিতে আমাদের সামর্থ্য কি? এ বিষয়ে তুমি
ষ্মন্তকে ডাক। কেন না, রাজারাই আশ্রমের রক্ষক। তিনি তোমাকে পরি-
ত্রাণ করিবেন।

রাজা। প্রকাশ্যে উপস্থিত হইবার এই উপযুক্ত অবসর। ভয় নাই, ভয়
নাই—(অর্দ্ধোক্তি করিয়াই স্বগত) এ প্রকার করিলে আমি যে রাজা, তাহা
প্রকাশ পাইবে। যাহা হউক্, অতিথির ব্যবহার প্রদর্শন করা যাউক।

শকু। (এক পদ দূরে গিয়া দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক) আঃ! এই দুষ্ট মধুকর এখনও
নিবৃত্ত হইতেছে না, আমি এখান হইতে অন্যত্র যাই।

রাজা। (সত্বর উপস্থিত হইয়া) দুর্বিনীতের শাসনকর্ত্তা পুরুবংশীয় রাজার
শাসনকালে সরলহৃদয়া তাপসবালাদিগের প্রতি এইরূপ অসদ্ব্যবহার করে, এমন
সাধ্য কাহার? (রাজাকে দেখিয়া সকলের সসম্ভ্রমে অবস্থিতি)

অন। আর্য্য! কোনরূপ অত্যাহিত ঘটে নাই। আমাদিগের এই প্রিয়-
সখী মধুকর কর্ত্তৃক আকুল হইয়া কাতর হইয়াছেন। (এই বলিয়া শকুন্তলাকে
দেখাইয়া দিল)।

রাজা। (শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) অয়ি! আপনার তপস্যা
বৃদ্ধি পাইতেছে?

(শকুন্তলা সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতি)

অন। দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে! গচ্ছ উড়অং ফলমিস্‌সং অগ্‌ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্‌সদি।

রাজা। ভবতীনাং সুনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্।

প্রিয়। তেণ হি ইমস্‌সিং পচ্ছাঅসীঅলাএ সত্তবণ্ণবেদিআএ মুহুত্তঅং উববিসিঅ পরিস্‌সমবিণোদং করেদু অজ্জ।

রাজা। নূনং যূয়মপ্যনেন কর্ম্মণা পরিশ্রান্তাঃ।

অন। হলা সউন্দলে! উইদং ণো পজ্জুবাসণং অদিহীণং। এথ উপবিসম্হ। (ইতি সর্ব্বে উপবিশন্তি)।

শকু। (আত্মগতম্।) কিং ণু ক্‌খু ইমং পেক্‌খিঅ তবোবণ-বিরোহিণো বিআরস্‌স গমণীঅ হ্মি সংবুত্তা।

রাজা। (সর্ব্বা বিলোক্য) অহো, সমানবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং সৌহার্দ্দম্।

(শকুন্তলার সভয়ে নীরবে অবস্থিতি)।

অন। এখন অতিথিবিশেষ প্রাপ্ত হওয়াতে তপস্যা বর্দ্ধিত হইল। শকুন্তলে! তুমি শীঘ্র কুটীর হইতে ফল ও অর্ঘপাত্র লইয়া আইস; এই ঘটের জল পাদোদক হইবে।

রাজা। আপনাদের মিষ্টসম্ভাষণেই আমার আতিথ্য হইয়াছে।

প্রিয়। তবে আর্য্য এই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদিকায় মুহূর্ত্তকাল উপবেশন করিয়া পরিশ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। তোমরাও এই জলসেচনকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ।

অন। অয়ি শকুন্তলে! অতিথির অভিপ্রায়মত কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য; অতএব আইস, আমরাও উপবেশন করি (সকলের উপবেশন)।

শকু। (স্বগত) * এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে আশ্রমবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন?

রাজা। (সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! সমান বয়স ও সমান রূপ দ্বারা তোমাদিগের পরস্পরের প্রণয় পরম শোভনীয় হইয়াছে।

---

* অভিনয়সময়ে কোন নট সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট গোপন করিবার জন্য মনে মনে যে বিষয়বিশেষের আন্দোলন করে, তাহাকে স্বগত বা আত্মগত কহে।

প্রিয়। (জনান্তিকম্) অণসূএ! কো ণু ক্খু এসো মহুরগম্ভীরাকিদী চউরং পিঅং আলবন্দো পহাবন্দো বিঅ লক্খীঅদি।

অন। (জনান্তিকম্) সহি! মম বি অত্থি কোদূহলং। পুচ্ছিস্সং দাব ণং (প্রকাশম্) অজ্জস্স মহুরালাবজণিদো বীসম্ভো মং মন্তাবেদি কদমো অজ্জেণ রাএসিবংসো অলঙ্করীঅদি? কদমো বা বিরহপজ্জুস্সুঅজণো কিদো দেসো, কিং ণিমিত্তং বা সুউমারদরো বি তবোবণপরিস্সমস্স অত্তা পদং উবণীদো?

শকু। (আত্মগতম্) হিঅঅ! মা উত্তম্ম। এসা তুএ চিন্তিদাণি অণসূআ মন্তেদি।

রাজা। (আত্মগতম্) কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি? কথং বাত্মাপহারং করোমি? ভবতু এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। (প্রকাশম্) ভবতি যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্ম্মারণ্যমিদমায়াতঃ।

প্রিয়। (জনান্তিকে) * এই ব্যক্তির আকৃতি নয়নপ্রীতিকর, ইহাঁর হৃদ্‌গত ভাবও গম্ভীর, ইহাঁকে প্রতাপশালী দেখা যাইতেছে; ইহাঁর আলাপও মধুর ও চাতুর্য্যপূর্ণ।

অন। (জনান্তিকে) সখি! আমারও কৌতুহল জন্মিয়াছে। ইহাঁকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে হইবে। (প্রকাশ্যে) আপনার মিষ্টসম্ভাষণজনিত বিশ্বাস আমাকে আলাপ করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিতেছে। আপনি কোন্ রাজর্ষিকুল অলঙ্কৃত এবং কোন্ রাজ্যই বা নিজবিরহে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন আর কি কারণেই বা সুকুমারদেহ হইয়া তপোবনে আগমনরূপ পরিশ্রম-স্বীকারে আত্মাকে নিযুক্ত করিয়াছেন?

শকু। (আত্মগত) হৃদয়! উৎকণ্ঠিত হইও না, তুমি যাহা ভাবিয়াছিলে, অনসূয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

রাজা। (আত্মগত) এখন কি বলিয়া মিথ্যা করিয়া আপনার পরিচয় দিই? নিজ পরিচয়ের অপব্যবহার করি কিরূপে? যাহা হউক, ইহাদিগের নিকট এইরূপই বলি। (প্রকাশ্যে) আমি পুরুবংশীয় রাজা (দুষ্মন্ত) কর্ত্তৃক রাজকার্য্য-

---

* নিকটস্থ অন্য ব্যক্তির শ্রুতিগোচর না হয়, এইরূপ গোপনে পরস্পর কথোপকথনের নাম জনান্তিক।

অন। সণাহা দাণিং ধম্মচারিণো।

(শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জাং নাটয়তি)

সখ্যৌ। (উভয়োরাকারং বিদিত্বা জনান্তিকম্) হলা সউন্দলে! জই এত্থ অজ্জ তাদো সণ্ণিহিদো ভবে ?

শকু। (সরোষম্) তদো কিং ভবে ?

সখ্যৌ। ইমং জীবিদসব্বস্সেণ বি অদিধিবিসেসং কদত্থং করিস্সদি।

শকু। তুম্হে অবেধ। কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅণং সুণিস্সং।

রাজা। বয়মপি তাবদ্ভবত্যোঃ সখীগতং পৃচ্ছামঃ।

সখ্যৌ। অজ্জ! অণুগ্গহো বিঅ ইয়ং অব্ভত্থণা।

রাজা। ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। ইয়ং চ বঃ সখী তদাত্মজেতি কথমেতৎ ?

পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত আছি; যজ্ঞাদিক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতেছি কি না, তাহাই দেখিবার জন্য এই ধর্ম্ম্যারণ্যে উপস্থিত হইয়াছি।

অন। ইদানীং ধর্ম্মচারিগণ সনাথ হইল।

(শকুন্তলার মনোবিকৃতিজনিত লজ্জা প্রকাশ)

সখীদ্বয়। (রাজা ও শকুন্তলার আকৃতি বুঝিয়া জনান্তিকে) অয়ি শকুন্তলে! যদি এখন পিতা কণ্ব এখানে আসিয়া উপস্থিত হন ?

শকু। (সকোপে) তাহাতে কি হইবে ?

সখীদ্বয়। তাহা হইলে জীবনসর্ব্বস্ব দিয়াও এই অতিথিবিশেষকে কৃতার্থ করিবেন।

শকু। তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, কি মনে করিয়া তোমরা এ কথা বলিতেছ ? আমি তোমাদিগের কথা শুনি না।

রাজা। আমি তোমাদিগের এই সখীসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

সখীদ্বয়। আর্য্য! এ প্রার্থনা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহমাত্র।

রাজা। ভগবান্ কণ্ব চিরব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অবস্থিত, ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। তোমাদিগের এই সখী তাঁহার কন্যা, ইহা কিরূপে সম্ভব ?

অন। সুণাদু অজ্জো। অত্থি কো বি কোসিও ত্তি গোত্তণামহেও মহপ্‌হাবো রাএসী।

রাজা। অস্তি। শ্রূয়তে।

অন। তং ণো পিঅসহীএ পহবং অবগচ্ছ। উজ্‌ঝিআএ সরীর-সংবড্‌ঢণাদিহিং তাদকস্‌সবো সে পিদা।

রাজা। উজ্‌ঝিতশব্দেন জনিতং মে কুতূহলম্। আমূলাচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি।

অন। সুণাদু অজ্জো। গোদমীতীরে পুরা কিল তস্‌স রাএসিণো উগ্‌গে তবসি বট্টমাণস্‌স কিংবি জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেণআ ণাম অচ্ছরা পেসিদা ণিঅমবিগ্‌ঘকারিণী।

রাজা। অস্ত্যেতদন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্।

অন। তদো বসন্তোদারসমএ সে উম্মাদইত্তঅং রূবং পেক্‌খিঅ। (ইত্যর্দ্ধোক্তে লজ্জাং নাটয়তি)।

রাজা। পরস্তাদবগম্যতে এব, সর্ব্বথাপ্‌সরঃসম্ভবৈষা।

অন। আর্য্য, শ্রবণ করুন। কুশিকরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র নামে এক মহা-প্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন।

রাজা। আছেন, শ্রুত আছি।

অন। তিনিই আমাদিগের প্রিয়সখীর পিতা জানিবেন। ইহাঁর জননী মেনকা প্রসবান্তে ইহাঁকে পরিত্যাগ করিলে, পিতা কণ্ব ইহাঁর পালন ও বর্দ্ধন করেন; সুতরাং এখন তিনিই ইহাঁর পিতা।

রাজা। ইহাঁকে জননী পরিত্যাগ করেন শুনিয়া আমার কৌতূহল জন্মি-তেছে। অতএব আমূল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

অন। আর্য্য, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সেই রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহার তপস্যা দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণ তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন-সম্পাদনের জন্য মেনকানাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন।

রাজা। দেবগণের অন্যের তপস্যাজনিত ভয় সর্ব্বদাই এইরূপ দেখা যায়।

অন। অনন্তর মনোরম বাসন্তিক সময়ের উদয় হইলে তাঁহার রূপ দেখিয়া— (ইপ্রকার অর্দ্ধোক্তি করিয়া অনসূয়ার লজ্জাভিনয়)

রাজা। তাহার পর সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। সর্ব্বথা ইনি অপ্সরার গর্ভজাতা।

অন। অহইং।

রাজা। উপপদ্যতে।

মানুষীভ্যঃ কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ॥

(শকুন্তলাধোমুখী ভূত্বা তিষ্ঠতি)

রাজা। (আত্মগতম্) লব্ধাবকাশো মে মনোরথঃ। কিন্তু সখ্যাঃ পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং শ্রুত্বা ধৃতদ্বৈধীভাবকাতরং মে মনঃ।

প্রিয়। (সস্মিতং শকুন্তলাং বিলোক্য নায়কাভিমুখী ভূত্বা) পুণো বি বত্তুকামো বিঅ অজ্জো।

(শকুন্তলা সখীমঙ্গুল্যা তর্জ্জয়তি)

রাজা। সম্যগুপলক্ষিতং ভবত্যা। অস্তি নঃ সচ্চরিতশ্রবণলোভাদন্যদপি প্রষ্টব্যম্।

অন। অলং বিআরিঅ অণিঅন্তণাণুজোও তবস্সিঅণো ণাম।

অনসূয়া। হাঁ।

রাজা। ইহা বিলক্ষণ সম্ভব। অপ্সরার গর্ভজাত না হইলে এরূপ সৌন্দর্য্য সম্ভবে না। মানুষীতে কদাচ এ প্রকার সৌন্দর্য্য সম্ভবে না। প্রভাবতী সৌদামিনী কখন ভূতল হইতে আবির্ভূত হয় না।

(শকুন্তলার অধোমুখীভাবে অবস্থান)

রাজা। (আত্মগত) আমার মনোরথসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু সখী দুইটির বরপ্রার্থনারূপ বিদ্রূপবচনে আমার চিত্তে দ্বিধাভাব উপস্থিত হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রিয়। (সহাস্যে শকুন্তলার দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক রাজার অভিমুখী হইয়া) আর্য্য যেন পুনরায় আর কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

(শকুন্তলা কর্ত্তৃক অঙ্গুলী দ্বারা সখীকে ভর্জ্জন)

রাজা। তুমি ঠিক বিবেচনা করিয়াছ। সচ্চরিত-শ্রবণলোভে আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

প্রিয়। বিচারে আবশ্যক কি? তাপসজনকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে কিছু বাধা নাই।

রাজা। ইতি সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি।

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাদ্ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।
অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভিরাহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ॥

প্রিয়। অজ্জ! ধম্মচরণে বি পরবসো অঅং জণো। গুরুণো উণ সে অণুরূববরপ্পদাণে সঙ্কপ্পো।

রাজা। (আত্মগতম্) ন খলু দুরবাপেয়ং খলু প্রার্থনা।

ভব হৃদয় সাভিলাষং সংপ্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্॥

শকু। (সরোষমিব) অণসূএ! অহং গমিস্সং।

অন। কিণ্ণিমিত্তং?

শকু। ইমং অসংবদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅম্বদং অজ্জাএ গোদমীএ ণিবেদইস্সং।

রাজা। আমি তোমাদের এই সখীর বিষয়ই জানিতে ইচ্ছা করি। যত দিন তামাদের এই প্রিয়সখী সৎপাত্রে প্রদত্ত না হন, তত দিন কি মদনের কার্য্য-বিরোধী এই ব্রহ্মচর্য্যরূপ তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন? কিংবা ইহাঁর নয়নযুগল যাঁহাদিগের নয়নের সদৃশ, সেই সমস্ত মৃগাঙ্গনাদিগের সঙ্গে নৈষ্ঠিকব্রত-ধারিণী হইয়া আজীবন এই তপোবনে অবস্থিতি করিবেন?

প্রিয়। আর্য্য! ধর্ম্মানুষ্ঠানেও আমাদিগের এই সখী পরাধীনা। স্বাধীন-ভাবে ইনি নিজে বিবাহ করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু পিতা কণ্ব সংকল্প করিয়াছেন, অনুরূপ পাত্রে ইহাঁকে সম্প্রদান করিবেন।

রাজা। (স্বগত) আমার প্রার্থনা বোধ হয় দুর্লভ হইবে না। হে হৃদয়! বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্বস্ত হও, এখন সন্দেহ দূর হইল; তুমি যাহাকে অগ্নি বোধে (স্পর্শ করিতে) আশঙ্কা করিতেছিলে, এখন তাহা স্পর্শযোগ্য রত্নে পরিণত হইল।

শকু। (সরোষে) অনসূয়ে! আমি এখান হইতে যাই।

অন। কেন?

শকু। এই প্রিয়ংবদা নিতান্ত অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিতেছে, আর্য্যা গৌতমীর নিকট যাইয়া আমি সমস্ত বলি।

অন। সহি! ণ জুত্তং তে অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্।

(শকুন্তলা ন কিঞ্চিদুক্ত্বা প্রস্থিতৈব)

রাজা। (গ্রহীতুমিচ্ছন্নিগৃহ্যাত্মানমাত্মগতম্) অহো! চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ। অহং হি—

অনুযাস্যন্মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।
স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ॥

প্রিয়। (শকুন্তলাং নিরুধ্য) হলা! ণ দে জুত্তং গন্তুং।

শকু। (সভ্রূভঙ্গম্) কিং ণিমিত্তং ?

প্রিয়। রুক্খসেঅণে দুবে ধারেসি মে। এহি দাব অত্তাণং মোআবেহি তদো গমিস্‌সসি। (ইতি বলাদেনাং নিবর্ত্তয়তি)।

রাজা। ভদ্রে! বৃক্ষসেচনাদেব পরিশ্রান্তামত্রভবতীং লক্ষয়ে। তথা হ্যস্যাঃ—

অন। সখি! এই অতিথিবিশেষের সৎকার না করিয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় চলিয়া যাওয়া তোমার উচিত নয়।

(উত্তর না দিয়া শকুন্তলার গমনোদ্যোগ)

রাজা। (শকুন্তলাকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়াও পুনরায় আত্মাকে নিগৃহীত করিয়া আত্মগত) অহো! কামিজনের মনোবৃত্তি চেষ্টার অনুগামিনী। কেন না, আমি সহসা এই তাপসবালা শকুন্তলার অনুগামী হইয়া আবার ধৈর্য্যসহকারে অনুসরণের বেগ নিবারণ পূর্ব্বক আপনার উপবেশনস্থল হইতে পদমাত্র না যাইয়াও যেন পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া নিজস্থানেই বসিলাম।

প্রিয়। (শকুন্তলাকে ধরিয়া) তোমার চলিয়া যাওয়া অকর্ত্তব্য।

শকু। (ভ্রূভঙ্গী করিয়া) কেন ?

প্রিয়। তুমি আমার দুটি কলস জল ধার করিয়াছ, তাহা শোধ না করিয়া যাইতে পারিবে না (বলপূর্ব্বক শকুন্তলার গমনরোধ)

রাজা। ভদ্রে! বৃক্ষে জলসেচন হেতু তোমাদের সখীকে পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, বার বার জলপূর্ণ কলস বহন করাতে ইহার বাহুদ্বয় শিথিল ও স্কন্ধযুগল অবনামিত হইয়াছে, রক্তবর্ণ করতল অধিকতর লোহিতবর্ণ ধারণ

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণা-
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
স্রস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্ম্মাম্ভসাং জালকং,
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ॥

তদহমেনামনৃণাং করোমি। (ইত্যঙ্গুরীয়ং দাতুমিচ্ছতি)।

(উভে নামমুদ্রাপরাণ্যনুবাচ্য পরস্পরমবলোকয়তঃ)

রাজা। অলমস্মানন্যথা সম্ভাব্য। রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহোঽয়মিতি রাজপুরুষং মামবগচ্ছত।

প্রিয়। তেন হি ণ অরিহদি এদং অঙ্গুলীঅঅং অঙ্গুলীবিওঅং। অজ্জস্স বঅণেণ অরিণা দাণিং এসা। (কিঞ্চিদ্বিহস্য) হলা সউন্দলে! মোইদা সি অণুঅম্পিণা অজ্জেণ অহবা মহারাএণ। গচ্ছ দাণিং।

শকু। (আত্মগতম্) জই অত্তণো পহবিস্সং। (প্রকাশম্) কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা?

রাজা। (শকুন্তলাং বিলোক্যাত্মগতম্) কিং ন খলু যথা বয়মস্যাং

করিয়াছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর হওয়াতে কুচযুগল কম্পিত হইতেছে; বদনমণ্ডলে ঘর্ম্মবিন্দু উৎপন্ন হওয়াতে যেন কর্ণপুটস্থ শিরীষপুষ্পের অবরোধকারী অস্ফুট কোরকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে এবং কেশপাশ শিথিল হওয়াতে এক হস্ত দ্বারা উহা সংযমিত করিতেছেন; অতএব আমি ইহাঁকে ঋণমুক্ত করিয়া দিতেছি। (এই বলিয়া নিজ অঙ্গুরীয় দান)।

(উভয়ে রাজনামাঙ্কিত মুদ্রা দেখিয়া পরস্পর মুখাবলম্বন)

রাজা। ইহাতে দ্বিধা মনে করিও না। আমাকে রাজপুরুষ বলিয়া জানিও; এ অঙ্গুরী রাজদত্ত।

প্রিয়। তাহা হইলে এ অঙ্গুরীয় অঙ্গুলী হইতে বিযুক্ত করা উচিত নহে। আপনার মিষ্টসম্ভাষণেই শকুন্তলা অঋণী হইলেন (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) অয়ি শকুন্তলে! এই দয়াশীল আর্য্য অথবা মহারাজ কর্ত্তৃক তুমি ঋণমুক্ত হইলে। এখন যাও।

শকু। (স্বগত) যদি আমার ক্ষমতা থাকিত। (তাহা হইলে যাইতাম)। (প্রকাশে) পরিত্যাগ করিতে বা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে তোমার কি অধিকার?

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া স্বগত) ইহাঁর উপর আমার যেমন অনুরাগ

এবমিয়মপ্যস্মান্ প্রতি তথা স্যাৎ। অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা কুতঃ—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি চেদ্বচোভিঃ,
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখীনা,
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥

(নেপথ্যে) ভো ভোস্তপস্বিনঃ! সন্নিহিতাস্তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবত প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবো দুষ্মন্তঃ।

তুরগখুরহতস্তথা হি রেণুর্বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ, শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু॥

অপি চ— তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ,
পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো,
ধর্ম্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ॥

আমার উপরে কি ইঁহার সেইরূপ অনুরাগ হইবে? অথবা আমার প্রার্থনার এখন উত্তম অবসর। কেন না, এই শকুন্তলা আমার বাক্যের সহিত নিজের বাক্য মিশ্রিত করিতেছেন না (উত্তর দিতেছেন না) সত্য, কিন্তু আমি যখনই কোন কথা বলিতেছি, তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছেন; আমার মুখের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইতেছেন না; কিন্তু ইঁহার দৃষ্টি অন্য বিষয়েও অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতেছে না।

নেপথ্যে। ওহে তাপসগণ! আশ্রমের নিকটস্থ জীবসমূহের রক্ষার্থ সকলে যত্নবান্ হউন; মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্ত রাজা উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ, বৃক্ষশাখায় আর্দ্র বল্কলের উপর যেমন শলভ পতিত হয়, সেইরূপ সন্ধ্যাকালীন অরুণতুল্য প্রভাসম্পন্ন অশ্বখুরোত্থ ধূলিজাল পতিত হইতেছে। ঐ দেখ, পুরোবর্ত্তী বৃক্ষস্কন্ধে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে হস্তীটির একটি দন্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে আর অতিশয় বেগে আকর্ষণ হেতু লতাবলয়-সকলের সম্পর্কবশে পাশবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে দেখিয়া মৃগযূথেরা ভীতিবিহ্বলভাবে পলায়ন করিতেছে। ফল কথা, ঐ হস্তী প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ এই ধর্ম্মারণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

(সর্ব্বাঃ কর্ণং দত্ত্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা। (আত্মগতম্) অহো! ধিক্! পৌরা অস্মদন্বেষিণস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি। এতৎ ভবতু। প্রতিগমিষ্যামস্তাবৎ।

অন। অজ্জ! ইমিণা আরণ্ণঅবুত্তন্তেণ পজ্জাউল হ্ম। অণুজাণাহি ণো উড়অগমণস্স।

রাজা। (সসম্ভ্রমম্) গচ্ছন্তু ভবত্যঃ। বয়মপ্যাশ্রমপীড়া যথা ন ভবতি তথা প্রযতিষ্যামহে। (সর্ব্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

সখ্যৌ। অজ্জ! অসম্ভাবিদঅদিহিসক্কারা ভূও বি পেক্খণণিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিণ্ণবেদুং।

রাজা। মা মৈবম্! দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোঽস্মি।

শকু। অণসূএ! অহিণবকুসূঈএ পরিক্খদং মে চলণং, কুরবঅসাহাপরিলগ্গং চ বক্কলং। দাব পরিপালেধ মং জাব ণং মোআবেমি।

[ইতি রাজানমেবাবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা।

(সকলে সেই দিকে কান দিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন)

রাজা। (আত্মগত) অহো ধিক্ ধিক্! আমার অন্বেষণ করিতে আসিয়া অনুচরেরা আশ্রমের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। যাহা হউক, এখন প্রতিগমন করি।

অন। আর্য্য! বন্য হস্তী আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি; আমাদিগকে কুটীরে যাইতে অনুমতি করুন।

রাজা। (নিরুদ্বিগ্নভাবে) তোমরা যাও, যাহাতে তপোবনের পীড়া না ঘটে, আমিও সে বিষয়ে যত্নবান্ হই। (সকলের গাত্রোত্থান)

সখীদ্বয়। আর্য্য! অতিথিসৎকার অনুষ্ঠিত হয় নাই। পুনরায় আপনাকে দর্শন দিতে বলিতে লজ্জা হইতেছে।

রাজা। এ কথা বলিও না। তোমাদিগের দর্শনেই আমি সৎকৃত হইয়াছি।

শকু। অনসূয়ে! নবীন কুশাঙ্কুরে আমার চরণতল ক্ষত হইয়াছে, এ দিকে কুরবকবৃক্ষের শাখায় আমার পরিধেয় বল্কল বাধিয়া গিয়াছে; আমি যতক্ষণ বল্কল মোচন করি, ততক্ষণ তোমরা দুইজনে কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা কর।

(এই বলিয়া রাজাকে দেখিতে দেখিতে ছলক্রমে বিলম্ব করিয়া সখীদ্বয়ের সহিত প্রস্থান করিলেন।)

রাজা। মন্দোৎসুক্যোঽস্মি নগরগমনং প্রতি। যাবদনুযাত্রিকান্ সমেত্য নাতিদূরে তপোবনস্য নিবেশয়ামি। ন খলু শক্নোমি শকুন্তলা-ব্যাপারাদাত্মানং নিবর্ত্তয়িতুম্। মম হি—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

—:*:—

(ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ)

বিদূ। (নিশ্বস্য) ভো দিট্‌ঠং। এদস্‌স মিঅআসীলস্‌স রণ্ণো বঅস্‌সভাবেণ ণিব্বিণ্ণো ম্হি অঅং মিয়ো অঅং বরাহো অঅং সদ্দূলো ত্তি মজ্‌ঝণ্ণে বি গিম্হবিরলপাঅবচ্ছাআসু বণরাইসু আহিণ্ডীঅদি অড়বীদো অড়বীং। পত্তসঙ্করকসাআণি কড়ুআণি গিরিণঈজলাণি পীঅন্তি। অণি-

---

রাজা। আমার নগরগমনের ঔৎসুক্য শিথিল হইতেছে। এই তপোবনের অনতিদূরেই অনুযাত্রীদিগকে রাখি। আমি শকুন্তলারূপ বিষয় হইতে (তাহাকে না দেখিয়া) কোনরূপেই আত্মাকে নিবর্ত্তিত করিতে পারিতেছি না। আমার দেহ অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে; কিন্তু মন পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতিকূল বায়ু দ্বারা চীনদেশজাত (সূক্ষ্ম) বস্ত্র যেমন নীয়মান হয়, আমার মনও শকুন্তলাদর্শন দ্বারা সেইরূপ এই আশ্রমেই নীয়মান হইতেছে।

(বিষণ্ণভাবে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়! সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া আমি নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইলাম। একে গ্রীষ্ম-[illegible] [illegible] হেতু বনস্থলীতে বৃক্ষের ছায়া বিরল; (কারণ, পত্র সকল

দেবেলং সুল্লমংসভুইট্ঠো আহারো অণ্হীঅদি। তুরগাণুধাবণকণ্ডিদ-
ংধিণো রত্তিম্পি বি ণিকামং সইদব্বং ণত্থি। তদো মহন্তে এব পচ্চূসে
াসীএ পুত্তেহিং সউণিলুদ্ধএহিং বণগাহণকোলাহলেণ পড়িবোধিদো ম্হি।
ত্তএণ দাণিং বি পীড়া ণ ণিক্কমদি। তদো গণ্ডস্স উবরি পিণ্ডও
ংবুত্তো। হিওো কিল অহ্মেসু ওহীণেসু তত্তহোদো মিআণুসারেণ
মস্সমপদং পবিট্ঠস্স তাবসকণ্ণআ সউন্দলা ণাম মম অধণ্ণদাএ দংসিদা।
দম্পদং ণঅরগমণস্স মণং কহং বি ণ করেদি। অজ্জং বি তস্স তং এব্ব
চিন্তঅন্তস্স অচ্ছীসু পভাদং আসি। কা গদী। জাব ণং কিদাচারপরিক্কমং
পেক্খামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং
বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅব-

হইয়া পড়িয়া গিয়াছে) এই সময়ে মধ্যাহ্নকালে 'এই মৃগ, এই বরাহ, এই ব্যাঘ্র',
এই অন্বেষণে কেবল বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে হইতেছে। তীরবর্ত্তী বৃক্ষ-
সকলের পত্ররাশি জলে পতিত হওয়াতে সেই সংস্পর্শে জল কষায় হইয়া উঠিয়াছে,
সেই জল পান করিতে হইতেছে; অসময়ে আহার, তাহাও আবার অধিকাংশ
শূল্যমাংস; * মৃগয়াকালে অশ্বারোহণে রাজার অনুগমন করিয়া অঙ্গসন্ধি সকল
শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; ইচ্ছানুরূপ পর্য্যাপ্ত নিদ্রা হয় না। তাহার উপর আবার
সীপুত্র ব্যাধেরা বনমধ্যে পক্ষী ধরিবার জন্য উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের কোলা-
লে অতি প্রত্যুষেই জাগরিত হইতে হয়। ইহাতেও কষ্টের পরিসমাপ্তি হইল
।। গণ্ডের উপর আবার বিস্ফোটক জন্মিল। গত কল্য যখন আমরা পশ্চাতে
ড়িয়াছিলাম, তখন রাজা মৃগানুসরণ করিতে করিতে এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া
মার মন্দভাগ্যবশে শকুন্তলা নামে এক তাপসকন্যাকে দেখিয়াছেন। এখন
ার কিছুতেই নগরগমনে মন দিতেছেন না; আজিও কেবল তাহাকে চিন্তা
রিয়াই অনিদ্রায় রাত্রি প্রভাত করিয়াছেন। এখন উপায় কি? প্রাতঃকালীন
্যাবন্দনাদি ক্রিয়া এতক্ষণ তাঁহার সমাপ্ত হইয়াছে, একবার তাঁহাকে দেখি।
কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া) এই যে শরাসন ও বনপুষ্পমালাধারিণী মৃগয়া-
হচরী যবনকন্যাগণে পরিবৃত হইয়া প্রিয়বয়স্য এই দিকেই আসিতেছেন। যাহা
ক, এখন অঙ্গভঙ্গী করিয়া বিকলভাবে অবস্থিতি করি—যদি সে ভাব

* লৌহশলাকায় যে সকল মাংসখণ্ড বিদ্ধ করিয়া অগ্নিতাপে পক্ক হয়, তাহাকে [illegible]
।। প্রাকৃত কথায় ইহার নাম 'শিকভাবা'।

অস্‌সো। ভোদু অঙ্গভঙ্গবিঅলো বিঅ ভবিঅ চিট্‌ঠিস্‌সং। জই এব্বং বি ণাম বিস্‌সমং লহেঅং। (ইতি দণ্ডকাষ্ঠমবলম্ব্য স্থিতঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টপরিবারো রাজা)

রাজা। (স্বগতম্) কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি।

অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে। কুতঃ—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যবরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি॥

বিদূ। (তথাস্থিত এব) ভো বঅস্‌স ! ণ মে হত্থপাআ পসরন্তি। ভা বাআমেত্তএণ জীআবইস্‌সম্। জঅদু জঅদু ভবং।

দেখাইলে একটু বিশ্রামলাভের অবসর পাই। (কাষ্ঠনির্ম্মিত যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান)।

(যথানির্দ্দিষ্ট পরিজনগণের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) প্রিয়তমা শকুন্তলা ত সুলভ নয়, কিন্তু আমার মন তাঁহা অনুরাগব্যঞ্জক চেষ্টা দর্শনের জন্য যত্নবান্ (উৎসুক)। যদিও কামদেব চরিতা হইতেছেন না, তথাপি উভয়ের মনোরথ যেন প্রীতি উৎপাদন করিতেছে (মনোরথ পূর্ণ না হইলেও পরস্পরের অনুরাগসূচক চেষ্টা দর্শনে উভয়েই নিরতিশ প্রীতি অনুভব করিতেছি)। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) নিজের ইচ্ছানুসারে ইষ্টজনে অভিপ্রায় জন্মাইয়া প্রার্থী কামী ব্যক্তিরা এইরূপেই বিড়ম্বিত হয়। কারণ, প্রি তমা শকুন্তলা অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও যে প্রীতিভরে চাহিয়াছিলেন, নিতম্বে গুরুভার হেতু বিলাসসহকারে যে মৃদুমন্দগতিতে গমন করিয়াছিলেন, প্রিয়সখী 'যাইও না' বলিয়া যে তাঁহাকে অবরোধ করিয়াছিল এবং শকুন্তলাও অসূয় সহিত তাহাদিগের প্রতি যে উক্তি করিয়াছিলেন, এই সমস্ত দেখিয়া কামিজনে মনে করে, আমাকে দেখিয়াই এইরূপ করিতেছে।

বিদূ। (পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইয়া) বয়স্য। আমার হাত-পা নাড়িবার [illegible] [illegible] রাজা [illegible] আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনার জয় হউক [illegible]

রাজা। কুতোঽয়ং গাত্রোপঘাতঃ ?

বিদূ। কুদো কিল সঅং অচ্ছী আউলীকরিঅ অস্সুকারণং পুচ্ছেসি ?

রাজা। ন খল্ববগচ্ছামি। ভিন্নার্থমভিধীয়তাম্।

বিদূ। ভো বঅস্স ! জং বেঅসো কুজ্জলীলং বিড়ম্বেঅদি তং কিং অত্তণো পহাবেণ ণং ণঈবেঅস্স ?

রাজা। নদীবেগস্তত্র কারণম্।

বিদূ। মমাবি ভবং।

রাজা। কথমিব ?

বিদূ। এব্বং রাঅকজ্জাণি উজ্‌ঝিঅ এআরিসে অমাণুসসঞ্চারে আউলপ্পদেসে বণচরবুত্তিণা তুএ হোদব্বং। জং সচ্চং পচ্চহং সাবদসমুসারণেহিং সঙ্খোহিঅসন্ধিবন্ধাণং মম গত্তাণং অণীসো ম্হি সম্বুত্তো। তা পসাদইস্সং বিসজ্জিদুং মং এক্কাহং বি দাব বিস্সমিদুং।

রাজা। (স্বগতম্) অয়ং চৈবমাহ। মমাপি কাশ্যপসুতামনুস্মৃত্য মৃগয়ানিরুৎসুকং চেতঃ। কুতঃ—

রাজা। তোমার অঙ্গবৈকল্য ঘটিল কিরূপে ?

বিদূ। নিজে চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়া আবার অশ্রুত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

রাজা। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল।

বিদূ। বয়স্য ! বেতসলতিকা যে কুব্জভাব প্রাপ্ত হয়, সে কি নিজের প্রভাবে, না নদীর বেগে ?

রাজা। নদীর বেগই তাহার কারণ।

বিদূ। আমার এই অঙ্গ-বৈকল্যের কারণও আপনি।

রাজা। কি প্রকারে ?

বিদূ। চিরপ্রথিত রাজকর্ম্ম ছাড়িয়া বনচরবৃত্তি অবলম্বন করা কি আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে ? আপনি কি পরামর্শ দেন ? আমি ব্রাহ্মণ, প্রত্যহ হিংস্র শ্বাপদের অনুগামী হওয়াতে আমার দেহের সন্ধিবন্ধনসকল শিথিল হইয়া গিয়াছে ; নিজের অঙ্গচালনা করিতে নিজেই সমর্থ নহি ; সুতরাং প্রসন্ন হইয়া একটি দিনমাত্র আমাকে বিশ্রাম করিতে দিউন।

রাজা। (আত্মগত) এ ব্যক্তি ত এই প্রকার বলিতেছে, কণ্বকন্যা শকুন্তলার

ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো, ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ, কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ॥

বিদূ। (রাজ্ঞো মুখং বিলোক্য) অত্তভবং কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেদি। অরণ্ণে মএ রুইদং আসি।

রাজা। (সস্মিতম্) কিমন্যৎ। অতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্বাক্যমিতি স্থিতোঽস্মি।

বিদূ। (সপরিতোষং) চিরং জীঅ। (ইতি উত্থাতুমিচ্ছতি)।

রাজা। বয়স্য! তিষ্ঠ। শৃণু সবিশেষং মে বচঃ।

বিদূ। আণেবেদু ভবম্।

রাজা। বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপ্যেকস্মিন্ননায়াসে কর্ম্মণি সহায়েন ভবিতব্যম্।

বিদূ। কিং মোদঅখণ্ডিআএ?

রাজা। যদ্বক্ষ্যামি।

বিদূ। গহীদো কখ্‌ণঃ।

অদর্শনে মৃগয়ার প্রতি আমারও আর উৎসাহ নাই। কেননা, একত্র সহবাসহেতু মৃগদিগের প্রতি যেন আমারও দয়াসঞ্চার হইয়াছে; কোনরূপেই ইহাদিগের উপর শরক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

বিদূ। (রাজার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া) আপনি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন, আমার কি অরণ্যে রোদন সার হইল?

রাজা। (ঈষদ্ধাস্যে) আমি আর কিছুই চিন্তা করিতেছি না, বন্ধুর বচন যে অলঙ্ঘনীয়, তাহাই ভাবিতেছি।

বিদূ। (সন্তুষ্ট হইয়া) দীর্ঘজীবী হউন। (এই বলিয়া উঠিতে ইচ্ছুক)

রাজা। বয়স্য, দাঁড়াও, আমার কথা শুন।

বিদূ। আজ্ঞা করুন।

রাজা। বিশ্রামান্তে আমার একটি কার্য্যে সাহায্য করিবে; সে কার্য্য সহজসাধ্য।

বিদূ। কি! মোদক ভোজন করিতে হইবে?

রাজা। আমি যাহা বলিব।

বিদূ। আচ্ছা, সতর্ক হইলাম।

রাজা। কঃ কোঽত্র ভোঃ!

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

দৌবারিকঃ। আণবেদু ভট্টা।

রাজা। রৈবতক! সেনাপতিস্তাবদাহূয়তাম্।

দৌবা। তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(পুনঃ সেনাপতিনা সহ প্রবিশ্য)

দৌবা। এসো অণ্ণাবঅণুক্কণ্ঠো ইদো দিণ্ণদিট্‌ঠো এব্ব ভট্টা চিট্‌ঠদি। উপসপ্‌পদু অজ্জো।

সেনা। (রাজানমবলোক্য) দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি মৃগয়া কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা। তথা হি দেবঃ—

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্ব্বং,
রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশৈরভিন্নম্।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং,
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি ॥

রাজা। কে কোথায় আছ?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। প্রভু আদেশ করুন।

রাজা। রৈবতক! সেনাপতিকে ডাক।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

(সেনাপতির সহিত পুনরায় দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। এই যে আদেশ দিয়া উদ্‌গ্রীব মহারাজ এইখানেই বসিয়া আছেন, আপনি উঁহার নিকট গমন করুন।

সেনা। (রাজার বদন দর্শন করিয়া) মৃগয়াতে দোষ সম্পূর্ণ আছে সত্য, তথাপি আপনার নিকট তাহা গুণ বলিয়াই বর্ণন করিতে হয়। দেখুন, নিরন্তর ধনুরাকর্ষণ দ্বারা সর্ব্বদা জীবহিংসারূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত আছেন, রৌদ্রে অঙ্গ ঘর্ম্মসঞ্চারও হইতেছে না; এই সকল কারণে অঙ্গ নিরতিশয় ক্ষীণ হইলেও অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া সে ক্ষীণতা উপলব্ধি হইতেছে না; তথাপি এই মহারাজ পার্ব্বত্য হস্তীর ন্যায় মহা সারবান্ বলিয়াই অনুমিত হইতেছেন। (রাজার সমীপ

(উপেত্য) জয়তু স্বামী। গৃহীতশ্বাপদমরণ্যং, কিমত্রাবস্থীয়তে ?

রাজা। মন্দোৎসাহঃ কৃতোঽস্মি মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন।

সেনা। (জনান্তিকম্) সখে ! স্থিরপ্রতিবন্ধো ভব। অহং তাব স্বামিনশ্চিত্তবৃত্তিমনুবর্ত্তিষ্যে। (প্রকাশম্) দেব ! প্রলপত্বেষ বৈধেয়ঃ ননু প্রভুরেব নিদর্শনম্। পশ্যতু দেবঃ।

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ,
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে,
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ॥

বিদূ। (সরোষম্) অবেহি রে উচ্ছাহহেতুঅ ! অত্তভবং পকিদিং আপণ্ণো ! তুমং দাব অড়বীদো অড়বিং আহিণ্ডন্তো ণরণাসিআলোলুবস্‌স জিণ্ণরিক্‌খস্‌স কস্‌স বি মুহে পড়িস্‌সসি।

বর্ত্তী হইয়া) আপনার জয় হউক। এই বনানী শ্বাপদসঙ্কুল, ইহা দর্শনেও আপনি কি প্রকারে নিশ্চিত হইয়া আছেন ?

রাজা। মৃগয়ার নিন্দা করিয়া মাধব্য আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

সেনাপতি। (জনান্তিকে) সখে ! এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, আমিও প্রভুর মনোবৃত্তির অনুসারী হই। (প্রকাশ্যে) এ মূর্খ ত প্রলাপ বলিতেছে, এ সম্বন্ধে আপনিই প্রমাণ দর্শন করুন। মৃগয়া করাতে মেদ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং উদরদেশ ক্ষীণ হইয়াছে; কাজেই দেহও লঘু ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, আর জীবগণের ভয় ও রোষের সঞ্চার হইলে তাহাদের কি প্রকার চিত্তবিকৃতি জন্মে, তাহাও অবগত হওয়া যায়; ইহাতে চঞ্চল লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলে ধনুর্দ্ধারিগণের বিশেষ আনন্দের কারণ হয়। সুতরাং মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা মৃগয়াকে ব্যসন বলিয়া যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। বস্তুতঃ এরূপ আনন্দ আর কিছুতেই নাই।

বিদূ। (সরোষে) রে উৎসাহহেতুক ! তুই এখান হইতে দূর হইয়া যা ! আমরা সংপ্রতি মহারাজকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি। তুই নিতান্ত নষ্ট, বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে নরমাংসলোলুপ কোন বৃদ্ধ ভল্লুকের হাতে পড়িবি।

রাজা। ভদ্র সেনাপতে! আশ্রমসন্নিকৃষ্টস্থিতাঃ স্মঃ, অতস্তে বচো নাভিনন্দামি। অস্তু তাবৎ—

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং,
ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিস্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে,
বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ॥

সেনা। যৎপ্রভবিষ্ণবে রোচতে।

রাজা। তেন হি নিবর্ত্তয় পূর্ব্বগতান্ বনগ্রাহিণঃ। যথা ন মে সৈনিকাস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি তথা নিষেদ্ধব্যাঃ। পশ্য—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু, গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্য্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্বমন্তি॥

সেনা। যথাজ্ঞাপয়তি স্বামী।

বিদূ। গচ্ছ ভো দাসীএপুত্ত! ধংসদু দে উচ্ছাহবুত্তন্তো।

[নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ।

রাজা। ভদ্র সেনাপতে! আমরা তপোবনের সান্নিধ্যে আছি, সুতরাং তোমার কার্য্যে অভিনন্দন করিতে সমর্থ হইলাম না। আজি মহিষেরা শৃঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ জলরাশি আলোড়ন পূর্ব্বক অবগাহন করুক, মৃগ সকল দলবদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ রোমন্থন করুক, বরাহগণ পল্বলজলে অবগাহন করিয়া বিশ্বস্তমনে মুস্তা ভক্ষণ করুক এবং আমার ধনু জ্যাবন্ধন হইতে শিথিল হইয়া বিশ্রাম করুক।

সেনাপ। প্রভুর যেমন ইচ্ছা।

রাজা। পুরোগামী ধনুর্দ্ধারিগণকে নিবৃত্ত কর, আমার সৈন্যগণ যাহাতে আশ্রমের কোন প্রকার ক্লেশ উৎপাদন না করে এবং আশ্রমের দুরবর্ত্তী স্থানে থাকে, তুমি তাহাদিগের উপর সেই প্রকার আদেশ দেও। দেখ, এই শান্তিরসাধার তপস্বিজনে দাহকর তেজঃ অতি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আরও দেখ, সূর্য্যকান্তমণি অতিশয় সুখস্পর্শ হইলেও যদি অন্য তেজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও দাহ উৎপাদন করে।

সেনাপ। স্বামীর যে প্রকার আদেশ।

বিদূ। রে দাসীপুত্র! তুই এখান হইতে দূর হ? [সেনাপতির প্রস্থান।

রাজা। (পরিজনং বিলোক্য) অপনয়ন্তু ভবন্তো মৃগয়াবেশম্। রৈবতক! ত্বমপি স্বনিয়োগমশূন্যং কুরু।

রৈব। জং দেবো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

বিদূ। কিদং ভঅদা দাণিং ণিম্মক্খিঅং। সম্পদং এদস্সিং পাদবচ্ছাআএ বিরইদলদাবিদাণদংসণীয়াএ আসনে উববিসদু ভবং জাব অহং বিস্সহাসীণো হোম্মি।

রাজা। গচ্ছাগ্রতঃ।

বিদূ। এদু ভবং। (ইত্যুভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ)

রাজা। মাধব্য! অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি যেন ত্বয়া দ্রষ্টব্যানাং পরং ন দৃষ্টম্।

বিদূ। ণং ভবং অগ্গদো মে বট্টদি।

রাজা। সর্ব্বঃ খলু কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি। অহং তু তামেবাশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি।

রাজা। (পরিজনবর্গের মুখের দিকে চাহিয়া) তোমরা মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ কর। রৈবতক! তুমিও দ্বারদেশে যাইয়া নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

রৈব। প্রভুর যে প্রকার আজ্ঞা।

[ইহা বলিয়া প্রস্থান।

বিদূ। সংপ্রতি আপনি যদি এই স্থানটিকে মক্ষিকাশূন্য করিয়া তুলিলেন, তাহা হইলে এই বৃক্ষচ্ছায়াপূর্ণ বিতানাচ্ছাদিত শিলাপট্টে বসুন, আমিও সুখে উপবিষ্ট হই।

রাজা। তুমি অগ্রে অগ্রে চল।

বিদূ। তাহাই হউক, আসুন। (উভয়ে পরিক্রমণ পূর্ব্বক উপবি হইলেন)।

রাজা। মাধব্য! দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা যখন দেখিলে না তখন তোমার চক্ষুধারণের ফলই প্রাপ্ত হইলে না।

বিদূ। কেন? আপনিই আমার চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান।

রাজা। আপন আপন দ্রব্যকে সকলেই সুন্দর দেখে, আমি কিন্তু সে তপোবনললামভূতা শকুন্তলাকে মনে করিয়াই বলিতেছি।

বিদূ। (স্বগতম্) হোদু। সে অবসরং ণ দাইস্সং। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স! জই সা তাবসকণ্ণআ অব্ভত্থণীআ দীসই।

রাজা। ধিক্ মূর্খ!

নিবারিতনিমেষাভির্নেত্রপংক্তিভিরুন্মুখঃ।
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি॥

বিদূ। তা কধেহি।

রাজা। সখে! ন পরিহার্য্যে বস্তুনি পৌরবাণাং মনঃ প্রবর্ত্ততে।

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুসুমম্॥

বিদূ। (বিহস্য) জহ কস্স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেজ্জিদস্স তিন্তিলীত্র অহিলাসো ভবে। তহ ইত্থিআরঅণপরিভাবিণো ভঅদো অং অব্ভত্থণা।

রাজা। ন তাবদেনাং পশ্যসি যেনৈবমবাদীঃ।

বিদূ। (আত্মগত) ইহাঁকে আর প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। (প্রকাশ্যে) য়স্য! সে শকুন্তলা মুনিকন্যা, তাহাকে দেখিয়া আপনার কি ফল?

রাজা। মূর্খ! তোকে ধিক্! দেখ, লোকে নবোদিত শশধরকে কি অভিপ্রায়ে অনিমেষ নেত্রে দেখে? তাহাকে লাভ করিবার জন্য নহে; রমণীয় দ্রব্য লিয়াই লোকে দেখিয়া থাকে।

বিদূ। তবে বলুন।

রাজা। সখে! পরিত্যজ্য দ্রব্যে দুষ্মন্তের মন কখন প্রবর্ত্তিত হয় না। এই কুন্তলা সুরবালার গর্ভজাত, তাঁহার জননী মেনকা প্রসবান্তে তাঁহাকে ত্যাগ রিয়া চলিয়া যান; আকন্দবৃক্ষের উপর যেমন নবমল্লিকাপুষ্প পতিত থাকে, সেইরূপ ভূপতিতা শকুন্তলাকে পাইয়া মহর্ষি কণ্ব পরমযত্নে লালনপালন করিয়াছেন।

বিদূ। (হাস্য করিয়া) মহারাজ! প্রথমে পিণ্ডখর্জ্জুর ভোজন করিয়া পরে উদ্বেজিত হইলে যেমন তেঁতুলে বাসনা হয়, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণের সহিত নিরন্তর অবস্থিতি করাতে আপনারও সেই প্রকার হইয়াছে।

রাজা। সখে! তুমি শকুন্তলাকে দেখ নাই বলিয়া এ প্রকার বলিতেছ।

বিদূ। তং ক্খু রমণিজ্জং জং ভঅদো বি বিম্হঅং উপ্‌পাদেদি।

রাজা। বয়স্য! কিং বহুনা।

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা, রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে, ধাতুর্বিবভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

বিদূ। জই এব্বং পচ্চাদেসো দাণিং রূববদীণং।

রাজা। ইদং চ মে মনসি বর্ত্ততে।

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং,
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥

বিদূ। তেণ হি লহু লহু গচ্ছদু ভবং। মা কস্‌স বি তবস্‌সিণো ইঙ্গুলিতেল্লচিক্কণসীসস্ হত্থে পড়িস্‌সদি।

বিদূ। মহারাজ! আপনি যখন বিস্মিত হইয়াছেন, তখন সে পরম সুন্দরীই হইবে।

রাজা। বয়স্য! অধিক বলার প্রয়োজন কি? সেই কৃশাঙ্গী শকুন্তলার দেহসৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া ইহাই জানা গেল যে, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নির্ম্মাণ বস্তু একত্র সঞ্চয় করিয়া সমগ্র রূপরাশি একস্থলে প্রদর্শনার্থই যেন একটি রমণীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিদূ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শকুন্তলা সমগ্র রূপবতীকেই পরাজিত করিল।

রাজা। আমার মনের ধারণা এইরূপ। সেই শকুন্তলার সৌন্দর্য্য অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় নির্ম্মল, নখচ্ছেদশূন্য নবপল্লবের ন্যায়, অপরিহিত রত্নের সদৃশ এবং যেন অনাস্বাদিত নূতন মধুর স্বরূপ। তাঁহার সেই নিষ্কলুষ সৌন্দর্য্য যেন পুণ্যশীলগণের অখণ্ড ফলস্বরূপ। জগৎপাতা ধরাতলে কোন্ ব্যক্তিকে যে ইহার উপভোক্তা করিবেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

বিদূ। সেই শকুন্তলা ইঙ্গুদীতৈলে উজ্জ্বলশীর্ষ কোন তপস্বীর হাতে না পড়িতে পড়িতে আপনি তবে শীঘ্র গমন করুন।

রাজা। পরবতী খলু তত্রভবতী। ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ।

বিদূ। অত্রভবন্তং অন্তরেণ কেরিসো সে দিট্‌ঠিরাও।

রাজা। বয়স্য! স্বভাবাদেবাপ্রগল্‌ভাস্তপস্বিকন্যকাঃ। তথাপি তু—

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং, হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।

বিনয়াবারিতবৃত্তিরতস্তয়া, ন বিবৃতো মদনো ন সংবৃতঃ॥

বিদূ। (বিহস্য) কিং দিট্‌ঠিমেত্তস্স জ্জেব ভঅদো অঙ্কং আরোহদি?

রাজা। সখীভ্যাং মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ সলীলয়া তত্রভবত্যা ময়ি

ঠমাবিষ্কৃতো ভাবঃ। তথাহি—

ঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে, তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।

সীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী, শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥

বিদূ। গহীদপাহেও হোহি। কিদং তুএ উববনং তবোবণং

ক্কমি।

রাজা। সেই সম্মানোচিতা শকুন্তলা পরের অধীন, তাহার উপর সম্প্রতি জনও কেহ নিকটে নাই।

বিদূ। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনার প্রতি তাহার অনুরাগ কি প্রকার?

রাজা। বয়স্য! তাপসবালাগণ স্বভাবতই অপ্রগল্‌ভা, তথাপি আমি সমীপ-
হইলে তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া লন, কিন্তু কথান্তরের উত্থাপন করিয়া হাস্যও
রন; সুতরাং সেই শকুন্তলা সুশিক্ষা দ্বারা আপনার কামবৃত্তি বিশেষরূপে
াশ করেন নাই, অথচ গোপন করিয়াও রাখেন নাই।

বিদূ। (হাস্য করিয়া) দর্শনমাত্রেই কি আপনার ক্রোড়ে উঠিবেন?

রাজা। যে সময়ে সখী দুইটির সঙ্গে বিরলে যান, তখন তিনি অঙ্গভঙ্গী সহ-
রে আমার উপর বিলক্ষণ কামভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে
াঙ্গী শকুন্তলা কতিপয় পদ গমন পূর্ব্বক 'কুশাঙ্কুর দ্বারা পদতল ক্ষত হইয়াছে'
লয়া ক্ষণকাল অকারণে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিহিত বল্কলবসন তরু-
খায় লগ্ন না হইলেও বল্কলমোচনের ছলে আপনার বস্ত্রাবরণও উন্মুক্ত করিয়া-
লেন।

বিদূ। তবে আর ভাবনা কি? এইবার পাথেয় সংগৃহীত হইয়াছে। আমার
াধ হয়, এই তপোবন আপনার পক্ষে উপবনস্বরূপ হইয়াছে।

রাজা। সখে! তপস্বিভিঃ কৈশ্চিৎ পরিজ্ঞাতোঽস্মি, চিন্তয় তাবৎ কেনোপদেশেন পুনরাশ্রমপদং গচ্ছামঃ।

বিদূ। কো অবরো অবদেসো ণং ভবং রাআ।

রাজা। ততঃ কিম্।

বিদূ। নীবারচ্ছট্‌ট্‌ভাঅং তাবসা মে উবহরন্তু ত্তি।

রাজা। মূর্খ! অন্যদ্‌ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো মে নির্ব্বপন্তি যো রত্নরাশীনপি বিহায়াভিনন্দ্যতে। পশ্য—

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ॥

(নেপথ্যে) হন্ত সিদ্ধার্থৌ স্বঃ।

রাজা। (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে! ধীরপ্রশান্তস্বরৈস্তপস্বিভির্ভবিতব্যম্।

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

দৌবা। জেদু জেদু ভট্‌টা। এদে দুবে ইসিকুমারআ পড়িহারভূমিং উবট্‌ঠিদা।

রাজা। বয়স্য! যাহাতে এই তাপসগণ এই কথা জানিতে না পারেন, এমন কোন উপায় স্থির কর। এখন বল দেখি, কোন্ ছলে আবার তপোবনে প্রবেশ করি?

বিদূ। আপনি এখন এই আশ্রমের রাজা, তখন আবার অন্য উপায় উদ্ভাবনের আবশ্যক কি?

রাজা। তাহাতে কি ফল?

বিদূ। তাপসেরা উৎপন্ন নীবারের ষষ্ঠাংশ আমাকে উপহার দিউন।

রাজা। মূর্খ, এই তাপসেরা আমাকে যে কর দেন, তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও অধিকতর আদরের বস্তু। দেখ, চতুর্ব্বর্ণ হইতে নরপতিদিগের যে কর সংগৃহীত হয়, তাহা অনিত্য; কিন্তু অরণ্যবাসী তাপসেরা আমাকে তপস্যার ষষ্ঠাংশরূপ অক্ষয় রত্ন দিয়া থাকেন।

(নেপথ্যে) আমরা সংপ্রতি কৃতকৃত্য হইলাম।

রাজা। (সেই দিকে কর্ণপাত পূর্ব্বক) যে প্রকার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে, তাহাতে মুনিগণই বলিয়া বোধ হয়।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। স্বামীর জয় হউক, জয় হউক। দুইটি মুনিকুমার দ্বারদেশে উপস্থিত

রাজা। তেন হি অবিলম্বং প্রবেশয় তৌ।

দৌবা। জং ভট্টা আণবেদি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(ঋষিকুমারাভ্যাং সহ পুনঃ প্রবিশ্য)

ইদো ইদো ভঅবন্তা।

উভৌ। (রাজানং বিলোকয়তঃ)।

প্রথমঃ। অহো! দীপ্তিমতোঽপি বিশ্বসনীয়তাস্য বপুষঃ। অথবা পন্নমেতদস্মিন্ ঋষিকল্পে রাজনি। কুতঃ—

অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্ব্বভোগ্যে,
রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ,
পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্ব্বঃ॥

দ্বিতীয়ঃ। সখে! অয়ং স বলভিৎসখো দুষ্মন্তঃ?

প্রথম। অথ কিম্।

রাজা। সত্বর এইখানে আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

(মুনিকুমারদ্বয়ের সহিত দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ)

দৌবা। আপনারা এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

উভয়ে। (রাজাকে দেখিতে লাগিলেন)।

প্রথম। কি আশ্চর্য্য! ইহাঁর অঙ্গ তেজঃসম্পন্ন হইলেও কি বিশ্বাসের াগ্যতা! (ইহাঁর তেজঃ দর্শনেও আনন্দ ভিন্ন ভয় হয় না)। কিংবা এই ঋষি-ল্প্য রাজাতে এরূপ ভাব উপযুক্তই সন্দেহ নাই। কেন না, সর্ব্বভোগের স্থান এই পোবনে ইনি অবস্থান করিতেছেন, আশ্রমরক্ষার জন্য প্রতিদিন তপঃসঞ্চয় রিতেছেন এবং আজিও সিদ্ধচারণেরা উচ্চকণ্ঠে রাজার জয়ঘোষণা করাতে বোধ ইতেছে যেন, নভোমার্গ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

দ্বিতীয়। ইনিই সেই দেবরাজের সখা দুষ্মন্ত?

প্রথম। হাঁ, ইনিই সেই।

দ্বিতী। তেন হি—

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রী-
মেকঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সুরযুবতয়ো বদ্ধবৈরা হি দৈত্যৈ-
রস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে॥

উভৌ। (উপগম্য) বিজয়স্ব রাজন্।

রাজা। (আসনাদুত্থায়) অভিবাদয়ে ভবন্তৌ।

উভৌ। স্বস্তি ভবতে। (ইতি ফলান্যুপহরতঃ)।

রাজা। (সপ্রণামং পরিগৃহ্য) আগমনপ্রয়োজনং শ্রোতুমিচ্ছামি।

উভৌ। বিদিতো ভবানিহস্তপস্বিভিঃ। তে চ ভবন্তমভ্যর্থয়ন্তি।

রাজা। কিমাজ্ঞাপয়ন্তি ?

উভৌ। তত্রভবতঃ কণ্বস্য কুলপতেরসান্নিধ্যাৎ রক্ষাংসি ন ইষ্টিবিঘ্ন-মুৎপাদয়ন্তি তৎ কতিপয়দিবসমাত্রং সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা সনাথীক্রিয়-তামাশ্রম ইতি।

দ্বিতীয়। সেই জন্যই ইনি অর্গলস্বরূপ বাহুযুগল ধারণ পূর্ব্বক একাকী এই সাগরশ্যামলা নিখিল ধরিত্রী উপভোগ করিতেছেন এবং অমরগণ দানবদিগের সহিত শত্রুতাস্থাপন করিলে, সুরবালারা রণক্ষেত্রে ইহাঁর অধিজ্য শরাসনে ও সুরপতির বজ্রে জয়াশা বন্ধন করিয়া থাকেন। এ সকল আশ্চর্য্য নহে।

উভয়ে। (রাজসমীপবর্ত্তী হইয়া) আপনার জয় হউক্।

রাজা। (আসন হইতে উঠিয়া) আপনাদিগকে অভিবাদন করি।

উভয়ে। মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। (এই বলিয়া ফল প্রভৃতি উপহার দিলেন)।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের উপস্থিতির কারণ জানিতে অভিলাষ করি।

উভয়ে। তাপসেরা জানিতে পারিয়াছেন, আপনি এখানে আছেন। তাঁহারা আপনার নিকট প্রার্থী।

রাজা। কি অনুমতি করিতেছেন ?

[illegible] অনুপস্থিত, এই হেতু রাক্ষসেরা

রাজা। অনুগৃহীতোঽস্মি।

বিদূ। (অপবার্য্য) এসা দাণিং ভঅদো অনুউলা অব্‌ভত্থণা।

রাজা। (স্মিতং কৃত্বা) রৈবতক ! মদ্বচনাদুচ্যতাং সারথিঃ সবাণ-কার্ম্মুকং রথমুপস্থাপয়েতি।

দৌবা। জং দেবো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

উভৌ। (সহর্ষম্‌)

অনুকারিণি পূর্ব্বেষাং যুক্তরূপমিদং ত্বয়ি।
আপন্নাভয়সত্রেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ॥

রাজা। (সপ্রণামম্‌) গচ্ছতাং পুরো ভবন্তৌ, অহমপ্যনুপদমাগত এব।

উভৌ। বিজয়স্ব। [ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

রাজা। মাধব্য ! অপ্যস্তি তে কুতূহলং শকুন্তলাদর্শনং প্রতি ?

যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; সুতরাং আপনি সারথির সহিত কিছু দিন এখানে থাকিয়া এই তপোবনকে প্রভুসম্পন্ন করুন।

রাজা। অনুগৃহীত হইলাম।

বিদূ। (অপবারিত করিয়া অর্থাৎ গোপনে) * এখন ইহাই আপনার অনু-কূল প্রার্থনা।

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) রৈবতক ! আমার সশরশরাসন সহ রথ আনিতে সারথিকে বল।

দৌবা। যথা আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান।

মুনিকুমারদ্বয়। (সানন্দে) আপনি পূর্ব্বপুরুষগণের (পদ্ধতির) অনুসরণ করিতেছেন, সুতরাং আপনার পক্ষে ইতি যুক্তিযুক্ত। কারণ, পৌরবেরা আর্ত্ত-গণের অভয়দানরূপ যজ্ঞকার্য্যে নিয়তই দীক্ষিত থাকেন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনারা অগ্রে অগ্রে চলুন, আমরা আপনাদের অনুগামী হইতেছি।

মুনিকুমারদ্বয়। রাজন্‌ ! বিজয়ী হউন। [উভয়ের প্রস্থান।

রাজা। সখে মাধব্য ! শকুন্তলাদর্শনে তোমার বাসনা হয় কি ?

---

* নিকটস্থ অন্য ব্যক্তিরা শুনিতে না পায়, এই প্রকার মৃদুস্বরে গোপন করিয়া বলার নাম 'অপবার্য্য'—অপবারিত করিয়া।

বিদূ। পঢ়মং সপরিবাহং আসি সম্পদং রক্‌খসবুত্তন্তেণ সপরিবাধং।

রাজা। মা ভৈষীঃ, ননু মৎসমীপ এব বর্ত্তিষ্যসে।

বিদূ। এস তুহ রধচক্করক্‌খাভূদো ম্হি জই ণ কোবি আঅচ্ছিঅ বিগ্‌ঘং করেদি।

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

দৌবা। জঅদু জঅদু ভট্টা। সজ্জো রহো ভট্টিণো বিজঅপ্‌পত্থাণং অবেক্‌খদি; ণঅরাদো দেবীণং আণত্তিহরও করভও আঅদো।

রাজা। (সাদরম্) কিমম্বাভিঃ প্রেষিতঃ ?

দৌবা। অহইং।

রাজা। তেন হি প্রবেশ্যতাম্

দৌবা। তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(পুনঃ করভকেণ প্রবিশ্য)

করভঅ, এসো ভট্টা উবসপ্‌পদু ভবং।

বিদূ। আগে কোন বাধা ছিল না, এখন রাক্ষসের কথা শুনিয়া বলবতী বাধাই হইল।

রাজা। তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি আমার কাছেই থাকিবে।

বিদূ। যদি কেহ আসিয়া বিঘ্ন না ঘটায়, তাহা হইলে আপনার রথচক্রের রক্ষকরূপে রহিলাম।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। প্রভুর জয় হউক, জয় হউক। রথ সজ্জিত হইয়া আপনার বিজয়-যাত্রার প্রতীক্ষা করিতেছে। মহারাজ! এ দিকে দেবীর আদেশবাহী করভ নগর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রাজা। (সাদরে) সে কি জননী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে ?

দৌবা। হাঁ, তিনিই প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা। তবে এই স্থানে আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

(করভের সহিত পুনরায় দৌবারিকের প্রবেশ).

এই ... আপনি উঁহার নিকট গমন করুন।

কর। (উপসৃত্য প্রণম্য চ) জেদু জেদু ভট্টা, দেবী আণবেদি।

রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি ?

কর। আআমিণি চউত্থদিঅহে পউত্তপারণো ণাম মে উববাসো ভবিস্সদি, তহিং দীহাউণা অবস্সং সম্ভাবিদব্বেবি ত্তি।

রাজা। ইতস্তপস্বিনাং কার্য্যমিতো গুরুজনাজ্ঞা উভয়মপ্যনতিক্রমণীয়ং, তৎ কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্।

বিদূ। ভো তিসঙ্কু বিঅ অন্তরালে চিট্ঠ।

রাজা। সত্যমাকুলীভূতোঽস্মি।

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্দ্বৈধীভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতবহাং যথা॥

(বিচিন্ত্য) সখে মাধব্য ! তমম্বয়া পুত্র ইব প্রতিগৃহীতঃ। স ভবানিতঃ প্রতিনিবৃত্ত্য তপস্বিকার্য্যব্যগ্রমনসং মামাবেদ্য তত্রভবতীনাং পুত্রকার্য্যমনুষ্ঠাতুমর্হতি।

করভ। (প্রণাম করিয়া) স্বামীর জয় হউক, জয় হউক। দেবী আদেশ করিয়াছেন।

রাজা। কি আদেশ ?

করভ। আগামী চতুর্থ দিবসে প্রবৃত্তপারণ নামক উপবাসের দিন। সেই দিন তুমি অবশ্য এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

রাজা। এ দিকে তাপসগণের কার্য্য, ও দিকে গুরুজনের আদেশ ; দুইটিই অলঙ্ঘ্য ; এ বিষয়ের কি প্রতিবিধান করা উচিত ?

বিদূ। ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যভাগে থাকুন।

রাজা। বস্তুতই বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম। দেখ, দুইটি কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ স্থলে সম্পাদনীয় ; সুতরাং সম্মুখে পর্ব্বত দ্বারা প্রতিহত হইলে স্রোতের যে ভাব হয়, আমার চিত্তও সেইরূপ দুই দিকে গমন করাতে দ্বিধাভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) সখে ! জননী তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; অতএব তুমি এখান হইতে ফিরিয়া যাও ; তাঁহাকে গিয়া নিবেদন কর, আমি তাপসগণের কোন কর্ম্মসম্পাদনার্থ বিশেষ ব্যস্ত আছি। তুমি যাইয়া পূজনীয় মাতার পুত্রকার্য্য সম্পাদন কর।

বিদূ। ভো মা রক্‌খসভীরুঅং মং অবগচ্ছ।

রাজা। (সস্মিতং) ভো মহাব্রাহ্মণ! কথমিদং ত্বয়ি সম্ভাব্যতে?

বিদূ। তেন হি রাআণুএণ বিঅ গচ্ছিদুং ইচ্ছেমি।

রাজা। ননু তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি সর্ব্বানেবানুযাত্রিকাংস্ত্বয়ৈব সহ প্রেষয়িষ্যামি।

বিদূ। (সগর্ব্বম্) তেন জুবরাঅো ম্হি দাণিং সম্বুত্তো।

রাজা। (আত্মগতম্) চপলোঽয়ং ব্রাহ্মণবটুঃ কদাচিদস্মৎপ্রার্থনামন্তঃপুরিকাভ্যো নিবেদয়েৎ। ভবত্বেবং তাবদ্বক্ষ্যামি। (বিদূষকস্য হস্তং গৃহীত্বা প্রকাশম্) সখে মাধব্য! ঋষি-গৌরবাদাশ্রমপদং প্রবিশামি, ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যায়ামভিলাষো মে। পশ্য—

ক্ক বয়ং ক্ক পরোক্ষমন্মথো, মৃগশাবৈঃ সহ বর্দ্ধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে, পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ॥

বিদূ। অহইং।

[নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

বিদূ। আমাকে রাক্ষসভয়ে ভীত জ্ঞান করিবেন না।

রাজা। (ঈষৎ হাস্যে) ওহে মহাব্রাহ্মণ! তোমাতে কি তাহা সম্ভবে?

বিদূ। তবে আমি রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় যাইতে বাসনা করি।

রাজা। আশ্রমের বিঘ্ন দূর করা উচিত, সুতরাং তোমার সহিত সমস্ত অনুচরদিগকে পাঠাইয়া দিই।

বিদূ। (গর্ব্বসহকারে) তাহা হইলে এখন আমি যুবরাজ হইলাম।

রাজা। (আত্মগত) এই ব্রাহ্মণবটু নিতান্ত চঞ্চল, আমার এই ঘটনা অন্তঃপুরমহিলগণের নিকটেও প্রকাশ করিতে পারে। হউক, এই প্রকার বলি, (বিদূষকের হাত ধরিয়া প্রকাশ্যে) তাপসগণের প্রতি গৌরব হেতুই আশ্রমে প্রবেশ করিতেছি, মুনিবালাদিগের উপর আমার স্পৃহা নাই, এ কথা তুমি প্রকৃত বলিয়া জানিও। দেখ, সকলকলাবিশারদ নগরবাসী বিষয়ী ব্যক্তি আমরাই বা কোথায়, আর যাহাদের হৃদয়ে কামভাব নাই, হরিণশিশুদিগের সহিত বর্দ্ধিত সেই সকল লোকই বা কোথায়? অতএব বয়স্য! তোমার নিকট যাহা কহিলাম, এ সমস্তই মিথ্যা পরিহাস বলিয়া জানিও, প্রকৃত জ্ঞান করিও না।

[সকলের প্রস্থান।

বিদূ। যে আজ্ঞা। এ কথা সত্য?

তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি কুশানাদায় যজমানশিষ্যঃ)

শিষ্যঃ। (বিচিন্ত্য সবিস্ময়ম্) অহো মহাপ্রভাবো রাজা দুষ্মন্তঃ। প্রবিষ্টমাত্র এবাশ্রমং তত্রভবতি সারথিদ্বিতীয়ে রাজনি নিরুপপ্লবানি ঃ কর্ম্মাণি সংবৃত্তানি।

কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ।
হুঙ্কারেণৈব ধনুষঃ স হি বিঘ্নান্ ব্যপোহতি॥

যাবদিমান্ বেদিসংস্তরণার্থং দর্ভান্ ঋত্বিগ্‌ভ্য উপনয়ামি। (পরিক্রম্যা- লোক্য চ আকাশে) প্রিয়ংবদে! কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালকবন্তি নলিনীদলানি নীয়ন্তে? (শ্রুতিমভিনীয়) কিং কথয়সি? আতপ- জ্ঘনাদ্বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা, তস্যাঃ শরীরনির্ব্বাপণায়েতি? তর্হি রিতং গম্যতাম্ প্রিয়ংবদে! যত্নাদুপচর্য্যতাং, সা হি তত্রভবতঃ কুলপতে- তীয়মুচ্ছ্বসিতং, অহমপি তাবদ্বৈতানিকং শান্ত্যুদকমস্যৈ এব গৌতমীহস্তে সের্জ্জয়িষ্যামি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(ইতি বিষ্কম্ভকঃ) *

(কুশ লইয়া যজমানশিষ্যের [কণ্বশিষ্যের] প্রবেশ)

শিষ্য। (চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে) অহো! দুষ্মন্তরাজা কি মহাপ্রভাবশালী; নি একমাত্র সারথির সহিত এই আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের সমস্ত র্য্যের বিঘ্ন দূর হইল; তাঁহার শরসন্ধানের কথা দূরে থাকুক, দূর হইতে হুঙ্কার- । ও ধনুষ্টঙ্কার দ্বারাই তিনি বিঘ্ন দূর করিয়া থাকেন। যাহা হউক, বেদীর স্তরণের জন্য এই যে সকল কুশ আনিয়াছি, ইহা ঋত্বিক্‌গণকে প্রদান করি। ারিক্রমণ ও দর্শন পূর্ব্বক দূর হইতে) প্রিয়ংবদে! এই পেষিত উশীরমূল ও ালসংযুক্ত নলিনীদলগুলি কাহার জন্য লইয়া যাইতেছ? (যেন প্রিয়ংবদার া শুনিয়া) কি বলিতেছ? অত্যন্ত রৌদ্র লাগিয়াছে বলিয়া শকুন্তলার দেহ

---

* নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ যদি প্রকৃতরূপে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে দর্শকের বিরক্তি- ক হইতে পারে; এই হেতু নাটককর্ত্তারা অপ্রধান ব্যক্তির প্রমুখাৎ সেই অংশের সংক্ষেপ বর্ণন ইয়া সরস অংশের অবতারণ করেন। এই অংশের নাম বিষ্কম্ভক।

(ততঃ প্রবিশতি সমদনাবস্থো রাজা)

রাজা। (সচিন্তং নিশ্বস্য)

জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।
ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ত্ততে মে ততো হৃদয়ম্॥

ভগবন্ মন্মথ! কুতস্তে কুসুমায়ুধস্য স্বতস্তৈক্ষ্ণ্যমেতৎ।

(স্মৃত্বা) আং জ্ঞাতম্।

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নিস্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব ইবাম্বুরাশৌ।
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং, ভস্মাবশেষঃ কথমেবমুষ্ণঃ॥

অপি চ—ত্বয়া চন্দ্রমসা চাতিবিশ্বসনীয়াভ্যামভিসন্ধীয়তে কামিজনসার্থঃ।

কুতঃ—

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি॥

অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে, তাঁহার দাহ উপশমের জন্য? প্রিয়ংবদে! শীঘ্র যাও, যত্নসহকারে তাঁহার সেবা কর, তিনি পূজ্যপাদ কণ্বের দ্বিতীয় প্রাণতুল্য। আমিও গৌতমীর হাত দিয়া যজ্ঞীয় শান্তিজল পাঠাইয়া দিতেছি।

[প্রস্থান।

(কামজর্জ্জরিত রাজার প্রবেশ)

রাজা। (চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) তপস্যার বল যে কিরূপ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কণ্বনন্দিনী শকুন্তলাও পরের অধীন, তাহাও সম্পূর্ণ অবগত আছি; তথাপি জল যেমন আপনার অবস্থিতিস্থান হইতে অন্যত্র যায় না, সেইরূপ আমার হৃদয় হইতেও শকুন্তলা কোনরূপে তিরোহিত হইতেছে না। ভগবন্ কামদেব! শুনিয়াছি, তোমার বাণ পুষ্পময়, তবে তাহাতে এরূপ তীক্ষ্ণতা হইল কি প্রকারে? (স্মরণ করিয়া) হাঁ, এখন বুঝিলাম। শিবের রোষাগ্নি সাগর-গর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় আজিও তোমাতে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। হে মন্মথ! তাহা না হইলে, তুমি ত দগ্ধীভূত হইয়াছ, কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এত উষ্ণ হইতেছ কেন? তুমি ও শশধর উভয়ে বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক প্রিয়াভিলাষী লোকদিগকে কেবল প্রতারিত করিতেছ। অতি কোমল পুষ্প তোমার শর, হিমাংশু চন্দ্রের কিরণও অতিশয় স্নিগ্ধ; কিন্তু এই উভয়ই আমার ন্যায় ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব

অথবা—

অনিশমপি মকরকেতুর্ম্মনসো রুজমাবহন্নভিমতো মে।
যদি মদিরায়তনয়নাং তামধিকৃত্য প্রহরতীতি॥
ভগবন্নেবমুপালব্ধস্য তে ন মাং প্রত্যনুক্রোশঃ।
বৃথৈব সঙ্কল্পশতৈরজস্রমনঙ্গ নীতোঽসি ময়াতিবৃদ্ধিম্।
আকৃষ্য চাপং শ্রবণোপকণ্ঠে, ময্যেব যোগ্যস্তব বাণমোক্ষঃ॥

(সখেদং পরিক্রম্য) ক্ব নু খলু নিরস্তবিঘ্নৈস্তপস্বিভিরনুজ্ঞাতঃ খিন্ন-
ত্মানং বিনোদয়ামি। ন চ প্রিয়াদর্শনাদৃতে শরণমন্যং যাবদেনামন্বি-
মি। (ঊর্দ্ধমবলোক্য) ইমামুগ্রাতপবেলাং প্রায়েণ লতাবলয়বৎসু
লিনীতীরেষু সসখীজনা তত্রভবতী শকুন্তলা গময়তি। ভবতু, তত্রৈব
বদ্‌গচ্ছামি।

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অনয়া বালপাদপবীথ্যা সুতনুরচিরং গতেতি
র্কয়ামি। কুতঃ—

সম্মীলন্তি ন তাবদ্বন্ধনকোষাস্তয়াবচিতপুষ্পাঃ।
ক্ষীরস্নিগ্ধাশ্চামী দৃশ্যন্তে কিসলয়চ্ছেদাঃ॥

বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কারণ, চন্দ্র তাঁহার নিজ কিরণমালা দ্বারা বহ্নি উদ্-
গিরণ করিতেছেন, আর তুমি আপনার পুষ্পময় বাণসকলকে বজ্রসার করিতেছ;
অথবা হে মনোভব! তুমি যদি এই মদিরাক্ষী শকুন্তলাকে অধিকার করিয়া
াকে প্রহার করিতে,তাহা হইলে আমার মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হইত
হে কামদেব! আমি তোমাকে এত ভৎর্সনা করিতেছি, তথাপি আমার
ত তোমার কিছুমাত্র করুণাসঞ্চার হইল না? হে অনঙ্গ! আমি শত শত
ল্প দ্বারা চিত্তমন্দিরে তোমাকে বৃথা বর্দ্ধিত করিয়াছি; সুতরাং আমা কর্ত্তৃক
ত হইয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক আমারই প্রতি শরক্ষেপ করা কি তোমার
ব্য? (বিলাপের সহিত পরিক্রমণ করিয়া) তাপসগণের বিঘ্ন দূর হইয়াছে,
হাদের অনুমতি লইয়া এখন কোন্ স্থানে গমন পূর্ব্বক আত্মাকে বিনোদিত
রি? প্রিয়ার দর্শন ব্যতীত এখন আর অন্য উপায় নাই। যাই, তাঁহারই
নুসন্ধান করি। (ঊর্দ্ধদিকে দর্শন পূর্ব্বক) এই ত মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। বোধ
, শকুন্তলা এখন সখীগণবেষ্টিত হইয়া [illegible]

(পরিক্রম্য স্পর্শং রূপয়িত্বা) অহো ! প্রবাতসুভগোঽয়ং বনোদ্দেশঃ।

তথাহি—

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ।

(বিলোক্য) অস্মিন্ বেতসলতামণ্ডপে সন্নিহিতয়া শকুন্তলয়া ভবিতব্যম্। তথাহি—

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপংক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা॥

যাবদ্বিটপান্তরেণাবলোকয়ামি। (তথা কৃত্বা সহর্ষম্) অয়ে! লব্ধং নেত্রনির্ব্বাণম্। এষা মে মনোরথপ্রিয়তমা সকুসুমাস্তরণং শিলাপট্টমধিশয়ানা সখীভ্যামুপাস্যতে। ভবতু লতাব্যবহিতঃ শৃণোমি বিশ্বস্তকথিতান্যাসাম্। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)।

বাহিত করিতেছেন। হউক, তথায় যাই। (পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া) এই পথের উভয়পার্শ্বেই নূতন নূতন বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে; ইহা দর্শনে বোধ হয়, সেই সুতনু শকুন্তলা এই পথ দিয়াই গমন করিয়াছেন। কেন না, তিনি যে সমস্ত কুসুম অবচয়ন করিয়াছেন, তাহার বৃন্তের গহ্বরগুলি এখনও মুদিত হয় নাই এবং নবপল্লবসমূহও ক্ষরিত ক্ষীরে আর্দ্র রহিয়াছে। (প্রবহমান বায়ু কর্ত্তৃক শীতল হইয়া) অহো! এই বনস্থলী কি মনোহারিণী শোভাতেই বিমণ্ডিত হইয়াছে! কারণ, মালিনীনদীর তরঙ্গবিন্দুবাহী কমলগন্ধযুক্ত বায়ু মদনসন্তপ্ত ব্যক্তিগণের অঙ্গযষ্টি আলিঙ্গন করিলে, নিরতিশয় প্রীতি অনুভূত হয়। (দর্শন পূর্ব্বক) আমার বোধ হয়, এই বেতসলতামণ্ডপের নিকটেই শকুন্তলা আছেন। কেন না, এই বেতসলতামণ্ডপের দ্বারদেশে যে সকল পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, উহা অগ্রভাগে উন্নত জঘনযুগলের গুরুত্ব হেতু পশ্চাদ্দিকে নিম্ন এবং চিহ্নগুলি অচিরজাত; এই পল্লবের অন্তরালে থাকিয়া এখন দেখি। (অন্তরালে থাকিয়া সানন্দে) অদ্য আমার চক্ষুদুটি সফল হইল। এই যে আমার মনোরথরূপিণী শকুন্তলা শিলাতলে পুষ্পাস্তরণের উপর শয়ান রহিয়াছেন; সখী দুইটি ইঁহার শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত আছেন। হউক, এখন লতাবিতানের অন্তরালে থাকিয়া উঁহাদের বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণ করি। (সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া অবস্থান)।

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

সখ্যৌ। (উপবীজ্য) হলা সউন্দলে! অবি সুহঅদি দে ণলিণী-বত্তবাদো ?

শকু। (সখেদম্) বীঅঅন্তি মং পিঅসহীও ?

সখ্যৌ। (সবিষাদং পরস্পরমবলোকয়তঃ)।

রাজা। বলবদস্বস্থশরীরা তত্রভবতী দৃশ্যতে। (সবিতর্কম্) তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে।

(সাভিলাষং নির্ব্বর্ণ্য) অথবা কৃতং সন্দেহেন।

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং,
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘ-প্রসরয়ো-
র্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥

প্রিয়। (জনান্তিকম্) অণসূএ! তস্স রাএসিণো পঢ়মদংসণাদো

(পূর্ব্বকথিত অবস্থাপন্ন সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

সখীদ্বয়। (বাতাস করিতে করিতে) অয়ি শকুন্তলে! নলিনীদলের সমীরণ-সেবনে তোমার প্রীতিবোধ হইতেছে ত ?

শকু। (সখেদে) প্রিয়সখীরা কি আমাকে বাতাস করিতেছ ?

সখীদ্বয়। (বিষণ্ণচিত্তে পরস্পরের মুখদর্শন)

রাজা। (আত্মগত) শকুন্তলার দেহ বোধ হয়, অত্যন্ত অসুস্থ। হা ঈশ্বর! এরূপ অমৃতরূপিণীর দেহ ও মনেও কি রোগের আবির্ভাব ? (মনে মনে বিবেচনা করিয়া) ইহা কি তবে রৌদ্রের দোষ কিংবা আমার হৃদয়ে যেমন, সেইরূপ মদন-জনিত সন্তাপ ? (সাভিলাষে দর্শন পূর্ব্বক) সন্দেহে কি আবশ্যক ? কেন না, দেখিতেছি, ইহাঁর কুচযুগলের উপর উশীরের অনুলেপন প্রদত্ত হইয়াছে; একটি-মাত্র মৃণালনির্ম্মিত বলয়, তাহাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি প্রিয়ার দেহ রোগে আক্রান্ত হইলেও নিরতিশয় মনোহরভাব ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ মদন-তাপ ও গ্রীষ্মতাপ সমান হইলেও গ্রীষ্মতাপতপ্ত যুবতীদিগের দেহে এ প্রকার রমণীয়তা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহা মদনজনিত সন্তাপ সন্দেহ নাই।

প্রিয়। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! সেই রাজর্ষিকে প্রথম দেখিয়া অবধি শকু-

আরম্ভিআবিঅ পজ্জুস্সুআ সউন্দলা কিং ণু ক্খু সে তন্নিমিত্তো অঅং আতঙ্কো ভবে।

অন। সহি, মম বি এরিসী আশঙ্কা হিঅঅস্স। হোদু পুচ্ছিস্সং দাব ণম্। (প্রকাশম্) সহি পুচ্ছিদব্বা সি কিং বি। বলিঅং ক্খু দে অঙ্গাণং সন্দাবো।

রাজা। বক্তব্যমেব।

শশিকরবিশদান্যস্যাস্তথাহি দুঃসহনিদাঘশংসীনি।
ভিন্নানি শ্যামাকয়া মৃণালনির্ম্মাণবলয়ানি॥

শকু। (পূর্ব্বার্দ্ধেন শয়নাদুত্থায়) হলা! ভণ জং বত্তুকামাসি।

অন। হলা সউন্দলে! অলব্ভন্তরা অম্হে দে মদনগদস্স বুত্তন্তস্স। কিন্তু জাদিসী ইদিহাসকথাণুবন্ধেসু কামঅমাণাণং অবত্থা সুণীঅদি তারিসিং তুহ ত্তি তক্কেমি। তা কহেহি কিং ণিমিত্তং দে সন্দাবো বিআরং ক্খু পরমত্থদো অজাণিঅ অণারম্ভো কিল পড়িআরস্স।

ন্তলার চিত্ত এইরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে; অন্য কারণে যে ইঁহার রোগ জন্মিয়াছে, তাহা ত আমার অনুমান হয় না।

অন। (প্রিয়ংবদার কর্ণে) সখি! আমার মনেও এই প্রকার আশঙ্কা জন্মিতেছে। (প্রকাশ্যে) সখি! এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা আমাদের অনুচিত। তথাপি জিজ্ঞাসা করি, তোমার দেহসন্তাপ কি নিতান্ত বৃদ্ধি পাইতেছে?

রাজা। (মনে মনে) এ কথা জিজ্ঞাসা করা ইহাঁদিগের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে। কারণ, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় শ্বেতবর্ণ ইহাঁর মৃণালবলয় সন্তাপজনিত কালিমায় মলিন হইয়াছে; তাহাই যেন ইহাঁর অসহ্য ও মদনমত্ততার সূচনা করিতেছে।

শকু। (শয্যা হইতে দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ উত্তোলন করিয়া) সখি! যাহা বলিতে বাসনা হয়, বল।

অন। সখি শকুন্তলে! আমরা তোমার চিত্তগত বিষয়ের বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই, কিন্তু ইতিহাসে কামী ব্যক্তির অবস্থা যে প্রকার শ্রুত হয়, আমাদিগের বিবেচনায় তোমারও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে বল, এ অবস্থা কেন হইল? প্রকৃত রোগ স্থির না হইলে, আমরা প্রতীকারের চেষ্টা কি প্রকারে করিব?

রাজা। অনসূয়য়াপি মদীয়স্তর্কোঽবগতঃ।

শকু। (আত্মগতম্) বলবং ক্‌খু মে আআসো। ণ সক্কণোমি সহসা ণিবেদিদুং।

প্রিয়। সুট্‌ঠু এসা ভণাদি। কিং অত্তণো উবদ্দবং ণিগূহসি। অণুদিঅহং ক্‌খু পরিহীঅসি অঙ্গেহিং। কেঅলং লাবণ্ণমঈ ছাআ তুমং ণ মুঞ্চদি।

রাজা। অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহি—

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং,
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে,
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী॥

শকু। (নিশ্বস্য) কস্‌স বা অণ্ণস্‌স কহইস্‌সং, কিন্তু আআস ইতি দাণিং বো ভবিস্‌সং।

উভে। সহি অদো এব্ব ক্‌খু ণিব্বন্ধো সিণিদ্ধজণসংবিভত্তং হি দুক্‌খং সজ্ঝবেঅণং হোদি।

রাজা। আমারই মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছে।

শকু। (স্বগত) আমার সন্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সহসা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

প্রিয়। অনসূয়া ঠিক কথা বলিয়াছে। রোগের বিষয় গোপন করিয়া রাখিতেছ কেন? এ দিকে অনুদিন তোমার দেহ কৃশ হইয়া পড়িতেছে, কেবল-মাত্র লাবণ্যময়ী ছায়া তোমাকে পরিত্যাগ করে নাই।

রাজা। প্রিয়ংবদা ঠিক কথা বলিয়াছে। ইহাঁর গণ্ডস্থল নিরতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে, কুচযুগলে আর সে প্রকার কাঠিন্য নাই, মধ্যভাগ নিতান্ত ক্লান্ত, স্কন্ধযুগল অবনত এবং অঙ্গকান্তিও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে; সুতরাং এই শকুন্তলা কামদেবকর্তৃক বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও পত্রশোষণকারী দক্ষিণবায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট মাধবীলতিকার ন্যায় শোচনীয়, অথচ প্রিয়দর্শনাও হইয়াছেন।

শকু। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর অন্য কাহার নিকট বলিব, তোমা-দের দুই জনকেই ক্লেশভাগিনী করিব।

সখীদ্বয়। সখি! সেই কারণেই এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। আত্মীয়-জনের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে দুঃখজনিত কষ্ট [illegible]

রাজা। পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা,
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণ-
মত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি।

শকু। সহি জদো পহুদি তবোবণরক্খিদা সো রাএসী মম দংসণপধং গদো। (ইত্যর্দ্ধোক্তেন লজ্জাং নাটয়তি)।

উভে। কহেদু কহেদু পিঅসহী।

শকু। তদো পহুদি তগ্‌গদেণ অহিলাসেন এবদবত্থ ক্মি সংবুত্তা।

উভে। দিট্ঠিআ দে অণুরূএ বরে অহিলাসো, অধবা সাঅরং। উজ্‌ঝিঅ কহিং মহাণঈএ পবিসিদব্বং।

রাজা। (সহর্ষম্) শ্রুতং যচ্ছ্রোতব্যম্।

রাজা। এই সখী দুটি শকুন্তলার সুখে সুখী ও শকুন্তলার দুঃখে দুঃখী; ইহারা যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে, তখন কি শকুন্তলা ইহাদের নিকট রোগের কারণ ব্যক্ত করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন। আর এই আশ্রম হইতে যখন আমি প্রস্থান করি, তখন শকুন্তলা বার বার সতৃষ্ণলোচনে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন ইনি কি উত্তর দেন, তাহা জানিবার জন্যই আমি অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি।

শকু। যে অবধি সেই আশ্রম-রক্ষক রাজর্ষি আমার নেত্রপথে পতিত হইয়াছেন—(এই প্রকার অর্দ্ধোক্তির পর লজ্জায় মুখ নত করিলেন)।

সখীদ্বয়। প্রিয়সখি! বল বল।

শকু। তদবধি আমি তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়াছি, তাহাতেই আমার এই দশা ঘটিয়াছে।

সখীদ্বয়। ভাগ্যবশে অনুরূপ পাত্রেই তোমার বাসনা জন্মিয়াছে; বোধ হয়, তিনিই রাজা দুষ্মন্ত; কারণ, মহানদী-সকল সমুদ্র ত্যাগ করিয়া আর কোথায় প্রবিষ্ট হয়?

রাজা। (সানন্দে) যাহা শুনিবার, তাহা শুনিলাম। গ্রীষ্মঋতু অবসান হইলে দিবাভাগ [illegible] জলজালে শ্যামল হইয়া জীবকুলের সন্তাপ দূর করে, [illegible] লোচন- সন্তাপভাগ ও ভাগধেয় অর্থাৎ যে কার্য্য

স্মর এব তাপহেতুর্নির্ব্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাৰ্দ্ধশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য ॥

শকু। তা জই বো অণুমদং তদো তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো ণুকম্পণীআ হোম্মি ত্তি। অণ্ণহা সুমরেধ মং।

রাজা। অহো! বিমর্ষচ্ছেদি বচনম্। এতদেব কামফলং যত্নফলন্যৎ। এতাবদবস্থাপি মাং সুখয়তি।

প্রিয়। (জনান্তিকম্) অণসূএ! দূরগমো সে মণোরহো অক্খমা অং কালহরণস্স।

অন। পিঅম্বদে! কোণু উবাও ভুব জেণ অবিলম্বিদং ণিহুঅঞ্চ হীএ মণোরহং সম্পাদেহ্ম।

প্রিয়। ণিহুঅং ত্তি চিন্তণিজ্জং ভবে সিগ্ঘং ত্তি ণ দুক্করং ॥

অন। কহং বিঅ?

প্রিয়। ণং সো বি রাত্রসী ইমস্সিং জণে সিণিদ্ধদিট্‌ঠিআ সুইদাহিাসো ইমাইং দিঅহাইং পজ্জাঅরকিসো বিঅ লক্খীঅদি।

ামাকে সন্তাপে সন্তপ্ত করিতেছেন, আমার প্রতি শকুন্তলার অনুরাগ জন্মাইয়া তনিই আবার আমার সন্তাপ হরণ করিলেন।

শকু। যদি তোমাদের মত হয়, তাহা হইলে আমি সেই রাজর্ষির কৃপাপাত্রী হইতে পারি।

রাজা। এই সকল কথাতেই আমার সন্দেহ দূর হইতেছে। ইহা কামের ফল মার বিবাহাদির বিষয় যত্নসাধ্য; এরূপ অবস্থা হইলেও আমি সুখী হইতেছি।

প্রিয়। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! শকুন্তলার মনোরথ অতি দূরবর্ত্তী, এ দিকে কালক্ষেপেও অসমর্থ।

অন। প্রিয়ংবদে! যাহাতে আশু বিরলে প্রিয়সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যায়, এরূপ কোন উপায় আছে কি?

প্রিয়। বিরলে নিষ্পন্ন হওয়া চিন্তার কথা নয়, কিন্তু আশু সম্পন্ন হওয়া কঠিন।

অন। কি প্রকার?

প্রিয়। সে সময়ে সেই রাজর্ষিও শকুন্তলার দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন; সুতরাং শকুন্তলার প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ-সঞ্চার হইয়াছে; রাত্রিজাগরণ করিলে লোক যেমন কৃশ হয়, তিনিও সেইরূপ কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন।

রাজা। (আত্মানমবলোক্য) সত্যমিত্থম্ভূত এবাস্মি। তথাহি—

ইদমশিশিরতরৈরন্তস্তাপাদ্‌বিবর্ণমণীকৃতং,
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রবর্ত্তিভিরশ্রুভিঃ।
অনতিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ,
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে॥

প্রিয়। (বিচিন্ত্য) হলা মঅণলেহো দাণিং সে করীঅদু। অহং তং সুমণোগোবিদং কদুঅ দেবসেসাবদেসেণ তস্‌সরণ্ণো হত্থং পাবইস্‌সং।

অন। সহি! রোঅই মে সুউমারো এসো পওোও। কিং বা সউ-স্তলা ভণাদি।

শকু। সহীণিওোও বিকপ্‌পীঅদি।

প্রিয়। তেণ হি অত্তণো উবণ্ণাসপুব্বং চিন্তেহি মলিদপদাবলিবন্ধং গ্নিদিঅং।

শকু। চিন্তেমি, কিন্তু অবহীরণাভীরুঅং বেবই মে হিঅঅং।

রাজা। (আপনার অঙ্গের দিকে নেত্রপাত করিয়া) যথার্থই ত আমি ঐ প্রকার হইয়াছি। কারণ, আমার এই স্বর্ণবলয় অত্যধিক উষ্ণ অন্তর্গত সন্তাপ দ্বারা করতলন্যস্ত অপাঙ্গদেশ হইতে গলিত নয়নজলে বিবর্ণ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে; শ্লথবদ্ধ ধনুর্গুণচিহ্নিত মণিবন্ধ হইতে বলয় প্রতি রাত্রিতেই মুহুর্মুহুঃ খসিয়া পড়িলে, আমি উহা সরাইয়া বার বার যথাস্থানে স্থাপন করিতেছি।

প্রিয়। (চিন্তা করিয়া) সখি! এখন একখানি প্রণয়লিপি প্রস্তুত কর, আমি তাহা পুষ্পের ভিতর রাখিয়া দেবপূজার ছলে গিয়া রাজর্ষির হস্তে দিব।

অন। সখি! এ সুকুমার প্রয়োগে আমারও অভিরুচি হইতেছে। এখন শকুন্তলার মত কি?

শকু। সখীদের মতে আমার আবার বিকল্পের বিষয় কি?

প্রিয়। তবে নিজের উপন্যাসানুরূপ ললিতপদাবলী-বিশিষ্ট একটি গান রচনা কর।

শকু। ভাবিতেছি, যদি অবহেলা করেন; এই আশঙ্কায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

রাজা। (বিহস্য)

অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো, বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণম্।
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং, শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ।

অপি চ—

অয়ং স যস্মাৎ প্রণয়াবধীরণামশঙ্কনীয়াং করভোরু শঙ্কসে।
উপস্থিতস্ত্বাং প্রণয়োৎসুকো জনো, ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ॥

সখ্যৌ। অই অত্তগুণাবমাণিণি! কো ণাম সন্দাবণিব্বাণহেতুঅং সারদিঅং জ্জোণ্হং আদবত্তেণ ণিবারেদি?

শকু (সস্মিতম্) ণিওইদা ম্হি।

(ইত্যুপবিষ্টা চিন্তয়তি)

রাজা। স্থানে খলু বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়ামবলোকয়ামি।

উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ।
পুলকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন॥

রাজা। (সহাস্যে) সুন্দরি! তুমি যাহাতে অবজ্ঞার ভয় করিতেছ, সেই ব্যক্তি নিজেই তোমার মিলনপ্রার্থী হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং প্রার্থী ব্যক্তি লক্ষ্মী লাভ করুক আর নাই করুক, কিন্তু লক্ষ্মী যাহাকে প্রার্থনা করেন,সে ব্যক্তি কখনও দুর্লভ হয় না। করভোরু! যাহা হইতে নিজকৃত প্রার্থনার অসম্ভাবনীয় অবহেলার আশঙ্কা করিতেছ,সেই প্রণয়াভিলাষী ব্যক্তি তোমার নিকটেই বিদ্যমান। সুন্দরি! তুমি জানিও যে, রত্ন কাহারও অনুসন্ধান করে না, কিন্তু রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে।

সখীদ্বয়। অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! কোন্ ব্যক্তি সন্তাপনাশিনী শারদীয়া জ্যোৎস্নাকে আতপত্র দ্বারা নিবারণ করে?

শকু। (সহাস্যে) তবে সখীদের অভিমতানুসারেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। (উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা)।

রাজা। এখন অনিমেষলোচনে প্রিয়তমাকে দর্শন করাই সঙ্গত। কারণ, প্রিয়া শকুন্তলা পদাবলী রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এখন উহাঁর মুখের একটিমাত্র ভ্রূলতা উন্নমিত হইয়াছে আর গণ্ডস্থলে পুলক-সঞ্চার হওয়াতে তদ্দ্বারা আমার উপর প্রিয়ার অনুরাগই প্রকাশিত হইতেছে।

শকু। হলা! চিন্তিদা মএ গীদবত্থু। ণহু সন্নিহিদাণি উণ লেহণ-সাহণাণি।

প্রিয়। ণং ইমস্‌সিং সুওোদরসুউমারে ণলিণীবত্তে ণহেহিং ণিক্খিত্ত-বণ্ণং আলিহীঅদু।

শকু। (যথোক্তং রূপয়িত্বা) হলা! সুণুহ দাণিং সঙ্গদত্থং ণব ত্তি।

উভে। অবহিদে হ্ম।

শকু। (বাচয়তি)—

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ কামো অণো দিবা বি রত্তিং বি।
ণিগ্‌ঘিণ তবেই বলিঅং তুই বুত্তমণোরহাইং অঙ্গাইং॥

রাজা। অবসরঃ খল্বয়মাত্মানং দর্শয়িতুম্। (সহসোপসৃত্য)

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দ্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাহি কুমুদ্বতীং দিবসঃ॥

শকু। সখি! গীতিকার বিষয় চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু লিখিবার উপকরণ এখানে কিছুই নাই।

প্রিয়। এই সুকুমার নলিনীদলে পদচ্ছেদের জন্য যাহা প্রয়োজন হয়, তৎপ্রমাণ অংশে নখ দ্বারা লেখনক্রিয়া নিষ্পাদন কর।

শকু। (সেইরূপ করিয়া) সখি, তোমরা শ্রবণ কর, যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, দেখ।

সখীদ্বয়। ভাল, অবহিত হইলাম।

শকু। (পত্র পাঠ)—

দিবানিশি স্মরশর, করিতেছে জরজর,
আমার কোমল অঙ্গ সন্তাপে দহিছে।
জানি না হে ধনুর্দ্ধর, কিরূপ তব অন্তর,
জ্বলিছে আমার সম কিংবা শান্ত আছে॥
মনোরথ তব হাতে, নাহি গতি অন্য পথে,
বুঝিনু বুঝিনু তব কঠিন পরাণ।
করুণা-বিহীন তুমি, বুঝিলাম গুণমণি,
কঠিন পরাণ তব পাষাণ সমান॥

রাজা। এই ত দর্শন দিবার উপযুক্ত অবসর। (সহসা শকুন্তলার নিকট

সখ্যৌ। (বিলোক্য সহর্ষমুত্থায়) সাঅদং অধাসমীহিদফলস্‌স অবি-ঘ্নণো মণোরহস্‌স।

শকু। (উত্থাতুমিচ্ছতি)।

রাজা। অলমলমায়াসেন।—

সন্দষ্টকুসুমশয়নান্যাশু ক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি।

গুরুপরিতাপানি ন তে গাত্রাণ্যুপচারমর্হন্তি॥

শকু। (সসাধ্বসমাত্মগতম্‌) হিঅঅ! তধা উত্তম্মিঅ দাণিং ণ কিম্পি রিবর্জ্জসি?

অন। ইদো সিলাতলেক্কদেসং অলংকরেদু মহাভাও।

শকু। (কিঞ্চিদপসরতি)।

রাজা। (উপবিশ্য) কচ্চিৎ সখী বো নাতিবাধতে শরীরতাপঃ।

প্রিয়। (সস্মিতম্‌) দাণিং লদ্ধোসম্পদং উবসমং গমিস্‌সদি।

পস্থিত হইয়া) হে কৃশাঙ্গি, মদনদেব তোমাকে ও আমাকে অহর্নিশি মুহুর্মুহুঃ ন্ধ করিতেছেন। দিবাভাগ শশধরকে যেমন গ্লানিযুক্ত করে, কুমুদ্বতীকে সেরূপ রে না।

সখীদ্বয়। (সহর্ষে) যিনি মনোরথের অভীপ্সিত ফলস্বরূপ, তাঁহার মঙ্গল ত?

শকু। (উঠিতে ইচ্ছা)।

রাজা। আয়াসে প্রয়োজন নাই। তোমার গাত্রসংমর্দ্দনে মৃণালগুলিও বিদ-লিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এরূপ গুরুতাপে সন্তপ্ত অঙ্গ উত্থান করিবার উপযুক্ত নহে।

শকু। (সভয়ে আত্মগত) হৃদয়! পূর্ব্ববৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া এখন আর সে প্রকার কিছু বলিতেছ না কেন?

অন। মহাভাগ, এই শিলাতলের একদেশে উপবেশন করুন।

শকু। (পূর্ব্বস্থান হইতে কিছু সরিয়া গেলেন)।

রাজা। (উপবিষ্ট হইয়া) আপনাদের সখীর দেহসন্তাপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে কি?

প্রিয়। (সহাস্যে) এখন ঔষধ পাওয়া গেল, প্রশান্ত হইবে বৈ কি।

শকু। (সলজ্জং তিষ্ঠতি)।

প্রিয়। মহাভাঅ দুবেণং বিবো অণ্ণোণ্ণাণুরাও পচ্চক্খো। সহী-সিণেহো মং পুণরুত্তবাদিণিং করেদি।

রাজা। ভদ্রে! নৈতৎ পরিহার্য্যং বিবক্ষিতং হ্যনুক্তমনুতাপং জনয়তি।

প্রিয়। তেণ হি সুণাদু অজ্জো।

রাজা। অবহিতোঽস্মি।

প্রিয়। অস্‌সমবাসিণো জণস্‌স রণ্ণা অত্তিহরেণ হোদব্বং ত্তি বো এসো ধম্মো।

রাজা। নাস্মাৎ পরম্।

প্রিয়। তেণ হি ইঅং ণো পিয়সহী তুমং জ্জেব উদ্দিসিঅ ইমং অবত্থন্তরং পাবিদা তা অরিহসি অবভুববত্তীএ জীবিদং মে অবলম্বিদুং।

রাজা। ভদ্রে! সাধারণোঽয়ং প্রণয়ঃ। সর্ব্বথানুগৃহীতোঽস্মি।

শকু। (অনসূয়ামবলোক্য) হলা! অলং বো অন্তেউরবিরহপজ্জুস্‌-সুএঅস্‌স রাএসিণো উবরোহেণ।

শকু। (সলজ্জভাবে অবস্থিতি)।

প্রিয়। মহাভাগ! আপনাদের উভয়েরই পরস্পর অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। সখী-স্নেহই আমাকে অধিক কথা বলাইতেছে।

রাজা। ভদ্রে! সে কথা বলিতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ, অভীষ্ট কথা প্রকাশ না করিলে শেষে অনুতাপ জন্মে।

প্রিয়। তবে আপনি শ্রবণ করুন।

রাজা। অবহিত হইলাম।

প্রিয়। আশ্রমবাসীদিগের বিঘ্ন ও ক্লেশ দূর করাই রাজার ধর্ম্ম।

রাজা। তাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই।

প্রিয়। আপনাকে উদ্দেশ করিয়াই ভগবান্ অনঙ্গ আমাদিগের প্রিয়সখীর এই অবস্থা ঘটাইয়াছেন; সংপ্রতি কৃপা করিয়া প্রিয়সখীর প্রাণধারণের উপায় করুন।

রাজা। উভয়েরই অনুরাগ একরূপ; আমি (তোমার কথায়) অনুগৃহীত হইলাম।

শকু। (অনসূয়ার দিকে চাহিয়া) সখি, এই রাজর্ষি অন্তঃপুর-মহিলাদিগের বিরহে উৎকণ্ঠিত, ইহাকে অনুরোধ করিবার আবশ্যক নাই।

রাজা। ইদমনন্যপরায়ণমন্যথা হৃদয়সন্নিহিতে হৃদয়ং মম।
যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে মদনবাণহতোঽস্মি হতঃ পুনঃ॥

অন। বহুবল্লহা কৃখু রাআণো সুণীঅন্তি, তা জহ ণো পিঅসহী বন্ধুঅণসোঅণিজ্জ ণ হোই তহ করিস্‌সদি।

রাজা। ভদ্রে! কিং বহুনা।
পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্ররশনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্।

উভে। ণিব্বুদম্হ।

শকু। (হর্ষং সূচয়তি)।

প্রিয়। (জনান্তিকম্) অণসূএ! পেক্‌খ পেক্‌খ মোহবাদাহদং বিঅ গিম্হে মোরীং কৃখণে কৃখণে পচ্চাঅদজীবিদং পিঅসহীং।

শকু। হলা মরিসাবেধ লোঅবালং জং অম্হেহিং বিস্‌সদ্ধপলাবিণীহিং উবআরাদিক্কমেণ ভণিদং।

রাজা। হে মদিরেক্ষণে! হে হৃদয়-সমীপবর্ত্তিনি! তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক যদি আমার এই অনন্যাসক্ত হৃদয়কে অন্যে আসক্ত বিবেচনা কর, তাহা হইলে স্মরশরে হত হইয়াও আমি পুনর্ব্বার হত হইলাম।

অন। শুনিয়াছি, রাজারা বহুনারীর বল্লভ; অতএব যাহাতে আমাদিগের এই প্রিয়সখী বন্ধুজনের শোচনীয়া না হন, তাহা করিবেন।

রাজা। ভদ্রে! এ বিষয়েঅধিক বলা বৃথা। আমি বহুবল্লভা হইলেও, সাগরমেখলা ধরিত্রী এবং তোমাদের এই প্রিয়সখী এই দুইটিই আমার বংশের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ।

সখীদ্বয়। সুখী হইলাম।

শকু। (আনন্দ প্রকাশ)।

প্রিয়। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! দেখ দেখ, গ্রীষ্মকালে মেঘ ও বায়ু কর্তৃক ব্যাকুলিতা ময়ূরীর যে অবস্থা ঘটে, আমাদের প্রিয়সখী সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তবৎ হইতেছেন।

শকু। আমরা নির্জ্জনে মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, তজ্জন্য এই লোকপালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সখ্যৌ। (সস্মিতম্) জেণ তং মন্তিদং স মন্নিসাবেদু অগ্নসৃস কো অচ্চএো।

শকু। অরিহদি ক্খু মহারাএো অজুত্তবএণাণি সোঢুং পরোক্খং কো বা ণ কিং মন্তেদি।

রাজা। (সস্মিতম্)

অপরাধমিমং ততঃ সহিষ্যে, যদি রম্ভোরু তবাঙ্গসেবিতার্দ্ধে।

কুসুমাস্তরণে ক্লমাপহং মে, স্বজনত্বাদনুমন্যসেঽবকাশম্॥

প্রিয়। (সোপহাসম্) ণং এত্তিকেণ উণ দে তুট্টো ভবে ?

শকু। (সরোষমিব) বিরম বিরম দুব্বিণীদে এদাবদত্থং গদাএ বি মং কীলেসি।

অন। (বহিঃ সদৃষ্টিক্ষেপম্) পিয়ম্বদে! জহ এস ইদো দিণ্ণদিট্টো মিঅপোদও মাদরং অএণ্ণসদি এহি সংজোএম ণং।

প্রিয়। হলা! চবলো ক্খু এসো ণ ণং সংজোজইদুং এআইণী ণ পারেসি তা অহম্পি সহাঅত্তণং করিস্সং। [ইত্যুভে প্রস্থিতোদ্যতে।

সখীদ্বয়। (সহাস্যে) যে ব্যক্তি মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহারই ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, তাহাতে অপরের কি ক্ষতি ?

শকু। অসাক্ষাতে কে না কি বলে? সুতরাং মহারাজ এ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন।

রাজা। (ঈষদ্ধাস্য সহকারে) হে রম্ভোরু! তোমার অঙ্গস্পর্শে পবিত্র, সুগন্ধি ও সন্তাপহারী এই পুষ্পশয্যার এক পার্শ্বে যদি আমাকে আত্মীয়জ্ঞানে স্থান-দানে অনুমোদন কর, তাহা হইলে আমি এ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি।

প্রিয়। (উপহাসের সহিত) আপনি কি তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হন?

শকু। (রোষ সহকারে) ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; একে আমার এইরূপ দশা ঘটিয়াছে, তাহার উপর আবার তোমরা আমার সঙ্গে উপহাস করিতেছ?

অন। (বাহিরের দিকে নেত্রপাত করিয়া) প্রিয়ংবদে! তাপসগণের এই হরিণ-শিশুটি ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে কি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে; নিশ্চয়ই উহার মাতা অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে; অতএব আমি উহাকে উহার মাতার সহিত মিলাইয়া দিই।

প্রিয়। ঐ হরিণশিশু অত্যন্ত চঞ্চল; তুমি একাকিনী পারিবে না; আমিও তোমার সাহায্য করি। [উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ।

শকু। হলা! ইদো অণ্ণদো ণ বো গন্তুং অণুমণ্ণে জদো অসহাইণীম্হি।

উভে। (সস্মিতম্) পুহবীএ জো স্মরণং সো তুহ সমীবে বট্টদি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তে।

শকু। কধং গদাও এবং পিয়সহীও।

রাজা। সুন্দরি! অলমাবেগেন, নম্বয়মারাধয়িতা জনস্তে সখীভূমৌ বর্ত্ততে।

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতান্,সঞ্চালয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তম্।

অঙ্কে নিধায় চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ,সংবাহয়ামি করভোরু যথাসুখন্তে॥

শকু। ণ মাণণীএসু জনেসু অত্তাণং অবরাহইস্সং।

(ইতি অবস্থাসদৃশমুত্থায় প্রস্থাতুমিচ্ছতি)

রাজা। (অবষ্টভ্য)! সুন্দরি! অপরিনির্ব্বাণো দিবসঃ, ইয়ঞ্চ তে শরীরাবস্থা।

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্।

কথমাতপে গমিষ্যসি পরিবাধাকোমলৈরঙ্গৈঃ।

(ইতি বলান্নিবারয়তি)

শকু। সখি! তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাইবে, এ বিষয়ে আমি কিরূপে অনুমোদন করি? কারণ, আমি একাকিনী—সহায়হীনা।

সখীদ্বয়। (সহাস্যে) ক্ষিতিপাল যখন তোমার নিকট আছেন, তখন আবার সহায়হীনা হইলে কিরূপে? [সখীদ্বয়ের প্রস্থান।

শকু। আমাকে একাকিনী ফেলিয়া সখীরা যে সত্য সত্যই প্রস্থান করিল!

রাজা। সুন্দরি! আবেগে আবশ্যক নাই। তোমার শুশ্রূষার জন্য আমিই তোমার সখীদের স্থানীয় হইলাম। এখন কি করিতে হইবে? হে করভোরু! জলকণাস্পর্শে শীতল, সন্তাপহারী নলিনীদলের তালবৃন্ত দ্বারা কি বীজন করিব? কিংবা তোমার রক্তোৎপল তুল্য লোহিতবর্ণ পদদ্বয় ক্রোড়ে তুলিয়া, যাহাতে [illegible]মার প্রীতিলাভ হয়, তদনুরূপ মর্দ্দন করিব?

শকু। সম্মানার্হ ব্যক্তির নিকট আত্মাকে অপরাধী করিতে বাসনা নাই।

(এই বলিয়া উঠিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ)

রাজা। (অবরোধ করিয়া) সুন্দরি! [illegible]

শকু। মুঞ্চ মুঞ্চ মং ণ কৃখু অত্তণো পহবামি অথবা মহীমেত্তসরণা কি দাণিং এত্থ করিস্সং।

রাজা। ধিগ্‌ব্রীড়িতোঽস্মি।

শকু। ণ কৃখু অহং মহারাঅং ভণামি দেব্বং উবালহামি।

রাজা। অনুকূলকারি দৈবং কথমুপালভ্যতে।

শকু। কধং দাণিং ণ উবালহিস্সং জং মং অত্তণো অণীসং কদুঅ পরগুণেহিং লোহাবেদি।

রাজা। (স্বগতম্)।

অপ্যৌৎসুক্যে মহতি দয়িতপ্রার্থনাসু প্রতীপা,
কাঙ্ক্ষন্ত্যোঽপি ব্যতিকরসুখং কাতরাঃ স্বাঙ্গদানে।
আবাধ্যন্তে ন খলু মদনেনৈব লব্ধান্তরত্বা-
দাবাধন্তে ন খলু মনসিজমপি ক্ষিপ্তকালাঃ কুমার্য্যঃ॥

হয় নাই; তাহার উপর আবার তোমার শরীরের এই অবস্থা; অধিকন্তু নলিনী-দল দ্বারা তোমার স্তনদ্বয় আবৃত; এ দিকে সন্তাপ-জনিত কষ্ট; অঙ্গযষ্টিও সুকোমল; সুতরাং পুষ্পশয্যা ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে এই রৌদ্রে গমন করিবে?

(এই বলিয়া সবলে নিবারণ করিলেন)

শকু। ছাড়ুন,ছাড়ুন, আমাকে ধরিবেন না; আমাতে আমার প্রভুত্ব নাই; একমাত্র সখীরাই আমার রক্ষয়িত্রী; আপনি এরূপ করিলে আমি আর কি করিব?

রাজা। ধিক্! বড়ই লজ্জা পাইলাম।

শকু। আমি মহারাজকে কিছুই বলি নাই, আপনার দৈবকে নিন্দা করিতেছি।

রাজা। দৈব ত তোমার পক্ষে অনুকূল; তবে তাহার নিন্দা কেন?

শকু। নিন্দা করিব না কেন? দৈবই ত আমার ধৈর্য্য লোপ করিয়া আমাকে পরগুণে লুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

রাজা। (আত্মগত) কুমারীরা অত্যন্ত ঔৎসুক্য সত্ত্বেও প্রিয়তমের প্রার্থনার প্রতিকূলাচরণ করে; পরস্পর আলিঙ্গন-সুখের বাসনা থাকিলেও আপনার অঙ্গ- ... [illegible] করিয়া কেবলই যে স্মরশরে পীড়িতা হয়,

শকু। (গচ্ছত্যেব)।

রাজা। ন কথমাত্মনঃ প্রিয়ং করিষ্যে। (উপসৃত্য পটান্তমবলম্বতে)।

শকু। পৌরব! রক্খ রক্খ বিণঅং ইদো তদো ইসিও সঞ্চরন্তি।

রাজা। সুন্দরি! অলং গুরুজনাদ্ভয়েন তে, বিদিতধর্ম্মা অত্রভবান্ কণ্বঃ ন খেদমুপযাস্যতি।

যতঃ—গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যোঽথ মুনিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চানুমোদিতাঃ॥

(দিশোঽবলোক্য) কথং প্রকাশং গতোঽস্মি।

(শকুন্তলাং মুক্ত্বা পুনস্তৈরেব পদৈর্নিবর্ত্ততে)।

শকু। (পদান্তরে প্রতিনিবৃত্য সাঙ্গভঙ্গম্।) পৌরব! অণিচ্ছাপূরঅেবি সম্ভাসণমেত্তপরিচিদো অঅং জণো ণ বিস্সুমরিদব্বো?

তাহাও নহে; তাহারা আবার কাল-বিলম্ব দেখিয়া কামদেবকেও বিলক্ষণ পীড়া দেয়।

শকু। (গমনোদ্যোগ)।

রাজা। নিজের ইষ্টসাধন কেন না করি? (নিকটে যাইয়া শকুন্তলার অঞ্চল ধারণ)।

শকু। পৌরব! কথা রাখুন, কথা রাখুন, আমার বিনয় রক্ষা করুন; তাপসগণ চারিদিকে বেড়াইতেছেন।

রাজা। সুন্দরি! গুরুজন হইতে কোন ভয় নাই। ভগবান্ কণ্ব সমগ্র াচারধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন; এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অনুতাপের কারণ নাই। ারণ, শ্রুত আছি, তাপসকন্যাদিগের মধ্যে অনেকেই গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণীতা ইয়াছেন; পিতৃগণেরও তাহাতে অনুমোদন আছে। (চারিদিক্ দেখিয়া) এ ক, আমি যে প্রকাশ্যস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! (শকুন্তলাকে ছাড়িয়া কিয়দ্দূর গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন)।

শকু। (পদান্তরে গমন ও প্রত্যাগত হইয়া অঙ্গভঙ্গের সহিত) হে পৌরব! াসনা পূর্ণ না করিলেও সম্ভাষণ হেতু পরিচিত এই অভাগিনী শকুন্তলাকে ভুলিবেন না।

রাজা। সুন্দরি!

ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিবাবসানে চ্ছায়েব তরোর্মূলং ন মুঞ্চতি॥

শকু। (স্তোকমন্তরং গত্বা আত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী ইমং সুণিঅ ণ মে চরণা পুরোমুহা পসরন্তি, ভোদু ইমেহিং রক্তকুরুবহিং ওবারিঅসরীরা ভবিঅ পেক্‌খিস্‌সং, দাব সে ভাবাণুবন্ধং। (তথা কৃত্বা স্থিতা)।

রাজা। কথমেবং প্রিয়ে অনুরাগৈকরসং মামুপেক্ষ্য নিরপেক্ষৈব কামং গচ্ছসি?

অনির্দ্দয়োপভোগস্য রূপস্য মৃদুনঃ কথম্।
কঠিনং খলু তে চেতঃ শিরীষস্যেব বন্ধনম্॥

শকু। এদং সুণিঅ ণ মে অত্থি বিহবো গন্তুং।

রাজা। সম্প্রতি প্রিয়াশূন্যে কিমস্মিন্ লতামণ্ডপে করোমি।

রাজা। সুন্দরি! দিবাভাগ শেষ হইলেও যেমন ছায়া বৃক্ষের মূল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি দূরবর্ত্তিনী থাকিলেও আমার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

শকু। (কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া আত্মগত) হায়, ধিক্ ধিক্! এ কথা শুনিয়া আর আমার চরণ এক পদও অগ্রসর হয় না। হউক, এখন এই কুরবক-বৃক্ষের অন্তরালে দেহ আবৃত করিয়া ইঁহার ভাবানুবন্ধ ও অনুরাগ দর্শন করি (সেই ভাবে অবস্থান)।

রাজা। প্রিয়তমে! আমি তোমারই অনুরাগরসে রসিক; আমাকে ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহচিত্তে তুমি নিতান্তই এখান হইতে প্রস্থান করিলে? তোমার হৃদয় কি নির্দ্দয়, আমাকে দুঃখসাগরে ফেলিয়া নিতান্ত প্রস্থান করিলে? প্রিয়তমে! তোমার সহিত আমার গাঢ় আলিঙ্গন ঘটে নাই, তোমার অঙ্গযষ্টিও নিতান্ত কোমল; কিন্তু শিরীষপুষ্পের বন্ধনবৃন্ত যেমন কঠিন, তোমার কোমলচিত্তও সেই প্রকার কঠিন হইল কেন?

শকু। এ কথা শুনিয়া আর আমার প্রস্থান করিবার শক্তি হয় না।

রাজা। এই প্রিয়াবিরহিত লতাবিতানে থাকিয়াই বা আর কি ফল? (সম্মুখ-

(অগ্রতোঽবলোক্য) হন্ত ব্যাহতং মে গমনম্।

মণিবন্ধনতো গলিতমিদং সংক্রান্তোশীরপরিমলং তস্যাঃ।
হৃদয়স্য নিগড়মিব মে মৃণালবলয়ং স্থিতং পুরতঃ॥

(সবহুমানমাদত্তে)।

শকু। (হস্তং বিলোক্য) অম্মো দোব্বল্লসিঢ়িলদাএ পরিব্ভট্টং এদং মিণালবলঅং ণ মএ পরিগ্ণাদং।

রাজা। (মৃণালবলয়মুরসি নিক্ষিপ্য) অহো স্পর্শঃ।

অনেন লীলাভরণেন তে প্রিয়ে, বিহায় কান্তং ভুজমত্র তিষ্ঠতা।
জনঃ সমাশ্বাসিত এষ দুঃখভাগচেতনেনাপি সতা ন তু ত্বয়া॥

শকু। অদো অবরং ণ সমত্থম্হি বিলম্বিদুং; ভোদু, এদেণ এব্ব ববদেসেণ অত্তাণং দংসইস্সং। (ইত্যুপসর্পতি)।

রাজা। (দৃষ্ট্বা সহর্ষম্) অয়ে জীবিতেশ্বরী মে প্রাপ্তা। পরিদেবনানন্তরং প্রসাদেনোপকৃতোঽস্মি খলু দৈবস্য।

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আবার গমনে বাধা উপস্থিত হইল; এই যে শকুন্তলার মণিবন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া মৃণালবলয় সম্মুখে পতিত রহিয়াছে; ইহা উশীরগন্ধে পরিব্যাপ্ত এবং আমার হৃদয়ের নিগড়স্বরূপ। (সম্মানসহকারে বলয় তুলিয়া লইলেন)।

শকু। (নিজ হাত দেখিয়া) অহো! দুর্ব্বলতা হেতু মণিবন্ধ শিথিল হওয়াতে এই মৃণালবলয় স্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে; আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।

রাজা। (বক্ষঃস্থলে মৃণালবলয় রাখিয়া) অহো! কি সুখকর স্পর্শ! প্রিয়তমে! তোমার মনোহর হস্ত হইতে এই বলয় স্খলিত হইয়া এখানে পড়িয়া আছে; এই লীলাভরণ অচেতন বস্তু বটে, কিন্তু এই সন্তপ্ত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করিতেছে; কিন্তু পাষাণময়ি শকুন্তলে! তুমি সুচেতন হইয়াও আমাকে সেরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে না!

শকু। আর বিলম্ব করিতে আমার সামর্থ্য নাই। হউক, এই ছলেই উঁহাকে পুনরায় দর্শন প্রদান করি। (রাজার সম্মুখে গমন)।

রাজা। (সানন্দে দেখিয়া) অহো! আমার জীবিতেশ্বরী পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন; আমার বিলাপান্তে দৈব আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, সেই জন্যই ইঁহাকে

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেঘোজ্‌ঝিতা চাস্য ধারা নিপাতিতা মুখে॥

শকু। (রাজ্ঞঃ সম্মুখে স্থিত্বা) অজ্জ অদ্ধপদে সুমরিঅ এদস্‌স হত্থব্‌ভংসিণো মুণালবঅস্‌স কদে পড়িণিউত্তহ্মি কহিদং মে হিঅএণ তুএ গহিদং ত্তি। তা ণিক্‌খিব এদং মা মং অত্তাণঅং অ নক্ষ মুণিঅণেসু পআ- সইস্‌সসি।

রাজা। একেনাভিসন্ধিনা প্রত্যর্পয়ামি।

শকু। কেন উণ?

রাজা। যদীদমহমেব যথাস্থানং নিবেশয়ামি।

শকু। (আত্মগতম্) আ কা গদী? (প্রকাশং) ভোদু, এদং দাব। (ইত্যুপসর্পতি)।

রাজা। ইতঃ শিলাপট্টৈকদেশং সংশ্রয়াবঃ। (ইত্যুভৌ পরি- ক্রম্যোপবিষ্টৌ)।

(শকুন্তলায়া হস্তমাদায়) অহো স্পর্শঃ!

প্রাপ্ত হইলাম। চাতক তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল প্রার্থনা করিবামাত্র নবীনমেঘ তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে জল প্রদান করিল।

শকু। (রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) আর্য্য! অর্দ্ধপথ গমনান্তে মনে পড়িল, আমার মৃণালবলয় করভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছে; সেই জন্যই ফিরিয়া আসিলাম। আমার হৃদয় বলিতেছে যে, আপনিই সেই বলয় লইয়াছেন; অতএব সত্বর তাহা দিউন, বিলম্ব হইলে ঋষিরা সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিবেন।

রাজা। একটি অভিসন্ধি (নিয়ম) করিলে বলয় দিতে পারি।

শকু। কি অভিসন্ধি?

রাজা। আমি যথাস্থানে সেই বলয় পরাইয়া দিব, ইহাতে সম্মত না হইলে তাহা দিতে পারি না।

শকু। (স্বগত) কি করি, (প্রকাশ্যে) তাহাই হউক, আপনিই পরাইয়া দিউন (রাজার অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী হইলেন)।

রাজা। এস, উভয়ে শিলাতলে বসি। (উভয়ের উপবেশন) (শকুন্তলা হাত ধরিয়া) অহো! কি সুখকর স্পর্শ! শিবরোষাগ্নিতে কন্দর্পতরু ভস্মীভূ

হরকোপাগ্নিদগ্ধস্য দৈবেনামৃতবর্ষিণা।
প্ররোহঃ সম্ভৃতো ভূয়ঃ কিংস্বিৎ কামতরোরয়ম্॥

শকু। (স্পর্শং রূপয়িত্বা) তুবরদু তুবরদু অজ্জউত্তো।

রাজা। (সহর্ষমাত্মগতম্) ইদানীমস্মি বিশ্বস্তঃ যতঃ ভর্ত্তুরাভাষণ-দমেতৎ। (প্রকাশম্) সুন্দরি! নাতিশ্লিষ্টঃ সন্ধিরস্য মৃণালবলয়স্য দি তেঽভিমতং তদন্যথা ঘটয়িষ্যামি।

শকু। (স্মিতং কৃত্বা) জহ দে রোঅদি।

রাজা। (সব্যাজং বিলম্ব্য প্রতিমুচ্য) সুন্দরি! দৃশ্যতাম্।
অয়ং স তে শ্যামলতামনোহরো, বিশেষশোভার্থমিবোজ্ঝিতাম্বরঃ।
মৃণালরূপেণ নবো নিশাকরঃ, করং সমেত্যোভয়কোটিমাশ্রিতঃ॥

শকু। ণ দাব ণং পেক্খামি পবণকম্পিদকণ্ণুপ্পলরেণুণা কলুসীকিদা ম দিট্ঠী।

রাজা। (সস্মিতম্) যদ্যনুমন্যসে তদহমেনাং বদনমারুতেন বিশদাং করিষ্যে।

ইলে দেবতারা কি সুধাবর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহার অঙ্কুরস্বরূপ এই হস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন?

শকু। (স্পর্শসুখ বোধ করিয়া) আর্য্যপুত্র! সত্বর হউন, সত্বর হউন।

রাজা। (সানন্দে স্বগত) এখন আমি বিশ্বাসের পাত্র হইলাম। রমণীরা তির প্রতিই এইরূপ 'আর্য্যপুত্র' সম্বোধন করিয়া থাকে। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! ণালবলয়টি ভাল করিয়া পরাইয়া দেওয়া হয় নাই; যদি তোমার অভিমত হয়, গল করিয়া আঁটিয়া দিই।

শকু। (মৃদুহাস্য করিয়া) আপনার যেমন ইচ্ছা।

রাজা। (ছল পূর্ব্বক বিলম্ব করিয়া) সুন্দরি! দেখ, কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্র গগন-তল ত্যাগ করিয়া শোভাসন্দর্শনার্থ তোমার হস্তে মৃণালবলয়রূপে উপস্থিত হইয়া-ছেন; ইহা শ্যামবর্ণে মনোহর এবং কুণ্ডলাকৃতি ধরিয়া উভয় দিকেই একত্র হইয়াছে।

শকু। আপনার মৃণালরূপ চন্দ্রকে দেখিতেছি না; কিন্তু বায়ুকম্পিত কর্ণোৎপলের রেণু দ্বারা আমার চক্ষু দুটি কলুষিত হইল।

রাজা। (সহাস্যে) তুমি [illegible]

শকু। তদো অণুকম্পিদা ভবেঅং, কিন্তু উণ অহং ণ দে বীস্সামি।

রাজা। মা মৈবং, নবো হি পরিজনঃ সেব্যানাং আদেশাৎ পরং ন বর্ত্ততে।

শকু। অঅং এব্ব পচ্চুবআরো অবিস্সাসজণও।

রাজা। (স্বগতম্) নাহমেবং রমণীয়মাত্মনঃ সেবাবসরং শিথিলয়িষ্যে। (মুখমুন্নময়িতুং প্রবৃত্তঃ)।

শকু। (প্রতিষেধং রূপয়ন্তী বিরমতি)।

রাজা। অয়ি মদিরেক্ষণে! অলমস্মদবিনয়াশঙ্কয়া।

শকু। (কিঞ্চিদ্দৃষ্ট্বা ব্রীড়াবনতমুখী তিষ্ঠতি)।

রাজা। (অঙ্গুলীভ্যাং মুখমুন্নময্য আত্মগতম্)।

চারুণা স্ফুরিতেনায়মপরিক্ষতকোমলঃ।
পিপাসতো মমানুজ্ঞাং দদাতীব প্রিয়াধরঃ॥

শকু। পড়িগ্গাণমন্থরো বিঅ অজ্জউত্তো।।

শকু। তাহাতে উপকৃত হই বটে, কিন্তু আপনাকে সেরূপ বিশ্বাস হয় না।

রাজা। না, সে আশঙ্কা নাই; তোমার এই নূতন সেবক আরাধনাবিষয়ে প্রভুর আজ্ঞার অতিরিক্ত কোন কাজ করিবে না।

শকু। অধিক আদরই অবিশ্বাসের হেতু।

রাজা। (আত্মগত) যখন সেবার এমন সুন্দর অবসর উপস্থিত, তখন সে অবসরকে শিথিল করা উচিত নহে। (এই বলিয়া শকুন্তলার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক বদনমণ্ডল উত্তোলন)।

শকু। (নিবারণ করিতে উদ্যত)।

রাজা। মদিরলোচনে! অবিনয়ে কিছু ভয় নাই।

শকু। (কটাক্ষ করিয়া লজ্জাবনতমুখী)।

রাজা। (অঙ্গুলী দ্বারা শকুন্তলার মুখমণ্ডল তুলিয়া আত্মগত) অহো! প্রিয়তমার সুন্দর অধরে কিছুমাত্র ক্ষত নাই; আমাকে নিতান্ত তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া, এই অধর যেন মনোহরভাবে স্ফুরিত হইয়া আমাকে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আদেশ দিতেছে।

শকু। আর্য্যপুত্র যেন নয়নের নিকটবর্ত্তী কর্ণোৎপলরেণু দেখিতে পাইতে-

রাজা। কর্ণোৎপলসন্নিকর্ষাদীক্ষণস্য সাদৃশ্যমূঢ়োঽস্মি। (মুখমারুতেন চক্ষুঃ সেবতে)।

শকু। ভোদু পইদিত্থদংসণ হ্মি সম্বুত্তা। লজ্জেমি উণ অণুবআরিণী পিঅআরিণো অজ্জউত্তস্স।

রাজা। সুন্দরি! কিমন্যৎ ?

ইদমপ্যুপকৃতিপক্ষে সুরভি মুখন্তে ময়া যদাঘ্রাতম্।
নমু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ॥

শকু। (সস্মিতম্) অসন্তোসেণ কিং করেদি ?

রাজা। ইদম্। (ইতি ব্যবসিতঃ)।

শকু। (বক্ত্রং ঢৌকয়তি)।

(নেপথ্যে) চক্কবাঅবহুএ আমন্তেহি সহচরং ণঃ উবট্‌ঠিদা রঅণী।

শকু। (কর্ণং দত্ত্বা সসম্ভ্রমম্) অজ্জউত্ত এসা ক্‌খু তাদকণ্ণস্স ধম্ম-ধর্ম্মকণীঅসী মম বুত্তন্তোবলম্ভণণিমিত্তং অজ্জা গোদমী আঅচ্ছদি। তা বিড়বন্তরিদো হোহি।

রাজা। কর্ণোৎপলের নিকটবর্ত্তী বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না। (এই বলিয়া মুখবায়ু দ্বারা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শকু। এখন আমার চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; আর্য্যপুত্র আমার উপকার করিলেন; আমি কিন্তু কিছু প্রত্যুপকার করিতে না পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি।

রাজা। সুন্দরি! অন্য আর কি উপকার করিবে? তোমার মনোহর সুগন্ধপূর্ণ মুখপদ্ম যে আঘ্রাণ করিয়াছি, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। কারণ, পদ্মের গন্ধ পাইলেই মধুকরের সন্তোষ জন্মে।

শকু। (মৃদুহাস্য করিয়া) সন্তোষ না জন্মিলেই বা মধুকর কি করিবে?

রাজা। এই প্রকার করিবে। (এই বলিয়া মুখচুম্বনের উদ্‌যোগ)।

শকু। (মুখাচ্ছাদনে চেষ্টা)।

নেপথ্যে। চক্রবাক্‌বধূ! আপনার সহচর চক্রবাকের সহিত সম্ভাষণ কর; ঐ দেখ, রাত্রি সমাগত।

শকু। (শুনিয়া [illegible]) আর্য্যপুত্র। পিতা [illegible]

রাজা। তথা। (ইত্যেকান্তে স্থিতঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী সখ্যৌ চ)

সখ্যৌ। ইদো ইদো আজ্জা গোদমী।

গৌত। (শকুন্তলামবলোক্য) জাদে অচ্চাহিদং সুণিঅ আঅদা এদং শান্তিউদঅং। (দৃষ্ট্বা সমুত্থাপ্য চ) ইধ দেবদাসহায়িণী চিট্‌ঠস্‌স।

শকু। দাণিং এব্ব অণসূআপিঅম্বদাও মালিনীং ওদিণ্ণ ও।

গৌত (শান্ত্যুদকেন শকুন্তলামভ্যুক্ষ্য) জাদে নিরাবাধা মে চিরং জীব অবি দে লহুসন্দাবাইং। অদ্দ ইং (ইতি স্পৃশতি)।

শকু। অস্মে অত্থি বিসেসো।

গৌত। পরিণদো দিঅসো তা এহি উড়অং এব্ব গচ্ছম্ম।

শকু। (কথঞ্চিদুত্থায় স্বগতম্) হিঅঅ পঢ়মং এব্ব সুহোবণদে মণোরহে কালহরণং করেসি সম্পদং অণুভব দাব দুক্খং।

আর্য্য! গৌতমী আমার এই সকল ঘটনা জানিবার জন্য এই দিকে আসিতেছেন। আপনি এই তরুশাখার অন্তরালে অবস্থিতি করুন।

রাজা। তাহাই হউক। (বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান)।

(পাত্র-হস্তে গৌতমীর প্রবেশ)

গৌতমী। বৎসে! তোমার অঙ্গতাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে শুনিয়া আমি এখানে আসিলাম। এই শান্তিজল লও। (শকুন্তলার অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া) এখানে কি কেবল দেবতাসহায়িনী হইয়া আছ?

শকু। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এইমাত্র মলিনীনদীতে গমন করিয়াছে।

গৌতমী। (শকুন্তলার অঙ্গে শান্তিজল সেচন পূর্ব্বক) বৎসে! দীর্ঘজীবন লাভ কর। এখন কি দেহতাপ কিছু কমিয়াছে? (এই বলিয়া শকুন্তলার অঙ্গ স্পর্শ)।

শকু। হাঁ, কিঞ্চিৎ উপশম।

গৌতমী। দিবা শেষ হইয়াছে, এখন চল, পর্ণকুটীরে যাই।

শকু। (কষ্টে উঠিয়া স্বগত) হৃদয়! আনন্দে আসিয়া কাল কাটাইয়াছ, [illegible] ([illegible] [illegible] ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশে)

(পদান্তরে প্রতিনিবৃত্ত্য প্রকাশম্) সন্দাবহারঅ আমন্তএ তুমং পুণোবি পরিভোঅথং। [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

রাজা। (পূর্ব্বস্থানমুপেত্য সনিশ্বাসম্) অহো বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ। তথা হি—

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্।
মুখমংশবিবর্ত্তিপক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ, কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তৎ॥

ক্ব নু খলু সম্প্রতি গচ্ছামি অথবা ইহৈব প্রিয়াপরিভুক্তে লতামণ্ডপে মুহূর্ত্তং তিষ্ঠামি। (সর্ব্বতোঽবলোক্য)

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং,
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্যমানেক্ষণো,
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাদীশোঽস্মি শূন্যাদপি॥

(বিচিন্ত্য) অহো! ধিগসম্যক্‌চেষ্টিতং প্রিয়াং সমাসাদ্য কালহরণং কুর্ব্বতা ময়া। তদিদানীম্—

লতাগৃহ! তুমি আমার সন্তাপহারী, পুনরায় তোমার এখানে উপভোগের জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি। [উভয়ের প্রস্থান।

রাজা। (পূর্ব্বস্থানে আসিয়া নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) কি আশ্চর্য্য! যে বিষয় প্রার্থনা করা যায়, তাহারই সিদ্ধিবিষয়ে নানা বিঘ্ন ঘটে। প্রিয়তমা শকুন্তলার নয়নপদ্ম প্রশস্ত লোমাবলীতে বিমণ্ডিত; তিনি যখন আমাকে চুম্বন করিতে নিষেধ করিলেন এবং অঙ্গুলী দ্বারা মনোহর মুখকমল আবরণ পূর্ব্বক চুম্বনাশঙ্কায় মুখমণ্ডল স্কন্ধের দিকে ফিরাইয়া লইলেন, তখন আমি অতি কষ্টে তাহা তুলিয়া ধরিয়াছিলাম; কিন্তু চুম্বন করিতে পারি নাই। এখন কোথায় যাই? যাহা হউক, প্রিয়তমা কর্ত্তৃক পরিভুক্ত এই লতামণ্ডপে ক্ষণকাল অবস্থান করি। (চারিদিক্ দেখিয়া) এই ত শিলাপট্টের উপর পুষ্পশয্যা বিন্যস্ত রহিয়াছে; প্রিয়তমার অঙ্গ দ্বারা এই শয্যা বিমর্দ্দিত হইয়াছে; এই ত মৃণালাভরণ স্খলিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; এই সকল দেখিয়া প্রিয়াশূন্য এই বেতসকুঞ্জ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিতেছি না। (চিন্তা করিয়া সবিষাদে) সেই প্রিয়তমাকে পাইয়াও বৃথা সময় নষ্ট করিয়া সকল যত্নই বিফল করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ধিক্! পুনরায় যদি সেই

রহঃ প্রত্যাসত্তিং যদি সুবদনা যাস্যতি পুন-
র্ন কালং হাস্যামি প্রকৃতিদুরবাপা হি বিষয়াঃ।
ইতি ক্লিষ্টং বিঘ্নৈর্গণয়তি মে মূঢ়হৃদয়ং,
প্রিয়ায়াঃ প্রত্যক্ষং কিমপি চ তথা কাতরমিব॥

(নেপথ্যে)। ভো ভো রাজন্!
সায়ন্তনে সবনকর্ম্মণি সম্প্রবৃত্তে, বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ।
ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ, সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্॥

রাজা। (আকর্ণ্য সাবষ্টম্ভম্) ভো ভোস্তপস্বিজনাঃ! মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট অয়মহমাগত এব।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

সৌন্দর্য্যময়ী শকুন্তলার সহিত নির্জ্জনে মিলন ঘটে, তবে আর বৃথা সময় নষ্ট করিব না। কারণ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল স্বভাবতঃ দুষ্প্রাপ্য। আমার এই মূর্খ হৃদয় বিঘ্নরাশি দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া এইরূপে প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে; এখন আবার একেবারে ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িল।

নেপথ্যে। মহারাজ! সন্ধ্যাকালীন যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ করিবামাত্র প্রদীপ্ত অগ্নিসমুদ্ভাসিত যজ্ঞভূমির চারিদিকে হবির্গ্রহণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের মেঘবৎ কপিশবর্ণ ছায়া সকল নানাবিধ মূর্ত্তিতে সমন্তাৎ বিচরণ করিতেছে।

রাজা। (শুনিয়া উদ্যমসহকারে) ওহে তাপসগণ! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি উপস্থিত আছি।

[প্রস্থান।

চতুর্থোঽঙ্কঃ।

—:*:—

(ততঃ প্রবিশতি কুসুমাবচয়মভিনয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ)

অন। হলা পিঅম্বদে ! জইবি গন্ধব্বেণ বিবাহবিহিণা ণিব্বুত্তকল্লাণা পিঅসহী সউন্দলা অণুরূবভত্তুভাইণী সংবুত্তা তহ বি মে ণ ণিব্বুদং হিঅঅং।

প্রিয়। কহং বিঅ ?

অন। অজ্জ সো রাএসী ইট্‌টিং পরিসমাবিঅ ইসীহিং বিসজ্জিঅো অত্তণো ণঅরং পবিসিঅ অন্তেউরসমাগমাদো ইদোগদং বুত্তন্তং সুমেরদি ণ বা ত্তি।

প্রিয়। এত্থ দাব বীসদ্ধা হোহি। ণ হি তারিসা আকিদিবিসেসা গুণবিরোহিণো হোন্তি। এত্তিঅং উণ চিন্তঅং তাদো তীত্থজাত্তাদো পড়িণিউত্তো ইদং বুত্তন্তং সুনিঅ ণ আণে কিং পড়িবজ্জিস্‌সদি ত্তি।

অন। জহ মং পুচ্ছসি তহ অভিমদং তাদস্‌স।

(পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

অন। প্রিয়ংবদে! গান্ধর্ব্ববিধানে মঙ্গলবিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যদিও সখী শকুন্তলা অনুরূপ পতি লাভ করিলেন, তথাপি আমার মন স্থির হইতেছে না।

প্রিয়। কেন ?

অন। যজ্ঞসমাপনান্তে তাপসেরা যখন রাজাকে বিদায় দিবেন, তখন তিনি আপনার রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত মিলিত হইলে, আর শকুন্তলাকে স্মরণ করিবেন কি না, তাহা জানি না।

প্রিয়। সখি, এ বিষয়ে তুমি আশ্বস্ত হও,সেরূপ আকৃতি কি কখনও গুণহীন হইতে পারে ? কিন্তু এখন ভাবনার কথা এই যে, পিতা কণ্ব তীর্থযাত্রা হইতে আসিয়া যখন এই সকল ঘটনা শুনিবেন, তখন তিনি কি মনে করিবেন, জানি না।

অন। যে বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, (সন্দেহ করিতেছ), তাহাতে পিতা কণ্বের মত আছে।

প্রিয়। কহং বিঅ ?

অন। অণুরূবস্‌স বরস্‌স হত্থে কণ্ণআ পড়িবাদণিঅজ্জ ত্তি অম্মং দাব পঢ়মো সংকপ্‌পো। তং জই দেব্বং এব্ব সম্পাদেদি ণং অপ্পআসেণ গুরুঅণো।

প্রিয়। এবমেদম্‌।

(পুষ্পভাজনং বিলোক্য) সহি ! অবচিদাইং ক্‌খু বলিকম্মপজ্জত্তাইং কুসুমাইং।

অন। ণং সউন্দলাএ সোহগ্‌গদেবদা অচ্চণীআ।

প্রিয়। জুজ্জদি। (ইতি তদেব কর্ম্মারভেতে)।

(নেপথ্যে)। অয়মহং ভোঃ !

অন। (কর্ণং দত্ত্বা) সহি ! অদিহীণং বিঅ ণিবেদিদং।

প্রিয়। ণং উড়জসণ্ণহিদা সউন্দলা।

অন। অজ্জ উণ অসণ্ণিহিদা হিঅএণ তেন হি ভোদু এত্তিকেহিং কুসুমেহিং পওোজণং।

প্রিয়। কি প্রকারে বুঝিলে ?

অন। অনুরূপ পাত্রের হস্তে কন্যাদানই তাঁহার প্রথম সংকল্প। যদি দৈবই সেই কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তাহা হইলে গুরুজনও কৃতকৃত্য হইলেন।

প্রিয়। এ কথা সত্য। (পুষ্পপাত্র দেখিয়া) সখি, অর্চ্চনার্থ যে সমস্ত কুসুম চয়ন করা হইয়াছে, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে।

অন। শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতাগণেরও অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য; অতএব আরও কুসুম চয়ন করি।

প্রিয়। হাঁ, উচিত বটে। (উভয়ে কুসুমচয়নে প্রবৃত্ত হইল)।

(নেপথ্যে)। এই আমি আসিয়াছি।

অন। (কর্ণপাত করিয়া) সখি! বোধ হয়, কোন অতিথির আগমন হইয়াছে। হয় ত দ্বারদেশে কোন অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রিয়। কেন, শকুন্তলা ত পর্ণকুটীরেই আছেন।

অন। তিনি আছেন সত্য, কিন্তু এখন তাঁহার হৃদয়ে হৃদয় নাই; সুতরাং তাঁহার দ্বারা কোন্‌ কার্য্য হইবার সম্ভব ? আমরা যে ফুল চয়ন করিয়াছি, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে।

(পুনর্নেপথ্যে) আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি ?

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা, তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্‌।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্‌, কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥

উভে। (শ্রুত্বা বিষণ্ণে)।

প্রিয়। হদ্ধী হদ্ধী তং জ্জেব সংবুত্তং জং মএ চিন্তিদং কস্‌সিং বি পূআরিহে অবরদ্ধা সুণ্ণহিঅআ পিঅসহী সউন্দলা।

অন। (পুরোবলোক্য) ণ কখু জস্‌সিং কস্‌সিং বি এসো দুব্বাসা সুলহকোবো মহেসী তহ সবিঅ অবিরলপাদদুব্বরাএ গইএ পড়িণিড়ত্তো।

প্রিয়। কো অণ্ণো হুদবহাদো দহিদুং পহবিস্‌সদি তা গচ্ছ পাএসুং পড়িঅ ণিবত্তেবেহিণং জাব অহং বি অগ্‌ঘোদত্যয়ং উবকাপ্‌পেম্মি।

অন। তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

পুনরায় নেপথ্যে। আঃ! কি আস্পর্দ্ধা! আমি অতিথি আসিলাম, আমাকে তুচ্ছবোধে অবমাননা করিলি? একাগ্রচিত্তে তুই যে ব্যক্তিকে ভাবিতে ভাবিতে অতিথিরূপে সমাগত এই তাপসের সংবর্দ্ধনা করিলি না, সুরাপানে মত্ত ব্যক্তি যেমন প্রথমে যে কথা বলিয়া পুনরায় পরক্ষণে সে কথা ভুলিয়া যায়, আর স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না, তুইও সেইরূপ সেই প্রিয়ব্যক্তিকে যথেচ্ছ স্মরণ করিয়া দিলেও সে ব্যক্তি কোনরূপে তোকে স্মরণপথে আনিতে পারিবে না।

উভয়ে। (শ্রবণান্তে বিষণ্ণভাবে অবস্থান)।

প্রিয়। হায়! ধিক্‌! ধিক্‌! আমি যাহা মনে চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। সেই শূন্যহৃদয়া প্রিয়সখী শকুন্তলা বোধ হয়, কোন সম্মানার্হ লোকের নিকট অপরাধিনী হইলেন।

অন। (পুরোভাগে দর্শন পূর্ব্বক) হায়, এ যে সে লোকের কাছে অপরাধ করা নয়, সহজেই যাঁহার রোষসঞ্চার হয়, সেই মহামুনি দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিয়া দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিতেছেন।

প্রিয়। অগ্নি ভিন্ন আর কাহার দগ্ধ করিতে সামর্থ্য আছে? তুমি শীঘ্র যাইয়া উঁহার পদতলে নিপতিত হও,—ফিরাইয়া লইয়া আইস। আমি উঁহার জন্য অর্ঘ্যজল সজ্জিত করি।

অন। তাহাই ভাল। [অনসূয়ার প্রস্থান।

প্রিয়। (পদান্তরে স্খলিতং রূপয়ন্তী) অম্মো আবেঅক্খলিদাএ গঈএ পরিভট্টং মে অগ্গহত্থাদো পুপ্ফভাঅণং। (ইতি পুষ্পাবচয়ং রূপয়তি)।

(প্রবিশ্য অনসূয়া)

অন। সহি! শরীরী বিঅ কোবো কস্স অণুণঅং ণ গেহ্নদি। কিঞ্চ উণ সো অণুকম্পিদো মএ।

প্রিয়। এদং জ্জেব তস্সিং বহুদরং তা কহেহি কহং তএ পসাদিদো?

অন। জদো ণিউত্তিদুং ণ ইচ্ছদি তদো পাএসু পড়িঅ বিণ্ণবিদো মএ ভঅবং পঢ়মং ত্তি পেক্খিঅ অবিণ্ণাদতবপ্পহাবস্স দুহিদিজণস্স অঅং তুএদা মরিসিদব্বো ত্তি।

প্রিয়। তদো তদো?

অন। তদো তেণ ভণিদং অরিহাদি, কিন্দু অহিণাণাভরণদংসণেণ সাবো ণিবত্তিস্সদি ত্তি মন্তঅন্তো জ্জেব অন্তরিহীদো।

প্রিয়। (ফুল তুলিতে তুলিতে বার বার পদস্খলন) হায়! আবেগভরে গতিস্খলন হওয়াতে আমার করাগ্র হইতে পুষ্পপাত্র পড়িয়া যাইতেছে। (পুনর্ব্বার পুষ্প তুলিতে প্রবৃত্ত)।

(অনসূয়ার প্রবেশ)

অন। সখি, তিনি যেন রোষের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। কাহারও অনুনয়বিনয় গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ করুণা প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রিয়। তাহাই যথেষ্ট; তুমি কি প্রকারে তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিলে, বল।

অন। যখন তিনি কোনরূপেই প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না, তখন তাঁহার পদদ্বয়ে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, 'প্রভু, আমাদিগের প্রিয়সখী বালিকা, আপনার তপোবল তিনি জানেন না; সুতরাং তাঁহার এই প্রথম অপরাধ, আপনার ক্ষমা করা উচিত।'

প্রিয়। তার পর, তার পর?

অন। তার পর তিনি কহিলেন, 'আমার কথা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, কিন্তু কোন অলঙ্কার অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলে এই অভিশাপের মোচন হইবে।' এই বলিতে বলিতেই তিনি অদৃশ্য হইলেন।

প্রিয়। সক্কং দাণিং অসুসসিদুং। অত্থি তেণ রাএসিণা সংপত্থিদেণ অত্তণো নামাঅঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং সুমরণীঅং ত্তি সউন্দলাএ হত্থে সঅং ত্তেব পিণদ্ধং তস্সিং সাহীণোবাঅা ভবিস্সদি।

অন। সহি! এহি দেবকজ্জং দাব নিব্বত্তেহ্ম।

(ইতি পরিক্রামতঃ)

প্রিয়। (অবলোক্য) অণসূএ! পেক্খ দাব বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী ভত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং বি ণ বিভাবেদি কিং উণ আঅন্তুঅং।

অন। হলা! দুবেণং এব্ব ণো মুহে এসো বুত্তন্তো চিট্ঠদু। রক্খিদধ্বা ক্খু পকিদিপেলবা পিঅসহী।

প্রিয়। কো দাণিং উণ্হোদএণ ণোমালিঅং সিঞ্চেদি।

[ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে।

(ততঃ প্রবিশতি সুপ্তোত্থিতঃ কণ্বশিষ্যঃ)

শিষ্যঃ। (স্বগতম্) হোমোপলক্ষণার্থং আদিষ্টোঽস্মি তত্রভবতা

প্রিয়। এখন তবু অনেকটা আশ্বাস পাওয়া গেল। সেই রাজর্ষি যখন গমন করেন, তখন নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি প্রিয়সখী শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন; সেই অঙ্গুরীয়ই স্মরণার্থ থাকিবে।

অন। সখি, আইস, শকুন্তলার উদ্দেশে দৈবকার্য্য সম্পাদন করা যাউক।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

প্রিয়। অনসূয়ে! দেখ দেখ, প্রিয়সখী শকুন্তলা বামকরতলে কপোলন্যাস পূর্ব্বক চিত্রলিখিতের ন্যায় একাগ্রমনে চিন্তানিমগ্ন রহিয়াছেন; সুতরাং যিনি যখন আপনাকে জানিতে সমর্থ হইতেছেন না, তখন আর অতিথিকে জানিতে পারিবেন কি প্রকারে?

অন। সখি, এই ঘটনা আমাদের মনে মনে থাকুক, এই স্বভাবকোমলপ্রকৃতি সখীকে রক্ষা করা আমাদিগের সর্ব্বথা উচিত।

প্রিয়। উষ্ণজল দ্বারা নবমালিকাকে সেচন করিতে কে ইচ্ছা করে?

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

(নিদ্রা হইতে উত্থিত কণ্বশিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য। (আত্মগত) ভগবান্ কণ্ব তীর্থযাত্রা হইতে [illegible]

প্রবাসাৎ প্রতিনিবৃত্তেন কণ্বেন, তৎপ্রকাশং নির্গতস্তাবদবলোকয়ামি কিয়দবশিষ্টং রজন্যা ইতি।

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত প্রভাতপ্রায়া রজনী। তথাহি—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামাবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং,লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥

অপিচ—

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে, দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য, দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি॥

অপিচ—কর্কন্ধুনামুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা,
দার্ভং মুঞ্চত্যুটজপটলং বীতনিদ্রো ময়ূরঃ।
বেদিপ্রান্তাৎ খুরবিলিখিতাদুত্থিতশ্চৈব সদ্যঃ,
পশ্চাদুচ্চৈর্ভবতি হরিণঃ স্বাঙ্গমায়চ্ছমানঃ॥

কালীন হোমবেলার সময় নির্দ্ধারণার্থ আমাকে অনুমতি করিয়াছেন; অতএ রাত্রির কত অংশ অবশিষ্ট আছে, বাহির হইয়া একবার তাহা দেখি। (পরিক্রম ও দর্শন পূর্ব্বক সানন্দে) রাত্রি প্রভাতপ্রায়; কারণ, একদিকে ওষধিনাথ চ অস্তাচলশিখরে যাইতেছেন,অন্যদিকে অরুণ সারথিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আদিত্য দেব সমুদিত হইতেছেন; এই ভাবে যুগপৎ চন্দ্র-সূর্য্যরূপ দুইটি তেজের বিপদ্ ও অভ্যুদয় দ্বারা এই জগতীস্থ জনগণকে যেন সুখদুঃখাত্মক অবস্থাবিশেষে নিয়মি করা হইতেছে। বস্তুতঃ সহজেই বোধ হইতেছে যে,চিরদিন লোকের সমান অবস্থ থাকে না। আর চন্দ্রমা যখন নেত্রপথ হইতে তিরোহিত হইলেন, তখন এ কুমুদিনীর শোভা দর্শনীয় না হইয়া স্মরণীয় হইয়া উঠিল; সুতরাং এখন ম্লা হওয়াতে আর লোচনানন্দকর হইতেছে না; সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝ যাইতেছে যে, প্রিয়জনের বিদেশবাসজনিত দুঃখ মানুষের পক্ষে নিতান্তই অসহ আর এই প্রাতঃসন্ধ্যা পরিপক্ব বদরীফলের উপর পতিত শ্বেতবর্ণ তুষারকে লোহিত বর্ণ করিয়া তুলিতেছে; ময়ূরেরা নিদ্রাবসানে কুশরচিত পর্ণকুটীরের উপরিভাগ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছে এবং মৃগকুল আপন আপন খুরক্ষুণ্ণ বেদিপ্রান্ত হইতে উঠিয়া নিজ নিজ অঙ্গ অগ্র ও পশ্চাদ্দিকে প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইতেছে। যিনি পর্ব্বতরাজ সুমেরুর অথবা [illegible] ব্যক্তির মস্তকে কিরণবিস্তা

অপিচ—পাদন্যাসং ক্ষিতিধরগুরোর্মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা সুমেরোঃ,
ক্রান্তং যেন ক্ষয়িততমসা মধ্যমং ধাম বিষ্ণোঃ।
সোঽয়ং চন্দ্রঃ পততি গগনাদল্পশেষৈর্ময়ূখৈ-
রত্যারূঢ়ির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশনিষ্ঠা॥

(পটীক্ষেপেণ প্রবিশ্য অনসূয়া)

অন। এব্বং ণাম বিসঅপরম্মুহস্স জণস্স এদং ণ বদিঅং তহবি তন রণ্ণা সউন্দলাএ অণজ্জং আচরিদং ত্তি।

শিষ্যঃ। যাবদুপস্থিতাং হোমবেলাং গুরবে নিবেদয়ামি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

অন। (স্বগতম্) ণং পভাদা রঅণী তা সিগ্ঘং সঅণং পরিচ্চআমি হবা লহু লহু উত্থিদাবি কিং করিস্সং, ণ মে উইদেসু পহাদকরণী পসুং খপাআ পসরন্তি, কামো দাণিং সকামো হোদু জেন অসচ্চসন্ধে জণে অসহী সুণ্ণহিঅআ পদং কারিদা।

ও চরণবিন্যাস পূর্ব্বক ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মধ্যমধাম গগনতল আক্রমণ করিয়াছেন, সেই চন্দ্রদেব এখন অল্পাবশিষ্ট রশ্মিমালার সহিত আকাশতল হইতে নিপতিত ইতেছেন। বস্তুতঃ প্রাধান্য থাকিলেও যে ব্যক্তি উন্নত লোকের মস্তকে আরো-হণ করে, তাহার পতন এই প্রকারেই ঘটে।

(পটী আচ্ছাদন পূর্ব্বক অনসূয়ার প্রবেশ)

অন। রাজা এ পর্য্যন্ত প্রিয়সখীর কোন সংবাদ গ্রহণ করিলেন না; বস্তুতঃ নি শকুন্তলার প্রতি যেরূপ গর্হিত আচরণ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সুখে বিমুখ াকের পক্ষে এ প্রকার আচরণ নিতান্তই অসম্ভব।

শিষ্য। এখন হোমের সময় আগত; যাই, গুরুদেবকে নিবেদন করি।

[প্রস্থান।

অন। (আত্মগত) যামিনী প্রভাত হইল, এখন সত্বর শয্যাত্যাগ করিয়া ঠি। কিংবা এত শীঘ্র উঠিয়াই বা কি করিব? প্রভাতকালীন কর্ত্তব্যক্রিয়া ম্পাদনান্তে আমার হস্ত-পদ অগ্রসর হইতেছে না। কাম এখন সকাম (চরি-তার্থ) হউন। কারণ, এই অসত্যপ্রতিজ্ঞ লোকের উপর অনুরাগপূর্ণ মতি তিনিই ন্মাইয়া দিয়াছেন। (স্মরণ পূর্ব্বক) কিংবা সেই রাজর্ষিরই বা কি দোষ?

(স্মৃত্বা) অথবা ণ তস্‌স রাএসিণো দুব্বাসাসাবো ক্‌খু এসো বিঅ্যারে দি। অণ্ণহা কহং সো রাএসী তারিসাণি মন্তিঅ এত্তিঅস্‌স কালস্‌স বাত্তা-মাত্তং বি ণ বিসজ্জেদি। (বিচিন্ত্য) তা ইদো অহিণ্ণাণং অঙ্গুলীঅঅং সে বিসজ্জেম। অহবা দুক্‌খসীলে তবস্‌সিজণে অব্‌ভথাঅদু। ণং সহীগামী দোসোত্তি বা ববসিদা বি ণ পারেমি গবাসপড়িণিউত্তস্‌স তাদকস্‌সবস্‌স দুস্‌সন্তপরিণীদং আবণ্ণসত্তং সউন্দলং ণিবেদিদুং ; তা এত্থ দাণিং কিং ণু ক্‌খু অহ্মেহিং করণিজ্‌জং।

(প্রবিশ্য প্রিয়ংবদা)

প্রিয়। (সহর্ষম্‌) অণসূএ! তুবর তুবর সউন্দলাএ পত্থাণকোদুঅং ণিব্‌বত্তিদুং।

অন। (সবিস্ময়ম্‌) সহি! কহং বিঅ ?

প্রিয়। সুণাহি দাণিং সুহসইদপুচ্ছিআ সউন্দলাসআসং গদ ম্হি।

মহাতপা দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতই এই বিষয়ে বলবান্‌; নতুবা সেই রাজর্ষি নির্জ্জনে সেরূপ পরামর্শ করিয়া এত দিনের মধ্যে কোন সংবাদই পাঠাইলেন না কেন ? (চিন্তা করিয়া) এ কার্য্যে গমনের জন্য কাহার নিকটেই বা প্রার্থনা করি। তপঃক্লেশসহিষ্ণু তাপস ব্যতীত এ কার্য্যে যাওয়া আর কাহারও সাধ্য নহে। যদি সখী অভিজ্ঞান লইয়া না যায়, তবে আমরা অপরাধিনী হইব ; আর কাহাকেও অভিজ্ঞান লইয়া যাইতে বলিতে পারি না। পিতা কণ্ব ক্ষণমাত্র প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন তাঁহার নিকট কি প্রকারে বলিব যে, 'দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং শকুন্তলার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে'? তবে এখন এ বিষয়ে কি করি ?

(প্রিয়ংবদার প্রবেশ)

প্রিয়। অনসূয়ে! শকুন্তলার পতিগৃহে যাইবার কৌতুহল সম্পাদন করিতে হইবে। সত্বর হও, সত্বর হও।

অন। (বিস্ময়ের সহিত) সখি, তাহা কি ঘটিয়াছে ?

প্রিয়। সখি, অবধান কর। 'তোমার সুখে নিদ্রা হইয়াছিল কি?' কথা জিজ্ঞাসা করিতে শকুন্তলার নিকট গিয়াছিলাম।

অন। তদো তদো ?

প্রিয়। তদো ণং লজ্জাবণদমুহিং পরিস্সজ্জিঅ সঅং তাদকণ্ণেণ এব্বং অহিণন্দিদং বচ্ছে দিট্‌ঠিআ ধূমাউলিদদিট্‌ঠিণো বি জজমাণস্স পাঅএ এব্ব মুহে আহুদী পড়িদা। সুসিস্সপরিদিণ্ণা বিঅ বিজ্জা অসোঅণিজ্জা মে সংবুত্তা। অ জ্জ এব্ব তুমং ইসিপড়িরক্‌খিদং করিঅ ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমি ত্তি।

অন। সহি কেণ উণ উচক্‌খিদো তাদকণ্ণস্স অঅং বুত্তন্তো ?

প্রিয়। অগ্‌গিসরণং পরিট্‌ঠস্স কিল শরীরং বিণা ছন্দোমঈএ বাণিআএ।

অন। (সবিস্ময়ম্) কহং বিঅ ?

প্রিয়। সুণাহি। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

দুষ্মন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥

অন। তার পর ? তার পর ?

প্রিয়। শকুন্তলা লজ্জায় মুখ নত করিলে, পিতা কণ্ব তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া নিজে অভিনন্দন পূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎসে! ধূমাকুলচক্ষু যজমানের সৌভাগ্যবশেই যেমন অগ্নির উপর আহুতি পতিত হয়, তুমিও সেই প্রকার সৌভাগ্যবশে উপযুক্ত পাত্রেই পড়িয়াছ ; সৎশিষ্যে সুবিদ্যা পতিত হইলে যেমন শোচনীয়া হয় না, তুমিও সেইরূপ আমার শোচনীয়া হও নাই, বরং আনন্দের কারণ হইয়াছ। অদ্য তোমাকে শিষ্যদিগের সহিত পতিসমীপে পাঠাইয়া দিব।'

অন। পিতা কণ্বের নিকট এ ঘটনা কে জানাইল ?

প্রিয়। শুনিলাম, পিত, কণ্ব যখন অগ্নিশরণগৃহে প্রবিষ্ট হন, তখন আকাশবাণী সংস্কৃতবাক্যে তাঁহাকে ইহা জানাইয়াছে।

অন। (সবিস্ময়ে) কি প্রকারে ?

প্রিয়। শ্রবণ কর। (সংস্কৃতবাক্যে)

ধরার মঙ্গল হেতু শ্রীদুষ্মন্ত রায়।
করেছেন বীর্য্যাধান তব তনয়ায় ॥
শমীবৃক্ষ নিজগর্ভে অগ্নি যথা ধরে।
জানিবে ব্রহ্মন্ তথা তব তনয়ারে ॥

অন। (প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য) সহি! পিঅং মে পিঅং। কিন্দু অজ্জ এব্ব সউন্দলা ণীঅদি ত্তি উক্কণ্ঠাসাহারণং পরিতোসং অণুহোমি।

প্রিয়। সহি! অম্হে কহং বি উক্কণ্ঠাং বিণোদইস্সামো সা দাণিং তবস্সিণী নিব্বুদা হোদু।

অন। তেণ হি এদস্সিং চূদসাহাবলম্বিদে ণারিএরসমুগ্গএ এদ-ণ্ণিমিত্তং এব্ব মএ কালন্তরক্খমা কেশরগুণ্ডা নিক্খিত্তা চিট্ঠদি, তা ইমং ণলিণীবত্তসঙ্গদং করেহি। জাব সে অহং বি গোরোঅণং তিত্থমিত্তিঅং দুব্বাকিসলআইং মঙ্গলসমালম্ভণাণি বিরএমি।

প্রিয়। (তথা করোতি) [অনসূয়া নিষ্ক্রান্তা।

(নেপথ্যে।) গৌতমি! আদিশ্যন্তাং শাঙ্গ´রবশারদ্বতমিশ্রাঃ শকু-ন্তলাং নেতুং সজ্জীভবন্তু ইতি।

প্রিয়। অনসূএ! তুবর তুবর এদে কুখু হত্থিণাউরগামিণো ইসীও সদ্দাবীঅন্তি।

অন। (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি, এ সন্তোষের কথা সত্য; কিন্তু আজই যে প্রিয়সখীকে প্রেরণ করা হইতেছে, ইহাতে আমি সন্তোষের সহিত উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি।

প্রিয়। সখি, আমরা যে কোন প্রকারে উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারিব; কিন্তু দুঃখিনী প্রিয়সখী এখন সুখভাগিনী হউন।

অন। তবে এই যে নারিকেল-পাত্রটি আম্রশাখায় বিলম্বিত রহিয়াছে, উহার মধ্যে আমি নাগকেশর-চূর্ণ রাখিয়া দিয়াছি; তুমি ঐগুলি নলিনীপত্রের মধ্যে রাখ; আমি ততক্ষণ গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, দূর্ব্বাঙ্কুর প্রভৃতি মাঙ্গল্যবস্তুতে গাত্রানুলেপন প্রস্তুত করি।

প্রিয়। (তদনুরূপকরণ)।

[অনসূয়ার প্রস্থান।

নেপথ্যে। গৌতমি! শার্ঙ্গরব, শারদ্বত প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যদিগকে অনুমতি জানাও যে, তোমরা শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।

প্রিয়। অনসূয়ে! সত্বর হও, সত্বর হও; হস্তিনাপুরে যে সকল ঋষিরা যাই-বেন, তাঁহারাই এই কথা বলিতেছেন।

(সমালম্ভনহস্তা অনসূয়া প্রবিশতি)

অন। সহি এহি গচ্ছম্ম। (ইতি পরিক্রমতঃ)।

প্রিয়। (বিলোক্য) এসা সুজ্জোদএ কিদমজ্জণা পড়িচ্ছিদণীবার-হত্থাহিং সোত্থিবাঅণকাহিং তাবসীহিং অহিণন্দিঅমাণা চিট্ঠদি সউন্দলা। তা উবসপ্পম্হ ণং। (ইত্যুভে তথা কুরুতঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টব্যাপারা সপরিবারা শকুন্তলা)

শকু। ভঅবদীও বন্দামি।

গৌত। জাদে ভত্তুণো বহুমাণসূহহেতুঅং দেবীইসদ্দং অহিগচ্ছ।

দ্বিতীয়া। বীরপ্পসবিণী হোহি।

তৃতীয়া। বচ্ছে! ভত্তুণো বহুমদা হোহি।

[ইত্যাশিষো দত্ত্বা গৌতমীবর্জ্জং সর্ব্বা নিষ্ক্রান্তাঃ।

সখ্যৌ। (উপগম্য) মুহমজ্জনং দে হোদু।

শকু। সাঅদং পিঅসহীণং ইদো ণিসীদহ।

সখ্যৌ। (উপবিশ্য) হলা সজ্জা হোহি জাব দে মঙ্গলসমালম্ভণং বিরএম।

(পেষিত গোরোচনা প্রভৃতি লইয়া অনসূয়ার প্রবেশ)

অন। সখি, এস, আমরা যাই। (পরিক্রমণ)।

প্রিয়। (চারিদিক্ দেখিয়া) শকুন্তলা অরুণোদয়সময়ে স্নানান্তে বসিয়া আছেন; তাপসীরা তৃণ, ধান্য, তণ্ডুল, স্বস্তিবাচনদ্রব্য লইয়া তাঁহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিতেছেন; অতএব চল, আমরাও তথায় যাই।

(পরিজনগণের সহিত যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্তা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকু। ভগবতীকে নমস্কার করি। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)।

গৌতমী। বৎসে! পতির বহুমানসূচক দেবীশব্দ প্রাপ্ত হও।

দ্বিতীয়া। তুমি বীরপ্রসবিনী হও।

তৃতীয়া। বৎসে! পতির নিকট বহুমান লাভ কর।

[আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক গৌতমী ভিন্ন অন্যান্য তাপসীর প্রস্থান।

সখীদ্বয়। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) তোমার মঙ্গলস্নান হইয়াছে?

শকু। প্রিয়সখীদিগের মঙ্গল ত? এইখানে উপবিষ্ট হও।

সখীদ্বয়। (উপবিষ্ট হইয়া) সখি! সরলভাবে উপবিষ্ট হও, আমরা তোমার অঙ্গে মাঙ্গল্য অনুলেপন প্রদান করি।

শকু। উইদং পি এদং অবব বহুমণিদঞ্জং জদো তুল্লহং দাব পুণো মে পিঅসহীমণ্ডণং ভবিস্সদি। (ইতি বাষ্পং বিসৃজতি)।

সখ্যৌ! সহি! ণ জুত্তং মঙ্গলকালে রোদিদুং। (ইত্যশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধয়তঃ)।

প্রিয়। সহি! আহরণোইদং দে রূবং অস্সমসুলহেহিং পসাদণেহিং বিপ্পআরীঅদি।

(প্রবিশ্য আভরণহস্তো ঋষিকুমারঃ)

ঋষিকুমারঃ। ইদমলঙ্কারজাতমলঙ্ক্রিয়তামায়ুষ্মতী।

(সর্ব্বা বিলোক্য বিস্মিতাঃ)

গৌত। বচ্ছ হারীদ! কুদো ইদং আসাদিদং?

হারী। তাতকণ্ব-প্রভাবাৎ।

গৌত। কিং মাণসী সিদ্ধী?

হারী। ন খলু। শ্রূয়তাম্ তত্রভবতা কণ্বেন বয়মাজ্ঞপ্তাঃ শকুন্তলা-হেতোর্বনস্পতিভ্যঃ কুসুমান্যাহরতেতি।

শকু। ইহা কর্ত্তব্য, আদরের কার্য্যও বটে। কারণ, পুনরায় যে প্রিয়সখীরা আমার অঙ্গভূষণ করিয়া দিবে, তাহা আমার ভাগ্যে দুর্লভ। (অশ্রুত্যাগ)।

সখীদ্বয়। সখি, এরূপ মঙ্গলকার্য্যের সময় তোমার অশ্রুপাত করা অকর্ত্তব্য। (উভয়ের অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে বেশভূষাকরণ)।

প্রিয়। সখি, তোমার এই সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের উপযুক্ত বটে; কিন্তু তপোবনসুলভ এই অলঙ্কার দ্বারা কেবল বিকৃতি-সম্পাদন হইতেছে অর্থাৎ তোমার রূপ যে প্রকার অতুলনীয়, তাহাতে এ অলঙ্কার উহার উপযুক্ত নহে।

(অলঙ্কার-হস্তে মুনিকুমার হারীতের প্রবেশ)

হারীত। আয়ুষ্মতি! আপনি এই সকল বিভূষণ ধারণ করুন।

গৌতমী। (অলঙ্কার দেখিয়া সবিস্ময়ে) বৎস হারীত! এ সকল অলঙ্কার কোথায় পাইলে?

হারীত। পিতা কণ্বের প্রভাববলে ইহা প্রাপ্ত।

গৌতমী। পরমসিদ্ধ তাপসপ্রবরের মন হইতে কি ইহার উৎপত্তি হইয়াছে?

হারীত। না, শ্রবণ করুন। ভগবান্ কণ্ব আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা দিলেন

তত ইদানীম্—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং,
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্ব্বভাগোত্থিতৈ-
র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

প্রিয়। (শকুন্তলাং বিলোক্য) হলা কোডরসম্ভবাবি মহুঅরী পোক্খরমহু জ্জেব অহিলসদি।

গৌত। জাদে ইমাএ অব্ভুববত্তীএ সূইদা দে ভত্তুণো গেহে অণু-হোদব্বা রাঅলচ্ছি ত্তি।

শকু। (লজ্জাং নাটয়তি)।

হারী। যাবদিমাং বনস্পতিসেবামভিষেকার্থং মালিনীমবতীর্ণায় তত্র-ভবতে কণ্বায় নিবেদয়ামি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

অন। সহি! অণুবহুত্তভূসণো অঅং জণো। কহং তুমং অলঙ্করেদি?

য়, শকুন্তলার জন্য বৃক্ষসমূহের নিকট হইতে পুষ্প প্রভৃতি সংগ্রহ কর। তাহার র কোন বৃক্ষ চন্দ্রতুল্য পাণ্ডুবর্ণ, মাঙ্গল্যকার্য্যে প্রশস্ত পট্টবস্ত্রাদি সমর্পণ করিল; কান বৃক্ষ বা চরণরঞ্জনোপযোগী আল্‌তা উদ্গিরণ করিল; এতদ্ভিন্ন বনদেবতারা মপরাপর বৃক্ষ হইতে পল্লবের ন্যায় কান্তিমান্ মণিবন্ধ উত্তোলন পূর্ব্বক কতকগুলি ক্ষ হইতে এই সমস্ত অলঙ্কার প্রদান করিলেন।

প্রিয়। (শকুন্তলার দিকে চাহিয়া) প্রিয়সখি, কোটরজাতা মধুকরী পদ্মমধুরই চ্ছা করে।

গৌতমী। বৎসে! বনদেবতাগণের এই প্রকার অনুগ্রহ দর্শনে বোধ হইতেছে, মি পতিগৃহে যাইয়া রাজশ্রী সম্ভোগ করিবে।

শকু। (লজ্জা প্রকাশ)।

হারীত। পূজনীয় মহর্ষি কণ্ব মালিনী নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আমি াহার নিকট গমন পূর্ব্বক বৃক্ষদিগের কৃত এই উপকারের কথা নিবেদন করি।

[হারীতের প্রস্থান।

অন। সখি; আমি ত কখনও অলঙ্কার দর্শন করি নাই; কি প্রকারে তোমার

(চিন্তয়িত্বা বিলোক্য চ) চিত্তপরিঅএণ দাণিং দে অঙ্গেসু আহরণ-বিণিওঅং করেম্ম।

শকু। জানামি বো ণেউণং।

সখ্যৌ। (নাট্যেনালঙ্কুরুতঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কণ্বঃ)

কণ্বঃ। (বিচিন্ত্য)

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া,
অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ,
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

(ইতি পরিক্রামতি)

সখ্যৌ। হলা সউন্দলে! অবসিদমণ্ডণা সি। সম্পদং পরিহেহি খোমজুঅলং।

শকু। (উত্থায় নাট্যেন পরিধত্তে)।

অঙ্গে ইহা পরাইয়া দিব? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শকুন্তলার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া) তবে এখন মনে মনে একরূপ ঠিক করিয়া তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই সকল বিভূষণ পরাই।

শকু। তোমাদের নিপুণতা আমি বিলক্ষণ জানি।

সখীদ্বয়। (দুইজনে শকুন্তলার অঙ্গে অলঙ্কার সন্নিবেশ করিলেন)।

(স্নানান্তে কণ্বের প্রবেশ)

কণ্ব। (চিন্তা করিয়া) অদ্য শকুন্তলা স্বামিগৃহে যাইবে, এই জন্য আমার অন্তরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে; অন্তর্গত বাষ্পভরে আমার বাক্‌রোধও হইতেছে, চক্ষুদুটি চিন্তায় জড়ীভূত হইয়া আসিতেছে। আমি বনবাসী ঋষি, স্নেহহেতু আমারই যখন এ প্রকার বিকলতা জন্মিল, তখন গৃহীদিগের নূতন কন্যাবিরহে কত যে কষ্ট হয়, জানি না।

সখীদ্বয়। সখি, তোমার অলঙ্কার-সন্নিবেশ সমাপ্ত হইল; এখন পট্টবস্ত্রদ্বয় পরিধান কর।

শকু। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরিধান)।

গৌত । জাদে এসো দে আণন্দপ্পরিবাহিণা লোঅণেণ পরিস্সস-জন্তো বিঅ গুরু উবট্‌ঠিদো, তা সমুদাআরং পরিবজ্জস্স।

শকু। (সব্রীড়ং বন্দনাং করোতি)।

কণ্বঃ। বৎসে!

যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
পুত্রং ত্বমপি সম্রাজং সেব পূরুমবাপ্নুহি ॥

গৌত। জাদো বরো ক্খু এসো ণ আসিসা।

কণ্বঃ। বৎসে! সদ্যোহুতানগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকুরুষ্ব।

(সর্ব্বে তথা কারয়িতুং পরিক্রামন্তি)

কণ্বঃ। বৎসে!

অমী বেদিং পরিতঃ ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যাঃ সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈর্বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥

শকু। (প্রদক্ষিণং করোতি)।

গৌতমী। বৎসে! তোমার গুরু উপস্থিত হইয়াছেন; ইহাঁর নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে; ইনি যেন সেইরূপ নয়ন দ্বারাই তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন; অতএব যথাযোগ্য আদর সহকারে ইঁহাকে অভিবাদন কর।

শকু। (লজ্জার সহিত অভিবাদন)।

কণ্ব। বৎসে! শর্ম্মিষ্ঠা যেমন রাজা যযাতির আদরিণী ছিলেন, তুমিও নিজ পতির নিকট সেইরূপ আদরণীয়া হও এবং পূরুর ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তিলক্ষণ-সম্পন্ন একটি পুত্র লাভ কর।

গৌতমী। বৎসে! এটি অশীর্ব্বাদ নয়, ইহা বর।

কণ্ব। বৎসে! অগ্নিতে এইমাত্র আহুতি দেওয়া হইয়াছে, তুমি এই দিক্ দিয়া অনলদেবকে প্রদক্ষিণ কর। (সকলের পরিক্রমণ)

গৌতমী। বৎসে! যে সমস্ত অগ্নি বেদির পুরোভাগে ও পার্শ্বে যথাযথ স্থলে রক্ষিত আছেন এবং যে অগ্নি কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করিতেছেন, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি দেবোদ্দেশে আহুত বস্তুতে গন্ধ দ্বারা পাপ দূর করিয়া তোমাকে পবিত্র করুন।

শকু। (বহ্নি প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন)।

কণ্বঃ। বৎসে! প্রতিষ্ঠস্বেদানীম্।

(সদৃষ্টিক্ষেপম্) ক নু তে শার্ঙ্গরবশারদ্বতমিশ্রাঃ।

(প্রবিশ্য শিষ্যৌ)

শিষ্যৌ। ভগবন্নিমৌ স্বঃ।

কণ্বঃ। বৎসৌ! ভগিন্যাঃ পন্থানমাদেশয়তম্।

শিষ্যৌ। ইত ইতো ভবতী।

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)

কণ্বঃ। ভো ভোঃ সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ!

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা,
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ,
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

আকাশে। রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কমরীচিতাপঃ।

কণ্ব। বৎসে! এখন যাও। (অন্যদিকে নেত্রপাত করিয়া) শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত কোথায়?

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

শিষ্যদ্বয়। এই আমরা উপস্থিত হইয়াছি।

কণ্ব। বৎসদ্বয়! তোমরা ভগিনীর পথপ্রদর্শনার্থ সঙ্গে যাও।

শিষ্যদ্বয়। আপনি এই দিকে আগমন করুন। (এই বলিয়া সকলে পরিক্রমণ)।

কণ্ব। হে বনদেবতাগণ ও আশ্রমস্থিত বৃক্ষ-সকল! তোমাদিগের সলিলসে[চন] না করিয়া যে শকুন্তলা অগ্রে জল পান করিতে অভিলাষ করিত না, অলঙ্কার ভাল বাসিলেও স্নেহবশে যে শকুন্তলা তোমাদের একটিমাত্র পল্লব ছেদন করিত না এব[ং] তোমাদের কুসুম ফুটিলে যাহার আনন্দ জন্মিত, সেই শকুন্তলা আজি স্বামিগৃহে গমন করিতেছে; অতএব তোমরা সকলে এ বিষয়ে আদেশ দাও।

(এই সময়ে গগনমার্গে [শব্দ] হইল)

"এই শকুন্তলার গমনপথ [কমলি]নীদলে হরিদ্বর্ণ হউক, সরোবর সকল দ্বারা

ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ,
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।

সর্ব্বে। (সবিস্ময়মাকর্ণয়ন্তি)।

শার্ঙ্গ। (কোকিলশব্দং সূচয়িত্বা) ভগবন্!

অনুমতগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতকলং যতঃ প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম্॥

গৌত। জাদে ণাদিঅণসিণিদ্ধাহিং অণুণ্ণাদগমণা সি তবোবনদেঅ-দাহিং। পণম ভঅবদীণং।

শকু। (সপ্রণামং পরিক্রম্য জনান্তিকম্) হলা পিঅম্বদে! ণং অজ্জ-উত্তদংসণুসুস্সুআএ বি অসসমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খেণ মে চলণা পুরো-মুহা ণিবড়ন্তি।

প্রিয়। ণ কেবলং তুম এব্ব তবোবণবিরহকাদরা তুএ উবট্ঠিদবি-ওঅস্‌স তপোবনস্‌স বি অবত্থং পেক্খ দাব।

রমণীয় হউক, ছায়াপ্রধান তরুরাজি দ্বারা সূর্য্যকিরণজাল প্রশমিত হউক, বায়ু-চালিত পদ্মপরাগ সকল রেণুযুক্ত হউক এবং বায়ু অনুকূল ও মন্দমন্দগামী হইয়া মঙ্গলপ্রদ হউক।”

(সকলে বিস্মিত হইয়া সেই দিকে কর্ণপাত করিলেন)।

শার্ঙ্গ। (কোকিলকূজন শুনিয়া) ভগবন্! এই কাননবাসবান্ধব বৃক্ষেরা শকুন্তলার গমনে অনুমোদন করিতেছে। কারণ, কোকিলকূজনের ছলে উহারা আপনাদিগের কথার উত্তর দিতেছে।

গৌতমী। বৎসে! পিতৃগণের ন্যায় স্নেহশীল বনদেবতারা তোমার গমনে আদেশ প্রদান করিলেন; সুতরাং তুমি ভগবতী বনদেবীগণকে অভিবাদন কর।

শকু। (প্রণামান্তে অন্যের অশ্রুতভাবে) প্রিয়ংবদে! আমি আর্য্যপুত্রকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি সত্য, কিন্তু তপোবন ত্যাগ করিতে আমার পদদ্বয় কোনরূপেই অগ্রসর হইতেছে না।

প্রিয়। সখি, কেবল যে তুমি আশ্রমবিরহে ব্যাকুল হইয়াছ, তাহা মনে করিও না; তোমার বিরহে আশ্রমের অবস্থাও দেখ। এই মৃগীসকল কুশগ্রাস উদ্গিরণ করিয়া ফেলিতেছে, ময়ূরীরা আর পূর্ব্বের ন্যায় সানন্দে নৃত্য করি-

উগ্‌গলিঅব্‌ভকঅলা ইমিআ পরিচ্চত্তণআণা মোরআ।
ওসরিঅপাণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও॥

শকু। (স্মৃত্বা) তাদ লদাভইণিঅং দাব মাহবীং আমন্তইস্‌সং।

কণ্বঃ। বৎসে! অবৈমি তে তস্যাং সৌহার্দ্দং,ইয়ং সা দক্ষিণে পশ্য।

শকু। (উপেত্য লতামালিঙ্গ্য) লদাভইণি পচ্চালিঙ্গস্‌স মং সাহা-বাহূহিং। অজ্জপ্‌পহুদি দূরপরিবট্টিণী ক্‌খু দে ভবিস্‌সং। তাদ অহং বিঅ তুএ চিন্তণীআ।

কণ্বঃ। সঙ্কল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে
ভর্ত্তারমাত্মসদৃশং স্বগুণৈর্গতাসি।
অস্যাস্তু সম্প্রতি বরং ত্বয়ি বীতচিন্তঃ,
কান্তং সমীপসহকারমিমং করিষ্যে॥
তদিতঃ পন্থানং প্রতিপদ্যস্ব।

শকু। (সখ্যাবুপেত্য) হলা এসা দুবেণং বো হত্থে ণিক্‌খেবো।

তেছে না এবং লতিকাগুলি পরিণত-পত্রপাতনচ্ছলে যেন তোমার বিরহে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে।

শকু। (স্মরণ পূর্ব্বক) পিতঃ! আমার লতাভগিনী মাধবীর সঙ্গে সম্ভাষণ করিব।

কণ্ব। বৎসে! তাহার উপর তোমার যে অপরিসীম সৌহার্দ্দভাব আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; আর ঐ দেখ, মাধবী লতা তোমার দক্ষিণপার্শ্বেই আছে।

শকু। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক) লতিকা-ভগিনি! তোমার শাখাবাহু দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর, অদ্য আমি তোমার নিকট হইতে অধিক দূরবর্ত্তিনী হইতে চলিলাম। (কণ্বের দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক) তাত! আপনি আমাকে যেমন স্নেহের চক্ষে দেখেন, ইহাদিগের প্রতিও সেইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিবেন।

কণ্ব। বৎসে! আমি অনুরূপ পাত্রে বিবাহ দিতে প্রথমেই সংকল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি নিজগুণে আত্ম-সদৃশ পতি প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি তোমার ইচ্ছানুসারে এই মনোরম সহকারের সহিত মাধবী লতার বিবাহ দিব।

শকু। (সখীদের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) তোমাদের উভয়ের হস্তে এই মাধবী লতাকে প্রদান করিলাম।

সখ্যৌ। অঅং জণো দাণিং কস্স হত্থে সমপ্পিদো ? (ইতি বাষ্প বিসৃজতঃ)।

কণ্বঃ। অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! অলং রুদিতেন, নন্ন ভবতীভ্যামেব শকুন্তলা স্থিরীকর্ত্তব্যা।

(ইতি সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)

শকু। (বিলোক্য) তাদ এসা উড়অপজ্জন্তচারিণী গব্ভভারমন্থরা মিঅবহূ জদা সুহপ্পসবা ভবিস্সদি তদা মে কং বি পিঅণিবেদইত্তঅং বিসজ্জইস্সসি মা এদং বিস্সুমরিস্সসি।

কণ্বঃ। বৎসে! নেদং বিস্মরিষ্যামি।

শকু। (গতিভেদং রূপয়িত্বা) অম্মো কো ণু ক্খু এসো পদকন্তো বিঅ পুণো পুণো বসণন্তে সজ্জই। (ইতি পরাবৃত্যাবলোকয়তি)।

কণ্বঃ। বৎসে! যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি,
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

সখীদ্বয়। আমাদের দুই জনকে কাহার নিকট রাখিয়া চলিলে ?
(অশ্রুবিসর্জ্জন)।

কণ্ব। অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! এ সময় তোমরা ক্রন্দন করিও না, এখন শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করা উচিত (এই বলিয়া পরিক্রমণ)।

শকু। (দেখিয়া) পিতঃ! এই পর্ণকুটীরের পার্শ্বে গর্ভভারমন্থরা যে হরিণীটি বিচরণ করে, নির্ব্বিঘ্নে ঐটি প্রসব করিলে, কোন বার্ত্তাবহ দ্বারা আমাকে সংবাদ দিবেন; এ কথা যেন বিস্মৃত হইবেন না।

কণ্ব। বৎসে! আমি কদাচ ভুলিব না।

শকু। (ভঙ্গীর সহিত) অহো! এটি কে ? আমার পদদ্বয় আক্রমণ করিয়া বার বার বস্ত্রের প্রান্তে সংলগ্ন হইতেছে ? (মুখ ফিরাইয়া দর্শন)

কণ্ব। বৎসে! কুশাঙ্কুর দ্বারা যাহার মুখ বিদ্ধ হইলে তুমি ব্রণহারক ইঙ্গুদী-তৈল তাহার মুখে দিতে এবং যাহাকে শ্যামাকধান্যের তণ্ডুলকণা দিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছ, এই সেই তোমার কৃতকপুত্র হরিণশিশুটি তোমার চরণরোধ করিতেছে।

শকু। বচ্ছ কিং সহবাসপরিচ্চাইণিং অণুবন্ধেসি ণং। অচিরপ্পসূদাএ জণণীএ বিণা জধা মএ বড্‌ঢিদোসি তহা দাণিং বি মএ বিরহিদং তাদো তুমং চিন্তইস্‌সদি। তা ণিউত্তস্‌স।

[ইতি রুদতী প্রস্থিতা।

কণ্বঃ। বৎসে! অলং রুদিতেন, স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।
উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং, বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া শিথিলানুবন্ধম্।
অস্মিন্নলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে, মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি॥

শিষ্যৌ। ভগবন্, উদকান্তং স্নিগ্ধোঽনুগম্যত ইতি শ্রূয়তে, তদিদং সরসীতীরং অত্র সন্দিশ্য প্রতিগন্তুমর্হসি।

কণ্বঃ। তেন হীমাং ক্ষীরিচ্ছায়ামাশ্রয়ামঃ।

(সর্ব্বে তথা নাটয়ন্তি)

কিন্নু খলু তত্রভবতো দুষ্মন্তস্য যুক্তরূপমস্মাভিঃ সন্দেষ্টব্যম্। (ইতি চিন্তয়তি)।

শকু। বৎস! আমি তোমার সংসর্গ ত্যাগ করিতেছি বলিয়া কি তুমি আমার অনুগামী হইতেছ? তোমার মাতা তোমাকে প্রসবান্তে জীবনবিসর্জ্জন করিলে, আমি যেমন তোমাকে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছি, তেমনি আবার তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। তোমার ভাবনা এখন আমার এই পিতা ভাবিবেন; অতএব তুমি এখন এখান হইতে ফিরিয়া যাও।

[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

কণ্ব। বৎসে! ক্রন্দন করিও না, পথ দেখিয়া দেখিয়া চল। তোমার পক্ষ্ম-ভূষিত নেত্রদ্বয়ে অবিরলধারায় অশ্রুবারি বিগলিত হওয়াতে তোমার দৃষ্টিরোধ হইতেছে; অতএব ধৈর্য্যসহকারে অশ্রুবর্ষণ শিথিল কর; নতুবা উচ্চনিম্ন পথে নেত্রপাত করিয়া না চলিলে পদে পদে পদস্খলনের সম্ভব।

শিষ্যদ্বয়। ভগবন্! জলাশয়ের সমীপ পর্য্যন্ত আত্মীয়স্বজন অনুগামী হইবে, শাস্ত্রে ইহাই লিখিত আছে, তবে এই ত সরোবরের ধার পর্য্যন্ত আসিলাম; যাহা অনুমতি করিতে হয়, জানাইয়া আপনি ফিরিয়া যাউন।

কণ্ব। তবে এই বটবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করি। (সকলের উপবেশন) সেই সম্মানাস্পদ মহারাজ দুষ্মন্তের নিকট কি প্রকার আদেশ প্রেরণ করিব? (চিন্তাযুক্ত হওন)।

অন। সহি অসূসমপদে ণ অত্থি কোবি চিত্তবন্তো জো তত্র বিরহিজ্জন্তো ণ তাম্মদি পেক্খ দাব।

পুড়ইণিবত্তন্তরিঅং বাহোবিঅোবি ণ বাহরেই পিঅং।
মুহউব্‌বুঢ়মিণালো তই দিট্ঠিং দেই চক্কাঅো॥

কণ্বঃ। বৎস শার্ঙ্গরব! ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য বক্তব্যঃ।

শার্ঙ্গ। আজ্ঞাপয়তু ভবান্।

কণ্বঃ। অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলঞ্চাত্মন-
স্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যাধীনমতঃপরং ন খলু তৎ বাচ্যং বন্ধুবন্ধুভিঃ॥

শার্ঙ্গ। গৃহীতোঽয়ং সন্দেশঃ।

কণ্বঃ। (শকুন্তলাং বিলোক্য) বৎসে! ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি। বনৌকসোঽপি বয়ং লৌকিকজ্ঞা এব।

অন। সখি! এই তপোবনে সচেতন এমন লোক কেহই নাই যে, তোমার বিরহে কাতর হয় নাই। ঐ দেখ, চক্রবাক্ কমলিনীদলের মধ্যে বসিয়া আছে; উহার প্রিয়তমা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে; কিন্তু চক্রবাক্ তাহার উত্তর না দিয়া মুখে মৃণাল ধারণ পূর্ব্বক তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

কণ্ব। বৎস শার্ঙ্গরব! তুমি আমার কথানুসারে শকুন্তলাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া রাজা দুষ্মন্তকে এই কথা বলিও।

শার্ঙ্গ। অনুমতি করুন।

কণ্ব। তপস্যাচরণই আমাদের একমাত্র ধন; আপনার বংশও উচ্চ, আর এই শকুন্তলা কোন আত্মীয়স্বজনকে না জানাইয়া আপনার উপর প্রণয়বন্ধন করিয়াছে; এই সমস্ত সম্যক্ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহাকে মহিলাগণের মধ্যে সমদৃষ্টিতে দেখিবেন; ইহা অপেক্ষা অধিকতর মর্য্যাদালাভ ভাগ্যের অধীন; রমণীগণের আত্মীয়েরা তাহার প্রার্থী নহে।

শার্ঙ্গ। অনুমতি শিরোধার্য্য করিলাম।

কণ্ব। (শকুন্তলার দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক) বৎসে! এখন তোমাকে

শার্ঙ্গ। ভগবন্! ন খলু কশ্চিদবিষয়ো নাম ধীমতাম্।

কণ্বঃ। সা ত্বমিতঃ পতিগৃহং প্রাপ্য—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে,
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী,
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

গৌতমী বা কিং মন্যতে?

গৌত। এত্তিও খ্খু বহূজণস্স উবদেসো। জাদে এবং ক্খু হিঅ
করেহি মা বিস্সুমরিস্সদি।

কণ্বঃ। বৎসে! এহি পরিষ্বজস্ব মাং সখীজনঞ্চ।

শকু। তাদ! ইদো এব্ব কিং পিঅসহীও ণিবত্তিস্সন্তি?

কণ্বঃ। বৎসে! ইমে অপি প্রদেয়ে। তন্ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্
ত্বয়া সহ গৌতমী গমিষ্যতি।

উপদেশ দেওয়া আমাদের উচিত। আমরা বনবাসী সত্য, কিন্তু লৌকিক ব্যব
হারে অনভিজ্ঞ নহি।

শার্ঙ্গ। ভগবন্! ধীসম্পন্ন লোকের কোন বিষয়ই অজ্ঞাত থাকে না।

কণ্ব। শকুন্তলে! তুমি এই স্থান হইতে পতিগৃহে যাইয়া গুরুজনদিগের সেব
করিবে, সপত্নীদিগের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিবে; পতি কোন সময়
ভৎর্সনা করিলে ক্রোধ করিয়া তাঁহার প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইও না এবং পতির উপ
ভোগের প্রতি নিরুৎসাহিনী হইয়া পরিচারকদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবে
এইরূপ আচরণ করিলেই রমণীরা গৃহিণীপদবাচ্য হয়; যে নারী ইহার বিপরী
আচরণ করে, তাহার দ্বারা কুলের ক্লেশ উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে গৌতমী
অভিমত কি?

গৌত। বধূদিগের প্রতি এই প্রকার উপদেশ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বৎসে
এ উপদেশ ভুলিও না, হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ।

কণ্ব। বৎসে, আইস, আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।

শকু। তাত! এইখান হইতেই সখীরা কি ফিরিয়া যাইবে?

কণ্ব। বৎসে! ইহারাও বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং তোমা
সহিত তথায় যাওয়া অনুচিত; তোমার সহিত গৌতমী যাইবেন।

শকু। (পিতুরঙ্কমাশ্লিষ্য) কহং দাণিং তাদস্‌স অঙ্কাদো পরিব্‌ভট্ঠা অপঅবাদাদো উম্মুলিদা চন্দনলদা বিঅ দেসন্তরে জীবিদং ধারইস্‌সং।

কণ্বঃ। বৎসে! কিমেবং কাতরাসি?

অভিজনবতো ভর্ত্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে,
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং,
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি॥

শকু। (পিতুঃ পাদয়োঃ পতিত্বা) তাদ! বন্দামি।

কণ্বঃ। বৎসে! যদহমিচ্ছামি তদস্তু তে।

শকু। (সখ্যাবুপগম্য) সহীও এহি দুবে বি মং সমং এব্ব পরিস্সজহ।

সখ্যৌ। (তথা কৃত্বা) সহি জই ণাম সো রাএসী পচ্চহিণ্ণাণমন্থরো বে তদো ইমং অত্তণো ণামধেঅঙ্কিদং অঙ্গুলীঅঅং দংসইস্‌সসি।

শকু। ইমিণা বো সন্দেসেণ কম্পিদং মে হিঅঅং।

শকু। (পিতার অঙ্কদেশ আলিঙ্গন করিয়া) আমি এখন পিতার অঙ্ক হইতে চ্যুত হইয়া, মলয়াচল হইতে উন্মূলিতা চন্দনলতিকার ন্যায় অন্য দেশে গিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব?

কণ্ব। বৎসে! এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? প্রশস্তবংশোদ্ভব স্বামীর শ্লাঘনীয় গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, অসীম ঐশ্বর্য্য দ্বারা গুরুতর অসংখ্য কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিয়া, পূর্ব্বদিক্ যেমন আদিত্যকে প্রসব করে, সেইরূপ বংশপাবন মহাতেজা অতুলনীয় পুত্র প্রসবান্তে আমার বিরহশোক বিস্মৃত হইবে।

শকু। (পিতার পদদ্বয়ে পড়িয়া) তাত! প্রণাম করি।

কণ্ব। বৎসে, আমার মনের বাসনা যাহা, তোমার তাহাই পূর্ণ হউক।

শকু। (সখীদ্বয়ের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) আইস, তোমরা উভয়েই যুগপৎ আমাকে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) সখি, যদি সেই রাজর্ষি তোমাকে না চিনিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়টি দেখাইও।

শকু। তোমাদের এই উপদেশে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সখ্যৌ। সহি! মা ভাআহি, সিণেহো পাবসঙ্কী।

শার্ঙ্গ। ভগবন্! দূরমধিরূঢ়ঃ সবিতা। তত্ত্বরয়াত্রভবতীম্।

শকু। (ভূয়ঃ পিতুরঙ্কমাশ্লিষ্য আশ্রমাভিমুখীভূয় চ) তাদ! কদা ণু কৃখু ভূআো তবোবণং পেক্খিস্সং?

কণ্বঃ। বৎসে! ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী,
দৌষ্মন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং প্রসূয়।
তৎসন্নিবেশিতধুরেণ সহৈব ভর্ত্রা,
শান্ত্যৈ করিষ্যতি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্॥

গৌত। জাদে পরিহীঅদি দে গমণবেলা। তা ণিবত্তেহি পিদরং। অহবা চিরেণ বি এসা ণ ণিউত্তইস্সদি, তা ণিউত্তদু ভবং।

কণ্বঃ। বৎসে! উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্।

শকু। তবচ্চরণপীড়িদং তাদসরীরং। তা মা অদিমেত্তং মম কিদে উক্কণ্ঠিদুং।

সখীদ্বয়। সখি, ভয় নাই; যেখানে স্নেহ, সেইখানেই আশঙ্কা।

শার্ঙ্গ। ভগবন্! বেলা দ্বিতীয়প্রহর অতীতপ্রায়; ইহাঁকে ত্বরান্বিত হইতে অনুমতি করুন।

শকু। (পুনরায় পিতার ক্রোড় আলিঙ্গন করিয়া, আশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) তাত! আবার কবে এই আশ্রমে আসিব?

কণ্ব। বৎসে, এখন বহুদিন যাবৎ এই দিগন্তপ্রসারিণী ধরিত্রীর সপত্নী হইয়া থাক; পরে একমাত্র অধীশ্বর পুত্র প্রসবান্তে সেই পুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পতির সহিত মুক্তিকামনায় পুনর্ব্বার এইখানে আসিয়া তপোবন অলঙ্কৃত করিবে।

গৌতমী। বৎসে, তোমার গমনসময় অতিক্রান্ত হইতেছে, তোমার পিতাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বল; অথবা বিলম্ব হইলেও ইনি নিবর্ত্তিত হইবেন না; সুতরাং নিজেই ফিরিয়া যাউন।

কণ্ব। বৎসে! আমাকে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সুতরাং তদনুরোধে আর আমি বিলম্ব করিতে সমর্থ নহি।

শকু। তাত! তপস্যায় নিরত থাকিলেই আপনার উৎকণ্ঠা দূর হইবে, কিন্তু আমি নিরন্তর উৎকণ্ঠার বশবর্ত্তিনী হইয়া রহিলাম।

কণ্বঃ। বৎসে! মামেবং জড়ীকরোষি।

(নিশ্বস্য)

অপযাস্যতি মে শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্ব্বম্।
উটজদ্বারি বিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ॥

গচ্ছ শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ শকুন্তলা সহ গৌতমীশার্ঙ্গরবশারদ্বতমিশ্রাঃ।

সখ্যৌ। (চিরং বিচিন্ত্য সকরুণং) হদ্ধী হদ্ধী অন্তরিদা সউন্দলা বণরাইএ।

কণ্বঃ। (সনিশ্বাসম্) অনসূএ! প্রিয়ংবদে! গতবতী বাং সহচরী। নিগৃহ্য শোকবেগং মামনুগচ্ছতম্।

উভে। তাদ সউন্দলাবিরহিদং সুণ্ণং বিঅ তবোবণং পবিসহ্ম।

কণ্বঃ। স্নেহপ্রবৃত্তিরেবংদর্শিনী। (সবিমর্ষং পরিক্রম্য) হন্ত ভোঃ শকুন্তলাং পতিগৃহে বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্।

কণ্ব। বৎসে! তোমার কথা শুনিয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, আমি যেন জড়ের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। (ক্ষণকালের পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বৎসে, তুমি পূর্ব্বে পর্ণকুটীরের দ্বারপ্রদেশে যে নীবারবলি প্রদান করিতে, তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে; তদ্দর্শনে আমার শোক আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে; অতএব এখন যাত্রা কর, পথে তোমার কল্যাণ হউক।

[শকুন্তলা, গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের প্রস্থান।

সখীদ্বয়। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! শকুন্তলা বনরাজির অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন! হায়, সখি! আর কি আমাদের সে সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে?

কণ্ব। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সখী ত প্রস্থান করিলেন; এখন শোক সংবরণ করিয়া আমার অনুগামিনী হও।

সখীদ্বয়। পিতঃ! শকুন্তলাশূন্য কুটীরে কি প্রকারে প্রবেশ করিব?

কণ্ব। স্নেহবৃত্তির রীতিই এই। (সানন্দে পরিক্রমণ পূর্ব্বক) শকুন্তলাকে স্বামিভবনে পাঠাইয়া এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ, কন্যা পরের গচ্ছিত-ধনের তুল্য, সেই ধন ধনস্বামীকে ফিরাইয়া দিলে যেমন আনন্দ বোধ হয়,

কুতঃ—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব, তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতোঽস্মি সদ্যো বিশদান্তরাত্মা, চিরস্য নিক্ষেপমিবার্পয়িত্বা॥

[নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ॥

পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চু। (সবিস্ময়দুঃখম্) অহো বত কীদৃশীং বয়োবস্থামাপন্নোঽস্মি।
আচার ইত্যধিকৃতেন ময়া গৃহীতা, যা বেত্রযষ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ।
কালে গতে বহুতিথে, মম সৈব জাতা, প্রস্থানবিক্লবগতেরবলম্বনায়॥

যাবদভ্যন্তরগতায় দেবায় স্বমনুষ্ঠেয়মকালক্ষেপার্হং নিবেদয়ামি।

(স্তোকমন্তরং গত্বা) কিং পুনস্তৎ?

(বিচিন্ত্য) আঃ জ্ঞাতং কণ্বশিষ্যাস্তপস্বিনো দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি, ভোশ্চিত্রমেতৎ।

শকুন্তলাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া আজ আমার সেইরূপ আনন্দবোধ হইল; অন্তরাত্মাও পবিত্র হইল। [সকলের প্রস্থান।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। (সবিস্ময়ে খেদের সহিত) অহো! আমি বার্দ্ধক্যজনিত কি অবস্থাতেই উপস্থিত হইয়াছি! অন্তঃপুর-রক্ষাই আমাদিগের কার্য্য; রাজার অন্তঃপুরে একগাছি বেত্রযষ্টি গ্রহণ করিয়া আমাকে অবস্থিতি করিতে হইতেছে। বহুকাল অতীত হইয়াছে; এখন গমনাগমনে আমার গতিস্খলন হয়; সুতরাং সেই বেত্রযষ্টিগাছাটিই এখন আমার অবলম্বন হইয়াছে। এখন অন্তঃপুরস্থিত রাজার নিকট যাইয়া আপনার কর্ত্তব্য ও কালক্ষেপের অযোগ্য বিষয় সকল নিবেদন করি। (কিঞ্চিৎ দূর গমনান্তে) হাঁ, বুঝিয়াছি, কণ্বশিষ্য তাপসেরা রাজদর্শনে অভিলাষী হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেমন অকস্মাৎ

ক্ষণাৎ প্রবোধমায়াতি লঙ্ঘ্যতে তমসা পুনঃ ।
নির্ব্বাস্যতঃ প্রদীপস্য শিখেব জরতো মতিঃ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এষ দেবঃ ।

প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা, নিষেবতে শান্তমনা বিবিক্তম্ ।
যূথানি সঞ্চার্য্য রবিপ্রতপ্তঃ, শীতং গুহাস্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥

ভোঃ সত্যং ধর্ম্মকার্য্যমনতিপাত্যং দেবস্য, তথাপি শঙ্কিতবানস্মি ইদানীমেব ধর্ম্মসনাদুত্থিতায় দেবায় কণ্বশিষ্যাগমনং নিবেদয়িতুম্ । অথবা কুতো বিশ্রামো লোকপালানাম্ । তথা হি—

ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব, রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি ।
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ, ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ ॥

(ইতি পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশতি সপরিজনো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা । (সখেদম্) সর্ব্বঃ প্রার্থিতমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ রাজ্ঞাস্তু চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব । কুতঃ—

প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, আবার মুহূর্ত্তমধ্যেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, বৃদ্ধব্যক্তির বুদ্ধিও সেইরূপ । (আমি সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলাম) । (পরিক্রমণ ও দর্শন পূর্ব্বক) এই যে মহারাজ । যূথসঞ্চালনে পরিশ্রান্ত হইয়া আতপতাপে সন্তপ্ত হস্তী যেমন শীতল গুহায় অবস্থিতি করে, ইনিও সেইরূপ পুত্রনির্বিশেষে প্রজাশাসন ও রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক শ্রান্ত হইয়া নির্জ্জনস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন । সত্যই ধর্ম্মকর্ম্ম রাজার অলঙ্ঘনীয় ; তথাপি আমার মনে এই আশঙ্কা জন্মিতেছে যে, মহারাজ এই ক্ষণমাত্র বিচারাসন হইতে উঠিয়াছেন, আবার এই মুহূর্ত্তেই কণ্ব-শিষ্যদিগের আগমন-সংবাদ কি প্রকারে দিব ? অথবা লোকপালদিগের বিশ্রামলাভ কোথায় ? কেন না, আদিত্যদেব একবারমাত্র রথে অশ্বগণকে যোজিত করিয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন ; সমীরণ দিবানিশি প্রবাহিত হইতেছেন ; শেষনাগ নিরন্তর ধরাভার বহন করিয়া আছেন ; মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই ; প্রজাগণের উপার্জ্জিত ধনের ষষ্ঠাংশভোজী রাজারাও এইরূপ অবিশ্রামরূপ ধর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন । (এই বলিয়া পরিক্রমণ) ।

(কতিপয় পরিজনের সহিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা । (খেদের সহিত) সকল ব্যক্তিই অভিলষিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সুখী

ঔৎসুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা, ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়, রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্॥

(বৈতালিকৌ। জয়তি জয়তি দেবঃ।

প্রথমঃ। স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ,
প্রতিদিনমথবা তে স্বষ্টিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং,
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥

দ্বিতীয়ঃ। নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ,
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সংবিভক্তা-
স্ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং জনানাম্॥

রাজা। (আকর্ণ্য সাশ্চর্য্যম্) এতেন ক্লান্তমনসঃ পুনর্নবীকৃতাঃ স্ম।

হয়; কিন্তু রাজাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তি ও প্রয়োজন-সিদ্ধি উত্তরোত্তর ক্লেশপ্রদই হইয়া থাকে। কারণ, রাজাদিগের যে প্রতিষ্ঠা (সুখ্যাতি) হয়,তাহা কেবল বিচার সম্বন্ধে লোকে কে কি বলে, এই ঔৎসুক্যই নিবারণ করে; রাজ্যপালন-বৃত্তিও কেবল ক্লেশকর; স্বহস্তে আতপত্রের দণ্ড ধারণ করিলে যেমন তাহা পরিশ্রমের কারণ হয়, রাজ্যশাসনবৃত্তিও সেইরূপ; কষ্টের তুলনায় ইহাতে সেরূপ শান্তিলাভ হয় না।

নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক!

প্রথম বৈতালিক। যেমন বৃক্ষ সকল অসহ্য তাপ অনুভব করিয়াও ছায়াদান দ্বারা অসীম ক্লেশ সহ্য করে, সেইরূপ আপনি নিজের সুখে বীতস্পৃহ হইয়া প্রজাপুঞ্জের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রতিদিন কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। অথবা আপনার এইরূপই স্বভাব।

দ্বিতীয় বৈতালিক। আপনি দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক কুপথগামী লোকদিগকে নিয়মিত করিতেছেন; প্রজাপুঞ্জের বিবাদের মীমাংসা করিয়া তাহাদিগের রক্ষাবিধান করিতেছেন এবং বিপুলবিভবশালী প্রজাদিগের মধ্যে ধনবিভাগের জন্য জাতি-বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার মীমাংসা করিয়া সকলের বন্ধুকৃত্যসম্পাদন করিতেছেন।

রাজা। (শ্রবণ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে) পরিশ্রান্ত হইলেও এই সকল কথাতে চিত্ত যেন নবীভূত হইয়া উঠিল।

বিদূ। (বিহস্য) ভোঃ গোবিন্দারঅত্তি ভণিদস্স বিসভস্স কিং পরিস্সমো ণস্সদি ?

রাজা। (সস্মিতম্) নমু ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ।

উভৌ। (উপবিষ্টৌ পরিজনশ্চ যথাস্থানং স্থিতঃ)।

(নেপথ্যে বীণাশব্দঃ)

বিদূ। (কর্ণং দত্ত্বা) ভো বঅস্স! সঙ্গীদসালব্ভন্তরে কণ্ণং দেহি, তাললঅশুদ্ধাএ বীণাএ সলদিআসঞ্জোওো সুণিঅদি জানে তথভোদী হংসবদী বণ্ণপরিচয়ং করেদি ত্তি।

রাজা। তূষ্ণীং ভব, যাবদাকর্ণয়ামি।

কঞ্চু। (বিলোক্য) অন্যাসক্তো দেবস্তদবসরং প্রতিপালয়ামি। (ইত্যেকান্তে স্থিতঃ)।

(নেপথ্যে গীয়তে)

অহিণবমহুলোহভাবিদো তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিম্।
কমলবসদিমেত্তমিণিব্বুদো মহুঅর বিস্মরিদোসি ণং কহং॥

বিদূ। (সহাস্যে) মহারাজ! বৃষকে গোযূথপতি বলিলেই কি তাহার পরিশ্রমের হ্রাস হয় ?

রাজা। (মৃদুহাস্যের সহিত) এখন আসন পরিগ্রহ কর, ক্ষণেক বিশ্রাম করা যাউক। (উভয়ে এবং পরিজনগণ যথাযথ স্থানে উপবিষ্ট হইলেন)।

(নেপথ্যে বীণাধ্বনি)

বিদূ। (সেই দিকে কর্ণপাত পূর্ব্বক) সঙ্গীতশালার দিকে কাণ দিয়া একবার শুনুন, তান-লয়সমন্বিত বীণাধ্বনি শুনা যাইতেছে। বোধ হয়, হংসপদী দেবী বর্ণপরিচয় করিতেছেন।

রাজা। চুপ কর, আমি শুনি।

কঞ্চু। (রাজার দিকে নেত্রপাত করিয়া) এখন বোধ হয়, মহারাজ অন্য কোন বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত আছেন; অতএব অবসর প্রতীক্ষা করি। (একান্তে অবস্থান)।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

সহকার-মঞ্জরীরে চুম্বন করিয়া।
সুখেতে রয়েছ এবে কমলে আসিয়া॥

রাজা। অহো রাগপরিবাহিণী গীতিঃ।

বিদূ। ভো বঅস্স! কিং দাব গীদিএ বিগদো অক্খরত্থো।

রাজা। (সস্মিতম্) সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জন ইত্যক্ষরার্থঃ। তদহং দেবীং বসুমতীমন্তরেণ মহদুপালম্ভনমাগতোঽস্মি। সখে মাধব্য! মদ্বচনাদুচ্যতাং দেবী হংসপদিকা নিপুণমুপালব্ধোঽস্মীতি।

বিদূ। জং ভবং আণবেদি। (উত্থায়) ভো বঅস্স! গহীদস্স তএ পরকীএহিং হত্থেহিং সিহণ্ডএ তাড়ীয়মানস্স অচ্ছলাএ বীদরাঅস্স বিঅ ণত্থি দাণিং মে মোক্খো।

রাজা। সখে! গচ্ছ, নাগরিকবৃত্ত্যা সংজ্ঞাপয়ৈনাম্।

বিদূ। কা গঈ? [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। (স্বগতম্) কিন্নু খলু গীতমেবংবিধমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা—

নব নব মধু-পানে লোভ নিরন্তর।
কি হেতু ভুলিলে তারে ওহে মধুকর?

রাজা। অহো! কি অনুরাগপূরিত গীতি!

বিদূ। বয়স্য! গীতটির বাক্যার্থ বুঝিলেন কি?

রাজা। (মৃদুহাস্য সহকারে) ইনি একবারমাত্র প্রণয়বন্ধন করিয়াছেন। দেবী বসুমতী ভিন্ন এই হংসপদিকার নিকটেও আমি তিরস্কৃত হইলাম। যাহা হউক, সখে, মাধব্য! তুমি আমার অনুরোধে হংসপদিকার নিকট উপস্থিত হইয়া বল, আমি বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইলাম।

বিদূ। আপনার যেমন অনুমতি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) বয়স্য! বীতরাগ ব্যক্তি নির্জ্জনে বনস্থলীতে তপস্যায় রত হইলে যদি অপ্সরা কর্ত্তৃক বিমোহিত হয়, তাহা হইলে যেমন তাহার মোক্ষের উপায় থাকে না, হংসপদিকার নিকট গমন করিলে, আমারও সেই দশা ঘটিবে। আপনার আজ্ঞাবাহী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, হংসপদিকার আদেশে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী পরিচারিকারা আমার শিখা ধরিয়া এমন প্রহার করিবে যে, শীঘ্র আর আমার মোক্ষের আশা থাকিবে না।

রাজা। সখে! রসিকের বেশে যাইয়া আমার কথা জানাও।

বিদূ। আর উপায় কি? [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ইষ্টজনের বিরহ নাই, তথাপি এই গান শুনিয়া আমার

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্,
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্ব্বং,
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

(ইতি পর্য্যাকুলস্তিষ্ঠতি)

কঞ্চু। (উপসৃত্য) জয়তি জয়তি দেবঃ। এতে খলু হিমগিরেরুপত্যকারণ্যবাসিনঃ কণ্বসন্দেশমাদায় সস্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ সম্প্রাপ্তাঃ। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্।

রাজা। (সবিস্ময়ম্) কিং কণ্বসন্দেশহারিণঃ সস্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ ?

কঞ্চু। অথ কিম্।

রাজা। তেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং মদ্বচনাদুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ অমুনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপ্যত্র তপস্বিদর্শনোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি।

কঞ্চু। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল। অথবা মনুষ্য সুখে থাকিয়াও যে রমণীয় দ্রব্য দর্শন ও শ্রুতিসুখকর শব্দ শুনিয়া ব্যাকুল হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানবশে জন্মান্তরীণ বদ্ধমূল সৌহার্দ্দ মনে মনে স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছু নহে।

(এই বলিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান)

কঞ্চুকী। (অগ্রসর হইয়া) প্রভুর জয় হউক, জয় হউক। হিমাচলের উপত্যকারণ্যবাসী কয়টি তপস্বী মহর্ষি কণ্বের আদেশ লইয়া সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়াছেন। এখন মহারাজ যেরূপ ব্যবস্থা করেন।

রাজা। (সবিস্ময়ে) কি, কণ্বের সংবাদ লইয়া সস্ত্রীক তপস্বীরা আসিয়াছেন ?

কঞ্চুকী। আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। তবে আমার আদেশে উপাধ্যায় সোমরাতকে জানাও, তিনি শাস্ত্রবিহিত বিধানে আশ্রমবাসিগণকে সৎকৃত করিয়া স্বয়ং লইয়া আইসেন। আমিও তাপস-সাক্ষাৎকারযোগ্য স্থানে অপেক্ষা করিতেছি।

কঞ্চুকী। মহারাজের যেরূপ অনুমতি।

কঞ্চুকীর প্রস্থান।

রাজা। (উত্থায়) বেত্রবতি! অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়।

প্রতীহারী। ইদো ইদো দেবো! (পরিক্রম্য) অহিণবসম্মজ্জণ-রমণীও সন্নিহিদহোমধেণূ অগ্‌গিশরণালিন্দো, তা অরুহদু দেবো।

রাজা। (আরুহ্য পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠতি) বেত্রবতি! কিমুদ্দিশ্য তত্রভবতা কণ্বেন মৎসকাশমৃষয়ঃ প্রেষিতাঃ স্যুঃ।

কিন্তাবদ্‌ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং
ধর্ম্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্‌।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপরিচিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধা-
মিত্যারূঢ়বহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ॥

প্রতী। সুঅরিদহিণন্দিণো ইসীও দেবং সভাজইদুং আঅদে ত্তি তক্কেমি।

রাজা। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রতীহারীর প্রতি) বেত্রবতি! আমাকে অগ্নিশরণগৃহের পথ দেখাইয়া দেও।

প্রতীহারী। মহারাজ! এই দিকে, এই দিকে আসুন। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) মহারাজ! এই সম্মুখে অগ্নিহোত্র-গৃহের অলিন্দ (বহির্দ্বারপুরোবর্ত্তী ভূভাগ) অচির-সম্পাদিত সংস্করণ দ্বারা ইহার পরম শোভা সম্পাদিত হইয়াছে; হোমধেনুও উহার নিকটে বিদ্যমান। আপনি ঐ গৃহে আরোহণ করুন।

রাজা। (অলিন্দে আরোহণ পূর্ব্বক প্রতীহারীর স্কন্ধদেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি) বেত্রবতি! ভগবান্ কণ্ব আমার নিকটে তাপসগণকে প্রেরণ করিয়াছেন কেন? তবে কি তাঁহাদের যজ্ঞ আরম্ভ করাতে রাক্ষসেরা ব্রতনিষ্ঠ মুনিগণের ক্রিয়াতে বিঘ্ন জন্মাইতেছে? কিম্বা ধর্ম্মারণ্যচারিগণের প্রতি কেহ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে অথবা আমার অপরিচিত কোন লোক কি সুবিশাল লতিকাসকলের ফলকুসুম ভগ্ন করিয়াছে? আমার চিত্তে এই প্রকার বিবিধ তর্কের উদয় হওয়াতে চিত্ত যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিতেছে।

প্রতীহারী। আপনি সুচরিত্র, বোধ হয়, আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আপনাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্যই ইঁহাদের আগমন হইয়াছে।

(ততঃ প্রবিশতো গৌতমীসহিতৌ শকুন্তলামাদায় কণ্বশিষ্যৌ
পুরশ্চৈষাং পুরোহিতকঞ্চুকিনৌ)

কঞ্চু। ইতঃ ইতো ভবন্তঃ।

শার্ঙ্গ। সখে শারদ্বত!

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ,
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা,
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব॥

শার। শার্ঙ্গরব! জানে ভবান্ পুরঃপ্রবেশাদিত্থম্ভূতঃ সংবৃত্তঃ। অহন্তু—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জ্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি॥

পুরো। অতএব ভবদ্বিধা মহান্তঃ।

শকু। (দুর্নিমিত্তমভিনীয়) অম্মহে কিং মে বামেদরং ণঅণং পফ্ফুরদি?

(গৌতমী, পুরোহিত, কঞ্চুকী, শকুন্তলা ও কণ্বশিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

কঞ্চু। আপনারা এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

শার্ঙ্গ। সখে শারদ্বত! এই মহারাজ পরম ভাগ্যবান্; ইনি ধর্ম্মমর্য্যাদা অতিক্রম করেন না; এখানে কোন বর্ণের কেহই অপথে পদার্পণ করে না; তথাপি আমি সর্ব্বদা নির্জ্জনস্থানে বনে বাস করি বলিয়া এই জনাকীর্ণ রাজভবন যেন বহ্নিব্যাপ্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

শার। শার্ঙ্গরব! আমি জানি, নগরপ্রবেশ করাতেই তোমার এইরূপ ভাব হইয়াছে। স্নাতব্যক্তি যেমন তৈলাভ্যক্ত লোককে, পবিত্র ব্যক্তি যেমন অপবিত্রকে, জাগরিত ব্যক্তি যেমন নিদ্রিতকে, আর স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি যেমন বদ্ধ ব্যক্তিকে বিবেচনা করে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকেও তাহারা সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে।

পুরোহিত। আপনাদের তুল্য ব্যক্তি মহান্।

শকু। (দুর্নিমিত্ত দর্শনের অভিনয় পূর্ব্বক) অহো! আমার দক্ষিণচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে কেন?

গৌত। জাদে পড়িহদং অমঙ্গলং সুহাইং দে ভত্তুকুলদেবতাও বিতরন্দু। (ইতি পরিক্রামতি)

পুরো। (রাজানং নির্দ্দিশ্য) ভো ভোস্তপস্বিনঃ! অসাবত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা প্রাগেব মুক্তাসনো বঃ প্রতিপালয়তি পশ্যতৈনম্।

শার্ঙ্গ। ভো মহাত্মন্! কামমেতদভিনন্দনীয়ং, তথাপি বয়মত্র মধ্যস্থাঃ। কুতঃ—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈর্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ, স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥

প্রতী। দেব! পসণ্ণমুহবণ্ণা ইসীঅো দীসন্তি জাণামি বীসুদ্ধকজ্জও ইসীও।

রাজা। (শকুন্তলাং নির্ব্বর্ণ্য) অয়ে! অত্র—

কাস্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্॥

গৌতমী। তোমার অমঙ্গল দূর হউক, পতিকুলদেবতারা তোমার সুখবি[ধান] করুন। (পরিক্রমণ)।

পুরোহিত। (রাজাকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ওহে তাপসগণ! বর্ণাশ্রমর[ক্ষক] মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই আসন ত্যাগ করিয়া আপনাদিগের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে[ন]; আপনারা উহাঁকে দর্শন করুন।

শার্ঙ্গ। মহাত্মন্! রাজার পক্ষে এরূপ বিনয় অসম্ভব নহে, তাহা হইলে[ও] আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন; আমরা প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করিতেছি [না]; কারণ, ফল জন্মিলেই বৃক্ষ নত হয়, নবীনমেঘ জলপূর্ণ হইলেই অবনত হইয়া প[ড়ে] এবং ধনৈশ্বর্য্য-সম্পত্তির বৃদ্ধি হইলে সাধু ব্যক্তিরা উদ্ধত হয় না, বরং নম্রতাই ধা[রণ] করে। প্রকৃত পরোপকারীর স্বভাবই এই প্রকার।

প্রতী। দেব! তাপসদিগের বদনমণ্ডলে প্রসন্নভাব দৃষ্ট হইতেছে।

রাজা। (শকুন্তলাকে সম্যক্ দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাপসদ্বয়ের প্রতি) আপ[না]দিগের সহিত অবগুণ্ঠনবতী রমণীটি কে? ইহাঁর অঙ্গলাবণ্য পরিস্ফুট; পা[ণ্ডুবর্ণ] পাণ্ডুবর্ণ পত্ররাশির মধ্যে নবপল্লব যেমন শোভা পায়, ইনিও সেইরূপ তাপসগণে[র] মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

প্রতী। দেব কুদূহলগব্ভো পহিদো ণ মে তক্কো পসরদি দংসণীআ
। সে আকিদী লক্খীঅদি।

রাজা। ভবত্বনির্ব্বর্ণ্যং খলু পরকলত্রম্।

শকু। (উরসি হস্তং দত্ত্বা স্বগতম্) হিঅঅ! কিং এব্বং বেবসি
জ্জউত্তস্স ভাবং ওহারিঅ ধীরং দাব হোহি।

পুরো। (পুরোগত্বা) স্বস্তি দেবায়। দেব! এতে খলু বিধিবদ্ধ
তাস্তপস্বিনঃ। কশ্চিদেষাং উপাধ্যায়সন্দেশোঽস্তি, তং দেবঃ
শ্রোতুমর্হতি।

রাজা। অবহিতোঽস্মি।

শিষ্যৌ। (হস্তমুদ্যম্য) ভো রাজন্! বিজয়স্ব ভবান্।

রাজা। সর্ব্বানভিবাদয়ে।

শিষ্যৌ। ইষ্টেন যুজ্যস্ব।

রাজা। অপি নির্ব্বিঘ্নতপসো মুনয়ঃ?

প্রতী। দেব! ইহাঁকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য আমি কুতূহলী হইয়াছি;
কৌতূহলবশে আমার তর্ক বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইতেছে না; (আমি কিছুই স্থির করিতে
পারিতেছি না); যাহা হউক, ইহাঁকে রমণীয়াকৃতিই দৃষ্ট হইতেছে।

রাজা। তাহা হউক, পরদারার প্রতি দৃষ্টি করিতে নাই।

শকু। (বক্ষে হাত দিয়া আত্মগত) হৃদয়! এরূপ কাঁপিতেছ কেন? আর্য্য-
এর ভাবানুবন্ধন মনে করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর।

পুরোহিত। (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) মহারাজের কল্যাণ হউক। মহারাজ!
তাপসেরা যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন; ইহাঁদের উপাধ্যায়ের কি আদেশ আছে,
শ্রবণ করুন।

রাজা। অবহিত হইলাম।

শিষ্যদ্বয়। (দুই হাত তুলিয়া) রাজন্! আপনি বিজয়ী হউন।

রাজা। আপনাদিগকে অভিবাদন করি।

শিষ্যদ্বয়। অভীষ্টসিদ্ধির সহিত সংযুক্ত হউন।

রাজা। ঋষিদিগের তপস্যা ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতেছে?

শিষ্যৌ। কুতো ধর্ম্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি।
তমস্তপতি ধর্ম্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি॥

রাজা। (আত্মগতম্) সর্ব্বথা অর্থবান্ খলু মে রাজশব্দঃ। (প্রকাশম্) তত্রভবান্ কুশলী কণ্বঃ?

শার্ঙ্গ। রাজন্! স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ। স ভবন্তমনাময়প্রশ্নপূর্ব্বকমিদমাহ।

রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি ভগবান্?

শার্ঙ্গ। যন্মিথঃ সময়াদিমাং মদীয়াং দুহিতরং ভবানুপায়ংস্ত তন্ময়া প্রীতিমতা যুবয়োরনুজ্ঞাতম্। কুতঃ—

ত্বমর্হতামগ্রসর স্মৃতোঽসি, যঃ শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী চ সৎক্রিয়া।
সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং, চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ॥

তদিদানীমাপন্নসত্ত্বেয়ং গৃহ্যতাং সহধর্ম্মচরণায়েতি।

গৌত। অজ্জ কিং বি বত্তু কামম্হি ণ মে বঅণাবসরো অত্থি। কহং

শিষ্যদ্বয়। আপনি যখন সাধুদিগের রক্ষক, তখন ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্ন কোথায়? সূর্য্যদেব যখন আপনার রশ্মিজাল বিস্তৃত করেন,তখন অন্ধকারের আবির্ভাব হইবে কিরূপে?

রাজা। (আত্মগত) আমার রাজ-সম্বোধন সার্থক হইল। (প্রকাশ্যে) পূজ্যপাদ কণ্ব ত কুশলে আছেন?

শার্ঙ্গ। রাজন্! সিদ্ধব্যক্তিগণের মঙ্গল স্বেচ্ছাধীন। তিনি আপনাকে অনাময়প্রশ্ন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

রাজা। ভগবান্ কণ্ব কি আদেশ করিয়াছেন?

শার্ঙ্গ। তিনি বলিয়াছেন, আপনি নির্জ্জনে গান্ধর্ব্ববিধানে আমার এই কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছেন; আপনাদের উভয়ের এই পরিণয়ে আমি প্রীত হইয়া অনুমোদন করিয়াছি। কারণ, আপনি উপযুক্ত ব্যক্তিগণের অগ্রণী; শকুন্তলাও মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়ার তুল্য; সুতরাং এই অনুরূপগুণসম্পন্ন বধূবরের মিলন করাইয়া প্রজাপতি নিন্দার কার্য্য করেন নাই। এখন এই শকুন্তলা অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন; অতএব ধর্ম্মাচরণার্থ আপনি ইহাঁকে গ্রহণ করুন।

গৌতমী। আর্য্য! আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু উপযুক্ত অবস

ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএ পুচ্ছিদো বন্ধূ এক্কক্কমেব্বং চরিএ ামি কিং একমেক্কস্স।

শকু। (আত্মগতম্) কিণ্ণু ক্খু অজ্জউত্তো ভণিস্সদি?

রাজা। (সাশঙ্কমাকর্ণ্য) অয়ে কিমিদমুপন্যস্তম্।

শকু। (আত্মগতম্) পাবও ক্খু বঅণাবন্নাসো।

শার্ঙ্গ। কিং নাম কিমিদমুপন্যস্তমিতি? নন্ নু ভবন্ত এব সুতরাং াকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ।

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং, জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে, প্রিয়াপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ॥

রাজা। কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা?

শকু। (সবিষাদমাত্মগতম্) হিঅঅ! সংপদং সংবুত্তা দে আসঙ্কা।

শার্ঙ্গ। কিং কৃতকার্য্যদ্বেষাদ্ধর্ম্মং প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ?

াইতেছি না। এই শকুন্তলা গুরুজনের অপেক্ষা রাখেন নাই, আপনিও আত্মীয়-জনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই; সুতরাং কণ্ব এ বিষয়ে আপনাকে বা কুন্তলাকে কি বলিবেন? আপনারা যাহা করিয়াছেন,তাহাই উপযুক্ত হইয়াছে।

শকু। (আত্মগত) দেখি, আর্য্যপুত্র কি উত্তর দেন।

রাজা। (সশঙ্কভাবে শ্রবণ করিয়া) অয়ে! ইহাঁরা এ সব কি বলিতেছেন? হা আমার নিকট উপন্যাস বলিয়া বোধ হইতেছে।

শকু। (স্বগত) এ সব কথা অগ্নির ন্যায় আমার পক্ষে কষ্টদায়ক।

শার্ঙ্গ। আপনি ইহা উপন্যাস বলিতেছেন কি? আপনারা লোকব্যবহারে অভিজ্ঞ। দেখুন, রমণীরা সতী হইলেও, যদি সর্ব্বদা পিতৃকুলে অবস্থিতি করে, লোকে তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া মনে করে। এইজন্য রমণী পতির প্রিয়ই হউক, অপ্রিয়ই হউক, আত্মীয়গণ তাহার পতিগৃহে বাসই ইচ্ছা করেন।

রাজা। আমার সহিত কি ইহাঁর পরিণয় হইয়াছে?

শকু। (বিষাদসহকারে আত্মগত) হৃদয়! তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহাই ঘটিল।

শার্ঙ্গ। নিজকৃত ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষবশে ধর্ম্মে বিমুখ হওয়া কি রাজাদিগের কর্ত্তব্য?

রাজা। কুতোঽয়মসৎমল্পনাপ্রসঙ্গঃ ?

শার্ঙ্গ। (সক্রোধম্) মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েনৈশ্বর্য্যমত্তেষু।

রাজা। বিশেষেণাধিক্ষিপ্তোঽস্মি।

গৌত। (শকুন্তলাং প্রতি) জাদে মুহুত্তঅং মা লজ্জ, অবণইস্সং দাব় দে ওউগুণ্ঠণং তদো ভট্টা তুমং অহিজাণিস্সদি। (ইতি তথা করোতি)।

রাজা। (শকুন্তলাং নির্ব্বর্ণ্য স্বগতম্)

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি,
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং,
ন খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥

(ইতি বিচারয়ন্ স্থিতঃ)

প্রতী। (স্বগতম্) অহো ধম্মাবেক্‌খিদো ভট্টিণো এরিসং ণাম সুহোবণদং রূবং পেক্‌খিঅ কো অন্নো বিআরোদি।

রাজা। আপনারা এ প্রকার অসৎকল্পনার উত্থাপন করিতেছেন কেন?

শার্ঙ্গ। (সক্রোধে) ঐশ্বর্য্যমদমত্ত লোকের এই প্রকার চিত্তবিকৃতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

রাজা। বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইলাম।

গৌতমী। (শকুন্তলাকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) বৎসে! মুহূর্ত্তমাত্র লজ্জা ত্যাগ কর, আমি তোমার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিতেছি; তাহা হইলেই তোমার পতি তোমাকে চিনিতে পারিবেন। (অবগুণ্ঠন মোচন)।

রাজা। (বিশেষরূপে শকুন্তলাকে দেখিয়া আত্মগত) এই অম্লানকান্তি সুন্দর রূপ যে পূর্ব্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, চিত্তনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়াও ত তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। ভ্রমর যেরূপ মধ্যভাগে তুষারসম্পন্ন কুন্দকুসুমকে আশু ভোগ করিতে বা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আমারও সেই অবস্থা ঘটিল। (মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অবস্থান)।

প্রতী। (স্বগত) অহো, প্রভু ধর্ম্মের অপেক্ষা করিতেছেন। এরূপ অনায়াসলব্ধ রূপ দেখিয়া আর কে এরূপ বিচার করিতে পারে?

শার্ঙ্গ। ভো রাজন্! কিমিতি জোষমাস্যতে?

রাজা। ভোস্তপস্বিনঃ! চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি তৎ কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষেত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।

শকু। (স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী কহং পৌরএণ এব্ব মং দেহী। কুদো দাণিং মে দুরারোহিণী আসালদা।

শার্ঙ্গ। মা তাবৎ।

কৃতাবমর্ষামনুমন্যমানঃ, সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং, পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন॥

শার। শার্ঙ্গরব! বিরম ত্বমিদানীম্। শকুন্তলে! বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ। সোঽয়মত্রভবানেবমাহ দীয়তামস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্।

শকু। (স্বগতম্) ইমং অবত্থন্তরং গদে তারিসে অণুরাএ কিম্বা সুমরাবিদেণ অত্তা দাণিং মে সোঅণীঅো হোদু ত্তি ববসিদং এদং। (প্রকাশম্)

শার্ঙ্গ। রাজন্! মৌনভাব ধরিলেন যে? এ কিরূপ?

রাজা। ঋষিগণ! অনেক ভাবিয়াও দেখিলাম, ইঁহার সহিত যে কোন কালে আমার বিবাহ ঘটিয়াছে, ইহা ত মনে পড়িতেছে না; তবে কি প্রকারে আমি গর্ভবতী রমণীকে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে অক্ষেত্রিয়রূপে পরিণত করি?

শকু। হা ধিক্! হা ধিক্! বিবাহবিষয়েই সংশয়; এখন আমার এই দুরারোহিণী আশালতিকা একেবারেই উন্মূলিত হইল।

শার্ঙ্গ। ভাল, মনে না পড়ুক, আপনি যে এই তাপস-কুমারীকে স্পর্শ করিয়াছেন, ঋষিপ্রবর কণ্ব তাহা জ্ঞাত হইয়াও যখন ইহাতে অনুমোদন করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অবহেলা করা কি আপনার কর্ত্তব্য? চৌর্য্যদ্রব্য যেরূপ দস্যুকেই অর্পণ করা হয়, মহামুনি কণ্বও আপনাকে সেইরূপ এই দুহিতা দান করিয়াছেন।

শার। শার্ঙ্গরব! নিবৃত্ত হও। শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার, তৎসমস্তই বলিলাম; এই সম্মানার্হ নৃপতি ত এই প্রকারই বলিতেছেন; এখন ইঁহার বিশ্বাসজনক কোন উত্তর প্রদান কর।

শকু। (আত্মগত) সেইরূপ অনুরাগও যখন এই প্রকার অবস্থায় পরিণত হইল, তখন আর স্মরণ করাইয়াই বা ফল কি? অথবা কিছু বলি। (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র!—(এই প্রকার অর্দ্ধোক্তি করিয়াই মনে করিলেন) কিংবা এখন এ

অজ্জউত্ত! (ইত্যর্দ্ধোক্তে) সংসইদে দাণিং এসো সমুদাআরো। পোরব! বুত্তং ণাম দে তহ পুরা অসমপদে সহাবুত্তাণহিঅং ইমং জণং সমঅপুব্ব সম্ভাবিঅ সম্পদং এয়িসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খিদুং।

রাজা। (কর্ণৌ পিধায়) শান্তং পাপম্।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং সমীহসে মাঞ্চ নাম পাতয়িতুম্।
কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমম্ভং তটতরুঞ্চ॥

শকু। হোদু জই পরমত্থদো পরপরিগ্গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং পউত্তা অহিণ্ণাণেণ তুহ আসঙ্কং অবইনস্সং।

রাজা। উদারঃ কল্পঃ।

শকু। (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্ধী হদ্ধী অঙ্গুলীঅঅসুণ্ণা মে অঙ্গুলী। (ইতি সবিষাদং গৌতমীমুখমীক্ষতে)।

গৌত। ণূণং দে সক্কাবদারবভ্ভন্তরে সচীতীত্থোদঅং বন্দমাণাএ পব্ভট্টং অঙ্গুলীঅঅং।

প্রকার সদাচারেও সংশয় বিদ্যমান। পৌরব! পূর্ব্বে আপনি তপোবনে আমার চিত্ত প্রীতিপ্রবণ দর্শনে যথানিয়মে গ্রহণ পূর্ব্বক এখন এ প্রকার নিষ্ঠুর কথা বলিতেছেন কেন? ইহা কি আপনার কর্ত্তব্য?

রাজা। (দুই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও। যে নদী কূলদেশ ভগ্ন করে, সে যেমন স্বচ্ছ জলরাশি কলুষিত করিয়া ফেলে এবং বৃক্ষসকলকেও নিপাতিত করে, তুমিও সেইরূপ আমার সদাচারকে কলুষিত করিয়া আমাকেও নিপাতিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

শকু। হউক, যদি প্রকৃতপক্ষেই আপনি পরদারা জ্ঞানে আশঙ্কা করেন, তবে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইয়া আপনার সে আশঙ্কা দূর করিতেছি।

রাজা। সেই কথাই ভাল।

শকু। (অঙ্গুরীয়স্থান দেখিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় নাই! (বিষণ্ণ-মুখে গৌতমীর দিকে দৃষ্টিপাত)

গৌত। তুমি যে সময় শক্রাবতারে শচীতীর্থের জলকে অভিবাদন কর, সেই সময়ে নিশ্চয়ই তোমার অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীটি স্খলিত হইয়া নদীপ্রবাহে পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা। (সস্মিতম্) ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।

শকু৹। এত্থ দাব বিহিণা দংসিদং পউত্তণং। অবরং দে কধইস্সং ?

রাজা। শ্রোতব্যমিদানীম্।

শকু। ণং একস্সিং দিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলিণীপত্তভাঅণগঅং
হ হত্থে সন্নিহিদং আসি।

রাজা। শৃণুমস্তাবৎ।

শকু। তক্খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদও
উবট্ঠিদো,তদো তুএ অঅং দাব পঢ়মং পিঅউ ত্তি অণুঅম্পিণা উবচ্ছন্দিদো
উএণ। ণ উণ সো অপরিঅচাদো দে হত্থাদো উদঅং উবগদো। পচ্ছা
তস্সিং এব্ব মএ গহিদে সলিলে তেন পণও। তদা তুমং ইত্থং পহসিদো
সি সব্বো সগন্ধেসু বিস্সসদি দুবে বি এত্থ আরণ্ণও ত্তি।

রাজা। (মৃদু হাস্য করিয়া) এই জন্যই লোকে বলে যে, নারীজাতি প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি।

শকু। এই ঘটনায় ত বিধাতার দুরতিক্রমণীয় প্রভাব দেখা যাইতেছে। এখন অন্য কোন অভিজ্ঞানের বিষয় প্রকাশ করিব।

রাজা। অধুনা তাহাও শ্রবণ করা উচিত।

শকু। একদিন আপনি বেতসলতাকুঞ্জে বসিয়া আছেন, আপনার হাতে নলিনীপত্রপুটে জল ছিল।

রাজা। ভাল, বল, শ্রবণ করিতেছি।

শকু। সেই সময়ে আমার কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামক হরিণশাবকটি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন 'এই হরিণশিশু আগে জল পান করুক্' এই প্রকার দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক আপনি সেই জল লইয়া পানার্থ তাহার মুখের নিকট ধরিলেন; কিন্তু আপনাকে অপরিচিত দেখিয়া সে আপনার হাতে জল পান করিল না। তখন আমি সেই জলপাত্র ধরাতে সে প্রীতিসহকারে জল পান করিল। তখন আপনি সহাস্যে বলিলেন, 'সকলেই আত্মীয়জনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। কারণ, তোমরা উভয়েই বনবাসী।'

রাজা। আভিস্তাবদাত্মকার্য্যপ্রবর্ত্তিনীভির্মধুরাভিরনৃতবাগ্‌ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গৌত। মহাভাঅ ণারিহসি এব্বং মন্তিদুং। তবোবণসংবড্‌ঢিদো কৃখু অঅং জণো অণভিণ্ণো কইদবস্‌স।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে!

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু, সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি॥

শকু। (সরোষম্‌) অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্‌খসি। কো দাণিং অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণচ্ছণ্ণকুবোবমস্‌স তুহ অণূআরী ভবিস্‌সদি।

রাজা। (আত্মগতম্‌) বনবাসাদবিভ্রমঃ পুনরত্রভবত্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথাহি—

ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
বচোঽতি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।

রাজা। এই প্রকার আত্মকার্য্যসাধক মিষ্ট মিথ্যা বাক্যে কামী ব্যক্তিরাই আকৃষ্ট হয়।

গৌত। মহাভাগ! আপনি এ প্রকার কথা বলিবেন না; এই শকুন্তলা তাপসাশ্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছেন; শঠতা কাহার নাম, তাহার বিন্দুমাত্রও ইঁহার অবগত নহে।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে! মনুষ্য ব্যতীত তির্য্যগ্‌জাতির রমণীরাও বিনা শিক্ষায় চাতুরীতে নিপুণতা প্রকাশ করে, এ বিষয়ে আর কি বলিব? দেখুন, যতদিন শাবকেরা শূন্যে উড়িতে সমর্থ না হয়, কোকিলারা ততদিন তাহাদিগকে অন্য পক্ষীর (বায়সের) দ্বারা লালিত-পালিত করাইয়া লয়।

শকু। (সরোষে) হে অনার্য্য! সকলেই নিজ চিত্তগত ভাবের অনুমান করিয়া অন্যকে দেখিয়া থাকে; ধর্ম্মকঞ্চুকের আবরণ দিয়া তৃণাবৃত কূপের ন্যায় আপনার মত শঠতাপ্রকাশে আর কাহার ইচ্ছা হয়?

রাজা। (আত্মগত) বনবাসিনী বলিয়া ইঁহার রোষ বিভ্রমশূন্য (শৃঙ্গারাদি ভাবশূন্য) দেখিতেছি; কারণ, ইনি কুটিলভাবে দৃষ্টিপাত করেন না, ইঁহার নয়নদ্বয়ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বাক্যগুলিও নিষ্ঠুরতা-প্রকাশক; অধিকন্তু আঁধার

হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ,
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥

অপিচ—সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মামধিকৃত্য অকৈতব ইবাস্যাঃ কোপঃ সম্ভাব্যতে। থা হ্যনয়া—

ময্যেবমস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ,
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা,
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥

(প্রকাশম্) ভদ্রে! প্রথিতং দুষ্মন্তস্য চরিতং প্রজাস্বপীদং ন দৃশ্যতে।

শকু। তুম্মে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মত্থিদঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও।
সুট্ঠু দাব অত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ সমুবট্টিদা ॥

গৌত। জাদে ইমস্স পুরোবংসপচ্চএণ মুহমহুণো হিঅবিসস্স হত্থং সমুবগদাসি।

শকু। (পটান্তেন মুখমাচ্ছাদ্য রোদিতি।

ন্যায় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বাক্যপ্রয়োগও অসঙ্গত। আমি এ বিষয়ে কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। বিনা কারণে আমার প্রতি এই নারীর রোষপ্রকাশও অসম্ভব। আমার সহিত যে ইহার বিবাহ ঘটিয়াছে, তাহাও মনে পড়ে না। তবে কি এই রমণী কামানলে দগ্ধ হইয়াছে? কি আশ্চর্য্য! কামের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ লোককেও বিকল করিয়া ফেলে। (প্রকাশ্যে) কল্যাণি! কেহ কখন ত দেখে নাই যে, দুষ্মন্তের চরিত্রে কলুষ স্পর্শ করিয়াছে।

শকু। রাজন্! আপনার সহিত যে আমার বিবাহ হইয়াছে, ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহ তাহা দেখে নাই। এই প্রকারে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কোন রমণী কি পরপুরুষের বাসনা করিয়া থাকে? মহারাজ! তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী বারবনিতার ন্যায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি?

গৌত। বৎসে! তুমি এখন মুখে মধু ও অন্তরে যাহার গরল, সেইরূপ পুরুবংশীয় ব্যক্তির করগত হইয়াছ।

শকু। (মুখে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)।

শার্ঙ্গ´। ইত্থমপ্রতিহতং চাপল্যং দহতি।

অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।

অজ্ঞাতহৃদয়েম্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্॥

রাজা। অয়ি ভোঃ কিমত্রভবতীপ্রত্যয়াদেবাস্মানসম্ভৃতদোষৈরধিক্ষিপন্তি ভবতঃ।

শার্ঙ্গ´। (সাসূয়ম্) শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরম্।

আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যস্তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।

পরাভিসন্ধানমধীয়তে যৈর্বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ॥

রাজা। অহো! সত্যবাদিনং অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিঃ এবংবিধা এব বয়ং কিং পুনরিমামভিসন্ধায় লভ্যতে?

শার্ঙ্গ´। বিনিপাতঃ।

রাজা। বিনিপাতঃ পৌরবৈর্লভ্যত ইত্যশ্রদ্ধেয়মেতৎ।

শার্ঙ্গ´। চঞ্চলতাবশে যাহার তাহার সহিত প্রীতিবন্ধন করিয়াছিলে, সেই প্রীতিই এখন অলন্ত অগ্নিতুল্য হইয়া দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং সম্যক্ পরীক্ষা না করিয়া বিরলে সৌহার্দ্দ স্থাপন করা উচিত নহে। যাহার হৃদয় অজ্ঞাত, তাহার সহিত প্রণয়বন্ধন করিলে সেই প্রণয় শত্রুভাব ধারণ করিয়া বিদ্বেষে পরিণত হয়।

রাজা। ঋষিগণ! আপনারা কি এই বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া বিনা অপরাধে, আমাকে ভৎর্সনা করিতেছেন?

শার্ঙ্গ´। (অসূয়ার সহিত সভাসদ্গণের প্রতি) আপনারা সকলে ত এই নৃপতির কথা শুনিলেন। জন্মাবধি যাহার শঠতা শিক্ষা নাই, তাহার কথা প্রামাণ্য হইল না, আর যাহারা আশৈশব পরবঞ্চনাবিদ্যায় অভ্যস্ত, তাহাদের কথাই প্রামাণ্য হইল।

রাজা। হে সত্যভাষী মুনিবৃন্দ! ভাল, স্বীকার করিলাম, আমরাই যেন প্রবঞ্চক, আমাদের কথা প্রত্যয়ের যোগ্য নহে; কিন্তু বলুন দেখি, মুনিগণকে প্রতারণা করিয়া আমার লাভ কি?

শার্ঙ্গ´। অধঃপতন।

রাজা। অধঃপতন বাক্যটি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

শার্ঙ্গ। ভো রাজন্! কিমত্রোত্তরৈঃ, অনুষ্ঠিতো গুরুনিয়োগঃ, সম্প্রতি প্রতিনিবর্ত্তামহে বয়ম্।

তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা বিশ্বতোমুখী॥

গৌতমি! গচ্ছাগ্রতঃ। [ইতি সর্ব্বে প্রস্থিতাঃ।

শকু। অহং দাণিং ইমিণা কিদবেন পিপ্পলদ্ধ ক্কি তুম্হে বি মং পরিচ্চঅহ? [ইত্যনুপ্রস্থিতা।

গৌত। (স্থিত্বা পরিবৃত্যাবলোক্য চ) বচ্ছ সঙ্গরব! অণুগচ্ছদি গো করুণপরিদেইণী সউন্দলা! পচ্চাদেসপরুসে ভত্তুণি কিং করেদু তবস্সিণী।

শকু। (ভীতা বেপতে)।

শার্ঙ্গ। শকুন্তলে! শৃণোতু ভবতী।

শার্ঙ্গ। মহারাজ! আর উত্তর-প্রত্যুত্তরে আবশ্যক নাই। আমরা গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিলাম, এখন প্রস্থান করি। তবে ইনি আপনার ধর্ম্মপত্নী; ইঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় করুন, গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করুন, সে বিষয়ে আমাদের আর বক্তব্য নাই। কারণ, রমণীগণের প্রতি পতিরই সর্ব্বপ্রকারে প্রভুত্ব। গৌতমি! আপনি অগ্রে অগ্রে চলুন।

[সকলের গমনোদ্যোগ।

শকু। এই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক এখন ত আমি প্রবঞ্চিত হইলাম। তোমরাও কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকুন্তলার গমন।

গৌত। (দাঁড়াইয়া ফিরিয়া দর্শন পূর্ব্বক) বৎস শার্ঙ্গরব! করুণবাক্যে পরিতাপ করিতে করিতে শকুন্তলা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। যে নিষ্ঠুর ব্যক্তি আপনার সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিল, অনুকম্পার্হা রমণী তাহার নিকট থাকিয়া আর কি করিবে?

শকু। (ভীতকম্পিত)।

শার্ঙ্গ। (ফিরিয়া) শকুন্তলে! নরপতি যাহা বলিলেন, তাহা ত শুনিলে; যদি তুমি সেইরূপ হও, (ব্যভিচারিণী হও) তবে আর উৎকণ্ঠিত হইয়া কি

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা ত্বমসি কিং পুনরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্॥
তিষ্ঠ সাধয়ামো বয়ম্।

রাজা। ভোস্তপস্বিন্! কিমত্রভবতীং বিপ্রলভসে? কুতঃ—

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ॥

শার্ঙ্গ। রাজন্! অথ পূর্ব্ববৃত্তং ব্যাসঙ্গাদ্বিস্মৃতং ভবেৎ, তদা কথমধর্ম্মভীরোর্দারপরিত্যাগঃ?

রাজা। ভবন্তমেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি।

মূঢ়ঃ স্যামহমেষা বা বদেন্মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুলঃ॥

পুরো। (বিচার্য্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাম্।

রাজা। অনুশাস্তু মাং গুরুঃ।

করিবে? (তুমি কুলভ্রষ্টা হইয়াছ) আর যদি আপনাকে পবিত্র ও সতী বলিয়া জান, তবে পতিকুলে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য। অতএব তুমি থাক, আমরা চলিলাম।

রাজা। তপোধন! ইহাকে প্রতারণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন কেন? আপনি স্থির জানিবেন, চন্দ্র কুমুদিনীকে আর সূর্য্য পদ্মিনীকেই বিকসিত করেন। সুতরাং জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা পরদারামুখদর্শনে বিমুখ জানিবেন।

শার্ঙ্গ। মহারাজ! অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হওয়া সম্ভব। আপনি যে স্থলে অধর্ম্মভয়ে ভীত হইতেছেন, সে স্থলে আপনার স্ত্রীত্যাগ কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়?

রাজা। এ বিষয়ে গুরু-লঘু সম্বন্ধে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি। ভাল, আমিই যেন বিস্মৃতিহেতু বিমুগ্ধ হইয়াছি কিংবা এই নারীই মিথ্যা বলিতেছে। এ প্রকার সন্দেহস্থলে আমি কি নারীত্যাগী হইব কিংবা পরদারা স্পর্শ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করিব?

পুরোহিত। (বিবেচনা পূর্ব্বক) যদি তাহাই হয়, তবে এই প্রকার করুন।

রাজা। গুরো, আপনি উপদেশ দিউন।

পুরো। তত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদস্মদ্‌গৃহে তিষ্ঠতু।

রাজা। কুত ইদম্ ?

পুরো। ত্বং সাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপূর্ব্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি, ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনং প্রবেশয়িষ্যসি, বিপর্য্যয়ে তস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিরমেব।

রাজা। যথা গুরুভ্যো রোচতে।

পুরো। (উত্থায়) বৎসে! ইত ইতোঽনুগচ্ছ মাম্।

শকু। ভঅবদি বসুহে! দেহি মে অন্তরং।

[ইতি সহ পুরোধসা গৌতমীতপস্বিভিশ্চ রুদতী নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। (শাপব্যবহিতস্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি)।

(নেপথ্যে) আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্।

রাজা। (কর্ণং দত্ত্বা) কিন্নু খলু স্যাৎ ?

পুরো। যত দিন এই মুনিকন্যা সন্তান প্রসব না করেন, তাবৎ আমার [গৃ]হে থাকুন।

রাজা। সে কিরূপ ?

পুরো। মহারাজ! জ্যোতিষবিশারদ গণকেরা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, [স]র্ব্বাগ্রে আপনার একটি চক্রবর্ত্তিলক্ষণসম্পন্ন পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে। এই ঋষিদৌহিত্র [য]দি সেইরূপ লক্ষণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সানন্দে ইহাঁকে অন্তঃপুরে লইয়া [য]াইবেন আর যদি অন্যথা হয়, তবে ইহাঁকে ইহাঁর পিতৃসমীপে পাঠাইয়া দিবেন।

রাজা। গুরুদেবের যেরূপ ইচ্ছা।

পুরো। (উঠিয়া) বৎসে! এই দিকে আইস, আমার পশ্চাদনুসরণ কর।

শকু। ভগবতি বসুধে! আমাকে স্থান দান কর।

পুরোহিত, গৌতমী ও তাপসগণসহ শকুন্তলার রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

রাজা। (দুর্ব্বাসার শাপবশে কিছুই স্মরণ করিতে না পারিয়া শকুন্তলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন)।

নেপথ্যে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

রাজা। (সেই দিকে কর্ণপাত পূর্ব্বক) এ আবার কি ?

(প্রবিশ্য পুরোহিতঃ)

পুরো। (সবিস্ময়ম্) দেব! অদ্ভুতং খলু সংবৃত্তম্।

রাজা। কিমিব?

পুরো। দেব! পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু, সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা বাহূৎক্ষেপং রোদিতুঞ্চ প্রবৃত্তা।

রাজা। ততঃ কিম্?

পুরো। স্ত্রীসংস্থানঞ্চাপ্সরস্তীর্থমারাদুৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং তিরোহভূৎ।

(সর্ব্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)

রাজা। ভগবন্! প্রাগেবাস্মাভিরেষোঽর্থঃ প্রত্যাদিষ্টঃ কিং মৃষা তর্কেণান্বিষ্যতে বিশ্রাম্যতাম্।

পুরো। বিজয়স্ব। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। বেত্রবতি! পর্য্যাকুলোঽস্মি শয়নীয়গৃহমার্গমাদেশয়।

প্রতী। ইদো ইদো দেবো। [ইতি প্রস্থিতা।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। (বিস্ময়সহকারে) দেব! আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল!

রাজা। কি প্রকার?

পুরো। রাজন্! কণ্বশিষ্যেরা প্রস্থান করিলে সেই রমণী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা। তার পর?

পুরো। রাজন্! ইত্যবসরে অপ্সরার তুল্য আকৃতিসম্পন্না তেজস্বিনী কোন রমণীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক তিরোহিত হইলেন।

(ইহা শ্রবণে সকলের বিস্ময়)

রাজা। ভগবন্! এ বিষয় পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; এখন আর বৃথা অনুশোচনায় প্রয়োজন কি? অন্বেষণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ।

পুরো। আপনার জয় হউক্। [পুরোহিতের প্রস্থান।

রাজা। বেত্রবতি! আমি বড়ই অধীর হইয়াছি; আমাকে শয়নগৃহের পথ দেখাইয়া দেও।

প্রতী। মহারাজ! এই দিকে, এই দিকে [প্রস্থা

রাজা। (পরিক্রম্য স্বগতম্)

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়তীব মাং হৃদয়ম্॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

প্রবেশকঃ। *

—*:০:*—

(ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ পশ্চাদ্বাহুবদ্ধং পুরুষমাদায় রক্ষিণৌ চ)

রক্ষিণৌ। (পুরুষং তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভিলআ কহেহি কহিং তুএ এসে মহামণিভাস্থলে উক্কিণ্ণণামাক্খলে লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ সমাসাদিএ।

পুরুষঃ। (ভীতিনাটিতকেন) পসীদন্তু পসীদন্তু ভাবমিস্সে। অহকে ণ এরিসকম্মকালী।

রাজা। (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) ঋষিবালাকে যে বিবাহ করিয়াছিলাম, ইহা ত কিছুতেই স্মরণ হইতেছে না। কিন্তু আমার অন্তঃকরণ যেরূপ অনুতপ্ত ও খিন্ন হইতেছে, তাহাতে যেন প্রত্যয় জন্মিতেছে যে, এই রমণী আমাকর্ত্তৃক পরিণীতা।

(বদ্ধবাহু এক ব্যক্তিকে লইয়া নগরপাল রাজশ্যালক ও দুই জন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষিদ্বয়। (বাহুবদ্ধ ব্যক্তিকে তাড়না করিয়া) রে তস্কর! বল্, এই মহামণিরত্নখচিত সমুজ্জ্বল খোদিত-নামাক্ষর এই রাজ-অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি?

পুরুষ। (সভয়ে) আপনারা প্রসন্ন হউন, আমি এরূপ কুকাজ (চুরি) করি নাই।

---

* কখনও কখনও একটি অঙ্ক-সমাপ্তির পর অন্য অঙ্ক আরম্ভের অগ্রে কেবল নীচ পাত্রের মুখে অতীত বা ভাবী বিষয় সূচিত হয়। নাটকের এই অংশের নাম প্রবেশক। প্রবেশক তৎপরবর্ত্তী অঙ্কের প্রস্তাবনাস্বরূপ।

প্রথমঃ। কিণ্ণু ক্খু সোহণে বহ্মণে ত্তিকলিঅ রণ্ণা পড়িগ্গহে দিণ্ণে।

পুরুষঃ। সুণহ দাণিং অহকে ক্খু সকাবদালবাসী ধীবলে।

দ্বিতীয়ঃ। অলে পাউচ্চলা কিং অহ্মেহিং জাদী পুচ্ছিদে?

নাগ। সূঅঅ কহেদু সব্বং অণুক্কমেণ। মা ণং অন্তরা পড়িবন্ধহ।

উভৌ। জং আবুত্তে আণবেদি কহেহি।

ধীবরঃ। অহকে জালুপ্পলাদীহিং মচ্ছমন্ধণোবাএহিং কুড়ুম্বভলণং কলেমি।

নাগ। (বিহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং আজীবো।

ধীবরঃ। ভট্টকে মা এব্বং ভণ।

শহজে কিল জে বিণিন্দিএ ণহু দে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশুমালণকম্মদালুণে অণুকম্পামিদুএ বি শোত্তিএ॥

প্র, রক্ষক। তুই একজন সুব্রাহ্মণ কি না, তাই মহারাজ তোকে দান করিয়াছেন।

পুরুষ। আপনারা অবধান করুন, আমি একজন ধীবর; শক্রাবতারে আমার বাস।

দ্বি, রক্ষক। রে তস্কর! আমরা কি তোর জাতি ও ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি?

নাগরিক। সূচক! উহাকে ধীরে ধীরে সকল কথা বলিতে দেও; মধ্যস্থলে বাধা দিও না।

রক্ষিদ্বয়। ভাল, তাহাই হউক্। বল্ রে বল্।

ধীবর। আমি তথায় জাল,বড়িশ প্রভৃতি মাছ ধরিবার উপায় দ্বারা পরিজন-দিগের ভরণপোষণ করি।

নাগরিক। (হাস্য করিয়া) আমার এখন বিলক্ষণ বোধ হইল, তোমার জীবনধারণের উপায়টি বিলক্ষণ পবিত্র।

ধীবর। মহাশয়! এ কথা বলিবেন না। কেন না, যাহার যে কার্য্য, তাহা নিন্দাই হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা দয়ার্দ্র হইয়াও আবার বৈদিকবিধানানুষ্ঠানকালে পশুমারণকার্য্যে নির্দ্দয় ও নিদারুণ হইয়া থাকেন।

নাগ। তদো তদো ?

ধীবরঃ। এক্কশ্শিং দিঅশে মএ লোহিঅমচ্ছকে পাবিদে তদো খণ্ডশো কপ্পিদে জাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে পেক্খামি দাব এশে মহাল-গ্ঘভাশুলে অঙ্গুলীঅএ শেক্খিদে পচ্চা ইধ বিক্কঅত্থং অথং দংশঅন্তে ভ্জেব গহিদে ভাবমিশ্শেহিং এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে অং মাবেধ কুট্টেধ বা।

নাগ। (অঙ্গুরীয়মাঘ্রায়) জালুঅ! মচ্ছোদলব্ভন্তগদো ত্তি ণত্থি ন্দেহো, জদো অঅং আমিসগন্ধো বাঅদি আগমো দাণিং এদস্স এসো বমরিসিদব্বো তা এধ লাঅউলং জ্জেব গচ্ছন্ধ।

রক্ষিণৌ। (ধীবরং প্রতি) গচ্ছ লে গণ্ঠিচ্ছেদঅ গচ্ছ। (ইতি রিক্রামন্তি)

নাগ। সূঅঅ ইধ গোপুরদুআরে অপ্পমমত্তা পড়িবালেহ মং জাব লাঅউলং পবোসপ ণিক্কমামি।

উভৌ। পবিশদু আবুত্তো শামিপ্পশাদত্থং।

নাগরিক। ভাল, তার পর ?

ধীবর। একদা আমি একটি রোহিতমৎস্য প্রাপ্ত হই। সেটি যখন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটি, তখন তাহার গর্ভমধ্যে এই মহোজ্জ্বল রত্নাঙ্গুরীয়টি দেখি। পরে এখানে বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসিয়াছি; এখন আপনাদের দ্বারা বন্দী। এই প্রকারেই আমি অঙ্গুরী পাই; এখন আমাকে মারিতে ইচ্ছা হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন।

নাগরিক। (অঙ্গুরীর আঘ্রাণ লইয়া) জালুক! ইহা যে মৎস্যের গর্ভে ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। কারণ, এখনও আমিষগন্ধ বহির্গত হইতেছে। ধীবর এই অঙ্গুরীপ্রাপ্তির যে বৃত্তান্ত বলিল, তাহা সত্য হইতে পারে; যাহা হউক, এখন বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। চল, আমরা রাজসকাশে যাই।

রক্ষিদ্বয়। চল্ তস্কর চল্। (সকলের পরিক্রমণ)

নাগ। সূচক! আমি রাজবাটী হইতে যতক্ষণ না ফিরি, তাবৎ তোমরা াকলে অপ্রমত্তভাবে এই গোপুরদ্বারে প্রতীক্ষা কর।

রক্ষিদ্বয়। প্রভুর প্রসন্নতালাভের জন্য রাজভবনে প্রবেশ করুন।

নাগ। [পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তঃ।

সূচ। জালুঅ চিলাঅদি ক্‌খু আবুত্তে।

জালু। ণং অবশলোবশপ্‌পশীআ রাআণো হোন্তি।

সূচ। ফুল্লন্তি মে অগ্‌গহত্থা ইমং গণ্ঠিচ্ছেদঅং বাবাদিদুং।

ধীব। ণালিহদি ভাবে অআলণমালকে ভবিদুম্‌।

জালু। (বিলোক্য) এসে অহ্মাণং ঈশ্‌শলে হথে গেহ্নিঅ লাঅশাশনং আঅচ্ছদি শম্পদং এসে শউলাণং মুহং পেক্‌খদু অহবা গিদ্ধশিআলাণং বলী হোদু।

(ততঃ প্রবিশ্য নাগরিকঃ)

নাগ। সিগ্‌ঘং এদং (ইত্যর্দ্ধোক্তে)।

ধীব। হা হদোম্হি (ইতি বিষাদং নাটয়তি)।

নাগ। মুঞ্চধ জালোবজীবিণং। উববন্নে সে অঙ্গুলীঅস্‌স আগমে অহ্ম শামিণা জাব কধিদং।

নাগ। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক প্রস্থান।)

জালু। অবসর বুঝিয়া নৃপতিসমীপে গমন করা উচিত।

ধীবর। বিচার পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করুন।

সূচক। এই গাঁটকাটা চোরটাকে প্রহারের জন্য আমার হাত প্রস্ফুরিত হইতেছে।

ধীবর। অকারণে প্রহার করিবেন না।

জালু। (চতুর্দ্দিক্‌ দেখিয়া) এই যে আমাদের প্রভু রাজদণ্ড-হস্তে আসিতেছেন। এখন এই ধীবর বেটা নিজ অভীষ্ট দেবতা ও আত্মীয়-কুটুম্বকে স্মরণ করুক কিংবা গৃধ্র ও শৃগালদিগের ভক্ষ্যরূপে গণনীয় হউক।

(নাগরিক শ্যালকের প্রবেশ)

নাগরিক। সত্বর—সত্বর ইহাকে—(অর্দ্ধোক্তি)।

ধীবর। হায়! এইবার মরিলাম! (বিষাদ প্রকাশ)

নাগরিক। ধীবরকে শীঘ্র ছাড়িয়া দেও। এই অঙ্গুরীয়ের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত আমাদের প্রভু স্বীকার করিয়াছেন।

সূচ॰। জহা আণবেদি আবুত্তো, জমবশদিং গদুঅ পড়িণিউত্তো কৃখু এসে।* (ইতি ধীবরং বন্ধনান্মোচয়তি)।

ধীব। ভট্টকে শম্পদং তুহ কেলকে মে জিবীদে। (ইতি পাদয়োঃ পততি)।

নাগ। উট্‌ঠেহি এসে ভট্টিণা অঙ্গুলীঅমুলসম্মিদে পরিসোদিএ দেপ্‌পসাদিকদে তা গেহ্ন এদং। (ইতি ধীবরায় কটকং দদাতি)।

ধীব। (সহর্ষং সপ্রণামঞ্চ প্রতিগৃহ্য) অণুগহীদোম্হি।

জালু। এসে কৃখু রণ্ণা তহা শূলাদো ওদালিঅ হত্থিকৃখন্ধে শমালোবিদে।

সূচ। আবুত্তে পালিদোশিএণ জাণামি মহালিহলদণেণ অঙ্গুলীঅএণ শামিণো বহুমনেণ হোদব্বং।

নাগ। ণ তস্‌সিং ভট্টিণো মহালিহলদণং ত্তি কদুঅ পলিদাস্মো এত্তি উণ তক্কেমি।

অভৌ। কিং উণ?

সূচক। আপনার যেরূপ অনুমতি। এই বেটা যমালয়ে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। *(ধীবরের বন্ধনমোচন)।

ধীবর। প্রভু! অদ্য হইতে আপনার নিকট আমার জীবন বিক্রীত হইল। (চরণদ্বয়ে পতন)।

নাগরিক। গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, আমাদের প্রভু তোমাকে অঙ্গুরীয়ের মূল্যস্বরূপ যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন; উহা গ্রহণ কর। (ধীবরকে কাঞ্চন কটক প্রদান)।

ধীবর। (সানন্দে প্রণাম পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া) যার পর নাই অনুগৃহীত হইলাম।

জালু। রাজন্! এ প্রকার অনুগ্রহে যেন শূল হইতে অবতরণ করাইয়া হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দেওয়া হইল।

সূচক। আবুত্ত! এরূপ পুরস্কার প্রদান করাতে বোধ হইতেছে যে, এই অঙ্গুরীটির মূল্য অনেক এবং এটি রাজার পরম আদরের দ্রব্য।

নাগ। আমার বোধ হয়, মূল্যবান্ বলিয়া রাজার এত আনন্দ নহে।

রক্ষিদ্বয়। কি প্রকার?

নাগ। তস্স দংসণেণ ভট্টিণা কোবি অহিমদো জণো সুমরিদো ত্তি জদো মুহুত্তঅং পইদীগম্ভীরোবি পজ্জুসুস্সুঅমণো আসী।

সূচ। দোশিদে শোইতে অ দাণিং ভট্টা আবুত্তেণ।

জালু। জালুণং ভণেমি ইমশ্শ মচ্ছশত্তুণো কদে। (ইতি ধীবরমনসূয়য়া পশ্যতি)।

ধীব। ভট্টালকে ইদে অদ্ধং তুম্হাণম্পি শুলামুল্লং হোদু।

জালু। ধীবল মহত্তলে শম্পদং পিঅবঅশশ্কে সংবুত্তে শিকাদশ্বলীশাকখিকে কখু শোহিদে ইচ্ছীঅদি তা এহি শুণ্ডিআলঅং এবব গচ্ছম্হ। [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি প্রবেশকঃ।

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

—ঃ০ঃ—

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন মিশ্রকেশী)

মিশ্র। ণিব্বত্তিদং মএ পজ্জাঅণিব্বত্তণিজ্জং অচ্ছরাতিত্থসন্নিজ্ঝং

নাগরিক। অঙ্গুরীটি দেখিবামাত্র কোন প্রিয় ব্যক্তি রাজার স্মরণপথে উদিত হইল। কারণ, তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীর হইলেও কিয়ৎক্ষণ উৎকণ্ঠাকুল হইয়া চিন্তানিমগ্ন ছিলেন।

সূচক। আপনি মহারাজের প্রীতি ও বিষাদ উভয়ই সম্পাদন করিলেন।

জালু। আমার বিবেচনায় এই মৎস্য শত্রু (অসূয়ার সহিত ধীবরের দিকে নেত্রপাত)।

ধীবর। ভট্টারক! এই পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ আপনাদের সুরার মূল্য হউক।

জালু। ধীবর! অদ্য হইতে তুমি আমাদের পরম বন্ধু হইলে। প্রথমে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইলে সুরাকে সাক্ষী রাখিতে হয়। অতএব চল, সকলে মিলিত হইয়া শৌণ্ডিকগৃহে যাই। [সকলের প্রস্থান

(আকাশযানে মিশ্রকেশীর প্রবেশ) *

মিশ্র। অপ্সরাগণের আদেশে ক্রমে ক্রমে সকল কার্য্যই সম্পাদন করিলাম

---

* পুস্তকান্তরে 'মিশ্রকেশী' নামের পরিবর্ত্তে 'সানুমতী' লিখিত দেখা যায়।

ত্তি। জাব সাহুজণস্স অভিসেঅকালো সম্পদং ইমস্স রাএসিণো উদন্তং পচ্চক্খীকরিস্সং। মেণআসম্বন্ধেণ সরীরভূদা দাণিং মে সউন্দলা, তএঅ দুহিদুণিমিত্তং স ন্দিট্‌টপুব্বম্হি। (সমন্তাদবলোক্য) কিন্নু কখু উবদ্দি- দুচ্ছবেবি দিঅহে ণিরুচ্ছবারম্ভং বিঅ এদং রাঅউলং দীসই। অত্থি মে বিহবো সব্বং পণিধাণেণ জাণিদুং। কিন্দু সহীএমএ আদবো মাণইদব্বো। ভোদু ইমানং এব্ব উজ্জাণপালিআণং শাস্সপরিবত্তিণী ভবিঅ তিরক্করণীএ বিজ্জাএ পচ্ছণ্ণা উবলহিস্সং। (ইতি নাট্যেনাবতীর্য্য স্থিতা।)

(ততঃ প্রবিশতি চূতাঙ্কুরমালোকয়ন্তী চেটী তৎপৃষ্ঠেঽপরা চ)

প্রথমা। কহং উবত্থিদো মহুমাসো।

আতম্বহরিঅবেন্তং বসন্তমাসস্স জীঅসব্বস্স।
দিব্বো সি চূদকোরঅ উদুমঙ্গল তুমং পসাএমি॥

দ্বিতীয়া। পরহুদিএ! কিং এদং এআইণী মন্তেসি।

প্রথমা। মহুঅরিএ! চূদকলিঅং পেক্খিঅ উম্মত্তিআ কখু পর আ হোদি।

। দেবতা ও সাধুদিগের স্নানসময় উপস্থিত, সুতরাং এখন এই রাজর্ষির বৃত্তা গোচর করি কিংবা মেনকা আমার দ্বিতীয় প্রাণতুল্য ; মেনকা নিজ কন্য ন্তলাকে আশ্বাসপ্রদানার্থ পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছেন। (চারিদি য়া) বসন্তাগমে উৎসবের দিন আগত, তথাপি রাজভবন উৎসবহীনের ন্যা হইতেছে কেন ? আমি ত সমাধিপ্রভাবে সকলই জানিতে পারি ; কিন্তু স ন্তলার আদর-দর্শনার্থ অনুরোধ রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হউ নরক্ষকগণের পার্শ্বে থাকিয়া তিরস্করিণী বিদ্যাবলে অদৃশ্য হইয়া সকল ঘট খি। (অবতরণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান)।

(চূতাঙ্কুর দেখিতে দেখিতে এক চেটী ও তৎপশ্চাৎ অপর চেটীর প্রবেশ)

প্র, চেটী। এ কি! মধুমাস আগত যে! ঈষৎ লোহিতাভ হরিদ্বর্ণবৃন্তযু ঙ্কুরগুলি বসন্তের জীবনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। আমার স্থিরবিশ্বাস সন্তোৎসবে এই চূতাঙ্কুরগুলি কল্যাণকর হইবে।

দ্বি, চেটী। পরভৃতিকে! একাকিনী কি পরামর্শ করিতেছিস্ ?

প্র, চেটী। মধুকরিকে! সহকারকলিকা দেখিয়া পরভৃতিকা উন্মত্ত হ ঠিয়াছে।

দ্বিতীয়া। (সহর্ষং ত্বরয়া উপগম্য) কহং উবথিদো মহুমাসো।

প্রথমা। মহুআরিএ! তবাবি এসো কালো মদবিব্‌ভমুগ্‌গীদাণং।

দ্বিতীয়া। সহি! অবলম্বস্‌স মং জাব অগ্‌গপদে পরিট্ঠিদা ভবিঅ চূদপ্পসবং গেহ্নিঅ সম্পাদেমি কামদেবস্‌স অচ্চণং।

প্রথমা। জই এব্বং তা মমাবি অদ্ধং পচ্চণভলস্‌স!

দ্বিতী। সহি! অভিণিদেবি এদং সম্পজ্জই জদো এক্কং এব্ব গে এদং সরীরং দ্বিধা ভিণ্ণং পজ্জাবইনা।

(সখীমবলম্ব্য চূতপ্রসবং গৃহীত্বা) অম্মাহে অপ্পবুদ্ধোবি চূদপ্পসবে রন্ধনভঙ্গসুরহী বাঅদি।

(কপোতহস্তং কৃত্বা) ণমো ভঅবদে মঅরদ্ধজাঅ।

অরিহসি মে চূঅঙ্কুর দিণ্ণো কামস্‌স গহিদচাবস্‌স।
পহিঅজণজুঅইলক্‌খো পঞ্চব্‌ভহিও সরো হোহি॥

দ্বি, চেটী। (সহর্ষে সমীপবর্ত্তিনী হইয়া) মধুমাস উপস্থিত হইয়াছে কি?

প্র, চেটী। মধুকরিকে! চপলতা বশতঃ তোমারও গান করিবার এ উপযুক্ত সময়।

দ্বি, চেটী। সখি, আমাকে ধর, আমি চরণাগ্রে ভর করিয়া সহকারমুকুল সকল গ্রহণ পূর্ব্বক অনঙ্গদেবের পূজা সম্পাদন করি।

প্র, চেটী। যদি তাই হয়, তবে পূজার ফল আমারও অর্দ্ধেক।

দ্বি, চেটী। সখি, না বলিলেও তাহা হইবে। কারণ, আমাদের দুই জনে দেহ এক, কেবল প্রজাপতি দুই অংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। (সখী অবলম্বন পূর্ব্বক চূতাঙ্কুর লইয়া) অহো! এই চূতাঙ্কুরগুলি বিকসিত হয় ন বটে, কিন্তু বৃন্ত ভগ্ন করাতে ইহার সুগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে। (তৎপরে করযে হইয়া) নমো ভগবতে মকরধ্বজায়। হে চূতাঙ্কুর! আমি তোমাকে ধনুর্দ্ধ কামদেবের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছি; তুমি তাঁহার পঞ্চবাণের মধ্যে একটি বা স্বরূপ হইয়া পথিকযুবতীদিগকে লক্ষ্য করিও।

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী। (সক্রোধম্) মা তাবদনাত্মজ্ঞে! দেবেন প্রতিষিদ্ধেঽপি মধূৎসবে চূতকলিকাভঙ্গমারভসে ?

উভে। (ভীতে) পসীদদু পসীদদু অজ্জো অভহিদথা বঅং।

কঞ্চু। হুং, ন কিল শ্রুতং ভবতীভ্যাং যদ্বাসন্তৈস্তরুভিরপি দেবস্য শাসনং প্রমাণীকৃতং মদাশ্রয়িভিশ্চ। তথাহি—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ,
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং,
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্॥

মিশ্র। ণত্থি সন্দেহোমহাপ্পহাবো কখু রাএসী।

প্রথমা। অজ্জ কদিচিদিঅসাইং মিত্তাবসুণা রট্‌টিএণ ভট্টিণো

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। (সরোষে) তোমাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। মহারাজ বসন্তোৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তথাপি তোমরা চূতকলিকা ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ?

উভয়ে। (সভয়ে) আর্য্য, প্রসন্ন হউন, মহারাজ যে নিষেধ করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না।

কঞ্চুকী। হুঁ, তোমরা কি শ্রবণ কর নাই যে, বসন্তঋতুতে বৃক্ষ সকল ও তাহাদিগের আশ্রিত পক্ষীরাও মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছে ? দেখ চূতকলিকারা বহুদিন উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু পরাগ জন্মে নাই; কুরুবক-পুষ্প সকল সজ্জিতভাবে বহির্গত হইয়াও কোরকাবস্থাতেই আছে আর শিশির-ঋতু বিগত হইলেও পুংস্কোকিলের কণ্ঠস্বরূপ কণ্ঠমধ্যেই বিলীন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমার বোধ হয়, অনঙ্গদেবও ভীত হইয়া তূণ হইতে বাণ সকল অর্দ্ধ আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

মিশ্র। (স্বগত) রাজর্ষির প্রভাব এইরূপই বটে।

প্র, চেটী। আর্য্য! কতিপয় দিন হইল মিত্রাবসু নামক রাজশ্যালক চির

পাদমূলং পেসিদা অম্হে ইধ পমদবণে চিত্তকম্ম অপ্‌পিদুং তা আগন্তুআদাএ ণ সুদ সুদপূব্বো অম্হেহিং এসো বুত্তন্তো।

কঞ্চু। তেন হি ন পুনরেবং প্রবর্ত্তিতব্যম্।

উভে। (সকৌতূহলম্) অজ্জ জই ইমিণা জণেণ সোদব্বং তা কহেদু অজ্জো কিং ণিমিত্তং ভট্টিণা বসন্তচ্ছবো পড়িসিদ্ধোত্তি?

মিশ্র। উচ্ছবপ্‌পিআ ক্‌খু রাআণো হোন্তি তা এত গুরুআ কারণেণ হোদব্বং।

কঞ্চু। (স্বগতম্) বহুলীভূতোঽয়মর্থঃ,তৎ কিং ন কথ্যতে। (প্রকাশম্) অস্তি ভবত্যোঃ কর্ণপথমায়াতং শকুন্তলাপ্রত্যাদেশকৌলীনম্।

উভে। অজ্জ সুদং রাট্টিঅমুহাদো অঙ্গুলীঅঅদংসণং জাব।

কঞ্চু। তেন হি স্বল্পং কথয়িতব্যম্। যদৈবাঙ্গুরীয়দর্শনাদনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্ব্বা রহসি ময়া তত্রভবতী শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টেতি তদাপ্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। তথাহি—

কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আমাদিগকে এই প্রমদোদ্যানে প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং আমরা এ সকল বৃত্তান্ত অবগত নহি।

কঞ্চুকী। যাহা হউক, পুনরায় আর এরূপ কার্য্য করিও না।

উভয়ে। (কৌতূহল সহকারে) আর্য্য! যদি শ্রবণে কোন আপত্তি না থাকে, তবে বলুন, মহারাজ বসন্তোৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন?

মিশ্র। (স্বগত) রাজারা স্বভাবতই উৎসবপ্রিয়; বোধ হয়, কোন গুরুতর কারণ ঘটিয়াছে।

কঞ্চুকী। (স্বগত) এ বিষয় যখন চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তখন বলিবার বাধা কি? (প্রকাশ্যে) শকুন্তলা-পরিত্যাগের বিষয় তোমরা জান ত?

উভয়ে। আর্য্য! অঙ্গুরীয়দর্শন পর্য্যন্ত রাজশ্যালকের মুখে শ্রুত আছি।

কঞ্চুকী। তবে অল্প কথাতেই বুঝিতে পারিবে। অঙ্গুরীয় দেখিবামাত্র যখন মহারাজার মনে পড়িল যে, পূর্ব্বে নির্জ্জনে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছেন এবং মোহবশে আবার তাঁহাকে পরিত্যাগও করিয়াছেন, তদবধি মহারাজ নিরতিশয় অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন। সম্প্রতি সমস্ত রমণীয় বস্তুর প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ পাইতেছে; এখন আর মন্ত্রীরাও পূর্ব্ববৎ তাঁহার উপাসনা করিতে-

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে,
শয্যোপান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা,
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবিলক্ষশ্চিরম্॥

মিশ্র। পিঅং মে পিঅং।

কঞ্চু। অস্মাৎ প্রভবতো বৈমনস্যাদুৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ।

উভে। জুজ্জই।

(নেপথ্যে) এদু এদু ভবং।

কঞ্চু। (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে ইত এবাভিবর্ত্ততে দেবঃ, তদগচ্ছত স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়।

উভে। তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তে

(ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপসসদৃশবেশো রাজা বিদূষকঃ প্রতীহারী চ)

কঞ্চু। (রাজানং বিলোক্য) অহো সর্ব্বাস্ববস্থাসু রমণীয়ত্বমাকৃতি-

---

ছেন না। রজনীযোগে তাঁহার নিদ্রা হয় না, শয্যার দুইদিকেই পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া নিশাযাপন করেন। আর যে সময় দাক্ষিণ্যবশে অন্তঃপুরকামিনীগণকে যথাযোগ্য উত্তরপ্রদানে উদ্যত হন, তখন তাঁহার মুখে শকুন্তলার নাম উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ঘটনার পর অনেকক্ষণ যাবৎ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া অবস্থিতি করেন।

মিশ্র। (স্বগত) ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিকর বটে।

কঞ্চুকী। এই নিরঙ্কুশ বৈমনস্যের জন্যই উৎসবসম্পাদন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

উভয়ে। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে।

নেপথ্যে। এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

কঞ্চুকী। (সেই দিকে কান দিয়া) মহারাজ এই দিকে আগমন করিতেছেন অতএব তোমরা চিত্রকর্ম্মসম্পাদনার্থ গমন কর।

চেটীদ্বয়। তাহাই হউক। [প্রস্থান।

(তাপসবেশধারী রাজা, বিদূষক ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। (রাজাকে দেখিয়া স্বগত) অহো! যাহার আকৃতি মনোহর সকল অবস্থাতেই তাহাতে রমণীয়তা দৃষ্ট হয়। কারণ, মহারাজ [illegible]

বিশেষাগ্ন্যম্। তথা হ্যেবং বৈমনস্যপরীতোঽপি প্রিয়দর্শনো দেবঃ। য এষঃ— প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠার্পিতং,

বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।

চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরাত্মনঃ,

সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে॥

মিশ্র। (রাজানং বিলোক্য) ঠানে কৃখু পচ্চাদেসবিমাণিদা বি ইমস্স কিদে সউন্দলা কিলিস্সদি।

রাজা। (ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য)

প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্।

অনুশয়দুঃখায়েদং হতহৃদয়ং সম্প্রতি বিবুদ্ধম্॥

মিশ্র। ণং এরিসাইং তবস্সিণীএ ভাঅহেআণি।

বিদূ। (অপবার্য্য) হুং ভূও বি লঙ্ঘিদো এসো সউন্দলাবাদেণ। ণ আণে কহং চিকিচ্ছিদব্বো ভবিস্সদি ত্তি।

কণ্ঠাকুল হইলেও ইঁহার দর্শন পূর্ব্ববৎ প্রীতিপ্রদ দেখা যাইতেছে। ইনি নানারূপ অলঙ্কারপ্রিয় হইলেও এখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন; কেবল বামপ্রকোষ্ঠে একগাছিমাত্র কাঞ্চনবলয় ধৃত আছে; কিন্তু তাহাও আবার শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসজনিত বায়ুতে অধরোষ্ঠ প্রপীড়িত হইয়াছে এবং চিন্তা হেতু নিদ্রা না হওয়ায় চক্ষুর্দ্বয় নিতান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; এই প্রকারে ইনি অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও নিজগুণপ্রভাবে শাণিত অস্ত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।

মিশ্র। (রাজাকে দেখিয়া মনে মনে) রাজা পরিত্যাগ করাতে শকুন্তলার অবমাননা হইয়াছে সত্য; তথাপি শকুন্তলা যে ইঁহার জন্য ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

রাজা। (চিন্তার সহিত মন্দ মন্দ পরিক্রমণ পূর্ব্বক) প্রথমে সেই হরিণলোচনা প্রিয়তমা আমাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া দিলেও আমার এই হতহৃদয় মোহবশে যেন নিদ্রাবশ ছিল; এখন দুঃখসন্তাপ সহ্য করিবার জন্যই জাগরিত হইয়াছে।

মিশ্র। (মনে মনে চিন্তা করিয়া) শকুন্তলার অদৃষ্টই এইরূপ; নতুবা যাঁহা হৃদয়ে এ প্রকার অনুরাগ, তিনি কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন?

বিদূ। (জনান্তিকে) হুঁ, মহারাজ পুনরায় শকুন্তলা শকুন্তলা করিয়া বায়

কঞ্চু। (উপসৃত্য) জয়তু জয়তু দেবঃ, প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবনভূময়ঃ যথাকামমধ্যাস্তাং বিনোদস্থানানি দেবঃ।

রাজা। বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি, অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভির্ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুম্ যৎপ্রত্যবেক্ষিতমার্য্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।

প্রতী। জং দেবো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। পার্ব্বতায়ন! ত্বমপি স্বনিয়োগমশূন্যং কুরু।

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

বিদূ। কিদং ভঅদা নিম্মক্খিঅং। সম্পদং সিসিরবিচ্ছেঅরমণীএ স্সিং পমদবণুদ্দেশে অত্তাণং রমইস্সসি।

রাজা। (নিশ্বস্য) বয়স্য! যদুচ্যতে রন্ধ্রোপপাতিনোঽনর্থা ইতি ব্যভিচারি বচঃ। পশ্য—

ধি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। বুঝিতে পারিতেছি না, আবার কি প্রকারে র চিকিৎসা করাইতে হইবে।

কঞ্চুকী। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক, রাজ! প্রমদকানন সকল সাবধানে দর্শন করা হইয়াছে; এখন আপনি চ্ছানুসারে উপবেশন করুন।

রাজা। বেত্রবতি! আমার আজ্ঞানুসারে অমাত্য পিশুনকে বল, রাত্রি- গরণ হেতু আজি আমি ধর্ম্মাসনের সকল কার্য্য সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে রিব না, আপনি যে কিছু পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন,তদ্বিবরণ সকল পত্র- ধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান।

রাজা। পার্ব্বতায়ন! তুমিও তোমার নিজ কার্য্য সম্পাদন কর।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান।

বিদূ। আপনি ত এ স্থান নির্ম্মক্ষিক করিলেন। এখন শিশিরাবসানে মণীয় এই প্রমদবনে আত্মবিনোদন করুন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) বয়স্য! লোকে যে বলে, ছিদ্র পাইলে নর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা মিথ্যা নহে। দেখ সখে! অন্তঃকরণ

মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা, মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ।
মনসিজেন সখে প্রহরিষ্যতা, ধনুষি চূতশরশ্চ নিবেশিতঃ॥
উপহিতস্মৃতিরঙ্গুলিমুদ্রয়া, প্রিয়তমামনিমিত্তনিরাকৃতাম্।
অনুশয়াদনুরোদিমি চোৎসুকঃ, সুরভিমাসসুখং সমুপৈতি চ॥

বিদূ। ভো বঅস্‌স! চিট্‌ঠ দাব জাব ইমিণা দণ্ডকট্‌ঠেণ কন্দপ্‌প-বাণং ণাসইস্‌সং। (ইতি দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য চূতাঙ্কুরং তাড়য়িতুমিচ্ছতি)।

রাজা। (সস্মিতম্) ভবতু দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চ্চসম্। সখে! বিনোদয়ামি ? ক্কেদানীমুপবিষ্টঃ প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু দৃষ্টিং বিলোকয়ামি!

বিদূ। ণং ভঅনা আসণ্ণপরিচারিআ লিবিঅরি মেহিবিণী আদিট্‌ঠা মাহবীলদাহরএ ইমং বেলং অদিবাহিস্‌সং তহিং চিত্তফলএ মে সহত্থলিহিদং তত্থভোদীএ সউন্দলাএ পড়িকিদিং আণেহিত্তি।

রাজা। ঈদৃশমেব হৃদয়াশ্বাসনং তত্তদেবাদেশয় মাধবীলতাগৃহম্।

রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে মুনিকন্যার সহিত প্রণয়ের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম; যেমন সেই মোহান্ধকার বিদূরিত হইল, অমনি অনঙ্গদেব আমাকে প্রহার করিবার জন্য নিজ শরাসনে চূতশর সন্নিবেশিত করিলেন। নিজনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া যখন সকল কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল, অমনি প্রিয়তমাকে দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইলাম; কিন্তু অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া অনুতাপে রোদন করিতে লাগিলাম। এই সময় আবার কোথা হইতে কালস্বরূপ বসন্ত আসিয়া আবির্ভূত হইল।

বিদূ। বয়স্য! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, আমি এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা কন্দর্পশর চূর্ণ করিতেছি।

রাজা। (ঈষৎ হাস্যসহকারে) তোমার ব্রহ্মতেজ দেখা গিয়াছে। যা হউক, এখন বল দেখি, কোন্ স্থানে থাকিয়া প্রিয়তমার কিঞ্চিৎ অনুকারিণী লতারাজিতে আপনার দৃষ্টিবিনোদন করি ?

বিদূ। আপনি ত নিকটবর্ত্তিনী পরিচারিকা লিপিকরী মেধাবিনীর প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন যে, মাধবীলতাগৃহে এই সময় অতিবাহিত করিব। এখন তথায় স্বহস্তচিত্রিত শকুন্তলার মূর্ত্তি আনয়ন করিতে অনুমতি করুন।

রাজা। এ প্রকার চিত্রদর্শনাদি এখন অন্তঃকরণের আশ্বাসপ্রদ; সুতরাং মাধবীলতাগৃহের পথ প্রদর্শন কর।

বিদূ। ইদো ইদো ভবং। (ইত্যুভৌ পরিক্রামতঃ)।

মিশ্র। (অনুগচ্ছতি)।

বিদূ। এসো মণিসিলাবট্টসণাহো মাববীলদামণ্ডবো বিবিত্তদাএ উবহাররমণীজ্জদাএ নিসগ্গমারুদেণ অসাআদেণ বিঅ পড়িচ্ছদি তুমং তা পবিসিঅ ণিসীদদু ভবং।

(প্রবিশ্য উভৌ)

উভৌ। (উপবিষ্টৌ)।

মিশ্র। লদাসংস্সিদা পেক্‌খিস্সং দাব পিঅসহীএ পড়িকিদিং তদো সে ভত্তুণো বহুমুহং অণুরাঅং ণিবেবেদইস্সং। (ইতি তথা কৃত্বা স্থিতা)।

রাজা। (নিশ্বস্য) সখে! সর্ব্বমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথম-দর্শনবৃত্তান্তং যৎ কথিতবানস্মি ভবতে। স ভবান্ প্রত্যাদেশসময়ে মৎ-সমীপমুপগতো নাসীৎ, কিন্তু পূর্ব্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সঙ্কীর্ত্তিতং তত্র-ভবত্যা নামাদিকং কচ্চিদহমিব বিস্মৃতবাংস্ত্বমসি?

বিদূ। এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন। (উভয়ের পরিক্রমণ)।

মিশ্র। (অনুগমন)

বিদূ। এই ত মণিখচিত শিলাপট্ট-শোভিত মাধবীলতামণ্ডপ; এ স্থান জনশূন্য, রমণীয় ও কল্যাণকর; নৈসর্গিক বায়ু প্রবাহিত হইয়া কুশল-প্রশ্ন করিবার জন্য যেন আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবেশন করুন।

উভয়ে। (তথায় উপবেশন)।

মিশ্র। (স্বগত) এই লতারাজি আশ্রয় পূর্ব্বক প্রিয়সখীর প্রতিমূর্ত্তি দেখি, পরে ভর্ত্তার বহুমত অনুরাগ তাঁহাকে জানাইব। (লতা আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান)।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) সখে! যাহা তোমার নিকট বলিয়াছিলাম, প্রথম দর্শনাবধি শকুন্তলার সকল কথাই স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে। যে সময় আমি শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করি, সে সময় তুমি আমার কাছে ছিলে না, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও তুমি শকুন্তলার নাম প্রভৃতি কিছুই বর্ণন কর নাই; আমিই না হয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তুমিও কি আমার মত ভুলিয়া গিয়াছিলে?

মিশ্র। অদো জ্জেব মহীবদিহিং খণম্পি সহিঅআস্ত্রো সহাঁআস্ত্রো ণ বিরহিদব্বাস্ত্রো।

বিদূ। ণ বিস্সুমরামি কিন্দু সব্বং কহিঅ অবসাণে উণ তুএ ভণিদং পরিহাসবিঅপ্পঅো এসো ণ ভূদথোত্তি মএবি মন্দবুদ্ধিণা তথা জ্জেব গহিদং অথবা ভবিদব্বদা ক্খু এত্থ বলবদী।

মিশ্র। এবণ্ণেদং।

রাজা। (ক্ষণং ধ্যাত্বা) সখে! সখে! পরিত্রায়স্ব মাম্।

বিদূ। ভো বঅস্স! কিং এদং তুহ উববণ্ণং ণ কদাবি সপ্পুরি সোঅচিন্তা হোন্তি ণং পবাদেবি ণিক্কম্পা জ্জেব গিরীস্ত্রো।

রাজা। বয়স্য! নিরাকরণবিক্লবায়াস্তে সখ্যাস্তামবস্থামনুস্মৃত্য বল বদশরণোঽস্মি। সা হি—

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা,
স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্ব্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।

মিশ্র। (স্বগত) এই জন্যই সহৃদয় সহায় ব্যক্তিগণের ক্ষণকালও পরিত্যা[illegible]া রাজাদের কর্ত্তব্য নহে।

বিদূ। আমি ভুলি নাই, কিন্তু আপনি শকুন্তলাসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বলি শেষে বলিলেন, 'সখে! ইহা কল্পনাকৃত পরিহাসমাত্র, প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে আমিও নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাহাই বুঝিলাম। অথবা ভবিতব্যতাই এ বিষে বলবতী।

মিশ্র। (স্বগত) ইহা এই প্রকারই বটে।

রাজা। (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) সখে! আমাকে রক্ষা কর।

বিদূ। বয়স্য! এই কি আপনার পক্ষে উচিত? সাধুগণ কদাচ শোকে বিহ্বল হন না। জানিবেন, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলেও পর্ব্বত কখনই বিচ লিত হয় না, স্থিরভাবেই অবস্থান করে।

রাজা। বয়স্য! যে সময় শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করি, তখন তাঁহার হৃদয় যেরূপ বিহ্বল হইয়াছিল, তাঁহার সেই অবস্থা স্মৃতিপটে উদিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছি, আমার প্রাণধারণের আর উপায় নাই। যে সময় আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম, তখন তিনি শার্ঙ্গরব প্রভৃতি আত্মীয়গণের

পুনর্দ্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী,
ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্॥

মিশ্র। অম্হাহে এরিসী পরধীণদা ইমস্সনম্পি সন্দাবেদি।

বিদূ। ভো অত্থি মে তক্কো কেণ তত্তভোদী আআসসচারিণা ণীদত্তি।

রাজা। বয়স্য! কঃ পতিব্রতাং তামন্যঃ পরামষ্টুমুৎসহতে? ...তবান্ তৎসহচরীভিস্তয়া বা নীতেতি হৃদয়মাশঙ্কতে।

মিশ্র। সম্মোহো ক্খু বিম্হঅণিজ্জো ইমস্স পড়িবোহো।

বিদূ। ভো জই এব্বং তা সমস্সসদু ভবং অত্থি ক্খু সমাগমো কালেণ ...খহোদীএ।

রাজা। কথমিব?

...নুসরণে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। পরে গুরুসদৃশ সম্মানার্হ গুরুর শিষ্য শার্ঙ্গরব ...চ্চৈঃস্বরে 'থাক' বলিলে তিনি নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকিয়া এই নির্দ্দয় আমার ...তি যে বাষ্পকলুষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় ...মার সর্ব্বাঙ্গে যাতনা প্রদান করিতেছে। বয়স্য! আর আমার বাঁচিবার ...শা নাই।

মিশ্র। (আত্মগত) অহো! ইহাঁকে এই ভাবে শকুন্তলার বশবর্ত্তী দর্শনে ...মারও সন্তাপ জন্মিতেছে।

বিদূ। এ বিষয়ে আমার মনে এই তর্ক উপস্থিত হইতেছে যে, গগনবিহারী ...কোন্ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া গেল?

রাজা। বয়স্য! আর কে সেই পতিব্রতাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে? তবে মেনকা তোমার সখীর জন্মভূমি; শকুন্তলার সখীদের মুখেই ইহা আমি শুনিয়াছি। আমার মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, সেই মেনকাই কোন আত্মীয় ব্যক্তি দ্বারা লইয়া গিয়াছেন।

মিশ্র। (আত্মগত) প্রিয়া-বিরহশোকজনিত মোহ উপস্থিত হইলেও এই রাজার অনুভবশক্তি দেখিয়া আমাদের বিস্ময় জন্মিতেছে।

বিদূ। মহারাজ! যদি তাহাই হয়, তবে আপনি আশ্বস্ত হউন, কালে তাঁহার সহিত মিলনের আশা আছে।

রাজা। কি প্রকারে?

বিদূ। ণ কৃখু মাদাপিদরা ভত্তুবিওআদুক্‌খিদং দুহিদরং চিরং পেক্‌খিদুং পারেন্তি।

রাজা। বয়স্য!

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু, কৢপ্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেব, মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ॥

বিদূ। ভো মা এব্বং। ণং অঙ্গুলীঅঅং এব্ব ণিদংসণং অবস্সম্ভাবিণো অচিন্তণীঅসমাগমা হোদি।

রাজা। (অঙ্গুরীয়কং বিলোক্য) অয়ে ইদং তদসুলভস্থানভ্রংশি শোচনীয়ম্।

তব সুচরিতমঙ্গুরীয়ং নূনং প্রতনু মমেব বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণনখমনোহরাসু তস্যাশ্চ্যুতমসি লব্ধপদং যদঙ্গুলীষু॥

মিশ্র। জই অণ্ণহত্থগদং ভবে তদো সচ্চং সোঅণীঅং ভবে সহি দূরে বট্টসি এআইণী জ্জেব কণ্ণসুহাইং অণুভবেমি।

বিদূ। জনকজননী কদাচ কন্যাকে চিরদিন পতিবিরহে বিধুরা দেখিতে পারিবেন না।

রাজা। সখে! শকুন্তলার সহিত যে আমার বিবাহ ঘটিয়াছে, আমার নিকট তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে; ইহা যেন হয় ঐন্দ্রজালিকী মায়া অথবা ভ্রান্তি। হয় ত পুণ্যবলে ইহা ঘটিয়াছে। যাহা হউক, যদি পুনরায় তাঁহাকে প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে—বর্ষাকালে জলবেগে যেমন নদীর একটি তট প্রথমে পতিত হয়, পরে অন্য তট অধঃপতিত হইয়া যায়, আমার মনোরথও সেইরূপ বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

বিদূ। মহারাজ! তাহা নহে। এই অঙ্গুরীয়কই তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার সহিত মিলন নিশ্চয়ই অচিন্তনীয়রূপে ঘটিবে।

রাজা। (অঙ্গুরীয় দেখিয়া সবিষাদে) এই অঙ্গুরীয়ক অসুলভ স্থান হইতে স্খলিত হইয়াছে; সুতরাং এখন ইহা শোচনীয়। হে অঙ্গুরীয়ক! ফল দর্শনে বোধ হইতেছে, তোমার পুণ্যসঞ্চয় অত্যন্ত অল্প। কেন না, তুমি প্রিয়তমার অরুণবর্ণ নখ ও মনোরম অঙ্গুলীসমূহে স্থান প্রাপ্ত হইয়াও স্খলিত হইয়া পড়িয়াছ।

মিশ্র। (আত্মগত) যদি এই অঙ্গুরী অপরের করগত হইত, তাহা হইলে

বিদূ। ভো ইঅং ণামমুদ্দা কেণ উদ্দেসেণ ভঅদা তত্থহোদীএ হত্থ-
সগ্গং পাবিদা।

মিশ্র। মমবি কোদূহলেণ আআরিদো এসো।

রাজা। বয়স্য! শ্রূয়তাম্। তদা স্বনগরায় তপোবনাৎ প্রস্থিতং মাং
প্রিয়া সবাষ্পমাহ স্ম কিয়চ্চিরেণার্য্যপুত্রঃ পুনরস্মাকং স্মরিষ্যতীতি।

বিদূ। তদো তদো?

রাজা। অথৈনাং মুদ্রামঙ্গুল্যাং নিবেশয়তা ময়া প্রত্যভিহিতা।

বিদূ। কিং ত্তি?

রাজা।——একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং,
নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধনিদেশবর্ত্তী,
নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি॥

তচ্চ দারুণাত্মনা ময়া মোহান্নানুষ্ঠিতম্।

া শোচনীয় হইত। সখি, এখন তুমি বহু দূরে রহিয়াছ; কেবলমাত্র আমিই
াণদুঃখ অনুভব করিতেছি।

বিদূ। রাজন্! আপনি এই নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরী কি উদ্দেশে তাঁহার
স্ত পরাইয়া দিয়াছিলেন?

মিশ্র। (আত্মগত) এ ব্যক্তি আমার কৌতুহলের অনুরূপই এই প্রশ্ন
রিয়াছে।

রাজা। সখে, অবধান কর। যখন আমি তপোবন হইতে রাজধানীতে
ত্যাগমন করি, তখন প্রিয়তমা অশ্রুপূর্ণনেত্রে আমাকে বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র!
বার কত বিলম্বে আমাকে স্মরণ করিবেন?'

বিদূ। তার পর, তার পর?

রাজা। তার পর আমি প্রিয়তমার করপল্লব ধরিয়া বলিলাম—

বিদূ। কি বলিলেন?

রাজা। 'তুমি এই তপোবনে থাকিয়া এক এক দিন আমার এক একটি
নামাক্ষর গণনা করিবে। যে সময় অক্ষরগণনা পরিসমাপ্ত হইবে, তখন আমার
অন্তঃপুরবাসী লোক আসিয়া তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবে।' মোহবশে
র্দয় আমি সে কার্য্য করি নাই।

মিশ্র। রমণীও কৃখু অবহী বিহিণা বিসংবাদিদো।

বিদূ। ভো কহং লোহিদমচ্ছস্স বড়িসং বিঅ মুহপ্পবিট্টং এদং আসী।

রাজা। শচীতীর্থে সলিলং বন্দমানায়াস্তে সখ্যা হস্তাদগঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্।

বিদূ। জুজ্জই।

মিশ্র। অদো কৃখু তবস্সিণীএ সউন্দলাএ অধম্মভীরুণো ইমস্স রাএসিণো পরিণএ সন্দেহো জাদো অধবা ণ এরিসো অণুরাও অহিগ্নাণং অবেক্খদি ত কহং বিঅ এদং।

রাজা। উপালপ্স্যে তাবদিদমঙ্গুরীয়কম্।

বিদূ। (সস্মিতম্) ভো অহম্পি দাব এদং দণ্ডকট্টং উবালহিস্সং কহং উজ্জু অস্স মে কুড়িলং তুমং সিত্তি।

রাজা। তদশৃণ্বন্নেব।

মিশ্র। (আত্মগত) অন্তঃপুরে আনয়নের সময়েই বিধাতা প্রতারণা করিয়াছেন।

বিদূ। মহারাজ! এই অঙ্গুরীয় বঁড়িশের ন্যায় রোহিতমৎস্যের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিল কি প্রকারে?

রাজা। শচীতীর্থে স্নানকালে তোমার সখীর হাত হইতে গঙ্গাপ্রবাহে ইহা খলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বিদূ। ইহা সম্ভব বটে।

মিশ্র। (আত্মগত) মহারাজ অধর্ম্মভীরু; সুতরাং এই কারণেই তাপসী শকুন্তলার সহিত বিবাহবিষয়ে ইঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল, অথবা এ প্রকার অনুরাগ কি কখন অভিজ্ঞানের প্রতীক্ষা করে? তবে এ বিস্মরণ কিরূপ বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা। তবে আমি এখন এই অঙ্গুরীয়কেরই নিন্দা করি।

বিদূ। (মৃদু হাস্যসহকারে) মহারাজ! আমিও তবে এই দণ্ডকাষ্ঠের নিন্দা করি। বলি, আমি এমন সরল, আমার হাতে হইয়া তুই এত বক্র হইলি কেন?

রাজা। (বিদূষকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) হে অঙ্গুরীয়ক! প্রিয়-

*কথং নু তং কোমলবন্ধুরাঙ্গুলিং, করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।
অথবা। অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষতে, ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া॥

মিশ্র। সঅং জ্জেব পড়িবণ্ণো জং অহ্মি বত্তুকামা।

বিদূ। ভো সর্ব্বধা অহং বভুক্খাএ মারিদব্বো।

রাজা। (অনাদৃত্য) প্রিয়ে! অকারণপরিত্যাগাদনুশয়দগ্ধহৃদয়-স্তাবদনুকম্প্যতামযং জনঃ পুনর্দ্দর্শনেন।

(প্রবিশ্য চেটী চতুরিকা)

চেটী। (চিত্রফলকং দর্শয়তি) ভট্টা ইঅং চিত্তগদা ভট্টিণী। ইতি চিত্রফলকং দর্শয়তি)

রাজা। (বিলোক্য) অহো রূপমালেখ্যগতায়া অপি প্রিয়ায়াঃ। তথাহি— দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রযুগলং লীলাঞ্চিতভ্রূলতং,
দন্তান্তঃ পরিকীর্ণহাসকিরণজ্যোৎস্নাবিলিপ্তাধরম্।

তোমার হস্ত কোমল ও বন্ধুর অঙ্গুলীতে সুশোভিত; তুমি সে হস্ত হইতে জলগর্ভে নিপতিত হইলে কেন? অহো! এ অঙ্গুরীয় ত অচেতন বস্ত, দোষগুণ-বিচারে ইহার সামর্থ্য নাই; আর আমি বিলক্ষণ চেতনাবান্ জীব, আমি কেন প্রিয়-তমাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম?

•মিশ্র। (আত্মগত) আমার যাহা বলিতে ইচ্ছা ছিল, রাজা নিজেই তাহা প্রকাশ করিলেন।

বিদূ। মহারাজ! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছি।

রাজা। (বিদূষকের কথায় অনাদর পূর্ব্বক) প্রিয়তমে! তোমাকে অকারণ পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। সংপ্রতি পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ কর।

(চিত্রফলক-হস্তে চতুরিকানাম্নী চেটীর প্রবেশ)

চেটী। মহারাজ! এই চিত্রলিখিতা ভর্ত্রী। (এই বলিয়া চিত্রফলক প্রদান)।

রাজা। (দেখিয়া) অহো! চিত্রলিখিতা হইলেও প্রিয়তমার রূপমাধুরী কি মনোহর! ইঁহার নেত্রদ্বয় আকর্ণগামী অপাঙ্গবিস্তৃত; বিলাসবশে ভ্রূলতা মনোহারিণী; দন্তপংক্তি হাস্যচ্ছটায় সুশোভিত; ওষ্ঠ পক্ক বদরীফলবৎ কান্তি-পূর্ণ; সুতরাং প্রিয়তমার স্বেদবিন্দুজড়িত বদনমণ্ডল এই সমস্ত দ্বারা মনোহর

কর্কন্ধুদ্যুতিপাটলোষ্ঠরুচিরং তস্যাস্তদেতন্মুখং,

চিত্রেঽপ্যালপতীব বিভ্রমলসংপ্রোদ্ভিন্নকান্তিদ্রবম্॥

বিদূ। (বিলোক্য) সাহু বঅস্স সাহু জং তএ মহুরো ভট্টিণীএ দংসিদো ভাবাণুপ্পবেসো খলদি বিঅ মে দিট্‌টী নিহুদংপদেসেসুং কিণুপ বহুণা সত্তাণপপবেসসঙ্কাএ আলবণকোদূহলং মে জণঅদি।

মিশ্র। অম্মো এসা রাএসিণো বত্তিআলেহাণিউণদা জণে পিঅসহী মে অগ্‌গদো বটট্‌দি ত্তি।

রাজা। যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।

তথাপি তস্যা লাবণ্যং লেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্। তথাহি—

অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা,

দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।

অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং,

প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্॥

শোভাময় ও বিলসিত; চিত্রলিখিত হইলেও প্রিয়তমা যেন আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

বিদূ। (দর্শন করিয়া) সাধু সখে সাধু! আপনি ভর্ত্রীর যে মনোহ ভাবানুবন্ধ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আমার দৃষ্টি স্তনাদি গুপ্তস্থানে পতি হইতেছে না। অধিক কি বলিব, ইঁহার সহিত আমার যেন কথোপকথন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

মিশ্র। (আত্মগত) এই রাজার চিত্রপট অঙ্কনের নিপুণতা অতি চমৎকার আমার বোধ হইতেছে, প্রিয়সখী যেন আমার সম্মুখেই বিরাজ করিতেছেন।

রাজা। চিত্রপটে যে যে বিষয় সম্যক্ চিত্রিত না হয়, চিত্রকরেরা তাহা অন্যথাচরণ করিয়া অঙ্কিত করিয়া থাকে। তথাপি প্রিয়তমার লাবণ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও এই চিত্রফলকে অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্রফলক সমতল বটে, কিন্তু তথাপি স্তনদ্বয় উন্নতের ন্যায় এবং নাভিদেশ উচ্চনীচ বলিয়া বোধ হইতেছে; তৈলাক্ত বর্ণের শক্তিগুণ হেতু অঙ্গের কোমলতা যেন স্থায়িরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, প্রিয়তমা আমার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন এবং মৃদু হাস্যসহকারে আমাকে যেন কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন।

মিশ্র। সরিসং এব দং পচ্চাদাবগুরুণো সিণেহস্‌স।

রাজা। (নিশ্বস্য)।

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্ব্বং,
চিত্রার্পিতামহমিমাং বহুমন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য,
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্॥

বিদূ। ভো তিণ্ণিআ আইদিও দীসন্তি সব্বাও জ্জেব দংসণীআও তা কদমা এত্থ তত্থহোদী সউন্দলা।

মিশ্র। অণহিণ্ণো ক্‌খু এসো সহীএ রূপস্‌স মোহচক্‌খু ইঅং ক্‌খু ণ সে গদা পচ্চক্‌খদং।

রাজা। ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি ?

বিদূ। (নির্ব্বর্ণ্য) তক্কেমি জা এসা সিঢিলবন্ধণুবন্তকুসুমেণ কেসহত্থেণ বন্ধস্‌সেঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদোণমিদ সাহাহিং বাহুলদাহিং

মিশ্র। (আত্মগত) এইরূপ অনুতাপ বর্দ্ধনশীল স্নেহের অনুরূপই বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) যে প্রিয়তমা সাক্ষাৎ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে সে সময়ে পরিত্যাগ করিয়া এখন আমি চিত্রলিখিতা প্রিয়তমার প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিতেছি। সখে! আমি কি নির্ব্বোধ, কি মূর্খ! দেখ, পথিমধ্যে প্রচুর জলপূর্ণ স্রোতস্বিনী নদী পরিত্যাগ করিয়া এখন আবার মরীচিকায় আসিয়া প্রণয় করিতে হইল।

বিদূ। বয়স্য! চিত্রপটে ত তিনটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি; তিনটিই দর্শনীয়; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি ?

মিশ্র। (আত্মগত) এ ব্যক্তি সখীর রূপ কিছুই বুঝিতে পারে না। ইহার চক্ষুধারণ বিফল। কেন না, এ ব্যক্তি শকুন্তলাকে চিনিতে পারিতেছে না।

রাজা। তুমি তবে কোন্‌টিকে শকুন্তলা বলিয়া অনুমান করিতেছ ?

বিদূ। (এদিক্ ওদিক্ মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া) আমার মনে মনে এই তর্ক হইতেছে যে, বন্ধন শিথিল হওয়াতে যাঁহার কেশপাশ পুষ্পরাশি বমন করিতেছে, যাঁহার মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু সকল মুক্তাপংক্তির ন্যায় নিবদ্ধ আছে, যাঁহার স্কন্ধ সমুন্নত হওয়াতে হাত দুইখানি শিথিল এবং নীবীবন্ধ উচ্ছলিত হইয়াছে; [illegible]

বন্ধসুসিদণীবিণা বসণেণ অ ঈসীপরিসুসন্তা বিঅ অবিসেঅসিণিদ্ধদরপল্লবসুস বাসচূঅরুক্‌খসুস পাসুসে আলিহিদা এসা তত্থভোদী সউন্দলা উদরাঁও সহীওত্তি।

রাজা। নিপুণো ভবান্, অস্ত্যত্র মমাপি ভাবচিহ্নম্।

স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশাদ্রেখা প্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনা।
অশ্রু চ কপোলপতিতং লক্ষ্যমিদং কর্ণকোচ্ছ্বাসাৎ॥

(চেটীং প্রতি) চতুরিকে! অর্দ্ধলিখিতমেতদ্বিনোদনস্থানমস্মাভিঃ, তদগচ্ছ বর্ত্তিকাস্তাবদানয়।

চেটী। অজ্জ মাধবব! অবলম্ব চিত্তফলঅং জাব আগচ্ছাম্হি।

রাজা। অহমেবাবলম্বে। (ইতি যথোক্তং করোতি)।

[চেটী নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। ভো কিং এত্থ অবরং আলিহিদববং?

মিশ্র। জো জো পিঅসহীএ অহিমদো পদেসো তং তং আলিহিদু-কামোত্তি তক্কেমি।

সকল কারণে যাঁহাকে পরিশ্রমে কাতর বলিয়া বোধ হইতেছে আর যিনি সলিল-সেচনার্থ মৃদুপল্লববিশিষ্ট বালচূতবৃক্ষের নিকট অঙ্কিত রহিয়াছেন, ইনিই সেই সম্মানোচিত শকুন্তলা। অন্য দুইটি তাঁহার প্রিয়সখী।

রাজা। তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বটে। দেখ, এখানে আমারও স্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাবের চিহ্নসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। আরও দেখ, ঘর্ম্মাক্ত অঙ্গুলীর সন্নিবেশ হেতু প্রান্তভাগে রেখাসকল মিলিত দৃষ্ট হইতেছে; স্ফীতিভাব হেতু গণ্ডদেশ হইতে বাষ্পবারি নিপতিত হইতেছে। (চেটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) চতুরিকে! এই বিনোদভূমি আমি সম্যক্‌প্রকারে অঙ্কন করি আর না করি, তথাপি অর্দ্ধাংশ চিত্রিত করিয়াছি; সুতরাং তুমি বর্ণকবর্ত্তিকা আনয়ন কর।

চেটী। আর্য্য মাধব্য! আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এই চিত্র-ফলক ধরুন।

[চেটীর প্রস্থান।

রাজা। আমিই ধরি। (চিত্রফলক ধারণ)।

বিদূ। মহারাজ! ইহাতে আর কি অঙ্কিত করিতে হইবে?

মিশ্র। (আত্মগত) আমার বোধ হয়, যে যে স্থান প্রিয়সখীর মনোমত, সেই সেই স্থান অঙ্কিত করিতে অভিলাষ করিতেছেন।

রাজা। সখে! শ্রূয়তাম্।

কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী,
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ,
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥

বিদূ। (স্বগতম্) জহ মস্তেদি তহ তক্কেমি পূরিদব্বং অণেণ চিত্তফলঅং আকিদিহিং লম্বকুচ্চাণং বক্কলপরিহাণাণং তাবসাণং ত্তি।

রাজা। বয়স্য! অন্যচ্চ শকুন্তলায়াঃ প্রসাদনমভিপ্রেতং লেখিতুং বিস্মৃতমস্মাভিঃ।

বিদূ। কিং বিঅ?

মিশ্র। বণবাসস্স কণ্ণআভাবস্স অ সরিসং ভবিস্সদি।

রাজা।—কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে, শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেশরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং, মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে॥

রাজা। বয়স্য! শ্রবণ কর। যাহার বালুকাময়ী ভূমিতে হংসমিথুনেরা বসিয়া আছে, সেই মালিনী নদী অঙ্কন করা উচিত। আর ঐ মালিনীর দুই পার্শ্বে গৌরীগুরু হিমালয়ের হরিণসেবিত পবিত্রতাজনক প্রত্যন্তপর্ব্বতগুলিও চিত্রিত করিতে হইবে। যাহার শাখাসমূহে তাপসদিগের পরিধেয় বসন সকল লম্বমান থাকে, সেই বৃক্ষের নিম্নদেশে মৃগীরা কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গে আপন আপন বামচক্ষু কণ্ডূয়ন করিতেছে, তাহাও অঙ্কন করা আমার বাসনা।

বিদূ। (আত্মগত) বয়স্যের যে প্রকার পরামর্শ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় যে, ইনি লম্বিতশ্মশ্রু বল্কলধারী তাপসদিগের মূর্ত্তি দ্বারা এই চিত্রফলক পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিবেন।

রাজা। সখে! শকুন্তলার মনোমত বেশবিন্যাস অঙ্কন করিতেও ভুলিয়া গিয়াছি।

বিদূ। সে কিরূপ?

মিশ্র। (আত্মগত) যাহা কাননবাস ও কন্যাভাবের সদৃশ, বোধ হয়, তাহাই চিত্রিত করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

রাজা। যাহার বন্ধনসূত্র কর্ণপুটে সন্নিবেশিত, সেই আগুল্ফলম্বিত কেশরসম্পন্ন শিরীষপুষ্প চিত্রিত করা হয় নাই, আর স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে শারদীয় চন্দ্ররশ্মির ন্যায় কোমল মৃণালসূত্রও অঙ্কন করা হয় নাই।

বিদূ। কিন্নু কৃখু তথভোদী রক্তকুবলঅসোহিণা অগ্গহত্থেণ মুহং আবরিঅ চকিদচকিদা বিঅট্ঠিদা ? (সাবধানং দৃষ্ট্বা) আ হী হী ভো এসো দাসীই পুত্তো কুসুমরসপাড়চ্চরো দুট্টমহুঅরো তথভোদীএ বঅণকমলং অহিলসদি।

রাজা। নন্বু বার্য্যতামেষ ধৃষ্টঃ।

বিদূ। ভো তুমং এবব অবিণীদাণং সাসিদা ইমস্স বারণে পহবসি।

রাজা। যুজ্যতে। অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে, কিমত্র পরিপতনখেদমনুভবসি ?

এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।
প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু ত্বাং বিনা পিবতি॥

মিশ্র। অদিঅপ্পং কৃখু বারিদো।

বিদূ। ভো পড়িসিত্তরামা কৃখু এসা জাদী।

বিদূ। এই সম্মাননীয়া শকুন্তলা রক্তপদ্মতুল্য সুশোভিত হস্তাগ্র দ্বারা বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ভীতভাবে রহিয়াছেন কেন ? (সতর্কতার সহিত দেখিয়া সহাস্তে) মহারাজ! এই যে দাসীপুত্র পুষ্পমধুচোর দুষ্ট মধুকর শকুন্তলার মুখপদ্মে বসিতে ইচ্ছা করিতেছে।

রাজা। ঐ নির্লজ্জকে নিবারণ কর।

বিদূ। রাজন্! আপনিই অবিনীতদিগের শাসনকর্ত্তা, সুতরাং আপনিই উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারেন।

রাজা। তাহাই সঙ্গত। ওহে পুষ্পলতিকার প্রিয় অতিথি! এখানে কেন উড়িয়া আসিয়া বসিতে প্রয়াস পাইতেছ ? ইহা পুষ্পলতিকা নহে, এই পুষ্পলতিকায় উপবিষ্টা তোমার প্রতি অনুরাগিণী মধুকরী পিপাসার্ত্তা হইয়াও তোমার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে ; তুমি ভিন্ন সে কিছুতেই মধুপানে প্রবৃত্ত হইতেছে না; অতএব এখান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করা তোমার উচিত।

মিশ্র। (আত্মগত) ইনি ত বিলক্ষণরূপেই নিবারিত করিলেন।

বিদূ। মধুকরজাতি নিবারণ করিলেও তাহার প্রতিকল হয়; তাড়াইয়া দিলেও আবার ফিরিয়া আইসে।

রাজা। (সকোপম্) ভো ন মে শাসনে তিষ্ঠসি, শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি হি।

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং, পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং দশসি চেদ্ভ্রমর প্রিয়ায়াস্ত্বং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্॥

বিদূ। ভো এব্বং তিক্খদণ্ডস্স দে কহং ণ ভাইস্সদি? (বিহস্যাত্মগতম্) এসো দাব উম্মত্তো অহম্পি এদস্স সঙ্গেণ ঈদিসো এব্ব সংবুত্তো।

রাজা। নিবার্য্যমাণোঽপি কথং স্থিত এব।

মিশ্র। অক্কো ধীরম্পি জণং রসো বিআরেদি।

বিদূ। ভো চিত্তং ক্খু এদং।

রাজা। কথং চিত্রম্?

মিশ্র। অহি দাণিং অবগদত্থা কিং উণ জধাচিন্তিদাণুসারী এসো।

রাজা। কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরোভাগ্যম্।

রাজা। (সরোষে) মধুকর! তুমি আমার আদেশ মানিলে না; তবে শুন। হে ভ্রমর! আমি বিহারকালে প্রিয়তমার অম্লান নবপল্লবতুল্য স্পৃহণীয় যে বিম্বাধর সদয়ভাবে চুম্বন করিতাম, তুমি যদি সেই অধরে নির্দ্দয়ভাবে দংশন কর, তাহা হইলে আমি এখনই তোমাকে পদ্মের গর্ভমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিব।

বিদূ। আপনি যে উহাকে কঠোর দণ্ড দিলেন দেখিতেছি। উহাতে ঐ ভ্রমর ভীত হইবে কেন? (হাস্যসহকারে স্বগত) ইনি ত উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছেন, ইঁহার সঙ্গে থাকিয়া আমাকেও যে উন্মত্ত হইতে হইল।

রাজা। কি! নিষেধ করা গেল, তথাপি এখনও রহিলে?

মিশ্র। (আত্মগত) কি আশ্চর্য্য,এই প্রবাসবিপ্রলম্ভনামক রস ধীর ব্যক্তিকেও বিকৃত করিয়া ফেলে।

বিদূ। রাজন্! এ যে চিত্রপট।

রাজা। কি, চিত্রপট?

মিশ্র। আমিও এখন চিত্র বলিয়া জানিলাম। ঘটনা যেরূপ, রাজা তদনুসারে চিন্তার অনুগামী হইতেছেন; সুতরাং চিত্রপটে অঙ্কিত বিষয় দেখিয়া ইনি যে তাহা প্রকৃত জ্ঞান করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

রাজা। এই সমস্ত কি কেবল দোষের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইল? আমি [illegible]

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা॥

(ইতি বাষ্পং বিসৃজতি)

মিশ্র। পুব্বাপরবিরোহী অপুব্বো এসো বিরহিমগ্গো।

রাজা। বয়স্য ! কথমেবমবিশ্রামং দুঃখমনুভবামি।

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি॥

মিশ্র। সব্বহা পমজ্জিদং তুএ পচ্চাদেসদুক্খং পিঅসহীএ পচ্চক্খং জ্জেব সহীজনস্স।

(প্রবিশ্য চতুরিকা)

চতুরিকা। জেদু জেদু ভট্টা, বট্টিআকরণ্ডঅং গেহ্নিঅ ইদো অহং পত্থিদম্হি।

রাজা। ততঃ কিম্ ?

গতচিত্তে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রিয়তমাকে দেখিতেছিলাম,তুমি স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে পুনরায় প্রিয়তমাকে চিত্রাঙ্কিত করিয়া তুলিলে। (বাষ্প বিসর্জন)।

মিশ্র। (আত্মগত) বিরহীজনের এই পথ পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বলিয়াই অনুমিত হয়।

রাজা। সখে ! আমি নিরন্তর কি প্রকারে এই কষ্ট অনুভব করিব ? প্রিয়তমার সহিত স্বপ্নেও আর মিলনের আশা নাই। কেন না, ক্রমান্বয়ে জাগরণ হেতু সে পথও বন্ধ হইয়াছে আর অবিরল অশ্রুসঞ্চার হওয়াতে চিত্রলিখিতা প্রেয়সীকেও দেখিতে সমর্থ হইতেছি না।

মিশ্র। (আত্মগত) আপনি প্রিয়সখীর সহচরীর সম্মুখেই প্রিয়তমা-ত্যাগজনিত দুঃখ সর্ব্বথা প্রক্ষালিত করিলেন।

(চতুরিকার প্রবেশ)

চতুরিকা। মহারাজ জয়যুক্ত হউন, মহারাজ জয়যুক্ত হউন। আমি তুলিকা ও করণ্ড লইয়া এখানে আসিতেছিলাম।

রাজা। তার পর ?

চেটী। তং মে হত্থাদো পিঙ্গলিআবেদিআএ দেবীএ বসুমদীএ অহং জ্জেব অজ্জউত্তস্স ত্তি ভণিঅ সববক্কারং গহীদং।

বিদূ। তুমং কহং কিমুক্কা ?

চেটী। জাব দেবীএ লদাবিড়বলগ্‌গং উত্তরীঅঞ্চলং পিঙ্গলিআ মোআবেদি দাব ণিহ্নবিদো মএ অপ্পা।

রাজা। বয়স্য! উপস্থিতা দেবী বহুমানগর্ব্বিতা চ। তদ্ভবানিমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু।

বিদূ। অত্তাণম্পি কিংত্তি ণ ভণাহি ? (চিত্রফলকমাদায়োত্থায় চ) জই ভবং অন্তেউরকুড়বাগুরাদো মুঞ্চিস্‌সদি, তদো মং মেহচ্ছন্নপ্‌পাসাদে সদ্দাবিস্‌সাদি, এদঞ্চ তহিং গোবাএমি জহিং পারাবদং উজ্‌ঝিঅ অণ্ণো কোবি ণ পেক্‌খিস্‌সদি। [ইতি দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ।

মিশ্র। অম্মো অণ্ণসংকন্তহিঅও বি পড়মসম্ভাবণং রক্‌খদি থিরসোহিদো দাব এসে।

চেটী। পিঙ্গলিকা বসুমতী দেবীর নিকট এই কথা প্রকাশ করিলে, 'আমিই আর্য্যপুত্রের নিকট যাইব' বলিয়া বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন।

বিদূ। তুমি দেবীর নিকট হইতে পলায়ন করিলে কি প্রকারে ?

চেটী। দেবীর উত্তরীয়বসনের অঞ্চল লতাবিটপে সংলগ্ন হইয়াছিল; পিঙ্গলিকা যখন তাহা ছাড়াইয়া দেয়, আমি সেই সময় পলাইয়া আসিয়াছি।

রাজা। সখে! এই দেবী অতিশয় অভিমানবতী, ইনি আসিতেছেন; অতএব তুমি এই প্রতিকৃতি এখন রক্ষা কর।

বিদূ। আপনি নিজ আত্মাকেও রক্ষা করুন, ইহা না বলিতেছেন কেন? (চিত্রফলক হস্তে দাঁড়াইয়া) যদি আপনি অন্তঃপুররূপ কূটফাঁস হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকে এই মেঘাচ্ছন্ন নামক প্রাসাদে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিবেন। আমি তথায় এই চিত্রপট লুকাইয়া রাখিব; তথায় পারাবত ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিবে না।

[দ্রুতপদে বিদূষকের প্রস্থান।

মিশ্র। (আত্মগত) যদিও এখন মহারাজের হৃদয় অন্য রমণীতে আসক্ত, তথাপি ইনি প্রথমসৌহার্দ্দ রক্ষা করিতেছেন। মহারাজের প্রেম অটল দেখিতেছি।

(প্রবিশ্য প্রতীহারী)

প্রতীহারী। জেদু জেদু দেবো।

রাজা। বেত্রবতি! ন খল্বন্তরে ত্বয়া দৃষ্টা দেবী?

প্রতী। দেব! দিট্‌টা পত্তহত্থং মং পেক্‌খিঅ পরিণিউত্তা।

রাজা। কার্য্যজ্ঞা দেবী কার্য্যোপরোধং মে পরিহরতি।

প্রতী। দেব! অমচ্চো বিণ্ণবেবেদি অজ্জ রজ্জকজ্জস্‌স বহুলদাএ একং জ্জেব মএ পোরকজ্জং পচ্চবেক্‌খিদং তং দেবো পত্তারোবিদং পচ্চক্‌খীকরেদু ত্তি।

রাজা। ইতঃ পত্রং দর্শয়।

প্রতী। (উপনয়তি)।

রাজা। (বাচয়তি) বিদিতমস্তু দেবপাদানাং ধনবৃদ্ধিনাম বণিক্ বারিপথোপজীবী নৌব্যসনেন বিপন্নঃ, স চানপত্যং, তস্য চানেককোটিসংখ্যং বসু, তদিদানীং রাজস্বতামাপদ্যতে। ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণমিতি।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক।

রাজা। বেত্রবতি! পথে দেবীকে কি তুমি দেখিতে পাইয়াছ?

প্রতী। দেখিয়াছিলাম; তিনি আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া প্রতিগমন করিলেন।

রাজা। কার্য্যগৌরব তাঁহার অবিদিত নহে; সুতরাং যাহাতে আমার কার্য্যের বিঘ্ন না হয়, তাহাই তিনি করিলেন।

প্রতী। দেব! অমাত্যপ্রবর আপনাকে জানাইয়াছেন যে, আর্য্য, রাজকার্য্যের বাহুল্য হেতু আমি একটিই দেখিতেছি; পত্র দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা আপনি অবগত হউন।

রাজা। এই স্থানে পত্রখানি ধর।

প্রতী। (নিকটে পত্রধারণ)।

রাজা। (পত্রপাঠ) মহারাজের বিদিত হউক্ যে, নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে জলপথোপজীবী ধনবৃদ্ধি নামক বণিক্ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; তিনি নিঃসন্তান; তাঁহার অসংখ্যকোটি স্বত্ব বিদ্যমান; রাজাই এখন তাহার অধিকারী; অতএব যাহা কর্ত্তব্য মহারাজ করুন।

সবিষাদং) কষ্টং খল্বনপত্যতা, বেত্রবতি ! মহাধনতয়া বহুপত্নীকেনানেন
ব্কিতব্যং, তদন্বিষ্যতাং যদি কাচিদাপন্নসত্ত্বাস্য ভার্য্যা স্যাৎ।

প্রতী। দেব ! দাণিং এব্ব সাকেদঅস্স সেট্ঠিণো দুহিআ ণিব্বুত্ত-
ংসবণা জাআ সে সুণীঅদি।

রাজা। স খলু গর্ভঃ পিত্র্যমৃক্‌থমর্হতি গত্বৈবমমাত্যং ব্রূহি।

প্রতী। জং দেবো আণবেদি।

[ইতি প্রস্থিতা।

রাজা। এহি তাবৎ।

প্রতী। (প্রতিনিবৃত্য) ইঅ ম্হি।

রাজা। কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি ?

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

প্রতী। এব্বং ণাম ঘোসইদব্বং॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। (সবিষাদে) নিঃসন্তান হওয়া বড়ই ক্লেশপ্রদ। বেত্রবতি ! সেই
ণিক্ মহা ধনবান্, সুতরাং তাহার অনেকগুলি স্ত্রী থাকা সম্ভব ; অতএব অনু-
ন্ধান কর, যদি উহার কোন স্ত্রী অন্তর্ব্বত্নী থাকে।

প্রতী। শুনিতে পাই, সাকেতপুরের শ্রেষ্ঠীর এক কন্যা তাঁহার পত্নী ; তিনিই
অন্তঃসত্ত্বা ; সংপ্রতি তাঁহার পুংসবনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

রাজা। সেই গর্ভস্থ সন্তানই পিতৃধনের অধিকারী হইবে, অমাত্যকে এই
কথা জানাও।

প্রতী। প্রভুর যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। আর একবার আইস।

প্রতী। (ফিরিয়া আসিয়া) এই আমি আসিয়াছি।

রাজা। সন্তান আছে কি না আছে, তাহা জানিবারই বা আবশ্যক কি ?
স্নেহপরবশ বন্ধু কর্ত্তৃক যে সকল প্রজা বিযুক্ত হয়, পাপ না থাকিলে দুষ্মন্ত তাহাদের
বন্ধু বলিয়া ঘোষিত হইবে।

প্রতী। ইহা ঘোষণা করা উচিত। [প্রস্থান।

(পুনঃ প্রবিশ্য প্রতীহারী)

দেব! কালে পবুট্‌ঠং বিঅ অহিণন্দিদং দেবস্‌স সাসণং।

রাজা। (দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য) এবং ভোঃ সন্ততিবিচ্ছেদনিরবলম্বানাং কুলানাং মূলপুরুষাবসানে সম্পদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তে। মমাপ্যন্তে পুরুবংশ-শ্রীরকাল ইবোপ্তবীজা ভূরেবংবৃত্তা।

প্রতী। পড়িহদং অমঙ্গলং।

রাজা। ধিঙ্মামুপনতশ্রেয়োঽবমানিনম্‌।

মিশ্র। অসংসঅং পিঅসহীং এব্ব হিঅএ করিঅ ণিন্দিদো অণেণ অপ্পা।

রাজা। সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি ধর্ম্মপত্নী,ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায়, বসুন্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা॥

মিশ্র। অপরিচ্ছিন্না দাণিং দে সন্দদী ভবিস্‌সদি।

(প্রতীহারীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রতী। দেব! যথাসময়ে জলবর্ষণ হইলে লোক যেমন অভিনন্দন করে, মহাজনেরাও সেইরূপ মহারাজের আদেশের অভিনন্দন করিলেন।

রাজা। (দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাসত্যাগসহকারে) সন্ততিবিচ্ছেদ হেতু বংশ নিরবলম্বন হইলে ধনসম্পত্তি এই প্রকারে মূলপুরুষের পর অন্যের অধিকারে আইসে। আমার মরণান্তে পুরুবংশশ্রীরও এই দশা ঘটিবে।

প্রতী। অমঙ্গল দূর হউক।

রাজা। বর্ত্তমান মঙ্গলের যখন অবমাননা করিলাম, তখন আমাকে ধিক্‌।

মিশ্র। (আত্মগত) মহারাজ প্রিয়সখীকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক এই প্রকার আত্মনিন্দা করিতেছেন সন্দেহ নাই।

রাজা। হায়! যথাসময়ে উপ্তবীজা পরিণামপ্রসবিনী পৃথিবীর ন্যায় বংশ-গৌরবস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণীকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। হায়! একবারও আমি চিন্তা করিলাম না যে, তাহাতে আমি আত্মানুরূপ অপত্যোৎপাদনের বীজ বপন করিয়াছি।

মিশ্র। (স্বগত) এখন আপনার সন্ততি অবিচ্ছিন্না হইবে।

চেটী। (জনান্তিকম্) অজ্জ এবং পত্তং পেসঅন্তেণ কিং বিআরিদং অমচ্চেণ পেক্‌খ দাব ভট্টিণে। বাহজলপ্‌পবাহো সংবুত্তো অধবা ণ এসো সোঅং বুদ্ধিপুব্বঅং পড়িবজ্জিস্‌সদি তা মেহচ্ছন্নাগারট্ঠিদং ণিব্বণসমত্থং অজ্জমাহং গেহ্নিঅ আগচ্ছ।

প্রতী। সুট্‌ঠ দে ভণিদং।

রাজা। অহো দুষ্মন্তস্য সংশয়মারূঢ়াঃ পিণ্ডভাজঃ কুতঃ।

অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সম্ভৃতানি,
কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি।
নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং,
ধৌতাশ্রুসেকমুদকং পিতরং পিবন্তি॥

মিশ্র। হদ্ধী হদ্ধী সদি কৃখু দীবে ববধাণদোসেণ এসো অন্ধআরং হোদি রাএসী।

চেটী। ভট্টা অলংসন্দাবিদেণ বঅবো জ্জেব পহূ আবরাসুং দেবীসুং

চেটী। (মৃদুস্বরে প্রতীহারীকে) আর্য্যে! অমাত্য এই পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক বিচারই করিলেন! দেখ, ইহাতে রাজার নয়ন হইতে অশ্রুবারি বিগলিত ত লাগিল, ইনি নিজ বুদ্ধিতে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক এ শোক ত্যাগ করিবেন না, এব আর্য্য মাধব্যকে লইয়া আইস; তিনিই এ শোক নিবারণ করিতে সমর্থ; ন মেঘাচ্ছন্ন গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন।

প্রতী। তুমি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিয়াছ। [প্রস্থান।

রাজা। হায়! দুষ্মন্তের পিণ্ডভোজী পিতৃপুরুষেরা এখন সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। রণ, আমার জীবনান্তে আমাদিগের বংশে শ্রুতিসংহিতা অনুসারে কোন্ ব্যক্তি ও দান করিবে? সুতরাং আমি নিঃসন্তান হইয়া কাতরহৃদয়ে বাষ্পরাশি সর্জ্জন করিতে করিতে যে তর্পণজল প্রদান করিতেছি, তাহাই আমার পিতৃ-রুষেরা দুষ্প্রাপ্য জ্ঞানে গ্রহণ করিতেছেন।

মিশ্র। (আত্মগত) হায় ধিক্! প্রদীপ বিদ্যমানেও এই রাজশ্রেষ্ঠকে অন্ধকার অনুভব করিতে হইতেছে।

চেটী। মহারাজ! আপনি পরিতাপ করিবেন না, আপনি তরুণবয়স্ক; তরাং অপরাপর দেবীদিগের উদরে অনুরূপ সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষ

অণুরূবপুত্তজম্মেণ পূর্ব্বপুরুসাণং অন্নিণো ভবিস্সদি। . (আত্মগতম্) মে বঅণং পড়িচ্ছদি অণুরূবং বি ওষধং আদঙ্কং ণিঅত্তেদি।

রাজা। (শোকনাটিতকেন)।

আমূলশুদ্ধসন্ততি কুলমেতৎ পৌরং প্রজাবন্ধ্যে।
ময্যস্তমিতমনার্য্যে দেশ ইব সরস্বতীস্রোতঃ॥

(ইতি মোহমুপাগতঃ)

চেটী। (সসম্ভ্রমম্) সমস্সসদু সমস্সসদু ভট্টা।

মিশ্র। কিং দাণিং এব্ব ণিব্বুদং করেমি অথবা সুদং মএ সউন্দলং মসস্সসন্তী এ দেবজণণীএ মুহাদো। জন্নগাঅসমুস্সুআও দেবাও জ্জেব তহ অণুচিট্টীস্সন্তি জহ সো ভট্টা অইরেণ ধম্মপদিণীং তুমং অহিণন্দিস্সদি ত্তি তা ণ জুত্তং মে এত্থ বিলম্বিদুং জাব ইমিণা ধুত্তস্তেণ পিঅসহীং সউন্দলং সমস্সাসেমি।

[ইত্যুদ্ভ্রান্তকেন নিষ্ক্রান্তা।

(নেপথ্যে) ভো অব্বহ্মণং অব্বহ্মণ্ণং;

দিগের নিকট অঋণী হইবেন। (আত্মগত) আমার কথা বোধ হয় ইনি গ্রহণ করিলেন না, অনুরূপ ঔষধ হইলেই ভয় দুর হইবে।

রাজা। (শোক প্রকাশ সহকারে) অপ্রশস্ত স্থলে সরস্বতী নদীর স্রোত যেমন বিলীন হয়, আমি নিঃসন্তান হইলে, মূল হইতেই যাহার সন্ততি অবিচ্ছিন্ন, সেই এই পৌরববংশও সেইরূপ অস্তমিত হইল। (মূর্চ্ছা)।

চেটী। (ব্যস্ততার সহিত) মহারাজ আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন।

মিশ্র। (আত্মগত) আমি কি এখনই ইহাঁর স্বাস্থ্যসম্পাদন করিব? দেবমাতা অদিতি শকুন্তলাকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, সুরগণ যজ্ঞাংশ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; তাঁহারা এমন কার্য্য করিবেন, যাহাতে তোমার পতি শীঘ্রই তোমাকে অভিনন্দন করিবেন। এ কথাও ত শুনিয়াছি। অতএব এখানে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। সংপ্রতি এই সংবাদ দিয়া শকুন্তলাকে আশ্বাস প্রদান করি।

[গগনপথে প্রস্থান।

নেপথ্যে। অবধ্য! অবধ্য!

রাজা। (প্রত্যাগতচেতনঃ কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে মাধব্যস্যেবার্ত্তনাদঃ।

চেটী। সো ণাম মাধব্বো তপস্সী পিঙ্গলিআমিস্সিআহিং চেড়িহিং চিত্তফলঅহত্থো পাবিদো ভবে।

রাজা। চতুরিকে! গচ্ছ মদ্বচনেন নিষিদ্ধপরিজনাৎ দেবীমুপালভস্ব।

চেটী। [নিষ্ক্রান্তা।

(নেপথ্যে ভূয়ঃ স এব শব্দঃ)

রাজা। পরমার্থতো ভীতিভিন্নস্বরো ব্রাহ্মণঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ!

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী। আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

রাজা। নিরূপ্যতাং কিমেবং মাধব্যব্রাহ্মণঃ ক্রন্দতীতি।

কঞ্চু। যাবদবলোকয়ামি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(পুনঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

রাজা। পার্ব্বতায়ন! ন খলু কিঞ্চিদত্যাহিতম্?

রাজা। (চেতনালাভান্তে কর্ণপাত করিয়া) এ কি! মাধব্যের কণ্ঠস্বরের ন্যায় আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে না?

চেটী। শান্তপ্রকৃতি মাধব্য চিত্রফলক হস্তে লইয়া চেটীদিগের সহিত গমন করিয়াছেন।

রাজা। চতুরিকে! তুমি যাও, আমার আজ্ঞানুসারে দেবীকে তিরস্কার করিয়া বলিবে যে, তিনি পরিজনগণকে নিবারণ করিতেছেন না কেন?

চেটী। [প্রস্থান।

পুনরায় নেপথ্যে। অবধ্য! অবধ্য!

রাজা। নিশ্চয়ই মাধব্য ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কারণ, ভয় পাওয়াতে তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়াছে। এখানে কে আছ?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। দেব! আদেশ করুন্।

রাজা। মাধব্য ব্রাহ্মণ কেন আর্ত্তনাদ করিতেছে, দেখ।

কঞ্চুকী। কি হইল, দেখি। [প্রস্থান কঞ্চুকীর।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। পার্ব্বতায়ন! কোনরূপ ভয়ের কারণ ত নাই?

কঞ্চু। মৈবম্।

রাজা। ততঃ কুতোঽয়ং বেপথুঃ ? তথাহি-

প্রাগেব জরসা কম্পঃ সবিশেষস্তু সম্প্রতি।

আবিষ্করোতি সর্ব্বাঙ্গমশ্বত্থমিব মারুতঃ॥

কঞ্চু। পরিত্রায়তাং সুহৃদং মহারাজঃ।

রাজা। কস্মাৎ পরিত্রাতব্যঃ ?

কঞ্চু। মহতঃ কৃচ্ছ্রাৎ।

রাজা। অয়ে ভিন্নার্থমভিধীয়তাম্।

কঞ্চু। যোঽসৌ দিগবলোকনপ্রাসাদো মেঘাচ্ছন্নো নাম।

রাজা। কিন্তত্র ?

কঞ্চু। তস্যাগ্রভাগাদ্গৃহনীলকণ্ঠৈরনেকবিশ্রামবিলঙ্ঘ্য শৃঙ্গাৎ। সখা প্রকাশেতরমূর্ত্তিনা তে, কেনাপি সত্ত্বেন নিগৃহ্য নীতঃ॥

কঞ্চু। সেরূপ কিছু নয় বটে।

রাজা। তবে এত কাঁপিতেছ কেন ? বার্দ্ধক্য হেতু তুমি পূর্ব্ব হইতেই কাঁপিয়া থাক সত্য, কিন্তু এখন তদপেক্ষা অধিকতর কম্প বোধ হইতেছে। বায়ু যেম অশ্বত্থপত্রকে কম্পিত করে, দেখিতেছি, তুমিও সেইরূপ কাঁপিতেছ!

কঞ্চুকী। মহারাজ! সুহৃজ্জনকে রক্ষা করুন।

রাজা। কাহা হইতে রক্ষা করিব ?

কঞ্চুকী। মহৎ ক্লেশ হইতে।

রাজা। পরিষ্কার করিয়া বল।

কঞ্চুকী। মেঘাচ্ছন্ন নামে আপনার যে দিগ্‌দর্শনের অট্টালিকা আছে—

রাজা। তাহাতে কি ?

কঞ্চুকী। সেই অট্টালিকার উপরিভাগে আরোহণ করিয়া পারাবত সক বিশ্রাম লাভ করে। সেই প্রাসাদ-শিখর হইতে কোন এক অপ্রকাশি মূর্ত্তি পিশাচাদি উপস্থিত হইয়া আপনার বয়স্য মাধব্যকে নিগ্রহ করিতে করিতে লইয়া গিয়াছে।

রাজা। (সহসোত্থায়) আঃ! মমাপি সত্ত্বৈরভিভূয়ন্তে গৃহাঃ। অথবা বহুপ্রত্যবায়ং নৃপত্বম্।

অহন্যহন্যাত্মন এব তাবৎ, জ্ঞাতুং প্রমাদস্খলিতং ন শক্যম্।
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রয়াতীত্যশেষতঃ কস্য পুনঃ প্রভুত্বম্॥

(নেপথ্যে) অবিধাবেহি ভো অবিধাবেহি।

রাজা। (আকর্ণ্য গতিভেদং রূপয়ন্) সখে! ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্।

(নেপথ্যে) ভো কহং ণ ভাইস্সং, এসো মং কোবি পচ্চবণদসিরোহরং ইক্খুং বিঅ তিণ্ণভঙ্গং করেদি।

রাজা। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ধনুর্ধনুঃ।

(ততঃ প্রবিশতি ধনুর্হস্তা প্রতীহারী)

প্রতী। জঅদু জঅদু ভট্টা, এদং সরং সরাসণং হত্থাবরণোঅ।

রাজা। (সশরং ধনুরাধত্তে)।

(নেপথ্যে) এষ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী,
শার্দ্দূলঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টমানম্।

রাজা। (শুনিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) এখনও আমার গৃহে আবার ভূতের ভয়? কিংবা নৃপতিগণের প্রায়ই অসংখ্য বিঘ্ন ঘটে। প্রত্যহ নিজেরই প্রমাদ জন্য নানারূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, তাহারই প্রতীকারে সমর্থ হইতেছি না; আবার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে কে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া কি করিতেছে, তাহা নিরূপণ করিতে কে সমর্থ হইবে?

পুনরায় নেপথ্যে।—ওহে: শীঘ্র দৌড়াইয়া আইস, দৌড়াইয়া আইস।

রাজা। (শুনিয়া দ্রুতধাবন পূর্ব্বক) বয়স্য! ভয় নাই, ভয় নাই!

নেপথ্যে। ওহে, ভয় পাইব না কেন? কে যেন আসিয়া আমার ঘাড়টা তিন ভাগে ভগ্ন করিয়া দিতেছে।

রাজা। (দর্শন পূর্ব্বক) ধনুক—ধনুক?

(ধনুর্হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। মহারাজের জয় হউক। এই ধনুর্ব্বাণ ও হস্তাবরক আনিয়াছি।

রাজা। (সশর শরাসন গ্রহণ)

নেপথ্যে। এই আমি তোর কণ্ঠের নবীন-রুধিরপ্রার্থী; ব্যাঘ্র যেমন [illegible]

আর্ত্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা,

দুষ্মন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্॥

রাজা। (সক্রোধম্) কথং মামেবোদ্দিশতি। আস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ কৌণপাপসদ ত্বমিদানীং ন ভবিষ্যসি। (চাপমারোপ্য) পার্ব্বতায়ন! সোপানমার্গমাদেশয়।

কঞ্চু। ইত ইতো দেবঃ।

সর্ব্বে। (সত্বরমুপসর্পন্তি)।

রাজা। (সমন্তাদবলোক্য) অয়ে শূন্যং খল্বিদম্।

(নেপথ্যে) ভো পরিত্তাআহি পরিত্তাআহি অহং তুমং পেক্খামি তুমং মং ণ পেক্খসি। মজ্জারগহিদো উন্দুরুবিঅ ণিরাসোহ্মি জীবিদে।

রাজা। ভোস্তিরস্করিণীগর্ব্বিত! কিমিদানীং মদীয়মস্ত্রমপি ত্বাং ন পশ্যতি? স্থিরো ভব, মা চ তে বয়স্যসম্পর্কাদ্বিশ্বাসোঽভূৎ, এষ তমিষুং সন্দধে।

দিগকে বধ করে, সেইরূপ আমি তোকে বধ করিব, আর তুই ছট্ফট্ করিবি। এখন দুষ্মন্তরাজা আর্ত্তজনের ভয় দূর করিবার জন্য সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া তোর আশ্রয়দাতা হউন।

রাজা। (সরোষে) কি! আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে? আঃ! থাক্ থাক্, রে রাক্ষসাধম! এখনও তুই আমার দৃষ্টিগোচরে আসিতেছিস্ না? (ধনুক উত্তোলন করিয়া) পার্ব্বতায়ন! আমাকে সোপানপথ দেখাইয়া দেও।

কঞ্চুকী। দেব! এই দিকে, এই দিকে (এই বলিয়া সত্বর রাজসমীপে গমন।)

রাজা। (চারিদিক্ দেখিয়া) ওহে! এ স্থান ত শূন্য দেখিতেছি, কেহই ত নাই।

নেপথ্যে। রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তুমি আমায় দেখিতে পাইতেছ না। বিড়াল ইন্দুর ধরিলে ইন্দুরের যেমন জীবনের আশা থাকে না, আমিও সেইরূপ জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি।

রাজা। রে তিরস্করিণীবিদ্যাগর্ব্বিত! আমার অস্ত্র কি এখনও তোকে দেখিতে পাইতেছে না? স্থির হ, সখার সম্বন্ধ হেতু তোকে বিশ্বাস হইতেছে না। এই আমি শরসন্ধান করিলাম। তুই বধযোগ্য, এই [illegible] সংহার করিয়া

যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষতি চ দ্বিজম্।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ॥
(ইতি শস্ত্রং সন্ধত্তে)
(ততঃ প্রবিশতি মাতলির্বিদূষকশ্চ)

মাত। আয়ুষ্মন্!
কৃতাঃ শরব্যং হরিণা তবাসুরাঃ, শরাসনং তেষু বিকৃষ্যতামিদম্।
প্রসাদসৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে, পতন্তি চক্ষূংষি ন দারুণাঃ শরাঃ॥

রাজা। (সসম্ভ্রমমস্ত্রমুপসংহরন্) অয়ে মাতলিঃ, দেবরাজসারথে!

বিদূ। ভো মণস্সিং ইমিণা অহং পশুমারণং মারিদুং পাবিদো ভবং উমং সাঅদেণ অহিণন্দীঅদি?

মাত। (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্! শ্রূয়তাম্ যদর্থমস্মি হরিণা ভবৎসকাশং প্রেষিতঃ।

রাজা। অবহিতোঽস্মি।

রক্ষণীয় মাধব্য ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিবে। প্রথিত আছে, হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে সলিলাংশ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধাংশই গ্রহণ করে; আমিও সেইরূপ তোকে সংহার করিয়া মাধব্যকে রক্ষা করিব। (বাণসন্ধান)।

(ইন্দ্রসারথি মাতলি ও বিদূষকের প্রবেশ)

মাত। আয়ুষ্মন্! দেবেন্দ্র দানবদিগকে আপনার শরসন্ধানের লক্ষ্য করিয়াছেন; আপনি সেই দানবদিগের প্রতিই এই শরাসন আকর্ষণ করুন। সুহৃদের প্রতি সাধুদিগের প্রসাদস্নিগ্ধ দৃষ্টিই পতিত হয়, নিদারুণ বাণ কদাচ পতিত হয় না।

রাজা। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাণের প্রতিসংহার পূর্ব্বক) হে দেবেন্দ্রসারথে মাতলে! আপনি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন ত?

বিদূ। মনস্বিন্! লোকে পশুদিগকে যে ভাবে মারে, এ ব্যক্তি আমাকে সেই ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ইহাকে আপনি আবার কুশল-প্রশ্ন করিতেছেন?

মাত। (ঈষৎ হাস্যসহকারে) আয়ুষ্মন্! দেবেন্দ্র যে হেতু আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, অবধান করুন।

রাজা। অবহিত হইলাম।

মাত। অস্তি কালনেমিপ্রসূতির্দুর্জ্জয়ো নাম দানবগণঃ।

রাজা। অস্তি শ্রুতপূর্ব্বং ময়া নারদাৎ।

মাত। সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরজয্যস্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তিস্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ॥

রাজা। অনুগৃহীতোঽস্মি অনয়া মঘবতঃ সম্ভাবনয়া। অথ মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্?

মাত। (সস্মিতম্) তদপি কথ্যতে, কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি। কুতঃ——জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে।
তেজস্বী সংক্ষোভাৎ প্রায়ঃ প্রতিপদ্যতে তেজঃ॥

রাজা। যুক্তমনুষ্ঠিতং ভবদ্ভিঃ। (বিদূষকং প্রতি) বয়স্য!

মাত। কালনেমির সন্তান দানবেরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা। দেবর্ষি নারদপ্রমুখাৎ এ কথা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি।

মাত। সেই সমস্ত দানব আপনার সখা দেবরাজের অবধ্য। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আপনিই যুদ্ধে তাহাদিগের সংহারসাধন করিবেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে নৈশ অন্ধকার দূর করিতে সূর্য্যের সামর্থ্য হয় না, চন্দ্রমা অনায়াসে সেই অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন। সংপ্রতি আপনি অস্ত্রশস্ত্র সহকারে দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক জয়লাভার্থ যাত্রা করুন।

রাজা। দেবেন্দ্রের এই বহুসম্মানে আমি অনুগৃহীত হইলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনি মাধব্যের প্রতি এ প্রকার ব্যবহার করিলেন কেন?

মাতলি। (ঈষদ্ধাস্য সহকারে) সে কথাও বলিতেছি। কোন কারণে আপনার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইয়াছিল; সেই হেতু আপনার চিত্ত সুস্থ ছিল না; তদ্দর্শনে আপনাকে কুপিত করিবার জন্য ইহার প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছি। কাষ্ঠসঞ্চালন দ্বারা যেমন কাষ্ঠস্থ অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং নিদ্রিত সর্প যেমন তাড়িত হইলে ফণা ধরিয়া উঠে, সেই প্রকার উত্তেজিত হইলে তেজস্বী পুরুষও অধিকতর তেজস্বী হইয়া থাকেন।

রাজা। আপনি যুক্তিসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন। (বিদূষকের প্রতি) সখে! দেবেন্দ্রের আদেশ অনতিক্রমণীয়; সুতরাং তুমি গমন কর; আমার কথায়

অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা, তদ্গচ্ছ পরিগতার্থং কৃত্বা মদ্বচনাদমাত্য-পিশুনং ব্রূহি।

তন্মতিঃ কেবলা তাবৎ প্রতিপালয়তু প্রজাঃ।
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ॥

বিদূ। জং ভবং আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

মাত। আয়ুষ্মান্ রথমারোহতু।

রাজা। (তথা করোতি)। [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

সপ্তমোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশবর্ত্মনা রথারূঢ়ো রাজা মাতলিশ্চ)

রাজা। মাতলে! অনুষ্ঠিতনিদেশোঽপি মঘবতঃ সৎক্রিয়াবিশেষা-পেযুক্তমিবাত্মানং সমর্থয়ে।

মাত। (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্ উভয়ত্রাপ্যসন্তোষমবগচ্ছ। কুতঃ—

রূএই বিষয় জানাইয়া মন্ত্রীকে কহিবে যে, আপনার বুদ্ধিই কেবল প্রজা-কে রক্ষা করুক, আর আমার এই শরাসন অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল।

বিদূ। আপনার যেরূপ আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মাতলি। আয়ুষ্মন্! রথারূঢ় হউন।

রাজা। (রথারোহণ)। [সকলের প্রস্থান

(আকাশযানে রথারূঢ় রাজা দুষ্মন্ত ও মাতলির প্রবেশ)

রাজা। মাতলে! আমি দেবেন্দ্রের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেও সম্মানের াতিশয্যবশে আত্মাকে অনুপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।

মাতলি। (ঈষদ্ধাস্য সহকারে) উভয় দিকেই অসন্তোষের বিষয় ঘটিয়াছে। ারণ, আপনি দেবেন্দ্রের সেইরূপ মহোপকার সাধন পূর্ব্বক তৎকৃত সম্মান দর্শনে াহা লঘু বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু দেবেন্দ্রও আপনার এই সম্মাননা ও আপনার

উপকৃত্য হরেস্তথা ভবান্ লঘু সৎকারমবেক্ষ্য মন্যতে।
গণয়ত্যবদানসম্মিতাং ভবতঃ সোঽপি ন সৎক্রিয়ামিমাম্॥

রাজা। মাতলে! মা মৈবং, স খলু মনোরথানামপি দূরবর্ত্তী যো বিসর্জ্জনাবসরে সৎকারঃ। মম হি দিবৌকসাং সমক্ষমর্দ্ধাসনোপবেশিতস্য।

অন্তর্গতপ্রার্থনমন্তিকস্থং, জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা, মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা॥

মাত। কিমিবমায়ুষ্মানমরেশ্বরান্নার্হতি। পশ্য—

সুখপরস্য হরেরুভয়ৈঃ কৃতং, ত্রিদিবমুদ্ধৃতদানবকণ্টকম্।
তব শরৈরধুনা নতপর্ব্বভিঃ, পুরুষকেশরিণশ্চ পুরা নখৈঃ॥

রাজা। তত্র খলু শতক্রতোরেব মহিমা। পশ্য—

সিধ্যন্তি কর্ম্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ, সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিং বাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বধায়, তঞ্চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ॥

মাত। সদৃশমেবৈতৎ। (স্তোকমন্তরমতীত্য) আয়ুষ্মন্! ইতঃ পশ্য নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতস্য সৌভাগ্যমাত্মযশসঃ।

কৃত মহোপকার স্মরণ করিয়া নিজকৃত সম্মাননাকে উপযুক্ত হয় নাই বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন।

রাজা। মাতলে! না না, তাহা নয়। দেবেন্দ্র বিদায়ের সময় যে প্রকার সম্মানাদি করেন, তাহা মনোরথেরও অগোচর। তিনি আমাকে সুরগণের সম্মুখে অর্দ্ধাসনে বসাইয়া সমীপবর্ত্তী পুত্র জয়ন্তকে প্রার্থী দেখিয়াও মৃদুহাস্য সহকারে হরি-চন্দনাঙ্কিত বক্ষঃস্থলস্থ মন্দারমালা আমার গলায় পরাইয়া দিলেন।

মাতলি। দেবরাজের নিকট হইতে আপনি কোন্ দ্রব্য না পাইয়া থাকেন? দেখুন, সুখোষিত দেবরাজের দানব-কণ্টক আপনি সংপ্রতি নতপর্ব্ব শর দ্বারা উন্মূলিত করিলেন; পূর্ব্বেও এইরূপ অনেক শত্রু নির্ম্মূল করিয়াছেন।

রাজা। সে বিষয়ে দেবেন্দ্রেরই মহিমা। নিয়োজিত ভৃত্যেরা যে কর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা কেবল প্রভুদিগেরই মহিমাগুণে সম্পন্ন হয়। সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেব যদি অরুণকে পুরোবর্ত্তী না রাখিতেন, তাহা হইলে কি তিনি অন্ধকারনাশে সমর্থ হইতেন?

মাতলি। আপনার ন্যায় মহাত্মাদিগের পক্ষে এ প্রকার কথা যুক্তিযুক্ত বটে। (কিয়দ্দূর গমনান্তে) আয়ুষ্মন্! আপনার সুরলোক-প্রতিষ্ঠিত যশঃসৌভাগ্য

বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং, বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
সঞ্চিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং, দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি॥

রাজা। মাতলে! অসুরসংপ্রহারোৎসুকেন পূর্ব্বেদ্যুর্দ্দিবমধিরোহতা লক্ষিতোহয়ং প্রদেশো ময়া, তৎ কতমস্মি পথি বর্ত্তামহে মরুতাম্?

মাত।—

ত্রিস্রোতসং বহতি গগনপ্রতিষ্ঠাং, জ্যোতীংষি বর্ত্তয়তি চক্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োর্মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ॥

রাজা। মাতলে! অতঃ খলু সবাহ্যান্তঃকরণো মমান্তরাত্মা প্রসীদতি॥
(রথাঙ্গমবলোক্য) শঙ্কে মেঘপদবীমবতীর্ণৌ স্বঃ॥

মাত। আয়ুষ্মন্! কথমবগম্যতে?

রাজা। অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভি-
র্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।

দর্শন করুন। সুরবৃন্দ সঙ্গীতোপযুক্ত অর্থসম্পন্ন পদাবলী রচনা করিয়া সুরবালাগণের অঙ্গরাগযুক্ত বর্ণ দ্বারা কল্পিতবস্ত্রে আপনার চরিত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন।

রাজা। মাতলে! ইতিপূর্ব্বে দানবদিগের সহিত সংগ্রামার্থ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম; সেই জন্য স্বর্গে আগমনকালে এ স্থানটি ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। এখন আমরা মরুদ্‌গণের কোন্ পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম?

মাতলি। যে বায়ু গগনমার্গে সংস্থিত থাকিয়া মন্দাকিনীকে ধারণ করিয়া আছে, যাহা চক্রাকৃতি আবর্ত্তন দ্বারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর রশ্মিমালা অশ্বগণের মুখরশ্মির ন্যায় ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং যাহাতে কোনরূপ রজোমিশ্রণের সম্ভব নাই, সেই প্রবহ-নামক বায়ুর এই পথ। বামনদেব দ্বিতীয় চরণ দ্বারা এই পথ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা পবিত্র হইয়াছে।

রাজা। মাতলে! এই জন্যই আমার চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহ ও মনের সহিত অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। (রথচক্র দর্শন পূর্ব্বক) এখন আমরা মেঘমণ্ডলের আকাশপথ অতিক্রম করিয়াছি।

মাতলি। আয়ুষ্মন্! কি প্রকারে বুঝিলেন?

রাজা। এই পর্ব্বতগুহা হইতে চাতক পক্ষীরা নিষ্ক্রান্ত হইয়া চক্রস্থ জলবিন্দুলোভে চক্রের উপর আসিয়া পড়িতেছে আর রথযোজিত অশ্বগণ

গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং,
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ ॥

মাত। অথ কিম্। ক্ষণাদায়ুষ্মান্ স্বাধিকারভূমৌ বর্ত্তিষ্যতে।

রাজা। (অধোঽবলোক্য) মাতলে! বেগাদবতরণাদাশ্চর্য্যদর্শন সংলক্ষ্যতে মনুষ্যলোকঃ। তথাহি—

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী,
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ব্রজন্ত্যাপগাঃ,
কেনাপ্যুৎক্ষিপত্যেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে ॥

মাতঃ। আয়ুষ্মন্! সাধু দৃষ্টম্।

(সবহুমানমালোক্য) অহো! উদাররমণীয়া পৃথিবী।

রাজা। মাতলে! কতমোঽয়ং পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘঃ সানুমানালোক্যতে?

তড়িল্লিপ্ত হইয়া অন্তভাগে জলযুক্ত মেঘরাজির উপরে গমনের সূচনা করিয়া দিতেছে।

মাতলি। হাঁ, অচিরকালমধ্যেই আপনি নিজ অধিকারস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

রাজা। (নিম্নদিকে দেখিয়া) মাতলে! বেগে অবতরণ করাতে মানবলোক অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না, গিরিশৃঙ্গ সকল যেন মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়াছে; পৃথিবী যেন শৈলশৃঙ্গ হইতে নামিয়া যাইতেছে এবং বৃক্ষসমূহ স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া উহার যেন পত্ররাশি হইতে বহির্গত হইতেছে। দূরত্ব হেতু নদীগুলির যে যে জলভাগ বিচ্ছিন্ন বলিয়া অনুমিত হইতেছিল, এখন তাহা নিকটবর্ত্তী বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন, কোন লোক সমগ্র ভুবন উৎক্ষিপ্ত করিয়া আমার পার্শ্বভাগে আনয়ন করিতেছে।

মাতলি। আয়ুষ্মন্! আপনি ঠিক দেখিয়াছেন। (সাদরে দেখিয়া) অহো! এই পৃথিবীর দৃশ্য অতি মনোহর।

রাজা। মাতলে! এই যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক পর্ব্বত [illegible] সান্ধ্যমেঘের ন্যায় দেখা যাইতেছে, ইহার নাম কি?

মাত। আয়ুষ্মন্! এষ খলু হেমকূটো নাম কিংপুরুষপর্ব্বতঃ পরং তপস্বিনাং ক্ষেত্রম্। পশ্য—

স্বায়ম্ভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুরগুরুঃ সোঽস্মিন্ সপত্নীকস্তপস্যতি॥

রাজা। (সাদরম্) তেন অনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি প্রদক্ষিণীকৃত্য ভগবন্তং গন্তুমিচ্ছামি।

মাত। আয়ুষ্মন্! প্রথমঃ কল্পঃ। (অবতরণং নাটয়ন্) এতাবতীর্ণৌ স্বঃ।

রাজা। (সবিস্ময়ম্) মাতলে!

উপোঢ়শব্দা ন রথাঙ্গনেময়ঃ, প্রবর্ত্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ।
অভূতলস্পর্শতয়া নিরুদ্ধতিস্তবাবতীর্ণোঽপি ন লক্ষ্যতে রথঃ॥

মাত। এতাবানেব শতমন্যোরায়ুষ্মতশ্চ রথস্য বিশেষঃ।

রাজা। মাতলে! কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ?

মাত। (হস্তেন দর্শয়ন্) পশ্য—

বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্ত্তিরুরগত্বগ্-ব্রহ্মসূত্রান্তরঃ,
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থসংপীড়িতঃ।

মাতলি। আয়ুষ্মন্! এটি কিম্পুরুষ গিরি; ইহার নাম হেমকূট; এটি তাপসদিগের বসতিস্থল। ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি হইতে যে প্রজাপতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সুরাসুরগণের জন্মদাতা কশ্যপ এই পর্ব্বতে সস্ত্রীক তপস্যায় নিযুক্ত আছেন।

রাজা। তবে অবহেলা করা অকর্ত্তব্য। আমার ইচ্ছা, ভগবান্ মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাই।

মাতলি। আয়ুষ্মন্! ইহা মুখ্যকল্প (সর্ব্বথা কর্ত্তব্য); (অবতরণ পূর্ব্বক) এই আমরা অবতীর্ণ হইয়াছি।

রাজা। (সবিস্ময়ে) আপনার রথ অবতীর্ণ হইল, কিন্তু আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। যে সময়ে রথ ভূমিস্পর্শ করে, তখন কিছুমাত্র শব্দ হয় নাই; ধূলিরাশিও নেত্রগোচর হয় নাই এবং ভূমি স্পর্শ করিয়াও উদ্গতিশূন্য হইয়াছে।

মাতলি। ইহাই আপনার ও দেবরাজের রথের পার্থক্য জানিবেন।

রাজা। মরীচিনন্দন কশ্যপের আশ্রম কোথায়?

মাতলি। (হস্ত দ্বারা দেখাইয়া) যাঁহার দেহের অর্দ্ধাংশ বল্মীকস্তূপে দিয়া

অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং,
যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ॥

রাজা। (বিলোক্য) নমোঽস্মৈ কষ্টতপসে।

মাত। (সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃত্বা) এতবদিতিপরিবর্দ্ধিতমন্দারবৃক্ষং প্রজাপতেরাশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্বঃ।

রাজা। অহো! স্বর্গাদিদমধিকতরং নির্বৃতিস্থানং অমৃতহ্রদমিবাবগাঢ়োঽস্মি।

মাত। (রথং স্থাপয়িত্বা) অবতরত্বায়ুষ্মান্।

রাজা। (অবতীর্য্য) ভবান্ কিমিদানীম্?

মাত। সময়যন্ত্রিত এবায়মাস্তে রথঃ, তদ্বয়মপ্যবতরামঃ। (তথা কৃত্বা) ইত ইত আয়ুষ্মন্! দৃশ্যন্তামত্রভবতামৃষীণাং তপোবনভূময়ঃ।

রাজা। নন্বু বিস্ময়াদুভয়মপ্যবলোকয়ামি।

সর্পকঞ্চুক যাঁহার দ্বিতীয় যজ্ঞসূত্র, জীর্ণ লতিকা সকল বলয়াকারভাবে যাঁহার কণ্ঠদেশ নিরতিশয় প্রপীড়িত করিতেছে, যাঁহার স্কন্ধবিলম্বিত জটাজালে পক্ষিগণ অসংখ্য কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে, যিনি সূর্য্যাভিমুখে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ স্থানেই ভগবান্ কশ্যপের আশ্রম।

রাজা। (দেখিয়া) এই কঠোর তাপস মহর্ষিকে নমস্কার।

মাতলি। (রথরজ্জু সংযত করিয়া) এই সকল মন্দারতরু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এইটিই প্রজাপতি কশ্যপের আশ্রম; এই আমরা আশ্রমে প্রবেশ করিলাম।

রাজা। অহো! এ স্থান স্বর্গ অপেক্ষাও প্রীতিকর, আমি যেন সুধাহ্রদে নিমগ্ন হইলাম।

মাতলি। (রথ স্থাপন পূর্ব্বক) আপনি অবতীর্ণ হউন।

রাজা। (অবতরণ পূর্ব্বক) আপনি কি ভাবিতেছেন?

মাতলি। এই রথ এখন সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে; অতএ আমিও অবতীর্ণ হই। (অবতরণ করিয়া) আয়ুষ্মন্! এই দিকে, এই দিকে পূজনীয় তাপসগণের আশ্রম দর্শন করুন।

রাজা। বিস্ময় সহকারে আশ্রমস্থলী ও তপঃফল উভয়ই দর্শন করিতেছি

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে,
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাগৃহেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো,
যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী॥

মাত। উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা। (পরিক্রম্য আকাশে) বৃদ্ধসাকল্য! কিংব্যাপারঃ সম্প্রতি ভগবান্ মারীচঃ? (আকর্ণ্য) কিং ব্রবীষি, দাক্ষ্যায়ণ্যা পতিব্রতাপুণ্যমধিকৃত্য পৃষ্টস্তদস্যৈ মহর্ষিপত্নীগণসহিতায়ৈ কথয়তীতি। তৎ প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ। (রাজানমবলোক্য) অস্যামশোকচ্ছায়ায়াং তাবদাস্তামায়ুষ্মান্ যাবত্ত্বামহমিন্দ্রগুরবে নিবেদয়ামি।

রাজা। যথা ভবান্ মন্যতে। (ইতি স্থিতঃ) [মাতলির্নিষ্ক্রান্তঃ।

যে স্থানে নানারূপ ভোগদানে সমর্থ কল্পতরু সকল বিরাজিত, সেই বনভূমিতে ইহাঁরা বায়ু-সংযমনাদি দ্বারা প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতেছেন; কনকপদ্মরেণু সকল নিপতিত হওয়াতে যে জল পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, ইহাঁরা ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ ঐ জলে স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদিত করেন আর রত্নশিলাময় গুহামধ্যে যে সকল দিব্যাঙ্গনা অবস্থিতি করে, তাহারা সমীপবর্ত্তিনী থাকিলেও ইহাঁরা ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক অবস্থান করেন। অপরাপর ঋষিরা যে স্থানে মোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করেন, ইহাঁরাও তথায় থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন; সুতরাং ইহাঁদের তপঃফল যে কত দূর উৎকৃষ্ট, তাহা আপনিই বিবেচনা করুন।

মাতলি। মহজ্জনের কামনা উত্তরোত্তর উন্নতির দিকেই অগ্রসর হয়। (পরিক্রমণ করিয়া বহিঃস্থিত বৃদ্ধদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক) হে প্রাচীনগণ! ভগবান্ কশ্যপ এখন কি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন? (শ্রবণ পূর্ব্বক) কি বলিতেছেন? দাক্ষায়ণী অদিতি পুণ্যক্রিয়া আচরণ পূর্ব্বক প্রশ্ন করিলে মহর্ষি কশ্যপ তাঁহাদিগের নিকট সেই কথা বলিতেছেন? অতএব সেই প্রসঙ্গের অবসর প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। (রাজার দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক) আপনি এই অশোকবৃক্ষের মূলে উপবেশন করুন, আমি দেবরাজের পিতার নিকট যাইয়া আপনার আগমন-সংবাদ নিবেদন করি।

রাজা। আপনার যাহা ইচ্ছা। (এই বলিয়া সেই স্থানে অবস্থান।)

[মাতলির প্রস্থান।

রাজা। (নিমিত্তং সূচয়িত্বা)

মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা।
পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে॥

(নেপথ্যে) মা কৃখু চালদলং করেহি। জহিং তহিং এব্ব অত্তণো পকিদিং।

রাজা। (কর্ণং দত্ত্বা) অভূমিরিয়মবিনয়স্য তৎ কো খল্বেষ নিষিধ্যতে? (শব্দানুসারেণাবলোক্য সবিস্ময়ম্) অয়ে কো নু খল্বয়মনুবধ্যমানস্তাপসীভ্যামবালসত্ত্বো বালঃ।

অর্দ্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দ্দক্লিষ্টকেশরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টকর্ম্মা তাপসীভ্যাং সহ বালঃ।)

বালঃ। জিম্ভ সিঙ্ঘ দন্তাইং দে গণইস্সং।

প্রথ। অবিণীদ কিং ণো অবচ্চনিব্বিসেসাণি সত্তাণি বিপ্পঅরেসি?

রাজা। (দক্ষিণবাহুস্পন্দন হওয়াতে তাহা দেখিয়া) হে বাহো! তুমি বৃথা স্পন্দিত হইতেছ কেন? অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ত কিছুই দৃষ্ট হয় না। প্রথমে যে সুখকর বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা করা যায়, পরিণামে তাহা দুঃখরূপ ধারণ করে।

নেপথ্যে। চঞ্চল হইও না, যেখানে সেখানেই নিজের স্বভাব প্রকাশ কর।

রাজা। (সেই দিকে কান দিয়া) এ ত অবিনয়ের স্থান নয়, তবে কে কাহাকে এ ভাবে নিবারণ করিতেছে? (শব্দানুসারে দেখিয়া বিস্ময় সহকারে এ যে যুবার ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন একটি বালক; দুইটি তাপসবালা বলপূর্ব্বক ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। একটি সিংহশাবক সম্পূর্ণরূপে সিংহীর স্তনপান করে নাই এই অবস্থায় তাহার মস্তক নিপীড়িত করিয়া কেশর ধারণ পূর্ব্বক এই বালক উহাকে প্রপীড়িত করিতেছে।

(তাপসীদ্বয়ের সহিত যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্যে রত বালকের প্রবেশ)

বালক। হাঁ কর্ রে সিংহশাবক হাঁ কর্। আমি তোর দাঁতগুলি গণনা করিব।

১ম তাপসী। অবিনীত বালক! এই জন্তু আমাদের সন্তান সদৃশ, তুমি

হন্ত বড্ঢইঅ দে সংরম্ভো ট্ঠাণে কৃখু ইসিজণেণ সব্বদমণো ত্তি কিদণামহেঅসি।

রাজা। কিং নু খলু বালেঽস্মিন্নৌরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে হৃদয়ম্। (বিচিন্ত্য) নূনমনপত্যতা মাং বৎসলয়তি।

দ্বিতী। এসা কৃখু কেসরিণী তুমং লঙ্ঘেদি জই সে পুত্তঅং ণ মুঞ্চসি।

বালঃ। (সস্মিতম্) অম্মহে বলিঅং কৃখু ভীদোহ্মি। (ইত্যধরং দর্শয়তি)।

রাজা। (সবিস্ময়ম্)।

মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাঽপেক্ষ ইব স্থিতঃ॥

প্রথ। বচ্ছ এদং বালমইদঅং মুঞ্চ অবরং দে কীলণঅং দাইস্সং।

বাল। কহিং দেহি ণং (ইতি হস্তং প্রসারয়তি)।

ইহাকে কষ্ট দিতেছ কেন? তোমার অত্যন্ত দর্পবৃদ্ধি হইয়াছে; ঋষিরা যে তোমার নাম সর্ব্বদমন রাখিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

রাজা। এই বালকটিকে দেখিয়া উহার প্রতি আমার হৃদয়ে ঔরসপুত্রের ন্যায় স্নেহ সঞ্জাত হইতেছে। (চিন্তা পূর্ব্বক) আমি নিঃসন্তান, কাজেই আমার হৃদয়ে এরূপ বাৎসল্যভাবের সঞ্চার হইতেছে।

দ্বি, তাপসী। যদি তুমি সিংহীর শাবকটিকে ছাড়িয়া না দেও, সিংহী তোমাকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিবে।

বালক। (মৃদু হাস্য করিয়া) ওঃ! ইহাতে আমি বড়ই ভয় পাইলাম! (এই বলিয়া নিজের অধর প্রদর্শন)।

রাজা। (বিস্ময় সহকারে) এই শিশুকে মহাতেজের বীজস্বরূপ বলিয়া অনুমিত হইতেছে; এখন কাষ্ঠের প্রতীক্ষা করিয়া স্ফুলিঙ্গের অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

প্র, তাপসী। এই সিংহশাবককে ছাড়িয়া দেও, আমি তোমাকে অন্য খেলানা দিতেছি।

বালক। কৈ, কি দিবে দেও। (হস্তপ্রসারণ)

রাজা। (বালস্য হস্তং দৃষ্ট্বা) কথং চক্রবর্ত্তিলক্ষণমপ্যনেন ধার্য্যতে। তথা হ্যস্য—

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো, বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া, নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্॥

দ্বিতী। সুব্বদে মুঞ্চ ণ এসো সক্কো বাআমেত্তেণ বিরমাবিদুং। গচ্ছ মম কেরএ উড়এ সঙ্কোচণস ইসিকুমারস্‌স বণ্ণচিত্তিদো মট্টিআমোয়ওো চিট্টদি তং সে উবহর।

প্রথ। তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

বালঃ। ইমিণা এব্ব দাব কীলিস্‌সং।

দ্বিতী। (বিলোক্য হসন্তী) ণং মুঞ্চ ণং।

রাজা। স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায়াস্মৈ।

(নিশ্বস্য) আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈরব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো, ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি।

রাজা। (বালকের হাত দেখিয়া) এই শিশুতে কেবল যে বীর্য্যাধিক্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহা নহে ; এ বালক চক্রবর্ত্তিলক্ষণে লক্ষিত। লোভনীয় দ্রব্যের প্রতি লোভবশে হস্তপ্রসারণ করাতে দেখা যাইতেছে, ইহার হস্তের অঙ্গুলীগুলি সংযত-ভাবে গঠিত ; যাহার দল সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয় না, তাদৃশ উষাকালীন বিকসিত পদ্মের ন্যায় এই অঙ্গুলীগুলি রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে।

দ্বি, তাপসী। সুব্রতে! ছাড়িয়া দেও, কেবল কথাতেই এ বালক শান্ত হইবে না। সঙ্কোচন নামক মুনিকুমার মৃত্তিকা দ্বারা নানাবর্ণের যে ময়ূরটি প্রস্তুত করিয়াছে, তুমি পর্ণকুটীর হইতে সেইটি আনয়ন পূর্ব্বক ইহাকে প্রদান কর।

প্র, তাপসী। তাহাই কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

বালক। তবে ততক্ষণ আমি সিংহশাবক লইয়াই খেলা করিব।

তাপসী। (দেখিয়া ঈষৎহাস্য সহকারে) ইহাকে ছাড়িয়া দেও।

রাজা। এই শিশু দুর্বিনীত হইলেও ইহার উপর আমার স্পৃহা জন্মিতেছে। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) অকারণ হাস্যে যাহাদের দন্তমুকুল ঈষৎ দৃষ্ট [illegible] বাক্যগুলি শ্রুতি-রমণীয়, যাহারা অঙ্কে আরোহণরূপ রসে এব

দ্বিতী। (সাঙ্গুলিতর্জ্জনম্) ভো ণং মং গণেদি ?
(পার্শ্বমবলোক্য) কো এত্থ ইসিকুমারাণং।
(রাজানং দৃষ্ট্বা) ভদ্দমুহ এহি দাব মোএহি ইমিণা দুস্মোঅগ্গগহেণ
লীলাএ বাহিঅমাণং বালমইন্দঅং।

রাজা। (তথেত্যুপগম্য সস্মিতম্) অয়ি ভো মহর্ষিপুত্রক !
এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা, সংযমী কিমতি জন্মতস্ত্বয়া।
সত্বসংশ্রয়গুণোঽপি দূষ্যতে, কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনঃ॥

দ্বিতী। ভদ্দমুহ ণ কৃখু এসো ইসিকুমারও।

রাজা। আকারসদৃশং চেষ্টিতমেবাস্য কথয়তি। স্থানপ্রত্যয়াত্তু
বয়মেবং তর্কিণঃ।
(যথাভ্যর্থিতমনুতিষ্ঠন্ বালকস্য স্পর্শমুপলভ্য স্বগতম্)
অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ, স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্ব্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাদ্যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ॥

প্রণয় প্রকাশ করে, সেই পুত্রগণকে ধারণ করিয়া মনুষ্যেরা তাহাদের অঙ্গস্পৃষ্ট
ধূলি দ্বারা মলিনীকৃত হইয়াও আপনাদিগকে ধন্য বোধ করে।

দ্বি, তাপসী। (অঙ্গুলীতর্জ্জন পূর্ব্বক) ওহে, তুমি আমাকে গ্রাহ্য করিতেছ
না? (পার্শ্বদেশ দেখিয়া) মুনিকুমারদিগের মধ্যে এখানে কে আছ? (রাজাকে
[দর্শ]ন পূর্ব্বক) মহাশয়, আপনি আসুন, এই শিশু সিংহশাবকটির কেশর এমন
[ভা]বে ধরিয়াছে যে, উহার হাত ছাড়াইয়া দেওয়া কষ্টকর; অতএব আপনি
[ছা]ড়াইয়া দিউন।

রাজা। (শিশুর নিকট গমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে) ওহে মুনিকুমার,
তোমার এ প্রকার ব্যবহার আশ্রমবিরুদ্ধ; তোমার পিতা সংযমশীল ঋষি, তুমি এ
প্রকার হইয়াছ কেন? দেখ, আত্মনিষ্ঠ (সৌরভ্যাদি) গুণ থাকিলেও কৃষ্ণসর্পশিশু
দ্বারা শৈত্যসৌগন্ধাদি-গুণযুক্ত চন্দনবৃক্ষও দূষিত হয়।

দ্বি, তাপসী। ভদ্র! এ মুনিকুমার নয়।

রাজা। ইহার আকার যেমন, কার্য্যও সেইরূপ; স্থানবিবেচনায় আমি মুনি-
কুমার বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম। (শিশুর হাত ছাড়াইয়া স্পর্শসুখ অনুভব
[করিয়া]) আত্মগত) এই কোন্ ব্যক্তির [illegible]

দ্বিতী। (উভৌ বিলোক্য) অচ্ছরিঅং অচ্ছরিঅং।

রাজা। আর্য্যে! কিমিব?

দ্বিতী। ইমস্স বালঅস্স অসম্বন্ধেবি ভদ্দমুহে সম্বাদিণী আকিদি ত্তি বিহ্মিদহ্মি অবিঅ বামসীলোবি ভবিঅ অবরিচিদস্সবি দে বঅণেণ পইদিথো সংবুত্তো।

রাজা। (বালকমুপলালয়ন্) আর্য্যে! ন চেন্মুনিকুমারোঽয়ং অথ কোঽস্য ব্যপদেশঃ?

দ্বিতী। পোরবো ত্তি।

রাজা। (স্বগতম্) কথমেকান্বয়ো মম। অতঃ খলু মদনুকারিণমেনমত্রভবতী মন্যতে।

(প্রকাশম্) অস্ত্যেতৎ পৌরবাণামন্ত্যং কুলব্রতম্।

ভবনেষু রসাধিকেষু পূর্ব্বং, ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম্।
নিয়তৈকযতিব্রতানি পশ্চাৎ, তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তেষাম্॥

সুখবোধ হইল? এই শিশু যাহার অঙ্গ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, সেই কৃতকৃত্য ব্যক্তি যে কত আনন্দ প্রাপ্ত হয়, বাক্যে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

দ্বি, তাপসী। (রাজা ও সর্ব্বদমনকে দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য!

রাজা। আর্য্যে! আশ্চর্য্য কি প্রকার?

দ্বি, তাপসী। এই শিশুর সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে; এই জন্যই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। আর এই বালকের স্বভাব আশ্রমবিরুদ্ধ, আপনিও অপরিচিত; তথাপি এ শিশু আপনার কথায় শান্তভাব ধারণ করিল।

রাজা। (হস্ত দ্বারা বালককে স্পর্শ করিয়া) আর্য্যে! এই শিশু যদি ঋষিকুমার নয়; তবে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

দ্বি, তাপসী। পৌরববংশে ইহার জন্ম।

রাজা। (স্বগত) আমাদের এক বংশ, এই কারণেই এই তাপসী আমার আকৃতির সহিত এই বালকের সাদৃশ্য বিবেচনা করিতেছেন। (প্রকাশ্যে) পৌরববংশীয়দিগের চরমাবস্থার অনুরূপ এই প্রকার কুলব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে যে, প্রথম বয়সে [illegible] পালনার্থ নির্ম্মল প্রাসাদে বাস করিয়া পরে অন্তিম বয়সে তাপস-

কথং পুনরাত্মগত্যা মানুষাণামেষ বিষয়ঃ।

দ্বিতী। জহ ভদ্দমুহো ভণাদি। কিন্দু অচ্ছরাসম্বন্ধেণ উণ ইমস্স জণণী ইধজ্জেব দেবগুরুণো তবোবনে পসূদা।

রাজা। (স্বগতম্) হন্ত দ্বিতীয়মিদমাশাজননম্।

(প্রকাশম্) অথ সা তত্রভবতী কিমাখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী।

দ্বিতী। কো তস্স ধম্মদারপরিচ্চাইণো নাম কীত্তইস্সদি?

রাজা। (স্বগতম্) কথমিয়ং কথা মামেব লক্ষ্যীকরোতি। যাবদস্য শিশোর্মাতরং নামতঃ পৃচ্ছেয়ম্। (বিচিন্ত্য) অথবা অনার্য্যঃ খলু পরদার-পৃচ্ছাব্যাপারঃ।

(প্রবিশ্য মৃন্ময়ূরহস্তা প্রথমা তাপসী)

প্রথমা তাপসী। সব্বদমণ! পেক্খ সউন্দলাবণ্ণং।

বালঃ। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহিং সা মে অম্বা?

উভে। (প্রহসতঃ)।

প্রথ। ণামসারিস্সেণ উবচ্ছন্দিদো মাউবচ্ছলো।

ব্রত ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলই গৃহরূপে স্থির করিয়া তথায় অবস্থান করেন। তবে মানুষ নিজগতি দ্বারা এখানে আসিলেন কি প্রকারে?

দ্বি, তাপসী। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু অপত্যসম্বন্ধ হেতু এই শিশুর মাতা দেবগুরুর এই আশ্রমে ইহাকে প্রসব করিয়াছেন।

রাজা। (আত্মগত) এ কথাটি দ্বিতীয় আশাপ্রদ। (প্রকাশ্যে) তবে এই শিশুর জননী যাঁহার সহধর্ম্মিণী, সেই রাজর্ষির নাম কি?

দ্বি, তাপসী। সেই ধর্ম্মপত্নীত্যাগীর নাম কে করে?

রাজা। (আত্মগত) বোধ হয়, আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা উক্ত হইতেছে। তবে এই শিশুর জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি। (চিন্তা করিয়া) পরস্ত্রীবিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অনুচিত।

প্র, তাপসী। (মৃত্তিকাগঠিত ময়ূর-হস্তে প্রবেশ পূর্ব্বক) সর্ব্বদমন! শকুন্তলাকে দেখ।

বালক। (দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক) আমার মা কোথায়?

উভয় তাপসী। (হাস্য)।

প্র, তাপসী। নামস্মরণ করাইয়া দেওয়ায় মাতৃবৎসল শিশু প্রলুব্ধ হইয়াছে।

দ্বিতী। ইমস্‌স মোরস্‌স রমণীঅদং পেক্‌খত্তি ভণিদোসি।

রাজা। (স্বগতম্) কিং শকুন্তলেত্যস্য মাতুরাখ্যা অথবা সন্তি পুনর্নামধেয়সাদৃশ্যানি অপি নাম মৃগতৃষ্ণিকেব নামাত্র প্রস্তাবো মে বিষাদায় কল্পতে।

বালঃ। অজ্জূএ রোঅদি মে চড়ুলকে এসে মউলে। (ইতি ক্রীড়নকমাদত্তে)।

প্রথ। (বিলোক্য সাবেগম্) অম্মো রক্‌খাকরণ্ডঅং সে মণিবন্ধেণ দীসদি।

রাজা। আর্য্যে! অলমাবেগেন, নম্বয়মস্য সিংহশাবকস্য বিমর্দ্দাৎ পরিভ্রষ্টঃ। (ইত্যাদাতুমিচ্ছতি)।

উভে। মা কৃখু মা কৃখু এদং। (বিলোক্য) কথং গহিদোজ্জেব। (বিস্ময়াদুরোনিহিতহস্তে পরস্পরমবলোকয়তঃ)।

রাজা। কিমর্থং ভবতীভ্যাং প্রতিষিদ্ধোঽস্মি?

প্রথ। সুণাদু মহাভাও। এসা অপরাজিদা ণাম সুরমহোসহী ইমস্‌স

দ্বি, তাপসী। ময়ূরের সৌন্দর্য্য দেখ, এই কথা তোমাকে বলা হইয়াছে।

রাজা। (স্বগত) শকুন্তলা কি ইহার জননীর নাম? কিংবা নামের সাদৃশ্য অনেক আছে; নামমাত্রপ্রসঙ্গ মরীচিকার ন্যায় আমার কষ্টের কারণ হইল।

বালক। এই চঞ্চল ময়ূরটিকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। (ক্রীড়নক গ্রহণ)।

প্র, তাপসী। (শিশুর অঙ্গ দেখিয়া) ইহার মণিবন্ধে রক্ষাকাণ্ড ত দেখিতেছি না।

রাজা। আর আবেগে প্রয়োজন নাই, এই সিংহশাবকের মর্দ্দনসময়ে হস্তচ্যুত হইয়াছে। (এই বলিয়া রক্ষাকাণ্ড গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ)।

উভয় তাপসী। উহা গ্রহণ করিবেন না, গ্রহণ করিবেন না। (রাজা তুলিয়া লইলে উভয়ে চমৎকৃত হইয়া বক্ষঃপ্রদেশে হাত দিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত)।

রাজা। আপনারা নিবারণ করিতেছেন কেন?

প্র, তাপসী। মহাশয়! শুনুন। ইহা অপরাজিতা নামক দেবমহৌষধ। যে সময়ে এই শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পাদিত হয়, ভগবান্ কশ্যপ তখন ইহা প্রিয়া-

দারঅস্স জাদকম্মসমএ ভঅবদা মারীএণ দিণ্ণা এদং কিল মাদাপিদরো অপ্পাণঞ্চ বজ্জিঅ অবরো ভূমিপড়িদং ণ গেহ্ণাদি।

রাজা। অথ গৃহ্লাতি?

প্রথ। তদো সপ্পো ভবিঅ তং দংশই।

রাজা। অত্রভবতীভ্যাং কদচিদন্যত্র প্রত্যক্ষীকৃতমিদম্?

উভে। অণেঅসো।

রাজা। (সহর্ষমাত্মগতম্) তৎ কি খল্বিদানীং পূর্ণমাত্মনো মনোরথং নাভিনন্দামি। (ইতি বালকং পরিষ্বজতে)।

দ্বিতীয়। সুব্বদে এহি ইমং বুত্তন্তং ণিঅমবাবড়াএ সউন্দলাএ নিবেদেহ্ম। [ইতি নিষ্ক্রান্তে।

বালঃ। মুঞ্চ মং মুঞ্চ মং অজ্জুএ সআসং গমিস্সং।

রাজা। পুত্র! ময়ৈব সহ মাতরমভিনন্দিষ্যসি।

বালঃ। দুস্সন্তো মম তাদো ণ কখু তুমং।

রাজা। এষ বিবাদ এব মাং প্রত্যায়তি।

ছিলেন। ইহা ভূপৃষ্ঠে পড়িলে জননী, জনক ও এই শিশু ভিন্ন অন্য কেহই গ্রহণ করেন না।

রাজা। যদি গ্রহণ করে?

প্র, তাপসী। তাহা হইলে ইহা সর্প হইয়া তাহাকে দংশন করে।

রাজা। আপনারা কখন এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

উভয় তাপসী। অনেকবার।

রাজা। (সানন্দে মনে মনে) তাহা হইলে এখন আমি নিজ পূর্ণমনোরথের অভিনন্দন কেন না করি? (এই চিন্তা করিয়া শিশুকে আলিঙ্গন)।

দ্বি, তাপসী। সুব্রতে, চল, আমরা এই ঘটনা নিয়মরতা শকুন্তলার নিকট গিয়া জানাই। [উভয়ের প্রস্থান।

বালক। ছাড়িয়া দেও, ছাড়িয়া দেও, আমি জননীর নিকট যাই।

রাজা। বৎস! আমার সহিতই জননীকে অভিনন্দিত করিবে।

বালক। রাজা দুষ্মন্ত আমার পিতা, তুমি নও।

রাজা। এই বিবাদই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে।

(ততঃ প্রবিশত্যেকবেণীধরা শকুন্তলা)

শকু। (সবিতর্কম্) বিআরকালে বি পকিদিত্থং সব্বদমণস্‌স ওসহিং সুণিঅ ণ মে আসা আসি অত্তণো ভাঅহেএসু অহবা জং মিস্‌সকেসাএ মে আচক্‌খিদং তহ সম্ভাবীঅদি এদং (ইতি পরিক্রামতি)।

রাজা। (শকুন্তলাং বিলোক্য সহর্ষখেদম্) অয়ে সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা।

বসনে পরিধূসরে বসানা, নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা, মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

শকু। (পশ্চাত্তাপবিবর্ণং রাজানং দৃষ্ট্বা সবিতর্কম্) ণ কৃখু অজ্জউত্তো বিঅ। তদো কো এসো দাণিং কিদরক্‌খামঙ্গলং দারঅং মে গত্তসংসগ্‌গেণ দূসেদি।

বালঃ। (মাতরমুপগম্য) অজ্জূএ, কো সো মং পুত্তকেত্তি সসিণেহং আলিঙ্গদি ?

(একবেণীধারিণী শকুন্তলার প্রবেশ)

শকু। (বিতর্কের সহিত) বিকারকালেও সর্ব্বদমনের ঔষধি প্রকৃতিস্থ আছে শুনিয়া অদৃষ্টসম্বন্ধে আমার আশা হইতেছে না, অথবা মিশ্রকেশী আমাকে যাহা বলিয়াছেন, এই ঔষধি প্রকৃতিস্থ থাকায় তাহাও সম্ভব হইতে পারে। (পরিক্রমণ)

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া হর্ষ, অনুতাপ ও বিষাদের সহিত আত্মগত) এই ত সেই মাননীয়া শকুন্তলা। ইহাঁর পরিধান ধূসরবর্ণ বস্ত্রদ্বয়, কঠিনব্রত অবলম্বন করাতে ইহাঁর বদনমণ্ডল ক্ষীণ হইয়াছে, মস্তকে একটিমাত্র বেণী লম্বিত রহিয়াছে। হায়! আমি নির্দ্দয় হইয়া এই বিশুদ্ধচারিণী শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করাতে ইনি দীর্ঘকালব্যাপী বিরহব্রত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

শকু। (রাজাকে অনুতাপানলে বিবর্ণ দেখিয়া বিতর্কের সহিত আত্মগত) ইনি যদি আর্য্যপুত্র না হন, তবে কে আমার রক্ষামঙ্গলযুক্ত পুত্রকে অঙ্গস্পর্শ দ্বারা দূষিত করিল ?

বালক। (জননীর নিকটবর্ত্তী হইয়া) মাতঃ! কে আমাকে পুত্র বলিয়া স্নেহে আলিঙ্গন করিতেছে ?

রাজা। প্রিয়ে! ক্রৌর্য্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তমনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্, যদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানং পশ্যামি।

শকু। (স্বগতম্) হিঅঅ সমস্সস সমস্সস, পরিচ্চত্তমচ্ছরেণ অণুকম্পিদহ্মি দেবেবণ অজ্জউত্তো এব্ব এসো।

রাজা। প্রিয়ে!

স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্॥

শকু। (সহর্ষম্) জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো। (ইত্যর্দ্ধোক্তে বাষ্পসন্নকণ্ঠী বিরমতি)।

রাজা। সুন্দরি!

বাষ্পেন প্রতিরুদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্॥

বালঃ। অজ্জূএ কো এসো?

শকু। ভাঅধেআইং পুচ্ছেহি (ইতি রোদতি)।

রাজা। সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে,
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।

রাজা। (শকুন্তলার পুরোবর্ত্তী হইয়া) প্রিয়তমে! তোমার প্রতি আমি দারুণ নিষ্ঠুরাচরণ করিলেও তাহার পরিণাম প্রীতিপ্রদ হইয়াছে; সেই জন্য এখন আমি তোমার পরিচিত হইতে বাসনা করি।

শকু। (স্বগত) হৃদয়! এখন আশ্বস্ত হও, দৈব আমাকে প্রহার করিয়া এখন মৎসরভাব ত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি আর্য্যপুত্রই বটেন।

রাজা। প্রিয়ে! পূর্ব্বঘটনা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে এখন মোহান্ধকার দূর হইয়াছে। কেন না, সংস্কার বিনা যাহার ওষ্ঠপুট পাটলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তোমার সেই মুখ দর্শন করিলাম।

বালক। মা! এ কে?

শকু। অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর। (এই বলিয়া ক্রন্দন)।

রাজা। সুন্দরি! আমি পরিত্যাগ করাতে তোমার হৃদয়ে যে ক্লেশ উৎপন্ন

প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ,
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া ॥
(ইতি পাদয়োঃ পততি)

শকু। উট্‌ঠেদু উট্‌ঠেদু অজ্জউত্তো ণুণং মে সুপ্পড়ি-বন্ধঅং পুরাদিক তেসু দিঅহেসু পরিণামমুহং অরিঅ আসি জেণ সাণুকোসোবি অজ্জ উত্তো মই বিরসো সংবুত্তো।

রাজা। (উত্তিষ্ঠতি)।

শকু। অহ কহং অজ্জউত্তেণ সুমরিদো দুক্‌খভাঈ অঅং জণো?

রাজা। উদ্ধৃতবিষাদশল্যঃ কথয়িষ্যামি।

মোহান্ময়া সুতনু পূর্ব্বমুপেক্ষিতস্তে, যো বাষ্পবিন্দুরধরঃ পরিবাধমানঃ।
তন্তাবদাকুটিলপক্ষবিলগ্নমদ্য, কান্তে প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবেয়ম্‌॥
(ইতি যথোক্তং করোতি)

হইয়াছে, এখন তাহা দূর কর। কারণ, তৎকালে আমার কি একরূপ মহা-মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, শুভকর বিষয়ে প্রবল সম্মোহের কার্য্য এই প্রকারই হয় যে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি শীর্ষস্থিত মাল্যও সর্পবোধে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করে। (এই বলিয়া শকুন্তলার চরণদ্বয়ে পতন)

শকু। আর্য্যপুত্র, গাত্রোত্থান করুন, গাত্রোত্থান করুন, নিশ্চয়ই আমার জন্মান্তরকৃত এরূপ কর্ম্ম ছিল, যাহা আশু সুখপ্রতিবন্ধক এবং পরিণামে সুখকর; সেই কারণেই আপনি আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াও সে সময়ে আমার উপর বিরসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান)

শকু। আর্য্যপুত্র! এখন আপনি এই ক্লেশভাগিনীকে কি প্রকারে স্মরণ করিলেন?

রাজা। প্রিয়তমে! তোমার হৃদয় হইতে বিষাদশল্য উত্তোলন পূর্ব্বক তৎপরে সকল কথা প্রকাশ করিব। হে সৌম্যাঙ্গি! অশ্রুবিন্দু তোমার অধরদেশ প্রপীড়িত করিয়া বিগলিত হইলেও পূর্ব্বে আমি মোহান্ধ হইয়া যাহা উপেক্ষা করিয়াছি, আজি তোমার কুটিলপক্ষ-সংলগ্ন সেই অশ্রুবারি মুছাইয়া দিয়া এখন আমার হৃদয়গত বিষাদ দূরীভূত করিব। (এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন)

শকু। (প্রমিষ্টবাষ্পা অঙ্গুরীয়কং বিলোক্য) অজ্জউত্ত তং এদং ণীঅং?

রাজা। অথ কিম্। অস্মাদদ্ভুতোপলম্ভান্ময়া স্মৃতিরুপলব্ধা।

শকু। বিষমং কিদং ক্খু ইমিণা জং তদা অজ্জউত্তস্স পচ্চাঅণকালে হং আসি।

রাজা। তেন হি ঋতুসমাগমচিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম্।

শকু। ণ সে বিস্সসামি। অজ্জউত্তো এব্ব ণং ধারেদু।

(ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ)

মাত। দিষ্ট্যা ধর্ম্মপত্নীসমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চায়ুষ্মান্ বর্দ্ধতে।

রাজা। সুহৃৎসম্পাদিতত্বাৎ সাধুতরফলো মে মনোরথঃ। মাতলে! খলু বিদিতোঽয়মাখণ্ডলস্যার্থঃ।

মাত। (সস্মিতম্) কিমীশ্বরাণাং পরোক্ষম্, এহি, ভগবান্ মারীচস্তে দর্শনমিচ্ছতি।

শকু। (চক্ষু মুছিবার সময় অঙ্গুরীয় দর্শনে) আর্য্যপুত্র! এই যে সেই অঙ্গুরী!

রাজা। প্রিয়তমে! সেই অঙ্গুরীয়কই বটে, আশ্চর্য্যরূপে ইহা আমার হস্তগত হইয়াছে, সেই জন্যই সকল কথা আমি স্মরণ করিতে পারিয়াছি।

শকু। যখন আর্য্যপুত্রের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করি, তখন এই অঙ্গুরীয় দুর্লভ হইয়া এই বিষম কাণ্ড ঘটাইয়াছিল।

রাজা। তাহা হইলে কনকলতা ঋতুসমাগমের চিহ্নস্বরূপ পুষ্প ধারণ করুক।

শকু। ইহাকে আর আমার বিশ্বাস নাই; আর্য্যপুত্রই উহা ধারণ করুন।

(মাতলির প্রবেশ)

মাত। যার পর নাই সুখের বিষয় যে, মহারাজ ধর্ম্মদারার সমাগমলাভ ও পুত্রমুখারবিন্দ দেখিয়া অভ্যুদয় লাভ করিলেন।

রাজা। আপনি সুহৃৎ; আপনি সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়াই আমার মনোরথ পূর্ণ-ফলশালী হইল। মাতলে! এ বিষয় কি সুরপতি ভুলিয়া গিয়াছেন?

মাতলি। (কিঞ্চিৎ হাস্যসহকারে) ঈশ্বরদিগের কি অগোচর আছে? আসুন, ভগবান্ কশ্যপ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছেন।

রাজা। প্রিয়ে! অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ ত্বাং পুরস্কৃত্য ভগবন্তং দ্রষ্টু মিচ্ছামি।

শকু। লজ্জেমি ক্খু অজ্জউত্তেণ সহ গুরুঅণসমীবং গন্তুম্।

রাজা। আচরিতব্যমেতদভ্যুদয়কালেষু, তদেহি তাবৎ।

(ইতি সর্ব্বে পরিক্রামন্তি

(ততঃ প্রবিশত্যদিত্যা সহাসনোপবিষ্টো মারীচঃ)

মারীচঃ। (রাজানমবলোক্য)

পুত্রস্য তে রণশিরস্যয়মগ্রযায়ী,
দুষ্মন্ত ইত্যভিহতো ভুবনস্য ভর্ত্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্ত্তিতকর্ম্ম জাতং,
তৎকোটিমৎ কুলিশমাভরণং মঘোনঃ।

অদিতিঃ। সম্ভাবণীআণুভাবা সে আকিদী।

মাত। আয়ুষ্মন্! এতৌ পুত্রপ্রীতিপিশুনেন চক্ষুষা দিবৌকসাং পিতরাবায়ুষ্মন্তমবলোকয়তঃ, তদুপসর্প।

রাজা। প্রিয়তমে! পুত্রকে গ্রহণ কর, তোমাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া ভগবান্ কশ্যপকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

শকু। আর্য্যপুত্রের সঙ্গে গুরুজনের নিকট যাইতে লজ্জাবোধ হয়।

রাজা। অভ্যুদয়সময়ে এ ব্যবহার অনুচিত নয়। প্রিয়তমে! চল।

(সকলের পরিক্রমণ)

(অদিতির সহিত আসনোপবিষ্ট মারীচের প্রবেশ)

মারীচ। (রাজাকে দেখিয়া) দাক্ষায়ণি! ইনিই রাজা দুষ্মন্ত; ইনি পৃথিবীর অধীশ্বর; তোমার পুত্রের মঙ্গলার্থ যুদ্ধে ইনি সকলের পুরোবর্ত্তী থাকেন। ইঁহারই শাসনপ্রভাবে দেবরাজের সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়; সুতরাং তাঁহার বহুকোণশবিশিষ্ট বজ্র কেবল অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

অদিতি। ইঁহার আকার দর্শনেই প্রভাবের বিষয় জানিতে পারা যায়।

মাতলি। আয়ুষ্মন্! দেবতাদিগের জনকজননী ইঁহারা আপনার প্রতি পুত্রনির্বিশেষে প্রীতিকর চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করুন; আপনি উঁহাদের নিকটবর্ত্তী হউন।

রাজা। মাতলে !

প্রাহুর্দ্বাদশধা স্থিতস্য মুনয়ো যত্তেজসঃ কারণং,
ভর্ত্তারং ভুবনত্রয়স্য সুষুবে যদ্‌যজ্ঞভাগেশ্বরম্।
যস্মিন্নাত্মভবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং,
দ্বন্দ্বং দক্ষমরীচিসম্ভবমিদং তৎ স্রষ্টুরেকান্তরম্ ॥

মাত। অথ কিম্।

রাজা। (প্রণিপত্য) উভাভ্যামপি বাং বাসবনিযোজ্যো দুষ্মন্তঃ
মতি।

মারী। বৎস ! চিরং জীব পৃথিবীং পালয়।

অদি। অপ্পড়িরহো হোহি।

শকু। দারঅসহিদা বো পাদবন্দনং করেমি।

(শকুন্তলা পুত্রসহিতা পাদয়োঃ পততি)

মারী। বৎসে ! আখণ্ডলসমো ভর্ত্তা জয়ন্তপ্রতিমঃ সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোগ্যা পৌলোমীসদৃশী ভব ॥

রাজা। মাতলে ! ঋষিরা যে দম্পতীকে দ্বাদশাত্মায় বিভক্ত তেজঃপদার্থ ও
দিত্যরূপে তেজঃপদার্থের কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন, যাঁহারা ত্রিলোকপাতা
ভাগেশ্বরকে উৎপাদন করিয়াছেন, যাঁহারা বিধাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া
নীয়, পরমপুরুষ হরি বামনরূপে যাঁহাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দক্ষ
রীচি হইতে যাঁহাদের উদ্ভব, সেই এই দম্পতীই সৃষ্টির কারণ।

মাতলি। আপনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন।

রাজা। (উভয়কে নমস্কার করিয়া) ইন্দ্রের আদেশবর্ত্তী এই দুষ্মন্ত আপনা-
উভয়কে প্রণাম করিতেছে।

মারীচ। বৎস ! দীর্ঘজীবী থাকিয়া পৃথিবী পালন কর।

অদিতি। তুমি অপ্রতিরথ হও।

শকু। আপনাদের উভয়ের পাদবন্দন করি। (সপুত্র শকুন্তলার প্রণাম)।

মারীচ। বৎসে ! তোমার পতি ইন্দ্রের সদৃশ, তোমার পুত্র জয়ন্তের তুল্য,
মাকে আর অন্য আশীর্ব্বাদ কি করিব, শচীর ন্যায় অবৈধব্যরূপ কল্যাণ
কর।

অদি। জদে ভত্তুণো বহুমদা হোহি। অঅঞ্চ দীহাউ উহঅপক্‌খং অলঙ্করেদু, এধ উববিসধ।

(সর্ব্বে প্রজাপতিমভিত উপবিশন্তি)

মারী। (একৈকং নির্দ্দিশন্)

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।

শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্॥

রাজা। ভগবন্! প্রাগভিপ্রেতার্থসিদ্ধিঃ পশ্চাদ্দর্শনমিত্যপূর্ব্বঃ বোঽনুগ্রহঃ। কুতঃ—

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং, ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।

নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমস্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ॥

মাত। আয়ুষ্মন্! এবং প্রসীদন্তি বিশ্বগুরবঃ।

রাজা। ভগবন্! ইমামাজ্ঞাকরীং বো গান্ধর্ব্বেণ বিবাহবিধিনো যম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিরানীতাং স্মৃতিশৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্নপরাদ্ধে

অদিতি। বৎসে! পতির বহুসম্মানভাগিনী হও, এই পুত্রও উভয়কুল অলঙ্কৃত করুক। আইস, সকলে উপবেশন করি।

(প্রজাপতি কশ্যপের অভিমুখীন হইয়া সকলের উপবেশন)

মারীচ। (একে একে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) পতিব্রতা সতী এই শকুন্তলা, ইনি এই সুশীল পুত্র এবং এই আপনি রাজশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত, আপনাদিগের এই মিলন শ্রদ্ধা বিত্ত ও বিধি এই তিনের মিলনের ন্যায়; সুতরাং ইহা যার পর নাই আনন্দের বিষয়।

রাজা। ভগবন্! অগ্রে বাঞ্ছিতসিদ্ধি, পরে দর্শন, আপনাদের অনুগ্রহ এ প্রকার বিচিত্রই হইয়া থাকে। কারণ, অগ্রে পুষ্পোদ্গম, পরে ফল; অগ্রে জলদোদয়, পরে বর্ষণ; কারণ ও কার্য্যের ভাবসম্বন্ধ সর্ব্বত্র এই প্রকারই দেখা যায় কিন্তু আপনাদের অনুগ্রহের অগ্রেই দারাসুতপ্রাপ্তিরূপ সম্পদের আবির্ভাব হইল।

মাতলি। জগৎস্রষ্টা মহাত্মগণ এই প্রকার প্রসাদই প্রকাশ করেন।

রাজা। ভগবন্! আপনাদের আদেশবর্ত্তিনী এই শকুন্তলাকে আমি গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছিলাম; তাহার কিছু দিন পরে ইনি আত্মীয়গণ কর্তৃক আমার নিকট আনীত হইলে স্মৃতিভ্রমবশে আমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করি; সুতরাং

হস্মি তত্রভবতো যুষ্মদ্‌গোত্রস্য কণ্বস্য পশ্চাদেনামঙ্গুরীয়কদর্শনারূঢ়স্মৃতি-রূঢ়পূর্ব্বামগতোঽহং তচ্চিত্রমিব মে প্রতিভাতি।

যথা গজে সাধুসমক্ষরূপে, কস্মিন্নপি ক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বাথ ভবেৎ প্রতীতিস্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ॥

মারী। বৎস! অলমাত্মাপরাধশঙ্কয়া সম্মোহোঽপি ত্বয্যুপপন্ন এব, শ্রূয়তাম্।

রাজা। অবহিতোঽস্মি।

মারী। যদৈবাপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ প্রত্যাখ্যানবিক্লবাং শকুন্তলামাদায় দাক্ষায়ণীমুপগতা মেনকা তদৈব ধ্যানাদবগতবৃত্তান্তোঽস্মি দুর্ব্বাসসঃ শাপাদিয়ং তপস্বিনী সহধর্ম্মচারিণা ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা স চাঙ্গুরীয়দর্শনাবসানং শাপ ইতি।

রাজা। (সোচ্ছ্বাসমাত্মগতম্) এষ বচনীয়ান্মুক্তোঽস্মি।

আপনার গোত্রজাত ঋষিদিগের নিকট আমি অপরাধী হই; পরে অঙ্গুরীয় দর্শনে সকল কথা আমার স্মরণপথে উদিত হয়; তখন আমি যে ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহা স্মরণ হয়; এ সকল আমার নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতেছে। যেরূপ কোন হস্তী প্রকৃষ্ট ও স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া গমন করিলে তখন সংশয় জন্মে এবং তাহার চরণচিহ্ন দর্শনে হস্তী বলিয়া বোধ হয়, আমার চিত্ত-বিকারও ঠিক সেইরূপ।

মারীচ। বৎস! তুমি নিজ অপরাধ-আশঙ্কা করিয়া ভীত হইও না, সে প্রকার ভ্রম তোমার পক্ষে অসঙ্গত নহে। সকল কথা শ্রবণ কর।

রাজা। অবহিত হইলাম।

মারীচ। যে সময়ে তুমি শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিলে, তখন অপ্সরো-যোনি অবতীর্ণ হইয়া ব্যাকুলা শকুন্তলাকে লইয়া দাক্ষায়ণীর নিকট উপস্থিত হইল, সেই সময়েই আমি ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনা অবগত হই। জানিলাম যে, দুর্ব্বাসা ঋষির অভিসম্পাত হেতু এই দয়ার পাত্রী শকুন্তলা সহধর্ম্মচারী তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার পর অঙ্গুরীয় দর্শনে সেই শাপের বিমোচন হইয়াছে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এখন আমি অপবাদ হইতে বিমুক্ত হইলাম।

শকু। (স্বগতম্) দিট্‌ঠিআ অআরণপচ্চাদেসী ণ অজ্জউত্তো। উণ সত্তং অত্তাণং সুমরেমি। অহবা ণ সম্মুদো সুণ্ণহিঅআএ মএ ম সাবো জদো সহীহিং অচ্চাঅরেণ সন্দিট্টম্হি সো অই তুমং ণ সুমরে তদা এদং অঙ্গুলীঅঅং দংসেসিত্তি।

মারী। (শকুন্তলাং বিলোক্য) বৎসে! বিদিতার্থাসি, তদিদা সহধর্ম্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ করণীয়ঃ। পশ্য—

শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিলোপরূক্ষে, ভর্ত্তর্য্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে, শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা

রাজা। যথাহ ভগবান্।

মারী। বৎস! কচ্চিদভিনন্দিতস্ত্বয়া অস্মাভির্বিধিবদনুষ্ঠিতজা কর্ম্মাদিক্রিয়ঃ পুত্র এষ শাকুন্তলেয়ঃ।১৬৪

শকু। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে স্বগত) বিনা কারণে আর্য্যপুত্র আমাকে প ত্যাগ করেন নাই, ইহাই পরম সুখের বিষয়। মহর্ষি যে আমাকে অভিশা দিয়াছিলেন,তাহা আমার স্মরণ নাই; সে সময়ে আমি শূন্যহৃদয়ে অবস্থিত ছিলাম হয় ত শুনিয়াও সে অভিশাপ শুনিতে পাই নাই; কারণ, আমার সখীরা সয বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি রাজর্ষি আমাকে স্মরণ করিতে না পারেন, তাঃ হইলে নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয় দেখাইবে।

মারীচ। (শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বৎসে! এখন সকল বিষ জানিতে পারিলে; সুতরাং তোমার সহধর্ম্মচারীর উপর হৃদয়ে আর ক্রো রাখিও না। দেখ, দুর্ব্বাসা ঋষির শাপবশে স্মৃতিভ্রংশ হওয়াতেই ইনি তোমাঃ প্রতি নিঃস্নেহ হইয়াছিলেন; সেই কারণেই তোমাকে পরিত্যাগজনিত ক সহ্য করিতে হইয়াছে। এখন ইঁহার ভ্রম দূর হইয়াছে, অতএব তুমি এখন ইঁহার সহিত অবস্থিতির যোগ্য। দেখ, দর্পণে যখন মালিন্য বিদ্যমান থাকে, তখন তাহাতে প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয় না; নির্ম্মল হইলেই প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়।

রাজা। আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন।

মারীচ। বৎস! আমরা বিধানানুসারে যাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিয়াছি, এই সেই শকুন্তলানন্দনকে তুমি কি অভিনন্দন করিয়াছ?

রাজা। ভগবন্! অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা। (ইতি বালকং হস্তেন গৃহ্লাতি)।

মারী। ভাবিনং চক্রবর্ত্তিনমেনমবগচ্ছতু ভবান্। পশ্যতু—

রথেনানুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ,
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।
ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ,
পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ॥

রাজা। ভগবৎকৃতসংস্কারেঽস্মিন্ সর্ব্বমাশংসে।

অদি। ইমাএ দুহিদুমনোরহসম্পত্তীএ কণ্ণো বি দাব সুদবিত্থারো করীঅদু। দুহিদুবচ্ছলা মেণআ ইহ এব্ব উবচরন্তী চিট্‌ঠই।

শকু। (আত্মগতম্) মণোগদং মে বাহরিদং ভঅবদীএ।

মারী। তপঃপ্রভাবাৎ সর্ব্বমিদং প্রত্যক্ষং তত্রভবতঃ কণ্বস্য।

রাজা। অতঃ খলু মমানতিক্রুদ্ধো মুনিঃ।

রাজা। ভগবন্! এই পুত্রেই আমার বংশ প্রতিষ্ঠিত। (হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক [বা]লককে গ্রহণ)।

মারীচ। এই বালককে ভাবী চক্রবর্ত্তী নৃপতি বলিয়া জানিও। এই শিশু [এ]ই তপোবনে সবলে যাবতীয় জন্তুকে দমন করে বলিয়া ইহার নাম "সর্ব্বদমন" [হ]ইয়াছে। অতঃপর এই বালক প্রথমেই ভূমিস্পর্শশূন্য, সুতরাং বিঘ্নবিরহিত গতি [দ্বা]রা সাগর পার হইয়া সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা জয় করিবে; তৎপরে প্রজাপুঞ্জ পালন [ক]রিয়া "ভরত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

রাজা। আপনা কর্ত্তৃক যাহার সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে সকলই [স]ম্ভব।

অদিতি। কন্যার প্রিয়সমাগমস্বরূপ অভ্যুদয়ের কথা সবিস্তার ঋষিবর কণ্বকে [শ্র]বণ করান কর্ত্তব্য। কন্যাবৎসলা মেনকা আমার সেবায় নিযুক্তা হইয়া এই[স্থ]ানেই আছে।

শকু। (স্বগত) ভগবতী আমার মনের অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন।

মারীচ। মহর্ষি কণ্ব তপঃপ্রভাবে এই সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন।

রাজা। তবে তিনি বোধ হয় আমার প্রতি ক্রোধপরায়ণ নহেন।

মারী। তথাপ্যসৌ দুহিতুঃ সপুত্ত্রায়াঃ পত্যা পরিগ্রহপ্রিয়স্মাভিঃ শ্রাবয়িতব্যঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ।

(প্রবিশ্য শিষ্যঃ)

শিষ্যঃ। ভগবন্নয়মস্মি।

মারী। বৎস গালব! মদ্বচনাদিদানীমেব বৈহায়সগত্যা তত্রভবতে কণ্বায় প্রিয়মাবেদয়, তথা পুত্ত্রবতী শকুন্তলা দুর্ব্বাসসঃ শাপনিবৃত্তৌ স্মৃতিমতা দুষ্মন্তেন পরিগৃহীতেতি।

শিষ্যঃ। যথাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

মারী। (রাজানং প্রতি) বৎস! ত্বমপি সাপত্যদারঃ সখ্যুরাখণ্ডলস্য রথমারুহ্য স্বাং রাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব।

রাজা। (সপ্রণামম্) যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

মারী। সম্প্রতি হি—

তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু,
ত্বমপি বিততযজ্ঞো বজ্রিণং প্রীণয়ালম্।

মারীচ। তথাপি সপুত্ত্রা কন্যার প্রিয়সমাগমরূপ সুসংবাদ মহর্ষিকে অবগত করা আমাদের উচিত। এখানে কে আছ?

(জনৈক শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য। ভগবন্! আমি আছি।

মারীচ। বৎস গালব! তুমি আকাশপথে মহর্ষি কণ্বের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাও যে, পুত্রবতী শকুন্তলা দুর্ব্বাসা ঋষির অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন; দুষ্মন্ত রাজারও পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

শিষ্য। গুরুদেবের যেরূপ আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মারীচ। (রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক) বৎস! তুমিও সপুত্রকলত্র দেবেন্দ্রের রথে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার রাজধানীতে গমন কর।

রাজা। (প্রণাম পূর্ব্বক) ভগবানের যেরূপ আজ্ঞা।

মারীচ। এখন দেবেন্দ্র তোমার প্রজাপুঞ্জকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি প্রদান করুন; তুমিও যজ্ঞবিস্তার পূর্ব্বক সেই বজ্রধারীর সন্তোষ উৎপাদন কর। এই

' যুগশতপরিবৃত্তৈরেবমন্যোন্যকৃত্যৈ-
র্জয়তমুভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ ॥

রাজা। ভগবন্! যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে।

মারী। বৎস! কিন্তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি।

রাজা। অতঃ পরমপি প্রিয়মস্তি? তথাপ্যেতদস্তু—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ, সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ, পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি সপ্তমোঽঙ্কঃ।

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসবিরচিতমভিজ্ঞান-শকুন্তলং নাম নাটকং সমাপ্তম্।

প্রকার শতযুগ ব্যাপিয়া পরস্পর বিনিময় দ্বারা লোকদ্বয়ের হিতচেষ্টা দ্বারা শ্লাঘনীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয়ে বিজয়ী হইয়া সুখ-সম্ভোগ কর।

রাজা। ভগবন্! সাধ্যানুসারে মঙ্গলের জন্য যত্নবান্ হইব।

মারীচ। বৎস! তোমার আর কি উপকার করিব?

রাজা। ইহা অপেক্ষা আর কি উপকার হইতে পারে? তথাপি এইরূপ হউক;—নৃপতি প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনে রত হউন, লোকসকল সুপ্রশস্ত সরস্বতীকে আদর-সহকারে গ্রহণ করুক এবং পরমশক্তিমান্ আত্মযোনি নীললোহিতদেব পুনর্জ্জন্ম দূর করিয়া আমাকে মুক্তি প্রদান করুন।

[সকলের প্রস্থান।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল সম্পূর্ণ।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্রগণ।

অগ্নিমিত্র	...	...	... বিদিশানগরীর রাজা
বাহতক	...	...	... প্রধান মন্ত্রী
বিদূষক	...	...	... রাজ-বয়স্য
অমাত্য	...	...	... রাজ-মন্ত্রী
গণদাস } হরদত্ত }	...	...	... নাট্যাচার্য্যদ্বয়

কঞ্চুকী, মাধবসেন, সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক, জয়সেন (প্রতীহারী), বৈতালিক, সারসনামক কুব্জ, পরিজনগণ ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

মালবিকা	...	...	মালবরাজ মাধবসেন-ভগিনী।
ধারিণী (দেবী)	...	...	... বিদিশার রাণী।
ইরাবতী	...	...	ঐ দ্বিতীয়া রাণী।
পরিব্রাজিকা	...		মাধবসেনমন্ত্রী সুমতির বিধবা ভগিনী।
বকুলাবলিকা	...	...	মালবিকার সখী।
নিপুণিকা	...	...	ইরাবতীর পরিচারিকা।
সমাহিতিকা	...	...	পরিব্রাজিকার পরিচারিকা।

মধুকরিকা (উদ্যানপালিকা), মদনিকা, চেটীগণ ইত্যাদি।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

প্রথমোঽঙ্কঃ।

(প্রস্তাবনা)

একৈশ্বর্য্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ,
কান্তাসংমিশ্রদেহেঽপ্যবিষয়মনসাং যঃ পরস্তাদ্‌যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ,
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) রিষ! ইতস্তাবৎ।

(ততঃ প্রবিশতি পারিপার্শ্বিকঃ)

পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব! অয়মস্মি।

যিনি উপাসনাশীল ব্যক্তিগণের বহু ফলপ্রদ অদ্বিতীয় ঈশ্বরত্বে অধিষ্ঠিত হই-ও (যিনি প্রণত ব্যক্তিদিগকে ধনজন-স্বর্গাদি ফল-প্রদানে সমর্থ অদ্বিতীয় ঈশ্বর ইয়াও) স্বয়ং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেন, যিনি প্রিয়তমা গৌরীর সহিত সংমিশ্রিত-হে (অর্দ্ধনারীশ্বর) হইয়াও ভোগ্যবিষয়ে বীতস্পৃহ যতিগণের শ্রেষ্ঠ, যিনি (ক্ষিতি, প, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য ও যজমান) অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা সমগ্র জগৎ ধারণ পোষণ করিয়াও অভিমানশূন্য, সেই সর্ব্বেশ্বর মহেশ্বর মোক্ষোপায়ভূত সৎপথ দেখাইবার জন্য তোমাদিগের (হৃদয়স্থিত) অজ্ঞানরূপ তামসী বৃত্তি দূর করুন।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার। আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) আর্য্য! এই দিকে (রঙ্গালয়ে) আইস।

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ *)

পারিপার্শ্বিক। হে ভাব! (বিদ্বন্!) এই আমি আসিয়াছি।

---

* সূত্রধার সদৃশ গুণবান্ নটবিশেষের নাম পারিপার্শ্বিক।

সূত্র। অভিহিতোঽস্মি পরিষদা শ্রীকালিদাস-গ্রথিতবস্তুমালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রয়োক্তব্যমিতি, তদারভ্যতাং সঙ্গীতকম্।

পারি। মা তাবৎ। প্রথিতযশসাং ধাবক-সৌমিল্লকবিরত্নাদীন প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ?

সূত্র। অয়ে! বিবেকশূন্যমভিহিতম্। পশ্য—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

পারি। আর্য্যমিশ্রাঃ প্রমাণম্।

সূত্র। তেন হি ত্বরতাং ভবান্।

শিরসা প্রথমগৃহীতামাজ্ঞামিচ্ছামি পরিষদঃ কর্ত্তুম্।
দেব্যা ইব ধারিণ্যাঃ সেবাদক্ষঃ পরিজনোঽয়ম্॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।—প্রস্তাবনা

সূত্র। অভিনয়দর্শনার্থ সমাগত সভাস্থিত পণ্ডিতগণ এই বসন্তোৎসবে কালিদাস-বিরচিত মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক অভিনয় করিতে আদেশ করিয়াছেন, অতএব সঙ্গীত আরম্ভ কর।

পারি। তাহা হইবে না। ধাবক, সৌমিল্ল, কবিরত্ন প্রভৃতি খ্যাতকীর্ত্তি ব্যক্তিগণের প্রবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচিত গ্রন্থে এত বহু আদর কেন?

সূত্র। অয়ে! তুমি নিতান্ত বিবেকশূন্য কথা কহিলে। দেখ, কাব্য সকল পুরাতন হইলেই যে শোভন হয় আর নূতন হইলেই যে অশোভন হয়, তাহা নহে। সুধীগণ পরীক্ষা দ্বারা গুণ-দোষ বিচার পূর্ব্বক যাহা উৎকৃষ্ট হয়, তাহারই আদর করিয়া থাকেন। আর মূর্খ ব্যক্তি পরের প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া তদনুসারে নিজ নিজ বুদ্ধি সঞ্চালিত করে।

পারি। সভ্যশ্রেষ্ঠগণই উৎকর্ষাপকর্ষের মীমাংসক।

সূত্র। তবে তুমি ত্বরান্বিত হও। দেবী ধারিণীর সেবাদক্ষ অনুচরগণের ন্যায় আমি সভাস্থ ব্যক্তিগণের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইতি প্রস্তাবনা)

(ততঃ প্রবিশতি বকুলাবলিকা)

বকুলা। আণত্তহ্মি দেবীএ ধারিণীএ অচিরোবণীদা ছলিঅণামণট্ট-অন্তরে উবদেসগ্‌গহণে কীরিসী মালবিত্র ত্তি নট্টাআরিঅং অজ্জগণদাসং পুচ্ছিতুং তা জাব সঙ্গীদসালং গচ্ছহ্মি। (ইতি পরিক্রামতি।)

(ততঃ প্রবিশত্যাভরণহস্তা দ্বিতীয়া চেটী)

প্রথমা। (দ্বিতীয়াং দৃষ্ট্বা) হলা! কোমুদিএ! কুদো দাণিং ইঅং দে ধীরদা, জং সমীএ বি অদিক্কমন্তী ইদো দিট্টিং ণ দেসি।

দ্বিতীয়া। অহ্মো বউলাবলিআ। সহি! দেবীএ ইদং সিপ্পিস-আসাদো আণীদং ণাগমুদ্দাসণাহং অঙ্গুলীঅং সিণিদ্ধং ণিভালঅন্তী তুহ উবালম্ভে পড়িদহ্মি।

প্রথ। (বিলোক্য) ঠাণে সজ্জদি দে দিট্টী। ইমিণা অঙ্গুলীঅএণ উব্‌ভিন্নকিরণকেসরেণ কুসুমিদো বিঅ দে অগ্‌গহত্থো।

(বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা। ছলিক-নামক নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণে মালবিকা কি প্রকার শিক্ষা করিতেছেন, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ধারিণী দেবী আমাকে অনুমতি করিয়াছেন। অতএব আমি এখন সঙ্গীত-শালায় যাই। (পরিক্রমণ)।

(আভরণ-হস্তে দ্বিতীয়া চেটীর প্রবেশ)

প্র, চেটী। (দ্বিতীয়া চেটীকে দেখিয়া) ওলো কৌমুদিকে! তোমার এত অন্যমনস্কতা কেন যে, নিকটবর্ত্তী আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছ, অথচ এক-বার আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছ না?

দ্বি, চেটী। এ কি! বকুলাবলিকা যে! সখি! স্বর্ণকারের নিকট হইতে আনীত, সর্পবিষনাশক, নামমুদ্রাঙ্কিত রাজমহিষীর এই অঙ্গুরীয়কটি আদরের সহিত (একাগ্রমনে) দেখিতেছিলাম, তাই তোমার তিরস্কারের পাত্রী হইলাম।

প্র, চেটী। (দেখিয়া) উপযুক্ত দ্রব্যের প্রতিই তোমার দৃষ্টি পড়িয়াছে। কারণ, এই অঙ্গুরীয় হইতে রশ্মিরূপ কেশর সকল যেন উদ্গত হইতেছে; সুতরাং তোমার হস্তাগ্র যেন কুসুমিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

দ্বিতী। হলা! কহিং পত্থিদাসি।

প্রথ। দেবীএ বঅণেণ ণট্টাআরিঅং অজ্জগণদাসং পুচ্ছিদুং উবদেসগ্গহণে কীরিসী মালবিঅত্তি।

দ্বিতী। সহি! ঈরিসেণ বাবারেণ অসন্নিদাবি সা ভট্টিণা কহং দিট্টা

প্রথ। আং! সো জণো দেবীএ পাসগদো চিত্তে দিট্টো।

দ্বিতী। কহং বিঅ?

প্রথ। সুণাহি। চিত্তসালং গদা দেবী জদা পচ্চগ্গবণ্ণরাঅং চিত্তলেহং আআরিঅস্‌স পলোঅন্তী চিঠ্‌ঠদি তহিং অন্তরে ভট্টা উবঠ্‌ঠিদো।

দ্বিতী। তদো তদো?

প্রথ। উবআরাণন্তরং এক্কাসণোববিট্টেণ ভট্টিণা চিত্তগদাএ পরিঅণমজ্‌ঝগদং আসন্নদারিঅং দেক্‌খিঅ দেবী পুচ্ছিদা।

দ্বিতী। কিং ত্তি?

দ্বি, চেটী। ওলো, কোথায় যাইতেছ?

প্র, চেটী। মালবিকা নাট্যসম্বন্ধে কিরূপ শিক্ষালাভ করিতেছেন, দেবীর আদেশে নাট্যাচার্য্য গণদাসকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি।

দ্বি, চেটী। সখি! এই ব্যাপারে মালবিকা ত দূরবর্ত্তিনী রহিয়াছেন, তবে প্রভু অগ্নিমিত্র তাঁহাকে কিরূপে দেখিলেন?

প্র, চেটী। আ! দেবীর পার্শ্বস্থিত চিত্রে তিনি দেখিয়াছেন।

দ্বি, চেটী। কি প্রকারে?

প্র, চেটী। শ্রবণ কর। যে সময়ে দেবী চিত্রশালায় গমনপূর্ব্বক নাট্যাচার্য্যের নূতনচিত্রিত চিত্রলেখা দেখিতেছিলেন, সেই সময়েই স্বামী তথায় উপস্থিত হন।

দ্বি, চেটী। তার পর, তার পর?

প্র, চেটী। অভ্যর্থনাদি সংবর্দ্ধনার পর মহিষীর সহিত একাসনে বসিয়া, চিত্রলিখিত দেবীমূর্ত্তির নিকটে পরিজনগণের মধ্যে একটি বালিকামূর্ত্তি চিহ্নিত দেখিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্বি, চেটী। কি জিজ্ঞাসা করিলেন?

প্রথ। অপূব্বা ইঅং দারিআ দেবীএ আসণ্ণা লিহিদা কিং ণামহেএত্তি।

দ্বিতী। আকিদিবিসেসে আঅরো পদং করেদি; তদো তদো?

প্রথ। তদো অবহীরিঅবঅণো ভট্টা সঙ্কিদো দেবীং পুণোবি অণুবন্ধিদুং পউত্তো। তদো কুমারিএ বসুলচ্ছী আয়কৃখিদং, অজ্জ, এসা মালবিঅত্তি।

দ্বিতী। (সস্মিতম্) সরিসং কৃখু এদং বালভাআস্স। তদো অবরং কহেহি।

প্রথ। কিং অণ্ণং। সম্পদং মালবিআ সবিসেসং ভট্টিণো দংসণপাহদো রক্ষীঅদি।

দ্বিতী। হলা অণুচিট্ঠ অত্তণো ণিওঅং। অহং বি এদং অঙ্গুলীঅঅং দেবীএ উবণইস্সং। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

প্রথ। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো ণট্টাআরিও সঙ্গীদসালাদো নিগ্গচ্ছদি। জাব সে অত্তাণং দংসেমি। (ইতি পরিক্রামতি)

প্র, চেটী। এই যে দেবীর নিকটে অপূর্ব্ব বালিকামূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে, ইহার নাম কি?

দ্বি, চেটী। আকৃতিবিশেষেই আদর স্থান পায়। তার পর, তার পর?

প্র, চেটী। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরদানে অবহেলা করিলে, স্বামী সন্দিগ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন কুমারী (রাজকন্যা) বসুলক্ষ্মী কহিলেন, ইহার নাম মালবিকা।

দ্বি, চেটী। (সহাস্যে) এ কথা শিশুস্বভাবেরই উপযুক্ত হইয়াছে। তার পর আর কি হইল, বল।

প্র, চেটী। আর কি হইবে? সম্প্রতি মালবিকাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে বিশেষ প্রকারে রক্ষা করা হইতেছে।

দ্বি, চেটী। ওলো, তোমার প্রতি দেবী যে আদেশ দিয়াছেন, এখন তাহা সম্পাদন কর, আমিও এই অঙ্গুরীয়ক লইয়া দেবীসমীপে উপস্থিত করি।

[দ্বিতীয়া চেটীর প্রস্থান।

প্র, চেটী। (পরিক্রমণ ও চতুর্দিক্ দেখিয়া) এই যে নাট্যাচার্য্য গণদাস সঙ্গীতশালা হইতে বহির্গত হইতেছেন। এখন উঁহার নিকট দেখা দিই।

গণদাসঃ। (প্রবিশ্য) কামং খলু সর্ব্বস্যাপি কুলবিদ্যা বহুমতা,
পুনরস্মাকং নাট্যং প্রতি মিথ্যাগৌরবম্। তথা হি—

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং,
রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে,
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্॥

বকুলা। (উপেত্য) অজ্জ বন্দামি।

গণ। ভদ্রে! চিরং জীব।

বকুলা। অজ্জং দেবী পুচ্ছদি। অবি উবদেসগ্গহণেণ অদিকি
লিস্সদি বো সিস্সা মালবিঅত্তি।

গণ। ভদ্রে! বিজ্ঞাপ্যতাং দেবীঅ পরমনিপুণা মেধাবিনী চেতি
কিং বহুনা।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ। কুলবিদ্যা সর্ব্বথা সকলের নিকটেই বিশেষ সমাদৃত হয়; সুতরা
অভিনয়-ব্যবসায়ের প্রতি যে আমরা বহু-মান প্রদর্শন করি, ইহা অমূলক নহে,
বরং গৌরবজনক। ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, এই নাট্য দেবতাদিগের সৌম্য
নয়নপ্রীতিকর যজ্ঞস্বরূপ। এই নাট্য স্বয়ং রুদ্রদেব হরগৌরীরূপ দেহে দুই প্রকা
বিভক্ত করিয়াছেন; (হররূপে অর্দ্ধশরীর দ্বারা তাণ্ডবনৃত্য এবং গৌরীরূপ অর্দ্ধ
শরীর দ্বারা লাস্য-নামক স্ত্রীনৃত্য প্রদর্শন করিয়াছেন)। এই নাট্যে সত্ত্ব, রজঃ
ও তমঃ এই গুণত্রয় হইতে সঞ্জাত লোকচরিত্র ও নানারূপ রস দৃষ্ট হয়। সুতরা
এক নাটক বহুধা ভিন্নরূপ হইয়া ভিন্নরুচি জনসমাজের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

বকুলা। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) আর্য্য! বন্দনা করি।

গণদাস। ভদ্রে! চিরজীবিনী হও।

বকুলা। দেবী আর্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনার শিষ্যা মালবিকা
উপদেশ-গ্রহণে কষ্টবোধ করেন না ত?

গণদাস। ভদ্রে! দেবীকে জানাইও, মালবিকা শিক্ষাগ্রহণে পরম দক্ষ ও
[illegible]

যদ্যৎ প্রয়োগবিষয়ে ভাবিকমুপদিশ্যতে ময়া তস্যৈ।
তত্তদ্বিশেষকরণাৎ প্রত্যুপদিশতীব মে বালা ॥

বকু। (আত্মগতম্) অদিক্কন্তং বিঅ ইরাবদীং পেক্খামি। (প্রকাশম্) কিদথা দাণিং বো সিস্সা, জাএ গুরুঅণো এবং তুস্সদি।

গণ। ভদ্রে! তদ্বিধানামসুলভত্বাৎ পৃচ্ছামি। কুতো দেব্যা তৎপাত্রমানীতম্?

বকু। অত্থি দেবীএ বণ্ণাবরোভাদা বীরসেণো ণাম। সো ভট্টিণা অন্তবালদুগ্গে ণম্মদাতীরে ঠাবিদো। তেণ সিপ্পাহিআরে জোগ্গা ইঅং দারিঅত্তি বহিণীও দেবীএ উবাঅণং পেসিদা।

গণ। (স্বগতম্) আকৃতিবিশেষপ্রত্যয়াদেনামনূনবস্তুকাং সম্ভাবয়ামি। (প্রকাশম্) ভদ্রে! ময়াপি যশস্বিনা ভবিতব্যম্। যতঃ—

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ।
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য ॥

যে নৃত্যাদি উপদেশ দিই, সে বালিকা হইলেও তাহা হইতে অধিক সংগ্রহ করিয়া যেন আমাকে প্রত্যুপদেশ প্রদান করে।

বকুলা। (আত্মগত) দেখিতেছি, মালবিকা যেন ইরাবতীকে অতিক্রম করিয়াছেন। (প্রকাশ্যে) আপনার শিষ্যা কৃতার্থ হইয়াছেন; যেহেতু, গুরুজনেরা সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

গণ। ভদ্রে! মালবিকার ন্যায় প্রশস্ত বুদ্ধিশালিনী দুর্লভ; দেবী এরূপ পাত্র কোথা হইতে আনিলেন?

বকুলা। বীরসেন নামে দেবীর একটি নীচজাতীয় ভ্রাতা আছেন। মহারাজ তাঁহাকে নর্ম্মদাতীরে অন্তপালদুর্গে রাখিয়াছেন। 'এই বালিকা শিল্পকর্ম্মে উপযুক্ত হইবে' এই বিবেচনা করিয়া তিনি ভগিনীকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন।

গণ। (আত্মগত) আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, উচ্চবংশেই মালবিকার জন্ম হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! আমিও যশস্বী হইব। কারণ, মেঘজল সাগরস্থ শুক্তিতে পড়িলে যেমন মুক্তায় পরিণত হয়, সেইরূপ শিক্ষকের গুণরাজি যদি সৎপাত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বকু। অহ ইং। অহ কহিং দাণিং বো সিস্‌সা ?

গণ। ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাদিকমভিনয়মুপদিশ্য ময়া বিশ্রম্যতামিত্যভিহতা দীর্ঘিকাবলোকনগবাক্ষগতা প্রবাতমাসেবমানা তিষ্ঠতি।

বকু। তেণ হি অণুজ্ঞাণাদু মং অজ্জো জাব সে অজ্জস্‌স পরিতোসনিবেদণেণ উস্‌সাহং বড্‌ঢেমি।

গণ। দৃশ্যতাং সখী। অহমপি লব্ধক্ষণঃ স্বগেহং গচ্ছামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ। মিশ্র-বিষ্কম্ভকঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যেকান্তস্থিতপরিজনো মন্ত্রিণা লেখহস্তেনান্বাস্যমানো রাজা।)

রাজা। (অনুবাচিতলেখমমাত্যং বিলোক্য) বাহতক! কিং প্রতিপদ্যতে বৈদর্ভঃ ?

অমাত্যঃ। দেব! আত্মবিনাশম্।

রাজা। নিদেশমিদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি।

অমা। ইদমিদানীমনেন প্রতিলিখিতম্। পূজ্যেনাহমাদিষ্টঃ। পিতৃব্য-

বকুলা। এ কথা ঠিক। আপনার শিষ্যা এখন কোথায় ?

গণ। আমি সংপ্রতি তাঁহাকে পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয়বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ আদেশ দিয়াছি। তিনি এখন দীর্ঘিকা-দর্শনার্থ বাতায়নপ্রদেশে গমন করিয়া সম্যক্‌প্রবাহিত বায়ু সেবন করিতেছেন।

বকুলা। তবে আর্য্য আমাকে আদেশ দিউন, আমি তাঁহার নিকট আপনার সন্তোষের কথা বলিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করি।

গণ। তুমি সখীকে গিয়া দেখ, আমারও এখন অবসর হইয়াছে; আমিও নিজ গৃহে যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

(রাজার প্রবেশ, পশ্চাতে পত্রিকাহস্তে উপবিষ্ট মন্ত্রী কর্ত্তৃক শুশ্রূষা ও একান্তে পরিজনগণের অবস্থিতি)

রাজা। (মন্ত্রীর পত্রপাঠ দর্শন পূর্ব্বক) বাহতক! বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনের অভিপ্রায় কি ?

অমাত্য। দেব! আত্মবিনাশ।

রাজা। আমি এখন তাহার অভিসন্ধি শুনিতে ইচ্ছা করি।

অমাত্য। সম্প্রতি তিনি এইরূপ প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছেন, 'মহারাজ কর্ত্তৃক

পুত্ত্রো ভবতঃ কুমারো মাধবসেনঃ প্রতিশ্রুতসম্বন্ধো মমোপান্তিকমুপসর্প-ন্নন্তরা ত্বদীয়েনান্তপালেনাবস্কন্দ্য গৃহীতঃ, স ত্বয়া মদপেক্ষয়া সকলত্র-সোদর্য্যো মোচয়িতব্য ইতি। এতন্ননু বো বিদিতং যত্তুল্যাভিজনেষু ভূমিধরেষু রাজ্ঞাং বৃত্তিঃ। অতোঽত্র মধ্যস্থঃ পূজ্যো ভবিতুমর্হতি। সোদর্য্যা পুনরস্য গ্রহণবিপ্লবে বিনষ্টা। তদন্বেষণায় যতিষ্যে। অথবা অবশ্যমেব মাধবসেনো ময়া পূজ্যেন মোচয়িতব্যঃ শ্রূয়তামভিসন্ধিঃ।

আর্য্যসচিবং মুঞ্চতি যদি পূজ্যঃ সংযতং মম শ্যালম্।
মোক্তা মাধবসেনং ততোঽহমপি বন্ধনাৎ সদ্যঃ॥

রাজা। (সরোষম্) কথং কার্য্যবিনিময়েন ময়ি ব্যবহরত্যনাত্মজ্ঞঃ। বাহতক! প্রকৃত্যমিত্রঃ প্রতিকূলচারী চ মে বৈদর্ভঃ। যদ্‌যাতব্যপক্ষে স্থিতস্য পূর্ব্বসঙ্কল্পিতসমুন্মূলনায় বীরসেনমুখং দণ্ডচক্রমাজ্ঞাপয়।

অমা। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

আমি আজ্ঞপ্ত হইয়াছি যে, তোমার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধবসেন বৈবাহিকসম্বন্ধ-বন্ধনে প্রতিশ্রুত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিল। পথিমধ্যে তোমার সীমান্ত-রক্ষক অবরোধ করিয়া তাহাকে নিগৃহীত করিয়াছে। আমার অনুরোধে তাহাকে ভার্য্যা ও ভগিনীর সহিত মুক্ত করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এক কুলোৎপন্ন রাজারা পরস্পর যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা আপনার জ্ঞাত নাই; সুতরাং এই উপস্থিত ব্যাপারে কাহারও পক্ষ অবলম্বন করা আপনার উচিত নহে; উদাসীনভাবে থাকাই কর্ত্তব্য। আর দেখুন, মাধবসেনকে নিগ্রহ করিবার সময়ে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য যত্নবান্ হইব; তবে যদি মহারাজের আদেশে ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে আমি যাহা স্থির করিয়াছি,অবধান করুন। আপনি যে ইতিপূর্ব্বে আমার প্রধান অমাত্য শ্যালককে বন্দী করিয়াছেন, যদি তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, তবে আমিও মাধবসেনের বন্ধন মোচন করিব।'

রাজা। (সরোষে) কি! তাহার আত্মশক্তি-বোধ নাই; সে কার্য্যবিনিময় দ্বারা আমার সহিত ব্যবহার করিতে চায়? বাহতক! বৈদর্ভ আমার সহজশত্রু ও প্রতিকূলাচারী। সুতরাং বিপক্ষের শরণাগত সেই বিদর্ভরাজের পূর্ব্বসংকল্প উন্মূলন করিবার জন্য বীরসেনাদি সেনাগণের প্রতি আদেশ প্রদান কর।

রাজা। অথবা কিং ভবান্মন্যতে ?

অমা। শাস্ত্রদৃষ্টমাহ দেবঃ।

অচিরাধিষ্ঠিতরাজ্যঃ শত্রুঃ প্রকৃতিষ্বরূঢ়মূলত্বাৎ।
নবসংরোপণশিথিলস্তরুরিব সুকরঃ সমুদ্ধর্ত্তুম্॥

রাজা। তেন হ্যবিতথং তন্ত্রকারবচনম্। ইদমেব নিমিত্তমাদায় সমুদ্‌যোজ্যতাং সেনাপতিঃ।

অমা। তথা।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

(পরিজনো যথাব্যাপারং রাজানমভিতঃ স্থিতঃ।)

(প্রবিশ্য বিদূষকঃ।)

বিদূ। আণত্তোম্হি তত্তভবদা রণ্ণা। গোদম ! চিন্তেহি দাব উবাঅ জহ মে জদিচ্ছাদিট্ঠপড়িকিদী মালবিআ পচ্চক্‌খদংসণা হোদি ত্তি। মঅ ভং তথা কিদং দাব সে ণিবেদেমি।

(ইতি পরিক্রামতি।)

রাজা। অথবা এ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় কি ?

অমাত্য। আপনি শাস্ত্রবিহিত কথাই বলিয়াছেন। যে শত্রু অত্যল্পকালমাত্র রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই সদ্যোরোপিত শিথিলমূল বৃক্ষের ন্যায় তাহাকে অনায়াসেই উন্মূলিত করা যায়।

রাজা। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণের বাক্য যথার্থ। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সেনাপতিকে উদ্যোগ করিতে বলা হউক।

অমাত্য। যে আজ্ঞা। [মন্ত্রীর প্রস্থান

(নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরিজনগণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান)

(বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। (বিদূষকং দৃষ্ট্বা) অয়মপরঃ কার্য্যান্তরসচিবোঽস্মাক-
মুপস্থিতঃ।

বিদূ। (উপগম্য) বড্ঢদু ভবম্।

রাজা। (সশিরঃকম্পম্) ইত আস্যতাম্।

(বিদূষক উপবিষ্টঃ।)

রাজা। কচ্চিদুপেয়োপায়দর্শনে ব্যাপৃতং তে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ?

বিদূ। পওোঅসিদ্ধিং পুচ্ছ।

রাজা। কথমিব?

বিদূ। (কর্ণে) এব্বং বিঅ। (ইত্যাবেদয়তি)।

রাজা। সাধু বয়স্য! নিপুণমুপক্রান্তম্, ইদানীং দুরধিগমসিদ্ধাবপ্য
ন্নারম্ভে বয়মাশংসামহে। কুতঃ—

অর্থং সপ্রতিবন্ধং প্রভুরধিগন্তুং সহায়বানেব।
দৃশ্যং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি॥

রাজা। (বিদূষককে দেখিয়া) এই আমাদের কার্য্যান্তর-সহায় অন্য ম
পস্থিত।

বিদূ। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) আপনি সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ করুন।

রাজা। (শিরঃকম্পন পূর্ব্বক) এইখানে উপবেশন কর।

(বিদূষকের উপবেশন)

রাজা। অভিলষিতসিদ্ধির উপায়নির্ণয়ে তোমার জ্ঞানচক্ষু ত নিযুক্ত হইয়াে

বিদূ। উপায়-নির্ণয়ের কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কার্য্যসিদ্ধির ব
জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। কিরূপ?

বিদূ। (কর্ণে) এই প্রকার। (প্রকৃত ঘটনা নিবেদন)

সাধু বয়স্য সাধু। তুমি সর্ব্বথা নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছ।
[illegible]লাভ শ্রমসাধ্য হইলেও সম্পাদন করিতে পারিব
পারি। কারণ, প্রতিবন্ধক থাকিলেও উপযুক্ত [illegible]
[illegible] প্রবীণ [illegible]

(নেপথ্যে) অলমলং বহু বিকথ্য। রাজ্ঞঃ সমক্ষমেবাবয়োরধরোত্তরয়োর্ব্যক্তির্ভবিষ্যতি।

রাজা। (আকর্ণ্য) সখে! ত্বৎসুনীতিপাদপস্য পুষ্পমুদ্ভিন্নমিদম্।

বিদূ। ফলং বি দেক্খিস্সসি।

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী।)

কঞ্চু। দেব! অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞেতি। এতৌ পুনর্হরদত্তগণদাসৌ।

উভাবভিনয়াচার্য্যৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ।
ত্বাং দ্রষ্টুমুদ্যতৌ সাক্ষাদ্ভাবাবিব শরীরিণৌ॥

রাজা। প্রবেশয় তৌ।

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রম্য তাভ্যাং সহ প্রবিষ্টঃ)

কঞ্চু। ইত ইতো ভবন্তৌ।

নেপথ্যে। আর আত্মগরিমা প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। আমাদের মধ্যে কে প্রধান, কে অপ্রধান, রাজার সমক্ষেই তাহার পরিচয় হইবে।

রাজা। (শুনিয়া) সখে! তোমার সুনীতিরূপ বৃক্ষের পুষ্পোদ্গম হইয়াছে

বিদূ। ফলও আপনি প্রত্যক্ষ করিবেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। দেব! অমাত্য জানাইয়াছেন, প্রভুর আদেশ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হরদত্ত ও গণদাস এই দুই জন উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই নাট্যাচার্য্য; পরস্পর বিজিগীষু; ইহাঁরা যেন মূর্ত্তিমান্ ভাবদ্বয়ের (নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীকরণাদি নাট্যসম্বন্ধীয় চেষ্টাদ্বয়ের) ন্যায় আপনাকে দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা। দুই জনকেই প্রবেশ করাও।

কঞ্চু। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান ও উক্ত দুইজনসহ পুনঃ প্রবেশ).

গণ। (রাজানং বিলোক্য) অহো দুরাসদো রাজমহিমা।
ন চ ন পরিচিতো ন চাপ্যরম্যশ্চকিতমুপৈমি তথাপি পার্শ্বমস্য।
সলিলনিধিরিব প্রতিক্ষণং মে, ভবতি স এব নবো নবোঽয়মক্ষ্ণোঃ॥

হর। মহৎ খলু পুরুষাকারমিদং জ্যোতিঃ। তথাহি—
দ্বারে নিযুক্তপুরুষানুমতপ্রবেশঃ, সিংহাসনান্তিকচরণে সহোপসর্পন্।
তেজোভিরস্য বিনিবর্ত্তিতদৃষ্টিপাতৈর্বাক্যাদৃতে পুনরিব প্রতিবারিতোঽস্মি॥

কঞ্চু। এষঃ দেবঃ, উপসর্পতাং ভবন্তৌ।

উভৌ। (উপেত্য) বিজয়তাং দেবঃ।

রাজা। স্বাগতং ভবদ্ভ্যাম্। (পরিজনং বিলোক্য) আসনে তাবদত্র-ভবতোঃ। (উভৌ পরিজনোপনীতয়োরাসন্নয়োরুপবিষ্টৌ।)

রাজা। কিমিদং ? শিষ্যোপদেশকালে যুগপদাচার্য্যাভ্যামত্রোপস্থানম্ ?

গণ। (রাজাকে দর্শন পূর্ব্বক) অহো! রাজার মহিমা দুর্ব্বোধ্য। এই রাজা যে আমাদিগের অপরিচিত, তাহা নহে, বহুদিনের পরিচিত; ইহাঁর মূর্ত্তিও অসৌম্য নয়, ইনি সৌম্যমূর্ত্তি; তথাপি ইহাঁর নিকটে চকিতভাবে আমাকে গমন করিতে হইতেছে; চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা ইহাঁকে দেখি, তথাপি যেন ইহাঁকে সমুদ্রের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন ভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

হর। ইনি পুরুষাকারে আবির্ভূত মহাতেজঃস্বরূপ। কেন না, আমি দ্বার-রক্ষক পুরুষের অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছি, সিংহাসনপার্শ্বস্থিত কঞ্চুকীর সহিত আসিয়াছি; সুতরাং ভয়ের কিছুমাত্র কারণ নাই; কিন্তু তথাপি ইনি কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগে নিষেধ না করিলেও ইহাঁর তেজোরাশি যেন আমার দৃষ্টি নিরোধ পূর্ব্বক আমাকে নিকটে যাইতে নিবারণ করিতেছে।

কঞ্চু। এই ত মহারাজ; আপনারা নিকটে গমন করুন।

উভয়ে। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) মহারাজ বিজয়ী হউন।

রাজা। আপনাদের মঙ্গল ত? (জনৈক পরিজনের দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক) ইহাঁদের উভয়কে আসন প্রদান কর।

(পরিজন কর্ত্তৃক আনীত আসনে উভয়ের উপবেশন)

রাজা। এ কি ? শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার এই নির্দ্দিষ্ট সময়; আপনারা উভয়ে যুগপৎ এখানে উপস্থিত কেন ?

গণ। দেব! শ্রূয়তাম্। ময়া সুতীর্থাদভিনয়বিদ্যা সুশিক্ষিতা। দত্তপ্রয়োগশ্চাস্মি। দেবেন দেব্যা চ পরিগৃহীতঃ।

রাজা। বাঢ়ং জানে। ততঃ কিম্?

গণ। সোঽহমধুনা হরদত্তেন প্রাধানপুরুষসমক্ষম্ "অয়ং ন মে পাদরজসাপি তুল্য" ইত্যধিক্ষিপ্তঃ।

হর। দেব! অয়মেব প্রথমং পরিবাদকরঃ। অত্রভবতঃ কিল মম চ সমুদ্রপল্বলয়োরিবান্তরমিতি। তদত্রভবানিমং মাং চ শাস্ত্রে প্রয়োগে চ বিমৃশতু। দেব এব নৌ বিশেষজ্ঞঃ প্রাশ্নিকঃ।

বিদূ। সমত্থং পড়িণ্ণাদম্।

গণ। প্রথমঃ কল্পঃ। অবহিতো দেবঃ শ্রোতুমর্হতি।

রাজা। তিষ্ঠ তাবৎ পক্ষপাতমত্র দেবী মন্যতে। তদস্যাঃ পণ্ডিত-কৌশিকীসহিতায়াঃ সমক্ষমেব ন্যায্যো ব্যবহারঃ।

গণ। দেব! শ্রবণ করুন। আমি উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের নিকট অভিনয়বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি; শিষ্যদিগকেও শিক্ষা প্রদান করিয়াছি; আবার আপনি ও মহিষী উভয়েই আমাকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

রাজা। হাঁ, তাহা আমি জানি। অতঃপর আর কি বক্তব্য আছে?

গণ। এই হরদত্ত কতিপয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সমক্ষে এই বলিয়া আমাকে অপদস্থ করিয়াছেন যে, 'এই গণদাস আমার পদধূলির তুল্যও নহে'।

হর। দেব! এই ব্যক্তি প্রথমে আমার নিন্দা করিয়াছে;—বলিয়াছে, 'সাগরে ও সরোবরে যে প্রভেদ, আমাতে ইহাতেও সেইরূপ।' সুতরাং মহারাজ শাস্ত্র ও অভিনয় সম্বন্ধে আমাদিগের দুই জনের পরীক্ষা করুন। আমাদিগে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনিই প্রশ্ন করিয়া আম দিগের উভয়ের তারতম্যের মীমাংসা করিয়া দিউন।

বিদূ। তুমি উপযুক্ত প্রতিজ্ঞাই করিয়াছ।

গণ। মহারাজ আমাদিগের উৎকর্ষাপকর্ষের পরীক্ষা করিবেন, ইহাই উত্ত কথা। মহারাজ অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

রাজা। ক্ষণকাল স্থির হও। আমি একাকী এ বিষয় নির্ণয় করিলে মহি মনে করিতে পারেন যে আমি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি; অতএব সহচারি কৌশিকীর সহিত তাঁহার সমক্ষেই এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত।

বিদূ। সুট্‌ঠু ভবং ভণাদি।

আচার্য্যৌ। যদ্দেবায় রোচতে।

রাজা। মৌদ্গল্য! অমুং প্রস্তাবং নিবেদ্য পণ্ডিতকৌশিক্যা সার্দ্ধমাহূয়তাং দেবী।

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রম্য সপরিব্রাজিকয়া দেব্যা সহ প্রবিষ্টঃ।)

কঞ্চু। ইত ইতো ভবতী।

ধারি। (পরিব্রাজিকাং বিলোক্য) ভঅবদি! হরদত্তস্স গণদাসস্সঅ সংরম্ভে কহং পেক্‌খসি ?

পরি। অলং স্বপক্ষাবসাদশঙ্কয়া। ন পরিহীয়তে প্রতিবাদিনো গণদাসঃ।

ধারি। জইবি এব্বং তহবি রাঅপরিগ্‌গহো সে পহাণত্তণং উবহরদি।

পরি। অয়ি! রাজ্ঞীশব্দভাজনমাত্মানমপি চিন্তয়তু ভবতী। পশ্য—

বিদূ। আপনি উত্তম কথা বলিয়াছেন।

আচার্য্যদ্বয়। মহারাজের যে প্রকার ইচ্ছা।

রাজা। মৌদ্গল্য! এই উপস্থিত ঘটনার বিষয় জানাইয়া কৌশিকীর সহিত দেবীকে এই স্থানে আনয়ন কর।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(কঞ্চুকীর প্রস্থান ও দেবীর সহিত পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চু। দেবি! এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

ধারিণী। (পরিব্রাজিকার প্রতি দর্শন পূর্ব্বক) ভগবতি! এই হরদত্ত ও গণদাস আচার্য্যদ্বয়ের বিবাদে আপনি কিরূপ অনুমান করিতেছেন ?

পরি। আপনি স্বপক্ষ গণদাসের পরাজয় আশঙ্কা করিবেন না; প্রতিপক্ষ হরদত্ত অপেক্ষা গণদাস কোন অংশেই ন্যূন নহে।

ধারি। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা হইলেও, হরদত্ত রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত; সুতরাং উহার প্রাধান্য আছে।

পরি। অয়ি! আপনাকেও রাজ্ঞী বলিয়া বিবেচনা করুন। দেখুন, অগ্নি

অতিমাত্রভাস্বরত্বং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ।
অধিগচ্ছতি মহিমানং চন্দ্রোঽপি নিশাপরিগৃহীতঃ ॥

বিদূ। অবিহা অবিহা ! উবট্‌দিদা দেবী পীঠমদ্দিঅং পণ্ডিদকোসিঈং পুরোকরিঅ তত্তভোদী ধারিণী।

রাজা। পশ্যাম্যেনাং, যৈষা—
মঙ্গলালঙ্কৃতা ভাতি কৌশিক্যা যতিবেশয়া।
ত্রয়ী বিগ্রহবত্যেব সমমধ্যাত্মবিদ্যয়া ॥

পরি। (উপেত্য) বিজয়তাং দেবঃ।

রাজা। ভগবতি ! অভিবাদয়ে।

পরি। মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশক্ষময়োর্দ্বয়োঃ।
ধারিণীভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্ত্তা শরচ্ছতম্ ॥

ধারি। জেদু জেদু অজ্জউত্তো।

রাজা। স্বাগতং দেব্যৈ (পরিব্রাজিকাং বিলোক্য) ভগবতি, ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ। (সর্ব্বে উপবিশন্তি।)

সূর্য্যের অনুপ্রবেশ হেতু সমধিক দীপ্তিমান্ হয় আর রজনীর সংসর্গে চন্দ্রমাও অধিকতর সমৃদ্ধি ভোগ করেন।

বিদূ। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য ! মাননীয়া ধারিণী দেবী সহায়ভূতা কৌশিকীকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। আমি এখন ধারিণীকে এইরূপ দেখিতেছি। মূর্ত্তিমতী অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত বিগ্রহবতী ত্রয়ী (ত্রিবেদমূর্ত্তি) যেরূপ শোভা পায়, যতিবেশধারিণী কৌশিকীর সহিত মঙ্গলালঙ্কারধারিণী দেবীও সেইরূপ শোভা পাইতেছেন।

পরি। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। ভগবতি ! অভিবাদন করি।

পরি। মহারাজ ! মহাবলপুত্রবতী ক্ষমাশীলা এই ধারিণী এবং শস্যসম্পদ্‌শালিনী ক্ষমাগুণবতী পৃথিবী এই উভয়ের পতিরূপে শতবর্ষ অতিবাহিত করুন।

ধারি। আর্য্যপুত্র ! আপনি জয়যুক্ত হউন।

রাজা। দেবী ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ? (পরিব্রাজিকাকে দেখিয়া) ভগবতি ! আসন গ্রহণ করুন। (সকলের উপবেশন)

রাজা। ভগবতি! অত্রভবতোর্হরদত্তগণদাসয়োঃ পরস্পরং বিজ্ঞান-সংঘর্ষিণোর্ভবত্যা প্রাশ্নিকপদমধ্যাসিতব্যম্।

পরি। (সস্মিতম্) অলমুপালম্ভেন, পত্তনে সতি গ্রামে রত্ন-পরীক্ষা?

রাজা। নৈতদেবম্। পণ্ডিতকৌশিকী খলু ভবতী। পক্ষপাতি-নাবহং দেবী চ।

আচার্য্যৌ। সম্যগাহ দেবঃ। মধ্যস্থা ভগবতী নৌ গুণদোষতঃ পরি-চ্ছেত্তুমর্হতি।

রাজা। তেন হি প্রস্তূয়তাং বিবাদঃ।

পরি। দেব! প্রয়োগপ্রধানং হি নাট্যশাস্ত্রম্। কিমত্র বাগ্ব্যব-হারেণ। কথং বা দেবী মন্যতে?

দেবী। জই মং পুচ্ছসি তদা এদাণং বিবাদো এব্ব ণ মে রুচ্চদি।

গণ। দেবি! ন মাং সমানবিদ্যতয়া পরিভবনীয়মবগন্তুমর্হসি।

রাজা। ভগবতি! এই সম্মানার্হ হরদত্ত ও গণদাস উভয়ে পরস্পর প্রয়োগ-বিজ্ঞান লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি ইহাঁদের কলহের মীমাংসা করিয়া দিউন।

পরি। (মৃদু হাস্য করিয়া) তিরস্কারে আবশ্যক কি? নগর বিদ্যমানে গ্রামে রত্ন-পরীক্ষা?

রাজা। ইহা সেরূপ নহে। (তিরস্কার নয়); আপনি বিদুষী; সকল বিষয়ই মীমাংসা করিতে সমর্থ। আমি এবং দেবী উভয়ে পক্ষপাতী।

আচার্য্যদ্বয়। মহারাজ ঠিক কথা বলিয়াছেন। ভগবতী কৌশিকী মধ্যস্থা হইয়া আমাদের গুণ-দোষ নির্ণয় করুন।

রাজা। তাহা হইলে বিবাদের প্রসঙ্গ হউক।

পরি। মহারাজ! প্রয়োগের উপরেই নাট্যশাস্ত্রের নির্ভর। সুতরাং উপস্থিত বিষয়ে কলহের আবশ্যক নাই। অগ্রে দেখা যাউক, এ বিষয়ে রাজ্ঞীর মত কি?

দেবী। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি, এ সম্বন্ধে কলহ আমার বাঞ্ছনীয় নহে।

গণ। তুল্যবিদ্যাসম্পন্ন বলিয়া আমাকে [illegible]

বিদূ। ভো পেক্‌খামো উঅরংভরিসংবাদং কিং মুহা বেঅণদাণেণ এদাণং।

দেবী। ণং কলহপ্পিওসি।

বিদূ। মা এব্বং। অণ্ণোণ্ণকলহপ্পিআণং মত্তহত্থিণং একদরস্মিং অণিজ্জিদে কুদো উপসমো।

রাজা। নন্বু স্বাঙ্গসৌষ্ঠবাতিশয়মুভয়োর্দৃষ্টবতী ভগবতী?

পরি। অথ কিম্।

রাজা। তদিদানীমতঃ পরং কিমাভ্যাং প্রত্যায়য়িতব্যম্।

পরি। তদেব বক্তুকামাস্মি।

শিষ্টা ক্রিয়া কস্যচিদাত্মসংস্থা, সংক্রান্তিরন্যস্য বিশেষযুক্তা।
যস্যোভয়ং সাধু স শিক্ষকাণাং, ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব॥

বিদূ। ইহারা উভয়েই স্বার্থপর। ইহাদিগকে বৃথা বেতন দিবার প্রয়োজন কি?

দেবী। তুমি নিশ্চয় কলহপ্রিয়।

বিদূ। আমি কলহপ্রিয় নহি। দুইটি কলহপ্রিয় মত্ত হস্তী যদি বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ একটা পরাজিত না হয়, ততক্ষণ শান্তি কোথায়?

রাজা। ভগবতী কি ইহাঁদের উভয়ের অভিনয়াদিতে নৈপুণ্য দর্শন করিয়াছেন?

পরি। হাঁ, দেখিয়াছি।

রাজা। তাহা হইলে ইহাঁরা অভিনয় ব্যতীত আর কোন্ বিষয়ের পরীক্ষা দিবেন?

পরি। আপনার অভিপ্রেত কথাই আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন কোন শিক্ষকের নিজের নৃত্যাভিনয়াদি উৎকৃষ্ট; কোন কোন শিক্ষক আছেন, বিলক্ষণ বিদ্বান্ বটে, কিন্তু শিষ্যকে সেরূপ শিক্ষাদানে সমর্থ নহেন; কোন কোন শিক্ষক উপদেশ দ্বারা নিজ অধিগত বিদ্যা শিষ্যে সঞ্চারিত করিতে দক্ষ; কোন কোন শিক্ষক নিজ অধিগত বিদ্যা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অজ্ঞের ন্যায় সভাতলে প্রতীয়মান হন; কিন্তু তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্যে শিষ্যেরা মহাবিদ্বান্ হইয়া থাকে; উভয়গুণ যাঁহাতে আছে অর্থাৎ যিনি নিজ অধিগত বিদ্যার গৌরব

বিদূ। সুদং অজ্জেহিং ভঅবদীএ বঅণং। অস পিণ্ডিতথো উবদেসদংসণাদো ণ্ণিণ্ণআোত্তি।

হর। পরমভিমতং নঃ।

গণ। দেবি! এবং স্থিতম্?

দেবী। জদা উণ মন্দমেধা সিস্সা উবদেহং মলিণেন্তি, তদা আআঅরিঅস্স দোসো ণু।

রাজা। দেবি! এবমাপঠ্যতে। বিনেতুরদ্রব্যপরিগ্রহোঽপি বুদ্ধিলাঘবং প্রকাশয়তি।

দেবী। (স্বগতম্) কহং দাণিং। (গণদাসং বিলোক্য প্রকাশম্) অলং অজ্জউত্তস্স উস্সাহকারণং মণোহরং পরিপূরিঅ। বিরম নিরত্থআদো আরম্ভাদো।

বিদূ। সুট্ঠু ভোদী ভণাদি। ভো গণদাস, সঙ্গীদপদং লম্ভিঅ

দেখাইতে পারেন এবং শিষ্যকেও উত্তম শিক্ষিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই শিক্ষকের মধ্যে অগ্রণী।

বিদূ। আপনারা দুই জনেই ভগবতীর বাক্য শ্রবণ করিলেন। ইহাই ফলিতার্থ। নিজ নিজ শিষ্যের শিক্ষাপ্রদর্শন দ্বারা উভয়ের জয়-পরাজয় নির্ণীত হইবে।

হর। ইহাতে সর্ব্বথা আমার মত আছে।

গণ। দেবি! ইহাই কি স্থির হইল?

দেবী। শিষ্য যদি সম্যক্ মেধাবী না হয় আর সে যদি উপদেশের প্রতিকূল আচরণ করে, তাহাতে কি শিক্ষক দোষী হইবে?

রাজা। দেবি! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, মেধাহীনকে উপদেশ দিলে, তদ্দারা আচার্য্যের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই জন্মে।

দেবী। (স্বগত) এখন কি করি? (গণদাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্রের মনোরথ পূর্ণ করা সহজ নয়; উঁহার ঔৎসুক্য বর্দ্ধিতই হইবে। এ নিরর্থক বিবাদে আর আবশ্যক নাই।

বিদূ! দেবী উত্তম কথা বলিয়াছেন। ওহে গণদাস! তুমি সঙ্গীতশিক্ষাদানে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞাবত্তা হেতু উপহারস্বরূপ বহু মোদক ভক্ষণ করিয়া থাক

সরস্সঙ্গীএ উবাঅণমোদআঈং খাদমানস্স কিং দে মুহণিগ্গহেণ, বিবাদেণ।

গণ। সত্যময়মেবার্থো দেবীবাক্যস্থ। শ্রূয়তামবসরপ্রাপ্তমিদানীম্।
লব্ধাস্পদোঽস্মীতি বিদাদভীরোস্তিতিক্ষমাণস্থ পরেণ নিন্দাম্।
যস্থাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈ, তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি॥

দেবী। অঙ্গরোবণীদা সে সিস্সা। অপরিণিণ্ঠিদস্স উবদেসস্স উণ অণজ্জং আবেদণম্।

গণ। অতএব মে নির্বন্ধঃ।

দেবী। তেণ হি দুবেবি ভঅবদীএ উপদেসং দংসেধ।

অর্থাৎ তুমি মহাবিদ্বান্ বিবেচনায় অনেক লোক প্রত্যহ তোমাকে প্রচুর মোদক উপহার দেয়; তাহা ভক্ষণ করিয়া তুমি মুখের আনন্দ লাভ করিয়া থাক; এখন যদি হরদত্ত কর্তৃক বিবাদে পরাজিত হও, তাহা হইলে আর কেহই তোমাকে মোদক উপহার দিবে না; সুতরাং তোমার মুখের নিগ্রহ হইবে; অতএব বিবাদে নিবৃত্ত হওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

গণ। দেবীর কথিত বাক্যের অর্থই এইরূপ। এতক্ষণ আপনারাই কথা কহিতেছেন, আমি অবসর প্রাপ্ত হই নাই; এখন অবসর পাইলাম; যাহা বলি, শ্রবণ করুন। 'আমি সর্ব্বপ্রকারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছি' এই বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি বিবাদে (জয়-পরাজয়ের অনিশ্চয়তা আশঙ্কায়) ভীত হয়, পরকৃত নিন্দা সহ্য করিয়া থাকে, সংগীতাদি শাস্ত্রবিদ্যাকে কেবল জীবিকানির্ব্বাহের হেতু বলিয়া জানে, তাহাকে জ্ঞানবিক্রয়ী বণিক্ বলে; (অতএব আমি নিশ্চয়ই হরদত্তের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইব)।

দেবী। আপনার শিষ্যা অল্পদিনমাত্র শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; তাহাতে উপদেশ কদাচ স্থায়িত্বলাভ করে নাই; এ অবস্থায় সর্ব্বজনসম্মুখে তাহাকে আনয়ন পূর্ব্বক অভিনয়াদি প্রদর্শন করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

গণ। এই জন্যই আমার আগ্রহাতিশয়।

দেবী। আপনি এবং মালবিকা উভয়ে কেবলমাত্র এই ভগবতী পরিব্রাজিকাকে শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করুন।

পরি। দেবি! নৈতন্ন্যায্যম্‌। সর্ব্বজ্ঞস্যাপ্যেকাকিনো নির্ণয়াভ্যুপগমো দোষায়।

দেবী। (জনান্তিকম্‌) মূঢ়ে পরিব্বাজিএ, মং জগ্‌গতিং বি সুত্তং বিঅ করেসি।

(ইতি সাসূয়ং পরাবর্ত্ততে।)

(রাজা দেবীং পরিব্রাজিকায়ৈ দর্শয়তি)

পরি। অনিমিত্তমিন্দুবদনে! কিমত্রভবতং পরাঙ্মুখী ভবসি।
প্রভবন্ত্যোঽপি হি ভর্ত্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুম্বিন্যঃ॥

বিদূ। ণং সকারণং এব্ব। অত্তণো পক্‌খো রক্‌খিদব্বো। (গণদাসং বিলোক্য) ণং দিট্‌ঠিআ কোবাব্‌বাজেণ দেবীএ পরিত্তাদো ভবম্‌। সুসিক্‌খিদোবি সব্বো উবদেসদংসণেণ ণিণ্ণাদো হোদি।

গণ। দেবি! শ্রূয়তাম্‌। এবং জনো গৃহ্লাতি। তদিদানীং—

পরি। দেবি! ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। (আমি ত সামান্য স্ত্রীলোক), সর্ব্বজ্ঞ হইলেও কেহ একাকী কোন বিষয় দেখিয়া তাহার মীমাংসা করিতে পারে না।

দেবী। (জনান্তিকে) মূঢ়ে পরিব্রাজিকে! আমি জাগরিত (সতর্ক) রহিয়াছি; (যাহাতে রাজা মালবিকাকে দেখিতে না পান, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধানে আছি); আমাকে নিদ্রিতার ন্যায় মনে করিতেছ কেন? (এই বলিয়া অসূয়া সহকারে বিমুখী হইয়া রহিলেন)।

রাজা। (দেবীর এইরূপ ভাবভঙ্গী পরিব্রাজিকাকে দেখাইতে লাগিলেন)।

পরি। অয়ি চন্দ্রমুখি! অকারণে পূজনীয় মহারাজের প্রতি বিমুখী হইতেছ কেন? গৃহকর্ত্রীরা পতির প্রতি আধিপত্যশালিনী হইলেও কদাচ অকারণে রোষ প্রদর্শন করেন না।

বিদূ। দেবীর বিমুখীভাব অকারণ নহে। আত্মপক্ষ সমর্থন করা (নিজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত এই গণদাসের সম্মান রক্ষা করা) সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। (গণদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবী ক্রুদ্ধা হওয়াতে এই ছলে তুমি রক্ষা পাইলে। সুশিক্ষিত হইলেও নিজ নিজ শিক্ষানৈপুণ্যের পরীক্ষা দিলেই গুণদোষের নির্ণয় হইয়া থাকে।

গণ। দেবি! শ্রবণ করুন। বিদূষক প্রভৃতি সকলে মনে করিতেছেন, আপনি বিবাদ করিতে নিবারণ করিয়া আমাকে পরাজয়ের আশঙ্কা হইতে রক্ষা

বিবাদে দর্শয়িষ্যামি ক্রিয়াসংক্রান্তিমাত্মনঃ।
যদি মাং নানুজানাসি পরিত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া॥
(আসনাদুত্থাতুমিচ্ছতি)

দেবী। (স্বগতং) কা গই ? (প্রকাশম্) পহবদি আআরিঅো সিস্‌সজণস্‌স।

গণ। চিরমপদেশশঙ্কিতোঽস্মি। (রাজানমবলোক্য) অনুজ্ঞাতং দেব্যা, তদাজ্ঞাপয়তু দেবঃ। কস্মিন্নভিনয়বস্তুন্যুপদেশং দর্শয়িষ্যামি।

রাজা। যদাদিশতি ভগবতী।

পরি। কিমপি দেব্যা মনসি বর্ত্ততে ততঃ শঙ্কিতাস্মি।

দেবী। ভণ বীসদ্ধম্, পভবিস্‌সদি পভূ অত্তণো পরিজণস্‌স।

রাজা। মম চেতি ব্রূহি।

দেবী। ভঅবদি, ভণ দাণিম্।

করিলেন। অতএব আমি এখন শিষ্যা মালবিকা দ্বারা অভিনয় দেখাইয়া নিজের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিব। যদি আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি না দেন, জানিলাম, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। (আসন হইতে উঠিবার উদ্‌যোগ)

দেবী। আর উপায় কি ? শিষ্যের উপর গুরুর সর্ব্বথা প্রভুত্ব বিদ্যমান। (অতএব আপনি মালবিকার দ্বারা অভিনয়াদি দেখাইতে পারেন)।

গণ। মালবিকার দ্বারা অভিনয় প্রদর্শন করিতে আপনি নিষেধ করিবেন, এ ধারণা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল ; এখন অনুমোদন করাতে সে ধারণা দূর হইল। (রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবী আদেশ দিলেন, এখন আপনার অনুমতি হইলেই হয়। কোন্ অভিনয়বস্তু অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রদর্শন করিতে হইবে ?

রাজা। ভগবতী যাহা আদেশ করেন।

পরি। আমার আশঙ্কা হইতেছে। বোধ হয়, দেবীর অন্তরে কিছু আছে।

দেবী। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে বলুন ; আত্মীয়-পরিজনের উপর আপনার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে।

রাজা। আমারও আছে, এ কথা বল।

দেবী। ভগবতি, এখন অভিপ্রেত বিষয় বলুন।

পরি। দেব ! শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতিং চতুষ্পাদোত্থং ছলিকং দুষ্প্রযোজ্য-মুদাহরন্তি। তত্রৈকার্থসংশ্রয়মুভয়োঃ প্রয়োগং পশ্যাম। তাবতা জ্ঞায়ত এবাত্রভবতোরুপদেশান্তরম্।

আচার্য্যৌ। যদাজ্ঞাপয়তি ভগবতী।

বিদূ। তেণ হি দুবেবি বগ্গাপেক্‌খাঘরে সংগীদরঅণং করিঅ অত্ত-ভবদো দূদং পেসধ। অহবা মুদঙ্গসদ্দোএব্ব ণো উত্থাবইস্‌সদি।

হর। তথা। (ইত্যুত্তিষ্ঠতি।)

(গণদাসো ধারিণীমবলোকয়তি।)

দেবী। (গণদাসং বিলোক্য) বিঅঈ হোহি।

(আচার্য্যৌ প্রস্থিতৌ।)

পরি। ইতস্তাবৎ।

আচার্য্যৌ। (পরিবৃত্য) ইমৌ স্বঃ।

পরি। সঙ্গীতজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, শর্ম্মিষ্ঠাপ্রণীত চতুষ্পদীযুক্ত ছলিক নামক নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করা দুরূহ। গণদাস ও হরদত্ত এই দুই জন কর্ত্তৃক সেই নাটকের অভিনয় দেখিব। তাহা হইলেই ইঁহাদের উভয়ের শিক্ষাবৈষম্য নির্ণীত হইবে।

আচার্য্যদ্বয়। ভগবতীর যেরূপ আজ্ঞা।

বিদূ। তবে এখন দুই জনে নেপথ্যগৃহে গমন পূর্ব্বক সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করুন। অথবা মৃদঙ্গধ্বনিই আমাদিগকে উত্থা-পিত করিবে।

হর। তাহাই হউক। (গাত্রোত্থান)।

(ধারিণীর দিকে গণদাসের দৃষ্টিপাত)

দেবী। (গণদাসের দিকে নেত্রপাত করিয়া) বিজয়ী হও।

[আচার্য্যদ্বয়ের প্রস্থান।

পরি। এই দিকে আসুন।

আচার্য্যদ্বয়। (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) এই আমরা উভয়ে আসিলাম।

পরি। নির্ণয়াধিকারে ব্রবীমি। সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবাভিব্যক্তয়ে বিগত-নেপথ্যয়োঃ পাত্রয়োঃ প্রবেশোঽস্তু।

উভৌ। নেদমাবয়োরুপদেশ্যম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)

দেবী। (রাজানমবলোক্য) জই রাঅকজ্জেসু বি ঈরিসী ণিউণদা অজ্জউত্তস্স, তদো সোহণং ভোদি।

রাজা।—অলমন্যথা গৃহীত্বা ন খলু মনস্বিনি ময়া প্রযুক্তমিদম্।

প্রায়ঃ সমানবিদ্যাঃ পরস্পরযশঃ পুরোভাগাঃ॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনিঃ। সর্ব্বে কর্ণং দদাতি।)

পরি। হন্ত প্রবৃত্তঃ সঙ্গীতকম্। তথা হ্যেষা—

জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ূরৈরুদ্গ্রীবৈরনুগমিতস্য পুষ্করস্য।
নির্হ্রাদিন্যুপচিতমধ্যস্বরোত্থা মায়ূরী মদয়তি মার্জনা মনাংসি॥

রাজা। দেবি! তস্যাঃ সামাজিকা ভবাম।

পরি। আপনাদের উভয়ের জয়পরাজয়ের মীমাংসাকরণে আমি নিযুক্ত হইয়াছি। তাই বলিতেছি, আপনাদের যে শিষ্যদ্বয় অভিনয়ার্থ রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাহারা সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্যপ্রকাশার্থ যেন কৃত্রিম বেশভূষা ধারণ না করে।

উভয় আচার্য্য। এ বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে না।

[উভয়ের প্রস্থা

দেবী। (রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আর্য্যপুত্রের রাজকর্ম্মে এইরূপ নৈপু থাকিলে অতিশয় শোভা পাইত।

রাজা। মনস্বিনি! তুমি অন্য প্রকার মনে করিও না। এ বিষয়ের প্রয়ো আমা হইতে হয় নাই। যাহারা পরস্পর সমবিদ্য, তাহারাই পরস্পর যশঃপ্রা বিষয়ে দোষ দেখাইয়া থাকে।

(নেপথ্যে মৃদঙ্গশব্দ, সেই দিকে সকলের কর্ণ প্রদান)

পরি। কি মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। ঐ শব্দ শুনিয়া মেঘগর্জ্জ ভ্রমে ময়ূরগণ আনন্দে উদ্গ্রীব হইয়া শব্দ করাতে মৃদঙ্গের শব্দের সহিত উ মিশ্রিত হইতেছে; সুতরাং মধ্যম-স্বরজাত মূর্চ্ছনা উত্থিত হইয়া হৃদয়কে উল্লসি করিয়া তুলিতেছে।

রাজা। দেবি! আমরা এখন মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে সেই সভায় যাইতেছি।

দেবী। (স্বগতম্) অহো অবিণও অজ্জউত্তস্স।

(সর্ব্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

বিদূ। (অপবার্য্য) ভো ধীরং গচ্ছ। তত্তভোদী ধারিণী বিসংবাদইস্সদি।

রাজা।—ধৈর্য্যাবলম্বিনমপি ত্বরয়তি মাং মুরজবাদ্যরাবোহয়ম্।
অবতরতঃ সিদ্ধিপথং শব্দঃ স্বমনোরথস্যেব॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ।

দেবী। (স্বগত) অহো! আর্য্যপুত্রের কি অশিষ্ট ব্যবহার। (সভায় উপস্থিত হইয়া অন্যনারিকা দর্শন করিবেন, এই ইচ্ছা আমার নিকট প্রকাশ করিতেছেন)।

বিদূ। (দেবীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া) রাজন্! ধীরে ধীরে গমন করুন। আপনি মালবিকাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন অনুমান করিয়া, মাননীয়া ধারিণী দেবী তাহাকে সরাইয়া দিয়া আপনাকে বঞ্চনা করিতে পারেন।

রাজা। আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেও এই মৃদঙ্গবাদ্যের শব্দ আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। ঐ মৃদঙ্গশব্দ যেন সিদ্ধিপথে অবতীর্ণ আমার মনোরূপ রথের শব্দ বলিয়া বোধ হইতেছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি সঙ্গীতরচনায়াং কৃতায়ামাসনস্থঃ সবয়স্যো রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

রাজা। ভগবতি! অত্রভবতোরাচার্য্যয়োঃ কতরস্য প্রথমং প্রয়োগং দ্রক্ষ্যামঃ।

পরি। ননু সমানেঽপি জ্ঞানে বয়োঽধিকত্বাৎ গণদাসঃ পুরস্কার-মর্হতি।

রাজা। তেন হি মৌদ্গল্য! এবমত্রভবতোরাবেদ্য নিয়োগমশূন্যং কুরু।

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(প্রবিশ্য গণদাসঃ)

গণ। দেব! শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্লয়মধ্যা চতুষ্পদাস্তি। তস্যাস্ত ছলিক-প্রয়োগমেকমনা দেবঃ শ্রোতুমর্হতি।

(গীত-রচনান্তে আসনোপবিষ্ট বয়স্যসহ রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও সম্ভবানুযায়ী পরিজনগণের প্রবেশ)

রাজা। ভগবতি! এই মাননীয় নাট্যাচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে কাহার অভিনয় দেখা কর্ত্তব্য?

পরি। বিদ্যায় সমতুল্য হইলেও বয়োধিক্য হেতু গণদাসই প্রথম অভিনেতা হইবার যোগ্য।

রাজা। মৌদ্গল্য! তবে তুমি মাননীয় আচার্য্যদ্বয়কে এই কথা জানাইয়া ভগবতীর আদেশ প্রতিপালন কর।

[মৌদ্গল্যের প্রস্থান।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ। দেব! শর্ম্মিষ্ঠাকৃত একটি চতুষ্পদা (চতুঃখণ্ডযুক্ত নাটক) আছে। তন্মধ্যে ছলিকনামক একটি অভিনয়সহকৃত গানও বিদ্যমান। মহারাজ একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করুন।

রাজা। আচার্য্য! বহুমানাদবহিতোঽস্মি, তৎ প্রবেশয় পাত্রম্।

[নিষ্ক্রান্তো গণদাসঃ।

রাজা। (জনান্তিকম্) বয়স্য !

নেপথ্যগৃহগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্যাঃ।

সংহর্ত্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করিণীম্॥

বিদূ। (অপবার্য্য) উবট্টিদং ণঅণমহু সণ্ণিহিদমক্খিঅং চ, তা অপ্প-
ত্তো দাণিং পেক্খ।

(ততঃ প্রবিশত্যাচার্য্যো বক্ষ্যমাণাঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকা চ)

বিদূ। (জনান্তিকম্) পেক্খদু ভবম্। ণ ক্খু সে পড়িচ্ছন্দাদো
পরিহীঅদি মহুরদা।

রাজা। (অপবার্য্য) বয়স্য !

চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্।

সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয়মালিখিতা॥

রাজা। আচার্য্য! আদর সহকারে একাগ্রচিত্ত হইলাম ; অতএব অভিনেতা
বা গায়ককে আনয়ন করুন। [গণদাসের প্রস্থান।

রাজা। (জনান্তিকে) বয়স্য ! নেপথ্যগৃহগত মালবিকাকে দেখিবার জন্য
আমার চক্ষু এত উৎসুক হইয়াছে যে, অধীরতা হেতু যবনিকা অপসারিত
করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

বিদূ। (রাজ্ঞীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া) আপনার নয়নমধুর নিকট মালবিকা-
রূপ মক্ষিকা উপস্থিত ; অতএব আপনি এখন সাবধানে দর্শন করুন।

(আচার্য্য ও বক্ষ্যমাণ অঙ্গ-সৌন্দর্য্যযুক্তা মালবিকার প্রবেশ)

বিদূ। (জনান্তিকে) মহারাজ! আপনি দেখুন ; পূর্ব্বে চিত্রপটে মাল
বিকার যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত মালবিকা সৌন্দর্য্যে
হীন নহেন।

রাজা। (রাজ্ঞীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া) বয়স্য ! চিত্রপটে মালবিকার প্রতি
র্ত্তি দর্শনে আমার হৃদয়ে এইরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, ইহার প্রকৃত আকৃ
রূপ শোভনীয় নহে। এখন আমার বোধ হইতেছে, যে চিত্রকর সেই চিত্র
ট অঙ্কিত করিয়াছিল, সে চিত্রকর্ম্মে সে প্রকার পারদর্শী নহে অর্থাৎ
কৃত মূর্ত্তি অঙ্কন করিতে সমর্থ হয় নাই।

গণ। বৎসে! মুক্তসাধ্বসা সত্ত্বস্থা ভব।

রাজা। (স্বগতম্) অহো! সর্ব্বাস্ববস্থাস্বনবদ্যতা রূপস্য। তথা হি,—

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহূ নতাবংসয়োঃ,
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পাণিমিতোঽমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালাঙ্গুলী,
ছন্দো নর্ত্তয়িতুর্যথৈব মনসি শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ॥

মাল। (উপগানং কৃত্বা চতুষ্পদবস্তু গায়তি।)

দুল্লহো পিও তস্সিং ভব হিঅঅ! ণিরাসং,
অম্মো অপঙ্গও মে ফুরই কিং পি বামও।
এসো সো চিরদিট্ঠো কহং উণ দট্ঠব্বো,
ণাহ সং পরাহীণং তুই গণঅ সতিণ্ণম্॥

(ততো যথারসমভিনয়তি)

বিদূ। (অপবার্য্য) ভো বঅস্স! চউপ্পদবত্থুঅং দুবারিকরিঅ তুই উবট্টাবিদো অপ্পা তত্তভোদীএ।

গণ। (মালবিকার প্রতি) বৎসে! ভয় পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হও।

রাজা। (স্বগত) অহো! ইহার সৌন্দর্য্য সকল অঙ্গে সকল অবস্থাতেই শোভনীয়। ইহার নেত্রদ্বয় আয়ত, মুখমণ্ডল শারদীয় শশধরের ন্যায় কান্তিপূর্ণ, বাহুযুগল স্কন্ধদেশে নতভাবে পতিত, স্তনযুগলের উচ্চতা ও ঘনসন্নিবেশ হেতু হৃৎপ্রদেশ অপ্রশস্ত, উদরপার্শ্বদ্বয় যেন কেহ হস্ত দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়াছে, জঘনযুগল বিশাল, পদদ্বয়ের অঙ্গুলীগুলি কুটিল। বস্তুতঃ নাট্যাচার্য্য গণদাসের হৃদয়ের অভিমতানুসারেই যেন ইহার দেহ সংগঠিত হইয়াছে।

মাল। (উপগান অর্থাৎ গানের পূর্ব্বে করণীয় বসন্তাদি রাগালাপ করিয়া) হে হৃদয়! প্রিয় ব্যক্তি দুর্লভ; সুতরাং তুমি নিরাশ হও; অহো! আমার দক্ষিণ অপাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে; বহুদিন হইল যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহাকে কি পুনরায় নেত্রপথের পথিক করিতে পারিব? হে নাথ! আমি পরাধীনা; আমাকে আপনার প্রতি অনুরাগিণী জানিবেন। (রসানুযায়ী অভিনয়)।

বিদূ। (অপবারিত হইয়া) বয়স্য! এই চতুষ্পদী অবলম্বন করিয়া সম্মাননীয়া মালবিকা আমাকে আপনাতেই অর্পণ করিল।

রাজা। সখে! এবমেব মমাপি হৃদয়ম্। অনয়া খলু,
জনমিমমনুরক্তং বিদ্ধি নাথেতি গেয়ে, বচনমভিনয়ন্ত্যা স্বাঙ্গনির্দ্দেশপূর্ব্বম্।
প্রণয়গতিমদৃষ্ট্বা ধারিণীসন্নিকর্ষাদহমিব সুকুমারপ্রার্থনাব্যাজমুক্তঃ॥

(মালবিকা গীতান্তে নিষ্ক্রান্তুমারব্ধা)

বিদূ। ভোদি, চিট্ঠ। কিং পি বো বিস্সুমরিদো কম্মভেদো? তং
াব পুচ্ছিস্সম্।

গণ। ভদ্রে! উপদেশবিশুদ্ধা যাতুমর্হসি।

(মালবিকা নিবৃত্য স্থিতা)

রাজা। (স্বগতম্) অহো! সর্ব্বাস্ববস্থাসু চারুতা শোভান্তরং
পুষ্যতি। তথা হি—

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে,
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।

রাজা। সখে! আমার হৃদয়েও এইরূপ অনুভূত হইতেছে। এই মালবিকা
'এই পরাধীনাকে আপনার প্রতি অনুরাগিণী জানিবেন' এই বলিয়া যে গান
করিলেন এবং যেরূপ অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি অভিনয় করিয়া ঐ কথা উচ্চারিত হইল,
তাহাতে যেন আমাকে উদ্দেশ করিয়াই উহা বলিলেন বোধ হইতেছে। ধারিণী
দেবী নিকটে রহিয়াছেন; তাঁহার সন্নিধান হেতু আমার প্রণয়ানুরাগ না বুঝিয়াই
ঐ সকল কথা উচ্চারিত হইয়াছে।

(সঙ্গীতের পর মালবিকার বহির্গমনের চেষ্টা)

বিদূ। ভদ্রে! ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, কোন কার্য্যবিশেষ ভুলিয়া গিয়াছ।
সেই সমস্ত দর্শন করি।

গণ। বৎসে! প্রশ্নের উত্তর প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষা-বিষয়ের পরীক্ষা দিয়া পরে
গমন করা কর্ত্তব্য। (মালবিকার অবস্থান)

রাজা। (স্বগত) অহো! স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য থাকিলে তাহা সকল অবস্থা-
তেই অন্য প্রকার রমণীয়তা ধারণ করে। দেহ নিশ্চল বলিয়া ইহাঁর মণিবন্ধে
বলয় স্থিরভাবে শোভা পাইতেছে; ইহাঁর বাম-হস্ত নিতম্বদেশে স্থাপিত; শ্যামা-
শাখার ন্যায় দ্বিতীয় (দক্ষিণ) হস্ত শিথিলভাবে বিলম্বিত রহিয়াছে; দক্ষিণ-চরণের
অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্পাবৃত মণিময় নৃত্যভূমিতে নিপতিত পুষ্পসকল অপসারিত

পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং,
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্দ্ধম্॥

দেবী। ণং গোদমবঅণং বি অজ্জো হিঅএ করেদি।

গণ। দেবি! মা মৈবম্। দেবপ্রত্যয়াৎ সম্ভাব্যতে সূক্ষ্মদর্শিতা গৌতমস্য। পশ্য—

মন্দোঽপ্যমন্দতামেতি সংসর্গেণ বিপশ্চিতঃ।
পঙ্কচ্ছিদঃ ফলস্যেব নিকষেণাবিলং পয়ঃ॥

(বিদূষকং বিলোক্য) তচ্ছ্ৃণুমো বিবক্ষিতমার্য্যস্য।

বিদূ। (গণদাসং বিলোক্য) কোসিইং দাব পুচ্ছ। পুচ্ছ জো মএ কম্মভেদো দিট্ঠো তং ভণিস্সম্।

গণ। ভগবতি! যথাদৃষ্টমভিধীয়তাং গুণো বা দোষো বেতি।

পরি। যথাদৃষ্টং সর্ব্বমনবদ্যম্। কুতঃ—

অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ,
পাদন্যাসো লয়মুপগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।

করিতেছেন; ইহাঁর নয়নযুগল ভূমির দিকেই নিপতিত; ইহাঁর চরণ হইতে নাভি পর্য্যন্ত শরীরার্দ্ধ সরল ও আয়ত; এই ভাবে অবস্থান করাতে অতীব রমণীয়দর্শন হইয়াছেন।

দেবী। গৌতম যাহা বলেন, সেই কথাই আর্য্যপুত্রের হৃদয়গ্রাহী হয়।

গণ। দেবি! এ কথা বলিবেন না। সর্ব্বদা মহারাজের সহচরভাবে থাকাতে গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা বিলক্ষণ অনুমিত হয়। দেখুন, কতকবৃক্ষের ফলঘর্ষণে কলুষিত জলও নির্ম্মলতা ধারণ করে; সেইরূপ পণ্ডিতদিগের নিকটে অবস্থান করিলে মূর্খেরও জ্ঞানসঞ্চার হয়। (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আপনার আর কি বক্তব্য আছে? যদি থাকে, শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিদূ। (গণদাসের প্রতি নেত্রপাত করিয়া) এই কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করুন; পরে আমি যে কার্য্যের ব্যতিক্রম দেখিয়াছি, তাহা বলিব।

গণ। ভগবতি! যাহা দেখিলেন, ইহার দোষগুণ বিচার করিয়া বলুন।

পরি। যাহা দেখিলাম, সমস্তই অনিন্দনীয়। কেন না, মুখে কোন কথা উচ্চারিত না হইলেও অঙ্গাদি ভঙ্গী দ্বারা সকল অর্থই সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে।

শাখাযোনির্মৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ,
ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব ॥

গণ। দেবঃ কথং মন্যতে।

রাজা। বয়ং স্বপক্ষশিথিলাভিমানাঃ সংবৃত্তাঃ।

গণ। অদ্য নর্ত্তয়িতাস্মি।

উপদেশং বিদুঃ শুদ্ধং সন্তস্তমুপদেশিনঃ।
শ্যামায়তে নাবিদ্বৎসু যঃ কাঞ্চনমিবাগ্নিষু ॥

দেবী। দিট্‌টিআ পরিক্খারাহণেণ অজ্জো বড্‌ঢদু।

গণ। দেবি! ত্বৎপরিগ্রহোঽপি মে বৃদ্ধিহেতুঃ, (বিদূষকং বিলোক্য) গৌতম! বদেদানীং যত্তে মনসি বর্ত্ততে।

দবিন্যাস সর্ব্বথা লয়সঙ্গত, রসসম্বন্ধেও তন্ময়তা দেখা যায়; অভিনয় অতি কামল। কারণ, নৃত্যকালে হস্ত দ্বারাই মান প্রকাশিত হইয়াছে। অভিনয়কালে র প্রকার নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতে হয়, তাহাও যথাযথ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইরূপ অভিনয়ই অনুরাগ আকর্ষণ করে।

গণ। মহারাজের মত কি? (মালবিকাকৃত নৃত্যগীতের গুণদোষ সম্বন্ধে ক অবধারণ করেন?)

রাজা। আমাদের স্বপক্ষে অভিমান শিথিল হইল। (আমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত রদত্ত নর্ত্তকশ্রেষ্ঠ বলিয়া যে অহঙ্কার করিতাম, তাহা শিথিল হইয়া গেল; গণ-াসই শ্রেষ্ঠ; মালবিকার নৃত্যগীতাদিই সুন্দর হইয়াছে)।

গণ। অদ্য আমি উৎকৃষ্ট নর্ত্তক বলিয়া গণনীয় হইলাম। কারণ, অগ্নিতে যেমন স্বর্ণের বিশুদ্ধি পরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যে শিক্ষা বিচক্ষণ-সমাজে সদোষ বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট।

দেবী। (গণদাসের প্রতি) সৌভাগ্যবশে পরীক্ষা দ্বারা সজ্জনগণের সন্তোষ-বিধান হেতু আর্য্য সম্যক্‌রূপে উৎকর্ষ লাভ করুন।

গণ। দেবি! কেবল আমার শিক্ষাই উৎকর্ষের (উন্নতির) কারণ নহে; আপনি আমাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করেন, ইহাও আমার উন্নতির কারণ। (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) গৌতম! আপনার কি মত, এখন বলুন।

বিদূ। পঢ়মোবদেসদংসণে পঢ়মং বহ্মণপূআ কাদব্বা। সা ণং বো বিস্মরিদা।

পরি। অহো প্রয়োগাভ্যন্তরঃ প্রশ্নঃ।

(সর্ব্বে প্রহসিতাঃ। মালবিকা স্মিতং করোতি)

রাজা। (স্বগতম্) উপাত্তসারশ্চক্ষুষা মে স্ববিষয়ঃ। যদনেন—

স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্।
অসমগ্রলক্ষ্যকেশরমুচ্ছ্বসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্॥

গণ। মহাব্রাহ্মণ! ন খলু প্রথমং নেপথ্যদর্শনমিদম্। অন্যথা কথং ত্বাং দক্ষিণীয়ং নার্চ্চয়িষ্যামঃ।

বিদূ। ম এ ণাম সুক্খঘণগজ্জিদে অন্তরিক্খে জলপাণেণ জলপাণং ইচ্ছদা চাদ আইদম্।

পরি। এবমেব।

বিদূ। প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষাদানকালে অগ্রে ব্রাহ্মণপূজা করা কর্ত্তব্য। আপনারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন।

পরি। অহো! এ কথা প্রয়োগগর্ভ অর্থাৎ এ বাক্যপ্রযোগের মধ্যে 'আমাকে কিছু দেও' এই কথাই আছে।

(সকলের হাস্য ; মালবিকার মৃদুহাস্য।)

রাজা। (স্বগত) এখন আমার চক্ষু রূপের সারাংশ গ্রহণ করিল ; সুতরাং চক্ষু ধন্য হইল। কেন না, আমার চক্ষু আয়তাক্ষী মালবিকার সহাস্য মুখমণ্ডল দর্শন করিল। উহাঁর মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত অথচ অসম্পূর্ণদৃষ্ট কিঞ্জল্কবিশিষ্ট পদ্মের ন্যায় মনোহর এবং ঈষৎ প্রকাশিত দন্তপংক্তি দ্বারা শোভমান।

গণ। হে প্রশস্ত ব্রাহ্মণ! এই প্রথম রঙ্গভূমিদর্শন নহে। যদি প্রথম হইত তাহা হইলে দক্ষিণাদানের যোগ্য আপনার পূজা কেন না করিব?

বিদূ। আমি শুষ্কমেঘগর্জ্জিত অন্তরীক্ষে জলপানের ইচ্ছা করিয়া চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।

পরি। সে কথা সত্য।

বিদূ। তেণ হি পণ্ডিদপরিতোসপ্পচ্চআ ণং মূঢা জাদী। জদি অত্তভোদীএ সোহণং ভণিদং তদো ইমং সে পারিতোসিঅং পঅচ্ছামি।

(ইতি রাজ্ঞো হস্তাৎ কটকমাকর্ষতি)

দেবী। চিট্ঠ দাব। গুণন্তরং অআণন্তো কিং ণিমিত্তং তুমং আহরণং দেসি।

বিদূ। পরকেরংত্তি করিঅ।

দেবী। (আচার্য্যং বিলোক্য) অজ্জ গণদাস! ণং দংসিদোবদেসা দে সিস্সা।

গণ। বৎসে! এহি গচ্ছাব ইদানীম্‌।

[সহাচার্য্যেণ নিষ্ক্রান্তা মালবিকা।

বিদূ। (জনান্তিকম্‌) এত্তিও মে মদিবিহবো ভবন্তং সেবিদুম্‌।

রাজা। অলমলং পরিচ্ছেদেন। অহং হি—

বিদূ। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা যে বিষয়ে সন্তুষ্ট হন, আমার ন্যায় মূর্খেরা তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া সেই বিষয়েই সন্তোষলাভ করে। যখন মাননীয়া কৌশিকী মালবিকার নৃত্যগীতাদি উত্তম হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিলেন, তখন আমিও এই পারিতোষিক প্রদান করি। (এই বলিয়া রাজার হস্ত হইতে বলয় আকর্ষণ)।

দেবী। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন। গুণান্তর অবগত না হইয়া অলঙ্কার দিতেছেন কেন?

বিদূ। পরকীয় অলঙ্কার বলিয়াই দিতেছি।

দেবী। (আচার্য্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) আর্য্য গণদাস! আপনার শিষ্যার পরীক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে ত?

গণ। বৎসে! আইস, এখন আমরা যাই।

[আচার্য্যের সহিত মালবিকার প্রস্থান

বিদূ। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) আপনার সন্তোষ উৎপাদনের জন্য এই পর্য্যন্তই (মালবিকাকে দেখান পর্য্যন্তই) আমার বুদ্ধিসামর্থ্য। (অতঃপর মালবিকাকে লাভ করিবার উত্তম বা উপায় আপনার আয়ত্ত)।

রাজা। নিজ বুদ্ধিশক্তির ইয়ত্তা করিবার আর প্রয়োজন নাই। (তোমা

ভাগ্যাস্তময়মিবাক্ষ্ণোর্হৃদয়স্য মহোৎসবাবসানমিব।
দ্বারপিধানমিব ধৃতের্মন্যে তস্যাস্তিরস্করণীম্॥

বিদূ। (জনান্তিকম্) সাহু দরিদ্দো বিঅ আতুরো বেজ্জেণ ওসহং দঅমাণং ইচ্ছসি।

(প্রবিশ্য হরদত্তঃ)

হর। দেব! মদীয়মিদানীং প্রয়োগমবলোকয়িতুং প্রসাদঃ ক্রিয়তাম্।

রাজা। (স্বগতম্) অবসিতো মে দর্শনার্থঃ। (দাক্ষিণ্যমবলম্ব্য প্রকাশম্) ননু পর্য্যুৎসুকা এব বয়ম্।

হর। অনুগৃহীতোঽস্মি।

নেপথ্যে। জয়তু জয়তু দেবঃ। উপারূঢ়ো মধ্যাহ্নঃ। তথাহি,—

পত্রচ্ছায়াসু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাং,
সৌধান্যত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দ্বেষিপারাবতানি।

বুদ্ধি-চাতুর্য্যেই আমার মালবিকা-দর্শন হইল; সুতরাং তোমার বুদ্ধি অসীম)। এখন আমি মালবিকার অদর্শনকে সৌভাগ্যলোপ, হৃদয়ের আনন্দের অবসান এবং ধৈর্য্যের দ্বার আচ্ছাদিত বলিয়া মনে করিতেছি।

বিদূ। (জনান্তিকে) দরিদ্র যেমন অর্থাভাবে বৈদ্যের নিকট বিনামূল্যে দীয়মান ঔষধ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, আপনিও এখন সেইরূপ হইয়াছেন অর্থাৎ আমাকে কিছু না দিয়া আপনি আমা দ্বারা প্রদর্শিত মালবিকাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ফল কথা, আমাকে কিছু দান করা আপনার কর্ত্তব্য।

(হরদত্তের প্রবেশ)

হর। মহারাজ! অনুগ্রহ করিয়া এখন আমার কিছু অভিনয়াদি দর্শন করুন।

রাজা। (স্বগত) আমি যে কারণে ইহাদের অভিনয় দর্শনে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। (দাক্ষিণ্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) তোমার অভিনয় দেখিবার জন্যও আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

হর। অনুগৃহীত হইলাম।

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হউক্, জয় হউক্। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। হংস সকল দীর্ঘিকাস্থিত পদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ায় মুকুলিতনয়নে অবস্থিতি করিতেছে রবিকর প্রখরতর হওয়াতে পারাবতেরা আর পূর্ব্ববৎ অট্টালিকার উপরিস্থ

বিন্দুৎক্ষেপাৎ পিপাসুঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্বারিযন্ত্রং,
সর্বৈরুস্রৈঃ সমগ্রস্ত্বমিব নৃপ গুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ ॥

বিদূ। অবিহা অবিহা অহ্মাণং ভোঅণবেলা। অত্তভবদো উইদ-বেলাদিক্কমেণ চিইস্সআ দোসং উদাহরন্তি। হরদত্ত কিং ভণাসি।

হর। নাস্তি বচনস্যান্যস্যাবকাশোঽত্র।

রাজা। (হরদত্তমবলোক্য) তেন হি ত্বদীয়মুপদেশং শ্বো বয়ং প্রক্ষ্যামঃ, বিশ্রাম্যতু ভবান্।

হর। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

দেবী। ণিব্বত্তেদু অজ্জউত্তো মজ্ঝণ্ণবিহিম্।

বিদূ। ভোদী বিসেসেণ পাণভোঅণং তুবরাবেদু।

পরি। (উত্থায়) স্বস্তি ভবতে।

[ইতি দেব্যা সহ নিষ্ক্রান্তা।

বিচরণ করিতেছে না, ঘূর্ণমান জলযন্ত্র (ফোয়ারা) হইতে বারিকণা সকল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্যমাণ হইতেছে দেখিয়া ময়ূরেরা পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই দিকে ধাবিত হই-তেছে। হে রাজন্! আপনি যেমন শৌর্য্যদয়াদি সমগ্র গুণে সম্পূর্ণ, সপ্তাশ্ব সূর্য্যদেবও সেইরূপ সমগ্র রশ্মিমালা দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছেন।

বিদূ। অহো! কি সৌভাগ্য! ভোজনবেলা উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা বলিয়া থাকেন, ভোজনবেলা অতিক্রম করিলে মহারাজের শারীরিক অস্বাস্থ্য জন্মিবার সম্ভাবনা। হরদত্ত, আপনি কি বলেন?

হর। এখন মধ্যাহ্নকালে অন্য কোন কথা বলিবার অবসর নাই।

রাজা। (হরদত্তের দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আগামী কল্য আমরা তোমার সঙ্গীতাদি দর্শন করিব। অদ্য বিশ্রামলাভ কর।

হর। মহারাজ যেরূপ আজ্ঞা করেন।

[হরদত্তের প্রস্থান।

দেবী। আর্য্যপুত্র এখন মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পাদন করুন।

বিদূ। দেবী এখন পানভোজনার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্বরান্বিত হউন।

পরি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) মহারাজের মঙ্গল হউক।

[দেবীর সহিত পরিব্রাজিকার প্রস্থান।

বিদূ। ভো বঅস্স ! ণ কেবলং রূবে সিপ্পে বি অদুদীআ মালবিআ।

রাজা। বয়স্য !

অব্যাজসুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন ললিতেন যোজয়তা।
উপকল্পিতো বিধাত্রা বাণঃ কামস্য বিষদিগ্ধঃ॥

কিং বহুনা সখে ! চিন্তয়িতব্যোঽস্মি তে।

বিদূ। ভবদা বি অহং। দিঢ়ং বিপণিকন্দু বিঅ মে হিঅঅব্ভন্তরং দজ্ঝই।

রাজা। এবমেব ভবানস্মদর্থে ত্বরতাম্।

বিদূ। গহীদে খণো। কিং তু মেহাবলীণিরুদ্ধা জোণ্হা বিঅ পরাহীণদংসণা তত্তভোদী মালবিআ। ভবং বি সূণাপরিচরো বিঅ বিহঙ্গো আমিসলোলুবো ভীরুআো অ। অচ্চন্তুতা অণোদুরো ভবিঅ কজ্জসিদ্ধিং পত্থেন্তো মে রোঅসি।

বিদূ। বয়স্য ! মালবিকা কেবল রূপে শ্রেষ্ঠা নহে ; শিল্পকর্ম্মেও অদ্বিতীয়া।

রাজা। বয়স্য ! মালবিকা একেই ত স্বভাবসুন্দরী ; তাহার উপর বিধাতা তাহাতে শিল্পের সংযোগ করাতে মালবিকা যেন কামদেবের বিষদিগ্ধ বাণরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। সখে ! অধিক কি বলিব, আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য। (যাহাতে আমি মালবিকা লাভ করিয়া মদনপীড়া দূর করিতে পারি সে বিষয়ে যত্ন করা তোমার উচিত)

বিদূ। আমার সম্বন্ধে চিন্তা করাও আপনার কর্ত্তব্য। ক্ষুধায় আমার হৃদয়াভ্যন্তর বিপণিস্থ কন্দুর (তাওয়ার) ন্যায় দগ্ধ হইতেছে।

রাজা। ইহা এইরূপই বটে। তুমি যেমন নিজের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য ত্বরান্বিত হইতেছ, সুহৃদের (আমার) প্রয়োজনসাধনার্থ সেইরূপ ত্বরান্বিত হও।

বিদূ। আপনার কার্য্যসাধনার্থ অবসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে। জ্যোৎস্না যেমন মেঘরাজিতে অবরুদ্ধ হয়, মাননীয়া মালবিকাও এখন সেইরূপ হইয়াছেন ; তাঁহার দর্শনলাভ এখন পরাধীন (ধারিণীর আয়ত্ত) ; শ্যেনপক্ষী যেমন প্রাণিবধ-স্থানের নিকটে (আমিষলোভে) বিচরণ করে, মালবিকারূপ আমিষলাভে আপনিও এখন সেইরূপ লুব্ধ ও ভীরু হইয়াছেন। আপনি নিজে সমর্থ হইয়াও যে আমার নিকট কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা কেবল আমার প্রতি স্নেহপ্রদর্শন মাত্র বলিয়াই বোধ হইতেছে।

রাজা। কথমনাতুরো ভবিষ্যামি। যদা—

সর্ব্বান্তঃপুরবনিতাব্যাপারঃ প্রতিনিবৃত্তহৃদয়স্ত।
সা বামলোচনা মে স্নেহস্যৈকায়নীভূতা॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি পরিব্রাজিকায়াঃ পরিচারিকা সমাহিতিকা)

সমা। আণত্তম্হি ভঅবদীএ। সমাহিদিএ! দেবীএ উবাঅণণং বীজপূরঅং গেণ্হিঅ আঅচ্ছত্তি। তা জাব পমদবণপালিঅং মহুঅরিঅং অণ্ণেসামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসা তবণীআসোঅং আসোঅন্তী মহুঅরিআ চিট্ঠদি। জাব ণং উবসপ্পামি।

(ততঃ প্রবিবিশত্যুদ্যানপালিকা)

সমা। (উপসৃত্য) আলি! অবি সুহো দে উজ্জাণবণবাবারো?

রাজা। এখন আমি কিরূপে সুস্থ হই? কারণ, আমার হৃদয় এখন সমস্ত অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই বামলোচনাতে অনুরক্ত হইয়াছে। সেই মালবিকাই আমার একমাত্র অবলম্বন।

[সকলের প্রস্থান

(পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতিকার প্রবেশ)

সমা। ভগবতী আমাকে আদেশ করিয়াছেন, 'সমাহিতিকে! ধারিণী দেবীকে উপহার-প্রদানার্থ বীজপূর (পুষ্পবিশেষ) লইয়া আইস।' সেই জন্য প্রমদবনের রক্ষয়িত্রী মধুকরিকাকে অন্বেষণ করিতেছি; এই যে মধুকরিকা স্বর্ণাশোক-বৃক্ষের দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিয়াছে। এখন উহার নিকট উপস্থিত হই।

(উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

সমা। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) সখি! তোমার উপবনরক্ষাদি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ত?

মধু। অম্মো সমাহিদিআ ? সহি ! সাগদং তে ?

সমা। হলা, ভঅবদী আণবেদি। অরিত্তপাণিনো অম্মারিসজণেন তত্তভোদী দেবী দেক্‌খিদব্বা ত্তা বীঅপূরএণ পেক্‌খিদুং ইচ্ছামি ত্তি।

মধু। ণং সন্নিহিদং জ্জেব বীঅপূরঅং। কহেহি দাব অন্নোন্নসংঘস্সিদাণং ণট্টাআরিআণম্ উবদেসং দেক্‌খিঅ কদরো ভঅবদী এ পসংসিদো।

সমা। দুবে বি কিল আগামিণা পওঅণিউণা অ। কিংদু সিস্সাগুণবিসেসেণ উন্নমিদো গণদাসো।

মধু। অহ মালবিআগঅং কোলীণং কিং সুণীঅদি ?

সমা। বাহং কিল তস্সিং সাহিলাসো ভট্টা। কেবলং দেবীএ ধারিণীএ চিত্তং রক্‌খন্তো অত্তণো পহুত্তণং ণ দংসেদি। মালবিআবি ইমেসু দিঅসেসু অণুহূদমুচ্ছা বিঅ মালদীমালা মিলাঅমাণা লক্‌খীঅদি। অদো অবরং ণ জাণে। বিসজ্জে হি মং।

মধু। এ কি ! সমাহিতিকা ? সখি ! তোমার কুশল ত ?

সমা। ভগবতী আদেশ করিয়াছেন, রিক্তহস্তে মাননীয়া রাজ্ঞীকে দর্শন করিতে নাই ; অতএব বীজপূর লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে হইবে।

মধু। বীজপূর ত এই তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে। এখন বল দেখি, নাট্যাচার্য্যদ্বয় যে বিদ্যোৎকর্ষ-বিষয়ে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভগবতী কাহার প্রশংসা করিলেন ?

সমা। হরদত্ত ও গণদাস উভয়েই গানশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং অভিনয়াদি কার্য্যে দক্ষ ; কিন্তু শিষ্যা মালবিকার নৃত্যগীতাদির নৈপুণ্যের আধিক্য হেতু গণদাসই হরদত্ত অপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মধু। মালবিকা সম্বন্ধে কি লোকাপবাদ শ্রুত হয় ?

সমা। শুনিতে পাই, মালবিকার প্রতি রাজা একান্ত অনুরক্ত, কেবলমাত্র ধারিণী দেবীর মন রাখার জন্য নিজ প্রভুত্ব দেখাইতে পারিতেছেন না। মালবিকাও নৃত্যগীতাদি করিবার পর হইতে এই কয়দিন মদনাতুরা হইয়া রৌদ্রতপ্ত মালতীমাল্যের ন্যায় মলিনা হইতেছেন। ইহার অধিক আর কিছুই জানি না। এখন আমাকে বিদায় দেও।

মধু। এদং সাহাবলম্বি বীজপূরঅং গেণ্হ।

সমা। (নাট্যেন গৃহীত্বা) হলা! তুমং বি ইদো পেসলতরং সাহু-জণসুস্সূসাএ ফলং পাবেহি।

[ইতি প্রস্থিতা।

মধু। সহি! সমং জ্জেব গচ্ছম্ম। অহং বি ইমস্স চিরাঅমাণকুসুমোগ্গমস্স তরণীআসোঅস্স দোহলণিমিত্তং দেবীএ ণিবেদেমি।

সমা। জুজ্জদি, অহিআরো কখু তুহ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তে।

(প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা। (আত্মানং বিলোক্য)

শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে,

ভবেৎ সাস্রং চক্ষুঃ ক্ষণমপি ন সা দৃশ্যত ইতি।

মধু। ঐ শাখাবলম্বী বীজপূরটি লইয়া যাও।

সমা। (অভিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক বীজপূর লইয়া) সখি! সাধুজনের সেবা করিয়া তুমি এই বীজপুর হইতেও উৎকৃষ্টতর ফল প্রাপ্ত হও।

[সমাহিতিকার প্রস্থান।

মধু। সখি, একসঙ্গেই যাইব। (ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর)। এই স্বর্ণাশোক-বৃক্ষের পুষ্পোদ্গম হইতে অনেক বিলম্ব হইতেছে; সুতরাং ইহার দোহদের * জন্য দেবীর নিকট গিয়া নিবেদন করিব।

সমা। ইহা উচিত বটে, এ কার্য্য তোমারই কর্ত্তব্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মদনাতুর রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। (আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়তমার আলিঙ্গনসুখের অভাবে শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে; ক্ষণকালের জন্যও প্রিয়তমা প্রত্যক্ষ

---

* দোহদ—গর্ভিণীর অভিলাষ। (চলিত কথায় ইহাকে 'সাধ দেওয়া' বলে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, স্বর্ণাশোকবৃক্ষের ফুল ফুটিতে বিলম্ব হইলে কোন রূপবতী মহিলা আসিয়া তাহাকে চরণাঘাত করেন, তাহা হইলেই শীঘ্র পুষ্পোদ্গম হয়। ইহাকেই ঐ বৃক্ষের 'সাধ দেওয়া' বলে।

তয়া সারঙ্গাক্ষ্যা ত্বমসি ন কদাচিদ্বিরহিতং,
প্রসক্তে নির্ব্বাণে হৃদয়! পরিতাপং ব্রজসি কিম্॥

বিদূ। অলং ভবদো ধীরদং উজ্‌ঝিঅ পরিদেবিদেণ। দিঠ্‌ঠা মএ মালবিআএ পিঅসহী বউলাবলিআ, সুণাবিদা অ অত্থং জো ভবদা সংদিট্‌টো।

রাজা। ততঃ কিমুক্তবতী?

বিদূ। বিণ্ণবেহি ভট্‌টারঅম্। অণুগিহীদম্হি ইমিণা ণিওএণ। কিংতু সা তবস্‌সিণী দেবীএ অহিঅং রক্‌খন্তীএ ণাঅরক্‌খিদো বিঅ ণিহী সুহং সমাণাদসদববা। তহবি ঘড়ইস্‌সং।

রাজা। ভগবন্ সঙ্কল্পযোনে! প্রতিবন্ধবৎস্বপি বিষয়েষ্বভিনিবেশ-কারী কিং তথা প্রহরসি যথা জনোঽয়ং কালান্তরক্ষমো ভবতি। (সবিস্ময়ম্)

হইতেছেন না, এই হেতু চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে; কিন্তু হে হৃদয়! সেই হরিণ-নয়নার সহিত তোমার বিচ্ছেদ নাই; তবে এরূপ পরমসুখে নিরত থাকিয়াও তুমি পরিতৃপ্ত হইতেছ না কেন?

বিদূ। ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার বিলাপ করিবার আবশ্যক নাই। মালবিকার প্রিয়সখী বকুলাবলিকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; আপনার আদেশানুসারে তাহাকে সকল বিষয় শ্রবণ করাইয়াছি।

রাজা। বকুলাবলিকা কি উত্তর দিল?

বিদূ। 'স্বামীকে জানাইবেন, এই আদেশে আমি অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু সর্প যেরূপ ধনভাণ্ডার রক্ষা করে, দেবী সেইরূপ সেই দীনা মালবিকাকে অধিক-তর সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং সহজে তাঁহাকে লাভ করা অসম্ভব। তথাপি আমি রাজার সহিত মালবিকার সংযোগ করিয়া দিব।'

রাজা। ভগবন্ মন্মথ! পদে পদে বিঘ্নসঙ্কুল বিষয়ে অভিনিবেশ-সহকারে আমাকে প্রহার করিতেছ কেন? দেখ, এই ব্যক্তি (আমি) বিলম্ব সহ্য করিতে অসমর্থ। (সবিস্ময়ে) হে মন্মথ! মনঃপীড়াদায়ক রোগই বা কোথায় আর তোমার কুসুমকোমল বিশ্বসনীয় অস্ত্রই বা কোথায়? (এ উভয়ে অনেক প্রভেদ)। লোকে যে বলিয়া থাকে, এক বস্তুই কোমল ও তীক্ষ্ণতর হইয়া থাকে, তোমাতে

ক রুজা হৃদয়প্রমাথিনী ক চ তে বিশ্বসনীয়মায়ুধম্।
মৃদু তীক্ষ্ণতরং যদুচ্যতে তদিদং মন্মথ! দৃশ্যতে ত্বয়ি॥

বিদূ। ণং ভণামি তস্মিং সাহণিজ্জে কজ্জে কিদো মএ উবাওবক্খেবোত্তি। তা পজ্জবত্থাবেদু ভবং অত্তানং।

রাজা। অথেমং দিবসশেষং উচিতব্যাপারবিমুখেন চেতসা ক যাপয়ামি?

বিদূ। অজ্জ এব্ব পঢ়মাবদারসূইআণি রত্তকুরবআণি উবাঅণং পেসিঅ ণববসন্তাবদারব্ববদেসেণ ইরাবদীএ ণিউণিআমুহেণ পত্থিদো ভবং। ইচ্ছেমি অজ্জউত্তেণ সহ দোলাদিরোহণং অণুভবিদুং ত্তি। ভবদাবি সেপ্পড়িণ্ণাদম্। তা পমদবণং এব্ব গচ্ছম্হ।

রাজা। ন ক্ষমমিদম্।

বিদূ। অহং বিঅ?

রাজা। বয়স্য! নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়ঃ। কথং মামন্যসংক্রান্তহৃদয়মুপলালয়ন্তমপি তে সখী ন লক্ষয়িষ্যতি। অতঃ পশ্যামি—

তাহাই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। (তোমার অস্ত্র পুষ্পময়, আমি বীরপুরুষ, সেই পুষ্পবাণ যখন আমাকেও ক্লেশ প্রদান করিতেছে, তখন সে অস্ত্র তীক্ষ্ণতর বটে)

বিদূ। সেই সাধনীয় কার্য্যের উপায় আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি; আপনি আত্মাকে স্থির করিয়া রাখুন।

রাজা। এখন কর্ত্তব্যকার্য্যে বিমুখ হইয়া দিবার অবশিষ্টভাগ কোথায় গিয়া অতিবাহিত করি?

বিদূ। অদ্য দেবী ইরাবতী নববসন্তাগমচ্ছলে প্রথমজাত মনোজ্ঞ রক্তকুরুবক-পুষ্প উপহার প্রেরণ পূর্ব্বক নিপুণিকার দ্বারা আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, 'আর্য্যপুত্রের সহিত দোলারোহণসুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি।' আপনিও তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অতএব প্রমদবনে যাই চলুন।

রাজা। তাহাতে আমি সমর্থ নহি।

বিদূ। কেন?

রাজা। বয়স্য! নারীজাতি স্বভাবতঃ চতুর। আমার হৃদয় অন্য রমণী প্রতি আসক্ত হইয়াছে, বাহিরে তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিব, তিনি

উচিতঃ প্রণয়ো বরং বিহন্তুং বহবঃ খণ্ডনহেতবো হি দৃষ্টাঃ
উপচারবিধির্মনস্বিনীনাং ন তু পূর্ব্বাভ্যধিকোঽপি ভাবশূন্যঃ ॥

বিদূ। ণারিহদি ভবং অন্তেউরপরিট্টিদং দক্খিণং এক্কপদে পিঠ্ঠ্দো কাদুম্।

রাজা। (বিচিন্ত্য) তেন হি প্রমদবনমার্গমাদেশয়।

বিদূ। ইদো ইদো ভবম্।

(উভৌ পরিক্রামতঃ)

বিদূ। ণং এদং পমদবণং পবণদরচলাহিং পল্লবঙ্গুলীহিং তুবরেদি বিঅ ভবন্তং পবেসিদুম্।

রাজা। (স্পর্শং রূপয়িত্বা) অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ। সখে! পশ্য।
উন্মত্তানাং শ্রবণসুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং,
সানুক্রোশং মনসিজরুজং সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।

আমার হৃদয়ের এই ভাব বুঝিতে পারিবেন না? অবশ্য পারিবেন। অতএব দেখিতেছি,বরং প্রার্থনা খণ্ডন করা ভাল, (ইরাবতী যে প্রমদবনে আমার সহিত দোলারোহণসুখ অনুভব করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করাও উচিত) খণ্ডন করিবার অনেক উপায়ও বিদ্যমান আছে; তথাপি প্রথমে অধিক প্রণয় দেখাইয়া এখন ভাবশূন্য প্রণয় প্রদর্শন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

বিদূ। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের প্রতি আপনার যে অনুরাগ চিরদিন বদ্ধমূল আছে, সহসা তাহা আপনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) তবে প্রমদবনের পথ দেখাইয়া দেও।

বিদূ। এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

বিদূ। এই প্রমদবন যেন বায়ুভরে ঈষৎ বিকম্পিত পল্লবরূপ অঙ্গুলীসঙ্কেতে আপনাকে ত্বরা প্রদর্শন করিতেছে।

রাজা। (স্পর্শসুখ অভিনয় করিয়া) নিশ্চয়ই বসন্তঋতু পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছে। সখে! দেখ, উন্মত্ত কোকিলেরা শ্রবণসুখকর রব করাতে বোধ হইতেছে যেন, বসন্ত সদয়ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'কামজনিত কষ্ট, আপনার সহ্য হইয়াছে?' চূতকুসুমগন্ধে সুরভি দক্ষিণানিল আমার অঙ্গ স্পর্শ

অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দ্দক্ষিণো মারুতো মে,
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন॥

বিদূ। পবিস ণিব্বুদিলাহাঅ।

(উভৌ প্রবিশতঃ)

বিদূ। অবহাণেণ দিট্টিং দেহি। এদং ক্খু ভবন্তং বিঅ লোহইদুকামাএ পমদবণলচ্ছীএ জুবদীবেসলজ্জাবইঅং বসন্তকুসুমণেবথং গহীদম্।

রাজা। বিস্ময়াদবলোকয়ামি।

রক্তাশোকলতাবিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ,
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরুবকং শ্যামাবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়া চ তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ,
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্॥

(ইত্যুদ্যানশোভাং নির্বর্ণয়তঃ।) (প্রবিষ্টা পর্য্যুৎসুকা মালবিকা)

মাল। অবিণ্ণাদহিঅঅং ভট্টারঅং অহিলসন্তী অত্তণোবি দাব

রাতে বোধ হইতেছে যেন, বসন্ত আপনার কোমলস্পর্শ করতল আমার অঙ্গে প্রয়োজনা করিতেছে।

বিদূ। আনন্দলাভের জন্য এখন প্রমদবনে প্রবেশ করুন।

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদূ। মনোযোগ দিয়া দেখুন, প্রমদবনশোভা আপনাকে লুব্ধ করিবার জন্যই যেন বসন্তপুষ্পসমূহ দ্বারা মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে; এই বসন্তবেশের নিকট যুবতীদিগের বেশভূষাও লজ্জা পায়।

রাজা। আমি বিস্ময়ের সহিত এই প্রমদবন দর্শন করিতেছি। এই রক্তবর্ণ অশোকপুষ্পের কান্তি মহিলাগণের বিম্বাধরস্থ অলক্তরাগকেও তিরস্কৃত করিতেছে; কৃষ্ণ, শুভ্র ও অরুণবর্ণ কুরুবক (ঝিণ্টী) পুষ্প কামিনীগণের কপোলাদির পত্রাবলীরচনাকে পরাভূত করিতেছে এবং ভ্রমররূপ কজ্জলবিশিষ্ট পুন্নাগপুষ্পসমূহ অবলাগণের ললাটস্থ তিলকরচনাকেও পরিভূত করিয়াছে; সুতরাং বোধ হইতেছে যেন, বসন্তলক্ষ্মী নারীজাতির প্রীতিপূর্ব্বক প্রসাধনকার্য্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন। (এই বলিতে বলিতে উদ্যানশোভা দর্শন)।

(অতিশয় উৎকণ্ঠিতা মালবিকার প্রবেশ)

মাল। মহারাজের হৃদয় না বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া আপনি

লজ্জেমি। কুদো বিহবো সিণিদ্ধস্স অহীঅণস্স বুত্তন্তং আচক্খিদুম্‌ ণ আণে অপ্পড়িআরগুরুঅং বেদণং কেত্তিঅং কালং মদণো মং ণইস্সদি ত্তি। (কতিচিৎপদানি গত্বা) কহিং ণু পত্থিদম্হি। (বিচিন্ত্য) আ সন্দিট্‌ঠং দেবীএ মালবিএ! গোদমচাবলাদো দোলাপরিব্‌ভটঠা সরুজো মহ চলণা। ণ সক্কণোমি। তুমং দাব গদুঅ তবণীআসোঅস্স দোহলং ণিবট্টেহিত্তি। জই সো পঞ্চরত্তব্‌ভন্তরে কুসুমং দংসেদি তদো তুহ অহিলাসপূরইদিঅং পসাদং দাইস্সং ত্তি। (ইত্যন্তরা নিঃশ্বস্য) তা জাব ণিওঅভূমিং পঢ়মং গদা হোমি। দাব অণুপদং মম চলণাল-কারহত্থাএ বউলাবলিআএ। আঅন্তব্বম্‌ তা দাব পরিদেবিস্সং বিস্-সাদ্ধং মুহুত্তঅং। (ইতি পরিক্রামতি)।

বিদূ। (দৃষ্ট্বা) হো হো এদং ক্খু সীহুপাণুব্বেজিদস্স মচ্ছণ্ডিআ উবণদা।

লজ্জিত হইতেছি। স্নেহশীল সখীজনের নিকট এ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার শক্তি বা আমার কোথায়? জানি না, কন্দর্পদেব আর কত কাল আমাকে এই উপশমের অযোগ্য দারুণ বেদনা প্রদান করিবেন। (কতিপয় পদ গমন পূর্ব্বক) এখন আমি কোথায় যাইতেছি? (স্মরণ করিয়া) দেবী আদেশ করিয়াছেন 'মালবিকে! গৌতমের চঞ্চলতা হেতু দোলা হইতে পতিত হওয়াতে আমার চরণে আঘাত লাগিয়াছে। আমার চলিবার শক্তি নাই; অতএব তুমি গিয়া তপনীয়াশোকের দোহদ সম্পাদন কর। যদি পঞ্চরাত্রির মধ্যে তাহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া প্রসাদ প্রদান করিব। (এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) অতএব যতক্ষণে আমি আদিষ্ট স্থানে গমন করিব, তাহার মধ্যেই নূপুরাদি-হস্তে বকুলাবলিকা আসিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব ক্ষণকাল আমি নিঃশঙ্কভাবে বিলাপ করি। (বকুলাবলিকা আসিলে বিলাপ করিতে পারিব না; কারণ, মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িবে)। (এই বলিয়া পরিক্রমণ)।

বিদূ। (মালবিকাকে দেখিয়া) অহো! মদ্যপানে বিহ্বল ব্যক্তির মৎস্যণ্ডিকা (মিছরির পানা) উপস্থিত হইল। (মদ্যপানমত্ত ব্যক্তি মিছরির পানা পান করিলে যেমন তাহার মত্ততা দূর হয়, সেইরূপ এই মালবিকাকে দেখিলে আপনার মদনপীড়া দূর হইবে)।

রাজা। অয়ে! কিমেতৎ?

বিদূ। এসা ণাদিপরিক্কিদবেসা উস্সুঅবঅণা এআইণী মালবিআ অদূরে বট্টদি।

রাজা। (সহর্ষং) কথং মালবিকা?

বিদূ। অহইং।

রাজা। শক্যমিদানীং জীবিতমবলম্বয়িতুম।

ত্বদুপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং হৃদয়মুচ্ছ্বসিতং মম বিক্লবম্।

তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ, সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ॥

ক্ব তত্রভবতী?

বিদূ। এসা তরুরাইমজ্ঝাদো ণিক্কন্তা ইদো জ্জেব অহিবট্টন্তী দীসদি।

রাজা। (বিলোক্য সহর্ষম্) বয়স্য! পশ্যাম্যেনাম্।

বিপুলং নিতম্বদেশে মধ্যে ক্ষামং সমুন্নতং কুচয়োঃ।

অত্যায়তং নয়নয়োর্মম জীবিতমেতদায়াতি॥

রাজা। 'এই' বলিয়া কি নির্দ্দেশ করিতেছ?

বিদূ। এই যে নাতিপরিষ্কৃতবেশধারিণী, উৎকণ্ঠিতমুখী মালবিকা একাকিনী অদূরে বিদ্যমান।

রাজা। (সানন্দে) কি, মালবিকা?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। এখন আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব। সারসপক্ষীর উচ্চধ্বনি শ্রবণ করিয়া তরুরাজিসমাবৃত নদী নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া সলিলপ্রার্থী পথিকের হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তোমার মুখে প্রিয়তমা নিকটবর্ত্তিনী শুনিয়া আমার অবসন্ন চিত্তও সেইরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। সেই মাননীয়া মালবিকা কোথায়?

বিদূ। এই যে তিনি তরুরাজির অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া এই দিকেই আসিতেছেন।

রাজা। (দেখিয়া সানন্দে) বয়স্য, এই যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি। হাঁর নিতম্বদেশ স্থূল, কটিদেশ কৃশ, স্তনযুগল সমুন্নত, নয়নদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত;

সখে! পূর্ব্বস্মাদতিমনোহরমবস্থান্তরমুপারূঢ়া তত্রভবতী। তথা হি—

শরকাণ্ডপাণ্ডুগণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা।

মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা॥

বিদূ। এসা বি ভবং বিঅ মঅণব্বাহিণা পরিমিট্ঠা ভবিস্সদি।

রাজা। সৌহার্দ্দমেবং পশ্যতি।

মাল। অঅং সো ললিদস্সুউমারদোহলাপেখ্‌কী অগিহিদকুসুম-
ণেবত্থো উক্কণ্ঠিদাএ মহ অসোও অণুকরেদি। জাব সে পচ্ছাঅসীঅলে
সিলাপট্টএ ণিসণ্ণা অত্তাণং বিণোদেমি।

বিদূ। সুদং ভবদা, উক্কণ্ঠিদম্হিত্তি অত্তভোদী মন্তেদি।

মালবিকার এইরূপ দেহটি যেন আমার দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ উপস্থিত হইতেছে। সখে! পূর্ব্বে ইহাঁকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তদপেক্ষা যেন ইনি আরও মনোহর আকৃতি ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁর গণ্ডদেশ শরতৃণের যষ্টিবৎ পাণ্ডুবর্ণ; ইহাঁর অঙ্গে পরিমিত আভরণ শোভা পাইতেছে; ইহাঁকে দেখিয়া আমার বোধ হই-তেছে, যেন বসন্তকালীন পরিপক্বপত্রপূর্ণ অল্পমাত্র-পুষ্পধারিণী কুন্দলতা শোভা পাইতেছে।

বিদূ। ইনিও আপনার ন্যায় মদনব্যাধিতে আক্রান্তা হইয়াছেন।

রাজা। আমার প্রতি তোমার স্নেহ আছে, সেই জন্যই তুমি এরূপ দেখিতেছ; (স্নেহ স্নিগ্ধ ব্যক্তির আনুকূল্যেরই অনুসরণ করে। আমাকে কামার্ত্ত দেখিয়া তুমি মালবিকাকেও কামাতুরা মনে করিতেছ। বস্তুতঃ ইহা সমীচীন নহে; অন্য কারণেও ইহাঁর পাণ্ডুবর্ণতা, কৃশতা প্রভৃতি ঘটিতে পারে।)।

মাল। এই যে সেই সুন্দর, সুকোমল, দোহদপ্রাপ্তির অভিলাষী অশোকবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে; এখন এই বৃক্ষ পুষ্পবেশ ধারণ করে নাই; আমি উৎ-কণ্ঠিত, এই অশোকবৃক্ষও আমার অনুকরণ করিতেছে। (আমি যেমন রাজসঙ্গমের অভিলাষিণী হইয়া উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থিতি করিতেছি, এই অশোকও সেইরূপ রমণীপাদাঘাতরূপ দোহদলাভের আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।) যাহা হউক, এখন ইহার তলদেশে ছায়াশীতল শিলাপট্টে বসিয়া চিত্তবিনোদন করি।

বিদূ। মহারাজ! শুনিলেন ত? এই মালবিকা 'উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি' বলিয়া যে বাক্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতে ইহাঁকে কামার্ত্তা বলিয়াই বোধ হইতেছে।

রাজা। নৈতাবতা ভবন্তং প্রসন্নতর্কং মন্যে। কুতঃ—

বোঢ়া কুরুবকরজসাং কিসলয়পুটভেদশীকরানুগতঃ।
অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়বাতঃ॥

(মালবিকোপবিষ্টা)

রাজা। সখে! ইতস্তাবদাবাং লতান্তরিতৌ ভবাবঃ।

বিদূ। ইরাবদিং বিঅ অদূরে পেক্খামি।

রাজা। ন হি কমলিনীং দৃষ্ট্বা গ্রাহমবেক্ষতে মতঙ্গজঃ। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)।

মাল। হিঅঅ! ণিরবলম্বণাদো অদিভূমিলঙ্ঘিণো মণোরহাদো বিরম। কিং মং অআসিঅ?

(বিদূষকো রাজানং বীক্ষতে)

রাজা। প্রিয়ে! পশ্য মহত্ত্বং স্নেহস্য।

রাজা। এ কথায় তোমার অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ('উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি' বলিলেই যে কামার্তা বুঝিতে হইবে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে)। কেন না, যে মলয়বায়ু ঝিণ্টীপুষ্পের পরাগসমূহ বহন করে, সঙ্কুচিত পল্লবের বিকাশ করিয়া দেয় এবং পল্লবাভ্যন্তর্গত হিমবিন্দুর সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, সেই মলয়াচলস্পর্শে বায়ুও জনসাধারণের চিত্তে উৎকণ্ঠা উৎপাদন করে।

(মালবিকার উপবেশন)

রাজা। সখে, এস, এখন আমরা লতার অন্তরালে অবস্থান করি। (তাহা হইলে মালবিকা আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন না, আমরা ইঁহার ভাবভঙ্গী অবধারণ করিতে পারিব)।

বিদূ। ইরাবতীকে যেন নিকটে দেখিতেছি।

রাজা। কমলিনী প্রত্যক্ষ হইলে আর মকরকুম্ভীরাদি জলজন্তুর প্রতি হস্তীর লক্ষ্য থাকে না। (এই বলিয়া দেখিতে দেখিতে অবস্থিতি)।

মাল। হে হৃদয়! যাহার অবলম্বন নাই এবং যাহা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, সেরূপ অভিলাষ (রাজসমাগমরূপ মনোরথ) হইতে নিবৃত্ত হও। কেন আর বৃথা আমাকে ক্লেশ প্রদান করিতেছ?

(রাজার প্রতি বিদূষকের নেত্রপাত)

রাজা। প্রিয়ে! স্নেহের মহত্ত্ব দর্শন কর, (তোমার প্রতি আমার অনুরাগের

ঔৎসুক্যহেতুং বিবৃণোষি ন ত্বং, তত্ত্বাববোধৈকফলো ন তর্কঃ।
তথাপি রম্ভোরু! করোমি লক্ষ্যমাত্মানমেষাং পরিদেবিতানাম্॥

বিদূ। সম্পদং ভবদো ণিস্‌সংসঅং ভবিস্‌সদি। এষা অগ্নিদমঅণসং-দেসা বিবিত্তে বউলাবলিআ উবগদা।

রাজা। অপি স্মরেদস্মদভ্যর্থনাম্?

বিদূ। কিং দাণিং এসা দাসীএ দুহিদা তুহ গুরুঅং সংদেসং বিস্মু-মরেদি? অহং দাব ণ বিসুমরেমি।

(প্রবিশ্য চরণালঙ্কারহস্তা বকুলাবালিকা)

বকু। অবি সুহং সহীএ?

মাল। অম্মো বউলাবলিআ উবট্টিদা? সহি, সাঅদং দে, উববিস।

বকু। (উপবিশ্য) হলা! তুমং দাণিং জোগগ্‌দাএ নিউত্তা। তা এক্কং চলণং উবণেহি, জাব সালত্তঅং সণেউরং করেমি।

প্রভাব দেখ)। হে রম্ভোরু! তুমি নিজের উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করিতেছ না; আর অনুমান দ্বারাও কোন বিষয়ের যাথার্থ্যের নিরূপণ হয় না। তথাপি তুমি যে এইরূপ পরিবেদনা প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে আমি আপনাকেই ইহার লক্ষ্যীভূত বিবেচনা করিতেছি।

বিদূ। সংপ্রতি এই মালবিকা নিশ্চয়ই আপনার ভোগ্যা হইবে। এই যে বকুলাবলিকা নির্জ্জনে উপস্থিত হইয়াছে; আমি উহাকে কামসংবাদ বিজ্ঞাপনের আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছি; বলিয়া দিয়াছি যে, 'মালবিকা যাহাতে মহারাজকে ভজনা করে, তুমি তাহার উপায়বিধান কর।' (এই বকুলাবলিকাই উত্তমরূপে বুঝাইয়া মালবিকাকে আপনার অনুবর্ত্তিনী করিবে)।

রাজা। আমি যে মালবিকাসম্ভোগের বাসনা করি, এই বকুলাবলিকার কি তাহা স্মরণ আছে?

বিদূ। এই দাসীপুত্রী কি এরূপ গুরুতর আদেশ ভুলিয়া যাইবে?

(চরণাভরণ হস্তে বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা। সখীর মঙ্গল ত?

মাল। অহো! বকুলাবলিকা যে! সখি! তোমার স্বাগত ত? উপবেশন কর।

বকুলা। (উপবিষ্ট হইয়া) তুমি উপযুক্ত বলিয়াই দেবী তোমারে অর্পণ

মাল। (স্বগতম্) হিঅঅ! অলং সুহিদাএ। উবঠ্ঠিদো অঅং বিহবো ত্তি। কহং দাণিং অত্তাণং মোচেঅম্। অহবা এদং এব্ব মে মিত্তুমণ্ডণং ভবিস্সদি।

বকু। কিং বিআরেসি? উস্সুআ ক্খু ইমস্স তবণীআসোঅস্স মুউলুগ্গমে দেবী।

রাজা। কথমশোকদোহদনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ?

বিদূ। কিং ক্খু ণ জনাসি? মহ কালণাদো ইমং অন্তেউরণেবত্থেণ জোঅইস্সদি ত্তি।

মাল। হলা মরিসেহি দাব ণম্। (পাদমুপহরতি)

বকু। অই, সরীরং সি মে। (নাট্যেন চরণসংস্কারমারভতে)।

রাজা। চরণান্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ,
সরসাং পশ্য বয়স্য! রাগলেখাম্।
প্রথমামিব পল্লবপ্রসূতিং, হরদগ্ধস্য মনোভবদ্রুমস্য॥

দোহদের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন তোমার একটি চরণ দেও, আমি উহাতে অলক্তক ও নূপুর পরাইয়া দিই।

মাল। (স্বগত) হৃদয়! আর সুখে প্রয়োজন নাই। এই ত আভরণরূপ বিভব উপস্থিত। এখন আপনাকে কিরূপে বিমুখ করি? অথবা ইহাই আমার মৃত্যুর অলঙ্কারস্বরূপ হইবে।

বকুলা। মৌনাবলম্বন করিয়া কি বিতর্ক করিতেছ? এই তপনীয়াশোকের পুষ্পোদ্গমের জন্য দেবী নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন।

রাজা। কি! এই অশোকদোহদের জন্য এই সকল আয়োজন?

বিদূ। আপনি কি জানেন না, দেবী অকারণে ইহাঁকে অন্তঃপুরবেশ পরাইয়া দিবেন?

মাল। তবে তোমার হস্তে চরণার্পণরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। (এই বলিয়া চরণ প্রদান)।

বকুলা। অয়ি সখি! তুমি আমার দেহস্বরূপ। (চরণসংস্কারের অভিনয়)।

রাজা। বয়স্য! দেখ, প্রিয়তমার পদতলে সরস অলক্তকরেখা সন্নিবেশিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, হরকোপানলে ভস্মীভূত কামদেবরূপ বৃক্ষের পল্লবোদ্গম হইয়াছে।

বিদূ। চরণাণুরূবো তত্তভোদীএ অহিআরো উবক্খিত্তো।

রাজা। সম্যগাহ ভবান্।

নবকিসলয়রাগেণার্দ্রপাদেন বালা,
স্ফুরিতনখরুচা দ্বৌ হন্তুমর্হত্যনেন।
অকুসুমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা,
প্রণমিতশিরসং বা কান্তমার্দ্রাপরাধম্॥

বিদূ। পহরিস্সদি তত্তভোদী তুমং অবরদ্ধং।

রাজা। মূর্দ্ধ্না প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদর্শিনো ব্রাহ্মণস্য।

(ততঃ প্রবিশতি যুক্তমদা ইরাবতী চেটী চ)

ইরা। হঞ্জে ণিউণিএ! সুণামি বহুসো, মদো কিল ইত্থিআজণস্স বিসেসমণ্ডণং ত্তি। অবি সচ্চো? অঅং লোঅবাদো?

নিপু। পঢ়মং লোঅবাদো এব্ব, সম্পদং সচ্চো সংবুত্তো।

বিদূ। দেবী মালবিকার প্রতি (অশোককে চরণাঘাতরূপ) যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা চরণের অনুরূপই হইয়াছে।

রাজা। তুমি ঠিক বলিয়াছ। মালবিকার অলক্তকরসার্দ্র চরণের রক্তিমা নবপল্লবের ন্যায়; নখের দীপ্তিতে উহা শোভমান; এই চরণ দ্বারা ইনি দোহদাপেক্ষায় অবস্থিত অজাতপুষ্প অশোকবৃক্ষকে এবং নবাপরাধী প্রণতশীর্ষ আমাকে প্রহার করিবার যোগ্য।

বিদূ। এই মাননীয়া মালবিকা অবশ্যই প্রণয়াপরাধী আপনাকে এবং এই অশোকতরুকে ঐ চরণ দ্বারা আঘাত করিবেন অর্থাৎ মালবিকা আপনার পত্নী হইবেন।

রাজা। সিদ্ধিদর্শী ব্রাহ্মণের বাক্য মস্তকে গ্রহণ করিলাম; (তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার বাক্য অব্যর্থ; অবশ্য আমি মালবিকাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইব)।

(মদোন্মত্তা ইরাবতী ও নিপুণিকানাম্নী চেটীর প্রবেশ)

ইরা। সখি নিপুণিকে! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, মদ (গৌড়ী প্রভৃতি পানজনিত মত্ততা) নারীজাতির উৎকৃষ্ট অলঙ্কারস্বরূপ। এই লোকপ্রবাদ কি সত্য?

নিপু। আগে লোকপ্রবাদ ছিল, এখন সত্যই হইল।

ইরা। অলং মই সিণেহেণ। কহেহি কুদো দাণিং অবগচ্ছিদব্বং দোলাঘরং পড়মাগদো ভট্টা ণ বেত্তি।

নিপু। ভট্টিণীএ অখণ্ডিদাদো পণআদো।

ইরা। অলং সেবাএ। মজ্ঝথ্থদং পরিগহিঅ ভণাহি।

নিপু। ণং বসন্তোস্সবুবাঅণলোলুবেণ অজ্জগোদমেণ কহিঅং। তুবরদু ভট্টিণী।

ইরা। (অবস্থাসদৃশং পরিক্রম্য) হঞ্জে মদেণ গিলাঅমাণং অস্তাণং অজ্জউত্তস্স দংসণে হিঅঅং তুবরাবেদি, চলণা উণ ণ পসরন্তি।

নিপু। ণং পত্তম্হ দোলাঘরং।

ইরা। নিউণিএ! অজ্জউত্তো এথ্থ ণ দীসদি।

নিপু। ভট্টিণী আলোএদু! পরিহাসণিমিত্তং কহিং বিগূঢ়েণ ভট্টিণা হোদব্বং। অম্হেবি ইমং পিঅঙ্গুলদাপরিক্খিত্তং অসোঅসিলাপট্টঅং বিসামা।

ইরা। আমার প্রতি স্নেহ হেতু সন্তোষকর কথা বলিও না; এখন বল, দোলাগৃহ কোথায়, কিরূপে জানিব? স্বামী দোলাগৃহে অগ্রে আসিয়াছেন কি না?

নিপু। ভট্টিনীর * প্রণয় অখণ্ড; (আপনার প্রতি মহারাজের পূর্ণ অনুরাগ; সুতরাং দোলাগৃহে মহারাজ অগ্রেই আসিয়াছেন।

ইরা। আনুগত্য প্রদর্শনের আবশ্যক নাই; পক্ষপাতশূন্য হইয়া কথা বল।

নিপু। বসন্তোৎসবে (তণ্ডুললড্ডুকাদি) উপহার প্রাপ্ত হইবার লোভে আর্য্য গৌতম বলিয়াছেন, রাজা অগ্রেই দোলাগৃহে আগমন করিবেন। অতএব ভট্টিনী ত্বরান্বিত হউন।

ইরা। (অবস্থাসদৃশ পরিক্রমণ পূর্ব্বক) সখি! মদ্যপানজনিত মত্ততা হেতু আমার শরীর বিকল হইয়াছে; আমার হৃদয়ই আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। কিন্তু (মত্ততা হেতু) চরণদ্বয় দ্রুতগমনে সমর্থ হইতেছে না।

নিপু। এই যে আমরা দোলাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

ইরা। নিপুণিকে! আর্য্যপুত্রকে ত দেখিতেছি না?

নিপু। অবশ্যই দেখিতে পাইবেন। পরিহাস করিবার জন্য হয় ত তিনি

---

* ভরতাভিষেকো রাজপত্নীকে ভট্টিনী বলে।

ইরা। তহ।

নিপু। (বিলোক্য) ওলোঅদু ভট্টিণী। চূদঙ্কুরং বিচিণ্বন্তীণং অম্মাণং পিবীলিআহিং দংসিদং।

ইরা। কিং বিঅ?

নিপু। এসা অসোঅপাদবচ্ছাআএ মালবিআএ বউলাবলিআ চরণালঙ্কারং ণিব্বত্তেদি।

ইরা। (শঙ্কাং রূপয়িত্বা) অভূমী ইঅং মালবিআএ। কহং এত্থ তক্কেসি?

নিপু। তক্কেমি দোলাপরিব্ভংসিদাত্র সরুঅচলণাএ দেবীএ অসোঅদোহলাহিআরে মালবিআ ণিউত্তেত্তি। অণ্ণহা কহং দেবী সঅংধারিদং এদং ণেউরজুঅলং পরিঅণস্স অব্ভণু জাণিস্সদি।

ইরা। মহদী মে সংভাবণা।

কোন স্থানে গোপনে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরাও এই প্রিয়ঙ্গুলতাব্যাপ্ত অশোকশিলাপট্টে প্রবেশ করি।

ইরা। তাহাই হউক।

নিপু। (চারিদিক্ দেখিয়া) ভট্টিনী দেখুন, চূতাঙ্কুর অন্বেষণ করিতে গিয়া পিপীলিকা আমাদিগকে দংশন করিল।

ইরা। কিরূপ?

নিপু। অশোকচ্ছায়ায় বসিয়া বকুলাবলিকা মালবিকার চরণে অলঙ্কার পরাইয়া দিতেছে।

ইরা। (শঙ্কার অভিনয় করিয়া) মালবিকার পক্ষে ইহা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কি বিবেচনা কর?

নিপু। আমার বিবেচনায় বোধ হয়, দোলা হইতে পতিত হইয়া ধারিণীদেবীর চরণে বেদনা বোধ হইয়াছে; সেই জন্যই মালবিকাকে অশোকদোহদের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহা না হইলে যে নূপুর তিনি নিজে চরণে ধারণ করেন, তাহা পরিজনকে ধারণ করিতে আদেশ দিবেন কেন?

ইরা। এ বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ জন্মিয়াছে।

নিপু। কিং ণ অণ্ণেসীঅদি ভট্টা।

ইরা। হঞ্জে! মে চলণা অগ্গদো ণ পবট্ঠন্তি। মদো মং বিক্কা-রদি। আসঙ্কিদস্স দাব অন্তং গমিস্সং।

(মালবিকাং নিরূপ্যাত্মগতম্) ঠানে খ্খু কাদরং মে হিঅঅং।

বকু। (মালবিকায়ৈ চরণং দর্শয়ন্তী) অবি রোঅদি দে রাঅরেহা-বিণ্ণাসো।

মাহ। হলা, অত্তণো চলণং ত্তি লজ্জেমি ণং পসংসিদুং। কেণ পসাহণকলাএ অহিবিণীদাসি।

বকু। এথ খ্খু ভট্টিণো সিস্সহ্মি।

বিদূ। তুবরেহি দাণিং গুরুদক্খিণাএ।

নিপু। আপনি স্বামীর অন্বেষণ করিতেছেন না কেন?

ইরা। সখি! আমার পদদ্বয় আর অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। মত্ততা আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। (যদি বল, তবে নিবৃত্ত হইতেছ না কেন? তাহার উত্তর এই যে,) সন্দেহের শেষ করিতে হইবে। (রাজা মালবিকাকে দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন কি না, আমার মনে এই যে সন্দেহ জন্মিয়াছে, সে সন্দেহ দূর না করিয়া ক্ষান্ত হইব না)। আমার হৃদয় যে সন্দিগ্ধ হইয়াছে, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। (রাজাকে লুব্ধ করিবার জন্যই মালবিকা নির্জ্জনে আসিয়া বেশবিন্যাস করিতেছে। অধিকন্তু রাজারও তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা)।

বকুলা। (মালবিকাকে চরণদ্বয় দেখাইয়া) এই তোমার একপদে অলক্ত-রাগ রঞ্জিত করা হইল, ইহা কি তোমার প্রীতিকর হইয়াছে?

মাল। নিজের চরণ; সুতরাং প্রশংসা করিতে লজ্জা বোধ হয়। এই অল-ঙ্কারবিদ্যা তোমাকে কে শিক্ষা করাইয়াছে? (অলঙ্করণকার্য্যে তুমি অতিশয় নিপুণা)।

বকুলা। এ কার্য্যে আমি ভর্ত্তার শিষ্যা।

বিদূ। এখন গুরুদক্ষিণাদানের জন্য ত্বরান্বিত হও। (রাজাকে মালবিকা প্রদানার্থ যত্নবান হও)।

মাল। দিট্ঠিআ ণ গব্বিদাসি।

বকু। উবদেসাণুরূবে চলণে লম্ভিঅ দাণিং গব্বিদা ভবিস্সং (রাগং বিলোক্যাত্মগতম্) হন্ত সিদ্ধং মে দুখং। (প্রকাশম্) সহি, এক্কস্স দে চলণস্স অবসিদো রাঅণিক্খেবো। কেবলং মুহমারুদো লম্ভইদব্বো। অহবা পবাদং এব্ব এদং ঠাণং।

রাজা। সখে! পশ্য!

আর্দ্রালক্তকমস্যাশ্চরণং মুখমারুতেন বীজয়িতুম্।
প্রতিপন্নঃ প্রথমতরঃ সংপ্রতি সেবাবকাশো মে॥

বিদূ। কুদো দে অণুসও? চিরং ভবদা এদং কমেণ অণুভবিদব্বং।

মাল। সৌভাগ্যবশে তুমি এরূপ প্রসাধনকার্য্যে নিপুণা হইয়াও গর্ব্বিতা হও না। (তোমার গর্ব্ব নাই বলিয়া তুমি প্রশংসার পাত্রী)।

বকুলা। উপদেশানুরূপ তোমার এই নৃত্যাদি শিক্ষার উপযুক্ত চরণের তুল্য চরণ প্রাপ্ত হইলে গর্ব্বিত হইতাম। (প্রসাধনকার্য্যে আমার নৈপুণ্য আছে বলিয়া আমি গর্ব্ব করি না; কিন্তু তোমার পদদ্বয় যেরূপ মনোহর, যদি এইরূপ চরণদ্বয় আমার হইত, তাহা হইলে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। যখন আমার চরণ সেরূপ নহে, তখন গর্ব্ব হইবে কেন? তুমিই বরং গর্ব্ব করিবার যোগ্য পাত্রী।) (মালবিকার চরণরাগ দেখিয়া স্বগত) অহো! রাজার দূতীকার্য্য আমার সফল হইল। (প্রকাশ্যে) সখি! তোমার একটি চরণে অলক্তক রঞ্জন করা শেষ হইয়াছে; এখন (শোষণার্থ) ফুৎকার প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরন্তু এখানে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; (সুতরাং অধিক ফুৎকার দিবারও প্রয়োজন নাই)।

রাজা। সখে, দেখ, মালবিকার আর্দ্র অলক্তকরঞ্জিত চরণ ফুৎকার দ্বারা শোষণ করিলে, আমার কর্ত্তব্য, প্রথমসেবাবসরই সম্পাদিত হইবে অর্থাৎ আমিই প্রথমে উঁহার ঐ চরণ সেবা করিব, ইহাই আমার কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু বকুলাবলিক সেই কার্য্য সম্পন্ন করিল)।

বিদূ। কেন আর অনুতাপ করিতেছেন? আপনি চিরদিন ঐ কার্য্য করিবেন। (মালবিকা আপনার ভার্য্যা হইবেই হইবে; সুতরাং আপনি চিরদিনই উঁহার চরণ সেবা করিতে পারিবেন)।

বকু। সহি, অরুণং সদপত্তং বিঅ সোহদি দে চলণং। সব্বহা ভট্টিণো অঙ্কপরিবট্টিণী হোহি।

(ইরাবতী নিপুণিকামবেক্ষতে)

রাজা। মমেয়মাশীঃ।

মাল। হলা, মা অবিণীয়ং মন্তেহি।

বকু। মন্তিদব্বং এব্ব মএ মন্তিদং।

মাল। পিআ ক্খু অহং তব।

বকু। ণ কেবলং মম।

মাল। কস্‌স বা অণ্ণস্‌স ?

বকু। গুণেসু অহিণিবেসিণো ভত্তুণো বি।

মাল। অলিঅং মন্তেসি ! এদং এব্ব মই ণত্থি।

বকুলা। সখি ! তোমার পদদ্বয় অরুণবর্ণ শতদলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তুমি সর্ব্বপ্রকারে পতিক্রোড়শায়িনী হও।

(নিপুণিকার প্রতি ইরাবতীর ইঙ্গিত)

রাজা। (আমার মনোমতরূপ কথা বলাতে) বকুলাবলিকার এই কথা আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইল।

মাল। সখি ! বিনয়শূন্য কথা বলিও না।

বকুলা। যাহা বলা যুক্তিযুক্ত,তাহাই বলিয়াছি। (ইহাতে কোন দোষ নাই)।

মাল। আমি তোমার প্রিয়তমা (স্নেহপাত্রী) ; (সুতরাং যাহাতে আমার মনে বেদনা জন্মে, সে কথা বলা তোমার অনুচিত। কারণ, রাজচক্রবর্ত্তীর পত্নী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব)।

বকুলা। তুমি কেবল আমারই স্নেহপাত্রী নও।

মাল। তবে আবার কাহার ?

বকুলা। গুণপক্ষপাতী রাজারও তুমি প্রিয়তমা।

মাল। তুমি অলীক কথা বলিতেছ ; আমার সেরূপ গুণ নাই। (রাজা গুণপক্ষপাতী সত্য,.কিন্তু আমার সেরূপ গুণ কোথায় যে, আমি রাজার প্রিয়তমা হইব) ?

বকু। সচ্চং তুহ ণত্থি। ভত্তুণো কিসেসু বরপণ্ডুরেসু দীসই অঙ্গেসু।

নিপু। পঢ়মং গণিদং বিঅ হদাসাএ উত্তরং।

বকু। অণুরাও অণুরাএণ বচ্ছেট্টব্বোত্তি সুঅণবঅণং পমাণং করেহি।

মাল। কিং অত্তণো ছন্দেন মন্তেসি।

বকু। ণ হি ণ হি। ভত্তুণো কখু এদাণি পণঅমিদুআণি অক্খরাণি বত্তুন্তরিদাণি।

মাল। হলা! দেবীং চিন্তিঅ ণ মে হিঅঅং বিস্সসদি।

বকু। মুদ্ধে! ভমরসংপাদো ভবিস্সদি ত্তি বসন্তাবদারসব্বস্সং কিং ণ চূদপ্পসবা ওদং সিদব্বো?।

মাল। তুমং দাব তুজ্ঝাদে অচ্চন্তং সাহাআ হোহি।

বকুলা। তোমার গুণ নাই বটে! মহারাজের ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ অঙ্গেই তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। (তোমার জন্য চিন্তা করিয়া মহারাজ দিন দিন কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইতেছেন; যদি তোমার গুণ না থাকিত, তবে তোমার প্রতি তিনি কেন এত অনুরাগী ও পক্ষপাতী হইবেন?)

নিপু। খলস্বভাবা বকুলাবলিকার শেষ কথা সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে।

বকুলা। অনুরাগ অনুরাগের দ্বারাই পরীক্ষা করিতে হয়। এই কথায় বিশ্বাস কর।

মাল। তুমি কি নিজ অভিপ্রায়মত কথা বলিতেছ?

বকুলা। না না, এ সকল নিশ্চয়ই স্বামীর অনুরাগকোমল উক্তি; তিনি নিজ মুখে না বলিয়া গৌতমের মুখে এ কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

মাল। সখি! দেবীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিশ্বাস করিতেছে না। (রাজহস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিব, এ বিষয়ে দেবী আমার চিরবিরোধিনী; সুতরাং আমি যে মহারাজের অঙ্কশায়িনী হইব, ইহা আমার হৃদয়ে বিশ্বাস হইতেছে না)।

বকুলা। মূঢ়ে! ভ্রমরেরা অন্তরায় হয় বলিয়া কি বসন্তকালীন নবীন সহকারমুকুলকে শিরোভূষণ করিবে না?

মাল। তবে তুমি আমার এই বর্ত্তমান বিপদে সহায় হও। (এখন কি

বকু। বিমদ্দস্সুরহী বউলাবলিআ কখু অহং।

রাজা। সাধু, বকুলাবলিকে! সাধু!

ভাবজ্ঞানানন্তরং প্রস্তুতেন,
প্রত্যাখ্যানে দত্তযুক্ত্যোত্তরেণ।
বাক্যেনেয়ং স্থাপিতা স্বে নিদেশে,
স্থানে প্রাণাঃ কামিনাং দূত্যধীনাঃ॥

ইরা। হঞ্জে! পেক্খ কারিদং এব্ব বউলাবলিআএ এদস্সিং পদং মালবিআএ।

নিপু। ভট্টিণি! ণিব্বিআরস্স উইদো উবদেসো।

ইরা। ঠাণে কখু সঙ্কিদং মে হিঅঅং। গিহীদত্থা অনন্তরং চিন্ত-ইস্সং।

কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমি বিপন্না হইয়াছি; অতএব তুমি সদ্-বুদ্ধি দিয়া আমার সাহায্য কর)।

বকুলা। আমার নাম বকুলাবলিকা; বিপৎপীড়া উপস্থিত হইলে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি। (বকুলপুষ্প স্বভাবতঃ সৌরভসম্পন্ন; তথাপি যদি তাহা ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে অধিকতর সৌরভসম্পন্ন হয়। আমিও সেইরূপ স্বভাবতঃ চতুর; তাহার উপর ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে বিশেষরূপ বিবেকশালিনী হই; সুতরাং আমার উপদেশের অনুসরণ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ)।

রাজা। সাধু বকুলাবলিকে! সাধু! আমার অভীষ্টপূরণে মালবিকার মত আছে, ইহা বুঝিবার পর বকুলাবলিকার এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে আর প্রত্যাখ্যান করিলেও এ কথা বলা অসঙ্গত হয় নাই; এই প্রকার উত্তর য়া বকুলাবলিকা মালবিকাকে আপনার নির্দ্দেশে স্থাপিত করিয়াছে। কামার্ত ক্তির প্রাণ যে দূতীদিগের অধীন, তাহা সর্ব্বথা সঙ্গত।

ইরা। সখি! দেখ, বকুলাবলিকা মালবিকাকে নিজ আদেশপালনে সম্মত রিতে উদ্যম করিতেছে।

নিপু। ভট্টিণি! দৌত্যকার্য্যে এ প্রকার উপদেশ দেওয়া সঙ্গত।

ইরা। আমার হৃদয় যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা ঠিক। অতঃপর যাহা র্য্যন্ত, (ইহাদের উভয় [illegible]) [illegible]

বকু। এসো দুদীওবি দে ণিব্বুত্তপরিকম্মা চলণো। জাব ণং ণি
সণেউরং করেমি। (নাট্যেন নূপুরযুগলমামুচ্য) হলা! উঠ্‌ঠেহি, অসো
অবিআসইত্তিঅং ণিওআং দেবীএ ণিওঅং অনুটি্‌ঠঠ।

(উভে উত্তিষ্ঠতঃ)

ইরা। সুদো দেবীএ ণিওআে। ভোদু দাণিম্।

বকু। এসো উবারূঢ়রাও উবভোঅক্‌খমো পুরদো দি বিঠ্‌ঠদি।

মাল। (সহর্ষম্) কিং ভট্টা ?

বকু। (সস্মিতম্) ণ দাব ভট্টা। অসোঅসাহাবলম্বী পল্লবগুচ্ছও
আদংসেহি দাব ণং।

(মালবিকা বিষাদং নাটয়তি)

বিদূ। কিং সুদং ভবদা ?

রাজা। সখে! পর্য্যাপ্তমেতাবতা কামিনাম্।

অনাতুরেণোৎকণ্ঠিতয়োঃ প্রসিধ্যতা,
সমাগমেনাপি রতির্ন মাং প্রতি।

বকুলা। তোমার দ্বিতীয় চরণেও অলক্তক দেওয়া শেষ হইল; এখন নূপুর
পরাইয়া দিই। (নূপুরযুগল পরাইয়া) সখি! এখন উঠ, অশোকদোহদের
কার্য্য করিয়া দেবীর আদেশ পালন কর।

(উভয়ের গাত্রোত্থান)

ইরা। শুনিলে, দেবীর আদেশ? যাহা হউক, এখন দেখি, অতঃপর আর
কি হয়।

বকুলা। এই রক্তবর্ণ, উপভোগযোগ্য (শিরোভূষণের বা সুরতসম্ভোগ
যোগ্য) পদার্থ তোমার সম্মুখে বিদ্যমান।

মাল। কি? স্বামী?

বকুলা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) না, স্বামী নহেন; অশোকশাখাবলম্বী পল্লব
গুচ্ছ সম্মুখে বিদ্যমান; উহা দ্বারা কর্ণভূষণ সম্পাদন কর।

(মালবিকার বিষাদাভিনয়)

বিদূ। মহারাজ! কি শুনিলেন?

রাজা। সখে! কামীদিগের পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত। এক জন উৎকণ্ঠারহিত

পরস্পরপ্রাপ্তিনিরাশয়োর্ব্বরং,
শরীরনাশোঽপি জনানুরাগয়োঃ ॥

(মালবিকা রচিতপল্লবাবতংসা সলীলমশোকায় পাদং প্রহিণোতি।)

রাজা। বয়স্য !

আদায় কর্ণকিসলয়মস্মাদিয়মত্র চরণমর্পয়তি।
উভয়োঃ সদৃশবিনিময়াদাত্মানং বঞ্চিতং মন্যে ॥

মাল। বামো ক্খু এসো অসোও জো ববঞ্জঅং পমাণীকদুঅ কুসুমগ্গমং ণ দংসেদি। অবি ণাম অহ্মাণং সম্ভাবনা সফলা হবে ?

বকু। হলা ! ণত্থি দে দাসো। অয়ং জ্জেব ণিগ্গুণো অসোও কুসুমগ্গমমন্থরো হবে, জো দে চলণসক্কারং লম্ভিদো।

রাজা। অনেন তনুমধ্যায়া মুখরনূপুরারাবিণা,
নবাম্বুরুহকমলেন চরণেন সম্ভাবিতঃ।

অশোক ! যদি সত্ত্ব এব মুকুলৈর্ন সম্পৎস্যতে,
মুধা বহসি দোহদং ললিতকামিসাধারণম্ ॥

সখে ! বচনাবকাশপূর্ব্বং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি।

আর এক জন উৎকণ্ঠাকুল ; এরূপ বিষমভাবস্থ নায়ক-নায়িকার সংযোগ ঘটিলে, তাহা আমার মতে সুসংযোগ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যদি দুই জনের অনুরাগ সমান হয়, অথচ মিলনের আশা না থাকে, সে অবস্থায় প্রাণবিয়োগও শ্রেয়স্কর।

(মালবিকার পল্লবালঙ্কার ধারণ এবং লীলাসহকারে অশোকের প্রতি চরণাঘাত)

রাজা। বয়স্য ! এই মালবিকা অশোকবৃক্ষের নিকট হইতে কর্ণালঙ্কার লইয়া ইহাকে চরণাঘাত করিলেন। ইহাঁদের উভয়ের সমান বিনিময় হেতু আমি আপনাকে বঞ্চিত মনে করিতেছি। (আমি ইহাঁকে কর্ণভূষণ দিতে পারিলাম না, চরণাঘাতও প্রাপ্ত হইলাম না ; সুতরাং আমি বঞ্চিত হইলাম)।

মাল। এই অশোক আমাদিগের প্রতি প্রতিকূল। রমণীচরণাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও এই অশোকে পুষ্পোদগম হইল না। আমাদিগের উদ্যোগ কি সফল হইবে ?

বকুলা। সখি ! তোমার দোষ নাই। যদি তোমার চরণাঘাত প্রাপ্ত হইয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে বিলম্ব করে, তাহা হইলে এই অশোকই কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন।

বিদূ। এহি ণং পরিহাসইস্সং।

(উভৌ প্রবেশং কুরুতঃ)

নিপু। ভট্টিণি! ভট্টিণি! ভট্টা এথ পবিসদি।

ইরা। এদং মম পঢ়মং চিন্তিদং হিঅএণ।

বিদূ। (উপেত্য) হোদি। জুত্তং ণাম অত্তভোদি পিঅবঅস্স অসোও্ো বামপাএণ তাড়ইদং।

উভে। (সসম্ভ্রমম্) অম্মো ভট্টা। জেদু জেদু ভট্টা।

বিদূ। বউলাবলিএ! গিহীদথাএ তুএ অত্তভোদী ঈরিসং অবিণ করন্তী কীস ণ ণিবারিদা।

রাজা। হে অশোক! কৃশমধ্যা মালবিকা শব্দায়মান নূপুরশোভিত স প্রস্ফুটিত পদ্মবৎ কোমল চরণ দ্বারা আঘাত করাতে তুমি সম্মানিত হইয়াছ তাহাতেও যদি তুমি সদ্যঃ পুষ্প প্রস্ফুটিত না কর,তাহা হইলে কামার্ত্ত ব্যক্তি যেম বৃথা রমণীর চরণাঘাত বহন করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা মালবিকার পদাঘাত বহ করিলে। সখে! ইহাদিগের উভয়ের যে কথপোকথন হইতেছে, উহা শে হইলে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি।

বিদূ। আসুন, মালবিকাকে হাসাইব। (আর কথপোকথনসমাপ্তি পর্য্য বিলম্বের প্রয়োজন নাই)।

(উভয়ের প্রবেশ)

নিপু। ভট্টিণি! ভট্টিণি! রাজা অশোককুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন।

ইরা। আমার হৃদয় ইহা পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়া রাখিয়াছে।

বিদূ। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) মাননীয় প্রিয় বয়স্য নিকটে থাকিতে অশোকে বামপদ দ্বারা তাড়না করা কি সঙ্গত হইয়াছে?

উভয়ে। (সসম্ভ্রমে) এ কি, স্বামী? মহারাজের জয় হউক, মহারাজে জয় হউক।

বিদূ। বকুলাবলিকে! তুমি ত সকল বিষয়ই অবগত আছ; তবে কে তুমি মাননীয়া মালবিকাকে (অশোকবৃক্ষে পাদপ্রহাররূপ) অভিনয় (ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলে না? (এই অশোকবৃক্ষ নিরপরাধী, ইহার প্রতি পদাঘা করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। তুমি রাজার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলই জান; অশো কে পদাঘাত না করিয়া বরং রাজাকে পদাঘাত করাই মালবিকার উচিত ছিল)

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি।)

নিপু। ভট্টিণি! পেক্খ, কিং পউত্তং অজ্জগোদমেণ।

ইরা। কহং ক্খু বম্মবন্ধূ অণ্ণহা জীবিস্সদি।

বকু। অজ্জ, এসা দেবীএ ণিওআং অণুচিট্ঠদি। এদস্সিং অদি-
য় পরবদী ইঅং। পসীদদু ভট্টা।

(ইতি আত্মনা সহৈনাং প্রণিপাতয়তি)

রাজা। যদ্যেবমনপরাদ্ধাসি। উত্তিষ্ঠ ভদ্রে! (হস্তেন গৃহীত্বোত্থা-
তি)।

বিদূ। জুজ্জদি দেবী এত্থ মাণাইদব্বা।

রাজা। (বিহস্য)

কিসলয়মৃদোর্বিলাসিনি কঠিনে নিহিতস্য পাদপস্কন্ধে।

চরণস্য ন তে বাধা সম্প্রতি বামোরু! বামস্য॥

(মালবিকা লজ্জাং নাটয়তি)

(মালবিকার ভয়ের অভিনয়)

নিপু। ভট্টিণি! দেখ, আর্য্য গৌতম কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ইরা। এই ঘৃণিত ব্রাহ্মণ এরূপ না করিলে কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ
রবে?

বকুলা। আর্য্য! ধারিণী দেবীর আদেশেই মালবিকা অশোকবৃক্ষে পদাঘাত
রিয়াছেন; এ বিষয়ে ইনি পরাধীন; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন।

(মালবিকা ও বকুলাবলিকার রাজাকে প্রণাম)

রাজা। যদি তাহাই হয়, (যদি ধারিণী দেবীর আদেশেই পদপ্রহার করিয়া
ক,) তাহা হইলে ভদ্রে! গাত্রোত্থান কর। তোমার কোন অপরাধ নাই।
এই বলিয়া মালবিকার হাত ধরিয়া উত্তোলন)।

বিদূ। আপনার কথাই ঠিক। অশোকবৃক্ষে পাদপ্রহারবিষয়ে দেবী ধারিণীর
ন আমরা রক্ষা করিলাম।

রাজা। হে বিলাসিনি! হে বামোরু! কঠিন বৃক্ষস্কন্ধে পল্লববৎ কোমল
বাপদ নিক্ষেপ করিতে সংপ্রতি কি তোমার চরণে বেদনা বোধ হয় নাই?

(মালবিকার লজ্জাপ্রকাশ)

ইরা। অহো! ণবণীদকপ্পহিঅও অজ্জউত্তো।

মাল। বউলাবলিএ! এহি, অণুচিট্‌ঠিদং অত্তণো ণিওঅং দেবী… নিবেদেহ্ম।

বকু। বিণ্ণবেহি ভট্‌টারং বিসজ্জেহি ত্তি।

রাজা। ভদ্রে! যাস্যসি। মম তাবত্‌ৎপন্নাবসরমর্থিত্বং শ্রূয়তাম্।

বকু। অবহিদা সুণাহি। আণবেদু ভট্টা।

রাজা। ধৃতিপুষ্পময়মপি জনো বধ্নাতি ন তাদৃশং চিরাৎ প্রভৃতি… স্পর্শামৃতেন পূরয় দোহদমস্যাপ্যনন্যরুচেঃ।

ইরা। (সহসোপসৃত্য) পূরেহি পূরেহি। অসোআকুসুমং… দংসেদি। অঅং কখু উণ ণ পুফ্‌ফই ফলইজ্জেব।

ইরা। অহো! আর্য্যপুত্রের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল।

মাল। বকুলাবলিকে! আইস, দেবীর আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে, এ… কথা তাঁহার নিকট গিয়া নিবেদন করি।

বকুলা। স্বামীকে বল যে, 'বিদায় দিন।' (প্রভুর অনুমতি না লইয়া গমন করা ন্যায়সঙ্গত নহে)।

রাজা। এত দিন সেরূপ অবসর ঘটে নাই বলিয়া আমার প্রার্থনা জানাইতে পারি নাই; এখন অবসর উপস্থিত হইল; অতএব আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর; পরে যাইবে।

বকুলা। অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রভু আদেশ করুন।

রাজা। কেবল যে অশোক তোমার নিকট দোহদলাভের প্রত্যাশায় ছিল তাহা নহে। এই ব্যক্তিও (আমিও) বহুকালাবধি (তোমাকে প্রথম দর্শন করিয়া অবধি) ধৈর্য্যরূপ পুষ্প ধারণ করিতে পারিতেছি না। অতএব অমৃতোপম দেহ স্পর্শ দ্বারা অনন্যরুচি (একমাত্র তোমাতে অনুরক্ত) এই ব্যক্তির দোহদ (অভি… লাষ) পূর্ণ কর।

ইরা। (সহসা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) পূরণ কর, পূরণ কর। অশোক কুসু… প্রদর্শন করিবে না; কিন্তু এই রাজা কদাপি পুষ্প ধারণ করেন না, পরন্ত ফ… উৎপাদন করিবেন।

(সর্ব্বে ইরাবতীং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা। (অপবার্য্য) বয়স্য! কা প্রতিপত্তিরত্র ?

বিদূ। কিং অণ্ণং। জঙ্ঘাবলং এব্ব সরণম্‌।

ইরা। সাহু বউলাবলিএ! সাহু! তুএ উবকন্তং। দাণিং করেহি সফলপ্‌পত্থনং অজ্জউত্তং।

উভে। পসীদদু ভট্টিণী। কাও্যা অহ্মে ভট্টিণো পণঅপরিগ্‌গহস্স। [ইতি নিষ্ক্রান্তে।

ইরা। অবিস্‌সসণীআ পুরিসা। অত্তণো বঞ্চণবঅণং পমাণীকরিঅ বাহজণগীদগহীদচিত্তাএ হরিণীএ বিঅ পদং ণ বিণ্ণাদং।

বিদূ। (জনান্তিকম্‌) ভো পড়িবজ্জেহি কিংপি উত্তরং। কিং ণ ভণই "উদআন্দমূলে বিবহিএ বিমহিদেণ কুম্ভীলেণ সন্ধিচ্ছেদো সিক্‌খিদ-বেবাত্তি" বত্তব্বং হোদি।

(ইরাবতীকে দেখিয়া সকলের ব্যস্তসমস্ত হওন)

রাজা। (অপবারিত হইয়া) বয়স্য! এখন কি করা কর্ত্তব্য ?

বিদূ। আর কি কর্ত্তব্য ? এখন জঙ্ঘাবলই কর্ত্তব্য। (পলায়নই শ্রেয়ঃ)।

ইরা। বকুলাবলিকে! সাধু! ভাল কাজই করিয়াছ। এখন আর্য্যপুত্রকে পূর্ণমনোরথ কর।

উভয়ে। ভট্টিণী প্রসন্ন হউন। রাজার প্রেম আকর্ষণের যোগ্যতা আমাদের কাহারও নাই। [উভয়ের প্রস্থান।

ইরা। হরিণী যেমন ব্যাধের সঙ্গীতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়, পরে মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আমিও সেইরূপ রাজার প্রতারণাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া এখানে আগমন পূর্ব্বক মর্ম্মপীড়ায় আহত হইলাম। রাজা আমাকে বলিয়াছিলেন, 'প্রিয়ে! অদ্য তুমি প্রমদবনে যাইও, আমরা উভয়ে তথায় যাইব।' সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়া কেবল মর্ম্মযাতনাই প্রাপ্ত হইলাম।

বিদূ। (জনান্তিকে) এখন কি উত্তর দেওয়া যায়, স্থির করুন। নির্জ্জ নদীজলসমীপে কোন চোরকে ধরিয়া প্রহার করিলে, চোর যেমন সেই প্রহার কর্ত্তার দেহের সন্ধিস্থান কর্ত্তন করিয়া পলায়নের ইচ্ছা করে, আমিও সেইরূপ এ

রাজা। সুন্দরি! ন মে মালবিকয়া কশ্চিদর্থঃ। ময়া ত্বং চিরয়-সীতি যথাকথঞ্চিদাত্মা বিনোদিতঃ।

ইরা। অবিসসসণীওাসি। ণ মএ বিণ্ণাদং ঈরিসং বিণোদবত্থুঅং অজ্জউত্তেণ উবলদ্ধং ত্তি। অণ্ণহা দুক্খভাইণীএ এব্ব ণ করীয়দি।

বিদূ। মা দাব অত্তভোদো দক্খিণ্ণস্স উবরোহং করেহি, সমীবদিট্‌-ঠেণ দেবীএ পরিচারি ইত্থিআঅণেন সংকহাবি জই বারীঅদি এত্থ তুমং এব্ব পমাণং।

ইরা। ণং সঙ্কহা ণাম হোদু, কিংত্তি অত্তাণং আআসইস্সং।

[ইতি রুষ্টা প্রস্থিতা।

রাজা। (অনুসরন্)। প্রসীদতু ভবতী।

নির্জ্জন স্থানে তোমাদের কর্ত্তৃক নিপতিত হইয়া স্বীকৃত সন্ধিভঙ্গ পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করি। ইহাই এখনকার উত্তর।

রাজা। সুন্দরি! মালবিকায় আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আমি কোন প্রকারে আত্মবিনোদন করিতেছিলাম।

ইরা। (বিদূষকের প্রতি) তুমি অবিশ্বাসী। আর্য্যপুত্র যে মালবিকারূপ বিনোদনবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না। জানিলে, এই দুঃখ-ভাগিনী আমি এখানে উপস্থিত হইতাম না।

বিদূ। সকল ভার্য্যার প্রতিই মাননীয় রাজার সমান অনুরাগ; অতএব এ বিষয়ে কোনরূপ বাধা প্রদান করিবেন না। আপনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন, ধারিণী দেবীর পরিচারিকা মালবিকার সহিত মহারাজ কথোপকথন বা পরিহাসাদি করিতেছিলেন। যদি ধারিণী দেবী আপনার কোন পরিচারিকার সহিত কথোপ-কথন করিতে রাজাকে নিষেধ করেন, তাহা হইলে যেমন আপনার অন্তরে দুঃখ বোধ হয়, আপনি সেইরূপ ধারিণী দেবীর পরিজনের সহিত কথোপকথনে রাজাকে নিষেধ করিলে ধারিণী দেবীর হৃদয়েও দুঃখ বোধ হইবার সম্ভব। ইহাতে কোন দোষ নাই।

ইরা। ভাল, তাহাই হউক, রাজা মালবিকার সঙ্গে কথোপকথন করুন; আমি আর এখানে থাকিয়া আত্মাকে ক্লেশ প্রদান করি কেন? আমি এখন স্থানান্তরে যাই।

[রোষসহকারে প্রস্থান।

রাজা। (ইরাবতীর অনুসরণ পূর্ব্বক) দেবী প্রসন্না হউন।

(ইরাবতী রশনাসন্দানিতচরণা ব্রজত্যেব)

রাজা। সুন্দরি! ন শোভতে প্রণয়িনি জনে নিরপেক্ষতা।

ইরা। সঠ! অবিস্সসণীওসি।

রাজা। শঠ ইতি ময়ি তাবদস্তু তে, পরিচয়বত্যবধীরণা প্রিয়ে!
চরণপতিতয়া ন চণ্ডি! তাং বিসৃজসি মেখলয়াপি যাচিতা॥

ইরা। ইঅং বি হদাসা তুমং এব্ব অণুসরদি।

(রশনামাদায় রাজানং তাড়য়িতুমিচ্ছতি)

রাজা। বয়স্য! এষা ইরাবতী।
বাষ্পাসারা হেমকাঞ্চীগুণেন শ্রোণীবিম্বাদপ্যুপেক্ষাচ্যুতেন।
চণ্ডী চণ্ডং হন্তুমভ্যুদ্যতা মাং বিদ্যুদ্দাম্না মেঘরাজীব বিন্ধ্যম্॥

ইরা। কিং মং এব্ব ভূয়ো বি মং অবরদ্ধং করেসি।

রাজা। (সরশনং হস্তমবলম্বয়তি)

(কাঞ্চীদাম দ্বারা বদ্ধচরণ হইয়া ইরাবতীর গমনোদ্‌যোগ)

রাজা। সুন্দরি! প্রণয়ী ব্যক্তির উপর ঔদাসীন্যপ্রদর্শন উচিত নয়।

ইরা। শঠ! তোমাকে আর বিশ্বাস নাই।

রাজা। প্রিয়ে! তুমি 'শঠ' বলিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু হে চণ্ডি! তোমার চিরপরিচিত এই কাঞ্চীদাম পায়ে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছে, ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

ইরা। এই খলস্বভাব মেখলা তোমারই অনুকরণ করিতেছে। এই মেখলা প্রথমে আমার গমনে বাধা দিয়া, পরক্ষণেই আবার চরণতলে পড়িয়া অনুনয়বিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (কাঞ্চীদাম তুলিয়া তদ্দ্বারা রাজাকে প্রহারের ইচ্ছা প্রকাশ)।

রাজা। বয়স্য! ধারাবর্ষিণী মেঘরাজী যেমন তড়িন্মালা দ্বারা বিন্ধ্যপর্ব্বতকে আঘাত করে, এই বাষ্পধারানিঃসারিণী কোপনা ইরাবতীও সেইরূপ নিতম্বমণ্ডল হইতে উপেক্ষাবশে স্খলিত কাঞ্চীদাম দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইরা। কি, পুনরায় আমাকে অপরাধিনী করিতেছ?

রাজা। (কাঞ্চীদামসহ ইরাবতীর হাত ধরিয়া) অয়ি। কুটিলে?

অপরাধিনি ময়ি দণ্ডং সংহরসি কিমুদ্যতং কুটিলকেশি।
বর্দ্ধয়সি বিলসিতং ত্বং দাসজনায়াত্র কুপ্যসি চ॥
(নূনমিদানীমনুজ্ঞাতম্। ইতি পাদয়োঃ পতিতঃ)

ইরা। ণ ক্খু ইমে মালবিআএ চলনা জা দে হরিসদোহলং পূরয়িস্সন্তি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা সচেটী।

বদূ। উট্‌ঠেহি, অকিদপ্পসাদোসি।

রাজা। (উত্থায়েরাবতীমপশ্যন্) কথং গতৈব প্রিয়া ?

বিদূ। বঅস্স! দিট্‌টিআ ইমস্স অবিণঅস্স অপসণ্ণা গদা এসা। তা অম্হে সিগ্‌ঘং অপক্কমাম। জাব অঙ্গারওরাসিং বিঅ অণুবক্কং পড়িগমণং ণ করেদি।

রাজা। অহো, মদনস্য বৈষম্যম্!

অপরাধী; আমাকে কাঞ্চীদামপ্রহাররূপ দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়া আবার নিরস্ত হইলে কেন? তুমি এই দাসের প্রতি কুপিত হইয়াছ, আবার এখন নানারূপ বিলাসভঙ্গীও দেখাইতেছ; সুতরাং তোমার এই লীলাও চমৎকারিণী। আমার বোধ হইতেছে, নিশ্চয়ই তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে সম্মত হইয়াছ। (এই বলিয়া ইরাবতীর চরণে পতন)।

ইরা। এ মালবিকার চরণ নহে যে, তোমার আনন্দজনক অভিলাষ পূর্ণ হইবে। [চেটীর সহিত ইরাবতীর প্রস্থান।

বিদূ। উঠুন, ইরাবতী দেবী আপনার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

রাজা। (উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া) ইরাবতী দেবী কি ক্রোধ করিয়া চলিয়া গেলেন?

বিদূ। আপনার ভাগ্যবশেই ইরাবতী দেবী পূর্ব্বানুষ্ঠিত অপব্যবহার হেতু অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। (এখানে থাকিলে হয় ত আরও কি অনর্থ ঘটাইতেন; সুতরাং তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে সৌভাগ্যই বলিতে হইবে)। চলুন, মঙ্গলগ্রহ যেমন মেষাদি অন্যতম রাশিতে বক্রভাবে গমন করিলে অনিষ্ট ঘটে, সেইরূপ যাবৎ ইরাবতী বক্র (প্রতিকূল) হইয়া কোন অনিষ্ট সংঘটিত না করেন, তাবৎ আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

রাজা। অহো! কামদেবের কি বৈষম্য! মালবিকাতে আমার চিত্ত একা

মন্যে প্রিয়াহৃতমনাস্তস্যাঃ প্রণিপাতলঙ্ঘনং সেবাম্।
এবং হি প্রণয়বতী সা শক্যমুপেক্ষিতুং কুপিতা॥
তদেহি কুপিতাং দেবীং প্রসাদয়াবঃ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

চতুর্থোঽঙ্কঃ।

—ঃ*ঃ—

(ততঃ প্রবিশতি পর্য্যুৎসুকো রাজা প্রতীহারী চ)

রাজা। (আত্মগতম্)

তামাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাশয়া বদ্ধমূলঃ,
সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং রূঢ়রাগপ্রবালঃ।
হস্তস্পর্শৈঃ কুসুমিত ইব ব্যক্তরোমোদ্গমত্বাৎ,
কুর্য্যাৎ কান্তং মনসিজতরুর্মাং রসজ্ঞং ফলস্য॥

আসক্ত; আমি প্রণিপাত করিলেও ইরাবতী তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমার প্রতি ইরাবতী প্রণয়বতী; কিন্তু এখন তিনি কুপিত হইয়া প্রস্থান করিলেন; সুতরাং আমাকে উপেক্ষা করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। সুতরাং এই অবসরে আমি মালবিকালাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিব।

[সকলের প্রস্থান।

(উৎকণ্ঠিত রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) যখন চিত্রদর্শনকালে মালবিকার নামমাত্র শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখন তাঁহার সমাগমের আশায় কন্দর্পরূপ বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তৎপরে নৃত্যাদিকরণসময়ে যখন তিনি নয়ন-পথে নিপতিত হইলেন, তখন সেই বৃক্ষে অনুরাগরূপ পল্লব উৎপন্ন হয়; অবশেষে যখন তাঁহার হস্তস্পর্শ করি, তখন রোমাঞ্চ হওয়াতে সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া উঠে; সুতরাং সেই

(প্রকাশম্) সখে গৌতম !

প্রতী। জেদু জেদু ভট্টা। অসণ্ণিহিদো গোদমো।

রাজা। (আত্মগতম্) আঃ! মালবিকাবৃত্তান্তজ্ঞানায় ময়া প্রেষিতঃ।

(প্রবিশ্য বিদূষকঃ)

বিদূ। জেদু জেদু ভবম্।

রাজা। জয়সেনে! জানীহি তাবৎ। ক্বাসৌ দেবী ধারিণী সরুজচরণত্বাদ্বিনোদ্যন্ত ইতি।

প্রতী। জং দেবো আণবেদি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। গৌতম! কো বৃত্তান্তস্তত্রভবত্যাস্তে সখ্যাঃ।

বিদূ। জো বিড়ালগিহীদাএ পরহুদিআএ।

কাম-বৃক্ষ আমাকে এখন তাহার ফলের রসাস্বাদন করাইয়া সুখী করুক্। (প্রকাশ্যে) ওহে গৌতম!

প্রতী। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক। গৌতম এখানে উপস্থিত নাই।

রাজা। (আত্মগত) ও! মালবিকার সংবাদ জানিবার জন্য আমি গৌতমকে প্রেরণ করিয়াছি।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। মহারাজের জয় হউক্।

রাজা। (প্রতীহারীর প্রতি) জয়সেনে! ধারিণী দেবী দোলা হইতে পতিত হইয়া চরণে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন্ স্থানে পরিজনেরা এখন তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, জানিয়া আইস।

প্রতী। মহারাজের যেরূপ আদেশ।

[প্রস্থান।

রাজা। গৌতম! মাননীয়া তোমার সখী মালবিকার সংবাদ কি?

বিদূ। বিড়ালে ধরিলে কোকিলার যে অবস্থা হয়, মালবিকারও সেই অবস্থা।

---

* এ স্থলে গৌতম (বিদূষক) উপস্থিত না থাকিলেও রাজা অন্যমনস্কতা হেতু ভ্রমবশে

রাজা। (সবিষাদম্) কথমিব ?

বিদূ। সা ক্খু তবস্সিণী তাএ পিঙ্গলক্খীএ সারভণ্ডভূধরএ গুহাএ বিঅ ণিক্খিত্তা।

রাজা। নন্বু মৎসম্পর্কমুপলভ্য ?

বিদূ। অধইং ?

রাজা। ক এবং বিমুখোঽস্মাকং যেন চণ্ডীকৃতা দেবী ?

বিদূ। সুণাদু ভবম্। পরিব্বাজিআএ মে কহিদং। হিও কিল তত্তভোদী ইরাবদী রুঅকস্তচলণাং দেবীং সুহং পুচ্ছিদুং আঅদা।

রাজা। ততস্ততঃ ?

বিদূ। তদো সা দেবীএ পুচ্ছিদা। কিন্নু ওলোইদো বল্লহজণো ত্তি। তাএ উত্তং। মন্দো বো উঅআরো। জং পরিজ্জণে সংকন্তং বল্লহত্তণং ণ জাণীঅদি।

রাজা। (সবিষাদে) কি প্রকার ?

বিদূ। শোচনীয়া মালবিকা পিঙ্গলাক্ষী-নাম্নী দেবীর পরিচারিকা কর্ত্তৃক পর্ব্বতকন্দরবৎ গভীর ভূগর্ভস্থ কোষাগার-গৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

রাজা। মালবিকার সহিত আমার গুপ্ত প্রণয় সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া কি তাহাকে ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে ?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। আমাদের প্রতিকূল হইয়া কে দেবীকে এরূপে ক্রোধান্বিত করিল ?

বিদূ। শ্রবণ করুন। পারিব্রাজিকা আমাকে বলিয়াছেন, গত কল্য দেবীর চরণে যে আঘাত লাগিয়াছে, সেই সম্বন্ধে স্বাস্থ্য-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে ইরাবতী তথায় গিয়াছিলেন।

রাজা। তাহার পর, তাহার পর ?

বিদূ। ধারিণী দেবী ইরাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রমদবনে কি প্রিয়-জনকে দেখিয়াছ ?' ইরাবতী বলিলেন, 'রাজার প্রতি তোমাদিগের প্রিয়ব্যবহার এখন প্রশস্ত নহে; কারণ, তোমার নিজের পরিজনের (মালবিকার) প্রতি রাজার প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না।'

রাজা। নির্ব্বেদাদৃতেঽপি মালবিকায়ামযমুপন্যাসঃ শঙ্কয়তি।*

বিদূ। তদো তাএ অণুবন্ধিজ্জমাণা সা ভবদো অবিণঅং অন্তরেণ পরিগদত্থা কিদা।

রাজা। অহো! দীর্ঘরোষতা তত্রভবত্যাঃ। অতঃপরং কথয়।

বিদূ। কিং অবরম্। মালবিআ বউলাবলিআ অ ণিঅলপদীও অদিট্ঠসুজ্জপাএ পাদালবাসং ণাঅকণ্ণআও বিঅ অণুহোন্তি।

রাজা। কষ্টং কষ্টম্!

মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে॥

অপ্যত্র কস্যচিদুপক্রমস্য গতিঃ স্যাৎ।

বিদূ। কহং ভবিস্সদি। জং সারভাণ্ডঘরএ বাউদা মাহবিআ

রাজা। মালবিকার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইহা প্রকাশ না পাইলেও মালবিকা সম্বন্ধে ইরাবতী-কৃত এই যে উপন্যাস (আমার প্রণয়াকর্ষণরূপ দোষস্থাপন), ইহাই ভীতি উৎপাদন করিতেছে।

বিদূ। পরে ইরাবতী কর্ত্তৃক খিদ্যমানা ধারিণী দেবী জানিতে পারিলেন যে আপনার অশিষ্ট ব্যবহার ব্যতিরেকেও এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে অর্থাৎ আপনার বিনা চেষ্টাতেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, ইরাবতী ভঙ্গীক্রমে ইহাই ধারিণী দেবীকে জানাইলেন।

রাজা। অহো! তবে ইরাবতীর ক্রোধ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল? তার পর কি হইল, বল।

বিদূ। ইহার পর আর কি বলিব? মালবিকা ও বকুলাবলিকা উভয়ে এখন চরণে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া অসূর্য্যম্পশ্যা নাগকন্যাদ্বয়ের ন্যায় পাতালবাস করিতেছেন।

রাজা। অহো! অত্যন্ত কষ্ট! মধুরকণ্ঠী কোকিলা ও ভ্রমরী উভয়ে যেমন বিকসিত সহকার-কুসুমের সংসর্গে থাকে, উহারা উভয়েও সেইরূপ একত্র বাস করিত। এখন প্রবল পুরোবায়ু-সহকৃত অকাল-বৃষ্টি তাহাদিগকে কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট করাইল। উহাদিগের উদ্ধার-বিষয়ে এখন কি উপায় হয়?

বিদূ। আর কি উপায় হইবে? দেবী কোষাগারের রক্ষাকার্য্যে নিযু

দেবীএ সংদিট্‌ঠা। মহ অঙ্গুলীঅমুদ্দং অদেক্‌খিঅ ণ মোত্তব্বা মালবিআ বউলাবলিআ অ ত্তি।

রাজা। (নিঃশ্বস্য সপরামর্শম্) সখে! কিমত্র কর্ত্তব্যম্?

বিদূ। (বিচিন্ত্য) অত্থি এত্থ উবাও।

রাজা। ক ইব?

বিদূ। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) কোবি অদিট্‌ঠো স্তুণিস্সদি। কণ্ণে দে কহেমি। (উপশ্লিষ্য কর্ণে) এব্বং বিঅ। (ইত্যাবেদয়তি)।

রাজা। (সহর্ষম্) সুষ্ঠু প্রযুজ্যতাং সিদ্ধয়ে।

(ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারী)

প্রতী। দেব! পবাদসঅণে ণিসণ্ণা রত্তচন্দণধারিণা পরিঅণহত্থগদেণ চলণেণ ভঅবদীএ কহাহিং বিণোদিজ্জমাণা চিট্‌ঠদি।

রাজা। তস্মাদস্মৎপ্রয়াণযোগ্যোঽয়মবসরঃ।

মাধবিকার প্রতি আদেশ দিয়াছেন যে, 'আমার অঙ্গুরীয়মুদ্রা না দেখাইলে মালবিকা বা বকুলাবলিকাকে মুক্ত করিয়া দিও না।'

রাজা। (নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা সহকারে) সখে! এখন কর্ত্তব্য কি?

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) ইহার উপায় আছে।

রাজা। কিরূপ?

বিদূ। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেহ হয় ত অদৃশ্যভাবে থাকিয়া শুনিতে পারে। আপনার কানে কানে বলিব। (কর্ণের নিকট মুখ লইয়া) এই প্রকার।

রাজা। (সহর্ষে) উত্তম, তবে সেই উপায় অবলম্বন কর।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। দেবী এখন উত্তমবায়ুপূর্ণ স্থানে শয়ন করিয়া আছেন। রক্তচন্দনধারিণী পরিচারিকা তাঁহার চরণ হস্ত দ্বারা ধরিয়া (চন্দনলেপন দ্বারা) শুশ্রূষা করিতেছে। দেবী ধারিণী ভগবতী কৌশিকীর সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে আনন্দে অবস্থিতি করিতেছেন।

রাজা। তবে এখন আমাদিগের তথায় উপস্থিত হইবার উপযুক্ত অবসর।

বিদূ। ভো গচ্ছদু ভবম্। অহং বি দেবীং পেক্‌খিদুং অরিত্তপাণি ভবিস্‌সম্।

রাজা। জয়সেনায়াস্তাবদস্মদ্রহস্যং বিদিতং কুরু গচ্ছ।

বিদূ। তহ (কর্ণে) এব্বং বিঅ হোদি।

রাজা। জয়সেনে! প্রবাতশয়নমার্গমাদেশয়।

প্রতী। ইদো ইদো দেবো।

(ততঃ প্রবিশতি শয়নস্থা দেবী, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

দেবী। ভঅবদি! রসণিজ্জং কহাবত্থু। তদো তদো?

পরি। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) দেবি! অতঃপরং পুনঃ কথয়িষ্যামি। অত্র-ভবান্ বিদিশেশ্বরঃ প্রাপ্তঃ।

দেবী। অম্মো ভট্টা। (ইত্যুত্থাতুমিচ্ছতি)।

রাজা। অলমলমুপচারযন্ত্রণয়া।

বিদূ। তবে আপনি গমন করুন, আমিও দেবীকে দেখিবার জন্য অরিক্তহস্ত হই; (রিক্তহস্তে গমন অসঙ্গত, সুতরাং পুষ্পাদি লইয়া গমন করি)।

রাজা। জয়সেনাকে আমাদিগের এই গোপনীয় বৃত্তান্ত জানাও।

বিদূ। যে আজ্ঞা। (কানে কানে) এইরূপ।

[প্রস্থান।

রাজা। জয়সেনে! প্রবাতশয়নগৃহের পথ দেখাইয়া দেও।

প্রতী। এই দিকে, এই দিকে।

(শয়ানা দেবী, পরিব্রাজিকা ও সম্ভবমত পরিজনগণের প্রবেশ)

দেবী। ভগবতি! রমণীয় উপাখ্যান। তাহার পর, তাহার পর?

পরি। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবি! অতঃপর পুনরায় বলিব। মাননীয় বিদিশেশ্বর উপস্থিত হইয়াছেন।

দেবী। অহো! স্বামী? (উঠিতে উদ্‌যোগ)।

রাজা। আমার অভ্যর্থনার্থ উঠিয়া যন্ত্রণা পাইবার আবশ্যক নাই। হে মধুরভাষিণি! তোমার চরণ নূপুরশূন্য করা অনুচিত হইয়াছে। (পূর্ব্বে নূপুর থাকাতে পাদপদ্মের শোভা অধিকতর মনোহর ছিল, নূপুর-ধারণে বেদনার বৃদ্ধি হয়, [illegible] খুলিয়া রাখিয়াছ বটে, কিন্তু তাহা উপযুক্ত হয় নাই।)।

অনুচিতনূপুরবিরহং নার্হসি তপনীয়পীঠিকালম্বি।
চরণং রুজাপরীতং কলভাষিণি! মাং চ পীড়য়িতুম্॥

ধারি। জেদু অজ্জউত্তো।

পরি। বিজয়তাং দেবঃ।

রাজা। (পরিব্রাজিকাং প্রণম্যোপবিশ্য চ) দেবি! অপি সহ্যা বেদনা?

ধারি। অজ্জ, অত্থি মে বিসেসো।

(ততঃ প্রবিশতি যজ্ঞোপবীতসংবীতাঙ্গুষ্ঠঃ সংভ্রান্তো বিদূষকঃ)

বিদূ। পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু ভবম্। সপ্পেণহ্মি দট্টো।

(সর্ব্বে বিষণ্ণাঃ)

রাজা। কষ্টং কষ্টম্! ক্ব ভবান্ পরিভ্রান্তঃ।

বিদূ। দেবীং দেক্‌খিস্‌সংত্তি আআরপুপ্‌ফগ্‌গহণকারণাদো পমদবণং গদোহ্মি।

তোমার চরণ স্বর্ণময় ক্ষুদ্র পীঠের উপর সংস্থাপিত আছে; উঠিলে কষ্টবোধ হইবে; সুতরাং উঠিবার আবশ্যক নাই। উহাতে আমারও হৃদয়ে ক্লেশবোধ হইবে।

ধারিণী। আর্য্যপুত্রের জয় হউক।

পরি। মহারাজ বিজয়ী হউন।

রাজা। (পরিব্রাজিকাকে প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া) দেবি! এখন কি চরণের বেদনা সহ্য হইতেছে?

ধারিণী। আর্য্য! অনেক উপশম হইয়াছে।

(অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। মহারাজ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমাকে সাপে দংশন করিয়াছে।

(সকলের বিষণ্ণভাব).

রাজা। কি কষ্ট! কি কষ্ট! তুমি কোথায় বেড়াইতেছিলে?

বিদূ। দেবীকে দর্শন করিব বলিয়া উপহার-পুষ্প সংগ্রহের জন্য প্রমদবনে গিয়াছিলাম।

ধারি। হদ্ধী হদ্ধী। অহং জেব্ব বহ্মণস্স জীবিদসংসঅণিমিত্ত জাদম্হি।

বিদূ। তহিং অসোঅথবঅকারণাদো পসারিদে দক্খিণহত্থে কোড়র বিণিগ্গদেন সপ্পরূবেণ কালেণ দংট্ঠোম্হি। ণং এদাণি দুবে দংসণ পদাণি। (ইতি দর্শয়তি)।

পরি। তেন হি দংশচ্ছেদঃ পূর্ব্বকর্ম্মেতি শ্রূয়তে। স তাবদস্য ক্রিয়তাম্।

ছেদো দংশস্য দাহো বা ক্ষতের্বা রক্তমোক্ষণম্।
এতানি দষ্টমাত্রাণামায়ুষ্যাঃ প্রতিপত্তয়ঃ॥

রাজা। (সংপ্রতি বিষবৈদ্যানাং কর্ম্ম) জয়সেনে! ধ্রুবসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রমাহূয়তাম্।

প্রতী। জং দেবো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। অহো! পাবেণ মিচ্চুণা গিহীদোম্হি।

রাজা। মা কাতরো ভূঃ। অবিষোহপি কদাচিদ্দংশো ভবেৎ।

ধারিণী। হা ধিক্! হা ধিক্! আমিই ব্রাহ্মণের জীবননাশের নিমিত্তভাগী হইলাম।

বিদূ। সেখানে অশোকপুষ্পগুচ্ছ গ্রহণের জন্য যেমন দক্ষিণ-হস্ত প্রসারণ করিয়াছি, অমনি সর্পরূপ কাল দংশন করিল। এই দেখুন দুইটি দন্তের চিহ্ন! (দংশনস্থান প্রদর্শন)।

পরি। শুনিয়াছি, সর্পে দংশন করিলে প্রথমে দষ্টস্থান কর্ত্তন করিতে হয়। অতএব তাহাই করা হউক্। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে, দষ্ট স্থানের ছেদন, দাহন অথবা ক্ষতস্থানের রক্তমোক্ষণ, এই সকলই দষ্ট ব্যক্তির পরমায়ুরক্ষার উপায়।

রাজা। এখন বিষবৈদ্যের প্রয়োজন। জয়সেনে! তুমি শীঘ্র ধ্রুবসিদ্ধিকে লইয়া আইস।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান।

বিদূ। অহো! আমি পাপ মৃত্যু কর্ত্তৃক (অকালে) আক্রান্ত হইলাম।

রাজা। ভয় করিও না; কখন কখন সর্পদষ্ট ব্যক্তিও বিষশূন্য হয়।

বিদূ। কহং ণ ভাইস্সম্। সিমিসিমায়ন্তি মে অঙ্গাইম্।

(ইতি বিষবেগং রূপয়তি)

ধারি। হা দংসিদং অসুহং বিআরেণ। অবলম্বধ বহ্মণম্।

(পরিব্রাজিকা সসংভ্রমবলম্বতে)

বিদূ। (রাজানমবলোক্য) ভো! ভবদো বল্লাদেবি পিঅবঅস্সোস্মি তং বিআরিঅ অবুত্তাএ মে জণণীয়ে জোগক্খেমং বহেস্সু।

রাজা। মা ভৈষী গৌতম! স্থিরো ভব। অচিরাৎ ত্বাং বৈদ্যশ্চিকিৎসিষ্যতি।

(প্রবিশ্য জয়সেনা)

জয়। দেব! আণবিদো ধুবসিদ্ধী বিণ্ণবেদি। ইহ জ্জেব্ব গোদমো আণীঅদুত্তি।

রাজা। তেন হি প্রতিগৃহীতমেনং তত্রভবতঃ সকাশং প্রাপয়।

জয়। তহা।

বিদূ। কেন ভয় পাইব না? আমার সমস্ত অঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। (বিষবেগের অভিনয়)।

ধারিণী। হায়! এ যে দেখিতেছি, বিষবিকারজনিত অশুভলক্ষণ। ব্রাহ্মণকে ধর; যেন ভূতলে পড়িয়া না যায়। (শশব্যস্ত হইয়া বিদূষককে ধারণ)।

বিদূ। (রাজাকে দেখিয়া) আপনি বাল্যাবধি আমার প্রিয়বয়স্য। সেইটি বিবেচনা করিয়া আমার পুত্রহীনা জননীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

রাজা। গৌতম! ভীত হইও না; স্থির হও; বৈদ্য আসিলেই তোমাকে আরোগ্য করিবেন।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়। দেব! আপনার আদেশ জানাইলে ধ্রুবসিদ্ধি বলিলেন, 'গৌতমকে এই স্থানে আনয়ন কর'।

রাজা। তবে কেহ গৌতমকে ধরিয়া লইয়া সেই মাননীয় ধ্রুবসিদ্ধির নিকট উপস্থিত কর।

জয়। যে আজ্ঞা।

বিদূ। (দেবীং বিলোক্য) ভোদি! জীবেঅং ণ বা। জং মএ অত্তভবন্তং সেববাণেণ দে অবরদ্ধং তং মরিসেহি।

ধারি। দীহাউ হোহি। [নিষ্ক্রান্তো বিদূষকঃ প্রতাহারা চ।

রাজা। প্রকৃতিভীরুস্তপস্বী ধ্রুবসিদ্ধেরপি যথার্থনাম্নঃ সিদ্ধিং ন মন্যতে।

(প্রবিশ্য জয়সেনা)

জেদু ভট্টা! ধুবসিদ্ধী বিণ্ণবেদি। উদকুম্ভবিহাণেণ সপ্পমুদ্দিঅং কিংপি কপ্পিদব্বং। তা অণ্ণেসীঅদুত্তি।

ধারি। এদং সপ্পমুদ্দিঅং অঙ্গুলীঅঅম্। পচ্ছা মহ হত্থে দেহি ণম্। (অঙ্গুলীয়কং দদাতি)

[প্রতীহারী গৃহীত্বা প্রস্থিতা।

রাজা। জয়সেনে! কর্ম্মসিদ্ধাবাশু প্রতিপত্তিমানয়।

জয়। জং দেবো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। (ধারিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবি! আমি বাঁচি কি না সন্দেহ। মাননীয় রাজার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি আপনার নিকট কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তৎসমস্ত সহ্য (ক্ষমা) করিবেন।

ধারিণী। আপনি দীর্ঘায়ু হউন্। [বিদূষক ও প্রতীহারীর প্রস্থান।

রাজা। শোচনীয় গৌতম স্বভাবতঃ ভীরু। ধ্রুবসিদ্ধি যে বিষ-চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সার্থকনামা হইয়াছে, তাহাও গৌতম বিশ্বাস করে না।

(জয়সেনার প্রবেশ)।

জয়। মহারাজের জয় হউক। ধ্রুবসিদ্ধি বলিলেন, 'উদকুম্ভবিধানের (এক প্রকার বিষ-চিকিৎসার) অনুষ্ঠান করিতে হইবে; তাহাতে সর্পবিষনাশক মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ের আবশ্যক; অতএব সেইরূপ অঙ্গুরীয় অন্বেষণ করুন।'

ধারিণী। আমার এই অঙ্গুরীটি সর্পমুদ্রাযুক্ত, ইহাই লও, শেষে আমাকে প্রত্যর্পণ করিও। (অঙ্গুরীয় প্রদান)।

[অঙ্গুরীয় লইয়া প্রতীহারীর প্রস্থান।

রাজা। জয়সেনে! কার্য্যসিদ্ধি হইলে (গৌতম আরোগ্য হইলে এবং মালবিকা ও বকুলাবলিকার বন্ধন মোচন হইলে) শীঘ্র আসিয়া সংবাদ দিও।

[প্রস্থান।

জয়। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা।

পরি। যথা হৃদয়মাচষ্টে তথা নির্ব্বিষো গৌতমঃ।

রাজা। ভূয়াদেবম্।

(প্রবিশ্য জয়সেনা)

জয়। জেদু দেবো। নিব্বুত্তবিষবেগো গোদমো মুহুত্তেণ পকিদিথো সংবুত্তো।

ধারি। দিট্‌টিআ বঅণীয়াদো মুত্তম্হি।

প্রতী। এসো উণ, অমচ্চো বাহতও বিণ্ণবেদি। রাজকজ্জং বহু মন্তিদব্বম্। দংসণেণ অণুগ্‌গহং ইচ্ছামি ত্তি।

ধারি। গচ্ছদু অজ্জউত্তো কজ্জসিদ্ধীএ।

রাজা। দেবি! আতপাক্রান্তোঽয়মুদ্দেশঃ শীতক্রিয়া চাস্যা রুজঃ প্রশস্তা। তদন্যত্র নীয়তাং শয়নীয়ম্।

ধারি। বালিআও! অজ্জউত্তবঅণং অণুচিট্‌ঠধ।

পরিজনঃ। তহ। (পরিজনস্তথা প্রক্রান্তঃ)

[নিষ্ক্রান্তা দেবী, পরিব্রাজিকা, পরিজনশ্চ।

পরি। আমার মন বলিতেছে, গৌতম নির্বিষ হইয়াছেন।

রাজা। তাহাই হউক্।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়। মহারাজের জয় হউক্। অত্যল্পকালের মধ্যেই গৌতম নির্ব্বিষ ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন।

ধারি। সৌভাগ্যবশে আমি অপবাদ হইতে মুক্ত হইলাম।

প্রতী। অমাত্য বাহতক জানাইতেছেন, অনেক রাজকার্য্যের আলোচনা করিতে হইবে। অতএব মহারাজ দর্শন দিয়া অনুগৃহীত করুন।

ধারিণী। আর্য্যপুত্র কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ গমন করুন।

রাজা। দেবি! গৃহের এই অংশ রৌদ্রে আক্রান্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ এই রোগে শীতক্রিয়া প্রশস্তঃ; অতএব এ স্থান হইতে শয্যা অন্যত্র লইয়া যাও।

ধারিণী। বালিকাগণ! তোমরা আর্য্যপুত্রের আদেশ প্রতিপালন কর।

পরিজন। যে আজ্ঞা। (তথাকরণ)

[[illegible]

রাজা। জয়সেনে! গূঢেন পথা মাং প্রমদবনং প্রাপয়।

জয়। ইদু ইদু দেবো।

রাজা। জয়সেনে! সমাপ্তকরণীয়ো নমু গৌতমঃ?

জয়। অধইম্?

রাজা। ইষ্টাধিগমনিমিত্তং প্রয়োগমেকান্তসাধ্যমপি মত্বা।
সন্দিগ্ধমেব সিদ্ধৌ কাতরমাশঙ্কতে হৃদয়ম্॥

(প্রবিশ্য বিদূষকঃ)

বিদূ। বড্ঢদু ভবম্। সিদ্ধাইং দে মঙ্গলকম্মাইং।

রাজা। জয়সেনে! ত্বমপি নিয়োগমশূন্যং কুরু।

জয়। জং দেবো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। গৌতম! ক্ষুদ্রা মাধবিকা ন খলু কিঞ্চিদ্বিচারিতমনয়া।

রাজা। জয়সেনে! প্রমদবনের গুপ্তপথ আমাকে দেখাইয়া দেও।

জয়। এই দিকে প্রভু, এই দিকে।

রাজা। জয়সেনে! গৌতম ত কৃতকার্য্য হইয়াছে? (মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে ত উদ্ধার করিতে পারিয়াছে?)

জয়। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। অভীষ্টপ্রাপ্তির জন্য প্রযুক্ত উপায়াবলম্বন সাধ্য হইলেও, তদ্দারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি না, এই সন্দেহে মানুষের হৃদয় ব্যাকুল হয়। (মালবিকালাভের জন্য বিদূষক যে উপায় স্থির করিয়াছে, তাঁহা সুসঙ্গত বোধ হইলেও, আমার মনে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে যে, তাহা সফল হইবে কি নিষ্ফল হইবে। এই ভাবিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে)।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। আপনার জয় হউক। আপনার আদিষ্ট শুভকর্ম্ম সিদ্ধ হইয়াছে। (মালবিকা ও বকুলাবলিকার উদ্ধারসাধন হইয়াছে)।

রাজা। জয়সেনে! তুমি এখন নিজের কার্য্য সাধন কর (অন্তঃপুরদ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হও)।

জয়। প্রভুর যেমন আজ্ঞা। [প্রস্থান।

রাজা। [illegible] মালবিকার বন্ধনাগারের রক্ষয়িত্রী মাধবিকা অতি ক্ষুদ্র-

বিদূ। দেবীএ অঙ্গুলীঅমুদ্দিঅং দেক্‌খিঅ কহং বিআরেদি ?

রাজা। ন খলু মুদ্রামধিকৃত্য ব্রবীমি। এতয়োর্দ্বয়োঃ কিংনিমিত্তো মোক্ষঃ কিংবা দেব্যা পরিজনমতিক্রম্য ভবান্ সন্দিষ্ট ইত্যেব তয়া প্রষ্টব্যম্।

বিদূ। ণং পুচ্ছিদোম্হি। মন্দস্‌স মে পুণো তস্মিং পচ্চুপ্পণ্ণমদী।

রাজা। কথ্যতাম্।

বিদূ। ভণিদা মএ। দেব্ববিন্তএহিং বিণ্ণাবিদো রাআ। সোবসগ্‌গং বো ণক্‌খত্তম্। তা অবস্‌সং সব্ববন্ধমোক্‌খা করীঅদুত্তি।

রাজা। (সহর্ষম্) ততস্ততঃ ?

বিদূ। তং সুণিঅ দেবীএ ইরাবদীএ চিত্তং রক্‌খন্তীএ "রাআ কিল

হ্ন। যে হেতু, তুমি যে অলক্ষিতে মালবিকা প্রভৃতির উদ্ধারসাধন করিলে, সে হা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কোন বিচারও করিল না।

বিদূ। দেবীর অঙ্গুরীয়মুদ্রা দেখিয়া আর কি বিচার করিবে ?

রাজা। আমি মুদ্রা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছি না। কি জন্য মালবিকা ও াবলিকার বন্ধন মোচন হইল, কেনই বা দেবী পরিজনগণের মধ্যে কাহাকেও ক্তে না করিয়া তোমার প্রতি তাহাদিগের বন্ধনমোচনের আদেশ দিলেন, ইহা াসা করা মাধবিকার উচিত ছিল।

বিদূ। এ কথা সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ; কিন্তু আমি মূর্খ হইলেও তখন ার প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল।

রাজা। কিরূপ বুদ্ধির উদয় হইল বল।

বিদূ। আমি মাধবিকাকে বলিয়াছিলাম যে, দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন, তোমাদের মনক্ষত্র পাপগ্রহযুক্ত হইয়াছে ; (সুতরাং দেহ ও ধনাদি বিনাশের সম্ভব ;) তএব সমস্ত বন্দিগণের বন্ধন মোচন করিয়া দেও। (তাহা হইলেই সে দোষের ান্তি হইবে)।

রাজা। তার পর, তার পর ?

বিদূ। তাহার পর বলিলাম যে, ইরাবতীর মনোমালিন্য যাহাতে না ঘটে, ই জন্য ধারিণীদেবী 'রাজাই উহাদের বন্ধন মোচন করাইবার জন্য আমাকে াদেশ করিয়াছেন', ইহাই বলিলাম। তৎপরেই আমি এই উদ্ধারকার্য্য সম্পন্ন রিয়াছি। (নির্জ্জনে রাজা মালবিকার সহিত প্রেমালাপ করিয়াছিলেন ;

মোঅঅদিত্তি” অহং সংদিট্টোম্হি। তদো জুজ্জদি ত্তি তাএ সম্পাদি অত্থো।

রাজা। (বিদূষকং পরিষ্বজ্য) সখে! প্রিয়োঽহং খলু তথাহি—

ন হি বুদ্ধিগুণেনৈব সুহৃদামর্থদর্শনম্।
কার্য্যসিদ্ধিপথঃ সূক্ষ্মঃ স্নেহেনাপ্যুপলভ্যতে॥

বিদূ। তুবরদু ভবম্। সমুদ্দঘরএ সহীসহিদং মালবিঅং ঠাবিঅ ভ পচ্চুগ্‌গদোম্হি।

রাজা। অহমেনাং সম্ভাবয়ামি। গচ্ছাগ্রতঃ।

বিদূ। এদু এদু ভবম্। (পরিক্রম্য) এদং সমুদ্দঘরম্।

রাজা। (সাশঙ্কম্) বয়স্য! এষা কুসুমাবচয়ব্যগ্রহস্তা সখ্যা

ইরাবতী তাহা প্রত্যক্ষ করেন। ইরাবতীর অভিপ্রায় অনুসারেই ধারিণী মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে বন্দী করেন। এখন যদি ইরাবতীর বিনা মোদনে ধারিণী তাহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দেন, তাহা হইলে ইরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। এই জন্য দৈব উপদ্রব-শান্তির জন্য রাজাই উহা বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন; সুতরাং ইরাবতীর অসন্তোষের বা ধারিণী দেবী কোন দোষের সম্ভাবনা রহিল না। যদি ধারিণী দেবী তাঁহার নিজের পরিচারিকা পাঠাইয়া বন্ধন মোচন করাইয়া দেন, তবে তাঁহার উপর ইরাব অসন্তোষের কারণ ঘটে; এই কারণেই আমার দ্বারা বন্ধন মোচনের আ দিয়া পাঠাইয়াছেন)।

রাজা। (বিদূষককে আলিঙ্গন করিয়া) সখে! আমি তোমার একান্ত হইলাম। কেন না, সুহৃদের বুদ্ধিবলেই যে কেবল কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা নহে কিন্তু তাহার স্নেহগুণেই অন্যের অসাধ্য কার্য্যও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বিদূ। আপনি ত্বরান্বিত হউন। আমি সমুদ্রগৃহে সসখী মালবিকাকে রাখি আপনার নিকট আসিয়াছি।

রাজা। মালবিকা সেইখানেই থাকুন, আমি তথায় গিয়া মালবিকার সং র্ধনা করিব। তুমি অগ্রে অগ্রে চল।

বিদূ। আপনি আসুন, আসুন। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) এই ত সমুদ্রগৃ

রাজা। (শঙ্কার সহিত) বয়স্য! ইরাবতীর সখী চন্দ্রিকা পুষ্পচয়ন করিতে

পরিচারিকা চান্দ্রকা সন্নিকৃষ্টমাগচ্ছতি। ইতস্তাবদাবাং ভিত্তিগূঢ়ৌ ভবাবঃ।

বিদূ। অহো কুম্ভীলএহিং কামুএহিং চ পরিহরণীআ চন্দিআ।

(উভৌ যথাসমর্থিতং কুরুতঃ)

রাজা। গৌতম ! কথং নু তে সখী মাং প্রতিপালয়তি। এহ্যেনাং গবাক্ষমাশ্রিত্য যাবদবলোকয়ামি।

বিদূ। তহা।

(উভৌ বিলোকয়ন্তৌ স্থিতৌ)

(ততঃ প্রবিশতি মালবিকা বকুলাবলিকা চ)

বকু। সহি ! পণম ভট্টারম্।

মাল। ণমো দে জো পাসদো পিট্ঠদো পেক্খীঅদি।

রাজা। শঙ্কে মে প্রতিকৃতিং নির্দ্দিশতি।

মাল। (সহর্ষং দ্বারমবলোক্য) হলা ! পিপ্পলস্তেসি।

রিতে আমাদিগের নিকটে আসিতেছে। আইস, আমরা এই ভিত্তির পার্শ্বে রিত হই।

বিদূ। অহো ! তস্কর ও কামুকেরাই জ্যোৎস্নাকে পরিত্যাগ করে।

(উভয়ের যথানির্দ্ধারিত ভিত্তির অন্তরালে প্রবেশ)

রাজা। গৌতম ! তোমার সখী মালবিকা কি ভাবে আমার প্রতীক্ষা করিয়া ছন, আইস, আমরা গবাক্ষদেশে থাকিয়া উঁহাকে দেখি।

বিদূ। তাহাই হউক।

(মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকু। সখি ! রাজাকে প্রণাম কর।

মাল। পার্শ্বে ও পশ্চাতে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

রাজা। বোধ হয়, আমারই চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া এই কথা বলিতেছেন। সই গৃহে মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপট ছিল)।

মাল। (সানন্দে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি ! আমাকে প্রতারণা াতেছ ? (রাজা ত এখানে নাই) ?

রাজা। হর্ষবিষাদাভ্যামত্রভবত্যাঃ প্রীতোঽস্মি।

সূর্য্যোদয়ে ভবতি যা সূর্য্যাস্তময়ে চ পুণ্ডরীকস্য।
বদনেন সুবদনায়াস্তে সমবস্থে ক্ষণাদূঢ়ে॥

বকু। ণং এসো চিত্তগদো ভট্টা।

উভে। (প্রণিপত্য) জেদু জেদু ভট্টা।

মাল। তহিং সংভমদিট্ঠে ভট্টিণো রূবে জহা ণ বিত্তিণ্হ্ম্হি,
অজ্জ বি মএ ভাবিদো অবিত্তিণ্হদংসণো ভট্টা।

বিদূ। সুদং ভবদা। ণং কিং অত্তভোদী তুএ জহ দিট্টা ত
দিঠ্ঠো ভবম্। মুহা দাণিং মঞ্জুসা বিঅ রঅণভণ্ডং জীব্বণগব্বং বহেসি

রাজা। সখে! কুতূহলবানপি নিসর্গশালীনঃ স্ত্রীজনঃ। পশ্য—

রাজা। যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হওয়াতে এই মাননীয়া মাল
আমার পরম প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। দেখ, সূর্য্যোদয়ে পদ্মের যে প্রক
রূপ অবস্থা হয় এবং অস্তসময়ে যে পদ্মের মুদ্রণরূপ অবস্থা ঘটে,মালবিকার মুখ
আমি সেই দুই প্রকার অবস্থাই দর্শন করিতেছি। (প্রথমতঃ আমার দর্শন
হইবে বিবেচনায় ইঁহার মুখপদ্ম প্রফুল্ল হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আমাকে দেখিতে
পাইয়া মুখ মলিন হইয়া পড়িল; সুতরাং ইহাতেও যেন আমি উহাঁর মুখের প
শোভা দেখিতে পাইতেছি)।

বকু। এই যে চিত্রলিখিত মহারাজ বিদ্যমান।

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হউক, জয় হউক।

মাল। সখি! যখন (পূর্ব্বে) অশোককুঞ্জে মহারাজের সৌন্দর্য্য দেখি, ত
চিত্তের অস্থিরতা হেতু দেখিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হয় নাই; এখন এই চি
লিখিত মূর্ত্তি দেখিয়াও আমি পূর্ণ তৃপ্তি বোধ করিতে পারিতেছি না।

বিদূ। মহারাজ! আপনি কি শুনিয়াছেন, আপনি যেরূপ অনুরাগত
মাননীয়া মালবিকাকে দর্শন করেন, মালবিকা কি সেইরূপ অনুরাগাতিশ
সহিত আপনাকে দেখিয়া থাকেন? অথবা মঞ্জূষা (পেঁট্রা) যেমন বৃথা রত্ন
ধারণ করে, তাহার গুণ জানে না, সেইরূপ আপনি কি কেবল যৌবনগর্ব্বই ধ
করিতেছেন?

রাজা। সখে! সমাগমলাভের আশায় উৎসুক হইলেও নারীজাতি স্ব

কাৎর্স্ন্যেন নির্ব্বর্ণয়িতুং চ রূপমিচ্ছন্তি তৎপূর্ব্বসমাগমানাম্।
ন চ প্রিয়েষায়তলোচনানাং সমগ্রবৃত্তীনি বিলোচনানি॥

মাল। হলা! কা এসা পাসপরিবত্তিদবঅণেণ ভট্টিণা সিণিদ্ধ দিট্টীএ ণিজ্ঝাঅদি।

বকু। ণং ইঅং পাসগদা ইরাবদী।

মাল। সহি! অদক্খিণো বিঅ মে ভট্টা পড়িভাদি, জো স দেবীঅণং উজ্ঝিঅ একাএ মুহে বদ্ধলক্খো।

বকু। (আত্মগতম্) চিত্তগদং ভট্টারং পরমত্থদো সঙ্কপ্পিঅ অ ইঅদি। ভোদু, কীড়িইস্সং দাব এদাএ। (প্রকাশম্) হলা, ভট্টিং বল্লহা এসা।

মাল। তদো কিং দাণিং অত্তাণং আআসইস্সং। (ইতি সাসূ পরাবর্ত্ততে)।

রাজা। সখে! পশ্য পশ্য!

লজ্জাশীলা। বিশালনয়না রমণীদিগের নয়ন প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভা দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না অপাঙ্গ দ্বারাই দেখিয়া থাকে।

মাল। সখি! বামপার্শ্বে মুখ বক্র করিয়া স্নেহভরে এ কে দেখিতেছেন?

বকু। ইনি পার্শ্ববর্ত্তিনী ইরাবতী।

মাল। সখি! মহারাজকে অদক্ষিণ নায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ইনি সকল পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এক জনের প্রতিই বদ্ধলক্ষ্য হইয় রহিয়াছেন।

বকু। (স্বগত) চিত্রলিখিত মূর্ত্তিকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়া সখী ইরাবতীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিতেছেন। যাহা হউক, ইহাঁকে লইয়া আমি কৌতুক করি (প্রকাশ্যে) সখি! ইনি পতির (সর্ব্বাপেক্ষা) প্রিয়তমা।

মাল। তবে আর কেন আত্মাকে ক্লেশ প্রদান করি? (অসূয়ার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন)।

রাজা। সখে! দেখ দেখ, মালবিকা ভ্রূকুটি করাতে উহাঁর ললাটফলক কুটিল হইয়াছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে, অসূয়াভরে মুখ পরাবৃত্ত করাতে বো

ভ্রূভঙ্গভিন্নতিলকং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং, সাসূয়মাননমিতঃ পরিবর্ত্তয়ন্ত্যা।
কান্তাপরাধকুপিতেষ্বনয়া বিনেতুঃ, সন্দর্শিতেব ললিতাভিনয়স্য শিক্ষা॥

বিদূ। অণুণঅসজ্জো দাণিং হোহি।

মাল। অজ্জগোদমো এথ্থ এব্ব সেবদি ণং।

(ইতি পুনঃ স্থানান্তরাভিমুখী ভবিতুমিচ্ছতি)

বকু। (মালবিকাং রুদ্ধা) ণহি ণহি। কুবিদা দাণিং তুমম্।

মাল। জদি চিরং কুবিদং মং মন্তেসি এস পচ্চাণীঅদু কোবো।

রাজা। (উপেত্য)

কুপ্যসি কুবলয়নয়নে! চিত্রার্পিতচেষ্টয়া কিমেতন্মে?
নন্ু তব সাক্ষাদয়মহমনন্যসাধারণো দাসঃ॥

বকু। জেদু জেদু ভট্টা।

ইতেছে যেন, প্রিয়তমকে অপর রমণীর সংসর্গজনিত অপরাধে অপরাধী মনে করিয়া কুপিত হইয়াছেন; এই সমস্ত দর্শনে বোধ হইতেছে, যে মনোহর অভিনয় শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাই যেন প্রদর্শন করিতেছেন।

বিদূ। এখন আপনি উহাঁর কোপ-প্রশমনার্থ উদ্‌যোগ করুন।

মাল। আর্য্য গৌতম এই চিত্রপটেই ইরাবতীকে সান্ত্ববাদ দ্বারা শুশ্রূষা করিতেছেন। (এই বলিয়া পুনর্ব্বার স্থানান্তরাভিমুখী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ)।

বকু। (মালবিকাকে অবরোধ করিয়া) না না, যাইও না। তুমি এখন কুপিত হইয়াছ।

মাল। যদি তুমি আমাকে নিতান্তই কুপিতা মনে করিয়া থাক, তবে এই কোপ যাহাতে প্রশমিত হয়, তাহা কর। (আমি যাহাতে রাজসমাগম প্রাপ্ত হই, তাহার উপায়বিধান কর)।

রাজা। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) অয়ি কমললোচনে! চিত্রলিখিত আমার প্রতিমূর্ত্তিতে ইরাবতীর প্রতি অনুরাগসূচক ভাব দেখিয়া কেন কুপিতা হইতেছ? ওহা ত চিত্রমূর্ত্তি; আমি সাক্ষাৎ এই তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইলাম; আমাকে অনন্যসাধারণ কিঙ্কর বলিয়া জানিও।

বকু। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক

মাল। (আত্মগতম্) কহং চিত্তগদো ভট্টা মএ অসূইদো। (সব্রীড় বচনমঞ্জলিং করোতি)।

(রাজা মদনকার্তর্য্যং রূপয়তি)

বিদূ। কিং ভবং উদাসীণো বিঅ দিসদি।

রাজা। অবিশ্বসনীয়ত্বাৎ সখ্যাস্তে।

বিদূ। অত্তভোদীএ কহং তব অবিস্সাসো?

রাজা। শ্রূয়তাম্।

পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি ক্ষণাৎ,
সরতি সহসা বাহ্বোর্মধ্যং গতাপি সখী তব।
মনসিজরুজাক্লিষ্টস্যৈবং সমাগমমায়য়া,
কথমপি সখে! বিশ্রব্ধং স্যাদিমাং প্রতি মে মনঃ॥

বকু। সহি! বহুসো কিল ভট্টা বিপ্পলদ্ধো। তা অত্তা বীস্সসণিজ্জো করীঅদু।

মাল। সহি! মম উণ মন্দভগ্গাএ সিবিণঅসমাগমো বি ভট্টিণো দুল্লহো আসি।

মাল। (আত্মগত) কেন, আমি চিত্রগত স্বামীর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিলাম? (প্রণয়ের সহিত সস্মিতমুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান)।

বিদূ। কেন আপনি উদাসীনের ন্যায় রহিয়াছেন?

রাজা। তোমার সখী মালবিকার অবিশ্বাসের জন্যই এ ভাবে রহিয়াছি।

বিদূ। আপনার প্রতি মাননীয়া মালবিকার অবিশ্বাসের কারণ কি?

রাজা। শ্রবণ কর। তোমার এই সখী মালবিকা এই আমার নয়নের পথবর্ত্তিনী হইলেন, আবার তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন; বাহুযুগলের মধ্যগত হইয়াও যেন আবার দূরে চলিয়া গেলেন; সখে! আমি কামব্যাধিতে ক্লিষ্ট বল দেখি, যখন এরূপ ঘটিতেছে, তখন সমাগমবিষয়ে তোমার এই সখীর প্রতি আমার মন কি প্রকারে বিশ্বাস হইতে পারে?

বকু। সখি, তুমি অনেকবার তোমার স্বামীকে প্রতারিত করিয়াছ। অতএব এখন ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য কর (ইহার অভীষ্ট পূরণ কর)।

মাল। সখি! আমি এমন মন্দভাগিনী যে, [illegible]

বকু। এদু ভট্টা, দেহি সে উত্তরম্।

রাজা। উত্তরেণ কিমাত্মৈব পঞ্চবাণাগ্নিসাক্ষিকম্।

তব সখ্যৈ ময়া দত্তো ন সেব্যঃ সেবিতা রহঃ॥

বকু। অণুগহীদম্হি।

বিদূ। (পরিক্রম্য সসম্ভ্রমম্) বউলাবলিএ! এসো বালাসোঅরুক্খস্স পল্লবাইং লঙ্ঘেদি হরিণো। এহি ণিবারেম ণম্।

বকু। তহ।

রাজা। বয়স্য! এবমেবাস্মিন্ রক্ষরক্ষণে অবহিতেন ত্বয়া ভবিতব্যম্।

বিদূ। এব্বং বি গোদমো সংদিসেঅদি।

বকু। (পরিক্রম্য) অজ্জ গোদম! অহং অপ্পআসে চিট্টামি। তুমং দুবাররক্খও হোহি।

বিদূ। জুজ্জদি।

[নিষ্ক্রান্তা বকুলাবলিকা।

বকু। মহারাজ এই দিকে আসুন, ইহাঁর কথার উত্তর দিউন।

রাজা। উত্তর দিবার আর আবশ্যক কি? আমি মদনাগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়াই তোমার প্রিয়সখীকে স্বদেহ প্রদান করিয়াছি। যে ব্যক্তি নির্জ্জনে সেবা করিবার যোগ্য পরিচারক, প্রভু কদাচ তাহাকে প্রণামাদি দ্বারা সেবা করেন না।

বকু। আপনার এ কথায় অনুগৃহীত হইলাম।

বিদূ। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে) বকুলাবলিকে! একটি হরিণ নবীন অশোকবৃক্ষের পল্লবভক্ষণে উদ্যত হইয়াছে, আইস, উহাকে নিবারণ করি।

বকু। হাঁ, যাই।

রাজা। বয়স্য! এই গুপ্তব্যাপার রক্ষাসম্বন্ধে তুমি সতর্ক থাক। (হঠাৎ যেন কেহ আসিয়া এ সকল বৃত্তান্ত জানিতে না পারে)।

বিদূ। গৌতম এ বিষয়ে শিক্ষিতই আছে (উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই)।

বকু। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) আর্য্য গৌতম! আমি কোন গুপ্তস্থানে থাকি, আপনি [illegible] হইয়া থাকুন।

[illegible]। [বকুলাবলিকার প্রস্থান।

বিদূ। ইমং দাব ফটিঅখম্ভং সংস্সিদো হোমি। (তথা কৃত্বা) অহো! স্থহপ্ফরিসদা সিলাবিসেসস্স। (ইতি নিদ্রায়তে)।

(মালবিকা সসাধ্বসং তিষ্ঠতি)

রাজা।—

বিসৃজ সুন্দরি! সঙ্গমসাধ্বসং, তব চিরাৎপ্রভৃতি প্রণয়োন্মুখে।
পরিগৃহাণ গতে সহকারতাং, ত্বমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি॥

মাল। দেবীভয়াদো অত্তণো বি পিঅং কাদুং ণ পারেমি।

রাজা। অয়ি! ন ভেতব্যম্।

মাল। (সোপালম্ভম্) জো ণ ভাঅদি সো মএ ভট্টিণীদংসণে দিট্ঠসমত্থো ভট্টা।

রাজা।—

দাক্ষিণ্যং নাম বিম্বোষ্ঠি! বৈম্বিকানাং কুলব্রতম্।
তন্মে দীর্ঘাক্ষি! যে প্রাণাস্তে ত্বদাশানিবন্ধনাঃ॥

তদনুগৃহ্যতাং চিরানুরক্তোঽয়ং জনঃ। (ইতি সংশ্লেষমুপজনয়তি)।

বিদূ। আমি এই স্ফটিকস্তম্ভের অন্তরালে অবস্থান করি। (তদ্রূপ করিয়া) অহো! এই প্রস্তরের স্পর্শ কি সুখকর! (নিদ্রা)

(ভীতভাবে মালবিকার অবস্থান)

রাজা। সুন্দরি! সঙ্গমভয় পরিত্যাগ কর। আমি বহুকালাবধি তোমার প্রেমলাভে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছি; আমি সহকার-বৃক্ষস্বরূপ; তুমি মাধবী-লতা হইয়া এই সহকারকে আলিঙ্গন কর।

মাল। দেবীর ভয়ে নিজ প্রিয় কার্য্য করিতে সমর্থ নহি।

রাজা। অয়ি! ভয় নাই।

মাল। (তিরস্কারের সহিত) আপনি যে ভয় পান না, ইরাবতীর সহিত যখন দর্শন ঘটিয়াছিল, সেই সময়েই সে সামর্থ্য দেখা গিয়াছে।

রাজা। বিম্বোষ্ঠি! সকল ভার্য্যার প্রতিই সমান অনুরাগ প্রদর্শন করা আমাদিগের বৈম্বিকবংশের কুলব্রত। হে আয়তলোচনে! আমার প্রাণ তোমার আশাপ্রতীক্ষাতেই রহিয়াছে। অতএব এই চিরানুরক্ত ব্যক্তিকে অনুগ্রহ কর। (এই বলিয়া স্বয়ং আলিঙ্গন।)

(মালবিকা নাট্যেন পরিহরতি)

রাজা। রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং মদনবিষয়াবতারঃ। এষা হি—

হস্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ,
স্বৌ হস্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাৎ।
পাতুং পক্ষ্মলনেত্রমুন্নময়তঃ সাচীকরোত্যাননং,
ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণসুখং নির্ব্বর্ত্তয়ত্যেব মে॥

(ততঃ প্রবিশতি ইরাবতী নিপুণিকা চ)

ইরা। হঞ্জে ণিউণিএ! সচ্চং তুমং পরিগতত্থা চন্দ্রিআএ। সমুদ্দঘর অলিন্দসইদোঅ এআঈ অজ্জগোদমো দিট্‌টো ত্তি।

নিপু। অন্নহা কহং ভট্‌টিণীএ বিণ্ণবাবেমি।

ইরা। তেণ হি তহিং এব্ব গচ্ছহ্ম সংসআদো মুত্তং পিঅবঅস্সং পুচ্ছিদুং চ।

নিপু। সাবসেসং বিঅ ভট্‌টিণীএ বঅণম্।

(অভিনয় দ্বারা মালবিকা কর্ত্তৃক রাজার আলিঙ্গন ত্যাগ)

রাজা। (স্বগত) নবীনা রমণীগণের কামচেষ্টা কি রমণীয়! যে হেতু, এই মালবিকা আলিঙ্গনে নিবারণ করিবার জন্য হস্ত কম্পিত করিতেছেন; কাঞ্চীদাম খুলিতে গেলে চঞ্চল অঙ্গুলী দ্বারা অবরোধ করেন; বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলে আপনার হাত দুইটি দ্বারা কুচযুগল আচ্ছাদন করেন; আর মনোহর পক্ষ্মবিশিষ্ট নয়নে শোভমান মুখচন্দ্রে চুম্বন করিতে উদ্যত হইলে বদনমণ্ডল বক্রীভূত করিয়া রাখেন। অতএব এই প্রকার ছলেতেও আমার মনোরথ-পূরণরূপ আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

(ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরা। সখি নিপুণিকে! চন্দ্রিকানাম্নী পরিচারিকার নিকট তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহাই সত্য। চন্দ্রিকা দেখিয়াছে, আর্য্য গৌতম সমুদ্রগৃহের অলিন্দে একাকী শয়ন করিয়া আছে।

নিপু। তাহা না হইলে আপনাকে কি মিথ্যা কথা জানাইতে পারি?

ইরা। তবে চল, সেইখানেই যাই। প্রিয়বয়স্য গৌতম সর্পবিষ হইতে মুক্ত ও চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করি।

নিপু। আপনার এই বাক্যের মধ্যে আরও কিছু বলিতে অবশিষ্ট আছে,

ইরা। অণ্ণং চ। চিত্তগদং অজ্জউত্তং পসাদইদুম্।

নিপু। অহ দাণিং কহং ণু ভট্টা এব্বং অণুণীঅদি।

ইরা। মুদ্ধে! জারিসো চিত্তগদো তারিসো এব্ব অণ্ণসংকন্তহিঅঅো অজ্জউত্তো। কেবলং উবআরাদিক্কমং পমজ্জিদুং অঅং আরম্ভো।

নিপু। ইদো ইদো ভট্টিণী।

(উভে পরিক্রামতঃ)

(প্রবিশ্য চেটী)

চেটী। জেদু জেদু ভট্টিণি! ভট্টিণি! দেবী ভণাদি। ণ এসো মহ মস্সরস্স কালো। তেণ ক্খু বহুমাণং বড্ডইদুং। বঅস্সাএ সহ ণিঅলবন্ধণে কিদা মালবিআ। জই অণুমণ্ণসি অজ্জউত্তস্স পিঅং কাদুং তহা করেমি। জং তুহ ইচ্ছিঅং তং মে ভণাহি ত্তি।

ইরা। হাঁ, আরও কিছু আছে। চিত্রলিখিত আর্য্যপুত্রকে প্রসন্ন করিতে হইবে।

নিপু। ইদানীং স্বামীকে কিরূপে প্রসন্ন করিবেন?

ইরা। মূঢ়ে! চিত্রলিখিত আর্য্যপুত্রকে যেরূপ (আমার প্রতি অনুরাগী) দেখিয়াছ, ইদানীং সেইরূপ অন্যনারীতে আসক্ত হইতে দেখিবে। যখন মালবিকার সহিত নির্জ্জনে প্রেমালাপ করিতে দেখিয়াছিলাম, তখন আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আর্য্যপুত্র আমার পদতলে নিপতিত হইয়াছিলেন; তাহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে, সেই অপরাধ ক্ষালনের জন্যই আমার এই উদ্যম।

নিপু। ভট্টিণী এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী। ভট্টিণীর জয় হউক্, জয় হউক্। ভট্টিণি! ধারিণী দেবী বলিলেন, 'এখন আমার বিদ্বেষ-প্রদর্শনের (উপযুক্ত) সময় নহে। আমি কেবল তোমার সম্মানবৃদ্ধির জন্য সখী বকুলাবলিকার সহিত মালবিকাকে নিগড়বন্ধনে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। যদি আর্য্যপুত্রের সন্তোষ উৎপাদনে তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিই। তোমার যাহা অভিরুচি, বল।'

ইরা! ণাঅরিএ! বিণ্ণাবেহি দেবিম্। কাম্হো বঅং ভট্টিণী ণিওাজেদুং। পরিঅণণিগ্গহেণ মই দংসিদো অণুগ্গহো। কস্স বঁ পসাদেণ অঅং জণো বড্ঢদি ত্তি।

চেটী। তহ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

নিপু। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) এস দুবারে সমুদ্দগেহকস্স বিপণিগদো বিঅ বুসহো গোদমো আসীণো এবব ণিদ্দাঅদি।

ইরা। কিং ণু কখু অচ্চাহিদম্। সাবসেসো বিঅ বিসবিআরো ভবে।

নিপু। পসণ্ণমুহবণ্ণো দীসদি। অবি অ ধুবসিদ্ধিণা চিইস্সিদো। তা সে অসঙ্কণিজ্জং পাবং।

বিদূ। (উৎস্বপ্নায়তে) ভোদি, মালবিএ!

ইরা। নাগরিকে! দেবীকে জানাইও, তাঁহাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আমরা কে? পরিজনের দণ্ডবিধান করিয়া আমার প্রতি তিনি অনুগ্রহই প্রদর্শন করিয়াছেন। কাহার অনুগ্রহে আমরা এত সম্মানের পাত্রী হইয়াছি?

চেটী। যে আজ্ঞা। [চেটীর প্রস্থান।

নিপু। (পরিক্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই যে, বিপণির দ্বারে যেমন বৃষ শয়ন করিয়া থাকে, সমুদ্রগৃহের দ্বারে সেইরূপ গৌতম নিদ্রিত রহিয়াছে।

ইরা। কোন কিছু কি অত্যাহিত ঘটিয়াছে? বিষবিকারের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকিলেও থাকিতে পারে। *

নিপু। মুখের বর্ণ বিলক্ষণ প্রফুল্ল, চিকিৎসাও ধ্রুবসিদ্ধি দ্বারা হইয়াছে; সুতরাং আর্য্য গৌতমের বিষবেগে অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নাই।

বিদূ। (স্বপ্নে প্রলাপ) মাননীয়ে মালবিকে!

---

* ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লম, দাহ, সংপাক, রোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার এই সমস্ত জঙ্গম বিষের লক্ষণ। যথা—

"নিদ্রা তন্দ্রা ক্লমং দাহং সংপাকং লোমহর্ষণম্।
শোথঞ্চৈবাতিসারঞ্চ কুরুতে জঙ্গমং বিষম্।"

নিপু। 'সুণদু ভট্টিণীএ? কস্স বা এসো অত্তনিওঅসংপাদণে বিস্সংসণিজ্জো হদাসো। সব্বকালং ইদো এব্ব সোত্থিবাঅণমোদএহিং কুকখিং পূরিঅ সম্পদং মালবিঅং সিবিণাবেত্তি।

বিদূ। ইরাবদিং অদিক্কন্তী হোহি।

নিপু। এদং অচ্চাহিদম্। ইমং ভুঅংগভীরুঅং বহ্মবন্ধুং ইমিণা ভূঅঙ্গকুড়িলেণ দণ্ডকট্ঠেণ তম্ভন্তরিদা ভাঅইস্সং।

ইরা। অরিহদি কিদগ্ঘো সপ্পদংসণম্।

(নিপুণিকা বিদূষকস্তোপরি দণ্ডকাষ্ঠং পাতয়তি)

বিদূ। (সহসা প্রবুধ্য) অবিহা অবিহা! ভো বয়স্স! সপ্পো মে উবরি পড়িদো।

রাজা। (সহসোপসৃত্য) ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্।

মাল। (অনুসৃত্য) মা দাব সহসা নিকমিমহু ভট্টা। সপ্পোত্তি ভণাদি।

নিপু। ভট্টিনী শ্রবণ করুন। আত্মকার্য্যসম্পাদন-বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি এই হতভাগ্যকে বিশ্বাস করিবে? এই গৌতম ইরাবতীর নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ও খাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া উদর পূরণ পূর্ব্বক স্বপ্নে মালবিকার নাম উচ্চারণ করিতেছে।

বিদূ। (গুণে, সুখে ও সৌভাগ্যে) ইরাবতীকে অতিক্রম কর।

নিপু। এই ব্যক্তিই যত অত্যাহিত ঘটাইতেছে। আমি স্তম্ভের অন্তরালে থাকিয়া এই সর্পভীরু নিন্দিত ব্রাহ্মণকে সর্পের ন্যায় কুটিল দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা ভয় দেখাই।

ইরা। এই কৃতঘ্নকে সর্পে দংশন করাই উচিত।

(বিদূষকের প্রতি নিপুণিকা কর্ত্তৃক দণ্ডকাষ্ঠ নিক্ষেপ)

বিদূ। (সহসা জাগরিত হইয়া) কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! বয়স্য! মাথার উপর একটা সর্প পতিত হইল।

রাজা। (সহসা উপস্থিত হইয়া) বয়স্য! ভয় নাই, ভয় নাই।

মাল। (রাজার অনুসরণপূর্ব্বক) গৌতম সর্প শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, অতএব সহসা আর্য্যপুত্র (অসতর্কভাবে) বহির্গত হইবেন না।

ইরা। হদ্ধী হদ্ধী। ভট্টা দাব ইদো এব্ব ধাবদি।

বিদূ। (সহাসম্) কহং দণ্ডকট্ঠং এদম্। অহং উণ [illegible]জাণি অং মএ কেদঅকণ্ডএহিং দংসং করিঅ সপ্পস্স অঅসো কিদং তং ফলিদং ত্তি।

(ততঃ প্রবিশতি পটাক্ষেপণ বকুলাবলিকা)

বকু। মা কখু ভট্টা পবিসদু। ইহ কুড়িলগঈ সপ্পো বিঅ দীসদি।

ইরা। (রাজানং সহসোপসৃত্য) অবি নিব্বিগ্ঘমণোরহো দিঃ সঙ্কেদো মিহুণস্স। (সর্ব্বে ইরাবতীং দৃষ্ট্বা সন্ত্রাস্তাঃ)

রাজা। প্রিয়ে! অপূর্ব্বোহয়মুপচারঃ।

ইরা। বউলাবলিএ! ভট্টাহিসারবিষয়া সংপুণ্ণা দে পইণ্ণা?

বকু। পসীদদু ভট্টিণী কিং মএ কিদং ত্তি দেবো পুচ্ছিদব্বো। দদ্দুর বাহরন্তি ত্তি দেবো পুহবিং বরিসিদুং সুমরেদি।

ইরা। হা ধিক্! হা ধিক্! আর্য্যপুত্র এই নির্জ্জন স্থান হইতেই বহির্গত হইয়া ধাবিত হইতেছেন?

বিদূ। (সহাস্যে) এ কি দণ্ডকাষ্ঠ? আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি যেমন কেতকীকণ্টক দ্বারা ক্ষত করিয়া (সর্পদংশন হইয়াছে বলিয়া) সর্পের নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহার বুঝি ফল ফলিল।

(পটাক্ষেপপূর্ব্বক বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকু। মহারাজ এখানে প্রবেশ করিবেন না। এখানে কুটিলগতি সর্পের ন্যায় কি দৃষ্ট হইতেছে।

ইরা। (সহসা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) আপনাদের (মালবিকা ও আপনার) উভয়ের দিবাভাগে কৃতসঙ্কেত মনোরথ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে ত? (ইরাবতীকে দেখিয়া সকলের ভীতভাব)

রাজা। প্রিয়ে! এরূপ উপহাস আশ্চর্য্য।

ইরা। বকুলাবলিকে! মহারাজের অভিসার সম্বন্ধে তোমার যে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহা [illegible] হইয়াছে?

বকু। [illegible] প্রসন্ন হউন। আমি কি করিয়াছি, রাজাকে জিজ্ঞাসা করুন। ভেকের [illegible] রবে [illegible] বলিয়াই কি দেবরাজ পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করিতে

বিদূ। মা দাব। ভোদীএ দংসণমেত্তেণ অত্তভবং পণিবাদলঙ্ঘণং বিস্মুমরিদো। তুমং উণ পসাদং ণ গেহ্নাসি।

ইরা। কুবিদাবি অহং কিং করস্সম্।

রাজা। এবমেতৎ। অস্থানে কোপ ইত্যনুপপন্নং ত্বয়ি।

কদা মুখং বরতনু কারণাদৃতে তবাগতং ক্ষণমপি কোপপাত্রতাম্।

অপর্ব্বণি গ্রহকলুষেন্দুমণ্ডলা বিভাবরী কথয় কথং ভবিষ্যতি॥

ইরা। অট্‌ঠাণে ত্তি সুঠ্‌ঠু বাহরিদং অজ্জউত্তেণ। অন্নসংকন্তেসু ...াণং ভাঅহেএসু জদি উণ কুপ্পেঅং তদো হস্সা ভবেয়ং।

রাজা। ত্বমন্যথা কল্পয়সি। অহং পুনঃ সত্যমেব কোপস্থানং ন ...্যামি। কুতঃ—

...া করেন? (ভেকশব্দ শ্রবণ করিলেই কি দেবরাজ জলবর্ষণ করেন? ...নই না। নিজ ইচ্ছাবশেই তিনি জল বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ ...ার কথাতেই যে মহারাজ মালবিকাতে প্রণয়-বন্ধন করিবেন, তাহা কখনই ...ব নহে; তিনি নিজ ইচ্ছাতেই এ কার্য্য করিয়াছেন)।

বিদূ। এ কথা বলিবেন না। আপনার দর্শনমাত্রই মাননীয় মহারাজ ...পনার কৃত প্রণিপাত লঙ্ঘন বিস্মৃত হইয়াছেন; (আপনার অপরাধ গ্রহণ ...রেন নাই)। কিন্তু আপনি প্রসন্নতা অবলম্বন করিতেছেন না।

ইরা। ক্রুদ্ধ হইয়াই বা কাহার কি করিব?

রাজা। দেবি! তোমার ক্রোধ করা অনুচিত। হে বরাঙ্গিনি! বিনা ...রণে তোমার মুখমণ্ডল কখনও বিবর্ণ হয় নাই। (এখনও ত সেরূপ কোন ...রণ উপস্থিত হয় নাই, আমি কোন অপরাধ করি নাই, সুতরাং তোমার ...াধ করা যুক্তিযুক্ত নহে)। পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্বদিন ব্যতীত রজনী কখনও ...হুগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত চন্দ্রমণ্ডলে উপলক্ষিতা হয় না। সুতরাং অস্থানে কোপ ...রা তোমার অনুচিত।

ইরা। আর্য্যপুত্র 'অস্থানে' কথাটি উত্তম বলিয়াছেন। আমরা পতির পরম প্রমাস্পদ হইব, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য; যদি সেই সৌভাগ্য অন্য নারীর ...পর পতিত হয়, তাহা হইলে আমাদের ক্রোধ প্রকাশ 'অস্থানে' (অনুচিতই) ...টে; কেন না, তাহা হইবে আমাদিগকে উপহাসাস্পদই হইতে হয়।

...। তোমার এরূপ কল্পনা বৃথা; সত্য সত্যই আমি তোমার রোষের

নার্হতি কৃতাপরাধোঽপ্যুৎসবদিবসেষু পরিজনো দণ্ডম্।
ইতি মোচিতে ময়ৈতে প্রণিপতিতুং মামুপগতে চ ॥

ইরা। ণিউণিএ! গচ্ছিয় দেবিং বিগ্নবেহি। দিট্‌ঠং এক্কপক্খপাদিত্তণম্। অবিহিদং মে হিঅঅং অজ্জ ত্তি।

নিপু। তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। (আত্মগতম্) অহো, অণত্থো-সংপড়িদো, বন্ধণব্‌ভট্টো গেহকবোদঅো বিড়ালিআএ আলোএ পড়িদো।

(প্রবিশ্য নিপুণিকা)

নিপু। (অপবার্য্য) ভট্টিণি! জদিচ্ছাদিট্ঠাএ মাহবিআএ আচক্খিদম্। এব্বং কৃখু নিব্বুত্তমত্তি। (ইতি কর্ণে কথয়তি)।

কারণ কিছুই দেখিতেছি না। কেন না, উৎসবদিনে কোন পরিজনকেই দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই জন্যই আমি মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছি। তাহারা আমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল।

ইরা। নিপুণিকে! তুমি ধারিণী দেবীকে গিয়া জানাও, তোমাদের এক-পক্ষপাতিত্ব বিলক্ষণ দেখা গেল। আমার হৃদয়ে ত এইরূপ নিশ্চিত ধারণা। (তুমি অঙ্গুরীয়মুদ্রা না দিলে রাজা কদাচ মালবিকা ও বকুলাবলিকার বন্ধনমোচনে সমর্থ হইতেন না; সুতরাং তুমি মালবিকার পক্ষপাতিনী হইয়া ছলে রাজার সহিত তাহার মিলন ঘটাইয়া দিলে)।

নিপু। যে আজ্ঞা। [নিপুণিকার প্রস্থান।

বিদূ। (আত্মগত) অহো! কি অনর্থ উপস্থিত! বন্ধনভ্রষ্ট গৃহপালিত কপোত বিড়ালীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। (উড়িতে অসমর্থ বন্ধনভ্রষ্ট ক্ষুদ্র কপোত যেমন বিড়ালীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া বিপন্ন হয়, এই মালবিকাও সেইরূপ নিজ মঙ্গলসাধন করিতে অসমর্থ হইয়া ইরাবতীর রোষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন; সুতরাং ইনি সন্তাপগ্রস্ত হইবেন সন্দেহ নাই)।

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু। (অপবারিত হইয়া) ভট্টিণি! যদৃচ্ছাবশে (যাইতে যাইতে) সার-ভাণ্ডগৃহের পরিচারিকা মাধবিকার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মাধবিকা এইরূপ বলিল। (কানে কানে বলা)।

ইরা। (আত্মগতম্) উববণ্ণং সব্বং জেব্ব। বহ্মবন্ধুণা উব্ভিণ্ণো পওআও।। (বিদূষকং বিলোক্য প্রকাশম্) ইঅং অস্স কামতন্তসচিবস্স বহ্মবন্ধুনো ণীদী।

বিদূ। ভোদি! জদি ণীদীএ এক্কংবি অক্খরং পঢ়েঅং ণ অত্তভবং সংসিসুদো ভবে।

রাজা। (অপবার্য্য) আঃ! কথং নু খল্বস্মাৎ সঙ্কটান্মুচ্যাবহৈ।

(প্রবিশ্য সবেগা জয়সেনা)

জয়। দেব! কুমারী বসুলচ্ছী কন্দুঅং অণুবাবন্তী পিঙ্গলবাণরেণ বলিঅং বিত্তাসিদা। অঙ্কণিসণ্ণা অ দেবীএ পবাদকিসলঅং বিঅ বেবমাণা ণ কিংপি পড়িবজ্জদি।

রাজা। কষ্টম্! কাতরো বালভাবঃ।

ইরা। (সাবেগম্) তুবরদু তুবরদু অজ্জউত্তো ণং সমাসাসইদুং মা সে সংতাসজণিদো বিআরো বড্ডদু।

ইরা। (আত্মগত) ইহা সম্ভব। এই নীচ ব্রাহ্মণ গোতমই ঐ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। (বিদূষককে দেখিয়া প্রকাশ্যে) রাজার কামবিষয়ক সহায় এই গোতমেরই এই নীতি। (গোতমই এইরূপ কূটনীতি উদ্ভাবন করিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকার বন্ধন মোচন করাইয়া দিয়াছে)।

বিদূ। দেবি! যদি নীতিশাস্ত্রের একটি অক্ষরও পাঠ করিতাম, তাহা হইলে ভাবে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতাম না।

রাজা। (অপবারিত হইয়া) আঃ! এই সঙ্কট হইতে কিরূপে মুক্ত হই?

(বেগে জয়সেনার প্রবেশ)

জয়। দেব! কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, ইত্যবসরে একটি পিঙ্গলবর্ণ বানর আসিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভীত করিয়া তুলিয়াছে, তিনি ধারিণীদেবীর ক্রোড়ে বসিয়া আছেন; প্রবল বায়ুতে যেমন পল্লব কম্পিত হয়, তিনি সেইরূপ কম্পিত হইতেছেন।

রাজা। কি কষ্ট! বাল্যভাব স্বভাবতই দুর্ব্বল।

ইরা। (আবেগের সহিত) কুমারীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আর্য্যপুত্র ত্বরান্বিত হউন। কুমারীর ভয়জনিত মোহ যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়।

রাজা। অহমেনাং সংজ্ঞাপয়ামি। [ইতি সত্বরঃ নিষ্ক্রামতি

বিদূ। সাহু রে পিঙ্গলবাণর ! সাহু ! পরিত্তাদো তুএ সবক্খো।

[নিষ্ক্রান্তো রাজা বিদূষকশ্চেরাবতী নিপুণিকা প্রতীহারী চ

মাল। দেবীং চিন্তিঅ বেবদি মে হিঅঅম্। ণ আণে সংপদি কি আদো অণুভবিদব্বং ভবিস্‌সদি ত্তি।

(নেপথ্যে) অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। অপুন্নে এসঞ্চরত্তে দোহলস্‌স মুউলেহিং সংণদ্ধো তবণীআসোঅো। জাব দেবাএ নিবেদেমি।

(উভে শ্রুত্বা প্রহৃষ্টে)

বকু। আসাসত্থু সহী। সচ্চপইণ্ণা দেবী।

মাল। তেণ অহং পমদবণপালিআএ পিঠ্‌টদো হোমি।

বকু। তহ। [ইতি নিষ্ক্রান্তে

ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ।

রাজা। আমিই কুমারীকে প্রকৃতিস্থ করিতেছি।

বিদূ। রে পিঙ্গলবানর ! তুই সাধু ! তুই আজি রাজা প্রভৃতি আত্মীবর্গকে রক্ষা করিলি। [রাজা, বিদূষক, ইরাবতী, নিপুণিকা ও প্রতীহারীর প্রস্থান

মাল। সখি ! ধারিণী দেবীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে (ইরাবতীর কথায় তিনি আমাদের প্রতি কঠোর দণ্ডবিধান করিতে পারেন) জানি না, সংপ্রতি আমাদের ভাগ্যে আবার কি ঘটিবে।

নেপথ্যে। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য ! পঞ্চ রাত্রি অতীত হইতে না হইতে তপনীয়াশোকের মুকুলোদ্গম হইয়াছে। দেবীকে গিয়া এ সংবাদ জানাই।

(এই কথা শুনিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রফুল্লভাব)

বকু। সখি, আশ্বস্ত হও। ধারিণী দেবী সত্যপ্রতিজ্ঞ। (তিনি অবশ্য তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন ; কোনরূপ দণ্ডের আশঙ্কা নাই)।

মাল। তবে আমিও প্রমদবনপালিকা মধুকরিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই।

বকুলা। সেই কথাই ভাল। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্যানপালিকা মধুকরিকা)

মধু। উপক্‌খিত্তো মএ কিদসক্কারবিহিণা তবণীআসোঅস্‌স ভিত্তি-বেদিআবন্ধো। জাব অণুট্‌ঠিদণিওঅং অত্তাণং দেবীএ নিবেদেমি। (পরিক্রম্য) অহো, দেব্বস্‌স অনুকম্পণীআ মালবিআ। তস্‌সিং তহ চণ্ডিআ দেবী ইমিণা অসোঅহরিসদোহনবুত্তন্তেণ পসাদসুমুহী ভবিস্‌সদি। কহিং ণু ক্‌খু ভবে দেবী ? (বিলোক্য) অম্মো, এসো দেবীএ পরিঅণ-ব্‌ভন্তরো কিংবি জদুমুদ্দালচ্ছিদং মঞ্জুসং গেহ্নিঅ চউস্‌সালাদো কুজ্‌জো-সরিসিএ ণিক্কামদি। পুচ্ছিস্‌সং দাব ণম্।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টহস্তঃ কুব্জঃ)

মধু। সারসিঅ! কহিং পত্থিদোসি ?।

সার। মহুঅরিএ! বিজ্জাচভরিআণং বম্হণাণং ইমং ণিচ্চদক্‌খিণং মাসিইং অজ্জপুরোহিতস্‌ পাবইস্‌সং।

(উদ্যানপালিকা মধুকরিকার প্রবেশ)

মধু। আমি তপনীয়াশোকের সৎকারবিধি সম্পন্ন করিয়াছি; (বৃক্ষমূলে জলসেচনাদি যে যে কার্য্য করা উচিত, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে); ভিত্তিবেদিকাও বন্ধন করা হইয়াছে; (জলরক্ষণার্থ তরুমূলে যে আলবালরূপ বেদি প্রস্তুত করিতে য়, তাহাও সুসম্পন্ন হইয়াছে); দেবীর সমস্ত আদেশই প্রতিপালিত হইয়াছে; খন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করি। অহো! দৈব মালবিকার তি অনুকম্পা করিলেন। এই অশোকের পুষ্পোদ্গমরূপ আনন্দের সংবাদ াইয়া কুপিতা দেবী ধারিণী মালবিকার প্রতি প্রসন্নমুখী হইবেন। এখন দেবী কান্ স্থানে আছেন? এই যে দেবীর পরিজনাভ্যন্তরবর্ত্তী সারসিক নামক পরি-রিক লাক্ষা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত পেটিকা লইয়া কুব্জভাবে চতুঃশালা হইতে বহির্গত ইতেছে। ইহার নিকট (দেবী কোথায়) জিজ্ঞাসা করি।

(যথানির্দ্দিষ্ট-হস্ত কুব্জ সারসিকের প্রবেশ)

মধু। সারসিক! কোথায় যাইতেছ?

সার। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে প্রত্যহ যে দক্ষিণা প্রদত্ত হয়, তাহারই মাসিক মষ্টি অর্থ লইয়া পুরোহিতের হস্তে দিতে যাইতেছি।

মধু। অহ কিং ণিমিত্তং ?

সাহ। জদপপ্‌দি সুহুঃ সেণাবদী অম্বতুরঙ্গরক্‌খণে ণিউত্তো ভট্টি
দারআোবসুমিত্তো তস্‌স আউসনিমিত্তং ণিক্কসদসুবন্নপরিমাণং দক্‌খিং
দেবী সম্‌খিনীগ্রহিং পরিগ্‌গাহোদি ।

মধু। অহ কহিং দেবী কিং বা অণুচিঠ্‌দি ?

সার। মঙ্গলঘরে আসণত্থা ভবিঅ বিদ্‌ভভাবসআদো ভাতুণা বীর
সেণেণ পেসিদং লেহং লেহকরেহিং বাচীঅমাণং সুণাদি।

মধু। কো উণ বিদব্‌ভরাঅবুত্তন্তো সুণীঅদি ?

সার। বসীকিদো কিল বীরসেণপ্পমুহেসিং দণ্ডচক্কেহিং ভট্টিণো বিদ
ব্‌ভবণাহো। মোইদো কিল সে দাআদো মাহবসেণো। দূদো ব

মধু। কেন ?

সার। অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র যদবধি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত
হইয়াছেন, তদবধি তাঁহার পরমায়ুর্বৃদ্ধির জন্য দেবী প্রত্যহ নিষ্কশত-পরিমিত
সুবর্ণ দক্ষিণাযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতেছেন। *

মধু। এখন দেবী কোথায় আছেন, কি কার্য্যেই বা ব্যাপৃত আছেন ?

সার। তিনি এখন মঙ্গলগৃহে উপবিষ্ট আছেন। বিদর্ভরাজ্য হইতে
তাঁহার ভ্রাতা বীরসেন একখানি লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, পত্রাদিলেখক দ্বারা
তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতেছেন।

মধু। বিদর্ভরাজ্যের সংবাদ কি ?

সার। বীরসেন-প্রমুখ সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক স্বামী অগ্নিমিত্রের যোদ্ধসমূহ
দ্বারা বিদর্ভনাথ বশীকৃত হইয়াছেন। বিদর্ভনাথের সহিত মাধবসেন মুক্ত

---

* নিষ্ক—চারিটি সুবর্ণমুদ্রার নাম নিষ্ক। যথা—

পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শঃ।
চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ॥

অর্থাৎ পাঁচ কৃষ্ণলকে এক মাষ হয়; ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ (সুবর্ণমুদ্রা), চারি সুবর্ণে
এক নিষ্ক।

স্বর্ণদানফল সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, যথা—

সর্ব্বান্ কামান্ প্রয়াত্যেতে পিতামহসুতোঽব্রবীৎ।
স্বর্ণদানং প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্বং যে প্রবদন্তি কাঞ্চনম্॥

অর্থাৎ সুবর্ণ দান করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয়।

তেণ মহাসারাণি রঅণবাহণাণি সিপ্পিদা রিআভূইট্ঠং পরিঅণং অ উব অণীকরিঅ ভট্টিণো সআসং পেসিদো। সো কিল ভট্টারঅং পেব খিস্সদি।

মধু। গচ্ছ অণুচিঠ্ঠ অত্তণো ণিওঅম্। অহং বি দেবীং পেব খিসসম্। (ইতি প্রবেশকঃ) [ইতি নিষ্ক্রান্তৌ

(ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারী)

প্রতী। অণত্তহ্মি দেবীএ অসোঅসক্কারব্বাবিদাএ, বিণ্ণবেহি অজ্জ উত্তম্। ইচ্ছামি অজ্জউত্তেণ সহ অসোঅরুক্খস্স পসূণলচ্ছিং পচ্চৃব খীকাদুং ত্তি। তা জাব ধম্মাসণগদং দেবং পড়িবালেমি। (ইতি পরি ক্রামতি)।

বৈতালিকঃ (নেপথ্যে)

প্রথমঃ। দিষ্ট্যা দণ্ডেনৈবারিশিরঃসু বর্ত্ততে দেবঃ।

হইয়াছেন। বীরসেন বহুমূল্য রত্ন, বাহন, শিল্পী ও অনেকগুলি কুমারী প্রভৃতি উপহারসহ এক দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সেই দূত প্রভুর সহিত সাক্ষা করিবে।

মধু। তুমি নিজ কার্য্যে যাও, আমিও দেবীকে দর্শন করিতে যাই।

(ইতি প্রবেশক) [উভয়ের প্রস্থান

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। দেবী আমাকে আদেশ করিয়াছেন, 'অশোকবৃক্ষের মূলে জল-সেচনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আর্য্যপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। তাঁহাকে গিয়া জানাও, এখন আমি আর্য্যপুত্রের সহিত একত্র হইয়া অশোক-বৃক্ষের পুষ্পশোভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।' অতএব আমি এখন ধর্ম্মাসনস্থ মহারাজের নিকট যাই।

(নেপথ্যে বৈতালিকগণ)

প্রথম বৈতা। সৌভাগ্যবশে আমাদের মহারাজ দণ্ড দ্বারা শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান করিতেছেন (শত্রুরা মহারাজের বশীভূত হইয়াছে)। রতিসহচর সুন্দরদেহ মন্মথ যেমন কোকিলাকূজিত বিদিশাতীরস্থ উদ্যানে বসন্তের আবির্ভাব প্রকাশ করেন, আপনিও সেইরূপ মহোৎসাহশীল ও হস্ত্যাদি সকল সৈন্যাঙ্গবিশিষ্ট হইয়া বন্দিজনকৃত স্তুতিবাদে মুখরিত বিদিশাতীরস্থ উদ্যানে শোভা

পরভৃতকলব্যাহারেষু ত্বমাত্তরতির্মধুং,
নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেষনঙ্গ ইবাঙ্গবান্।
বিজয়করিণামালানত্বং গতৈঃ প্রবলস্য তে,
বরদ বরদারোধোবৃক্ষৈঃ সহাবনতো রিপুঃ॥

দ্বিতীয়ঃ। বিরচিতপদং বীরপ্রীত্যা সুরোপম সূরিভি-
শ্চরিতমুভয়োর্মধ্যেকৃত্য স্থিতং ক্রথকৈশিকান্।
তব হৃতবতো দণ্ডানীকৈর্বিদর্ভপতেঃ শ্রিয়ং,
পরিঘগুরুভির্দোর্ভির্বিষ্ণোঃ প্রসহ্য চ রুক্মিণীম্॥

প্রতী। এসো জঅসদ্দসূইদপ্পথাণো ভট্টা ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। অহং বি দাবা ইমস্‌স মুহাদো ওসরিঅ এদং মুহালিন্দতোরণং সমস্‌সিদা হোমি। ইত্যেকান্তে স্থিতা।

(প্রবিশ্য সবয়স্যো রাজা)

কান্তাং বিচিন্ত্য সুলভেতরসম্প্রয়োগাং,
শ্রুত্বা বিদর্ভপতিমানমিতং বলৈশ্চ।

বিস্তার করিতেছেন। হে বরদ! আপনি মহাবলবান্, আপনার শত্রু আপনার বিজয়-হস্তিসমূহের বন্ধনস্তম্ভস্বরূপ বরদানদীতীরস্থ বৃক্ষরাজির সহিত অবনত হইয়াছে। (বরদানদীতীরে যে সকল বৃক্ষ আছে, আপনার বিজয়ী হস্তিসকলকে তাহাতে বন্ধন করায়, সেই বৃক্ষসকল যেমন অবনত হইয়াছে, আপনার শত্রুসকলও সেইরূপ আপনার নিকট করপুটে অবনত হইয়া রহিয়াছে)।

দ্বিতীয়। হে দেবোপম! আপনি দমনার্থ সেনাসমূহ দ্বারা সবলে বিদর্ভাধিপতি যজ্ঞসেনের রাজশ্রী হরণ করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ পরিঘাকার চতুর্ভুজ দ্বারা সবলে রুক্মিণীকে হরণ করাতে, তাঁহার কীর্ত্তি যেমন বীরপ্রিয় পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আপনার কীর্ত্তিও বিদর্ভনগরীতে সেইরূপ বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রতী। এই জয়শব্দ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। অতএব আমি সম্মুখভাগ হইতে সম্মুখস্থ বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠের তোরণান্তরালে অবস্থিতি করি। (একান্তে অবস্থান)

(বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা। [illegible] স্নিগ্ধ পঙ্কের উপর যদি জলধারা বর্ষিত হয়, তাহা হইলে

ধারাভিরাতপ ইবাভিহতং সরোজং,
দুঃখায়তে চ হৃদয়ং সুখমশ্নুতে চ ॥

বিদূ। ইহ পেক্খামি, একন্তসুহিদো ভবং ভবিস্‌সদি।

রাজা। কথমিব ?

বিদূ। অজ্জ কিল দেবীএ ধারিণীএ পণ্ডিদকোসিই ভণিদা। ভঅবদি! তুমং যদি সচ্চং পসাহণগববং বহেসি, দংসেহি দাব মালবিআএ শরীরে বিবাহণেবত্থং ত্তি। তদো সবিসেসকোদুহলং অলংকিদা মালবিআ তত্তভোদীএ। কদাবি পূরএ ভবদো মণোরহং।

রাজা। সখে! মদপেক্ষামনুস্থত্য অনয়া ধারিণ্যা পূর্ব্বচরিতৈঃ সম্ভাব্যত এবৈতৎ।

প্রতী। (উপগম্য) জেদু জেদু দেবো। দেবী বিণ্ণবেদি। তবণী-

তাহার যে অবস্থা ঘটে, আমার হৃদয়ও সেইরূপ প্রিয়তমা মালবিকাকে লাভ করা দুর্লভ এবং সৈন্যগণ কর্তৃক বিদর্ভরাজের পরাজয় ও আমার অধীনতাপ্রাপ্তি এই দুইটি বিষয় চিন্তা করিয়া দুঃখও অনুভব করিতেছে, আবার সুখও অনুভব করিতেছে। (ইরাবতী প্রভৃতি রাণীরা বিঘ্নাচরণ করাতে আমার মালবিকাসমাগম ঘটিতেছে না, ইহাই আমার দুঃখের কারণ, আর বিদর্ভরাজ পরাজিত হইয়া আমার বশীভূত হইয়াছেন, ইহা আমার সুখের হেতু)।

বিদূ। আমার অনুমান হয়, মহারাজ এইবার নিরতিশয় সুখী হইবেন।

রাজা। কিরূপ?

বিদূ। অদ্য ধারিণী দেবী পণ্ডিতকৌশিকীকে বলিয়াছেন, 'ভগবতি! অপরের বেশভূষাসম্পাদনে যদি আপনার নৈপুণ্য থাকে, তাহা হইলে মালবিকার অঙ্গে বিবাহযোগ্য বেশভূষা বিন্যাস করিয়া দিউন।' এই আদেশ পাইয়া মাননীয়া কৌশিকী অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত মালবিকাকে অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়াছেন। বোধ হয়, ধারিণী দেবী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দিবেন।

রাজা। সখে! আমার সুখসন্তোষবিধানার্থ ধারিণী দেবী পূর্ব্ব হইতে এ যাবৎ যেরূপ যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমারই উদ্দেশে মালবিকাকে এইরূপ অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়াছেন।

প্রতী। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, দেবী

অসোঅস্স কুসুমোগ্গমসিরিং অজ্জউত্তেণ সহ পচ্চক্খীকাদুং ইচ্ছামি ত্তি।

রাজা। নমু তত্রৈব দেবী?

প্রতী। অধইং। জাহরিহসংমাণসুহিঅং অন্তেউরং বিসজ্জিঅ মালবিআপুরোএণ অত্তণো পরিঅণেণ সমং দেবং পড়িবালেদি।

রাজা। (সহর্ষং বিদূষকং বিলোক্য) জয়সেনে! গচ্ছাগ্রতঃ।

প্রতী। এদু এদু দেবো!

(ইতি পরিক্রামতি)

বিদূ। (বিলোক্য) ভো বয়স্স! কিংপি পরিবুত্তজোব্বণো বিঅ বসন্তো পমদবণে লক্খীঅদি।

রাজা। যদাহ ভবান্।

অগ্রে বিকীর্ণকুরুবকফলজালকভিদ্যমানসহকারম্।
পরিণামাভিমুখমৃতোরুৎসুকয়তি যৌবনং চেতঃ॥

জানাইয়াছেন, 'আমি আর্য্যপুত্রের সহিত একত্র হইয়া তপনীয়াশোকের পুষ্পো-দগমশোভা দেখিতে ইচ্ছা করি।'

রাজা। দেবী কি সেইখানেই আছেন?

প্রতী। আজ্ঞা হাঁ। দেবী যথাযোগ্য আসনাদিসমন্বিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মালবিকাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া নিজ পরিজনবর্গের সহিত মহারাজের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজা। (আনন্দের সহিত বিদূষকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) জয়সেনে! তুমি অগ্রগামী হও।

প্রতী। মহারাজ আসুন, আসুন। (পরিক্রমণ)

বিদূ। (চারিদিক্ দেখিয়া) বয়স্য! বসন্ত যেন পুনরায় নবযৌবন ধারণ করিয়া প্রমদবনে শোভা পাইতেছে।

রাজা। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিক। সম্মুখভাগে রক্তঝিণ্টীর ফল সকল এবং আম্রমুকুল শোভা পাইতেছে; সুতরাং বার্দ্ধক্যোন্মুখ বসন্তঋতুর এই নব-যৌবন দেখিয়া আমার ন্যায় লোকের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

বিদূ। ভো বঅস্স, সো দিণ্ণণেবত্থো বিঅ কুসুমত্থবএহিং তবণী-আসোও। আলোএদু ভবং।

রাজা। স্থানে খলু প্রসবমন্থরোঽয়মভূৎ, যদিদানীমনন্যসাধারণীং শোভাং পুষ্যতি। পশ্য—

সর্ব্বাশোকতরূণাং প্রথমং সূচিতবসন্তবিভবানাম্।
নির্বৃত্তদোহদেঽস্মিন্ সংক্রান্তানীব কুসুমানি॥

বিদূ। তহ। ভো! বীসদ্ধো হোহি। অম্হেসু সণ্ণিহিদেসু বি ধারিণী পাসপরিবট্টিণীং মালবিঅং অণুমণ্ণেদি।

রাজা। (সহর্ষম্) পশ্য পশ্য সখে!

মামিয়মভ্যুত্তিষ্ঠতি দেবী বিনয়াদনূত্থিতা প্রিয়য়া।
বিস্তৃতহস্তকমলয়া নরেন্দ্রলক্ষ্ম্যা বসুমতীব॥

(ততঃ প্রবিশতি ধারিণী মালবিকা পরিব্রাজিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

মাল। (আত্মগতম্) জাণামি ণিমিত্তং মহ কোদুআলংকারস্স, তহ

বিদূ। মহারাজ দেখুন, এই সেই তপনীয়াশোকবৃক্ষ পুষ্পস্তবকরূপ বেশে সজ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

রাজা। এই তপনীয়াশোক যে এত দিন পুষ্পোৎপাদনে অসমর্থ ছিল, তাহা যুক্তিযুক্ত। যে হেতু, এখন অনন্যসাধারণী শোভা ধারণ করিতেছে। দেখ, বসন্ত-ঋতুতে সকল প্রকার পুষ্পই প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু রমণীজনের চরণতাড়নরূপ দোহদ প্রাপ্ত হইয়া এই তপনীয়াশোক সর্ব্বপ্রথমেই পুষ্পরাজি প্রসব করিয়াছে।

বিদূ। আপনার কথা ঠিক। আপনি মালবিকাসম্ভোগবিষয়ে এখন বিশ্বস্ত হউন। মালবিকাকে ধারিণী দেবীর পার্শ্ববর্ত্তিনী বলিয়াই বোধ হইতেছে।

রাজা। (সানন্দে) সখে! দেখ দেখ, ধারিণী দেবী আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য করপদ্ম দুটি প্রসারিত করিয়াছেন; প্রিয়তমা মালবিকা বিনয়নম্র-ভাবে উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উত্থিত হইতেছেন; সুতরাং রাজলক্ষ্মী অনুগামিনী হইলে পৃথিবীর যেরূপ শোভা হয়, ধারিণী দেবী সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়া আমাকে সম্মানপ্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মানা হইয়াছেন।

(ধারিণী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গের প্রবেশ)

মাল। (আত্মগত) ধারিণী দেবী যে কৌতুকালঙ্কার আমার

বি মে হিঅঅং বিসিণীপত্তগদং বিঅ সলিলং বেবদি।০ দক্‌খিণে
ণঅণং অ বহুসো ফুরদি।

বিদূ। ভো বঅস্‌স! বিবাহণেবথেণ সবিসেসং কখু সোহদি
ভোদী মালবিআ।

রাজা। পশ্যাম্যেনাম্‌। এষা—

অনতিলম্বিদুকূলনিবাসিনী, বহুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে।
উড়ুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা, হতহিমৈরিব চৈত্রবিভাবরী॥

ধারি। (উপত্যে) জেদু জেদু অজ্জউত্তো।

বিদূ। বড্ঢদু ভোদী।

পরি। বিজয়তাং দেবঃ।

রাজা। ভগবতি! অভিবাদয়ে।

পরি.। অভিপ্রেতসিদ্ধিরস্তু।

সজ্জিত করিয়াছেন, তাহার কারণ আমি জানি। (তপনীয়াশোকে দে
প্রদান করাতে পঞ্চরাত্রির মধ্যেই পুষ্পোদ্গম হইয়াছে; সেই জন্য দেবী ও
হইয়া এইরূপ করিয়াছেন; ইহা আমি জানি); তথাপি কমলিনীদলগত জ
ন্যায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে; (পাছে আমার ভাগ্যদোষে পুনরায় ে
কোন প্রতিবন্ধক উৎপাদন করেন, এই ভাবিয়া আমি কম্পিত হইতেছি
আবার এ দিকে আমার বামচক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে।

বিদূ। বয়স্য! মাননীয়া মালবিকা বিবাহবেশে সজ্জিত হইয়া যার
নাই শোভা ধারণ করিয়াছেন।

রাজা। আমিও উহাঁকে দেখিতেছি। এই মালবিকা নাতিদীর্ঘ প
পরিধান করিয়াছেন, অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কারও ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং
হইতেছে; নীহারমুক্ত, নক্ষত্রগণে শোভিতা, উদয়োন্মুখী জ্যোৎস্নামালায় মণ্ডি
[illegible]ণীয়া চৈত্রমাসীয়া রজনীর ন্যায় ইনি বিরাজ করিতেছেন।

দেবী। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হউক, জয় হউক।

বিদূ। দেবী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন।

পরি। মহারাজ বিজয়ী হউন্‌।

রাজা। ভগবতি! অভিবাদন করি।

[illegible]। [illegible]সিদ্ধি হউক।

দেবী। (সস্মিতম্) অজ্জউত্ত! এস দে অস্নোহিং তরুণীজণসহাদসীঅসোও সংকেদগেহও কপ্পিদো।

বিদূ। ভো আরাহিআসি।

রাজা। (সব্রীড়মশোকমভিতঃ পরিক্রামন্)

নায়ং দেব্যা ভাজনত্বং ন নেয়ঃ, সৎকারাণামীদৃশানামশোকঃ।
যঃ সাবজ্ঞো মাধবশ্রীনিয়োগে, পুষ্পৈঃ শংসত্যাদরং ত্বৎপ্রযত্নে॥

বিদূ। ভো বীসদ্ধো ভবিঅ জোব্বণবদিং পেক্খ।

ধারি। কাং?

বিদূ। তবণীআসোঅস্স কুসুমসোহং। (সর্ব্বে উপবিশন্তি)

রাজা। (মালবিকাং বিলোক্যাত্মগতম্) কষ্টঃ খলু সন্নিধিবিয়োগঃ।

অহং রথাঙ্গনামেব প্রিয়া সহচরীব মে।
অননুজ্ঞাতসম্পর্কা ধারিণী রজনীব নৌ।

দেবী। (মৃদু হাস্যসহকারে) আর্য্যপুত্র! আমরা এই অশোকবৃক্ষকে যুবতীজনসহচর আপনার সঙ্কেতগৃহরূপে কল্পিত করিয়াছি। (আপনি এই অশোকবৃক্ষমূলে যথেচ্ছ বিহার করুন)।

বিদূ। মহারাজ! দেবী আপনাকে সম্মানিত করিলেন।

রাজা। (সলজ্জভাবে অশোকের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ) দেবি, তুমি এই অশোকবৃক্ষকে যথেষ্ট সংবর্দ্ধিত করিয়াছ; বসন্তলক্ষ্মী এই অশোককে পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে আদেশ দিলে এই বৃক্ষ সে আদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল; পরে তোমার যত্নে মালবিকার চরণাঘাতে পুষ্পোদ্গম হইয়াছে; সুতরাং তোমার প্রতি এই বৃক্ষ সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। এই বৃক্ষের আদর করাই তোমার উচিত।

বিদূ। বয়স্য! এখন বিশ্বস্ত (নির্ভীক) হইয়া এই যৌবনবতী মালবিকাকে দর্শন করুন।

দেবী। কাহাকে?

বিদূ। তপনীয়াশোকের কুসুমশোভাকে। (সকলের উপবেশন)

রাজা। (মালবিকাকে দর্শন পূর্ব্বক আত্মগত) নিকটে থাকিয়াও বিরহ সহ করা কি কষ্টকর! আমি চক্রবাক এবং [illegible]

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু। বিজয়তাং দেবঃ। অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি। তস্মিন্ কালে বিদর্ভরাজোপায়নে দ্বে শিল্পিদারিকে মার্গপরিশ্রমাদলঘুশরীরে ইতি কৃত্ব ন প্রবেশিতে। সম্প্রতি দেবোপস্থানযোগ্যে সংবৃত্তে। তদাজ্ঞাং দেবো দাতুমর্হতি।

রাজা। প্রবেশয় তে।

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপতি দেবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রম্য তাভ্যাং সহ প্রবিশ্য)

ইত ইতো ভবত্যৌ।

প্রথ। (জনান্তিকম্) হলা মদণিএ! অপূব্বং ইমং রাঅউলং পবি- সন্তীএ মে পসীদদি হিঅঅং।

দ্বিতী। জোসিণিএ! মহ বি এব্বং। অত্থি ক্খু লোঅপ্পবাদে 'আআমি সুহং দুক্খং বা হিঅঅসমবথা কধেদি' ত্তি।

আর ধারিণী দেবী আমাদের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ; ইনি যতক্ষণ অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ আমাদের মিলনের কোন আশা নাই।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজ বিজয়ী হউন। দেব! অমাত্য নিবেদন করিয়াছেন বিদর্ভরাজ উপহারস্বরূপ দুইটি শিল্পিবালিকাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, সেই কন্যা দুটি পথশ্রমে অত্যন্ত অসুস্থ হওয়াতে আপনার নিকট আনীত হয় নাই সম্প্রতি তাহারা মহারাজের নিকট উপস্থিত হইবার উপযুক্ত সুস্থ হইয়াছে মহারাজের আজ্ঞা পাইলে আনয়ন করি।

রাজা। তাহাদিগকে আনয়ন কর।

কঞ্চু। মহারাজের যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া প্রস্থান ও তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ করিয়া) এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

প্রথমা। (জনান্তিকে) সখি মদনিকে! এই রাজগৃহ কি চমৎকার এখানে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয় প্রফুল্ল হইল।

দ্বিতীয়া। জ্যোৎস্নিকে! আমারও হৃদয় সেইরূপ হইতেছে। লোকপ্রবাদ আছে, হৃদয়ের অবস্থাই ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ সূচনা করে। (হৃদয় প্রফুল্ল হইলে [illegible] ভবিষ্যৎ সুখ সূচনা করে)।

প্রথ। সো সচ্চো দাণিং হোদু।

কঞ্চু। এষ দেব্যা সহ দেবস্তিষ্ঠতি। উপসর্পতাং ভবত্যৌ।

(উভে উপসর্পতঃ, মালবিকাং পরিব্রাজিকাং চ দৃষ্ট্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ)

উভে। (প্রণিপত্য) জেদু জেদু ভট্টা, জেদু জেদু ভট্টিণী।

রাজা। নিষীদতম্।

উভে। (রাজাজ্ঞয়া উপবিষ্টে)।

রাজা। কস্যাং কলায়ামভিবিনীতে ভবত্যৌ?

উভে। ভট্টা! সঙ্গীদে অব্ভন্তর হ্ম।

রাজা। দেবি! গৃহ্যতামনয়োরন্যতরা।

ধারি। মালবিএ! ইদো পেক্খ। কদরা তে সঙ্গীদসহআরিণী রুচ্চদি?

উভে। (মালবিকাং দৃষ্ট্বা) অহ্মো ভট্টিদারিআ! (ইতি প্রণম্য) জেদু জেদু ভট্টিদারিআ। (তয়া সহ বাষ্পং বিকিরতঃ)।

প্রথমা। এখন ইহা সত্য হউক।

কঞ্চু। এই যে মহারাজ দেবীর সহিত উপবিষ্ট আছেন। আপনারা নিকটে গমন করুন।

(উভয়ের নিকটে গমন, মালবিকা ও পরিব্রাজিকা চেটীদ্বয়কে দেখিয়া পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত)

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) প্রভুর জয় হউক, জয় হউক। ভট্টিণীর জয় হউক, জয় হউক।

রাজা। তোমরা দুই জনে উপবেশন কর।

উভয়ে। (রাজাজ্ঞায় উপবেশন)।

রাজা। কোন্ কলাবিদ্যায় তোমাদের নিপুণতা আছে?

উভয়ে। মহারাজ! আমরা উভয়ে সঙ্গীতবিদ্যায় শিক্ষিতা।

রাজা। দেবি! এই উভয়ের মধ্যে এক জনকে গ্রহণ কর।

দেবী। মালবিকে! এই দিকে চাহিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে কাহাকে তুমি সঙ্গীত-সহচারিণী করিতে ইচ্ছা কর?

উভয়ে। (মালবিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অহো! ভর্তৃদারিকা! (এই

পরি। স ইমাং তথাগতভ্রাতৃকাং ময়া সার্দ্ধমপবাহ্য ভবৎসম্বন্ধাপেক্ষয়া পথিকসার্থং বিদিশাগামিনমনুপ্রবিষ্টঃ।

রাজা। ততস্ততঃ?

পরি। স চ অটব্যন্তরে নিবিষ্টো গতাধ্বা বণিগ্‌জনঃ।

রাজা। ততস্ততঃ?

পরি। ততঃ—

তূণীবপট্টপরিণদ্ধভুজান্তরালমাপার্ষ্ণিলম্বিশিখিবর্হকলাপধারি।
কোদণ্ডপাণি নিনদৎপ্রতিরোধকানামাপাতদুষ্প্রসহমাবিরভূদনীকম্॥

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি)

বিদূ। ভোদি! মা ভাআহি। অদিক্কন্তং কখু অত্তভোদী কহেদি।

রাজা। ততস্ততঃ?

পরি। ততো মুহূর্ত্তং বদ্ধায়ুধাস্তে পরাঙ্মুখীভূতাঃ সার্থবাহযোদ্ধারস্তস্করৈঃ।

পরি। এই মালবিকার ভ্রাতা যজ্ঞসেনের বশীভূত হইলে, সুমতি আপনাকে সম্প্রদান করিবার অভিলাষে ইহাঁকে লইয়া এই বিদিশানগরগামী বণিক্‌দিগের সহিত মিলিত হন।

রাজা। তাহার পর, তাহার পর?

পরি। সেই বণিক্‌দল বহুপথ অতিক্রম করিয়া এক বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

রাজা। তাহার পর আর কি হইল?

পরি। তাহার পর সহসা এক দল দস্যুসৈন্য আবির্ভূত হইল। তাহাদিগের প্রত্যেকের বাহুযুগলের মধ্যভাগ তূণীর-বন্ধনার্থ পট্টসূত্র দ্বারা সংবদ্ধ; পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ময়ূরপুচ্ছ বিলম্বিত; (মস্তকে যে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছে, তাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে); করতলে শরাসন বিদ্যমান; তাহারা যেরূপ ভীষণ হুঙ্কার করিতেছে, তাহা শ্রুতিকঠোর ও দুঃসহ।

(মালবিকার ভয়ের অভিনয়)

বিদূ। আপনি ভয় পাইবেন না। মাননীয়া কৌশিকী অতীত বৃত্তান্ত বলিতেছেন

রাজা। তাহার পর, তাহার পর?

পরি। তাহার পর বৃতাব্র বণিক্‌দিগের যোদ্ধগণ মুহূর্ত্তমধ্যে তস্করগণ কর্ত্তৃক

রাজা। হন্ত, ইতঃ পরং কষ্টতরং শ্রোতব্যম্।

পরি। ততঃ স মৎসোদর্য্যঃ।

ইমাং পরীপ্সুর্দুর্জাতে পরাভিভবকাতরাম্।

ভর্ত্তৃপ্রিয়ঃ প্রিয়ৈর্ভর্ত্তুরানৃণ্যমসুভির্গতঃ॥

প্রথ। অহো, হদো সুমদী।

দ্বিতী। অদো ক্খু ভট্টিদারিআএ ইঅং সমবত্থা সংবুত্তা।

(পরিব্রাজিকা বাষ্পং বিসৃজতি)

রাজা। ভগবতি! তনুত্যজামীদৃশী লোকযাত্রা। ন শোচ্যস্তত্র-ভবান্ সফলীকৃতভর্ত্তৃপিণ্ডঃ। ততস্ততঃ?

পরি। ততোঽহং মোহমুপাগতা যাবৎ সংজ্ঞাং লভে,তাবদিয়ং দুর্লভ-দর্শনা সংবৃত্তা।

রাজা। অহো! ইহার পর শ্রবণ করা বড়ই কষ্টকর।

পরি। তাহার পর প্রভুর প্রিয়পাত্র আমার সহোদর সুমতি সেই মহাবিপদে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণ হেতু ভয়বিহ্বলা এই মালবিকাকে উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক প্রভুর ঋণ পরিশোধ করিলেন।

প্রথমা। হায়! সুমতি নিহত হইলেন!

দ্বিতীয়া। তাহার পর হইতেই প্রভুকুমারীর এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

(পরিব্রাজিকার বাষ্পবিসর্জ্জন)

রাজা। ভগবতি! বিনশ্বর দেহিগণের এইরূপেই অসময়ে মৃত্যু ঘটে। জগতের রীতিই এই। মাননীয় সুমতি যে প্রভুর অন্নে দেহ পোষণ করিয়াছিলেন, এই প্রকারে দেহত্যাগ করায় তাহা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার জন্য আর শোক করার প্রয়োজন নাই। * তাহার পর, তাহার পর?

পরি। অনন্তর আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। যখন চেতনা প্রাপ্ত হইলাম, তখন আর মালবিকার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম না।

---

* অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, প্রভুর জন্য যে ব্যক্তি দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, ম্লেচ্ছ বা তস্করের হস্তে দেহ ত্যাগ করে, তাহার স্বর্গলাভ হয় সন্দেহ নাই। যথা—

"দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্বাপি হতা ম্লেচ্ছৈশ্চ তস্করৈঃ।
যে স্বাম্যর্থে হতা যান্তি রাজন্ স্বর্গং ন সংশয়ঃ॥"

রাজা। মহৎ খলু কৃচ্ছ্রমনুভূতং ভগবত্যা।

পরি। ততো ভ্রাতুঃ শরীরমগ্নিসাৎ কৃত্বা পুনর্নবীভূতবৈধব্যদুঃখয়া ময়া ত্বদীয়ং দেশমবতীর্য্য ইমে কাষায়ে গৃহীতে।

রাজা। যুক্তং সজ্জনৈস্তথ পন্থাঃ।

পরি। সেয়মাটবিকেভ্যো বীরসেনং বীরসেনাদ্দেবীং গতা। দেবী-গৃহে লব্ধপ্রবেশয়া ময়া চানন্তরং দৃষ্টেত্যেবমবসানং কথায়াঃ।

মাল। (আত্মগতম্) কিং ণু কখু ভট্টা সম্পদং ভণাদি।

রাজা। অহো, পরিভবোপহারিণো বিনিপাতঃ। কুতঃ—

প্রেষ্যভাবেন নামেয়ং দেবীশব্দক্ষমা সতী।
স্নানীয়বস্ত্রক্রিয়য়া পত্রোর্ণং বোপযুজ্যতে॥

ধারি। ভঅবদি! অত্র অহিজণবদিং মালবিঅং অণাচক্খন্তীএ অসংপদং কিদম্।

রাজা। আপনি মহাকষ্ট অনুভব করিয়াছেন।

পরি। অনন্তর ভ্রাতার দেহ অগ্নিসংকার করিলাম। তখন পুনরায় বৈধব্য-যন্ত্রণা যেন আমার নিকট নবীভূত হইল। অনন্তর আপনার এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কাষায়বসন ধারণ করিয়াছি।

রাজা। সাধুদিগের এই পথই যুক্তিসঙ্গত।

পরি। সেই এই মালবিকা দস্যুগণের নিকট হইতে বীরসেনের এবং বীরসেনের নিকট হইতে ধারিণী দেবীর আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছে। আমি তৎপরে দেবীর গৃহে উপস্থিত হইয়া ইহাকে দেখিতে পাই। ইহাই আমার বর্ণনার পরিসমাপ্তি।

মাল। (আত্মগত) সংপ্রতি মহারাজ কি বলেন দেখি।

রাজা। অহো! এই প্রকারে দুঃখ দিবার জন্যই দৈব উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ, ধৌত কৌষেয়বস্ত্রের যেমন স্নানশাটীত্ব অসম্ভব অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কৌষেয়-বস্ত্রকে যেমন কেহ স্নানীয়বস্ত্র করে না, মহিষীপদের যোগ্য এই মালবিকাও সেইরূপ পরিচারিকা হইবার উপযুক্ত নহে।

ধারি। ভগবতি! এই [illegible] মালবিকার পরিচয় না দিয়া আপনি [illegible] নাই।

পরি। শান্তং পাপম্। কেন চ কারণেন খলু ময়া নৈষ্ঠুর্য্যমবলম্বিতম্

ধারি। কিং বিঅ তং কারণম্?

পরি। ইয়ং পিতরি জীবতি কেনাপি দেবযাত্রাগতেন সিদ্ধাদেশকে সাধুনা মৎসমক্ষং সমাদিষ্টা। সংবৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যভাবমনুভূয় তত সদৃশভর্ত্তৃগামিনী ভবিষ্যতীতি। তদেবং ভাবিনমাদেশমস্যাস্বৎপাদশুশ্রূষয়া পরিণমন্তমবেক্ষ্য কালপ্রতীক্ষয়া ময়া সাধু কৃতমিতি পশ্যামি।

রাজা। যুক্তা প্রতীক্ষা।

কঞ্চুকী। দেব! কথান্তরেণান্তরিতম্। অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি বিদর্ভগতমনুষ্ঠেয়মনুষ্ঠিতমভূৎ। দেবস্য তাবদভিপ্রায়ং শ্রোতুমিচ্ছামীতি।

রাজা। মৌদ্গল্য! তত্রভবতোর্যজ্ঞসেনমাধবসেনয়োর্দ্বৈরাজ্যমিদানীমবস্থাপয়িতুকামোঽস্মি।

তৌ পৃথগ্বরদাকূলে শিষ্টামুত্তরদক্ষিণে।
নক্তন্দিবং বিভজ্যোভৌ শীতোষ্ণকিরণাবিব॥

পরি। পাপ দূর হউক, (অমঙ্গল দূর হউক), আমি কোন কারণে এইরূপ [নির্দ]য় ব্যবহার করিয়াছি।

ধারি। সে কারণ কি?

পরি। এই মালবিকার পিতার জীবদ্দশায় দেবোৎসব উপলক্ষে একটি [ভবিষ্য]গণনাকারী উপস্থিত হন। তিনি এইরূপ আদেশ করেন যে, 'এই মালবিকা [এক] বৎসর পরিচারিকাভাবে থাকিয়া পরে অনুরূপ ভর্ত্তৃগামিনী হইবেন।' [এ]ই আদেশ অনুসারে আপনার চরণসেবায় ইহাকে রাখিয়া সেই সিদ্ধ পুরুষের [আ]দেশ রক্ষা করা হইয়াছে। আমি এইরূপে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া [বো]ধ হয় সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছি।

রাজা। এরূপে কালপ্রতীক্ষা করা সঙ্গতই হইয়াছে।

কঞ্চুকী। দেব! আপনি বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকায় আমি বক্তব্য নিবেদনের [অ]বসর প্রাপ্ত হই নাই। অমাত্য জানাইয়াছেন, বিদর্ভদেশ-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য [অনু]ষ্ঠিত হইয়াছে। (বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন শাসিত হইয়াছেন)। এখন আপনার অভিপ্রায় কি, শুনিতে ইচ্ছা করি।

রাজা। মৌদ্গল্য! মাননীয় যজ্ঞসেন ও মাধবসেনের রাজ্য এখন পৃথক পৃথক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। [illegible]

কঞ্চু। দেব! এবমমাত্যপরিষদে বিজ্ঞপয়ামি।

রাজা। (অঙ্গুল্যানুমন্যতে)।

[নিষ্ক্রান্তঃ কঞ্চুকী।

প্রথ। (জনান্তিকম্) ভট্টিদারিএ! দিট্ঠিআ ভট্টিদারও অদ্ধরজ্জে পরিট্ঠিং গমিস্সদি।

মাল। এদং দাব বহুমণিদব্বং জং জীবিদসংসআদো বিমুক্তো।

(পুনঃ প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু। বিজয়তাং দেবঃ। অমাত্যো দেবস্য বিজ্ঞাপয়তি, কল্যাণী দেবস্য বুদ্ধিঃ। মন্ত্রিপরিষদোঽপ্যেতদেব দর্শনম্। কুতঃ—

দ্বিধা বিভক্তাং শ্রিয়মুদ্বহন্তৌ, ধুরং রথাশ্বাবিব সংগ্রহীতুঃ।

তৌ স্থাস্যতস্তে নৃপতে! নিদেশে, পরস্পরাবগ্রহনির্ব্বিকারৌ॥

যেমন রাত্রি ও দিনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করিয়া ভোগ করেন, যজ্ঞসেন ও মাধবসেন উভয়ে সেইরূপ বরদা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক শাসন করুন।

কঞ্চু। দেব! তবে আমি মন্ত্রিসভায় গিয়া মহারাজের অভিপ্রায় জানাই।

রাজা। (অঙ্গুলীসঙ্কেতে গমনে অনুমতি)

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

প্রথমা। (জনান্তিকে) ভর্ত্তৃদারিকে! সৌভাগ্যবশে কুমার মাধবসেন অর্দ্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

মাল। তিনি যখন জীবনের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখন তাহাই যথেষ্ট ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।

(কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজের জয় হউক। দেব! অমাত্য নিবেদন করিলেন, মহারাজের বুদ্ধি কল্যাণকরী; মন্ত্রিপরিষদেরও এই মত। কারণ, রথযোজিত অশ্বদ্বয় যেমন পরস্পরের প্রতি আক্রমণের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া দ্বিধা বিভক্ত রথভার ধারণ পূর্ব্বক সারথির বশীভূত থাকে, যজ্ঞসেন ও মাধবসেনও সেইরূপ পরস্পর শত্রুতা ত্যাগ করিয়া বরদানদীর উভয়তীরস্থ রাজ্যসম্পত্তি অধিকার পূর্ব্বক আপনার আদেশে অবস্থিত থাকুন।

রাজা। তেন হি মন্ত্রিপরিষদং ব্রূহি, সেনান্যে বীরসেনায় লেখ্যত মেবং ক্রিয়তামিতি।

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ

(সপ্রাভৃতকং লেখং গৃহীত্বা পুনঃ প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু। অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞা। অয়ং দেবস্য সেনাপতেঃ পুষ্পমিত্রস্য সকাশাৎ সোত্তরীয়প্রাভৃতকো লেখঃ প্রাপ্তঃ। প্রত্যক্ষীকরোতৃেনং দেবঃ।

রাজা। (উত্থায় সপ্রাভৃতকং লেখং সোপচারং গৃহীত্বা পরিজনায়ার্পয়তি)।

(পরিজনো লেখং নাট্যেনোদ্‌ঘাটয়তি)

ধারি। (আত্মগতম্) অম্মহে, অদোমুহং এব্ব ণো হিঅঅম্। সুণিস্সং দাব গুরুঅণস্স কুসলাণন্তরং বসুমিত্তস্স বুত্তন্তম্। অদিভারে ক্খু পুত্তও সেণাবদিণা ণিউত্তো।

রাজা। তবে মন্ত্রিসভাকে বল, সেনানী বীরসেনকে লেখা হউক যে, ঐরূপ কার্য্য কর।

কঞ্চুকী। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(উত্তরীয়রূপ উপঢৌকনসহ পত্র-হস্তে কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চু। প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। সেনাপতি পুষ্পমিত্রের নিকট হইতে এই উত্তরীয়রূপ উপঢৌকনসহ পত্র উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ প্রত্যক্ষ করুন।

রাজা। (উঠিয়া নমস্কারাদি সম্মানপ্রদর্শন পূর্ব্বক সে উত্তরীয়পত্র লইয়া পরিজন-হস্তে প্রদান)।

(পরিজন কর্ত্তৃক পত্র উন্মোচনের অভিনয়)

ধারিণী। অহো! বসুমিত্রবিষয়ক চিন্তায় আমার হৃদয় তদভিমুখ (উৎকণ্ঠিত) হইয়াছে। গুরুজনের কুশলসংবাদের পর বসুমিত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব। সেনাপতি আমার পুত্র বসুমিত্রকে [illegible]তার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

রাজা। (উপবিশ্য বাচয়তি) স্বস্তি, যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতিঃ পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমায়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষজ্যেদমনুদর্শয়তি। বিদিতমস্তু। যোঽসৌ রাজযজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য বৎসরায় নিবর্ত্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরঙ্গমো বিসৃষ্টঃ, স সিন্ধোর্দ্দক্ষিণে রোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনেন প্রার্থিতঃ। ততঃ উভয়োঃ সেনয়োর্মহানাসীৎ সংমর্দ্দঃ।

(ধারিণী বিষাদং নাটয়তি)

রাজা। কথমীদৃশং সংবৃত্তম্? (পুনর্ব্বাচয়তি)।

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বসুমিত্রেণ ধন্বিনা।
প্রসহ্য হ্রিয়মাণো মে বাজিরাজো নিবর্ত্তিতঃ॥

ধারি। ইমিণা আস্সসিদং মে হিঅঅম্।

রাজা। (লেখশেষং বাচয়তি) সোঽহমিদানীমংশুমতেব সগরঃ পৌত্রেণ প্রত্যাহৃতাশ্বো যক্ষ্যে। তদিদানীমকালহীনং বিগতরোষচেতসা ভবতা বধূজনেন সহ যজ্ঞসেনায়াগন্তব্যমিতি।

রাজা। (উপবেশন পূর্ব্বক সোপহার পত্রিকা লইয়া পাঠ) স্বস্তি, সেনাপতি যজ্ঞশালা হইতে বিদিশাস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জানাইতেছেন,—বিদিত হউক, আমি রাজযজ্ঞে ব্রতী হইয়া শত রাজকুমার-পরিবৃত কুমার বসুমিত্রকে রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞীয় তুরঙ্গটিকে নিজ ইচ্ছানুসারে ছাড়িয়া দিয়াছি। সেই যজ্ঞীয়াশ্ব নানা স্থান বিচরণ পূর্ব্বক যে সময় সিন্ধুনদের দক্ষিণতীরে উপস্থিত হয়, সেই সময় অশ্বসেনাবৃত এক যবন আসিয়া সেটিকে ধারণ করিয়াছে। পরে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

ধারিণী। (বিষাদ প্রকাশ)

রাজা। কি, এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে? (পুনর্ব্বার পত্র পাঠ) তৎপরে বসুমিত্র একমাত্র শরাসনের সাহায্যে সবলে সমস্ত বিপক্ষকে পরাভূত করিয়া আবার সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গকে আনয়ন করিয়াছে।

ধারিণী। এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আশ্বস্ত হইল।

রাজা। (পত্রের শেষাংশ পাঠ) সূর্য্যবংশতিলক নরপতি সগর যেমন নিজ পৌত্র [illegible] আনীত তুরঙ্গ দ্বারা [illegible] সম্পন্ন করিয়াছিলেন,

রাজা। অনুগৃহীতোঽস্মি।

পরি। দিষ্ট্যা পুত্রবিজয়েন তস্মাৎ দম্পতী বর্দ্ধেতে।

ভর্ত্তাসি বীরপত্নীনাং শ্লাঘ্যানাং স্থাপিতা ধুরি।
বীরসূরিতি শব্দোঽয়ং তনয়াত্ত্বামুপস্থিতঃ॥

ধারি। ভোদি! পরিতুট্টহ্মি, জং পিদরং অণুজাদো মে বচ্ছও।

রাজা। মৌদ্গল্য! নমু কলভেন যূথপতেরনুকৃতঃ।

কঞ্চু। দেব! অয়ং কুমারঃ—

নৈতাবতা বীরবিজৃম্ভিতেন, চিত্তস্য নো বিস্ময়মাদধাতি।
যস্যাপ্রধৃষ্যঃ প্রভবস্তমুচ্চৈরগ্নেরপাং দগ্ধুরিবোরুজন্মা॥

আমিও সেইরূপ বসুমিত্র কর্ত্তৃক প্রত্যানীত অশ্বদ্বারা যজ্ঞ সমাধা করিব; অতএব আপনি কালবিলম্ব না করিয়া যবনের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞদর্শনার্থ উপস্থিত হইবেন।

রাজা। অনুগৃহীত হইলাম।

পরি। সৌভাগ্যবশে আপনারা উভয় দম্পতী পুত্র দ্বারা অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইলেন। দেবি! স্বামী আপনাকে শ্লাঘনীয় বীরপত্নীদিগের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এখন আবার কুমার হইতে আপনি বীরপ্রসবিনী বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন।

ধারিণী। দেবি! আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। যেহেতু, পুত্রটি পিতার অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রাজা। মৌদ্গল্য। হস্তিশাবকটি যূথপতিরই অনুকরণ করিয়াছে। (অর্থাৎ বসুমিত্র বালক হইয়াও শৌর্য্যবীর্য্যে মহাবীরের অনুকরণ করিয়াছে)।

কঞ্চুকী। মহারাজ! কুমার যে যবন বিজয়পূর্ব্বক অশ্বমেধীয় অশ্ব প্রত্যানয়ন করিয়া বীরাচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের চিত্তে কিছুমাত্র বিস্ময়বোধ হইতেছে না। কারণ, বাড়বাগ্নি যে অগাধ সমুদ্রের জলরাশি দগ্ধ করেন, সে কেবল মহাতেজা ঔর্ব্বঋষির উরুদেশ হইতে জন্ম হইয়াছে, এ সন্দেহ নাই। সর্ব্বশত্রুবিজয়ী মহাশূরবংশজ আপনি যখন বসুমিত্রের জনক তখন কুমারের পক্ষে এ কার্য্য বিচিত্র নহে।

রাজা। মৌদ্গল্য! যজ্ঞসেনশ্যালমুরীকৃত্য মোচ্যন্তাং সর্ব্বে বন্ধনস্থাঃ।

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

ধারি। জয়সেণে! গচ্ছ ইরাবদিপ্পমুহাণং অন্তেপুরাণং পুত্তস্স বুত্তন্তং ণিবেদেহি।

(প্রতীহারী গন্তমুত্থিতা)

ধারি। এহি দাব।

প্রতী। (প্রতিনিবৃত্য)

ধারি। (জনান্তিকম্) জং মএ অসোঅদোহলণিমিত্তং মালবিআএ পড়িস্সুদং, তং সে অহিজণং চ ণিবেদিঅ মম বঅণেণ ইরাবদিং অণুণেহি। তুএ অহং সংচ্চাদো ণ বিব্ভংসিদব্বেত্তি।

প্রতী। জং দেবী আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। মৌদ্গল্য! যজ্ঞসেন ও অন্যান্য বন্দিগণের এখন কারাবন্ধন মোচন করিয়া দেও।

কঞ্চুকী। মহারাজার যেরূপ আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ধারিণী। জয়সেনে! যাও, ইরাবতী প্রভৃতি অন্তঃপুর-মহিলাগণের নিকট পুত্রের এই বিজয়-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কর।

(প্রতীহারীর গমনোদ্যোগ)

ধারিণী। আইস, শুনিয়া যাও।

প্রতী। (প্রতিনিবৃত্ত হইয়া) এই আসিয়াছি।

ধারিণী। (জনান্তিকে) তপনীয়াশোকে দোহদ প্রদান করিবার সময় আমি মালবিকার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, তাহার মনোরথ পূর্ণ করিব; এখন তাহার রাজবংশে জন্মের কথাও বিদিত হইয়াছে; অতএব এই সকল কথা জানাইয়া ইরাবতী দেবীকে বলিবে, এখন যেন আমি সেই প্রতিশ্রুতি [illegible], মালবিকার অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে।

[প্রস্থান।

[illegible] যেরূপ আদেশ।

(প্রতীহারী পুনঃ প্রবিশ্য)

প্রতী। ভট্টিণি! পুত্তবিজঅণিমিত্তেণ পরিতোসেণ অন্তেউরাণং আহরণাণং মঞ্জুসহ্মি সংবুত্তা।

ধারি। এদং কিং অচ্চরিঅম্। সাধারণো ণং অব্ভুদও।

প্রতী। (জনান্তিকম্) ভট্টিণি! ইরাবদী বিণ্ণবেদি। সরিসং কু পহুবএ পহবন্তীএ তব বঅণম্। সংকপ্পিদেণ জুজ্জদি অণ্ণহা কাদুং ত্তি

ধারি। ভঅবদি! তুএ অণুমদা ইচ্ছামি অজ্জসুমদিণা পঢমসংকপ্পিদং মালবিঅম্ অজ্জউত্তস্স পড়িবাদেদুম্।

পরি। ইদানীমপি ত্বমেবাস্যাঃ প্রভবসি।

ধারি। (মালবিকাং হস্তে গৃহীত্বা) ইদং অজ্জউত্তো পিঅণিবেদণাণুরূবং পারিতোসিঅং পড়িচ্ছদু।

প্রতী। (পুনঃ প্রবেশ করিয়া) ভর্ত্রি! কুমারের বিজয়-সংবাদ শুনিয়া অন্তঃপুর-মহিলারা আমাকে এত অলঙ্কার পারিতোষিক দিলেন যে, আমি যেন আভরণের একটি পেটিকা হইয়া পড়িয়াছি।

ধারিণী। ইহা আর আশ্চর্য্য কি? পুত্রবিজয়-সংবাদ সাধারণ অভ্যুদয়। (পুত্রের প্রতি সকল মহিলাদিগেরই সমান স্নেহ; সুতরাং তাঁহারা যে আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া তোমাকে এরূপ পারিতোষিক প্রদান করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে)।

প্রতী। (জনান্তিকে) ভর্ত্রি! ইরাবতী দেবী জানাইতেছেন, আপনি পৃথিবীর ন্যায় প্রভুত্বশালিনী; আপনার এরূপ বাক্য (আদেশ) উপযুক্তই বটে। প্রতিশ্রুত বিষয়ের অন্যথাচরণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

ধারিণী। ভগবতি! আর্য্য সুমতি মালবিকাকে আর্য্যপুত্রের হস্তে সম্প্রদান করিতে পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সম্প্রতি আপনি সেই বিষয়ে আদেশ করেন, ইহাই আমার বাসনা।

পরি। আপনিই এখন সর্ব্বপ্রকারে মালবিকার প্রভু। (আমার অনুমতির আর অপেক্ষা কি? আপনি নিজ ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করিতে পারেন)।

ধারিণী। (মালবিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) এই মালবিকারূপ পরমোৎকৃষ্ট রত্নটি এখন আর্য্যপুত্র গ্রহণ করুন।

(রাজা ব্রীড়াং নাটয়তি)

ধারি। (সস্মিতম্) কিং অবধীরেদি অজ্জউত্তো

বিদূ। ভোদি! এসো লোঅব্ববহারো। সব্বো ণববরো লজ্জাতুরো হোদি। (রাজা বিদূষকমবেক্ষতে)

বিদূ। অহ! দেবীএ এব্ব কিদপ্পণিবি্বসেসং দিণ্ণদেবীসদ্দং মালবিঅম্ অত্তভবং পড়িগহিদুম্ ইচ্ছদি।

ধারি। এদাএ রাঅদারিআএ অহিজণেন দিণ্ণো এব্ব দেবীসদ্দো, কিং পুণরুত্তেণ।

পরি। মা মৈবম্।

অপ্যাকরসমুৎপন্নো রত্নজাতিপুরস্কৃতঃ।
জাতরূপেণ কল্যাণি! স হি সংযোগমর্হতি॥

ধারি। (স্মৃত্বা) মরিসেদু ভঅবদী, অব্ভুদঅকহাএ পঢ়মং অবগুণ্ঠণং বসণং ণালক্খিদম্। জঅসেণে? গচ্ছ দাব পত্তোণ্ণং উবণেহি।

(রাজার লজ্জা প্রকাশ)

ধারিণী। (মৃদু হাস্য সহকারে) আর্য্যপুত্র কি বিবেচনা করিতেছেন? মালবিকার প্রতি কি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন?

বিদূ। দেবি! সচরাচর লোকব্যবহারে এইরূপই প্রচলিত আছে যে, নূতন বর লজ্জাশীলই হইয়া থাকে।

রাজা। (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত)

বিদূ। যখন দেবী আত্মনির্বিশেষে নিজেই মালবিকাকে দেবী শব্দে অভিহিত করিলেন, তখন মালবিকাকে গ্রহণ করা মহারাজের কর্ত্তব্য।

ধারিণী। উচ্চবংশই এই রাজকুমারীকে দেবী শব্দ প্রদান করিয়াছে; সুতরাং এ বিষয়ে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পরি। এ কথা বলিবেন না। হে কল্যাণি! আকরজাত মণিশ্রেষ্ঠ যেমন কাঞ্চনের সহিত মিলিত হইলে পূর্ণ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই মালবিকা এখন অনুরূপ পতি মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হউন।

ধারিণী। (স্মরণ করিয়া) ভগবতী ক্ষমা করুন। পুত্রবিজয়-সংবাদ শ্রবণে অবগুণ্ঠনের কথা আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। জয়সেনে! যাও, ধৌত কৌষেয়-বস্ত্র আনয়ন কর।

প্রতী। জং দেবী আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা

(পুনঃ পত্রোর্ণং গৃহীত্বা প্রবিশ্য প্রতীহারী)

প্রতী। দেবি! এদম্।

ধারি। (মালবিকামবগুণ্ঠনবতীং কৃত্বা) অজ্জউত্তো দাণিং ইম পড়িচ্ছদু।

রাজা। ত্বচ্ছাসনং প্রত্যনুরক্তা বয়ম্। (অপবার্য্য) হন্ত প্রতিগৃহীতা।

বিদূ। অহ্মহে, দেবীএ অণুউলদা ধারিণীএ।

দেবী। (পরিজনমবলোকয়তি)

পরিজনঃ। (মালবিকামুপেত্য) জেদু জেদু ভট্‌টিণী।

ধারিণী। (পরিব্রাজিকাং নিরীক্ষতে)

পরি। দেবি! নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি।

প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্ত্তৃবৎসলাঃ সাধ্ব্যঃ।
অন্যসরিতামপি জলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যুদধিম্॥

প্রতী। দেবীর যেরূপ আজ্ঞা। (নিষ্ক্রমণ ও অবগুণ্ঠন লইয়া পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক) দেবি! এই অবগুণ্ঠন আনিয়াছি।

ধারিণী। (মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া) আর্য্যপুত্র এখন ইহাকে গ্রহণ করুন।

রাজা। আমরা তোমার আদেশের বশীভূত। (সুতরাং তোমার আদেশে মালবিকাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম)। (লজ্জাবশে অপবারিত হইয়া) অহো! মালবিকা গ্রহণ করা হইল।

বিদূ। অহো, রাজার প্রতি ধারিণী দেবীর কি অনুকূলভাব!

ধারিণী। (পরিজনগণের দিকে নেত্রপাত) (মালবিকাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই পরিজনবর্গের প্রতি নেত্রসঙ্কেতে ইঙ্গিত)।

পরিজন। (মালবিকার নিকট গমন পূর্ব্বক) ভর্ত্রীর জয় হউক, জয় হউক।

ধারিণী। (পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টিপাত)

পরি। দেবি! আপনাতে ইহা (এইরূপ ব্যবহার) বিচিত্র নহে। পতিবৎসলা সাধ্বী রমণীগণ নিজেরাই সপত্নীসাধনরূপ কার্য্য করিয়া পতির সেবা

(প্রবিশ্য নিপুণিকা)

নিপু। জেদু ভট্টা। ইরাবদী বিণ্ণবেদি। জং উবআদিক্কমেণ তদা ভট্টিণো অবরদ্ধা, তং সঅং এব্ব ভত্তুণো অনুউলং ণাম আঅরিদং। সম্পাদং পুণ্ণমণোরহেণ ভত্তুণা পসাদমেত্তেণ সংভাবইদবেত্তি।

ধারি। ণিউণিএ! অবস্সং সে সেবিদং অজ্জউত্তো জাণিস্সদি।

নিপু। অণুগিহিদম্হি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

পরি। দেব! অমুনা যুক্তসম্বন্ধেন চরিতার্থং মাধবসেনং সভাজয়িতুং গচ্ছামঃ।

ধারি। ভঅবদীএ ণ জুত্তং অম্হে পরিচ্চইত্তুং।

করিয়া থাকেন। দেখুন, গঙ্গা প্রভৃতি সমুদ্রগামিনী নদীসকল অন্যান্য নদীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের জলরাশি সমুদ্রে লইয়া যায়।

(নিপুণিকার পুনঃ প্রবেশ)

নিপু। মহারাজের জয় হউক। ইরাবতী দেবী নিবেদন করিতেছেন যে, 'আমি মহারাজের অনুনয় লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপরাধ করিয়াছি। (প্রমদবনে মালবিকার সহিত নির্জ্জনে তাঁহাকে আলাপ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম; তিনি অনুনয়-বিনয় করিলেও আমি প্রসন্ন হই নাই; তাঁহার বিনয় লঙ্ঘন পূর্ব্বক চলিয়া আসিয়াছিলাম; সুতরাং আমার অপরাধ হইয়াছে। এখন নিজেই সেই অপরাধের ক্ষালন করিতেছি। মহারাজের হস্তে মালবিকা-সম্প্রদানবিষয়ে ধারিণী দেবী জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সে বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছি; সুতরাং মহারাজের সন্তোষকর কার্য্যই করা হইয়াছে। এখন মহারাজ আমার প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন।) মালবিকা লাভ হওয়াতে প্রভুর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; অতএব এখন প্রসন্ন হইয়া আমাকে সংবর্দ্ধিত করুন।

ধারিণী। নিপুণিকে! অবশ্য ইরাবতীর আনুগত্য মহারাজ স্বীকার করিবেন।

নিপু। অনুগৃহীত হইলাম। [নিপুণিকার প্রস্থান।

পরি। মহারাজ! এখন মাধবসেনের সহিত সৌহার্দ্দসম্বন্ধ স্থাপিত হইল; সুতরাং তাঁহার সংবর্দ্ধনার্থ গমন করিতে ইচ্ছা করি। (আপনাদিগের অনুমতি প্রার্থনা)।

ধারিণী। আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবতীর গমন করা কর্ত্তব্য নহে।

রাজা। ভগবতি! মদীয়েষ্বেব লেখেষু তত্রভবতস্তামুদ্দিশ্য সভাজনাক্ষরাণি পাতয়িষ্যামঃ।

পরি। যুবয়োঃ স্নেহাৎ পরবানয়ং জনঃ।

ধারি। আণবেদু অজ্জউত্তো ভূওবি দে কিং পিঅম্ উবহরিস্সম্?

রাজা। মম তাবদেতাবদেব প্রিয়ম্।

(ভরতবাক্যম্)

ত্বং মে প্রসাদসুমুখী ভব দেবি! নিত্যমেতাবদেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ।

আশাস্যমত্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং,

সম্পৎস্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাসপ্রণীতং মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকং সমাপ্তম্।

রাজা। ভগবতি! আমি পত্র লিখিবার সময় আপনাকে উদ্দেশ পূর্ব্বক সেই মাননীয় মাধবসেনকে সম্মানাদি জ্ঞাপন করিব।

পরি। এই ব্যক্তি (আমি) আপনাদিগের উভয়ের স্নেহাধীন। (অতএব আপনাদিগের অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করিতে সমর্থ নহি)।

ধারিণী। আর্য্যপুত্র বলুন, আপনার আর কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব?

রাজা। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রিয় কার্য্য হইল। এখন ভরতবাক্যই সফল হউক। হে দেবি! তুমি সর্ব্বদা আমার প্রতি প্রসন্নমুখী থাক; তোমার যেন অপ্রসাদ উপস্থিত না হয়; ইহাই আমি প্রার্থনা করি। রাজ্যলাভ করিয়া অবধি যত দিন এই অগ্নিমিত্র প্রজাপালক হইয়াছে, তত দিন প্রজাপুঞ্জের বাঞ্ছনীয় (জলাশয়-রথ্যাদি নির্ম্মাণ) কার্য্য যে সম্পাদিত হয় নাই, তাহা নহে; সকলই সুসম্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং আর কিছু প্রার্থনীয় নাই।

[সকলের প্রস্থান।

মালবিকাগ্নিমিত্র সম্পূর্ণ।

বিক্রমোর্ব্বশী।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ।

পাত্রগণ।

পুরূরবা	...	...	...	রাজা
নারদ	...	...	...	
চিত্ররথ	...	...	...	গন্ধর্ব্বরাজ।
বিদূষক	...	...	...	রাজ-বয়স্য।
গালব, পৈলব	...	...	...	ভরতমুনির শিষ্যদ্বয়

কঞ্চুকী, পরিজনগণ, বৈতালিকগণ ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

উর্ব্বশী	...	...	...	
দেবী	...	...	...	রাজমহিষী।
মেনকা, চিত্রলেখা, ঔশীনরী, সহজন্যা, রম্ভা	...	...	...	অপ্সরাগণ।

তপস্বিনী, চেটী, অন্তঃপুররমণীগণ ইত্যাদি।

বিক্রমোর্ব্বশী।

প্রথমোঽঙ্কঃ।

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী,
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে,
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ॥

(নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ)

সূত্র। অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিষ! পরিষদেষা পূর্ব্বেষাং কবীনাং দৃষ্টরসপ্রবন্ধা, অহমস্যাং কালিদাসগ্রথিত-

---

বেদান্তে যিনি অদ্বিতীয় পুরুষ (ব্রহ্ম) বলিয়া কীর্ত্তিত, যিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত, যাঁহাতে অনন্যগামী ঈশ্বর শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে ঐ শব্দ যথার্থাক্ষর হইয়াছে, মুমুক্ষুগণ প্রাণাপানাদি বায়ু সংযমন পূর্ব্বক হৃদয়াভ্যন্তরে যাঁহার অন্বেষণ করেন এবং অটল ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহাকে অনায়াসে লাভ করা যায়, সেই মহেশ্বর তোমাদিগকে কল্যাণ প্রদান করুন।

(নান্দ্যন্তে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র। আর বিস্তারে আবশ্যক নাই। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) হে মারিষ! * এই সভার সভ্যগণ প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধাভিনয় সমস্ত দর্শন করিয়াছেন। আমি সংপ্রতি কালিদাসবিরচিত নূতন ত্রোটক নাটকের † অভিনয়

---

* নাট্যোক্তিতে আর্য্যজনের প্রতি 'মারিষ' সম্বোধন প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

† ত্রোটক—নাটকবিশেষ। ইহাতে সাত, আট, নয় বা পাঁচটি অঙ্ক থাকে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য এই উভয়ের সম্বন্ধ ইহাতে বিদ্যমান এবং প্রত্যঙ্কে বিদূষকের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। লক্ষণ যথা,—

'সপ্তাষ্ট-নব-পঞ্চাঙ্কং দিব্য-মানুষ-সংশ্রয়ম্।
ত্রোটকং নাম তৎ প্রাহুঃ প্রত্যঙ্কং সবিদূষকম্॥'

বস্তুনা নবেন ত্রোটকেনোপস্থাস্তে, তদুচ্যতাং পাত্রবর্গঃ স্বেষু স্থানেষবহি
র্ভবিতব্যং ভবন্তিরিতি।

(ততঃ প্রবিশতি নটঃ)

নটঃ। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

সূত্র। যাবদস্থামার্য্যবিদগ্ধমিশ্রান্ শিরসা প্রণিপত্য বিজ্ঞাপয়ামি
প্রণয়িষু দাক্ষিণ্যবশাদথবা সদ্বস্তুবহুমানাৎ।
শৃণুত জনা! অবধানাৎ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসস্থ॥

(নেপথ্যে) অজ্জা! পরিত্তাঅধ! পরিত্তাঅধ।

সূত্র। অয়ে! কিময়মকস্মাদ্বিমানচারিণামাকাশে করুণধ্বনিঃ শ্রূয়
(বিচিন্ত্য) আং জ্ঞাতম্, ভবতু।
উরূদ্ভবা নরসখস্থ মুনেঃ সুরস্ত্রী, কৈলাসনাথমুপসৃত্য নিবর্ত্তমানা।
বন্দীকৃতা বিবুধশত্রুভিরর্দ্ধমার্গে, ক্রন্দত্যতঃ শরণমপ্সরসাং গণোঽয়

[ইতি নিষ্ক্রান্তে

করিব; অতএব অভিনেতৃপাত্রগণকে নিজ নিজ স্থানে অবহিত হইয়া থাকি
বল। (নটের প্রবেশ)

নট। আপনার যেরূপ আজ্ঞা।

সূত্র। আমি তবে সৎকুলজাত চতুঃষষ্টি কলাভিজ্ঞ সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে অব
মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক জানাইতেছি যে, হে মহোদয়গণ! প্রণয়িজনের প্র
দাক্ষিণ্যবশতঃ কিংবা সদ্বস্তুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন জন্য আপনারা অবধান সহক
কালিদাসবিরচিত প্রবন্ধ শ্রবণ করুন।

(নেপথ্যে) আর্য্যগণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

সূত্র। অহো! সহসা নভোমার্গে বিমানচারিগণের করুণধ্বনি
হইতেছে যে! (চিন্তা করিয়া) আ! বুঝিয়াছি, তা হউক। নরসখা নারা
ঋষির উরুদেশ হইতে উৎপন্ন সুরবালা উর্ব্বশী কৈলাসনাথ কুবেরের নিকট গ
করিয়াছিলেন; প্রত্যাগমনকালে তিনি অর্দ্ধপথে দেবশত্রুগণ কর্ত্তৃক বন্দি
হইয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার সহচারিণী অপ্সরারা শরণলাভের জন্য আর্ত্ত
করিতেছে।

[সূত্রধার ও নটের প্রস্থা

(প্রস্তাবনা)

(ততঃ প্রবিশন্ত্যপটীক্ষেপেণাপ্সরসঃ)

অপ্স। অজ্জা! পরিত্তাঅধ পরিত্তাঅধ, জো অমরপক্খবাদী, জস্স অম্বরদলে গদী অত্থি।

(ততঃ প্রবিশত্যপটীক্ষেপেণ রথারূঢ়ো রাজা সূতশ্চ)

রাজা। অলমাক্রন্দিতেন, সূর্য্যোপস্থানসংনিবৃত্তং পুরূরবসং মামেত্য থ্যতাং কুতো ভবত্যঃ পরিত্রাতব্যা ইতি।

রম্ভা। অসুরাবলেবাদো।

রাজা। কিমসুরাবলেপেন ভবতীনামপরাদ্ধম্?

রম্ভা। সুণাদু মহারাও; জা তবোবিসেসসঙ্কিদস্স সুউমারং পহ-ণং মহেন্দস্স, পচ্চাদেসো রূবগব্বিদাএ সিরিগৌরীএ, অলঙ্কারো সগ্-স্স, সা ণো পিঅসহী কুবেরভবণাদো ণিঅত্তমাণা কেণাবি দাণবেণ চত্তলেহাদুদিআ অদ্ধবধজ্জেব ণিগ্গিহিদা।

(ইতি প্রস্তাবনা)

(বিনা যবনিকাপতনে অপ্সরাদিগের প্রবেশ)

অপ্সরা। হে আর্য্যগণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। যিনি দেবগণের পক্ষপাতী অথবা যিনি গগনতলে বিচরণ করেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(বিনা যবনিকাক্ষেপে রাজা ও সারথির প্রবেশ)

রাজা। আর রোদনে প্রয়োজন নাই। আমি পুরূরবা এইমাত্র সূর্য্যোপস্থান সাধা করিয়া আসিতেছি; কোন্ ব্যক্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, বল।

রম্ভা। অসুরের উপদ্রব হইতে।

রাজা কি? অসুরেরা তোমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া অপরাধী হইয়াছে?

রম্ভা। মহারাজ শ্রবণ করুন। দেবেন্দ্র কোন ব্যক্তির তপস্যাদর্শনে ভীত হইলে যাঁহাকে আপনার সুকুমার বাণস্বরূপ করিয়া থাকেন, যাঁহার সৌন্দর্য্যদর্শনে রূপগর্ব্বিতা পার্ব্বতীরও লজ্জা বোধ হয়, যিনি অমরপুরীর অলঙ্কারস্বরূপিণী, আমাদের প্রিয়সখী সেই উর্ব্বশী কুবেরপুরী হইতে চিত্রলেখার সহিত প্রত্যাগমন

রাজা। পরিজ্ঞায়তে কতমেন দিগ্বিভাগেন গতং স জাল্মঃ ?

অপ্স। ইসাণীএ দিসাএ।

রাজা। তেন হি মুচ্যতাং বিষাদঃ, যতিষ্যে বঃ সখীপ্রত্যানয়নায়।

অপ্স। (সহর্ষম্) সরিসং এদং সোমবংসসম্ভবস্স।

রাজা। ক পুনর্ম্মাং ভবত্যঃ প্রতিপালয়িষ্যন্তি ?

অপ্স। এতদস্সিং হেমকূড়সিহরে।

রাজা। সূত ! ঐশানীং দিশং প্রতি প্রেরয়াশ্বানাশুগমনায়।

সূতঃ। যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ইতি তথা করোতি)।

রাজা। (রথবেগং রূপয়িত্বা) সাধু! সাধু! অনেন রথবেগে পূর্ব্বপ্রস্থিতং বৈনতেয়মপ্যাসাদয়েয়ম্। মম হি—

অগ্রে যান্তি রথস্য রেণুপদবীং চূর্ণীভবন্তো ঘনা-
শ্চক্রভ্রান্তিররান্তরেষু বিতনোত্যন্যামিবারাবলীম্।

করিতেছিলেন, মধ্যপথে এক অসুর নিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থ করিতেছে।

রাজা। সেই নির্দ্দয় অসুর কোন্ দিকে প্রস্থান করিয়াছে জান ?

অপ্সরা। ঈশানকোণাভিমুখে গিয়াছে।

রাজা। তবে বিষাদ পরিত্যাগ কর, তোমাদের সখীকে প্রত্যানয়নার্থ আ যত্ন করিব।

অপ্সরা। (সহর্ষে) সোমকুলজাত আপনার পক্ষে এ কার্য্য উপযুক্ত বটে।

রাজা। তোমরা কোন্ স্থানে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে ?

অপ্সরা। এই হেমকূট পর্ব্বতের শিখরদেশে থাকিব।

রাজা। সারথে! ঈশানকোণাভিমুখে দ্রুতগতি অশ্বগণকে চালনা কর।

সূত। আয়ুষ্মন্! আপনার যেরূপ আজ্ঞা। (তদ্রূপ বেগে অশ্বচালন)।

রাজা। (রথবেগ বর্ণন পূর্ব্বক) সাধু সাধু! এই রথগতি দ্বারা পূর্ব্বপ্রস্থি গরুড়ের নিকটও উপস্থিত হওয়া যায়। রথের পুরোবর্ত্তী মেঘমণ্ডল চক্র দ্বা চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলস্থ রেণুর ন্যায় হইয়া যাইতেছে; বেগের আধিক্যবা অরসকলের মধ্যে যেন অন্য অরশ্রেণী বিন্যস্ত হইতেছে; অশ্বমস্তকস্থ বিশা [illegible] চিত্রলিখিতের ন্যায় বোধ হইতেছে এবং রথোপরিস্থ ধ্বজপংক্তি বা

চিত্রারম্ভাবনিশ্চলং হয়শিরস্থায়ামবচ্চামরং,

যন্মধ্যে সমবস্থিতো ধ্বজপটঃ প্রান্তে চ বেগানিলাৎ ॥

[নিষ্ক্রান্তৌ রাজা সূতশ্চ

সহজন্যা। হলা! গদো রাএসী; তা অহ্মেবি জধাসন্দিট্ঠং পদে

গচ্ছহ্ম।

মেনকা। সহি! এব্বং করেহ্ম।

(ইতি হেমকূটশিখরে নাট্যেনাধিরোহন্তি)

রম্ভা। অবি নাম সো রাএসী উদ্ধরে ণো হিঅঅসল্লং?

মেন। সহি! মা দে সংসও ভোদু।

রম্ভা। ণং দুজ্জআ দাণবা।

মেনকা। উঅপ্থিদসং পহারো মহেন্দো বি মজ্ঝমলোআদো সবহুমাণ

আণাবিঅ তং জ্জেব বিবুধবিজআঅ সেনামুহে নিওএদি।

রম্ভা। সব্বদা বিজঈ হোদু।

ভরে উভয় পার্শ্বে গমন করিলেও বায়ুবেগে বোধ হইতেছে যেন মধ্যস্থলেই অব

স্থিত রহিয়াছে। [সারথিসহ রাজার প্রস্থান

সহজন্যা। সখি! রাজর্ষি প্রস্থান করিলেন; অতএব আইস, আমরা

নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাই।

মেনকা। সখি! তাই চল।

(এই বলিয়া হেমকূটশিখরে আরোহণ)

রম্ভা। সেই রাজর্ষি কি আমাদের হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিবেন? (সখী

উর্ব্বশীর বিরহে আমাদিগের হৃদয়ে যে শোকশল্য বিদ্ধ হইয়াছে, প্রিয়সখীর উদ্ধার

সাধন করিয়া মহারাজ কি আমাদিগের হৃদয় হইতে সেই শল্য তুলিয়া ফেলিবেন)

মেনকা। সখি! সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রম্ভা। দানবগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ।

মেনকা। যখন যুদ্ধ ঘটে, তখন দেবেন্দ্র মধ্যমলোক (পৃথিবী) হইতে বা

সম্মানের সহিত এই রাজর্ষিকে আনয়ন পূর্ব্বক সুরগণের বিজয়লাভার্থ সেনাসমূহে

পুরোবর্ত্তী করিয়া দেন।

রম্ভা। তিনি সর্ব্বথা বিজয়ী হউন।

মেনকা। (ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা)। হলা! সমস্সসধ সমস্সসধ, এস উল্লসিদহরিণকেদণো তস্স রাএসিণো সোমদত্তো রহো দীসদি; ণ এসো অকদথো পড়িণিউত্তিস্সদি ত্তি তক্কেমি।

(নিমিত্তং সূচয়িত্বা অবলোকয়ন্ত্যঃ স্থিতাঃ)

(ততঃ প্রবিশতি রথারূঢ়ো রাজা সূতশ্চ, ভয়নিমীলিতাক্ষী চিত্রলেখাদক্ষিণহস্তাবলম্বিতা উর্ব্বশী চ)

চিত্র। সহি! সমস্সস সমস্সস।

রাজা। সুন্দরি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

গতং ভয়ং ভীরু সুরারিসম্ভবং, ত্রিলোকরক্ষী মহিমা হি বজ্রিণঃ।
তদেতদুন্মীলয় চক্ষুরায়তং, নিশাবসানে নলিনীব পঙ্কজম্॥

চিত্র। অম্মহে, উস্সসিদমেত্ত সন্তাবিদজীবিদা অজ্জবি সণ্ণং এসা ণ পড়িবজ্জদি।

রাজা। বলবদত্র তে সখী পরিত্রস্তা; তথাহি—

মেনকা। (ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া) সখি! তোমরা আশ্বস্ত হও। ঐ দেখ, গগনমার্গে বিরাজিত হরিণকেতন সোমদত্ত নামক তাঁহার মনোহর রথ দেখা যাইতেছে। আমার বোধ হয়, মহারাজ অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইবেন না। (অনিমেষনেত্রে রথের দিকে সকলের দৃষ্টিপাত)

(রথারূঢ় রাজা, সারথি এবং চিত্ররেখার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ভয়নিমীলিতাক্ষী উর্ব্বশীর প্রবেশ)

চিত্র। সখি! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

রাজা। সুন্দরি! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। হে ভয়শীলে! দানবভয় দূর হইয়াছে, বজ্রধারী ইন্দ্রের মহিমাই ত্রিভুবন রক্ষা করে; নিশাবসানে নলিনী যেমন আপনার পদ্মনেত্র উন্মীলন করে, তুমিও সেইরূপ তোমার অপাঙ্গবিস্তৃত লোচন উন্মীলন কর।

চিত্র। হায়! কিঞ্চিৎ নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে বলিয়াই সখীকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে; এখনও ইঁহার চেতনাপ্রাপ্তি হয় নাই।

রাজা। তোমার সখী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ, ইঁহার

মন্দারকুসুমদাম্না গুরুরস্যাঃ সূচ্যতে হৃদয়কম্পঃ।
মুহুরুচ্ছ্বসতা মধ্যে পরিণাহবতোঃ পয়োধরয়োঃ॥

চিত্র। (সকরুণম্) হলা উব্বসি! পজ্জবত্থবেহি অত্তাণঅ অণচ্ছরা বিঅ পড়িহাসি।

রাজা। মুঞ্চতি ন তাবদস্যা ভয়কম্পঃ কুসুমকোমলং হৃদয়ম্।
সিচয়ান্তেন কথঞ্চিৎ স্তনমধ্যোচ্ছ্বাসিনা কথিতঃ॥

(উর্ব্বশী প্রত্যাগচ্ছতি)

রাজা। (সহর্ষম্) চিত্রলেখে! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে প্রকৃতিমাপন্না তে প্রিয়সখী। পশ্য—

আবির্ভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রি-
র্নৈশস্যার্চ্চির্হুতভুজ ইব চ্ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা,
গঙ্গা-রোধঃ পতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥

পীনোন্নত কুচযুগলের মধ্যে যে মন্দারকুসুমমালা বিরাজিত আছে, উহা বার বার উচ্ছ্বসিত হওয়াতে ইহাঁর গুরুতর হৃৎকম্প সূচিত হইতেছে।

চিত্র। (কাতরতার সহিত) সখি উর্ব্বশী! ধৈর্য্য সহকারে নিজের আত্মাকে স্থির কর, ধৈর্য্যহারা হইলে অপ্সরার অনুপযুক্ত বলিয়া তুমি উপহাসাস্পদ হইবে।

রাজা। ভয়জনিত কম্প এখনও ইহাঁর কুসুমকোমল হৃদয় পরিত্যাগ করিতেছে না; কারণ, কুচযুগলমধ্যস্থ বস্ত্রাঞ্চল মৃদু মৃদু উচ্ছ্বসিত হওয়াতেই ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

(উর্ব্বশীর চেতনা লাভ)

রাজা। (সহর্ষে) চিত্রলেখে! কি সৌভাগ্যের বিষয়, তোমার প্রিয়সখী চেতনা লাভ করিয়াছেন। দেখ, চন্দ্রোদয় হইলে রজনী যেমন শনৈঃ শনৈঃ তিমিরাবগুণ্ঠন হইতে মুক্ত হয়, রাত্রিকালীন অগ্নিশিখা যেমন ধূমপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তোমার শোভনাঙ্গী প্রিয়সখী সেইরূপ অন্তর্গত মোহ হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হইয়া তটসম্পাতে কলুষিত গঙ্গার ন্যায় চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হইতেছেন।

চিত্র। হলা উব্বসি! বিস্‌সত্থা হোহি, আবণ্ণাণুকম্পিণা মহারাএণ পরাহদা ক্খু দে তিদসপরিবন্থিণো হদাসা দাণবা।

উর্ব্ব। (উন্মীল্য চক্ষুষী) কিং সম্পহারদংসিণা মহেন্দেণ অব্ভুবণ্ণা ম্হি?

চিত্র। ণ মহেন্দেণ, মহেন্দসরিসাণুভাবেণ রাএসিণা পুরূরবসেণ।

উর্ব্ব। (রাজানমবলোক্যাত্মগতম্) উবকিদং ক্খু মে দাণবেন্দসম্ভমেণ

রাজা। (উর্ব্বশীং বিলোক্যাত্মগতম্) স্থানে খলু নারায়ণমৃষিং বিলোভয়ন্ত্যা উরুসম্ভবামিমাং বিলোক্য ব্রীড়িতাঃ সর্ব্বা অপ্সরসঃ অথবা, নেয়ং তপস্বিনঃ সৃষ্টিরিত্যবৈমি। কুতঃ—

অস্যাং সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ,
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ।
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো,
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ॥

চিত্র। সখি উর্ব্বশী! বিশ্বস্ত হও; বিপন্নের প্রতি দয়াশীল মহারাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দেবশত্রু দানবগণ নিরাশ হইয়াছে।

উর্ব্ব। (চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক) আমি কি সংগ্রামপারদর্শী মহেন্দ্র-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছি? (দেবরাজ কি কৃপা পুরঃসর আমাকে দৈত্যহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন?)

চিত্র। না, মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নহে; মহেন্দ্র সদৃশ প্রভাবশালী রাজর্ষি পুরূরবা কর্ত্তৃক তুমি অনুগৃহীত হইয়াছ।

উর্ব্ব। (রাজার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আত্মগত) দৈত্যরাজের কবল হইতে রক্ষা করিয়া ইনি আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

রাজা। (উর্ব্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) অপ্সরারা নারায়ণ ঋষিকে প্রলুব্ধ করিতে যাইয়া এই উরুসম্ভবা উর্ব্বশীকে দর্শনে যে লজ্জিত হইয়াছিল, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। আমার বিবেচনায় ইহাঁকে তপস্বীর সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, ইহাঁর সৃষ্টিব্যাপারে কান্তিপ্রদাতা চন্দ্রই প্রজাপতি (স্রষ্টা) হইয়াছেন; শৃঙ্গাররসপ্রধান মদনদেব কিংবা চৈত্রমাসই ইহাঁর সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন; নতুবা [illegible] সর্ব্বদা জড়প্রায় হইয়া আছেন, স্রক্‌চন্দনাদি বিষয়ভোগে

উর্ব্ব। হলা চিত্তলেহে! সহীঅণো কহিং ক্খু ভবে?

চিত্র। অভঅপ্পদাই মহারাও জানাদি।

রাজা। (উর্ব্বশীং বিলোক্য) মহতি বিষাদে বর্ত্ততে তে সখীজনঃ পশ্যতু ভবতী—

যদৃচ্ছয়া ত্বং সকৃদপ্যবন্ধ্যয়োঃ, পথি স্থিতা সুন্দরি! যস্য নেত্রয়োঃ।
ত্বয়া বিনা সোঽপি সমুৎসুকো ভবেৎ, সখীজনস্তে কিমু রূঢ়সৌহৃদঃ॥

উর্ব্ব। (আত্মগতম্) অমিঅং ক্খু দে বঅণং; অধবা চন্দাদো অমিঅং ত্তি কিং এত্থ অচ্চরীঅং। (প্রকাশম্) অদোজ্জেব মে তুবরদি হিঅঅং।

রাজা। (হস্তেন দর্শয়ন্)

এতাঃ সুতনু! মুখং তে সখ্যঃ পশ্যন্তি হেমকূটগতাঃ।
উৎসুকনয়না লোকাশ্চন্দ্রমিবোপপ্লবান্মুক্তম্॥

যাঁহার কৌতূহল নাই, সেই প্রাচীন ঋষি কি প্রকারে এই মনোহর রূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন?

উর্ব্ব। অয়ি চিত্রলেখে! সখীরা এখন কোথায়?

চিত্র। অভয়দাতা মহারাজ জানেন।

রাজা। (উর্ব্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) তোমার সখীরা এখন মহা-বিষাদে অভিভূত হইয়া আছেন। দেখ, সুন্দরি! যদৃচ্ছাবশে একবারমাত্র নয়নসমক্ষে উপস্থিত হইলেও যাহার চক্ষুর্দ্বয় সার্থক হয়, সে ব্যক্তিও যখন তোমার অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, তখন যাহাদিগের সহিত সৌহার্দ্দ চিরবদ্ধমূল, সেই সখীগণ যে তোমার অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

উর্ব্ব। (আত্মগত) মহারাজ! আপনার কথাগুলি সুধামাখা। অথবা চন্দ্রেই অমৃত বিদ্যমান থাকে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? (প্রকাশ্যে) সেই জন্যই (সখীদিগকে দর্শনার্থ) আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

রাজা। (হস্তনির্দ্দেশে দেখাইয়া) হে বরাঙ্গি! লোকে যেমন গ্রহণবিমুক্ত চন্দ্রকে উৎসুক-নয়নে দর্শন করে, (ঐ দেখ,) তোমার সখীরাও সেইরূপ হেম-কূটের শিখরদেশে থাকিয়া তোমার মুখচন্দ্রমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন।

(উর্ব্বশী সাভিলাষং পশ্যতি)

চিত্র। হলা! কিং পেক্‌খসি?

উর্ব্ব। সমদুক্‌খসুহো পীবীঅদি লোঅণেহিং॥

চিত্র। (সস্মিতম্)। অই! কো?

উর্ব্ব। ণং পণইঅণো।

রম্ভা। (সহর্ষমবলোক্য)। হলা! এসো চিত্তলেহাদুদিঅং পিঅসহীং উব্বসীং গেণ্‌হিঅ, বিসাহাসহিদো বিঅ ভঅবং সোমো উবখিদো রাএসী।

মেন। (নির্ব্বর্ণ্য) দুবেবি এত্থ পিআ উবগদা, জং সহী পচ্চাণীদা, জং চ অপরিক্‌খদসরীরো রাএসী দীসদি।

সহ। সহি! তুমং ভণাসি দুজ্জঅো দানবো ত্তি।

রাজা। সূত! ইদন্তচ্ছৈলশিখরম্, অবতারয় রথম্।

সূতঃ। যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্ (ইতি তথা করোতি)।

(উর্ব্বশী রথাবতারক্ষোভং নাটয়ন্তী সত্রাসং রাজানমবলম্বতে)।

(সতৃষ্ণনয়নে সখীদিগের প্রতি উর্ব্বশীর দর্শন)

চিত্র। অয়ি সখি! কি দেখিতেছ?

উর্ব্ব। যিনি সুখে দুঃখে সমান সুখী-দুঃখী, নেত্রদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে পান করিতেছি।

চিত্র। (মৃদু হাস্য সহকারে) সখি! সে কে?

উর্ব্ব। প্রণয়িজন।

রম্ভা। (সানন্দে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) এই যে, বিশাখার সহিত সোমদেবের ন্যায় রাজর্ষি পুরূরবা চিত্রলেখার সহিত প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

মেন। (বিশেষভাবে দেখিয়া) দুইটি প্রিয়বস্তু উপস্থিত; একটি (শত্রু-হস্ত হইতে) প্রত্যাহৃতা সখী, অপরটি অক্ষতদেহ রাজর্ষি।

সহজন্যা। সখি! তুমি যে বলিতেছিলে, দানব অত্যন্ত দুর্জ্জয়?

রাজা। সারথে! এই সেই হেমকূটপর্ব্বতের শিখরদেশ; রথ অবতারণ কর।

সূত। [illegible]ের যেরূপ আদেশ (সারথি কর্ত্তৃক রথ অবতারণ)।

([illegible] বেগোত্থিতা হেতু ভীত হইয়া রাজাকে ধারণ)

রাজা। (স্বগতম্)। হন্ত হন্ত, সফলো মে বিষয়াবতারঃ।

যদিদং রথসংক্ষোভাদঙ্গেনাঙ্গং মমায়তেক্ষণয়া।
স্পৃষ্টং সরোমকণ্টকমঙ্কুরিতং মনসিজেনেব॥

উর্ব্ব। (সব্রীড়ম্) হলা! কিঞ্চিদবরতো ওসর।

চিত্র। ণাহং ণাহং সক্কা।

রম্ভা। এবং পিঅআরিণং সম্ভাবেম্হ রাএসিং।

অপ্সরসঃ। এব্বং করেম্ক। (ইত্যুপসর্পন্তি)।

রাজা। সূত! উপশ্লেষয় রথম্।

যাবৎ পুনরিয়ং সুভ্রুরুৎসুকাভিঃ সমুৎসুকা।
সখীভির্যাতি সম্পর্কং লতাভিঃ শ্রীরিবার্ত্তবী॥

সূতঃ। তথা। (ইতি রথং স্থাপয়তি)।

অপ্সরসঃ। দিট্টিআ মহারাও বিজএণ বড্ঢদি।

রাজা। ভবত্যশ্চ সখীসমাগমেন।

উর্ব্ব। (চিত্রলেখাদত্তহস্তাবলম্বা রথাদবতীর্য্য)। হলা! বলিঅং

রাজা। (স্বগত) অহো! আমার বিষয়ভোগহেতু মনুষ্যজন্ম-ধারণ সার্থক হইল। কারণ, এই বিশালাক্ষী উর্ব্বশী রথসংক্ষোভ হেতু আমার অঙ্গে অঙ্গ-স্পর্শ করাতে যেন মদন কর্ত্তৃক আমার অঙ্গযষ্টি রোমাঞ্চিত ও অঙ্কুরিত হইল।

উর্ব্ব। (লজ্জার সহিত) সখি! অন্য দিকে একটু সরিয়া যাও।

চিত্র। না না, আমি সরিয়া যাইতে পারিব না।

রম্ভা। এরূপ হিতকারী রাজর্ষিকে (প্রত্যুদ্গমনাদি দ্বারা) সংবর্দ্ধনা করিব।

অপ্সরাগণ। তাহাই করা কর্ত্তব্য। (সকলের প্রত্যুদ্গমন)।

রাজা। সারথে! রথ স্থাপন কর। ঋতু-সম্বন্ধিনী শ্রী যেমন লতিকাসমূহের সহিত মিলিত হয়, এই উৎকণ্ঠিতা সুভ্রূ উর্ব্বশী সেইরূপ এখন সখীগণের সহিত সম্মিলিত হইবেন।

সূত। যে আজ্ঞা। (রথ সংযতকরণ)।

অপ্সরাগণ। সৌভাগ্যবশে মহারাজ বিজয়ী হইয়াছেন।

রাজা। সখীর সহিত মিলিত হওয়াতে তোমরাও বিজয় লাভ করিলে।

উর্ব্ব। (চিত্রলেখার হাত ধরিয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) সখি!

পরিস্ সঅধ মং, ণ কখু মে আসি আসংসো ভধা পুণোবি সব্বং সহীত পেক্খিস্সং। (সখ্যঃ পরিষ্বজন্তে)

মেনকা। (সাশংসম্) সব্বধা মহারাও পুহবীং পালয়ন্তো ভো

সূতঃ। আয়ুষ্মন্! মহতা রথবংশেনোদ্দর্শিতম্।

অয়ঞ্চ গগনাৎ কোঽপি তপ্তচামীকরাঙ্গদঃ।

অভিরোহতি শৈলাগ্রং তড়িত্বানিব তোয়দঃ॥

অপ্সরসঃ! অম্মো। চিত্তরহো।

(ততঃ প্রবিশতি চিত্ররথঃ)

চিত্র। (রাজানমুপসৃত্য) দিষ্ট্যা মহোপকারপর্য্যাপ্তেন বিক্র মহিম্না বর্দ্ধসে।

রাজা। অয়ে গন্ধর্ব্বরাজঃ। (রথাদবতীর্য্য) স্বাগতং প্রিয়সুহৃদে (অন্যোন্যং হস্তং স্পৃশতঃ)।

চিত্র। বয়স্য! কেশিনাপহৃতামুর্ব্বশীমুপশ্রুত্য প্রত্যাহরণার্থমস্যাঃ শতক্রতুনা গন্ধর্ব্বসেনাঃ সমাদিষ্টাঃ। অনন্তরং বিমানচারিভ্যস্ত্বদীয়ং—

আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে। পুনর্ব্বার যে সখীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইতে আমার সে আশা ছিল না।

(সখীগণ কর্ত্তৃক উর্ব্বশীকে আলিঙ্গন)

মেনকা। মহারাজ সর্ব্বথা বসুন্ধরা পালন করুন।

সূত। আয়ুষ্মন্! বৃহৎ রথধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয়, তপ্তকাঞ্চনব অঙ্গদধারী কোন পুরুষ তড়িন্মালামণ্ডিত মেঘের ন্যায় গগনমার্গ হইতে পর্ব্বত শিখরে অবতীর্ণ হইতেছেন।

অপ্সরাগণ। অহো! (গন্ধর্ব্বরাজ) চিত্ররথ আসিতেছেন।

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্র। (রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) ভাগ্যবশে আপনি নিজে মহা বিক্রমপ্রভাবে সুরপতির পরমোপকারসাধন করিয়া সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন।

রাজা। এ কি, গন্ধর্ব্বপতি উপস্থিত? (রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক) প্রিয় সখার মঙ্গল ত? (পরস্পর পরস্পরের হস্ত স্পর্শ)

চিত্র। বয়স্য! কেশিনামা দৈত্য উর্ব্বশীকে হরণ করিয়াছে শুনিয়া দেবরাজ

যশোরাশিমুপশ্রুত্য ত্বামিহস্থমুপাগতঃ।
ভবানিমাং সমাদায় মহেন্দ্রং দ্রষ্টুমর্হতি॥

মহৎ খলু ত্বয়া তৎপ্রিয়মনুষ্ঠিতম্। পশ্য—

পুরা নারায়ণেনেয়মভিসৃষ্টা মরুত্বতঃ।
দৈত্যহস্তাদবচ্ছিদ্য সুহৃদা সম্প্রতি ত্বয়া॥

রাজা। সখে! মৈবম্।

ননু, বজ্রিণ এব বীর্য্যমেতদ্বিজয়ন্তে দ্বিষতো যদস্য পক্ষাঃ।
বসুধাধরকন্দরাবিসর্পী প্রতিশব্দো হি হরের্হিনস্তি নাগান্॥

চিত্র। যুক্তম্, অনুৎসুকতা খলু বিক্রমালঙ্কারঃ।

রাজা। সখে! নায়মবসরঃ শতক্রতুং দ্রষ্টুম্; অতত্ত্বমেবাত্রভবতীং প্রভোরন্তিকং প্রাপয়।

চিত্র। যথা ভবান্ মন্যতে; ইত ইতো ভবত্যঃ।

[ইতি সর্ব্বাঃ প্রস্থিতাঃ।

তাহার উদ্ধারার্থ গন্ধর্ব্ব-সেনাগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে বিমানচারীদিগের মুখে আপনার কীর্ত্তিরাশি শ্রবণপূর্ব্বক আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। সংপ্রতি আপনি এই উর্ব্বশীকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করুন। আপনি তাঁহার পরম হিতসাধন করিয়াছেন। দেখুন, পূর্ব্বে নারায়ণ ঋষি এই উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করিয়া দেবেন্দ্রকে প্রদান করিয়াছেন; প্রিয়সখা আপনি এখন ইহাকে অসুর-হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকেই সমর্পণ করুন।

রাজা। সখে! না, তাহা নহে। যদি দেবরাজের সাহায্যকারীরা শত্রু জয় করে, তাহা হইলে তাহা দেবেন্দ্রেরই মহিমা জানিবেন। কারণ, সিংহের গিরিগুহাব্যাপী প্রতিধ্বনিও হস্তিগণকে সংহার করে।

চিত্র। তাহা যুক্তিসঙ্গত বটে। পরন্তু নিজের প্রশংসা-শ্রবণে নিরুৎসাহভাবও বীরগণের বিভূষণস্বরূপ।

রাজা। সখে! এখন দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর নাই। আপনিই উর্ব্বশীকে লইয়া সুরপতি-সমীপে প্রদান করুন।

চিত্র। আপনার যেরূপ অভিপ্রায়। তোমরা এই দিকে আইস, এই দিকে আইস।

উর্ব্ব। (জনান্তিকম্) হলা চিত্তলেহে! উঅআরিণং রাএসিং ন সক্কণোমি আমন্তিদুং, তা তুমং মে মুহং হোহি।

চিত্র। (রাজানমুপস্থত্য) মহারাঅ! উব্বশী বিণ্ণবেদি, মহারাএণ অব্ভণুণ্ণাদা ইচ্ছামি পিঅং বিঅ মহারাঅস্স কিত্তিঅং সুরলোঅং ণেদুং।

রাজা। গম্যতাং পুনর্দর্শনায়।

[ইতি সর্ব্বাঃ সগন্ধর্ব্বা আকাশযানং রূপয়ন্তি।

উর্ব্ব। (উৎপতনভঙ্গং রূপয়িত্বা) অহ্মো! লদাবিড়বে এআবলী বৈজঅন্তিআ মে লগ্‌গা। (সব্যাজমুপস্থত্য রাজানং পশ্যন্তী) সহি চিত্তলেহে! মোআবেহি দাব ণং।

চিত্র। (বিলোক্য বিহস্য চ) আং, অই! দঢ়ং কৃখু লগ্‌গা, ন সক্কণোমি মোআবিদুং।

উর্ব্ব। অলং পড়িহাসেণ; মোআবেহি দাব ণং।

চিত্র। আং, দুম্মোআ বিঅ মে পড়িহাদি, তথাবি মোআবিস্সং দাব।

উর্ব্বশী। (জনান্তিকে) সখি চিত্রলেখে! উপকারী রাজর্ষির সহিত কথোপকথন করিতে পারিলাম না, সুতরাং তুমিই আমার মুখস্বরূপ হও।

চিত্র। (রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) মহারাজ! উর্ব্বশী আপনাকে জানাইতেছেন যে, মহারাজ আদেশ করিলে আপনার প্রিয়ার ন্যায় মহতীকীর্ত্তি দেবলোকে লইয়া যাইবার জন্য বাসনা করিতেছি।

রাজা। পুনর্দ্দর্শনার্থ গমন করুন।

[গন্ধর্ব্বদিগের সহিত অপ্সরাদিগের গগনমার্গে প্রস্থান।

উর্ব্ব। (উৎপতনভঙ্গ অভিনয় পূর্ব্বক) অহো! লতাজালে আমার বৈজয়ন্তিকা-নাম্নী একাবলী (একনহর) মুক্তামালা বাধিয়া গিয়াছে। সখি চিত্রলেখে! মালাগাছটি খুলিয়া দেও।

চিত্র। (দেখিয়া হাস্য পূর্ব্বক) আ! এ যে বড় দৃঢ়রূপে বাধিয়া গিয়াছে; আমার খুলিবার সাধ্য নাই।

উর্ব্ব। পরিহাসের আবশ্যক নাই; তুমি খুলিয়া দেও।

চিত্র। ইহা ছাড়াইয়া দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতেছে [illegible] দিতেছি।

উর্ব্ব। (স্মিতং কৃত্বা) পিঅসহি! সুমরেসি কৃখু এদং অত্তণো বঅণং।

রাজা। (স্বগতম্)

প্রিয়মাচরিতং লতে! ত্বয়া মে গমনেঽস্যাঃ ক্ষণবিঘ্নমাচরন্ত্যা।

যদিয়ং পুনরপ্যরালনেত্রা পরিবৃত্তার্দ্ধমুখী ময়াদ্য দৃষ্টা॥

(চিত্রলেখা মোচয়তি, উর্ব্বশী রাজানমবলোকয়ন্তী সনিশ্বাসং সখী-জনমুৎপতন্তং পশ্যতি)

সূতঃ। আয়ুষ্মন্!

অধঃ সুরেন্দ্রস্য কৃতাপরাধান্, প্রক্ষিপ্য দৈত্যান্ লবণাম্বুরাশৌ।

বায়ব্যমস্ত্রং শরধিং পুনস্তে, মহোরগঃ শ্বভ্রমিব প্রবিষ্টম্॥

রাজা। তেন হি উপশ্লেষয় রথং, যাবদভিরোহামি।

(সূতস্তথা করোতি, রাজা নাট্যেনাভিরোহতি)

উর্ব্ব। (সস্পৃহং রাজানমবলোকয়ন্তী) অবি ণাম পুণো f উঅআরিণং এদং পেক্খিস্সং।

[ইতি সগন্ধর্ব্বা সহ সখীভির্নিষ্ক্রান্তা

উর্ব্ব। (মৃদু হাস্য করিয়া) নিজের কথা স্মরণ করিতেছ ত?

রাজা। (স্বগত) হে লতিকে! তুমি উর্ব্বশীর গমনে ক্ষণকালের ব বাধা দিয়া আমার প্রিয়কার্য্য করিলে। কেন না, এই বক্রনয়না পুনরায় মুখচ ্যাবর্ত্তিত করাতে আবার আমি উহাঁর বদন দেখিতে পাইলাম।

(চিত্রলেখা কর্ত্তৃক একাবলীর বন্ধনমোচন এবং উর্ব্বশী কর্ত্তৃক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাজার দিকে ও সখীজনের প্রতি দৃষ্টিপাত)

সূত। আয়ুষ্মন্! দেবরাজের নিকট যে সকল দৈত্য অপরাধী হইয়াছি াপনার বায়ব্যাস্ত্র অধোভাগে তাহাদিগকে লবণসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া ম র্পের বিবরপ্রবেশের ন্যায় পুনরায় তূণীরগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে।

রাজা। তবে তুমি রথ সংযত কর, আমি অবতরণ করি।

(সারথির তত্রূপকরণ এবং রাজার অবতরণাভিনয়)

উর্ব্ব। (সতৃষ্ণনয়নে রাজার দিকে দৃষ্টি করিয়া) অহো! পুনরায় উপ ার্রিকে দেখিতে পাইলাম।

রাজা। (উর্ব্বশীবর্ত্মোন্মুখঃ) অহো! দুর্লভাভিলাষী মদনঃ।
এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ, পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ, সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ)

বিদূ। অবিদ অবিদ, ভো! ণিমন্তণিও পরমণ্ণেণ বিঅ রাঅরহ সেণ ফুটমাণেণ ণ সক্কণোমি জাণইস্সে অত্তণো জীহাং ধারিদুং; তা জা সো রাআ ধম্মাসণগদো ভবে,তাব ইমস্সিং বিরলজণসম্পাদে দেবচ্ছন্দপ পাসাদে অহিরুহিঅ চিট্‌ঠিস্সং।

(পরিক্রম্যোপবিশ্য পাণিভ্যাং মুখং পিধায় স্থিতঃ)

রাজা। (উর্ব্বশীর গমনপথের দিকে উন্মুখ হইয়া) অহো! মদনদে উর্ব্বশীরূপ দুষ্প্রাপ্যবস্তু লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অহো! রাজহ যেমন খণ্ডিতাগ্র মৃণাল হইতে সূত্র নিষ্কাশন করে, সেইরূপ এই সুরাঙ্গনা আ দেহ হইতে মনকে সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক গগনপথে উৎপতিত হইলেন।

[সকলের প্রস্থা

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যেমন পরমান্ন দ করিলে জিহ্বাকে সংযত করিতে পারে না, এই জনাকীর্ণ স্থানে আমিও সেই রাজরহস্য প্রকাশ না করিয়া জিহ্বাকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইতেছি ন অতএব যতক্ষণ রাজা ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট না হন, ততক্ষণ আমি দেবচ্ছন্দ ন নির্জ্জন প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তথায় অবস্থান করি।

(পরিক্রমণ ও উপবেশন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা মুখাবরণ করিয়া অবস্থান)

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী। (স্বগতম্) আণত্তহ্মি দেঈএ কাসিরাঅদুহিদাএ, জধা, হঞ্জে ণিউণিএ! জদো পহুদি ভঅবদো সুজ্জস্স উঅত্থাণং কদুঅ পড়িণিউত্তো মহারাও তদো পহুদি সুণ্ণহিঅও বিঅ লক্খীঅদি; তা, তুমম্পি অজ্জমাণবহাদো জাণাহি সে উক্কণ্ঠাকারণং ত্তি। তা, কধং সো বম্হবন্ধু অব্ভত্থিদব্বো; অধবা তণলগ্গং বিঅ ওসাঅ-সলিলং ণ তস্সিং রাঅরহস্সং চিরং চিট্‌ঠিস্সদি ত্তি তক্কেমি; তা জাব ণং অণ্ণেসামি, (পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা) অম্হহে! আলেক্খবাণরো বি অকিম্পি মন্তঅন্তো ণিহুদো অজ্জ মাণবও চিট্‌ঠদি; তা জাব ণং উপসপ্পামি। (উপসৃত্য) অজ্জ! বন্দামি।

বিদূ। সোত্থি ভোদীএ। (স্বগতম্) এবং দুট্টচেলিঅং পেক্খিঅ-

(নিপুণিকা নাম্নী চেটীর প্রবেশ)

চেটী। (স্বগত) দেবী কাশীরাজদুহিতা আমাকে আদেশ দিয়াছেন, 'নিপুণিকে! যে অবধি মহারাজ ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তদবধি তাঁহাকে শূন্যহৃদয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব তুমি আর্য্য মাণবকের নিকট গমন পূর্ব্বক মহারাজের এই উৎকণ্ঠার কারণ জানিয়া আইস।' অতএব কি প্রকারে এখন সেই ব্রাহ্মণাধমের নিকট হইতে এই বিষয় জ্ঞাত হই? অথবা তৃণলগ্ন নীহারজল যেমন অধিকক্ষণ তৃণোপরি সংলগ্ন থাকে না, আমার বিবেচনায় রাজরহস্যও সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে না; (আমি সহজেই তাহার নিকট হইতে কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব)। এখন তাহাকে অন্বেষণ করি। (পরিক্রমণ ও বিদূষককে দেখিয়া) অহো! এই যে চিত্রলিখিত বানরের ন্যায় আর্য্য মাণবক কি চিন্তা করিতে করিতে এই নির্জ্জনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। এখন ইহার নিকট উপস্থিত হই। (নিকটে উপস্থিত হইয়া) আর্য্য! অভিবাদন করি।

বিদূ। তোমার মঙ্গল হউক্। (স্বগত) এই দুষ্ট চেটীকে দেখিয়া রাজরহস্যকথা যেন আমার হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক বাহির হইয়া পড়িতেছে। (কিঞ্চিৎ

তং রাঅরহস্‌সং হিঅঅং ভিন্দিঅ ণিক্কমদি বিঅ। (কিঞ্চিন্মুখং সংবৃত্য প্রকাশম্) ভোদি ণিউণিএ! সঙ্গীদবাবারং উজ্‌ঝিঅ কহিং পউত্তাসি ?

চেটী। দেঈএ বঅণেণ অজ্জং জ্জেব পেক্‌খিদুং।

বিদূ। কিং তত্থভোদী আণবেদি ?

চেটী। দেঈ ভণাদি, অধা, অজ্জস্‌স মন উঅরি অদক্‌খিণং, ণ মং অণুভূঅবেঅণং দুক্‌খিদং অবলোঅদি ত্তি।

বিদূ। ণিউণিএ! কিং পিঅবঅস্‌সেণ পড়িউলং কিম্পি সমাচরিদং ?

চেটী। জং ণিমিত্তং উণ ভট্টা উকণ্ঠিদো, তাএ ইত্থিআএ ণামেণ ভট্টিণা দেঈ আলবিদা।

বিদূ। (স্বগতম্) কধং সঅংজ্জেব তত্থভঅদা বঅস্‌সেণ রহস্‌সভেও কদো, কিং দাণিং অহং বহ্মণো জীহাং রবংখিদুং সমত্থোহ্মি ? (প্রকাশম্) আং, তত্থভোদী উব্বসিত্তি অচ্ছরা, তাএ দংসণেণ উম্মাদিদো ণ কেবলং তং আআসেদি মম্পি বহ্মণং অসিদব্ববিমুহং দঢ়ং পীলেদি।

মুখ তুলিয়া প্রকাশ্যে) অয়ি নিপুণিকে! সঙ্গীতব্যাপার ত্যাগ করিয়া কি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ?

চেটী। দেবীর আদেশে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

বিদূ। মাননীয়া দেবী কি আজ্ঞা করিয়াছেন ?

চেটী। দেবী বলিয়াছেন, 'আমার প্রতি আর্য্য মাণবকের যে প্রকার অনুগ্র- তাহাতে তিনি আমাকে কখনও ব্যথিত ও দুঃখিত দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না।

বিদূ। নিপুণিকে! প্রিয় বয়স্য কি দেবীর প্রতি কোনরূপ প্রতিকূলাচর করিয়াছেন ?

চেটী। যে রমণীর জন্য মহারাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, তাহার নাম ধরিয়া তিনি দেবীকে সম্বোধন করিয়াছেন। (উৎকণ্ঠাবশে রাজার এরূপ চিত্তবৈক ও ভ্রম জন্মিয়াছে যে, তিনি দেবীকে সম্বোধন করিতে গিয়া প্রমাদবশে সে রমণীর নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছেন)।

বিদূ। (স্বগত) অহো! মাননীয় বয়স্য নিজেই নিজের রহস্য ভেদ কা ফেলিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণজাতি; আমি এখন কি প্রকারে আমার জিহ্বা সংযত করিয়া রাখি ? (প্রকাশ্যে) আঃ! সেই উর্বশী দেবযোনি অপ্স

চেটী। (স্বগতম্) উববাদিদো মএ ভেও ভট্টিণো রহস্সদুগ্গস্স, গদুঅ দেঈএ এদং ণিবেদেমি।

বিদূ। ণিউণিএ! বিণ্ণবেহি মম বঅণেণ কাসিরাঅদুহিদরং; পরি-স্সসন্তম্হি ইমাএ মিঅতিণ্হাএ পিঅবঅস্সং ণিঅত্তাবেদুং; জই ভোদীএ মুহকমলং পেক্খিস্সদি তদো ণিঅত্তিস্সদি ত্তি।

চেটী। জং অজ্জো আণবেদি। [ইতি নিক্রান্তা।

(নেপথ্যে) বৈতালিকঃ। (পঠতি) জয়তি জয়তি দেবঃ।

আলোকান্তপ্রতিহততমোবৃত্তিরাসাং প্রজানাং,
তুল্যোদ্যোগস্তব চ সবিতুশ্চাধিকারো মতো নঃ।
তিষ্ঠত্যেকক্ষণমধিপতির্জ্যোতিষাং ব্যোমমধ্যে,
ষষ্ঠে কালে ত্বমপি লভসে দেব বিশ্রান্তিমহ্নঃ॥

তাহাকে দেখিয়াই মহারাজ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি যে কেবল কেই কষ্ট দিতেছেন, তাহা নহে; আমাকেও নিরাহারে রাখিয়া দারুণ ক্লেশ ন করিতেছেন।

চেটী। মহারাজের রহস্যদুর্গ ভেদ হইল; এখন যাই, দেবীকে এই বিষয় াদন করি।

বিদূ। নিপুণিকে! আমার কথানুসারে দেবী কাশীরাজকন্যাকে বলিও, মৃগতৃষ্ণা হইতে প্রিয় বয়স্যকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়া আমি পরি-। হইয়াছি; যদি মহারাজ দেবীর মুখপদ্ম দর্শন করেন, তাহা হইলে নিবৃত্ত বার সম্ভব।

চেটী। আর্য্যের যেরূপ অনুমতি। [চেটীর প্রস্থান।

নেপথ্যে বৈতালিক। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক। মহারাজ! পনি এবং ভগবান্ সূর্য্যদেব, এই উভয়েরই উদ্যোগ ও অধিকার সমান। রূপ, ভাস্করদেব আলোকপ্রদান দ্বারা যেমন ভুবনান্ত পর্য্যন্ত তিমিররাশি দূর রিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ দর্শনমাত্রে জ্ঞানোপদেশাদি দ্বারা প্রজাপুঞ্জের জ্ঞানতিমির দূরীকৃত করিয়া থাকেন; আর গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শ্বর ভগবান্ দিনমণি যেমন মধ্যাহ্নকালে গগনতলের মধ্যদেশে বিশ্রাম লাভ রেন, আপনিও সেইরূপ দিবসের ষষ্ঠভাগসময়ে বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকেন।

বিদূ। (কর্ণং দত্ত্বা) এসো উণ পিঅবঅস্‌সো ধম্মাসণাদো সমুত্থিদো ইধজ্জেব আঅচ্ছদি, তা জাব পাসপলিবত্তী হোমি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(ইতি প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যুৎকণ্ঠিতো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা। আ-দর্শনাৎ প্রবিষ্টা সা মে সুরলোকসুন্দরী হৃদয়ম্।
বাণেন মকরকেতোঃ কৃতমার্গমবন্ধ্যপাতেন॥

বিদূ। সপীড়া ক্‌খু জাদা তত্থভোদী কাসিরাঅদুহিদা।

রাজা। (নিরীক্ষ্য) রক্ষ্যতে ভবতা রহস্যনিক্ষেপঃ?

বিদূ। (আত্মগতম্) বঞ্চিদম্হি দাসীএ ধীআএ ণিউণিআএ, অণ্ণধা কধং বিঅ সংপুচ্ছদি বঅস্‌সো?

রাজা। কিং ভবান্ তূষ্ণীমাস্তে?

বিদূ। (সেই দিকে কান দিয়া) এই যে প্রিয় বয়স্য ধর্ম্মাসন হইতে উত্থিত হইয়া এই দিকেই আসিতেছেন। অতএব আমি এখন ইহাঁর নিকটবর্ত্তী হই।

[বিদূষকের প্রস্থান

(ইতি প্রবেশক)

(উৎকণ্ঠিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। দর্শনমাত্রেই কামদেব অমোঘ বাণাঘাতে আমার হৃদয়ের প[থ] প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং সুরলোকসুন্দরী উর্ব্বশী সেই পথে আমা[র] হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

বিদূ। মাননীয়া দেবী কাশীরাজদুহিতা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছেন।

রাজা। (বিদূষকের দিকে নেত্রপাত করিয়া) তুমি ত সেই গুহ্যকথা গো[পন] করিয়া রাখিয়াছ?

বিদূ। (স্বগত) দাসীপুত্রী নিপুণিকা আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে। ন[হিলে] মহারাজ এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন কেন?

রাজা। তুমি মৌনভাবে রহিলে যে?

বিদূ। ভো! এবং মএ জীহা সংজন্তিদা জেন ভবদো বি ণত্থি পড়িবঅণং।

রাজা। যুক্তম্। অথ কেনেদানীমাত্মানং বিনোদয়ামি?

বিদূ। ভো! মহাণসং গচ্ছম্ব।

রাজা। কিং তত্র?

বিদূ। তহিং পঞ্চবিহস্স অব্ভবহারস্স উত্তমণ্ণসংভারস্স ভোঅণং মোঅঅসক্করপপ্পলেহিং উক্কণ্ঠং বিণোদেদু।

রাজা। তত্র ঈপ্সিতরসসন্নিধানাত্ত্বয়া রংস্যতে; ময়া পুনঃ কথমসুলভপ্রার্থয়িতব্য আত্মা বিনোদয়িতব্যঃ?

বিদূ। ণং ভবম্পি তত্থভোদীএ উব্বসীএ দংসনপধং গদো।

রাজা। ততঃ কিম্?

বিদূ। ণ ক্খু দে দুল্লহ ত্তি তক্কেমি।

রাজা। পক্ষপাতোঽপি তস্যা রূপস্যালৌকিক এব।

বিদূ। বয়স্য! আমি জিহ্বাকে এ ভাবে সংযত করিয়াছি যে, আপনার প্রশ্নেরও উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই।

রাজা। ইহা উচিত বটে। যাহা হউক, এখন কি উপায়ে আত্মবিনোদ করি?

বিদূ। মহারাজ! পাকশালায় যাই চলুন।

রাজা। সেখানে কি?

বিদূ। সেখানে পাঁচ প্রকার উত্তম অন্নভোজন হইবে; মোদক, শর্করা পর্পট দ্বারা উৎকণ্ঠা নিবারণ করুন।

রাজা। বাঞ্ছিত রস আস্বাদন করিয়া তুমি সেখানে চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে; কিন্তু আমার প্রার্থয়িতব্য বস্তু সেখানে দুর্লভ; আমি কিরূপে চিত্তবিনোদন করিব?

বিদূ। আপনিও নিশ্চয় মাননীয়া উর্ব্বশীর দর্শনপথে উপস্থিত হইবেন।

রাজা। কি প্রকারে?

বিদূ। আমার বিবেচনায় উর্ব্বশী আপনার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

রাজা। তাহার মনোহারিতা ও সৌন্দর্য্য অলৌকিক।

বিদূ। এবং বট্টদি কোদূহলং, কি দাব তত্থভোদীএ উব্বসীএ রূএণ, অহং জ্জেব্ব দুদিও নিরূপিদো।

রাজা। প্রত্যবয়ববর্ণনা তু ন কৃতা ময়া, তেন হি শ্রূয়তাং সমাসতঃ।

বিদূ। ভো! অবহিদো ম্হি।

রাজা। বয়স্য!

আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে! প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ॥

বিদূ। ইদং দাব মিঅতিণ্হারসাহিলাসিণা চাঁদএণ বিঅ দিব্বরসাহিলাসিণা ভবদা চারুরূঅত্তণং পরিগ্‌গহিদং।

রাজা। বিবিধশিশিরোপচারান্নান্যচ্ছরণমস্তি; তদ্ভবান্ প্রমদবনমার্গমাদেশয়তু।

বিদূ। (স্বগতম্) কা গদী। (প্রকাশম্) ইদো ইদো ভবং (ইতি পরিক্রামতঃ) এসো পমদবণপরিসরো অণাববিদোবি পত্তুবগদো আঅন্তুণ দক্খিণমারুএণ।

বিদূ। সে বিষয়ে আমারও কৌতূহল জন্মিয়াছে; সেই মাননীয়া উর্ব্বশী-রূপে কি আবশুক? আমিই অদ্বিতীয়রূপে বিদ্যমান।

রাজা। আমি তাঁহার প্রত্যেক অবয়বের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করি নাই; তুমি সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

বিদূ। অবহিত হইলাম।

রাজা। বয়স্য! তাঁহার দেহ অলঙ্কারেরও অলঙ্কার, প্রসাধনসংস্কারেরও প্রসাধনবিশেষ। হে সখে! তাঁহার দেহ উপমানেরও উপমানবিশেষ।

বিদূ। বয়স্য! আপনি মৃগতৃষ্ণারসাভিলাষী চন্দ্রের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্যের বাসনাই করিয়াছেন।

রাজা। (নলিনীদলাদি) বিবিধ শীতল দ্রব্য সেবন ভিন্ন আমি সন্তাপনিবারণের অন্য উপায় দেখিতেছি না; অতএব তুমি আমাকে প্রমদবনের পথ দেখাইয়া দেও।

বিদূ। (স্বগত) ইহা ভিন্ন আর গতি কি? (প্রকাশে) এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন। (এই বলিয়া পরিক্রমণ পূর্ব্বক) এই প্রমদোদ্যানের প্রান্ত-

রাজা। উপপন্নং বিশেষণমস্থ বায়োঃ। অয়ং হি—

নিষিঞ্চন্ মাধবীং লক্ষ্মীং লতাং কৌন্দীঞ্চ লাসয়ন্।

স্নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীবপ্রতিভাতি মে॥

বিদূ। ঈদিসো জ্জেব অহিণিবেসো ভেদু। (ইতি পরিক্রামন্ ইদং পমদবণং, পরিসদু ভবং।

রাজা। বয়স্থ! প্রবিশাগ্রতঃ। (উভৌ প্রবেশং নাটয়তঃ)।

রাজা। (ত্রাসং রূপয়িত্বা) বয়স্থ! সাধু মনসা সমর্থিতঃ আপৎপ্রতীকারঃ কিল মমোদ্যানপ্রবেশঃ, তচ্চান্যথৈবোপপন্নম্।

বিবিক্ষোর্যদিদং নূনমুদ্যানং নাত্য শান্তয়ে।

স্রোতসেবোহ্যমানস্থ প্রতীপতরণং মহৎ।

বিদূ। কধং বিঅ?

রাজা। ইদমসুলভবস্তুপ্রার্থনাদুর্নিবারং,

প্রথমমপি মনো মে পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।

াগ; কেহ না বলিয়া দিলেও প্রবহমান দক্ষিণবায়ু দ্বারা ইহা বুঝিতে পা যাইতেছে।

রাজা। (দক্ষিণবায়ু বলাতে) বায়ুর বিশেষণটি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। যে এই বায়ু বসন্তলক্ষ্মীকে পুষ্পোৎপাদনে সমর্থা ও কুন্দলতাকে নর্ত্তিত করিয়া যে দাক্ষিণ্যবশে আমার নিকট যেন কামার্ত্তের ন্যায় বোধ হইতেছে।

বিদূ। এই প্রকার অভিনিবেশই হউক। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) এই প্রমদবন, আপনি এই বনে প্রবেশ করুন।

রাজা। বয়স্য! তুমি অগ্রে প্রবেশ কর। (উভয়ের প্রবেশাভিনয়)।

রাজা। (ভীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক) বয়স্য! এই প্রমদোদ্যানে প্রবেশ করি আমার বিষাদ অপগত হইবে মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার বিপরীত হই স্রোতোদ্বারা বহমান ব্যক্তি স্রোতের বিপরীতদিকে সন্তরণ করিলে যেমন শান্তি প্রাপ্ত হয় না, এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আমারও সেইরূপ শান্তি ল হইতেছে না।

বিদূ। কিরূপ?

রাজা। আমার চিত্ত অসুলভ বস্তুর প্রার্থী হইয়াছে; চিত্তকে তাহা হই

কিমুত মলয়বাতোন্মূলিতাপাণ্ডুপত্রৈ-
রুপবনসহকারৈর্দর্শিতেষ্বঙ্কুরেষু ॥

বিদূ। অলং ভবদো পরিদেবিদেণ, অইরেণ ইচ্ছিদসম্পাদঅো অণঙ্গো জ্জেব দে সহাঅো হুবিস্সদি ত্তি।

রাজা। প্রতিগৃহীতং ব্রাহ্মণবচনম্। (ইতি পরিক্রামতঃ)।

বিদূ। পেক্খদু পেক্খদু ভবং বসন্তাবদারসূঅঅস্স অহিরামত্তণং পমদবণস্স।

রাজা। নন্বু। প্রতিপদমেব তাবদবলোকয়ামি। অত্র হি—

অগ্রে স্ত্রীনখপাটলং কুরুবকং শ্যামং দ্বয়োর্ভাগয়ো-
বালাশোকমুপোঢ়রাগসুভগং ভেদোন্মুখং তিষ্ঠতি।
ঈষৎবদ্ধরজঃ কণাগ্রকপিশা চূতে নবা মঞ্জরী,
মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য সখে! মধ্যে মধুশ্রীঃ স্থিতা ॥

প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না; প্রথমতঃ মদন আমাকে একান্ত কাতর করিয়া তুলিতেছে, তাহার উপর আবার মলয়ানিল দ্বারা যাহার পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক পত্রসকল অপসারিত হইয়াছে, এই প্রমদবনস্থ এই সকল সহকারবৃক্ষ পুষ্পাঙ্কুর প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল; সুতরাং আমার চিত্ত সুস্থির না হইয়া উত্তরোত্তর আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

বিদূ। আপনার অনুতাপে প্রয়োজন নাই। অভীষ্টসম্পাদক অনঙ্গদেব অচিরেই আপনার প্রতি অনুকূল হইবেন।

রাজা। ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য। (এই বলিয়া পরিক্রমণ)।

বিদূ। মহারাজ! দেখুন দেখুন, বসন্তের আবির্ভাব হওয়াতে প্রমদবনের কি মনোহর শোভা হইয়াছে।

রাজা। আমি তাহা প্রতি পদেই দর্শন করিতেছি। কুরুবকপুষ্পগুলির অগ্রভাগ নারীজনের নখের ন্যায় পাটলবর্ণ; দুই পার্শ্ব শ্যামবর্ণ, অতি কোমল, মনোহর, রক্তবর্ণ অশোককুসুমগুলি বিকাশোন্মুখ; নবীন সহকারমঞ্জরীতে পরাগপুঞ্জ উৎপন্ন হওয়াতে উহার অগ্রদেশ কপিশবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সুতরাং হে সখে! এখন বসন্তশ্রী মুগ্ধদশা ও যৌবনদশা এই উভয়ের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।

বিদূ। ভো! এসো কসণমণিসিলাবট্টসণাহো মাহবীলদামণ্ডও ভমরসংহপঅবিহড়িদেহিং কুসুমেহিং কওোবআরো বিঅ অত্তভবদো বট্টদি; তা অণুগহীঅদু এসো।

রাজা। যদভিরোচতে ভবতে। (ইতি উপবিশতঃ)।

বিদূ। তা দাণিং ইহাসীণো ললিদলদালোহমাণলোঅণো উব্বসীগদং উক্কণ্ঠং বিণোদেদু ভবং।

রাজা। (নিশ্বস্য)

বহুকুসুমিতাস্বপি সখে! নোপবনলতাসু রম্যবিটপাসু।
চক্ষুর্বধ্নাতি ধৃতিং তদঙ্গনালোকদুর্ললিতম্॥

তদুপায়শ্চিন্ত্যতাং যথা সফলপ্রার্থনো ভবেয়ম্।

বিদূ। (বিহস্য) ভো ভো! অহল্লাকামুঅস্স ইন্দস্স বজ্জো সচিবো, উব্বসীপজ্জুস্সুঅস্স ভবদো বি অহং দুবেবি এত্ত উম্মত্তআ।

রাজা। ন খলু চিন্তয়তি ভবান্?

বিদূ। (চিন্তয়তি) এস চিন্তেমি; মা উণ পরিদেবিদেহিং

বিদূ। মহারাজ! এই দেখুন, কৃষ্ণবর্ণ মণিশিলাপট্টে শোভিত মাধবীলতা-মণ্ডপ; ভ্রমরেরা পদসমূহ দ্বারা উহার পুষ্পরাশি বিঘট্টিত করাতে বোধ হইতেছে, মাধবীলতামণ্ডপ যেন পুষ্পরাজি দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিতেছে; অতএব আপনি উপবেশন করিয়া উহাকে অনুগৃহীত করুন।

রাজা। তোমার যাহা অভিরুচি। (উভয়ের উপবেশন)।

বিদূ। তবে আপনি এখন এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া মনোহর লতিকাশোভা দর্শন পূর্ব্বক উর্ব্বশীচিন্তাজনিত উৎকণ্ঠা দূর করুন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সখে! এই উদ্যানলতিকা বহু কুসুমে ও রমণীয় শাখায় সুশোভিত সত্য; কিন্তু উর্ব্বশীদর্শনার্থ সতৃষ্ণ আমার চক্ষু ইহা দেখিয়া ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হইতেছে না।

বিদূ। (হাস্য করিয়া) অহল্যাকামুক ইন্দ্রের যেমন বজ্র সহায়, আমিও সেইরূপ উর্ব্বশীর জন্য উৎকণ্ঠাকুল আপনার সহায়; দুই জনেই উন্মত্ত।

রাজা। বয়স্য! তুমি কি এ বিষয়ে কিছুই চিন্তা করিতেছ না?

বিদূ। (চিন্তামগ্ন) এই আমি চিন্তা করিতেছি। আপনি বিলাপ করিয়া

সমাধিং ভঞ্জিস্‌সসি। (নিমিত্তং সূচয়িত্বা আত্মগতং) . অহো অহং কজ্জদংসী।

রাজা। অসুলভা সকলেন্দুমুখী চ সা, কিমপি চেদমনঙ্গচেষ্টিতম্।

অভিমুখীম্বিব বাঞ্ছিতসিদ্ধিষু, ব্রজতি নির্বৃতিমেকপদে মনঃ॥

(ইতি মদনোৎসুকস্তিষ্ঠতি)

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন উর্ব্বশী চিত্রলেখা চ)

চিত্র। সহি উব্বসি! কহিং ক্‌খু অণিদ্দিট্‌টকারণং পচ্ছীঅদি?

উর্ব্ব। (মদনবেদনামভিনীয় সলজ্জং) সহি! হেমকূড়সিহরে লদা-বিড়বে লগ্‌গং বৈজঅন্তিঅং মোআবেহিত্তি মএ ভণিদা, তুএ উণ উঅহ-সিঅ ভণিদাম্মি, দঢ়ং ক্‌খু লগ্‌গা, ণ সক্কা মোআবিদুং, দাণিং পুচ্ছসি, কহিং অণিদ্দিট্‌টকারণং গচ্ছীঅদি?

চিত্র। কিং ণু ক্‌খু তস্‌স রাএসিণো পুরূরবস্‌স সআসং পত্থিদাসি?

উব্ব। এসো সো অগণিদলজ্জো ববসাওো।

চিত্র। কো উণ সহীএ পঢমং তহিং পেসিদো?

আর আমার সমাধি ভঙ্গ করিবেন না। আমি কার্য্যদর্শী; (যাহাতে আপনার উর্ব্বশী লাভ হয়, তাহার উপায় দেখিতেছি)।

রাজা। সেই পূর্ণচন্দ্রমুখীকে সহজে লাভ করা দুরূহ, আমার মদনবিকারও অনির্ব্বচনীয়; কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি ফলোন্মুখী হইলেই আমার চিত্ত একেবারে ধৈর্য্যলাভ করিবে। (এই বলিয়া কামার্ত্তভাবে অবস্থান)।

(গগনপথে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। সখি উর্ব্বশি! অনির্দ্দিষ্টকারণে কোথায় গমন করিতেছ?

উর্ব্ব। (মদনবেদনার অভিনয় পূর্ব্বক লজ্জিতভাবে) সখি! হেমকূটশিখরে যখন লতাপাশে আমার একাবলী সংলগ্ন হয়, তখন আমি বলিয়াছিলাম, 'সখি, খুলিয়া দেও।' তুমি উপহাস করিয়া বলিয়াছিলে, 'দৃঢ়রূপে বাধিয়া গিয়াছে, ছাড়াইতে পারিতেছি না'; এখন আবার কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, অনির্দ্দিষ্টকারণে কোথায় যাইতেছ?

চিত্র। তবে কি সেই রাজর্ষি পুরূরবার নিকট যাইতেছ?

উর্ব্ব। সেই অভিলাষেই লজ্জার মাথা খাইয়াছি।

চিত্র। সেখানে কি তুমি প্রথমে কাহাকেও পাঠাইয়া দিয়াছ?

উর্ব্ব। ণং হিঅঅো।

চিত্র। তধাবি সম্পধারীঅদু দাব।

উর্ব্ব। মঅণো ক্খু পিঅোএদি মং, কুদো সম্পধারণা ?

চিত্র। অদো অবরং ণত্থি মে উত্তরং।

উর্ব্ব। তেণ আদেসদু মে পিঅসহী মগ্গং জেণ তহিং গচ্ছন্তীএ ণ অন্তরাঅো ভবে।

চিত্র। সহি! বীসত্থা হোহি; ণং ভঅবদা দেঅগুরুণা অবরাইদং ণাম সিহাবন্ধণীং বিজ্জং উঅদিসন্তেণ তিদসপলিপক্খস্স অলংঘণীয়া কদহ্ম।

উর্ব্ব। (সলজ্জম্) তাএ পঅোঅং সব্বং স্মরেসি ?

চিত্র। সহি! হিঅঅো এদং সব্বং জাণাদি।

উর্ব্ব। সহি! হিঅঅং এদং সব্বং জাণাদি জ্জেব, মম উণ তধাবি অদিভএণ অণিচ্চঅো।

(উভে ভ্রমণং রূপয়তঃ)

চিত্র। সখি! পেক্খ পেক্খ এদং ভঅবদীএ ভাঈরহীএ জউণাসঙ্গম-

উর্ব্ব। আমার হৃদয়কে পাঠাইয়াছি।

চিত্র। তথাপি মন সুস্থির কর।

উর্ব্ব। মদন আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করিতেছে; সুস্থির হইব কিরূপে?

চিত্র। তবে আর আমার এ বিষয়ে কোন উত্তর নাই।

উর্ব্ব। তবে প্রিয়সখি, যাহাতে গমনে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, সেই ভাবে আমাকে পথ দেখাইয়া দেও।

চিত্র। সখি, বিশ্বস্ত হও। ভগবান্ দেবগুরু আমাদিগের উভয়কে অপরাজিতা-নাম্নী যে শিখাবন্ধনী বিদ্যা উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা উভয়েই দেবশত্রুগণের অধর্ষণীয়া হইয়াছি।

উর্ব্ব। (লজ্জিতভাবে) সেই বিদ্যার প্রয়োগ কি তোমার স্মরণ আছে ?

চিত্র। আমার হৃদয় সকলই জানে; (আমার মনে আছে)।

উর্ব্ব। হৃদয় সমস্ত জানে বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভীতি হেতু আমার হৃদয়ে স্থির-বিশ্বাস জন্মিতেছে না। (এই বলিয়া পরিক্রমণ)।

চিত্র। সখি! দেখ দেখ, আমরা প্রতিষ্ঠানগরের শিখাভরণস্বরূপ রাজর্ষির

পাবণেস্সুং সলিলেস্সুং পুণ্ণেস্সুং অবলোঅন্তস্স বিঅ অত্তাণঅং পইট্ঠাণস্স সিহাভরণভূদং বিঅ তস্স রাএসিণো ভবণং উবগদহ্ম।

উর্ব্ব। (সস্পৃহমবলোক্য) ণং বোত্তোব্বং ঠাণান্তরগদো সগ্গো ত্তি। হলা! কহিং সো আবণ্ণাণুকম্পী ভবে?

চিত্র। এদস্সিং ণন্দণবণেকপ্পদেশে বিঅ পমদবণে ওদরিঅ জাণিস্সামো। (উভে অবতরতঃ)

চিত্র। (রাজানং দৃষ্ট্বা সহর্ষং) সহি! এসো পঢ়মোদিদো বিঅ ভঅবং চন্দো কুমুদিং অবেক্খদি তুমং।

উর্ব্ব। (বিলোক্য) হলা! দাণিং পঢ়মদংসণাদো বি সবিসেসপিঅ-দংসণো মে মহারাও পড়িহাদি।

চিত্র। জুজ্জদি; তা এহি উবসপ্পহ্ম।

উর্ব্ব। ণ দাব উবসপ্পিস্সং, তিরক্করিণীপচ্ছণ্ণা পাসপলিবত্তিণী ভবিঅ সুণিস্সং দাব পাসপলিবত্তিণা বঅস্সেণ সহ বিজণে কিং মন্তঅন্তো চিট্ঠদি।

ভবনে উপস্থিত হইলাম। এখানে ভগবতী জাহ্নবী যমুনার সহিত সঙ্গত হইয়া, পবিত্র ও পুণ্যজনন নির্ম্মল সলিল দ্বারা যেন তোমাকে দর্শন করিতেছেন।

উর্ব্ব। (সস্পৃহলোচনে দেখিয়া) 'স্থানান্তরস্থ স্বর্গে আসিলাম' এই কথাই তোমার বলা উচিত। অয়ি! আপন্নের প্রতি দয়াশীল সেই রাজর্ষি এখন কোথায়?

চিত্র। নন্দনবনের একাংশের ন্যায় (মনোহর) এই প্রমদবনে অবতরণ করিয়া জানিব। (এই বলিয়া উভয়ের অবতরণ)।

চিত্র। (রাজাকে দেখিয়া সহর্ষে) সখি! ঐ দেখ, প্রথমোদিত ভগবান্ চন্দ্রমা যেমন জ্যোৎস্নার প্রতীক্ষা করেন, রাজর্ষি সেইরূপ তোমার অপেক্ষা করিতেছেন।

উর্ব্ব। (দেখিয়া) অয়ি! আমি রাজর্ষিকে যখন প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম, এখন তাহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়দর্শন বলিয়া বোধ হইতেছে।

চিত্র। এ কথা যুক্তিযুক্ত। তবে আইস, নিকটবর্ত্তিনী হই।

উর্ব্ব। এখন নিকটবর্ত্তিনী হইব না; তিরস্করিণী বিদ্যা দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক শুনিব, পার্শ্বসহচর বয়স্যের সহিত মহারাজ নির্জ্জনে কি কথোপকথন করেন।

চিত্র। অধা দে রোঅদি। (উভে যথোক্তমনুতিষ্ঠতঃ)।

বিদূ। ভো! চিন্তিদো মএ দুল্লহপণইজণস্‌স সমাগমোবাও।

রাজা। (তূষ্ণীমাস্তে)।

উর্ব্ব। কা উণ ধণ্ণা ইত্থিআ, জা ইমিণা পরিমগ্‌গমাণা অত্তাণঅং ণোদেদি।

চিত্র। হলা! ধাণস্‌স কিং বিলম্বীঅদি?

উর্ব্ব। সহি! ভীআমি ক্‌খু সহসা পহাবাদো বিণ্ণাদুং।

বিদূ। ভো! ণং ভণামি চিন্তিদো মএ দুল্লহপণইজণসমাগমোবাও।

রাজা। বয়স্য, কথ্যতাম্।

বিদূ। সিবিণসমাগমকারিণং ণিদ্দং সেবদু ভবং অধবা তত্থভোদীএ ব্বসীএ পড়িকিদিং চিত্তফলএ অহিলিহিঅ আলোঅন্তো অত্তাণ বণোদেদু।

চিত্র। তোমার যেরূপ অভিরুচি। (উভয়ের সেই ভাবে অবস্থান)।

বিদূ। মহারাজ! দুর্লভ প্রণয়িজনের সমাগমের উপায় আমি চিন্ করিয়াছি।

রাজা। (মৌনভাবে অবস্থান)।

উর্ব্ব। কে সেরূপ ধন্য রমণী, মহারাজ যাহাকে অন্বেষণ করিয়া আত্মবিনোদ করিতেছেন?

চিত্র। সখি! ধ্যানের আর বিলম্ব কেন? (অবিলম্বে ধ্যানযোগে সক তথ্য অবগত হও)।

উর্ব্ব। সহসা ধ্যানবলে সকল বিষয় জানিতে ভীত হইতেছি। (ধ্যানযো যদি জানিতে পারি যে, মহারাজ অন্য নারীতে আসক্ত হইয়াছেন, তাহা হইে আমার ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না, এই জন্যই ভয় হইতেছে)।

বিদূ। মহারাজ! আমি এই কথা বলিতেছি যে, দুর্লভ প্রণয়ি-জনে সমাগমের উপায় আমি চিন্তা করিয়াছি।

রাজা। বয়স্য! কি উপায়, বল।

বিদূ। আপনি স্বপ্নসমাগমকারিণী নিদ্রার সেবা করুন; অথবা চিত্রফলে মাননীয়া উর্ব্বশীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দর্শন করুন; তাহা হইলেই আ বিনোদন করিতে পারিবেন।

উর্ব্ব। হিঅঅ! সমস্সস।

রাজা। তদুভয়মপ্যনুপপন্নং; পশ্য—

হৃদয়মিষুভিঃ কাম্যস্তাস্তঃ সশল্যমিদং ততঃ,
কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্।
ন চ সুবদনামালেখ্যেঽপি প্রিয়াং সমবাপ্য তাং,
মম নয়নয়োরুদ্বাষ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি॥

চিত্র। সহি! সুদং তুএ বঅণং?

উর্ব্ব। সুদং, ণ উণ পজ্জত্তং হিঅঅস্স।

বিদূ। এত্তিকো মে মদিবিহবো।

রাজা। (নিশ্বস্য)

নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ যো মানসীং,
প্রভাববিদিতানুরাগমবমন্যতে বাপি মাম্।
অবন্ধ্যফলনীরসং প্রতিনিধায় তস্মিন্ জনে,
সমাগমমনোরথং ভবতু পঞ্চবাণঃ কৃতী॥

উর্ব্ব। হৃদয়! আশ্বস্ত হও।

রাজা। এ উভয়ই যুক্তিবিরুদ্ধ। দেখ, আমার হৃদয় কামবাণে যেন শল্য বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং কি প্রকারে আমি স্বপ্নসমাগমকারিণী নিদ্রা সেবা করিব? আর সেই চন্দ্রমুখীকে চিত্রফলকে অঙ্কিত করিয়া লাভ করিতে গেলেও অশ্রুর উদ্গম হেতু তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং সখে এই দুইটি উপায়ই আমার পক্ষে নিষ্ফল।

চিত্র। সখি! মহারাজের কথা শুনিলে?

উর্ব্ব। শুনিলাম, কিন্তু ইহাতেও আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতেছে না।

বিদূ। আমার বুদ্ধিশক্তি এই পর্য্যন্ত।

রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে ব্যক্তি আমার সুদারুণ মানসিক কষ্ট অবগত নহে, অথবা নিজশক্তিবলে আমার অনুরাগ জানিয়াও আমাকে অবমাননা করিতেছে, (আমি প্রণয়ের অনুপযুক্ত, এইরূপ বিবেচনা করিতেছে) পঞ্চবাণ সেই উর্ব্বশীরূপ ব্যক্তিতে আমার নিষ্ফল সমাগমরূপ মনোরথ স্থাপ

উর্ব্ব। (সখীমবলোক্য) হদ্ধী! হদ্ধী! মস্পি এব্বং অবগচ্ছদি হারাঅো; অহং উণ অসমত্থম্হি অগ্গদো ভবিঅ অত্তাণঅং দংসিদুং; ়া পহাবণিম্মিদেণ ভুজ্জবত্তেণ লেহং সম্পাদিঅ অন্তরা সে খিবি- মিচ্ছামি।

চিত্র। অণুমদং মে। (উর্ব্বশী নাট্যেনাভিলিখ্য ক্ষিপতি)

বিদূ। অবিদ! অবিদ! ভো! কিণ্ণেদং? ভুঅঙ্গণিম্মোঅং কিং াদিদুং মং ণিবড়িদং?

রাজা। (দৃষ্ট্বা) নায়ং ভুজঙ্গনির্ম্মোকঃ, ভূর্জ্জপত্রগতোঽয়- ক্ষরবিন্যাসঃ।

বিদূ। ণং অদিট্টাএ উব্বসীএ ভবদো পরিদেবিঅং সুণিঅ ভুজ্জবত্তে হাণুরাঅসূঅআ অক্খরা অহিলিহিঅ বিসজ্জিআ ভবে।

রাজা। নাস্তি অশক্যং দৈবস্য। (গৃহীত্বা অনুবাচ্য চ সহর্ষম্) াখে! উপপন্নস্তে বিতর্কঃ।

়রিয়া কুশলী হউন্। (উর্ব্বশীকে না পাইলে আমার মৃত্যু নিশ্চয়; তাহা ইলেই পরম শত্রু পঞ্চবাণের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে)।

উর্ব্ব। (সখীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) হা ধিক্! হা ধিক্! মহারাজ আমাকে ়ইরূপ নিষ্ঠুরহৃদয়া বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। আমি পুরোবর্ত্তিনী হইয়া দখা দিতেও সমর্থ হইতেছি না। অতএব স্বীয় শক্তিবলে ভূর্জ্জপত্র উৎপাদন ূর্ব্বক তাহাতে পত্রিকা লিখিয়া ইহাঁর নিকট নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি।

চিত্র। আমারও তাহাই মত।

(উর্ব্বশীকর্ত্তৃক পত্র লিখিয়া নিক্ষেপ)

বিদূ। অহো! অহো! এ কি? সর্পের কঞ্চুক (খোলস) কি আমাকে গ্রাস করিতে নিপতিত হইল?

রাজা। (দেখিয়া) ইহা সর্পকঞ্চুক নহে; ভূর্জ্জপত্রে লিখিত পত্রিকা।

বিদূ। অহো! নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবশে আপনার অনুতাপ শ্রবণে উর্ব্বশী ভূর্জ্জপত্রে অনুরাগসূচক পত্রিকা লিখিয়া নিক্ষেপ করিয়াছেন।

রাজা। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। (পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া সহর্ষে) সখে! তোমার অনুমানই ঠিক।

বিদূ। জং এত্থ অহিলিহিদং তং সুণিতুং ইচ্ছামি।

উর্ব্ব। সাহু সাহু অজ্জ! ণাঅরোসি।

রাজা। শ্রূয়তাম্ (ইতি বাচয়তি)। সামিঅ! সম্ভাবিআ জহ অহং তুএ অআণিআ, তহেঅ অণুরত্তস্‌স সুহঅ। এঅং এঅং তুহ, ণবরি ণ মে ললিঅ পরিআঅ সঅণিজ্জম্পি হোন্তি সুহা, ণন্দণবণবাআবি সিহি বিঅ ণিঅ সরীরে।

উর্ব্ব। কিন্নু ক্খু সম্পাদং ভণেদি ?

চিত্র। কিং ণ ভণিদং ইমিণা মিলাণ-কমলণাল-সরিসেহিং অঙ্গেহিং।

বিদূ। দিট্ঠিআ মএ বুভুক্খিদেণ সোত্থিবাঅণিঅং বিঅ লদ্ধং ভবদো সমস্‌সাসণকারণং।

রাজা। সমাশ্বাসনমিতি কিমুচ্যতে ? পশ্য—

তুল্যানুরাগপিশুনং ললিতার্থবন্ধং,
পত্রে নিবেশিতমুদাহরণং প্রিয়ায়াঃ।

বিদূ। উহাতে কি লিখিত আছে, শুনিতে ইচ্ছা করি।

উর্ব্ব। সাধু সাধু আর্য্য! তুমি একটি নাগর বটে।

রাজা। শ্রবণ কর। (পত্র পাঠ) 'প্রভো! হে সুভগ! আপনি যেরূপ আমাকে নিষ্ঠুরহৃদয়া ও আপনার মানসিক ক্লেশের অনভিজ্ঞা বলিয়া বিবেচন করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ আপনার অনভিজ্ঞতা বিবেচনা করি। বস্তত আপনার বিচ্ছেদে সুকুমার পারিজাত-শয্যাতেও আমার সুখবোধ হয় না, নন্দন বনের বায়ু নিজ শরীরে স্পর্শ হইলে অগ্নির ন্যায় বোধ হয়।'

উর্ব্ব। মহারাজ কি বলেন, দেখা যাউক।

চিত্র। ম্লান কমলনালতুল্য অঙ্গ দ্বারা কি উনি সে কথা বলেন নাই? (মহারাজের দেহ ম্লান কমলনালের ন্যায় কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, তোমার বিরহে যে উঁহার এই দশা, তাহা সহজেই বোধ হয়)।

বিদূ। আমি ক্ষুধিত হইয়াছি, এ অবস্থায় আপনি যে আশ্বাসের কারণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাই আমার পক্ষে স্বস্তিবাচনের ন্যায় হইল।

রাজা। আশ্বাসের কারণ কি বলিতেছ? দেখ, এই পত্রের মধ্যে যে সকল কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা মনোহর অর্থযুক্ত, ললিতরচনাশক্তি এবং প্রিয়ার

উৎপশ্যতো মম সখে ! মদিরেক্ষণায়াঃ
স্তস্যাঃ সমাগতমিবাননমাননেন ॥

উর্ব্ব। এগ্থ গো সমবিভাগা মদী।

রাজা। বয়স্য ! অঙ্গুলীস্বেদেন মে লুপ্যন্তে অক্ষরাণি ; ধার্য্যতাময়ং স্বহস্তে নিক্ষেপঃ প্রিয়ায়াঃ।

বিদূ। তদো কিং দাণিং তত্থভোদী উব্বসী ভবদো মণোরহতরু-কুসুমং দংসিঅ ফলে বিসংবদদি ?

উর্ব্ব। হলা ! জাব উবত্থাণকাদরং অত্তাণঅং সমত্থাবেমি, তাব তুমং অত্তাণঅং দংসিঅ জং মে অণুমদং তং ভণাহি।

চিত্র। তহ। (ইতি তিরস্করিণীমপনীয় রাজানমুপসৃত্য) জঅদু জঅদু মহারাও।

রাজা। (সম্ভ্রমাদরগর্ভম্) স্বাগতং ভবত্যৈ। (পার্শ্বমবলোক্য) ভদ্রে !

ন্যায় অনুরাগ-প্রকাশক ; সুতরাং তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি যে সময় উর্দ্ধভাগে নেত্রপাত করিতেছি, তখন আমার বোধ হইতেছে, যেন মদিরনয়না প্রিয়তমার মুখের সহিত আমার মুখ মিলিত হইল।

উর্ব্ব। আমাদের উভয়েরই বিবেচনা একরূপ।

রাজা। বয়স্য ! অঙ্গুলীস্বেদে অক্ষর সকল বিলুপ্ত হইতেছে ; অতএব প্রিয়তমার নিক্ষেপদ্রব্য তুমি নিজ হস্তে ধারণ কর।

বিদূ। তবে কি এখন সেই মাননীয়া উর্ব্বশী আপনার মনোরথবৃক্ষের পুষ্প দেখাইয়া ফলের সম্বন্ধে অন্যথা করিতেছেন ?

উর্ব্ব। সখি ! আমি এখন মহারাজের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইতে অসমর্থ ; সুতরাং আমি যতক্ষণ আত্মাকে স্থির করিতে না পারি, ততক্ষণ তুমি নিজে উঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার অভিপ্রায়মত সকল কথা নিবেদন কর।

চিত্র। তাহাই হউক্। (এই বলিয়া তিরস্করিণী বিদ্যা দূরীকৃত করিয়া রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক) মহারাজের জয় হউক্, জয় হউক।

রাজা। (সসম্ভ্রমে ও সাদরে) তুমি ত কুশলে আসিয়াছ ? (পার্শ্বভাগে দৃষ্টি করিয়া) ভদ্রে ! পূর্ব্বে জাহ্নবীর সহিত যমুনার সঙ্গম দেখিয়া আনন্দলাভ

ন তথা নন্দয়সি মাং সখ্যা বিরহিতয়া তথা।
সঙ্গমে দৃষ্টপূর্ব্বেব যমুনা গঙ্গয়া যথা॥

চিত্র। ণং পঢ়মং মেহরাঈ দীসদি, পচ্চা বিজ্জুলিআ।

বিদূ। (অপবার্য্য) কধং ণ এসা উব্বসী উবগদা? তত্থভোদীএ সহঅরীএ এদাএ হোদব্বং।

রাজা। এতদাসনমাস্যতাম্।

চিত্র। (উপবিশ্য) উব্বসী মহারাঅং সিরসা পণমিঅ বিণ্ণবেদি।

রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি?

চিত্র। মম ত্তসিসং সুরারিসম্ভবে দুণ্ণএ মহারাও জ্জেব সরণং আসী; সম্পদং সাহং তুহ দংসণসমুত্থেণ আআসিণা বলিঅং বাধেঅমাণা মঅণেণ পুণোবি মহারাঅস্স অণুকম্পণীআ হোমি।

রাজা। অয়ি সখি!

পর্য্যুৎসুকাং কথয়সি প্রিয়দর্শনাং তা-
মার্ত্তিং ন পশ্যসি পুরূরবসস্তদর্থাম্।

করিয়াছিলাম, এখন তোমায় প্রিয়সখীবিরহিত দেখিয়া আর সেরূপ আনন্দ বো[ধ] হইতেছে না।

চিত্র। আগে মেঘপংক্তি দৃষ্ট হয়, পরে বিদ্যুল্লতার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বিদূ। (অপসারিত হইয়া) ইনি কি উর্ব্বশী নহেন? তবে উর্ব্বশীর সহচ[রী] হইবেন?

রাজা। এই আসন, উপবেশন কর।

চিত্র। (উপবিষ্ট হইয়া) উর্ব্বশী অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া মহারাজ[কে] নিবেদন করিয়াছেন।

রাজা। কি অনুমতি করিয়াছেন?

চিত্র। আমার এই দৈত্যকৃত উৎপীড়নে রাজর্ষিই আশ্রয়স্থান ছিলে[ন] দুর্জ্জয় অসুরহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া এখন আমি আপনার দর্শনজনিত অনঙ্গ[বাণে] কষ্ট পাইতেছি; মহারাজের জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে; পুনর[ায়] আপনার করুণাভাগী হইতে ইচ্ছা করি।

রাজা। সখি! তুমি কি বলিতেছ যে, সেই প্রিয়দর্শনা উর্ব্বশী আমার [illegible]

সাধারণোঽয়মুভয়োঃ প্রণয়ো স্মরস্য,
তপ্তেন তপ্তময়সা ঘটনায় যোগ্যম্ ॥

চিত্র। (উর্ব্বশীমুপেত্য) হলা! ইদো এহি, পিঅদমং তীসন্দময়ণং পেখ্খিঅ পিঅদমস্স দে দূঈ ম্হি সংবুত্তা।

উর্ব্ব। (শোকাৎ সকম্পা সসাধ্বসা) অয়ি অণবখিদে! লহুং জ্জেব তুএ পরিচ্চত্তা ম্হি।

চিত্র। (সস্মিতম্) এদস্সিং মুহুত্তে জাণিস্সামো কা কং পরিচ্চইস্সদিত্তি; আআরং দাব পলিবজ্জ।

উর্ব্ব। (সসাধ্বসমুপসৃত্য সব্রীড়ম্) জঅদু জঅদু মহারাও।

রাজা। (সহর্ষম্) সুন্দরি!

মন্যা নাম জিতং যস্য ত্বয়া জয় উদীর্য্যতে।
জয়শব্দঃ সহস্রাক্ষাদাগতঃ পুরুষান্তরম্ ॥
(হস্তে গৃহীত্বা আসনে উপবেশয়তি)

নায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন? কিন্তু তাঁহার জন্য এই পুরূরবার অন্তরে যে তনা হইতেছে, তাহা কি তিনি দেখিতে পাইতেছেন? বস্তুতঃ সখি! মাদিগের এই প্রণয় সমভাবেই ঘটিয়াছে; অতএব যাহাতে এখন সুতপ্ত লৌহখণ্ডের সহিত তপ্ত লৌহখণ্ডের যোগ হয়, তাহা করিতে যত্ন কর।

চিত্র। (উর্ব্বশীর নিকটে উপস্থিত হইয়া) সখি! এ দিকে আইস, তোমার প্রবল্লভের ভয়ঙ্কর নিগূঢ় মদনযাতনা দেখিয়া আমি তাঁহার দূতী হইতে বাধ্য হইয়াছি।

উর্ব্ব। (ভয়কম্পিত হইয়া) অয়ি অনবহিতে! তুমি সহজেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের হইতেছ?

চিত্র। (মৃদু হাস্য করিয়া) কে কাহাকে পরিত্যাগ করে, আহা মুহূর্ত্তমধ্যেই জানা যাইবে। তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থির হও।

উর্ব্ব। (সভয়ে রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া লজ্জিতভাবে) মহারাজের জয় হউক, জয় হউক।

রাজা। (সহর্ষে) সুন্দরি! তুমি যখন আমার জয় উচ্চারণ করিতেছ, তখন আমার জয় হইয়াছে। জয়শব্দ পূর্ব্বে কেবলমাত্র ইন্দ্রেরই নিকট ছিল,

বিদূ। কীদিসী থিদী ভোদীএ? রন্নো পিঅবঅস্সো বম্হণো বন্দীঅদি? (উর্ব্বশী সস্মিতং প্রণমতি)

বিদূ। সোত্থি ভোদী।

(নেপথ্যে) দেবদূতঃ। চিত্রলেখে! ত্বরয় উর্ব্বশীম্।

মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতীষ্বষ্টরসাশ্রয়ো নিবদ্ধঃ।

ললিতাভিনয়ং তমদ্য ভর্ত্তা মরুতাং দ্রষ্টুমনাঃ সলোকপালঃ॥

(সর্ব্বে আকর্ণয়ন্তি, উর্ব্বশী বিষাদং রূপয়তি)

চিত্র। সুদং তুএ দেঅদূঅস্স বঅণং? তা অণুজাণাহি দাব মহারাঅং।

উর্ব্ব। (নিশ্বস্য) ণত্থি মে বাআবিহবো।

চিত্র। মহারাঅ! উব্বসী বিণ্ণবেদি, পরবসো অঅং জণো; মহারা-এণ অব্ভণুণ্ণাদা ইচ্ছামি দেঅদেঅস্স অণবরদ্ধং অত্তাণঅং কাদুং।

সংপ্রতি উহা পুরুষান্তরে (আমাতে) উপস্থিত হইল। (উর্ব্বশীর হাত ধরিয়া আসনে বসাইলেন)।

বিদূ। আপনার মর্য্যাদা কি প্রকার? রাজার প্রিয়বয়স্য এই ব্রাহ্মণকে বন্দনা করিলেন না?

(মৃদু হাস্যসহকারে উর্ব্বশীকর্ত্তৃক প্রণাম)

বিদূ। আপনার মঙ্গল হউক।

নেপথ্যে দেবদূত। চিত্রলেখে! উর্ব্বশীকে ত্বরান্বিত হইতে বল। ভরত মুনি শৃঙ্গারাদি অষ্টরসাশ্রিত লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নামে যে রূপক রচনা করিয়া তোমাদের শিক্ষার্থ প্রদান করিয়াছেন, সংপ্রতি দেবেন্দ্র লোকপালদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই সুললিত অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

(সকলের শ্রবণ, উর্ব্বশীর বিষাদ প্রকাশ)

চিত্র। সখি! দেবদূতের কথা শুনিলে ত? এখন মহারাজের অনুমতি লইয়া চল।

উর্ব্ব। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমার আর কথা কহিবার শক্তি নাই।

চিত্র। মহারাজ! উর্ব্বশী নিবেদন করিতেছেন, 'এই ব্যক্তি (আমি) পরাধীন; মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করি; যাহাতে দেবদেব ইন্দ্রের নিকট অপরাধিনী না হই, তাহা করুন।'

রাজা। (কথং কথমপি বচনং সংস্থাপ্য) নাহং ভবত্যোরীশ্বর-নিয়োগ
ন্তো ; কিন্তু স্মর্ত্তব্যস্ত্বয়ং জনঃ।

[উর্ব্বশী বিয়োগদুঃখং রূপয়িত্বা রাজানং পশ্যন্তী সহ সখ্যা নিষ্ক্রান্তা

রাজা। (সনিশ্বাসম্) বৈয়র্থ্যমিব চক্ষুষঃ সম্প্রতি।

বিদূ। (পত্রং দর্শয়িতুকামঃ) ণং ভুজ্জ (ইত্যর্দ্ধোক্তেন আত্মগতং
অবিদ! অবিদ! ভো, উব্বসীদংসণবিম্হিদেণ মএ তং ভুজ্জবত্তং পত্তং
পি হত্তাদো ণ বিণ্ণাদং।

রাজা। কিমসি বক্তুকামঃ ?

বিদূ। বঅস্স! ইদম্হি বত্তুকামো ণ ভবং অঙ্গাইং মুঞ্চদু ; দঢ়ং ক
তই বন্ধভাবা উব্বসী, ণ সা ইদো গদুঅ এদং অণুবন্ধং সিঢ়িলীকরি
স্সদি ত্তি।

রাজা। মমাপ্যেতদেব মনসি বর্ত্ততে ; তয়া খলু প্রস্থানে,—

রাজা। (অতি কষ্টে বাক্য স্থাপন পূর্ব্বক) আমি তোমাদিগকে দেবেন্দ্রে
আদেশ লঙ্ঘন করিতে বলিতে পারি না ; কিন্তু এই ব্যক্তিকে (আমাকে) যে
স্মরণ থাকে।

[বিরহদুঃখের অভিনয় পূর্ব্বক রাজার দিকে দেখিতে দেখিতে
সখীসহ উর্ব্বশীর প্রস্থা

রাজা। (নিশ্বাসত্যাগ সহকারে) আমার চক্ষু এখন বিফল হই
যখন উর্ব্বশী চক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেন, তখন চক্ষুধারণ বৃথা)।

বিদূ। (রাজাকে পত্রখানি দেখাইবার ইচ্ছুক হইয়া) অহো! ভূর্জ
অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! উর্ব্বশীকে দেখিয়া বিস্মিত হওয়া
আমার হস্ত হইতে সেই ভূর্জপত্রখানি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, জানি
পারি নাই।

রাজা। তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ ?

বিদূ। বয়স্য! আমি এই বলিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনি বিরহদুঃ
সংত্যাগ করিবেন না। আপনাতে উর্ব্বশীর অনুরাগ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে ; বি
এখান হইতে গিয়া এই প্রণয়বন্ধন কখনও শিথিল করিবেন না।

রাজা। আমার মনেও তাহাই বিবেচনা হয়। তিনি যখন প্রস্থান করে

অনীশয়া শরীরস্য হৃদয়ং স্ববশং ময়ি।
স্তনকম্পক্রিয়ালক্ষ্যৈর্ন্যস্তং নিশ্বসিতৈরিব ॥

বিদূ। (স্বগতম্) বেবদি মে হিঅঅং কেত্তিঅং বেলং তস্স ভুজ্জ-বত্তস্স অত্তভবদা বঅস্সেণ ণামং গেহ্নিদব্বং ত্তি।

রাজা। বয়স্য! কেনেদানীমুন্মনসমাত্মানং বিনোদয়ামি? (স্মৃত্বা) উপনয় ভূর্জ্জপত্রম্।

বিদূ। (সর্ব্বতো দৃষ্ট্বা সবিষাদং) হা কধং ণ দীসদি; ভো দিব্বং কখু তং ভুজ্জবত্তং গদং উব্বসীএ মগ্গেণ।

রাজা। (সাসূয়ং) সর্ব্বত্র প্রমাদী বৈধেয়ঃ।

বিদূ। ণং বিচীয়তাং। (উত্থায়) ইদো ভবে ইধ বা ভবে (ইতি বহুবিধং নৃত্যতি)।

(ততঃ প্রবিশতি দেবী, চেটী চ, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

দেবী। হঞ্জে ণিউণিএ! সচ্চং লদাঘরং বীসন্তো অজ্জমাণবঅসহাও দিট্টো তুএ মহারাও?

তখন তাঁহার শরীর পরবশ (দেবেন্দ্রের অধীন) হইলেও স্তনকম্পন ও নিশ্বাস-ত্যাগ সহকারে আত্মবশ হৃদয় আমার প্রতি বিন্যস্ত করিয়াছেন।

বিদূ। (স্বগত) আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, কোন্ সময় হয় ত মাননীয় প্রিয়বয়স্য ভূর্জ্জপত্রের কথা উত্থাপন করিবেন।

রাজা। বয়স্য, এখন কি উপায়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তের বিনোদন করি? (স্মরণ করিয়া) হাঁ, সেই ভূর্জ্জপত্র দেও।

বিদূ। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিষাদে) হায়! তাহা দেখিতে পাইতেছি না কেন? মহারাজ! সেই দিব্য ভূর্জ্জপত্র নিশ্চয়ই উর্ব্বশী যে পথে গিয়াছেন, সেই পথে চলিয়া গিয়াছে।

রাজা। (অসূয়ার সহিত) মূর্খ ব্যক্তির সকল কার্য্যেই অনবধানতা।

বিদূ। এখন অন্বেষণ করা যাউক। (গাত্রোত্থান করিয়া) এইথা আছে, অথবা এই দিকে আছে। (এই প্রকারে অন্বেষণ করিতে করিতে নৃত্য)

(বহুসংখ্যক পরিজনসহ ঔশীনরী দেবী ও চেটীর প্রবেশ)

দেবী। অয়ি নিপুণিকে! আর্য্য মাণবকের সহিত আর্য্যপুত্রকে লতাগৃহে প্রবেশ করিতে [illegible] সত্যই কি দেখিয়াছ?

চেটী। অলিঅং কিং মএ ভট্টিণী বিপ্পবিদপুর্ব্বা ?

দেবী। তেণ হি লদাবিড়বন্তরিদা সুণিস্‌সং দাব বিস্‌সন্ধমস্তিদাইং; জং তুএ কধিদং সচ্চকং ণ বেত্তি।

চেটী। জং দেঈএ রুচ্চদি।

দেবী। (পরিক্রম্য পুরস্তাদবলোক্য চ) ণিউণিএ! কিণ্ণেদং পত্তণবচীরঅং বিঅ ইদো দক্‌খিণমারুদেণ আণীঅদি ?

চেটী। (বিভাব্য) ভট্টিণি! পলিবত্তণা-বিভাবিদক্‌খরং ভুজ্জবত্তক্‌খু এদং, হন্ত কধং দেঈএ জ্জেব ণেউরপরিলগ্‌গং। (গৃহীত্বা) বাচীঅদু এদং।

দেবী। ণং অবলোএহি দাব ; জই অবিরুদ্ধং ততো সুণিস্‌সং।

চেটী। (তথা কৃত্বা) ভট্টিণি, তং জ্জেব এদং কোলীণঅং ত্তি সুদি; মহারাঅং উদ্দিসিঅ উব্বসীঅক্‌খরঅং কব্ববন্ধং ত্তি তর্কো অজ্জমাণবঅপ্পমাদাদো অহ্মাণং হত্থং আঅদং ত্তি।

চেটী। আমি কি ইতিপূর্ব্বে কখনও ভর্ত্রীর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছি ?

দেবী। তবে এখন লতাবিটপের অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদিগের বিশ্রম্ভ কথোপকথন শ্রবণ করি ; তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য কি না দেখা যাউক।

চেটী। দেবীর যাহা অভিরুচি।

দেবী। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক সম্মুখভাগে দেখিয়া) নিপুণিকে! নববস্ত্রখণ্ডের ন্যায় একখানি পত্র দক্ষিণবায়ুতে উড়িয়া আসিতেছে, এখানি কি ?

চেটী। (চিন্তা করিয়া) ভর্ত্রি! এখানি নিশ্চয় ভূর্জ্জপত্র ; বায়ুতে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে দেখা যাইতেছে, ইহাতে অক্ষর বিন্যস্ত করা রহিয়াছে। অহো! উড়িতে উড়িতে আসিয়া দেবীর নূপুরেই সংলগ্ন হইল। (গ্রহণ পূর্ব্বক) আপনি ইহা পাঠ করুন।

দেবী। অগ্রে দেখ, যদি অবিরুদ্ধ হয়, তবে শুনিব।

চেটী। (তদ্রূপ করিয়া) ভর্ত্রি! এই ভূর্জ্জপত্রে সেই লোকাপবাদ প্রকাশ পাইতেছে। আমার বোধ হয়, মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া উর্ব্বশী কাব্য রচনা করিয়াছে। আর্য্য মাণবকের অনবধানতাতেই ইহা আমাদের হস্তগত হইল।

দেবী। ণং গহিদত্থা হোহি।

চেটী। (বাচয়তি)।

দেবী। হঞ্জে! এদেণ জ্জেব উবহারেণ তং অচ্ছরাকামুঅং পেক্‌খন্ধ।

চেটী। জং দেঈ আণবেদি।

রাজা। ভগবন্! বসন্ত-সখে মলয়ানিল!

বাসার্থং হর সম্ভৃতং সুরভিতং পৌষ্পং রজো বীরুধাং,
কিং কার্য্যং ভবতো হৃতেন দয়িতাস্নেহস্বহস্তেন মে।
জানাত্যেব ভবান্ বিনোদনশতৈরেবংবিধৈর্ধ্রিতং,
কামার্ত্তং জনমঙ্গসাভিভবিতুং নালম্বিতাশ্বাসনম্॥

চেটী। দেই! পেক্‌খ পেক্‌খ, এদস্‌স জ্জেব ভুজ্জবত্তস্‌স অণ্ণেসণা বট্টদি।

দেবী। তা ণং পেক্‌খন্ধ দাব তুহ্নিং চিট্‌ঠ।

বিদু। ভো! কিণ্ণু কখু এদং? উম্মিল্লমাণণীলপঙ্কজচ্ছবিণা মউরপিচ্ছেণ বিপ্পলদ্ধহ্মি।

দেবী। এখন ইহার অর্থ গ্রহণ কর। (পাঠ কর)।

(চেটীর পত্রপাঠ)

দেবী। এই উপহার লইয়াই সেই অপ্সরাকামুক রাজাকে দেখিব।

চেটী। দেবীর যেরূপ অনুমতি।

রাজা। হে ভগবন্ বসন্তসখে মলয়ানিল! তুমি আপনাকে সুরভিত করিবার জন্য লতিকাসমূহের সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পরেণু হরণ করিয়া থাক; কিন্তু প্রিয়তমা উর্ব্বশী প্রণয়ভরে আমাকে স্বহস্তলিখিত যে ভূর্জ্জপত্র দিয়াছিলেন, তাহা হরণ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি জান, কামার্ত্ত ব্যক্তি এইরূপ পত্রিকা ও চিত্রফলকাদি শত শত বিনোদনবস্তু দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে; সুতরাং পুনঃপ্রাপ্তির আশায় যে কামার্ত্ত ব্যক্তি এই ভাবে রহিয়াছে, জগৎপ্রাণ হইয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করা তোমার উচিত নহে।

চেটী। দেবি! দেখুন দেখুন, এই ভূর্জ্জপত্রেরই অন্বেষণ হইতেছে।

দেবী। তুমি মৌনভাবে থাক, দেখি (কতদূর কি হয়)।

বিদু। বয়স্য! এ কি? প্রস্ফুটিত-নীল-পদ্ম-কান্তি ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা বঞ্চিত হইলাম।

রাজা। সর্ব্বথা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ।

দেবী। (সহসোপসৃত্য) অজ্জউত্ত! অলং আবেএণ; এদং তং ভুজ্জবত্তং।

রাজা। (সসম্ভ্রমাত্মগতম্) অয়ে দেবি! (সবৈলক্ষ্যং প্রকাশম্) স্বাগতং দেব্যৈ।

দেবী। দুরাগদং দাণিং মে সংবুত্তং।

রাজা। (জনান্তিকম্) বয়স্য! কথমত্র প্রতিবিধেয়ম্?

বিদূ। (জনান্তিকম্) লোত্তেণ সূইদস্স কুম্ভিলঅস্স ণত্থি বাআ লবিধাণং।

রাজা। (অপবার্য্য) মূঢ়! নায়ং পরিহাসকালঃ, (প্রকাশম্) দং পত্রং ময়া মৃগ্যতে, তৎ খলু মন্ত্রপত্রং যদন্বেষণায় মমায়মারম্ভঃ।

দেবী। জুজ্জই অত্তণো সোহগ্গং ণিগূহিদুং।

বিদূ। ভোদি! তুবরাবেহি সে ভোঅণং, জেণ পিত্তপ্পসমণেণ ত্থো ভোদি।

রাজা। আমি মন্দভাগ্য, সর্ব্বথা বিনষ্ট হইলাম।

দেবী। (সহসা পুরোবর্ত্তিনী হইয়া) আর্য্যপুত্র! আবেগে প্রয়োজন নাই; ই সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা। (সসম্ভ্রমে আত্মগত) এ কি! দেবী? (লজ্জিতভাবে প্রকাশে) বীর কুশলে আগমন হইয়াছে ত?

দেবী। এখন আমার আগমন দুরাগত; (উপবনবিহারী আপনার প্রতিকূল)।

রাজা। (জনান্তিকে) বয়স্য! এখন প্রতিবিধানের উপায় কি?

বিদূ। (জনান্তিকে) অপহৃত দ্রব্যের সহিত চোর ধরা পড়িয়াছে; এখন আর কথার দ্বারা ইহার প্রতিবিধানের উপায় নাই।

রাজা। (অপবারিত হইয়া) মূর্খ! এ পরিহাসের সময় নয়। (প্রকাশে) আমি এ পত্র অন্বেষণ করিতেছি না; কণ্ঠধৃত কবচের অন্বেষণ করিতেছি।

দেবী। নিজ সৌভাগ্য গোপন করাই যুক্তিযুক্ত।

বিদূ। দেবি! শীঘ্র মহারাজের জন্য আহারীয় আনয়ন করুন; পিত্ত প্রশমিত হইলেই ইনি সুস্থ হইবেন।

দেবী। ণিউণিএ! সোহণং কৃখু আস্সাসিদো পিঅবঅস্সো বহ্মণেণ। কিং অণ্ণং, অণ্ণচিন্তাএ আবেসিদো পিও খিজ্জদি।

বিদূ। ণং পেক্‌খ, সব্বো আস্সাসিদো চিত্তভোঅণেণ।

রাজা। মূর্খ! বলাদপরাধিনং মা মাপাদয়সি।

দেবী। ণত্থি পভবন্তস্স অবরাহো, অহং জ্জেব এত্থ অবরদ্ধা জা পলিউলদংসণা ভবিঅ অগ্গদো ভবামি; ণিউণিএ! ইদো এহি।

[ইতি সকোপং প্রস্থিতা।

রাজা। অপরাধী নূনমহং, প্রসীদ রম্ভোরু! বিরম সংরম্ভাৎ।
সেব্যো জনশ্চ কুপিতঃ কথং নু দাসো নিরপরাধঃ॥

(ইতি পাদয়োঃ পততি)।

দেবী। কিদব! লহুহিঅআ কৃখু অহং, অণুণঅং ণ গেহ্নামি; কিন্তু দক্‌খিণস্স দে কিদপচ্চাত্তাবস্স ভাআমি।

চেটী। ইদো ইদো দেবী।

[ইতি রাজানমপহায় সপরিজনা দেবী নিষ্ক্রান্তা।

দেবী। নিপুণিকে! এই প্রিয়বয়স্য ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ আশ্বাস প্রদান করিলেন। আর কি, প্রিয়তম কেবল অন্নচিন্তায় নিমগ্ন হইয়াই অনুতাপ করিতেছেন।

বিদূ। দেখুন, সকলেই বিচিত্র (নানারূপ) ভোজন দ্বারা সুস্থ হয়।

রাজা। মূর্খ! বলপূর্ব্বক আমাকে অপরাধী করিতেছ?

দেবী। প্রভুত্বশালীদিগের (কিছুতেই) অপরাধ নাই; আমিই এখ অপরাধিনী; কেন না, প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইয়া আপনার সম্মুখে আসিয়াছি নিপুণিকে, এ দিকে আইস। [সরোষে দেবীর প্রস্থানোদ্যোগ

রাজা। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী। হে রম্ভোরু! প্রসন্ন হও, রো পরিত্যাগ কর। সেবনীয় ব্যক্তি কুপিত হইলে কিঙ্কর কিরূপে নিরপরাধ হইবে (এই বলিয়া চরণতলে পতন)।

দেবী। হে শঠ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লঘু; আমি অনুনয় গ্রাহ্য ক না; তুমি দক্ষিণনায়ক; তোমাকে যে পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইতে হইবে, এ জন্যই ভীত হইতেছি।

চেটী। দেবি! এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

[রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিজনগণের সহিত দেবীর প্রস্থান

বিদূ। পাউসণঈ বিঅ অপ্পসণ্ণা ক্তেব তথভোদী গদা, তা উথেহি।

রাজা। (উত্থায়) বয়স্য! নেদমুপপন্নম্। পশ্য—

প্রিয়বচনকৃতোঽপি যোষিতাং, দয়িতজনানুনয়ো রসাদৃতে।

প্রবিশতি হৃদয়ং ন তদ্বিদাং, মণিরিব কৃত্রিমরাগযোজিতঃ॥

বিদূ। অণুউলং ক্তেব ভবদো এদং বঅণং ; ণ হি অক্খিদুক্খিদো ;মুহে দীবসিহং সহদি ?

রাজা। মৈবম্। উর্ব্বশীগতমনসোঽপি মম দেব্যাং স এব বহুমানঃ ; কস্তু প্রণিপাতলঙ্ঘনাদহমপি তস্যাং ধৈর্য্যমবলম্বিষ্যে।

বিদূ। ভো! চিট্টটদু দাব দেঈকধা, বুভুক্খিদস্স মে জীবিঅং অবলম্বদু ভবং ; সমও ক্খু হ্মাণভোঅণং সেবিদুং।

রাজা। (ঊর্দ্ধমবলোক্য) কথমর্দ্ধং গতং দিবসস্য। অতঃ খলু—

বিদূ। মাননীয়া দেবী বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় অপ্রসন্ন হইয়া প্রস্থান করি লেন। অতএব মহারাজ এখন গাত্রোত্থান করুন।

রাজা। (উদ্বিগ্ন হইয়া) বয়স্য! আমার অনুনয় সফল হইল না। দেখ অনুরাগ ভিন্ন প্রিয়জনকৃত অনুনয় রমণীগণের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। কৃত্রি লৌহিত্যাদি রাগে রঞ্জিত করিলে মণি কখনও মণিপরীক্ষকগণের হৃদয়গ্রাহী হয় না।

বিদূ। আপনার এ কথা অনুকূল সত্য। কারণ, নেত্ররোগী কখনও পুরো বর্ত্তী দীপশিখা সহ্য করিতে পারে না।

রাজা। না, তাহা নহে। আমার হৃদয় উর্ব্বশীগত হইলেও দেবীর প্রতি আমার বহুসম্মান আছে। কিন্তু তিনি যখন আমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন আমিও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিব ; সহসা তাঁহাকে প্রসন্ন করিব না।

বিদূ। মহারাজ! এখন দেবীর কথা থাকুক, আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি আপনি আমার জীবনরক্ষার উপায় করুন। স্নান-ভোজনের সময় উপস্থিত।

রাজা। (ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া) কি, দিবার অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে সেই জন্যই ময়ূরেরা রৌদ্রক্লান্ত হইয়া তরুমূলস্থ শীতল আলবালে বসি

উষ্ণালুঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলালবালে শিখী,
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারকুসুমান্যাশেরতে ষট্‌পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে,
ক্রীড়াবেশ্মনিবেশিপঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতঃ ভরতশিষ্যৌ)

প্রথম। সখে পৈলব! অগ্নিশরণাদ্‌গচ্ছতা মহেন্দ্রমন্দিরমুপাধ্যায়েন স্বমাসনং গ্রাহিতঃ, অহমগ্নিশরণরক্ষার্থং স্থাপিতঃ, ততঃ পৃচ্ছামি গুরোঃ প্রয়োগেণ দেবপরিষদারাধিতা ন বেতি?

দ্বিতীয়। ণ আণে কধং সা রাধিদা ভোদি, তস্‌সিং উণ সরস্‌সঈকিদ-কব্ববন্ধে লচ্ছীসঅম্বরে উব্বসী তেসু তেসু রসন্তরেসু উম্মাইআ আসি।

রহিয়াছে; ভ্রমরেরা চরণসমূহ দ্বারা বিকাসিত করিয়া কর্ণিকারপুষ্পের মধ্যভাগে শয়ন করিয়া আছে; কারণ্ডব (হংসবিশেষ) পক্ষী তপ্তজল ত্যাগ করিয়া তীর-স্থিত নলিনীর আশ্রয় লইয়াছে এবং কেলিগৃহাভ্যন্তরস্থ পঞ্জরস্থিত শুক ক্লান্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিতেছে। [রাজা ও বিদূষকের প্রস্থান।

(ভরতমুনির দুইজন শিষ্যের প্রবেশ)

প্রথম। সখে পৈলব! * অগ্নিশরণগৃহ হইতে ইন্দ্রালয়ে যাইবার সময় উপাধ্যায় মহর্ষি ভরত তোমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন অগ্নিশরণরক্ষার্থ আমাকে নিযুক্ত করেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, গুরুদেবে নাটকপ্রয়োগ দ্বারা সুরসভা ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন?

দ্বিতীয়। দেবসভা কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, জানি না; কিন্তু সরস্বতীকৃ লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামক দৃশ্যকাব্যের অভিনয়কালে রসান্তরের প্রয়োগ করিতে করিে

প্রথ। দোষবিকাশ ইতি বাক্যশেষঃ।

দ্বিতী। আং তাএ বঅণং ক্খলিদং আসি।

প্রথ। কিমিব ?

দ্বিতী। লচ্ছীভূমিআএ বত্তমাণা উব্বসী বারুণীভূমিআএ বত্তমাণাএ মেণআএ পুচ্ছিদা, সমাগদা তিল্লোঅপূরিসা সকেসবা লোঅবালা ; কস্সিং দে হিঅআহিণিবেসো ত্তি ?

প্রথ। ততস্ততঃ ?

দ্বিতী। তাএ পুরিসোত্তমে ত্তি ভণিদব্বে পুরূরবসি ত্তি ণিগ্গদা বাণী।

প্রথ। ভবিতব্যতানুবিধায়ীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ; ন তামভিক্রুদ্ধো মুনিঃ ?

দ্বিতী। সত্তা উঅজ্ঝায়েণ ; মহেন্দেণ উণ অণুগ্গহিদা।

প্রথ। কথমিব ?

উর্ব্বশী উন্মাদিত হইয়াছিলেন। (তাঁহার সেই সেই অভিনয়ে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছিল)।

প্রথম। তবে তোমার শেষ বক্তব্য এই যে, অনেক দোষ দৃষ্ট হইয়াছিল।

দ্বিতী। হাঁ, সে সময়ে তাঁহার বাক্য স্খলিত হইয়াছিল।

প্রথম। কি প্রকার ?

দ্বিতীয়। উর্ব্বশী লক্ষ্মীর এবং মেনকা বারুণীর অভিনয় করেন। মেনকা উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ত্রিলোকীস্থ যে সমস্ত পুরুষ ও সকেশব লোকপাল বর্গ উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার প্রতি তোমার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে ?'

প্রথম। তাহার পর, তাহার পর ?

দ্বিতীয়। "পুরুষোত্তম" উচ্চারণ করিতে উর্ব্বশীর মুখ হইতে "পুরূরবা" উচ্চারিত হইল।

প্রথম। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ভবিতব্যতারই অনুসরণ করে। ইহাতে কি মহর্ষি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই ?

দ্বিতীয়। উপাধ্যায় অভিশাপ প্রদান করেন ; কিন্তু দেবেন্দ্র পরে উর্ব্বশীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম। কি প্রকার ?

দ্বিতী। জেণ তুএ মম উঅএসো লঙ্ঘিদো, তেণ ণ দিব্বং ণাণং হুবিস্‌সদি ত্তি উঅজ্‌ঝাঅস্‌স সআসাদো সাবো; পুরন্দরেণ উণ লজ্জা-ওণদমুহিং উব্বসিং পেক্‌খিঅ এব্বং ভণিদং, জস্‌সিং বন্ধভাবাসি তুমং তস্‌স মে রণসহাঅস্‌স রাএসিণো পিঅং করণীঅং; তা তুমং পুরূরবসং জধাকামং উবচিট্‌ঠ, জাব সো পড়িট্‌ঠিদসন্তাণো ভোদি ত্তি।

প্রথ। সদৃশং পুরুষান্তরবেদিনো মহেন্দ্রস্য।

দ্বিতী। (সূর্য্যমবলোক্য) কধাপ্পসঙ্গেণ অবরন্ধা অহিসেঅবেলা, তা উঅজ্‌ঝাঅস্‌স পাসপলিবত্তিণো হোম্হ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

(ইতি বিষ্কম্ভকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চু। সর্ব্বঃ কল্যে বয়সি যততে লব্ধুমর্থান্ কুটুম্বী,
পশ্চাৎ পুত্রৈরুপহিতভরঃ কল্পতে বিশ্রমায়।

দ্বিতীয়। 'তুমি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ; অতএব তোমার দিব্য-জ্ঞান লাভ হইবে না', উপাধ্যায় এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তখন উর্ব্বশীকে লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়া দেবরাজ বলিলেন, 'যাহার প্রতি তোমার অনুরাগবন্ধন হইয়াছে, সেই রাজর্ষি পুরূরবা আমার যুদ্ধের সহায়; তাঁহার উপকার করা আমার কর্ত্তব্য; অতএব যত দিন তাঁহার সন্তানোৎপত্তি না হয়, তত দিন তুমি যথেচ্ছ তাঁহার সহিত বাস কর।'

প্রথম। দেবেন্দ্র অন্যপুরুষের গুণ বুঝিয়া তদনুসারে তাহার সৎকার করিতে জানেন।

দ্বিতীয়। (সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে; অতএব চল, আমরা উপাধ্যায়ের নিকট যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইতি বিষ্কম্ভক)

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। সমর্থ বয়সে (যৌবনে) মাতা-পিতৃপুত্রকলত্রাদিবেষ্টিত গৃহস্থ ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনে যত্নবান্ হয়; পরে (বার্দ্ধক্যে) পুত্রের উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া বিশ্রাম লাভ করে। কিন্তু আমাদিগের এই বার্দ্ধক্য সুখে অবস্থিতি

অস্মাকস্তু প্রতিদিনমিয়ং সাদয়ন্তী প্রতিষ্ঠাং,
সেবাকাকুঃ পরিণতিরভূৎ স্ত্রীষু কষ্টোঽধিকারঃ ॥

আদিষ্টোঽস্মি সনিয়ময়া কাশিরাজপুত্র্যা, যথা ব্রতসম্পাদনায় ময়া
নমুৎসৃজ্য নিপুণিকামুখেন পূর্ব্বং যাচিতো মহারাজঃ, তদেবং মদ্বচনা-
জ্ঞাপয়েতি, যাবদহং অবসিতসন্ধ্যাকার্য্যং মহারাজং পশ্যামি। (পরি-
ম্যাবলোক্য চ) রমণীয়ঃ কিল দিবসাবসানবৃত্তান্তো রাজবেশ্মনঃ।

উৎকর্ণ ইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো,
ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বড়ভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ।
আচারপ্রয়তঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু চার্চ্চিষ্মতীঃ,
সন্ধ্যামঙ্গলদীপিকা বিভজতে শুদ্ধান্তবৃদ্ধো জনঃ ॥

(অবলোক্য) অয়ে! ইত এব প্রস্থিতো দেবঃ। য এষঃ—

ষ্ট করিয়া প্রতিদিন কেবল পরের সেবা করিয়া কাতরোক্তি করিতে নিযুক্ত
করিয়াছে অর্থাৎ বার্দ্ধক্যবশে কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে, দীনবচনে প্রভুর
প্রীতিবিধান করিতে হয়। অতএব স্ত্রীসম্বন্ধে অধিকার ক্লেশজনক। (বৃদ্ধ
বলিয়া আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারি; তথায় স্ত্রীলোকের আদেশও
প্রতিপালন করিতে হয়; ইহা অপেক্ষা ক্লেশ ও ঘৃণার বিষয় আর কি আছে?)
ব্রতধারিণী কাশীরাজকন্যা আদেশ করিয়াছেন,—'ব্রত-সম্পাদনার্থ আমি অভি-
মান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিপুণিকা দ্বারা ইতিপূর্ব্বে মহারাজের নিকট প্রার্থনা
করিয়াছি; অতএব আমার কথানুসারে তুমি গিয়া মহারাজকে জানাও
সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত হইলে আমি মহারাজকে দর্শন করিব।' (পরিক্রমণ ও চারি
দিক্ দৃষ্টি করিয়া) দিবাবসানে রাজবাড়ীর শোভা কি মনোহারিণী! ময়ূরের
রাত্রিকালীন নিদ্রাবশে বাসযষ্টির উপর যেন চিত্রলিখিতের ন্যায় উপবিষ্ট রহি
য়াছে; ধূপধূমরাশি বিনির্গত হওয়াতে চন্দ্রশালাগৃহ (প্রাসাদোপরিস্থিত গৃহ
বিশেষ) শ্বেতবর্ণ ধারণ করাতে পারাবত বলিয়া অনুমিত হইতেছে এব
দাচারপরায়ণ অন্তঃপুরস্থ বৃদ্ধ ব্যক্তিরা পুষ্পপূজোপহারবিশিষ্ট স্থানে প্রজ্বলি
ন্ধ্যাকালীন মঙ্গলদীপ সকল এক একটি ভাগ করিয়া প্রদান করিতেছেন
চতুর্দ্দিক্ দর্শন পূর্ব্বক) অয়ে! মহারাজ এই দিকেই আগমন করিতেছেন
রিচারিকা নারীগণের হস্তস্থিত দীপাবলী দ্বারা ইনি পরিবেষ্টিত হইয়া রহির

পরিজনবনিতাকরার্পিতাভিঃ পরিবৃত এব বিভাতি দীপিকাভিঃ।
গিরিরিব গতিমানপক্ষসাদাদনুতটপুষ্পিতকর্ণিকারযষ্টিঃ ॥
যাবদেনমবলোকনমার্গে প্রতিপালয়ামি ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ সপরিবারো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা। (আত্মগতম্)

কার্য্যান্তরিতোৎকণ্ঠং দিনং ময়া নীতমনতিকৃচ্ছ্রেণ।
অবিনোদদীর্ঘযামা কথং নু রাত্রির্গময়িতব্যা ॥

কঞ্চু। (উপগম্য) জয়তি জয়তি দেবঃ। দেব! দেবী বিজ্ঞাপয়তি, মণিহর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুদর্শনশ্চন্দ্রঃ; তত্র সন্নিহিতেন দেবেন প্রতিপালনীয়ো যাবচ্চন্দ্ররোহিণীযোগঃ।

রাজা। বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী, যস্তব চ্ছন্দ ইতি।

কঞ্চু। তথা। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। বয়স্য! কিমু পরমার্থত এব দেব্যা ব্রতনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ স্যাৎ?

ছেন; সুতরাং গিরিনিতম্বে কর্ণিকারপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে পক্ষবান্ গতিশীল পর্ব্বতের যেমন শোভা হয়, মহারাজও সেইরূপ শোভা পাইতেছেন। আমি এখন ইঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করি।

(পরিজনসহ রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় অল্পকষ্টেই আমি দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়াছি; কিন্তু দীর্ঘযামা রাত্রিতে চিত্তবিনোদনের কোন উপায় নাই; কিরূপে রজনী অতিবাহিত করিব?

কঞ্চুকী। (রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া) মহারাজের জয় হউক, জয় হউক দেব! দেবী নিবেদন করিলেন, মণিময় অট্টালিকাপৃষ্ঠে বসিয়া সুদৃশ্য চন্দ্রকে দৃষ্ট হইতেছে; যাবৎ চন্দ্রের সহিত রোহিণীর যোগ থাকে, মহারাজ ততক্ষণ সেই স্থানে অবস্থিতি করিবেন।

রাজা। দেবীকে জানাও, যাহা তাঁহার অভিরুচি, তাহাই হইবে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ। [কঞ্চুকীর প্রস্থান

রাজা। বয়স্য! সত্য সত্যই কি দেবী ব্রতকরণার্থ এইরূপ করিতেছেন?

বিদূ। তক্কেমি, সংক্কাদপচ্ছাদাবা অত্তভোদী বদব্ববদেসেণ তত্তভবদো প্পণিপাদলঙ্ঘণং প্পমুজ্জিজুকাম ত্তি।

রাজা। উপপন্নং ভবানাহ।

অবধূতপ্রণিপাতাঃ পশ্চাৎ সন্তপ্যমানমনসো হি।

বিবিধৈরনুতপ্যন্তে দয়িতানুনয়ৈর্মনস্বিন্যঃ॥

তদাদেশয় মণিহর্ম্মপৃষ্ঠস্য মার্গম্।

বিদূ। ইদো ইদো এদু ভবং, ইমিণা গঙ্গাতরঙ্গসিসিরেণ ফলিঅ মণিসিলাসোবাণেণ আরোহদু ভবং সব্বদা রমণীঅং মণিহম্মদলং।

রাজা। (আরোহতি, সর্ব্বে সোপানারোহণং নাটয়ন্তি)

বিদূ। (নিরূপ্য) পচ্চাসণ্ণেণ চন্দেণ হোদব্বং, জধা তিমিরেণ রেচীঅনাণং পুব্বদিসামুহং অলোহিঅপ্পহং দীসদি।

রাজা। সম্যক্ ভবান্ মন্যতে।

উদয়গূঢ়শশাঙ্কমরীচিভিস্তমসি দূরতরং প্রতিসারিতে।

অলকসংযমনাদিব লোচনে হরতি মে হরিবাহনদিঙ্মুখম্॥

বিদূ। আমার বিবেচনা হয়, মাননীয়া দেবী আপনার প্রণিপাত লঙ্ঘন করিয়া পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে এই ব্রতচ্ছলে সেই অপরাধ ক্ষালন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

রাজা। তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। মনস্বিনী রমণীরা প্রতিপাত লঙ্ঘন করিয়া পশ্চাৎ সন্তপ্তচিত্ত হইয়া থাকেন এবং নানাবিধ প্রীতিকর অনুনয় দ্বারা অনুতাপ প্রদর্শন করেন। তুমি মণিপ্রাসাদের পথ দেখাইয়া দেও।

বিদূ। মহারাজ, এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন; গঙ্গাতরঙ্গস্পর্শে শীতল স্ফটিক-মণিময় সোপানারোহণপূর্ব্বক আপনি মণিপ্রাসাদে আরোহণ করুন।

(রাজা ও অন্যান্য সকলের সোপানারোহণ)

বিদূ। (নিরূপণপূর্ব্বক) চন্দ্রমা শীঘ্রই সমুদিত হইবেন। কারণ, পূর্ব্বদিক অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া অরুণপ্রভা ধারণ করিয়াছে।

রাজা। তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ। যে চন্দ্রমা অন্ধকারাবৃত ছিলেন, সংপ্রতি উদয়াচলে সেই চন্দ্রদেবের কিরণমালা দ্বারা তিমিররাশি অপসারিত হওয়াতে পূর্ব্বদিঙ্মুখ চূর্ণকুন্তল অপসারণপূর্ব্বক আমার নয়নরঞ্জন করিতেছে।

বিদূ। হী হী ভো ভো, এসো খণ্ডমোদঅসরিসো উদিদো রাআ আসধীণম্।

রাজা। (সস্মিতম্) সর্ব্বত্র ঔদরিকস্যাভবহার্য্যমেব বিষয়ঃ। (প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য) ঋক্ষরাজ !

রুচিমাবহতে সতাং ক্রিয়ায়ৈ, সুধয়া তর্পয়তে পিতৄন্ সুরাংশ্চ।
তমসাং নিশি মূর্চ্ছতাং নিহন্ত্রে, হরচূড়ানিহিতাত্মনে নমস্তে॥

বিদূ। হী হী ভো ভো! দেখুন, ওষধিরাজ চন্দ্র যেন একটি মোদকখণ্ডের ন্যায় উদিত হইয়াছেন।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) সর্ব্বত্রই ঔদরিকের ন্যায় কেবল তোমার আহারেরই চেষ্টা দেখি। (কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক) হে নক্ষত্রপতে! আপনি সাধুদিগের ব্রতযাগাদি শুভকর্ম্মানুষ্ঠানার্থ দীপ্তি ধারণ করেন, অমৃত দ্বারা অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোক ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের প্রীতিসাধন করেন, রাত্রিযোগে অন্ধকার দূর করিয়া দেন এবং আপনি মহেশ্বরের চূড়ামণিরূপে তাঁহার ললাটে অবস্থান করেন ; আপনাকে নমস্কার। *

---

* পিতৃগণ প্রভৃতি সকলে যে চন্দ্রের সুধা পান করেন, সোমোৎপত্তি-প্রকরণে তাহা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে, যথা—

"প্রথমাং পিবতে বহ্নির্দ্বিতীয়াং পিবতে রবিঃ।
বিশ্বেদেবাস্তৃতীয়াস্তু চতুর্থীং সলিলাধিপঃ।
পঞ্চমীঞ্চ বষট্কারঃ ষষ্ঠীং পিবতি বাসবঃ।
সপ্তমীমৃষয়ো দিব্যা অষ্টমীমজ একপাৎ।
নবমীং কৃষ্ণপক্ষে চ যমঃ প্রাশ্নাতি বৈ কলাম্।
দশমীং পিবতে বায়ুঃ পিবত্যেকাদশীমুমা।
দ্বাদশীং পিতরঃ সর্ব্বে সমং প্রাশ্নন্তি ভাগশঃ।
ত্রয়োদশীং ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরঃ পিবতে কলাম্।
চতুর্দ্দশীং পশুপতিঃ পঞ্চদশীং প্রজাপতিঃ।
নিষ্পীতশ্চ কলাশেষশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে।
কলা ষোড়শিকা যা তু অপঃ প্রবিশতে তদা।
অমায়াঞ্চ যদা সোম ওষধীঃ প্রতিপদ্যতে।
তমোষধীগতং গাবঃ পিবন্ত্যম্বুগতঞ্চ যৎ।
তৎক্ষীরমমৃতং ভূত্বা মন্ত্রপূতং দ্বিজাতিভিঃ।
হুতমগ্নিষু যজ্ঞেষু পুনরাপ্যায়তে শশী॥"

বিদূ। ভো! বহ্মণসংকামিদকৃখরেণ পিদামহেণ অব্ভণুণ্ণাদোহসি, আসণগদো হোহি; তেন অহম্পি সুহাসীণো হোমি।

রাজা। (বিদূষকবচনং পরিগৃহ্য উপবিষ্টঃ, পরিজনান্ বিলোক্য) অনভিব্যক্তাশ্চন্দ্রিকায়াং দীপিকাঃ পুনরুক্তাঃ, তদ্বিশ্রাম্যন্তু ভবত্যঃ।

পরিজনাঃ। জং দেবো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ

রাজা। (চন্দ্রমবলোক্য বিদূষকং প্রতি) বয়স্য! পরং মুহূর্ত্তাদাগমনং দেব্যাঃ, তদ্বিবিক্তে কথয়ামি স্বামবস্থাম্।

বিদূ। ভো! ণ দীসদি জ্জেব সা উব্বসী, কিন্তু তাএ তারিসং অণু-রাঅং পেক্খিঅ সক্কং কৃখু আসাবন্ধেণ আত্তাণঅং ধারিদুং।

রাজা। এবমেতৎ, বলবান্ মনসোঽভিতাপঃ, পুনঃ—

বিদূ। বয়স্য! ব্রহ্ম হইতেই ব্রাহ্মণ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমার বাক্য ব্রহ্মবাক্য বলিয়া জানিবেন; সুতরাং আপনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আসনে উপবেশন করুন, তাহা হইলে আমিও সুখে বসিতে পারি।

রাজা। (বিদূষকের বাক্যানুসারে উপবিষ্ট হইয়া পরিজনগণের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) চন্দ্রকিরণে প্রদীপ সকল সেরূপ দীপ্তিপ্রাপ্ত হইতেছে না, এ কথা বলাই পুনরুক্তি; অতএব তোমরা এখন বিশ্রাম করিতে যাও।

পরিজনগণ। আপনার যেরূপ আজ্ঞা।

[পরিজনগণের প্রস্থান।

রাজা। (চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! মুহূর্ত্তকাল পরেই দেবী আসিবেন; অতএব আইস, নির্জ্জনে বসিয়া নিজের অবস্থা বলি।

বিদূ। উর্ব্বশীর ত এখনও দেখা পাওয়া যাইতেছে না; কিন্তু তাঁহার সেই-রূপ অনুরাগ দেখিয়া নিশ্চয়ই আশার আশ্বাসে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারা যায়।

রাজা। সে কথা ঠিক। আমার মনস্তাপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পথি-

ভাবার্থ এই যে, অগ্নি চন্দ্রের প্রথম কলা, সূর্য্য দ্বিতীয়, বিশ্বদেবগণ তৃতীয়, বরুণ চতুর্থ, বষট্কারগণ পঞ্চম, ইন্দ্র ষষ্ঠ, দিব্যঋষিগণ সপ্তম, একপাদ্ অজ অষ্টম, যম নবম, বায়ু দশম, উমা একাদশ, পিতৃগণ দ্বাদশ, কুবের ত্রয়োদশ, পশুপতি চতুর্দ্দশ এবং প্রজাপতি চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা পান করেন আর ষোড়শী কলা জলে প্রবেশ করে। অমাবস্যাতে চন্দ্র ওষধিগত হন, ধেনুগণ সেই ওষধিগত ও জল-স্থিত কলা পান করে। তাহাদিগের দুগ্ধাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপূত করিয়া যজ্ঞকালে অগ্নিতে হোম করেন, সেই হেতু চন্দ্রকলা পুনরায় সংবর্দ্ধিত হন।

নভ্যা ইব প্রবাহো বিষমশিলাসঙ্কটস্খলিতবেগঃ।
বিঘ্নিত-সমাগমসুখো মনসিশয়স্তমুগুণো ভবতি ॥

বিদূ। জধা পরিহীঅমাণেহিং অঙ্গেহিং সোহসি, তধা অচ্ছরেহিং সমাগমং দে পেক্‌খামি।

রাজা। (নিমিত্তং সূচয়ন্)

বচোভিরাশাজননৈর্ভবানিব গুরুব্যথম্।
অয়ং মাং স্পন্দিতৈর্বাহুরাশ্বাসয়তি দক্ষিণঃ ॥

বিদূ। ণ অন্নধা বম্ভবঅণং ভোদি। (রাজা সপ্রত্যাশং তিষ্ঠতি)

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন কৃতাভিসরণবেশা উর্ব্বশী চিত্রলেখা চ)

উর্ব্ব। (আত্মানং বিলোক্য) সহি! রুচ্চদি মে অঅং মোত্তাহরণ-ভূসিদো নীলমণিপরিগ্‌গহো অহিসারিআবেসো?

চিত্র। ণত্থি মে বাআ বিহবো পসংসিদুং, ইদং তু চিন্তেমি, অবি ণাম অহং জ্জেব পুরূরবা ভবেঅং ত্তি।

মধ্যে কঠিন শিলাসঙ্কট উপস্থিত হইলে নদীবেগ যেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়, কামদেবও সেইরূপ উর্ব্বশীসমাগমের অভাবে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছেন।

বিদূ। আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন বিরহ-ব্যথায় ক্ষীণ হইয়া পড়িলেও শোভা পাইতেছে, তখন আমি দেখিতেছি, যেন অপ্সরা-সমাগম অবশ্য শীঘ্রই হইবে।

রাজা। (নিমিত্তসূচনা করিয়া) বয়স্য! তুমি যেমন আশাপ্রদ বাক্যে আমার দারুণ বেদনা দূর কর, আমার এই দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইয়া সেইরূপ আমাকে আশ্বস্ত করিতেছে।

বিদূ। ব্রাহ্মণের বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না।

(প্রত্যাশাপন্ন হইয়া রাজার অবস্থান)

(আকাশপথে অভিসারিকাবেশধারিণী উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

উর্ব্ব। (আপনার অঙ্গের দিকে দেখিয়া) সখি! আমি মুক্তাভরণভূ নীলমণিখচিত এই যে অভিসারিকাবেশ ধারণ করিয়াছি, ইহা কি তোম মনোমত হইয়াছে?

চিত্র। ইহার প্রশংসা করি, আমার সেরূপ বাক্‌শক্তি নাই। তা আমার মনে মনে এইরূপ চিন্তা আসিতেছে যে, আমিই এখন পুরূরবা হই।

উর্ব্ব। সহি! অসমত্থা কৃখু অহং, তুমং আণেহি তং সিগ্‌ঘং, ণেহি মং বা অস্‌স সুহঅস্‌স বসদিং।

চিত্র। ণং পলিবিম্বিঅং বিঅ জামিণীজউণাএ কেলাসসিহরং সস্‌সিরীঅং দে পিঅতমস্‌স ভবণমুপগন্ধ।

উর্ব্ব। তেণ হি প্পভাবেণ জাণাহি, ক্কহিং সো মম হিঅঅচোরো কিং বা অণুচিট্‌ঠদি ত্তি।

চিত্র। (আত্মগতম্) ভোদু; কীড়িস্‌সং দাব এদাএ সহ। (প্রকাশম্) হলা! দিট্টো মএ উঅহোঅক্খমে অবআসে মণোরহলদ্ধং পিঅসমাগমসুহং অণুভবন্তো চিট্‌ঠদি।

উর্ব্ব। অবেহি, হিঅঅং ণ মে পত্তিআদি। হলা চিত্তলেহে! হিঅকাউণ কিম্পি জপ্পেসি, পিঅসমাগমস্‌স অগ্‌গদো জ্জেব অণেণ মে অবহরিদং হিঅঅং।

চিত্র। এসো মণিহম্মপ্পাসাদগদো বঅস্‌সমেত্তসহাও রাএসী; ত উবসপ্পন্ধ। (উভে অবতরতঃ)

উর্ব্ব। সখি! আমার এখন কিছুমাত্র শক্তি নাই; তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর অথবা আমাকে সেই প্রিয়তমের ভবনে লইয়া চল।

চিত্র। রাত্রিকালে যমুনাসলিলে কৈলাসশিখরের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ পরম শ্রীসম্পন্ন তোমার প্রিয়তম পুরূরবার ভবনে এই যে আমরা উপস্থিত হইলাম।

উর্ব্ব। তবে তুমি নিজ প্রভাববলে জান দেখি, আমার সেই হৃদয়চোর এখন কোথায় এবং কি করিতেছেন?

চিত্র। (আত্মগত) হউক, ইহাঁর সহিত ক্ষণকাল ক্রীড়া করি। (প্রকাশে) অয়ি সখি! আমি দেখিতেছি, তোমার প্রিয়বল্লভ উপভোগ্য স্থানে থাকিয়া মনোরথলব্ধ প্রিয়াসমাগমসুখে নিরত রহিয়াছেন।

উর্ব্ব। তুমি দূর হও; আমার হৃদয় সে কথা বিশ্বাস করে না। সখি চিত্রলেখে! তুমি মনে মনে কি চিন্তা করিয়া এ কথা বলিতেছ? প্রিয়সমাগমের অগ্রেই তিনি আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন।

চিত্র। সখি! রাজর্ষি কেবলমাত্র বয়স্তের সহিত মণিপ্রাসাদের উপর অবস্থিতি করিতেছেন। চল, আমরা উপস্থিত হই। (উভয়ের অবতরণ)

রাজা। বয়স্য। রজন্যাং বিজৃম্ভতে মদনবাধা।

উর্ব্ব। অভিণ্ণত্থেণ ইমিণা বঅণেণ আকম্পিদং মে হিঅঅং; অন্তু-রহিদা সুণুস্স সে আলাবং, জাব ণো সংসঅচ্ছেও ভোদি।

চিত্র। জং দে রোঅদি।

বিদূ। ণং ইমে অমিঅগব্ভা সেবীঅন্তু চন্দবাদা।

রাজা। বয়স্য! এবমাদিভিরনুপক্রম্যোঽয়মাতঙ্কঃ।

কুসুমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়ো,
ন চ মলয়জং সর্ব্বাঙ্গীনং ন বা মণিযষ্টয়ঃ।
মনসিজরুজং সা বা দিব্যা মমালমপোহিতুং,
রহসি লঘয়েদারব্ধা বা তদাশ্রয়ণী কথা॥

উর্ব্ব। হিঅঅ! জং দাণিং সি মং উজ্‌ঝিঅ ইদো সংকন্তং তস্স ফলং তুএ উঅলদ্ধং?

বিদূ। আং ভো! অহম্পি জদা সিহরিণীং রসালং অ ণ লহে তদা তং জ্জেব চিন্তঅন্তো আসাদেমি সুহং।

রাজা। বয়স্য! রাত্রিকালে মদনযাতনা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে।

উর্ব্ব। এই অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয় কম্পিত ও সন্দিগ্ধ হইতেছে; অন্তর্হিত (লুকায়িত) থাকিয়া ইহাঁদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করি; তাহা হইলেই আমাদিগের সন্দেহ দূর হইবে।

চিত্র। তোমার যেরূপ অভিরুচি।

বিদূ। মহারাজ এখন এই অমৃতপূর্ণ চন্দ্রকিরণ সেবন করুন।

রাজা। বয়স্য! এ রোগ চন্দ্রকিরণাদি দ্বারা প্রশমিত হইবার নহে। অভিনব পুষ্পশয্যা, চন্দ্রকিরণ, সর্ব্বশরীরব্যাপী মলয়বায়ু, মণিময় হার, এ সকলের কিছুই এ মদনযাতনা নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। কেবলমাত্র সেই স্বর্গীয়া রমণী বা সেই উর্ব্বশীবিষয়িণী কথাই আমার এই বেদনার লাঘব করিতে সমর্থ।

উর্ব্ব। হৃদয়! তুমি যে এখন আমাকে ত্যাগ করিয়া এই রাজাতে আসক্ত হইয়াছ, তাহার সুফল ফলিল।

বিদূ। মহারাজ! শিখরিণী ও রসালা (খাদ্যদ্রব্যবিশেষ) যখন না পাই, তখন তাহা মনে মনে চিন্তা করিয়াই সুখ অনুভব করি।

রাজা। সম্পদ্যতে পুনর্ভবতঃ।

বিদূ। তুমম্পি তং অইরেণ পাবিহিসি।

রাজা। সখে! এবং মন্যে।

চিত্র। সুণ অসন্তুট্টে।

বিদূ। কধং বিঅ?

রাজা। ইদং ত্বয়া রথক্ষোভাদঙ্গেনাঙ্গং নিপীড়িতম্।

একং কৃতি শরীরেঽস্মিন্ শেষমঙ্গং ভুবো ভরঃ॥

উর্ব্ব। (স্বগতম্) কিং দাণিং অবরং বিলম্বিস্সং? (প্রকাশ্যম্) হলা চিত্তলেহে! অগ্‌গদো বি মএ ট্টিদাএ উদাসীণো মহারাও।

চিত্র। (সস্মিতম্) অই অদিতুবরিদে! অসংকিখত্তিরক্করিণী অসি।

(নেপথ্যে)। ইদো ইদো ভট্টিণী।

(সর্ব্বে কর্ণং দদতি; উর্ব্বশী সহ সখ্যা বিষণ্ণা)

রাজা। সে সুখ তোমারই হইয়া থাকে।

বিদূ। আপনিও আশু সে সুখ প্রাপ্ত হইবেন।

রাজা। সখে! আমারও তাই বিবেচনা হয়।

চিত্র। অসন্তুষ্টে! শ্রবণ কর।

বিদূ। কি প্রকারে?

রাজা। যখন বেগবশে রথক্ষোভ উপস্থিত হয় (বেগ হেতু রথ অত্যন্ত ক্রম চলিতে থাকে), তখন সেই প্রিয়তমা উর্ব্বশী নিজ অঙ্গ দ্বারা আমার অঙ্গ নিপীড়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং আমার দেহের এই অঙ্গই সার্থক; অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেবল পৃথিবীর ভারস্বরূপ।

উর্ব্ব। (আত্মগত) তবে আর এখন বিলম্বের আবশ্যক কি? (প্রকাশ্যে) সখি চিত্রলেখে! আমি সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে মহারাজ কি উদাসীনের ন্যায় থাকিবেন?

চিত্র। (মৃদুহাস্য সহকারে) অয়ি অতিত্বরিতে! তুমি তিরস্করিণী বিদ্যাবলে অসংক্ষিপ্ত হইয়া আছ।

নেপথ্যে। দেবি! এ দিকে আসুন, এ দিকে আসুন। (সেই দিকে সকলের কর্ণপাত ও শ্রবণ, কিন্তু সখী উর্ব্বশীর বিষণ্ণভাব)।

বিদূ। অবিদ অবিদ, ভো! উবত্থিদা দেঈ, তা মুদ্দিদমুহো হোহি।

রাজা। ভবানপি সংবৃতাকারমাস্তাম্।

উর্ব্ব। হলা! এত্থ কিং করণিজ্জং?

চিত্র। অলং আবেএণ; অন্তরিদা দাণিং সি তুমং। বিহিদণিঅমব্বাবারা অ মহিসী দীসদি, তা এসা ণ চিরং চিট্‌ঠিস্‌সদি ত্তি।

(ততঃ প্রবিশতি ধৃতোপহারপরিজনা দেবী)

দেবী। (চন্দ্রমবলোক্য) এসো রোহিণীজোএণ অহিঅং সোহদি ভঅবং মিঅলাঞ্ছণো।

চেটী। ণং সম্পজ্জিস্‌সদি ভট্‌টিণীসহিদস্‌স ভট্‌টিণো বিসেসরমণীঅদা। (ইতি পরিক্রামতঃ)।

বিদূ। ভো! ণং আণামি, সোত্থিবাঅণিঅম্পি দেদি, অধবা ভবন্তং অন্তরেণ চন্দবদব্ববদেসেণ মুকরোসা অজ্জ মে অচ্ছীণং সুহদংসণা দেঈ।

বিদূ। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) অহো! অহো! দেবী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি মৌনভাব ধারণ করুন।

রাজা। তুমিও সংযতভাবে থাক।

উর্ব্ব। অয়ি সখি! এখন কর্ত্তব্য কি?

চিত্র। আবেগের আবশ্যক কি? আপনি ত এখন অন্যের অদৃশ্যভাবে রহিয়াছেন, দেখিতেছি, মহিষীও কোন ব্রতনিয়ম ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং এখানে অধিকক্ষণ থাকিবেন না।

(উপহারদ্রব্যধারিণী পরিচারিকার সহিত দেবীর প্রবেশ)

দেবী। (চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ভগবান্ শশাঙ্ক রোহিণীর সহিত সংযোগ হওয়াতে পরম শোভা পাইতেছেন।

চেটী। ভর্ত্রীর সহিত স্বামীর মিলনেও পরম রমণীয়তা সম্পাদিত হইবে। (সকলের পরিক্রমণ)।

বিদূ। অহো! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, স্বস্তিবাচনও প্রদান করিবেন। অথবা মহারাজকে প্রাপ্ত না হইয়া দেবী চন্দ্রব্রতচ্ছলে নিক্ষেপ হইয়া আজি আমার চক্ষুতে শুভদর্শনা হইতেছেন।

রাজা। (সস্মিতম্) উভয়থাপি ভবতঃ; যত্তু পশ্চাদভিহিতং তন্মাং প্রতিভাতি; যদত্রভবতী—

সিতাংশুকা মঙ্গলমাত্রভূষণা, বিচিত্রদূর্ব্বাঙ্কুরলাঞ্ছিতালকা।
ব্রতাপদেশোজ্‌ঝিতগর্ব্ববৃত্তিনা, মম প্রসন্না বপুষৈব লক্ষ্যতে॥

দেবী। (উপগম্য) জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো।

পরি। জঅদু জঅদু দেও।

বিদূ। সোত্থি ভোদীএ।

রাজা। দেবি! স্বাগতম্ (হস্তে গৃহীত্বা উপবেশয়তি)।

উর্ব্ব। ট্‌ঠানে ইঅং হি দেঈসদ্দেণ উচ্চরীঅদি, ণ কিম্পি পরিহীঅদি সচীদো ওজস্সিদাএ।

চিত্র। অত্থি অবরং মুহং মন্তিদুং দে।

দেবী। অজ্জউত্তং পুরো কদুঅ কোবি বদবিসেসো মএ সম্পাদণীঅো, তা মুহুত্তঅং উঅরোধো সহীঅদু।

রাজা। (মৃদুহাস্য সহকারে) বয়স্য, তোমার দুই কথাই সত্য; কিন্তু শেষে যাহা বলিলে, তাহা ত প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে। কেন না, দেবীর পরিধান শুক্ল বস্ত্র, পুষ্পমাল্যাদি মাঙ্গলিক অলঙ্কারে ইনি বিভূষিত এবং অলকাবলীতে মনোরম দূর্ব্বাঙ্কুর বিরাজ করিতেছে। ফল কথা, ব্রতচ্ছলে গর্ব্বত্যাগ করিয়া আমার প্রতি যে দেবী প্রসন্না হইয়াছেন, ইঁহার শরীর দেখিয়াই তাহা উপলব্ধি করিতেছি।

দেবী। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হউক, জয় হউক।

পরিজনগণ। দেব! আপনি বিজয় লাভ করুন।

বিদূ। আপনার মঙ্গল হউক।

রাজা। দেবী ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? (দেবীর হাত ধরিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন)।

উর্ব্ব। ইনি দেবীশব্দে অভিহিত হইলেন; ইহা যুক্তিযুক্ত বটে। শচীর ন্যায় ওজস্বিতাগুণে ইনি কিছুমাত্র হীন নহেন।

চিত্র। সখি! তোমাকে সম্ভাষণ করিতে মহারাজের অন্যপ্রকার মুখ আছে।

দেবী। আর্য্যপুত্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমি কোন ব্রতবিশেষ সম্পাদন

রাজা। মাণবক! অনুগ্রহঃ খলু উপরোধঃ।

বিদূ। ঈদিসো ণং সোত্থিবাঅণং করন্তো মম বহুসো উঅরোধো ভোদু।

রাজা।, কিং নামধেয়মেতদ্দেব্যা ব্রতম্।

(দেবী নিপুণিকামবলোকয়তি)

চেটী। ভট্টা পিঅপ্পসাদণং ণাম।

রাজা। (দেবীং বিলোক্য)।

অনেন কল্যাণি! মৃণালকোমলং, ব্রতেন গাত্রং গ্লপয়স্যকারণম্।
প্রসাদমাকাঙ্ক্ষতি যস্তবোৎসুকঃ, স কিং ত্বয়া দাসজনঃ প্রসাদ্যতে॥

উর্ব্ব। (সবৈলক্ষ্যস্মিতম্) মহন্তো কৃখু ইমস্সিং এদস্স বহুমাণো।

চিত্র। অয়ি মুদ্ধে! অন্নসংকন্তপ্পেমাণা ণাঅরা অহিঅং দক্খিণা হোন্তি

করিব; অতএব মুহূর্ত্তকাল উপরোধ সহ্য করুন; (ক্ষণকাল আমার অনুরো[illegible] এখানে অপেক্ষা করুন)।

রাজা। বয়স্য মাণবক! এখন অনুগ্রহই উপরোধ হইতেছে।

বিদূ। স্বস্তিবাচন করিতে করিতে আমার এই প্রকার অসংখ্য উপরো[illegible] হউক।

রাজা। দেবীর এ ব্রতের নাম কি?

(নিপুণিকার দিকে দেবীর দৃষ্টিপাত)

চেটী। প্রভো! এ ব্রতের নাম 'প্রিয়প্রসাদন।'

রাজা। (দেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) হে কল্যাণি! এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া আপনার মৃণালকোমল দেহকে কেন অকারণে কষ্ট দিতেছ? যে ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদা তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করে, সেই কিঙ্করকে আবার তুমি কি প্রসন্ন করিবে?

উর্ব্ব। (বৈলক্ষ্যের সহিত মৃদু হাসিয়া) এই দেবীর প্রতি মহারাজের বহু সম্মান দেখিতেছি।

চিত্র। অয়ি মুগ্ধে! যে সকল নাগরের প্রেম [illegible] রমণীতে সংক্রান্ত, তাহা[illegible] এইরূপ দক্ষিণনায়ক হইয়া থাকেন।

---

* [illegible] অত্যন্ত প্রিয়ভাষী হইয়া থা[illegible]।

দেবী। ইমস্‌স বদস্‌স অঅং প্পহাও; জং এত্তিঅং বাধিদো অজ্জউত্তো।

বিদূ। বিরমদু ভবং, ণ জুত্তং বন্ধুহাসিদং পচ্চাক্খাদুং।

দেবী। দারিআও আণেধ উঅহারঅং, জাব হম্মগদে চন্দবাদে অচ্চেমি।

পরিজনঃ। জং দেঈ আণবেদি। এসো উঅহারো।

দেবী। উবণেধ। (নাট্যেন কুসুমাদিভিশ্চন্দ্রপাদান্ অভ্যর্চ্চ্য) হঞ্জে! ইমেহিং উবহারেহিং মোদএহিং অজ্জমাণবঅং কঞ্চুইং অ অচ্চেধ।

পরিজনঃ। জং দেঈ আণবেদি; অজ্জ মাণবঅ! ইদং উববাদিদং সোত্থিবাঅণিঅং।

বিদূ। (মোদকশরাবং গৃহীত্বা) সোত্থি ভোদীএ, বহুফলো এসো বদো ভোদু।

চেটী। অজ্জ কঞ্চুই! ইদং তুহ।

কঞ্চুকী। (গৃহীত্বা) স্বস্তি দেব্যৈ।

দেবী। এই ব্রতের প্রভাবে আর্য্যপুত্র বশীভূত হইবেন।

বিদূ। মহারাজ! আপনি ক্ষান্ত হউন, বন্ধুর বচন প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে।

দেবী। বালিকাগণ! পূজার উপহারদ্রব্য সকল আনয়ন কর; আমি অট্টালিকোপরি শোভমান চন্দ্রের পূজা করিব।

পরিজনগণ। দেবীর যেরূপ অনুমতি। এই উপহারদ্রব্য। (গ্রহণ করুন)।

দেবী। আনয়ন কর, এই সকল উপহার ও মোদক দ্বারা আর্য্য মাণবক ও কঞ্চুকীর পূজা কর।

পরিজনগণ। আপনার যেরূপ অনুমতি। (এই বলিয়া) আর্য্য মাণবক! এই আনীত স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন।

বিদূ। (মোদকশরাব লইয়া) দেবীর কল্যাণ হউক, এই ব্রত বহুফলপ্রদ হউক।

চেটী। অয়ি কঞ্চুকিন্! এই উপহার আপনার।

কঞ্চু। (গ্রহণ করিয়া) দেবীর কল্যাণ হউক।

দেবী। অজ্জউত্ত! ইদো দাব।

রাজা। অয়মস্মি।

দেবী। (রাজ্ঞঃ পূজামভিনীয়, প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য চ) এসো দেবদা-মিহুণং রোহিণীমিঅলঞ্ছনং সক্খী কদুঅ অজ্জউত্তং প্পসাদেমি, অজ্জপ্পহুদি অজ্জউত্তো জং ইত্থিঅং কামেদি, জা অ অজ্জউত্তসমাগমপ্পণইণী তাএ সহ অপ্পদিবন্ধেণ বত্তিদব্বং।

উর্ব্ব। অম্মহে! ণং আণামি কিং পরং সে বঅণং; মম উণ বিস্সাসবিসদং হিঅঅং সংবুত্তং।

চিত্র। সহি মহাণুভাবাএ পদিব্বাএ অব্ভণুণ্ণাদো অণন্তরাও দে পিঅসমাগমো ভবিস্সদি ত্তি।

বিদূ। (অপবার্য্য) ছিণ্ণহত্থস্স পুরদো বজ্ঝে পলাইদে ভণাদি, গচ্ছ ধম্মো ভবিস্সদি ত্তি (প্রকাশম্) ভোদি! কিং উদাসিণো তত্থভবং।

দেবী। আর্য্যপুত্র! এ দিকে আসুন।

রাজা। এই যে আমি।

দেবী। (রাজার অর্চ্চনা করিয়া করযোড়ে প্রণাম পূর্ব্বক) আমি রোহিণী ও শশধর এই দেবদম্পতীকে সাক্ষী রাখিয়া আর্য্যপুত্রকে প্রসন্ন করিতেছি; আর্য্যপুত্র যে রমণীকে কামনা করেন এবং যে নারী আর্য্যপুত্রের সমাগমপ্রার্থিনী, তাঁহার সহিত আর্য্যপুত্র অদ্য হইতে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করুন।

উর্ব্ব। কি আশ্চর্য্য! এই দেবীর বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না; ইনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য কি কপটতাপূর্ণ, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, আমার হৃদয় কিন্তু বিশ্বাসবিশদ হইল।

চিত্র। সখি! মহানুভাবা পতিব্রতা দেবী অনুজ্ঞা করিলেন; সুতরাং প্রিয়তমের সহিত সমাগমে তোমার আর কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না।

বিদূ। (অন্যের অশ্রুতভাবে) ছিন্নহস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে যদি বধ্য ব্যক্তি পলায়ন করে, তবে সে বলিয়া থাকে যে, যাও, ধর্ম্ম হইবে। (প্রকাশে) দেবি! মহাশয় কি উদাসীন?

দেবী। মূঢ়! অহং ক্খু অত্তণো সুহাবসাণেণ অজ্জউত্তস্স সুহং ইচ্ছামি; এত্তিএণ চিন্তেহি দাব পিও ণ বেত্তি।

রাজা। দাতুমসহনে! প্রভবস্যন্যস্যৈ কর্ত্তুমেব বা দাসম্।
নাহং পুনস্তথা ত্বয়ি যথা হি মাং শঙ্কসে ভীরু॥

দেবী। ভোদু; যথানিদ্দিট্‌টং সম্পাদিদং পিঅপ্পসাদণব্বদং, তা এধ পরিঅণা। গচ্ছহ্ম।

রাজা। ন খলু প্রসাদিতমপি প্রতিবিহায় গম্যতে।

দেবী। অজ্জউত্ত! অলজ্ঘিদপুণ্ণো সম্পদং ণিঅমো।

[ইতি সপরিজনা নিষ্ক্রান্তা।

উর্ব্ব। হলা! পিঅকলত্তো রাএসী, ণ উণ হিঅঅং ণিঅত্তাইদুং সক্কণোমি।

চিত্র। কধং থিরাসো ণিঅত্তীঅদি?

দেবী। মূঢ়! আমি নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আর্য্যপুত্রের সুখকামনা রি; এইটি চিন্তা করিয়া দেখ, আর্য্যপুত্র আমার প্রিয় কি না?

রাজা। হে অসহিষ্ণুশীলে! তুমি ইচ্ছা করিলে এই ব্যক্তিকে অন্য রমণী প্রদান করিতে পার, ইহাকে কিঙ্কর করিতেও তোমার সামর্থ্য আছে। হে ভীরু! তুমি আমার প্রতি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, আমি সেরূপ নহি।

দেবী। হউক, যথানির্দ্দিষ্ট প্রিয়প্রসাদনব্রত সম্পাদিত হইল। পরিজনগণ! আইস, এখন আমরা প্রস্থান করি।

রাজা। প্রসাদিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করা কর্ত্তব্য নহে।

দেবী। আর্য্যপুত্র! সংপ্রতি যে ব্রত সম্পাদিত হইল, ইহা অপরিত্যক্তপুণ্য অর্থাৎ ব্রতদিবসে আমাকে সংযমশীল হইয়া থাকিতে হইবে, নচেৎ পুণ্যহানি হইবে; সুতরাং অদ্য আমি আপনার নিকট থাকিতে সমর্থ নহি।

[পরিজনগণসহ দেবীর প্রস্থান।

উর্ব্ব। সখি! রাজর্ষি দেবীকে অত্যন্ত ভালবাসেন; কিন্তু আমি আমার হৃদয়কে আর ফিরাইতে পারিতেছি না।

চিত্র। যে হৃদয়ে আশা স্থির হইয়াছে, সে হৃদয়কে আবার ফিরাইবে কেন?

রাজা। (আসনমুপস্থত্য) বয়স্য; দূরং গতা দেবী।

বিদূ। ভণ বীসখো, জংসি বত্তুকামো, অসাজ্‌জ্‌ঝা ত্তি পরিচ্ছিদিঅ আহুরো বিঅ বেজ্জেণ অইরেণ মুক্কো তত্থভোদীএ ভবং।

রাজা। অপি নাম উর্ব্বশী?

উর্ব্ব। (আত্মগতম্) অজ্জ কদত্থা ভবে।

রাজা। গূঢ়ং নূপুরশব্দমাত্রমপি মে কান্তং শ্রুতৌ পাতয়েৎ,
পশ্চাদেত্য শনৈঃ করোৎপলবৃতে কুর্ব্বীত বা লোচনে।
হর্ম্ম্যেঽস্মিন্নবতীর্য্য সাধ্বসবশান্মন্দায়মানা বলা-
দানীয়েত পদাৎ পদং চতুরয়া সখ্যা মমোপান্তিকম্॥

চিত্র। হলা উব্বসি! ইদং দাব সে মনোরহং সম্পাদেহি।

উর্ব্ব। (সসাধ্বসং) কীড়িস্‌সং দাব। (ইতি পৃষ্ঠেনাগত্য রাজ্ঞো লোচনে সংবৃণোতি, চিত্রলেখা বিদূষকং সংজ্ঞাং লম্ভয়তি)।

রাজা। (আসনোপবিষ্ট হইয়া) বয়স্য! দেবী অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

বিদূ। এখন যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বস্তচিত্তে বলুন। রোগ দুশ্চিকিৎস্য নিশ্চয় করিয়া পীড়িত ব্যক্তি যেমন চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, আপনিও সেইরূপ আজ দেবীর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন।

রাজা। উর্ব্বশী কি আমার হইবে?

উর্ব্ব। (আত্মগত) অদ্য উর্ব্বশী কৃতার্থা হইল।

রাজা। নূপুরের মৃদুমন্দ মনোহর শব্দমাত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করিবে, শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া করপদ্ম দ্বারা আমার নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া ধরিবেন, এই প্রাসাদোপরি অবতীর্ণ হইয়া ভয় ও লজ্জাহেতু আমার নিকট উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলে, চতুরা সখী এক এক পা করিয়া তাঁহাকে কি আমার নিকট আনয়ন করিবেন?

চিত্র। অয়ি উর্ব্বশী! এখন ইঁহার মনোরথ পূর্ণ কর।

উর্ব্ব। (সভয়ে) তবে এখন ক্রীড়া করি।

(এই বলিয়া পশ্চাদ্ভাগে গমনপূর্ব্বক হস্তদ্বারা রাজার নয়নদ্বয় আবরণ করণ এবং চিত্রলেখা কর্ত্তৃক বিদূষকের চেষ্টা[illegible])।

রাজা। (স্পর্শং রূপয়িত্বা) সখে! ন খলু নারায়ণোরুসম্ভবা বরোরু?

বিদূ। কধং ভবং অবগচ্ছদি?

রাজা। কিমত্র জ্ঞেয়ম্?

অন্যং কথমিব পুলকৈঃ কলিতং মম গাত্রকং করস্পর্শাৎ।

নোচ্ছ্বসিতি তপনকিরণৈশ্চন্দ্রস্যেবাংশুভিঃ কুমুদম্॥

উর্ব্ব। অহ্মহে! বজ্জলেব ঘড়িদং বিঅ মে হত্থজুঅলং ণ সমত্থাহ্মি অবণেদুং। (ইতি মুকুলিতাক্ষী চক্ষুষো হস্তাবপনীয় সসাধ্বসা তিষ্ঠতি কথঞ্চিদুপসৃত্য) জঅদু জঅদু মহারাও।

চিত্র। সুহং দে বঅস্সস্স।

রাজা। নম্বেতদুপপন্নম্।

উর্ব্ব। হলা! দেঈএ দিণ্ণো মহারাও; অদ সে প্পণঅবদী বিঅ সরীরসঙ্গদহ্মি, মা কৃখু মং পুরোভাইণিত্তি সমত্থোহি।

বিদূ। কধং ইধজ্জেব তুহ্মাণং অদং ইদো সূরো।

রাজা। (স্পর্শসুখ বোধ করিয়া) সখে! (যিনি আমার চক্ষু আবরণ করিয়া ধারণ করিয়াছেন,) ইনি কি সেই নারায়ণের উরুসম্ভবা বামোরু নহেন?

বিদূ। আপনি জানিলেন কি প্রকারে?

রাজা। ইহাতে আবার জানিবার বিষয় কি আছে? হস্তস্পর্শমাত্র আমার অঙ্গে পুলকসঞ্চার হইয়াছে। দেখ, চন্দ্রকিরণ দ্বারা কুমুদ বিকসিত হয়, সূর্য্যকিরণে তাহার সম্ভাবনা নাই।

উর্ব্ব। অহো! আমার হস্তদ্বয় যেন বজ্র দ্বারা লিপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে; আমি হস্ত সরাইয়া লইতে সমর্থ হইতেছি না। (এই বলিয়া হস্ত অপসারণপূর্ব্বক নিমীলিতাক্ষী হইয়া সভয়ে অবস্থিতি এবং অতি কষ্টে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) মহারাজের জয় হউক, জয় হউক।

চিত্র। বয়স্যের মঙ্গল ত?

রাজা। এখন সকলই মঙ্গল হইল।

উর্ব্ব। অয়ি! দেবী আমাকে মহারাজকে প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং আমি ইঁহার প্রিয়তমার ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গিনী হইলাম; তুমি আমাকে দোষৈকদর্শিনী ভাবিও না (আমি অনুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহা মনে করিও না)।

বিদূ। কেন, এখন হইতেই কি আপনাদিগের সূর্য্য অস্তগত হইলেন।

রাজা। (উর্ব্বশীমবলোক্য)

দেব্যা দত্ত ইতি যদি ব্যাপারং ব্রজসি মে শরীরেঽস্মিন্।
প্রথমং কস্যানুমতে চোরিতময়ি! মে ত্বয়া হৃদয়ম্॥

চিত্র। বঅস্স নিরুত্তরা এসা, মম সম্পদং বিণ্ণবিঅং সুণীঅদু।

রাজা। অবহিতোঽস্মি।

চিত্র। বসন্তানন্তরং অণ্ণসমএ ভঅবং সুজ্জো মএ উবআরিদব্বো; তা জধা ইঅং পিঅসহী সগ্গস্স ণ উক্কণ্ঠেদি তধা বঅস্সেণ কাদব্বং।

বিদূ। কিং বা সগ্গে সুমরিদব্বং, ণ তত্থ খাঈঅদি, ণ কা পীঅদি কেবলমণিসেহিং অচ্ছীহিং মাণদা অবলম্বীঅদি।

রাজা। বয়স্য!

অনির্দ্দেশ্যসুখং স্বর্গং কথং বিস্মারয়িষ্যতে।
অনন্যনারীসামান্যো দাসশ্চায়ং পুরূরবাঃ॥

(রাত্রিকালেই আলিঙ্গনাদি কার্য্যের বিধান আছে; আপনারা কি দিবাভাগেই সেই কার্য্যে উদ্যত হইলেন?)

রাজা। (উর্ব্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) 'দেবী আমাকে দান করিয়াছেন,' এই কারণেই যদি তুমি আমার সহিত আলিঙ্গন করিয়া আমার দেহ অধিকার করিতে উদ্যত হইয়া থাক, তবে বল দেখি, তুমি যখন আমার হৃদয় চুরি করিয়াছিলে, তখন কাহার অনুমতি লইয়াছিলে?

চিত্র। বয়স্য! সখী এ কথার উত্তর দিতে পারিতেছেন না; এখন আমার নিবেদন শ্রবণ করুন।

রাজা। অবহিত হইলাম।

চিত্র। বসন্ত ঋতুর অবসানে আমি ভগবান্ সূর্য্যদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব; অতএব আমার এই প্রিয়সখী যাহাতে স্বর্গে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত না হন, আপনি তাহা করিবেন।

বিদূ। স্বর্গে স্মরণ করিবার উপযুক্ত বস্তু কি আছে? তথায় কেহ কোন দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করে না; কেবল মৎস্যের ন্যায় নিমেষশূন্যনেত্রে সকলে অবস্থান করিতে দেখা যায়।

রাজা। বয়স্য! স্বর্গের সুখের ইয়ত্তা করা যায় না; তাহা কি বিস্মৃত হওয়া

চিত্র। অণুগ্গহদম্হি, হলা উব্বসি! অকাদরা ভবিঅ বিসজ্জেহি মং।

উর্ব্ব। (চিত্রলেখাং পরিষজ্য সকরুণং) সহি! মা কখু মং বিসুমরেসি।

চিত্র। (সস্মিতম্) বঅস্সেণ সংগদা তুমং মএ এব্ব জাচিতব্বা।

[ইতি রাজানং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। দিট্ঠিআ মনোরথসিদ্ধিএ বড্ঢদু ভবং।

রাজা। ইমাং তাবৎ মনোরথসিদ্ধিং পশ্য।

সামন্তমৌলিমণিরঞ্জিতপাদপীঠমেকাতপত্রমবনের্ন তথা প্রভুত্বম্।
অস্যাঃ সখে! চরণয়োরহমদ্য কান্তমাজ্ঞাকরত্বমধিগম্য যথা কৃতার্থঃ॥

উর্ব্ব। ণত্থি মে বাআবিহবো অদো অবরং মন্তিদুং।

যায়? তবে এইমাত্র কথা যে, এই পুরুবরা অন্য স্ত্রীতে বিমুখ হইয়া ইহারই কিঙ্করস্বরূপ থাকিবে।

চিত্র। অনুগৃহীত হইলাম। সখি উর্ব্বশী! এখন অকাতর হইয়া আমাকে বিদায় প্রদান কর।

উর্ব্ব। (চিত্রলেখাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক করুণবচনে) সখি! আমাকে যেন বিস্মৃত হইও না।

চিত্র। (মৃদুহাস্য সহকারে) সখি! তুমি এখন বয়স্যের সহিত মিলিত হইলে; সুতরাং আমিই বরং তোমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারি। অর্থাৎ আমিই বলিতে পারি যে, 'সখি! তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইও না'।

[রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক চিত্রলেখার প্রস্থান।

বিদূ। সৌভাগ্যবশে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; এখন আপনি সর্ব্বপ্রকারে সংবর্দ্ধিত হউন্।

রাজা। বয়স্য! সখে! আমার অভীষ্টসিদ্ধি কিরূপ হইল, দেখ। আমি অদ্য এই উর্ব্বশীর চরণযুগলে প্রীতিকর দাসত্ব লাভ করিয়া যেরূপ কৃতার্থ হইলাম, যাবতীয় সামন্ত নরপতিগণের মুকুটমণির কিরণে রঞ্জিত পাদপীঠে চরণ স্থাপন ও পৃথিবীর একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করিয়াও সেরূপ কৃতার্থ হই নাই।

উর্ব্ব। আপনার এ কথার উত্তর দিই, এমন বাক্শক্তি আমার নাই।

রাজা। (উর্ব্বশীং হস্তেনাবলম্ব্য) অহো ! অবিরুদ্ধসংবর্দ্ধনমেতদিদানীমীপ্সিতলম্ভানাম্।

যতঃ—পাদাস্ত এব শশিনঃ সুখয়ন্তি গাত্রং,
বাণাস্ত এব মদনস্য মনোঽনুকূলাঃ।
সংরম্ভরুক্ষমিব সুন্দরি ! যদ্‌যদাসীৎ,
ত্বৎসঙ্গমেন মম তত্তদিবানুনীতম্ ॥

উর্ব্ব। অবরদ্ধাম্হি চিরআরিআ মহাবাঅস্‌স।

রাজা। সুন্দরি ! মা মৈবম্।

যদেবোপনতং দুঃখং সুখং তদ্ধি রসান্তরম্।
নির্ব্বাণায় তরুচ্ছায়া তপ্তস্য হি বিশেষতঃ ॥

বিদূ। ভোদি ! সেবিদা পদোসরমণীয়া চন্দবাদা; সমও দে গেহপ্পবেসস্‌স।

রাজা। তেন হি সখ্যা মার্গমাদেশয়।

বিদূ। ইদো ইদো ভোদী। (ইতি পরিক্রামতি)।

রাজা। (উর্ব্বশীকে হস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক) ইহাই এখন আমার অবিরোধে অভীষ্টলাভের পরাকাষ্ঠা। কেন না, এখন শশাঙ্করশ্মি আমার অঙ্গে আনন্দ দান করিতেছে এবং কামশর এখন আমার অভিপ্রায়ের অনুকূল। সুন্দরি! যখন তোমাকে লাভ করি নাই, তখন যে যে পদার্থ কুপিতের ন্যায় আমার পক্ষে রুক্ষ ছিল, তোমার সমাগমলাভে এখন সেই সমস্ত অনুনীত হইয়া আমাকে আনন্দ প্রদান করিতেছে।

উর্ব্ব। আমি বিলম্ব করিয়া মহারাজের নিকট অপরাধিনী হইয়াছি।

রাজা। সুন্দরি ! এ কথা বলিও না। যে যে বস্তু উপস্থিত হইয়া দুঃখ প্রদান করে, তাহাই আবার পরিণামে রসান্তরে পরিণত হইয়া সুখ উৎপাদন করিয়া থাকে। দেখ, বৃক্ষচ্ছায়া রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ প্রীতিরই কারণ হয়।

বিদূ। ভদ্রে ! প্রদোষকালীন রমণীয় চন্দ্রকিরণ উপভোগ করা হইল; এখন আপনাদিগের গৃহ-প্রবেশের সময় উপস্থিত।

রাজা। তবে এখন তোমার সখীকে (গৃহপ্রবেশের) পথ দেখাইয়া দেও।

বিদূ। এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন। (পরিক্রমণ)।

রাজা। সুন্দরি! ইয়মিদানীং মে প্রার্থনা।

উর্ব্ব। কেরিসী সা?

রাজা। অনধিগতমনোরথস্য পূর্ব্বং শতগুণিতেব গতা মম ত্রিযামা।
যদি তব সমাগমে তথৈব প্রসরতি সুভ্রু! ততঃ কৃতী ভবেয়ম্॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থোঽঙ্কঃ।

(নেপথ্যে সহজন্যাচিত্রলেখয়োঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)

পিঅসহি-বিওঅবিমণা সহিসহিআ বাউলা সমুল্লবই।
সূরকরপস্সবিঅসিঅতামরসে সরবরুস্সঙ্গে॥

(ততঃ প্রবিশতি সহজন্যা চিত্রলেখা চ)

চিত্র। (প্রবেশান্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

রাজা। সুন্দরি! এখন আমার একটি প্রার্থনা।

উর্ব্ব। কি প্রার্থনা?

রাজা। হে সুভ্রু! যখন আমার মনোরথ অপূর্ণ ছিল, তখন রজনীকে শত-
গ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত; এখন তোমাকে লাভ করিয়া যদি রাত্রি সেইরূপ
র্ঘ বোধ হয়, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই।

[সকলের প্রস্থান

(নেপথ্যে সহজন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশসূচক গীত)

সহজন্যানাম্নী সখীর সহিত চিত্রলেখা প্রিয়সখী উর্ব্বশীর বিরহে উৎকণ্ঠিতচিত্
ইয়া, যে সরোবরে সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে পদ্মিনী সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বিরাজ
করিতেছে, তাহার তীরে বসিয়া বিলাপ করিতেছে।

(সহজন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। (প্রবেশপূর্ব্বক দ্বিপদিকা নামক গীতি গান করিতে করিতে চতু

সহঅরিদুক্খালিদ্ধঅং সরবরম্মি সিণিদ্ধঅং।
বাহোবগিগ্অণঅণেঅং তম্মই হংসীজুঅলঅং।

সহ। (সখেদম্) সহি চিত্তলেহে! মিলাঅমাণসঅবত্তকসণা দে মুহচ্ছাআ হিঅঅস্‌স অসুখিদং সূএদি; তা কধেহি সে অণিব্বিদিকারণং, জেণ দে সমাণদুক্খা হোমি।

চিত্র। সহি! অচ্ছরাবাবারপজ্জাএণ ভঅবদো সুজ্জস্‌স উঅত্থাণে বট্টন্তী, পিঅসহীএ বিণা বস্‌সন্তসমঅো আঅদো ত্তি, বলিঅং উক্কণ্ঠিদো ম্হি।

সহ। সহি! আণামি বো অণ্ণোণ্ণগদং পেম্মং, তদো তদো?

চিত্র। তদো ইমেসুং দিঅসেসুং কো ণু হি বুত্তন্তো বট্টদি ত্তি, প্পণিধাণ-ট্ঠিদাএ মএ অচ্চাহিদং উঅলদ্ধং।

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) * সখার দুঃখে দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া স্নেহপরায়ণা দুইটি হংসী বাষ্পাকুললোচনে সরসীতীরে বসিয়া বিলাপ করিতেছে।

সহ। (সখেদে) সখি চিত্রলেখে! তোমার মুখকান্তি ম্লান শতদলপত্রের ন্যায় দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমার হৃদয় অসুস্থ হইয়াছে; অতএব তুমি তোমার অসুস্থতার কারণ নির্দ্দেশ কর। কারণ, আমিও তোমার দুঃখে সমদুঃখিনী প্রিয়সখী।

চিত্র। সখি! ভগবান্ সূর্য্যদেবের আরাধনা করা অপ্সরাগণের কার্য্য; সেই কার্য্যের ক্রম অনুসারে আমি উপাসনায় নিযুক্ত আছি; বর্ষাকালও উপস্থিত; সুতরাং আমি প্রিয়সখী উর্ব্বশীর বিরহে একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

সহ। আমি তোমাদিগের উভয়ের পরস্পরের প্রণয় অবগত আছি। তার পর, তার পর?

চিত্র। তার পর, এতদিনের মধ্যে কি ঘটনা ঘটিল, এ সম্বন্ধে আমি ধ্যানযোগে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে অতি মহত্তর উপস্থিত হইয়াছে।

---

* দ্বিপদিকা গীতিবিশেষের নাম। মহামুনি ভরত এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, ইহাতে চারিটি চরণ ও ত্রয়োদশ মাত্রা থাকে। লক্ষণ যথা—

ধ্রুবা খণ্ডা চ মাত্রা চ সম্পূর্ণেতি চতুর্বিধা।
দ্বিপদিকা গীতিভেদেন প্রকীর্তিতা।
[illegible]

সহ। কেরিসং তং ?

চিত্র। (সকরুণম্) উব্বসী কিল তং রাএসিং লচ্ছীসণাহং গেহ্নিঅ অমচ্চেসুং নিবেসিদরজ্জধুরং কেলাসহিহরুদ্দেসে গন্ধমাদণবণং বিহ-রিদুং গদা।

সহ। (সশ্লাঘম্) সহি! সো সম্ভোও জো তারিসেসুং প্পদেসেসুং, তদো তদো ?

চিত্র। তদো তহি মন্দাইণীতীরে সিকদাপব্বদেহিং কীলমাণা উদঅ-বতী ণাম বিজ্জাহরদারিআ তেণ রাএসিণা খণং ণিজ্ঝাইদ ত্তি কদুঅ কুবিদা মে পিঅসহী উব্বসী।

সহ। অসহণা ক্খু সা; দুরারূঢ়ো অ সে প্পণয়ো; তা ভবিদব্বদা এত্থ বলবদী; তদো তদো ?

চিত্র। তদো সা ভত্তুণো অণুণঅং অপ্পলিবজ্জমাণা গুরুসাব-সংমূঢ়-হিঅআ বিসুমরিদ-দেবদাণিঅমা কণ্ণআঅণপরিহরণীঅং কুমারবণং পবিট্ঠা, পবেসাণন্তরং অ কাণণোবন্তবত্তিলদাভাবেণ পরিণদং সে রূবং।

সহ। সে কি প্রকার ?

চিত্র। (সকরুণভাবে) প্রিয়সখী উর্ব্বশী শোভামাত্রসার (একাকী রাজর্ষিকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসাচলের শিখরের একপ্রান্তস্থ গন্ধমাদনকানন বিহারার্থ প্রস্থান করিয়াছেন।. মহারাজ মন্ত্রিগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্প করিয়া গিয়াছেন।

সহ। (শ্লাঘাসহকারে) সম্ভোগ যদি সেইরূপ স্থানে ঘটে, তবে তাহ প্রকৃতই সম্ভোগ। তার পর ?

চিত্র। তার পর বলি, শুন। তথায় মন্দাকিনীতটে বালুকা দ্বারা ক্রীড়াচ নির্ম্মাণপূর্ব্বক উদকবতী-নাম্নী একটি বিদ্যাধর-বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল সেই সময়ে রাজর্ষি সেই বালিকার দিকে সানুরাগ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন এইজন্য প্রিয়সখী উর্ব্বশী রাজার উপর ক্রুদ্ধ হন।

সহ। উর্ব্বশী ইহা সহ্য করিতে পারিল না ? তব দেখিতেছি, তাঁহার প্র অনেক উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। ভবিতব্যতাই বলবতী। তার পর, তার পর

চিত্র। তার পর প্রিয়সখী প্রিয়তমের অনুনয়-বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া, মাট চার্য্য ভরতমুনির পূর্ব্বকৃত শাপহেতু বিমূঢ় হইয়া, কুমারদেবের নিয়ম বিস

সহ। (সশোকম্) সব্বধা ণত্থি বিহিণো জলঙ্ঘণীঅং ণাম, জেণ তারিসস্স রূবস্স অণ্ণারিসোজ্জেব্ব পরিণামো সংবুত্তো ; তদো তদো ?

চিত্র। তদো সোবি তস্সিং জ্জেব কাণণে পিঅসহীং অণ্ণেসঅন্তো উম্মত্তীভূদো ইদো উব্বসী তদো উব্বসী ত্তি কহুঅ অহোরত্তাইং অদিবাহেদি। (নভোঽবলোক্য) এদিণা উণ ণিব্বিদাণং পি উক্কণ্ঠাআরিণা মেহোদয়েণ অপ্পদীআরো ভবিস্সদি ত্তি তক্কেমি।

(অত্রান্তরে জম্ভালিকা)

সহঅরি-দুক্খালিদ্ধঅং সরবরঅম্মি সিণিদ্ধঅং।

অবিরলবাহজলোল্লঅং তম্মই হংসীজুঅলঅং॥

সহ। সহি! অত্থি কোবি সমাগমোবাও ?

চিত্র। গোরীচরণরাঅসম্ভবং মঙ্গমমণিং বজ্জিঅ কুদো সে সমাগমোবাও ?

সহ। ণ ঈদিসা আকিদিবিসেসা চিরং দুক্খভাইণো হোন্তি, তা

হইয়া নারীগণের ত্যাজ্য কুমারকাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অবশেষে কুমারবনের প্রান্তদেশে তাঁহার রূপলাবণ্য লতিকারূপে পরিণত হইয়াছে।

সহ। (শোকের সহিত) দৈবকে লঙ্ঘন করিতে কেহই পারে না। কারণ, সে প্রকার রূপেরও এই পরিণাম ঘটিল! তার পর, তার পর?

চিত্র। রাজর্ষিও সেই কাননে প্রিয়সখীকে অন্বেষণ করিতে করিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'এইখানে উর্ব্বশী, ঐখানে উর্ব্বশী,' এই বলিতে বলিতে অহর্নিশি অতিবাহিত করিয়াছেন। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) আবার মেঘোদয় হইল। এই মেঘদর্শনে সুখী ব্যক্তিদিগেরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। আমার বিবেচনায় ইহা অপ্রতীকারেরই লক্ষণ।

(জম্ভালিকা নামক দ্বিপদিকা গীতি গান)

সখীর বিরহে দুঃখিত হইয়া প্রেমপরায়ণ হংসীদ্বয় অনর্গলধারায় উষ্ণাশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সরোবরতটে ক্রন্দন করিতেছে।

সহ। সখি! এখন মিলনের উপায় কি কিছু আছে ?

চিত্র। গৌরীপাদপদ্মের প্রতি অনুরাগবশে যে সঙ্গমমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলে তাহা পরিত্যাগ করাতে এখন আর সখীর প্রিয়সমাগমের অন্ত উপায় কি ?

সহ। যাঁহার এরূপ আকৃতি, তিনি কখনও চিরদুঃখভাগী হন না; নিশ্চয়

মবস্‌সং কোবি অণুগ্‌গহণিমিত্তভূঅো সমাগমোবাও ভবিস্‌সদিত্তি তক্কেমি।
(প্রাচীং দিশং বিলোক্য) তা এহি উঅআহিবস্‌স ভঅবদো সুজ্জস্‌স
উবত্থাণং করেহ্ম। (অত্রান্তরে খণ্ডধারা)

চিন্তাদুম্মিঅমাণসিআ সহঅরিদংসণলালসিআ।
বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ বিহরই হংসী সরবরুএ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তে

(ইতি প্রবেশকঃ)

(নেপথ্যে পুরূরবসঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)

গহণং গইন্দণাহো পিঅবিরহুম্মাঅ পঅলিঅবিআরো।
বিসই তরুকুসুমকিসলঅভূসিঅণিঅদেহপব্ভারো॥

(ততঃ প্রবিশতি আকাশবদ্ধলক্ষ্যঃ সোন্মাদো রাজা)

রাজা। (সক্রোধম্) আঃ দুরাত্মন্! রক্ষঃ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ম

অনুগ্রহমূলক কোন উপায় হইবে বোধ হয়। অতএব আইস, উদয়চলাধিপ
ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করি।

(এই অবসরে খণ্ডধারা নামক দ্বিপদিকা গীতি গান) *

চিন্তাবশে ব্যাকুলচিত্তা হংসী সহচরীর দর্শনলাভের আশায় বিকসি
মলদলে শোভিত সরোবরে পরিভ্রমণ করিতেছে। (অর্থাৎ উর্ব্বশীবির
াতর হইয়া তাঁহার সখী সরোবরতীরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে

[উভয়ের প্রস্থা

(ইতি প্রবেশক)

নেপথ্যে।—(পুরূরবার প্রবেশসূচক গীত) গজরাজ প্রিয়তমার বিরহে উ
হইয়া বৃক্ষপল্লব ও পুষ্প দ্বারা আপনার পর্ব্বততুল্য দেহ ভূষিত করিয়া গহনব
প্রবেশ করিতেছে। (অর্থাৎ রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর বিরহজনিত দুঃখে কাতর
মদনার্ত্ত হইয়া উর্ব্বশীর অন্বেষণার্থ গহনবনে প্রবিষ্ট হইতেছেন)।

(আকাশে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মদনাবস্থ রাজার প্রবেশ)

রাজা। (সরোষে) আঃ! দুরাত্মন্ রাক্ষসাধম! থাক্ থাক্, আ

---

* চতুর্দ্দশকলাযুক্ত চরণ-চতুষ্টয়সমন্বিত গীতির নাম খণ্ডধারা দ্বিপদিকা। যথা—

"চতুর্দ্দশকলাযুক্তৈশ্চতুর্ভিশ্চরণৈরিহ।
খণ্ডধারা দ্বিপদীতিঃ খণ্ডধারা হি সা ভবেৎ॥"

প্রিয়তমামাদায় ক্ব গচ্ছসি ? (বিলোক্য) কথং শৈলশিখরাদ্‌গগনমুপেত্য বাণৈর্মামভিবর্ষতি ? (ইতি লোষ্ট্রং গৃহীত্বা হন্তুং ধাবন্ অনন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)।

হিঅআহিঅপিঅদুক্‌খআে সরবরুএ ধুঅপক্‌খআে।
বাহো-বগ্‌গিঅ-ণঅণআে তম্মই হংসজুআণআে॥

(বিভাব্য সকরুণম্) কথম্

নবজলধরঃ সন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ,
সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন নাম শরাসনম্।
অয়মপি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা,
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া মম নোর্ব্বশী॥

(ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি। পুনর্দ্বিপদিকয়া উত্থায় নিশ্বস্য)

মঞি জাণিঅং মিঅলোঅণিং ণিসিঅরু কোবি হরই।
জাব ণু ণবতলি-সামল ধারাহরু বরিসেই॥

প্রিয়তমাকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস্? (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি! পর্ব্বতশিখর হইতে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া আমার উপর বাণ বর্ষণ করিতেছে? (এই বলিয়া লোষ্ট্রগ্রহণপূর্ব্বক প্রহার করিতে ধাবমান এবং ইত্যবসরে দ্বিপদিকা গীতি গান ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত) যথা—যাহার হৃদয়ে প্রিয়তমার বিরহজনিত দুঃখ নিহিত, সেই হংস-যুবক সরোবরতটে বসিয়া পক্ষদ্বয় কম্পিত করিতে করিতে নয়নাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। (চিন্তা করিয়া করুণভাবে) এ কি! এ ত গর্ব্বিত নিশাচর নয়, এ যে নবজলধর ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে; এ ত শরাসন নয়, এ যে বহুদূর-বিস্তৃত ইন্দ্রধনু; এ ত শরজাল নয়, এ যে ঘনীভূত ধারাপাত; আর এ ত প্রিয়তমা উর্ব্বশী নয়, এ যে কনকোজ্জ্বল দামিনী।

(রাজার মূর্চ্ছা এবং দ্বিপদিকা গীতির সহিত পুনরুত্থান ও দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে)

আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম, কোন নিশাচর মৃগনয়নাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহা নহে। এ যে অভিনব বিদ্যুল্লতার সহিত জলধারা-বর্ষণ হইতেছে। (করুণভাবে চিন্তা করিয়া) তবে উর্ব্বশী কোথা প্রস্থান করিলেন? তবে কি তিনি রোষবশে আপনার প্রভাববলে তিরোহি

(ইতি সকরুণং বিচিন্ত্য) তৎ খলু ক নু গতা স্যাৎ? কাপি—
তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা দীর্ঘং ন সা কুপ্যতি।
স্বর্গায়োৎপতিতা ভবেৎ ময়ি পুনর্ভাবার্দ্রমস্যা মনঃ॥
(সরোষম্) তাং হর্ত্তুং বিবুধদ্বিষোঽপি হি স মে শক্তাঃ পুরোবর্ত্তিনীম্।
সা চাত্যন্তমগোচরং নয়নয়োর্যাতেতি কোঽয়ং বিধিঃ॥
(দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য নিশ্বস্য সাস্রম্) অহো অপরাবৃত্তভাগধেয়ানাং দুঃখং দুঃখানুবন্ধমেব। কুতঃ?
অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়য়া চোপনতঃ সুদুঃসহো মে।
নববারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যঞ্চ নিরাতপত্বরম্যৈঃ॥
(অনন্তরে চর্চ্চরী)
জলহর! সংহর এহ কোব মই আণত্তও,
অবিরলধারাসারাকন্তদিসামুহও।
এ! মঞিও পুহবি ভমন্তে জই পিঅ পেক্খিহিমি,
তবেব জং জু করীহিসি, তং তু সহীহিমি॥

হইলেন? না, তিনি অধিকক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তবে কি স্বর্গে গমন করিয়াছেন? তাহাও অসম্ভব। কারণ, আমার প্রতি তাঁহার চিত্ত আসক্ত। (তিনি ক্রোধ করিয়া স্বর্গে গিয়াও অধিকক্ষণ থাকিতে সমর্থ হইবেন না)। (সরোষে) যদি তিনি আমার সম্মুখে থাকিতেন, তাহা হইলে কোন অসুররাজই তাঁহাকে হরণ করিতে সমর্থ হইত না। তবে যে তিনি একেবারে আমার চক্ষুর অগোচর হইলেন, এ ব্যাপারই বা কিরূপ?

(ইত্যবসরে দ্বিপদিকা গীতির সহিত চতুর্দ্দিক্ দর্শন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক সাশ্রুনেত্রে)

অহো! যাহাদের সৌভাগ্য ঘটিবার আর আশা নাই, তাহাদের দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ, একে ত আমার এই দুঃসহ প্রিয়তমাবিরহজনিত দুঃখ উপস্থিত, তাহার উপর আবার নবজলধরের আবির্ভাব হেতু রৌদ্রের অভাব হওয়াতে সুখজনক দিন উপস্থিত হইল।

(ইত্যবসরে চর্চ্চরী নামক গান)

হে বারিধর! আমি আদেশ দিতেছি, তুমি রোষ সংবরণ কর। অবিরল জলধারাপাতে তুমি চারিদিক আক্রমণ করিয়াছ। অয়ে! আমি পৃথিবী

(চর্চ্চরিকয়া বিচিন্ত্য)

বৃথা খলু ময়া মনসঃ সন্তাপবৃদ্ধিরুপেক্ষ্যতে। যদা মুনয়োঽপ্যেবং ব্যাহরন্তি 'রাজা কালস্য কারণ'মিতি। তৎ কিমহমেনং জলধরসময়ং প্রত্যাদিশামি। (বিহস্য উত্থায়, যদা মুনয়োঽপ্যেবং ব্যাহরন্তীতি পুনঃ পঠিত্বা) ভবতু প্রত্যাদিশামি।

(অনন্তরে চর্চ্চরী)

গন্ধুম্মাইঅ মহুঅরগীএহিং, বজ্জন্তেহিং পরহুঅদূরেহিং।
পসরিঅ-পবণুবেল্লিঅ-পল্লবণিঅরু সুললিঅবিবিহপআরে ণচ্চই কপ্‌পঅরু।

(তেন নর্ত্তিত্বা) অথবা ন প্রত্যাদিশামি; যৎ প্রাবৃষেণ্যৈরেব চিহ্নৈঃ সংপ্রতি মহারাজোপচারঃ ক্রিয়তে।

(বিহস্য পুনর্গন্ধুম্মাইঅ পঠিত্বা)

কথমিতি? —বিদ্যুল্লেখা কনকরুচিরশ্রীবিতানং মমাভ্রো,
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি।

পর্য্যটন করিতে করিতে যদি প্রিয়তমার দর্শন পাই, তাহা হইলে তখন তুমি যাহা করিবে, তাহাই আমি সহ্য করিব।

(পুনরায় চর্চ্চরী গীতি ও চিন্তা)

বৃথা আমি কেবল চিত্তের সন্তাপ বৃদ্ধি করিতেছি। কেন না, ঋষিরাও বলিয়া থাকেন, রাজারাই কালের কারণ। তবে কেন আমি এই বর্ষাসময়কে তিরস্কা করিতেছি? (সহাস্যে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) যখন ঋষিরাও এ কথা বলেন- (অর্দ্ধোক্তির পর) হউক, তিরস্কার করি। (পুনরায় চর্চ্চরী গীতি)

কল্পতরুগণ নানাপ্রকারে মনোহর ভাবে নৃত্য করিতেছে। উহাদের পুষ্প গন্ধে মধুকরেরা উন্মত্ত হইয়া গুঞ্জনধ্বনি করাতে উহাই বাদ্যরূপে পরিণ হইয়াছে; বায়ুবেগে পল্লব চঞ্চল হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, উহারা পল্লবরূ হস্ত সঞ্চালন করিতেছে। (নৃত্য করিতে করিতে) অথবা আর প্রত্যাখ্যা করিব না; বর্ষাকালজাত চিহ্নসমূহ দ্বারা রাজার উপযুক্ত উপচার সক সম্পাদিত হইতেছে।

(হাস্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত চর্চ্চরী গান পূর্ব্বক)

[illegible] সৌদামিনী-সহচর জলধর আমার কনকখচিত চন্দ্রা

ঘর্ম্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা,
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ ॥

(পুনশ্চর্চ্চরী) ভবতু, কিং পরিচ্ছদশ্লাঘয়া। যাবদস্মিন্ কাননে প্রিয়াং প্রণষ্টামন্বেষয়ামি ॥

(পাঠস্থান্তরে ভিন্নকঃ)

দইআরহিও অহিঅং দুহিও বিরহাণুগও পরিমন্থরও।
গিরিকাণণএ কুসুমুজ্জলএ গঅজূহবঈ উঅ ঝীণগঈ ॥

(অনন্তরে দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ সহর্ষম্) হন্ত হন্ত! ব্যবসিতস্য মে সংবর্দ্ধনং বৃত্তম্।

আরক্তকোটিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলী-মলিনগর্ভৈঃ।
কোপাদন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ ॥

ইতো গতেতি কথং ময়া খলু তত্রভবতী সূচয়িতব্যা। যতঃ—

পদ্ভ্যাং স্পৃশেদ্বসুমতীং যদি সা সুগাত্রী, মেঘাভিবৃষ্টসিকতাসু বনস্থলীষু।
পশ্চান্নতা গুরুনিতম্বতয়া ততোঽস্যাঃ, দৃশ্যেত চারুপদপঙ্‌ক্তিরলক্তকাঙ্কা ॥

তপ, নিচুলবৃক্ষ সকল চামর, গ্রীষ্মাবসানে কলকণ্ঠ পক্ষিগণ স্তুতিপাঠক এবং জলধারারূপ ধনদানতৎপর মেঘমালা আমার নাগরিকস্বরূপ হইয়াছে।

(পুনরায় চর্চ্চরিকা গীতি)

তা হউক, পরিচ্ছদের শ্লাঘা করিয়া কি আবশ্যক? এই কাননমধ্যে অন্তর্হিত প্রিয়তমার অন্বেষণ করি।

(ভিন্নক নামক রাগে সংগীত)

ঐ দেখ, গজযূথপতি পুষ্পরাশি-শোভিত পর্ব্বতারণ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ গজরাজ প্রিয়তমার বিরহে অত্যন্ত কাতর, বিচ্ছেদদশাপ্রাপ্ত এবং মন্থরগতি।

(দ্বিপদিকা গান করিতে করিতে পরিক্রমণ এবং চারিদিক্ দেখিয়া সহর্ষে)

অহো! আমার প্রিয়তমান্বেষণরূপ কার্য্য সংবর্দ্ধিত হইল। ঐ যে নবকন্দলী-পুষ্প দৃষ্ট হইতেছে, উহার অগ্রভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং মধ্যস্থল মলিন; উহা দেখিয়া প্রিয়তমার নয়নযুগল আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে; রোষসঞ্চার হইলে তাঁহার অন্তর্বাষ্পসমন্বিত চক্ষুও এইরূপ শোভা পাইত।

সেই মানিনী প্রিয়তমা যে এই দিক্ দিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন, তাহাই বা

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত হন্ত! উপলব্ধমুপলক্ষণং, যেন তস্যাঃ কোপনায়াঃ সরসমুন্নীয়তে মার্গঃ।

কৃতোষ্ঠরাগৈর্নয়নোদবিন্দুভির্নিমগ্ননাভের্নিপতদ্ভিরঙ্কিতম্।
চ্যুতং রুষা ভিন্নগতেরসংশয়ং, শুকোদরশ্যামমিদং স্তনাংশুকম্॥

ভবতু আদাস্যে তাবৎ (পরিক্রম্য বিভাব্য সাস্রম্) কথং সেন্দ্রগোপং শাদ্বলমিদং স্থানং, তৎ কুতঃ অস্মিন্ বিপিনে প্রিয়াপ্রবৃত্তিসমাগমোঽয়ম্? (বিলোক্য) অয়মাসারোচ্ছলিতশৈলতটস্থলীপাষাণমধিরূঢ়ঃ।

আলোকয়তি পয়োদান্ প্রবলপুরোবাতনর্ত্তিতশিখণ্ডঃ।
কেকাগর্ব্বেণ শিখী দূরান্নমিতেন কণ্ঠেন॥

ভবতু যাবদেনং পৃচ্ছামি। (অনন্তরে খণ্ডকঃ)

সংপত্ত-বিসূরেণঅো, তুরিঅং পরবারণঅো।
পিঅঅমদংসণলালসঅো গঅবরু বিক্খিঅমানসও॥

কিরূপে বুঝিব? কেন না, যদি সেই শোভনীয় পদদ্বয় ধরাপৃষ্ঠ স্পর্শ করিত, তাহা হইলে জলধারাসিক্ত বালুকাময় বনভূমিতে তাঁহার নিতম্বের গুরুভার হেতু পশ্চাদ্‌ভাগে নত অলক্তাঙ্কিত ললিত চরণচিহ্ন দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই।

(দ্বিপদিকা গীতির সহিত পরিক্রমণ ও চতুর্দ্দিক্ দর্শনপূর্ব্বক)

অহো! এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইলাম, ইহা দ্বারাই সেই কোপনার গতিপথ নিশ্চয়ই স্থির করিব। প্রিয়তমা যখন রোষভয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করেন, তখন তাঁহার অশ্রুবিন্দু সকল প্রথমে ওষ্ঠে পতিত হইয়া ওষ্ঠরাগে রঞ্জিত হয়; তৎপরে গভীরতম নাভিদেশে পড়ে; তাহার পর শুকপক্ষীর উদর-তুল্য শ্যামবর্ণ স্তনাংশুকে পতিত হয়; প্রিয়তমার গতিস্খলন হওয়াতে সেই স্তনাংশুক এই পতিত রহিয়াছে। হউক, ইহাই গ্রহণ করি। (পরিক্রমণ ও চিন্তা করিয়া সাশ্রুনেত্রে) এ স্থান ত নবীন তৃণরাশিতে সমাচ্ছন্ন; ইন্দ্রগোপকীট সকল তৃণোপরি বিচরণ করিতেছে; সুতরাং প্রিয়তমা এ স্থানে আসিয়াছেন, কিরূপে বুঝিব? (উত্তমরূপে দেখিয়া) এই যে ধারাসম্পাতে সিক্ত পর্ব্বততটস্থ পাষাণখণ্ডে বসিয়া ময়ূর কেকারব করিতে করিতে মেঘমালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। বেগবান্ পুরোবর্ত্তী বায়ু দ্বারা উহার বর্হ সকল নর্ত্তিত হইতেছে এবং ঐ ময়ূর দূর হইতেই গ্রীবা উন্নত করিয়া আছে। হউক, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করি।

(তেন খণ্ডকান্তরে চর্চ্চরী)

বরহিণপব্‌ভ ! পই অব্‌ভত্থেমি, আঅক্‌খুহি মে তা,
এত্থ অরগ্নে ভমন্তে জই পই দিট্টী সা মহ্কস্তা।
ণিসম্মই মিঅঙ্কসরিসে বঅণে হংসগঈ,
এ চিহ্নে জাণীহিসি, আঅক্খিঅ তুজ্‌ঝ মঈ॥

(চর্চ্চরিকয়া উপবিশ্য অঞ্জলিং বদ্ধ্বা)

নীলকণ্ঠ ! মমোৎকণ্ঠা বনেঽস্মিন্ বিদিতা ত্বয়া।
দীর্ঘাপাঙ্গা সিতাপাঙ্গ ! দৃষ্টা দৃষ্টিক্ষমা ভবেৎ॥

(চর্চ্চরিকয়া বিলোক্য) কথমদত্ত্বৈব প্রতিবচনং নর্ত্তিতুমারব্ধঃ।

(পুনশ্চর্চ্চরী)

তৎ কিং নু খলু প্রহর্ষকারণমস্য ? আং জ্ঞাতম্।

মৃদুপবনবিভিন্নো মৎপ্রিয়ায়াঃ প্রণাশাৎ,
ঘনরুচিরকলাপো নিঃসপত্নোঽস্য জাতঃ।

(ইত্যবসরে খণ্ডকনামক গান)

প্রিয়াবিরহকাতর, মহাবলবান্, প্রিয়তমাদর্শনোৎসুক, বিস্মিতচিত্ত গজরাজ ভ্রমণ করিতেছে। (ইত্যবসরে চর্চ্চরী গীতি)

'হে প্রভো নীলকণ্ঠ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে তুমি যদি আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়া থাক, তবে আমাকে বলিয়া দেও। আমি তোমার নিকট তাঁহার পরিচয় দিতেছি। তাঁহার গতি হংসের গতির সদৃশ, তাঁহার মুখ চন্দ্রের তুল্য। এই সকল তাঁহার লক্ষণ।

(চর্চ্চরী গীতির সহিত বসিয়া করযোড়ে)

হে শ্বেতবর্ণ অপাঙ্গশোভিত নীলকণ্ঠ ! যিনি আমার উৎকণ্ঠার হেতুভূত আমার সেই শোভনদর্শনা মৃগলোচনা প্রিয়তমাকে তুমি কি এই বনমধ্যে দেখিয়াছ ?

(চর্চ্চরী গীতির সহিত চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া)

এ যে আমার কথার উত্তর না দিয়াই নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

(পুনরায় চর্চ্চরী গান)

তবে ইহার আনন্দের কারণ কি ? হাঁ, বুঝিয়াছি। আমার প্রণয়িনী নিরুদ্দেশ হওয়াতে আজি উহার মেঘবৎ মনোরম কলাপজাল প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হইল।

রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে সুকেশ্যাঃ,
সতি কুসুমসনাথে কং হরেদেষ বর্হঃ॥

ভবতু, পরব্যসনসুখিতং পুনরেনং পৃচ্ছামি।

(দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

অয়ে! ইয়ং আতপান্তসংধুক্ষিতমদা জম্বূবিটপমধ্যাস্তে পরভৃতা, বিগহেষু পণ্ডিতৈষা জাতিঃ, যাবদেনাং পৃচ্ছামি।

(অনন্তরে খুরকঃ)

বিজ্জাঝরকাণণলীণও দুক্খবিণিগ্‌গঅবাহুপ্‌পীড়ও।
দুরোসারিঅ-হিঅআণন্দও অম্বরমাণেণ ভমই গইন্দও॥

(খুরকানন্তরে চর্চ্চরী)

পরহুঅ! মহুরপলাবিণিকন্তী ণন্দণবণ-সচ্ছন্দভমন্তী।
জই পই পিঅঅম সা মহু দিট্টা তা আঅক্‌খহি মহু পরপুট্টা॥

(এতদেব নর্ত্তিত্বা বলন্তিকয়োপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

সেই সুকেশীর কেশপাশে পুষ্পসমূহ নিবদ্ধ থাকে, রতিশ্রমে তাহার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; সেই কেশপাশ বিদ্যমান থাকাতে এই ময়ূরই তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হয়? হউক, পরের বিপদ দেখিয়া ইহার আনন্দ জন্মে; সুতরাং আর পুনরায় ইহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।

(দ্বিপদিকা গান করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

এই যে, যাহারা রৌদ্র অপসৃত হইলে মদমত্ত হইয়া উঠে, পক্ষিজাতির মধ্যে অভিজ্ঞ সেই কোকিল জম্বুবৃক্ষের শাখায় বসিয়া রহিয়াছে। ইহার নিকট জিজ্ঞাসা করি।

(খুরক নামক নৃত্য)

হৃদয়ানন্দদাত্রী প্রিয়তমাকে হারাইয়া এই অত্যুচ্চ গজপতি বিদ্যাধরারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুঃখবিগলিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে।

(পুনরায় চর্চ্চরীগান)

হে পরভৃতে! হে মধুরকণ্ঠি! তুমি নির্ব্বিঘ্নে নন্দনকাননে বিচরণ করিয়া থাক; যদি তুমি আমার প্রণয়িনীকে দেখিয়া থাক, বল। (এই বলিয়া নাচিতে নাচিতে বলন্তিকা নামক রাগের উপযোগবিশেষ সহকারে নিকটবর্ত্তী হইয়া হাঁটু

ভবতি !—ত্বাং কামিনো মদনদূতিমুদাহরন্তি,
মানাপমাননিপুণং ত্বমমোঘমস্ত্রম্।
তামানয় প্রিয়তমাং মম বা সমীপং,
মাং বা নয়াশু, মৃদুভাষিণি ! যত্র কান্তা ॥

(বামকেন কিঞ্চিদ্বলিত্বা আকাশে) কিমাহ ভবতী ?
কথং ত্বামেবমনুরক্তমপহায় গতেতি (অগ্রতোঽবলোক্য) ভবতি !

কুপিতা ন তু কোপকারণং সকৃদপ্যাত্মগতং স্মরাম্যহম্।
প্রভুতা রমণেষু যোষিতাং ন হি ভাবস্খলিতান্যপেক্ষ্যতে ॥

(সসম্ভ্রমমুপবিশ্য) (অনন্তরং জানুভ্যাং স্থিত্বা, কুপিতেতি পঠিত্বা, বিলোক্য চ) কথং কথাবিচ্ছেদকারিণী স্বকার্য্যে ব্যাসক্তা ? অথবা সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে।

গাড়িয়া বসিয়া) হে কোকিলে ! হে মধুরভাষিণি ! কামী ব্যক্তিরা তোমাকে মদনের দূতী বলে এবং তোমাকেই মানাপমানে নিপুণ অমোঘ অস্ত্র বলিয়া থাকে ; অতএব তুমি প্রিয়তমাকে আমার নিকটে আনয়ন কর, কিংবা সেই প্রিয়তমা যে স্থানে আছেন, তথায় আশু আমাকে লইয়া যাও।

(মস্তককম্পন সহকারে বামপার্শ্বে দর্শনপূর্ব্বক আকাশের দিকে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া) আপনি কি বলিতেছেন ? 'তুমি তৎপ্রতি অনুরাগী, তথাপি তিনি তামাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ?' এই কথাই কি বলিতেছেন ? (সম্মুখ গগে নেত্রপাতপূর্ব্বক) কোকিলে ! তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি যে ক্রোধের কার্য্য কোনরূপ করিয়াছি, তাহা ত আমার স্মরণ হয় না। প্রিয়তমে প্রতি যে রমণীগণের প্রভুত্ব, তাহা প্রণয়শৈথিল্যের অপেক্ষা করে না অর্থা প্রণয়ের অন্যথাভাব দেখিলেই যে তাঁহারা কুপিত হন, তাহা নহে ; প্রণয়ে শৈথিল্য না হইলেও সময়বিশেষে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন।

(সসম্ভ্রমে উপবেশন, পরে জানুদ্বয় পাতিয়া বসিয়া 'কুপিতা' ইত্যাদি শ্লোক পুনরুচ্চারণপূর্ব্বক চারিদিক্ দেখিয়া)

এ এখন আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া নিজকার্য্যে নিরত হইল। শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে। পরদুঃখ অত্যন্ত অধিক হই-লেও অন্যের নিকট তাহা শীতল। আমি বিপন্ন, আমার প্রণয়গণনা না করিয়াই এ মদান্ধ কোকিলা অধরতুল্য পরিপক্ব রাজজম্বুফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহদপি পরদুঃখং শীতলং সম্যগাহুঃ, প্রণয়মগণয়িত্বা যন্মমাপদ্‌গতস্য।
অধরমিব মদান্ধা পাতুমেষা প্রবৃত্তা, ফলমভিনবপাকং রাজজম্বূদ্রুমস্য॥

তদেবং গতেঽপি প্রিয়েব মে মঞ্জুস্বনেতি ন মে কোপোঽস্যাং, সুখমাস্তাং ভবতী; সাধয়ামস্তাবৎ।

(উত্থায় দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ)

অয়ে দক্ষিণেন বনধারং প্রিয়াচরণবিক্ষেপশংসী নূপুরশব্দঃ। যাবদেনমনুগচ্ছামি।

(ককুভেন ষড়ুপভঙ্গাঃ)

পিঅঅম-বিরহ-কিলামিঅ-বঅণওো, অবিরল-বাহজলাউলণঅণওো।
দুসৃসহদুক্খ-বিসংঠুলগমণওো, পসরিঅউরুতাবদীবিঅ-অঙ্গওো,
অহিঅং দুম্মিঅ-মাণসওো দরিঅং গওো কাণণে পরিভমই গইন্দওো॥

(অনন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

পিঅকরিণী-বিচ্ছেইঅওো, গুরুসোআণলদীবিঅওো।
বাহজলাউল-লোঅণওো, করিবর ভমই সমাউলওো॥

যাহা হউক, এই কোকিলা এরূপ হইলেও ইহার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। কেন না, ইহার কণ্ঠস্বর আমার প্রিয়তমার কণ্ঠস্বরের ন্যায় সুমধুর। কোকিলে! তুমি সুখে থাক, আমি এখন যাই।

(এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দ্বিপদিকাগীতির সহিত পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া) অয়ে! এই যে অরণ্যের দক্ষিণপ্রান্তে প্রিয়তমার চরণবিক্ষেপসূচক নূপুরধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তবে ঐ স্থানে গমন করি।

(অতঃপর ককুভনামক রাগসহকারে ষড়্‌বিধ অবচ্ছেদযুক্ত গীতিগান)

গজরাজ বনমধ্যে বিচরণ করিতেছে। প্রিয়তমার বিরহে উহার মুখ নিরতিশয় ম্লান, অবিরল-বিগলিত অশ্রুধারায় নয়নদ্বয় ব্যাপ্ত, দুঃসহ দুঃখভারে গতি স্খলিত, অত্যন্ত উগ্র সন্তাপে অতিসন্তপ্ত এবং চিত্ত অতিশয় দুঃখসমাকুল ও [illegible]।

(অনন্তর দ্বিপদিকা গানপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক দেখিয়া)

প্রিয়তমা [illegible] বিরহহেতু শোকাগ্নিসন্তপ্ত ও [illegible] আকুলনেত্র গজরাজ বিহ্বলভাবে [illegible] করিতেছে।

(সকরুণম্) হা ধিক্ কষ্টম্ !

মেঘশ্যামা দিশো দৃষ্ট্বা মানসোৎসুকচেতসা।
কূজিতং রাজহংসেন নেদং নূপুরশিঞ্জিতম্॥

(ইতি পঠিত্বা উত্থায়)

ভবতু, যাবেদেতে মানসোৎসুকাঃ পতত্রিণঃ সরসোঽস্মান্নোৎপতন্তে, তাবদেতেভ্যঃ প্রিয়াপ্রবৃত্তিমাগময়েয়ম্।

(বলস্তিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

হংহো জলবিহঙ্গমরাজ !

পশ্চাৎ সরঃ প্রতিগমিষ্যসি মানসং ত্বং, পাথেয়মুৎসৃজ বিসং গ্রহণায় ভূয়ঃ।
মাং তাবদুদ্ধর শুচো দয়িতাপ্রবৃত্ত্যা, স্বার্থাৎ সতাং গুরুতরা প্রণয়িক্রিয়ৈব॥

(তির্য্যগবলোক্য)

অয়ে ! যথা উন্মুখমালোকয়তি, তথা ব্যক্তং প্রবাসোৎসুকমনসা ময়া ন দৃষ্টেত্যাহ ?

(উপবিশ্য চর্চ্চরী)। অরে রে হংসাঃ ! কিং গোইজ্জই ?

(করুণভাবে) হা ধিক্ ! কি কষ্ট ! মানসসরোবরে গমনোৎসুক রাজহংস মেঘরাজিতে শ্যামবর্ণ দিক্‌সমূহ দেখিয়া কূজন করিতেছে ; ইহা প্রিয়তমার নূপুরধ্বনি নহে। (এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) হউক, এই যে মানসসরোবরে গমনোৎসুক হংস সকল এই সরোবর হইতে আকাশে উৎপতিত হইতেছে ; অতএব ইহাদিগের নিকট প্রিয়তমার বিষয় অবগত হই।

(বলস্তিকাগীতি সহকারে নিকটবর্ত্তী হইয়া জানুদ্বয় পাতনপূর্ব্বক) হে জলপক্ষিরাজ ! তুমি পরে মানসসরোবরে গমন করিও ; এখন পাথেয়স্বরূপ মৃণাল ত্যাগ কর ; উহা পরে গ্রহণ করিও ; আমাকে এই প্রণয়িনী-বিরহজনিত শোক হইতে উদ্ধার কর। সাধু ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন অপেক্ষা প্রণয়ী ব্যক্তির কার্য্য গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করেন। (তির্য্যক্‌ভাবে দেখিয়া) অয়ে ! এই রাজহংস যে ভাবে উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাকে দেখিতেছে, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে যে, 'আমি এখন প্রবাসগমনে উৎসুকচিত্ত হইয়াছি, আমি তোমার প্রিয়তমাকে দেখি নাই' কেন এই কথাই বলিতেছে।

(উপবেশনপূর্ব্বক চর্চ্চরীগীতি)

অরে রে হংসগণ ! গোপন করিতেছ কেন ?

(ইতি নর্ত্তিত্বা উত্থায়)

যদি হংস! গতা ন তে নতভ্রূঃ, সরসো রোধসি দৃষ্টিপথং প্রিয়া মে।
মদখেলপদং কথং নু তস্যাঃ, সকলং চোর! গতং ত্বয়া গৃহীতম্॥

গই অণুসারে মই লক্খিজ্জই।

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

হংস! প্রযচ্ছ মে কান্তাং গতিরস্যাস্ত্বয়া হৃতা।
বিভাবিতৈকদেশেন দেয়ং যদভিযুজ্যতে॥

(পুনশ্চর্চ্চরী) কই পই সিক্খিঅ? এ গইলালস! সা পই দিট্ঠী জহণভরালস।

(পুনশ্চর্চ্চরী) (সানুনয়ম্ হংস! প্রযচ্ছেত্যাদি পঠিত্বা পুনশ্চর্চ্চরিকয়া সাক্ষেপং হংস প্রযচ্ছেত্যাদি পঠিত্বা, দ্বিপদকয়া নিরূপ্য) এষ স্তেনানুশাসী রাজেত্যভিভয়াদুৎপতিতঃ, যাবদন্যমবকাশমবগাহিষ্যে।

(এই বলিয়া নৃত্য সহকারে উঠিয়া) হে হংস! যদি আমার আনতভ্রূ প্রিয়তমা এই সরোবরতটে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া না থাকেন, তবে হে চোর! এই মদস্খলিত সবিলাস গতি তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ এবং তাঁহার গতি দেখিয়া সেইরূপ গতির অনুকরণ করিতেছ।

(চর্চ্চরিকা গীতি সহকারে নিকটবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে)

হে হংস! তুমি যখন আমার প্রিয়তমার গতি অপহরণ করিয়াছ দেখিতেছি, তখন তুমিই আমার প্রিয়তমাকে লইয়াছ; অতএব তাহাকে দেও। কারণ, যে দ্রব্যের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহার একদেশ বা অংশতঃ গ্রহণ সপ্রমাণ হইলেই সেই বস্তু সমস্তই অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যর্থীকে দিতে বাধ্য হয়।

(পুনরায় চর্চ্চরীগীতি)

হে গতিলালস! তুমি আমার প্রিয়তমার ন্যায় গমন কোথায় শিখিলে? তুমি নিশ্চয়ই জঘনভারে মন্থরা আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ।

(পুনর্ব্বার চর্চ্চরী গীতি) (সানুনয়ং হংস ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ পাঠান্তে, দ্বিপদিকা গান সহকারে নির্দ্দেশপূর্ব্বক) 'এই ব্যক্তি চৌরশাসনকারী রাজা' এই মনে করিয়া কি হংস চলিয়া গেল? তবে অন্য সুযোগ অন্বেষণ করি।

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ)

অয়ে! প্রিয়াসহায়শ্চক্রবাকস্তিষ্ঠতি, যাবদেনং গচ্ছামি।

(অনন্তরে কুটিলিকা)

মম্মর-রণিঅ-মনোহরএ, (মন্দঘটী) কুসুমিঅতরুবরপল্লবিএ।

(চর্চ্চরী) দইআ বিরহুম্মাইঅও কাণণে ভমই গইন্দও॥

(দ্বিলয়ান্তরে চর্চ্চরী)

গোরোঅণা-কুঙ্কুমবণ্ণা চক্কা ভণই মই।

মহুবাসর কীলন্তী ধণিআ ণ দিট্ঠী পই ?

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

রথাঙ্গনামন্! সংত্যক্তো রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বয়া।

অয়ং ত্বাং পৃচ্ছতি রথী মনোরথশতৈর্বৃতঃ॥

অয়ং কঃ ক ইত্যাহ, ন কিল বিদিতোঽহমস্য।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য মাতামহপিতামহৌ।

স্বয়ং বৃতঃ পতির্দ্বাভ্যাং উর্ব্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ॥

কথং তূষ্ণীমেবাস্তে, ভবতু ; উপালভে তাবদেনম্।

(দ্বিপদিকার সহিত পরিক্রমণ ও দর্শনপূর্ব্বক) এই চক্রবাক নিজ প্রিয়তমার সহিত বসিয়া আছে, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করি।

(অনন্তর কুটিলিকা নামক অভিনয়বিশেষ)

মর্ম্মরধ্বনিযুক্ত মনোহর (মন্দঘটী নামক নাট্যাভিনয়) কুসুমিত বৃক্ষ দ্বারা পল্লবিত (চর্চ্চরী) অরণ্যে প্রিয়াবিরহোন্মত্ত গজরাজ বিচরণ করিতেছে।

(অনন্তর দুইটি লয়ের অন্তে চর্চ্চরী)

হে গোরোচনাবৎ কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক! তুমি আমাকে বল, যিনি বাসন্তিক দিনে ক্রীড়া করেন, সেই ধন্যা প্রিয়তমাকে কি তুমি দেখিয়াছ ?

(চর্চ্চরীসহ নিকটবর্ত্তী হইয়া জানুদ্বয় পাতনপূর্ব্বক বসিয়া) হে চক্রবাক! রথাঙ্গবৎ নিতম্বিনী কর্ত্তৃক আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি ; শত শত মনোরথে আমি আচ্ছন্ন ; আমি রথী এবং রাজা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। (আমি রাজা, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব করা তোমার অকর্ত্তব্য)। এ চক্রবাক কেবল 'এ কে ? এ কে ?' শব্দ করিল। এ নিশ্চয়ই আমার পরিচয় অবগত

(জানুভ্যাং স্থিত্বা)

তদ্‌যুক্তং তাবদাত্মানুমানেন বর্ত্তিতুম্। কুতঃ ?

সরসি নলিনীপত্রেণাপি ত্বমাবৃতবিগ্রহাং,
নন্থ ! সহচরীং দূরে মত্বা বিরৌষি সমুৎসুকঃ।
ইতি চ ভবতো জায়াস্নেহাৎ পৃথক্‌স্থিতি-ভীরুতা,
ময়ি চ বিধুরে ভাবঃ কোঽয়ং প্রবৃত্তি-পরাঙ্মুখঃ॥

(উপবিশ্য) সর্ব্বথা মদীয়ানাং ভাগ্যবিপর্য্যয়াণাময়ং প্রভাবঃ।
(যাবদন্যমবকাশমবগাহিষ্যে। (দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ)

অয়ে ! ইদং রুণদ্ধি মাং পদ্মমন্তঃকণিতষট্‌পদম্।
ময়া দষ্টাধরং তস্যাঃ সশীৎকারমিবাননম্॥

ইতো গতস্যানুশয়ো মাভূদিত্যস্মিন্নপি কমলশয়ে ভ্রমরে প্রণয়ং করিষ্যে। (অস্থানস্তরে অর্দ্ধদ্বিচতুরস্রকঃ)

এক্কক্কমবড্‌ঢিঅগুরুঅরপম্মরসে ।
সরে হংসজুআণও কীলই কামবসে॥

নহে। সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার মাতামহ ও পিতামহ, এবং উর্ব্বশী ও পৃথিবী স্বয়ং যাঁহাকে বরণ করিয়াছেন, আমি সেই পুরূরবা। চক্রবাক যে মৌনভাবেই রহিল। হউক, ইহাকে তিরস্কার করি ! (জানুদ্বয় পাতনপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া) তবে নিজ অনুমানানুসারেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কেন না, এই সরসীতে তোমার সহচরী প্রিয়তমা যখন দূরবর্ত্তিনী হইয়া নলিনীপত্রের অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে, তখনই তুমি উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে কলরব করিতেছ। এটি তোমার পত্নীর উপর স্নেহহেতু পৃথক্ অবস্থিতির জন্য ভয়; আমিও প্রিয়তমাবিরহে বিধুর, তবে আমার উপর তোমার ঈদৃশ আচরণ কেন ? (বসিয়া) সকলই আমার দুরদৃষ্টের ফল। তবে এখন অন্য সুযোগ অন্বেষণ করি। (দ্বিপদিকার সহিত পরিভ্রমণ ও দর্শনপূর্ব্বক) দন্ত দ্বারা প্রিয়তমার অধর দংশন করিলে, তাঁহার শীৎকার-সমাকুল মুখের ন্যায়, গর্ভমধ্যে ভ্রমরধ্বনিযুক্ত এই শতদল আমাকে নিরোধ করিতেছে। এখান হইতে প্রস্থান করিলে অনুতপ্ত হইতে না হয়, এই [illegible] [illegible] [illegible]-গর্ভশায়ী ভ্রমরের সহিত সৌহার্দ্দ করিব।

(চতুরস্রকেণোপবিশ্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

মধুকর ! মদিরাক্ষ্যাঃ শংস তস্যাঃ প্রবৃত্তিং,
বরতনুরথবাসৌ নৈব দৃষ্টা ত্বয়া মে।
যদি সুরভিমবাপ্স্যস্তন্মুখোচ্ছ্বাসগন্ধং,
তব রতিরভবিষ্যৎ পুণ্ডরীকে কিমস্মিন্ ॥

(ইতি দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

অয়ে ! করিণীসহায়ো নাগাধিরাজো নীপস্কন্ধনিষণ্ণস্তিষ্ঠতি। যাবদেনং গচ্ছামি। (কুটিলিকা) করিণীবিরহসন্দাবিঅও (মন্দঘটী) কাণণএ গন্ধুদ্ধূঅ বহুঅরও।

(অতোঽন্তরে বিলোক্য) অথবা ন তাবদয়মুপসর্পণকালঃ।

অয়মচিরোদ্গত-পল্লবমুপনীতং প্রিয়তমাগ্রহস্তেন।
অভিলষতু তাবদাসব-সুরভিরসং শল্লকীভঙ্গম্ ॥

(স্থানকেনাবলোক্য) অয়ে ! কৃতাহারকঃ সংবৃত্তঃ, ভবতু, সমীপমস্য গত্বা পৃচ্ছামি, (অনন্তরে চর্চ্চরী)

(নন্দ্যাবর্ত্তাপর নামক অর্দ্ধদ্বিচতুরস্রক গীতি)

যুগপৎ যাহার গুরুতর প্রেমরস বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই এই হংসযুবক কামপরবশ হইয়া সরোবরে ক্রীড়া করিতেছে।

(চতুরস্রকগীতি সহকারে উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে)

হে মধুকর ! যদি আমার সেই মদিরাক্ষী প্রিয়তমাকে দেখিয়া থাক, তবে বল; যদি তুমি তাঁহার মুখকমলের নিশ্বাসগন্ধ লাভ করিয়া থাক, তবে কি তোমার পদ্মের প্রতি আর রতি জন্মিবার সম্ভব ?

(এই বলিয়া দ্বিপদিকা সহ পরিক্রমণ ও দর্শন পূর্ব্বক)

এই যে গজপতি হস্তিনীর সহিত কদম্ববৃক্ষের স্কন্ধে দেহ সংলগ্ন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে ; আমি উহার নিকট উপস্থিত হই।

(অতঃপর কুটিলিকা)

হস্তিনীবিচ্ছেদে সন্তাপিত গজরাজ (মন্দঘটী) বনমধ্যে মদগন্ধে মধুকরদিগকে উন্মত্ত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। (অনন্তর চারিদিক্ দেখিয়া) এখন নিকটবর্ত্তী হইবার উপযুক্ত সময়। এখন প্রিয়তমা হস্তিনী আপনার হাতে

হংঞি পঞি পুচ্ছিসি, আঅক্‌খহি গঅবরু,
ললিঅপহারেণ ণাসিঅ তরুঅরু।
দূরবিণিজ্জিঅ সসহরকন্তী,
দিট্ঠী পিঅ পঞি সম্মুহঅন্তী॥

(পদদ্বয়ং পুরত উপসৃত্য)

মদকল! যুবতিশশিকলা গজযূথপ যূথিকাশবলকেশী।
স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরালোকে সুখালোকা॥

(সহর্ষমাকর্ণ্য)

অহহ! অনেন প্রিয়োপলব্ধি-শংসিনা মন্দ্রকণ্ঠগর্জ্জিতেন সমাশ্বাসিতোঽস্মি। সাধর্ম্ম্যাদ্‌ভূয়সী মে ত্বয়ি প্রীতিঃ। কথং ইতি।

মামাহুঃ পৃথিবীভুজামধিপতিং নাগাধিরাজো ভবান্,
অব্যুচ্ছিন্নপৃথুপ্রবৃত্তি ভবতো দানং সমানং মম।
স্ত্রীরত্নেষু মমোর্ব্বশী প্রিয়তমা যূথে তবেয়ং বশা,
সর্ব্বং মমানু তে প্রিয়াবিরহজাং ত্বন্তু ব্যথাং মানুভূঃ॥

সুখমাস্তাং ভবান্।

শল্লকীবৃক্ষের নবপল্লব ভাঙ্গিয়া প্রিয়তম হস্তীকে প্রদান করিতেছে; গজরাজ এখন উহার মদগন্ধপূর্ণ রস আস্বাদন করুক্। (আলাপবিশেষ করিয়া দর্শন পূর্ব্বক) অয়ে! গজরাজের আহার শেষ হইয়াছে। হউক, এখন নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করি। (অতঃপর চর্চ্চরী) হে গজরাজ! তুমি ললিত প্রহারে তরুরাজকে ধ্বংস করিলে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি নিজ কান্তি দ্বারা চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছিলেন, সেই মোহকারিণী প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ কি? (পদদ্বয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া) হে মদমত্ত যূথপতে! যূথিকাপুষ্প বিন্যাস করাতে যাঁহার কেশপাশ বিচিত্রশোভায় শোভিত হয়, সেই স্থিরযৌবনা সুদর্শনা আমার প্রিয়তমা কি তোমার নিকট হইতে বহুদূরপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন? (সানন্দে কর্ণপাত করিয়া) এই প্রিয়াদর্শনসূচক বৃংহিতধ্বনি দ্বারা আশ্বস্ত হইলাম। সমানধর্ম্মহেতু তোমাতে আমার অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিয়াছে। আমি পৃথিবীপতি, তুমিও গজরাজ; তোমার দান (মদক্ষরণ) ও আমার দান (অর্থ-বিতরণ) অবিচ্ছেদে সম্পন্ন হয়; আমার প্রণয়িনী উর্ব্বশী নারীকুলের মধ্যে

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

অয়ে, অয়মসৌ সুরভিকন্দরো নাম বিশেষরমণীয়ঃ সানুমান্ প্রিয়শ্চাপ্সরসাং, অপি নাম সুতনুরস্যোপত্যকায়ামুপলভ্যতে। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) কথমন্ধকারঃ? ভবতু, বিদ্যুৎপ্রকাশেনাবলোকয়ামি। কথং মদীয়ৈদুরিতপরিণামৈর্মেঘোদয়োঽপি শতহ্রদাশূন্যঃ সংবৃত্তঃ, তথাপি শিলোচ্চয়মেনমদৃষ্ট্বা ন নিবর্ত্তিষ্যে। (অনন্তরে খণ্ডিকা)।

খরখুরদারিঅ মেইণিঅো বণগহণে অবিঅল্লু।
পরিসপ্পই পেচ্ছহ লীণো ণিঅকজ্জুজ্জুঅ কোল্লু॥

অপি বনান্তরস্বল্পকুচান্তরা শ্রয়তি পর্ব্বত! পর্ব্বসু সন্নতা।
ইয়মনঙ্গপরিগ্রহমঙ্গলা পৃথুনিতম্ব! নিতম্ববতী তব?
কথং তূষ্ণীমেবাস্তে। শঙ্কে, বিপ্রকর্ষান্ন শৃণোতি, ভবতু, সমীপমস্য গত্বা পৃচ্ছামি।

প্রধানা; তোমার প্রিয়তমাও (শ্রেষ্ঠা) এই করিণী, আমার সহিত তোমার সকলই সমান; কিন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, আমি প্রিয়তমাবিচ্ছেদজনিত যাতনা ভোগ করিতেছি, তুমি সে যাতনা ভোগ কর নাই। তুমি সুখে থাক।

(দ্বিপদিকার সহিত পরিক্রমণ ও দর্শন পূর্ব্বক)

অয়ে! এই ত সেই 'সুরভি-কন্দর' নামক পরম রমণীয় পর্ব্বত; এই পর্ব্বত অপ্সরোগণের অতীব প্রীতিপ্রদ স্থান। সেই শোভনাঙ্গী কি এই পর্ব্বতের উপত্যকাতে অবস্থান করিতেছেন? (পরিভ্রমণ ও দর্শন পূর্ব্বক) এ কি! অন্ধকার হইল? হউক, বিদ্যুৎপ্রকাশ হইলে সেই আলোকে এই পর্ব্বত দেখিব। এ কি! মেঘও বিদ্যুৎশূন্য হইল! ইহা কি আমার দুরদৃষ্টের পরিণাম? হউক, তথাপি এই পর্ব্বত না দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

(অনন্তর খণ্ডিকা গীতি)

ঘোরতর অরণ্যমধ্যে বরাহরাজ তীক্ষ্ণতর খুর দ্বারা ভূমি বিদারণ পূর্ব্বক পরিক্রমণ করিতেছে। ঐ বরাহ আপনার কার্য্যসাধনে উদ্যত এবং নির্ভীক।

হে বিশালনিতম্ব পর্ব্বত! স্তনযুগলের উচ্চতা হেতু যাঁহার বক্ষঃস্থল অল্পপরিসর-বিশিষ্ট, কটি প্রভৃতি অঙ্গসন্ধি যাঁহার ক্ষীণ, যিনি কামপত্নী রতির ন্যায় সুলক্ষণা এবং পৃথুনিতম্বিনী, এরূপ লক্ষণে লক্ষিতা কামিনী এই অরণ্যগর্ভ আশ্রয় করিয়া

(অনন্তরে চর্চ্চরী)

ফলিঅসিলাঅলণিম্মণিজ্ঝরু। বহুবিঅকুসুমে বিবঙ্গিঅসেঅরু।
কিণ্ণরমহুরুগ্গীঅমণোহরু। দেক্খাবহি মহু পিঅঅমহিঅরু ॥৭০

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

সর্ব্বক্ষিতিভৃত্যা নাথ দৃষ্টা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রম্যে বনান্তেঽস্মিন্ ময়া বিরহিতা ত্বয়া ॥৭১

(তথৈব প্রতিশব্দং শৃণোতি, আকর্ণ্য সহর্ষম্)

কথং যথাক্রমং দৃষ্টেত্যাহ, ভবতু, অবলোকয়ামি।

(দিশোঽবলোক্য সখেদম্)

কথং মমৈবায়ং কন্দরান্তবিসর্পী প্রতিশব্দঃ।

(ইতি মূর্চ্ছতি। উত্থায় উপবিশ্য সবিষাদম্)

অহহ ! শ্রান্তোঽস্মি, যাবদস্যা গিরিনদ্যাস্তীরে তরঙ্গবাতমাসেবিষ্যে।

আছেন কি ? পর্ব্বত যে মৌনভাব ধারণ করিয়া রহিল ! বোধ হয়, দূরত্ব হেতু শুনিতে পায় নাই। হউক, আমি নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করি।

(অতঃপর চর্চ্চরীগীতি)

হে ভূধররাজ ! তোমার স্ফটিকময় পাষাণতলে স্বচ্ছ নির্ঝরসমূহ শোভা পাইতেছে ; তোমার শিখরপ্রদেশ বহুবিধ পুষ্পভারে বিচিত্রিত এবং কিন্নরেরা মধুরস্বরে গান করাতে তুমি আরও মনোহরদর্শন হইয়াছ ; তুমি কি আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ ?

(চর্চ্চরিকা গীতির সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে)

হে অখিলপর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ! তুমি কি এই অরণ্যমধ্যে আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ ? আমি তাঁহারই বিরহে বিধুর হইয়া রহিয়াছি।

(প্রতিশব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক সানন্দে)

এই যে, ক্রমে ক্রমে 'দেখিয়াছি' বলিল। হউক, অবলোকন করি। (চতুর্দিকে দেখিয়া সখেদে) অহো ! এ যে গুহামধ্যে বিস্তৃত আমার কথারই প্রতিধ্বনি !

(মূর্চ্ছা এবং অবিলম্বে উঠিয়া উপবেশন পূর্ব্বক সবিষাদে)

অহহ ! পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এই গিরিনদীতীরে তরঙ্গসংপৃক্ত বায়ু সেবন করি।

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

ইমাং নবাম্বুকলুষাং স্রোতোবহাং পশ্যতা ময়া রতিরুপলভ্যতে, কুতঃ ?—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা,
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো,
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা ॥

ভবতু, প্রসাদয়ামি তাবদেনাম্।

পসিঅ, পিঅঅম সুন্দরিএ ণএ !
থুহিঅকরুণ বিহঙ্গমএ ণএ।
সুরসরিতীরসমুস্সুঅএ ণএ
অলিউল ঝঙ্কারিঅ এণএ ॥

(তেন কুটিলিকান্তরে চর্চ্চরী)

পুব্বদিসাপবণাহঅকল্লোলুগ্গঅবাহুও,
মেহঙ্গে ণচ্চই সললিঅং জলণিহিণাহও।

(দ্বিপদিকাগীতির সহিত পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া)

নূতন জলের আগমনে কলুষিতা এই স্রোতস্বিনীকে দেখিয়া আমার পরম সন্তোষ জন্মিতেছে। কেন না, আমার প্রিয়তমা উর্ব্বশীই এই নদীরূপে পরিণত হইয়াছেন। তরঙ্গভঙ্গীই তাঁহার ভ্রূভঙ্গী, তরঙ্গবেগে চঞ্চল বিহগশ্রেণীই কাঞ্চীদাম-স্বরূপ, ফেনপুঞ্জই কোপবশে শিথিলীভূত বসনস্বরূপ ; প্রিয়তমা বারংবার কোপ-বশে যেরূপ কুটিলগতিতে চলিয়া যাইতেন, এই নদীও সেইরূপ কুটিলগতি ; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রিয়তমা নদীরূপে পরিণত হইয়াছেন। হউক, আমি ইহাঁকে প্রসন্ন করি। হে প্রিয়তমে সুন্দরি নদীরূপে উর্ব্বশি ! তুমি আমার এই নমস্কার দ্বারা প্রসন্না হও। নদী-রূপিণী তোমাতে হংসাদি পক্ষীরা চঞ্চল হইয়া করুণস্বরে কূজন করিতেছে ; জাহ্নবীসদৃশী নদীরূপিণী তোমার তীরে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে এবং [illegible] লোভে অলিকুল চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কার করিতেছে।

(কুটিলিকার পর চর্চ্চরীগীতি)

জলনিধিনাথ পূর্ব্বদিক হইতে [illegible]

হংসরহঙ্গসঙ্খকুঙ্কুমকআভরণু,
করিমঅরাউল-কসণ-কমল-কআবরণু।
বেলাসলিলুব্বেল্লিঅহথদিন্নতালু,
তোত্থরই দসদিস রুদ্ধেই ণবমেহআলু॥

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

ত্বয়ি নিবদ্ধরতৌ প্রিয়বাদিনি, প্রণয়ভঙ্গপরাঙ্মুখচেতসি।
কমপরাধলবং ময়ি পশ্যসি, ত্যজসি মানিনি! দাসজনং যতঃ॥

কথং তূষ্ণীমেবাস্তে! অথবা, পরমার্থতঃ সরিদিয়ং, নোর্ব্বশী; অন্যথা, কথং পুরূরবসমপহায় সমুদ্রাভিসারিণী ভবেৎ? অনির্ব্বেদপ্রাপ্যাণি শ্রেয়াংসি; ভবতু, তমেব উদ্দেশং গচ্ছামি, যত্র মে নয়নয়োঃ সা সুনয়না তিরোহিতা। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) ইমং তাবৎ প্রিয়াপ্রবৃত্তয়ে সারঙ্গমাসীনমভ্যর্থয়ে।

উত্থিত হইতেছে, উহাই উহার বাহুস্বরূপ। * জলনিধি সুললিতভাবে নৃত্য করিতেছেন। হংস, চক্রবাক্, শঙ্খ, কুঙ্কুম প্রভৃতি উহাঁর আভরণ; হস্তী, মকর প্রভৃতি জন্তুগণ নীলজল ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করাতে উহাই যেন নীলবর্ণ উত্তরীয়বস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে; জলরাশি উদ্বেল হইয়া বেলাভূমিতে যে আঘাত করিতেছে, উহাই করতালিস্বরূপ; কৃষ্ণবর্ণ নবমেঘ উদিত হইয়া দশদিক্ আচ্ছাদিত করাতে জলনিধিনাথ এইরূপে নৃত্য করিতেছেন।

(চর্চ্চরিকাগীতির সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়া জানুদ্বয় পাতন পূর্ব্বক অবস্থান)

হে মানিনি! তোমাতেই আমি নিরতিশয় আসক্ত, আমি তোমার নিক সর্ব্বদা প্রিয়বাক্য-প্রয়োগেই তৎপর, আমার চিত্ত প্রণয়ভঙ্গে পরাঙ্মুখ; তা আমার কি অপরাধ দেখিয়াছ যে, এই দাসকে পরিত্যাগ করিলে? এ কি! নদী যে মৌনভাবেই রহিল! কিংবা এ প্রকৃতই নদী, উর্ব্বশী নহে। নচেৎ পুরূরবাকে পরিত্যাগ করিয়া সাগরাভিমুখে অভিসারিণী হইবে কেন? অতি কষ্টেই শ্রেয়ো লাভ হয়। হউক, যে স্থানে সেই সুলোচনা আমার নয়নের অগোচর হইয়াছেন আমি এখন সেই স্থানেই যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে একা হরিণ বসিয়া রহিয়াছে; ইহার নিকটেই প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি

---

* [illegible] জলনিধিনাথকে [illegible] [illegible] করা হইল।

অভিনব-কুসুমস্তবকিত-তরুবরস্য পরিসরে,
মদকল-কোকিল-কূজিত-মধুপঝঙ্কারমনোহরে।
নন্দনবিপিনে নিজকরিণী-বিরহানলেন সন্তপ্তো,
বিচরতি গজাধিপতিরৈরাবতনামা॥

(গলিতকঃ। জানুভ্যাং স্থিত্বা)

কৃষ্ণসারচ্ছবির্যোঽয়ং দৃশ্যতে কাননশ্রিয়া।
নবশস্যাবলোকায় কটাক্ষ ইব পাতিতঃ॥

(বিলোক্য)

অয়মন্তিকমায়ান্তীং শিশুনা স্তনপায়িনা।
অনন্যদৃষ্টিস্তামেব মৃগীং রুদ্ধ্বাং নিরীক্ষতে॥ (চর্চ্চরী)
সুরসুন্দরী জহণভরালস পীণুত্তুঙ্গঘনত্থণী,
থিরজোব্বণ তণুসরীরি হংসগই।
গঅণুজ্জলকাণণে মিঅলোঅণি ভমন্তে,
দিট্ঠি পঞি? তহবিরহসমুদ্দন্তরে উত্তরহি মহু॥

ঐরাবত নামক গজরাজ নিজ হস্তিনীর বিরহানলে সন্তপ্ত হইয়া নন্দনবনে বিচরণ করিতেছে। মদমত্ত কোকিলের কূজন ও অলিকুলের ঝঙ্কারে ঐ নন্দনবন মনোরম হইয়া উঠিয়াছে এবং নব নব কুসুমস্তবকে শোভিত বৃক্ষরাজির দ্বারা পরম রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। *

(অনন্তর গলিতক নামক অভিনয়বিশেষ এবং জানুদ্বয় পাতন পূর্ব্বক অবস্থান)

এই যে কৃষ্ণসারমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন কাননলক্ষ্মী নবশস্য-দর্শনার্থ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন। (চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া) স্তনপায়ী শাবকের সহিত একটি মৃগী নিকটে আগমন করিতেছে; উপরি-উক্ত কৃষ্ণসার অনন্যদৃষ্টিতে মৃগীকেই নিরীক্ষণ করিতেছে।

(অনন্তর চর্চ্চরীগীতি)

যিনি সুরসুন্দরী (অপ্সরা), জঘনভরে যাঁহার গতি অলস (মন্থর), যাঁহার স্তনদ্বয় পীনোন্নত ও ঘন, যিনি স্থিরযৌবনা, যাঁহার শরীর কৃশ এবং গতি হংসগতির ন্যায়, সেই মৃগলোচনা প্রিয়তমাকে কি গগনবৎ নির্ম্মল কাননে ভ্রমণ করিতে

---

* ঐরাবতের [illegible] প্রকাশিত হইল।

(উপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

হংহো হরিণীপতে!

অপি দৃষ্টবানসি মম প্রিয়াং বনে,
কথয়ামি তে তদুপলক্ষণং শৃণু।
পৃথুলোচনা সহচরী যথৈব তে,
সুভগা তথৈব খলু সাপি বীক্ষ্যতে॥

(বিলোক্য)

কথমনাদৃত্য মদ্বচনং কলত্রাভিমুখং স্থিতঃ? সর্ব্বথা উপপদ্যতে পরিভবাস্পদং বিধিবিপর্য্যয়ঃ। যাবদন্যমবকাশমবগাহিষ্যে।

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

হন্ত! দৃষ্টমুপলক্ষণং তস্যা মার্গস্য।

রক্তকদম্বঃ সোঽয়ং প্রিয়া ঘর্ম্মান্তশংসি যস্যেদম্।
কুসুমমসমগ্রকেশর-বিষমমপি কৃতং শিখাভরণম্॥

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

তৎ কিং নু খলু শিলাভেদগতং নিতান্তরক্তমিদমালোক্যতে?

দেখিয়াছ? তাঁহার সংবাদ বলিয়া আমাকে বিরহসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। (নিকটবর্ত্তী হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক) অহো হরিণীপতে! তুমি কি এই বন-মধ্যে আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ? তাঁহার পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার সহচরী এই হরিণী যেমন বিশালনয়না, আমার সুভগা প্রিয়তমাও নিশ্চয় এইরূপ। (দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) এ হরিণ যে আমার কথায় অনাদর করিয়া ভার্য্যার অভিমুখ হইয়া অবস্থান করিল। যখন ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে, তখন এই প্রকার পরিভবেরই পাত্র হইতে হয়। অতএব এখন অন্য উপায় অবলম্বন করি।

(পরিক্রমণ ও দর্শনপূর্ব্বক)

অহো! প্রিয়তমা যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহার চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। [illegible] যে রক্তবর্ণ কদম্বপুষ্প সকল বিকসিত হইয়াছে, ইহাতেই বোধ হইতেছে [illegible] গ্রীষ্মের অবসান হইয়া বর্ষার আগমন হইয়াছে। (কেন না, বর্ষাকালেই কদম্বপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।) যদিও সদ্যোজাত বলিয়া সম্পূর্ণ বিকসিত হয় নাই, [illegible] (পরিক্রমণ ও চারিদিক্‌ [illegible]

প্রভালেপী নায়ং হরিহতগজস্যামিষলবঃ,
স্ফুলিঙ্গঃ স্যাদগ্নের্গহনমভিবৃষ্টং পুনরিদম্।
অয়ে! রক্তাশোকস্তবকসমরাগো মণিরয়ং,
যমুদ্ধর্ত্তুং পূষা ব্যবসিত ইবালম্বিতকরঃ॥

ভবতু আদাস্যে তাবৎ।

(গ্রহণং নাটয়তি)

পণইণি-বন্ধাসাইঅও বাহাউলণিঅণঅণও।
গঅবই গহণে দুহিঅও পরিভমই কিলামিঅবঅণও॥

(দ্বিপদিকয়া উপসৃত্য গৃহীত্বা আত্মগতম্)

মন্দারপুষ্পৈরধিবাসিতায়াং, যস্যাঃ শিখায়াময়মর্পণীয়ঃ।
সৈব প্রিয়া সংপ্রতি দুর্লভা মে, কৈবৈনমশ্রূপহতং করোমি॥

(ইতি উৎসৃজতি)

(নেপথ্যে) বৎস! গৃহ্যতাং, বৎস! গৃহ্যতাম্।

দর্শনপূর্ব্বক) শিলাভঙ্গের মধ্যস্থ অতীব লোহিতবর্ণ এ কি দৃষ্ট হইতেছে? এই বস্তুটি আপনার প্রভায় সকল স্থান ব্যাপ্ত করিতেছে; ইহা ত সিংহকর্ত্তৃক নিহত হস্তীর মাংসখণ্ড নহে; অগ্নির স্ফুলিঙ্গও নয়, কারণ, অল্পক্ষণ হইল বৃষ্টিধারা এই বন অভিষিক্ত হইয়াছে; অয়ে! এটি রক্তবর্ণ অশোকস্তবকের ন্যায় একটি মণি। এই মণি-গ্রহণে অভিলাষী হইয়া সূর্য্য যেন উহাকে তুলিয়া লইবার জন্য আপনার কর (কিরণ) লম্বিত করিয়া দিয়াছে। হউক, ইহা গ্রহণ করি।

(মণি গ্রহণ)

প্রণয়িনীলাভার্থ আশাধিক্য হেতু কাতর, বাষ্পাকুলনেত্র, ম্লানবদন গজরাজ দুঃখিত হইয়া গহনবনে পরিভ্রমণ করিতেছে।

(দ্বিপদিকা গীতির সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়া
মণি গ্রহণপূর্ব্বক আত্মগত)

প্রিয়তমার মন্দারপুষ্পে সুবাসিত কেশপাশে এই মণি ধারণযোগ্য। [illegible] সেই প্রিয়তমাই আমার পক্ষে দুর্লভ, তখন কেন আর অশ্রুজল এই মণি [illegible] করি?

(মণি নিক্ষেপ)

নেপথ্যে।—বৎস! [illegible] বৎস! [illegible] ইহার নাম [illegible]

সঙ্গমনীয়ো মণিরিহ শৈলসুতা-চরণরাগযোনিরয়ম্।

আবহতি ধার্য্যমাণঃ সঙ্গমমাশু প্রিয়জনেন ॥

রাজা। (ঊর্দ্ধমবলোক্য) কো মামনুশাস্তি ? (বিলোক্য) কথং ভগবান্ মৃগরাজধারী। ভগবন্, অনুগৃহীতোঽহং অমুনা উপদেশেন। (মণি-মাদায়) হংহো সঙ্গমমণে !

তথা বিমুক্তস্য নিমগ্নমধ্যয়া, ভবিষ্যসি ত্বং যদি সঙ্গমায় মে।

ততঃ করিষ্যামি ভবন্তমাত্মনঃ, শিখামণিং বালমিবেন্দুমীশ্বরঃ ॥

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ) তৎ কিং খলু কুসুম-রহিতামপি লতামিমাং পশ্যতা ময়া রতিরুপলভ্যতে ? অথবা স্থানে মম মনো রমতে, ইয়ং হি—

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ,

শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্গমা।

চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে,

চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপ্যেব সা ॥

যাবদস্যাং প্রিয়ানুকারিণ্যাং লতায়াং পরিষঙ্গপ্রণয়ী ভবামি ॥

মণি; গিরিনন্দিনীর চরণরাগ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে ; ইহা ধারণ করিলে আশু প্রিয়জনের সহিত মিলন ঘটে।

রাজা। (ঊর্দ্ধদিকে দর্শনপূর্ব্বক) আমাকে কে উপদেশ দিতেছে ? (দেখিয়া) এ কি ! ভগবান্ চন্দ্রদেব ? ভগবন্ ! এই উপদেশ দ্বারা অনুগৃহীত হইলাম। (মণি গ্রহণপূর্ব্বক) অহো সঙ্গমমণে ! আমি এখন ক্ষীণকটি প্রিয়তমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। যদি তুমি আমার সহিত তাঁহার মিলনের হেতুভূত হও, তাহা হইলে মহেশ্বর যেমন চন্দ্রকলাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছে, আমিও তোমাকে সেইরূপ শিখামণি করিয়া রাখিব।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে লতাটি দেখিতেছি, ইহাতে পুষ্পোদ্গম নাই ; তথাপি ইহা দর্শনে আমার প্রীতিসঞ্চার হইতেছে। অথবা আমার মন যে ইহাতে আসক্ত হইয়াছে, ইহা যুক্তিযুক্ত। এই কৃশাঙ্গী লতিকার পল্লব মেঘজলে আর্দ্র হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, অশ্রুবারি দ্বারা অধরদেশ বিধৌত হইয়াছে ; পুষ্পোৎপত্তির উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হওয়াতে পুষ্প প্রস্ফু-টিত হয় নাই, সুতরাং আভরণ-শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে ; পুষ্প নাই, সুতরাং মধুকরগণ [illegible] নাই ; [illegible] বোধ হইতেছে যেন,

লএ! পেক্খ বিণ্ণহিঅএ ভবামি,
জই বিহিজোএ পুণু তহিং পাবিমি।
তা রণ্ণেবি ণ করেমি ণিব্ভন্তী,
পুণুণ ই মেল্লই তাহ কঅন্তী॥
(ইতি চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য লতামালিঙ্গতি)
(ততস্তদীয়স্থানমাক্রম্যৈব প্রবিষ্টোর্ব্বশী)

রাজা। (নিমীলিতাক্ষং স্পর্শং নাটয়িত্বা) অয়ে! উর্ব্বশীগাত্র-স্পর্শাদিব নির্ব্বৃতং মে হৃদয়ং, ন পুনরস্তি বিশ্বাসঃ। কুতঃ?

সমর্থয়ে যৎ প্রথমং প্রিয়াং প্রতি, ক্ষণেন তন্মে পরিবর্ত্ততেঽন্যথা।
অতো বিনিদ্রে সহসা বিলোচনে, করোমি ন স্পর্শবিভাবিতপ্রিয়ঃ॥

(শনৈরুন্মীল্য চক্ষুষী) কথং সত্যমেবোর্ব্বশী!

(ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি)

ম্বামগ্ন হইয়া রহিয়াছে; আমি চরণে পড়িলেও কোপবতী আমার প্রিয়তমা ষবশে যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যান, এই লতিকাকে সেইরূপ াধ হইতেছে। (আমার যেন বোধ হইতেছে, আমার প্রিয়তমাই এই লতিকা-প অবস্থিতি করিতেছেন)। অতএব এই প্রিয়তমানুকারিণী লতিকাকে ালিঙ্গন করি। হে লতিকে! দেখ, যদি দৈববশে তোমাকে প্রাপ্ত হই, তাহা ইলে আমার হৃদয় সুস্থ হয়। তাহা হইলে আর আমাকে এই অরণ্যে ভ্রমণ রিতে হয় না; পুনরায় আর আমি জীবনাম্বকারিণী প্রিয়তমাকে এই নে প্রবেশ করিতে দিব না।

(এই বলিয়া চর্চ্চরিকা গীতির সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়া লতিকাকে আলিঙ্গন)

(সেই স্থান আক্রমণপূর্ব্বক উর্ব্বশীর প্রবেশ)

রাজা। (নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক স্পর্শসুখ অভিনয় করিয়া) অয়ে! উর্ব্বশীর াত্র স্পর্শ করিলে যেরূপ আনন্দবোধ হয়, এই লতাস্পর্শেও আমার সেইরূপ আনন্দসঞ্চার হইতেছে। তথাপি কিন্তু বিশ্বাস জন্মিতেছে না। কারণ, আমি প্রথমতঃ যাহাকে প্রিয়তমা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এইজন্য স্পর্শমাত্র প্রণয়িনীবোধে নয়নযুগল নিমীলিত হই য়াছে, হঠাৎ আর ইহা উন্মীলন করিব না। (শনৈঃ শনৈঃ নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক) এ যে সত্যই উর্ব্বশী! (মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

উর্ব্ব। সমস্‌সসতু সমস্‌সসদু মহারাআো।

রাজা। (সংজ্ঞাং লব্ধ্বা) প্রিয়ে! অদ্য জীবিতম্।

ত্বদ্বিয়োগভবে চণ্ডি! ময়া তমসি মজ্জতা।
দিষ্ট্যা প্রত্যুপলব্ধাসি চেতনেব গতাসুনা॥

উর্ব্ব। মরিসদু মহারাআো, জং মএ কোবরসং গদাএ অবথন্তরং পাবিদো মহারাআো।

রাজা। নাহং প্রসাদয়িতব্যস্ত্বয়া, ত্বদ্দর্শনেন প্রসন্নো মে সবাহ্যান্তরাত্মা; তৎ কথয়, কথমিয়ন্তং কালং ময়া বিরহিতা স্থিতাসি?

(অনন্তরে চর্চ্চরী)

মোরা-পরহুঅ-হংসরহঙ্গং, অলিগঅপব্বঅসরিঅকুরঙ্গং।
তুজ্ঝহ কারণ রণ্ণ ভমন্তে, কো ণহু পুচ্ছিঅ মঞি রোঅন্তে॥

উর্ব্ব। এব্বং অন্তকরণেপচ্চক্খীকিদবুত্তন্তো মহারাআো।

রাজা। প্রিয়ে! অন্তঃকরণমিতি ন খলু অবগচ্ছামি।

উর্ব্ব। মহারাজ! আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন।

রাজা। (সচেতন হইয়া) প্রিয়তমে! অদ্য পুনর্জ্জীবিত হইলাম। হে চণ্ডি! আমি তোমার বিচ্ছেদে অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়াছিলাম; মৃতব্যক্তি যেমন চেতনা লাভ করে, আমিও সৌভাগ্যবশে সেইরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম।

উর্ব্ব। মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি রোষবশে আপনাকে অন্যপ্রকার (বিমূঢ়) অবস্থায় ফেলিয়াছিলাম।

রাজা। আমাকে প্রসন্ন করিতে হইবে না; তোমাকে দর্শন করিয়াই আমার অন্তরাত্মা ও বহিরাত্মা প্রসন্ন হইয়াছে; এখন বল, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি এতদিন অন্যত্র ছিলে কেন?

(অনন্তর চর্চ্চরীগীতি)

তোমার বিচ্ছেদে আমি ভ্রমণ করিতে করিতে ময়ূর, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, [illegible], পর্ব্বত, নদী ও মৃগ এই সকল[illegible] কাহাকে না তোমার সংবাদ [illegible] করিয়াছি?

[illegible] করা হইল।

উর্ব্ব। [illegible] মহারাজের [illegible] পারিলাম না।

[illegible]

উর্ব্ব। সুণাদু মহারাও! পুরা ভঅবদা মহাসেণেণ সাসদং কুমার-ব্বদং গেহ্নিঅ, অঅং সঅলকলুসো নাম গন্ধমাদনকচ্ছো অজ্ঝাসিদো, কিদাঅ অত্থিদী।

রাজা। কীদৃশী?

উর্ব্ব। জা কিল ইত্থিয়া ইমং পদেসং আগমিস্সদি সা লদাভাএ পরিণদরূআ ভবিস্সদি; গোরীচরণরাঅসম্ভবং মণিং বজ্জিঅ অ লদাভাঅং ণ মুঞ্চিস্সদি ত্তি। তদো অহং গুরুসাবসংমূঢ়-হিঅআ বিস্মরিদদেবদাণিঅমা অঙ্গাকাজণ-পরিহরণীঅং কুমারবণং পবিট্ঠা; পবেসাণন্তরংঅ কাণণোবন্ত-বত্তিনা লদাভাএণ পরিণদং মে রূঅং।

রাজা। প্রিয়ে! সর্ব্বমুপপন্নম্।

রতিখেদসুপ্তমপি মাং শয়নে যা মন্যসে প্রবাসগতম্।
সা ত্বমিহৈতদবস্থং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম্॥

ইদঞ্চৈতৎ যথাকথিতং সঙ্গমনিমিত্তং পুনরুপলব্ধপ্রভাবমস্মাভিঃ।

(ইতি মণিং দর্শয়তি)

উর্ব্ব। মহারাজ! শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বকালে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় শাশ্বত কুমারব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সকলকলুষ-নাশক এই গন্ধমাদন-প্রান্তে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

রাজা। কিরূপ?

উর্ব্ব। যে কোন রমণী এই স্থানে আগমন করিবে, তাহাকেই লতিকারূপে পরিণত হইতে হইবে। গৌরীর পাদরাগজাত মণি ভিন্ন তাহার মুক্তি হইবে না। আমি গুরুদেবের অভিশাপবশে বিমুগ্ধ হইয়া সেই দেবনিনয়ম বিস্মৃত হইয়াছিলাম এবং নারীজনের পরিত্যজ্য এই কুমারবনে প্রবেশ করি। তৎপরে বনপ্রান্তে আমার অঙ্গযষ্টি লতিকারূপে পরিণত হয়।

রাজা। প্রিয়তমে! সকলই ঠিক। আমি রতিজনিত পরিশ্রমে শয্যাতলে নিদ্রিত থাকিলেও তুমি আমাকে বিদেশগত বিবেচনা করিতে; সুতরাং এই বনে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া তুমি আমার চিরবিরহ কি প্রকারে সহ্য করিয়াছিলে? এই দেখ, এই মণিটিই আমাদিগের পুনঃ সমাগমের হেতু; ইহার শক্তি প্রকৃতই প্রত্যক্ষ করিলাম। (মণিটি প্রদর্শন)

উর্ব্ব। কধং অম্মো, সঙ্গমণীও অঅং মণী! অদো জ্জেব মহারাএণ আলিঙ্গিদজ্জেব পইদিত্থিহ্মি সংবুত্তা।

রাজা। (ললাটে মণিং সন্নিবেশ্য)

স্ফুরতা বিচ্ছুরিতমিদং রাগেণ মণের্ললাটনিহিতস্য।
শ্রিয়মুদ্বহতি মুখং তে বালাতপরক্তকমলস্য॥

উর্ব্ব। পিঅংবদ! মহন্তো কখু কালোঅম্মাণং পইট্‌ঠাণদো ণিগ্‌গদাণং, কদাই অসূইস্‌সন্তি পইদীও; তা এহি গচ্ছহ্ম।

রাজা। যদাহ ভবতী। (ইতি উত্তিষ্ঠতঃ)।

উর্ব্ব। অধ কধং উণ মহারাও গন্তুং ইচ্ছদি?

রাজা।* অচিরপ্রভাবিলসিতৈঃ পতাকিনা,
সুরকার্ম্মুকাভিনবচিত্রশোভিনা।
গমিতেন খেলগমনে! বিমানতাং,
নয় মাং নবেন বসতিং পয়োমুচা॥

উর্ব্ব। এ যে সঙ্গমনীয় মণি, সেই নিমিত্তই মহারাজ যেমন আলিঙ্গন করিয়াছেন, অমনি আমি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

রাজা। (উর্ব্বশীর ললাটদেশে মণি রাখিয়া) প্রিয়তমে! ললাটস্থাপিত মণির সমুজ্জ্বল রশ্মিমালায় তোমার বদনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হওয়াতে যেন তরুণ-অরুণ-কিরণে লোহিতবর্ণ পদ্মের শোভা ধারণ করিয়াছে।

উর্ব্ব। হে প্রিয়ভাষিন্! বহুদিন হইল, আমরা প্রতিষ্ঠাননগরী হইতে বহির্গত হইয়াছি, সুতরাং প্রজাপুঞ্জ অসূয়াপরবশ হইতে পারে; অতএব চলুন, আত আমরা তথায় যাই।

রাজা। প্রিয়তমে! তোমার যেরূপ অভিমত।

(এই বলিয়া গাত্রোত্থান)

উর্ব্ব। মহারাজের কি ভাবে গমনে ইচ্ছা হয়?

রাজা। হে ললিতগামিনি! বিদ্যুৎবিলাসরূপ পতাকাযুক্ত, ইন্দ্রধনুরূপ নূতন চিত্রশোভাযুক্ত, নবীন মেঘকে বিমানস্বরূপ করিয়া আমাকে বসতিস্থলে লইয়া চল।

পাবিঅসহঅরিসঙ্গও পুলঅপসাহিঅ-অঙ্গও।
সেচ্ছাপত্তবিমাণও বিহরই হংসজুআণও ॥

[ইতি খণ্ডধারয়া নিষ্ক্রান্তৌ।

চতুর্থোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

—*—

(ততঃ প্রবিশতি হৃষ্টো বিদূষকঃ)

বিদূ। হী হী ভো ভো! দিট্ঠিআ চিরস্স্ কালস্স্ উব্বসীসহাও তত্থভবং রাআ, ণন্দণবণপ্পমুহেস্সুং পদেসেসুং বিহরিঅ পড়িণিউত্তো ণঅরং; দাণিং সকজ্জাণুসাসণে পইদিমণ্ডলং অণুরজ্জঅন্তো রজ্জং করেদি। আং! সন্তানঅং বজ্জিঅ ণ সে কিম্পি সোঅণীঅং; অজ্জ দিধিবিসেসো ত্তি ভঅবদীণং গঙ্গাজউণাণং সলিলেসুং দেঈএ সহ কিদাহিসেও সংপদং উঅআরিঅং পবিট্টো; তা জাব অলঙ্করণীঅমাণস্স অঙ্গাণুলেঅণমল্ল-ভাঈ ভাদুও হোমি।

"হংসযুবক সহচরীর সহিত মিলিত ও রোমাঞ্চিতদেহ হইয়া স্বেচ্ছালব্ধ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে।"

[এই খণ্ডধারা গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(আনন্দপ্রফুল্ল বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। হী হী ভো ভো! সৌভাগ্যবশে মাননীয় মহারাজ উর্ব্বশীর সহিত নন্দনকাননাদি নানাস্থানে বিহার করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। এখন তিনি আপনার কার্য্যে নিরত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতেছেন। এখন সন্তান ব্যতীত আর কিছুই উহাঁর শোকের কারণ নাই। আজি কোন বিশেষ তিথি; দেবী অত্র ভগবতী জাহ্নবী ও যমুনার সঙ্গমজলে স্নানপূর্ব্বক পটবাসগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। সংপ্রতি তিনি অলঙ্কারে বিভূষিত হইতেছেন; অতএব আমি যাইয়া তাঁহার অঙ্গানুলেপন ও মাল্যভাগী ভ্রাতা হই।

(নেপথ্যে) হদ্ধী! হদ্ধী! এসো জলস্তরত্ত-তালবেন্তপিধাণং নিহি খবিঅ ণীঅমাণো অচ্ছরাবিরহিদেণ মউলিরঅণদাএ পয়োইদো মণী আমিসসঙ্কিণা গিদ্ধেণ আক্খিত্তো।

বিদূ। (আকর্ণ্য) অচ্চাহিদং, পরমবহুমদো ক্খু সো বঅস্সস্স সঙ্গমণীঅো ণাম চূড়ামণী; অদো ক্খু অসমত্তণেবচ্ছো জ্জেব তত্তভব আসণাদো জ্জেব উত্থিদো, তা পাসপলিবত্তী হোমি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ

(ইতি প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা সূতশ্চ কঞ্চুকি-রেচকৌ পরিজনশ্চ)

রাজা। রেচক! রেচক!

আত্মনো বধমাহর্ত্তা ক্বাসৌ বিহগতস্করঃ।
যেন তৎ প্রথমং স্তেয়ং গোপ্তুরেব গৃহে কৃতম্॥

রেচকঃ। এসো অগ্গমুহলগ্গহেমসুত্তেণ মণিণা অণুরঞ্জঅন্তো বিত আআসং পরিব্ভমদি।

নেপথ্যে। হা ধিক্! হা ধিক্! উর্ব্বশী-বিরহিত মহারাজ যে সময়ে নিজ মস্তকদেশে মণি স্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে উজ্জ্বল মণিটি রক্তবর্ণ তালবৃন্তে আবৃত ছিল, দুর্বৃত্ত গৃধ্র আমিষখণ্ড বিবেচনায় তাহা আকর্ষণপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান করিল।

বিদূ। (শ্রবণ করিয়া) এ যে অত্যন্ত দারুণ ঘটনা ঘটিয়াছে। সেই সঙ্গমনীয় মণিটি বয়স্যের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু; (উহা অপহৃত হওয়াতে) মহারাজ বেশভূষা সুবিন্যস্ত হইতে না হইতেই আসন হইতে উঠিয়াছেন; অতএব আমি গিয়া তাঁহার পার্শ্বসহচর হই।

[প্রস্থান

(রাজা, সূত, কঞ্চুকী, রেচক (কিরাত) ও পরিজনগণের প্রবেশ)

রাজা। রেচক! রেচক! সেই বিহগতস্কর কোথায়? সে নিজের বধের উপায় নিজেই করিয়াছে। সে প্রথমে রক্ষকের গৃহেই চুরি করিল!

রেচক। ঐ দেখুন, উহার মুখের অগ্রভাগে (চঞ্চুতে) মণিমধ্যস্থ স্বর্ণসূত্র বিলম্বিত রহিয়াছে; মণির কিরণমালায় আকাশ যেন রঞ্জিত করিতে করিতে [illegible]

রাজা। পশ্যাম্যেনম্।

অসৌ মুখালম্বিতহেমসূত্রং, বিভ্রন্ মণিং মণ্ডলশীঘ্রচারঃ।
অলাতচক্র-প্রতিমং বিহঙ্গস্তদ্রাগলেখাবলয়ং তনোতি॥
কথয়, কিং খলু অত্র কর্ত্তব্যম্?

বিদূ। ভো! অলং এথ ঘিণাএ, এসো অবরাহী সাসণীয়ো।

রাজা। সম্যগাহ ভবান্, ধনুর্ধনুস্তাবৎ।

পরিজনঃ। জং ভট্টা আণবেদি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। ন দৃশ্যতে হি বিহগাধমঃ।

বিদূ। ইদো ইদো দক্খিণস্তরেণ চলিদো সউণহদাসো।

রাজা। (দৃষ্ট্বা) ইদানীম্—

প্রভাপল্লবিতেনাসৌ, করোতি মণিনা খগঃ।
অশোকস্তবকেনেব দিঙ্মুখস্যাবতংসকম্॥

(ততঃ প্রবিশতি ধনুর্হস্তা যবনী)

যবনী। ভট্টা! এদং সসরং চাবং।

রাজা। উহাকে দেখিতে পাইতেছি। উহার চঞ্চুতে স্বর্ণসূত্র বিলম্বিত রহিয়াছে; ঐ পক্ষী চক্রাকৃতি অলন্ত অঙ্গারের ন্যায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে রক্তবর্ণ রেখাবলয় বিস্তার করিতেছে; বল দেখি, এখন কি করা যায়?

বিদূ। আর করুণার প্রয়োজন নাই, এই অপরাধীকে দণ্ডপ্রদান করাই কর্ত্তব্য।

রাজা। তুমি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিয়াছ। ধনু, ধনু কোথায়?

পরি। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা। [পরিজনের প্রস্থান।

রাজা। আর ত সেই বিহগাধম দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

বিদূ। ঐ যে সেই বিহগাধম দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইতেছে।

রাজা। (দেখিয়া) মণির প্রভায় এখন বিহগাধমের কান্তি যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; মণির কান্তিতে বোধ হইতেছে, যেন অশোকস্তবকে দিগঙ্গনার কর্ণভূষণ রচিত হইয়াছে।

(ধনুর্হস্তা যবনীর প্রবেশ)

যবনী। মহারাজ! এই ধনু ও শরাসন দুই-ই আনিয়াছি।

রাজা। কিমিদানীং ধনুষা ? বাণপথাতীতঃ ক্রব্যভোজনঃ। তথা হি—

আভাতি মণিবিশেষো দূরমিদানীং পতত্রিণা নীতঃ।
নক্তমিব লোহিতাঙ্গঃ পুরুষ-ঘনচ্ছেদ-সংপৃক্তঃ॥

আর্য্য তালব্য !

কঞ্চুকী। আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

রাজা। মদ্বচনাদুচ্যন্তাং নাগরিকাঃ, সায়ং নিবাসবৃক্ষাগ্রে বিচীয়তাং বিহগাধমঃ।

কঞ্চু। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

বিদূ। ভো! বিসমীঅদু ভবং সম্পদং, কহিং গদো মণিকুম্ভীলও ভবদো সাসনাদো মুঞ্চিস্সদি ?

(ইতি উপবিশতঃ)

রাজা। বয়স্য !

রত্নমিতি ন মে তস্মিন্ মণৌ প্রয়াসো বিহঙ্গমাক্ষিপ্তে।
প্রিয়য়া তেনাস্মি সখে! সঙ্গমনীয়েন সঙ্গমিতঃ॥

রাজা। এখন আর শরাসনে ফল কি ? গৃধ্র বাণপথের অতিক্রান্ত হইয়াছে। যদিও বিহগাধম মণিটি লইয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছে, তথাপি ঐ মণি রজনীযোগে গাঢ়মেঘাবৃত মঙ্গলগ্রহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর্য্য তালব্য !

কঞ্চু। দেব! অনুমতি করুন।

রাজা। আমার কথানুসারে নাগরিকদিগকে বল, সন্ধ্যার সময় ঐ বিহগাধমকে যেন বৃক্ষের অগ্রভাগে অন্বেষণ করে।

কঞ্চু। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ এখন বিশ্রাম করুন, ঐ মণিতস্কর বিহগাধম কোথায় গিয়া আপনার শাসন হইতে পরিত্রাণ পাইবে ?

(উভয়ের উপবেশন)

রাজা। বয়স্য! বিহঙ্গম মণিটি হরণ করিল; কিন্তু উহা রত্নবিশেষ বলিয়াই যে আমি [illegible] প্রাপ্ত হইবার জন্য এত প্রয়াস পাইতেছি, তাহা নহে; ঐ মণির [illegible] প্রিয়ার সহিত আমার [illegible]।

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী। জয়তি জয়তি দেবঃ।

অনেন নির্ভিন্নতনুঃ স বধ্যো রোষেণ মার্গণতাং গতেন।
প্রাপ্তাপরাধোচিতমন্তরীক্ষাৎ সমৌলিরত্নঃ পতিতঃ পতত্রী ॥

সর্ব্বে। (বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)।

কঞ্চু। অভিপ্রক্ষালিতোঽয়ং মণিঃ কস্মৈ প্রদীয়তাম্ ?

রাজা। রেচক! গচ্ছ, কোষপেটকে স্থাপয়ৈনম্।

কিরাতঃ। জং ভট্টা আণবেদি।

[ইতি মণিদামায় নিষ্ক্রান্তঃ

রাজা। (তালব্যং প্রতি) আর্য্য! জানাতি ভবান্ কস্যায়ং বাণ ইতি

কঞ্চু। নামাঙ্কিতো দৃশ্যতে, নাত্র মে বর্ণবিভাবনসহা দৃষ্টিঃ।

রাজা। তদুপশ্লেষয় শরং যাবন্নিরূপায়ামি।

বিদূ। কিং ভবং বিআরেদি ?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক, আপনার ক্রোধ বাণরূপে পরিণত হইয়া এই পক্ষীর অঙ্গ ভেদ করাতে দুর্বৃত্ত অপরাধের উপযুক্ত ফল পাইয়া শিরোরত্নের সহিত আকাশ হইতে ভূপতিত হইয়াছে।

(ইহা শুনিয়া সকলের বিস্ময় প্রকাশ)

কঞ্চু। এই মণিটি ধৌত করা হইয়াছে, এখন কাহাকে প্রদান করিব ?

রাজা। রেচক! যাও, উহা কোষপেটকের মধ্যে স্থাপন কর।

রেচক। মহারাজের যেরূপ অনুমতি।

[মণি লইয়া রেচকের প্রস্থান।

রাজা। (তালব্যের দিকে নেত্রপাত করিয়া) আর্য্য! এই বাণ কাহার, দেখ দেখি।

কঞ্চু। নামাক্ষর অঙ্কিত দেখা যাইতেছে, অঙ্কিত অক্ষর দেখিয়া নির্ণয় করিতে পারি, আমার এমন দৃষ্টিশক্তি নাই।

রাজা। বাণটি আমার নিকটে ধারণ কর, আমি [illegible]।

বিদূ। আপনি [illegible]

রাজা। শৃণু তাবৎ প্রহর্তুর্নামাক্ষরাণি।

বিদূ। অবহিদো ম্হি।

রাজা। (বাচয়তি।)

উর্ব্বশীসম্ভবস্যায়মৈলসূনোর্ধনুষ্মতঃ।

কুমারস্যায়ুষো বাণঃ সংহর্ত্তা দ্বিষদায়ুষাম্॥

বিদূ। দিট্‌ঠিআ পুত্তাণেণ বড্‌ঢদি ভবং।

রাজা। কথমেতৎ ? সখে ! অন্যত্র নৈমেষেয়সত্রাদবিযুক্তোঽহমুর্ব্বশ্যা; ন কদাচিদপি তত্রভবতী গর্ভাবির্ভূতদোহদাপ্যুপলক্ষিতা; কুত এব প্রসূতিঃ ? কিন্তু,

আনীলচুচুকাগ্রং লবলীফলপাণ্ডুরাননচ্ছায়ম্।

কতিচিদহানি শরীরং শ্লথবলয়মিবাভবত্তস্যাঃ॥

বিদূ। মা ভবং মাণুসীধম্মং উব্বসীএ সম্ভাবেহু; পভাবগূঢ়াইং দেবচরিদাইং।

রাজা। অস্তু তাবদেবং, যথাহ ভবান্। পুত্রসংবরণে কিমিব কারণং তস্যাঃ।

বিদূ। মা বুড্‌ঢিং মং রাআ পরিহরিস্‌সদিত্তি।

রাজা। প্রহারকারীর নামাক্ষর শ্রবণ কর।

বিদূ। অবহিত হইলাম।

রাজা। (পাঠ করিতে লাগিলেন) উর্ব্বশীগর্ভজাত, শত্রুগণের আয়ুঃসংহর্ত্তা, পুরূরবানন্দন 'আয়ু' নামক কুমারের এই শর।

বিদূ। সৌভাগ্যবশে আপনি পুত্র দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইলেন।

রাজা। ইহা কিরূপ ? সখে ! ক্ষণকালমাত্র উর্ব্বশীর সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; আমি ত কখনই উর্ব্বশীর গর্ভলক্ষণ দৃষ্টিগোচর করি নাই; তবে দিনকয়মাত্র প্রিয়তমার চুচুকাগ্রদেশ কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ এবং মুখের কান্তি লবলী-ফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ও অঙ্গযষ্টি স্রস্ত বলয়ের ন্যায় শিথিল দেখিয়াছিলাম।

বিদূ। আপনি [illegible]তে মানবীধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন না; দেবচরিত্র প্রভাব দ্বারা [illegible] থাকে।

রাজা। [illegible] কথা সম্ভব বটে। [illegible] পুত্র গোপন করার হেতু ?

বিদূ। [illegible] হইলেও [illegible] করিবেন না।

রাজা। কৃতং পরিহাসেন ; চিন্ত্যতাম্।

বিদূ। কো দেব্বরহস্সাইং চিন্তিস্সদি ?

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু। জয়তি জয়তি দেবঃ, এষা খলু চ্যবনাশ্রমাদ্ভার্গবী কুমারমাদায় আয়াতা তাপসী দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।

রাজা। উভয়মপি অবিলম্বং প্রবেশয়।

কঞ্চু। তথা। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(তাপসীসহিতং কুমারমাদায় পুনঃ প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

বিদূ। ণং কৃখু এসো খত্তিঅকুমারো ; জস্স ণামঙ্কিদো গিদ্ধলক্খবেহী ণারাও উঅলদ্ধো। তধা হি ভবদো বহু অণুকরেদি।

রাজা। এবমেতৎ।

বাষ্পায়তে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্মিন্, বাৎসল্যবন্ধি হৃদয়ং মনসঃ প্রসাদঃ।
সঞ্জাতবেপথুভিরুজ্ঝিতধৈর্য্যবৃত্তমিচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব্ধুমঙ্গৈঃ॥

রাজা। এখন পরিহাসের সময় নয়, হেতু চিন্তা কর।

বিদূ। দেবরহস্য বুঝিতে কে সমর্থ ?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক, চ্যবন ঋষির আশ্রম হইতে একটি বালকসমভিব্যাহারে ভার্গবী-নাম্নী তাপসী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা। শীঘ্র দুইজনকেই লইয়া আইস।

কঞ্চু। মহারাজের যেরূপ অনুমতি। [কঞ্চুকীর প্রস্থান।

(তাপসী সহিত কুমারকে লইয়া কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

বিদূ। গৃধ্রলক্ষ্যভেদী বাণে যাহার নাম অঙ্কিত আছে, নিশ্চয়ই এই সেই বালক ক্ষত্রিয়কুমার। এই কুমার মহারাজের অনেক অনুকরণ করিতেছে (মহারাজের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে)।

রাজা। এ কথা সত্য, কেন না, আমার চক্ষু ইহার উপর পতিত হইবামাত্র বাষ্পে পরিপূর্ণ হইতেছে, হৃদয় বাৎসল্যরসে আর্দ্রীভূত হইতেছে, মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে এবং অধীর হইয়া প্রকম্পিত অঙ্গযষ্টি দ্বারা ইহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে বাসনা হইতেছে

কঞ্চু। এবং স্থীয়তাম্। (তাপসীকুমারৌ যথোচিতং স্থিতৌ)।

রাজা। (উপসৃত্য) ভগবতি! অভিবাদয়ে।

তাপ। মহারাঅ! সোমবংসং ধারঅন্তো হোহি। (আত্মগতম্) ভো! ইমিণা অকধিদোবি বিণ্ণোদোজ্জেব ইমস্স রাএসিণো অত্তণো ওরসো সম্বন্ধো। (প্রকাশম্) জাদ! পণম গুরুং।

(কুমারো বাষ্পগর্ভমঞ্জলিং বদ্ধা প্রণমতি)

রাজা। বৎস! আয়ুষ্মান্ ভব।

কুমা। (স্পর্শং রূপয়িত্বা স্বগতম্)

যদি হার্দ্দমিদং শ্রুত্বা পিতা মমায়ং সুতোঽহমস্যেতি।
উৎসঙ্গে বৃদ্ধানাং গুরুষু ভবেৎ কীদৃশঃ স্নেহঃ॥

রাজা। ভগবতি! কিমাগমনপ্রয়োজনম্?

তাপ। সুণাদু মহারাঅো, এসো দীহাউ উব্বসীএ জাদমেত্তো জ্জেব কিম্পি ণিমিত্তং পেক্খিঅ মম হত্থে ণ্ণাসীকিদো, জধা খত্তিঅস্স কুলীণঅস্স জাদকম্মাদিবিধাণং, তং সে ভঅবদা চবণেণ সব্বং অণুট্‌ঠিদং; দাণিং গহিদবিজ্জো ধণুব্বেএ অ বিণীদো।

কঞ্চু। (তাপসী ও কুমারকে উদ্দেশ পূর্ব্বক) এই প্রকারে অবস্থান করুন।

(তাপসী ও কুমারের যথাযথভাবে অবস্থিতি)

রাজা। (সমীপবর্ত্তী হইয়া) ভগবতি! আপনাকে অভিবাদন করি।

তাপ। মহারাজ! সোমবংশ ধারণ করুন। (স্বগত) কেহ না বলিয়া দিলেও মহারাজের সহিত ইঁহার ঔরসসম্বন্ধ বুঝা যাইতেছে। (প্রকাশ্যে কুমারকে লক্ষ্য করিয়া) বৎস! পিতাকে বন্দনা কর।

(বাষ্পপূর্ণ অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কুমার কর্ত্তৃক রাজাকে প্রণাম)

রাজা। বৎস! দীর্ঘজীবী হও।

কুমার। (স্পর্শসুখ অনুভব পূর্ব্বক আত্মগত) ইনি পিতা, আমি পুত্র, এই কথা শ্রবণে যদি এরূপ প্রেমসঞ্চার হয়, তাহা হইলে জনক-জননীর অঙ্কে সংবর্দ্ধিত শিশুদিগের যে কি প্রকার আনন্দসঞ্চার হয়, তাহা বলিতে পারি না।

রাজা। ভগবতি! আপনার আগমনের কারণ কি?

তাপ। মহারাজ! শ্রবণ করুন। এই আয়ুষ্মান্ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র কোন [illegible] [illegible]। কুলীন ক্ষত্রিয়সন্তানের

রাজা। সনাথঃ খলু সংবৃত্তঃ।

তাপ। অজ্জ পুপ্ফফলসমিৎকুসণিমিত্তং ইসিকুমারএহিং সহ গদেণ ইমিণা অস্সমবাস-বিরুদ্ধং সমাঅরিদং।

বিদূ। কধং বিঅ?

তাপ। গহিদামিসো কিল গিদ্ধো অস্সমপাদবসিহরে ণিলীঅমাণো লক্খীকিদো বাণস্স।

রাজা। ততস্ততঃ?

তাপ। তদো উঅলদ্ধবুত্তন্তেণ ভঅবদা অহং সমাদিট্ঠা; ণিপ্পাদেহি এদং উব্বসীহত্তে ণ্ণাসং ত্তি; তা ইচ্ছামি উব্বসীং পেক্খিদুং।

রাজা। আসনমনুগৃহ্নাতু ভবতী।

(প্রেষ্যোপনীতয়োরাসনয়োরুপবিষ্টৌ)

আর্য্য তালব্য! উর্ব্বশী উচ্যন্তাম্।

কঞ্চু। তথা। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

জাতকর্ম্মাদি সংস্কার যে ভাবে সম্পাদন করিতে হয়, মহর্ষি চ্যবন তাহা যথাযথ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কুমার এখন ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত হইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছে।

রাজা। উত্তম।

তাপ। অদ্য ফল, ফুল, সমিধ ও কুশ সংগ্রহের জন্য মুনিকুমারদিগের সহিত বনে গমন করিয়া এই বালক আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

বিদূ। কি প্রকার?

তাপ। একটি গৃধ্র একখণ্ড মাংস মুখে লইয়া আশ্রমতরুর অগ্রদেশে উপবিষ্ট হইয়াছিল, এই কুমার তাহাকে বাণলক্ষ্য করিয়াছে।

রাজা। তার পর, তার পর?

তাপ। তৎপরে ভগবান্ চ্যবন এই ঘটনা শ্রবণে আমার প্রতি অনুমতি দেন যে, এই গচ্ছিত বস্তু (শিশুকে) উর্ব্বশীর হস্তে প্রদান কর। এই জন্য উর্ব্বশীকে দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা।

রাজা। ভগবতি! আসন গ্রহণ করুন। (তাপসী ও কুমার উভয়ের উপবেশন) আর্য্য তালব্য! উর্ব্বশীকে আহ্বান কর।

কঞ্চু। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা। [কঞ্চুকীর প্রস্থান।

রাজা। এহ্যেহি বৎস!

সর্ব্বাঙ্গীনঃ স্পর্শঃ সুতস্য কিল তেন মামুপনতেন।

প্রহ্লাদয়স্ব তাবচ্চন্দ্রকরশ্চন্দ্রকান্তমিব ॥

তাপ। জাদ! ণন্দেহি পিদরং।

(কুমারো রাজানমুপসর্পতি)

রাজা। (আলিঙ্গ্য) বৎস! প্রিয়সখং ব্রাহ্মণমবিশঙ্কিতো বন্দস্ব।

বিদূ। কিংত্তি মে সঙ্কদি? অস্‌সমবাসপরিচিদা এদস্‌স সাহামিআ।

কুমা। (সস্মিতম্) তাত! বন্দে।

বিদূ। সোত্থি ভোদু দে, বড্‌ঢদু ভবং।

(ততঃ প্রবিশতি উর্ব্বশী কঞ্চুকী চ)

কঞ্চু। ইত ইতো ভবতী।

উর্ব্ব। (অবলোক্য চ) কো ণু কৃখু এসো কণঅবীঠোববিট্ঠো, মহারাএণ সংজমীঅমাণসিহণ্ডও চিট্‌ঠদি? (তাপসীং দৃষ্ট্বা) অম্মহে! সচ্চবদী-সহিদো পুত্তও মে আউ? মহন্তো কৃখু সংবুত্তো।

রাজা। বৎস! আইস, আইস। সর্ব্বাঙ্গে পুত্রস্পর্শ যার পর নাই প্রীতিপ্রদ; সুতরাং চন্দ্র যেরূপ চন্দ্রকান্তমণিকে প্রীত করেন, তুমিও সেইরূপ আমার প্রীতি উৎপাদন কর।

তাপ। বৎস! পিতাকে সুখী কর। (এই বলিয়া কুমারকে রাজার হস্তে সমর্পণ)

রাজা। (কুমারকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) বৎস! এই প্রিয়বয়স্য ব্রাহ্মণকে নির্ভয়ে প্রণাম কর।

বিদূ। আমাকে ভয় করিতেছ কেন? আশ্রমবাসহেতু শাখামৃগেরা পরিচিত।

কুমার। (মৃদু হাস্যের সহিত) তাত! অভিবাদন করি।

বিদূ। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন।

(উর্ব্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। আপনি এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন।

উর্ব্ব। (চারিদিক্ দর্শন পূর্ব্বক) মহারাজ শিখা বাঁধিয়া দিতেছেন আর স্বর্ণাসনে বসিয়া আছে, এই শিশুটি কে? অহো! সত্যবতীর সহিত আমার পুত্র আয়ু? [illegible] হইয়াছে

রাজা। (বিলোক্য) বৎস!

ইয়ং তে জননীঃ প্রাপ্তা ত্বদালোকন-তৎপরা।
স্নেহ-প্রস্রবনির্ভিন্নমুদ্বহন্তী স্তনাংশুকম্॥

তাপ। জাদ! এহি পচ্চুবগচ্ছ মাদরং। (ইতি কুমারেণ সহ উর্ব্বশীমুপসর্পতি)।

উর্ব্ব। অজ্জে! পাদবন্দণং করেমি।

তাপ। বচ্ছে! ভত্তুণো বহুমদা হোহি।

কুমা। আর্য্যে! অভিবাদয়ে।

উর্ব্ব। পিদরং আরাধঅন্তো হোহি। (রাজানং প্রতি) জঅদু জঅদু মহারাঅো।

রাজা। স্বাগতং পুত্রবত্যৈ; ইত আস্যতাম্।

উর্ব্ব। অজ্জা! উঅবিসধ। (সর্ব্বে তথা ইতি উপবিষ্টাঃ)

তাপ। বচ্ছে! গহিদবিজ্জো সংপঅং আউধকবঅহরো সংবুত্তো এসো, ভত্তুণো দে সমক্খং ণিপ্পাদিদো মএ তুহ হত্থে ণিক্খেবো; তা বিসজ্জিদং অত্তাণং ইচ্ছামি, উঅরুজ্ঝদি মে অস্সমবাসধম্মো।

রাজা। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এই তোমার জননী আসিয়া তোমাকে দেখিতেছেন, উহাঁর স্তনস্থিত বস্ত্র স্নেহবশে আর্দ্র হইয়াছে।

তাপ। বৎস, আইস, আইস, জননীর প্রত্যুদ্গমন কর। (কুমারকে লইয়া উর্ব্বশীর নিকটবর্ত্তী হওন)

উর্ব্ব। আর্য্যে! চরণবন্দনা করি।

তাপ। বৎসে! স্বামীর নিকট বহুসম্মানিতা হও।

কুমার। আর্য্যে! বন্দনা করি।

উর্ব্ব। বৎস! জনকের আরাধনা কর। (রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। পুত্রবতীর মঙ্গল ত? এই স্থানে আসন গ্রহণ কর।

উর্ব্ব। আর্য্যা উপবিষ্ট হউন। (সকলের আসন গ্রহণ)

তাপ। বৎসে! এই শিশু কৃতবিদ্য হইয়া অধুনা অস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ করিয়াছে। তোমার পতির সম্মুখে আমি তোমাকে ন্যস্তদ্রব্য প্রদান করিলাম। এখন আমাকে বিদায় দেও, আমার আশ্রমধর্ম্মের যথাযথ কাল উত্তীর্ণ হয়।

উর্ব্ব। কামং চিরস্‌স পেক্খিঅ বিরহুক্কণ্ঠিদম্হি ; ণ উণ ধম্মাবরোহে বট্টিদুং, গচ্ছদু অজ্জা পুণোবি দংসণস্‌স।

রাজা। আর্য্যে! তত্রভবতে চ্যবনায় মম প্রণামমাবেদয়িষ্যসি।

তাপ। এব্বং ভোদু।

কুমা। আর্য্যে! সত্যমেব নিবর্ত্তনম্? ইতো মমাপি নেতুমর্হসি।

রাজা। চরিতং ত্বয়া পূর্ব্বস্মিন্ আশ্রমপদে, দ্বিতীয়মপি অধ্যাসিতুং সময়ঃ।

তাপ। জাদ! গুরুণো বঅণং অণুচিট্ঠ।

কুমা। তেন হি—

যঃ সুপ্তবান্ মদঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নোপলব্ধসুখঃ।
তং মে জাতকলাপং প্রেষয় শিতিকণ্ঠকং শিখিনম্॥

তাপ। বচ্ছ! এব্বং করেমি।

উর্ব্ব। ভঅবদি! পাদবন্দণং করেমি।

রাজা। ভগবতি! প্রণমামি।

উর্ব্ব। বহুকালের পর আপনাকে দেখিয়া বিরহে উৎকণ্ঠাকুল হইয়াছি ; কিন্তু ধর্ম্মনিরোধ করিতে পারি না ; সুতরাং পুনরাগমনের জন্য এখন যাত্রা করুন।

রাজা। আর্য্যে! ভগবান্ চ্যবন ঋষিকে আমার অভিবাদন জানাইবেন।

তাপ। তাহা জানাইব।

কুমার। সত্য সত্যই আপনি প্রতিগমন করিতেছেন? তবে আমাকেও সঙ্গে গ্রহণ করুন।

রাজা। বৎস! অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এখন তোমার দ্বিতীয়াশ্রম গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত।

তাপ। বৎস! পিতৃবাক্য রক্ষা কর।

কুমার। যে আজ্ঞা। তবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিবার সময় আমার ক্রোড়ে শুইয়া যে নিদ্রা যাইত, এখন যাহার পক্ষসমূহ উদ্গত হইয়াছে, আমার সেই নীলকণ্ঠ ময়ূরটিকে পাঠাইয়া দিবেন।

তাপ। বৎস! তাহা হইবে।

উর্ব্ব। ভগবতি! চরণবন্দনা করি।

রাজা। ভগবতি! প্রণাম করি।

তাপ। সোত্থি সব্বাণং।

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। সুন্দরি!

অদ্যাহং পুত্রিণামগ্র্যঃ সুপুত্রেণ তবামুনা।
পৌলোমীসম্ভবেনেব জয়ন্তেন পুরন্দরঃ॥

উর্ব্ব। (স্মৃত্বা রোদিতি)।

বিদূ। ভো কিণ্ণু ক্খু সংপদং তত্থভোদী অস্‌সুমুহী সংবুত্তা?

রাজা। কিং সুন্দরি! প্ররুদিতাসি মনোপনীতে,
বংশস্থিতেরধিগমাৎ স্ফুরতি প্রমোদে।
পীনস্তনোপরি নিপাতিভিরর্পয়ন্তী,
মুক্তাবলী-বিরচনং পুনরুক্তমস্রৈঃ॥

উর্ব্ব। সুণাদু মহারাও, পঢুমং পুত্তদংসণসমুত্থিদেণ আণন্দেণ বিসুমরিদহ্মি, দাণিং মহেন্দ্রসংকিত্তণেণ স অবধী মম হিঅএণ সুমরিদো।

তাপ। সকলের মঙ্গল হউক। [তাপসীর প্রস্থান।

রাজা। সুন্দরি! শচীগর্ভজাত জয়ন্ত দ্বারা দেবরাজ যেমন অগ্রগণ্য হইয়াছেন, তোমার গর্ভজাত এই সুপুত্র দ্বারা আমিও অদ্য সেইরূপ পুত্রবান্‌দিগের অগ্রণী হইলাম।

উর্ব্ব। (পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া রোদন)

বিদূ। দেবী এ সময়ে অশ্রুমুখী হইলেন কেন?

রাজা। সুন্দরি! আমি বংশের চিরস্থিতি লাভ করিলাম; সুতরাং এ আনন্দের সময়; এ সময়ে তুমি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছ কেন? তুমি তোমার পীন পয়োধরযুগলের উপরিস্থ মুক্তামালার উপর অশ্রুবারি নিপাতিত করিয়া উহাকে পুনরুক্ত করিতেছ কেন? (তোমার যে সকল অশ্রুবিন্দু মুক্তাবলীর উপর পড়িতেছে, সেগুলিও মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে)। বস্তুতঃ এ সময়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

উর্ব্ব। মহারাজ! শ্রবণ করুন। পুত্রদর্শনজনিত আনন্দে প্রথমে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আপনি দেবরাজের নামোল্লেখ করাতে এখন আমার সকল কথা স্মৃতিপটে উদিত হইল।

রাজা। কথ্যতাম্।

উর্ব্ব। সুণাদু মহারাও ; পুরা মহারাঅগহিদহিঅআ গুরুসাব-সংমূঢ়া, মহেন্দ্রেণ অবধিং কদুঅ, অনুণ্ণাদা।

রাজা। কথয়, কিমিতি ?

উর্ব্ব। জদো সো মম পিঅসহো রাএসী তই সমুপ্পণ্ণস্‌স পুত্তঅস্‌স মুহং পেক্‌খদি তদো মম সমীবং তএ আঅন্তব্বং ত্তি। তদো মএ মহারাঅ-বিওঅভীরুদাএ চিরআল-সঙ্গমণিমিত্তং ভঅবদো চবণস্‌স অস্‌সমপদে পুত্তও অজ্জাএ সচ্ছবদীএ হত্থে অপ্পণা ণিক্‌খিত্তো, অজ্জ উণ পিদুণো আরাহণসমত্থো সংবুত্তো ত্তি কাউণ ণিপ্পাদিদো এসো দীহাউ। এত্তিকো মে মহারাএণ সহ সংবাসো।

(সর্ব্বে বিষাদং নাটয়ন্তি। রাজা মোহমুপগচ্ছতি)

সর্ব্বে। আঃ! সমস্‌সসদু সমস্‌সসদু মহারাও।

কঞ্চু। সমাশ্বসিতু মহারাজঃ।

বিদূ। অব্বহ্মণ্ণং অব্বহ্মণ্ণং।

রাজা। সে কথা কি, বল।

উর্ব্ব। মহারাজ! শ্রবণ করুন। প্রথমে মহারাজ আমার হৃদয় হরণ করেন ; সেই জন্য গুরুদেব আমাকে অভিসম্পাত করেন ; পরে দেবরাজ করুণা পুরঃসর শাপমোচনার্থ আদেশ করিয়াছিলেন।

রাজা। কি আদেশ করিয়াছিলেন, বল।

উর্ব্ব। 'আমার প্রিয়সখা রাজর্ষি পুরূরবা যখন তোমার গর্ভজাত পুত্রের মুখ দর্শন করিবেন, সেই সময়ে তুমি আমার নিকট পুনরায় উপস্থিত হইবে।' সেই জন্য আমি মহারাজের বিরহ আশঙ্কায় একত্র থাকিবার উদ্দেশে ভগবান্ চ্যবনের তপোবনে সত্যবতীর হস্তে এই পুত্রকে স্থাসস্বরূপ রাখিয়াছিলাম। এখন এই শিশু পিতার আরাধনায় সমর্থ হইয়াছে বিবেচনায় এখানে আনীত হইয়াছে।

(এতচ্ছ্রবণে সকলের বিষণ্ণভাব এবং রাজার মূর্চ্ছা)

সকলে। মহারাজ! আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন।

কঞ্চু। মহারাজ! আশ্বস্ত হউন।

রাজা। (সমাশ্বস্য) অহো! সুখপ্রতিবন্ধিতা দৈবস্য।

আশ্বাসিতস্য মম নাম সুতোপলব্ধ্যা,
সদ্যস্ত্বয়া সহ কৃশোদরি! বিপ্রয়োগঃ।
ব্যাবর্ত্তিতাতপরুজঃ প্রথমাম্বুবৃষ্ট্যা,
বৃক্ষস্য বৈদ্যুত ইবাগ্নিরুপস্থিতোঽয়ম্॥

বিদূ। অঅং সো অণ্ণো অণথাণুবন্ধঅো ত্তি তক্কেমি অণ্ণভবং দেব-রাঅো সঅং অনুগ্গাহইদব্বো।

উর্ব্ব। হা! হদম্হি মন্দভাইণী; কিদবিণঅস্স তণঅস্স লম্ভাণন্তরং সগ্গারোহণেণ অবসিদকজ্জাং বিপ্পঅোঅমুহীং মং মহারাঅো সমস্থইস্সদি।

রাজা। সুন্দরি! মা মৈবম্।

নহি সুলভবিয়োগা কর্ত্তুমাত্মপ্রিয়াণি,
প্রভবতি পরবত্যা শাসনে তিষ্ঠ ভর্ত্তুঃ।
অহমপি তব সূনাবদ্য বিন্যস্য রাজ্যং,
বিচরিতমৃগযূথান্যাশ্রয়িষ্যে বনানি॥

রাজা। (আশ্বস্ত হইয়া) হায়! দৈবই সুখের অন্তরায়। হে কৃশোদরি! আমি পুত্র লাভ করিয়া আশ্বস্ত হইলাম, এই পরমানন্দের সময় তোমার সহিত বিরহ ঘটিল? অগ্রে জলবর্ষণ দ্বারা তাপ শান্ত হইবার পরেই বৃক্ষের উপর বিদ্যু-দগ্নি পতিত হইল?

বিদূ। এই পুত্রপ্রাপ্তিরূপ ঘটনাই অনর্থের উৎপাদক বলিয়া বিবেচনা করি। আপনি নিজে গিয়া সুররাজকে প্রসন্ন করুন।

উর্ব্ব। হায়! আমি যার পর নাই মন্দভাগিনী। আমি হত হইলাম। এই সুবিনীত পুত্রপ্রাপ্তির পর আমি স্বর্গধামে যখন যইব, বিয়োগমুখী আমাকে তখন আপনি আশ্বাস প্রদান করিবেন।

রাজা। সুন্দরি! তাহা নহে। পরাধীনতার বিরহ সর্ব্বদাই সুলভ; উহা নিজের প্রিয়সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে; অতএব তুমি স্বামী দেবরাজের শাসনে অবস্থান কর, আমিও এখন পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মৃগযুথপূর্ণ কাননে আশ্রয় গ্রহণ করি।

কুমা। নার্হতি তাতো মহোক্ষধারিতব্যাং ধুরি দম্যং নিয়োজয়িতুম্।

রাজা। অপি বৎস! মা মৈবম্।

শময়তি গজানন্যান্ গন্ধদ্বিপঃ কলভোঽপি সন্,
প্রভবতিতরাং বেগোদগ্রং ভুজঙ্গশিশোর্বিষম্।
ভুবমধিপতির্বালাবস্থোঽপ্যলং পরিরক্ষিতুং,
ন খলু বয়সা জাত্যৈবায়ং স্বকার্য্যসহো গুণঃ॥

আর্য্য তালব্য!

কঞ্চু। আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

রাজা। মদ্বচনাদমাত্যপর্ব্বতং ব্রূহি, সম্ভ্রিয়তাং আয়ুষ্মতো রাজ্যাভিষেকঃ।

[কঞ্চুকী দুঃখেন নিষ্ক্রান্তঃ।

(সর্ব্বে দৃষ্টিবিঘাতং রূপয়ন্তি)

রাজা। (আকাশমবলোক্য) কুতো ন খলু ভো বিদ্যুৎসম্পাতঃ! (নিপুণমবলোক্য) অয়ে! ভগবান্ নারদঃ।

কুমার। পিতঃ! যে ভার মহাবৃষভে বহন করে, অনভ্যস্ত ব্যক্তির উপর সে ভার প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

রাজা। বৎস! না, তাহা নহে। বিজয়ী মত্তগজ শাবক হইলেও অপরাপর হস্তীদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। অত্যুগ্র সর্পশিশুর বিষ যেমন আশু প্রাণসংহারে সমর্থ হয়, সেইরূপ বালক হইলেও ধরণীর অধীশ্বর পৃথিবীর ভারবহনে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব জাতি বা বয়ঃক্রম দ্বারা স্বকার্য্যসাধনগুণ নির্ণয় করা যায় না। আর্য্য তালব্য!

কঞ্চু। মহারাজ! অনুমতি করুন।

রাজা। আমার আদেশে মন্ত্রিবর পর্ব্বতকে বল যে, এই আয়ুষ্মান্ কুমারের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করুন।

[দুঃখিতভাবে কঞ্চুকীর প্রস্থান।

(সকলের নেত্রেই বিঘাতভাব প্রকাশ)

[illegible]। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) অয়ে! বিদ্যুৎপাত হইল না কি? ([illegible]) অহো! [illegible] উপর যেমন গোরোচনার রেখা

গোরোচনা-নিকষ-পিঙ্গ-জটাকলাপঃ, সংলক্ষ্যতে শশিকলামলবীতসূত্রঃ।
মুক্তাগুণাতিশয়সংভৃত-মণ্ডন-শ্রীর্হৈম-প্ররোহ ইব জঙ্গমকল্পবৃক্ষঃ ॥

অর্ঘ্যোঽর্ঘ্যস্তাবৎ।

উর্ব্ব। ইদং ভঅবদো অগ্‌ঘং।

(প্রবিশ্য নারদঃ)

নার। বিজয়তাং বিজয়তাং মধ্যমলোকপালঃ।

রাজা। ভগবন্! অভিবাদয়ে।

উর্ব্ব। পণমামি।

নার। অবিরহিতৌ দম্পতী ভূয়াস্তাম্।

রাজা। (জনান্তিকম্) অপি নামৈবং স্যাৎ? (প্রকাশম্) ঔর্ব্বশেয়ঃ পুত্রো বঃ প্রণমতি।

নার। আয়ুষ্মানস্তাময়ম্।

রাজা। অয়ং বিষ্টরো গৃহ্যতাম্।

(সর্ব্বে উপবিশন্তি)

পাত হয়, সেইরূপ পিঙ্গলবর্ণ জটাজূটমণ্ডিত, চন্দ্রকলাবৎ নির্ম্মল উপবীতধারী, মুক্তামালার দ্বারা অতিশয়িতরূপে সংবর্দ্ধিত, অলঙ্কারবান্, স্বর্ণময় প্ররোহশোভিত সচল কল্পতরুর ন্যায় ভগবান্ দেবর্ষি নারদ আগমন করিতেছেন। অর্ঘ্য—অর্ঘ্য!

উর্ব্ব। এই মহর্ষির জন্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মধ্যমলোকপালের জয় হউক।

রাজা। ভগবন্! বন্দনা করি।

উর্ব্ব। ভগবন্! অভিবাদন করি।

নারদ। (আশীর্ব্বাদ করিয়া) দম্পতী বিরহশূন্য হউক।

রাজা। (জনান্তিকে) তাহা কি হইবে? (প্রকাশ্যে) উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুত্র আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।

নারদ। এই পুত্র দীর্ঘজীবী হউক।

রাজা। আসন পরিগ্রহ করুন।

(সকলের উপবেশন)

রাজা। (সবিনয়ম্) ভগবন্! কিমাগমন-প্রয়োজনম্?

নার। রাজন্! শ্রূয়তাং মহেন্দ্রসন্দেশঃ।

রাজা। অবহিতোঽস্মি।

নার। প্রভাবদর্শী মঘবা বনগমনায় কৃতবুদ্ধিং ভবন্তমনুশাস্তি।

রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি?

নার। ত্রিকালদর্শিভিরাদিষ্টঃ সুরাসুরবিমর্দ্দো ভাবী, ভবাংশ্চ সাংযুগীনঃ সহায়ঃ। তেন ন ত্বয়া শস্ত্রন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ, ইয়ঞ্চ উর্ব্বশী যাবদায়ুস্তে ধর্ম্মচারিণী ভবতু ইতি।

উর্ব্ব। অম্মহে! সল্লং বিঅ হিঅআদো অবণীদং।

রাজা। পরমনুগৃহীতোঽস্মি পরমেশ্বরেণ।

নার। যুক্তম্।

তব কার্য্যমসৌ কুর্য্যাৎ ত্বঞ্চ তস্যেষ্টকার্য্যকৃৎ।
সূর্য্যঃ সংবর্দ্ধয়ত্যগ্নিমগ্নিঃ সূর্য্যং স্বতেজসা॥

(আকাশমবলোক্য) রম্ভে! উপনীয়তাং মন্ত্রেণ সম্ভৃতঃ কুমারস্যাভিষেকঃ।

রাজা। (বিস্ময়ের সহিত) ভগবন্! আপনার আগমনের কারণ কি?

নারদ। মহারাজ! সুররাজের আজ্ঞা শ্রবণ করুন।

রাজা। অবহিত হইলাম।

নারদ। সুররাজ নিজ প্রভাববলে অবগত হইয়াছেন, এই জন্যই তিনি আপনাকে আজ্ঞা করিয়াছেন।

রাজা। কি আদেশ করিয়াছেন?

নারদ। ত্রিকালদর্শী মুনিগণ বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে দেব-দানবে অবশ্য যুদ্ধ সংঘটিত হইবে; আপনি তাঁহার যুদ্ধের সহায়; সুতরাং অস্ত্র ত্যাগ করা আপনার অনুচিত। যত দিন আপনার পরমায়ু বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন এই উর্ব্বশী আপনার সহধর্ম্মচারিণীরূপে অবস্থিতি করুক।

উর্ব্ব। কি আশ্চর্য্য! যেন হৃদয়গত শল্য উদ্ধৃত হইল।

রাজা। সেই পরমেশ্বর সুরেশ্বর আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

নারদ। [illegible] যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আপনার কার্য্য তিনি করিবেন, তাঁহার

(প্রবিশ্য রম্ভা)

রম্ভা। অঅং সে অহিসেঅসম্ভারো।

নার। উপবেশ্যতামমমায়ুষ্মান্ ভদ্রপীঠে।

রম্ভা। (কুমারং ভদ্রপীঠে উবেশয়ন্তি)।

নার। (কুমারস্য শিরসি কলসমাবর্জ্য) রম্ভে! নির্ব্বর্ত্ত্যতামস্য শেষো বিধিঃ।

রম্ভা (যথোক্তং নির্ব্বর্ত্ত্য) বচ্ছ! পণম ভঅবদং পিদরো অ।

(কুমারঃ সর্ব্বান্ প্রণমতি)

নার। স্বস্তি ভবতে।

রাজা। বংশবর্দ্ধনো ভব।

উর্ব্ব। পিদুণো দে বঅণাণি হোন্তু।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়ম্)

প্রথমঃ। বিজয়তাং বিজয়তাং যুবরাজঃ।

ইষ্টকার্য্য আপনি সম্পাদন করিবেন। সূর্য্য ও অগ্নিদেব নিজ নিজ তেজোদ্বা পরস্পর পরস্পরকে সংবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। (আকাশের দিকে নেত্রপা করিয়া) রম্ভে! কুমারের জন্য মন্ত্রসম্ভৃত অভিষেকসম্ভার আনয়ন কর।

(রম্ভার প্রবেশ)

রম্ভা। এই অভিষেকসম্ভার। (দ্রব্যাদি প্রদান)।

নারদ। এই দীর্ঘজীবী কুমারকে ভদ্রপীঠে বসাও।

রম্ভা। (কুমারকে ভদ্রপীঠে বসাইয়া দিলেন)

নারদ। (কুমারের মস্তকে কুম্ভস্থ জল ঢালিয়া) রম্ভে! ইহার শেষবিধা সম্পন্ন কর।

(কুমার কর্ত্তৃক সকলকে প্রণাম)

নারদ। তোমার মঙ্গল হউক।

রাজা। বংশবৃদ্ধিকারী হও।

উর্ব্ব। তোমার পিতৃবাক্য সফল হউক।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রথম। যুবরাজের জয় হউক। মহর্ষিদের পুত্র যেমন অত্রি মুনি, অ

অমরমুনিরিবাত্রিঃ স্রষ্টুরত্রেরিবেন্দু-
র্বুধ ইব শিশিরাংশোর্বৌধবস্যেব দেবঃ।
তব পিতুরনুরূপস্ত্বং গুণৈর্লোককান্তে-
রতিশয়িনি সমাপ্তা বংশ এবাশিষস্তে॥

দ্বিতীয়ঃ। তব পিতরি পুরস্তাদ্বদ্ধভাবা স্থিতেয়ং,
স্থিতিমতি চ বিভক্তা ত্বয্যনাকল্প্যধৈর্য্যে।
অধিকতরমিদানীং রাজতে রাজলক্ষ্মী-
র্হিমবতি জলধৌ চ প্রাপ্ততোয়েব গঙ্গা॥

রম্ভা। দিট্টিআ সহী পুত্তঅস্স জুঅরাঅসিরোং পেক্‌খিঅ ভত্তুণো বিরহে ণ বট্টদি।

উর্ব্বশী। সাহারণো জ্জেব ণো অব্‌ভুদও। (কুমারং হস্তেন গৃহীত্বা) জাদ! জেট্‌ঠমাদরং বন্দেহি।

রাজা। তিষ্ঠ, সমমেব তত্রভবত্যাঃ সমীপং যাস্যামস্তাবৎ।

পুত্র যেমন চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র যেমন বুধ এবং বুধের পুত্র যেমন আপনার পিতা, সেইরূপ আপনিও লোকরঞ্জক গুণরাজি দ্বারা পিতার অনুরূপ পুত্র হইয়াছেন। এই আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশের আশীর্ব্বাদ শেষ হইল।

দ্বিতীয়। পূর্ব্বে এই রাজশ্রী আপনার পিতার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া অবস্থিত ছিলেন, এখন আপনি যুবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আপনাতে বিভক্ত হইয়া হিমালয় ও সমুদ্র এই উভয়ে প্রাপ্তসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইলেন। আপনি মর্য্যাদাশালী; কল্পনাশক্তি দ্বারাও আপনার অশক্য বীর্য্যবত্তার পরিমাণ করা যায় না।

রম্ভা। সৌভাগ্যবশে প্রিয়সখী উর্ব্বশী পুত্রের রাজশ্রী দেখিয়া আর পতি-বিরহজনিত দুঃখ বোধ করিবেন না।

উর্ব্বশী। আমাদের অভ্যুদয় উভয়েরই তুল্য। (কুমারের হাত ধরিয়া) বৎস! জ্যেষ্ঠমাতাকে বন্দনা কর।

রাজা। [illegible] উভয়েই তাঁহার নিকট যাইব।

নার। আয়ুষো যৌবরাজ্যশ্রীঃ স্মারয়ত্যাত্মজস্য তে।
অভিযুক্তং মহাসেনং সৈন্যাপত্যে মরুত্বতা ॥

রাজা। অনুগৃহীতোঽস্মি মঘবতা।

নার। ভো রাজন্! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়ং করোতু পাকশাসনঃ?

রাজা। অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি? যদি ভগবান্ পাকশাসনঃ প্রসাদ করোতু, ততঃ—

(ভরত-বাক্যম্)

পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম্।
সঙ্গতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূয়াদুদ্ভূতয়ে সতাম্ ॥
অপিচ—সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে

ইতি মহাকবিকালিদাসকৃতে বিক্রমোর্ব্বশীনামনাটকে পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

নারদ। আপনার পুত্র আয়ুর যৌবরাজশ্রী দর্শনে, সুরপতি যে ষড়াননকে সৈন্যাপত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের স্মরণ হইতেছে।

রাজা। সুরপতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলাম।

নারদ। মহারাজ! সুরপতি আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য করিবেন?

রাজা। ইহা অপেক্ষা যদি আরও প্রিয়কার্য্য থাকে, তবে ভগবান্ দেবরাজ তাহা আমাকে প্রসাদস্বরূপ দান করুন।

(ভরতবাক্য)

সাধুগণের কল্যাণার্থ এক আশ্রয়ে দুষ্প্রাপ্য ও পরস্পর-বিরোধিনী লক্ষ্মী-সরস্বতীর একত্র মিলন ঘটুক, সকলে সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করুন, সকলেই কল্যাণদর্শন করুন এবং সকলে সকল স্থানেই আনন্দপ্রাপ্ত হউন্।

[সকলের প্রস্থান]

বিক্রমোর্ব্বশী সমাপ্ত।

শ্রুতবোধঃ।

ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে।
তমহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রুতবোধমবিস্তরম্॥১
সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারো বিসর্গসম্মিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন॥২
একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্॥৩
যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি।
অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা॥৪
আর্য্যাপূর্ব্বার্দ্ধসমং দ্বিতীয়মপি ভবতি যত্র হংসগতে।
ছন্দোবিদস্তদানীং গীতিং তামমৃতবাণি ভাষন্তে॥৫

যাহা শ্রবণমাত্র ছন্দের লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই 'শ্রুতবোধ' নামক ছন্দোগ্রন্থ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।১

সংযুক্ত বর্ণের আদ্যক্ষর দীর্ঘ, অনুস্বার ও বিসর্গসংযুক্ত বর্ণ গুরু এবং পদের অন্তস্থিত বর্ণ বিকল্পে গুরু হয়।২

মাত্রা।

একমাত্রাযুক্তকে হ্রস্ব, দ্বিমাত্রাবিশিষ্টকে দীর্ঘ ও ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট বর্ণকে প্লুত-বর্ণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রাসম্পন্ন।৩

আর্য্যা।

প্রথম ও তৃতীয়পাদে দ্বাদশমাত্রা, দ্বিতীয়পাদে অষ্টাদশ এবং চতুর্থপাদে পঞ্চাদশমাত্রা থাকিলে তাহার নাম আর্য্যা।৪

গীতি।

যাহার দ্বিতীয়ার্দ্ধ আর্য্যাছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের ন্যায়, ছন্দোবিদ্‌গণ তাহাকে গীতিছন্দঃ বলেন।৫

আর্য্যোত্তরার্দ্ধতুল্য-প্রথমার্দ্ধমপি প্রযুক্তং চেৎ।
কামিনি! তামুপগীতিং প্রতিভাষন্তে মহাকবয়ঃ ॥৬
আদ্যচতুর্থং পঞ্চমকং চেৎ যত্র গুরু স্যাৎ সাক্ষরপঙ্‌ক্তিঃ ॥৭
অগুরু চতুষ্কং ভবতি গুরূ দ্বৌ।
ঘনকুচযুগে! শশিবদনাসৌ ॥৮
তূর্য্যং পঞ্চমকং চেদ্‌যত্র স্যাল্লঘু বালে।
বিদ্বদ্ভির্ম্মৃগনেত্রে! প্রোক্তা সা মদলেখা ॥৯
শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
দ্বিচতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ ॥১০
আদিগতং তূর্য্যগতং পঞ্চমকং চান্ত্যগতম্।
স্যাদ্‌গুরু চেৎ সঙ্কথিতং মাণবকাক্রীড়মিদম্।১১

উপগীতি।

হে কামিনি! যাহার প্রথমার্দ্ধ আর্য্যাচ্ছন্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সমান, মহাকবিগণ তাহাকে উপগীতিচ্ছন্দ বলিয়া বর্ণন করেন।৬

অক্ষরপঙ্‌ক্তি।

প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ যাহাতে গুরু, তাহার নাম অক্ষরপঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ।৭

শশিবদনা।

হে ঘনস্তনি! প্রথম বর্ণচতুষ্টয় লঘু এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইলে তাহার নাম শশিবদনা।৮

মদলেখা।

হে বালিকে! হে মৃগলোচনে! চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ লঘু হইলে তাহাকে মদলেখাচ্ছন্দঃ বলে।৯

শ্লোকচ্ছন্দঃ।

চারি চরণেরই ষষ্ঠ বর্ণ গুরু ও পঞ্চম বর্ণ লঘু হইলে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু আর প্রথম ও তৃতীয় চরণের সপ্তম বর্ণ গুরু হইলে তাহার নাম শ্লোকচ্ছন্দঃ।১০

মাণবকাক্রীড়।

প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও শেষ বর্ণ গুরু হইলে তাহার নাম মাণবকাক্রীড়চ্ছন্দঃ।১১

দ্বিতুর্য্যষষ্ঠমষ্টমং গুরুপ্রযোজিতং যদা।
তদা নিবেদয়ন্তি তাং বুধা নাগস্বরূপিণীম্॥১২
সর্ব্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্যাং বিশ্রামঃ স্যাদ্বেদৈর্ব্বেদৈঃ।
বিদ্বদ্বৃন্দৈর্বীণাবাণি! ব্যাখ্যাতা সা বিদ্যুন্মালা॥১৩
তন্বি! গুরু স্যাদাদ্যচতুর্থং পঞ্চমষষ্ঠং চান্ত্যমুপান্ত্যম্।
ইন্দ্রিয়বাণৈর্যত্র বিরামঃ সা কথনীয়া চম্পকমালা॥১৪
চম্পকমালা যত্র ভবেদন্ত্যবিহীনা প্রেমনিধে!
ছন্দসি দক্ষা যে কবয়স্তন্মণিমধ্যং তে ব্রুবতে॥১৫
মন্দাক্রান্তান্ত্যযতিরহিতা সালঙ্কারে! যদি ভবতি যা।
সা বিদ্বদ্ভির্গ্রবমভিহিতা জ্ঞেয়া হংসী কমলবদনে॥১৬
হ্রস্বো বর্ণো জায়তে যত্র ষষ্ঠঃ কম্বুগ্রীবে! তদ্বদেবাষ্টমান্ত্যঃ।
বিশ্রান্তঃ স্যাত্তন্বি বেদৈস্তুরঙ্গৈঃ তাং ভাষন্তে শালিনীং ছান্দসীয়াঃ।১৭

নাগস্বরূপিণী।

দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ণ গুরু হইলে, পণ্ডিতগণ তাহাকে নাগস্বরূপিণী-ছন্দঃ কহেন।১২

বিদ্যুন্মালা।

হে বীণাকণ্ঠি! (বীণার ন্যায় মধুরভাষিণি!) সকল বর্ণ দীর্ঘ ও প্রত্যেক চারি চারি বর্ণে যতি থাকিলে, বিদ্বান্‌গণ তাহাকে বিদ্যুন্মালাচ্ছন্দঃ বলেন।১৩

চম্পকমালা।

হে কৃশাঙ্গি! প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও শেষ বর্ণ গুরু হইলে এবং পঞ্চম বর্ণে যতি থাকিলে, তাহার নাম চম্পকমালাচ্ছন্দঃ।১৪

মণিমধ্য।

হে প্রেমনিধে! অন্ত্যবর্ণবিহীন চম্পকমালা ছন্দকে ছন্দোবিশারদ কবিগণ মণিমধ্য বলিয়া বর্ণন করেন।১৫

হংসী।

হে বিভূষণমণ্ডিতে কমলবদনে! মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি পাদে অন্ত্য যতি না থাকিলে পণ্ডিতগণ তাহাকে হংসীচ্ছন্দঃ বলেন।১৬

শালিনী।

ষষ্ঠ, অষ্টম ও অন্ত্য বর্ণ হ্রস্ব হইলে এবং চতুর্থ ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকিলে তাহার নাম শালিনীচ্ছন্দঃ।১৭

আদ্যচতুর্থমহীননিতম্বে! সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যম্।
যত্র গুরু প্রকটস্মরসারে! তৎ কথিতং ননু দোধকবৃত্তম্ ॥১৮
যস্যাস্ত্রিষট্সপ্তমমক্ষরং স্যাদ্ হ্রস্বং সুজঙ্ঘে! নবমঞ্চ তদ্বৎ।
গত্যা বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে তামিন্দ্রবজ্রাং ব্রুবতে কবীন্দ্রাঃ ॥১৯
যদীন্দ্রবজ্রা চরণেষু পূর্ব্বে ভবন্তি বর্ণা লঘবঃ সুবর্ণে!
অমন্দমাদ্যন্মদনে! তদানীমুপেন্দ্রবজ্রা কথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥২০
যত্র দ্বয়োরপ্যনয়োস্তু পাদা ভবন্তি সীমন্তিনি চন্দ্রকান্তে।
বিদ্বদ্ভিরাদ্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতা সা প্রযুজ্যতামিত্যুপজাতিরেষা ॥২১
আখ্যানকী সা প্রকটীকৃতার্থে যদীন্দ্রবজ্রাচরণঃ পুরস্তাৎ।
উপেন্দ্রবজ্রাচরণাস্ত্রয়োঽন্যে মনীষিণোক্তা বিপরীতপূর্ব্বাঃ ॥২২

দোধকবৃত্ত।

হে পৃথুনিতম্বে! হে মদনোন্মাদিনি! প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও অন্ত্য বর্ণ দীর্ঘ হইলে, তাহার নাম দোধকবৃত্ত ছন্দঃ। (এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে একাদশ বর্ণ)।১৮

ইন্দ্রবজ্রা।

হে সুজঙ্ঘে! হে হংসগামিনি! তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ণ হ্রস্ব হইলে কবীন্দ্রগণ তাহাকে ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দঃ বলিয়া থাকেন। (ইহার প্রতি চরণে একাদশ বর্ণ)।১৯

উপেন্দ্রবজ্রা।

হে মদনোন্মাদিনি! প্রত্যেক চরণের প্রথম বর্ণ লঘু হইলে তাহার নাম উপেন্দ্রবজ্রা। (একাদশ অক্ষরে প্রতি চরণ)।২০

উপজাতি।

হে চন্দ্রকান্তে সীমন্তিনি! ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা এই উভয়ের চরণ মিলিত-ভাবে থাকিলে আদিকবিগণ তাহাকে উপজাতিচ্ছন্দঃ বলেন। (ইহার প্রতি চরণে একাদশ বর্ণ থাকে)।২১

আখ্যানকী।

[illegible] ইন্দ্রবজ্রার তুল্য এবং অবশিষ্ট চরণত্রয় উপেন্দ্রবজ্রার সদৃশ, [illegible] ।২২

আদ্যমক্ষরমতস্তৃতীয়কং সপ্তমঞ্চ নবমং তথান্তিমম্।
দীর্ঘমিন্দুমুখি যত্র জায়তে তাং বদন্তি কবয়ো রথোদ্ধতাম্ ॥২৩
অক্ষরঞ্চ নবমং দশমঞ্চ ব্যত্যয়াদ্ভবতি যত্র বিনীতে।
প্রাক্তনৈঃ সুনয়নে যদি সৈব স্বাগতেতি কবিভিঃ কথিতাসৌ ॥২৪
সতৃতীয়কষষ্ঠমনঙ্গরতে! নবমং বিরতিপ্রভবং গুরু চেৎ।
ঘনপীনপয়োধরভারনতে! ননু তোটকবৃত্তমিদং কথিতম্ ॥২৫
যদি তোটকস্য গুরু পঞ্চমকং বিহিতং বিলাসিনি! তদক্ষরকম্।
রসসংখ্যকং গুরু ন চেদবলে প্রমিতাক্ষরেতি কবিভিঃ কথিতা ॥২৬
যদাদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমং স্যাত্তথৈবাক্ষরং হ্রস্বমেকাদশাদ্যম্।
শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষিবক্ত্রারবিন্দে তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গপ্রয়াতম্ ॥২৭
অয়ি কৃশোদরি! যত্র চতুর্থকং গুরু চ সপ্তমকং দশমং তথা।
বিরতিগঞ্চ তথৈব সুমধ্যমে দ্রুতবিলম্বিতমিত্যুপদিশ্যতে ॥২৮

রথোদ্ধতা।

হে ইন্দুমুখি! প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম ও অন্ত্য বর্ণ দীর্ঘ হইলে কবিগণ তাহাকে রথোদ্ধতাচ্ছন্দঃ বলেন।২৩

স্বাগতা।

হে সুলোচনে! রথোদ্ধতা ছন্দের নবম বর্ণ লঘু ও দশম বর্ণ গুরু হইলে, তাহার নাম স্বাগতাচ্ছন্দঃ।২৪

তোটকবৃত্ত।

হে অনঙ্গবিলাসিনি! হে ঘনপীনস্তনভারনতে! তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও অন্ত্য বর্ণ গুরু হইলে তাহার নাম তোটকবৃত্ত।২৫

প্রমিতাক্ষরা।

হে বিলাসিনি অবলে! তোটকের পঞ্চম বর্ণ গুরু ও ষষ্ঠ বর্ণ লঘু হইলে, তাহার নাম প্রতিমাক্ষরা।২৬

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

হে শরচ্চন্দ্রবিনিন্দিতবদনকমলে! প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও একাদশ [illegible] হ্রস্ব হইলে কবিগণ তাহাকে ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দঃ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।২৭

দ্রুতবিলম্বিত।

অয়ি কৃশোদরি! চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ গুরু হইলে এবং [illegible] থাকিলে তাহার নাম দ্রুতবিলম্বিতচ্ছন্দঃ।২৮

প্রথমাক্ষরমাত্তৃতীয়য়োর্দ্রুতবিলম্বিতকস্য হি পাদয়োঃ।
যদি নাস্তি তদা কমলেক্ষণে ভবতি সুন্দরি সা হরিণীপ্লুতা ॥২৯

উপেন্দ্রবজ্রাচরণেষু সন্তি চেদুপান্ত্যবর্ণা লঘবঃ পরে কৃতাঃ।
মদোল্লসদ্ভ্রূজিতকামকার্ম্মুকে বদন্তি বংশস্থবিলং বুধাস্তদা ॥৩০

যস্যামশোকাঙ্কুরপাণিপল্লবে! বংশস্থপাদা গুরুপূর্ব্ববর্ণকাঃ।
তারুণ্যহেলারতিরঙ্গলালসে তামিন্দ্রবংশাং কবয়ঃ প্রচক্ষতে ॥৩১

যস্যাং প্রিয়ে! প্রথমকমক্ষরদ্বয়ং,
তূর্য্যং তথা গুরু নবমং দশান্তিমম্।
সান্ত্যং তাবদ্যতিরপি চেদ্যুগগ্রহৈঃ,
সালঙ্ক্যতামমৃতরুতে প্রভাবত ॥৩২

আদ্যং চেৎ ত্রিতয়মথাষ্টমং নবান্ত্যং,
দ্বাবন্তৌ গুরুবিরতৌ সুভাষিতে! স্যাৎ।
বিশ্রামো ভবতি মহেশনেত্রদিগ্‌ভি-
র্বিজ্ঞেয়া ননু সুদতি! প্রহর্ষিণী সা ॥৩৩

হরিণীপ্লুত।

হে কমলাক্ষি! দ্রুতবিলম্বিতচ্ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রথম বর্ণ তদ্রূপ না থাকিলে তাহার নাম হরিণীপ্লুত।২৯

বংশস্থবিল।

হে মদবিলাসিতভ্রূশালিনি! উপেন্দ্রবজ্রার চরণচতুষ্টয়স্থ দশম বর্ণ লঘু হইলে তাহার নাম বংশস্থবিল।৩০

ইন্দ্রবংশা।

হে অশোকাঙ্কুরসমকরপল্লবে! বংশস্থবিল ছন্দের চারি চরণেই যদি পূর্ব্ববর্ণ গুরু হয়, তাহা হইলে তাহাকে কবিগণ ইন্দ্রবংশাচ্ছন্দঃ বলেন।৩১

প্রভাবতী।

প্রিয়তমে! প্রথম দুই বর্ণ, চতুর্থ, নবম, একাদশ ও শেষবর্ণ গুরু হইলে আর চতুর্থ ও নবম বর্ণে যতি থাকিলে তাহার নাম প্রভাবতী।৩২

প্রহর্ষিণী।

হে [illegible]! প্রথম বর্ণত্রয়, অষ্টম, দশম ও শেষ বর্ণদ্বয় গুরু হইলে এবং [illegible] প্রহর্ষিণীচ্ছন্দঃ।৩৩

আদ্যং দ্বিতীয়মপি চেৎ গুরু তচ্চতুর্থং,
যত্রাষ্টমঞ্চ দশমাদ্যমুখান্ত্যমন্ত্যম্।
অষ্টাভিরিন্দুবদনে! বিরতিশ্চ ষড়্ভিঃ,
কান্তে! বসন্ততিলকং কিল তং বদন্তি ॥৩৪
প্রথমমগুরু ষট্কং বিদ্যতে যত্র কান্তে,
তদনু দশমং চেদক্ষরং দ্বাদশান্ত্যম্।
গিরিভিরথ তুরঙ্গৈর্যত্র কান্তে! বিরামঃ,
সুকবিজনমনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা ॥৩৫
সুমুখি! লঘবঃ পঞ্চ প্রাচ্যাস্ততো দশমাস্তিমঃ,
তদনু ললিতালাপে! বর্ণৌ তৃতীয়চতুর্থকৌ।
প্রভবতি পুনর্যত্রোপান্ত্যঃ স্ফুরৎকনকপ্রভে!
যতিরপি রসৈর্বেদৈরশ্বৈঃ স্মৃতা হরিণীতি সা ॥৩৬
যদি প্রাচ্যো হ্রস্বঃ কলিতকমলে! পঞ্চ গুরবঃ,
ততো বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতিসুকুমারাঙ্গি! লঘবঃ।

বসন্ততিলক।

হে ইন্দুমুখি প্রিয়তমে! প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ ও শেষ বর্ণ গুরু হইলে আর অষ্টম ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি থাকিলে তাহাকে বসন্ততিলক কহে।৩৪

মালিনী।

প্রিয়তমে! প্রথম ছয়টি বর্ণ, দশম বর্ণ ও ত্রয়োদশ বর্ণ লঘু হইলে এবং অষ্টম ও অষ্টম বর্ণে যতি থাকিলে সুকবিগণ তাহাকে প্রসিদ্ধ মনোহারিণী মালিনী নামে কীর্ত্তন করেন।৩৫

হরিণী।

হে মধুরভাষিণি সুমুখি! হে তপ্তকাঞ্চনবর্ণে! প্রথম, পঞ্চম, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ বর্ণ লঘু হইলে এবং ষষ্ঠ, চতুর্থ ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকিলে তাহার নাম হরিণীচ্ছন্দঃ।৩৬

শিখরিণী।

হে কমলাক্ষি! হে [illegible]! হে [illegible]! হে [illegible] পূর্ব্ববর্ণ হ্রস্ব, তৎপরস্থ [illegible]

ত্রয়োঽন্ত্যে চোপান্ত্যাঃ সুতনুজঘনে! ভোগসুভগে!
রসৈরুদ্রৈশ্ছিন্না ভবতি বিরতিঃ সা শিখরিণী ॥৩৭

দ্বিতীয়মলিকুন্তলে! গুরু ষড়ষ্টমদ্বাদশং,
চতুর্দ্দশমথ প্রিয়ে! গুরু গভীরনাভিহ্রদে!
সপঞ্চদশমান্তিমং তদনু যত্র কান্তে! যতিঃ,
গিরীন্দ্রফণাভৃৎকুলৈর্ভবতি সুভ্রু! পৃথ্বীতি সা ॥৩৮

চত্বারঃ প্রাক্ সুতনু! গুরবো দ্বৌ দশৈকাদশৌ চেৎ,
মুগ্ধে! বর্ণৌ তদনু কুমুদামোদিনি! দ্বাদশান্ত্যৌ!
তদ্বচ্চান্ত্যৌ যুগরসহয়ৈর্যচ্চ কান্তে! বিরামো,
মন্দাক্রান্তাং প্রবর কবয়স্তন্বি! তাং সঙ্গিরন্তে ॥৩৯

আদ্যং যত্র গুরু ত্রয়ং প্রিয়তমে! ষষ্ঠং ততশ্চাষ্টমং,
সন্ত্যেকাদশতস্ত্রয়স্তদনু চেদষ্টাদশাদ্যাস্ত্রিমাঃ।
মার্ত্তণ্ডৈর্মুনিভিশ্চ যত্র বিরতিঃ পূর্ণেন্দুবিম্বাননে,
তদ্বৃত্তং প্রবদন্তি কাব্যরসিকাঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥৪০

ষোড়শ বর্ণ লঘু হইলে এবং ষষ্ঠ ও একাদশ বর্ণে যতি থাকিলে তাহার নাম শিখরিণী।৩৭

পৃথ্বী।

হে ভ্রমরকুন্তলে সুভ্রমতি প্রিয়তমে! দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও শেষ বর্ণ গুরু হইলে এবং অষ্টম ও নবম বর্ণে বিরতি থাকিলে, তাহার নাম পৃথ্বীচ্ছন্দঃ।৩৮

মন্দাক্রান্তা।

হে শোভনাঙ্গে! হে মুগ্ধে! হে কুমুদামোদিনি! হে কৃশাঙ্গি! হে প্রিয়তমে! প্রথম বর্ণচতুষ্টয়, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও শেষের বর্ণদ্বয় গুরু হইলে এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকিলে কবিগণ তাহাকে মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দঃ বলেন।৩৯

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

হে পূর্ণেন্দুমুখি প্রিয়তমে! প্রথম বর্ণত্রয় গুরু হইলে এবং ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, [illegible], সপ্তদশ ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকিলে, কাব্যরসিক সুধীগণ [illegible] শার্দ্দূলবিক্রীড়িত বলেন।৪০

চত্বারো যত্র বর্ণাঃ প্রথমমলঘবঃ ষষ্ঠকঃ সপ্তমোঽপি,
দ্বৌ তদ্বৎ ষোড়শাদ্যৌ মৃগমদতিলকে ষোড়শান্ত্যৌ তথান্ত্যে।
রম্ভাস্তম্ভোরুকান্তে মুনিমুনিমুনিভির্দৃশ্যতে চেদ্বিরামো,
বালে বন্দ্যৈঃ সুতনু নিগদিতা স্রগ্ধরা সা প্রসিদ্ধা ॥৪১

ইতি মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতঃ শ্রুতবোধঃ সম্পূর্ণঃ।

স্রগ্ধরা।

হে মৃগমদতিলকে! হে রম্ভোরু! হে সুগাত্রি! প্রথম বর্ণচতুষ্টয়, সপ্তম, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও শেষ বর্ণদ্বয় গুরু হইলে এবং সপ্তম বর্ণে বিরতি থাকিলে, কবিশ্রেষ্ঠগণ তাহাকে স্রগ্ধরাচ্ছন্দঃ বলেন। ৪১

শ্রুতবোধ সম্পূর্ণ।

কালিদাসের গ্রন্থাবলী সমাপ্ত।